শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সংখ্যা - ১- ৫০
১৭৩৯ - ১৭৪০

গৌড়ীয়

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পরমাহিত্য-পরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

একাদশ বর্ষ—পূর্ব্বার্দ্ধ

(১৩৩৯ ভাদ্র হইতে মাঘ ১৩৩৯)

—:o:—

সঙ্ঘপতি

শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সঙ্ঘ-সম্পাদক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—:o:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-যন্ত্রে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৬

P17497

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

একাদশবর্ষ পূর্ব্বার্দ্ধ

১ম—২৪শ সংখ্যা

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
একাদশ-প্রারম্ভিকা	১।১
শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি ?	১।৩, ২।২২, ৩।৫৬, ৪।৫৯, ৮।১২৪, ১১।১৪৩, ১৩।২০৯, ১৮।২৮৮, ১৯।৩০৫, ২০।৩১৮
সাময়িক প্রসঙ্গ (কটক হইতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন ; শ্রীযুক্ত রাধারবি রায়াধিকারী প্রভুর নিকিঞ্চন বৈষ্ণব-বেশ-ধারণ ; কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব-বিবরণ ; শ্রীপাদ গিরিমহারাজের প্রচার-সংবাদ , কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সাধারণ মহোৎসবোপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার সারাংশ)	১।৫
স্বধাম-প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ	১।১৬
শ্রীধাম-মায়াপুর-পরিক্রমাপীঠে গৃহীত 'ভক্তিপাত্রী-' প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল (গৌরাব্দ ৪৪৫-৪৫৬)	১।১৬
ভ্রম-সংশোধন	১।১৬
"ছুখী" না "সুখী" ?	২।১৭
এলবার্টহলে বক্তৃতা (বিজ্ঞাপন)	২।১৯
ভাদ্রকৃত্য	২।২০
গ্রন্থ-সমালোচনা ("শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত" ও "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা")	২।২২
"নববর্ষ-আরতি" (পদ্য)	২।৩০
গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা (বিজ্ঞাপন)	২।৩২ ৪।৬৪
বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা (বিজ্ঞাপন)	২।৩২, ৪।৬৪
"বড়জাতিয়া বেটা"	৩,৩০
হিন্দোল-লীলা	৩।৩১
প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব (শয়ন একাদশী, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান-একাদশী নামদ্বয়ের কারণ কি ? উক্ত একাদশীদ্বয়ে ভগবানের শয়নাবস্থায় তাঁহার সেবাপূজা করিলে কোন অপরাধ হয় কি না ?)	
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক কে, পকেপাগসন (পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম খণ্ড ৪৬শ সংখ্যার পর)	৩।৪২
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	৩।৪৫, ৮।৯৪, ২৩।৩৭১
শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ	৪।৪১
বৈষ্ণব-কোষ	৪।৫৪
প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব (চুরি, ডাকাতি, কপটতা প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তি লইয়াও মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করিলে মঙ্গল-লাভ হয় কি না ? মহাপ্রভু বা নিত্যানন্দপ্রভুর অলৌকিক-অপহারক ব্যক্তিগণও ভাগ্যবান্ এবং তত্ত্ব মধ্যে কি ?)	
নব-মহিমা	
শ্রীধাম-মায়াপুরে পরম গুরুদেবের সমাধি	
সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্কীর্ত্তনময় হরিস্মরণোৎসব, শ্রীজুলনযাত্রা ও শ্রীবলদেব-আবির্ভাব, শ্রীল প্রভুপাদ ও তত্ত্ব সর্ব্বাধিকারী, শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক, গৌড়ীয়-সম্পাদক ও তত্ত্ব সর্ব্বাধিকারী, এলবার্টহলে বক্তৃতা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা)	
বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ (শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ রায়াধিকারী মহাশয়ের মাতার)	৪।৮০
"পরব্রহ্ম ভগবান্"-বক্তৃতার তত্ত্বকথা	৬।৬১
পারমার্থিক পরিভাষা-পরিচয়	৬।৮৪
নবদ্বীপে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	৬।৮৭
সভাপতির অভিভাষণ (কলিকাতা এলবার্টহলে ৫ই ভাদ্র (১৩৩৯) তারিখে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক-কর্ত্তৃক বক্তৃতায় সভাপতি তত্ত্ব সেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রদত্ত অভিভাষণ)	
গ্রন্থ ও পত্র-সমালোচনা ("শ্রীব্রহ্মসংহিতা"র ইংরাজী অনুবাদ, আসামী ভাষায় পারমার্থিক পত্র "কীর্ত্তন")	
সাময়িক প্রসঙ্গ (সারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠে মাদ্রাজের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভাগবতের পাঠ-ক্রম ও বেদে নামের অধিষ্ঠান, যুক্তপ্রদেশের গবর্ণরবাহাদুর ও শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ, আচার্য্য মঠের প্রতি মাদ্রাজাদি-সম্প্রদায়ের অবৈষ্ণবভাবে ও নীচের ন্যায় আক্রমণ)	৭।১৯
পত্র-পীড়ন	৭।১০৪

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	৭।১১১
ব্রজে চল	৭।১১২
শ্রীনৃসিংহমণ্ডলে কার্ত্তিকব্রত	৮।১১৩
সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীশ্রীরাধাবির্ভাবোৎসব, প্রভুপাদের বক্তৃতা, সাধারণ মহোৎসব, মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পরম গুরুদেবের সমাধি)	
শ্রীরাধোদয়াষ্টকম্	
বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ (শ্রীসত্যপ্রিয় ব্রহ্মচারীজীর মাতাজী)	
পরিক্রমা—আমাদের স্বরূপের ধর্ম	
গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব ও তৎপরবর্ত্তী	
বাসভবন (১০ক্ষত ২৭শ সংখ্যার পর)	
বাসভবন ও চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	
চৌরাশিক্রোশ পরিক্রমার প্রাতাহিক পথ অতিক্রমণের আনুমানিক সংক্ষিপ্ত তালিকা	১০।১৫৪
পরিক্রমাকারিগণের কএকটী অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়	১০।১৫৫
পরিক্রমা-প্রসঙ্গ	১০।১৫৬, ১২।১৮১
শ্রীযমুনা প্রভৃতির বাসভবন-অর্ঘ্যদানীলা	১০।১৫৬
শ্রীশ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃত	১০।১৬৪
দশবিধ ধামাপরাধ	১০।১৬৪
শ্রীচৈতন্যের প্রেম	১১।১৬৪, ১২।১৮৫, ১৪।২১১, ১৮।২৮৫, ২০।৩২২, ২১।৩৩৭, ২২।৩৫৪
চৌরাশি ক্রোশ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	১১।১৭৪
পরিক্রমা-সম্বন্ধে টেলিগ্রাম ও তাহার অনুবাদ	১১।১৭৮
শ্রীধাম-প্রাপ্তি (শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ)	১১।১৮০
প্রশ্নোত্তর-তত্ত্ব (শ্রীদুর্গাদেবী গৌড়ীয়বৈষ্ণব-মতে কি তত্ত্ব? তিনি কি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন? স্বতন্ত্রভাবে দুর্গাপূজা করা কি বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য? যদি না হয়, তবে গোস্বামি-সন্তানগণের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয় কেন?)	১১।১৯১
সাধক শ্রাদ্ধ (স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত মহোদয়ের পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর)	১২।১৯৬
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা	১৩।১৯৭, ১৪।২১৬, ১৬।২৪৮, ১৯।৩০২
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় দেবকগণের পালনীয় নিয়মাবলী	১৩।২০১
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী	১৩।২০২
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক	১৩।২০৩
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-সম্বন্ধে ভারত, সংবাদের অনুবাদ	১৩।২০৫, ১৪।২২৮, ১৫।২৪১
শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব	১৩।২০৮
ব্রজের সরলতা ও স্বাভাবিক সদাচার	১৪।২১৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব	১৫।২২৬
সাময়িকী (শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক হরিদ্বারে "শ্রীনারায়ণ গৌড়ীয়মঠে"র ভিত্তি-স্থাপন; শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব-বিবরণ, যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর-বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা-গৃহের ভিত্তি-সংস্থাপন এবং শ্রীল ভগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ-উৎসব সংবাদ-জ্ঞাপন; চাকায় কোন আচার্য্য-সন্তান-নামধারী পণ্ডিতাভিমানী কর্ত্তৃক গুরুতর গর্হিত আচরণের ইঙ্গিত-প্রদান; গৌড়ীয়-কার্য্যালয়ে প্রেরিত নাস্তিক-সমাজের কোন সংবাদপত্রে লিখিত শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্র ও তদ্রূপ আর একটী নাস্তিক-সমাজের সাময়িকপত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের অতীন্দ্রিয় চেষ্টা-সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ-সমূহের সমালোচনা; গণপত্রিকার 'বাসমনোভাব' 'অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন', 'দেশাত্মবোধ' প্রভৃতি কথা-প্রসঙ্গে কোন সংবাদপত্রের পাদটীকার টিপ্পনীতে শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় ভক্তগণের সম্বন্ধে লিখিত মন্তব্যের সমালোচনা)	১৫।২২৯
পরিক্রমা-প্রসঙ্গে	১৫।২৩৬
অন্নকূট-মহোৎসব	১৫।২৪০
শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব	
শ্রীনারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ ('য্যাড্‌ভান্স'-পত্র হইতে উদ্ধৃত বিবরণ)	
শ্রীহরিজন	
পত্রপ্রেরকের প্রতি (যশোহর-নবগ্রামবাসী শ্রীনমশূদ্রদাস বাবাজী হরিকীর্ত্তন-পণ্ডিত-বিশারদ নাম-স্বাক্ষরিত কোন ব্যক্তি নবদ্বীপের শ্রীযুত প্রাণগোপাল গোস্বামীর বাটীতে উত্তর পাইবার জন্য গৌড়ীয়ে যে কএকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর)	১৬।২৫৩
পরিক্রমা-প্রসঙ্গে পরিশিষ্ট	১৬।২৫৬
শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে	১৬।২৫৯
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি	১৭।২৬১
শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহোৎসব	১৭।২৬৩
শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি	১৭।২৬৪
সভাপতির অভিভাষণ (শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-	

প্রবন্ধ — সংখ্যা-পত্রাঙ্ক

স্মৃতি-গঙ্গাঃ সম্ভোষের রাজাবাহাদুর-কর্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণ)

মুদ্রাক্ষর-প্রমাদ

কীর্ত্তনে অমানী-মানদ

প্রশ্নোত্তর-তন্ত্র (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত "প্রভুর যেই আচরণ……না যায় লিখন" ঃ—এই পয়ারাংশের অন্তর্গত 'বিরোধ' ও 'অনুরোধে'র তাৎপর্য্যার্থ কি ? 'সহজ'-শব্দের রূঢ়ি ও যৌগিক অর্থ কি প্রকার হইবে ? চণ্ডীদাসের পদাবলীর অন্তর্গত 'সহজ'-শব্দ কি কোন ধূর্ত্ত-কল্পিত ? মহাপ্রভু ঐ সকল গান শুনিতেন কি ? 'সহজিয়া'-শব্দের অর্থ কি ? ইহার প্রকৃতি-প্রত্যয়লভ্য অর্থ কি প্রকার হইবে ? ইহা আভিধানিক শব্দ কি ? 'সহজিয়া'-শব্দটী কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে ? 'গৌড়ীয়'-পত্রে ১০ম খণ্ডের ৩১০পৃষ্ঠায় কথিত "শিক্ষাগুরু শ্রীগুরুদেব গোস্বামী প্রভু চরিত্র সেই মন্দিরাসনে অস্ত হইয়া সেই স্থানে কৃপাপুরুষ উপবীত হইলেন"—এই বাক্যে হরি-সেবাসনের সহিত মন্দিরাসনের তুলনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? এই প্রকার তুলনা গোস্বামী ও বৈষ্ণব প্রভুদিগের অপ্রীতিকর ও মর্ম্মান্তিক ; ইহা কি অপরাধে যোজিত হইয়াছে ?) ১৮।২৮১—২৮৪

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের উৎসব ১৮।২৮৪

সাময়িকী (শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধাম-মায়াপুর-গুণবিষয়ক ; খাড়িপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কৃপানুগত-সম্বন্ধে প্রাকৃত-সাহজিকগণের প্রতিকূল মতবাদ-বিষয়ক একটী প্রশ্ন উত্থাপন ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যুত্তর ; কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর শচীন্দ্রকুমার দাস এম, এ, পি, এইচ, ডি (লণ্ডন) ; পুরীর রাধাকান্ত মঠের ভাবী মহান্ত শ্রীবিশ্বম্ভর ব্যাকরণতীর্থ বেদান্তভূষণ বেদান্তশাস্ত্রী ও শ্রীচট্টবাসী অনেক নিষ্কাকীয় ভক্তের শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন ও শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক তাঁহাদের বিবিধ পরিশ্রমের সমাদর ; ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পরিব্রাজকাচার্য্যগণের হরিকথা-প্রচার-বৃত্তান্ত বর্ণন, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকায় শুভবিজয়, ঢাকায় মাধ্বগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা

প্রবন্ধ — সংখ্যা-পত্রাঙ্ক

এবং শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের আবির্ভাব স্থানসমূহের বর্ণন-মুখে পূর্ব্ববঙ্গবাসীর পরম সৌভাগ্যের কথা কীর্ত্তন ; ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ ; শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গমঠের স্থান-পরিবর্ত্তন ; শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত গীতার সমালোচনা)

গৌড়ীয়ের মাধুকরী

বৈষ্ণবধর্ম্ম (অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য-লিখিত) ১৯।৩০০, ২১।৩৩২

আসাম বৈষ্ণব-সম্মিলনী (নিমন্ত্রণ-পত্র) ১৯।৩০৭

নিমন্ত্রণ-পত্র (মাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব) ১৯।৩০৮

পারমার্থিক-প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ২০।৩০৯

পরার্থিতা (Altruism) ২০।৩১৪

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ ২০।৩১৭

সদ্গুরু ২১।৩২৪

ঢাকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ২১।৩২৯, ২২।৩৪১

অভিনন্দন-পত্র (মুন্সীগঞ্জের জনসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রদত্ত) ২১।৩৩১

শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট ঢাকাদক্ষে বার্ষিক মহাসমারোহ ২১।৩৩৬

শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ঢাকায় 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী' উদ্ঘাটন ২২।৩৪৮

ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী (বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে উদ্ধৃত) ২২।৩৫০, ২৪।৩৮৫

মাধুকর ভৈক্ষ্য ২৩।৩৫৭

প্রদর্শনের অভিভাষণ ২৩।৩৬১

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ২৩।৩৭১

বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ (শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাসাধিকারীর পরলোকগতা জননী-দেবীর) ২৩।৩৭৫

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষামালা (ঢাকা, ১৩৩০ ফাল্গুনী মাসে প্রকটিত), ২৪।৩৭৩

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী (স্মরক-পাদন হইতে উদ্ধৃত) ২৪।৩৮৩

বিহার-উড়িষ্যার সভাপতি ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ (নিজস্ব সংবাদ-দাতার প্রতি) ২৪।৩৮৬

নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের জন্মোৎসব ও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা) ২৪।৩৮৭

জীবের নিত্যধর্ম্মের পরমায়ু ২৪।৩৮৯

গৌড়-বৈষ্ণব ও পূর্ব্ব বৈষ্ণব ২৪।৩৯২

বিশেষ-মাসু-পত্রী ২৪।৩৯৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়া

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক

পরসাহিত্য-পরিষদের সাপ্তাহিক পত্র

একাদশ বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

(১৩৩৯ মাঘ হইতে ১৩৪০ শ্রাবণ)

—:০:—

সঙ্ঘপতি

মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী

সঙ্ঘ-সম্পাদক

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ

—:০:—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্-যন্ত্রে
মহামহোপদেশক শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৭

গৌড়ীয়ের প্রবন্ধ-সূচী

একাদশ বর্ষ—উত্তরার্দ্ধ

২১শ—৪০শ সংখ্যা

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
চাকা-প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ	২৮।৪০১
প্রাচীনতায় ছলনার প্রাকৃত-সাহজিকতা	২৮।৪০৯
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব	২৮।৪১২
শ্রীচৈতন্যের প্রেম (পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২শ সংখ্যার পর)	২৮।৪১৪
উপবাস-তালিকা	২৮।৪১৬
সাময়িকী—(চাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর বিবরণ ; শ্রীল প্রভুপাদের চাকা-গমন ; কোন সাধারণ সংবাদপত্রের সম্পাদকের "সত্য এবং কপটতা কাহারও একচেটিয়া বস্তু নহে"—এই বাক্যের সমালোচনা ; ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ভ্রম-ধারণা-প্রদর্শন ; ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ভগবানের মোহিনীরূপ-দর্শনে রুদ্রের তৎপশ্চাৎ ধাবমান, কুযোগি-গণের তপস্যার নিরর্থকত্ব ও অন্যান্য কএকটী আদর্শ-দর্শনে বহির্ম্মুখ লোকের ধারণা ও উহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য ; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর ও শ্রীচৈতন্যবাণীর আবির্ভাব-তিথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	২৭।৪১৭
আচার্য্যের বাণী	২৭।৪২৩
বৈষ্ণবধর্ম্ম (পূর্ব্ব-প্রকাশিত ২১শ সংখ্যার পর)	২৭।৪২৮
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	২৭।৪৩২, ৩৫।৪৬০
শ্রীধাম-নবদ্বীপ ও শ্রীধাম-পরিক্রমা	২৮।৪০৩
"রূপ-সনাতনের জাতি" (?)	২৮।৪০৭
সাময়িক প্রসঙ্গ (শ্রীল প্রভুপাদ ও নরসিংহ-কলেজের অধ্যাপক-বৃন্দ ; শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমায়াপুর-যাত্রা ; বুলোরঘাট হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর-গমনের সুব্যবস্থা, শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব, শ্রীধাম-মায়াপুরে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে, শ্রীসচ্চিদা-নন্দমঠে ও শ্রীপ্রণবাশ্রম-মঠে শ্রীনিত্যানন্দ-আবির্ভাব-মহোৎসব ; ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-প্রদর্শন ; শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ ও শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠে মলকূপ-স্থাপনের ব্যবস্থা)	
যন্ত্রদর্শন	
প্রাকৃত-সহজিয়া-মত নিরাস ("বারভাসন"-পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)	২৮।৪৪৭
য়ুরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের বিরাট্ আয়োজন	২৮।৪৪৮
শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা	২৯।৪৪৯
আচার্য্য-পরিচয়	২৯।৪৪১
শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে দীনের অঞ্জলি (পদ্য)	২৯।৪৭০
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ঊনষষ্টিতমাবির্ভাব-মহোৎসবে অভ্যর্থ্য	২৯।৪৭২
শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ	৩০।৪৭৪
শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব	৩০।৪৭৯
সজ্জনতোষণবৈষ্ণবাচার্য্য-পরীক্ষার ফল (৪৪৫-৪৪৬)	৩০।৪৮০
শ্রীগৌর-পরিচয়	৩১।৪৮১
ভবিষ্যদ্বাণী সফল	৩১।৪৯২
নিমন্ত্রণ-পত্র (বিদেশগামী শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারক-গণকে বিদায়-অভিনন্দন-প্রদান-উপলক্ষে গৌড়ীয়মঠের নাটামন্দিরের সভায় আহ্বান)	৩১।৪৯৫
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য (পদ্য) [শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-লিখিত]	৩১।৪৯৫
য়ুরোপাভিমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী	৩২।৪৯৭
বিদায়-অভিনন্দন (য়ুরোপ-যাত্রী প্রচারকগণকে)	৩২।৪৯৯
শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ভক্তিবিনয়	৩২।৫০৪
আমার কথা	৩২।৫০৫
শ্রীচৈতন্যদেব ও বিশ্বমিলন	৩২।৫০৭
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" (ইংরাজী গ্রন্থ)	৩২।৫১০
বিশেষ-মাস-পঞ্জী	৩২।৫১২, ৩৩।৫৪৪, ৩৪।৬০৮

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার উনচত্বারিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন-বিবরণী	৩৩।৫১৩, ৩৪।৫৩৩
শ্রীধামপ্রচারিণীসভার শ্রীশ্রীগৌরাণীর্ব্বাদ-পত্রাবলী	৩৩।৫২২, ৩৪।৬০৪
য়ুরোপ-যাত্রি-প্রচারকবৃন্দের বিদায়-অভিনন্দন-সভা	৩৪।৫২৯
শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব	৩৪।৫৩৭
তারের সংবাদ	৩৪।৫৩৮
গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম	৩৪।৫৪০
সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (গৌরাব্দ ৪৪৭)	৩৪।৫৪২
পঞ্চরাত্র-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (গৌরাব্দ ৪৪৭)	৩৪।৫৪৩
সংশিক্ষা-প্রদর্শনী	৩৪।৫৪৫
গৌড়ীয়-সমাজ	৫৪।৫৪৮
ছোট হরিদাস (শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীচরিতামৃতের বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ)	
প্রতিবাদ ('পঞ্চায়েৎ'-পত্রিকায় প্রকাশিত চাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর সমালোচনা সম্বন্ধে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ বি-এল-লিখিত)	৫৫।৫৫০, ৩৬।৫৬৩, ৩৭।৫৮৮
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ	
ভক্তিদুর্গার্চ্চা	
(য়ুরোপযাত্রি-প্রচারকগণের লণ্ডন- যাত্রা)	
সাময়িক প্রসঙ্গ (বোম্বাই-নগরীতে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রচার ; য়ুরোপযাত্রি-প্রচারকগণকে প্রত্যুদ্গমন-প্রদানার্থ শ্রীধাম-মায়াপুর ও কুচবিহার-রাজ্যে বিরাট্ সভা ; বৃন্দাবনপুরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমহারাজ)	৩৬।৫৭২
নির্য্যাস-সংবাদ (শ্রীপাদ অকিঞ্চন দাসাধিকারী)	৩৬।৫৭৬
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ	৩৭।৫৭৭
পঞ্চোপাসনা	৩৭।৫৮০
শ্রীমদ্ বন মহারাজের পত্র (ভিক্টোরিয়া-জাহাজ হইতে প্রেরিত)	

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পত্রাঙ্ক
লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকত্রয় (তারের সংবাদ)	৩৭।৫৯২
ভক্তিই শোক-কাম-ব্যাধ্যাপহা	৫৮।৫৯৩
শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা (১৯শ সংখ্যার পর)	৩৮।৫৯৭, ৪০।৬০৮, ৪১।৬১৫, ৪২।৬১৯, ৪৩।৬২৬, ৪৪।৬২৯, ৪৫।৭১৯, ৪৮।৭৩৫, ৫০।৭৩৫
বোম্বাই-নগরীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার (বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে উদ্ধৃত)	৩৮।৬০৫
প্রচার-প্রসঙ্গ (তারযোগে)	৩৮।৬০৭, ৩৯।৬২৪, ৪০।৬৩৬, ৪২।৬৩৬, ৪৩।৬৩৮, ৪৫।৭১৭, ৪৭।৭৪০, ৫০।৭৩৪
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভার দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ	
প্রাকৃত-সহজিয়া-মত ও বৈষ্ণব-সাহিত্য	
পরলোকে অধ্যাপক হরিদাস সাহা	
তৎপরে কোথায় (অধ্যাপক হরিদাস সাহা এম্-এ লিখিত)	
শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজের পত্র	
লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যালয় (তারের সংবাদ)	
জাতি-বিচার	
গৌড়ীয়-দর্শন (৮ম বর্ষ ৪৯শ সংখ্যার পর)	
লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসঙ্গ ("ইয়র্কশায়ার হেরল্ড" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)	
বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়	
লণ্ডন ইণ্ডিয়ান্ ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়নে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা	
শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভায় উনচত্বারিংশৎ বার্ষিক দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ	
মহাপ্রভুকে মানি কি ?	
বোম্বাই-নগরীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ('বোম্বে ক্রনিকল' পত্র হইতে উদ্ধৃত)	
শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ	

প্রবন্ধ	সংখ্যা-পৃষ্ঠাঙ্ক
বোম্বাই-নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদ	৪২।৮৫৭
জগতের বিজ্ঞজন অজ্ঞ-সম্প্রদায়	৪২।৮৬১, ৪৩।৭২৪, ৪৯।৭৭৯
য়ুরোপে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের বৈশিষ্ট্য	৪২।৮৬৪
য়ুরোপের প্রচারে আনুকূল্য	৪২।৮৬৫
লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার (বিজ্ঞাপনাকারে প্রাপ্ত)	৪২।৮৬৬, ৪৩।৮৮৫, ৪৪।৭০৪, ৪৬।৭৩২, ৪৮।৭৬৩, ৪৯।৭৮৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠই ভারতের প্রকৃত হিতকারী ('গ্যাড্‌ভ্যান্স' ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)	৪২।৮৬৮
লণ্ডনের ডাক	৪২।৮৬৯, ৪৪।৭০৩
চাকায় শ্রীল প্রভুপাদ	৪৩।৭১৩
বাক্যোবাক্য	৪৩।৭১৯
আমার বক্তব্য	৪৩।৮৮৩
শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে রয়টার	৪৩।৮৮৬
বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ (শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র দাসাধিকারী)	৪৩।৮৮৮
বোম্বাইতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	৪৪।৮৮৯, ৪৪।৭০৫, ৪৮।৭৬১
বাক্যোবাক্য (শক্তি ব্রহ্মেরই শাশ্বত-শক্তিবিশেষ, শক্তি ভিন্ন শক্তিমানের কার্য্যক্ষমতা নাই, ব্রহ্ম শক্তিযুক্ত হইলেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে পারেন, অন্যথা স্পন্দন করিতেও সমর্থ নহেন, সুতরাং শক্তিই উপাস্য; এইজন্য কি বৈষ্ণবেরা শ্রীরাধাবিগ্রহরহিত কৃষ্ণের উপাসনা করেন না? শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু কিম্বা শিব, ব্রহ্ম, বা কালী নানারূপ নানা নামে একই বস্তু; মায়া-উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর-পদবাচ্য এবং তখনই তাঁহার বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, শিব ইত্যাদি নাম; পরন্তু ঈশ্বর "উপাধি-কল্পিত অবস্তু" ভিন্ন কিছুই নহেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি এই মত সমর্থন করেন?)	৪৪।৬৯১
চয়ন ('ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' হইতে উদ্ধৃত 'রয়টার')	৪৪।৭০২
কৃষ্ণনগর ও গৌরবে বিজয়োৎসব	৪৪।৭০৩
পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক উৎসব	৪৪।৭০৩
শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব	৪৪।৭০৯, ৪৭।৭৪৯
কৃষ্ণনগর-টাউনহলে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহস্মৃতি-সভা	৪৪।৭১৩
প্রচার-সেবা ও নিজ-ভজন-ছলনা	৪৬।৭২১
শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব	৪৬।৭২৯, ৪৭।৭৪৯
ভ্রম-সংশোধন	৪৬।৭৩৪
শ্রীল প্রভুপাদ	৪৬।৭৩৬
সতীর্থ ভ্রাতৃবর্গের নিকট শ্রীপাদ বন মহারাজের নিবেদন	৪৬।৭৩৬
কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক উৎসব	৪৬।৭৩৬
বিষদরবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার	৪৭।৭৩৭
চয়ন ও সমালোচনা ("Evening Standard" পত্র হইতে লণ্ডনের প্রচার-সম্বন্ধে উদ্ধৃত "Advance" পত্রের বিবরণ-সম্বন্ধে)	৪৭।৭৪৩
"কৃষ্ণে মতিরস্তু"	৪৭।৭৪৬
সাময়িক প্রসঙ্গ (বিলাতের "ডেলি এক্‌স্‌প্রেসে" লণ্ডনের প্রচার-সম্বন্ধে প্রকাশিত সংবাদের অনুবাদ, যাহা 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সমালোচনা)	৪৭।৭৪৮
ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব	৪৭।৭৫০
নিমন্ত্রণ-পত্র (শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব)	৪৭।৭৫১
ইংলণ্ডের প্রচার-বার্ত্তা ('ষ্যাড্‌ভান্স'-পত্র হইতে উদ্ধৃত)	৪৭।৭৫২, ৪৮।৭৬০, ৫০।৭৯৪
প্রচার ও ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে বিবর্ত্ত	৪৮।৭৫৩
কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব	৪৮।৭৬৪
মহারাজ মার্ক ইস্ অব্ সোবিয়ান্ ও ষ্টেট্‌স্‌ম্যাণ্ডের প্রশ্ন ও তদুত্তর.	
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক (কৃষ্ণনগর টাউনহলে)	৪৯।৭৭৪, ৫০।৭৮৮
মাননীয় লর্ড ষ্টেট্‌স্‌ম্যাণ্ডের পত্র	৪৯।৭৮৪
বর্ষশেষে পুনরাবৃত্তি	৫০।৭৮৫
লণ্ডনে ব্রাহ্ম-প্রসাদে ভারত-সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর সহিত শ্রীপাদ বন মহারাজের সাক্ষাৎকার	৫০।৭৯০
প্রার্থ-পত্র (শ্রীনবদ্বীপমঠ-বর্ণনে শ্রীযুক্ত তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রেরিত)	৫০।৭৯২

গৌরাব্দ ৪৪৬

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ২১শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩০৯; ৬ই আগষ্ট, ১৯০২ | ১ম সংখ্যা

একাদশ-প্রারম্ভিকা

অতিন্ত্য-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত জন-সমূহকে 'গৌড়ীয়' আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতের উত্তরাংশ-সমূহকে 'গৌড়দেশ' বলা হয়। জড়দেশের অনুভূতি অনুসারে গৃহব্রতগণ গৌড়দেশকে পার্থিব ভূমিবিশেষ জ্ঞান করেন। কিন্তু অপার্থিববর্ণনে বৈকুণ্ঠের এই বর্গ গৌড়দেশকে চিন্ময় রাজ্য জানেন। সেই চিন্ময় রাজ্যের অধীশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আশ্রিত জনগণের নিকট গৌড়ীয়েশ্বর-নামে পরিচিত। তদনুসারে গৌরোক্তপতি 'গৌড়ীয়া-নাথ' অতিন্ত্য-ব্রজেন্দ্রনন্দন, হইয়াও গৌড়ীয়গণের নিত্যারাধ্য। যাঁহারা গৌড়দেশকে প্রাকৃত দেশ বলিয়া জানেন, তাঁহাদের ধারণায় যাঁহারা গৌড়দেশবাসী, তাঁহারা নিত্যসত্যের—চিন্ময় জগতের—আনন্দময় প্রপঞ্চের অধিবাসী নহেন। সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌর-ভগবানের আশ্রিত সেবকগণ—সকলেই কায়ে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিত্য সেবক। সুতরাং তাঁহাদিগকে দেশবিশেষের অধিবাসী জ্ঞান করার পরিবর্তে নিত্য চিদানন্দময় রাজ্যের অধিবাসী জানিতে হইবে। 'গৌড়ীয়' বলিতে কায়কে বুঝাইলেও অনেকে জড়বিচারে গৌড়ীয়কে অচিদ্রাজ্যের অধিবাসী জানিয়া সংসর্গ-ত্যাগ করেন; কিন্তু গৌড়ীয় চিরদিনই নিত্যসত্য। গৌড়ীয়ের বিনাশ নাই—তিনি অমৃত, গৌড়ীয়ের অনিত্যতা নাই—তিনি সনাতন, গৌড়ীয়ের কোন ভ্রান্তি নাই—তিনি প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধি গোপীভর্তার নিত্যদাসগণের দাসানুদাস।

শ্রীগৌড়ীয়গণ নিত্য তাঁহাদের নিত্যবন্ধু সাময়িকপ্রকটে বহুবর্ষের পূর্ব্বে জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। অদ্য বিংশ গৌড়ীয়ের একাদশবর্ষীয় আবির্ভাব-বাসর। আবির্ভাব-কাল হইতেই গৌড়ীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আশ্রিত উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক-তাৎপর্য্যানুসারে আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ব্যস্ত আছেন। সূত্রবৎ-প্রসঙ্গে কথিত দুঃসঙ্গ-নিরূপণ, তাহার পরিত্যাগ এবং সৎসঙ্গ-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা-নির্দ্দেশে

সাধুর নিত্য আনন্দময় চিন্ময় বাক্য-সমূহ—জগতের মিথ্যা-ভেদনে খড়্গ-সদৃশ। তাঁহার প্রচারিত সেই বাক্যাবলী ভগবৎসেবা-বিমুখ জনগণের গোপনে সংরক্ষিত ভোগ বা ত্যাগ-চিন্তাময়-দেহের ছেদনকারী। গৌড়ীয়ের কৃত্য—বদ্ধজীবগণের ভোগোন্মূখবিধান-কার্য্যে সর্ব্বদাই পরাঙ্মুখ। তাহাদের নিত্যমঙ্গলের জন্য—তাহাদের অগৌড়ীয় ভাবসমূহ যাহাতে সজীব না থাকে; তজ্জন্য তিনি ঘাতকের কার্য্য করেন। হরিবিমুখ জগতে ঘাতকের হননকার্য্য ঘোরাবহ, কিন্তু চিন্ময় বৈকুণ্ঠকথা-রূপ খড়্গ সর্ব্বদাই জীবের নিত্য উপকার বিধান করেন। সাধুর হরিকথা-রূপ খড়্গ হরিসেবা-বিমুখজনগণের গতিশীল কলেবরের পুষ্টি-সাধন করা দূরে থাকুক, তাদৃশী প্রবৃত্তির শিরশ্ছেদনে সতত ব্যস্ত। ভূতাবিষ্টজনগণের কলেবরে প্রবিষ্ট ভূতের ওঝার মন্ত্র যেরূপ ভূতের সর্ব্বনাশ করে, তদ্রূপ ভবব্যাধিগ্রস্ত জনগণের কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিতে বিরুদ্ধা-রূপ দেহ-সমূহের শিরোভাগ বিখণ্ডিত করিয়া উহাদের সজীবতা নাশ করেন। জীব ভগবৎসেবোন্মুখ হইয়া ভোগ বা ত্যাগের কল্পনাকে পশ্চাতে রাখিয়া বৈকুণ্ঠজীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন।

ভগবৎসেবা-বিমুখতাই অসাধুতা; উহা ভোগ বা ত্যাগের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে এই পার্থিব ভূমিদ্বয়ের অবস্থান হইতে বদ্ধজীব উদ্ধার-লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হন। সাধুর সঙ্গ-প্রভাবেই বৈকুণ্ঠকথা-শ্রবণে অধিকার হয়। বৈকুণ্ঠকথায় কি প্রকার লোকাতীত শক্তি নিহিত আছে, সাধুসঙ্গকারী ব্যক্তির নিকটই তাহার পরিচয় আছে। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই হরিকথা এবং হরির রূপ, হরির ঐশ্বর্য্য, হরির বীর্য্য, হরির যশঃ, হরির শোভা, হরির জ্ঞান, হরিমায়া-বিলাস প্রভৃতির শ্রবণে অধিকার-লাভ হয়। ভগবান্ শ্রীহরিতেই পুনঃপ্রভা আছে, তাঁহাতে মায়াবদ্ধ জীবগণের খণ্ডিত্ব বিচারের আরোপ বা অবকাশ নাই। সুতরাং শ্রবণ-মুখে শ্রীহরির ভগবত্তায় দৃঢ় আদর্শ জীবের লব্ধ হইলেই তাহাকে "হরি-প্রসঙ্গ" বলে। শ্রবণের পূরবর্ত্তি-ক্রিয়ায় জিহ্বার ও অক্ষের সাহায্য পাওয়া যায়। প্রভু হইতেই জানা যায় যে, আমাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন বর্ত্তমানকালে হরিসেবা-বিমুখ হইয়া আমাদের শুভ আকাঙ্ক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে অসৎপ্রসঙ্গে কাম-ক্রোধাদির সেবা-মূলে আমাদের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত আছেন। কেহ বা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া হরিকথা-শ্রবণানন্তর আমাদের সহিত নিত্য-সৌহার্দ্দ-স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সংকীর্ত্তনে যোগদান করেন। আমাদের সহযোগি-গণ প্রত্যহ হরিকথা একযোগেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তন করিলেই পরস্পরের হরিসেবা-চেষ্টার উদ্দীপন হইয়া থাকে এবং আমরাও পরমোৎসাহে, যাঁহারা শ্রবণ করেন নাই, তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বোত্তম উপকাররূপ দয়ার অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হই। এই অনুষ্ঠানের দ্বারাই হৃদয় ও কর্ণ পুলকিত হয়।

হরিকথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে চিত্ত হরি-স্মরণের তারতম্যক্রমে উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করে। তখন আর অন্য কথা ভাল লাগে না—সঙ্ঘযোগি-কর্ণকে আমরা উত্তরোত্তর হরিকথা-শ্রবণকার্য্যেই নিযুক্ত করে। হৃদয়ের ভোগপিপাসার বা ত্যাগৌষধির সন্ধানে ব্যস্ত না হইয়া আমরা যখন হরিকথা-শ্রবণে উৎকর্ণ হই, সেই সময় বৈকুণ্ঠ-বিক্রম আমাদের চিত্তাধারের ঔজ্জ্বল্য সাধন করে। এই সৎসঙ্গ-প্রভাবে কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে—কীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের পার্থিব ভোগ-বাসনা বা অপার্থিব ত্যাগ-বাসনার বিজয়ী হইবার দুরভিসন্ধি বিদূরিত হয়। তখন ইতর কথায় অরুচি হওয়ায় নিরন্তর হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার এবং হরিকীর্ত্তন করিবার আগ্রহবৃদ্ধি হয়। যেকালে ঔৎসুক্য নিখিল হয়, সেইকালে কীর্ত্তন-ব্যতীত অন্য প্রকার সাধন-প্রণালীর ধার করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু সাধুসঙ্গ-প্রভাবে হরিকীর্ত্তনে অনুমোদন লাভ করিলে আমাদের দুরভিসন্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে না। তখন অন্য-কথায় অশ্রদ্ধা হওয়ায় ও তাহার কদর্য্য উপলব্ধি করিয়া আমরা হরিসেবা-বিমুখ যাবতীয় কথায় অশ্রদ্ধা-স্থাপনে ব্যস্ত হই। এই অশ্রদ্ধা বা অপ্রয়োজনীয়তাজ্ঞানই আমাদের চরম মঙ্গলপথে আত্ম-স্থাপনের ধৃতিবিশেষ। ক্রমশঃ উচ্চাকারে এই সুকৃতি বৃদ্ধি উৎক্রমগতিতে যোড়শোপচারে পরিবৃদ্ধ হয়। শ্রদ্ধা হইতেই সাধুসঙ্গ, কীর্ত্তনাত্মক-সঙ্গ, তৎপ্রভাবে ভগবৎসেবায় উন্মুখতা, ফলতঃ ভোগরাজ্যে ক্রমশঃ উদাসীনতা, ত্যাগরাজ্যে সর্ব্বতোভাবে অসাধুসঙ্গ-পরিহারেচ্ছা ও অসাধু অনুষ্ঠান হইতে নিত্যবিরতি, সঙ্গে সঙ্গে ভজনে অবিক্ষেপনৈরন্তর্য্য, তাহার পরেই ভজনে 'রুচি' এবং রুচি গাঢ়তর হইলেই আসক্তির পর

স্বরূপতঃ শুদ্ধ সমাধিস্থিতি,—উহারই অপর নাম 'প্রতিপন্ন ভগবদ্বস্তুর উহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্যাদির আকর বস্তুতে লোভের উদয় হয়। সেই লোভান্বিতা প্রতি স্ত্রিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী সামগ্রীর মিলনে চিত্তের রসের উদয় করাইয়া জড়রসের নিবৃত্তি করায়। জড়রস-নিবৃত্তিই অনর্থনিবৃত্তি। উহার পরেই চিদ্রসপ্রবৃত্তি আমাদিগকে হরিসেবায় নিযুক্ত রাখে। এই ক্রমপদ্ধতি সাধনভক্তিপথে অতিক্রম করিয়া ভাবসেবায় আত্মনিয়োগ করায়, ইহাই উৎক্রমদশার ক্রম। সাধুসঙ্গের অভাবে জড়জগৎ হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য উপায় নাই। ক্রমপদ্ধতিই অবলম্বনীয়; উহা সাধুসঙ্গ হইতেই সম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিতগণ সান্বয়িকপত্র গৌড়ীয়ের মুখেই সচ্চিদানন্দের সেবা করিয়া থাকেন। পাঞ্চরাত্রিকী বর্ণবিশেষের রীতিতে অবসরকালে ভগবানের উপাসনার জন্য উপাসনা-মন্দিরে ভগবৎকথাসঙ্গের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তৎপূর্ব্ব দিবসেও হরিকথা হইতে বিরত না হইবার জন্যই প্রতি সপ্তাহে গৌড়ীয় উক্ত দিবসে আবির্ভূত হন। কেবলমাত্র ছয়দিবস পর্য্যন্ত একদিবস ভগবৎকথায় দিনযাপন না করিয়া সপ্তাহের সপ্তদিবসই প্রবলভাবে হরিকথার আলোচন হওয়া আবশ্যক। সেই হরিকথার সঙ্কীর্ত্তনকার্য্যে গৌড়ীয়ের দশ বৎসর কাটিয়াছে। বর্ত্তমান একাদশ বর্ষেও পূর্ব্বাচরিত বিধানে তিনি সৎসমাজে উৎসাহান্বিত আছেন।

পূর্ব্বাভাস

"শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি?" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়, উদ্দেশ্য, আচার-প্রচার, কার্য্য-প্রণালী, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, অনুশীলন-সম্বন্ধে আমরা নিজ-নিজ-বিচারে দর্শন বা শ্রবণ করিতে গিয়া কোথায় কতটা সত্য-দর্শন, কোথায় বা তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বা হইতে পারি, কেনই বা ঐরূপ দর্শন হয়, আমার কাহার ঐরূপ হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এই সকল বিষয় আংশিকভাবে কতকগুলি সাধারণ-যুক্তি-দ্বারা, বিবৃত হইয়াছে।

আমরা সকলকেই এ বিষয়গুলি একটু সহিষ্ণু ও নিরপেক্ষ হইয়া কৃপা-পূর্ব্বক পাঠ করিবার জন্য নিবেদন জানাইতেছি।

আমরা যে-সকল বিষয় সচরাচর শ্রবণ করি, তাহা বুঝিতে হইলে বা বুঝাইতে হইলে অনেক কথার অবতারণা আবশ্যক হয় না; তাহার সকল পরিভাষাই আমাদের নিকট চিরপরিচিত, সেজন্য সহজবোধ্য। কিন্তু যাহা এই জগতে কুত্রাপি শ্রবণের বিষয় হয় নাই, বা কচিৎ শ্রবণের সুযোগ ঘটে, সেই সকল কথা বুঝাইতে হইলে প্রবন্ধকলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি ও বিশিষ্ট পরিভাষার ব্যবহার অপরিত্যাজ্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই আমরা উচ্চস্বভাব পাঠকগণকে কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিষ্ণুতা-গুণের দ্বারা তাহা নিরপেক্ষ নয়নে সর্ব্বক্ষণ এই সকল কথা পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি?

প্রথম প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সহস্রমুখী প্রচার-ধারার সংক্ষিপ্ত আবৃত্তি

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য-বাণী বহন করিয়া এক "গৌড়ীয়"-পত্রেরই আজ দশ বৎসরের অধিক প্রচার হইল, ইহার পূর্ব্বেও বহুবর্ষ "শ্রীসজ্জন-তোষণী" এবং "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণ জীবের দ্বারে-দ্বারে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বিতরণ করিতেছিলেন। আজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা না শুনিয়াছেন, অন্ততঃ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নাম না জানেন, এমন খুব কম লোকই গৌড়মণ্ডলে

আছেন। গৌড়দেশে কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে, এমন কি, সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে।

বর্ত্তমান যুগে ভক্তিস্রোত পুনঃ প্রকাশের মূল পুরুষ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিতা ভুবনমঙ্গলময়ী বাণী প্রচারের একান্ত অভিলাষ ছিল। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আসমুদ্র-হিমাচল পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথে নিষ্কিঞ্চন-প্রজার শ্রৌতমৌলিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া অক্লান্তভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা প্রচার করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনৈক-ব্রত শ্রীচৈতন্য-নিত্য-জনেরই কৃপায় আজ এরূপ জড়বাদ-সর্ব্বস্ব-যুগেও লোকের দ্বারে-দ্বারে হরিসেবার আত্মাহুতি প্রদানকারী প্রচারকগণ শ্রীচৈতন্যচরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তীর গীতি-গাথা গান করিয়া লোকের সুদীর্ঘ ঘুমঘোর ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, পাপ-পুণ্যের উৎসবে প্রমত্ত সামাজিকগণের নিকট বিভিন্ন অবসরে ভগবান ও অকৈতব ভাগবতগণের পাপ-পুণ্যাতীত আদর্শের উদ্দীপনাপর **কীর্ত্তন-উৎসব** উপস্থাপিত করিতেছেন, সার্ব্বকালিক ভোগানুসন্ধানপর মনোভাবের নেশায় মত্ত, ভোগপর প্রাসাচ্ছাদন-সংগ্রহ বা অর্থাদি সঞ্চয়কেই সমগ্র জীবনের সার্ব্বকালিক ব্রতজ্ঞানকারিগণ-কোটির সম্মুখে **সার্ব্বকালিক হরিসেবানুসন্ধান** ও পরমার্থপরতার অকপট অক্লান্ত আদর্শ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, ভোগানুকূল্যতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিরন্তর অনাবিল হরিসেবা ও হরিকীর্ত্তনের মুক্ত বায়ুসেবিত মঠ-সমূহ প্রকাশ করিয়াছেন, সুরুচি এবং সুরুচির নামে প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতাপূর্ণ সাহিত্যপ্লাবিত যুগে বিভিন্ন ভাষায় **সাময়িক পরমার্থ-পত্র-প্রচার**, বিভিন্ন ভাষায় **পারমার্থিক গ্রন্থাবলী-সমূহ** প্রকাশ করিয়া সাহিত্যের বৈষয়িকী গতি-ধারাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছেন, ভৌমাধিক ও বিবিধ ব্যসনে লিপ্ত লোকসঙ্ঘকে অনাবিল ও অপরাধমুক্ত **কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে** আহ্বান করিতেছেন, অকপট মহাজন-গণের পদানুসরণের পথ সরল করিবার অবিমিশ্র আদর্শ ও ব্রহ্ম-প্রত্যবাদিপূর্ণপ্রতিবর্ত্তনশীল কুযুক্তিবুদ্ধির আত্মঘাতিতার মূলনিধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক **মুক্তাতীর্থ-উদ্ধারে** প্রবৃত্তিকে নিয়োগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন; অনর্থবহা বা অর্থঙ্করী বিদ্যার বিষময় মিথ্যিত ফলভক্ষণে বিমুখ লোককে "বিদ্যা তীর্থভ্রমাবধি", "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"—এই শ্রীচৈতন্যবাণী প্রবণ করাইয়া বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ অনাকৃত শব্দব্রহ্মে দীক্ষিত করিবার জন্য গৌড়পুরের সারস্বত-তীর্থে, নৈমিষারণ্যের পরমহংসমঠে, পরীক্ষিৎ-প্রায়োপবেশনস্থলী শুকতাল প্রভৃতি স্থানে বিদ্বৎ-আলোচনা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদির কেন্দ্র সংস্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এমন কি, বর্ত্তমান যুগোচিত পাশ্চাত্যশিক্ষা—যাহা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কোমলমতি বালকগণের উপর বিকৃতভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া সুকুমারকাল হইতেই কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতের বৈশিষ্ট্য, আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, দীক্ষা, ভাবধারা-সমূহের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে, পাশ্চাত্যশিক্ষার সেই বিকৃত-প্রণালী ও শিক্ষা-নীতির স্বরূপনের কলঙ্ক মোচন করিয়া যাহাতে প্রত্যেক ভাষা-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান পরমার্থপর জীবনযাত্রার অনুকূল হয় এবং সুকুমার বয়সেই বালকগণের অনাবিল ও কোমল হৃদয়ে পরমার্থের পদাঙ্কফলক প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য আচারবান ও যোগ্যতম প্রধান শিক্ষকপ্রবরের কর্ণধারত্বে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট" উন্মোচন করিয়াছেন। সুপ্রাচীন-পূর্ণিমা, মধ্যপূর্ণিমা, মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কালীয় ও তৎপরবর্ত্তি-পূর্ণিমা হরিকথা-আলোচনা ও কীর্ত্তনের লুপ্ত-ক্ষেত্র-সমূহ পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করিয়া তত্তৎস্থানে মঠাদি-প্রতিষ্ঠা, শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্করঞ্জিত স্থান-সমূহে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-সংস্থাপনাদি-দ্বারা ইতিহাসের হৃদয়েও চৈতন্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং প্রাচীন ইতিহাসকে কেবল আত্মস্তরিতার ধাত্বঘরে পরিণত না করিয়া আত্মমঙ্গলের জীবন্ত আদর্শ ও কীর্ত্তন-দেবতা করিয়া দিয়াছেন। কুমারিকা হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত পণ্ডিতমণ্ডলী এবং য়ুরোপ, আমেরিকা, এসিয়ার যে-কোন দেশে মনীষী, প্রতিভাশালী ও অভিজাত-সম্প্রদায়, তথা সত্যানুসন্ধিৎসু কুটীরবাসী বা অনিকেত ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যের সার্ব্বকালিকী, কল্যাণময়ী শিক্ষার বাণী তুলনামূলক অনাবিল বিচারের সহিত বিস্তার করিতেছেন। গৌড়মণ্ডল, নবদ্বীপমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, ব্রজ-মণ্ডল, অধিক কি, সমগ্র পৃথিবী-মণ্ডল-পরিক্রমা, ভোগরত-

গণের পাপপুণ্যময় ভোগাত্মক-পরিক্রমা বা ত্যাগব্রতগণের অক্ষম ও স্থাবরবৃত্তির নিকট পূর্ণ মহাজনধর্মী পঞ্চ-পরিক্রমার সহিত হরিকীর্ত্তনদেবানুশীলনের এক অদ্ভুতপূর্ব্ব আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের আরও কত প্রণালী গৃহীত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিক কি, ভোগপর বিজ্ঞানমুগকে জগন্নাশকর কর্ম্মত্যাগপর বিচারের মূলকার্ত্তে বলি না দিয়া কৃষ্ণসেবে ভোগত্যাগ বা কৃষ্ণসম্বন্ধ-রহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনপর সেবাময় বিচারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাই, মুদ্রাযন্ত্র, তড়িৎশক্তি, বাষ্পীয়যান, মোটরযান—যাহা এতকাল পরিণামে বিষময়ফল-প্রসব-কারী ভোগসাধক বস্তু বলিয়াই সাধারণ ভ্রমের নিকট সিদ্ধান্তিত হইয়া রহিয়াছিল, তাহাও আজ ভুবনমঙ্গল-হরিকথা-কীর্ত্তনের সহায়ক হইয়া বহু হইয়াছে ও জগদ্ধন্য করিতেছে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

ভুবন-মঙ্গল কীর্ত্তন-যজ্ঞে বিঘ্নোৎপাদনের হেতু কি?

এ-সকল ভুবন-মঙ্গল-কার্য্যকেও কেহ বা দৈবীমায়ার আশ্রয় হইয়া অজ্ঞতাক্রমে, কেহ বা প্রকৃতিসঙ্গিবশতঃ প্রকৃতিসঙ্গিবশতঃ তাঁহাদের আপাত অরুচিকর বিচার করিতেছেন এবং অকপট সত্যের প্রতি বিমুখতা-প্রদর্শন-করে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইতিহাস হইতেও অধিকতর হীনতার পরিচয় দিতেছে।

আপাতপ্রেয়ের হন্তারক দেখিয়া রোগী যেমন তাহার বিপিটে রোগের বিপিট ঔষধকেই 'তিক্ত' মনে করে এবং রোগী থাকা-কাল-পর্য্যন্ত উহার দোষানুসন্ধান ও দোষ-কীর্ত্তনেই অধিক আগ্রহবিশিষ্ট হয়, গৌড়ীয়-চিকিৎসালয়ের অমোঘ মহৌষধ ব্যবহারের পূর্ব্বেই বা ব্যবহারের ফলনায় কুপথ্যে অত্যাগ্রহী হইয়া মহৌষধ ত্যাগ করায় বঞ্চিত লোক-সকলও শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট কৃপা-বিতরণের দ্বার-সমূহকেই তাহাদের শ্রীবিগ্রহ-তর্পণের মাপকাঠিতে অন্যরূপ বিচার করিয়াছেন। আবার যে গৌড়দেশে স্বয়ং প্রেমের-নবন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই-স্থানেই যেন তাঁহার নামে তক্ক ও তর্কিত চরণে অপরাধ করায় বিমুখতার মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি হইতেছে। কৃষ্ণ, কাবেরী, গোদাবরীবিধৌত দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ কিংবা হিমালয়-চরিত্রা বা তপন-তনয়ার বারিসিক্ত উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশাদিতে বিমুখতার পরিমাণ এত বৃদ্ধি হয় নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে আমরা তদানীন্তন গৌড়দেশের চিত্র এইরূপ দেখিতে পাই,—

"শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে সব পেট পূরিবার আশ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাই আসিয়া।
নিদ্রা নাহি যাইতাই ভোজন করিয়া॥
এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক কীর্ত্তন করি' নানা ছল পাতে॥
গোসাঞির শয়ন যবিহ চারি মাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক?
নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই॥
কেহ বলে যদি যাক কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ গুলারে ধরি' বিলাইমু ঘাড়ে॥
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' ঘুচাইমু কেশাইমু স্রোতে॥
সব দিকে বিষ্ণুভক্তিশূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশ না জানে কেহ কেন সংকীর্ত্তন॥
কোথায় নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবাই করয়ে পরিহাস॥
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি'।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি' বাজিবাই ঘরে॥

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান।
সকল সংসার মত্ত সাধবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাই বাসে'॥

* * *

যে বা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানে সবে গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সব এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি' মরে॥

* * * *

যে বা সব বিরক্ত, তপস্বী অভিমানী।
তা' সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥

* * *

গীতা, ভাগবত যে বা ভক্তিতে পড়ায়।
ভক্তি-ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥

এহেন মহামায়ার মহীয়সী শক্তির বিষয় যে, এই সকল প্রাচীন ইতিহাসের কথা শুনিয়া অনেক বঞ্চিত অদৈব-প্রকৃতি ব্যক্তির বুদ্ধির শুদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা বলেন,—'আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণই যখন এইরূপ আদর্শ দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন আমরাও বর্ত্তমানকালে তাঁহাদের অধস্তন-সূত্রে তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করিব অর্থাৎ আমরাও শুদ্ধভক্তির প্রতি বিরোধাচরণকেই আমাদের গৌরবের ধ্বজারূপে উড্ডীন করিব। তাহাতে অনেক সময় দেখিতে পাই, মহাজনগণের শিক্ষানুসরণে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট ভুবনমঙ্গলময়ী প্রচার-প্রণালীগুলি ঐরূপ অদৈব প্রকৃতির ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিচারে লোকের অমঙ্গলের হেতু বলিয়া বিবেচিত। তাঁহারা মনে করেন, হরিসেবা-কীর্ত্তন-প্রচার অপেক্ষা বহুজীবসেবা-প্রচার সমাজের পক্ষে অধিক মঙ্গলজনক। 'হরি' আছে, কি না আছে, সে বিষয়েই যখন সন্দেহ ও নানা মতভেদ, তখন 'হরিসেবা' বলিয়া কোন জিনিষ নাই, আর যদিও কিছু লোক-দেখান কল্পিত ব্যাপার থাকে, তাহাও গৌণী অর্থাৎ জীবেরই প্রভুত্বের পরিচায়িকা। হরিসেবায় যখন বহুজীবের প্রভুত্ব তিরোহিত হয়, তখন আমরা বলেতারী বহুজীবগণ একজোট হইয়া কিছুতেই ধরা-পৃষ্ঠে অকৃত্রিম, অহৈতুক, অপ্রতিহত হরিসেবা-ধর্ম্ম থাকিতে দিব না। লোকের চোখে ধূলি দিবার জন্য হরিসেবার ছদ্মনামে মুখোসে-পরিচ্ছিন্ন একটা বহুরূপী—যে-সকল কথাতেই "হাঁ কি হাঁ কি" বলিয়া অন্তরে কপিকায় থাকিয়া সকল লোকেরই প্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে, এরূপ একটী পোষাকী মূর্ত্তি খাড়া করাইয়া রাখিব। অধুনা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ছাঁচে ঢালাই করিয়া এইরূপ ধর্ম্মের প্রতিমাই গড়িতে চাহি এবং উহাকে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া আমাদের বংশোদ্ভবীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত রহি। অতি অল্পসংখ্যক যাহারা আমাদিগকে আমাদের এই আপাত ভাল-লাগার পুষ্পিত পিচ্ছিল পথ হইতে রক্ষা করিতে যান, সেই অকৃত্রিম মিত্রগণকে আমরা শত্রু ভাবি এবং আমাদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য যে-সকল চিকিৎসা-বিজ্ঞান নিযুক্ত হয়, সেইগুলিকে ও চিকিৎসক-সম্প্রদায়কে নানাভাবে দোষারোপ করি।

তৃতীয় প্রসঙ্গ

আমরা কি কি ভুল করিয়াছি ?

(১) **প্রচারকগণ দ্বারে দ্বারে যান কেন ?**—হরিকথা-বিতরণ, মন্দরুচি ব্যক্তিগণের আত্ম-মঙ্গলের কথা-শ্রবণে রুচি-উৎপাদন ও মঙ্গলময়ী কথা বিস্তারের আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে গমন-পূর্ব্বক কীর্ত্তনৈকব্রত প্রচারকগণের হরিকথা-প্রচারকে আমাদের নিজের উপযোগী "এ সব পেটপুষিবার আশ" মনে করি, কখনও যুক্তি দেখাইয়া বলি,—"প্রকৃত সাধুগণ লোকের দ্বারে দ্বারে যাইবেন কেন? ফুল ফুটিলে তাহার গন্ধে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমরই সেখানে মধুলোভে আপনি আসিয়া জুটিবে, ফুলের কি ভ্রমরগণের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মধু কিরি করিতে হয়? কখনও বলি, সাধুদের আবার অর্থের দরকার কি? তাঁহারা ত' বাতাস খাইয়া থাকিবেন, বনে বাস করিবেন, অনিকেত থাকিবেন, অর্থকে অনর্থের মূল জানিবেন, কেহ অর্থ দিলেও তাঁহাদের হাত বাকাইয়া যাইবে।"

সন্দেহের সমাধান :—এই যুক্তিগুলি আমাদের আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন প্রদান করে বলিয়া আপাততঃ বড়ই ঠিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমাদের আপাত-রুচিকে যে মত ভুল করিয়াছি। ভূমিকা ও উপোদ্ঘাতেই সর্ব্বপ্রথমে ভুলভাবে গ্রহণ করিয়াছি। নাক-খোলা থাকিলে ত'

ফুলের গন্ধ যাইবে, 'সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট' হইলে ত' সুরে সুর বাজিয়া উঠিবে। নাকে তুলা দিয়া রাখিলে ঘ্রাণ যাইবে কিরূপে? আমরা যে নাকের উপর্যুপরি লক্ষ লক্ষ লক্ষ লক্ষ ইতর বাসনা-বহির্মুখতার আবরণ আনিয়া ফেলিয়াছি। বহির্মুখতার পূতিগন্ধে জন্ম-জন্মান্তর অভ্যস্ত হইতে হইতে তাহাতেই আমোদ পাইতেছি! এই জন্যই আমাদের সুপ্ত মধুকরবৃত্তি জাগাইবার উদ্দেশ্যে আমাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া মালীর ফুল-ফিরি করিতে হইতেছে। যাহাদের নাক-খোলা আছে, তাহারা ত' ফুলের কাছে স্বতঃই আসিয়া জুটে। শ্রীচৈতন্যের সময়ও দেখিতে পাই, তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে নবদ্বীপের বহির্মুখ ব্যক্তিগণের দ্বারে দ্বারে পাঠাইলেন, স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের দ্বারে দ্বারে হরি-কীর্ত্তনের পসরা লইয়া ফিরিওয়ালা মালাকারের কাজ করিলেন; কিন্তু যাঁহাদের নাক-খোলা ছিল, যাঁহারা তাঁহার সহিত সমচিত্ত-বিশিষ্ট ছিলেন, সেই শ্রীনিত্যানন্দ, সেই শ্রীহরিদাস, সেই শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরায়-রামানন্দ, মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গ কোথায় চট্টগ্রাম, কোথায় পূর্ব্ববঙ্গ, কোথায় রাঢ়দেশ, কোথায় মিথিলা, কোথায় উড়িষ্যা—সকল স্থান হইতে প্রস্ফুটিত শ্রীচৈতন্যচরণকমলে আসিয়া জুটিলেন,—

"কার জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটীগ্রামে।
কেহ রাঢ়ে, ওড্রদেশে, শ্রীহট্ট পশ্চিমে॥
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি' হৈল সবার মিলন॥"

এই এক সম্মিলন; আর এক মিলন হয় যেখানে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুকোটির ব্যক্তিগণ পরস্পর ইন্দ্রিয়-তর্পণের হাট খুলিয়া বসে। কোন বুভুক্ষু কোন প্রকার বুভুক্ষুর মনোহারী দোকান খুলিয়া বসিলেই, আর তাহার সহিত কিছু গজিকার সাজ-সরঞ্জাম থাকিলেই তাহাকে আর লোকের দ্বারে দ্বারে যাইতে হয় না; তাবিজ, কবজ, মামলা-মোকদ্দমা জয় বা পাঁচমিশালে সমন্বয়-কথার আড্ডা কিংবা গজিকা-রসের পিপাসু ব্রজবকুল সেখানে দলে দলে আসিয়া জোটে।

(২) সাধু, বৈষ্ণবের অর্থে কি প্রয়োজন? সমাধান:—সাধুগণ নিজের ভোগের জন্য অর্থ গ্রহণ করেন না, যাঁহারা একমাত্র হরির ভোগের দ্রব্যে তিলমাত্র নিজের ভোগের ভাগ বসান, তাঁহারা সাধুই নহেন। কিন্তু আমার যাহারা কৃষ্ণের বিষয় বা অর্থ ভোগ করিতে দিয়া—ভার্গি-গণকে একেবারে বঞ্চনা না করিয়া বিষয়িগণের নিকট গচ্ছিত কৃষ্ণের অর্থ কৃষ্ণসেবায়—কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত মঙ্গলের পথ উদ্ঘাটন করেন, সেই সকল সাধুর সাধুত্ব অধিকতর পরমুখ-মোচনকল্পে নিয়োজিত, অধিকতর করুণার আদর্শে প্রতিফলিত হইয়াছে। অর্পণপর অর্জ্জন অপেক্ষা সাক্ষাৎ অনুশীলন কীর্ত্তনের প্রচারে যে অর্থ নিয়োজিত হয়, তাহাতে জগতের আরও অধিকতর কল্যাণ হয়। এই বুদ্ধি বলির হইয়াছিল—প্রহ্লাদের হইয়াছিল, শুক্রাচার্য্যের বা হিরণ্য-কশিপুর হয় নাই; তাঁহারা লক্ষ্মীপতির লক্ষ্মীকে নারায়ণের ভোগে প্রদানের পরিবর্ত্তে নিজের ভোগের ভাগে আনিতে পারিলে যে আত্মবিনাশ লাভ ঘটে, তাহাকেই 'লাভ' মনে করে! প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানঃ
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥

(ভাঃ ৭।৯।১১)

অর্থাৎ ভগবানের কিছু অভাব নাই, তিনি স্বয়ংই নিজ-লাভে পূর্ণ, তবে যে তিনি মান-দানাদি গ্রহণ করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি করুণাপূর্ণ বলিয়াই—পর-দুঃখ দুঃখী বলিয়াই অপর অবিদ্বদ্‌গণের মঙ্গলের জন্য তাহাদের প্রদত্ত মানগ্রহণ করিয়া থাকেন। মুখে তিলকাদি রচনা করিয়া প্রতিবিম্বে নিজ মুখশ্রী দর্শন করিলে মনে হইতে পারে যে, উহার দ্বারা বুঝি প্রতিবিম্বই তিলকাদি শোভায় শোভিত হইল, পরন্তু তাহা নহে; যিনি নিজমুখে তিলক রচনা করিয়াছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারই মুখ-শোভা হইয়াছে। তদ্রূপ ভগবৎ-সেবার্থ ধন, মান বা সম্ভ্রমাদি অর্পণ করিয়া যাঁহারা মনে করেন, ঐ সকল বস্তুতে ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের অপেক্ষা আছে এবং আমরা ঐসকল বস্তুর মালিক ও দাতৃ-সূত্রে দান করিয়া ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের অভাব পূরণ করিলাম কিংবা তাঁহাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া দিলাম, তাহারা ভ্রান্ত; অথচ যিনি যে-পরিমাণে ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্য-প্রাণ-মনাদি

উপকরণ-সমূহ নিন্দুক করিলেন, বস্তুতঃ তিনিই ততটা সেবার ক্রমশঃ মূর্ত্তিতে সজ্জিত হইলেন। যিনি যতটা বিমুখ থাকিলেন, তিনি নিজেই ততটা দুরূহ থাকিলেন, ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ভগবদ্ভক্ত কৃপা করিয়া আমার রূপদান—আমার 'রূপ-গৌরব বৃদ্ধি' করিয়া দিবার করুণা প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন মাত্র —তাহা আমারই ছিল, কিন্তু ভুল করিয়া আমি তাহাকেই পারিপার্শ্বিক ভ্রমচালিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে ও বুদ্ধিতে 'লোকসান' মনে করিলাম।

যে-সকল সাধু অর্থকে অনর্থের মূল মনে করিয়া স্ব-স্ব সাময়োচিত ক্ষুদ্রাধিকার ও স্বার্থপরতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক সরিয়া পড়িলেন, তাঁহারা সমর্থ, তেজীয়ান, নিত্যানন্দ-প্রকাশ-বিগ্রহের ন্যায় বিষয়িগণের কি মঙ্গল করিতে পারিলেন? বিষয়িগণের নিকট সজ্জিত কৃষ্ণভোগ্য অর্থ কৃষ্ণের ভোগার্থ আহরণ করিবার মত রাজরাজেশ্বর হরির কোন সমর্থ তহসিলদার নাই দেখিয়া কৃষ্ণের সামগ্রী অবৈধভাবে আত্মসাৎকারী স্বতন্ত্র প্রজা-সম্প্রদায় নিশ্চিন্তে ভোগ-বৃদ্ধি করিতে করিতে নরকের পথ প্রশস্ত করিবার যেন সুযোগ পাইয়া গেলেন। কিন্তু পরদুঃখ-দুঃখী নিত্যানন্দের হৃদয় তাহাতে স্থির থাকিবে কেন? যিনি দশদেহে ভগবানের সেবা করেন—সর্ব্বতোভাবে সকল দিয়া কৃষ্ণসেবা করেন, তিনি কি কখনও ইহা দেখিতে পারেন যে, কৃষ্ণের সেবা—কৃষ্ণের কীর্ত্তন-সেবা-বিস্তার সঙ্কোচিত করিয়া বিষয়িগণ কেবল স্ব-স্ব ভোগময় বুদ্ধ্যপথ বিস্তার করিবেন? অর্থ কেবল কি অনর্থ-নীতিতেই পরিণত হইবে? এইরূপ একঘেয়ে একদেশী কথায় কেন তিনি ক্লান্ত হইবেন? ক্রুদ্ধ বিষাক্ত-সর্প কি কখনও মুমূর্ষু সাধুচিকিৎসার হস্তের ক্রীড়নক হইবে না? অর্থনীতি কি সমর্থের হস্তে পরমার্থনীতিতে পরিণত হইবে না? নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে হীরক-মণি-মুক্তা-খচিত স্বর্ণের অলঙ্কারাদি দেখিয়া অনেক নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ ও নবদ্বীপবাসিগণের একদময় এইরূপই ভুল হইয়াছিল। উক্ত ব্রাহ্মণের মহাপ্রভুর মর্য্যাদাময় সন্ন্যাসোচিত আচারের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তিনি নিত্যানন্দের সাধুত্ব কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

সন্ন্যাস-আশ্রম-ধর্ম্ম তাহে সর্ব্বোত্তম।
তুমি, তাহা সে তোমার সর্ব্বকর্ম্ম॥
তাহে তুমি পরিয়াছ অতি দিব্য বেশ।
সোণা-রূপা-মুক্তা সে তাঁহার কলেবর॥
কোথায় কৌপীন ছাড়ি' দিবা পট্টবাস।
কোথা চন্দন-মালা সদাই বিলাস॥
কত ছাড়ি সৌহ-দণ্ড ধরেন বা কেনে।
সূত্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্রমত মূর্ত্তি তাঁ'র না দেখি আচার।
এতেক মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥
বড়লোক বলি' তাঁ'রে বলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত ব্রাহ্মণকে জানাইয়াছিলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কারগুলি ভোগের নিদান হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার কৃষ্ণভক্তিযোগের এক একটী মূর্ত্ত অবতার, তাঁহার অঙ্গ কৃষ্ণবিলাসের গৃহ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন,—

যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তি-যোগ-অবতার॥
স্বর্ণ-মুক্তা-হীরা-কাঁসা রত্নাকারিরূপে।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ-সুখে॥
• • • •
প্রভু বলে, তোমার যে যেবে অলঙ্কার।
নববা ভক্তি বই কিছু নহে আর॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি নমস্কার।
এই যে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার॥
নাগবিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্বজনে বুঝিবারে পারে॥
পরমার্থে সহাদেব অনন্ত জীবন।
নাগছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ॥
না বুঝিয়া নিজে তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তা'র হয় কার্য্যবাধ॥
আমি ত' তোমার বলে ভক্তিহীন বিনে।
অন্য নাহি দেখি কভু কায়-বাক্য-মনে॥

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৭ম)

একদিন মহাপ্রভুর আদেশে প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় রামানন্দের নিকট হরিকথা শুনিতে যাইয়া হরিকথা শ্রবণের পূর্ব্বেই জাগতিক লোকের নিকট যে-সকল কথা বহুকাল ধরিয়া শুনিয়াছিলেন ও তাহার দ্বারা যেরূপ বিচার করিতে শিখিয়াছিলেন, সেই ভৌমধর্ম্মটী রায় রামানন্দের আচার-ব্যবহার-সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে গিয়া মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে পুনরায় রামানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া সরলচিত্তে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের যথার্থ তাৎপর্য্য শ্রবণের পর সেই প্রদ্যুম্নমিশ্রই পরে রামরায়ের একজন প্রশস্তি-গায়ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধেও জগতের লোকের এইরূপ ভুল হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রকৃত কথাগুলি সরল, মুক্ত, নিষ্কপট কর্ণে শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই শ্রীগৌড়ীয়মঠকে দেখিতে গিয়া অনেকে ভুল করিয়া ফেলিতেছেন। শুনার পর দেখা হইলে দেখা ঠিক হইত। শুনিবার পূর্ব্বেই বা বিকৃতভাবে ও অসহিষ্ণু, অন্যমনস্কচিত্তে শুনিবার অভিনয় করিয়া তৎপরক্ষণেই নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণে পলায়ন-পূর্ব্বক নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের চশমায় শ্রীগৌড়ীয় মঠকে দেখিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইবে—যদি তাহারও ভ্রান্ত-ধারণা না হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অতি ধূর্ত্ত, না হয় কপট মিথ্যাবাদী অতি বড়।

লোকের পক্ষে আবার আর একটি বিপদ ও বঞ্চনার ফাঁদ পাতা রহিয়াছে। তাহাতে দুর্ভাগা জনসঙ্ঘ অধিক সময়ই বঞ্চিত হইয়া কোন্‌টী প্রকৃত খাঁটি, কোন্‌টী মেকী, তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হয় এবং চক্ষুর খাঁটী বস্তু হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। রায় রামানন্দ বা অবধূত নিত্যানন্দের সোহাই দিয়া এক শ্রেণীর ভণ্ড বা আহুকরণিক ধূর্ত্তগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও অবৈধ চেষ্টাগুলিকে চালাইতে চায়। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সেরূপ কথা বলেন না, ঐরূপ অবৈধ চেষ্টায় বা অপরাধময়ী চিত্তবৃত্তিকে কোটি জিহ্বায় প্রতিবাদ ও পরিহার করেন—ঐরূপ চেষ্টার প্রতিবাদ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। একটা ইন্দ্রিয়তর্পণের ভাণ্ড, ভণ্ড সাধু বা ধূর্ত্ত যদি আপনাকে ধরাইয়া তাহার ইন্দ্রিয়-তর্পণ চালাইবার জন্য তাহার সমশীল ব্যক্তিগণের সহিত রায় রামানন্দ বা শ্রীনিত্যানন্দের সোহাই দেয়, তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তিকে যে আমরা আমাদের আধ্যক্ষিক বিচারে দর্শন করিব না, তাহা নহে। কিন্তু মায়াদেবীর এমনই অঘটনঘটনপটীয়সী বঞ্চনা-বিদ্যা যে, আমরা অনেক সময়ই ঐ সকল ব্যক্তিগণের প্রতি যেন আমাদের বহির্ম্মুখতা-জাত একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ও সহানুভূতি বশতঃই ঐরূপ ভণ্ড শ্রেণীর ব্যক্তিগণ-সম্বন্ধে বিচার করা অন্যায় মনে করিয়া ও অপরের নিকট তাহা প্রচার করিয়া যাঁহারা আমাদের বিচারের অতীত, যাঁহারা সত্য সত্য অধোক্ষজের ঐকান্তিক সেবক, সেই সকল অচিন্ত্য চরিত্র, অভিবর্ত্ত্য মহাপুরুষগণের প্রতিই মায়া-দেবীর বঞ্চনা-বিদ্যার কুহকময় মরণায় অধিকার দম্ভন-পূর্ব্বিক অবৈধ বিচার করিতে যাই। আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপর ইন্দ্রিয়-পরায়ণগণের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সমবেদনার তন্ত্রীতে সমভাবে আঘাত করে বলিয়াই আমরা অসত্যকে 'সত্য' ও 'সত্য'কে 'অসত্য' মনে করি। একান্ত বাস্তবসত্য এরূপ দুর্ভেদ্য ও অসংখ্য অক্ষর অক্ষৌহিণী সেনার দ্বারায় সুরক্ষিত বলিয়াই সত্যের এত মূল্য।

(ঙ) শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের কি প্রয়োজন ?

উত্তর—পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, মঙ্গলের নিদান-গুলিকেই আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের দর্পণে ফেলিয়া বিপরীত ভাবে করিয়াছি, তাই আমাদের আর একটি ভুল হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিবৎসর বিভিন্ন মঠ-সমূহে পরমকল্যাণময় ভাগবতোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই ভাগবতোৎসবে সত্যানুসন্ধিৎসু, শ্রদ্ধালু জনসাধারণ-মাত্রেরই কৃষ্ণসেবৈকব্রত কৃষ্ণতাদাত্মবিদ্ আচার্য্য ও ভগবদ্ভক্তগণের নিকট অনুকূল আত্মমঙ্গলের কথা আলোচনা, শ্রবণ, ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গ-সমূহ যাজন ও প্রকৃত ভাগবত-জীবনের অনুশীলন করিবার অনুকূলপূর্ণ সুযোগ উন্মুক্ত হয়। ইহা যেন কীর্ত্তন-প্রতিক্ষ-প্রপীড়িত জন-মণ্ডলীর নিকট এক অকৃতপূর্ব্ব, অযাচিত, অভিবর্ত্ত্য, কীর্ত্তন-আনন্দের উন্মোচন অথবা মায়ামরুতপ্ত, ভোগ-ত্যাগ-ক্ষুধা-

ভূক্তাবশেষ, কর্ম্মবাসনার দাহানলশিখা-সন্তপ্ত ব্যক্তিগণের নিকট নিগমকল্পতরুরূপ প্রেমকল-শোভিত একটি নন্দনবন বা স্বর্গদার প্রস্রবনের রূপাবতরণ। সুদীর্ঘ কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষে অন্নাভাবে, জলাভাবে, অনিদ্রায় ঘুরিতে ঘুরিতে জগতের লোক এত পিত্তরোগাক্রান্ত হইয়াছে যে, তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য 'গৌড়ীয় হাসপাতাল' ভাগবতোৎসব প্রকট করিয়া নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসবকালে যে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হয়, তাহা সুদীর্ঘ কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-জনিত পিত্তোপতপ্ত ব্যক্তিগণের মুখে রুচি-উৎপাদনের জন্যই পিত্তঘ্নের একটি অদ্ভুতপূর্ব্ব ভাণ্ডার-বিশেষ। যাঁহারা ভাগবতের পরম কল্যাণকরী শিক্ষা, সিদ্ধান্ত, বিচার, ভজনরহস্য, ভাগবতত্ত্ব, ভাগবতত্ত্ব, ভাগবতের বিষয় সমূহ ধারণা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের জন্য—বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সকলের জন্য স্থূল আদর্শ-সমূহের দ্বারা ভজনোপযোগিনে চিরবিক্রীত বহু অকপট ব্যক্তির বহু কষ্টার্জ্জিত অর্থ, ভক্তের পরিশ্রম, ভাগবতী বুদ্ধি, মনীষা, প্রতিভা-সমূহকে সম্মিলিত করিয়া এই ভাগবতোৎসবের বিভিন্ন অঙ্গসমূহ একমাত্র লোক-কল্যাণের অহৈতুক অভিলাষ ও তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির উদ্দেশ করিবার সজ্জিত হয়।

ভ্রমোৎপত্তি কোথায় ?

অদ্বৈতের দ্বারকথা—ভাগবত-কথা—সাক্ষাৎ ভক্তানুগ্রহের প্রবল শ্রবণ করিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেই মুহ্যমানকারী প্রাণ বিতাপদগ্ধ লোকসকল হৃষীকেন্দ্রিয়-তর্পণে, অকৈতব কৃষ্ণানুশীলনে নিয়োজিত হউক, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ভাগবতোৎসবের এই অদ্বিতীয় অলৌকিক অসমোর্দ্ধ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, মায়ার ছলনায় মুগ্ধ, বঞ্চিত ও বঞ্চনকামী কেহ কেহ ঐ উৎসবকে ব্যবহারিক বারোয়ারী উৎসব, সামাজিক শ্রাদ্ধ বা বিবাহ-উৎসব, কিংবা আমোদ-প্রমোদের জন্য মিলন-উৎসবের মত মনে করিতে পারে বা লোক-বঞ্চনা করিয়া ঐরূপ মনে করাইবার চেষ্টা করিতে পারে। সেইরূপ অনুমান বা বঞ্চনাকে Major ও Minor premises করিয়াই তাহারা বলিতে পারে যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ বন্যার সাহায্য না করিয়া কেন উৎসবে অপব্যয় করেন ? দুর্ভিক্ষে চাউল দান না করিয়া কেন হরিসেবার্থ ও উৎসবার্থ চাউল সংগ্রহ করেন ? বন্যার সাহায্য-ভাণ্ডারে ভিক্ষালব্ধ অর্থ প্রদান না করিয়া তদ্দ্বারা কেন বিষ্ণু-মন্দিরের চূড়া আলোকিত এবং অপব্যয়ী রোশনাই বৃদ্ধি করেন ? অন্ততঃ চিকিৎসালয়সমূহের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের কিছু ভাগ, আর বন্যা-দুর্ভিক্ষাদি কার্য্যে কিছু অংশ ভাগাভাগি করিয়া কেনই বা প্রদান না করেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি। সমাজের দুঃখ-দৈন্যের সময় আমোদ, পূর্ত্তী কি শোভা পায় ?

ভ্রমোৎপত্তি কি জন্য ?

সহিষ্ণু হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই 'শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি বা গৌড়ীয় মঠ দেখিয়াছি' মনে করিলে এইরূপ শতসহস্র অনর্থ ও বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বারোয়ারী উৎসব, সামাজিক উৎসব বা কোনও প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণময় উৎসবের প্রতিযোগী বা সহযোগী হইবার সময় নাই। যে মুহূর্ত্তে বাহিরে বা অন্তরালে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঐরূপ উৎসবকে বিন্দুমাত্রও আদর্শ জ্ঞান করিবেন, সেই মুহূর্ত্তে তিনি আর শ্রীগৌড়ীয়মঠ নহেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ যদি আজ বারোয়ারী পূজা বা বারোয়ারী প্রদর্শনী, যাত্রা-গান, শ্রাদ্ধ-বিবাহ কিংবা ম্যাগোথিয়েসিসের উৎসব, পুতুল-বিবাহ বা পুতুল-পূজার উৎসবাদি করিয়া আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা বন্যার সাহায্য কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং ঐরূপ আমোদ প্রমোদ না করিয়া সৎকর্ম্মিগণের পরামর্শে বন্যার চাঁদা প্রদান বা দান না করাটাই মহা অন্যায়ের কার্য্য হইত। কিন্তু যেখানে হরিকথার উৎসব, যাহাতে হৃষীকেন্দ্রিয়-তর্পণ, যেখানে মায়াগ্রস্ত মানবজাতি অকৈতব আত্মমঙ্গলের একমাত্র উপায়কেই আপাত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাতকারক দেখিয়া তাহাদের অরুচিকর সুতরাং অমঙ্গলজনক বা বৃথা কালক্ষেপণের কার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, আর বহির্ম্মুখগণের প্রতি সহানুভূতিতে যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয় ও মিশ্র-ইন্দ্রিয়-তর্পণেও সহানুভূতির একটা দান-প্রতিদান, ঋণি-প্রতিঋণাদি পাওয়া যায়, সেইরূপ কার্য্যকেই উদার ও লোকহিতকর কার্য্য বিচার করিয়া বাস্তব হইতে বাস্তব সহস্রগুণ ভ্রান্তির জালে পতিত হইয়াছে, সেরূপ মহাবিবর্ত্তবিষয় হইতে রক্ষা পাইয়া যেখানে অনির্ব্বচনীয় মঙ্গলোপকার সাধিত হয়, সেখানে সাময়িক বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সাময়িক প্রয়োজন-পরিপূরণ, সাময়িক অভাব-মোচন

সমাজ, দেশ বা জাতীর সঙ্কীর্ণ আপাতকল্যাণ-সাধনের জন্য পুখনুপুঙ্খভাবে চেষ্টা না করার ইন্দ্রিয়-তর্পণমোদি-সমাজের যে কুণ্ঠতা, নিষ্ঠুরতা, কর্ত্তব্য-পরিত্যাগ, অবর্ণনীয়ভাবে বা প্রচলিত ধর্ম্মের ধারণার প্রতি বিদ্রূপের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়, একটু সহিষ্ণু হইয়া শ্রবণ ও দর্শন করিলেই তাহা ছিন্নাঙ্কিত হইতে পারে।

গণবাদের দানব-মূর্ত্তির ছলনা

এখানে আমার আর একটী বিপদ—ন্যাশনিয়লিসের দানবমূর্ত্তি বা ডাইনীরাণী সেখানে দেবতার মত—স্নেহময়ীমাতার মত কমনীয়, রমনীয়, বরণীয় মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া আমাদের নিষ্পক্ষ বিচারপথ অবরুদ্ধ করিয়া বসে এবং আমাদের মনীষাকে স্রোত পথানুসরণ হইতে বঞ্চিত ও শ্রান্ত করে। তখন আমরা মনে করি ও বলি,—গৌড়ীয় মঠের বিচার তনিয়া ত' বুঝি ভাগবতোৎসব, ভাগবত-প্রদর্শনী প্রভৃতি অন্যান্য উৎসবের মত নহে, তাহাতে পরোপকারেরই স্রোত ও প্রকৃত প্রণালী রহিয়াছে। সাময়িক বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-নিবারণে শক্তি-অর্থ-নিয়োগ অপেক্ষা যাহারা হরিসেবায় আত্মাকে উন্মেষিত করিয়া দিয়া সকল দুঃখ-বিপদের বীজ চিরতরে উৎপাটন ও সকলের চিরস্থায়ী বাস্তব সুখের উৎস উন্মোচন করিয়া দেন, তাঁহারা সেই সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সেবায় ও আনুকূল্যে যে-সকল প্রাণ, বুদ্ধি, বাক্য, অর্থ, শক্তি নিয়োগ করেন, তাহাতে আপাত উপকারের দৃশ্যের প্রতি একটা উদাসীনতার ভাব দেখা গেলেও ঐরূপ আমূল রোগ-বিনাশের—দুঃখ-মৈত্র-দুর্ভিক্ষ-বন্যা-নিবারণের চেষ্টাই অবশ্যকামী ও প্রকৃত নিত্যকল্যাণকরী; কিন্তু তথাপি কেন এত এত বড়লোক (গণতন্ত্রিকার মহামানিত,—ইহাই ন্যাশনিয়লিস্ মূর্ত্তিমতী দেবতার মুখোসে মায়াময়ী দানবকন্যা), এত এত আপাতিক লোক (গণবাদ-দানব), 'প্রাণের আকাঙ্ক্ষা', 'মনের ভাল-লাগা', 'হৃদয়ের স্পন্দন', 'বুদ্ধির সৌষ্ঠব' ঐরূপ আমূলরোগ-বিনাশের সুদূরবর্ত্তী চেষ্টা হইতে আপাত ও তৎক্ষণাৎ শান্তির সঙ্কেই অধিক সমর্থন করেন? এইরূপ ন্যাশনিয়লিসের মোহ, গণতন্ত্রের মোহ, মনের ভাল-লাগার মোহ, আপাত-প্রত্যক্ষের মোহ আমাদিগকে বাস্তব সত্য, চিরস্থায়ী সত্য, ঐকান্তিক সত্য, ঐকান্তিক মঙ্গল-লাভে বঞ্চিত করে ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে ঐকান্তিক মঙ্গল-বিতরণকারিগণের প্রতি বিদ্রোহের প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিগত ১০ই শ্রাবণ (১৩৩৯) মঙ্গলবার দিবস রাত্রিতে শকট শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ হইতে শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জনানন্দজী-সহ পুরী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া তৎপরদিবস ১১ই শ্রাবণ বুধবার ৭॥ ঘটিকার সময় হাওড়া-ষ্টেশনে পৌঁছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ঐ দিবস প্রত্যূষে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ ভূধরবিহারী বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তউদ্ধারণ দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ ব্যাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী ভক্তবান্ধব, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিপাল্লী বি-এ, শ্রীযুক্ত ভক্তবৎসল দাসাধিকারী বি-এল ও শ্রীযুক্ত অধোক্ষজানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিপাল্লী বি-এ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ এবং কলিকাতা-প্রবাসী আরও বহু সজ্জন ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতেই পুষ্পমাল্যাদিসহ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ গাড়ী হইতে অবতরণ করার পরেই শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী ভক্তিপাল্লী মহাশয়ের প্রদত্ত মালিকা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভবসাগর মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে প্রদান

করিলে ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-দ্বারা ঐশন মুখরিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের মোটর-যানে শ্রীল প্রভুপাদকে লইয়া বালির নূতন সেতু হইয়া ৮৯ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন। তৎকালে হাওড়া-সেতু উন্মুক্ত ছিল।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব সমাপ্ত নিকটবর্ত্তী দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মঠসেবকগণকে বিভিন্ন সেবায় কার্য্যে প্রেরণা ও নানা প্রকার মহাপ্রসাদ-প্রদানমুখে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। প্রভুপাদের গৌড়ীয়-মঠে শুভাগমন-বার্ত্তা শ্রবণ-পূর্ব্বক কলিকাতাবাসী ও প্রবাসী বহু সজ্জন ব্যক্তি তদীয় শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীহরিকথামৃত-পানে কৃতকৃতার্থ হইতেছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীবাগ্‌ধরি বাগ্বাদিকাশ্রী প্রভু বহুকাল যাবৎ শ্রীগুরানুগত্যে নানাভাবে শ্রীহরিজনের প্রয়াস করিতেছেন। জীবনের অবশিষ্টকাল কায়মনোবাক্যে-দ্বারা সর্ব্বক্ষণ একান্তভাবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিবেন,—এই উদ্দেশ্যে তিনি গত ১০ই শ্রাবণ, ২৬শে জুলাই মঙ্গলবার পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাতে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-বেষ ধারণ-পূর্ব্বক "শ্রীরাধাদাসোদ্ধবদাস বাবাজী" নামে পরিচিত হইয়া কিছু-কাল মাত্রাদি গৌড়ীয়মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে সুষ্ঠুভাবে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হইতেছেন। শ্রীরাধাদাসোদ্ধবদাস বাবাজী মহাশয়ের ঐকান্তিক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তি আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই আদর্শ-স্থানীয়, সন্দেহ নাই।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ২২শে আষাঢ় হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। মঠবাসী শ্রীভক্তসেবকগণ প্রত্যহ জীবের দ্বারে-দ্বারে যাইয়া শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত সহরবাসী শ্রদ্ধালু জনগণ প্রত্যহ সন্ধ্যায় মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরবিনোদবাণী-গীতির সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা-শ্রবণে রত হইতেছেন।

গত ২৯শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই বুধবার সন্ধ্যাকালে শ্রীমঠে একটি সভার অধিবেশন হয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক, পরমহংসকুল-চূড়ামণি আচার্য্যবর্য্য গৌর-নিজ-জন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বৃহৎ আলেখ্য বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্পমালা-দ্বারা বিভূষিত এবং মঠ-মন্দির-গৃহাদি বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করিয়া ভক্তগণ তদীয়ৈক-রীতি গান করেন। তদনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয়, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "আচার্য্যের দয়া" সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্র-মূলক গভীর গবেষণা-পরিপূর্ণ এক একটি হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় সহরের শিক্ষিত ও গণ্যমান্য বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শ্রদ্ধানুসারে জগদ্গুরু আচার্য্যের আচার্য্য ও দয়ার বিশেষত্ব শ্রবণ এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্রীভগবানের আচার্য্য-লীলার রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। বক্তৃতার পর উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

৩০শে আষাঢ় ১৬ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় কটক সহরের মধ্যবাজারস্থিত দুর্গামণ্ডপে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ছায়াচিত্রের সাহায্যে অতি সরল ভাষায় শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্র ও শিক্ষার বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। বহুসংখ্যক শত শত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা ভক্তিশাস্ত্রী ব্রহ্মচারী প্রভুর বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকেই পুনরায় চিত্র-দর্শন ও বক্তৃতা-শ্রবণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরহোৎসবোপলক্ষে গত ১লা শ্রাবণ, ১৭ই জুলাই রবিবার দিবস কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ হইতে একটি বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। সন্ধ্যা-কালে প্রচুর বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলেও ইহা ভগবান্ কর্ত্তৃক ভক্তগণের হরিসংকীর্ত্তনে একাগ্রতা পরীক্ষার জন্য সংঘটিত

ব্যাপার মনে করিয়া শ্রীগুরুদেবকগণ তাঁহাদের স্বাভাবিকী শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তির বলে ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে বিচিত্র-বর্ণের পতাকা এবং মৃদঙ্গ-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর প্রভৃতি বাদ্যাদি সহ "রাধাকৃষ্ণ বল বল বলরে সবাই"—কীর্ত্তন-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া নগর-সংকীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলেন। শ্রাবণের ধারা প্রবলবেগে বর্ষিত হইলেও ভক্তগণ ও তাঁহাদের অনুগমনকারী সজ্জনগণ তখন শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ না করিয়া আরও প্রবল উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগোপালজীউর মঠে উপস্থিত হন; তথায় শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম, বন্দন, শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য, গীত প্রভৃতি ভক্ত্যানুষ্ঠানের পর সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে নগরের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদনন্তর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইলে ঠাকুরের ভোগারাত্রিকের পর সমাগত জনমণ্ডলীকে শ্রীভগবৎপ্রসাদ বিতরণের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

———

নৈনিতাল হইতে নিজ-সংবাদ-দাতার ২১শে জুলাই তারিখের তারে প্রকাশ,—

গত ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার দিবস স্থানীয় ইণ্ডিয়ান ক্লাব-হলে বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভদ্রলোক-পরিপূর্ণ এক বিপুল জনতার সম্মুখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত গিরি-মহারাজ "ভাগবত-ধর্ম্ম" বিষয়ে একটি তত্ত্ববেষণাময়ী বক্তৃতা-প্রদান করিয়াছেন। স্বামিজীর বক্তৃতা-শ্রবণে বহু সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রতিদিনই বহু-স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি হরিকথা-প্রচারের জন্য স্বামিজী মহারাজকে আহ্বান করিতেছেন। রায়সাহাদুর মদনগোপাল গার্দ্দানা সাহেবের শ্রীহরিনাম-গ্রহণ-পিপাসা বিশেষ প্রশংসাই।

———

গত ১৯শ শ্রাবণ রবিবার দিবস শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-উপলক্ষে কাশীস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠে বিরাট্ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিকের পর উষাকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, মধ্যাহ্নে ঠাকুরের ভোগারাত্রিক সম্পাদিত হইলে সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং অপরাহ্নে শ্রীচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর বিশেষ আলোচিত হইয়াছিল। ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীদামোদরশ্রমজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা এবং তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত স্বরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিলেন। উৎসবোপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারীজীর সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

———

কটক হইতে নিজস্ব ২৮শে জুলাই তারিখের নিজ-সংবাদ-দাতা তারযোগে জানাইতেছেন,—

গত কল্য ২৪শে জুলাই কটকস্থ শ্রীগঙ্গামানস্থ-মঠে বার্ষিক সাধারণ মহামহোৎসব প্রচুর বারিপাত সত্ত্বেও সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের প্রথম আকর্ষণে ও ঐ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণী-শ্রবণার্থ বহু শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে সমাগত হইয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই ভূরিখণ্ডের উপর দিয়া অজস্র ধারায় কীর্ত্তনবন্যা প্রবাহিতা হইয়া শ্রীমঠের সেবকগণের হৃদয়ের অদম্য উৎসাহ বিস্তারিত করিয়াছিল।

সন্ধ্যাকালে পরমহংস গোস্বামী প্রভুপাদ একটী গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভামণ্ডপ ও মঠগৃহ দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পরমহংস গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বক্তৃতার সারাংশ এই—"ব্রজেন্দ্র শ্রীনন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তের অহৈতুকী-সেবা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের প্রেম-দ্বারা পুরস্কৃত করেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণের ঋণ হইতে মুক্ত, এই বিষয় চিন্তা করেন নাই। তিনি ব্রজরামাগণের সেবা-প্রতিদানকল্পে তাঁহাদের সেবক শ্রীচৈতন্যদেবের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত তনু শ্রীচৈতন্যদেব নিজকে ব্রজ-গোপীগণের দাসের দাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্রজগোপীগণের সেবকের দাসই শ্রীকৃষ্ণসেবার সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ। তিনি জগতে লোকশিক্ষকরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।" দুই ঘণ্টা ব্যাপৎ বক্তৃতা হইয়াছিল।

পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বক্তৃতার প্রারম্ভে সুললিত কীর্ত্তন গানে তরিয়াছিলেন। সমবেত সকলেই শ্রীমঠে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সুব্যবস্থাতে এবং শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর, শ্রীপাদ সুবর্ণন সনাতন ও শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ প্রভৃতি গুরুবৈষ্ণব এবং ব্রহ্মচারিবৃন্দের নিকপট আন্তরিক যত্ন ও সেবা-চেষ্টার ফলে সমস্ত উৎসবটি পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে।

স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ

গত ৩১শে জুলাই রবিবার রাত্রি প্রায় পৌনে এগারটায় সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম সহকর্মী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাঁহার জোড়াবাগানস্থ বাটীতে দেহরক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মাশ্রিতাভিমানিধামের নিত্যসেবালাভ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যেন তাঁহারই অব্যক্ত আকুল আহ্বানে সুদূর দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার দেহ-রক্ষার পূর্ব দিবসে অযাচিতভাবে সপার্ষদে জোড়াবাগানস্থ ভবনে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন এবং আশিস্-দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে তাঁহার দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের কথা—মহীসূর-মহারাজের অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হইয়া তথায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার, গোদাবরীতটে শ্রীরায়-রামানন্দ-মিলনস্থান কর্ণাটে শ্রীরামরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠ-সংস্থাপন, বাঙ্গালোর, উডুপামণ্ড, মাদ্রাজ, মেলোর প্রভৃতি স্থানে শুদ্ধভক্তি-প্রচার, তথা হইতে ভুবনেশ্বর আগমন-পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডিমঠ-সংস্থার, কটকনগরে শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের বার্ষিক-উৎসবে যোগদান এবং তথায় হরিকথা-কীর্ত্তনাদির কথা শ্রবণে তিনি প্রভূত আগ্রহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের তাঁহার ভবন হইতে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে তিনি শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-বন্দন, অনুব্রজ্যা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার যেরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা সত্যসত্যই আদর্শস্থানীয়। দেহরক্ষার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও কোন উদ্বেগ দান করেন নাই। শারীরিক দৌর্ব্বল্য-অনুভব-ব্যতীত অন্য কোন ব্যাধি-যন্ত্রণায় তাঁহাকে অভিভূত হইতে হয় নাই। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম-স্মরণ করিতে করিতে সহজ সমাধির ন্যায় হঠাৎ তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া শুদ্ধ হওয়ায় সকলেই তাঁহার প্রয়াণ-দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নির্য্যাণ-সংবাদ প্রবণমাত্র শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীপাদ জগদ্গুরুদাস ব্রহ্মচারিপ্রভু, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রুফবিভাগস্থ এবং শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তকে জোড়াবাগানের বাটীতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের প্রণয়মুখশ্রী সন্দর্শন-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপা-স্মরণ-পূর্ব্বক তদ্বিরহ-শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে শ্রীহরিকথা বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতে থাকেন। শ্রীল বাসুদেব প্রভুর ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহার দাসগণ অদ্য তিলকসেবা করিয়া যেওয়া হয়। অতঃপর রাত্রি ২টার সময় তাঁহার দেহ গঙ্গাতীরস্থ করিবার কালে মঠসেবকগণ উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করেন। অতঃপর রাত্রি ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবাস-অঙ্গনের শোকশাতন-লীলা পাঠ ও হরিকীর্ত্তনাদি-দ্বারা সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া রাত্রি প্রায় ৪টার সময় ভক্তগণ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের মাতা পরমা ভক্তিমতী। তিনি শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ব্যবহার্য্য ছিলেন, শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ভক্তিবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ কৃপা-স্মরণ করিয়াই তিনি তাঁহার এই বৃদ্ধবয়সে বিদ্যাভূষণ

মহোদয়ের ন্যায় অশেষ গুণালঙ্কৃত বৈষ্ণব-পুত্র-বিরহ-জন্য দারুণ ব্যথা পাইয়াও তাহা কৃষ্ণেরই স্বতন্ত্র ইচ্ছা-জ্ঞানে যে-প্রকারে সহ্য করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক শোক-সন্তপ্ত জনসমাজের আদর্শ-স্থানীয়। ভগবদ্ভক্তি যে কিরূপ তপ্ত-শোক-মোহাপহা, তাহা এতাদৃশী ভক্তিমতী মহিলার জীবনেই প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। পুত্র-শোকের ন্যায় দারুণ দুর্বিষহ-শোকও ভগবদ্ভক্তির আনুষঙ্গিকফলে অনায়াসেই প্রশমিত হইয়া যায়। শ্রীল বাসুদেব প্রভু ও শ্রীল নাগর মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ-পূর্ব্বক তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া আরও অধিকরূপে শ্রবণের পিপাসা জানাইয়াছেন; তাঁহার ন্যায় ভক্তিমতী জননীর আদর্শ জগতে অতীব বিরল।

বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের অনুজ শ্রীযুক্ত পুলিনবাবুও অনুরূপ-ব্যবহার বাকিয়া যথেষ্ট ধৈর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহারই উপর এবম্ প্রকার একটি বিরাট্ সংসারের ভার অর্পণ করিলেন। আমরাও শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার ভক্তিমতী জননী ও ভক্তিমান অগ্রজের আদর্শ অনুসরণ-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-সাধনে তৎপর হইবেন। ভক্তের সংসার ও অভক্তের সংসারে অনেক ভেদ। অত্যন্ত অশান্তির মধ্যেও ভক্তের সংসারে কিরূপ শান্তি বিরাজিত, তাহা তাঁহাদের সংসার-দর্শনেই প্রতীত হয়। বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের পরলোকগত পিতৃদেব 'ভক্তিসুহৃৎ' মহোদয়ও পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহারই স্মৃতিসংরক্ষণকল্পে বিদ্যাভূষণ মহোদয় ও তাঁহার ভ্রাতা পুলিন বাবু তাঁহাদের মাতৃদেবীর বিশেষ আগ্রহে শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে সুবৃহৎ ভক্তিসুহৃৎ-তোরণ' নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি সংরক্ষণ করিয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রচার-বান্ধবগণের মধ্যে একজন প্রধান বান্ধব। পরবিদ্যাবধূজীবন কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারে তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা হইতে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করায়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আকন্দুটীতে অবস্থানকালে বিদ্যাভূষণ মহোদয় ঠাকুরের নিকট অনেক হরিকথা-শ্রবণের অবকাশ পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারই অহৈতুকী কৃপাফলে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট হরিকথা-শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করেন। ইদানীন্তন শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তি অত্যন্ত অধিকরূপে বিকাশ-লাভ করিয়াছিল। প্রত্যহ সংখ্যা-নির্ব্বন্ধ করিয়া নামগ্রহণ, 'নবীনাগ্রকাশ', 'গৌড়ীয়', 'হরিনিষ্ঠা', 'কল্যাণকল্পতরু' এবং 'শরণাগতি' প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ তাঁহার নৈমিত্তিক ভজন ছিল। শ্রীধাম-মায়াপুর-বিরোধি-দল শ্রীধাম-মায়াপুরের বিরুদ্ধে নানাপ্রকারে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে এই মহাত্মা অদম্য উৎসাহে 'শ্রীজনতোষণী'-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া শ্রীধাম-সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীধামের উজ্জ্বলা-বিধান এবং কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণধাম-সেবার নানাভাবে প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি ও বাক্য-প্রয়োগ-দ্বারা তিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের যথেষ্ট প্রীতি-আকর্ষণ করেন। তাঁহার ন্যায় সারগ্রাহী, বিনয়ী, পরবিদ্বেষোৎসাহী, গুরুবৈষ্ণবে ভক্তিমান, শ্রীশ্রীগৌরধাম-সেবায় অনুরাগী সজ্জনবর্ষের বিরহে আজ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যবৃন্দ অতীব কাতর। "স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছায় হইল সঙ্কল্প"।

বিদ্যাভূষণ মহোদয় তাঁহার প্রকটকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত সত্যের বিরোধী নিজ-জনকেও পত্র লিখিয়া তাঁহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যেরূপ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় সেবাপ্রাণ আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণবের প্রতি গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা যে স্বাভাবিকী, তাহা বলাই বাহুল্য। গৌরজনমুখে গৌরবিহিত কীর্ত্তন-শ্রবণে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি আজ যদিও তাঁহার নিত্যস্বরূপে তাঁহার নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য-লাভ করিয়াছেন—যদিও বৈষ্ণবের প্রকটাপ্রকট লীলাভেদ-মাত্র—বৈষ্ণবের প্রাকট্যের অবসান নাই, তথাপি প্রাপঞ্চিক অনুভূতিবশে অপ্রকট-ধারণা প্রবল হইয়া আজ আমাদিগকে তাঁহার সাক্ষাৎ সঙ্গ-লাভের সুযোগ না দেওয়ায় আমরা তাঁহার সঙ্গজন্য দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতমালার অন্তর্গত 'শোকশাতন'-গীতি তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের একমাত্র আলোচ্য-বিষয় হইয়া তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় উত্তরোত্তর অধিকতররূপে উৎসাহান্বিত করুন, ইহাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীধাম-মায়াপুর-পরমবিদ্যাপীঠে গৃহীত

'ভক্তিশাস্ত্রী'-প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল

(গৌরাব্দ ৪৪৫-৪৪৬, শ্রীগৌরব্দবর্ষাগম)

সাধারণ বিভাগ

শ্রীরাধাগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ
শ্রীনন্দকিশোরদাস অধিকারী
শ্রীকৃষ্ণকৃপাদাস অধিকারী
শ্রীনরোত্তমদাস অধিকারী
শ্রীজয়গোবিন্দদাস অধিকারী
শ্রীকানাইলাল দাস অধিকারী
শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী
শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী
শ্রীহরিপ্রসন্নদাস অধিকারী
শ্রীচন্দ্রবিলাসদাস অধিকারী
শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী
শ্রীহরেরাম ব্রহ্মচারী
১৪। শ্রীগুরুধ্যানদাস অধিকারী
১৫। শ্রীপুলিনবিহারীদাস অধিকারী
১৬। শ্রীদত্তাত্রেয়দাস অধিকারী
১৭। শ্রীরমানাথদাস অধিকারী
১৮। শ্রীকৃষ্ণসুন্দরদাস অধিকারী
১৯। শ্রীচরণকমলদাস অধিকারী
২০। শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী
২১। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথদাস অধিকারী
২২। শ্রীমোহিনীমোহনদাস অধিকারী

ভ্রম-সংশোধন

১০ম খণ্ড ৪৯শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র ৭৭৮ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১০ম-১৪শ পংক্তি পর্য্যন্ত চতুর্বিধ দুষ্কৃতি ব্যক্তির পরিচয়ে লিখিত—"(১) প্রাকৃত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ, (২) পণ্ডিতম্মন্য, (৩) উচ্চকুলে জাত-বিচারে নিজকে সর্ব্বোত্তমজ্ঞানকারী, (৪) যারা-তারা অপহৃতজ্ঞান নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক, সাম্যবাদী প্রভৃতি চারিপ্রকার অসুর-ভাবযুক্ত ব্যক্তিগণ শ্রীহরির ভজন করেন না" স্থলে "(১) প্রাকৃত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ পণ্ডিতম্মন্য, (২) উচ্চকুলে জাত বিচারে নিজকে সর্ব্বোত্তমজ্ঞানকারী, (৩) যারা-তারা অপহৃতজ্ঞান নাস্তিক সাম্যবাদী প্রভৃতি ও (৪) অসুরভাবযুক্ত—এই চারিপ্রকার দুষ্কৃতি ব্যক্তি শ্রীহরির ভজন করেন না" হইবে।

গৌরাব্দ ৪৪৬

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৮শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৯ ; ১৩ই আগষ্ট, ১৯৩২ | ২য় সংখ্যা।

"দুঃখী" না "সুখী" ?

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাম-রাঘবপুরে শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের ভবনে শুভপদার্পণ করিয়াছেন, প্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দও আসিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সেই সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে অন্যান্য ভক্তগণও আসিয়া মিলিত হইলেন।

আজ যেন মহাপ্রভু কি এক পরম ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া চতুর্দ্দিকে তাকাইতেছেন। প্রভুর মর্ম্মজ্ঞ ভক্তগণ প্রভুর ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া কীর্ত্তন ধরিলেন। অন্য দিন মহাপ্রভু দান্ত-লীলা প্রকাশ করিয়া নৃত্য করেন, কিছুকাল বা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া পুনরায় আপনার ভগবৎস্বরূপ গোপন করেন, অন্য দিন যেন আবেশে অজ্ঞাতসারে বিষ্ণু-খট্টায় আরোহণ করেন, কিন্তু আজ লীলা পরিবর্ত্তিত হইল আজ প্রভু ভক্তগণকে ভগবৎসমুখে নৃত্যের অবসর দিবার জন্য সগৌরবে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলেন। মহাপ্রভু আজ আপনার ভগবৎস্বরূপ গোপন না করিয়া সাতপ্রহর-কাল বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট রহিলেন। ভক্তগণ প্রভুর সম্মুখে জোড়হস্তে অবস্থান করিলেন। এমন সময় প্রভুর আজ্ঞা হইল,—"আমার অভিষেক-গীত কীর্ত্তন কর"

মহাপ্রভুর অভিষেকের জন্য ভক্তগণ গঙ্গাজল বহন করিয়া আনিতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট সুবর্ণ রজত-ঘটে উত্তমরূপে জল ভরিয়া তাহাতে শ্রীকর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্য প্রদান করিলেন। চতুর্দ্দিকে মহা জয়-জয়-ধ্বনি সকলের মুখেই "অভিষেক-মন্ত্র"। সর্ব্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু "জয় জয়" বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর শিরে জলদেক করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ বেদের পুরুষসূক্ত উচ্চারণ করিতে করিতে মহাপ্রভুকে স্নান করাইলেন, মুকুন্দ 'অভিষেক-সুমঙ্গল' গান করিতে লাগিলেন, কেহ বা আনন্দ-ক্রন্দন—কেহ বা আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, পতিব্রতাগণ "জয়-জয়কার" দিতে লাগিলেন।

অষ্টোত্তর-শত ঘটের জলে অভিষেক-বিধি কথিত আছে। কিন্তু কত অষ্টোত্তর-শতঘট জলের দ্বারা মহাপ্রভুর অভিষেক

হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই—সহস্র ঘটেও অভিষেক পূর্ণ হইল না। সুকৃতিসম্পন্ন দেবতাগণও যেন আজ মানবের আকার ধারণ-পূর্ব্বক অভিষেক করিতে লাগিলেন। যে ভগবানের পাদপদ্মের উদ্দেশ্যে মাত্র জলবিন্দু প্রদান করিতে পারিলে লোক কৃতকৃতার্থ হন, সেই ভগবদ্বস্তু আজ স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া জল গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীবাস-পণ্ডিতের দাস-দাসীগণ কলসী ভরিয়া জল আনিতেছেন, মহাপ্রভু সেই জলে স্নান করিতেছেন। শ্রীবাসের দাসীগণের মধ্যে একজনের নাম ছিল—"দুঃখী"। 'দুঃখী'কে একান্তচিত্তে মহা আর্ত্তির সহিত জল আনিতে দেখিয়া মহাপ্রভু দুঃখীকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—"আন, আন, জল লইয়া আইস"।

শ্রীবাস-অঙ্গন মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-বিহার-স্থলী—ঔদার্য্য-লীলার নিত্যধাম-লীলা শ্রীবাস-অঙ্গনে দণ্ডেকটি হয়। মহাপ্রভু ভক্তগণসহ শ্রীবাস-অঙ্গনে নৃত্য-কীর্ত্তন করিবার পর বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ভক্তগণসহ কোনদিন বা গঙ্গাকে যমুনার ভাগ্য প্রদান করেন—গঙ্গাতে জলকেলি-লীলাদি করিয়া থাকেন, কোনদিন বা নৃত্যাবসানে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে শ্রীবাসের ঘরেই স্নান করান। যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ-নৃত্য হইতে থাকে, ততক্ষণ শ্রীবাসের দাসী "দুঃখী"র আর কোন কাজ নাই, "দুঃখী" কেবল মহাপ্রভুর স্নান ও অভিষেকের জন্য গঙ্গা হইতে ঘট ভরিয়া জল বহন করিতে থাকে—ক্ষণেক-কাল সজল-নয়নে মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শন করে, আবার তাহার নিত্য-নির্ব্বন্ধিত সেবায় নিযুক্ত হয়। দুঃখীর ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, হৃদয় আনন্দে ভরপুর—পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহন করিয়া আনিয়া "দুঃখী" জলের কুম্ভ সারি দিয়া রাখে।

"দুঃখী"র এই সেবা দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীবাস, প্রত্যহ কে গঙ্গাজল বহন করিয়া আনে?"

শ্রীবাস—"প্রভো, সমস্ত জলই "দুঃখী" আনয়ন করে।"

মহাপ্রভু—"তোমরা আজ হইতে ইহাকে "সুখী" নামে ডাকিবে। এরূপ সেবা-বৃত্তি-সম্পন্না কখনও 'দুঃখী' নামের যোগ্যা নহে। এ সর্ব্বকালই 'সুখী'।"

মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এইরূপ করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ প্রেমসুখে আনন্দ-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর আজ্ঞানুসারে সেদিন হইতে শ্রীবাসের এই দাসীকে সকলেই "সুখী" নামে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি শ্রীবাসও কোন-ক্রমেই দাসীবুদ্ধি না করিয়া মহাপ্রভুর সেবিকা-বুদ্ধিই করিতেন।

পাঠক! আমরাও এখন হইতে শ্রীগৌরজনগণের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীবাসের দাসীত্বকে "সুখী" নামেই অভিহিত করিব। সেই "সুখী"র চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য-লীলায় ব্যাস বলিতেছেন,—

প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যবনও না এড়াই॥
কুলে, রূপে, ধনে বা বিদ্যায় কিছু নয়।
প্রেমযোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়॥
* * *
দাসী হই' যে প্রসাদ 'দুঃখী'রে হইল।
বৃথা-অভিমানী সব তাহা না দেখিল॥
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যাঁ'র দাস-দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ অঃ)

বহির্দৃষ্টিতে "সুখী"র কি যোগ্যতা আছে? বাহ্যদৃষ্টিতে "সুখী"কে সাধারণ লোক আমরা "দুঃখী" ছাড়া কি ভাবিতে পারি? "সুখী"র অর্থ নাই, বিদ্যা নাই, আভিজাত্য নাই, সুখী পুরুষ-জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, শাস্ত্র বলেন,—স্ত্রী-শূদ্রাদির বেদে অধিকার নাই।

ব্যবহারিক জগতে দেখিতে পাই, কত লোক তাঁহাদের কত প্রকার প্রতিষ্ঠা, রূপ, আভিজাত্য, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও পৌরুষের গৌরবে জগতের লোকের বিস্ময় উৎপাদন করেন।

প্রচলিত পারমার্থিক জগতেও দেখা যায়, কত মস্তক-মুণ্ডনকারী সন্ন্যাসী, কত বেদশাস্ত্র-পাঠী, কত বর্ণাশ্রমধর্ম-পালনকারী ব্যক্তি তাঁহাদের সন্ন্যাস, স্বাধ্যায় ও বর্ণাশ্রমধর্ম গৌরবের জন্য উঠাইয়া মায়াবাদী ও শ্রীবৈষ্ণব-চরিত্র লিখিয়া লোকলোচন চমকিত করিয়া যেন; কিন্তু "সুখী"র সে-সকল কিছুই ছিল না।

যে 'দাসী-বাসী' আখ্যাটা অত্যন্ত নীচ, সেইরূপ একটা আখ্যায় আখ্যাত ছিলেন—আমাদের "সুখী"। তাঁহার

দুঃখপূর্ণ জীবন দেখিয়া সাধারণ লোকগণ তাঁহার উপযুক্ত "দুঃখী" নাম দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের মনঃপূত হইল না,—

এ জনের 'দুঃখী' নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্ব্বকাল 'সুখী' হেন মোর চিত্তে লয়॥ (চৈঃ ভাগবত)

বহির্ম্মুখ জগতের সাধারণগণ তাঁহাকে "দুঃখী" বলিলেও—প্রকৃত "সুখী"র আদর্শ তাঁহাতে দীপ্তিমান। বহির্ম্মুখ জগৎ অর্থবানকে 'সুখী' মনে করেন—প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিকে 'সুখী' মনে করেন—বিদ্বান্‌কে 'সুখী' মনে করেন—বিলাসীকে [illegible]খী' মনে করেন—অঙ্গনী, অন্তঃপুরীকে 'সুখী' জ্ঞান করেন।

কেহ বা ধন-জন-সম্পন্ন গৃহস্থকে 'সুখী' মনে করেন, আবার কেহ বা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীকে 'সুখী' মনে করেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—শ্রীবাসের দাসীই "প্রকৃত সুখী"। তাঁহার পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, পৌরুষ, ধন, প্রতিষ্ঠা, সন্ন্যাস, স্বাধ্যায় প্রভৃতি প্রাকৃত গৌরবের কিছু না থাকিলেও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গৌরবের যে সম্বল আছে, তাহা দেবেন্দ্র, নরেন্দ্রেও সম্ভব নহে; সে গৌরবের জন্য ব্রহ্মা, শিব পর্য্যন্ত পাগল—তাঁহার একমাত্র গৌরব এই যে, তিনি শ্রীবাসের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত ভৃত্যের অধের পরিচারিকা—বৈষ্ণবের ঘরের দাসী। বৈষ্ণবের ঘরের কুকুর হইবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবতা পর্য্যন্ত প্রার্থনা করেন; দাসী হইয়াও "সুখী"তে সেই ব্রহ্মার দুষ্প্রাপ্য পদটী অতি স্বাভাবিকভাবে ও স্বতঃসিদ্ধরূপে বিরাজিত ছিল।

মাথামুণ্ডনকারী সন্ন্যাসীর কৃত্রিমতার মত কেবলাদ্বৈত-বাদীর বৈষ্ণবে মৎসরতা-প্রদর্শনাদি কোনও কৃত্রিমতা শ্রীবাস-দাসীর ছিল না—লোক-দেখান-ভাব ছিল না, সেবা-বৃত্তির পরিবর্ত্তে নিজেকে জাহির করিবার প্রবৃত্তিই অধিক ছিল না। সন্ন্যাসী এত কৃচ্ছ্রতা সাধন করিয়া, জগৎকে কাকবিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিবার আদর্শ দেখাইয়া, কত বেদবেদান্ত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিয়া, নিজেকে কত রং বেরংএ সাজাইয়া যে প্রসাদ পাইতে পারে নাই, 'সুখী' কেবলমাত্র বৈষ্ণবের ঘরে—যেখানে মহাপ্রভুর নিত্যসেবা হয়, সেই শুদ্ধ বৈষ্ণবের ঘরের দাসী হওয়ায় কোটি জন্ম-জন্মান্তর পরও সন্ন্যাসী যে প্রসাদ পাইবে কি না সন্দেহ, সেই কৃপা-প্রসাদ অনায়াসে প্রাপ্ত হইলেন।

মহাপ্রভুর সেবকের সেবা করিলে মহাপ্রভুর সেবায় অধিকার হয়—মহাপ্রভু সেরূপ সেবকের সেবাই গ্রহণ করেন। "সুখী" কেবলমাত্র সেবার একটি অঙ্গ সাধনফলে প্রেমানন্দ-সুখে সুখী হইতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সেবক শ্রীবাসের সেবা-ফলেই দুঃখী মহাপ্রভুর স্নান-জল—মহাপ্রভুর পদধৌত করিবার জল-আনয়ন-সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাহ্যিক, অভিমানী ব্যক্তিগণ ভগবানের ভৃত্যের ভৃত্য হইবার পরিবর্ত্তে 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার চেষ্টা'র ন্যায় যে ভগবানের সেবক বা ধার্ম্মিকের অভিনয় করে, তাহা তাহাদের চিন্তাপদুঃখ-বৃদ্ধিরই কারণ হইয়া থাকে। শ্রীবাসের দাসী সেরূপ চিন্তাপে তপ্ত 'দুঃখী' ছিলেন না।

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥" (চৈঃ ভাগবত)

—এই বিচারে 'দুঃখী' বহির্ম্মুখ লোকের বাহ্য-দর্শনে যে স্থানেই স্থিত হউন না কেন, সেই স্থানে স্থিত হইয়াই মহাপ্রভুর ভক্তের সেবায় ঐকান্তিক ছিলেন। এজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসের দাসী লোকের বহির্দ্দর্শনে দুঃখী হইলেও মহাপ্রভু তাঁহাকে 'সুখী' বলিলেন।

এ জগতের লোক আমরা সাধারণ বিলাসী ব্যক্তি হই, আর কুটীরবাসী বা গৃহবিহীন দরিদ্রই হই, আমরা সকলেই ন্যূনাধিক দুঃখী; আমরা যদি মহাপ্রভুর কোনও অন্তরঙ্গ ও অকৃত্রিম ভৃত্যের গৃহের ঐকান্তিক ও অকৃত্রিম দাস হইতে পারি, তাহা হইলে আমরাও 'সুখী' হইতে পারিব—অন্য উপায়ে নহে।

এলবার্টহলে বক্তৃতা

আগামী ৪ই ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতার ১৭ নং কলেজ স্কোয়ারস্থ এলবার্টহলে ডাঃ শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে, টি, সি-আই-ই, এম-এ, এল, এল, ডি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে "গৌড়ীয়"-পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় "শ্রীচৈতন্যের প্রেম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

ভাদ্রকৃত্য

সদ্‌গুরু-পদাশ্রিতগণের সকল কালে, সর্ব্বত্র কৃত্য একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা। দিনকৃত্য, মাসকৃত্য, বর্ষকৃত্য—সকলগুলিই একান্ত যত্নপরায়ণ ব্যক্তিগণের একমাত্র হরিসেবানুশীলনময়। হরিসেবানুশীলন হরিজনের আনুগত্যেই সম্ভবপর হয়। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের দিনকৃত্য, মাসকৃত্যাদি নিজ-নিজ দেহ-মনের তর্পণে বা তাহা অপর দেহ-মনে ব্যাপ্তির উদ্দেশ্যে। এমন কি, তাঁহাদের পারমার্থিক ব্রতাদি যাজনের অভিনয় ও স্বাবর্শগুলি পর্য্যন্ত আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণনিষ্ঠ—তাঁহারা যাহাকে অনুকরণ করিয়া 'নিষ্কাম' বলেন বা বুঝেন, তাহাও প্রকৃতির অন্তর্গত বা পরোক্ষভাবে প্রকৃতির সহিতই সাম্বন্ধিক-বিচারে অবস্থিত

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যগণ তাঁহাদের বিবিধ স্মৃতি-নিবন্ধে যে-সকল আচার, বিধি, ব্যবস্থা, প্রয়োগ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই যেরূপত—পাপে বা পুণ্যে বিষয়-ভোগ; তাঁহাদের বিষয়-ত্যাগের কথা বা মৌখিক নিষ্কাম-বিচারের কথার অন্তরালেও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের মোহিনীমূর্ত্তি পূজারিত আছে।

এজন্যই ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ হরিসেবাপর স্মৃতির অবতারণা করিয়াছেন। হরিশ্রবণকে কীর্ত্তনময় অনুষ্ঠান বা অনুশীলনের দ্বারা সর্ব্বদা স্মৃতির মধ্যে জাগরূক রাখাই বৈষ্ণবস্মৃতির নিগূঢ় উদ্দেশ্য। সকল অনুষ্ঠানে—সকল বিচারে, আচারে ঐকান্তিক হরিজনগণের আনুগত্যে হরিস্মরণই বিধি, আর তদ্বিস্মরণই নিষেধ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি বৈষ্ণবস্মৃতিনিবন্ধেও ফলশ্রুতি পর বহু বহু শাস্ত্রবাক্যের সঙ্কলন দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল বহির্ম্মুখ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের সংখ্যাধিক্যকে ক্রমে ক্রমে ঐকান্তিক হরিসেবার আকর্ষণোদ্দেশ্যে। কারণ, সেই গ্রন্থে ঐকান্তিক হরিজনগণের জন্য একমাত্র হরিকীর্ত্তনময় অনুশীলনকেই সর্ব্বোত্তমতা স্বীকৃত হইয়াছে।

ভাদ্রকৃত্য-বর্ণনে বৈষ্ণবস্মৃতিনিবন্ধ-সম্রাট্ শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস বলিতেছেন,—

ভাদ্রে তৎসবতো জন্মদিনে কার্য্যো মহোৎসবঃ।
বিশেষেণ তদীয়াঢ্যাং ব্রতপূর্ব্বৈর্নৈকটৈঃ॥

ভাদ্রমাসে ভগবানের জন্মলীলা-দিনে (রোহিণ্যষ্টমী ও শ্রবণা যাবশীতে) ব্রত পূর্ণ করিয়া বিশেষ প্রকারে মহাপূজা সাধন-পূর্ব্বক মহোৎসব করা কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছেন, বিবাহযুগে অন্যান্য ব্রতাদি পালনীয় হইলেও সকলগুলিই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে অগ্রণী ও তন্ময় করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরজনের আনুগত্যে প্রতি বৎসর তাহাই বৃহদ্রূপে সম্পাদিত হয়।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস বা ব্রতপালনের বিধি প্রদান করিলেও তাহা প্রত্যেক ফলকামীর পরিত্যাজ্য।

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসহিতাষ্টমী।
সঙ্কল্পাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসংযুতাষ্টমী॥

সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমী সযত্নে পরিত্যাজ্যা, উহাতে নক্ষত্রের (রোহিণীর) যোগ থাকিলেও তদ্দিবসে ব্রত অকর্ত্তব্য।

পঞ্চপর্ব্বাং যথা শুদ্ধং ন গ্রাহ্যং মঙ্গলংযুতম্।
রবিবিদ্ধা তথা ত্যাজ্যা রোহিণীসহিতা যদি॥
পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা।
তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঙ্কল্পাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

বিশুদ্ধ পঞ্চপর্ব্বা যেরূপ সুমঙ্গলসংযোগে অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে রোহিণীর যোগ থাকিলেও তদ্দিনে ব্রত পরিত্যাজ্য। শ্রবণার যোগ থাকিলেও যেরূপ দশমীবিদ্ধা একাদশী পরিত্যাজ্যা, সেইরূপ নক্ষত্রের (রোহিণীর) যোগ থাকিলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী অনাদরণীয়া।

তাহার কারণ,—

অবিদ্ধায়াং সঙ্কল্পায়াং জাতো দেবকীনন্দনঃ।
বাসরে বা নিশার্দ্ধে বা সপ্তম্যাঞ্চ যদাষ্টমী।
পূর্ব্ববিদ্ধা তথা ত্যাজ্যা প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা॥

দেবকী-নন্দন শ্রীহরি সপ্তমীবেধহীনা রোহিণীযুক্তা অষ্টমীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দিবাভাগে বা নিশীথ-রাত্রে অষ্টমী হইলে এবং তাহাতে রোহিণীর যোগ থাকিলে পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাজ্যা।

এমন কি,—

জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঙ্কল্পাং সকলামপি।
বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ॥

গৌড়ীয় P 29497

জন্মাষ্টমী যদি সম্পূর্ণ রোহিণী-নক্ষত্র-সংযুক্ত হয়, তাহা হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল নবমীতেই উপবাস-ব্রতাদি করণীয়।

তবে যে কোনও কোন শাস্ত্রে বিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত-করণের বিধি লিখিত আছে, তাহার কারণ কি? "বিদ্ধা অষ্টমী বর্জ্জনীয়া" "বৈষ্ণবপরা" বলিয়া যদি অপরে বিদ্ধা অষ্টমীতেই অপর শাস্ত্রবাক্যানুসারে জন্মাষ্টমী ব্রত করেন, তাহাতে আপত্তি কি? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র বলিতেছেন,—

যচ্চ বহ্নিপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিদ্ধাষ্টমীব্রতম্।
অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃতং দেবৈর্মমাজ্ঞয়া॥
পুরা দেবৈর্ঋষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া।
সপ্তমীবেধজানেন মোহিতং হ্যষ্টমীব্রতম্॥

বহ্নিপুরাণাদিতে বিদ্ধাষ্টমীতে যে ব্রত-করণের বিধি লিখিত আছে, তাহা অবৈষ্ণবপর, তাহা দেবমায়াকৃত সন্দেহ নাই।

পুরাকালে দেবতাগণ ও ঋষিসমূহ পদচ্যুতির ভয়ে অর্থাৎ অপরে জন্মাষ্টমীব্রত-পালন-পূর্ব্বক পাছে উৎকৃষ্ট দেবত্ব ও ঋষি-পদ লাভ করেন এবং পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত দেবতা ও ঋষি-গণকে পদচ্যুত করিয়া দেন, এইরূপ মাৎসর্য্য বশতঃ সপ্তমী-বেধরূপ জাল-দ্বারা অষ্টমীকে গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অনেকে মনে করেন,—আমাদের যে বৈষ্ণবই হইতে হইবে, বৈষ্ণবগণের বিধি ও বিচারই অনুসরণ করিতে হইবে, এমন কি প্রয়োজন আছে? 'অবৈষ্ণব' হইলেই বা আপত্তি কি?

ইঁহারা দৈবীমায়া-বিমোহিত হইয়াই এই সকল কথা বলেন। 'বৈষ্ণব' ব্যতীত জীবের অন্য কোনও স্বরূপই হইতে পারে না। কেহ যেমন মনে করেন, আমাদিগকে যে 'সুর'ই হইতে হইবে, এমন কি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে, আমরা না হয় ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী 'অসুর'ই হইলাম। এরূপ শাস্ত্র বলিতেছেন, জীবের অসুর হওয়ার স্বতন্ত্রতা আছে, অসুর-মোহনপর শাস্ত্র ও ঋষিগণও দেখিতে আছেন, ভগবানের অঘটন ঘটনকে গোপনে রাখিবার জন্য দৈবী-মায়াও বহুরূপিণী হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, এজন্য টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ বলিতেছেন,—

"সর্ব্বেষামেব সাধারণ্যেন বিদ্ধাবর্জ্জনা দৃষ্টম্। ... এবঞ্চ সতি বিদ্ধা বচনানাং স্থানং কল্পয়িত্বা বিদ্ধাব্রতং যে ব্যবস্থাপয়ন্তি, তেঽপি দেবমায়া-বিমোহিতা ইতি জ্ঞেয়ম্॥"

বিদ্ধাবর্জ্জন সকলের পক্ষেই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব। বৈষ্ণব-ব্যতীত জীবের অপর অভিমান —কেবল আবরণ, আপনাকে আপনি বঞ্চনা করা মাত্র। বিদ্ধবচনসমূহের স্থান কল্পনা করিয়া যাঁহারা বিদ্ধব্রতের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও দেবমায়া-বিমোহিতই জানিতে হইবে।

জন্মাষ্টমী-উপবাসের পারণ-কাল-নির্ণয়ে শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস শাস্ত্র-বাক্য সাগ্রহ-পূর্ব্বক জানাইয়াছেন,—

যদা ভিথ্যৃক্ষয়োরেব যয়োরন্তে তু পারণম্।
সমর্থনায়শক্তানাং তয়োরেক-বিয়োগতঃ॥

তিথি ও নক্ষত্র—এই উভয়ের অবসানেই পারণ করা উপবাসক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্য। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি অক্ষম, তাঁহারা তিথি ও নক্ষত্র এই উভয়ের মধ্যে একটীর অন্তে পারণ করিতে পারেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্রসংযুতাঃ।
তাসান্তে পারণং কুর্য্যাদিনা শ্রবণযোহিতম্॥

যে-কোন নক্ষত্রযুক্ত পবিত্র তিথিই হউক না নক্ষত্রান্তেই পারণ বিধেয়; কিন্তু শ্রবণা ও রোহিণীতে যে ব্যবস্থা নহে; উক্ত শ্রবণ-যোগী ও রোহিণাষ্টমীতে নক্ষত্র ও তিথি—এই উভয়ের অন্তেই পারণ করিতে হয়।

(১) কৃষ্ণাষ্টমীর পরের সৌম্যাষ্টমীতে **শ্রীরাধাষ্টমীর ব্রতোপবাস।**

(২) ভাদ্রব্রতের অন্তর্গত **পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠান,—**

ভাদ্রস্য শুক্লৈকাদশ্যাং পার্শ্বোৎসববৎ প্রভোঃ।
কটিবাসোৎসবঃ কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ॥

বৈষ্ণবগণ ভাদ্রীয়া শুক্লা একাদশী তিথিতে বৈষ্ণবগণ-সহ মিলিত হইয়া ভগবানের কটিবাসোৎসব সম্পাদন করিবেন। পূর্ব্বে বিষ্ণু যেভাবে শয়ন করিয়াছিলেন, এখন দক্ষিণভাবে শয়ন করিবেন।

(৩) **শ্রবণা দ্বাদশী-ব্রত**

স্যাদি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতী দ্বাদশী সেয়া উপবাসে মহাফলা॥

ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ হইলেই তাহা মহাদ্বাদশী বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়। তাহাতে উপবাসে মহাফল।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।
তদাসৌ তু মহাপুণ্যা দ্বাদশী বিজয়া স্মৃতা॥

শুক্লপক্ষীয়া দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হইলে ঐ দ্বাদশী মহাপুণ্যা 'বিজয়া' নামে কথিত হয়।

একাদশ্যা বিযুক্তত্বে দ্বাদশ্যান্তু সংযোগিনি।
শ্রবণে সতি শক্রস্য ব্রতমুগ্রং বিধীয়তে॥

পূর্ব্বদিবস একাদশী শুদ্ধা হইয়া পরদিবস দ্বাদশীতে শ্রবণা হইলে দুইটী ব্রত করাই সমর্থবানের পক্ষে কর্ত্তব্য।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন,—

অসম্পূর্ণে ব্রতে পূর্ব্বে নৈব কুর্য্যাদ্ব্রতান্তরম্।
ইত্যাদি বচনস্যাত্র বাধকত্বং ন বিদ্যতে॥

যথা ভবিষ্যোত্তরে—

একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
ন চাত্র বিধিলোপঃ স্যাদ্ব্রতয়োরুভয়োর্হরিঃ॥
অবশ্যন্তু ব্রতদ্বন্দ্বে ভুঞ্জীত বৈষ্ণবো দিনে।
উপবাসং যুবঃ কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবদ্বাদশী দিনে॥

"পূর্ব্বব্রত অসম্পূর্ণ থাকিতে অন্য ব্রত করিতে নাই" প্রভৃতি যে বাধা আছে, এখানে তাহা বাধক হইবে না। ভবিষ্যোত্তর বলিতেছেন,—একাদশীতে উপবাস করিয়াও দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয়, তাহাতে বিধির হানি হয় না। কেন না, হরিই ত্রিবিধরের দেবতা জানিবে। যদি কেহ দুইটী উপবাসে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে একাদশীতে ভোজন করিয়াও শ্রবণা দ্বাদশীতে উপবাসী থাকিতেই হইবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলিতেছেন,—

একাদশী দ্বাদশী চ বৈষ্ণবাবপি তদ্ভবেৎ।
তদ্বিষ্ণুশৃঙ্খলং নাম বিষ্ণোরাত্যন্তিকং ভবেৎ॥
দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্।
নিষিদ্ধমপি কর্ত্তব্যমিত্যাজ্ঞা পাদ্মসম্ভবী॥
যোগোঽয়মতুলো দ্বাদশ্যাঃ শ্রবণেন তু লভ্যতে।
দ্বাদশ্যামুপবাসাচ্চ ত্রয়োদশ্যাঞ্চ পারণাৎ।
ত্রয়োদশ্যাং পারণং হি শ্রবণেঽপি নিষেধতে॥

একই দিনে একাদশী, দ্বাদশী ও শ্রবণা নক্ষত্র—এই তিনটী ঘটিলে তাহাকেই "বিষ্ণুশৃঙ্খল-যোগ" কহে। ইহাতে দ্বাদশী দিনে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হয়। ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে নাই বটে, তথাপি ভগবানের আদেশ-হেতু মহাদ্বাদশী-বৈষ্ণব-ব্রতে ত্রয়োদশীতে পারণ অবিধিত নহে। দ্বাদশীর অবসানে অপর একটি যোগ দৃষ্ট হইতেছে, উহাতে দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হয় বলিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে; কিন্তু শ্রবণায় ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হইবে না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি?

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১ম সংখ্যার পর)

জীবসেবা (?) ও হরিসেবা কি এক?

সমাধান :—এইরূপ আপাতের মোহ, তন্মিনিই ম্যাগ্নিয়সিসের প্রতি মোহ এবং আপাতের সংখ্যাধিক্যের সমবেদনা হইতে গণমতের প্রতি মোহ, প্রত্যক্ষের মোহ, প্রেয়ের মোহ আমাদিগকে আর একটি ভুল বুঝাইয়া দেয়। আমরা মনে করি, সার্ব্বকালিকী হরিসেবার চেষ্টা হইতে জীবসেবার (?) চেষ্টাগুলিই জীবের পক্ষে—সমাজের পক্ষে অধিকতর হিতকর। 'হরিসেবা'-কথাটা গোঁজামিল-দেওয়া কথা, ইহা একটা স্বপ্ন-সৌধ মাত্র। 'হরিসেবা' বলিয়া কোন জিনিষ নাই, উহা মানুষের শান্তি-অনুসন্ধানের বহুবিধ পথের অন্যতম কল্পনার সৃষ্ট একটা স্বপ্নপুরী মাত্র। আর যদি হরিসেবা বলিয়া কিছু থাকে, তাহা জীবসেবাই। জীবসেবা (?) দ্বারা বরং (কল্পিত) হরিসেবা হয়; কিন্তু হরি-সেবার নামে বৃথা সময়, শক্তি, ধন-প্রাণ নষ্ট করিয়া জীবসেবা (?) বা সমাজের মঙ্গল হয় না। বর্ত্তমানে 'জীব-সেবাতেই (?) হরিসেবা'-মতবাদের একটা বৈরিণী বিরাট-

প্রচার নাস্তিকতার মায়াময়ী-মূর্ত্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত অকপট হরিসেবাময়ী লোক-কল্যাণ-চেষ্টাকে বুঝিতে দিতেছে না।

(৪) 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ জীবসেবা (?) করেন না'—ভ্রমের সমাধান

তাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিসেবাময় অনুষ্ঠান অপেক্ষা জীব-সেবার (?) ছলনাময়ী অহৈতুকী চেষ্টা সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, প্রিয়তর বলিয়া এক শ্রেণীর হরিবিমুখ-সম্প্রদায় বিচার করিতেছেন। তাঁহাদের বিচারে হরিসেবাতে স্বার্থান্ধ এবং জীবসেবাতেই (?) সরলতা ও হৃদয়বত্তা আছে। তাই সার্ব্বকালিক হরিসেবানুশীলন ও হরিসেবা-শিক্ষা-প্রচারের প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা জীবসেবার (?) ছলনাকারী প্রতিষ্ঠান সর্ব্বকলিদোষে দুষ্ট হইলেও লোকের অধিক সহানুভূতির আকর্ষক। শ্রীগৌড়ীয় মঠ উৎসবাদি করিয়া অর্থগুলির অপব্যয় করে, আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান উৎসবাদি করিলেও তাহা জীবসেবাদির ছলনা করিবার পর অবসর-কালে আমোদ-প্রমোদ এবং তাহাতে সার্ব্বজনীন ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে বলিয়া উহা যুক্তিযুক্ত। সেরূপ উৎসবে গণবাদ-দেবতার কোনও আপত্তি নাই বরং সহানুভূতিই আছে। এ যেন কর্ত্তাবাবুর সারাদিন পরিবার-পরিজন-পরিপোষণার্থ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ঐ কার্য্যকে অধিকতর শাণিত করিবার জন্য বিশ্রামকালে আমোদ-প্রমোদ উপভোগার্থ পৃথিবীর কৃপা-অনুসন্ধিৎসান। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের সার্ব্বকালিক হরিসেবানুশীলনময় উৎসব তাহা নহে।

বদ্ধজীব-সেবা-দ্বারা হরিসেবা হয়,—ইহা কি একটি ছলনাময়ী বৈরিণী-মূর্ত্তি নহে? সেব্যকে সুখদানের নামই সেবা; সেব্যের ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই 'সেবা' বলে। 'জীব-সেবা' বলিতে যদি মুক্তজীব-সেবা হয়, তাহা হইলে ত' তাহা 'বৈষ্ণব-সেবা' হইল। মুক্ত জীবের ত' বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্য কৃত্যই নাই। বদ্ধজীবসেবা ত' শিব-সেবা নহে। শিব ত' পরম মুক্ত—শিব ত' মহাবৈষ্ণব। বৈষ্ণবের সেবায় হরিসেবা হয়; বৈষ্ণবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ একমাত্র হরিসেবার দ্বারাই হয়। বৈষ্ণব যাঁহার নিরন্তর আরাধনা করেন, অপরে তাঁহার আরাধনা করিলেই অপর বৈষ্ণব সুখী হন। শিব নিরন্তর সঙ্কর্ষণ-রামের সেবা করেন, তাই তিনি অনন্তদেবকে মস্তকের অলঙ্কাররূপে ধারণ করিয়াছেন, সঙ্কর্ষণের নামে অবহিত হইয়াছেন; সেই সঙ্কর্ষণের সেবা করিলেই শিবের সন্তুষ্টি হয়—শিবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয়—শিবের বৈষ্ণবী সেবা হয়।* শিবের সেবা আর বদ্ধজীবের সেবা এক নয়। বদ্ধজীবের সেবায় বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে হরিবিমুখতারই তর্পণ হয়। মাতালের দুরবস্থা, দৈন্য, দুঃখ, অভাব, অভিযোগের করুণ কাহিনীতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে যদি একটি কড়িও প্রদান করি, মাতাল অমনি উহা লইয়া মদের দোকানেই যাইবে, সেখানে মাতালের অশ্রুজলে আমার প্রদারিত আর্দ্র হৃদয় ও করুণায় হস্ত মাতালের মাতলামীতে যে ইন্ধনটুকু যোগাইয়া জীবসেবা (?) করিল, তাহার দ্বারা জীবের প্রকৃত কল্যাণ অথবা সমাজের কোন প্রকৃত মঙ্গল হইল কি?

আমরা মূলজিনিষটাকে বুঝি, কিন্তু অনেকেই স্থূল বা সূক্ষ্ম বিচারটাকে আমাদের বহির্ম্মুখী প্রকৃতির গঠন-বশতঃই ধরিয়া উঠিতে পারি না। আমরা বলিতে পারি, জগতের সকল লোকই কি মাতাল? বলিলে আপাত-কর্কশতা হয়—আমরা হরিবিমুখ হইয়া অধিকাংশ—প্রায় শতকরা ৯৯.৯' লোকই যখন এ ব্যাপার ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়াছি, তখন আমরা ন্যূনাধিক মাতাল নহি কি? প্রত্যেকেই কোন না কোন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য মাতাল। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহাসুক্ত শিবের ন্যায় হরিসেবায় মাতাল—হরির সুখের জন্য মাতাল কৈ? আমরা কেহ পাপে মাতাল, কেহ পুণ্যে মাতাল; কেহ ভোগে মাতাল, কেহ ত্যাগে মাতাল; কিন্তু পাপ-পুণ্য, ভোগ-ত্যাগ—সকলই জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ, একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের নামই—হরিসেবা। শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষায় একমাত্র অকৈতব, অকপট অনাবিল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেরই শিক্ষা আছে। শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব-সেবা, নামসেবা ও জীবেদয়ার কথা বলিয়াছেন। বৈষ্ণবসেবা ও অকপট ভগবদনুশীলনকারীর সেবা-দ্বারাই কৃষ্ণ-সেবায় রুচি হয়। বৈষ্ণবসেবার অন্য কোন অবান্তর ফল নাই। কিন্তু জীবের সেবার ছলনায় যে-সকল ফল দেখা যায়, তাহাতে কৃষ্ণসেবায় রুচি-বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে

* যেষাঞ্চ দেবতা সর্ব্বা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরেশ্বরঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। (গীতা)

কৃষ্ণবিমুখতাই রুচি অধঃপতিতে বা পাশ্চাত্য কুধানী মেলের গতিতে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণসেবায় রুচির অপর অর্থ—অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামে রুচি, আর সেই কৃষ্ণনামে রুচি, যাহা অখিল কল্যাণের খনি, যাহার অনুশীলনের আনুষঙ্গিক অবান্তর ফল জীবের যাবতীয় ত্রিতাপের বীজনাশ। যে ত্রিতাপের এক একটী সামান্য অংশ-মাত্র বিশ্বের দুঃখ-দৈন্য, অভাব, রোগ, শোক), সেই কৃষ্ণ-নাম-বিতরণের দ্বারাই, কৃষ্ণ-নামের অনুশীলনে রুচি উদ্বোধনের দ্বারাই জীবের প্রতি প্রেষ্ঠ দয়া হয়। বদ্ধজীবের প্রতি যে বন্ধ-ভাব-মোচনার্থ উপচিকীর্ষা, তাহাকে শ্রীচৈতন্যদেব "দয়া" বলিয়াছেন, দয়াতে দয়ার পাত্রের আপাত-ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, কিন্তু সেবাতে সেবার পাত্রের ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে। বদ্ধজীবের প্রতি 'দয়াতে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, তাহাতে বদ্ধজীবের আপাত প্রেয় নাই বলিয়া প্রথম মুখে রুচি হয় না, 'কঠোর' মনে হয়, 'তিক্ত' মনে হয়—ঔষধ যেমন তিক্ত লাগে; কিন্তু যিনি রোগমুক্ত, যিনি স্বাস্থ্যবান্, তাঁহার জন্য তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা নহে; তাঁহার জন্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভোজ্য-সামগ্রী। শিব মহামুক্ত বৈষ্ণব, তাঁহার প্রতি 'দয়া'-শব্দ প্রযুক্ত হইবে না, তাঁহার প্রতি 'সেবা'-শব্দ প্রযুক্ত হইবে। তাঁহার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু 'শ্রীকৃষ্ণের নাম', তিনি শ্রীকৃষ্ণ-নাম আস্বাদন করিতে ভালবাসেন, শ্রীকৃষ্ণ-নাম জগতে প্রচার হউক, ইহাই তাঁহার মনোভীষ্ট।

জীবসেবা-বাদ কোথা হইতে উৎপত্তি হয়?

কিন্তু বহির্মুখ জগতে—ন্যাশনালিস্ট ও গণ-দেবতার কল্যাণে এই যুগে জীবসেবা (?) কথাটিই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে, "আমার পাড়ে ছোলা" আছে বলিয়া—আমি ও আমার সমধর্মী গণ-কোটি জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ আছে বলিয়া আমি মনুষ্য এবং আমার সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন ও সমবেদনাগ্রস্ত অপর মনুষ্যসকল সেইরূপ একটা প্রচুর ইন্দ্রিয়তর্পণাকাঙ্ক্ষা বশতঃ "মনুষ্য-সেবাতেই (?) হরিসেবা হয়",—এই কথাটি বরণ করিয়াছি। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে —আমার ও আমার সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পরস্পর ইন্দ্রিয়তর্পণে যে কাম পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে যদি "হরিসেবা" বলিয়া চালাইতে পারি, তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখী মারিতে পারিলাম। "ভোগ-কে ভোগ" হইল, অথচ পার্থিকের প্রতিষ্ঠাটা থাকিল। ভোগ করিয়া জগতের নিকট হইতে যে অপার্থিকের প্রতিষ্ঠা কুড়াইয়া নিতে হয়, তাহা অনেক চতুর ব্যক্তি তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিঘ্নকারক মনে করেন এবং ভোগকে 'ধর্মের' পোষাকে সাজাইয়া পার্থিকের প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করেন। এখানেও তাহাই হইয়াছে;—'জীবের কাম'কে—জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণকে 'কৃষ্ণকাম' বলিয়া—'হরিসেবা' বলিয়া ছলনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

জীবসেবায় (?) সেবাকারীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা কাম কোথায়?

কেহ কেহ বলিতে পারেন, 'জীবসেবায় (?) আমার কামনা কোথায়? আমাকে ত' অর্থ, বিত্ত, শক্তি, সময়, স্বাস্থ্য বিসর্জন করিয়া 'সেবা' করিতে হয়।' পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়-তর্পণ অনেক প্রকারের—স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে, স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে বহির্মুখ জীবে বর্ত্তমান। কৃচ্ছ্রতা, দান, ত্যাগ প্রভৃতির পোষাক-পরিহিতা রূপসী মূর্ত্তি দেখিলেই তাহাতে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টা নাই মনে করিতে হইবে না। অনেকে ইহকালে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়াছেন—কেন না, ইহজগতে বাঁচিয়া থাকিলে ত' তাঁহারা নিজ-নিজ কর্ণে আপনাদের স্তুতি শুনিতে পাইবেন না। অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্ত্তিকালের ভাবীপ্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের মোহে তাঁহারা সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়াছেন, এরূপ সাক্ষ্যও ইতিহাসে বিরল নহে।

যেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের প্রবৃত্তি-প্রগ্রহ পূর্ণমুক্ত, যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টায় কোনও প্রকারে স্থূল-সূক্ষ্ম, অন্তরে-বাহিরে কপটতার লেশ নাই, সেই ভাগবতধর্ম্মেই একমাত্র জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই। ভাগবতধর্ম্মে এইজন্য ভুক্তি, মুক্তিকে পিশাচী বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই জন্য বলিয়াছেন—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

বর্ত্তমানযুগে বহির্মুখতার প্রবলবন্যায়, ন্যাশনালিস্টের দেবতাদ্বেষী মানবমূর্ত্তি নানা প্রকার আপাত সুখকর, আপাত সহজবোধ্য অর্থাৎ যারা জীবের বহির্মুখতার সঙ্গে খুব খাপ খায়, বহির্মুখতার সুরের সঙ্গে একতানে বাজিয়া উঠে, সেইরূপ সকল যুক্তি, উপমা, কথা প্রভৃতির মোহায়

পরিবর্ত্তে মনগড়া করিয়া গড়িয়াছে বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভাগবতধর্ম্মের একমাত্র নিদান-চিকিৎসা ঐ সকল রোগি-সম্প্রদায়ের কাহারও কাহারও অবিদিত ঠাকুরদাদার ঝুলির পুরাতন মন্ত্রের মত মনে হইতেছে, আর তাহা হইতে আর একটী ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে, —

আর একটি ভ্রম :—(৫) শ্রীচৈতন্যদেবের তাৎকালিক মত বর্ত্তমান যুগোচিত নহে

কয়েক শতাব্দীর পূর্ব্বের শ্রীচৈতন্যদেবের সেকেলে কথা এখন প্রচারে কগতের কি ফুরিবে,—কি মঙ্গল হইবে? শ্রীগৌড়ীয় বলেন,—সেকেলে কথার প্রচারক। আধুনিক জগতের ভাব, গতি, প্রগতি, সাহিত্য, ছন্দ, আচার, বিচার, ভাবনা, চিন্তা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা অন্যরূপ। যুগোচিত প্রচার চাই। এখন আর 'হরিনাম', খোলের মৃদঙ্গধ্বনি, পুরাণশাস্ত্রের শ্লোকের ঝোলাই, পরাধীন জাতির প্রতি দাসভাবের শিক্ষা-দীক্ষা চলিবে না। এখন চাই—সংগ্রাম, এখন চাই—সিংহভাব, রৌদ্রমূর্ত্তি, খোলের পরিবর্ত্তে ঢাকের বাদ্য, দাসভাবের পরিবর্ত্তে "সোঽহং" মন্ত্র উচ্চারণ! কাঠের, মাটির মৃত ঠাকুর-সেবার পরিবর্ত্তে জীবন্ত জীবের সেবা, নিরামিষ খাওয়াইয়া হীনবীর্য্য করিয়া রাখার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে নিত্য নিত্য বীর্য্য-সঞ্চারের কথা পুষ্টিকর, রুচিকর হয়। ম্যালেরিয়ার দেশে বিষ্ণু-প্রসাদ ভোজনের ব্যবস্থা চলিতে পারে না। বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতি যেরূপ হীনবীর্য্য হইয়া চলিতেছে—বাঙ্গালী যুবকের যেরূপ শক্তি-হীনতা লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে তাহাদের মধ্যে দাসভাব-মূলক, "তৃণাদপি-সুনীচতা"র শিক্ষামূলক বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন কথা প্রচার করিলে আরও মুস্কিল হইবে—এখন রামমোহন ও নবীনচন্দ্রের ধ্বনিতে—হুঙ্কারে, বীরদর্পে তাহাদের রক্ত গরম করিয়া তুলিতে হইবে—"সোঽহং মন্ত্রে" তাহাদের আত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে হইবে, স্ত্রীজাতির মধ্যেও সেই আত্মবোধ-সঞ্চার করিতে হইবে, তাহাদিগকে জানাইতে হইবে যে, তাহারা 'শক্তির জাত'—তাহাদিগকে বলিতে হইবে, "তোমাদের শক্তির প্রয়োগ দেখাও—পুরুষদিগকে 'নিঃস্ব' করিয়া তোল—'ভক্তি' 'ভক্তি' করিতে করিতে শক্তির জাত-পর্য্যন্ত 'শক্তি'-হীন হইয়া পড়িয়াছে। 'শক্তি' সঞ্চিত না হইলে জাতির মুক্তি হইবে না—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

সমাধান :—ন্যাশনিষ্টদিগের দূতগণ একদলে অনেক কথা বলিয়া গেলেন, আর যাঁহারা কোটির মধ্যে বাঁহারা সহিষ্ণুতাটাকে একটুকু অধিকতর মনোযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ কথার উত্তেজনা ও বাগাড়ম্বর মুখের কাছ হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার্য্য বিষয়ের কোন নামগন্ধ শুনিলে আর তাঁহাদের রক্ষা নাই, শ্রীচৈতন্য-বাণী-বাহক কাহাকেও দেখিলে তাঁহারা তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠেন; কারণ ন্যাশনিষ্টদিগের দূতগণ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সঙ্গে যে-সকল কথা খুব খাপ খায়, —এরূপ কতকগুলি আপাত যুক্তি-দ্বারা তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীবাহকগণই দেশের শত্রু। যেহেতু তাঁহারা জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ না করিয়া হৃষীকেন্দ্রিয়-তর্পণের পক্ষপাতী এবং যেহেতু অসম্পূর্ণ জীব তাঁহাদের আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণ তাঁহাদের দ্বারা হয় না, তাঁহাদের কথায় স্বভাবতঃই তাঁহারা ভোট দিতে রাজি নহেন।

ইঁহারা শ্রীচৈতন্যকে কিরূপ শ্রদ্ধা করেন? ইঁহাদের শ্রদ্ধার স্বরূপ

তবে যে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি ইঁহারা একটী মৌখিক সম্মান দেখান, তাহাও ইঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই। প্রথমতঃ যে যেরূপই থাকুন,—পঙ্গুই হউন, বিজ্ঞই হউন, যখন বহু পুরাতন হইয়া যান, তখন মানব-প্রকৃতি তাঁহাকে অন্ততঃ পূজা করার প্রলোভে—যেহেতু এখন তাঁর আর প্রচার-ভাবে আমার কিছু ক্ষতি করিতে আসিতেছেন না, এই ভাবিয়া তাঁহাকে একটুকু সম্মানের বস্তু দর্শন করে; দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা বহুলোক মানেন, (পশুকোটীর প্রতি মোহন একটা ইন্দ্রিয়-তর্পণ) তাঁহাকে আমি যা আমরা না মানিলে আমাদেরই সম্মানি পাছে হইবে—এই ইন্দ্রিয়-তর্পণটুকুর খাতিরেও অনেকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করেন। 'মৌখিক' বলিবার কারণ এই,—শ্রীচৈতন্য-দেবের কথা যখন তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ অকৃত্রিমভাবে পালন ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুশীলন করিতে বলা হয়, তখন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত বা প্রচারিত পথকে সাম্প্রদায়িক, সঙ্কীর্ণ প্রভৃতি বলিয়া নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের পথকেই যুগোচিত ও উদার বলেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহাদের যে শ্রদ্ধা-ভক্তির ছলনা, তাহা কেবল লোকের নিকট হইতে তাঁহাদের শ্রদ্ধাভক্তি আদায় করিবার কলটক-

মাত্র, তাহা শ্রীচৈতন্যের ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে। তাঁহারাই সেখানে যুক্তি দাঁড়িয়া—বিচারক দাঁড়িয়া—'সমন্বয়' দাঁড়িয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথাগুলির কোন্‌টা ভাল (অর্থাৎ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর), কোন্‌টা সাম্প্রদায়িক, কোন্‌টা বিকৃত, কোন্‌টা প্রক্ষিপ্ত, তাহার বিচার করিতে বসেন। তাঁহারা নিজ-মস্তকটি কাটিয়া, ছাঁটিয়া যতটা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের সঙ্গে খাপ খায়, ততটা রূপা পূর্ব্বক অনুযোজন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার চৌদ্দপুরুষকে যেন উদ্ধার করিয়া দিলেন, এরূপভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান দেখান!

ইঁহাদের শ্রীচৈতন্যদেবে আদৌ শ্রদ্ধা নাই, শ্রদ্ধা না থাকায় ইঁহারা তাঁহার কোন কথা শুনিতে পান নাই—যাঁহারা উঁহাদিগকে শুনাইয়াছেন বলিয়া উঁহারা মনে করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা তত্ত্বতঃ শ্রীচৈতন্য-বহির্ম্মুখ, কিন্তু প্রচারিত বড় ধার্ম্মিক—শ্রীচৈতন্যদেব হইতেও দুই এক কাঠি বড়! এইরূপ না শোনা বা বিকৃত শোনার ফলে তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিচার, তাহাদিগের আবার শ্রীচৈতন্যদেবের মোহাই দিয়া বেশ কিছু বিকৃত ও শ্রীচৈতন্যবিরোধী নহে। প্রতীক-সমূহ জগতের দ্বারে পুঞ্জিত হইতেছে, তাহাদের ছবি বা আদর্শের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সত্য বা একমাত্র সাম্বতন্ত্রের নিদান হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর আমার দাপাধ্বনিদের বাহুবস্তুর আপাতযুক্তি এ বঞ্চিতাবস্থাকে আরও পুষ্ট, আত্মসংরক্ষণশীল করিয়া তুলিয়াছে।

বর্ত্তমানে আমরা কাহাকে যুগধর্ম্ম বা যুগকল্যাণ মনে করি?

তাবলিকচাঞ্চল্য গণ-প্রতীককে মনোভাবের গণ-প্রতীক করিয়া গড়িয়া তোলা, আর তাহাতেই তাবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই ধর্ম্মের বাজারে একটা নূতন ফ্যাসে নূতন বিনিময়রূপে আমদানী হইয়াছে। সেজন্য সকল লোকই সেখানেই উত্তেজনার উহারই গ্রাহক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেশের সুবিধা, সমাজের সুবিধা, জাতির মঙ্গল প্রভৃতি বুঝিতে বুঝিয়াছি—ইন্দ্রিয়-তর্পণ। আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ, আর আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্য যে-ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বর্দ্ধিত, কর্ষিত ও পুষ্পিত হইতে পারে, সে ক্ষেত্রের বা তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিস্তারই আমার বিচারে আমাদের সুবিধা, জগতের সুবিধা, জাতির সুবিধা বা দেশের সুবিধা। সেখানে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-তর্পণ—'০' (শূন্য), অথবা "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ"। কাজেই আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার নিকট যে সকল সূত্র বিষ্ণুমায়া উপস্থিত করিয়াছেন ও নিয়ত করিয়া থাকেন, তাহাতে আমি শুভসঙ্ঘকে 'তামসিক' ও তামসিককে 'শুদ্ধ সত্ত্ব' মনে করিয়া রজোগুণ—যাহা ইন্দ্রিয়-চালনা বা ইন্দ্রিয়তর্পণের সাধক ও ধর্ম্ম, তাহাকেই বহুমানন করিয়াছি। আর উপনিষদ্‌রূপ বিরোচনের মত বহির্ম্মুখ গণ-কোটির বহির্ম্মুখতার সহিত সমসুরে বাজিয়া উঠে যে-সকল আপাত যুক্তি, তদ্দ্বারা গণপ্রতীকের নিকট রজোভাব—যাহা পরভাবে পুষ্ট হয় এবং তমোভাবে পুনরায় বিনষ্ট হয়, সেই সকল কথা প্রচার করিয়া পরম মঙ্গলময়ী আত্মধর্ম্ম-প্রবোধিনী হরিকথাকে যৌতুক রূপে মধ্যে সমাধি দিবার ব্যবস্থা করিতেছি!

আমরা যে গুলিকে 'ধর্ম্ম' বা 'ধর্ম্মমত' বলি, সেইগুলি সকলই পরিবর্ত্তনশীল, তাৎকালিক দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, খেয়ালের ধর্ম্ম বলিয়া এবং আমরা সেই ভূমিকায় চড়িয়া কামলা রোগীর সমস্ত জগৎটাই হলুদে রং দেখিবার ন্যায় 'ভক্তি'কে আমাদের নিজেদের উপায় ও আমাদের অজ্ঞতামূলক অভিজ্ঞতার কাম-ক্রোধাদির ন্যায় একটি সাময়িক উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা মনে করিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত ধর্ম্মকেও তাৎকালিক মনে করি। আমরা অধিকাংশ সময়ই আবার ব্যাপারী হইয়া তাহাদের ধর্ম্ম সমালোচনার অছিলা মুকবিবানা দেখাই বলিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের সম্বন্ধেও ঐরূপ সমালোচনা করি। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা নিরপেক্ষকর্ণে শুনিবার মত আমাদের ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা মোটেই নাই। আগন্তুক কাম, ক্রোধ, আসক্তি বা 'ত্যাগে'র নামে কাম, ক্রোধ আসক্তি প্রভৃতির প্রচণ্ড তীব্র-উত্তেজনা আমাদিগের দেহাকে এত চঞ্চল করিয়া দিয়াছে যে, আত্মধর্ম্মের সহিত মনোধর্ম্মের তফাৎ কোথায়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভেতনের ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য সাময়িক ও তাৎকালিক কথাগুলির প্রভেদ কোথায়, তাহা আমরা না বুঝিয়া কোনও সময় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট নিন্দা, কোন সময় বা অন্যান্য দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম বা তাৎকালিক প্রয়োজনের মতবিশেষের সহিত

সমন্বয় করিয়া অর্থাৎ গ্রাহ্যাংশ দিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-নিন্দা করিয়া থাকি। এ কথা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, অবতারী শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ভগবদবতার বৌদ্ধদের ও শঙ্করাচার্য যাহা শঙ্কর যেরূপ তাৎকালিক প্রয়োজনানুযায়ী মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভাগবতধর্ম—যাহা প্রত্যেক নির্মল আত্মার নিত্য স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহা সেরূপ নহে, কিংবা ভাগবতধর্মেই বিভিন্ন বিকৃতি ও সোপান-স্বরূপ যে-সকল মত জগতে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিতও ভাগবতধর্মের সমন্বয় হইতে পারে না। ভাগবতধর্মই—আবরণ-নির্মুক্ত প্রত্যেক কালের, প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জীবের একমাত্র নিত্য-স্বভাব বা ধর্ম। ইহাই একমাত্র নিত্য সত্য।

(৬) অপর ভ্রম :—গৌড়ীয় মঠের কথা সাম্প্রদায়িক

সমাধান :—কিন্তু এই অদ্বৈতত্ত্ব অধিষ্ঠীয় সত্য কথাকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য বা অন্যায় বহির্মুখ জনসমাজ হইতে এই মুলোপা রত্নসম্পুটকে সংরক্ষিত করিবার জন্য অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়াদেবী এক বিষম মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। যাহারা মনে-প্রাণে, অন্তরে-বাহিরে—অন্তরাত্মার অকপট-ভাবে অদ্বৈতত্ত্ব সত্য-প্রার্থী নহে, তাহাদের কর্ণে বিদ্রূপ মন্ত্রণা দিয়া বলিয়াছেন,—ভাগবতগণের—শ্রীচৈতন্যমতাবলম্বিগণের ঐরূপ নিজের দিকে ঝোল-টানা কথায় তুলিও না। একমাত্র তাঁহাদের মতটিই খাঁটি—সার্বকালিক, সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক; আর অপরের মতগুলি সব সাময়িক, বিকৃত ও আংশিক! ইহাও কি কখনও হইতে পারে? এমন কি, স্বয়ং বুদ্ধ, স্বয়ং শঙ্করাচার্যের মতগুলি যদি তাৎকালিক প্রয়োজনানুযায়ী হয়, তবে কেনই বা চৈতন্যের প্রচারিত মত বা ভাগবতধর্ম তদ্রূপ হইবে না? ইহা চৈতন্যমতাবলম্বিগণের সাম্প্রদায়িকতা—মিথ্যের মতকে বড় করিবার চেষ্টা। সুতরাং আমরা পঞ্চায়েৎ বসাইয়া পঞ্চায়েতের কলের পুতুল—পঞ্চায়েতের পতাকার অগ্রে উত্তোলিত ও তদ্দ্বারা নির্বাচিত কোন ব্যক্তি বা সংস্থির দ্বারা ইহার একটা মীমাংসা করিব। কাহাকেও ডাকাইবার দরকার নাই, আমাদের মূলে যখন বাস্তব সত্যবেদ্যই নাই—তাঁহার নিত্যরূপ নাই, নিত্যগুণ নাই, নিত্যলীলা নাই, সব শূন্য—সব নির্বিশেষ—সব নিরাকার, তখন যাহারা যেরূপভাবে ধর্মের পুতুলখেলা খেলিতে চাহে, তাহাদিগকে তাহাই অনুমোদন করিয়া মধ্য হইতে আমাদের খোড়লী, মাতব্বরী প্রতিষ্ঠাটুকু—লোক-প্রিয়তাটুকু অর্জন করিয়া লই না কেন? একটা ভোগ্যবস্তু সকল পক্ষের যদি সুখদ করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে সকলপক্ষের লোকই আমাদিগকে মানিবে। আমরাও ধর্মের সমন্বয়কারী বলিয়া লোক-পূজিত হইব—আমাদের এই মতটাকেই শ্রেষ্ঠমত—সার্বজনীন উদার মত প্রভৃতি বলিয়া একটা অবশ্যম্ভাবী অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে পারিব—আর ঐরূপ "তুমতি চুপ, হামতি চুপ"র আড়ালে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধন-কার্যটাকেই যুগধর্ম বলিয়া ভাগবতের—শাস্ত্রের—শ্রুতির—স্মৃতির—পঞ্চরাত্রের কথিত যুগধর্ম যে একমাত্র হরিকীর্তন, তাহাকে খুব কৌশলে ঘুণকাষ্ঠে বলি দিতে পারিব!

শাস্ত্র-স্বীকারই কি তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা?

হরিকীর্তনই যে একমাত্র যুগধর্ম, তাহা বর্তমানে বাতিল হইয়া গিয়াছে, ব্যালোয়ারী বা পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তে তাহা তাৎকালিক ধর্ম অথবা বহুবিধ মত বা পথের অন্যতম একটা মত বা পথ বলিয়া বিঘোষিত হওয়ায় কোনও প্রকারে ওষ্ঠাগত-প্রাণ মুমূর্ষু ভিক্ষুকের মত লোকসঙ্ঘের কৃপার দিকে চাহিয়া—পথের এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে। আর যে-সকল মতে ভোগ ও ত্যাগের বাহ্যপ্রকারের অন্তরালে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ, সম্ভোগবাদ অর্থাৎ কৃষ্ণকে কলা দেখাইয়া নিজেরাই প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে কৃষ্ণের স্থলাভিষিক্ত হইবার মনোভাব প্রবল, সেই সকল ধর্ম যুগধর্মের স্থান লইয়া গজাইয়া উঠিয়াছে।

সার্বকালিক যুগ-প্রয়োজন কি?

ভক্তি বা ভাগবতধর্ম তাৎকালিক ধর্ম নহে—শ্রীচৈতন্য-দেবের মহাদান সাময়িক যুগ-প্রয়োজনমাত্র নহে; তাহা জীবের একমাত্র নিত্যপ্রয়োজন। সনাতন সাধুশাস্ত্র ভগবৎপ্রেমাকেই জীবাত্মার 'নিত্যপ্রয়োজন' বলিয়াছেন, শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, নিরপেক্ষতা ও দর্শযুক্তিও কৃষ্ণ-প্রেমা ব্যতীত প্রত্যেক জীবের অন্য কোনও পরম প্রয়োজনই নির্দেশ করিতে পারে না। দেহধর্ম ও মনোধর্মে আস্থা হইয়া আমরা দেহের প্রীতি ও মনের প্রীতিকেই প্রয়োজন

মনে করিয়াছি। কিন্তু যখন আমাদের নিত্য সম্বন্ধজ্ঞান বেদধর্ম ও মনোধর্ম হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া আমাদের স্বাভাবিকী নিজস্ব আত্মবৃত্তির অনুশীলন করিয়া দিবে, তখন কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার মতই যে জীবের প্রয়োজন হইতে পারে না, ইহা আমরা প্রত্যেক জীবই অন্তরাত্মায় অনুভব করিতে পারিব। আমরা তখনই দেখিব—জাগতিক সুখ-সুবিধা, ধর্ম, অর্থ, কাম ত' দূরের কথা—স্বর্গাদি সুখ ত' অতি তুচ্ছ, মুক্তি পর্যন্ত—ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত আমাদের নিত্য প্রয়োজন হইতে পারে না। নিত্যপ্রয়োজনের পথে ঐ সকল অবান্তর প্রয়োজন—বরং ঐগুলি নিত্যপ্রয়োজনের পথ ভুলাইয়া দিবার কুহক। প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক কালের, প্রত্যেক চেতনের একমাত্র প্রয়োজন—'কৃষ্ণপ্রেম'। ঐ বৌদ্ধ, ঐ খ্রীষ্টান, ঐ নির্বিশেষবাদী, ঐ জগতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অস্তিত্বানকারী সকলেরই নিত্যপ্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম, এক তিলও অন্য প্রয়োজন নহে; কেবল বিভিন্ন কুহক তাহাদিগকে অন্যপ্রয়োজনের ছলনা করিয়াছে।

একমাত্র পরম প্রয়োজনের অন্বয় ও ব্যতিরেক, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ-সেবার উদ্দেশ্যেই সকল ধর্ম, সকল প্রচারক ও সকল অবতারের আবির্ভাব

যুগে যুগে এই নিত্যপ্রয়োজনকে সংরক্ষিত করিবার যে প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য অবতারীর ইচ্ছায় বিভিন্ন যুগাবতার-সমূহ জগতে অবতীর্ণ হন। ঐ সকল অবতার যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াও প্রয়োজনানুসারে কোথাও ব্যতিরেক, কোথাও আংশিক, কোথায় বা অন্তরভাবে, কোথাও সাক্ষাৎভাবে, কোথাও বা পরোক্ষে নিত্যপ্রয়োজনের আনুকূল্য করিয়া থাকেন। যখন কর্মকাণ্ডের দানব-বুদ্ধি হিংসার যজ্ঞোৎসবে পৃথিবীকে ধূমায়িত এবং লোকলোচনকে অন্ধীভূত করিয়া দিয়া নিত্যপ্রয়োজনকেও যজ্ঞীয় তন্তুরূপে একেবারে আচ্ছাদিত করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন অবতারী কৃষ্ণের ইচ্ছায়ই শাক্যসিংহ করুণার উপদেশ লইয়া প্রেমের বিপরীত হিংসাধর্মকে বিতাড়িত করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কারণ, হিংসা-প্রবৃত্তি—অপ্রাকৃত প্রেম হইতে থাকুক, অপ্রাকৃত প্রেমের প্রতিনিধি জাগতিক প্রীতিরও বিরোধী। সুতরাং শ্রীবুদ্ধদেবের তাৎকালিক প্রচার—নিত্যপ্রয়োজন বা প্রেমধর্মের প্রতি বিদ্বেষ-দমনরূপ প্রয়োজন-সাধনের গৌণ প্রয়োজনেই পর্যবসিত হইয়াছিল। আবার বুদ্ধের বিদ্বেষ-দমনার্থ যখন হিংসাদেবতা কর্ম-কাণ্ডকে বিন্যাস করিতে গিয়া বেদধর্মানুগ অধিকারী-বিশেষে কর্মকাণ্ডের উপদেশক বেদকেই উড়াইয়া দিবার উপক্রম করিল, তখন সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্বের একমাত্র অসমোর্দ্ধ প্রামাণিক-স্বরূপ বেদের আজ ঐরূপ অবৈধ অস্ত্র-প্রয়োগ নিবারণ করিবার জন্য—পরোক্ষভাবে নিত্যপ্রয়োজনেরই রক্ষা করিবার প্রয়োজনানুসারে শঙ্কর, রামানুজ আচার্য শঙ্কর বেদের প্রাধান্য প্রচার করিলেন।

বৈষ্ণবের বিমুখ-মোহন ও হরিতোষণ-কার্য্য

শঙ্করের দুইটী কার্য—একটি মোহন, আর একটি তোষণ; শঙ্কর—বৈষ্ণবসিরোমণি; তজ্জন-চতুর বৈষ্ণবাচার্যেরই এই দুইটী অস্ত্র আছে। 'মোহনে'র দ্বারা অনাসক্ত-ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন, আর হরি-তোষণের দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত ভজন ও প্রকৃত ভজনবিপান্থগণের নিকট আত্মপ্রকাশ। শঙ্কর যেন এই মোহন ও তোষণের মূর্ত্ত অবতার। শঙ্করের বাহিরের চেহারা পাগলের ন্যায়; এই চেহারা দেখিয়াই কতকগুলি লোকের মোহন হয়, আর কাহারও বা তোষণ হয়। মোহিত ব্যক্তিগণ শঙ্করকে পাগল মনে করে, শঙ্করকে শ্মশানবাসী, দিগম্বর, তমোগুণাচ্ছন্ন, সর্পভূষণ-পরিহিত অনাচারাদীয় ব্যক্তি প্রভৃতি মনে করে ও সেই আদর্শেই তাঁহার পূজা করে, আর শঙ্করের এই আচার-ব্যবহারে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণের তোষণ হয়। শঙ্কর কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, অবধূত—শঙ্কর সহর্ষণ-রামের শিষ্য, তাই তিনি শেষ-প্রভুকে সর্ব্বদা হৃদ্দে ও মস্তকে বহন করিতেছেন; শঙ্করের সর্পভূষণ তাঁহার সহর্ষণ-রামভক্তির চিহ্ন, তাহাতে কৃষ্ণের তোষণ হয়। কৃষ্ণভক্তগণের নিকট যেখানে শঙ্করের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত, অভক্ত বঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট সেখানেই তাহা আবৃত হয়।

বুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে শ্রী, অদৈব প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্ট বৌদ্ধগণের আনুগত্যের নিকট নিত্য প্রয়োজনের তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভাবে রাখিবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর, ভগবানের আদেশেই তাহাদিগকে মোহন করিলেন। মর্কটকুলের নিকট গজ-মুক্তার মালার অপব্যবহার করিতে না দেওয়ার তাহাতে ভগবানের তোষণ হইল। কারণ, ভক্তির মত

ভগবানের প্রিয়তম মহাত্মার আর কিছু নাই। তিনি সকল দিতে পারেন, কিন্তু তাহাকেও সহজে ভক্তি যেন না—

"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"।

মোহিত ব্যক্তিগণের অবস্থা

যাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের ভাব-ভাষায়, চেষ্টায়, আচারে-প্রচারে মোহিত হইলেন, তাঁহারা আচার্য্যের অনবদ্যপ্রতিম সেই বৌদ্ধবাদই প্রচ্ছন্নাকারে প্রচার করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধগণ স্পষ্টনাস্তিক হইয়াছিলেন, আর ইঁহারা প্রচ্ছন্ন ও চতুর নাস্তিক হইলেন। বৌদ্ধগণ বেদ না মানিয়া নাস্তিকবাদ প্রচার করিতেছিলেন, আর ইঁহারা মুখে বেদ মানিয়া, বেদের খুব লম্বা-চওড়া দোহাই দিয়া, বেদের দোহাই ছাড়া বিষ্ণু-বিসর্গও প্রচার না করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অধিকতর প্রচ্ছন্ন নাস্তিকবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন,—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ী নাস্তিকবাদে বৌদ্ধকে অধিক। (শ্রীচৈতন্যদেব)

মোহন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

যাহাতে মোহন-ব্যাপার আছে, তাহার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও আপাত প্রেয়ের সহিত সমসুরে বাজিয়া উঠে, আর যাহাতে কৃষ্ণ-তোষণ আছে, তাহা কোন ক্রমেই বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বা প্রেয়ের অধীনতা স্বীকার করে না কিংবা স্থূল প্রত্যক্ষের সুখবোধ্য বা সহজবোধ্য হয় না, তাহা একমাত্র আবরণ-মুক্ত উন্মুখ আত্মারই সহজ ও সুখবোধ্য হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়মূলধনের ব্যবসায় লাভালাভ

সুতরাং ইন্দ্রিয় যে-দেবের একমাত্র মূলধন, সেই মূলধন লইয়া যাঁহারা ধর্ম্মের গ্রাহক হন, তাঁহারা অমিতাপ্রয়োজন-ধন পান, নিত্যপ্রয়োজন-ধন লাভ করিতে পারেন না। আর যাঁহারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাগবতগণের অনুগত হইয়া নির্ম্মল আত্মবৃত্তির সেবা-সৌন্দর্য্য-মূল্য লইয়া ধর্ম্মের গ্রাহক হন, তাঁহারা নিত্য বা সার্ব্বকালিক প্রয়োজন-ধনে ধনী হইতে পারেন।

মোহিত সম্প্রদায়ের মূলধন কি?

মোহিত-সম্প্রদায়ের মূলধন—ইন্দ্রিয়; কাজেই সেই দলেই সকল লোক—শতকরা ৯৯৷৯ (নিরানব্বই দশমিক নয় পৌনঃপৌনিক)। মোহিত সম্প্রদায়ের আচার ভিন্ন ভিন্ন মোহনকারী নেতা—যাঁহাদিগকে মোহিত গণকোটি অত্যন্ত মহাজন মনে করেন।

গ্রন্থ-সমালোচনা

"শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত"—আমরা সেই গৌড়-নৈমিষের আদি কবি, শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস, শ্রীনিত্যানন্দের একনিষ্ঠ কৃতাবর ঠাকুর বৃন্দাবনের "শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত" মহাগ্রন্থ—যিনি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উক্তি অনুসারে গৌরাঙ্গ-গোমুখী-গঙ্গা-স্বরূপে বিশ্বকে পবিত্র, কৃতার্থ, অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের যে বিরাট্ সংস্করণ গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের "গৌড়ীয়-ভাষা"-সংযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছিলেন, তাহারই মধ্যখণ্ডের অবশিষ্টাংশ ও অন্ত্যখণ্ড সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্করণ যেরূপ অনবদ্য ও অদ্ভুতপূর্ব্ব হইয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীচৈতন্যভাগবতের সংস্করণও তেমনি অনবদ্য ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যে আকার ও আয়তন, শ্রীচৈতন্যভাগবতের আকার এবং আয়তনও ঠিক তদ্রূপই হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যজনের অলভ্য লেখনী-প্রসূত "গৌড়ীয়-ভাষ্য" শ্রীচৈতন্যভাগবত-দর্শনের সত্য সত্য চক্ষুদান দিয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের মর্ম্মস্পর্শিনী বাণী, সুসরল সাহিত্য, ভাগবত-সেবা-বিচার, ভক্তভক্তিসিদ্ধান্ত—গৌড়ীয়-ভাষ্যালঙ্কারে আরও জীবন্ত-মূর্ত্তিতে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

যে-দিক হইতেই দেখা যাউক্ না কেন, গৌড়ের আদি কবির শ্রীচৈতন্যভাগবত গৌড়ীয়-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। এই মহাগ্রন্থ কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, কি বৈষ্ণব, কি অন্য অভিমানে অভিমানী—সকলেরই নিকট কল্যাণ-কল্পতরু-

সদৃশ। এই গ্রন্থ "গৌড়ীয়-ভাষ্য"-সহ সকলের মুখে মুখে শ্রুত, কীর্ত্তিত, সুপাঠিত ও বিচারিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্যালিঙ্গিত শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতেও কাহারও পূর্ণ অধিকার লাভ হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত যাহা উদ্দেশ করেন, শ্রীচৈতন্যভাগবত সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে তাহাই রূপ-গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আবার সেই রূপ 'গৌড়ীয়-ভাষ্য'-সৌষ্ঠবে অধিকতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐ মহাগ্রন্থের মূল, ও ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে; অচিরেই সূচী প্রভৃতি প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থের প্রাপ্তি স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা; অথবা—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা—নব বর্ষের শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা এবং তৎপরিশিষ্টরূপ শ্রীপরিক্রমা পীঠ-পঞ্জীও কিছুকাল হইল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পরমার্থিগণের পক্ষে পরমার্থ-পঞ্জীর ঐকান্তিক আবশ্যকতা আর অধিক করিয়া দেখা নিষ্প্রয়োজন। শুদ্ধবৈষ্ণব-বিধান, বৈষ্ণব-উৎসবাদি ও হরিবাসর প্রভৃতির শুদ্ধসিদ্ধান্ত জানিতে হইলে, এমন কি, প্রাত্যহিক পরমার্থপর জীবন যাপনে এই পঞ্জীর একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। সচিত্র শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জী ও তৎসহ পল্লীসাহিত্যপরিষদের বিভিন্ন সংবাদ-সহ পরিশিষ্ট-স্বরূপ পরিক্রমা পীঠ-পঞ্জী অনুসরণীয় হইয়াছে। প্রাপ্তি স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া; অথবা—শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

"নববর্ষ-আরতি"

(১)

আয় আয় ভাই আয় ছুটে সবে
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি ল'য়ে রে।
গৌরবাণীবহ গৌরপ্রেমবহ
(শ্রী) গৌড়ীয়-চরণে যাচি রে॥

(২)

নববর্ষ-কাল প্রপঞ্চে উদিয়া
ভূলোকে গোলোক রচনা করিয়া।
ব্যতিরেকভাবে পাষণ্ড দলিয়া
(ভক্ত) নববর্ষে পদার্পণ রে॥

(৩)

আজি শ্রীগৌড়ীয়-আবির্ভাব-দিন
(মোরা) কি দিয়ে পূজিব উপায়ন-হীন।
(যেমন) গঙ্গাবারি-ধারে গঙ্গার অর্চ্চন
(চল) গৌরসঙ্কীর্ত্তনে নাচি রে॥

(৪)

প্রভুপদ হ'তে শুনেছি শ্রবণে
শুভেক্ষণ দিন ভক্ত-প্রকটনে।
(তাই) গৌড়ীয় বাণীর সেবারতি দিনে
(সেবক) সম্মিলনী হয় কুবুদ্ধি রে॥

(৫)

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য ঐক্যজ্ঞান্
জানা'ল জগতে যেই মহীয়ান্।
ভক্তোত্তম-রূপক যিনি সুদর্শন
(এস) কৃপাসিক্ত তাঁ'র যাচি রে॥

গৌর-প্রচারিত কীর্ত্তন-বিগ্রহ
(যিনে) বিলাইছে নাম "গৌরবাণী" সহ।
অচৈতন্য-পুরে শ্রীচৈতন্য-গৃহ
স্থাপিতেছে কত শত রে॥

(৭)

দুরাশা-আবেশ-বিভোর জীবনে
ক্ষণকণি' ভাগ পায় জীবগণে।
তাই নিত্যানন্দ কৃপা-বিতরণে
অবাচিত ধারে ফিরে রে॥

(৮)

যাবত গোহাকে স্নেহ নাহি করে
ভাবত স্বার্থাধি বুঝিতে না পারে।
(এবে) চিনাইয়া সেই পরমবন্ধুরে
(বলে) 'নৃযাত্রজাধিকার' রে॥

(৯)

গৌড়ীয়ের কৃষ্ণ, কৃষ্ণের গৌড়ীয়
কৃষ্ণ দিতে পারে ইথে কি সন্দেহ।
(ভাইরে) কাঙ্গাল হইয়া সেব অহরহঃ
(যদি) নিত্যানন্দ-ধামে যাবি রে॥

(১০)

গৌড়ীয়ের ভাব, গৌড়ীয়ের ভাষা
গৌড়ীয়ের প্রাণ, গৌড়ীয়ের আশা।
গৌড়ীয়ের পতি, পিতা, পুত্র, সখা
গৌড়ীয়-সর্ব্বস্ব কার্ক্ষ রে॥

(১১)

কর্ম্ম-কোলাহল-মুখর-মরত
ভোগ, ত্যাগ,—দুই নাথে অবিরত।
চির-অনর্পিত গৌর-প্রেমামৃত
(ভা'রের) বিতরিতে ওই ডাকে রে॥

(১২)

ধন্য বঙ্গভাষা, ধন্য ভাগ্য তব
ধন্য বঙ্গভূমি, নমি পদে তব।
যাহার অর্পিলে গৌরের গৌরব
(আজি) ভাসাওড়ি সেব সুখে রে॥

(১৩)

কি বর্ণিব মোরা গৌড়ীয়-মহিমা
অল্প-জ্ঞান যাঁ'র দিতে নারে সীমা।
ভাগবোগ দিয়া করুন মোরে ক্ষমা
(রহুক) চির আশা তাঁ'র পদে রে॥

(১৪)

গৌড়ীয়-গ্রাহক, গৌড়ীয়-পাঠক
গৌড়ীয়-লেখক, গৌড়ীয়-সেবক।
গৌড়ীয়-সেবক, বাণী-প্রচারক
(তাঁ'দের) ধারের কুকুর হই রে॥

(১৫)

প্রভুপাদচরণ সম্পাদক-বরে
গগনমীবাসে নমি মুক্ত করে।
(যেই) গোলোকের বাণী ভূলোকে বিতরে
(সদা) গুরুবলে বলীয়ান্ রে॥

(১৬)

গৌড়ীয়ের দানের গৌড়ীয়ই তুলনা
পার্থিব জগতে কি আছে উপমা।
(ভাইরে) যাচি চল সবে নিষ্কপটে প্রেমা
(ভক্তি) সিদ্ধান্ত বাণীর পদে রে॥

(১৭)

(যদিও) নাহি মোদের বল, আছে ভূনিশ্চল
অনাথগোকুল আমরা সকল।
(আছে) গৌড়ীয়-আরতির বলদেব-বল
যেদিনীপুর-সেবক-সম্মিলনীর রে॥

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং আগামী ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট রবিবার, ১৮ই ভাদ্র ৩রা সেপ্টেম্বর শনিবার এবং ২৬শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর) রবিবার দিবস অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে (১) "পরতত্ত্ব জগদ্গুরু" (২) "পুরুষার্থ-বিনির্ণয়" এবং (৩) "বেদান্ত-পরিচয়" সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবোপলক্ষে আগামী ২৯শে শ্রাবণ, ১৪ই আগষ্ট, রবিবার দিবস অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির হইতে একটি বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন বহির্গত হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, মাণিকতলা স্পার, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, বৌবাজার ষ্ট্রীট্, কলেজ ষ্ট্রীট্ (গোলদিঘী), কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ ও বাগবাজার হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী ১১ই ভাদ্র (২৭শে আগষ্ট) শনিবার ও ১২শে ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর) রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে এইরূপ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে।

গৌরাব্দ ৪৪৬

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৪ঠা ভাদ্র শনিবার, ১৩০৯ ; ২০শে আগষ্ট, ১৯০২ | ৩য় সংখ্যা।

"খড়জাঠিয়া বেটা"

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-ভবনে "মহাপ্রকাশ"-লীলা প্রকট করিয়া সমস্ত আশ্রিত ভক্তকে কৃপাবিতরণার্থ সপ্তপ্রহর ব্যাপিয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলেন। যে যে ভক্ত অকপট হরিসেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকেও ডাকাইয়া আনাইলেন। খোলা-বেচা শ্রীধরকে ডাকাইয়া আনাইয়া সকলের নিকট শ্রীধরের মহত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীধরকে মহাপ্রভু বর দিতে চাহিলে শ্রীধর বলিলেন,—মহাপ্রভু যেন শ্রীধরের জন্মে জন্মে নিত্যপ্রভু হন, ইহাই শ্রীধরের একমাত্র অভিলাষ। মহাপ্রভু খোলাবেচা শ্রীধরকে রাজেশ্বর হইবার বর দিতে চাহিলে শ্রীধর বলিলেন যে, তিনি নিরন্তর মহাপ্রভুর নাম-কীর্ত্তনাভিলাষ ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না।

মহাপ্রভু শ্রীভুজ তুলিয়া বলিলেন,—"তোমরা আমাকে দর্শন কর—যাহার যাহা অভিরুচি, সেই বর প্রার্থনা কর। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন,—

——"প্রভু, মোর এই বর
মূর্খ, নীচ, পতিতেরে অনুগ্রহ কর।"

এইরূপ ভাবে বিভিন্ন ভক্ত মহাপ্রভুর নিকট বিভিন্ন বর প্রার্থনা করিলেন। কেহ বলিলেন,—"আমার যে আমাকে আপনার কীর্ত্তনে আসিতে দেন না, তাঁহার চিত্ত যাহাতে সংশোধিত হয়, এইরূপ বর প্রদান করুন।" কেহ বা বলিলেন,—"আমার পুত্র, আমার শিষ্য, আমার ভার্য্যা—ইহারা যাহাতে হরিপাদপদ্মে রতিবিশিষ্ট হয়, এইরূপ বর প্রদান করুন।" কেহ বা বলিলেন,—"যাহাতে ভক্তভক্তি হয়, এইরূপ বর প্রদান করুন অতিমাত্র-শক্তিক্রমে স্বয়ংই ভক্তিকল্পবৃক্ষ ও তৎফলাকার মহাপ্রভু ভক্তগণের অভিলাষানুসারে সকলকেই তাঁহাদের প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-দর্শনে ও মহাপ্রভুর কৃপা-প্রসাদ-গ্রহণে সকল ভক্তেরই অধিকার হইল; কিন্তু

একমাত্র মুকুন্দ 'অন্তঃপটে'র বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার বা মহাপ্রভুর কৃপা-লাভে যোগ্যতা হইল না।

পাঠকগণ! এই মুকুন্দ কে? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন,—ইনি মহাপ্রভুর সেই প্রিয় কীর্ত্তনীয়া শ্রীমুকুন্দদত্ত ঠাকুর। ইনি অহর্নিশ মহাপ্রভুর নিকট কীর্ত্তন করেন, আর মহাপ্রভু সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। এই মুকুন্দ সকলের প্রিয় এবং পরম মহান্ত। লোকশিক্ষাকল্পে লোকশিক্ষক ঔদার্য্যলীলাময় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-ভক্তের দ্বারাই একটী মহতী শিক্ষা প্রচার করাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ ভক্তকেও নিজ-মহাপ্রকাশ-লীলার দ্বারের বাহিরে রাখিলেন। মুকুন্দ অন্তঃপটের বাহিরে থাকিলেন, মুকুন্দের কি সাধ্য যে, মহাপ্রভুর সম্মুখ হন!

শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে বলিলেন,—"আমায় রূপ দর্শন কর।" মুরারি শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ-ভক্ত—শ্রীরাম-লীলায় শ্রীহনুমানই শ্রীচৈতন্য-লীলায় শ্রীমুরারিগুপ্তরূপে অবতীর্ণ। শ্রীমুরারি সপার্ষদ মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ সপার্ষদ দুর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্ররূপে দর্শন করিলেন। মুরারিকে মহাপ্রভু অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা করিতে বলিলে মুরারি বলিলেন,—"প্রভো, আমি আর কিছুই চাই না, আমি এইমাত্র চাই, আমার যেখানে-সেখানে জন্ম হউক না কেন, যথায় তথায়ই যেন আপনার দাসগণের সঙ্গে আমার বাস হয়।" মহাপ্রভু মুরারির এই প্রার্থনা স্বীকার করিলেন।

মহাপ্রভু যবনকুলে অবতীর্ণ ঠাকুর হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি-মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দৃঢ়॥"

মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে ঠাকুর নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—

"তোমার চরণ ভজে যে-সকল দাস।
তাঁ'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
সেই সে ভজন মোর হউক জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর-ক্রিয়া-কুলধর্ম্ম॥"

ভক্তগণ আর মুকুন্দের প্রতি প্রভুর এইরূপ ক্রোধের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু মুকুন্দকে ডাকিতেছেন না দেখিয়া মুকুন্দও প্রভুর সম্মুখে আসিতে পারিতেছেন না। প্রভু আজ কত লোককে কৃপা করিলেন—বর দিলেন, আর যিনি অহর্নিশ প্রভুকে কীর্ত্তন শ্রবণ করান—যিনি পরম মহান্ত বলিয়া ভক্তজগতে খ্যাত, তাঁহার প্রতি আজ প্রভুর এইরূপ ভাব কেন? ইহা দেখিয়া সকল ভক্তেরই হৃদয় ব্যথিত হইল।

অবশেষে শ্রীবাস মহাপ্রভুকে বলিতে বাধ্য হইলেন,—"প্রভো, মুকুন্দ এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাকে তুমি আজ তোমার সম্মুখে আসিতে দিতেছ না? আমরা জানি, মুকুন্দ তোমার প্রিয়, আমাদের সকলের প্রাণ। মুকুন্দের গান শ্রবণ করিয়া কাহার চিত্ত না বিগলিত হয়? মুকুন্দ ভক্তিপরায়ণ ও পণ্ডিতকে সাবধান। যদি মুকুন্দের কোন অপরাধ থাকে, তবে তাহাকে শাস্তি প্রদান কর। নিজের ভৃত্যকে কেন দূরে পরিত্যাগ করিতেছ? তুমি মুকুন্দকে না ডাকিলে মুকুন্দ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহস করিতেছে না। তুমি মুকুন্দকে তোমার সম্মুখে ডাক, মুকুন্দ তোমার ভক্ত, তোমার রূপ দর্শন করুক।"

শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—

——"যেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি' মোরে কভু না সাধিবা॥
'বড় নম্র, ছাঁটি নম্র', পূর্ব্বে যে শুনিলা।
সেই বেটা সেই হয়, কেহ না চিনিলা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও বড়জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥"

পাঠক! শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজ-ভক্ত মুকুন্দকে উপলক্ষ করিয়া জগৎকে কি শিক্ষা দিলেন, অনুধাবন করুন। আধুনিক জগৎ যদি আত্মকল্যাণকামী হইয়া শ্রীচৈতন্যের এই পরম শিক্ষাময়ী বাণীটী শ্রবণ করেন, সুস্থচিত্তে যদি বিচার করেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে, তথাকথিত সমন্বয়বাদের নামে কিরূপ বড়জাঠিয়াগিরি জগতে প্রচারিত হইয়াছে ও তাহার বিষাক্ত বাষ্প চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া মুখসমন্বয় আত্মধর্ম্মকে আবৃত করিয়া দিতেছে।

শ্রীবাস মহাপ্রভুর অত্যন্ত বিজ্ঞ ভক্ত, সেই শ্রীবাস শ্রীমুকুন্দের সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশংসিত করিলেও নিরপেক্ষ-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু জগতে প্রকৃত সত্যের মর্য্যাদা স্থাপনার্থ শ্রীবাসকে জানাইলেন যে, মুকুন্দের প্রতি প্রসন্ন

হইবার জন্য শ্রীবাস যেন আর মহাপ্রভুকে অনুরোধ না করেন, শ্রীবাসের অনুরোধ ব্যর্থ হইবে। কারণ, মুকুন্দের আদর্শ কোন সময়ে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া দীন ভৈক্ষ প্রকাশ করা,—আবার কোন সময় মহাপ্রভুকে লাঠি মারা। উহা যেমন 'একহাত পাছ, আর একহাত গলায়' বিবাদ আদর্শের ন্যায়। ইহাই সুবিধাবাদী বা সমন্বয়বাদীর আদর্শ। সমন্বয়-বাদী যখন যাহাতে সুবিধা পায়, তখন সেই পথই অবলম্বন করে। যখন সুবিধা পায়, তখন মহাপ্রভুর আনুগত্যের অভিনয় করে, আবার অন্য সময় মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ মায়াবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, অচিৎপরিণামবাদ বা ভক্তি-অভক্তি সকলই সমানবাদে অনুমোদন করিয়া মহাপ্রভুর মতে সেগুলিকে করিবার চেষ্টা করে। মুকুন্দ আজ এইরূপ সমন্বয়বাদীর আদর্শই প্রকাশ করিতেছেন; কখনও দন্তে খড় অর্থাৎ তৃণ গ্রহণ, কখনও বা লাঠি অর্থাৎ যষ্টি লইয়া মারিতে উদ্যত হওয়ার ন্যায় সমন্বয়বাদীর আচার ও বিচার প্রদর্শন করিতেছেন। এইজন্য মহাপ্রভু এইরূপ সমন্বয়-বাদিগণের নাম রাখিলেন,—"খড়ুয়াঠিয়া-বেটা।"

পাঞ্জাবে 'জাঠ' নামক একপ্রকার দণ্ডধারী সম্প্রদায় ছিল। পরবর্ত্তিকালে তাহাদের মধ্যে অনেকে নানকের প্রবর্ত্তিত শিখ-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে।

শ্রীবাস পণ্ডিত মুকুন্দের প্রতি প্রসাদ বিতরণের জন্য পুনরায় মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

——"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই বিদায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সান্ত্বায়।
নাহি মানে ভক্তি, লাঠি মারয়ে সদায়॥
"ভক্তি হইতে বড় আছে",—যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর লাঠি মোরে মারে সেই জনে॥
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল ব্রহ্মদণ্ড-বাধ॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম অঃ)

পাঠক! শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা বিচার করুন—উদ্যমপূর্ণে পাঠ করুন—শ্রবণ করুন, দেখিবেন তাহাতে কত চমৎকারিতা—কত ঔদার্য্যসীমা রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে আমাদের চিত্ত এমন এক পারিপার্শ্বিকতার সমূহাবদ্ধায় দৈর্ঘ্য-বৈর্ঘ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে যে, আমরা কোন বিষয়ের চরম ও নিত্যমঙ্গলময় বিচার করিতে পারি না। ধারারা ধর্ম্মের বক্তা, ধর্ম্মনেতা, যুগপ্রবর্ত্তক প্রভৃতি স্বয়ংসিদ্ধ ও গণগজ্জলিকার ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে সিদ্ধ নাম লইয়া কোন বিচারের দোহাই যেন, সেখানেও কেবল আপাত উত্তেজনা ও লোকের আপাত বহির্ম্মুখ মনোবৃত্তির প্রতি আবেদন ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের পরম মঙ্গলময়ী—চরম নিঃশ্রেয়োবিধায়িনী কথার সহিত বর্ত্তমান যুগের গণদেবতার যুক্তিগুলি কত তফাৎ! আজকালের কথায় কোন বিচার নাই, আছে কেবল বক্তা ও শ্রোতার ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও উভয়ের আপাত উত্তেজনার একটা সুবিধা গ্রহণ। আজকাল অত্যন্ত ঘৃণ্য সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই একটা বাক্য-চাতুর্য্য ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার প্রলেপে 'মহাউদারতা' বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। আর একটা দেখিবার বিষয় এই যে, সেই কথাগুলিতে যেন বাস্তবসত্যের কথার সহিত পাল্লা দিয়া বহির্ম্মুখতা-পরায়ণতাকেই গৌরব-বৃদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তগণ ভগবান্‌কে বলিয়া থাকেন,—"প্রভো, আমাদের যদি কোটি জন্ম-জন্মান্তর হয়, হউক, অথবা কুম্ভীপাক নরকেও পচ্যমান হইতে হয়, হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু সর্ব্বত্র তোমার গুণকীর্ত্তনে যেন আমাদের অচলা রতি থাকে। অথবা শ্রীল বাসুদেবদত্ত ঠাকুর যখন জীবের হরিবিমুখতা দেখিয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

এই সকল কথার লোকের নিকট হইতে বেশ প্রতিষ্ঠা-ভেট পাওয়া যায় বলিয়া ঠাকুর হরিদাসের প্রতিষ্ঠায় যাবদর্থবুদ্ধি-সম্পন্ন চর্ব্ব-বিপ্রের ন্যায় এক শ্রেণীর আধুনিক তথাকথিত ধর্ম্ম-বক্তা লোকের বহির্ম্মুখতার প্রত্যক্ষ মনো-ভাবের অধিকতর ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করিয়া বলিতে উদ্যত হইলেন,—"আমাদের দেশের নীচ, দরিদ্রজাতির জন্য যদি জন্ম-জন্মান্তরও আমাদিগকে এই পৃথিবীতে আসিতে হয়—তাহাদের ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, পরিধানের বস্ত্রের জন্য যদি আমাদিগকে লাখ লাখ জন্মও মুক্তি হইতে দূরে

থাকিতে হয়, আমরা তাহাই চাই ; আমরা চাই না সেরূপ মুক্তি, যাহাতে আমাদের গরীব প্রাতাদের, গরীব জননীদের ক্ষুধা-মুক্তি, পিপাসা-মুক্তি, লজ্জা-মুক্তি নাই।"

সভাস্থলে দাঁড়াইয়া কেহ যদি এই কথাগুলি বাক্‌চাতুর্য্যের সহিত উচ্চারণ করেন, অমনি শত শত, সহস্র সহস্র করতালি-নিনাদে চতুর্দ্দিক হইতে বক্তার মস্তকের উপর বর্ষিত হইতে থাকে। শ্রোতৃবর্গ তখন বক্তার আপাত উত্তেজনাময়ী কথাগুলির দ্বারা এত উত্তেজিত হইয়া পড়ে যে, ঐ সকল কথা ছাড়া আর কিছু অধিক বিচারের কথা জগতে আছে, তাহার অস্তিত্বই তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় না। এইরূপ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-তর্পণে মহাত্মভূতির উত্তেজনা যখন গণমনস্তুষ্টিকে পাইয়া বসে, তখন গণমত নিত্যানিত্য বিচারের মূল আবৃত করিয়া নানাপ্রকার সঙ্কীর্ণতাকেও মহাউদারতা বলিয়া অভিনন্দন প্রদান করে। এক দেশ আর এক দেশের প্রতি, এক জাতি আর এক জাতির প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ পোষণ করিয়াও 'মহা-উদার,' 'দেশপ্রেমিক', 'বিশ্বপ্রেমিক' প্রভৃতি নামে খ্যাত হয়! তখন আত্মধর্ম্ম অপেক্ষা দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মেই অধিক উদারতা আছে এবং আত্মধর্ম্মের সহিত দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের চিজ্জড়সমন্বয়-চেষ্টায় অধিক জনপ্রিয়তা আছে, ইহাই বিচারিত হয়!

শ্রীচৈতন্যদেবের কথা অপেক্ষাও আধুনিক কালের যে-কোনও চরিত্রের সাহিত্যিক বক্তার সমভূতে অধিক সমদৃষ্টি, অধিক তত্ত্বজ্ঞান, সিদ্ধান্তজ্ঞান, উদারতা প্রভৃতি আছে বলিয়া অনেক সময়ই আমরা অন্তরে অন্তরে ভাব পোষণ করিয়া থাকি।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীযুক্তকে উপলক্ষ করিয়া ঐরূপ সমন্বয়-চেষ্টাকে গর্হণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

———"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথাই মিশয়॥"

আধুনিক-কালের সাহিত্যিক ও ইন্দ্রিয়তর্পণরত সম্প্রদায় ইহাকে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন এবং তৎপরিবর্ত্তে বলিবেন,—

"হাঁ জি হাঁ জি কহুতে রহো।"

"তুমি সকল সম্প্রদায়েই মিশিও, সকলের কথারই 'সায়' দিও, সকলকেই "হাঁ হাঁ" করিও ; কিন্তু অন্তরে নিজের যাহা অভিরুচি, তাহাতে নিষ্ঠা রাখিও।" তথাকথিত সমন্বয়-বাদীর এই কপটতাই আজকাল বড় উদারতা!

আজকাল রুচি-অনুরূপ ধর্ম্ম, রুচি-অনুরূপ ইষ্ট, রুচি-অনুরূপ গুরু-গ্রহণ-প্রথায় খুব উদারতা লক্ষিত হয়। রোগীকে তাহার রুচি-অনুরূপ ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার দিবার ন্যায় এই প্রণালী। আর রোগীরও ইহা ডাক্তার ডাকিয়া ডাক্তারকে রোগীর আদেশ ও উপদেশানুসারে ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিবার প্রয়োজনের ন্যায়। রোগীর রুচি কুপথ্যে—রোগবৃদ্ধিকর বস্তুতে। বহুজীবের রুচি দেহধর্ম্মে ও মনোধর্ম্মে, বহুজীবের ইষ্ট তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণ, বহুজীবের গুরু (?) তাহার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির রসদ যোগাইবার দালাল জীব-বিশেষ ; এখন তাহা যে কোনও প্রভৃতেই আসুক না কেন।

একশ্রেণীর চতুর সমন্বয়বাদী বলেন,—সকল ধর্ম্মকেই মুখে ঠিক বল, কিন্তু হনুমানের ন্যায় 'তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ'—এই ভাবটী রাখ।" সমন্বয়বাদীর বহির্ম্মুখতা এই অনুকরণ-বিদ্যায় যে একটা মস্ত ভুল করিয়াছে, তাহা সে ধরিতে পারে নাই। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীযুক্তকে উপলক্ষ করিয়া জগতে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে ভাবীকালের সমন্বয়বাদীর সেই অবৈধ যুক্তিও নিরাকৃত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণে আমরা দেখিতে পাই যে, মহাপ্রভু তাঁহার মহাপ্রকাশের দিনে শ্রীমুরারি-গুপ্তের নিকট শ্রীরাম-মূর্ত্তিতে পরিদৃষ্ট হইলেন—শ্রীমুরারি-গুপ্তকে শ্রীরামনিষ্ঠাই প্রদান করিলেন। যখন শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপ তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীঅনুপমকে কৃষ্ণভজনার্থ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীঅনুপম বলিয়াছিলেন,—

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাও বড় ব্যথা॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে অধিকতর মাধুর্য্য থাকিলেও শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুপমের রামনিষ্ঠার অন্তরায় হন নাই বরং শ্রীমন্মহাপ্রভু অনুপমের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)

আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় বোম্বাই অঞ্চল প্রভৃতি এবং দক্ষিণদেশের অনেক রামোপাসক অখিলরসামৃতমূর্ত্তি মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া জানাইলেন যে, বিষ্ণু-উপাসনা ও বিষ্ণুমায়া-উপাসনা, মায়াবাদ ও হরি-সেবার কখনও সমন্বয় হইতে পারে না। যে ব্যক্তি মায়া-বাদীর সভায় উপস্থিত হইয়া মায়াবাদে 'সায়' দেয়, আবার তর্কেই সভায় গিয়াও "হাঁ জি হাঁ জি" করে, সেই ব্যক্তিই মহাপ্রভুর ভাষায় —

"খড়জাঠিয়া বেটা"।

সে ব্যক্তির ভক্তিদেবীর পায়ে এক হাত এবং গলায় আর এক হাত! সে ব্যক্তি কপট অবাস্তিক। সে কেবল সুবিধাবাদী, সমন্বয়বাদটা কেবল তাহার সুবিধাবাদের লোকবঞ্চনাময় ধর্ম্মের মুখোসপরা একটা প্রতীক-মাত্র।

মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে যথেষ্ট আদর করিয়াছেন, কৃপা করিয়াছেন, নিজ-জন জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু রঘুনাথভট্টের সহিত গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে আগত কাব্যপ্রকাশের অধ্যাপক রামোপাসক রামদাসকে আদর করেন নাই—তাঁহার রামোপাসনাকে রামনিষ্ঠা বলেন নাই; কেন না, সেই রামোপাসনার তলদেশের অন্তরে মায়াবাদ ছিল—স্থানের নিত্য রূপ, গুণ, লীলা-বিলাসের চেষ্টা ছিল—তাহা রামভক্তির "পায়ে এক হাত, আর গলায় এক হাত"—সেই 'খড়জাঠিয়া বেটা'র অপর সংস্করণের আদর্শ।

এরূপ "খড়জাঠিয়া বেটার" আদর্শ-সমূহ কোন কোন সময় যতই 'তৃণাদপি সুনীচ' ভাব, ভক্তির নানা-প্রকার আনুকরণিক হাবভাব প্রদর্শন করুক না কেন, ইহাদের মধ্যে আত্মধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিকতা নাই। যাঁহারা আত্মধর্ম্মকে অনাত্মধর্ম্মের সহিত সমান বলেন, তাঁহারা কখনই আত্মধর্ম্মকে অন্তরে আদর করেন না, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনাত্মধর্ম্মের দিকেই তাঁহাদের পাল্লার ঝোঁক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—তাঁহারা অনাত্মধর্ম্মেরই লোক। যাঁহারা পাতিব্রত্য ধর্ম্মকে ব্যভিচার-ধর্ম্মের সহিত সমান বলিয়া সমন্বয়বাদিরূপে পরিগণিত হন এবং ব্যভিচারীর সংখ্যাধিক্যই জগতে বর্ত্তমান থাকায় সেই সংখ্যাধিক্যের দ্বারা অভিনন্দিত হন, তাঁহাদের "সব সমান" কথাটী যেমন অযৌক্তিক, তেমনি নৈতিক নয়। তাঁহাদের অন্তরে ব্যভিচারের প্রতিই অধিকতর প্রীতি, নিষ্ঠা, আসক্তি ও পক্ষপাতিত্ব আছে বলিয়া তাঁহারা ব্যভিচারকে অত্যধিক আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাতিব্রত্য ধর্ম্মের সহিত অন্ততঃ সমান বলিবার কৌশলটী আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, চোর যদি সাধুকে 'অন্ততঃ চোরের সহিত সমান না বলে, তবে সাধু চোরকে খুব বেশী আক্রমণ করিবে। 'চোর' ও 'সাধু'—সমান, 'ভক্তি' ও 'অভক্তি' —সমান, 'হরিসেবা' ও 'মায়াবাদ'—সমান, 'বিষ্ণু-পূজা' ও 'বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া'র পূজা—সমান বলিলে অন্ততঃ চোরই শ্রেষ্ঠ, অভক্তিই শ্রেষ্ঠ, মায়াবাদই শ্রেষ্ঠ, আর সাধু, ভক্তি, হরিসেবা তদপেক্ষা নগণ্য প্রচারিত হয় এবং তদ্দ্বারা প্রচ্ছন্ন কপটতাপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই সমর্থিত হয়। 'চোর' ও 'সাধু' সমান বলিলে সাধুর কিছু প্রশংসা হয় না, তদ্দ্বারা চোরের প্রশংসা হয় এবং সাধুর নিন্দা হইয়া পড়ে। সুতরাং কার্য্যতঃ একের বন্দনা ও অপরের নিন্দা অনিবার্য্য হইয়া সঙ্কীর্ণ ও কপট সাম্প্রদায়িকতাই প্রমাণিত হয়। তথা-কথিত সমন্বয়বাদিগণ—যাঁহারা সকল ধর্ম্মই সমান, এরূপ মত প্রচার করেন, সকল উপাসনাই সমান বলেন, তাঁহারা ঐরূপ অত্যন্ত কপট ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে—ভাগবতধর্ম্মে কপটতার কোনও স্থান নাই। মহাপ্রভু—দস্যু, চোর, দস্যুকে উদ্ধার করেন, জগাই মাধাইর মঙ্গল করেন, ঘরী সন্ন্যাসীকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহার গৃহে পর্য্যন্ত গমন করেন; কিন্তু কপট মায়াবাদিগণ 'সন্ন্যাসী,' 'বেদপাঠী' 'আচার-পরায়ণ' 'ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ' বলিয়া খ্যাত হইলেও তাঁহারা মহাপ্রভুর দর্শন পান না। সমন্বয়বাদী অভক্তিবাদ ও ভক্তিসিদ্ধান্তকে একাকার করিতে চাহেন বলিয়া মহাপ্রভু নিজ-ভক্ত মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া ঐ সকল সমন্বয়বাদীকে 'খড়জাঠিয়া বেটা'র আদর্শ বলিয়া গর্হণ করিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রসাদ ও বর হইতে তাঁহারা যে চিরদিন বঞ্চিত, তাহা জানাইলেন। তাঁহারা কোনদিন মহাপ্রভুর ঘরে প্রবেশ করিতে পারেন না—সমন্বয়বাদিগণের সাহস নাই যে, তাঁহারা মহাপ্রভুর সম্মুখে আসেন, কারণ, তাঁহারা কপট ও অপরাধী; তাঁহারা সর্ব্বদা অন্তঃপটের বাহিরেই থাকেন।

মহাপ্রভু মুকুন্দের আদর্শ-দ্বারা আরও শিক্ষা দিলেন।

সমন্বয়বাদী যখন অদ্বয়তত্ত্ব বা অদ্বৈতসিদ্ধান্তের দলের কৃষ্ণ সম্বন্ধে ভ্রম করিয়া তাঁহাদিগকে চিরতরে দুঃসঙ্গ বলিয়া বর্জ্জন করেন এবং তাঁহাদের তথাকথিত সমন্বয়বাদের প্রতিমাকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন করেন, তখন তাঁহাদের মঙ্গল হয়।

মুকুন্দ বাহিরে থাকিয়া মহাপ্রভুর সকল কথা শুনিতে পাইলেন। মহাপ্রভু মুকুন্দকে দর্শন-প্রদান করিবেন না শুনিয়া মুকুন্দ ধরণীধরনাই বাধিত হইলেন। মুকুন্দ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আমি আমার পূর্ব্বগুরু শিক্ষা ও সঙ্গ-দোষেই এইরূপ সমন্বয়বাদ স্বীকার করিয়া আত্মধর্ম্ম-ভক্তির অসমোর্দ্ধ মহত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই। ভক্তিধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম, তাহা অসম ও অনূর্দ্ধ; তাহার সমান আর কোন ধর্ম্ম নাই, তাহা হইতে উর্দ্ধ কোন ধর্ম্ম বা বৃত্তি নাই, যেমন শ্রীচৈতন্যভগবান্—অসমোর্দ্ধ, তেমনি শ্রীচৈতন্যের শক্তিস্বরূপিনী ভক্তিও অসমোর্দ্ধা। যখন আমি মহাপ্রভুর দর্শন পাইব না, তখন আমি এ শরীরও আর রাখিব না। অপরাধী শরীরকে আমি আজই পরিত্যাগ করিব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া মুকুন্দ শ্রীবাসকে বলিলেন,—"শ্রীবাস, তুমি মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা কর, আমি কি কখনই প্রভুর দর্শন পাইব না?" ইহা বলিতে বলিতে মুকুন্দ অকোরনয়নে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও মুকুন্দের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিলেন।

মুকুন্দের কোনওকালে মহাপ্রভুর দর্শনে যোগ্যতা হইবে কি না, প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাসপণ্ডিতকে মহাপ্রভু বলিলেন,—"কোটি জন্মের পরে মুকুন্দের নিশ্চয় দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইবে।"

মহাপ্রভুর মুখে 'কোটি' জন্মের পরেও ভক্তি লাভ হইবে এবং প্রভুর দর্শন-লাভ ঘটিবে শুনিয়া মুকুন্দ পরমানন্দসুখে নিমগ্ন হইলেন। মুকুন্দের আনন্দিত হইবার কারণ এই যে, মুকুন্দ সমন্বয়বাদী মায়াবাদীর পর্য্যায়ে গণিত হইলেন না। সমন্বয়বাদি-মায়াবাদিগণ নির্ব্বিশেষবাদ আঁচলে বাঁধিয়া যে সমন্বয়ের অন্বেষণ খেলা খেলেন, তাহাতে চির-আত্মহত্যা হয় বলিয়া কোনদিনই তাঁহারা ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। ভগবানের নিত্যস্বরূপ দর্শন করিতে পারা যায় না,—এই অবস্থার অধীন হইতে হইল না জানিয়াই মুকুন্দের পরম আনন্দ হইল। নির্ব্বিশেষগতিলব্ধা সমন্বয়বাদীর নিত্যবৃত্তি ভক্তি চিরতরে বিলুপ্ত হয়। সমন্বয়বাদীর ভাগ মহাপ্রসাদ ও ডালভাতে সমানবুদ্ধিজনিত এবং ঐরূপ উপদেশের প্রদানকারী অদ্বয়তত্ত্বের সঙ্গ-প্রভাবে যে,—

"ব্রহ্মবস্তির্ব্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রপশ্যন্তি ভক্তত্বে তদ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রাস্তত্রাবর্ত্তন্তে পুনঃ॥"

এবং "যো বক্তি ভগবল্লিঙ্গব্যঞ্জনৈর্নৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

প্রভৃতি শ্লোকের বিচারও মুকুন্দের চিত্তাকাশের মধ্যে আগত হওয়ায় মুকুন্দের যে নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে "কোটিজন্মের পর ভক্তিলাভ হইবে"—এই আশ্বাসবাণীতে উদ্ধার-লাভ করিয়া মুকুন্দ পরমানন্দ-সুখে মগ্ন হইলেন। মুকুন্দ শ্রীচৈতন্যের অপার করুণা স্মরণ করিয়া প্রেমবিহ্বলিত চিত্তে উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

ভগবান্—প্রেমবাধ্য। ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে এরূপ বাধ্য করিতে সমর্থ যে, তিনি ভগবানের অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বদাই যোগ্য। মহাপ্রভু বলিলেন,—"মুকুন্দ, আমার অসামান্য শক্তিও তোমার প্রীতি-সেবার পরাজয় লাভ করিল। তুমি ভগবানের নিত্যলাভ বিস্মৃত হইয়া তাৎকালিক দুঃসঙ্গবশে তোমার নিত্যবৃত্তি খুলিয়া গিয়াছিলে, তোমার সঙ্গদোষ ঘটিয়াছিল। সমন্বয়বাদ ভগবৎসেবা-বৃত্তির পরম শত্রু। সমন্বয়বাদি-গুরুক্রবের সঙ্গের ন্যায় আর দুঃসঙ্গ কিছু নাই। ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণের সঙ্গ-প্রভাবে তোমার অভক্তিপথে অনিত্যরুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া নিত্যরুচির উদয় হইয়াছে। সুতরাং তোমার আর কোন ভগবদ্-বিমুখতা থাকিতে পারে না। "তুমি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবে"—এই বর আমি তোমাকে দিলেও তোমার অপরাধানুসারে ভক্তির পুনঃ-প্রাপ্তির কাল 'কোটি জন্ম' অবধারিত করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার তীব্র সেবাপ্রবৃত্তিতে আমার নির্দ্দিষ্টকাল নিমেষমাত্রেই অতিক্রম করিবার শক্তি লাভ করিল—তোমার শক্তি-দ্বারা আমার শক্তি বিজিত হইল।

মুকুন্দ, তুমি সর্ব্বদা ভগবৎকীর্ত্তন করিয়া থাক। সেজন্য তোমার সহিত আমার নিত্যসঙ্গতি। তবে যে কোটিজন্ম পরে

তোমাকে দর্শন দিব বলিয়াছি, উহা সহজ-মাত্র জানিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেজন্য তোমার সহিত পরিহাস করা আমার স্বভাব।"

এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, তথাকথিত সমন্বয়বাদী ভক্তির চরমে চির-অনধিকারী। সমন্বয়বাদী কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের অধিকারী নহে,—

"ভক্তিহীনে অপরাধ কৈলে, ক্ষমে কৃষ্ণ।
ভক্তির স্বভাবে ক্ষমে ঈশ্বরস্বশক্তি॥"

হিন্দোল-লীলা

কি অভ্যাগতার্থী, কি কর্ম্মী, কি অর্চ্চনাধিকারী, কি তথাকথিত জ্ঞানাভিমানকারী—সকলেই এই সময়ে হিন্দোল-যাত্রা-উৎসবের আড়ম্বর করিয়া থাকেন। অযোধ্যায় শ্রীরাম-সীতার ঝুলনে প্রত্যেক মন্দিরে মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ও তাহা দর্শন করিবার জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। বৃন্দাবনে ত' ঝুলন-উৎসবের কথাই নাই,—প্রত্যেক কুঞ্জে, প্রত্যেক গৃহে ঝুলন হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত একাদশীরও বহু পূর্ব্ব হইতে অনেক স্থানে ঝুলন আরম্ভ হয়। ঝুলন ও দোল-লীলা-উৎসবই শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বাপেক্ষা বড় উৎসব। এই সময় দেশ-বিদেশ হইতে অগণিত যাত্রী তথায় উপস্থিত হন। পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনস্থানে ঝুলন-উৎসব একটা বিশেষ আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার। গৃহের বালক বালিকাগণও এই উৎসবে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে। সাধু বৈষ্ণব ঠাকুরের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই, ঝুলনের কয়েক দিবস বালকগণ কেহ ঠাকুর ধার করিয়া, কেহ বা বৎসরের ৩৬০ দিনের মধ্যে ৫ দিনের জন্য জাগাইয়া তাঁহাকে লোকের রুচিকর নামাভাবে সজ্জিত করিয়া থাকে এবং দোলার মধ্যে স্থাপন-পূর্ব্বক ঝুলন-যাত্রা করে। পূর্ব্ববঙ্গের "সোণারগাঁও পাঁচাম" নামক স্থান ঝুলনের জন্য প্রসিদ্ধ। সেখানে ঝুলনের জন্য কয়েক দিবসব্যাপী পাঠার্থিগণের বিদ্যালয়, ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়-ক্ষেত্র এবং যাবতীয় কর্ম্মক্ষেত্র বন্ধ থাকে।

বিভিন্ন স্থানের ঝুলনযাত্রায় যে সর্ব্বত্রই শ্রীরাধাগোবিন্দকে হিন্দোলে আরোহণ করান হয়, তাহা নহে; কোথাও বলদেবকে, কোথাও শ্রীরামচন্দ্রকে, কোথাও রাধা-কানাইকে, কোথাও বা গোপালদেবকে, কোথাও মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে, কোথাও শ্রীশালগ্রামকে, আবার আধুনিক-কালে আধুনিকমতি নামসঙ্কীর্ত্তনবিলাসীর কেহ কেহ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়াকে ঝুলনে আরোহণ করাইয়া থাকেন।

পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও ঝুলনযাত্রাতে একজ মজুর যায় হয়, অনেক আখড়ায়, অনেক দোকানের গৃহে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সম্মুখে বারবনিতার নৃত্য এবং সেই নৃত্যের আসরে নানাপ্রকার কুরুচি ও অশ্লীলাদির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত তপগান, ভাড়াটিয়া পদাবলীগান, যাত্রাগান প্রভৃতি ত' আছেই।

সকলেই স্বতন্ত্র। কাহারও উপদেষ্টা নাই; যাঁহারা ঝুলনযাত্রার উপদেষ্টার অভিনয় করিতেছেন, তাঁহাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত-বোধ নাই, আচরণ নাই, প্রাণপূর্ণ জীবন নাই, শাসন করিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহারাও ইন্দ্রিয়-তর্পণ-রোগগ্রস্ত। ঐরূপ আমোদ-প্রমোদ-দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত এবং অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনও ফল হয় না।

হিন্দোল-লীলা মাধুর্য্যরসবিগ্রহ স্বয়োক্ষজ শ্রীভগবানের সম্ভোগময়ী লীলা-বিশেষ। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে পূর্ব্বাহ্ন-লীলাবর্ণনে দশম সর্গে হিন্দোল-লীলার বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—

আরোহ্যাং ভাতি পল্লাক্ষস্তহিন্দোলকুট্টিমম্।
পূর্ব্বাপরদিগুৎপন্ন-প্রবীণবকুলাগমোঃ॥
গাঢ়ং কিঙ্কিণিনির্গত্য গতা। বক্ষোঽম্বরোপরি।
মিলিতাভ্যাং সুপার্শ্বাভ্যাং ছাদিতং মণ্ডপাকৃতিঃ॥

উদ্ধাবাদ্যুপসেবৈক্ষ সন্তরঙ্গ-চতুষ্টয়ৈঃ।
দৃষ্টৈর্ব্বদ্ধ-পরিকরাভিমাত্রোজ্জলাখিতঃ
পঞ্চম্যাগোপকুমারকৈঃ প্রণয়াদ্যৈশ্চ পঞ্চাষ্টকৈঃ।
ষড়ভির্ব্বর্ত্মসখীকরপ্রণয়িভির্বৈদগ্ধ্যকেশাদিভিঃ
সপ্তভিঃ পরিচারিকাকুলবরৈশ্চিত্রৈরিতি দ্বাদশ।
ত্রিভিঃ পাণ্ডবিতাদ্যকোকিলমুখা ভাষ্যৈস্তু তিস্রোভিরি-
ত্যেবং ষোড়শভির্যুতো বনভুবি শ্রীগোকুলাখ্যে মহান্।
রত্নপীঠকেশরোজ্জ্বলদমূল্যাষ্টদলাম্ভোরুহা-
ত্মানন্দাখ্যমহাসনাধিরচয়ন্ মধ্যে বিরাজত্যসৌ।
সম্পুস্তত্তদনঙ্গপট্টপিধানোল্লাসকম্।
পট্টডুলী-নবরত্নসার পার্শ্বদুগ্ধোপধানকম্।
নানাচিত্রাংশুকৈশ্চন্দ্রং স্বর্ণস্রগ্ভিরলঙ্কৃতি
দলচ্ছ্রাবলীযুক্তাধামগুচ্ছবিতানকম্।
ধত্তাইদলপদ্মানীনাং মধ্যগো রাধিকাদ্যাসে।
গায়দ্ভ বয়স্যাভির্বৃতা দোলয়তীশ্বরো।

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৭ম:১০-৬৩)

অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনের সকলেই চিদানন্দ-সমৃদ্ধ; সেখানে কোনও প্রাকৃত বস্তু বা অস্তিত্বের অবসর নাই। সেখানে সকলেই স্বরূপযুক্ত ও পরম মুক্ত। সেখানে বিষয় একজন, আর সকলই আশ্রয়। আশ্রয়গণ আশ্রয়শিরোমণির সহিত একমাত্র অদ্বিতীয় বিষয়ের মিলন করাইয়া তাঁহাদের সেবানুরূপতাৎপর্য্যময় অপ্রাকৃত সম্ভোগলীলায় স্ব-স্ব সেবাকর্ম নিয়োগ করেন। সেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখতাৎপর্য্য ব্যতীত কোনও প্রকার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশ-মাত্র নাই। সেইরূপ অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রাকৃত চিদ্গোপযূথের অধীশ্বর অপ্রাকৃত ললিতাদি অষ্টসখীগণের মধ্যে অবস্থিত শ্রীরাধাগোবিন্দকে শ্রীবৃন্দাদেবী যোগপিঠের অষ্ট অপ্রাকৃত পার্ষিকা সখীগণের সহিত দোলাইয়া থাকেন।

যশোদাদি প্রৌঢ়া গোপীগণ যে বালগোপালকে দোলায় দোলাইয়া থাকেন, তাহা বাৎসল্যময়, সেখানে মধুর রসের নায়ক-নায়িকার বিচার নাই। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীব্রজেন্দ্র বা অন্যান্য বিষ্ণুবিগ্রহের সুখবিধানের জন্য যে তাঁহাদিগকে দোলায় সঞ্চালন করান হয়, তাহাও রাধাভাবময়ী লীলা নহে, তাহা দাস্যরসের বিচারেই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলাবৈশিষ্ট্যে সম্ভোগবাদ নাই; ঔদার্য্য-লীলাতত্ত্ব বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরও নাগর নহেন। এজন্য গৌরপরিকরগণ কখনও আপনাকে অপ্রাকৃত ব্রজ-নাগরীর অনুকরণে 'নাগরী' কল্পনা করিয়া গৌরসুন্দরকে কুলনে আরোহণ করান না। তবে যে কোথাও কোথাও গৌর-গদাধরের কুলন-প্রসঙ্গ প্রাচীন রীতি প্রভৃতিতে শ্রুত হয়, তাহা পূর্ব্বাবতারের কুলন-লীলারই উদ্দীপক। সেখানে মদীয়া-নাগরীবাদের কোনও দুর্গন্ধ নাই।

শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ও শিষ্যের পরিমুক্ত দৃষ্টিতে অভিন্ন বার্ষভানবী হইলেও মহাভাগ শ্রীগুরুদেব উপদেশকরূপে—বিপ্রলম্ভের মূর্ত্তি, তাঁহাতে সম্ভোগবাদের কোনও কথা নাই। জীবের অপ্রাকৃত সেবাবৃত্তির অভাব থাকা-কালে বার্ষভানবী মহাভাগ শ্রীগুরুরূপে জীবের নিকট উপস্থিত হন। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের, মহাপ্রভুর পার্ষদগণের, ভগবৎপার্ষদগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুলন নাই। তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুলন-কালে দূরে অন্য আসনে থাকিবেন। শ্রীশালগ্রামের কুলন হইবে না, তবে শ্রীগিরিধারীর কুলন হইবে।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়, নিম্নোদ্ধৃত প্রশ্নগুলির উত্তর "গৌড়ীয়"-পত্রে কৃপা-পূর্ব্বক প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিবেন,—

১। শয়ন-একাদশী, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান-একাদশী —ইহারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছেন কেন? ইহাদের শৌরাণিক তত্ত্ব কি?

২। উক্ত একাদশীত্রয়ে প্রভুর শয়নাবস্থায় তাঁহার সেবাপূজাদি কিরূপে সম্ভবপর এবং তৎকালে পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মানুযায়ী সেবা-পূজা করিলে কোনরূপ ধর্ম্মাপরাধ হয় কি না?

শ্রীচরণ-কৃপাভিক্ষু—
শ্রীহরিপদ ধর
বেতড়পুর

উত্তর

১। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র লীলাময় মহাবিষ্ণুর আষাঢ়-শুক্ল-পক্ষে কামিকা-হরিবাসর হইতে কার্ত্তিকী একাদশী পর্য্যন্ত শেষনাগপৃষ্ঠে শয়ন, বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্বে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও তৎপরে উত্থান-ভেদে 'শয়ন', 'পার্শ্বপরিবর্ত্তন' ও 'উত্থান একাদশী' নাম হইয়াছে।

শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ৩২শ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"সংশয়োঽস্তি মহান্মেঽত্র ব্রূহতাং পুরুষোত্তম।
কথং সুপ্তোঽসি দেবেশ, কথঞ্চ বলিমাশ্রিতঃ॥"

অর্থাৎ হে পুরুষোত্তম! আমার একটি প্রবল সংশয় রহিয়াছে যে, কি প্রকারে আপনি সুপ্ত হন এবং কি প্রকারেই বা বলিকে আশ্রয় করিয়া পাতালে অবস্থান করেন?

যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, ত্রেতা-যুগে বলি শ্রীকৃষ্ণকে পরম ভক্তি-সহকারে তৎপরায়ণ হইয়া নিত্য পূজা করিতেন। বিবিধপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা বলি-মহারাজ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর তুষ্টি বিধান করিতেন। বলির সেবা-প্রবৃত্তির গাঢ়তা পরীক্ষার জন্য বামনরূপ পঞ্চম অবতারে ভগবান্ বলিকে ছলনা করিলেও বলি তাঁহার সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন নাই; এমন কি, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি দৈত্য-কুলগুরুবর্গের নিবারণ-সত্ত্বেও ভগবৎসেবা হইতে বলি বিচ্যুত হন নাই। বামনদেব সার্দ্ধপদত্রয়-পরিমিত পৃথিবী বলির নিকট যাচ্ঞা করিলে এবং সত্যোদক-দ্বারা মহারাজ বলি বামনদেবের করে বিষ্ণুর যাচিত পৃথিবী প্রদান করিতে উদ্যত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু ভূর্লোকে চরণদ্বয়, ভুবর্লোকে জানুদ্বয়, স্বর্লোকে কটি, মহর্লোকে উদর, জন-লোকে হৃদয়, তপোলোকে কণ্ঠ, সত্যলোকে মুখ, তদূর্দ্ধে মস্তক বিস্তার-পূর্ব্বক এক অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিলেন। অতঃপর বলির পৃষ্ঠে ভর করিলেন। বলি বামনদেবকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া রসাতলে গমন করিলেন। অধঃক্ষিপ্ত হইলেও ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া বলির কোন ক্ষোভ বা দুঃখ হইল না, বরং অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে কামিকা নাম্নী হরিবাসরে বিষ্ণুর এক মূর্ত্তি বলিকে আশ্রয় করিয়া পাতালে অবস্থিত হইলেন, যুগপৎ আর একটি মূর্ত্তি ক্ষীরসাগরের মধ্যে শেষপৃষ্ঠে কার্ত্তিকী একাদশী পর্য্যন্ত চারিমাসকাল শয়ন করিলেন।

সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরির পক্ষে এতদ্বিষয়ের যুগপৎ পরস্পর ভক্তরাজ বলির নিকট হইতে বিচ্ছেদ-প্রহসন কিছু আশ্চর্য্য নহে। কারণ, অচিন্ত্যশক্তি পুরুষোত্তমে সকলই সম্ভব। যাঁহাতে সকল সম্ভব নহে, তিনি 'পরমেশ্বর'-পদ-বাচ্য নহেন।

শ্রীহরির শয়নকালে বদ্ধজীবকুল শ্রীহরির প্রীতিতে সমস্ত ভোগ-ত্যাগ করিয়া যাহাতে অনুক্ষণ নিষ্কিঞ্চন-সহকারে কীর্ত্তনমুখে ভক্তাঙ্গ-সমূহ যাজন করেন, তজ্জন্য ভগবান্ শ্রীহরি শয়নলীলা প্রকাশ করিলেন। মনিব ঘুমাইলে যে-সকল ভৃত্য মনিবকে ফাঁকি দিয়া নিজেদের ভোগবিলাসে প্রমত্ত থাকে ও মনিবের সামগ্রী-সমূহ অপহরণাদি বা মনিবের সেবা-কার্য্যে অবহেলা করে, তাহারা ভৃত্যপদ-বাচ্য নহে। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার প্রকৃত ভৃত্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিকে যেমন বামনরূপে বলিকে ছলনা করিবার লীলা প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলির সেবায় মুগ্ধ হইয়া একমূর্ত্তিতে পাতালে অবস্থান করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার প্রকৃত ভৃত্যগণকে জানিবার জন্য এই সময় তিনি দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে ক্ষীরসাগর-মধ্যে শেষপৃষ্ঠে শয়ন-লীলা প্রকাশ করেন। লীলাময় ভগবান্ বিষ্ণুর স্বতন্ত্রেচ্ছাই তাঁহার শয়নের কারণ। প্রকৃত হরিজনগণ ভগবান্ বিষ্ণুর চারিমাস-শয়নকালে হরির প্রীতির জন্য অনুক্ষণ কীর্ত্তনময় ভগবৎসেবা অনুশীলন করিয়া থাকেন।

আষাঢ়-শুক্লপক্ষে তু কামিকা-হরিবাসরে।
তস্যামেকা চ মূর্ত্তির্যে বলিমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি॥
দ্বিতীয়া শেষপৃষ্ঠে বৈ ক্ষীরসাগর-মধ্যতঃ।
স্থাপিতোব মহারাজ যাবদ্বাগামি কার্ত্তিকী॥
(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৩২শ অঃ)

স্বাপনমন্ত্র, যথা হরিভক্তিবিলাসে (১৪শ বিঃ ৫১)—

ক্ষেমে পর্য্যঙ্কবর্য্যেঽস্মিন্ ফণামণিগণাবলে।
ক্ষেত্তব্যোঽহন্তরে দেব কৃষ্ণ নিদ্রাং নয়োঽস্তু তে॥

হে ভগবন্, আপনি ক্ষেত্তব্যোঽন্তরে ফণামণি-বিরাজিত অনন্ত-পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত হউন, আপনাকে নমস্কার।

চাতুর্ম্মাস্যে ত্বয়ো সুপ্তে কৃষিণাধী তবেদ্বয়ং।
শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধিভাদ্রপদে তথা॥

৪. চতুর্ণামপ্যসৌ তাসাং কার্ত্তিকে বিদধাং তাদেৎ।
অথবা উত্তরাষাঢ়ঃ ঘ্রাণি পরমাং গতিম্ ॥
(পদ্মপুরাণ উঃ খঃ ৩২শ অঃ)

শ্রীহরি সুপ্ত হইলে শুক্লদ্বাদশী-তিথিতে মহতী ভূমিদাত্রী হইবেন। শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে মাষকলাই (বিদল) পরিত্যাজ্য। অথবা যিনি এই সময়ে শ্রীগুরুগৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনপর স্বয়ংপ্রোদ্যোধক ব্রতচর্য্যা পালন করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করেন।

২। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার বিভিন্ন নিত্যস্বরূপে নিত্য প্রকাশিত। শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চাবতারের নিত্যসেবা মহাবিষ্ণুর শয়নকালেও যথারীতি সম্পন্ন হইবে। মহাবিষ্ণুর শয়নকাল বলিয়া অর্চ্চাবতারের নিত্যপূজা বন্ধ থাকিবে না। অর্চ্চাবতার নিত্য সেবারীতি-অনুসারেই পূজিত হইবেন। যথাকালে তাঁহার শয়ন, জাগরণ, ভোগরাগ সমস্তই হইবে।

শ্রীহরির শয়নকালে বৈষ্ণব হরিসেবা, হরিকীর্ত্তন বা অর্চ্চনাদি বন্ধ করিবেন না। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তি-বিলাস (১৪।৬২) বলিতেছেন,—

"একভক্তঃ সদা শান্তো নিত্যস্নায়ী দৃঢ়ব্রতঃ।
যোঽর্চ্চয়েচ্চতুরো মাসান্ হরিং স্বান্তস্থ লোকভাক্ ॥"

যিনি একবার ভক্তিনিষ্ঠ, শান্ত, নিত্যস্নায়ী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া শ্রীহরির শয়নকালের মাসচতুষ্টয় শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই হরিলোকে প্রস্থান করিতে পারেন।

শ্রীহরির শয়ন বলিয়া এই সময় লোকে যাহাতে হরিকীর্ত্তন, হরিসেবা-কথা প্রভৃতি বন্ধ না করে, তজ্জন্য শাস্ত্র নানাপ্রকার ফলশ্রুতি কীর্ত্তন-পূর্ব্বক বহির্ম্মুখ-লোকদিগকে এই সময়ে হরিকার্য্যে ও হরিকীর্ত্তনাদিতে আহ্বান করিয়াছেন; যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে,—

প্রদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা যস্তু তাং স্তুতিপাঠকঃ।
হংসযুক্তবিমানেন স চ বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥
গীতবাদ্যকরো বিষ্ণোর্গরুড়লোকমাপ্নুয়াৎ। ৩
নিত্যং শাস্ত্রবিনোদেন লোকান্ যস্তু প্রবোধয়েৎ ॥
স যাস্যরূপী ভগবানন্তে বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ।
পুষ্পমালাকুলাং পূজাং কৃত্বা বিষ্ণোঃ পুরং ব্রজেৎ ॥
(১৪শ বিলাস। ৭০ সংখ্যা)

এই সময় স্তব কীর্ত্তন করিতে করিতে যাত্রার শ্রীবিষ্ণুর প্রদক্ষিণ করিলে হংসযানে বৈকুণ্ঠধাম পূর্ব্বক লোক হরি-ধামে প্রস্থান করেন। হরিমন্দিরে গীত বা বাদ্যধ্বনি করিলে গরুড়লোকে গতি হয়, প্রত্যহ ভক্তিশাস্ত্র-বিনোদ-দ্বারা লোকদিগকে প্রবোধ প্রদান করিলে সেই ব্যাসরূপী ভগবৎসেবক অন্তিমে হরিধামে গমন করেন। পুষ্পমালা-দ্বারা অর্চ্চন করিলে হরিধামে গতি হয়।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বহির্ম্মুখ ও ভোগময় বিচারে এই সময় হরিকীর্ত্তন বন্ধ করিয়া হরিকার্য্যে উদাসীন থাকাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ও দেখা যায় যে, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ এই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত উচ্চ কীর্ত্তনাদি করিতেন বলিয়া তদানীন্তন "পাষণ্ডী বিষ্ণুদ্বেষী" তাহাদের নিজেদের সুখের ব্যাঘাতকে ছলকিলছি-মূলে 'হরির শয়নের ব্যাঘাত' প্রচার করিয়া তাহাদের অতৃপ্ত ভোগ-লালসার সাক্ষ্য প্রদান করিত। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে,—

"গোসাঞির শয়ন বরিষা চারিমাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক?
নিদ্রাভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই ॥"
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।২৫৮-২৫৯)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অধ্যাপক কে, পঞ্চোপাসন্

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪৬শ সংখ্যার পর)

অধ্যাপক—'ভক্ত-ভাগবতে'র নিকট 'গ্রন্থভাগবত' পড়িতে গেলে ভক্ত-ভাগবত ও' তাঁহাদের বলের কথার দ্বারাই আমার স্বাধীনচিন্তাকে পঙ্গুত্বগ্রস্ত করিয়া দিবেন, ভাগবতের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমি আর অনুধাবন করিতে পারিব না।

প্রভুপাদ—ব্যাসক যদি মনে করে যে, অধ্যাপকের

নিকট কোন বিষয় বুঝিতে গেলেই তাহার স্বাধীন-চিন্তার ব্যাঘাত হইবে এবং বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা হইবে না, আর নিজের অজ্ঞতার দ্বারা ভুল বুঝিলেই তাহা অসাম্প্রদায়িক হইবে এবং প্রকৃত বুঝা হইবে, তাহা হইলে ঐ বালক কখনই কোন বিষয় শিক্ষা করিতে পারে না। যাহার মাত্র বর্ণপরিচয় বা সংখ্যা-মালার পরিচয় মাত্র হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি 'Post-Graduate' classএর পুস্তক বা অঙ্ক 'অক্ষরমাত্র পরিচয় হইয়াছে' বলিয়াই তাহার বুদ্ধির দুরধিগম্য বিষয় স্বাধীনভাবে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলেই কি তাহার বস্তুবিষয়ে প্রবেশাধিকার হইবে? বিশেষতঃ অপ্রাকৃত বিষয় প্রাকৃত বিষয়ের ন্যায় নহে; প্রাকৃত বিষয়ে বালকেরও উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে ন্যূনাধিক অভিজ্ঞান বা প্রতিভাবলে প্রবেশাধিকারের সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু অপ্রাকৃত বিষয় কোনক্রমেই প্রাকৃত-জ্ঞান-বুদ্ধি বিচারের নিকট আত্মসমর্পণ করেন না। অপ্রাকৃত বিষয়ের নিকট যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত-তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, একমাত্র তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেই অপ্রাকৃত তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"

"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

যাঁহারা ন্যূনাধিক প্রচ্ছন্ন-গুরু-বিরোধী, তাঁহারাই গুরু বা বৈষ্ণবের নিকটে শাস্ত্রার্থ বুঝিতে গেলে তাহা সাম্প্রদায়িক হইয়া যাইবে, মনে করেন; অথচ তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সাময় উচ্ছৃঙ্খলবিচার-দ্বারা যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ করেন, তাহাকেই অসাম্প্রদায়িক বলিয়া থাকেন। এইরূপ ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা শ্রৌতবিচার ও শ্রৌত-প্রণালীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। সৎ-সাম্প্রদায়িকতাকে অসৎ-সঙ্কীর্ণতার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে না। কিংবা মূর্খতা-মূলে উচ্ছৃঙ্খলতাকে 'উদারতা' মনে করিয়া সৎসাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে 'সঙ্কীর্ণ' মনে করিতে হইবে না। সৎসাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তই অদ্বৈতত্ত্ব পরমসত্য। জগতের উচ্ছৃঙ্খল লোকের সংখ্যাধিক্য যদি উহাকে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিরুদ্ধ মনে করিয়া 'সঙ্কীর্ণ' সাম্প্রদায়িক মনে করে, তাহা হইলে আমরা ঐরূপ মনে করিলে, তাহারাই ঠকিল; বাস্তব অদ্বৈতত্ত্ব সত্ত্বেও সুরক্ষিত সম্পূর্ণ আত্মধর্ম, উচ্ছৃঙ্খল জগৎপ্রকৃতির নিকট হইতে সম্পূর্ণই পৃথক্।

"প্রতীপ মনেরে আনিতে না দিব,
প্রাণির পদের পারে।"

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বিরুদ্ধকারী কোন ব্যক্তিরই কৃষ্ণরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। আমরা আমাদের উপর কাহাকেও টেক্কা দিতে দিব না। কাহাকেও আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে দিব না; একমাত্র বিষ্ণু ও তাঁহার ভৃত্যবর্গ বৈষ্ণবগণই আমাদের উপর তাঁহাদের সর্ব্ববিধ আধিপত্য বিস্তার করিবেন। তাঁহারাই আমাদের উপর সর্ব্বময়প্রভু, স্বরাট্, নিরঙ্কুশ, স্বেচ্ছাময় হইয়া রাজত্ব বিস্তার করিবেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ব্যতীত অপরকে যদি আমরা 'উদারতা'র নাম করিয়া আমাদের উপর টেক্কা দিতে দিই, কিংবা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত অপরের সমন্বয় করি, তবে নিশ্চয়ই 'মায়া' আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে, জানিতে হইবে। আমরা তথাকথিত নির্ভেদব্রহ্মবাদকে পদাঘাতে দূরে রাখিব। সাযুজ্য মুক্তি অপরাধের পরাকাষ্ঠা; মায়াবাদী—অপরাধী। মায়াবাদী কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহার উচ্চারিত কৃষ্ণনামাক্ষরের অভিনয় কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র বিদ্ধ করে। আমরা কুতর্ককেই আমাদের গন্তব্য বিচার করিব না। তর্কের দ্বারা আমাদের বাক্যের উপসংহার করিব না। তর্কের দ্বারা কখনও তর্কাতীত বস্তুর উপলব্ধি হয় না। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'।

মধুসূদন রাও—মধ্বাচার্য্যও কর্ম্মের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

প্রভুপাদ—শ্রীমধ্বাচার্য্য ঠিকই আছেন, তত্ত্ববাদিগণ শ্রীবন্ধের বিচার হইতে অনেকটা বিচ্যুতি হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রৌতবিচার হইতে বলিয়াছেন,—

স্মরণে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥
লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥
যৈষা তব হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

জানরূপ' পর্যন্ত সমাধিস্থায় সর্বেন্দ্রিয়ে হরির দাতে নিযুক্ত থাকিব। আমরা আধ্যাত্মিক হইব না।

অধ্যাপক—আধ্যাত্মিক কাহাকে বলে?

প্রভুপাদ—যাঁহারা 'অক্ষ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহারা আপত্তিক বা ইন্দ্রিয়জ বিচার-দ্বারা গ্রন্থে আরূঢ় হইয়াও অনুচানমানিতা ও আত্ম-শ্লাঘার পতাকা উত্তোলন করেন—যাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরতার তৃপ্তিকার যুক্তিজাল বয়ন করেন—যাঁহারা প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতের ধারণা করিতে যান, তাঁহারাই আধ্যাত্মিক। আরোহ-প্রণালীই আধ্যাত্মিকতা।

সূর্য্য হইতে আগত রশ্মি যখন আমাদের চক্ষুর্গোলককে পরিচালিত করে, তখন আমরা সেই সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে সূর্য্যকে দর্শন করি,—ইহাই অবরোহ-প্রণালীতে সূর্য্য-দর্শন, আর যখন সূর্য্যরশ্মির সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে আমাদের নিজেদের প্রজ্বলিত কৃত্রিম আলোকের দ্বারা সূর্য্য দর্শন করিবার চেষ্টা করি, তাহাতে সূর্য্যদর্শন হয় না, এই শেষোক্ত প্রণালীই আধ্যাত্মিকতা বা আরোহবাদ। আধ্যাত্মিকতাই শ্রবণের অভিনন্দিত প্রণালী। আধ্যাত্মিকতার বহির্মুখ লোকসঙ্ঘের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও সমর্থন আছে। প্রহ্লাদের পিতৃরূপে আত্মপরিচয়-প্রদানকারী হিরণ্যকশিপু সর্ব্বেশ্বরেশ্বরের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিকতার ধ্বজা উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু একজন বড় sophist ছিলেন এবং তিনি তাঁহার আবেদের পাকা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু নৃসিংহদেব তাঁহার ঘাবতীয় আধ্যাত্মিকতার বিনাশকারিণী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেন। প্রহ্লাদে অধোক্ষজ-সেবা-বৃত্তি ও কশিপুতে আধ্যাত্মিকতার উপমান দৃষ্ট হয়। অনেক মনোধর্ম্মী ও বক্তৃ আধ্যাত্মিকে আপাত-প্রলোভনের পথে বিপথগামী করিতে পারে, অনেক পুতনার বক্ষ, সদা মাদাপ্রকার মুখোস পরিধান করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে আসিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা পরিহার করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্ম্মলীক-ভাবে শরণ গ্রহণ করিলেই আমরা বঞ্চনার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারি। আধ্যাত্মিকগণ ভেদবাদী ও প্রচ্ছন্নতার্কিক। চোর যেমন সাধুকে 'চোর' বলিয়া দেখাইয়া আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করে, তদ্রূপ প্রচ্ছন্ন-তার্কিক নির্ব্বিশেষ-বাদীও বৈষ্ণবগণকে 'প্রচ্ছন্ন-তার্কিক' বলিয়া আত্মরক্ষার ছল কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যেরূপ প্রণালীতেই আপনাদিগকে শ্রুতির অনুগত বলিয়া পরিচয় দেন এবং বৈষ্ণবগণকে শ্রুতির নিন্দনকারী বলিয়া অজ্ঞজ লোকের নিকট প্রচার করেন; কিন্তু একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্যগণই নির্ব্বিশেষবাদীর এই দুরভিসন্ধি সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিকট ধরাইয়া দিয়াছেন। মায়াবাদী শ্রুতির একদেশ আধ্যাত্মিকতার দ্বারা বিকৃতভাবে স্বীকারের অভিনয় করে। কিন্তু বৈষ্ণবগণ শ্রুতির অর্থ আধ্যাত্মিকতার দ্বারা গ্রহণ না করিয়া শ্রুতির অনুগত পুরাণ, পঞ্চরাত্র, স্মৃতি প্রভৃতি ব্যাসপ্রণীত সাত্বত শাস্ত্র শ্রুতির সার্ব্বদেশিক বিচার যেরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই প্রণালীতেই বরণ করেন। শ্রুতির আধ্যাত্মিক, স্বতন্ত্র ও স্বকপোল-কল্পিত বিকৃত ব্যাখ্যার বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বেদ-বিভাগকর্ত্তা ভগবান্ বেদব্যাস অমলপুরাণাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাচার্য্যপাদ এই প্রণালীতে শ্রৌতানুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

মধুসূদন—"মায়াবাদী" শব্দটী কেন বলা হয়?

প্রভুপাদ—নির্ব্বিশেষবাদী প্রকৃত প্রস্তাবে 'ব্রহ্মবাদী' নহেন, তাঁহারা ব্রহ্মকেও মায়ার অভিভাবা করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য তাঁহারা 'মায়াবাদী' আখ্যা প্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্‌ই অসম্যক্‌প্রতীতিতে 'ব্রহ্ম' শব্দে অভিহিত হন। তদসৎপ্রতীতিই পূর্ণ প্রতীতি।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ 'ভক্ত' ও 'ভক্তে'র পার্থক্য-নির্ণয়ের কষ্টিপাথর। আধ্যাত্মিকতার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র বা শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বুঝা যায় না। এইজন্য শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ১ম ও ২য় অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপনির্ণয়ে ব্যয়িত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ আসন, তাঁহার সহিত অন্য কোনও গ্রন্থের বা শাস্ত্রের তুলনাই হয় না। যে গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের যতটা আনুগত্য ও অনুকীর্ত্তন করেন, সেই গ্রন্থ ততটা অকপটভাবে অকৈতব ধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

(৩২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/o এ, কে সরকার
৪৮নং বাংলো
হৈজাবাদ (ইউ, পি)
২১।১০।২৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রী • • র নামীয় ১৪।১০।২৯ তারিখের আপনার লিখিত পত্র পাইয়াছি। আমরা গত পরশ্ব বারাণসী হইতে হৈজাবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। • • প্রভৃতি ৭ মূর্ত্তি গতকল্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে যাত্রা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অদ্য তাঁহারা তথায় পৌঁছিয়াছেন। এখানে আমরা ৭ মূর্ত্তি অমূল্য বাবুর আশ্রয়ে বাস করিতেছি। এক সপ্তাহ পরে নৈমিষারণ্য-মহোৎসবের জন্য যাত্রা করিব, ইচ্ছা আছে। এখানে গতকল্য হইতে শীত দেখা দিয়াছে। তবে দিবসে বেশ গরম আছে। দিল্লীতে এই সময়ে যাইতে পারিব কি না, এখনও স্থির করি নাই।

আশা করি, আপনি শ্রীনামানন্দে ভজনাদি করিতেছেন। বিধি-বিচারে মর্য্যাদা-পথের ব্যবহারিক কার্য্যে অনেকে অথবা নমস্কারমুখে পত্রারম্ভ করিতে হয়। পত্রের শিরোদেশে সম্বোধনাত্মক নাম-মহাশয় লিখিবার বিধি সঙ্গত নহে। ঐরূপ লিখিলে লেখকের মহামন্ত্রের উপদেষ্টার অভিমান আসিতে পারে। তবে প্রাকৃতসহজিয়াগণের মধ্যে "রাধে রাধে" শব্দ-দ্বারা বৈষ্ণবের আশ্রয়-জাতীয় ভগবত্তার উল্লেখে সম্মান করা হয়। ছড়াসৃষ্টিকর্ত্তাগণকেও নানা-প্রকার নবকল্পিত ছড়া লিখিতে দেখা যায়। ইতি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

(৩৩)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ
কটক, ২৩।৭।৩২

স্নেহবিগ্রহেষু—

বয়ের কাগজে ও পত্রাদি হইতে আপনার পীড়া-ব্যাপার কথা জানিতে পারিতেছি। শ্রীযুক্ত তীর্থমহারাজ গতকল্য সন্ধ্যায় যাত্রায় হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ অদ্য রাত্রি ৪টায় হাওড়া কটকে পৌঁছিবেন এবং এখান হইতে আগামী কল্য যাইবেন।

আগামী কল্য এখানকার মহা-মহোৎসব। মহা-মহোৎসব-দর্শন • • • জন্য তিনি আগামী কল্য যাত্রা করিয়া পরশ্ব প্রাতে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। সেই দিনই সন্ধ্যা নাগাদ শ্রীমায়াপুরে পৌঁছিতে পারেন।

বৈষ্ণবের আচরণ-সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, গৃহস্থের সকল প্রকার বিরক্তের ভিক্ষা দ্বারা স্বকার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক উভয়েরই ভগবদ্ভজন বা কৃষ্ণানুশীলন আবশ্যক। উভয় জীবনেই প্রাণধারণ যদি ভগবদনুগ্রহ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ভগবান্ ও ভাগবতগণের দাসত্বগ্রহণকারীর সেবাবিমুখতা যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে, ইহাই চাইবা। শরীর-সংরক্ষণে যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াপর হয়, কিন্তু কোন এক অঙ্গ যদি তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া শরীর-রক্ষণ-কার্য্যে বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে শরীর বা সমাজ ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইহা জানিলে সকল যজনার্থীরই বৈষ্ণব-সেবা, জীবে দয়া ও কৃষ্ণনাম-ভজনই যুগপৎ কৃত্য হইয়া পড়ে। সুতরাং অনুকূল ব্যাপার-সমূহের গ্রহণ ও তৎপ্রতিকূল-বর্জ্জন অপরিহার্য্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যার পর)

সুদর্শনধ্বংসক আচার্য্যগণের আবির্ভাব ও করুণা।

অদৈব-মোহনাবতার আচার্য্য শঙ্করের আচার-প্রচারে যাঁহারা মোহিত হইলেন, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী, আচার্য্য রামানুজ, আচার্য্য মধ্ব, নিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ ভগবানেরই ইচ্ছায়—নিত্য-প্রয়োজনের আনুকূল্য-বিধানার্থ- বিভিন্ন যুগে অবতীর্ণ হইলেন। এক সুদর্শনকে বিনষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণুর চতুর্ভুজের চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তাবতারস্বরূপ শুদ্ধাদ্বৈত মত, বিশিষ্টাদ্বৈত-মত, শুদ্ধদ্বৈত মত ও দ্বৈতাদ্বৈতাদ্বৈতমতরূপ সুদর্শন প্রকাশিত হইল। যাঁহারা সহজতার জন্য মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় আচার্য্যগণের অকপট কৃপা গ্রহণ করায় ঐ মোহনবিদ্যার জাল হইতে উদ্ধার পাইলেন; কিন্তু যাহারা কপটতার জন্য মোহিত হইয়াছিল, তাহারা সুদর্শনাস্ত্রের আঘাতে তাহাদের মোহনকারী মতবাদ বিশ্লেষিত দেখিয়াও মনিবের নিকট হইতে প্রহারপ্রাপ্ত জনৈক ভৃত্যের* ন্যায় নিজবলতঃ মোহিতাবস্থাকেই তাহাদের স্বাস্থ্যাবস্থা মনে করিল এবং সেই 'জিদে' বা 'ক্রোধে' 'শুষ্কভক্তি'কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

* এক বাবু এক ভৃত্য ছিল। ভৃত্যটি অবসর পাইলেই মনিবের এটা সেটা চোরাইত। বাবু একদিন ভৃত্যকে খুব প্রহার দিলেন। প্রহার খাইয়া ভৃত্য বলিতে লাগিল, আমার গায়ে যদি আপনি হাত তোলেন, তাহা হইলে আপনার বিরুদ্ধে আমি কোর্টে নালিশ করিব। বাবু ইহাতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া ভৃত্যকে কয়েকটি বেত্রাঘাত করিলেন। বেত্রাঘাত খাইয়া পুনরায় ভৃত্য বলিতে লাগিল,—আমাকে মারুন ত' দেখি! মনিব বলিলেন,—"তোকে এত মারিলেম, তবু বলিতেছিস্, মারুন ত' দেখি!" তদুত্তরে ভৃত্য বলিল,—"কোথায় আমাকে মারিলেন? আমার গায়ে মারিতে পারিলেন কি?" মনিব ভৃত্যের বেয়াদবী দমন করিবার জন্য তাহার গায়ে আবার দুই এক ঘা মারিলেন। তখন ভৃত্য বলিল,—"মারিতে পারিলেন না, আমার গায়ে মারুন দেখি!" শ্রীলোকের গায় হাত তোলা সঙ্গত মনে না করিয়া মনিব তাহার বেয়াদব ভৃত্যকে ছাড়িয়া দিলেন। ভৃত্য তখন সকলের কাছে বাহির হইয়া বলিতে লাগিল,—"বাবু আমাকে এক ঘাও মারিতে পারেন নাই।"

ভক্তাবতারী শিক্ষক যখন বালককে শাসন করিতে লাগিলেন, তখন বালক মনে করিল, তবে আমিও কেন শিক্ষককে শাসন করিতে পারিব না? আচার্য্যগণ যখন অহৈতুক লোক-কল্যাণার্থ অভক্তিবাদের দোষ দেখাইতে লাগিলেন, তখন অভক্তিবাদিগণ মনে করিল, কেনই বা তাহারা আচার্য্যগণের বিদ্বেষ ও বিরোধ করিবে না? এইরূপ মনোভাব ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জীবের দুর্ভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এদিকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ নানাভাবে সমাজদেহের মেদমাংসমজ্জায় সঞ্চারিত হইয়া নানাপ্রকার কুকর্মবিধ্বংসতাদ্যাদি প্রকাশ করিল। কর্ম্মকাণ্ডের তন্ত্রস্তূপকে চাপা দিবার জন্য তদুপরি বৌদ্ধস্তূপ রচিত হইয়াছিল, বৌদ্ধস্তূপের উপর আবার প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদের বিজ্ঞানস্তূপ রচিত হইয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিস্ময় উৎপাদন করিল। কিন্তু যে লৌহ তম্ভের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার চূড়া অম্বের বিভূতি লইয়া শূন্যে—নিরাকারে লক্ষ্যভেদ করিতে যাইতেছে, সেই রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি কতদূর উচ্চে উঠিতে পারে? বামনদেব বা গদাধরের পাদপদ্ম ব্যতীত কর্ম্মকাণ্ডের তন্ত্রস্তূপ আর কিছুতেই চাপা পড়িতে পারে না। যদিও আপাততঃ তৎপ্রতিযোগিরূপে গদাধরের পাদপদ্মের পক্ষের বাহিরে অল্প স্তূপ বর্ত্তমান, তথাপি তাহার দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের সমাধি হয় নাই, একমাত্র গদাধর-পাদপদ্মসেবায়ই কর্ম্ম প্রশমিত হইয়াছে—কর্ম্মের কুফল বিদূরিত হইয়াছে—কর্ম্মবাদ কৃষ্ণকর্ম্ম বা সেবায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কর্ম্মযজ্ঞের তন্ত্রস্তূপ যখন গদাধর-পাদপদ্মের অন্তিম অবস্থায় শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের অপ্রাকৃত নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা বেগার উদ্গিরিত হইল, তখন জীবের চিত্ত-দর্পণ-পরিমার্জ্জনের এক অদ্ভুতপূর্ব্ব উপায় আবিষ্কৃত হইল। জীবমাত্রের নিত্যপ্রয়োজনের—পরম-প্রয়োজনের—একমাত্র অদ্বিতীয় প্রয়োজনের বার্ত্তা, প্রয়োজন-প্রাপ্তির উপায় ও উপেয় জগতে প্রকটিত হইল। শ্রীচৈতন্যাবতার তাৎকালিক কৌনও প্রয়োজনের জন্য

অবতীর্ণ হন নাই, তাৎকালিক যে-সকল প্রয়োজন ছিল, সেগুলি অবতারী শ্রীচৈতন্যের দেহে অবস্থিত অংশ-অবতার-গণের দ্বারাই অনায়াসে ও আনুষঙ্গিকভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। নিম্ন-জগদ্বুদ্ধি-প্রধানরূপ জীবের নিত্য প্রয়োজন বিতরণের জন্যই শ্রীচৈতন্যাবতার। এ-সকল কথা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতের আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদে বিস্তারিত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অন্যান্য ইতর অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনের চিন্তায় বুদ্ধিহত হওয়ায় সেই সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি না—শুনিতে পারিতেছি না—ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভাবে শুনিয়াও বুঝিতেছি না। সুতরাং যাহারা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বা শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত সিদ্ধান্তকে তাৎকালিক যুগোপযোগী এবং আধুনিক যুগের পক্ষে পচা-সংবাদ (Stale news) মাত্র বলিতে চাহেন, জানিতে হইবে তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন না কোনও অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনে বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

যুগধর্ম্ম কি সনাতন, না আধুনিক কোন ব্যাপার ?

চরম, পরম, নিত্য, সনাতন প্রয়োজন অধুনাতন কালে আমাদের দ্বারে দ্বারে দয়া করিয়া অতিথি হইয়াছেন বলিয়া আমাদের তাঁহাকে 'সেকেলে' বলিবার ছলনায় তাঁহার প্রতি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবার একটা বহির্ম্মুখিনী নৈসর্গিকী প্রকৃতি আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সূর্য্য সনাতন বলিয়া, ভাগীরথী সনাতনী বলিয়া, বায়ু সনাতন বলিয়া সূর্য্যের কিরণ, ভাগীরথীর ধারা, বায়ুর প্রবাহ আর বর্ত্তমান কালোপযোগী নহে, ইহা সেকালের প্রয়োজনানুরূপই ছিল বলিলে জীবনধারণের মৌলিক উপাদান তেজঃ, জল, বায়ু প্রভৃতিকে অস্বীকার করার রূপ আত্মহত্যাই ফলপ্রাপ্ত হইবে। আমরা আত্ম-হত্যাকে 'প্রয়োজন' বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া জীবনের জীবন-স্বরূপ ভগবদ্ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম্মকে 'তাৎকালিক' বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

যুগোপযোগী কি ?

সুতরাং "যুগোপযোগী" বলিতে যে তাহা সনাতনকে বাতিল করিয়া মনগড়া শাস্ত্র, মনগড়া মত, যুগের বহির্ম্মুখ লোকের রুচির সঙ্গে যাহা খাপ খায়, সেইরূপ একটা মত হইবে, তাহা নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাই 'যুগমত' হইয়াছে! এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—অমুক ঠাকুরের দোহাই, অমুক কর্ত্তার দোহাই, অমুক প্রভুর দোহাই, অমুক বাবুর দোহাই-ই শাস্ত্র হইয়াছে। অমুক বলিয়াছেন,—সুতরাং ভাগবতের কথা নাকচ। অমুকের প্রামাণিকতা কতটুকু, অমুক 'ঠাকুর'-নামধারী, 'কর্ত্তা', 'প্রভু', 'বাবু' কতটা শাস্ত্রের অনুমোদিত, লোকের সেদিকে দৃষ্টি নাই। যেহেতু কোন ব্যক্তি, তাহার কোন না কোন যাদুবিদ্যার প্রভাবে বা প্রহের তপে জগতের সংখ্যাধিক্য বা জনবিশেষের নিকটে উচ্চে উত্তোলিত হইয়াছে, সেই সংখ্যাধিক্যের মোহ অপরকেও মুগ্ধ করুক, লোকের উপর এইরূপ একটা অন্যায় ও অবৈধ পীড়াপীড়ি হইতেছে। বহির্ম্মুখ লোকেরও তাহাতে এইরূপ একটা মোহ ও স্বাভাবিকী রুচি উৎপন্ন হইয়াছে যে, সেই মোহ ও উত্তেজনায় পড়িয়া তাহারা যে ঠাকুরের দোহাই দেয়, তিনি কতটা সনাতন শাস্ত্রের অনুগামী, তাহা দেখিবার মত অবসরও বুদ্ধিটা তাহাদের রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তৎস্থানে ঐ সকল ঠাকুর প্রভৃতি নামধারীর নানাপ্রকার বুজরুকীই অলৌকিকতার নামে লোকের বিচারবুদ্ধিকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে দূরে পাতিত করিতেছে। ঐরূপ মনো-ধর্ম্মই 'যুগধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ও হইতেছে। সরস্বতী ঐ সকল বাকির মুখে একদিকে ঠিক কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, কলিধর্ম্মই যুগোচিত ধর্ম্ম হইয়াছে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বা প্রকৃত শ্রীচৈতন্যদাসগণ কিম্বা তাঁহাদের পদানুসরণকারী শ্রীগৌড়ীয়গণ এইরূপ বিচারকে যুগোপযোগী বলেন না, কিংবা সনাতনের একটা মৌলিক দোহাই দিয়া, সনাতনকে জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাগানের মালি বা রাইবণ্ড করিয়া সনাতনের নামে যথেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতাও মনোধর্ম্মকে গণধর্ম্মের ভোটের দ্বারা সমর্থন করাইয়া যুগোপযোগী বলিতে চাহেন না। সূর্য্যের কিরণ, বায়ুপ্রবাহ, জলধারা—প্রাচীন বস্তু; কিন্তু বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতিতে কেহ যদি সূর্য্যকিরণকে, বায়ুপ্রবাহকে, জলধারাকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখিয়া মানুষের নিকট অধিক সুলভ করিয়া দিতে পারে, তাহাতে সনাতনের প্রতি বিদ্বেষের হয় না। ভাগীরথীর জল সকলের দ্বারে দ্বারে বিতরণের জন্য যদি জলের কলের ব্যবস্থা হয়, তাহার দ্বারা গঙ্গার কিছু বিকৃতি হয় না—পতিতপাবনী গঙ্গা, যিনি সকল বস্তুকে শুদ্ধ করেন, তিনি অশুদ্ধ হইয়া পড়েন না—গঙ্গার তাহাতে গাম্ভীর্য্য হ্রাস হয় না; সূর্য্য ও বায়ুকে সর্ব্বত্র সুলভ করিবার জন্য যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ সকল প্রবাহের প্রতিবন্ধক-গুলিকে সরাইয়া দেওয়া হয়, তাহার দ্বারা সনাতনের সনাতনত্ব বিস্তারের আনুকূল্যই করা হয়, সনাতনকে বিকৃত, সনাতনকে বিপর্য্যস্ত বা সনাতনের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করা হয় না।

(৭) শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য সনাতন নহে, উহা অভিনব

শ্রীগৌড়ীয় মঠের যেটুকু আপাত দৃষ্টিতে 'অভিনব' মনে হয়, সেইটুকু ঐরূপ ভাবে সনাতনের সনাতনত্ব সম্পূর্ণ-ভাবে অটুট রাখিয়া সনাতনকে সকলের সুলভ করিয়া দিবার চেষ্টা—ইহাই অপর ভাষায় সনাতনকে যুগের যোগ্যতানুযায়ী-রূপে প্রকট করা। এই বিষয়টী অনেকে ধরিতে না পারিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার-প্রচার-দর্শনে আর একটী ভুল করিয়া বসেন,—

(৮) আর একটী ভুল—শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিষয়-বাহনগুলি ব্যবহার করেন কেন ?

শ্রীচৈতন্যদেব ত' মোটর-যান ব্যবহার করেন নাই, রেলগাড়ী ব্যবহার করেন নাই, মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহার করেন নাই, সাময়িক পত্র প্রচার করেন নাই, মঠ করেন নাই, রাজামহারাজার দ্বারে যান নাই, জনসঙ্গ করেন নাই ; কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঐ সকল করেন কেন ?

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, 'সনাতনে'র সনাতনত্ব অটুট রাখিয়া সনাতনকে 'নূতন' করিয়া দেওয়াই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের যুগোপযোগী দান। লোকের যুগোপযোগী ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইন্ধন-সরবরাহকে শ্রীগৌড়ীয় মঠ যুগোপযোগী দান মনে করেন না।

এখানে একশ্রেণীর লোক আসিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বলিতে পারেন,—শ্রীগৌড়ীয় মঠ যদি মোটরযান, বাষ্পীয় যান, বৈদ্যুতিক যান, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক দান-সমূহ ব্যবহার করিয়া তাঁহারা হরিভক্তি-প্রচারকে বহুলোকের নিকট সুলভ করিয়া দিতেছেন, অতি অল্প সময়ে অধিক লোকের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের কথাগুলি পৌঁছাইতে পারিতেছেন। আচ্ছা, শ্রীচৈতন্যদেব ত' মোটরযান ব্যবহার করেন নাই, মুদ্রাযন্ত্রও চালান নাই, সাময়িক পত্রিকাও প্রচার করেন নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার কথা কিরূপে বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছে ? সুতরাং মোটরযান প্রভৃতি প্রচার—সুলভতার কারণ হইতে পারে না।

সমাধান :—

কথাগুলিতে খুব সমবেদনা-আকর্ষক আপাতমধুরতার বহর আছে, মানিলাম। আচ্ছা, আরও একটুকু সহিষ্ণুতার সহিত অগ্রসর হইয়া দেখি, প্রত্যেক দুইটী একটা অনুপাত (proportion) ও উপমানের (Standard) মান-দণ্ড লইয়া যুগ রচনা করে। সেই সেই অনুপাত (proportion) ও উপমান (Standard) এর সহিত যাহারা সমকক্ষ হইয়া চলিতে পারে না, তাহারা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। মনে করুন, ব্রহ্মলোকে যেখানে ব্রহ্মার পরমায়ু ব্রহ্মপরিমিত শতবৎসর অর্থাৎ মানবপরিমিত ৩১১০৪০০০০০০০০০ বৎসর, সেখানে যদি কোনও শতায়ু মানব ব্রহ্মার একান্তবাদী হইয়া ব্রহ্মার সেবা করিবার জন্য উপস্থিত হন, তবে ঐ মানবের দ্বারা ব্রহ্মার সেবা হইতে পারে কি ? মানব-পরিমিত শতবৎসর পরমায়ু ব্রহ্মার পরিমিত শতবৎসর পরমায়ুর নিকট নিমেষকালও নহে। ব্রহ্মার সেবা করিতে হইলে ঐ মানবের ও ব্রহ্মার সমকক্ষ পরমায়ু ও বা ব্রহ্মলোকের উপযোগী পরমায়ু-বিশিষ্ট হইতে হইবে, নতুবা সেবা হইবে না। যে যুগে বিজ্ঞান মোটর, বৈদ্যুতিক যান, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়াছে, সেই যুগে যদি কেহ সেকেণ্ডেমিটার প্রতিষ্ঠার্জ্জনের জন্য একদিনের পথ একমাসে যান, টেলিগ্রাফ ব্যবহার না করিয়া ২ বৎসর হাঁটিতে হাঁটিতে গিয়া হরিসেবার সেই কার্য্যটী করেন, তাহা হইলে তাহা বোকামী ও হরিসেবার প্রতি ঔদাসীন্যই প্রমাণিত করিবে না কি ? যে যুগে যে-পরিমাণ দ্রুত-গতিতে কার্য্য হইতেছে, সেই যুগে তদনুপাত দ্রুতগতিতে চলিয়া যদি কার্য্য না করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে হরিসেবার কার্য্যেও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। মনে করুন, কোন মুমূর্ষু হরিকথা-পিপাসু ব্যক্তি কাশীর হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকের নিকট ভাগবত-কথা শুনিবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক লোক প্রেরণ করিলেন ; সেই লোকটীর হাঁটাপথে কলিকাতা পৌঁছিতে ৩।৪ মাস কাটিয়া গেল (কারণ, তাঁহার মতে হরিসেবা-কার্য্যে টেলিগ্রাফ বা রেলগাড়ী-ব্যবহার করিবার উপায় নাই—পঞ্চায়েতের মতে ঐগুলি কেবল মানবের ভোগের কার্য্যেই ব্যবহৃত হইবে), আর শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া,—নদী-নালা সাঁতরাইয়া,—রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করিয়া ৩।৪ মাসের পর গিয়া কাশীতে পৌঁছিলেন ; এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহুপূর্ব্বেই মুমূর্ষু শুভ্রষু ব্যক্তি ইহজগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক কেবল জগতের বাহ্যেন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিয়া তাহাদের নিকট 'বাহবা' কুড়াইবার জন্য যদি তাহাদের ঐরূপ পরামর্শ শ্রবণ করেন, তাহা হইতে তদ্দ্বারা সময় নষ্ট করা ব্যতীত আর কি লাভ হইবে ? ব্যক্তিগত তখন ও প্রচার-কার্য্যের সহিত ভুল করায় ইন্দ্রিয়তর্পণপর সমাজের এইরূপ শত শত অযৌক্তিকতা হইতেছে।

সত্ত্ব, রেজঃ, তমঃ এবং কলি,—এই চতুর্যুগকে বিশ্বমান মানবমানে আহা ৪০২০০০ সৌরবর্ষ। সত্ত্বযুগে এক ঘর। উহাই ব্রহ্মার একদিন। ব্রহ্মাকে যে গণনা হইয়া যাকে, তাহাকে ব্রহ্মার মাসি বলে ; মুহূর্ত্তমাত্র ঐ পরিমাণ। এইরূপ ত্রিশগুণ করলে ব্রহ্মার একমাস, বারগুণ মাসে বৎসর, এবং পঞ্চাশৎ অর্থে এক পরার্দ্ধ। এইরূপ দ্বি-পরার্দ্ধ-কাল ব্রহ্মার পরমায়ু।

(ক্রমশঃ)

গৌরাব্দ ৪৪৬

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌরীয় মঠ, ১১ই ভাদ্র শনিবার, ১৩৭৯ ; ২৭শে আগষ্ট, ১৯৭২ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ

"শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ" নাম-উল্লেখ-মাত্রেই আমাদের হৃদয়ে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সেই বহুলপ্রচারিত গীতি-কণিতার ঝঙ্কারটী হৃদয়ে জাগিয়া উঠে—"রামচন্দ্র সঙ্গ যাগে নরোত্তম দাস।"

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের সমগ্র জীবনী বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। তাঁহার জীবনীর দুই একটি ঘটনা লইয়া এখানে আমরা আলোচনা করিব।

শ্রীভক্তিরত্নাকর (অষ্টম তরঙ্গের শেষভাগ) পাঠে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর নিকট হইতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রদীক্ষা-প্রাপ্তি সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত আখ্যায়িকা জানা যায়।

একদিন শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু নিজগণ-সহ খানিগ্রামে গৃহের পশ্চিমে সরোবর-তটে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, এক সজ্জোদিবাহিত সুসজ্জিত বর দিব্য যোগায় আরোহণ করিয়া নিজ-গৃহাভিমুখে যাইতেছেন। বরের অপূর্ব্ব লাবণ্য, অদ্ভুত জ্যোতিঃ, কান্তি, উজ্জ্বল-ললাট, পূর্ণ-যৌবন। 'ইনি কি মকর ধ্বজ অথবা অশ্বিনীকুমার'—সকলে এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

ইতর লোক এইরূপ অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যশালী পুরুষকে দেখিয়া কেহ বা নিজের রূপকে ধিক্কার দিতে লাগিল, কেহ বা ঐ প্রকার রূপ সংগ্রহের জন্য কত সঙ্কল্প বিকল্প করিতে লাগিল; কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, ঐরূপ মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি যদি হরিভজন করেন, তবেই তাঁহার রূপ-যৌবন-আভিজাত্য-পাণ্ডিত্য—সকলই সার্থক হয়। শ্রীনিবাসাচার্য্য এইরূপ বিচার করিয়া বরযাত্রিগণকে বরের নাম, ধাম ও যাবতীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বরযাত্রিগণ সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"ইঁহার নাম—শ্রীরামচন্দ্র কবিবর, ইনি মহাপণ্ডিত, দিগ্‌বিজয়ী, চিকিৎসক ও মহা ধনী। ইঁহার বাড়ী কুমারনগর; ইনি বৈদ্যকুলে উদ্ভূত।"

শ্রীনিবাস বন্ধের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে নিজ-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু সোজার বসিয়া সব শুনিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে জনৈক বৈষ্ণব-বন্ধের কৌতূহলভরে পরিচয়-জিজ্ঞাসা প্রভৃতি সব লক্ষ্য করিলেন। সেখান হইতেই শ্রীরামচন্দ্র সেই বৈষ্ণব-বন্ধকে যেন কতদিনের—চিরদিনের পরিচিত ও আপনার জন মনে করিয়া পিপাসিত নয়নে দর্শন এবং তাঁহার শ্রীচরণে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—"এই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠের দর্শন আর কবে পাইব?"

শ্রীরামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু নব-বিবাহিতের হৃদয়ে যেরূপ আমোদ-প্রমোদের নূতন জোয়ার আসে, রামচন্দ্রের তাহা নাই। রামচন্দ্রের হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত—বৈষ্ণব-বন্ধের পুনর্দর্শন-পিপাসায় পিপাসিত। রামচন্দ্র অত্যন্ত মনের দুঃখে দিবস কাটাইলেন। রাত্রিতে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া অধৈর্য্য হৃদয়ে আচার্য্যের চরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্রই শ্রীরামচন্দ্র শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় আচার্য্যের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

আচার্য্য প্রভু রামচন্দ্রকে ভূমি হইতে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং মস্তকে হস্ত স্থাপন-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। আচার্য্য অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বলিতে লাগিলেন,—"রামচন্দ্র, তুমি আমার শিষ্য অপেক্ষা বান্ধব। আজ বিধি সদয় হইয়া তোমাকে মিলাইলেন। নরোত্তমকেও এইরূপ ভাবে অকস্মাৎ শ্রীবৃন্দাবনে মিলাইয়াছিলেন। নরোত্তম ও তুমি—এই দুইজন আমার দুই নয়ন ও দুই বাহু।"

নরোত্তমের অভিন্নাত্মা শ্রীরামচন্দ্র 'নরোত্তম'-নামশ্রবণেই স্বাভাবিক প্রেমে বিগলিত হইলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্যও শ্রীরামচন্দ্রের নিকট শ্রীনরোত্তমের সমস্ত বার্ত্তা সবিস্তারে বর্ণন করিলেন।

আচার্য্য প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন,—"তোমার মনের বাসনা অচিরেই পূর্ণ হইবে, তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর।"

শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীরামচন্দ্রকে গোস্বামিগণের সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তিশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-গ্রহণে অপূর্ব্ব ক্ষমতা এবং অতুলনীয়া মেধা-প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীনিবাস শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রীমাধবেন্দ্র-মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার পর হইতেই শ্রীরামচন্দ্রের ভগবৎসেবাপ্রীতি দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল।

* * *

শুনা যায়, শ্রীরামচন্দ্র পূর্ব্বে তাঁহার মাতামহ-কুলের কুলক্রমাগত লৌকিক ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সদাদিক্রমে বিদ্ধ-শাক্তধর্ম্মে আস্থাবান্ থাকিবার অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের নিত্যাবরপ্রবৃত্তি আচার্য্য প্রভুর দর্শন-মাত্র প্রকটিত হইয়া পড়িল। শ্রীরামচন্দ্র গুরু-স্বরূপ-শক্তি শ্রীমাধবেন্দ্রবাণীর শ্রীচরণ আশ্রয় করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, ধন, মান, প্রতিষ্ঠা, প্রভাব—সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণী ছিলেন। সুতরাং এইরূপ একজন গুণবান্ ব্যক্তি যখন তথাকথিত শক্তিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অকৈতব ভাগবতধর্ম্মের কীর্ত্তনকারী হইলেন, তখন বিদ্ধ-শাক্তধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত-মনীষিগণ সকলেই উগ্র হইয়া উঠিলেন এবং রামচন্দ্রের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন।

একদিন শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছেন, আর গঙ্গার ঘাটে কতকগুলি মার্ত্তগণ বালুকা-দ্বারা শিব গড়িয়া নানা প্রকার মন্ত্রের সহিত শিবপূজা, শিবধ্যান করিতেছেন। রামচন্দ্র গঙ্গাস্নানান্তে শিবপূজা করিবার পরিবর্ত্তে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছেন দেখিয়া কর্ম্মঠগণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"কি হে কবিরাজ, গঙ্গাস্নানের পর শিবপূজা না করিয়াই যে পলাইতেছ? তোমাদের বুঝি শিবপূজা করিতে নাই। কিন্তু তোমাদের পরম উপাস্য কৃষ্ণ যিনি, তিনিও শিবের দাস, তিনিও যে শিবের পূজা করিয়া থাকেন।"

শ্রীরামচন্দ্র—ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞ। তিনি প্রাকৃত সহজিয়া-গণের ন্যায় কপট মাধু-পাধু-ভাব-প্রদর্শনকেই 'ভক্তি' বা 'বৈষ্ণবতা' বলিতেন না—আর ঐরূপ প্রতিষ্ঠাবাঞ্ছিকতাময়ী অকৃত, ভক্ত প্রতিষ্ঠা-পিপাসা ও সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞতাকেও কখনই প্রশ্রয় দিতেন না। তাই তিনি কর্ম্মঠ বিদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বিগণকে বলিলেন,—"আমি কিরূপ অজ্ঞ তাহাকেও

ভজনা না করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করি, তাহা প্রবণ করুন।" শ্রীরামচন্দ্র তখন দুইটী শ্লোক বলিলেন,—

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোঽপি শৈবঃ স্বয়ম্
তথা সমতয়াদ্বয়া ত্রিবিধরূপমূর্ত্তিধরম্।
বিলোক্য ভববেদয়োঃ কিমপি তত্ত্বধর্ম্মক্রমম্।
প্রণম্য শিরসা হি তৌ বয়মুপেক্ষয়াকুং স্থিতাঃ॥
প্রহ্লাদ-ধ্রুব-বায়পাহুয়-বলি-ব্যাসাবরিষাদয়-
স্তে শ্রীবিষ্ণুপরায়ণা বিধিভবপ্রেষ্ঠা জগদ্বন্দনাঃ।
যেঽন্যে রাবণ-বাণ-পৌণ্ড্রক-যুধ-ক্রৌঞ্চাদয়স্তে স্বয়ং
ভক্তা ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেস্তদ্বদ্ভজনৈরিণঃ॥

শিব বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া বিষ্ণু জগদ্গুরু হউন, কিংবা বিষ্ণু শিবের উপাসক বলিয়া শিবই জগদ্গুরু হউন, অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনই সমভাবে জগদ্গুরু হন, হউন; আমরা রুদ্র ও ব্রহ্মার স্বতন্ত্রভাবে উপাসনাকারিগণের অধঃপাত শাস্ত্রীয় ইতিহাসে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের উভয়কে মস্তক-দ্বারা প্রণাম-পূর্ব্বক উপেক্ষের অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি।

প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ প্রভৃতি বিষ্ণুপরায়ণ বলিয়াই শম্ভুর ও ব্রহ্মার পরম প্রিয় ও ভুবনমঙ্গলকারী।

রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক প্রভৃতি অসুরগণ শিব ও ব্রহ্মার ভক্ত হইয়াও তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারেন নাই কিংবা শ্রীহরির জগদ্বৈরী হইয়াছিলেন।

রাবণ ব্রহ্মা ও শিবকে স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর অনুগত বিচার করিবার পূর্ব্বে স্বতন্ত্রপরমেশ্বররূপে (১) উপাসনা করায় ব্রহ্মা ও রুদ্রের আসুরিক ইচ্ছায়ই বিনষ্ট হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও রুদ্র তাঁহাদের ঔরস অবৈষ্ণব ভক্তত্রয়কে ব্রহ্মা করিবার পরিবর্ত্তে বিনাশই কামনা করিয়াছিলেন।

রাবণ ব্রহ্মা ও শিবের ভক্ত ছিলেন। ব্রহ্মা ও শিবকে পূজা (?) করিয়া ব্রহ্মার পিতা (২)ও শিবের ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী হরণ করিবার দুইতা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবরাজ ব্রহ্মা ও বৈষ্ণবরাজ শম্ভু কখনও তাঁহাদের ভৃত্যের দ্বারা নিজেদের প্রভুর অবমাননাকারীর পূজা গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা কখনও স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে তাঁহাদের সেবাকারীর সেবা গ্রহণ করেন না। ঐ পূজা তাঁহাদের গাত্রে অগ্নি-বৃষ্টির ন্যায় প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মার প্রদত্ত মৃত্যুবাণ ব্যতীত রাবণের মৃত্যু হইত না। কারণ, রাবণ ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে এরূপই বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার ঔরস অবৈষ্ণবপূজাকারীর বিনাশের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে ঐ সময়ের কথা বলিয়া দেন এবং ঐ বাণে রাবণের মৃত্যু হয়।* যাঁহারা রামের ঈশ্বর শিবকে স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা করেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিতে গুরুপরায়ণতার দুর্ব্বুদ্ধি লুক্কায়িত। তাঁহারা কখনও শিবের বা হরির পূজা করিতে পারেন না।

বাণ—রুদ্রের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহারই নিকট হইতে সহস্রবাহু প্রাপ্ত হন। আবার সেই রুদ্রেরই সহিত বাণ প্রতিযোগিতামূলক যুদ্ধ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। শম্ভু এইজন্য বাণকে অভিসম্পাত করেন। রুদ্রের সহিত যুদ্ধে বাণের সহস্রবাহুর মধ্যে কেবলমাত্র চারিটী বাহু অবশিষ্ট থাকে। রুদ্র বাণকে একেবারেই বিনষ্ট করাইতেন এবং বিষ্ণুভক্ত মহাদেবের ঔরস অবৈষ্ণব পুত্রকে চিরতরে সংহার করিয়া তাঁহাকে জীবের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা চরমদণ্ড, সেই প্রত্যবগতি প্রদান করিতেন; কিন্তু বৈষ্ণবরাজ দেখিলেন যে, ভগবান্ বিষ্ণু প্রহ্লাদ তনয় পরম প্রিয় ভক্ত বলিরাজকে বর প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"বলির বংশজাত সন্তান শ্রীকৃষ্ণের অবজ্ঞা হইবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে কখনও প্রত্যবগতিপ্রদানরূপ চরম দণ্ড প্রদান করিবেন না।"—শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম শম্ভু নিজ-প্রভু শ্রীহরির এই বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন যে, বাহুছেদনাদির দ্বারা বাণের অপেক্ষা দণ্ডপ্রদান করিলেও প্রভু যেন বাণকে প্রাণে বিনাশ না করেন। এই জন্যই শ্রীহরি বলিরাজের পুত্র অবৈষ্ণব ভক্ত-পূজক বাণকে প্রাণে বিনাশ না করিয়া কেবল তাঁহার বাহুছেদন-পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলেন। রুদ্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—

"অহং ব্রহ্মাথ বিবুধা মুনয়শ্চারণাধ্যক্ষাঃ।
সর্ব্বাত্মনা প্রপন্নাস্ত্বামাত্মানং প্রেষ্ঠমীশ্বরম্।
অনুগ্রহেহং ভগবাঞ্ছক্তেষ্ঠং
কিমতঃপরমত্র ব্রূমহে দেবম্।"
(ভাঃ ১০।৬৩।৪৩, ৪৪)

---

* যেঽন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥' (গীতা)

(১) স্বতোঽবগন্তা বিষ্ণু ব্রহ্মরুদ্রপিতা।

"হে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ, আমি (শিব), ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণ, আমরা সকলেই আপনার প্রিয়তম পরমেশ্বর আপনার শরণাগত।

আমরা জন্ম-জন্মান্তরে ভক্তিযোগ-লাভের জন্য আপনার আরাধনা করিতেছি।

যাহারা স্বতন্ত্রভাবে রুদ্রের উপাসনা করেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি প্রতিযোগিতামূলী। তাঁহারা রুদ্রের নিকট হইতে তপস্যাপ্রভাবে সহস্রবাহু লাভ করিয়া, সেই প্রাপ্ত দানের দ্বারা নিজ ইষ্টদেবকে (?) সাধনসময়ে বিনাযুদ্ধে অর্থাৎ নির্ব্বিশিষ্ট করিবার জন্য প্রতিযোগিতা-যুদ্ধে আহ্বান করেন। শিবের বৈধ বা প্রকৃত উপাসক ব্রহ্মেতরগণের এইরূপ অবৈধ চিত্তবৃত্তি নহে।

এই ত' গেল বাণের কথা, পৌণ্ড্রকের চরিত্রেও আমরা অবৈধ শিবপূজার বিষময় ফল দেখিতে পাই। পৌণ্ড্রক খুব উৎকট শিবভক্ত ছিলেন। কল্পবাধিপতি পৌণ্ড্রক ছিলেন কেবলাদ্বৈতী—"সোঽহং"বাদী—অবৈধ শ্রীরুদ্র-পূজকগণের আদর্শ। পৌণ্ড্রক নিজেকে "বাসুদেব" বলিয়া নির্দ্দেশ এবং বাসুদেবের চিহ্নসমূহ কৃত্রিমভাবে ধারণ-পূর্ব্বক স্বয়ংভগবান্ বাসুদেবের নিকট জানাইলেন যে, "পৌণ্ড্রকই বাসুদেব", অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেন "বাসুদেব" নাম এবং বাসুদেব-চিহ্ন-সমূহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পৌণ্ড্রকের শরণ গ্রহণ করেন, নতুবা তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কাশীর সমীপে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে কাশীরাজ পৌণ্ড্রকের পৃষ্ঠপোষকরূপে তাঁহার অনুগমন করিলেন। পৌণ্ড্রককে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, তিনি অচিরেই অবৈধ রুদ্রপূজকের মিথ্যা 'বাসুদেব'-নাম-ধারণ পরিত্যাগ করাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্রের দ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। পৌণ্ড্রক সর্ব্বাপেক্ষা চরম ও ভীষণ দণ্ড —আত্মবিনাশশক্তি লাভ করিল। রাজনীতিবিশারদগণও ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বা গুরুদণ্ড (capital punishment) বলিয়া থাকেন।

এদিকে কাশীরাজের ছিন্নমস্তক কাশীপুরীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতৃঘাতী শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশোধ লইবার জন্য অতি কঠোর ও তীব্রভাবে রুদ্রের উপাসনা করিতে লাগিলেন। আশুতোষ সুদক্ষিণের তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদানমূলক বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে সুদক্ষিণ পিতৃঘাতীর বধোপায় প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব সুদক্ষিণকে অভিচার-বিধানানুসারে দক্ষিণাগ্নির পরিচর্য্যা করিতে আদেশ করিলেন। অভিচার-কুণ্ড হইতে এক মহাভয়ঙ্কর ত্রিমুণ্ড মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সুদক্ষিণ ঐ কৃত্যাকে দ্বারকা দগ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিলে শৈবমূর্ত্তি অত্যন্ত দুঃখ ও অনিচ্ছার সহিত দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন; যে সুদর্শনের তেজের নিকট দুর্ব্বাসার পর্য্যন্ত পলাইবার সাধ্য ছিল না, সেই সুদর্শনাস্ত্রের তেজের দ্বারা প্রতিহত হইয়া ঐ শৈবমূর্ত্তি সুদর্শনের চরণে পতিত হইলেন এবং বিবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। সুদর্শন সুদক্ষিণকে পোড়াইবার জন্য শৈবমূর্ত্তিকে আদেশ প্রদান করিলে, তিনি অবৈধ রুদ্রপূজক পুরোহিতগণের সহিত কাশীরাজ সুদক্ষিণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সুদর্শন সমস্ত কাশীপুরীকে দগ্ধ করিয়া দিলেন।*

এখন বৃকের কথা বলি। বৃক—শিবের মহাভক্ত ছিলেন। শিবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া বৃক এই বর লাভ করিলেন যে, তিনি যাহার মস্তকে হস্তপ্রদান করিবেন, অমনই সে বিনষ্ট হইবে। শিবের নিকট হইতে এই বর প্রাপ্ত হইয়া বৃক শিবের ঐ বরের সত্যতা সদ্য-সদ্যই পরীক্ষা করিবার জন্য শিবের মস্তকে হস্ত-প্রদানে উদ্যত হইলেন। ভোলানাথের ত' চক্ষু স্থির! তিনি অচিরে স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রভু শ্রীবিষ্ণুর নিকট শ্রীবৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সকল কথা শ্রীহরিকে জানাইলেন।

ভগবান্ শ্রীহরি নিজভক্তকে পাষণ্ডপূজকরুদ্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ-পূর্ব্বক

* তোমারে বলিয়া প্রভু, শিবপূজা কৈল।
অতএব তাঁর বধ তাহারে যুয়ায়।
কেহো যে বলিলু প্রভু, তোমার বলিয়া।
মোর সেবা করে তারে যাহি পোড়াইয়া।
তুমি মোর আশ্রয়, তুমি মোর বল।
তুমি পিতা-মাতা, তুমি বন্ধুজন।
যে তোরে নিন্দিয়া করে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার।
পূর্ব্বের সাক্ষাৎ করি' যারা সংহারিং।
তখিজনে দুষ্ট তার হইলা বিদিত।
বলিয়া তোমার আজ্ঞা, আজ্ঞা-ভঙ্গ-দুঃখে।
দুই ভাই যায় যায়, দুর্গে রেখে মুখে।

বৃকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"তুমি পাগল শিবের কথা বিশ্বাস করিও না। তোমাকে বঞ্চনা করিবার জন্য শিব ঐরূপ কথা বলিয়াছে। তোমার নিজের মাথায় হস্ত দিয়া দেখ।"

বৃক যেমন নিজ-মস্তকে হস্ত প্রদান করিলেন, অমনি নিজের অস্ত্র তাঁহার নিজের উপরই বর্ষিত হইল—বৃক আপনার অস্ত্রে আপনাকেই হত্যা করিলেন।

পাঠক! এখানে নিজভক্ত শিবকে পাষণ্ডের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে-সকল উক্তি করিয়াছিলেন, সেইগুলি মিথ্যা নহে, পরম সত্য। শিব ত' নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে পাগল—অবধূত। তবে যে তিনি সময় সময় নিজ-ভজন-চেষ্টা হইতে বহির্মুখজগৎকে ঘুরে রাখিবার জন্য বরাদি প্রদান বা বিষ্ণুর বিরুদ্ধ মত প্রচারাদি করেন, তাহা তাঁহার বিমুখ বা অসুর-বঞ্চনা মাত্র। সুতরাং 'শিব বৃককে বঞ্চনা করিয়াছেন,'—এই কথাও পরম সত্য।

নির্ব্বিশেষবাদী, মায়াবাদিগণের রুদ্রভক্তি ঐ বৃকেরই ন্যায়। তাহারা যে ভগবানের পূজা করে, সেই ভগবানেরই পদবী-গ্রহণে অভিলাষী হয়। রুদ্রকে গুরুরূপে বা ইষ্টরূপে পূজা করিয়া কিছু শক্তি-সঞ্চয় হইলেই সেই সকল "সোঽহংবাদী" রুদ্রের ন্যায় সাজিয়া রুদ্রের মাথায় হাত দিতে অগ্রসর হয়। রুদ্রের আশীর্ব্বাদ-গ্রহণের পরিবর্ত্তে রুদ্রের মাথায় হস্তপ্রদানের ছলনায় (মস্তকে হস্ত-প্রদান গুরু বা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির লঘু বা কনিষ্ঠের প্রতি আশীর্ব্বাদ-প্রদানের চিহ্ন) রুদ্রকে বিনাশ করিবার প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি-মূলে তাহারাই রুদ্র হইতে চাহে। কিন্তু কৃষ্ণ এরূপ অবৈধ রুদ্রপূজকের দণ্ড (capital punishment) প্রদান করেন। যাহারা নিজদিগকে 'মুক্ত,' 'শিব' বা 'ব্রহ্ম' মনে করে, তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "তোমরা যখন 'শিব' (!), তখন অপর শিবের মস্তকে হাত প্রদান না করিয়া তোমাদের নিজেদের হাত নিজেদের মস্তকে দিলেই ত' তোমাদের সিদ্ধান্তানুসারে শিবের মস্তকে হাত দেওয়া হয়। তাহাতে ঐরূপ সিদ্ধান্তকারী ব্যক্তি শঙ্কিত হইয়া নিজেই নিজের আত্মহত্যা করিয়া বসে। কারণ, বিষ্ণুর পরমশ্রেষ্ঠ—পরমভক্তকে—নিত্য সনাতন শিবকে বিনাশ করিবার ক্ষমতা অবৈধ বা পাষণ্ড শিবপূজকগণের নাই।

নির্ব্বিশেষবাদী বা মায়াবাদিগণের 'ভক্তি' এইরূপ। তাহাদের জন্য ভক্তি ভগবান্‌কে—গুরুকে বিনাশ করিবার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যে (নির্ব্বিশেষ করা অর্থই বিনাশ করা—হস্ত-পদাদি বিচ্ছিন্ন করা); কিন্তু চরমে তাহারা নিজেরাই আত্মবিনাশ বা আত্মহত্যা-ফল লাভ করে।

এখন ক্রৌঞ্চের কথা বলি। ক্রৌঞ্চ—ব্রহ্মার বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন—ব্রহ্মার নিকট হইতে মহাবল লাভ করেন। বল লাভ করিয়া কিন্তু বিষ্ণু ও তদ্ভক্ত সুরগণের বিদ্বেষী হওয়ায় ব্রহ্মার প্রেরিত সেনাপতি কার্ত্তিকের দ্বারা বিনষ্ট হন।

শ্রীমদ্ভাগবত একটি উদাহরণের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ কেন সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, কেনই বা শিবেরও প্রভু, আর শিবই বা কেন নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—সর্ব্বদুষ্কৃতবিনাশকারিণী, সকল দেবতা, ঋষিগণের দ্বারা সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে পরম পূজ্যা গঙ্গা একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ-কমল হইতেই নির্গতা হইয়াছেন। এক বিষ্ণু ব্যতীত শিব বা অন্য কোনও দেবতার পাদদেশ হইতে গঙ্গা নির্গত হইতে পারেন না। শিবের পাদদেশ হইতে নির্গত হওয়া দূরে থাকুক, শিব ঐ কথা মনে ভাবিতেও পারেন না। এজন্য তিনি নিরন্তর সেই বিষ্ণুচরণামৃত বিষ্ণুপদী গঙ্গাকে তাঁহার মস্তকে ধারণ করেন, গঙ্গাজল মস্তকে না ঢালিলে শিবের পূজাই হয় না। বিষ্ণু যদি শিবের দাস হইতেন, তাহা হইলে কি তিনি তাঁহার শ্রীচরণামৃত শিবকে নিরন্তর মস্তকে ধারণ করিতে দিতেন? এইজন্য ভাগবত বলিয়াছেন, বিষ্ণুর চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিয়াই শিব 'শিব' অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন। এই হেতু

---

* বিষ্ণুপাদপদ্ম বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবাকে সংহার।
শিরশ্ছেদি' শিব পূজিলাও বলাদর।
তোমা' লঙ্ঘি' পাইলেক সকলে বরদ।
সর্ব্বদেব-মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
তুলাতুল্য যত—সব তোমার কিঙ্কর।
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা যাই' সেই দাস তাহারে সংহারে।
তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি-দেব ভজে।
কৃষ্ণমূল কাটি' যেন শাখেরে পূজে।
ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শম্ভু, সর্ব্ব—সর্ব্বমূল তুমি।
যে তোমা না ভজে, তার পূজা নহি আমি।

(ভঃ ভাঃ মধ্য ১৯ অ)

যথার্থ শিবভক্তগণ প্রচেতোগণের ন্যায় বিষ্ণুর সেবক বা প্রিয়তম বিচারে যথার্থরীতিতে শিবের পূজা করেন। তাঁহারা শিবের নিকট কৃষ্ণসেবা-বরই প্রার্থনা করেন; মূলে ও চরমে আত্মবিনাশের হেতু অন্য কোন বরই প্রার্থনা করেন না।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

শ্রীরামচন্দ্র এই সকল কথা বলিলে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ ও অবৈষ্ণব শিবপূজকগণ আর কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। আমরা পরবর্ত্তিসংখ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের কৃষ্ণপদাশ্রয়ের বৃত্তান্ত আলোচনা করিব।

বৈষ্ণব-কোষ

বৈষ্ণব-শাস্ত্র, বৈষ্ণব-সাহিত্য বিপুল ও অনন্ত। অনেকে বৈষ্ণব-শাস্ত্র বা বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়া তাহার বিচিত্র পরিভাষা-দর্শনে বিষয়-আলোচনা হইতে বিরত হইয়া পড়েন। অধিক কি, যাঁহারা জগতের প্রাকৃত সাহিত্যের পরিভাষাগুলিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিয়া অনেক সময় মনে করেন যে, "গৌড়ীয়ে"র সম্পাদক-সঙ্ঘ বোধ হয় অভিধান হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি কঠিন ও অপ্রচলিত শব্দরাজির সন্নিবেশ-দ্বারা প্রবন্ধ রচনা-পূর্ব্বক সাধারণের নিকট ঐ প্রবন্ধকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া পাণ্ডিত্যের প্রশংসা আহরণ করিতে চাহেন। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহাদের কোন দোষ নাই, কিন্তু এই স্থানে তাঁহাদের অজ্ঞতাই ঐরূপ ভ্রমণের পরিচালিকা।

প্রাকৃতই হউক, আর অপ্রাকৃতই হউক, প্রত্যেক বিষয়েরই কতকগুলি 'পরিভাষা' আছে। 'পরিভাষা' না থাকিলে কোন বিপুল ও প্রণালীবদ্ধ বিষয়কে স্বল্পাক্ষরে ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে বোঝান' যায় না। পরিভাষা অধ্যয়নিত বহু বিষয়কে এক জায়গায় সন্নিবিষ্ট করিয়া যত্ন পরিশ্রমে ঐ বিষয়গুলিকে খুব বৈজ্ঞানিক প্রণালীবদ্ধ-ভাবে ব্যক্ত করে। যে কোনও সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, প্রত্নবিদ্যা, গীত-নাট্য-বিদ্যা, বিবিধ কলা-বিদ্যা, ব্যাকরণ, ন্যায়—প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট পরিভাষা আছে। ঐ সকল বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে ও বিষয়ে যদি পরিভাষা ব্যবহার না করিয়া প্রত্যেক বারে সাধারণে প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে বক্তব্য বিষয় বলা একদিকে যেমন অসম্ভব, অপরদিকে তেমনি এত বিপুলাকার হইয়া পড়িবে যে, তদ্দ্বারা কেহ কোন দিন বক্তব্য বিষয়-জ্ঞানে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না।

যেমন ব্যাকরণ-শাস্ত্রে বৃত্তি, ভাগ, হ্রস্ব, লঘু, উপধা, প্রাতিপদিক, নিপাত প্রভৃতি অসংখ্য পরিভাষা আছে; অঙ্কশাস্ত্রে হর, লব, দশমিক, পৌনঃপুনিক, ঐকিক, সাঙ্কেতিক; জ্যামিতিতে ঘন, চাপ, লম্ব, চতুর্ভুজ, কর্ণক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র প্রভৃতি অসংখ্য পরিভাষা আছে; আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে শোধন, জারণ, রেচক, বাধক, প্রদাহ, বিষোষ প্রভৃতি অসংখ্য পরিভাষা আছে; জ্যোতিঃশাস্ত্রে তৃণক, তোটক, কুলজ-প্রবাত, যুগলবদ্ধ, চক্রবন্ধ প্রভৃতি অসংখ্য পরিভাষা আছে; সঙ্গীত-শাস্ত্রে গণ্ডক, গমক, প্রক্ষেপ, বিক্ষেপ, প্রহণন, বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী, বিবাদী, আশ, আলাপ, মিড়, ঠাট, তান প্রভৃতি অসংখ্য পরিভাষা আছে; ন্যায়-শাস্ত্রে আসত্তি, অনুপপত্তি, জ্ঞেয়াভাস, সঙ্গতি, অর্থাপত্তি, ছল, জাতি, নিগ্রহ, পরামর্শ, উপলব্ধ প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য পরিভাষা আছে। এখন যদি ঐ সকল শব্দ সাধারণে প্রচলিত নহে বলিয়া বা উহার সাধারণ অর্থ অন্যরূপ বলিয়া ঐ সকল পরিভাষা ব্যবহারে সমাজ আপত্তি করেন, তাহা হইলে বস্তুবিজ্ঞান-শাস্ত্রই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এখন ব্যাকরণ-শাস্ত্র পড়াইতে গিয়া যদি পণ্ডিত মহাশয়কে উপধা, বৃদ্ধি, গুণ বা সিদ্ধান্ত—এই পরিভাষা ব্যবহার না করিয়া প্রত্যেক বারই উহার বিস্তৃত সংজ্ঞা সাধারণের বোধ্য ভাষায় ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়ের অধ্যাপনাই অসম্ভব হইয়া উঠে। জ্যামিতি অধ্যাপনা-কালে "চারিটী সরল রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ সরল রৈখিক ক্ষেত্রকে 'চতুর্ভুজ' বলে"—এই সাধারণ সংজ্ঞা বলিলেও অনেকের আবার 'রৈখিক ক্ষেত্র' পরিভাষাটী জানা না থাকিলে যদি আবার 'রৈখিক ক্ষেত্রে'র সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ-মুখে অধ্যাপককে বলিতে হয়—'সরল রেখা-দ্বারা সীমাবদ্ধ সমতল ক্ষেত্রকে সরল রৈখিক ক্ষেত্র বলে'; আবার 'সমতল ক্ষেত্র' পরিভাষাটী সাধারণের জানা না থাকিলে যদি তৃতীয় সংজ্ঞা দিয়া বলিতে হয়,—'এক বা একাধিক রেখা-দ্বারা সীমাবদ্ধ সমতলের অংশ-বিশেষকে 'সমতল ক্ষেত্র' বলে; 'সমতল ক্ষেত্র' বুঝাইতে গিয়া সাধারণের যদি 'সমতল' এই পরিভাষাটী না জানা থাকে, তবে তজ্জন্য চতুর্থ সংজ্ঞা প্রদান করিয়া যদি বলিতে হয়, "যে তল সম্পূর্ণরূপে চেপ্‌টা এবং সরল, কোনস্থান উঁচু নীচু নহে, তাহাকে 'সমতল' কহে"; 'এখানে আবার 'তল' পরিভাষাটী যদি সাধারণের বোধ্য না হয়, তজ্জন্য আবার পঞ্চম সংজ্ঞা দ্বারা বুঝাইতে হয় যে, "দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিশিষ্ট বস্তুর উপরিভাগ বা সিঁটকে 'তল' বলে", 'দৈর্ঘ্য-প্রস্থ' পরিভাষাটী সাধারণের জানা নাই বলিয়া যদি আবার ষষ্ঠ সংজ্ঞা-দ্বারা বলিতে হয়,—"যে বস্তুর দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ আছে, তাহাই 'ঘন' বস্তু"; আবার 'দৈর্ঘ্য', 'বিস্তার', 'বেধ' প্রভৃতি কথাও কাহারও কাহারও না জানা থাকিতে পারে; তাহা হইলে দেখুন, সাধারণকে এক 'চতুর্ভুজ' বুঝাইতে কতগুলি সংজ্ঞা বলিতে হয়। এইরূপ সাহিত্য বা শাস্ত্রে ব্যবহার 'চতুর্ভুজ' শব্দটী প্রয়োগ করা আবশ্যক হইলে, তত্তদ্বারাই যদি ঐ সংজ্ঞাগুলিকে বা চতুর্ভুজের চিত্রটীকে আঁকিয়া দেখাইতে হয়, তাহা হইলে একটী 'চতুর্ভুজ' শব্দ-দ্বারা কোনও প্রবন্ধ রচনা ত' দূরে থাকুক, বাক্য-রচনাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ একটী 'প্রবন্ধের' প্রত্যেক বাক্যেই এইরূপ কত কত পরিভাষার আবশ্যক হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ "চতুর্ভুজ" শব্দটি বিভিন্ন শাস্ত্রে ও সাহিত্যে বিভিন্ন প্রকারের বস্তু বুঝাইবে। জ্যামিতি-শাস্ত্রে যাহাকে 'চতুর্ভুজ' বুঝাইবে, পারমার্থিক বর্ণন-শাস্ত্রে সেই চতুর্ভুজের অর্থ অন্যপ্রকার। বিজ্ঞানালোকের পরিভাষায় যাহাকে 'বাদী' বা 'বিবাদী' বুঝাইবে, সঙ্গীত-শাস্ত্রের পরিভাষায় তাহার অর্থ অন্যরূপ। সঙ্গীতে যে স্বরটী প্রধান, তাহাই 'বাদী', আর বর্জ্জিত স্বরকে "বিবাদী" বলে।

এইরূপ বিপদ হইতে লোকদিগকে উদ্ধার এবং বক্তব্য বিষয়কে নিয়মিত, সংক্ষিপ্ত, সুখলিত বা সর্ব্বত্র সংরক্ষিত করিবার জন্য পরিভাষার প্রয়োজন হইয়াছে।

ভক্তিশাস্ত্রে এরূপ অসংখ্য পরিভাষা আছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রাকৃত শাস্ত্র, প্রাকৃত কথা, সাধারণ তথাকথিত 'ধর্ম্ম', 'অধর্ম্ম' লইয়া আলোচনা করি। এ সকলের পরিভাষাই সুতরাং আমাদের অধিকার। পরমার্থিক আলোচনা আমাদের অনেকেরই নাই, আর যাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরও চিন্তাস্রোত পরিভাষার শব্দ-ঝঙ্কার, অনুস্বার, বিসর্গেই আবদ্ধ ও বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহারা উহাই বিষয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিতেছেন না। এ-জন্য ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের কৌশল বলিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

"বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।"

"গৌড়ীয়ে"র ভাষা আমরা অনেকে বুঝি না; গৌড়ীয়-মঠের কথা আমরা অনেকেই বলিতে পারি না বলি, আর তৎকারণ-ভ্রমে তাঁহাদের ভাষাসমূহকে লোকবোধ্য ভাষার বিপরীত বলিয়া থাকি। প্রকৃত-পক্ষে উহা ভাষার কাঠিন্য নহে, আমাদের শ্রবণের অভাব—বৈষ্ণবের নিকট অভিগমন-প্রবৃত্তির অভাব—একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসা ও তজ্জন্য আন্তরিকতা এবং সহিষ্ণুতাপূর্ণ প্রযত্নের অভাব; আর সর্ব্বাপেক্ষা অভাব—যে রাজ্যের ভাষা বা যাঁহাদের ভাষা শুনিব, তাঁহাদের সহিত সমচিত্তবৃত্তির অভাব। সমচিত্তবৃত্তির অভাব হইলে অন্তেবাসী শিষ্যও গুরুর কথা বুঝেন না।

আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি, অমুক ব্যক্তি যে-সকল ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মের কথা বুঝাইতে সরল, সহজ, লোকবোধ্য উপধা দিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মের কথাগুলি—ধর্ম্মের মীমাংসাগুলি জলের ন্যায় সরল হইয়াছে; কিন্তু গৌড়ীয় মঠের যেমন কথা, তেমন লেখা—সব অবোধ্য—এই যুগদাড়া।

অভিযোগকারিগণের কথা আপাত খুবই সত্য ও বহুলোকের—বহুলোকের কেন, শতকরা শত জনেরই সমবেদনা আকর্ষক; কিন্তু এখানে একটি বক্তব্য আছে,—ধর্ম্মের তথাকথিত বক্তা যে-সকল কথা, উপদেশ প্রভৃতি প্রধান করিয়াছেন বা করেন, তাহাতে এত অবশ্যম্ভাবী ইন্দ্রিয়তর্পণ আছে যে, আর তাহা লৌকিক চিন্তাস্রোতের সহিত—মানবের মনে যাঁহা ধর্ম্মের সহিত এত খাপ খায় যে, সেই সকল কথাগুলি আমরা খুব সহজে বুঝিতে পারি। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠ যে-সকল কথা বলিতে বসিয়াছেন, তাহা এই জগতের কোন কথা নহে—জগতের সাহিত্য, জগতের সমাজ, জগতের দর্শন, বিজ্ঞান বা শিল্পের কোনও কথা, লৌকিক নীতিরও কোনও উপদেশ নহে—প্রচলিত ধর্ম্মের বা বহির্ম্মুখ চিত্তের সম্বন্ধের কোন কথা নহে—তাহা জগতের লোকে শোনে নাই; শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ থাকিলেও উহা লোকের দ্বারা সম্পূর্ণ বিকৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, উহা বাজারে প্রচলিত ধর্ম্মের কথা নহে; উহা শুনিতে হইবে এবং সহিষ্ণুতার সহিত শুনিতে শুনিতে বুঝা যাইবে; অপর কোনও উপায়ে বুঝা যাইবে না, ব্যাকরণের দ্বারা বুঝা যাইবে না, জগতের অভিধানের দ্বারা বুঝা যাইবে না, গ্রাম্য কথার পটুতা থাকিলে বুঝা যাইবে না, অধিক সংস্কৃত জ্ঞান বা শব্দশাস্ত্রে প্রবেশ থাকিলেও বুঝা যাইবে না, বরং অত্যন্ত কঠিন—দুর্ব্বোধ্য ও বিপরীত বোধ হইবে। কেন না, ঐগুলি আদৌ সূর্য্যের সোনা কথা নহে, তারপর আবার ঐগুলি বহির্ম্মুখতার সঙ্গে আদৌ খাপ খায় না। এই দুই কারণে "গৌড়ীয়" বা "গৌড়ীয়মঠের" শব্দ, বাক্য, কথাবলি আপাত খুব দুর্ব্বোধ্য মনে হয়।

দেখুন, খুব ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করুন, জগতে যে-সকল ধর্ম্মের কথা, উপদেশ প্রচলিত আছে বা প্রচারিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই ন্যূনাধিক লোকের শুনা আছে, তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের কম শুনা থাকিলেও তাহার তাই বহু জনসাধারণ অনেকেরই শুনা আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত কথা লোকে শুনা আছে মনে করিলেও "আদৌ শুনা নাই," আর যেটুকু শুনা আছে, সেই বিকৃত শুনা, সেই ভুল শুনাকে সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ঐ সকল আবর্জ্জনা উৎপাটিত করিয়া না ফেলা পর্য্যন্ত প্রকৃতভাবে শুনাই হইবে না। এই কথাটা আপাততঃ খুব যুক্তিকতাব্যঞ্জক মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা, অনুভবকারি ব্যক্তিই বুঝিবেন—অপরে বুঝিবেন না। যিনি এই কথার এমন যুক্তিকতা মনে করিতেছেন, কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার যদি কোনদিন প্রকৃত কথাগুলি শুনিবার জন্য কর্ণ প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তিনিও বহির্ম্মুখ লোকের নিকট ঐরূপ যুক্তিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া একদিন প্রকৃত সত্যটি উপলব্ধি করিতে করিতে বাস্তব-সত্য প্রচার করিবেন। এই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম যে, 'গৌড়ীয়' ও "গৌড়ীয়মঠে"র কথা কিছুতেই বহির্ম্মুখতার নৈসর্গিক রুচির সহিত খাপ খাইবে না—কিছুতেই না—কিছুতেই না—কিছুতেই না, ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। কিন্তু সাধারণ প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞাগুলি—উপমা, দৃষ্টান্তগুলি বহির্ম্মুখতার ওষ্ঠাতে খুব সমস্বরে আঘাত করে—'মনের মতন' বলিয়া লোকে তখনে টানিয়া লয়।

ইহা প্রত্যক্ষ শত শত দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে' শব্দশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি একমাত্র সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ-ফলেই গৌড়ীয়মঠের কথা, যাহা শাস্ত্রজ্ঞতার অভিমানকারী পণ্ডিতের নিকট সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য ও মুহ্যমান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা অতি সহজে ও সুন্দর-রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন।

আমরা গৌড়ীয়-সাহিত্য ও ভক্তিশাস্ত্রের পরিভাষাগুলিকে সাধারণের নিকট পৃথগ্‌ভাবে পরিচিত করাইবার জন্য সময়ে সময়ে গৌড়ীয় পত্রে ঐ সকল পরিভাষার ব্যাখ্যা, সংজ্ঞা বা বিবরণ প্রদান করিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

পাঠকগণের অনেকেই অবগত আছেন যে, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বৈষ্ণব-সাহিত্যের একটী বৃহৎ অভাব দূরীকরণের জন্য বহু বৎসর

---

* এই মনঃপীড়ে, হায়! বহু অভাগার।
কৃষ্ণভক্তি বাঞ্ছিবারে নহে যার 'ধর্ম্ম'!
কি সন্ন্যাসী, কি ভপস্বী, কিবা জ্ঞানী যত।
পড় যত এই মনঃপীড়ে আছে কত॥
নেহ না বাখানে, হায়! কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
নাহি শুনে যাহা, আর কিবা সর্ব্বক্ষণ॥
অতএব পাপিষ্ঠ মোরা সেই যাহা ধরে।
কৃষ্ণনাম কেহ লাহা' সদরে না করে॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৪)

পুরী হইতে 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা' নামক একখানি বিশ্ববৈষ্ণবকোষ-গ্রন্থ সঙ্কলনের প্রয়ত্ন করিতেছেন। যদি জগতের ভাগ্যে এ সুবিপুল গ্রন্থটী কখন প্রকাশিত হয়, তবে জগতের যে কি উপকার হইবে, তাহা অবর্ণনীয়।

আমরা সেই কোষগ্রন্থেই আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র-সেবা-মানসে এবং সাধারণ পাঠকগণকে বৈষ্ণবশাস্ত্রের পরিভাষার সহিত পরিচিত করাইবার জন্য "গৌড়ীয়" পত্রে সময়ে বিভিন্ন পরিভাষা লইয়া আলোচনা করিব। দশবৎসরের প্রচারিত গৌড়ীয়ে ঐ কার্য্য ন্যূনাধিক বিভিন্নভাবে যে সম্পাদিত হয় নাই, তাহা নহে; তথাপি "পারমার্থিক পরিভাষা-পরিচয়" শীর্ষক স্তম্ভে আমরা বিশেষভাবে ঐ সকল পরিভাষার আলোচনা করিব।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

প্রশ্ন

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী-পাঠে জানা যায়, প্রভুর বাল্যলীলাকালে দুইটী চোর গৌর-গোপালের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার অপহরণ করিবার জন্য গৌর-গোপালকে স্কন্ধে লইয়া বিষ্ণুমায়ায় দিশাহারা হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার ঐ দুই চোরের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"পরমার্থে দুই চোর মহাভাগ্যবান্।
নারায়ণ যা'র স্কন্ধে করিলা উত্থান॥"

(চৈঃ ভাঃ আদি ৩য়)

যখন নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে নানাপ্রকার দিব্য অলঙ্কার পরিয়া বিহার করিতেছিলেন, তখনও এক দস্যু-সেনাপতি দস্যুবলসহ নিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার হরণের চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দের কৃপার পাত্র হইয়াছিলেন।

এই সকল উদাহরণ হইতে জানা যায় যে, কেহ যদি চুরি, ডাকাতি, কপটতা প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তি লইয়াও মহাপ্রভুর স্মরণ গ্রহণ করে, তবে তাহারও মঙ্গল হয়। মহাপ্রভুর বা নিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার-অপহারক ব্যক্তিগণও ভাগ্যবান্ এবং ভক্ত নহেন কি?

বিনীত নিবেদক
শ্রীভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলঙ্কার-অপহরণ-প্রয়াসী চৌর বা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার-অপহরণ-অভিলাষী দস্যু-সেনাপতি ও দস্যুদলকে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার 'ভক্ত' বলেন নাই বা তাঁহাদের ঐরূপ চেষ্টাকে 'ভক্তি' বা ভক্তির অনুকূল কোন আচরণ বলেন নাই, বরং উহাকে অপরাধময়ী চেষ্টাই বলিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলেন যে, ঐরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট কেবল ঐ বিশেষ ব্যক্তিদ্বয় বা কোন বিশেষ ব্যক্তিই ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন। 'ভাগ্য' অর্থ—এখানে সুকৃতি। তাঁহারা ব্যবহারতঃ চৌর বা দস্যু হইলেও পরমার্থে সুকৃতি-সম্পন্ন। কেন না, তাঁহারা চৌর্য্য-কার্য্য বা দস্যুকার্য্য করিতে গিয়া তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে কেহ মহাপ্রভুকে স্কন্ধে ধারণ এবং কাহারও বা নিত্যানন্দের প্রভাব-দর্শনে অকস্মাৎ নির্ব্বেদ ও নিত্যানন্দ-মহিমায় আদর উপস্থিত হইল। আমরা তদ্বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই,—কোন মূষিক বিষ্ণুমন্দিরের প্রদীপের ঘৃত অল্পের লোভে কোনও নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রদীপের নিকট উপস্থিত হইয়া ঘৃতসিক্ত 'পলিতা' গ্রহণ করিতে যেমন উদ্যত হইয়াছে, অমনি প্রদীপটী অধিকতর প্রজ্বলিত হওয়ায় মূষিক প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। মূষিকের ঘৃত-অপহরণ আর হইল না, বরং তাহাতে প্রদীপটী উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। ইহা দ্বারা মূষিকের বিষ্ণুমন্দিরের নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রদীপ উজ্জ্বল করার ফলরূপ একটি অজ্ঞাত সুকৃতি উপস্থিত হওয়ায় মূষিক পরজন্মে কোনও ভক্তগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিভজনের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই অজ্ঞাত সুকৃতিই এখানে মূষিকের ভাগ্য—এখানে মূষিক ব্যবহারতঃ বিষ্ণু-গৃহের প্রদীপের ঘৃত অপহরণে চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়াও পরমার্থে ভাগ্যবান্ অর্থাৎ উন্মুখ-সুকৃতি। চৌরদ্বয়ের বা দস্যু-সেনাপতিরও তাহাই ঘটিয়াছিল, তাঁহারা কেহ

মহাপ্রভুর অলঙ্কার চুরি করিতে গিয়া চুরি আর করিতে পারে নাই, বরং মহাপ্রভুকে স্কন্ধে বহনের অজ্ঞাত-সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছে।

নবদ্বীপের অনেক দস্যুসেনাপতি শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গের অলঙ্কার অপহরণ করিতে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দের প্রভাব ও মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ কার্য্যের প্রতি নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অজ্ঞাত-সুকৃতির দ্বারা তাহাদের যে দুষ্কার্য্য পরিত্যাগ ও সৎসঙ্গে হরিসেবায় যোগ্যতা হইয়াছিল অথবা পরজন্মে মুষিকের শুভসূত্রে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যে হরির অর্চ্চনাকালে বিষ্ণুমন্দিরে দীপদানের যোগ্যতা হইয়াছিল, সেই যোগ্যতার সদ্ব্যবহার যদি তাহারা না করে, তবে তাহাদের চৌর্য্যকার্য্য বা লোভাদিই সাধারণ ব্যক্তিগণের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে পাপী ও অপরাধী করিতে থাকিবে। এখানে অপহরণ-প্রবৃত্তি, দস্যুতার প্রবৃত্তি বা মৃতভোজনের লোভ কিছু ভক্তি-উদয়ের কারণ নহে, অসত্য কখনও সত্যের কারণ হয় না, অভক্তি কখনও ভক্তির কারণ হয় না। অজ্ঞাতভাবে অকস্মাৎ গৌরসুন্দরকে স্কন্ধে গ্রহণ বা নিত্যানন্দের প্রভাব অবধারণ, বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপের প্রজ্বলনরূপ বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে সামান্য কার্য্যগুলিতে যে সুকৃতি, তাহাই ভক্তির যোগ্যতাবিধায়ক।

কেহ যদি উপরি-উক্ত উদাহরণসমূহের অবৈধ সুযোগ লইয়া মনে করে যে, যখন ঐরূপ চৌর্য্যবিদ্যা, দস্যুবৃত্তি বা মৃতাশনরূপ প্রভৃতি দ্বারা অতি সহজেই সুকৃতির উদয় হয় বা ভক্তির উদ্রেক হয়, তখন আমিও ঐরূপ ঠাকুরের অঙ্গের অলঙ্কার চুরি, শালগ্রামের পৈতা চুরী বা ঠাকুরের সেবায় ঘৃত ও ভোজ্যাদিতে লোভ করিয়া আমার ভক্তিবৃত্তি উদয় করাইব, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ঠিক উল্টা বুঝিল।

মতলব করিয়া পাপ বা অপরাধের দ্বারা যদি মঙ্গলের পন্থা আবিষ্কার করা যাইত, তাহা হইলে দুনিয়াতে বহু অসদ্বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আছে, তাহারাই ধার্ম্মিকের সংখ্যা ও ভাগ্যবানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভোগানুলব্ধিযুক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় এই সকল বিষয় বুঝিতে না পারায় তাহারা অসদ্বৃত্তি, পাপ, অপরাধ প্রভৃতিগুলিকেই তাহাদের কল্পিত ভক্তি বা ইন্দ্রিয়-তর্পণের উপায়রূপে অবধারণ করিয়াছে। অপ্রাকৃত শ্রীনামের আভাসে যাবতীয় পাপ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয় বলিয়া পাপবৃত্তি চালাইবার জন্য শ্রীনামের আশ্রয়-গ্রহণ-ছলনারূপ 'নামাপরাধ' কিছু 'নামাশ্রয়' নহে। সেইরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের কোনও পাপকার্য্য করিতে গিয়াও অজ্ঞাত-সারে অকস্মাৎ সুকৃতির উদয় হইয়াছে বলিয়া তাহা সকল দৃষ্টান্তে কার্য্যকরী হইবে না। বিল্বমঙ্গলের বেশ্যার সেবা করিতে গিয়া অকস্মাৎ নির্ব্বেদ হইয়াছিল বলিয়া সকলেই যদি বারবনিতার আশ্রয়গ্রহণই ভক্তি-উদয়ের কারণ মনে করে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের আগ্রহগিরি ও পাপপ্রবৃত্তির পাহাড় লুক্কায়িত রহিয়াছে, জানিতে হইবে।

মহাপ্রভুর অলঙ্কার চুরি করিতে গিয়া যদি কেহ মহাপ্রভুকে স্কন্ধে করিবার পরিবর্ত্তে মহাপ্রভুকে আঘাত করিয়া বসেন, তখন সুকৃতির পরিবর্ত্তে তাঁহার দুষ্কৃতিরই উদয় হইবে। আবার কেহ যদি নকল করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ নমস্কার-পূর্ব্বক তাঁহাকে স্কন্ধে স্থাপন করিয়া তাঁহার অলঙ্কার হরণ করে, তাহা হইলেও ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে কপটতা থাকে, সুকৃতিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সুকৃতির উদয় হয় না। এইরূপ চেষ্টার জন্য ঐ ব্যক্তিকে মহা-অপরাধে নিমজ্জিত হইয়া জন্ম-জন্মান্তর বহির্ম্মুখতা ভোগ করিতে হইবে। সেবাবুদ্ধির যুক্তি এক, আর ভোগ কৌশলে সেবাকে ভোগ করিবার যুক্তি অন্যরূপ।

যে দস্যু-সেনাপতি ব্রাহ্মণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অলঙ্কার হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার নিত্যানন্দপ্রভুর মহত্ত্ব উপলব্ধিতে যে অজ্ঞাত-সুকৃতির উদয় হইয়াছিল, তাহাতে নির্ব্বেদ উপস্থিত ও নিত্যানন্দে ঈশ্বরবুদ্ধির উদয় হওয়াতেই মঙ্গল হইয়াছিল,—

"কতক্ষণে দস্যুসেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তা'র হইল স্মরণ॥
মনে ভাবে,—নিত্যানন্দ নয় সহজ।
সত্য সে ঈশ্বর, মনুষ্য কভু নয়॥
একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিনু ঈশ্বর-মায়ায়॥
আরদিন অদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইলে তবু মোর নহিল চেতন॥
যোগ্য মুক্তি পাপিষ্ঠেরে এ সব দুর্গতি।

হরিতে প্রভুর মন কেন কৈনু মতি।
এ মহাসঙ্কটে মোর কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর॥"

—এইরূপ বিচার করিয়া দস্যু-সেনাপতি একান্তভাবে নিত্যানন্দ-চরণে শরণ গ্রহণ ও অশেষরূপে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন,—

"এত ভাবি' দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ॥
সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরও নিস্তার॥"

দস্যু-সেনাপতি কিরূপ নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়াছিলেন?—

"দ্বিজ বলে, প্রভু এবে আমায় বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোর নাহি তায়॥
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত মরিব গঙ্গায়॥"

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ঐ ব্রাহ্মণ দস্যু-সেনাপতির ঐরূপ কপটতা-রহিত নির্ব্বেদবাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্ সব দিনু মুঞি॥
পরহিংসা, ডাকা, চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথ সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥
এত বলি' আপন গলার মালা আনি'।
তুষ্ট হই' ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি॥
নিত্যানন্দপ্রভুময় করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তা'র মস্তক-উপর॥
চরণারবিন্দ পাই' মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
সেই দ্বিজ-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ।
ধর্ম্মপথে আসি' লইল বৈষ্ণব-শরণ॥
ডাকা, চুরি, পরহিংসা ছাড়ি' অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার॥
সবেই করেন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন কৃষ্ণভক্তিযোগে দক্ষ॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ)

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যার পর)

ইন্দ্রিয়তর্পণ-রত জীবের সাধুত্বের পরিমাপ

শ্রীচৈতন্যদেব ট্রেণ ব্যবহার করেন নাই, মোটরযান ব্যবহার করেন নাই, টেলিগ্রাফ ব্যবহার করেন নাই, টেলিফোন ব্যবহার করেন নাই; সে সময় ঐ সকল আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই সময় ডোঙ্গা ছিল, নৌকা ছিল; শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের সম্বন্ধে চরিত-লেখকগণ ঐ সকল ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন। কেহ যদি বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব নৌকায় না চড়িয়া সাঁতরাইয়া নদী পার হইলেই ত' অধিক সাধুতা প্রকাশ পাইত, রামচন্দ্র খানকে নৌকা সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা মহাপ্রভুর পক্ষে ভাল কার্য্য হয় নাই, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ-সম্প্রদায় হরিসেবা-বিরোধের জন্য এইরূপ অনেক কথা বলিতে পারেন; কিন্তু হরিসেবানিপুণ ভগবদ্ভক্তগণ ঐরূপ ভাসা ত্যাগ বা ভোগের প্রতিষ্ঠার জন্য লোলুপ নহেন। কি ভাবে—কত প্রকারে হরিসেবা হয়, ইহা তাঁহারা ভাল জানেন। যাঁহারা হরিসেবার পরিবর্ত্তে মায়ার সেবায় জীবন পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশানুসারে হরিসেবা-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় পরিচালিত হইবেন না। ভোগি-সম্প্রদায় বলেন, যন্ত্রাদির সাহায্যে অসৎ সাহিত্য, নাস্তিক সাহিত্য জগতে খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রচারিত হউক, বিস্তারিত হউক। অসৎ সাহিত্য-পূর্ণ সাময়িকপত্র প্রচারিত হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে প্রসারিত করুক; আর যাহাতে হরিকীর্ত্তন খুব

সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে (তবেই আমরা অবাধ গতিতে ইন্দ্রিয়তর্পণের নৃত্য করিতে পারিব), তজ্জন্য তাহাকে ফেলিয়া মৃতপ্রায় সংস্কৃত-ভাষার (আমাদেরই কথিত dead language এর) মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার হুকুম জারি করিব (ইংরেজী ভাষায় বা জার্ম্মাণ ভাষায় প্রচারিত হইলে সনাতনত্বের ব্যাঘাত হইবে—মহাপ্রভু ত' ইংরেজী ভাষায় প্রচার করেন নাই !)—তালাচাবির পুঁথিতে আবদ্ধ রাখিয়া দিতে বাধ্য করিব ! কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুতে ভোগ-বুদ্ধিকারী, কৃষ্ণ-সেবা-প্রচারে বিঘ্নকারী, কৃষ্ণসেবা-প্রসারে —বলদেবের কার্য্যে বাধা-প্রদানকারী দুরভিসন্ধিযুক্ত গণ-গজ্জলিকার ঐ সকল কণ্টকা বিদূরিত করিবার জন্যই জীব-দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠ বহুমান যুগোপ-যোগী বাহন ও উপকরণে সনাতনী অকৈতবা হরিসেবার বাণী প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যাঁহাদের গঙ্গা-জলের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নাই অর্থাৎ যাঁহাদের গঙ্গাজলে অপ্রাকৃত বুদ্ধি নাই, তাঁহারাই 'গঙ্গার জল যেন নর্দ্দমার ভিতর দিয়া বিতরিত হইতেছে, তখন নিখিল অপবিত্রতা-বিধ্বংসকারিণী গঙ্গাই অশুদ্ধা হইয়া গিয়াছেন'—এই ছল দেখাইয়া ডোবা-পানার পচা, কৃত্রিম জল-পানের প্রবৃত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সমবেশ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে বাহাদুরী অর্জ্জন করিতেছেন। অপ্রাকৃত বুদ্ধি সুদুর্লভ সুকৃতিমানেরই হইয়া থাকে, এজন্য জগতের নিকট যাঁহারা হোমরা-চোমরা বড় লোক, বড় ধার্ম্মিক, তাঁহাদেরও এই ভুলটি হইতেছে—তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৈবৈকলক্ষ্যযুক্ত বিচারটী বুঝিতে পারিতেছেন না।

সত্য নিরপেক্ষ ; তাহা জগতের লোকের 'বড়-ছোট'-বিচারের সংখ্যাধিক্যের অপেক্ষক নহে।

(৮) আর একটী প্রশ্ন

সমাধান :—শ্রীগৌড়ীয় মঠ দীন-দরিদ্রের কুটীর হইতে রাজপ্রাসাদের মহারাজচক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সকলের নিকটই শ্রীচৈতন্যের সনাতনী বাণী প্রচার করিতেছেন। অভিযোগ—"শ্রীগৌড়ীয় মঠ কুটীর-বাসী অপেক্ষা প্রাসাদবাসীর নিকট অধিক প্রচার করেন, অশিক্ষিত জন-সাধারণ অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট অধিক প্রচার করেন !" যাঁহারা এইরূপ অভিযোগ করেন, তাঁহাদের দর্শনের যে একটা আপেক্ষিকতার ছায়াপাত পড়িয়াছে, ইহা তাঁহারা ধরিতে পারেন না। আপেক্ষিকতার ভূমিকা হইতে তাঁহাদের ঐরূপ বিচার হইয়াছে। আর যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপই করেন, তাহাও শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিকীর্ত্তন-প্রচার-প্রসারের আনুকূল্যেই। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি একটী সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলে তিনি অতি সহজেই বহু অশিক্ষিত ব্যক্তিকে সত্যপথে পরিচালিত করিতে পারিবেন, একজন ধনবান্ সত্যপ্রচারে সাহায্য করিলে বহু নির্ধনের সত্য-শ্রবণে সুযোগ হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগতগণের সময় প্রতাপরুদ্র, মানসিংহ, মধুরার শ্রেষ্ঠি-সম্প্রদায়, বীর-হাম্বীর, রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্যের সময় এক একজন বড় বড় রাজা মহারাজা হরিকথা-প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া বহু নির্ধন ব্যক্তির হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষিত পুরুষগণ সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া-ছিলেন বলিয়া—শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীব্যাসরাজ বহু বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মে আনিয়াছিলেন বলিয়া বহু অশিক্ষিতের সেই সকল কথা শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল। এমন কি, গৌড়ীয়-বিচার-বিরোধী অশ্রৌত জড়াপেক্ষা-যুক্ত বৌদ্ধগণ প্রভৃতিও অশোকের ন্যায় নৃপতির সাহায্য ব্যতীত আজ পৃথিবীর ধনী-নির্ধন—সকল ব্যক্তির নিকট এত বিস্তারিত হইত না। রাজ-সাহায্য না পাইলে বৌদ্ধভিক্ষুগণ নালান্দা-বিশ্ববিদ্যালয় করিতে পারিতেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ বৈধ সন্ন্যাসী বা পরি-ব্রাজকের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীহরিসেবার বিস্তারের জন্য তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার অনুগত গোস্বামি-বৃন্দ সর্ব্বত্যাগী হইয়াও বিভিন্ন লোকের দ্বারা মঠ, মন্দিরাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও নীলাচলে শ্রীজীব-গোস্বামীর মঠ ছিল। শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীবগোস্বামী—সকলেরই প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ ও উচ্চ শ্রেণীর এখনও শ্রীধাম বৃন্দাবনে বিরাজিত রহিয়াছেন। এখনও নীলাচলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর মঠ, শ্রীরামেশ্বর পণ্ডিতের মঠ, শ্রীজগন্নাথ মঠ প্রভৃতি বিরাজিত রহিয়াছে। আর শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব প্রভৃতি আচার্য্য-গণের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই। তাঁহাদের এক একটী মঠ

আজিও যেন হরিজীবকে এক একটী হরিসেবা-কীর্ত্তির মূর্ত্তি-স্বরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। শ্রীমদাচার্য্য তদীয় এই ব্রহ্মচারিশিক্ষা-দ্বারাই এক উদ্ভূষীতেই এই সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য—কীর্ত্তনের মুখ্যতা

কিন্তু এই সকল মঠ হইতেও শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তনের অনুগত অর্জ্জন, কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জনের আদর্শ নাই। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সকল আচার-প্রচারই শ্রীচৈতন্য-কীর্ত্তন বিস্তারের জন্য। যে মঠ বা বস্তির হরিকীর্ত্তনের কেন্দ্র, নিষ্কপট হরিকীর্ত্তনকারীর আবাসস্থলী নহে, তাহাতে আপাততঃ অর্জ্জনের ঘটা থাকিলেও তাহা অচিরেই প্রাণহীন বস্তু হইয়া পড়ে। হরি-কীর্ত্তনই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাণবস্তু—ইহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সমগ্র চেষ্টায় প্রতিফলিত। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনুকূল্য-সংগ্রহ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থ-প্রচার, সাময়িক-পত্র-প্রচার, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আপাত-দর্শনে লৌকী-প্রতিমা বিষয়-চেষ্টা—সকলই সাক্ষাৎ হরিকীর্ত্তনকে 'কেন্দ্র' করিয়া অবস্থিত।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূলমন্ত্র

অসৎসঙ্গ অর্থাৎ হরিকীর্ত্তনের বিদ্বেষীর সঙ্গ পরিত্যাগ-রূপ উপেক্ষা এবং অজ্ঞতা-ক্রমে হরিকীর্ত্তন-বিরোধী হইলে প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করাইয়া তাহাদিগকে কৃপা, নিষ্কপট হরিকীর্ত্তনকারিগণের সঙ্গে মিত্রতা, হরিকীর্ত্তন-গুরু মহাভাগবত আচার্য্যের কীর্ত্তনশ্রবণেচ্ছারূপ তত্ত্বত্রয়ই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূলমন্ত্র। ইহা অন্যত্রধামে নামমাত্র নহে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি অসঙ্গ করেন?

সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠ 'অসঙ্গ' অর্থাৎ দুর্জ্জনসঙ্গ করেন না। হরিজনসঙ্গেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অবস্থান। তবে জনগণকে হরিজনসঙ্গের সঙ্গী করাইবার জন্য কীর্ত্তনময়ী দয়া-প্রবৃত্তিকে হাল করিয়া স্বকার্য্য-সাধনোদ্দেশে পাটনীর সহিত এবযোগে নৌকা পার হইবার ন্যায় তাঁহারা বাহিরের লোকের দৃষ্টিতে অসঙ্গ করেন। উহাতে দুর্জ্জন-সঙ্গ হয় না—দুর্জ্জনের দাস হয় না—অনুক্ষণ কীর্ত্তনময় অবস্থায় অবস্থিত থাকায় সর্ব্বকালে গুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখই হৃদয়ে উদিত থাকে।

(৯) শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আর একটি ভ্রম—

দুর্জ্জন-সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি বহির্মুখ জনসঙ্গের আর একটি ভ্রম হইয়া থাকে যে, —"যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে—

'অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥'

—এই শিক্ষা প্রচার করেন, তখন শ্রীগৌড়ীয়মঠ অসৎলোক, স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করেন; ঘৃণা করা ত' সাধুর লক্ষণ নহে, সকলকে আলিঙ্গন করাই সাধুর কার্য্য, সুতরাং শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য অন্যায়।"

সমাধান :—শ্রীগৌড়ীয়মঠ কাহাকেও ঘৃণা করেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অসৎপ্রবৃত্তি, ভোগ-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সকলকে কৃষ্ণসেবক হইতে বলেন—যাঁহারা অসদ্বৃত্তি কিছুতেই পরিবর্ত্তন করিবেন না, অথচ কৃষ্ণকীর্ত্তন অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বিরোধ করিবেন, তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন। স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা বা আসক্তি অথবা পুরুষ-জাতির প্রতি স্ত্রীজাতির ঘৃণা বা আসক্তি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় নহে। স্ত্রীজাতিই হউক বা পুরুষজাতিই হউক, কাহাকেও বাহ্য ভোগদর্শনে ভোগ-বুদ্ধিতে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণসেবক-বুদ্ধিতে—গুরুবুদ্ধিতে দর্শন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হরিকীর্ত্তন করেন। স্ত্রীজাতিকে মাতৃ-সম্বোধন বা স্ত্রীজাতিকে শক্তির জাত বলিয়া প্রচ্ছন্ন ও কপট বাউল হইয়া যাওয়ার দুর্বুদ্ধি এবং মতবাদকেও শ্রীগৌড়ীয়মঠ নিরাস করেন।

(১০) এক ভ্রম হইতে ভ্রম-পরম্পরার উৎপত্তি

ইহা হইতে আর একটি ভ্রমের উৎপত্তি হয়। সব তাহাদের আত্মোপমেই কল্পিত হইয়া থাকে। একজন বলেন—'ইহারা স্ত্রীজাতিকে হীনচক্ষে দেখেন', আর একজন মনে করেন,—"যখন আমরা যোষিৎ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারি না, তখন অপরের পক্ষেও তাহা সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং ইঁহারা নিশ্চয়ই গোপনে অবৈধ-ব্যাপারে লিপ্ত হন—

'কেহ বলে—এ'গুলা সকল মাগি' যায়।
চিনিলে পাইবে লাজ আর না যুয়ায়॥
কেহ বলে, সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কে মনে ভাবে এ অষ্ট-প্রহর॥

কেহ বলে, আরে ভাই ঘরিয়া আসিয়া।
সবে রাত্রি করি' যায় লোক লুকাইয়া॥
কেহ বলে, আরে ভাই সব বস্তু পাইল।
যার দিয়া কীর্ত্তনের সম্বন্ধ জানিল॥
রাত্রি করি' মদ্য ভাঙি' পক্ক কলা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সবার সদনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা' সবা-সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥
• • •
এই মতে নানারূপে দেখায়েন ভক্তি।
জানয়ে বৈষ্ণব সব কিছু না জানয়॥
• •
কেহ বলে, এগুলা দেখিতে না যুয়ায়।
এগুলার সঙ্গারে সকল কীর্ত্তি যায়॥
ও-মূর্খা কীর্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে।
সেই হৈল মত্ত হয়, রহে পরতেকে॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এগুলার সঙ্গে তার কেন হৈল চিত্ত॥
কেহ বলে আরে বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।
ভাবিলে কি কার্য্য হয়, না জানিল ইহা॥
আপন শরীর-মাঝে আছে নিরঞ্জন।
মরে চাহিয়া বন চাহে গিয়া বন॥
ও-কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইবে অন্ধ।
শত শত বেড়ি' যেন করে মহানন্দ॥
কোন জপ, কোন তপ, কোন তত্ত্বজ্ঞান।
ভাল না দেখিয়ে, করি নিজ কর্ম্ম-ধ্যান॥
চাল কলা দুগ্ধ ঘরি একত্র করিয়া।
রাত্রিনাশ করি' খায় একত্র হইয়া॥
• • •
পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য়॥
পুনঃ ঘরি গেই' যায় কেহ নাহি দেখে।
কেহ বা নিযুক্ত হয় কারো অনুরোধে॥
কেহ বলে ভাই এই দেখিল শুনিল।
নিমাঞি লইয়া সব পাগল হইল॥
হই হই হায় হায়—এই মাত্র শুনি।
ইহা সবা হৈতে হৈল অধম কাহিনী॥
মহা মহা ভট্টাচার্য্য সহস্র যেথায়।
হেন ভাগবত শুনা বসে নদীয়ায়॥
শ্রীবাস যাহনারে এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গিয়া কালি নিয়া ফেলাইবু স্রোতে॥
ও-ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের দুষণ।
অন্যথা যবনে গ্রাসে করিবেক বল॥
• •
চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণ-রসে।
বহির্ম্মুখ-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে॥"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৮ম অঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যপার্ষদগণের প্রচারিত শুদ্ধ কীর্ত্তনস্রোতে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিলে বহির্ম্মুখগণের ঐরূপ কুবাক্য ও ব্যবহারের পর্য্যও পুনরাবৃত্ত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের অকৃত্রিমতা ও ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর বিপথগামী লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ হইয়া কখনও সাধকোচিত ব্যবহার-লীলা প্রদর্শন করায় কেহ কেহ আবার তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বৈধ 'বীধ' সন্ন্যাস বা 'বিবিদিষা' সন্ন্যাসের আচরণ শিক্ষা-প্রদর্শনার্থ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর একজন সাধক-সন্ন্যাসীর ন্যায় রাজদর্শন, বিষয়িদর্শন ও স্ত্রীদর্শন হইতে বিরত রহিয়াছেন—উহাদিগকে বিষভক্ষণ হইতেও অনিষ্টকারক বলিয়াছেন—পাছে লোকে ভোগবুদ্ধি বা প্রকৃতি-দর্শন-সম্ভাষণ-বুদ্ধি অন্তরের অন্তঃপুরে অবস্থিত করিয়া রাখিয়ে হরিসেবা, মহাপ্রভুর সেবা বা বৈষ্ণব-সেবার ছলনায় ভিক্ষাদি সংগ্রহ করে, তজ্জন্য ছোট হরিদাসের প্রতি কপটলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন—স্বয়ং ভগবানের আনীত চন্দনাদি তৈল, বা অভীপ্সিত সন্ন্যাদি গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিবার লীলা দেখাইয়াছেন। ইহা দেখিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতকুলধুরন্ধর পর্য্যন্ত প্রথম মুখে মহাপ্রভুকে সাধক সন্ন্যাসিস্বরূপে বলিয়াছেন—

——ইহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম রাখেক রক্ষণ॥

নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি, পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায়ে আনিয়া॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ)

মহাপ্রভু আত্মবৈভবস্থলে বহির্মুখের নিকট আত্ম-গোপন করিবার জন্য কখনও কখনও বলিতেন—(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম)

"—মায়াবাদী আমি ও' সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল।
'কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব কহ' তাঁহারে পুছিল॥"

এই সকল কথা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়া ফেলিয়াছেন—মনোধর্ম্মে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'মহাপ্রভু একজন মায়াবাদি-সন্ন্যাসী (!) ছিলেন', 'তিনিও একজন সাধক জীব (!!) ছিলেন' ইত্যাদি।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুকে শ্রদ্ধা করিতেন, কেন না তিনি মহাপ্রভুতে সাধকোচিত মর্য্যাদা-পালন দেখিতেন; কিন্তু রায় রামানন্দের প্রতি মিশ্র শ্রদ্ধাহীন হইয়াছিলেন; কারণ রায় রামানন্দ সাধকোচিত মর্য্যাদা-পালনাচার প্রদর্শন করিতেন না। মহাপ্রভুর সভাস্থায়ী নবদ্বীপ-বাসী অনেক ব্রাহ্মণেরও ঐরূপ বিচার হইয়াছিল, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ ব্রাহ্মণ বিধির মর্য্যাদা-রক্ষণকারী মহাপ্রভুর আচারে সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু নিত্যানন্দের আচারে ব্রাহ্মণের সন্তোষ হইত না—শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্রে ব্রাহ্মণের সন্দেহ হইয়াছিল।

মহাপ্রভু সাধকোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য—

"তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক, দুই হয় নাশ॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৩৯—১৪১)

—এই বিচার অবলম্বন-পূর্ব্বক একদিকে যেমন নিজ-ব্যবহার-দ্বারা একরূপ বিচার প্রকটিত করিলেন, আবার লোকে তাঁহার উত্তরাধিকারী ভক্তগণকে সাধকের পর্য্যায়ে টানিয়া আনিয়া পাছে তাহাদের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বা আচার মনে করে, এইজন্য ভগবান্ তাঁহারই ভক্তগণের দ্বারা মহাভাগবতোচিত লীলা প্রকট এবং স্বয়ং উহার তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করিয়া দুষ্কৃতিলম্পট লোকদিগকে শিক্ষা দিলেন। যখন প্রদ্যুম্ন মিশ্র ও প্রভুর সহাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ শ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আচরণ বৈধ বা সাধকোচিত আচরণ নহে বলিয়া প্রভুর নিকট অভিযোগ করিলেন, তখন মহাপ্রভু জানাইলেন, বহির্ম্মুখ লোকের যাহাতে ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়, তাহাই অসত্য, বঞ্চনা, ভ্রম; বা ভগবৎসেবা, ভক্ত-স্বরূপ ও ভগবৎস্বরূপের উপর আবরণ। নীতি-পরায়ণ বহির্ম্মুখলোক মনে করেন যে, ভগবান্, বা অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্ত তাঁহার বহির্ম্মুখ মনের দ্বারা কল্পিত ভাল-মন্দের ছাঁচে, কিংবা তিনি শাস্ত্র পড়িয়া যতটুকু অর্থ বুঝিয়াছেন, সেই গণ্ডির মধ্যে অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্ত, ভগবৎ-স্বরূপ আবদ্ধ হইবেন; যদি না হন, তাহা হইলে তাঁহারা "ভক্ত ও ভগবান্" পদ হইতে খারিজ হইয়া যাইবেন। এইরূপ লোক-ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দাস্যে কখনও অধোক্ষজ ভক্ত ও ভগবান্ নমিত হন না। নীতি-বাগীশ বা ঈশা-শাস্ত্রপাঠী নীতিশাস্ত্রের উপদেশ, অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" শ্লোক পাঠ করিয়া যে তাৎপর্য্য সংগ্রহ করেন, তদ্দ্বারা যদি তাঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্ স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণকে বাধ্য করিতে চাহেন, তবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংরূপত্ব বা যথার্থ অবিমৃক্ত স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত হইবেন। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের সেবক-সূত্রে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি লোকের ইন্দ্রিয়-তর্পণময়ী ধারণার দ্বারা বিপ্রব আনয়ন করে, এইরূপ সকলস্থলেই ভাগবতস্বরূপ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন, যে-প্রভুর যাবতীয় পার্ষদ বহির্ম্মুখ লোক বা তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তুতা স্বীকার করেন না বা তাহাকে ভক্তির স্বরূপ বলেন না, সেই প্রভুর আসন কত উচ্চে। সেই প্রভু কেন, সেই প্রভুর নিত্য-দাসগণ—নিত্যপার্ষদগণও সাধক জীব নহেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পরিকর (শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য অধ্যায় ১৭০—১৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

(ক্রমশঃ)

বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব উপলক্ষে অদ্য ১১ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট, শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির হইতে একটি বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির্গত হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, চিৎপুর রোড্, শোভাবাজার ষ্ট্রীট্, ষ্ট্রাণ্ড রোড্, বরমাহাটা ষ্ট্রীট্, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্, হ্যারিসন রোড্, চিৎপুর রোড্, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট্, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ ও বাগবাজার হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আগামী ১৯শে ভাদ্র (৬ষ্ঠা সেপ্টেম্বর) রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে এইরূপ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে

শ্রীগৌড়ীয় মঠে

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজ, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং আগামী ১২ই ভাদ্র, (২৮শে আগষ্ট) রবিবার, ১৮ই ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর) শনিবার এবং ২৬শে ভাদ্র (১১ই সেপ্টেম্বর) রবিবার দিবস অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে (১) "পরতত্ত্ব জগদ্গুরু", (২) "পুরুষার্থ-বিনির্ণয়" এবং (৩) "বেদান্ত-পরিচয়"-সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

গৌরাব্দ ৪৪৬

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৮ই ভাদ্র শনিবার, ১৩০৯; ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯০২ | ৫ম সংখ্যা।

নন্দ-মহিমা

[গত নন্দোৎসব-দিবসে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্য-মন্দিরে শ্রীযুক্ত প্রভুপাদের দ্বারা নিম্নোচিত বিষয়াবলম্বনে সম্পাদক-কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার অবলম্বনে রচিত

ভক্তিকল্পতরুর মধ্যমূল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর মৈথিল শিষ্য রঘুপতি উপাধ্যায় আড়াইল গ্রামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট যে শ্লোকটী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে নন্দের মহিমা সম্প্রকাশিত হইয়াছে,—

"ক্বচিদপরে স্বস্তিনিভৃতে ভরতমল্লে তদমল ভবদ্ভীতাঃ।
অবনিহ নন্দঃ বন্দে যস্যালিন্দে পরব্রহ্ম ॥"

—যাঁহারা সংসার-ভয়াতুর হইয়া মোক্ষের অভিলাষ করেন, সেই সকল অভক্ত-সম্প্রদায় ক্বচিৎ ভজনা করেন করুন, যাঁহারা কলকামী কর্ম্মী হইয়া লৌকিক প্রয়োগানুষ্ঠানপর স্মৃতিশাস্ত্রের পূজা করেন করুন, গ্রাম্যসুখাসক্ত সংসারি-ব্যক্তিগণ গৃধ্র, মূষিক, বিড়ালাদির উপাখ্যান মূলে নৈতিক উপদেশে পরিপূর্ণ মহাভারত-শাস্ত্রের সন্ধনা করেন করুন; আমি কিন্তু একমাত্র শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি—যাঁহার বাথানার পরমানন্দকন্দ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ খেলা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোক উপাধ্যায়ের দ্বারা প্রচার করাইয়া শ্রীবল্লভ ভট্টের ভবনে যে শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই পরবর্ত্তিকালের বল্লভাচার্য্য গোপাল বা কিশোরগোপালের চরিত্র-কথা কথঞ্চিদ্‌ভাবে আলোচনার উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রেমাস্পদ প্রেমিকের সমান বা তদতোঽধিকরূপে প্রকাশিত না হইলে তাঁহাদের সম্বন্ধ প্রেমপদবাচ্য হয় না। যিনি পরব্রহ্ম পরাৎপর পুরুষ—যাঁহাকে মুনিঋষিগণ ধ্যানের বস্তু, পূজকগণ সমস্ত্রক বিগ্রহাসনে সংস্থাপনের বস্তু-রূপে বিচার করেন, সেই পরব্রহ্ম নন্দের বাড়ীর বারাণ্ডায় হামাগুড়ি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মাদি লোকপালগণ যাঁহার অনন্ত ভৃত্যের ভৃত্য, সেই সর্ব্বপালক-পালক হরিকে নন্দ-

প্রেমে মুগ্ধ হইয়া—অত্যন্ত আসক্ত হইয়া তাঁহার পালা জানি করেন। ভগবানের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ বা কৃপা-প্রার্থনাই পূজক বা সেবকের রীতি; কিন্তু নন্দ পরব্রহ্মকে আশীর্ব্বাদের পাত্র ও স্নেহভাজন বিবেচনা করেন—ভক্ত-ভীতগণ ভগবানের জন্য যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই পরম বস্তুর অন্তরের আশীষ করিয়া থাকেন। অত্যন্ত প্রীতি বা আসক্তির রীতি এইরূপই।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় দেবকী ও বসুদেবকে আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর সেই বসুদেব-পুত্র নন্দের গৃহে নীত হইয়া নন্দ-নন্দনরূপে —নন্দের নিত্যপুত্ররূপে পালিত হইতেছেন। নন্দের পিতৃত্বাভিমান এখানে পারকীয় লৌকর্য্যে বিভূষিত ও অত্যন্ত আসক্তিপ্রচুর। নন্দ-নন্দনের মাধুরী এই যে, তাঁহার সকলই পারকীয়, তিনি অখিল-রসামৃতমূর্ত্তিরূপে অখিল রসের বিষয়রূপে নিত্য পারকীয়ভাবে আশ্রয়গণের সেবার চমৎকারিতা বিধান করিতেছেন। তিনি মথুরা নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া নগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোকুল-গ্রামে গিয়াছেন; এখানেও তাঁহার পারকীয়ত্ব। নগরের ছেলে গ্রামের ছেলে হইয়াছেন—ক্ষত্রিয়ের ছেলে গোপের ছেলে হইয়াছেন,—এ সকলই পারকীয়ত্ব।

স্বকীয় হইতে পারকীয়ে যে অধিকতর সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণ আছে, ইহা আমরা প্রাকৃত দৃষ্টান্তের দ্বারাও অনুভব করিতে পারি। প্রাকৃত অপ্রাকৃতেরই হেয় প্রতিবিম্ব হওয়ায় অপ্রাকৃতে যাহা উপাদেয়রূপে বর্ত্তমান, প্রাকৃতে তাহা হেয়রূপে প্রতিফলিত।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং" শ্লোকে বিশুদ্ধ সত্ত্বকেই 'বসুদেব' বলিয়া জানিতে পারি। "যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ" সেই বিশুদ্ধচিত্ত বা বসুদেবে যাঁহার আবির্ভাব, তিনিই বাসুদেব। বসুদেব ও নন্দ অভিন্ন চিত্ত হইলেও বসুদেব অপেক্ষা নন্দে আনন্দ বা ঐশ্বর্য্যশিথিল শুদ্ধ প্রীতির আধিক্য অধিকতর প্রকাশিত। বিশুদ্ধ সত্ত্ব যখন আনন্দময়রূপে প্রকাশিত, তখনই সেখানে সেই আনন্দের আনন্দময়রূপ নন্দ-নন্দন আবির্ভূত হন। কেবল শুদ্ধ সত্ত্বে অনেকটা ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত ভাব বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব যখন আনন্দের দ্বারা সম্যক্ বন্দিত, অভিন্ন মমতা-দ্বারা অর্চিত এবং সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়, তখনই বিশুদ্ধ সত্ত্বের নন্দময়রূপ প্রস্ফুটিত হইয়া পড়ে।

চতুর্থ ব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপ জগতের জীবোৎপত্তি হয়, বাসুদেবের প্রকাশ সেরূপ নহে। পূর্ণবিষ্ণু যেরূপ চক্রকে ধারণ করে, সেইরূপ দেবকীও বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবের হৃদয়ের ধনকে তাঁহার (দেবকীর) হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। যশোমতীর গর্ভে নন্দনন্দন আবির্ভূত হন নাই বলিয়া তাঁহাকে যে সোপেন্দ্রনন্দন বলা যাইবে না, তাহা নহে; তিনি নিত্য নন্দ-নন্দন। হিরণ্যকশিপুর গৃহাভ্যন্তর হইতে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া নৃহরিকে স্তম্ভপুত্র বলা যায় না—ব্রহ্মার নাসা হইতে বরাহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মাকে বরাহবিষ্ণুর পিতা বলা হয় না—উত্তরার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরাকে শ্রীকৃষ্ণের মাতা বলা হয় না; সুতরাং ভগবান্ কেবল কাহারও গর্ভে প্রবেশ করিলেই যে তাঁহাতে মাতৃত্বের আরোপ হইবে, তাহা নহে। নন্দনন্দন গর্ভে প্রবিষ্ট না হইয়াও যশোমতীর নিত্যপুত্র—ব্রজরাজের নিত্যপুত্ররূপে প্রসিদ্ধ।* নন্দনন্দনের সম্বন্ধে যেমন ব্রজরাজের পারকীয় পিতৃত্ব, বলদেবের সম্বন্ধেও তেমনি পারকীয় পিতৃত্ব। দেবকীর সপ্তমগর্ভ আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীর উদরে স্থাপিত হইয়াছিলেন। সেই রোহিণী-নন্দনই শ্রীবলদেব।

আমরা কৃষ্ণকে 'সর্ব্বকারণ-কারণ' বলি। ভগবান্‌ই সর্ব্বকারণ-কারণ, এবিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু নন্দের এমনই মহিমা যে, তাঁহার প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বকারণ-কারণও নন্দকে কারণরূপে অর্থাৎ পিতৃরূপে স্বীকার করিয়াছেন। জগতে পিতাই পুত্রের কারণ, ভগবানের কারণ কোথায়ও আছে—ভগবানের আবার পিতা আছে, মাতা আছে, ইহা পূর্ব্বে শুনা ছিল না। রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি নারায়ণের নিত্যসিদ্ধ উপাসকগণ নারায়ণের জনক বা পিতা আছেন বলিয়া কল্পনাও করিতে পারেন না; কিন্তু নন্দের এমনই মহিমা যে, সেই সকল চিত্ত ধারণাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া আনন্দঘন পরব্রহ্ম নন্দকে নিজ-কারণরূপে স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহার পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা নন্দ-নন্দন জানাইয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ হইলেও প্রেমিক ভক্তই তাঁহার প্রকাশের কারণ। ভক্ত প্রকাশ না করিলে কৃষ্ণ প্রকাশিত হন না। এইজন্য নন্দের পূজা আগে—

* নন্দব্রজের উৎপত্তি জানাইলেন মহামতি। (ভাঃ ১০।৫।১)

ভক্তের পূজা আগে—প্রেমাস্পদের পূর্ব্বেও প্রেমিকের পূজা।

দেবকী-বসুদেব যাহা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, নন্দ-যশোদা তাহা আস্বাদন করিয়াছিলেন। দেবকী-বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বর বাল্যলীলা আস্বাদন করিতে পারেন নাই, কিন্তু ব্রজ-মাতৃরাজেশ্বরী তাহা আস্বাদন করিয়াছিলেন। †

অনেক তপস্বীর তপস্যার মহিমা থাকিতে পারে—অনেক যোগীর যোগ-বিভূতির মহিমা থাকিতে পারে—অনেক বৈকুণ্ঠ-সেবকের নারায়ণের ন্যায় চারিটী হস্ত থাকিতে পারে; কিন্তু ব্রজরাজ-রাজেশ্বরীর মহিমা ঐ সকল মহিমাকে তুচ্ছ করিয়া ঐ সকল মহিমার মস্তকের উপরে নৃত্য করিতেছে। যশোদার সর্ব্বাপেক্ষা মহিমা এই যে, তিনি পরব্রহ্মকে স্তনপান করাইয়াছিলেন, আর নন্দ যষ্টি লইয়া পরব্রহ্মকে শাসন করিতে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদির মহিমা ব্রজরাজ-রাজেশ্বরীর এই মহিমার পদে লুণ্ঠিত হইয়া অনন্তকাল সেই মহিমার পূজা করিতে থাকিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীনন্দ দ্রোণ-বসুর অবতার-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ভার্য্যা ধরার সহিত ব্রহ্মার বরে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। দ্রোণ ও ধরা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন তাঁহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন যে ভক্তির দ্বারা জগতে অনায়াসে দুর্গতি হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়, ভগবান্ চরিতে তাঁহাদের যেন সেই প্রকার ভক্তি হয়। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া এই বর অনুমোদন করিলে দ্রোণ 'নন্দ'-নামে খ্যাত এবং ধরা 'যশোদা'-নামে পরিচিতা হইয়া ব্রজে আবির্ভূত হন।

এই আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া অনেকে নন্দ ও যশোদাকে যদি স্বর্গবাসী ব্যক্তিমাত্র মনে করেন, তাহা হইলে তিনি নন্দ ও যশোদার মহিমা বুঝিতে পারিলেন না। ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সনাতন প্রভু 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে', শ্রীরূপ প্রভু 'সংক্ষেপভাগবতামৃতে' এবং শ্রীজীবপ্রভু 'সন্দর্ভে' ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—ইহা প্রসিদ্ধ যে, বৈকুণ্ঠবাসিগণ গোলোকবাসিগণের অবতার, আবার স্বর্গস্থ দেবতাগণ বৈকুণ্ঠবাসিগণের প্রতিরূপ। স্বর্গবাসিগণকে বৈকুণ্ঠবাসিগণের ন্যায় অবতার না বলিয়া 'প্রতিরূপ' বলিবার কারণ এই যে, বৈকুণ্ঠ ধারার অন্তর্গত নহে, কিন্তু স্বর্গ প্রপঞ্চের অন্তর্গত, তাহাতে মায়িকভাব বিদ্যমান। স্বর্গস্থ দেবতাগণ বৈকুণ্ঠের অধিবাসিগণের প্রতিবিম্বরূপ অর্থাৎ বাস্তব অবতার নহেন, দেহদ্বয়মিশ্রিত প্রতিচ্ছবি-বিশেষ। যেরূপ লীলায় বিষ্ণুর প্রীতির জন্য ধরাতলে বারংবার দেবতাগণের অবতার হইয়া থাকে, সেইরূপ গোলোকে বর্ত্তমান নিত্যপ্রিয় গোপরাজ শ্রীনন্দেরই অবতার বৈকুণ্ঠে নন্দ-নামক নিত্যপার্ষদ; তাঁহারই প্রতিরূপ দেবসমাজে দ্রোণ-নামক বসু। কদাচিৎ সেই গোলোকস্থ নন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীবলরাম, বৈকুণ্ঠে সেই নামক নিত্যপার্ষদ, দেবসমাজে সপ্তপাতালবর্ত্তী ধরণীধর; পৃথিবীতে সেই মূল বলরাম কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীদামা, তাঁহারই অবতাররূপে বৈকুণ্ঠে নিত্যপার্ষদ সুভদ্র ও দেবসমাজে বিনতা-নন্দন; পৃথিবীতে কদাচিৎ সেই শ্রীদামা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেরূপ গোলোকে শ্রীবসুদেব-দেবকী, বৈকুণ্ঠে সুতপা-পৃশ্নি, দেবসমাজে কশ্যপ-অদিতি; সেই বসুদেব-দেবকী কদাচিৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণের অবতার-সমূহ যেরূপ অবতারীর সহিত অভিন্ন, সেইরূপ কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয় গোপরাজ নন্দের অবতারসমূহও অবতারী নন্দের সহিত অভিন্ন; কারণ অংশ হইতে অংশী অভিন্ন। নন্দের অবতারও কাল-অনুসারে, কার্য্য-অনুসারে, স্থান-অনুসারে কৃষ্ণেরই ন্যায় কখনও অংশরূপে, কখনও বা অংশীরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যেমন সেই কৃষ্ণ সত্যযুগের আদিতে অংশরূপে বরাহমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আবার দ্বাপরের শেষভাগে নিজ-প্রেমভক্তি-বিতরণের জন্য—সুখক্রীড়াবিশেষের জন্য শ্রীনবদ্বীপে পূর্ণরূপে উদিত হইয়াছেন; শ্রীনন্দের সম্বন্ধে সেইরূপই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পারকীয় পিতৃস্বাভিমানে প্রতিষ্ঠিত গোলোকস্থ নন্দ যখন পরম প্রেমময় লীলাবিশেষের বশে আকৃষ্ট হইয়া নিজ-নাথ কৃষ্ণের সহিত কোনস্থানে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখন কৃষ্ণেরই ন্যায় নিজ-নিজ অবতার-

† নন্দঃ কিলবরাণাং ব্রজে দ্রোণ এবং যশোদাম্।
যশোদা চ ধরাভাখ্যা পত্নী দ্রোণস্য তস্য হরিঃ॥
(ভাঃ ১০।৮।৩৬)

বর্গের সহিত ব্রহ্মার প্রথম ব্রহ্মাণ্ডে ছুটে করিতে—অংশ অবতারবর্গকে ক্রোড়ীভূত করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই সময়ে নন্দের অবতারগণও—অর্থাৎ নন্দের অংশ অবতারগণও তাঁহাতে অবস্থান করেন। এইজন্যই মুনিগণ বলিয়াছেন,—দ্রোণই নন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মার বরে নন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন,—নন্দের মহিমা অপেক্ষা ব্রহ্মার মহিমা অধিক। ব্রহ্মা গোকুলবাসী নন্দাদির প্রেম-মহিমায় মুগ্ধ হইয়াই একদিন তাঁহাদের পদরজে অভিষিক্ত হইবার জন্য গোকুলে যে-কোন জন্ম-লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এমন কি, গোকুলের শাস্তরসের রসিক তৃণ-গুল্ম-লতাদির ন্যায় যে-কোন জন্ম ব্রহ্মার কাম্য ছিল; কিন্তু গোপরাজ নন্দ গোকুলচন্দ্রকে নিজ-বাৎসল্যরসের নিত্যপ্রেমাস্পদরূপে নিত্যকাল ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। কাজেই যাহা ব্রহ্মার পক্ষেও দুর্লভ, সেই বস্তু কখনও ব্রহ্মার বরে পাওয়া সম্ভাবনা হয় না। এইজন্য ব্রজরাজ-মহিষী অংশে দ্রোণ-ব্রজাতে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে অংশ অংশীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত পূজীত হইয়াছে।

অহো! নন্দের কি মহিমা, যাঁহার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিচার করিলেন,—"আমাকে ঐশ্বর্যজ্ঞানযুক্ত লোকে সামান্য মনে করে করুক, তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। তথাপি আমি আমার প্রেমাস্পদের সুখ-সম্পাদনের জন্য আমি সকলকারণ-কারণ হইয়াও বাহ্যদৃষ্টিতে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় নন্দের ঘরে হামাগুড়ি দিব।"

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ করিলেন, তখন ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে নন্দপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের প্রেমসৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অহো! নন্দ এবং ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের বলিহারি যাই!—বলিহারি যাই! যাঁহারা পরমানন্দকন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতনকে তাঁহাদের ঘরে মিত্ররূপে—তাঁহাদের নিজস্ব বান্ধব-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লোকপিতামহ ব্রহ্মার এই উক্তি বাস্তবিকই পরমসত্য। নন্দের মহিমার মত এমন মহিমার কথা জগতের কোথাও, কোন দেশের কোন দর্শনে, ইতিহাসে, ধারণায়, স্বর্গে আছে কি?—কোথাও নাই। ভগবান্‌কে অনেকে পিতৃরূপে বরণ করিয়াছেন—জ্যেষ্ঠ, পূজ্য বিচার করিয়াছেন। জগতের জনকজাতুর লোক-সমূহ পরম পিতা পরমেশ্বরের আরাধনায় ধারণা-মাত্র করিতে পারেন। খৃষ্টধর্মে ভগবানের পিতৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু একমাত্র নন্দের কৃপায়ই আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ভগবানের পিতৃত্ব-বিচার অপেক্ষা ভগবানের পুত্রত্ব অর্থাৎ নন্দনন্দনত্ব অনন্তগুণে প্রেমময়—মধুময়—আনন্দময়। ভগবানের পিতৃত্ব-বিচারে বা ভগবানের মাতৃত্ব-কল্পনায় অনেকগুলি সঙ্কীর্ণ সেবা, প্রেমাভাব ও প্রেম-বিরোধের আদর্শ প্রকাশিত হয়; কিন্তু শ্রীনন্দ ভগবানের পুত্রত্বের প্রীতিময়ী সেবা প্রচার করিয়া যে আদর্শ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রেমের প্রগতি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

পুত্র তাহার জন্মকাল হইতেই পিতার সেবা করিতে পারে না; পিতার পরিচর্যা, শিক্ষা, দীক্ষার অনেক পরিবর্দ্ধিত হইলে—বাল্যকাল হইতে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইলে পিতার অসম্পূর্ণভাবে সেবা করিবার যোগ্যতা-মাত্র পুত্রের অর্জিত হয়। সেই যোগ্যতা লাভ করিয়াও পুত্র যদি পত্নীপ্রেম বা ইতরাসক্তি কিম্বা তাহার নিজেরই পুত্রের বাৎসল্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে নিজ-পিতার প্রতি পুত্রের সেবাবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায়। কিন্তু পিতা বা মাতা পুত্রের কিছুমাত্র সেবা স্বীকার না করিয়া জন্মের মুহূর্ত হইতে, এমন কি, পুত্র জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব হইতেই পুত্রের সেবা করিতে পারেন। পিতা পুত্রের কারণরূপে—পুত্র মাতৃকুক্ষিতে আসিবার পূর্বেই পুত্রের সেবা করেন অর্থাৎ পুত্রের মাতার ভরণ-পোষণাদি করিয়া থাকেন, মাতাও ভাবী পুত্র-লাভের জন্য নিজকে প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পুত্র মাতৃকুক্ষিগত হইলে মাতা পুত্রের জন্য কত প্রকার ক্লেশ সহ্য করেন, গর্ভস্থ পুত্রের যাহাতে কোন প্রকার ক্লেশ না হয়, গর্ভস্থ পুত্র যাহাতে সুখে পরিবর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য মাতা নিজের যথেচ্ছ আহার-বিহার-সুখাদি বর্জন করিয়াও পুত্রের সেবা করেন। পিতাও পুত্রের মঙ্গলের জন্য সদাভাবে চিন্তান্বিত থাকেন, পুত্রের মাতার স্বাস্থ্যাদি সংরক্ষণে যথোচিত ব্যবস্থা করেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মাতা-পিতা তাঁহাদের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া—সমস্ত প্রাণ-

নিয়োগ করিয়া পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন। যে-সকল নীচসেবা অত্যন্ত আসক্ত ও স্নেহপরবশ না হইলে করা যায় না, সেই সকল সেবাও একমাত্র মাতা-পিতাই পুত্রের জন্য করেন। যাহার স্নেহ নাই, সেরূপ লোক কখনও বিনা শুল্কে অপরের মল-মূত্রাদি সংহার করিতে পারে না। কিন্তু মাতা-পিতার বহুমূল্য পরিচ্ছেদে, প্রিয় অঙ্গে শিশু-পুত্র মল-মূত্রাদি বিসর্জন করিলেও স্নেহাসক্ত মাতা-পিতা স্নেহের পুত্তলিকে বিসর্জন করিতে পারেন না, বরং পুনর্বার আরও স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করেন। এই সকল স্নেহের পরিচর্য্যায় প্রকাশিত হইলেও ইহা সেবা বা প্রকৃষ্ট পরিচর্য্যাময়। পুত্রের প্রতি মাতা-পিতার স্নেহ কি স্নেহ, না সেবা? সুধীগণ একবার বিচার করুন। ইহা সেবার গাঢ়তর অবস্থা। এইজন্যই অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রেমের প্রগতিকে 'স্নেহ' বলিয়াছেন,—

"প্রেমবৃদ্ধিক্রমে স্নেহ" ইত্যাদি।

এরূপ সেবার প্রগাঢ়তার সেবও কি নন্দের নন্দন যাশোদা অর্থাৎ পরমেশ্বরের পুত্রত্ব-বিচার ব্যতীত পরমেশ্বরের পিতৃত্ব-বিচারে আছে? মাতৃত্ব-বিচারের কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। ভগবান্ যেখানে পরম পিতা পরমেশ্বর, সেখানে ভগবানের পুত্ররূপ সেবক কি পরমেশ্বরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভগবানের সেবা করিতে পারেন?—প্রথম হইতেই কি কেবলমাত্র প্রীতির দ্বারা ভগবানে আকৃষ্ট হইতে পারেন? যখন পুত্রের পরিণত বুদ্ধিতে পিতা স্রষ্টা বা পূজনীয়রূপে প্রকাশিত হন, তখনই পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনে পুত্রের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয় হয়।

পিতার প্রতি পুত্রের যে পূজা, তাহা পিতার প্রভাব, পিতার স্রষ্টৃত্ব বা পূজ্যত্ব-বিচার হইতে উদিত কর্ত্তব্য-বুদ্ধিমূলক-ব্যাপার; কিন্তু পুত্রের প্রতি যে পিতার স্নেহ, তাহা পুত্রের প্রভাব বা স্রষ্টৃত্ব হইতে উদিত নহে, কিম্বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিতও নহে। কেবল স্বাভাবিক আসক্তিময়। কথায় বলে,—

যদপি তনয় হয় অসিতবরণ।
প্রসূতির কাছে সেই কবিতকাঞ্চন॥

পুত্র যতই কুরূপ হউক বা কেন, গুণহীন হউক না কেন, এমন কি, পুত্র যদি কাণা, খোঁড়া, অন্ধও হয়, মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্তও হয়, তথাপি মাতা-পিতার স্নেহ কম হওয়া দূরে থাকুক, ঐ পুত্রের প্রতি স্নেহ আরও অধিকতরই প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্নেহের ইহাই রীতি। সুতরাং পুত্রের প্রতি যে পিতা-মাতার প্রীতি, তাহা পুত্রের প্রভাব বা ঐশ্বর্য্যগত নহে, তাহা পুত্রের ব্যক্তিস্বনিষ্ঠ, সেখানে পূজ্য বলিয়া সেবাবুদ্ধি নহে, পরন্তু নিজাপেক্ষা অত্যন্ত ছোট, লঘুর প্রতি হৃদয়ের স্বাভাবিকী আকর্ষণী বৃত্তি। এখানে কর্ত্তব্যবুদ্ধির কোন বিচার নাই, আছে—হৃদয়ের স্বাভাবিক টান। নন্দের মহিমা এখানে। যাহারা পরমেশ্বরকে পরম-পূজ্য পরম পিতারূপে তৎপ্রভাব বা ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অভিভূত হইয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে পরমেশ্বরের সেবা করেন, নন্দ তাঁহাদের ন্যায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি লইয়া ভগবানের সেবা করেন না, একমাত্র স্বাভাবিক প্রেমবশতঃই নিত্যপুত্রের সেবা করেন।

পুত্র হইতে যে মাতা-পিতার সেবা-পরিমাণ অনেক বেশী, সে-কথা আমরা একটা সাধারণ দৃষ্টান্তেও শুনিতে পাই। লোকে কথায় বলে,—"সন্তান মাতার একবিন্দু দুধের ধার শোধ করিতে পারে না।" যশোমতী নিত্য-মাতারূপে পরব্রহ্মকে স্তনপান করাইয়া থাকেন, সুতরাং পরব্রহ্ম যশোমতীর একবিন্দু দুধের ধার কখনও শোধ করিতে পারেন না। ইহারই নাম প্রেম—যে প্রেমের নিকট—যে যশোমতী-নন্দের মহিমার নিকট কৃষ্ণের স্বমুখ-নিঃসৃতবাক্য "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"—এই প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত ভঙ্গ হইয়াছে, কৃষ্ণ সেখানে ঋণী হইয়া পড়িয়াছেন—নন্দ-যশোদার প্রেমের নিকট কৃষ্ণের ঋণ অপরিশোধ্য।* এরূপ সেবার চমৎকারিতা—প্রীতির চমৎকারিতা কি পরমেশ্বরের পিতৃত্বভাবে আছে?

প্রেমিকের নিকট পরব্রহ্মের এরূপ অপরিশোধ্য ঋণে নিত্য আবদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, যেখানে ভগবানের পিতৃত্ব-বিচার বা মাতৃত্বের কল্পনা, সেখানে আমরা কি দেখিতে পাই? মাতা-পিতার নিকট পুত্র কি করেন? পুত্রের স্বভাবই মাতা-পিতার নিকট হইতে কিছু না কিছু চাওয়া—পুত্রের মুখে মাতা-পিতার নিকট কেবল 'চাই' 'চাই' রব—পয়সা চাই, খেলনা চাই, অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, লালন-পালন চাই, শিক্ষা চাই, রক্ষা চাই—সব চাইএর আর্ত্তনাদ;

* পাশ্চাত্যেহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধাযুষাপি যঃ।
(ভাঃ ১০।৩২।২১)

পিতা অপেক্ষাও যেন সন্তান মাতার নিকট অধিক চায়—মাতার নিকট সন্তানের অবারিত দ্বার; এজন্য কোন-সম্প্রদায় ভগবানে মাতৃত্বের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে পুরুষ 'চাই চাই' করেন, সেখানে 'সেবা' বলিয়া কোন জিনিষ থাকিল না। চাওয়ার ধর্ম—সেবার ধর্ম নয়; দেওয়ার ধর্ম—সর্ব্বস্ব দেওয়ার ধর্মই সেবার ধর্ম। যেখানে 'চাওয়া', সেখানে নিজের ভোগ, আর যেখানে 'সব দেওয়া', সেখানেই সেবা। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথৌ প্রেমপরিপ্লুতা।
অভিসরিবিনির্ভুক্তা ভক্তিরিত্যুদাহৃতা॥

কিন্তু সেই 'চাওয়া'র ধর্মটী—যাহা পুত্রের ধর্ম, তাহা যদি সেবার ধর্ম হইয়া পড়ে—প্রেমাস্পদের ধর্ম হইয়া পড়ে, তবেই তাহা মধুময় হয়। পুত্র কৃষ্ণ পুরুষ-বিগ্রহে যে স্বাভাবিক চাওয়ার ধর্ম্মে অবস্থিত, নিত্য ও একমাত্র পুত্রের সেই 'চাই চাই' আবদার যদি নিত্যপিতা নন্দ ও নিত্যমাতা যশোদা নিত্যকাল পরিপূরণ করিতে থাকেন, তাহা হইলেই সেখানে প্রেমের প্রস্রবণ প্রস্ফুটিত হয়। নন্দের মহিমায় এই প্রেমের ধর্ম্ম প্রকাশিত। কৃষ্ণ কেবল চাহিতেছেন, আর নন্দ কেবল যোগাইতেছেন; এইজন্যই এখানে প্রেম। আর যদি কৃষ্ণ না চাহিয়া কেবল কৃষ্ণের সেবকাভিমানীই চাহিতেন, আর কৃষ্ণকে বাগানের মালীর মত সেই 'চাওয়া' পরিপূরণ করিতে হইত, তাহা হইলে সেখানে ভগবানের পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব-সম্বন্ধমাত্র আরোপিত হইত, 'প্রেম' বলিয়া আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকিত না। সুতরাং যেখানে সেবকের মাতৃত্ব বা সেবকের পিতৃত্ব, সেখানেই সেবা-সৌন্দর্য্য-প্রকাশক প্রেমের আবির্ভাব, কিন্তু যেখানে তৎপরিবর্ত্তে তাহার প্রতিযোগী ভাব অর্থাৎ সেবোর মাতৃত্ব বা সেবোর পিতৃত্ব, সেখানে প্রেম নাই, সেখানে আছে,—বণিকের ধর্ম্ম,—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের ধর্ম্ম, না হয় কেবল ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ, কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত একটি সম্ভ্রমভাব-মাত্র।

ঐশ্বর্য্য-বিচারে সেব্যের বা ভগবানের পিতৃত্বভাব বেদাদি শাস্ত্রে কথঞ্চিৎ প্রকাশিত থাকিলেও বেদান্তসূত্র উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে পরমেশ্বরের কেবল মাতৃত্ববাদ বা বিধাতৃত্বের বিচার বিন্যাস করিয়াছেন। পরমেশ্বরের মাতৃত্ব স্বীকার করিলে নানা প্রকার অসুবিধা উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর যিনি, তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ; কিন্তু প্রকৃতি কখনও মূলকারণ হইতে পারেন না। 'মাতা' বলিলেই পিতার অপেক্ষা আছে; মাতা ভূমি-মাত্র, বীজ নহেন। বীজ বা মূল পিতা বা পুরুষে আছে; সুতরাং শক্তি—পুরুষের অধীন, 'শক্তি' স্বতন্ত্রা হইয়া পরমেশ্বরী হইতে পারেন না। কামনা-পুরুষের খাজাঞ্চিরূপে যে মাতৃত্বের কল্পনা করিয়া বিধাতার মত আরোপন করা হয়, তাহাতে কামদাত্রীর নিত্যত্ব নাই। কামনা-আবির্ভাবের পূর্ব্বে মাতার পূজার রুচি ছিল না, কামনার সাময়িক পরিপূরণের পরেও আর মাতার পূজা থাকে না। আমি আমার কামনা-পরিতৃপ্তির পর আমাকে "শিবোঽহং" মনে করি, মাতার সঙ্গে তখন সম্বন্ধ একটা কিম্ভূত কিমাকার হইয়া দাঁড়ায়, কাজেই মাতার আর নিত্যত্ব থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ যেখানে চিদচিন্মিশ্রিত জীব মাতা-পিতা সম্বন্ধ পাইতে চাহে, সেখানে দৈহিক বা জাগতিক সম্বন্ধ-গন্ধ কোন না কোনও প্রকারে থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু যেখানে সর্ব্বকারণ-কারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর মাতা-পিতা-সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ চেতনময় ও কৃষ্ণ-কামময় বলিয়া সেখানে কোনও প্রকার দৈহিক সম্বন্ধ-বিচারের গন্ধলেশও থাকিতে পারে না।

নন্দের এমনই মহিমা যে, নন্দ ও যশোমতী তাঁহাদের দুলালকে—নিত্যনবনবায়িতকে যখন গোষ্ঠে প্রেরণ করেন, তখন যাঁহার ভয়ে স্বয়ং ভয়ও ভীত হয়, সেই পরম ব্রহ্মকে অসহায়-বিচারে বিঘ্ন-নিবারক ব্যাঘ্র-সর্পাদি-ধারা সাজাইয়া কিম্বা নানাপ্রকার শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া—ব্রাহ্মণাদির দ্বারা আশীর্ব্বাদ করাইয়া এবং বলরাম, সুবল, শ্রীদামাদি সখাবর্গ যাহাতে সর্ব্বদা কানাইর প্রতি দৃষ্টি রাখে, সেইজন্য বিশেষভাবে বলিয়া কহিয়া প্রাণ-পুতলি কানাইকে তবে গোষ্ঠে ছাড়িয়া দেন। আবার কখনও বা নন্দ-যশোদা কানাইর শুভ কামনা করিয়া বিভিন্ন দেবতার পূজা করেন। এখানেও নন্দের মহিমা প্রকাশিত। পরব্রহ্ম পরাৎপর পুরুষে নন্দের একটুকুমাত্র ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই; তাঁহাতে এতদূর প্রেমময় পালয়িতৃত্বের উদয় হইয়াছে যে,—এতদূর আসক্তি হইয়াছে যে,—প্রীতি এতদূর ঘনীভূত হইয়াছে যে, সর্ব্বদা

কৃষ্ণ লইয়াই নন্দ ব্যস্ত—কৃষ্ণের সুখ লইয়াই ব্যস্ত—কৃষ্ণের সেবা লইয়াই ব্যস্ত ; কৃষ্ণকে চোখের সম্মুখে রাখিয়া সেবা—কৃষ্ণকে আড়ালে রাখিয়া সেবা। কৃষ্ণের সেবা-ব্যস্ততা নন্দ-যশোমতীকে আত্মসাৎ করিয়াছে, একজন পুত্রের লালন-পালনের জন্য—রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই যেন নন্দ-যশোদার প্রাণ-ধারণ—জগতে অবস্থান—যত কিছু কাজকর্ম—পুংস্থানী ; ইহারই নাম—ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেম।

নন্দ-যশোমতী যে অপর দেবতার পূজা করেন, তাহা দেবতার পূজা, না কৃষ্ণের পূজা? সুধীগণ ভাল করিয়া বিচার করুন। আমরা দেবতাগণকে কেন পূজা করি? সন্তানের মাতা ষষ্ঠীর পূজা করেন, সন্তানাদির মঙ্গল-কামনা করিয়া ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণের পূজা করেন, প্রচলিত লৌকিক ভাষায় ইহাকেই 'পূজা' বলে। কিন্তু উহা কি পূজা, না বস্তুতঃ ঐ সকল দেবতার দ্বারা নিজেদের কামনা-সিদ্ধি—ইন্দ্রিয়তর্পণ বা পূজা করাইয়া লইবার চেষ্টা? সন্তানের মাতা যে ষষ্ঠীর পূজা করেন, তাহা কি প্রকৃত-প্রস্তাবে ষষ্ঠীর ইন্দ্রিয়তর্পণ,—না পুত্র যাহাতে দীর্ঘায়ু হইয়া বাঁচিয়া থাকে, পুত্রের সেই সেবাটুকু করাইবার জন্য ষষ্ঠীকে খাদ্যাদি বা গোমহার মত কিছু নৈবেদ্য-প্রদানের ব্যবহারিকতঃ-যাজ্ঞা? তাহাতে যেমন ষষ্ঠীপূজা না হইয়া পুত্রেরই পূজা হয়,—পুত্রের প্রতি মাতার আসক্তি বা প্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ যশোমতী বা নন্দ আর যত কিছু পূজার অভিনয় করেন, সেগুলি সবই তাঁহাদের একমাত্র নিত্যপরায়ণ-পুতুলির ইন্দ্রিয়-প্রীতিরই পূজা—জগতের যেখানে যত কিছু আছে, সব দিয়া কানাইর পূজা করিয়া লওয়া—সকলকে কানাইর বাথানের মালী করিয়া দেওয়া—সকল দেবতাকে কানাইর ভোগের বস্তু-সরবরাহ-কারক করিয়া দেওয়া। এখানেই নন্দের মহিমা অসমোর্দ্ধ, যে-কথা নন্দ-ব্যতীত জগতে আর কেহ প্রকাশিত করিতে পারেন নাই।

ব্রজবধূগণ সেই নন্দ-নন্দনেরই উপাসনা করেন। মহাভাবময়ী বার্ষভানবী গোপেন্দ্রনন্দন ব্যতীত আর কাহাকেও স্পর্শ করেন না। এখানেও নন্দেরই মহিমা। পারকীয় মধুর রসাশ্রিত গোপীগণ নন্দ-নন্দনেরই নিত্য-প্রেয়সী ; তাঁহারা বসুদেব-নন্দনের আরাধনা করেন না, তাঁহারা অখিল ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনেরই নিত্য সেবিকা।

আমরা নিজেরাই 'নন্দ' সাজিলে নন্দের নন্দনের উপাসনা করিতে পারিব না, নন্দের অনুগত হইলেই নন্দ-নন্দনের পূজা করিতে পারিব। আগে নন্দের পূজা করিলে তবে নন্দ-নন্দনের সেবা জানিতে পারিব। যাহারা নিজেরাই নন্দ সাজিতে চায়, তাহারা ভোগী বা ত্যাগী ; তাহারা অপরাধী,—প্রেমিক নহে। অনেক কপট মুখদেহাদক্ত ব্যক্তি নন্দ-বাৎসল্যের অবৈধ সুযোগ লইয়া নিজেদের রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জাপূর্ণ জড় দেহগুলিকে নন্দস্থানীয় ভাবিয়া অপর ভোগ্য পুরাদির জন্ম-বিষ্ঠা-কৃমি-পরিণামশীল জড় দেহকে যে 'গোপাল' প্রভৃতি রূপে কল্পনা করে, তাহাতে বাউলিয়া মত বা ভোগপ্রবৃদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা নন্দের মহিমা ও নন্দনন্দনের সেবা হইতে চির-বঞ্চিত হইয়া জন্ম-জন্মান্তর যোনি ভ্রমণ করিয়া থাকে। আর একদিকে ত্যাগাভিমানে বৃত্ত এক সম্প্রদায় নিজ-দিগকে আনন্দময় ব্রহ্ম কল্পনা করিয়া যে নন্দ বা পর-ব্রহ্মের আসন গ্রহণ করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করে, তাহাতেও তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা চরম মত লাভ করে। মুক্তশিরোমণি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবের নিত্যসেবা অর্থাৎ তাঁহার আনুগত্যে শিবের আরাধ্য সচ্চিদানন্দ-রামের সেবা করিয়া শিবের সুযোগ্যপায়ন করিবার পরিবর্ত্তে যাঁহারা নিজেরাই শিব হইতে চাহেন—জীবত্বকে শিবত্বে ন্যস্ত করিতে চাহেন, তাঁহারা ভবানীভর্ত্তার অভিমান করেন—মাতার অবমাননা করেন। রাবণ যেরূপ শিবের প্রতি কল্পিত মহাভক্তি প্রদর্শন করিয়া শিবের গুরু রামের শক্তিকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—ভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, অহং-গ্রহোপাসকগণের চেষ্টাও তদ্রূপ। অহংগ্রহোপাসকগণ পরমেশ্বরের শক্তি হরণ করিয়া—বেদ যাঁহাকে "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" প্রভৃতি মন্ত্রে নিত্যশক্তিমান্ বলিয়া আরাধনা করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের শক্তিকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়া—শক্তিকে ভোগ করিবার অর্থাৎ মানিয়া লইবার চেষ্টা দেখাইয়া যখন নিত্য-চিদ্বিশেষ ও নিত্যশক্তিমান্‌কে নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক করিতে চাহে, তখনই দশাননের দশমুণ্ড—যাহা দশ ইন্দ্রিয়ের প্রতীকস্বরূপ, তাহা রামের দ্বারা নিপতিত হয় অর্থাৎ ঐ অহংগ্রহোপাসনাকারী Capital punishment—চরমদণ্ড—নির্ব্বিশেষগতি লাভ করে।

এইজন্য "ভূর্ণমদনমনী"তে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, আমরা নন্দেরই নিত্যউপাসনা করিব—নন্দেরই নিত্যমহিমা কীর্ত্তন করিব—নিজেরা নন্দ হইবার কল্পনামাত্র করিলেও অনর্থপ্রলোপাসনার চিন্তাস্রোতে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের আনন্দের কুবিকাশরূপ যে ভেদনস্তা, তাহার বিলোপ-সাধনরূপ চরমফল প্রাপ্ত হইবে।

যে-সকল মনোধর্ম্মী নন্দের এই প্রেম-মহিমা বুঝিতে না পারিয়া নবনন্দন'-পদে আদিতে 'ন', মধ্যে 'ন' ও অন্তে 'ন', সুতরাং তিন বিবেচনাবান্ কিছুই নহেন, কিংবা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়তত্ত্ব প্রভৃতি কল্পনা করেন, তাঁহারা নন্দের দ্বারাধার চরণসীমানায় যাওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের সেই তিন' ন'য়ের ব্যাখ্যা তাহাদিগকে ত্রিনয়নের অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া 'ন' যাহার আদি অন্ত, এইরূপ নন্দকে নিত্য নীত করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা ঐসকল মনোধর্ম্মীর অপব্যাখ্যা, প্রেমবিরোধী তথাকথিত সম্বন্ধবাদীর ব্যাখ্যা নন্দকের মধ্যে বিসর্জ্জন করিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের ভাবানুধ্যান-সূত্রে আবার বলি,—

প্রতিমন্বন্তরে যুগৈরিভূতে ব্রাহ্মণকল্পে ভবতীতাঃ।
অবমিহ নন্দঃ বন্দে যশোদিনে পরং ব্রহ্ম॥

(স্তবাবলী ১২৭ শ্লোক)

শ্রীধাম-মায়াপুরে পরম গুরুদেবের সমাধি

অনন্তশ্রী আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিত্যলীলা শ্রীগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অদ্বৈতত্ব ও ঐকান্তিক ভজনাদর্শ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে চিরপ্রসিদ্ধ। শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ ফরিদপুরের অন্তর্গত টেপাখোলা নামক স্থানের অদূরবর্ত্তী 'ধাগ্‌দান' নামক গ্রামে কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। তিনি তদানীন্তন গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের একচ্ছত্র সার্ব্বভৌম সম্রাট্ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের তেজস্বিত শিষ্য শ্রীমদ্ভাগবতদাস বাবাজীর নিকট ভেষলীন গ্রহণ করেন। তাঁহার কৃষ্ণ-লীলাভিনয়-কালে তিনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন। বেষ-গ্রহণের পরে প্রায় ৩০ বৎসর-কাল শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া তিনি অহরহ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ১৩০০ সালে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ বর্ত্তমান কুলিয়া নবদ্বীপ সহরের পরপারস্থ গঙ্গার পূর্ব্বতটে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবরাহপ্রভুর জন্ম-স্থান নিরূপণ করেন এবং সেই সময়ই শ্রীল জগন্নাথ প্রভুজির শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে ব্রজের সকল মহাত্মাকে আগমনের জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীল জগন্নাথের আদেশে সেই সময় শ্রীল গৌরকিশোরও শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়-মণ্ডলে আগমন করেন এবং তদবধি মহাপ্রস্থানকাল পর্য্যন্ত শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপের বিভিন্ন গ্রামে ভিক্ষা ব্যতীত ধামের বাহিরে আর কোথায়ও ভিক্ষা বা অবস্থান করেন নাই। অধিকাংশ সময়ই তিনি শ্রীগোদ্রুমে, শ্রীমায়াপুরে ও শ্রীকোলদ্বীপে বাস করিতেন। তিনি শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ ও সখী ছিলেন। বাঙ্গালা ১৩২২ ও ইংরাজী ১৯১৫ সালে চাতুর্ম্মাস্যের অবসানে তিনি অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। ইহার প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। দশমীর দিন শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন; উত্থান-একাদশী-তিথিতে তাঁহার চিদানন্দ-কলেবর সমাধিস্থ করা হয়।

বিরক্তশ্রেষ্ঠ, ভজনানন্দী শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু যেরূপ শিষ্যাদি সংগ্রহে একান্ত উদাসীন ছিলেন, অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের অধিতীয় আদর্শ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরও তদ্রূপ জগতের কাহাকেও শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু শ্রীলোকনাথ প্রভু যেরূপ ঠাকুর নরোত্তমের

অকপটতা ও বিপ্রলম্ভসেবার নিকট প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ঠিক তদ্রূপ শ্রীল গৌরকিশোরও নিজ-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অন্তরীণ আচার্য্য প্রভুপাদকে তাঁহার একমাত্র প্রিয়তম শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রকৃতির অনেক লোক শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে বেষ্টন করিয়া থাকিবার বাহ্যচেষ্টা দেখাইলেও এবং সেই ছলে সেই মহাত্মার শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার নানাপ্রকার মনোহারী বিপণি খুলিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করিলেও শ্রীল গৌরকিশোর তাহাদিগকে এতদপেক্ষা বঞ্চনা করিতেন যে, বঞ্চিতগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতের চরণে কপটতা-প্রদর্শনরূপ অপরাধের বিষময় ফলরূপে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-দ্বারা মায়ার বৃন্দাবনে বিজড়িত হইয়া পড়িত।

শ্রীল গৌরকিশোরের একমাত্র অনন্য ও প্রিয়তম শিষ্যবর অন্তরীণ আচার্য্য যখন নিজহস্তে শ্রীল গৌর-কিশোরের চিদানন্দ কলেবরের সমাধি প্রদান করেন, তখন অনেক কপট ব্যক্তি, যাঁহারা শ্রীল বাবাজী মহারাজের (শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের) সেবা করিবার নামে আত্মপোষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত-প্রস্তাবে বাবাজী মহারাজের কৃপা-বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং অন্যান্য নিরপেক্ষ সাধারণ লোক এই সমাধি-দান-কালে উপস্থিত ছিলেন।

অন্তরীণ আচার্য্যদেবের প্রভাবে তখন কোনও কপট চরিত্রহীন লোকই শ্রীল গৌরকিশোরের চিদানন্দময় দেহ স্পর্শ করিতে পারে নাই। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-পাদের 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা'র বিচারানুসারে শ্রীগোপীনাথের পদ্ধতির অনুসরণে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাতে কেহই বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে নাই। মায়াপুর-নিবাসী শ্রীঅনন্তাদি গোস্বামি প্রমুখব্যক্তি-গণ তখন শ্রীধাম-মায়াপুরের অনুপস্থিত থাকায় তাঁহাদের অনুমোদনক্রমে তাঁহাদের স্থানে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদত্ত হইল।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার অপ্রকটের কয়েকমাস পূর্ব্বে অসুস্থতার অভিনয় করিয়া হীরালাল গোস্বামী নামক এক ব্যক্তির দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদকে ডাকাইয়া পাঠান। ইহা বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের দুই তিন মাস পূর্ব্বের কথা। শ্রীল গৌরকিশোর তখন মহীয় আচার্য্যদেবকে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীধাম-মায়াপুরে অথবা শ্রীগোদ্রুমে যেন বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদত্ত হয়। যদি গোদ্রুমে তাঁহার সমাধি দেওয়া হয়, তাহা হইলে যেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধির সীমানায় তাঁহাকে সমাধি দেওয়া না হয়, ঠাকুরের সমাধির প্রাচীরের বাহিরে যেন তাঁহার স্থান হয়। আর যদি শ্রীধাম-মায়াপুরে বা শ্রীগোদ্রুমে তাঁহার স্থান না হয়, তাহা হইলে যেন কুলিয়া-নবদ্বীপের মিউনিসিপ্যাল-মেথর দিয়া সমস্ত সহরে তাঁহার দেহকে টানিতে টানিতে অবশেষে গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। মহাভাগবত-শিরোমণি বৈষ্ণবের যে শেষোক্তটী করিয়াছিলেন, যাহারা বঞ্চিত ও অপরাধী, তাহারাই তাহাতে বঞ্চিত হইবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ

যখন শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট হয়, তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রভুপাদ ঐ সংবাদ পাইয়া কুলিয়া-নবদ্বীপে আগমন করেন এবং কপট, ব্যবসায়ী ও দুর্ব্বট-সম্প্রদায় যাহাতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের চিদানন্দময় দেহকে কোন প্রকারে স্পর্শ বা তাহাদের কোনবুদ্ধিমূলে ব্যবসায়ের দ্রব্যসামগ্রীতে পরিণত করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়া স্বহস্তে শ্রীগুরুদেবের সমাধি প্রদান করেন। শ্রীমায়াপুরে

বা শ্রীগোরুমে শ্রীল বাবাজী মহারাজের ইচ্ছানুসারে তদীয় চিন্ময়ময় দেহকে তাঁহার অপ্রকটের পর দিবস লইয়া যাইবার সুবিধা না হওয়ায় এবং কোনরীপে একটি সুবিধাজনক স্থান পাওয়ায় সেখানেই সমাধি দিবার ব্যবস্থা হইল। এই সকল কথা কলিকাতা কোর্ট-পুলিশের সুযোগ্য কর্মচারী রায়সাহেব শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়—যিনি তখন নবদ্বীপের দারোগা ছিলেন এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বিশেষভাবে অবগত আছেন।

কুলিয়ায় শ্রীল প্রভুপাদ যে সমাধিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার যথোচিত সেবাদির ব্যবস্থা শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা ও উপদেশানুসারেই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রতি বৎসরই শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদ বহুভক্তসমভিব্যাহারে সেই সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগত শ্রীললিতা প্রিয়দাস বাবাজী, শ্রীরাধানাথের দাস বাবাজী, শ্রীবৈকুণ্ঠদাস বাবাজী, শ্রীবিপিন-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাপ্রেষ্ঠ দাস বাবাজী, শ্রীরাধারমণচরণশরণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিয়োগ-অনুসারে সমাধির সেবা করেন। ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সেই স্থানেই শ্রীল বাবাজী মহারাজের তিরোভাবোৎসব বিশেষভাবে সম্পাদিত হইতে থাকিলে এবং কএক বৎসর শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা-মঠের উৎসবে হরিকথা-প্রচারার্থ গমন করায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার অবসর হয় নাই; ইহার পূর্ব্বে প্রতিবৎসর সমাধিক্ষেত্রেই উৎসব হইত। এই অবসরকালে শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষ ভক্তাশ্রম, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীযুক্ত বনমালি পোদ্দারের সহিত একযোগে সেবাসৌধবিধান করিবার ভার গ্রহণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের কথিত শ্রৌত বিচার-অনুসারেই বাবাজী মহারাজের সমাধির সেবা হইবে,—শ্রীবনমালি পোদ্দার শ্রীল প্রভুপাদের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে শ্রীল প্রভুপাদ সমাধি-সেবার কার্য্যভার কিছুদিনের জন্য তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত সেবকগণই তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। প্রভুপাদের অনুগত বিপিনবিহারী ব্রহ্মচারী তখন পাঁচ-সাত বৎসর সমাধি-মন্দির কার্য্যাদি পরিদর্শন ও সেবা করেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্রীবনমালি পোদ্দার সম্পূর্ণ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণব-বিরোধী ভ্রাতা অনন্ত নায়ক এক ব্যক্তি শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ক্রিয়া, মৌরাস্যা আরম্ভ করায় এবং সেই স্থানে নানাপ্রকার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, অনাচার ও অবিচার হইতে থাকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগত ভক্তবৃন্দগণ বাবাজী মহারাজের সেবায় ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে দূরকে ডাকিতে থাকেন। বাবাজী মহারাজের চরণে অনন্তের অনন্ত অপরাধ ও তাহার স্বজনবর্গের নানাপ্রকার অনাচার-ফলে তাহাদের সমৃদ্ধ সংসার ও শান্তি একেবারে বিনষ্ট হয়। তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি দেনার দায়ে নীলামে উঠিলে আমাদের পরম গুরুদেবের সমাধিকেও তাহাদেরই বিষয়ের অন্তর্গত মনে করিয়া নীলামে উঠাইয়া দিলে ১৯৩১ সনের ২৯শ অক্টোবর তারিখে শ্রীবসন্তকুমার ভক্তাশ্রমের অনুগত শ্রীনন্দুলেশ্বর প্রায় গুরুকে শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী সমাধিকে নীলামে ক্রয় করুন।

এই স্থানে পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ অনুসরণের জন্য একটি ব্যক্তির চরিত্রের অবতারণা আবশ্যক মনে করিয়া আমরা তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। পদ্মনাভদাস নামে একজন অবরকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বৈষ্ণব সাজিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অধ্যয়ন করিবার ছল করে। কিছুদিন-চরিতামৃত অধ্যয়ন করিবার পর বৈষ্ণবাপরাধ-ফলে তাহার সেবাবুদ্ধির পরিবর্ত্তে আত্মপোষণ-পিপাসারূপ ভোগবুদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া পড়ায় লোকের নিকট হইতে অধিক প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য সেই ব্যক্তি বাহ্যে বাবাজী মহারাজের সেবকের অভিনয় করিতে থাকে। শ্রীল প্রভুপাদকে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করায় শ্রীল প্রভুপাদ ঐ ব্যক্তির সংস্কৃত অধ্যয়নের আগ্রহ উল্লেখ করিয়া উহাকে অধ্যয়ন-দানের জন্য বাবাজী মহারাজের নিকট আবেদন জানান। যখন বাবাজী মহারাজ উক্ত পদ্মনাভদাসের নিকট জানিতে পারিলেন যে, নবদ্বীপের অনেক পাঠ-ব্যবসায়ী প্রাণ-গোপাল গোস্বামী নামক এক ব্যক্তির নিকট কাব্য পড়িবার জন্য পদ্মনাভের প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে, তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ঐ কপট ব্যক্তির সমস্ত চরিত্র বলিতে লাগিলেন। বাবাজী মহারাজ বলিলেন যে, পদ্মনাভ চৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকালে নিকটে একটী

খানা সাজাইয়া লইয়া বসে, আর যদি একটুকু অনুস্বার, বিসর্গ ও সংস্কৃত কাব্য পড়িয়া তাড়াইয়া পাঠকের সঙ্গ-ফলে ভাগবতের দুই একটি কথা আওড়াইতে পারে, তাহা হইলে সে ঐ অবৈধ ব্যবসায় আরও জোরের সহিত পাতিয়া বসিবে এবং তদ্দ্বারা জগতের ও তাহার সর্ব্বনাশ করিবে। সে এইরূপ অভিসন্ধি লইয়াই ভক্তিবিরোধী ব্যক্তির নিকট কথা পড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। বাবাজী মহারাজ আরও বলিলেন,—এ ব্যক্তি বৈষ্ণবাপরাধী—চরিতামৃতের চরণে অপরাধী—ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিয়া পয়সা রোজগার করিবার জন্য উহার দুর্বুদ্ধির উদয় হইয়াছে।

বাবাজী মহারাজের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত পরমানন্দদাস কপটতাক্রমে কৃষ্ণচৈতন্যদাস নাম গ্রহণ করিয়া অচিরেই ভেকোপজীবিকা আরম্ভ করিল—পরমহংস বাবাজী মহারাজের অনুকরণ করিতে গিয়া নানাপ্রকার অবৈধ আচরণ করিতে থাকিল। নর-কপালে জলগ্রহণ এবং নানাপ্রকার অবৈধ চেষ্টা করায় শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ তাহাকে গুরু-বৈষ্ণব-নামাপরাধী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বাবাজী মহারাজের ইচ্ছার অনুকূলে গোদ্রুমে বাবাজী মহারাজের সমাধি অপসারিত হইলে কুলিয়া নবদ্বীপের ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়, অবৈধ মর্কট বৈরাগি-সম্প্রদায় এবং যাহারা নানাপ্রকার অপস্বার্থ ও ভোগবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত, সেই সকল ব্যক্তির সহিত একযোগে উক্ত পরমানন্দদাসও তাহাদের ব্যবসায় ও ভোগে বাধা পড়িবে বিবেচনা করিল।

এদিকে যেন শ্রীল বাবাজী মহারাজেরই ইচ্ছায় শ্রীভাগীরথীদেবী বাবাজী মহারাজের সমাধিকে তাঁহার সলিল-মধ্যে ক্রোড়ীকৃত করিবার জন্য বাবাজী মহারাজের সমাধির চতুষ্পার্শ্ব ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। সমাধিটীও যখন গঙ্গার গর্ভে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন শ্রীযুক্ত বনজকুমার শুক্লাম্বর, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বাবাজী মহারাজের সমাধিকে গোদ্রুমে স্থানান্তরে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিলে কুলিয়া নবদ্বীপের পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধভক্তিবিরোধী কতিপয় ব্যক্তি নকুলেশ্বর রায় প্রভৃতিকে অভায়-পূর্ব্বক বাধা দান ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে মোকদ্দমা আরম্ভ করিল। এই সময় ঐ সকল কপট ব্যক্তিরই সমর্থনে কতিপয় গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদক কপটতা ও অবৈধ ব্যবসায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য তাহাদের গ্রাম্যবার্ত্তার মধ্যে নানাপ্রকার গ্রাম্য প্রলাপ আরম্ভ করিয়াছিল। ঐ সকল গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদকবর্গের চিরস্বভাবই এই যে, তাহারা শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধ-অভিমানের কোন সুযোগ পাইলেই আপনাদের পূর্ণাদরুণা স্বভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে এবং তাহাদের চীৎকারে তখন তাহারা কোন্ জাতীয় ও কোন্ দলী, তাহাও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু আদালত ঐ সকল কপট ব্যক্তির কপটতার মূলভেদ করিতে না পারায় তাহাতে প্রথমে যে বিচার-বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তদপেক্ষা উচ্চ আদালতে সংশোধিত হইল। কিন্তু কপট ব্যক্তিগণ ইহার বিরুদ্ধে আপিল করিলেও তাহাতে তাহাদের অন্যায়-চেষ্টা আরও অধিকতর ভাবেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

গত ১৫ই আগষ্ট (১৯৩২) তারিখে শ্রীনকুলেশ্বর রায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিটী বাবাজী মহারাজেরই একমাত্র মনোনীত-পরিপূরক শিষ্যবর ও সর্ব্বতোভাবে উত্তরাধিকারী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নামে রেজেষ্টারি-দানপত্র করিয়া দেন। পূর্ব্বেও শ্রীল প্রভুপাদই এই সমাধির সেবক, রক্ষক ও উত্তরাধিকারী ছিলেন, এখনও সম্পাদিত দলিলের দ্বারা তিনিই ইহার সম্পূর্ণ সত্বাধিকারী হইলেন। যাহাতে অবৈধ ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের দ্বারা কোন প্রকার গোলযোগ না ঘটে, তজ্জন্য নদীয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন-পূর্ব্বক সরকারের নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ ক্রমাগত কএকদিবস অহোরাত্র পরিশ্রমের পর সমাধির চতুর্দ্দিকে কূপ খনন করিয়া সমাধিকে উত্তোলন-পূর্ব্বক গত ২১শে আগষ্ট (১৯৩২) তারিখে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে লইয়া আসেন। সমাধির কিয়দংশ গঙ্গাগর্ভগত হয়, অবশিষ্টাংশ বৈষ্ণব-বিধানানুসারে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীধাম-মায়াপুরে লইয়া আসা হইয়াছে। এখন হইতে আর কোনপ্রকার অপসম্প্রদায় প্রাকৃত বৈষয়িক সম্পত্তিজ্ঞানে বাবাজী মহারাজের সমাধির উপর অত্যাচার ও অনাচার করিতে পারিবে না, ইহাই আমাদের পরম আনন্দের বিষয়।

আমরা আশা করি, শ্রীধাম-মায়াপুরে অতি শীঘ্রই বাবাজী মহারাজের মূর্ত্তিসমাধি নির্ম্মিত হইবে। বাবাজী মহারাজ

গৃহস্থজীবনে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর বংশে পাঞ্চরাত্রিক-মতে দীক্ষিত হন। সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনসূচী এবং বাবাজী মহারাজের পরম প্রিয়স্থান শ্রীঅদ্বৈতভবনে তাঁহার সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীল বাবাজী মহারাজ তাঁহার অপ্রকট-লীলার পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তম আমাদের শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে বাণী—যে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই আজ সত্যরূপে প্রকাশিত হইল। তিনি কুলিয়ার বিধবা ও ব্যবসায়ীর ভোগ হইয়া কোনদিনই অবস্থান করিতে পারেন না, তাই প্রকটকালে তিনি স্বমুখে গঙ্গাগর্ভে, শ্রীমায়াপুরে এবং শ্রীগোদ্রুমে তাঁহার চিদানন্দকলেবরের সমাধি দিবার জন্য প্রভুপাদকে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুরুদেবের সেই মনোহভীষ্টানুসারে কিয়দংশ শ্রীমায়াপুরে ও কিয়দংশ শ্রীগোদ্রুমে সমাধিস্থ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। সমাধির কিয়দংশ স্বতঃই বাবাজী মহারাজের ইচ্ছানুসারে গঙ্গায় সমাহিত হইয়াছে।

সাময়িকপ্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সঙ্কীর্ত্তনময় হরিস্মরণোৎসব

গত ২৮শে শ্রাবণ ১৩ই আগষ্ট শ্রীরূপানুগ-গণের নিত্য আরাধ্য শ্রীল রূপগোস্বামীর বিরহবাসর ও শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা হইতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে অখিল লোকমঙ্গলের জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে যে হরিস্মরণ-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং ও তদনুগ-গণের দ্বারা অনুক্ষণ কীর্ত্তনময় করিয়া রাখিয়াছেন। এ বৎসরে উৎসবের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বহির্ম্মুখ রুচির কোনপ্রকার ইন্ধনই নাই, পরন্তু ইহা সর্ব্বতোভাবে কেবল কীর্ত্তনময়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির এবং সর্ব্বস্থান আচার্য্যবর্য্যের কীর্ত্তন-মুখরিত হইয়া এই স্থানকে সত্যসত্যই বাণীপীঠে করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীবলদেব-আবির্ভাব

৩রা শ্রাবণ হইতে ৩১শে শ্রাবণ ঝুলনযাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠে অগণিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা [illegible] শ্রীবলদেব-পূর্ণিমা [illegible] উদ্বোধিত হইয়াছিল। [illegible]

হইতে সমাগত এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৩১শে শ্রাবণ শ্রীমদ্ বলদেবের আবির্ভাব-উপলক্ষে বিশেষ-ভাবে কীর্ত্তন-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁর সর্ব্বাধিকারী

গত ১৬ই আগষ্ট (১৯৩২) মঙ্গলবার শ্রীবলদেব-আবির্ভাব-দিবসে অপরাহ্ণকালে মাননীয় স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম-এ, ডি-এল, কে-টি, সি-আই, ই, ত্রিরত্ন মহোদয় সপরিবারে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন করেন এবং অনেকক্ষণ যাবৎ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বিশেষ মনো-যোগের সহিত 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যের প্রেমের অসমোর্দ্ধ-বিষয়ে কীর্ত্তনকালে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের "অয়ি দীনদয়ার্দ্র" শ্লোক এবং "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং" শ্লোক প্রভৃতির অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-দ্বারা অপ্রাকৃত গোপীগণের অপ্রাকৃত প্রাণবল্লভ বিচারের সৌষ্ঠব বিচারমুখে প্রদর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—[illegible]

Society formally manage করিয়া 'চুলিচাপি' বিগর্হিত কার্য্যকে বাহ্য সৌন্দর্য্যের মুখোসে যেরূপ আবরণ করিয়া রাখা হয়, সেরূপ কপটতায় পারকীয় বিচার বুঝা যায় না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রূপ ও শ্রীরঘুনাথ শ্রীল জীবের পারকীয় ও আপাত প্রতীয়মান স্বকীয় বিচারের ধারণার তাৎপর্য্যসমূহ বর্ণন করেন এবং "শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকে" শ্রীরায় রামানন্দ পারকীয় বিচারের যেরূপ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, বিচারমুখে তাহারও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন।

তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যলীলামাধুরী কিরূপভাবে বিগ্রহত্ব ধারণ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে অনেক কথা বলেন। কারণ, ক্ষীরোদ, গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুগণ, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ, রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণ আদিয়া উপস্থিত হন নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগতে উপস্থিত হইয়াছেন বলিলেই ঐ সকল অবতারকে ক্রোড়ীভূত করিয়া আরও অনেক কিছু বলা হয়। বৃহৎ, বর্দ্ধমানজাতিপুর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রেমের অভাব জ্ঞাপন করিয়া ব্যক্তিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রেমপ্রচারেরই পুষ্টি করিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভোগী ও ত্যাগিদের বিচার-স্রোত প্রতিরোধ করিয়া প্রেমপ্রচার করিতে বসিয়াছেন। মানবজাতির মধ্যে যাহার যত কথা আছে, তাহাতে বাধা দিয়া সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরাটের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথার অবতারণা। মানবজাতি ভোগী বা ত্যাগি-সম্প্রদায় যত কিছু উচ্চ অবস্থা লাভ করুক, তাহা সকলই 'কাম'-শব্দ-বাচ্য। শ্রীমদ্ভাগবত মানবজাতির ঐ সমস্ত কথা নিরাস করিয়া বাস্তবসত্যের কথা বলিয়াছেন—সত্যের মুখ্যশক্তির উপাসক হইলে প্রেমের সন্ধান পাওয়া যাইবে জানাইয়াছেন। বিদ্বদ্গণের মধ্যে যাঁহারা গৌণীশক্তির উপাসনা করিয়া যে-সকল Hegelian চিন্তাস্রোত আবাহন করিয়াছেন বা বৈদান্তিক-ক্রব হইয়া ত্যাগি-সম্প্রদায় Phenomenal exploitation এর দ্বারা Transcendentalএর যে কল্পনা করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত সেই সকল দর্শার্থ-কাম-মোক্ষের কপটতাকে নিরাস করিয়া প্রেমের কেবল চরমসীমা প্রদর্শন করিয়াছেন। Anthropomorphic, Zoomorphic, Apotheotic, Philanthropic প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রেমের অভাব-জ্ঞাপক।

শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবকে বলিয়াছেন,—হে মহাবদান্য, তোমার মত দানশৌণ্ড আর কেহ নাই, তুমি নিজের জন্য কিছু না রাখিয়া সমস্ত দান করিয়াছ, ইহা মানবজাতিকে ভোগাদেওয়ার মত দান নয়, অনর্পণদান নয়, সাক্ষাৎ কৃষ্ণদান। শ্রীরূপ আমাদিগকে তাঁহার "অনর্পিত-চরীং চিরাৎ" শ্লোকে আরও জানাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্ভোগ-লীলাতে আমাদিগের নিকট কিছু কৃপণতা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ঔদার্য্যময়ী শ্রীচৈতন্যলীলায় কোন কৃপণতাই করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর পারকয় শতভাগ সেবার ঔজ্জ্বল্য-প্রদর্শনকারীই যে সত্য সত্য ব্রাহ্মণ, ইহা জানাইয়াছেন। প্রেমানন্দসমুদ্রের নিকট ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদস্থ জলবিন্দুতুল্য।

নূতনদিল্লীতে সি, ডি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের সহিত কথোপকথনের প্রসঙ্গ এবং তাঁহার প্রস্তাবিত ইন্দ্রপ্রস্থের কুন্তীদেবীর মন্দির-সংস্কারের বিষয় উল্লেখমুখে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিহিত প্রেম-প্রচারের একমাত্র প্রদর্শিত পথ। দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর—কেহই শ্রীরূপানুগবরের প্রার্থনা পরিপূরণ করিতে পারেন না। কোন প্রাদেশিক বা কোন জাতীয়তাবাদের দিক্ হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার নহে। আমরা বাঙ্গালা-দেশের লোক বা আমরা ভারতবর্ষের লোক, আমরা মুসলমান, সুতরাং আমাদের বাঙ্গালাদেশের, ভারতের বা মুসলমান-সম্প্রদায়ের সুবিধা হউক,—এইরূপ কপটাশ্রয়-রাহিত্যই প্রচার প্রেমের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। যে-কোন দেশে, যে-কোন স্থানে, যে-কোন পাত্রে যে-কেহ উদিত হউক না কেন, শ্রীচৈতন্যের প্রেম সকলের চেতনবৃত্তিতে উদিত হইতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন যে, তিনি শ্রীরাধা-মুরের আড়াইটী রূপ এবং শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী শতকরা শত-পরিমাণ সেবার যে সকলের পরিপূর্ণতা প্রকটিত হইয়াছে, তাহা সি, ডি, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারকে বলিয়াছিলেন। বিকৃচিৎ পরমেশ্বর ও অণুচিৎ জীব—ইঁহাদের মধ্যস্থ হইয়া যিনি ইঁহাদের নিত্য সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া দেন, সেই গুরুবস্তু Opaque (অস্বচ্ছ) নহেন, তিনি নিত্যনিরবচ্ছিন্ন Transparent (স্বচ্ছ)। শ্রীগুরুদেবের

মধ্য দিয়া কৃষ্ণদর্শন হয়। "সম্বন্ধঃ ভবতে দৃষ্ট্যা" বলিতে গিয়া যদি জীব সেখানে তাহার কিছু ভাগ বসাইয়া দেয়, তাহা হইলে প্রেম জিনিষটী পাওয়া যাইবে না। প্রেম-জিনিষটা মানুষে ধরিতে না পারিলেও প্রেমের রাজ্যের দূত মানবজাতিকে তাহার একটা দিগ্‌দর্শন করাইবার চেষ্টা করেন। যাহার কপাল ভাল, সে ধরিতে পারে। Altruism আমাদের আরাধ্য নহে, প্রেমই একমাত্র আরাধ্য। যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের Infant class এ আছেন, তাঁহারা এ সকল কথা সত্য সত্য প্রেমিকের নিকট আলোচনা করুন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও ওঁর সর্ব্বাধিকারী

গত ২১শে আগষ্ট রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ৯ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের অন্যতম সেক্রেটারী শ্রীপাদ অনন্তস্বরূপ ভক্তিবান্ধব বি-এ, ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ত্রিদণ্ডস্বামী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় মাননীয় ওঁর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত হইলে ওঁর দেবপ্রসাদ তাঁহার স্বভাবসুলভ সৌজন্য ও সমাদরতা-দ্বারা গৌড়ীয় মঠের সেবকগণকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। ওঁর দেবপ্রসাদ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে-সকল কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে altruism ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কি সম্বন্ধ, অর্থাৎ পূর্ণতম শ্রীচৈতন্যের প্রেম হইতে যদি altruism কে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যের প্রেম খণ্ড হইয়া পড়ে কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক প্রভুর ইচ্ছানুসারে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক এ বিষয়ে সাম্যভাবে উত্তরমুখে বলেন যে, শ্রীচৈতন্যের প্রেমেই প্রকৃতপ্রস্তাবে অকপট altruism বা পরার্থপরতা আছে। জগতে যে তথাকথিত altruismএর মোহিনী মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহাতে পরার্থপরতা দূরে থাকুক, তাহা পরহিংসারই মূলকবিদ্যা। কেবল বহুজীবের দেহ ও মনের উপকারের দ্বারা তাহার প্রকৃত উপকার হয় না—কার্য্যবিনাশের দ্বারা কারণ বিনাশ হয় না; একটীমাত্র মূল কারণ বিনষ্ট হইলেই অন্যথা কার্য্য সমূহ উৎপাটিত হয়। যাঁহারা প্রকৃত প্রেমিক—যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের নিকট শিক্ষিত হইয়া প্রকৃত পরার্থপরতা, সৎপরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার মূলগত অপূর্ব্ব সম্বেদনের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র শ্রীচৈতন্যের প্রেমপ্রচারকেই জগতের আত্যন্তিক মঙ্গলের একমাত্র বাস্তব উপায় বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন। এ বিষয়ে এসবার্টহলে বক্তৃতামুখে অধিকতর আলোচনা হইবে বলিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক আর অধিক অগ্রসর হইলেন না।

মাননীয় ওঁর দেবপ্রসাদ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রুত-বাক্য হইতে সংগৃহীত ঐশ্বর্য্যহীন কৃষ্ণের সেবার উৎকর্ষ কেন, এ বিষয়ে আরও আলোচনা করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি উদাহরণ-স্বরূপে বলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ঐশ্বর্য্যের দ্বারা আজ পৃথিবীর কত লোক সত্যে আকৃষ্ট হইতেছেন। ওঁর দেবপ্রসাদের বাক্যের সম্মান করিয়া সম্পাদক বলেন যে, ঐশ্বর্য্য বাহিরের লোকদিগকে আকর্ষণ করে, কিন্তু যাহারা নিজ-জন, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হন না, ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন। কোন জাগতিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যখন নানাপ্রকার সাজ-সজ্জায় বিভূষিত হইয়া দরবারে যান এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন, তখন অপর লোক তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যাবে; কিন্তু ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মাতা বা পত্নী তাঁহার ঐরূপ পোষাক-পরিচ্ছদ কিম্বা পাণ্ডিত্য আছে বলিয়া তাঁহাতে আসক্ত হন না, তাঁহাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক টানেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, কেন না, তাঁহারা তাঁহার নিজ-জন, অন্তরঙ্গ আত্মীয়। ধনী হইতে ধন বা তাঁহার ঐশ্বর্য্যকে বিচ্ছিন্ন করিলে যদি ধনীর প্রতি তাহারও ভালবাসা না থাকে, তাহা হইলে যেমন জানা যায়, যে-ব্যক্তি ধনীকে ভালবাসিয়াছিল, সে ধন বা ঐশ্বর্য্যকেই ভাল-বাসিয়াছে, ধনীর ব্যক্তিত্বকে ভালবাসে নাই, উহা কপট ভালবাসা বা প্রেমের অভাবমাত্র, তদ্রূপ গোপীগণের ভালবাসা ঐশ্বর্য্যের জন্য ভালবাসা নহে, কৃষ্ণের স্বরূপের জন্য স্বাভাবিক হৃদয়ের আকর্ষণ। তবে যাহারা নিজ-পদে গণিত হইতে পারে নাই, তাহাদের জন্য ঐশ্বর্য্য-প্রকাশের প্রয়োজন আছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্যও তাহাই।

বিচক্ষণ, বিদ্বৎসমাজমুকুটমণি, মাননীয় ওঁর দেবপ্রসাদের এ-সকল বিষয়ে আলোচনা ও স্বাভাবিকী প্রতিভা থাকায় তিনি এ-সকল কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

এলবার্টহলে বক্তৃতা

শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের মহাগুর্জ্জিকের দিনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ভবপথের বিপথগামী পথিকগণের জন্য যে হরিকথামৃতের আয়োজন খুলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বক্ষেত্রে বিশেষতঃ যাঁহারা আধুনিক তথাকথিত শিক্ষা-দীক্ষার মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃত প্রেয়ের পথ হইতে সম্বন্ধের পথে পরিচালিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বার্ত্তা বিতরণ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে গত ৫ই ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট রবিবার দিবস কলিকাতা এলবার্টহলে একটি বিরাট্ সভা আহূত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ১৩৩৫ ও ১৩৩৬ সালে ক্রমাগত দুই দিবস "শ্রীচৈতন্যের দান" এবং 'গৌড়ীয়-গৌরব', 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা 'গৌড়ীয়-দর্শন'-বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

—এই গৌর-প্রণাম শ্লোক হইতেই "শ্রীচৈতন্যের দান" এলবার্টহলের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের বক্তৃতার বিষয় ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা "শ্রীচৈতন্যের প্রেম" বক্তৃতার বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত হয়। আগামী বৎসরে "কৃষ্ণচৈতন্যনামই কৃষ্ণ" বক্তৃতার বিষয় হইবে,—ইহাই রূপানুগবর আচার্য্যের অভিলাষ। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-সমর্থিত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কলিকাতা এলবার্টহলের বিরাট্ সভায় "শ্রীচৈতন্যের প্রেম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ভাইস্ চেন্সেলার স্বনামধন্য মাননীয় স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্-এ, ডি এল, কে-টি, সি-আই-ই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় লোকসংখ্যা অগণিত হইয়াছিল। বিস্তৃত হল-গৃহ এবং বিতল বারান্দা প্রভৃতি সকল স্থানই লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সকলেই নিশ্চলে চিত্রার্পিতের ন্যায় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল, মহাশয় সময়োচিত গৌরবিষয়ক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণ সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। অনেকে 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' ও 'গৌড়ীয়-গৌরবের মত "শ্রীচৈতন্যের প্রেম"-বিষয়িণী বক্তৃতাটীও 'গৌড়ীয়ে' এবং পুস্তকাকারে দর্শন করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় "শ্রীচৈতন্যের প্রেম"-শীর্ষক প্রবন্ধটী 'গৌড়ীয়ে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

———

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

গত ১৮ই ভাদ্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস-দিবস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অধিরাত্র হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও অহোরাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পারায়ণ, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কালে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জন্মলীলা পাঠ ও কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীনন্দোৎসব-বাসরে বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠে অসংখ্য লোক সমাগম করিয়াছিলেন।

১ই ভাদ্র শ্রীনন্দোৎসবের দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠে একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে ঐ দিবস সভার পর 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "শ্রীনন্দ-মহিমা" সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত বক্তৃতা করেন। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। উক্ত বক্তৃতা-অবলম্বনে রচিত "নন্দ-মহিমা"-শীর্ষক প্রবন্ধটী বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রথমেই প্রকাশিত হইয়াছে।

———

মহানগর-সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীহরিমন্দির-মহা-মহোৎসব-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে অষ্টক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তন, প্রাতে ও অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, মহানগরীর বিশিষ্ট সাধারণ স্থানে বক্তৃতা এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাটমন্দিরে বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ তথা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকবর্গের দ্বারা মহানগরীর দ্বারে দ্বারে হরিকথা-প্রচার, মহানগরীতে শ্রীগৌরবিহিত নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীগৌর-নিজ-জনের সেনা-পতিত্বে বিশেষ বিশেষ দিবসে বহির্গত হইতেছে। গত ২৯শে শ্রাবণ রবিবার—অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া এক বিরাট্ নগরসঙ্কীর্ত্তন-দল বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মাণিকতলা স্ট্রীট্,

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট ও বাগবাজার হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ১১ই ভাদ্র শনিবার একাদশী দিবস দ্বিতীয় মহা-নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহু কীর্ত্তন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে বাগবাজার ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, হরমোহন ষ্ট্রীট, ষ্ট্রাণ্ডরোড, ক্লাইভষ্ট্রীট, হ্যারিসনরোড, চিৎপুররোড, বৃন্দাবন বসুর ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বাগবাজার হইয়া পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত নগরসংকীর্ত্তনের মত সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষণকারী এবং সকলকে শ্রীহরিকীর্ত্তনে মত করিবার এরূপ আর কোন উপায় জগতে আবিষ্কৃত হয় নাই। উচ্চনগরসঙ্কীর্ত্তনে একদিকে যেমন সঙ্কুচিতচেতন পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, গুল্ম, লতার পর্য্যন্ত সুকৃতি-অর্জ্জনের উপায় আবিষ্কৃত হয়, অপর দিকে তেমনি অত্যন্ত ভোগলুব্ধ ব্যক্তিগণেরও হৃদয়ে এবং সমগ্র নগরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিত্তে একটা চেতনতার সাড়া পড়িয়া যায়। শ্রীগৌর-জনানুগতো শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের শুদ্ধ নগর-সংকীর্ত্তন কলিকাতার ন্যায় কর্ম্ম-কোলাহলমুখর নগরীর অন্যা-অভিলাষের নানাপ্রকার পিপাসাকে কিছু সময়ের জন্য স্তব্ধ করিয়া হরিকথা-শ্রবণে উৎকর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। আগামীকল্য ১৯শে ভাদ্র, ৬ই সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৪ টার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পুনরায় নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইবে। আমরা ইহাতে সকলের যোগদান প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

গত ১২ই ভাদ্র, ২৮শে আগষ্ট রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বোধ-সৌকর্য্যার্থ ইংরাজী ভাষায় "Relative Worlds" ("পরতত্ত্ব জগদ্বয়") বিষয়ে যে একটি অভূতপূর্ব্ব অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাতে সারস্বত-মন্দিরে একটি বিরাট্ বিদ্বন্মণ্ডলী-মণ্ডিত সভার অধিবেশন হইয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশবাসী মনীষী ও অধ্যাপকবৃন্দ, মধ্যদেশবাসী, উত্তর-পশ্চিমদেশবাসী বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ও পণ্ডিতবর্গ তথা স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা-শ্রবণার্থ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে, জগমোহনে, অলিন্দে কোথাও তিলমাত্র ধারণের স্থান ছিল না, অথচ বক্তৃতাকালে সর্ব্বত্রই নিস্তব্ধ-ভাব বিরাজিত ছিল। সকলেই বক্তৃতার দুরূহ বিষয়টী উৎকর্ণ হইয়া মনোযোগসহকারে শ্রবণ ও অনুধাবন করিতে-ছিলেন। উপস্থিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের মধ্যে অনেকেই বলিয়াছেন যে, কলিকাতার ইতিহাসে এত গভীর পারমার্থিক বিষয় লইয়া সাধারণে বক্তৃতা, তাহাতে এত সংখ্যক লোকের সমাগম এবং তাহাদের এরূপ গভীর মনোযোগে শ্রবণের আদর্শ এই প্রথম। এই বক্তৃতা বিশ্বের পারমার্থিক ইতিহাসে এক যুগান্তর আনয়ন করিবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার প্রারম্ভে সেই দিবসই মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ হইতে আগত উক্ত মঠের রক্ষক ব্রাহ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ বিরাট্ সভাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ-মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য, বক্তৃতার কারণ, বক্তৃতার বিষয়ের গুরুত্ব এবং বঙ্গদেশে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা-প্রদানের কারণ উল্লেখ-মুখে বলেন যে, প্রাকৃত জগতে অপ্রাকৃতের বার্ত্তা বিস্তারের একমাত্র পথ শ্রীগৌরসুন্দরের আবিষ্কৃত হরিকীর্ত্তন। সেই কীর্ত্তন-বৈচিত্র্যের মধ্যে বক্তৃতা বা অভিভাষণাদি যখন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচরণশীল ব্যক্তিত্বের দ্বারা সমুজ্জ্বলিত, তখন তাহাতে ভুবনমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবোপলক্ষে বাঙ্গালাভাষায় অনভিজ্ঞ বহু ব্যক্তির আগমন, পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের শ্রীচৈতন্যবাণীশ্রবণে পিপাসা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া সমগ্র ভারতের, ভারতের কেন, সমগ্র সভ্য জগতের Lingua Franca ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতার আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল অনর্গল তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ

বিগত ১৯শে শ্রাবণ (১৩৩৯) বৃহস্পতিবার দিবস গণেশরপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণদাস অধিকারী মহাশয় চিরলিয়া (মেদিনীপুর) ভাগবতজনানন্দ-মঠে বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত বিধানানুসারে শ্রীপাদ ভগবান্দাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত প্রভুর পৌরোহিত্যে, একাদশাহে মহাপ্রসাদ-দ্বারা তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-ভোজন ও সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৫শে ভাদ্র শনিবার, ১৩৩৯; ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ | ৪র্থ সংখ্যা।

"পরতন্ত্র জগদ্ধয়"-বক্তৃতার কএকটী কথা

পরতন্ত্র ও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র— এই দুইটী কথা প্রথম দৃষ্টে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবসত্য —যাহাতে কোন প্রকার বিচ্যুতি বা অসমঞ্জস ভাব নাই, সেই সত্যে উপনীত হইতে হইলে পরতন্ত্র ও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র যে মহাচিৎসমন্বয়-সৌন্দর্য্যের সহিত ঐক্যতানের বিলাসবৈচিত্র্য আকাঙ্ক্ষা করে, সেই বিলাসের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে হইবে। আমাদের অসম্পূর্ণ ও অভিঘাতযোগ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নশ্বর ভূমিকায় আমরা যে আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতায় নিষেধমূলক ধারণা সংগ্রহ করি, তাহা বাস্তবসত্যের পূর্ণ বিবরণ হইতে পারে না। আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের আধাক্ষিকতা বাহ্য বিচিত্রতার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমাদের মনোধর্ম্মের উপর যে বিষেধ গণ্ডী দিয়াছে, উহাকে কোন ক্রমেই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রের স্বাধীনা-বৈচিত্র্যে আরোপ করা যাইতে পারে না; কেন না, সে-স্থানে আমাদের ভোগ্য ইন্দ্রিয়ের বৈষ্ণবিষ্ণ গতির ধারণা। অধোক্ষজ সবিশেষ স্বরাট্ বস্তু ভোগ্য ইন্দ্রিয়ের নিকট আত্মবিক্রয় করেন না কিন্তু অধোক্ষজের নিরঙ্কুশ শক্তি যে অলৌকিক স্বাধীনতাময়ী বিস্তার করে, আমাদের অসম্পূর্ণ, সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত ধারণা-সমূহ নিয়মের হয়। এইজন্য প্রবিপাত ও পরিপ্রশ্নের সহিত অকপট সরল জিজ্ঞাসাই আমাদিগকে অকৈতব সত্যের রাজকীয় পথে লইয়া যায়। পরতন্ত্র মায়িক বিষয়গুলির সম্বন্ধে বিপরীত বা বিরুদ্ধপক্ষ আশ্রিত করিয়া বাদবিতণ্ডার বা প্রতিযোগিতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের সম্বন্ধে সেরূপ কোন দ্বিতীয় পক্ষ সম্ভব নহে। এতৎপ্রসঙ্গে পূর্ব্ব হইতে শ্রীবল্লভাচার্য্যপ্রভুর মতবাদ-বর্ত্তনের পর শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপের আবিষ্কারিগণ তাঁহার চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, সেই সময় মহাপ্রভু সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের নির্ব্বিশেষবাদকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়া

ছিলেন ; কারণ, প্রকাশানন্দ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের মায়াবাদকে সকল প্রকার ভেদ-বৈচিত্র্যের রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া একটী শ্রৌত-বিচারহীন স্বকপোল-কল্পিত বা শ্রৌতরূপ আধ্যক্ষিকতার যন্ত্রভূমিতে টানিয়া আনিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মূলকাণ্ডে খণ্ড-বিখণ্ডিত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইজন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।

আস্তিক্য জ্ঞানকোষ বা শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ির পূর্ব্ব প্রদর্শন-স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত এইরূপ বাক্য তদানীন্তন বিদ্যাকেন্দ্রের পণ্ডিত-মণ্ডলীর অনুচানমানিতার বিশেষ বিঘ্ন আনয়ন করিয়াছিল। ইহাতে অনুচানমানি-সম্প্রদায় মহাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। লোকের এই প্রকার চিত্তবৃত্তি দেখিয়া বিশ্বম্ভরের অধ্যাপন-লীলা আচরণশীল কীর্ত্তনকারী ভগবদ্গুরু আচার্য্যের পদবীতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ত্রিপুটী-বিনাশ-মূলক আত্মহত্যার অভিধান পরিচালনা করিতেছিলেন ; কিন্তু বিশ্বম্ভর অধ্যক্ষজ্ঞান পরমেশ্বরকে কেন্দ্রীভূত করিয়া চিৎ ও অচিৎ বৈচিত্র্যের মধ্যে গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং চিদ্বর্গের মধ্যে পঞ্চ প্রকার সম্বন্ধে সাম্বন্ধিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আনন্দাধিকরণের পঞ্চ প্রকার সম্বন্ধ-বিজ্ঞান চেতনের বিকৃত প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব হইতে গৃহীত বলিয়া তাহার হেয় মিশ্রভাব অবিমিশ্র বিশ্ব চেতনজগতে মহাপ্রভু স্থাপন করেন নাই।

যেমন গোয়েন্দাগণ চোরের সঙ্গে মিশিয়া চোর ধরিবার জন্য চোরের ন্যায় বেশ-গ্রহণের অভিনয় করে, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুও নির্ব্বিশেষবাদিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য কেবলাদ্বৈতবাদি-সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যেও তিনি তাঁহার বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণার্থ নির্ব্বিশেষবাদিগণের নিকট যাহা ভৌমাত্মিক বলিয়া পরিগণিত, সেই নৃত্য, গীত ও কীর্ত্তন—যাহা অধোক্ষজের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনের অপরিহার্য্য উপায় ও উপেয়, সেই সকলকে পরিত্যাগ করেন নাই।

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে যখন একটা গুণগত বা স্বরূপগত পার্থক্যমূলক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন সাম্বন্ধিকতাকে কিছুতেই অবহেলা করা যায় না। অন্বয় পরাৎপর বাস্তব বস্তুর অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির বিক্রম হইতে চিৎ ও অচিৎ জগৎ নিঃসৃত হইয়া তাহাতে যে পরস্পর পার্থক্য-মূলক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, সেই সম্বন্ধ অন্বয়জ্ঞানেই নির্দ্দিষ্ট থাকায় চিৎ ও অচিৎ জগদ্বয়কে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের পরতন্ত্রতা বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্ব্বিশেষ পদবীতে স্থাপন করিলে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের সত্তা অস্বীকার করা হয়। বিশেষতঃ অধোক্ষজে অক্ষজ জগতের হেয়তা মানবে হেয়ারোপবাদের ন্যায়ে আরোপিত করিবার কোন যুক্তিই নাই। প্রাকৃত অসম্পূর্ণতা ও হেয়তাপূর্ণ ও উপাদেয়ের মধ্যে খাপ খাইবার মত যে অবকাশ রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাকৃত আকাশে বিজৃম্ভিত হইয়া যে আলো উৎপাদন করিয়াছে, আমরা তাহা হইতে বিমুক্ত হইতে চাই ; যেহেতু ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির অবস্থান আমাদিগকে নানাপ্রকার ক্লেশে পাতিত করিয়াছে, সেহেতু ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারিলেই আমরা শান্তির সন্ধান পাইব, আমাদের জাগতিক ভিক্ত অভিজ্ঞতা এইরূপ পরামর্শ প্রদান করে। শিশুরে মেঘ দেখিলেই যেরূপ ঘরপোড়া গরুর আগুনের ভয় হয়, তদ্রূপ আমাদের মধ্যে যাহারা জগতের ভিক্ত অভিজ্ঞতায় জর্জ্জরিত হইয়াছি, তাঁহাদেরও চেতনের বিচিত্রতা আছে শুনিলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই প্রকার বিবর্ত্তময়ী ধারণা হইতে জীবজগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত বা কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে বাস্তবতায় অনুভব করিতে বলিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ জীবের সহিত সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের নিত্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ, জীবের তটস্থা শক্তিত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার করেন।

পার্থিব পরতন্ত্রতা-সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, দুইটী বস্তুর নিত্য অবস্থান-ব্যতীত 'সম্বন্ধ'-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না, আধার তৃতীয় ব্যক্তিরূপে অপর দুইটী দর্শনীয় বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই 'সম্বন্ধ'-শব্দের প্রয়োগে বিষয় এবং আশ্রয়ের বহুত্বের নির্দ্দেশক। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রাকৃত অন্বয়জ্ঞানরাজ্যে বিষয়ের একত্ব ও আশ্রয়ের বহুত্বের কারণ নির্দ্দেশ করেন। অপ্রাকৃত রাজ্যে বিষয়ের অন্বয়ত্ব থাকিলেও অন্বয়জ্ঞানের শক্তিবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। পার্থিব সাম্বন্ধিকতা-প্রকরণে শ্রীল প্রভুপাদ

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্লেষণ-সহকারে প্রদর্শন করেন। এই সকল প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ও তন্মূলক অভিজ্ঞতা পার্থিব সাম্বন্ধিকতাকে নিরাস করিবার জন্য যে আত্মহত্যার প্রণালী নির্দ্দেশ করে, তাহাতে কেবল মাত্র সাময়িক জাগতিক সম্বন্ধ-বিচ্যুতির স্বল্পসিদ্ধি থাকিলেও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রের সহিত তদধস্তন শক্তি-প্রসূত নিত্যপরতন্ত্র সম্বন্ধ বিকসিত না হওয়ায় উহাতে নিত্যশান্তির সন্ধান পাওয়া যায় না; কারণ, আত্মহত্যা-দ্বারা রোগ ও রোগীর সম্বন্ধ একত্বে চিরবিনাশের যে চেষ্টা, তাহা পরবর্ত্তিকালে যে অনন্ত মহারোগের আকরস্বরূপ হয়, তাহাতে কখনও শান্তি প্রসূত হইতে পারে না। বহির্বাসি হইতে অন্তর্বাসিতে বা স্থূল হইতে সূক্ষ্মে সম্বন্ধকে আরোহণ করাইলেও সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য বিকাশ হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদ অধোক্ষজ সাম্বন্ধিকতার বা বিলাস-বৈচিত্র্যের বিচারমুখে বলেন যে, নির্ব্বিশেষবাদীর পঙ্গু ধারণা অন্তর্বাসি বা অপ্রাকৃতের বৈচিত্র্যের নিকট পৌঁছিতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য বা অধোক্ষজের সাম্বন্ধিকতা আধ্যক্ষিকগণের আপাত ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারে না, আবার প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রে তৎপরতন্ত্রবৈচিত্র্য আছে বলিয়া তাহা যে মানবে দেবারোপবাদ-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত, তাহাও নহে। কারণ, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রে কোন বস্তু বা বৃত্তির অভাব-কল্পনাই তাঁহাকে পরতন্ত্র করিয়া ফেলিবার দৃষ্টান্ত-জ্ঞাপক। পার্থিব পরতন্ত্রতার বহুত্বের সহিত প্রতিবিম্বময় সৌন্দর্য্যযুক্ত আছে বলিয়া তাহা বাস্তব অনন্যতা নহে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ধারণা, অপ্রাকৃত ও অন্তর্বাসি-সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করেন। প্রভুপাদ বলেন যে, আমাদের বর্ত্তমান ধারণা নশ্বর জড়ের সহিত এতদূর বিজড়িত ও মনোনিবিষ্ট হইয়াছে যে, আমরা নশ্বর জড়ের খণ্ড হইতে কিছুতেই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রকে পৃথক্ করিয়া ভাবিতে পারি না। পৃথক্ করিয়া ভাবিতে গেলেই তৎপ্রতিযোগী নির্ব্বিশেষ ভাবিয়া কার্য্যতঃ আমাদের ভোগের বিশেষ করিয়া ফেলি।

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র অদ্বিতীয় পতি, অদ্বিতীয় পুত্র, অদ্বিতীয় সখা, অদ্বিতীয় প্রভু ও অদ্বিতীয় নিয়ন্তৃরূপে অপ্রাকৃত সম্বন্ধ বিস্তার করিয়া থাকেন। সেই অপ্রাকৃত বাসুদৈকতে এক একটি অংশরূপস্বরূপে অবস্থিতি হইতে আমরা যখন সম্মার্জ্জনী দ্বারা সম্মার্জ্জিত হইয়া বাসুদৈকত হইতে পতিত হই, তখন পার্থিব সম্বন্ধে ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি অভিমান করি। কিন্তু যদি সেই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রের নিত্য সেবোপকরণে আমরা আমাদের স্বাত্মসাৎ উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের পতন নাই। এমন কোন বস্তু নাই—যাহা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারি-তাকে কোন প্রকারে বাধা দিতে পারে। আমি যদি সেই অধোক্ষজানের সহিত আমার সেবাময়ী সত্তাকে আনিশ্চিত করিয়া অধোক্ষজানের সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমার সেবাময়ী সত্তাকে কোন প্রকার বিদ্ধ অদ্বৈত-বিচারের ধারণা স্বাভাবিকভাবে নিত্যঅনুস্যূত সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের সঙ্গ-বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের মনীষিগণ তাঁহাদের আধ্যক্ষিক অনুচানমানিতার দ্বারা যে-সকল কথা বলিয়াছেন বা অনন্তকাল বলিবেন, সেই সকল কথা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের সেবাময়ী উপলব্ধি-সুষমার নিকট কোন মূল্যই প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভোগ ও ত্যাগের যাবতীয় পার্থিব নীচ ও উচ্চ ধারণাকে নিরাস করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার হেয়তা-পরিমুক্ত প্রেমের রাজ্যের সন্ধান দিয়াছেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ধারণা—যাহা পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী, তাহাকেও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধে সমন্বিত ও শান্ত করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ একমাত্র সর্ব্ব-তন্ত্রস্বতন্ত্রের সহিত সম্বন্ধ-নির্ব্বন্ধিত চেতনের বিকাশ-মূলক অনুশীলন-শিক্ষাদানে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোকামনা প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা বিবৃত করেন।

অভিজ্ঞতাবাদিগণের আংশিক অভিজ্ঞানের অভিমান কখনই তাঁহাদিগকে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের সংস্পর্শে আসিবার ছাড়পত্র প্রদান করিবে না। যে-পর্য্যন্ত না তাঁহারা প্রণিপাত ও শান্ত-স্বভাবে স্বভাবান্বিত হইয়া অপ্রাকৃত শব্দ-শ্রবণে তাহাদের কর্ণকে নিযুক্ত করিবেন, তদবধি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রের কোন কথাই তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে না।

পারমার্থিক পরিভাষা-পরিচয়

(১)

[অর্চ্চন-বিষয়ক]

নবেজ্যা—অর্চ্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম-সংকীর্ত্তন, সেবা, ভগবদ্চিহ্নদ্বারা অঙ্কন ও তদীয় আরাধন। এই নবপ্রকার বিধানযুক্ত ইজ্যা অর্থাৎ যজ্ঞ বা পূজা: ব্রাহ্মণগণের জন্য সর্ব্বদা বিহিত।

অর্চ্চনং মন্ত্রপাঠশ্চ যোগো যাগো হি বন্দনম্।
নামসংকীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা॥
তদীয়ারাধনেজ্যা নবধা বিদ্ধতে গুরৌ।
নবকর্ম্মবিধানেজ্যা বিপ্রাণাং সততং স্মৃতা॥ (পদ্মপুরাণ)

'যোগ' বলিতে এখানে অর্চ্চনে যে ধ্যানাদি, তাহাই বুঝায়, আর 'যাগ' বলিতে অর্চ্চনান্তর্গত যজ্ঞ। 'তদীয়-আরাধন'-শব্দে বৈষ্ণবগণের পূজা।

অর্চ্চনমার্গে যে 'মহাভাগবত'-শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাতে অর্থপঞ্চক-জ্ঞানের সহিত নবেজ্যায় নিপুণ-ব্যক্তিকেই "মহাভাগবত" বলা হয়।

তাপাদিপঞ্চসংস্কারো নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

অর্থপঞ্চকবিদ্—(১) উপাস্য ভগবান্, (২) বিষ্ণুর পরমপদ, (৩) তদীয় ভক্তি, (৪) তদীয় মন্ত্র এবং (৫) জীবাত্মা—এই পঞ্চতত্ত্বে যাঁহার বিশেষজ্ঞান উদিত হইয়াছে, তাঁহাকে বুঝায়।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু সম্বন্ধে যে অর্থপঞ্চকের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীলোকাচার্য্যের এবং সিদ্ধান্তপ্রদীপের বিবরণ পৃথক্। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তন্ত্রদীপিকারাত্র হইতে অর্থপঞ্চকের একটি সংক্ষিপ্তসার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীলোকাচার্য্য মহাশয় সংসারি-জীবের তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তির জন্য স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ-রূপ পাঁচটী অর্থের জ্ঞান ও তদ্বিবরণ-সম্বলিত 'অর্থপঞ্চক'-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (১) জীবের স্ব-স্বরূপ—নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু; (২) ঈশ্বরের পরস্বরূপ—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চাবতার; (৩) পুরুষার্থ-স্বরূপ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব, (৪) উপায়স্বরূপ—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যাভিমান; (৫) বিরোধিস্বরূপ—স্বরূপ-বিরোধী, পরতত্ত্ববিরোধী, পুরুষার্থবিরোধী, উপায়বিরোধী ও প্রাপ্যবিরোধী। এই প্রকার অর্থপঞ্চকের প্রত্যেকটীর তত্ত্ব পঞ্চপ্রকারে বিভাগক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। ['গৌড়ীয়' ২য় বর্ষ ১৪শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।]

(২)

[সাধক-বিষয়ক]

সাধক—কৃষ্ণের জন্য যাঁহাদের রতি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু যাঁহাদের সমাগ্‌রূপে বিঘ্ন বা অনর্থ-নিবৃত্তি হয় নাই, যাঁহারা কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাঁহারাই 'সাধক' নামে পরিকীর্ত্তিত।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে যে মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ বলা হইয়াছে, সে-সকল লক্ষণ সাধকে দৃষ্ট হইবে। অর্থাৎ মধ্যম অধিকারী ঈশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা, অজ্ঞের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন। রাগানুগ-ভক্তিমার্গে বিঘ্নমঞ্জলতুল্য সকলেই 'সাধক' বলিয়া কীর্ত্তিত।

যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ বিভাগ ১ম লহরী ১৪৫ সংখ্যা,—

উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্ব্বিঘ্ন্যাদনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

যথৈকাদশে—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

যথা বা—

সিক্তাপাঙ্গপ্রণয়লবতঃ ভগবদ্বার্ত্তা-নদীজন্তুনা
চিত্তেষ্বেব ভবারিহেতিরিতি তে ধীবরলঃ চিন্তয়।
হৃদ্যোমজ্জন্নুত্তৃষ্ণাহরকৃপাবৃষ্টেঃ স্ফুটং লক্ষ্যতে
মেদিষ্টঃ পৃথুরোমতা ভগবতাং কৃষ্ণানুরক্তোদয়ঃ॥
বিঘ্নমঞ্জলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

হে ধীমন্, ভগবানের কথাসরিৎ হইতে উৎপন্ন অঞ্জলের দ্বারা সিক্ত হইয়া ভবারি-শিখা যে থাকিবে, এরূপ চিন্তার

ফল কি? আমে যখন রোমাঞ্চ দর্শন করিতেছি, তখন অমৃতস্পৃহা-হারী, কৃপাপূর্ণশীল কৃষ্ণ-মেঘ তোমার নয়না-কাশের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। যাঁহারা বিষ-জলস্পৃহা, তাঁহারা 'সাধক' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

সিদ্ধ—যাঁহারা অখিল সাংসারিক ক্লেশে অভিভূত নহেন, যাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণাশ্রিত কার্য্যই করিয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু করেন না, যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রেমসৌখ্যাদির আস্বাদনপরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধ।

অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ পরতঃপ্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ বিঃ ১ম লহরী ১৪৬ সংখ্যা)

সিদ্ধ দুই প্রকার—(১) সংপ্রাপ্তসিদ্ধিরূপ সিদ্ধ, (২) নিত্যসিদ্ধ।

সংপ্রাপ্তসিদ্ধ আবার দুই প্রকার—(১) সাধনসিদ্ধ ও (২) কৃপা-সিদ্ধ।

সাধনসিদ্ধ—সাধনসিদ্ধের লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫। ২৫) এইরূপ বলিতেছেন,—

যচ্চ ব্রজস্ত্রীনিষিষাসুষত্বাদুদ্ধ্যা
দূরেষবো হ্যপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥

শ্রীহরি সর্ব্বসেব্যভার শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা সেই শ্রীহরির সেবা-প্রভাবে শমন-ভয় হইতে নিমুক্ত হইয়াছেন, (অথবা যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগক্রিয়াদিকে তুচ্ছ করিয়াছেন) যাঁহারা কারুণ্যাদি গুণযুক্ত এবং পরস্পর শ্রীহরির সুমঙ্গল নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বর্ণনে অনুরাগ বশতঃ যাঁহাদের অঙ্গে অকৃত্রিম পুলকাদি সাত্ত্বিকবিকার-সমূহ প্রকটিত হয়, তাঁহারা আমাদিগের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন। সাধনসিদ্ধের আরও লক্ষণ এই,—

যে ভক্তিপ্রভবিষ্ণুতা কবলিতক্লেশোর্ম্ময়ঃ কুর্ব্বতে
মৃক্পাতেঽপি স্বয়ং কৃতপ্রণতিষু প্রায়েণ মোক্ষাদিষু।
তান্ প্রেমপ্রসরোদয়ত্বরভিতস্বান্তান্ প্রমোদাপ্রতি-
র্নির্ব্যৌঘাস্ত উতাদৃতঃ পুলকিনো ধন্যাস্তমূর্দ্ধ্নে॥
মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ প্রোক্তাঃ সাধনৈঃ প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দঃ বিঃ ১৪৭ সংখ্যা)

ভক্তিপ্রভাব-দ্বারা যাঁহাদের ক্লেশোর্ম্মি-সমূহ প্রশান্ত হইয়াছে, যাঁহাদের শ্রীচরণে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ প্রণত হইলেও যাঁহারা ঐ সকলের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেও ঘৃণাবোধ করেন, যাঁহাদের অন্তঃকরণ উত্তরোত্তর নবনবায়মান প্রেমোৎসবে প্রফুল্ল হইতেছে, কৃষ্ণপ্রেমানন্দাশ্রু-দ্বারা যাঁহাদের বদনপ্রান্ত ধৌত ও অঙ্গ পুলকিত হইতেছে, সেই সব সিদ্ধগণকে নমস্কার করি।

মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণ সাধন-দ্বারা সিদ্ধি-প্রাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

কৃপা-সিদ্ধ—কৃপা-সিদ্ধের লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতের (ভাঃ ১০।২৩।৩৩, ৩৪) নিম্নলিখিত শ্লোক-দ্বয়ে দুই হয়,—

নায়ং শ্রিয়োঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজবল্লবীনাম্॥
আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

(যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পত্নীগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন)—ইহাদের উপনয়ন-সংস্কার, গুরুকুলবাস, তপস্যা, আত্মবিচার, শৌচ এবং স্মরণ দ্বারক সন্ধ্যা-বন্দনাদি কিছুই নাই, তথাপি উত্তমশ্লোক মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহাদের দৃঢ়াভক্তি জন্মিয়াছে; পরন্তু আমরা উপনয়নাদি সংস্কারযুক্ত হইলেও আমাদের সেই ভক্তির উদয় হইল না।

অথবা শুকদেবের উদ্দেশে নারদের উক্তির মধ্যে কৃপা-সিদ্ধের লক্ষণ দুই হয়,—

ন ত্বাতিযন্ত্যুরুকৃতো ভবন্তমুরুগায়পীযূষনিষেবণোৎসুকা।
ন সাধনবিধৌ চ তে শ্রমলবস্য গন্ধোঽপ্যহো
গতোঽসি চরিতার্থতাং পরমহংসমৃগ্যশ্রিয়া
মুকুন্দপদপঙ্কজৈঃ প্রণয়সীধুনো ধারয়া॥

নারদ শুকদেবকে বলিলেন,—হে মুনে, তুমি গুরুকুলে বাসপূর্ব্বক গুরুসেবার্থ শ্রম না করিয়াই অভিলষিত লাভ করিয়াছ, সাধন-বিধিতে তোমার শ্রমলেশের গন্ধমাত্রও দৃষ্ট হইতেছে না। যে মুকুন্দ-পদকমলের শোভা পরমহংস-গণেরও প্রার্থনীয়, তুমি কেবল সেই শ্রীকৃষ্ণ-সাধনের প্রেমসুধার প্রবাহ-দ্বারাই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছ।

যজ্ঞপত্নী, বিরোচনসুত বলি এবং শুকদেব প্রভৃতি কৃপা-সিদ্ধ।

কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী-বৈরোচনি-শুকাদয়ঃ॥

নিত্যসিদ্ধ—যাঁহাদের গুণসমূহ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নিত্য ও জ্ঞানস্বরূপ এবং যাঁহারা আপনা-অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে কোটিগুণ অধিক প্রেমযুক্ত, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ।

আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্তগুণাঃ সর্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ॥

শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ ও সত্যভামার সংবাদে নিত্যসিদ্ধ-লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে,—

অত্র ব্রহ্মাদিদেবানাং তথা প্রার্থনয়া ভুবঃ।
আগতোঽহং গণাঃ সর্বে জাতাস্তেঽপি ময়া সহ॥
এতে হি যাদবাঃ সর্বে মদ্‌গণা এব ভামিনি।
সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে দেবি, ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং পৃথিবী—ইঁহাদের প্রার্থনায় আমি আগমন করিয়াছি, আমার গণসমূহও আমার সহিত আবির্ভূত হইয়াছেন, হে ভামিনি, এই যে যাদবসমূহকে দর্শন করিতেছ, ইঁহারা আমারই নিজ-জন, ইঁহারা আমার নিত্যপ্রিয় এবং আমারই তুল্য গুণশালী।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কয়েকটী শ্লোকেও নিত্যসিদ্ধির লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩২)

পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাঁহাদের মিত্র, সেই নন্দগোপপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি মহাভাগ্য! অহো কি মহাভাগ্য!

দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নৌ ব্রজৌকসাম্।
নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্॥
(ভাঃ ১০।২৬।১৩)

হে নন্দ, তোমার এই সন্তানের প্রতি আমাদের সমস্ত ব্রজ-জনের দুষ্পরিহার্য্য অনুরাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমাদের প্রতিও তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ বর্ত্তমান দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ কি? এই বালক কি সমস্তের আত্মস্বরূপ?

সনাতনং মিত্রমিতি তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্।
স্নেহোঽস্মাসিতি চৈতেষাং নিত্যপ্রেষ্ঠত্বমাগতম্॥
ইত্যতঃ কথিতা নিত্যপ্রিয়া যাদব-বল্লভাঃ।
এষাং লৌকিকবচ্চেষ্টা লীলা মুরারিণোরিব॥

সনাতন মিত্র, আমাদের কুলে জন্ম এবং আমাদের সকলের স্নেহ ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যাদব ও ব্রজবাসিগণের নিত্য প্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি হইতেছে, এজন্য যাদব ও ব্রজগোপগণ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন লীলাবশতঃ জন্মাদি লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যাদব ও গোপকুলেরও লৌকিকবৎ চেষ্টা জানিতে হইবে।

এ বিষয়ে শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডেও (২৪৩।৭৭,৭৮) প্রমাণ দৃষ্ট হয়,—

যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদ্ যদৃচ্ছয়া॥
পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎসহং শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং তস্য বৈকুণ্ঠানাঞ্চ বিদ্যতে॥

যেরূপ সুমিত্রা-নন্দন ভরত ও লক্ষ্মণ, আর যেরূপ সঙ্কর্ষণাদি ভগবদ্বিগ্রহগণ স্বতঃসিদ্ধভাবশতঃ প্রপঞ্চে প্রাদুর্ভূত হন, তদ্রূপ ভগবৎপার্ষদ বৈকুণ্ঠগণও ভগবানেরই সহিত আবির্ভূত হন এবং পুনরায় সেই ভগবানের সঙ্গেই বিকুণ্ঠ সেই নিত্যধামে গমন করেন। বৈকুণ্ঠগণেরও বিকুণ্ঠ ন্যায় কর্ম্মবন্ধনিত জন্ম নাই।

যে প্রোক্তাঃ পঞ্চপঞ্চাশৎ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্য তদ্গুণাঃ।
তে চান্যে চাপি সিন্ধৌ স্যুঃ সিদ্ধিবদ্ভাবয়ো মতাঃ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দক্ষিণ বিঃ ১।১৪৩)

কৃষ্ণাদি ভগবানের যে পঞ্চপঞ্চাশৎ গুণ ক্রমান্বয়ে উক্ত হইয়াছে, সেই সকল গুণ ও অন্যান্য সিদ্ধিপ্রভবাদি গুণসকলও সিন্ধুগণে বিদ্যমান আছে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণ নিত্যসিদ্ধ—শ্রীল সনাতনাদি সকলেই নিত্যসিদ্ধ। তাঁহারা পূর্ব্বে বাহ্যদর্শনে বিধর্ম্মীর সেবা করিয়াছেন বলিয়া যে নিত্যসিদ্ধ ছিলেন না, তাহা নহে। ঠাকুর নরোত্তমাদি মহাপ্রভুর প্রকটকালের পরবর্ত্তিকালে আবির্ভূত হইলেও তাঁহারা গৌরজন, গৌরাঙ্গসঙ্গী ও নিত্যসিদ্ধ। শ্রীগুরুদেব—নিত্যসিদ্ধ; তিনি 'সাধনসিদ্ধ' পুরুষ নহেন। নিত্যসিদ্ধ গৌরজনই গৌড়ীয়গণের গুরু—তিনিই জগদ্গুরু।

মহীশূরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

(পূর্ব প্রকাশিত ১০ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার পর)

১৯শে জুন ৮-৩০ মিনিটে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট ঘরিকথা-শ্রবণার্থ আগমন করেন। মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর-প্রাপ্ত প্রবীণ রেজিষ্ট্রার মিঃ বি সুব্রহ্মণ্য আয়ার বি. এ., মহারাজার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ যোগ নরসিংহম্ এম, এ; মহারাজার অ্যাসিষ্টাণ্ট্ প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মহারাজ-রাজশ্রী রামরাও অন্তর্গত; শৃঙ্গেরী মঠের বিদ্বান্ শ্রীকৃষ্ণি সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীগণ; পণ্ডিত এ বেঙ্কট সুব্বাইয়া; মহীশূর ইউনিভার্সিটির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্, রামস্বামী এম, রামস্বামী প্রভৃতি।

রেজিষ্ট্রার মহাশয় বলিলেন, আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা শুনিয়াছি; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে কিছু অধ্যয়ন করি নাই। আমরা শ্রীল গুরু-স্বামি-মহারাজের মাদ্রাজে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে প্রচার-প্রচেষ্টার কথাও শুনিয়াছি। সংস্কৃত কলেজের Principal মহোদয় তখন বলিলেন যে, যদিও আমরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়াছি, তথাপি জীবন্ত মহা-ভাগবতের শ্রীমুখ হইতে কিছু শুনি নাই; আজ আমাদের সেই সৌভাগ্য হইয়াছে। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাই।

তখন শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের একজন চরিত-লেখক বলিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যকে বিভিন্ন লোকে তাহাদের বিভিন্ন ভূমিকা ও অধিকার হইতে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহাকে একজন প্রচারক-মাত্র, কেহ বা তাঁহাকে ব্যাকরণের পণ্ডিত, কেহ বা তাঁহাকে মহাভাগবত, কেহ বা ক্ষীরোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, কেহ বা বিষ্ণুতত্ত্বের মূল পরতত্ত্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

কিন্তু তিনি বস্তুতঃ পরমাত্মার ও ব্রহ্মের কারণ; তিনি ভগবান্ নারায়ণেরও অংশীতত্ত্ব বলিয়া সকলের সকল অভিমতই অসম্যক্, আংশিক ও বিকৃতভাবে সত্য। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতীয় "বদন্তিতৎ" শ্লোক, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর "ব্রহ্মেতি ব্রহ্মোপনিষদি" শ্লোক এবং ব্রহ্মসংহিতার "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" শ্লোকত্রয় নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের স্বয়ংরূপত্ব প্রদর্শন করিলেন; তৎপ্রসঙ্গে স্বয়াপ্রকাশের কথাও বলিলেন এবং "দেবদেহিবিভাগেঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" এই স্মৃতি প্রমাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অন্যান্য মানুষ-রূপধারী জীবের ন্যায় দেহ-দেহী ভিন্ন প্রাকৃত বস্তু নহেন, ইহা প্রতিপাদন করিলেন।

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ" শ্লোক অবতারণা করিয়া অপ্রাকৃত নাম বা শব্দব্রহ্ম কিরূপে আমাদের চক্ষু, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ —এই চতুর্বিধ ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কর্ণকেও অপ্রাকৃত শব্দ-গ্রহণে যোগ্যতা প্রদান করে, তাহা বিশেষভাবে বিবৃত করিলেন। অপ্রাকৃত শব্দ ও ইতরযোনের প্রাকৃত শব্দের পার্থক্য এই যে, একটী শব্দ হইতে পৃথক্ নহে, আর একটী শব্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং বহির্মুখতার আবরণে আচ্ছন্ন। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" শ্লোকের অবতারণা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রাকৃত-শব্দ-শ্রবণে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার আবশ্যকতা জানাইলেন। শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ বিবিধ পথের উল্লেখ করিয়াছেন। একটী শ্রৌতপথ, আর একটী তর্কপথ। শ্রৌতপথের নাম—অবরোহ পন্থা, আর তর্কপথের নাম—আরোহ পন্থা। শ্রৌতপথে অর্চ-প্রদানকে অধোক্ষজ-সেবা এবং তর্কপথে ইন্দ্রিয়-পরিচালনাকে আধ্যক্ষিকতা বলা হয়।

গৌতমের যুক্তিবাদের প্রকৃতত্ত্ব-প্রাপ্তির আশা, শঙ্কর-চার্য্যের ত্রিগুণী বিনাশ, নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রকৃতিলয় প্রভৃতি স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন তর্কপথের কথা জগতে খুব প্রচারিত হইয়াছে, কেন না, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে আধ্যক্ষিকতা-রূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ আছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সকল মতবাদের তুলনা-মূলক অবতারণা করিয়া তত্তৎ মতবাদের আধ্যক্ষিকতা ও ভ্রান্ত-ধারণা সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে শিশু-পাঠ্য ব্যাকরণের পণ্ডিত-মাত্র যাঁহারা জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটও

শ্রীচৈতন্যদেব ব্যাকরণের সকল সূত্র, ধাতু প্রাতিপদিকের বিশ্লেষণেতে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-নামমন্ত্রৈক-তাৎপর্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরতত্ত্ব কখনও ত্রিপুটীবিনষ্ট নির্বিশিষ্ট বস্তু হইতে পারেন না, শ্রুতি ইহা "যা সুপর্ণা" শ্লোকে প্রমাণ করিয়াছেন। মুক্তাবস্থায় ভগবৎসেবাই নবনবায়মান বৈচিত্র্যে প্রকাশিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীসম্প্রদায়াচার্য্যের সহিত সময়য়ের দ্বারা বলিয়াছেন, গোবিন্দ-ভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তাহাই "শ্রীমন্তঃ প্রাণ" শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সকল কথা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই শ্লোকটিতে দেখিতে পাই,—

আত্মাঃ প্রাহ তথা হরিমিহ পরং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেতদ্ব্যপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥

অন্যান্য যাবতীয় আচার্য্য ব্যতিরেক বিচারই অধিক প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তত্ত্বের কথা—বাস্তবসত্যের কথা পরিস্ফুটরূপে জগতে জানাইয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ "কর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিলেন। বাস্তব বস্তুটী বেদ্য, তাহা বাহ্য প্রতীতি-মাত্র নহেন। "জ্যোতিরন্তরে রূপং অনুরূপং প্রাণমুত্তরং" শ্লোকই ছান্দোগ্য শ্রুতির "প্রাণাৎ পরতঃ প্রপঞ্চে পরতাৎ তাবৎ প্রপঞ্চে" মন্ত্র-সম্পুটে রক্ষিত হইয়াছে। অন্বয়জ্ঞান হইতে বিচিত্র বিলাস এবং বিচিত্র বিলাস হইতে অন্বয়জ্ঞান। বিচিত্র বিলাস কিছু অন্বয়জ্ঞান হইতে পৃথক্ বস্তু নহেন। অন্বয়জ্ঞানও বিচিত্র বিলাসবিহীন নহেন।

বলদেবে বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য। কৃষ্ণে সমস্ত ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য-দ্বারা আবৃত। যেখানে সাতটী বিভিন্ন বর্ণ সমাবিষ্ট, তাহাই শ্বেতবর্ণ। বলদেবে সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত। কিন্তু যেখানে কোন বর্ণ নাই, তাহাই শ্যাম। আকাশের রং 'শ্যাম', বারিধির 'রং' শ্যাম; অর্থাৎ যেখানে সমস্ত ঐশ্বর্য্য-ভাব অপ্রকাশিত, কেবল মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তিই শ্রীবলদেব; আর ঐশ্বর্য্য-কৌস্তুভস্থ সমপ্রকাশিত-মাধুর্য্য-মূর্ত্তিই শ্রীরামানুজ মুরলীধরন। শ্রীকৃষ্ণে রূপ ও গুণী পৃথক্ নহে। বলদেব হইতে পরব্যোমে চতুর্ব্যূহ প্রকাশ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অভিনবভাবে চতুর্ব্যূহতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।

তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ পঞ্চবিধ রস, শ্রীরামানুজাচার্য্য-পাদের স্বীকৃত আড়াই প্রকার রস, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথিত বিপ্রলম্ভরস ও অপ্রাকৃত সম্ভোগ-দ্বারা (এমন কি, নিষ্কাম-দ্বারা) অপ্রাকৃত মাধুর্য্যরসবিগ্রহের সেবা ও তৎপ্রসঙ্গে ত্রিহুতবাসী বিপ্রের "শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে" শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন। 'শ্রুতিমপরে' শ্লোক-ব্যাখ্যাকালে শ্রুতির "রসবর্ণং" শ্লোকটীর অভিনব ব্যাখ্যা করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে বিরজার অবস্থান, শ্রুতির "যথা মহানদ্যঃ ঊর্ম্মে ঽর্ণবে সমুদ্রমভিরক্ষন্তি" মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ বেদান্তসূত্র বিচার ও অধ্যয়নকালে স্ব স্ব যোগ্যতায় কেহই বা কেহ নির্ব্বিশেষবাদ, কেহবা উপনিষদ্, কেহবা অনুরস, কেহবা অপরস, কেহবা পাঞ্চরস, কেহবা আড়াই প্রকার ঐশ্বর্য্যরসের কথা, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি—যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় ন্যূনাধিক অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাৎসল্যরসে সূত্রদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিয়া তাঁহার নিজের চরিত্রে প্রকাশের কথা উল্লেখ করিলেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের চরিত্র কিরূপে বেদান্তের সূত্র-ব্যাখ্যার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুস্পষ্ট ভাষ্য, তাহাও প্রভুপাদ বর্ণন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের বিষয়, আশ্রয়, আলম্বন, উদ্দীপন, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী, স্থায়ীভাব, অস্থায়ীভাব-বিচার, উপরস, অনুরস ও অপরস-বিচার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অভিনব কথা অনর্গল কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে শিক্ষাষ্টকের "চেতোদর্পণমার্জ্জনং" শ্লোক, "নায়ামকারি বহুধা" শ্লোক, "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের বিস্তৃত ও নবনবায়মান ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, মহীশূর-রাজ্যেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের "অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত" প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। কেন না, এই স্থানের এক সীমানায় কেবলা-দ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমধ্বের স্থান দক্ষিণে, আর একদিকে কেবল-দ্বৈতবাদাচার্য্যের স্থান "মূলবগল", মধ্যস্থান মহীশূর; এই দুই extreme কে বেদের যে সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্ত সুসমন্বিত করিয়াছে, তাহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত। এখানেই মনীষিগণের নিকট অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে কীর্ত্তন করা আবশ্যক।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্নস্থান-দর্শনের নির্দ্দিষ্ট পঞ্জী অনুসারে সেই দিবস (১৯শে জুন ১৯৩২) মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকার সময় কৃষ্ণরাজসাগর, শ্রীরঙ্গপট্টম্ প্রভৃতি স্থান-সমূহ পরিদর্শন করিবার কথা ছিল বলিয়া এবং বেলা অত্যধিক হওয়ায় ভক্তগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবিশ্রান্ত হরিকথা বেন প্রতিরোধ করিয়াই প্রভুপাদকে বিনীতভাবে নির্দ্দিষ্ট তালিকার কথা নিবেদন করিলেন। মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারীও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারও তখন প্রভুপাদকে কিছিৎকালের জন্য বিশ্রাম দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তখন বেলা প্রায় ১১টা।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মহীশূর-অবস্থানকালে নিম্নলিখিত-ভাবে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রাত্যহিক-কৃত্য-পঞ্জী প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন ও অধিকতর বিস্তার হইয়াছিল,—

Programme of His Divine Grace Sree-Sreemad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj at Mysore

18th June '32, 6-30 P. M.—Visits Chamunda Hill.

19th June '32, 8 A. M.—Mr. T. Thanboo Chettiar Huzur's Secretary meets at Rama-Mandir. 8-30 to 9-30 A. M.—Receives visitors, 12-30 P. M. (noon)—Takes a drive to Krishna-rajsagar, Srirangapatam (Palace of Tipu Sultan). 3 P. M.—Visits Zoo. 5-30 to 6-30 P. M.—Takes a drive round the city. 7 to 8-30 P. M.—Receives visitors.

20th June '32, 7-30 to 10-30 A. M.—Rama Rao takes to the Maharaja's Sanskrit-College, Technical Institute, Public Library and the University. 3 to 5 P. M.—His Highness receives His Divine Holiness. 6-30 to 8-30.—Receives visitors.

21st June '32—Public Lecture in the Town Hall.

উপরি-উক্ত কৃত্যপঞ্জীটী যেরূপ যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বিবরণ-মধ্যেই পাওয়া যাইবে।

১৯শে জুন (১৯৩২) মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকার সময় মহীশূর-মহারাজের সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ রামরাও বি-এ, বি-এল্, ছুটী State Car লইয়া রামা-প্রাসাদে (শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দিষ্ট ভবনে) উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তগণ দুইটী বিভিন্ন যানে আরোহণ করিলেন। মিঃ রামরাও সমস্ত দর্শনীয় বস্তুর বিবরণ ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রভুপাদের সঙ্গে গেলেন।

প্রথমে যান কৃষ্ণরাজসাগরের অভিমুখে যাত্রা করিল। কৃষ্ণরাজসাগর মহীশূর-নগর হইতে প্রায় ৯ নয় মাইল দূরে অবস্থিত। সপ্তপতীর্থ, লিঙ্গাবতী ও কাবেরী—এই তিনটী স্রোতস্বিনীর সঙ্গমস্থলকে পূর্ব্বে 'ত্রিবেণী' বলা হইত। এইস্থানে সাতটী ঋষিকুগ্রাম ও বহুলোকের বাস ছিল। কিন্তু উক্ত নদীত্রয়ের প্রবল স্রোতোবেগে ঐ সাতটী গ্রামই নদীগর্ভে লুপ্ত হইয়া পড়ে। নদীগর্ভ হইতে পরবর্ত্তি-কালে একটি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ, শ্রীনিবাস ও উদ্ধবলিঙ্গ শিব উদ্ধৃত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে স্থানীয় ভাষায় 'কান্নন বা কন্নন' বলে; এজন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামের নাম "কান্নন বাড়ী" অর্থাৎ কৃষ্ণের গৃহ হইয়াছিল। মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা এখনও তথায় আছেন।

কৃষ্ণরাজসাগরের দৃশ্য অদ্ভুত, ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল আরও অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। কাবেরী-জলধারাকে প্রতি-রোধ করিয়া তাহার জল-ভূমিকার উচ্চতাবিধান ও উচ্চ-ভূমিকা হইতে প্রতিরুদ্ধ জলস্রোতের অবিরাম পতন-দ্বারা বহুসহস্র গতিতে স্রোতোবেগ বৃদ্ধি ও একদিকে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। এই সুবৃহৎ Reservoir Dam টী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গপট্টমের উত্তরস্রোত ভূমিকার দিকে ৯ নাইল দূরে অবস্থিত। Dam টী নদীর ভূমিকা হইতে ১০০ ফিট্ উচ্চ এবং ৪৪,৮২৭ million cubic feet জল সংরক্ষণ করিতে সমর্থ। ইহার মধ্যে প্রায় একচতুর্থাংশ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনার্থ নিযুক্ত হয় এবং বাকী কৃষিক্ষেত্রাদিতে জল-বিতরণার্থ ব্যবিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে কৃষ্ণরাজ-সাগরই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং মিশর-দেশের 'আস্‌ওয়ান' (Assuan) নামক স্থানে যে একটী বিখ্যাত Dam আছে, তাহারই দৈর্ঘ্যের তুলনায় দ্বিতীয় মহীশূরের Dam টী আট হাজার ছয় শত ফিট্ লম্বা। কৃষ্ণরাজসমুদ্রের দ্বারা জল প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় "শিবসমুদ্রের" গতিও বৃদ্ধি হইয়াছে। শিবসমুদ্র-বাঙ্গালোর-মহীশূর রেলওয়ের মাদ্দুর (Maddur) ষ্টেশন হইতে ৩০ মাইল। এখানে কাবেরীর দুইটী শাখার মধ্যস্থলে একটি দ্বীপ হইয়াছে। মহীশূর রাজ্যের বৈদ্যুতিক শক্তি-

উৎপাদনের কারখানা শিবসমুদ্রের নিকটই ব্লাফ্ Bluff নামক স্থানে অবস্থিত। কৃষ্ণরাজসাগরের দ্বারা জল প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় শিবসমুদ্রের বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদন-সামর্থ্য প্রায় ৩৫০০০ পঞ্চত্রিংশ হাজার অশ্বশক্তিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রায় ২২০০০ বাইশ হাজার acres পরিমিত ভূমি কৃষ্ণরাজসাগরের দ্বারা জলসিক্ত হইতেছে। মহীশূরের বর্ত্তমান মহারাজ মহামান্য শ্রীকৃষ্ণরাজেন্দ্র ওয়াডিয়ার বাহাদুরের নামানুসারে ঐ সাগরের নাম "কৃষ্ণরাজসাগর" হইয়াছে। Anicut এর দ্বারের ন্যায় এখানে অনেকগুলি সুবৃহৎ সুদৃঢ় লৌহ-দ্বার আছে। সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন ঐ স্থানটী পরিদর্শন করেন, তখন মাত্র পাঁচটী দ্বারের কিয়দংশ উন্মুক্ত ছিল, তাহাতেই জলস্রোত যে প্রবল গতিতে বহির্গত হইতেছিল, তাহা অনির্ব্বচনীয়। এ স্রোতো-বেগের মধ্যে শত শত হস্তীও বুঝি নিমেষের মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। জল-বেগ যখন অদূরে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ডে গিয়া অনবরত আঘাত করিতেছিল, তখন সেই দৃশ্য দেখিয়া স্বতঃই মনে হইল যেন তাহা রুদ্ধগতিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ভীষণ ক্রোধে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে। কৃষ্ণরাজসাগরের অদ্ভুত নির্ম্মাণ-কৌশল কোনও বিদেশীয় স্থপতি-বিজ্ঞানবিৎএর দ্বারা পরিকল্পিত বা সম্পাদিত হয় নাই। কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় স্থপতি-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের পরিকল্পনা ও একমাত্র এই দেশীয় স্থপতিগণের দ্বারাই উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯১০—১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার পরিকল্পনা হইয়াছিল। ১৯১১—১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিয়াছে, এখনও কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার নির্ম্মাণ-ব্যয় ৫ পাঁচ কোটি টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রায় ৩ কোটি টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।

মহামান্য মহারাজ শ্রীকৃষ্ণরাজেন্দ্র ওয়াডিয়ার বাহাদুর জি, সি, এস্, আই, জি, বি, ই মহোদয়ের রাজত্বকালেই এই Dam টী নির্ম্মিত হইয়াছে।

মহারাজের নিম্নলিখিত দেওয়ান-সমূহ এই নির্ম্মাণ-কার্য্যের সময় রাজত্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন,—

১। প্রধান শিরোমণি ষ্টি, আনন্দ রাও, সি-আই-ই, এপ্রিল ১৯০৯—নভেম্বর ১৯১২।

২। স্যর এম্ বিশ্বরায় আইয়া কে, সি, ই, ই, এল, এল, ডি, ডি, এস্ সি ইত্যাদি; নভেম্বর ১৯১২—ডিসেম্বর ১৯১৮।

৩। রাজসেবাধুরীণ সর্দ্দার স্যর এম্ কৃষ্ণরাও আর কে, সি, আই, ই, সি, এস্ আই, ডিসেম্বর ১৯১৮—মার্চ্চ ১৯২২।

৪। রাজমন্ত্রিধুরীণ স্যর এ, আর বামাস্বামি আই, সি, এস; সি, এস, আই; সি, আই, এস্, মার্চ্চ ১৯২২—মে ১৯২৬।

৫। আমিন-উল-মুল্‌ক স্যর মির্জ্জা, এম, ইসমাইল বি, এ, কেট, সি, আই, ই, ও, বি, ই, মে ১৯২৬—বর্ত্তমানকাল।

স্যর মির্জ্জা এম, ইসমাইল সাহেবই বর্ত্তমানে মহীশূর-মহারাজের দেওয়ান।

নিম্নলিখিত প্রধান ইঞ্জিনীয়ারগণের অধীনে বহু বহু ইঞ্জিনীয়ার ও বহু লোক কৃষ্ণরাজসাগরের নির্ম্মাণ-কার্য্য করিয়াছেন। নিম্নে কেবল প্রধান ইঞ্জিনীয়ারগণের নাম প্রদত্ত হইল,—

১। রাজা এম বিশ্বেশ্বরাচার্য্য; জুলাই ১৯১০—নভেম্বর ১৯২০।

২। রাজসভা-ভূষণ কর্পূর শ্রীনিবাস রাও বি, এস সি; এল, সি, ই; নভেম্বর ১৯১২—জুন ১৯১৭।

৩। রাজশিল্পি-বিশারদ রাও বাহাদুর বি, সুব্বারাও এল, সি, ই; মার্চ্চ ১৯১৭—সেপ্টেম্বর ১৯১৭।

৪। রাজসভা-ভূষণ এস্ কদম্বী বি, এ, এল, সি, ই জুন ১৯১৭—ডিসেম্বর ১৯১৭; এপ্রিল ১৯২১—ডিসেম্বর ১৯২২; এপ্রিল ১৯২৩—ডিসেম্বর ১৯২৩।

৫। রাজসভা-ভূষণ রাও বাহাদুর কে কৃষ্ণ আয়েঙ্গার বি, এ, এল, সি, ই; জুন ১৯১৮—মার্চ্চ ১৯২১।

৬। রাজসেবাসক্ত জোহের বিঠ্ঠোবা আই, সি, আই; জুন ১৯২০—মার্চ্চ ১৯২৩।

৭। রাজসেবাসক্ত দেওয়ান বাহাদুর কে, আর শেষাচার্য্য বি, এ, বি, ই, সি, ই; জানুয়ারী ১৯২৩—অক্টোবর ১৯৩১।

৮। এস্, শ্রীনিবাস আয়ার বি, এ, বি, ই; নভেম্বর ১৯৩১।

নিম্নলিখিত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ ইঞ্জিনীয়ারগণের নামও উল্লেখ-যোগ্য,—

১। রাওবিল্ল-বিশারদ রাও বাহাদুর বি, সুব্বারাও এল, সি, ই ; জুলাই ১৯১০—মার্চ্চ ১৯১৭।

২। সি, বি গড়ুড়াচার্য্য এল, সি, ই ; মে ১৯১৭—ডিসেম্বর ১৯১৯।

৩। ভরাই অনন্তনারায়ণ রাও বি, এ, বি, ই, সি, ই ; জানুয়ারী ১৯২০—জুলাই ১৯২০।

৪। রাজমাতের আর, এ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ; জুলাই ১৯২০—সেপ্টেম্বর ১৯২০।

৫। এল, শ্রীনিবাস আইয়া বি, এ, বি, ই ; জানুয়ারী ১৯০০—অক্টোবর ১৯০১।

৬। বি, বি গড়ুড়াচার্য্য এল, সি, ই ; মে ১৯১৬—মে ১৯১৭।

Dam এর প্রবেশ-পথে একটী উচ্চ তোরণ বিরাজিত। ঐ তোরণের মধ্যভাগে দুই পার্শ্বে প্রস্তর-ফলকে উপরি-উক্ত ব্যক্তিগণের নাম খোদিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পারস্য ভাষায় (?) একটী প্রস্তর-ফলক, ক্যানেরিজ ও ইংরেজী ভাষায় উহার অনুবাদ পৃথক্ আরও দুইটী ফলকে খোদিত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর-ফলকটী টিপু সুলতানের প্রোথিত রহিল থাকিবে। উহা হইতে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে টিপু-কর্ত্তৃক কাবেরীর উপর একটী Dam নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প ও চেষ্টার বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। টিপু বোধ হয় ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

1794 A. D.

Yafattah (শুভারম্ভ)

In the name of God, the compassionate the Merciful,

On the 29th of month of Taqi of the solar year Shadab, 1201, one thousand two hundred and twenty one, dating from, Mowlood of Muhammad (may his soul rest in peace), on monday at dawn before sunrise under the auspices of the Planet Venus, in the constellation Taurus, Hazrath Tippoo Sultan the shadow of God the Lord, the Bestower of Gifts laid the foundation of the Mohyi Dam across the River Cauvery to the west of the Capital, by the Grace of God and the Assistance of the Holy Prophet the Caliph of the worlds, and the Emperor of the Universe. The start is from me but its completion rests with God.

On the Day of Commencement the Planets, Moon, Sun, Venus, Neptune use in the sign Aries in a lucky conjunction.

By the help of God, the most High, may the above mentioned Dam remain till the day of Resurrection like the fixed star. The money amounting to several lakhs which the God-given, Government have spent is solely in the service of God. Apart from the old cultivation, anyone desirous of newly cultivating the Arable land, should in the name of God, be exempted from various kinds of production whether of corn or fruits, of the one fourth part levied generally from other subjects. He will only have to pay the ¼ of it to the benign Government. He who newly cultivates the Arable land, himself, his posterity and other relatives will be the masters of the above as long as Earth and Heaven endure. If any person were to cause any obstruction or be a preventer of this perpetual benevolence, such an inhuman being is to be regarded as the enemy of mankind, as the accursed Satan, and the Sperma Hommis of those cultivators nay of the Entire Creation.

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

সভাপতির অভিভাষণ

[কলিকাতা এলবার্টহলে এই ভাদ্র (১৩৫৯) তারিখে সম্পাদক-কর্তৃক বক্তৃতার সভাপতি মাননীয় স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-এ, ডি-এল, কেটি, সি-আই, ই, মুক্তিরর মহাশয়ের প্রদত্ত অভিভাষণ]

আমরা এতক্ষণ গৌড়ীয়মঠের বক্তার মুখে শ্রীচৈতন্যের প্রেম-সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব ও মধুর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ ক'রে ধন্য হ'লাম, তারপর আর কা'রও বক্তৃতা শোভন হ'বে না—শ্রোতৃমণ্ডলীরও প্রীতিকর হ'বে না।

আজকার সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তার মুখে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথা শ্রবণ করবার জন্য আপনাদের যে প্রবল আগ্রহ ও অপূর্ব্ব ধৈর্য্য লক্ষ্য ক'রলাম, তা'তে আমি সত্য-সত্যই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ ক'রেছি। সভার শিষ্টতা ও অচোকনা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এ সভার সভাপতিত্ব-স্বীকারে আমি সর্ব্বতোভাবে অনুপযুক্ত—আমার পক্ষে সভাপতির আসন-গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। তবে আমার এইটুকু লাভ যে, আমি এখানে অনেক উপদেশ পেয়ে ধন্য হওয়ার অবসর পেয়েছি।

আপনারা অনেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়বিশেষের বাৎসরিক সভাসমিতিতে যোগদান ক'রে তত্তৎ সভার কর্ত্তব্য, মন্তব্য, কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতির আলোচনা শ্রবণ ক'রেছেন। কলিকাতা টাউনহলে এরূপ অনেক বক্তৃতার আয়োজন হয়, তা'তে সাধারণ জনসমাজের অনেক উপকারের কথা আলোচিত হ'য়ে থাকে। যা'তে জগতের প্রকৃত উপকার সাধিত হ'তে পারে, সেই কথা সকলকে জানা'বার জন্যই আজ গৌড়ীয় মঠের এই বক্তৃতার আয়োজন। বাগ-বাজারে এঁদের অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য-শোভিত প্রশস্ত পূজা-মন্দির স্থাপিত হ'য়েছে, সেখান এখানকার চেয়ে কিছু অপ্রশস্ত নয়, তা' বোধ হয় অনেকেই দেখেছেন। যাঁ'রা দেখেন নাই, জানেন না, তাঁদের বলছি,—সেখানে আগামী রবিবারে প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর একটি বক্তৃতা করবেন, আপনারা সকলেই তা'তে যোগদান করবেন।

গৌড়ীয়মঠ স্থান ত্যাগ ক'রে, 'আসন ত্যাগ ক'রে' বলছি না, আজ যে এখানে এসে আমার মত একটি অর্ব্বাচীনকে সভাপতিপদে বরণ ক'রে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথা বলতে বলেছেন, তা'তে তাঁ'দের মহান্ উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত রয়েছে। তাঁ'রা জগতে যে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন, তা' সকলেরই জানা আবশ্যক। সকলকে শ্রীচৈতন্যের কথা জানা'বার জন্যই তাঁ'রা এখানে আমাদের দ্বারখানে এসে এই সকল অপূর্ব্ব কথা বলছেন। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব এই বাঙ্গালায় এসে যে প্রেমধর্ম্ম বিতরণ ক'রেছিলেন, সেই প্রেম-বিতরণের ভার বর্ত্তমান-কালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য গ্রহণ ক'রেছেন। বর্ত্তমান যুগের পক্ষে যে প্রেমধর্ম্মের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হচ্ছে, তা' আজ গৌড়ীয় মঠের দ্বারাই সার্থকতা লাভ করছে।

বক্তা আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ১৩০৫ সালে এই হলে একটি বিরাট্ সভায় তিনি 'শ্রীচৈতন্যের দান'-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই সভায় আমার উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হয় নাই; আমার মনে হয়, সেই দিনের উপদেশ যা'তে আমরা ধীরে ধীরে বুঝ্‌তে পারি, তজ্জন্য বক্তা আমাদিগকে যথেষ্ট সময় দিয়ে চার বৎসর পরে আমাদিগকে এই স্থানে আবার ডেকেছেন।

তিনি তাঁ'র বক্তৃতার মধ্যে 'শ্রীচৈতন্য'-শব্দটী বলেছেন, 'অচৈতন্য' শব্দটী বলেছেন, বলেন নাই,—কুচৈতন্য। আধুনিক বস্তুবিস্রাটে জগৎ যেরূপ Materialismএর দিকে ছুটছে, তা'তে মনে হয়, শুধু 'অচৈতন্য' নয়—উহা 'আরু চৈতন্য', শ্রীচৈতন্য থেকে অনেক দূরে। বর্ত্তমান জগতের প্রয়োজনই ঘরে পড়েছে,—এই কুচৈতন্যের প্রসাদে। বরং অচৈতন্যের হাত হ'তে পার আছে, কিন্তু কুচৈতন্যের হাত থেকে পার পাবার উপায় নাই। (করতালি)

আমি বহুকাল বহুস্থানে বহু শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সভ্যতা, সাহিত্য ও শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করবার ও শুনবার সুযোগ পেয়েছি, তা'তে ক'রে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছি যে, আজ কি ভারতবর্ষ, কি ইউরোপ, কি আফ্রিকা, কি আমেরিকা, কি ফ্রান্স, কি

জাপান প্রভৃতি সকল দেশই ন্যূনাধিক এই কৃষ্ণচৈতন্যে অভিভূত। আমি এ কথা বহুবার বলেছি, এখনও বল্‌ছি এবং আরও বল্‌ব,—ভারতের মহাদান প্রেম—যে প্রেমের কথা প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার ক'রেছেন, সেই প্রেমের ধর্ম্ম ভারতের প্রান্ত হ'তে উপযুক্ত গুরুর দায়িত্বে সমগ্র জগতে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। যীশুখৃষ্ট যে কিছু প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার ক'রেছিলেন, তা' এখন কর্পূরের মত উড়ে গিয়েছে, গৃষ্টের কোন কথা এখন আর পালিত হয় না, তাঁ'র কোন উপদেশই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণকে গুরুভাবে পালন করতে দেখা যায় না; Christianity এখন Churchianity হয়ে পড়েছে। সকলকে কেবল কতকগুলি বাহ্য আইন-কানুন-স্বীকারে বাধ্য করা হয় মাত্র, তা'তে প্রেমের কোন কথা নাই।

কৃষ্ণচৈতন্যের হাত হ'তে যদি পরিত্রাণ পেতে হয়, তা' হ'লে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন হওয়া দরকার। অনেক দিন জেনিভাতে থেকে—অনেক সভাসমিতিতে আলোচনার ফলে ভারতের গুরুতর দায়িত্ব এই প্রেম-প্রচারের কথা আমার মনে জেগেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ভারতে যে প্রেমের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন, সেই প্রেমের কথা আগে অকপট প্রেমিকের নিকট হ'তে জেনে, তৎপরে সমগ্র জগতে প্রচার করা ভারতবাসীর একটা মস্তবড় দায়িত্বের কথা।

বক্তা বলেছেন,—জ্যোতিষ, ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্রাদি কিছুই এই প্রেম-বিচারের বহির্ভূত বিষয় নহে, সর্ব্বত্রই প্রেম অনুস্যূত, সকলেই চরম প্রয়োজনে এক প্রেমেরই কথা বলেছেন। এই অপূর্ব্ব প্রেমের বার্ত্তা আপনারা যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে নিয়ে যেতে পারেন, তবেই সেখানে কৃষ্ণচৈতন্যের প্রভাব জন্মে যা'বে; আমি গৌড়ীয়মঠকে এ কথা ব'লেছি, তাঁ'রা আমাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। যদি কোন দৈব-বিড়ম্বনা না হয়, তবে আমরা জেনিভাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটি শাখা দেখ্‌তে পা'ব ব'লে আশা করি।

অমানুষিক প্রেম-সেবাধর্ম্মের আবর্ষণ আমাদিগকে সেখানে নিয়ে যেতে পারে। শ্রীচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হ'লেই কৃষ্ণচৈতন্য অপসারিত হ'বে। ভাবুন দেখি, সেদিন কবে হ'বে—যেদিন আমাদের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত হ'বেন—আমরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক হ'ব। ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা, শীঘ্রই আমাদের সেই শুভদিন আসুক।

গৌড়ীয়মঠ আমাদিগকে যে-সমস্ত অমূল্য কথা শ্রবণের সুযোগ দিচ্ছেন, তজ্জন্য তাঁ'রা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন—শ্রদ্ধাভাজন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অন্তরায় আমাদের ন্যায় সাধারণ লোককে আকর্ষণ করবার জন্য নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ক'রে থাকেন, এবার মাধুর্য্যময় প্রেমের কথা দার্শনিকভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত ক'রে আমাদের উপকারের ব্যবস্থা ক'রেছেন। গৌড়ীয়মঠের আচার-ব্যবহার ও আচার্য্যদেবের সেবা-প্রণালী শ্রবণ ও বিচার ক'রে যাঁ'রা তদনুযায়ী জীবনগঠনে যত্নবান্ হ'বেন, তাঁ'রা নিশ্চয়ই ধন্য হ'বেন। গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেব ভগবদ্ভক্তি-বিষয়ে যে-সকল অপূর্ব্ব উপদেশ প্রদান করেন এবং সেই উপদেশাবলীতে যে একটা অপূর্ব্ব প্রাণময়তা আছে, তা'তে সত্য সত্যই লোক প্রাণবান্ হ'তে পারবেন।

আপনারা যেরূপ ধৈর্য্যধারণ ক'রে ও বিশেষ আগ্রহ-সহকারে অন্তরায় বিষয় শ্রবণ ক'রেছেন, তা'তে আমার বড় আশা হ'য়েছে যে, গৌড়ীয়মঠ সকলের হৃদয়ে একটা আসনের স্থান আবৃত্তে পেরেছেন। আশা করি, এই শ্রীচৈতন্যের প্রেম এরূপভাবে আমরা সর্ব্বদা আস্বাদন করার সৌভাগ্য পেয়ে ধন্য হ'ব এবং সমগ্র জগৎও অচিরেই এই প্রেমাস্বাদনে ধন্য হ'বে।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা।
শ্রীজন্মাষ্টমী, গৌরাব্দ ৪৪৬
২৪।৮।৩২

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আসাম-প্রদেশে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু উহার পরবর্ত্তী সময়ের মলিনতার চিত্র বর্ত্তমান কালেও দেখা যায়।

মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুকূল ইচ্ছাক্রমে আসামদেশে সেই শুদ্ধভক্তি-কথা ও চিন্ময় ভাবের কথার তপনরশ্মি আপনার সাহায্যেই—আপনার উদ্যোগেই কিছুদিন হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। আজ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে সাময়িক পত্র "কীর্ত্তনে"র ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা লাভ করিয়া সেই কৃষ্ণকথার সুমধুর প্রতিধ্বনিতে আমার কর্ণ ও নয়ন পরিতৃপ্ত হইল। মহাবদান্য সঙ্কীর্ণহৃদয় মানবকে যেরূপ উদারহৃদয় করিবার সঙ্কল্প করিয়া দয়া করিয়াছিলেন, সেই জীবে দয়ার প্রবৃত্তি আপনাতে দেদীপ্যমান হওয়ায় আজ কীর্ত্তনধ্বনি আসামদেশের প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে এবং তদ্দেশবাসিগণের নিকপট পূতহৃদয়ে প্রেমের প্লাবন দেখাইবে।

চারিশত বৎসরের পর এখন শ্রীচৈতন্যদেবের কথা—অবিমিশ্র হরিকথা আসাম প্রদেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে জানিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কীর্ত্তনধ্বনি সঙ্গে-সঙ্গেই অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃতকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করাইবে। শ্রীগোপীজন-বল্লভ গোপীদিগের ভাবে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীগৌরলীলা-প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জগৎকে অতি অল্পই স্বীয় লীলা-কথা জানিতে দিয়াছেন। কিন্তু করুণাবতার শ্রীচৈতন্যদেব পরমদয়া-পরবশ হইয়া শুদ্ধ হরিকথার দুর্ভিক্ষে পীড়িত জগতে মহা-দানের পসরা খুলিয়া দিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জনগণের আর অন্য কোন কৃত্য নাই,—কোন মহাবদান্যের কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানের পসরা লইয়া দ্বারে দ্বারে বিতরণ; ইহাই তাঁহাদের প্রেমময় জীবনের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়। বহির্জগতের কথা-সমূহ যাঁহারা স্বীয় ভোগ্য-জ্ঞানে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মল-মূত্র বিসর্জ্জন করাই ফলস্বরূপে দুই হয়; তাহাতে তাঁহাদের বহির্ম্মুখ শরীর ধারণমাত্র হইয়া থাকে। তাই বলিয়া বঙ্গদেশের অনভিজ্ঞ পাঠকগণ 'গৌড়ীয়'কে সাময়িক পত্র বিবেচনা করিয়া যে অপরাধস্থানে উপস্থিত করিয়াছেন, আসামের অধিবাসিগণ যেন তদ্রূপ অবিবেচনায় পতিত না হন।

গোলোকের চিন্ময় সন্দেশ বড়ই সুমধুর,—তিনি দেহ-মনের ভোগ্য বা আস্বাদ্য নহেন; তিনি—রস; তিনি—অখিল রসামৃতমূর্ত্তি রস; সুতরাং সেই রসের আস্বাদনে ইহজগতের ন্যায় বিসর্জ্জনীয় কোন বস্তু নাই। "কীর্ত্তনে"র তারাগুলির ধ্বনিতে যে নাম—যে চিন্ময় রূপ—যে চিন্ময় গুণ—যে চিন্ময় পরিকরবৈশিষ্ট্য—যে চিন্ময়ী লীলা বর্ত্তমান আছে, তাহা জড় বৈকুণ্ঠাভিমানী ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য না হইলেও সৌভাগ্যবন্তদিগেরই আদৃত। কীর্ত্তনরস জড় কর্ণের আস্বাদ্য নহেন—জড় জিহ্বার আস্বাদ্য নহেন—জড় মনের চিন্তনীয় বিষয় নহেন; পরন্তু চিৎ কর্ণের—চিজ্জিহ্বার—চিন্মনের আস্বাদ্য। কীর্ত্তনরস-বর্ণনে আমাদের অভীষ্টদেব শ্রীরূপ প্রভু ও তদনুগ-গণ তাঁহারই কীর্ত্তন শুনিতে গিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছেন,—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্মযস্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে ন চলো মতঃ॥

সুতরাং জড় ভোগী বৈকুণ্ঠব্রুবের কোন কথাই "কীর্ত্তনে" ধ্বনিত হইবে না,—ইহাই আশা করি।

ইতঃপূর্ব্বে শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের প্রচারকল্পে সাময়িক পত্রিকা 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লোকলোচনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অচ্যুতগোত্র-সম্প্রদায়ের নানা প্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া কএক বৎসর যাবৎ লোক-সমাজে আগমন করিতে না পারিলেও বর্ত্তমান ত্রৈবার্ষিক অর্দ্ধশতাব্দী পরেও পুনরায় ইংরাজী ভাষায় সেই 'শ্রীসজ্জনতোষণী' প্রচারিত হইতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দশ বৎসর

পূর্ব্বে 'গৌড়ীয়'-নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হইয়া গৌড়-দেশের ভাষাভিজ্ঞ বহু মনীষীর নিকট শুদ্ধভক্তির কথাকে পরমাদরের বস্তু করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার একাদশবর্ষ চলিতেছে। শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে ছয় বৎসর পূর্ব্বে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' প্রচারিত হইয়া প্রভাত ভগবৎসেবা-বিমুখ কলিহতজন বঙ্গবাসিগণের নিদ্রাভঙ্গ এবং সেবোন্মুখ বঙ্গভাষাবিদ্‌গণের হৃদয়ে আনন্দোৎসব-বিধান করিতেছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার সপ্তমবর্ষ চলিতেছে।

বিগতবর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন-ক্ষেত্র নৈমিষারণ্য হইতে সাময়িক পত্র "ভাগবত" প্রকাশিত হইয়া হিন্দিভাষাভিজ্ঞজনগণের প্রতি পক্ষেই আনন্দ-বিধান করিতেছেন।

উৎকলদেশেও "পরমার্থী" উড়িয়াভাষাভিজ্ঞ জনগণের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্টের সহায়তা করিতেছেন।

এক্ষণে অসমিয়া ভাষাভিজ্ঞ জনগণের শুদ্ধভক্তির কথা শুনিবার সুযোগ দিতে গিয়া আপনি "কীর্ত্তন" আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে মানুষ নরপশুর কথা ও চিত্র-প্রদর্শন করিয়া দুই প্রকার ফল সাধন করিতেছেন। লজ্জাহীন আমি প্রতিষ্ঠাশার বশে আপনাদের নিকট সৌম্য-সম্বর্দ্ধন লাভ করিয়া আত্মশ্লাঘান্বিত হইতেছি। কিন্তু যখনই বিশুদ্ধ হরিকথা "কীর্ত্তনে" ধ্বনিত হইতেছে ও হইবে মনে করিতেছি, তখনই আমার প্রতিষ্ঠাশা-সংগ্রহের দুষ্টতাকেও আর প্রশ্রয় দিতে চাই না।

"মোর নাম যেই লয়, তা'র পাপ হয়। মোর নাম যেই করে তা'র পুণ্য ক্ষয়।"—এই শিক্ষা-প্রণালী আমার পূর্ব্ব গুরুবর্গের নিকট লাভ করিয়াছি। কিন্তু আপনারা কৃপা করুন—যাহাতে আমার মঙ্গল হয়। বিশেষতঃ আপনি মহাশয়, অসমিয়া ভাষার পাঠকগণের শুদ্ধহরিকথা শুনিবার মহাসুযোগ প্রদান করিয়া আপনি মহাবদান্যের প্রকৃত সেবকের মহিমা বিস্তার করিতেছেন। তাহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীরামানুজাচার্য্য একদিন গোষ্ঠীপূর্ণের চরণে আপাত অপরাধের লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান প্রচারে যদিও সেরূপ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তথাপি আমরা তরুর ন্যায় সহিষ্ণুগুণসম্পন্ন হইয়া উহা স্বীকার করিব।

শ্রীহরিজন-সেবক

শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস

গ্রন্থ ও পত্র-সমালোচনা

"শ্রীব্রহ্মসংহিতা"র ইংরাজী অনুবাদ

আমরা যাচ্ঞা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্যের অনুসরণে ইংরাজী ভাষায় অনূদিত, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর টীকাসংযুক্ত 'ব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইলাম। ব্রহ্মসংহিতার অনুবাদ ও শ্রীল জীবের টীকা অনুসারে তাৎপর্য্য বঙ্গভাষাতেই বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতে পারে, ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থ বিবৃত হইতে পারে, ইহা মানব-ধারণার কল্পনার অতীত ব্যাপার। কিন্তু মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট-পরিপূরকের কৃপায় সেই কল্পনাতীত ব্যাপার বাস্তব-সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠায় পরিণত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পারতন্ত্র্য-বিগ্রহে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং নিজ-হস্তে যে অকাট্য তাম্রশাসন—তাম্রশাসন কেন বলি, সাক্ষাৎ গোলোকশাসন আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পশু-প্রকৃতির লোক-ব্যতীত কোন সুধী ব্যক্তিরই শ্রীকৃষ্ণের পরাৎপরত্ব-স্বীকারে বিচার-বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তাঁহার পরাৎপরত্বের প্রতি মানবজাতির নিকট দান করিয়া গিয়াছেন। সেই

দানই ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়। দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যে তিরুবত্তর গ্রামস্থ আদিকেশব-মন্দির হইতে শ্রীগৌরসুন্দর এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং সপরিকরে সেই আদিকেশব-মন্দিরে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণাঙ্কিত স্থানের পারিপার্শ্বিকতায় যে উদ্দীপনায় বিভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মসংহিতার ইংরাজী ভাষার অনুবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরবাণী প্রচারই যাঁহার একমাত্র ব্রত, তাঁহার দ্বারা এইরূপ কার্য্য কিছু আশ্চর্য্যকর নহে। ইতঃপূর্ব্বে দেবনাগর-অক্ষরে এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপায় বঙ্গাক্ষরে অনুবাদ ও তাৎপর্য্যের সহিত শ্রীব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর সকল লোককে শ্রীচৈতন্যের মহাদানে ধনী করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ দাক্ষিণাত্য-প্রদেশ হইতে ইংরাজী ভাষায় শ্রীল জীবপাদের টীকা-সহিত এই গ্রন্থের মূলানুবাদ, তাৎপর্য্যানুবাদ, ব্যাখ্যা এবং বিস্তৃত ভূমিকা প্রকাশ করিয়া বিশ্ববৈষ্ণবসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। গ্রন্থের মুদ্রণ-সৌষ্ঠব অতীব সুন্দর ও মনোরম। ডবলক্রাউন ষোলপেজি আকারে উৎকৃষ্ট এন্টিক্ কাগজে অতি পরিপাটির সহিত এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের বাঁধাই অতীব সুন্দর; প্রেট দেবনাগর অক্ষরে মূল, তদ্নিম্নে পাইকা অক্ষরে শ্রীজীবপাদের টীকা এবং তদ্নিম্নে অনুবাদ, তাৎপর্য্য ও বিবৃতি প্রভৃতি ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশের সুযোগ্য সন্তান চাম্রাপল্লীরাজ মহারাজ রাজশ্রী এস্, আর, ওয়াই শিবরামপ্রসাদ বাহাদুর এই গ্রন্থ-মুদ্রণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। এই গ্রন্থ মাদ্রাজ-গৌড়ীয়-মঠে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে পাওয়া যায়।

আসামী ভাষায় পারমার্থিক পত্র—"কীর্ত্তন"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আসামদেশ পঞ্চভক্তিকথায় পরিপ্লাবিত হইয়াছিল, এ কথা পারমার্থিক ইতিহাস-পাঠকগণের অবিদিত নাই; কিন্তু কাল-প্রভাবে বঙ্গদেশের ন্যায় সেখানেও নানাপ্রকার বিদ্বমত, প্রচ্ছন্ন মায়াবাদ প্রভৃতি পঞ্চবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুমিশ্রণ কথাকে লোক-কর্ণের নিকট আবৃত করিয়াছিল। মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের অনুকূল ইচ্ছাক্রমে বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীনকারী, গৌরমনোহভীষ্ট-পরিপূরক, শ্রীগৌর-নিজ-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আসামদেশীয় সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট শুদ্ধভক্তির বার্ত্তা পুনঃপ্রচারের জন্য "কীর্ত্তন" নামক একটি পারমার্থিক মাসিক পত্র প্রকাশের অভিলাষ করেন। আসামদেশীয় ভক্তগণের অগ্রণী, শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ-দাস সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ-জি; বি-টি মহোদয় শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ বরণ করিয়া তৎপদের সুযোগ্য সম্পাদকরূপে বর্ত্তমান ভাদ্রমাসে 'কীর্ত্তন'-পত্রের ১ম সংখ্যা প্রকাশ-পূর্ব্বক গুরু-গৌড়ীয়ের আনন্দ-বিধান করিয়াছেন। এই পত্রে প্রথমে কীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের প্রণাম-মুখে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির মুখ্যতা এবং 'নিবেদন'-শীর্ষক সম্পাদকীয় স্তম্ভে, বর্ত্তমান জগতে কীর্ত্তন-সদ্যোগে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের আবশ্যকতা ও সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপধামতত্ত্ব, শ্রীধামের সেবা, শ্রীবৈকুণ্ঠতত্ত্ব, শ্রীনবদ্বীপ-ধামের পরিচয়, শ্রীচৈতন্যই যে পরতত্ত্ব, তদ্বিষয়ে বিচার এবং সম্পাদকের প্রচার-প্রসঙ্গে প্রকৃত সাধন-পথের পথিকগণের অবশ্য নিত্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিবৃত হইয়াছে। প্রবীণ ও সুযোগ্য লেখকের শ্রৌত লেখনী হইতে আসামদেশীয় ব্যক্তি-গণ প্রকৃত লাভবান হইবেন, সন্দেহ নাই। আসামদেশের গৃহে গৃহে এই কীর্ত্তন ধ্বনিত হইলে সেখানে কোন প্রকার অভদ্র ও অনর্থরূপ হিংস্রবৃত্তির তাণ্ডব থাকিতে পারিবে না, ইহা আমরা নিরপেক্ষভাবে বলিতে পারি। 'কীর্ত্তন'-সম্বন্ধে আমাদের আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ, 'কীর্ত্তনে'র সম্পাদক মহোদয় শ্রীগুরুদেবের যে আশীর্ব্বাদপত্র লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই কীর্ত্তনের ধ্বনি গৌরসুন্দরের অখিল প্রতিযৌগিন্যাভিনিরাভিপাদপদ্মকে স্পর্শ করিয়াছে। এই পত্রখানি বর্ত্তমান সংখ্যায় 'শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী' শীর্ষক স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে। 'কীর্ত্তন'-পত্র ডিমাই আটপেজি সাইজে ও কর্ণায় অতি সুন্দর মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত। প্রথম সংখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একটি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত আলেখ্য প্রদত্ত হইয়াছে। পত্রের বাৎসরিক ভিক্ষা—১৸০ দেড় টাকা, প্রতি সংখ্যা ৵১০ দশ পয়সা। পত্র-প্রাপ্তির ঠিকানা—সম্পাদক, 'কীর্ত্তন', নুবড়ী, আসাম।

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১লা আশ্বিন শনিবার, ১৩৩৯ ; ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ | ৭ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাবাসরোৎসব শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুক্ষণ অনর্গল শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনের দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৩২) রবিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের "সারস্বত-নাট্যমন্দিরে" "পুরুষার্থ-বিনির্ণয়"-সম্বন্ধে একটী সারগ্রাহী অভিভাষণ প্রদান করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের এবং স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা সম্মিলিত বিরাট্ সভা চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি-কলেজের অন্যতম প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী এম, এ, পি, এচ, ডি; রাওয়াদের কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এ, প্রাক্তন বেঙ্গল-গভর্ণমেণ্টের আবকারী-বিভাগের ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত বিভেন্দ্রনাথ সরকার; শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়; জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, এম, আর, এ, এস, প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং পাকিপাড়া, উলিয়া, উকণ্ঠ প্রভৃতি স্থান, বিহার, ছাপরা, আসাম ও বোম্বাইয়ের জেলার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা সারগর্ভ হওয়ায় যে একটী সুগভীর ও ধর্ম্মের প্রচলিত ধারণার বিরোধ আনিয়াছে, তাহা অনেক সুধী ও পণ্ডিত ব্যক্তি একবাক্যে বলিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি-কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর নিয়োগী বলেন যে, তিনি অনেক স্থানে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন,

কিন্তু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতায় যে-সকল বাণীর নূতন কথা পাইলেন, তাহা তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণ নূতন। এইরূপ বক্তৃতা সভা সত্যই প্রতিধানযোগ্য ও আত্মার প্রচুর খোরাক-পরিপূর্ণ। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেকটি বক্তৃতা শ্রবণের জন্য তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিবেন। কারণ, এইরূপ এক একটী বক্তৃতা শ্রবণ না করা অর্থ—পারমার্থিক জীবনের এক একটি মহাসম্পদের ভাণ্ডারকে অবারিতভাবে হাতের নিকট উন্মুক্ত পাইয়াও হারাইয়া ফেলা।

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। আমরা ঐ বক্তৃতার সারাংশ ও অভিভাষণের সহিত সংযুক্ত পরিশিষ্ট বাক্য পাঠকগণকে সময়ান্তরে উপহার প্রদান করিব।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

গত ৩রা সেপ্টেম্বর (১৯৩২) প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অমূল্য উপদেশ-দ্বারা "সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?"—এইরূপ এক সাধারণ ভ্রান্তিপূর্ণ সমস্যা বা প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা প্রদান করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ যথাযথ যতদূর সম্ভব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ ভাষায় সময়ান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সাধারণ কর্মযোগীর, প্রাকৃত সাহজিক ও কপটত্যাগী জোপি-গণের বিচার নিরসন করিয়া শ্রীরূপানুগবর প্রভুপাদ শ্রীরূপের কথিত শ্রীগৌড়ীয়ের মূল মন্ত্র "অমানমক্ত বিধেয়ান্' ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা" শ্লোকদ্বয় অবলম্বনে ও শ্রৌত যৌক্তিকতায় এই প্রশ্নের মীমাংসা চিদ্বৈদ্বৈতিক বিষয়ভাষায় প্রদান করিয়াছিলেন। এই অপূর্ব সমাধান প্রত্যেক অকপট ও শুদ্ধমুখ জীবনের গতি ও প্রগতিকে পরিবর্তন করিতে সমর্থ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায়

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯৩২) রবিবার অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকার সময় নদীয়া জেলার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর মিঃ টি, সি, রায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলো ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি, লিট্ (লণ্ডন) শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন-পূর্বক শ্রীগৌড়ীয় মঠ পরিদর্শন ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট বহু প্রশ্নের অবতারণা করিয়া এক ঘণ্টারও অধিক কাল ঐ সকল প্রশ্নের অজস্রপূর্ণ সমাধান শ্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত ও মনীষী ব্যক্তিদিগের ধর্মের ধারণায় সত্য সত্যই বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। আমরা সময়ান্তরে শ্রীলপ্রভুপাদের কথাবলী বিস্তৃত প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুর ও ডক্টর চাটার্জি বলেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী কেবল শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচার না করিয়া পঞ্চম, ষষ্ঠাদি নিম্নজাতি বা বিধর্মিগণের মধ্যে প্রচার করিলে "হিন্দুর" সংখ্যাধিক্য বৃদ্ধি ও তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজের প্রকৃত উপকার সাধন হইত, আর তাহাতে প্রচারকার্য অধিকতর দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইত।

ডক্টর সুনীতি চাটার্জি বলেন যে, কবীর ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুর, তোমার মালাগাছটী ফিরিয়ে নাও, আর তৎপরিবর্তে আমাকে এক মুঠো ছোলা, এক মুঠো চাউল ও এক পেয়ালা জল দাও। মানুষকে আগে খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে, তারপর ধর্মের আলোচনা করা যাইবে।"

মাননীয় মিঃ টি, সি, রায় বলেন,—'Absolute' শব্দটী মুক্তের প্রতি ব্যবহার হইতে পারে না, 'Absolute' একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই বুঝাইবে। ডক্টর চাটার্জিও এইরূপ মতেরই পরিপোষকতা করিয়া Absolute ও relative-র অর্থ করেন।

উপরি-উক্ত মনীষিদ্বয়ের বিচার, যাহা বর্তমান বহির্মুখ-বিশ্বের মতবাদের প্রতিচ্ছবিরূপে সেদিন শ্রীগৌড়ীয় মঠের দ্বারে—আচার্যের সমুখে পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তাহার উত্তর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কিরূপভাবে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—যিনি বহির্মুখবিশ্ব-প্রাণী গণবাদের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া বাস্তবসত্যের রাজ্যে অধিষ্ঠান করিতে চাহেন, তাঁহার শ্রবণ করা আবশ্যক। আমরা এই সকল কথা শ্রীল প্রভুপাদের কথাবলীর মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ ভাষায় প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিব।

এখানে অতি সংক্ষেপে ও অসম্পূর্ণভাবে তাহার আভাস-মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে, উচ্চশিক্ষিত ও ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের অনেক গ্রাহক আছে। অশিক্ষিত ও নিম্নজাতি উচ্চশিক্ষিত ও ব্রাহ্মণাদির গ্রাহক ও মহান। ক্ষুদ্র চিরদিনই বৃহৎকে, নীচ উচ্চকে অনুসরণ করে এবং আদর্শ জ্ঞান করে। কি ব্যবহারিক সমাজ, কি পারমার্থিক ধর্ম—সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। যদি উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চবর্ণের একটি ব্যক্তিও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন, তদনুসারে আচরণ করেন এবং আচার করিয়া প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার বহু গ্রাহক সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়া অনুলোমক্রমে অত্যন্ত অশিক্ষিত ও নীচপর্য্যন্ত সেই সদ্‌শিক্ষার ধারা আবার বরণ করিয়া লইবে। উচ্চশিক্ষিতের অধীন শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার আদর্শ উচ্চের কথা শুনিবেন; আবার তদধীন শিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার আদর্শ শিক্ষিতের কথা শুনিবেন। অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিতের কথা শ্রবণ করিবেন, এইরূপ অটুট-ভাবে পরম্পরা-ক্রমের মধ্য দিয়া সত্য প্রচারিত হইবে। আর যদি অতি উচ্চ ব্যক্তি অতি নিম্ন ব্যক্তির নিকট একেবারে প্রচার আরম্ভ করেন, তবে তাহাতে দুইটী বিপদ আছে। প্রথমতঃ অতি নিম্নসম্প্রদায় উচ্চগণের কথা ধরিতে পারিবে না কিংবা হয় ত, মনে করিবে যে, উচ্চগণ তাহাদিগের ন্যায় নিম্ন ব্যক্তিগণকে উপহাস করিতে আসিয়াছেন, আর অপর উচ্চ-সম্প্রদায় ভাবিবেন যে, প্রচারকগণ কেবল নীচজাতি, পঙ্গু, ষণ্ঢ বা বিধর্ম্মিগণের নিকটই তাঁহাদের বার্ত্তা প্রচার করেন, সুতরাং ঐরূপ ব্যক্তিদিগের কথা তাঁহারা শুনিবেন কেন? নীচজাতিগণের উপযোগি-ধর্ম্ম তাঁহাদের ন্যায় উচ্চ জাতিগণের জন্য নহে,—এইরূপ বিচার করিয়া উচ্চজাতিগণ সরিয়া পড়িবেন। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগ-গণ সামাজিক সর্ব্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব-নিম্ন ব্যক্তির চেতন-বৃত্তির সেবোন্মুখতার নিকট সত্যবাণী প্রচার করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীরঘুনাথভট্ট, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, প্রকাশানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহ্য-দর্শনে সামাজিকস্তরের অত্যন্ত নীচ ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের নিকটও হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। আত্মধর্ম্মে ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত—এই অনাত্মধর্ম্মের বিচার নাই। কারণ, আত্মধর্ম্মের গ্রাহক ধনীও নহেন, দরিদ্রও নহেন; শিক্ষিতও নহেন, অশিক্ষিতও নহেন; আত্মধর্ম্মের গ্রাহক আত্মা; আত্মা তাহা শ্রবণ করিতে পারিবে, অন্য কোন ঔপাধিক দ্রব্য বা বৃত্তি তাহা গ্রহণে অসমর্থ। শ্রীগৌর-সুন্দর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদির ন্যায় পণ্ডিত ও শিক্ষিতব্যক্তি-গণের নিকট—প্রতাপরুদ্র, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, হুসেনশাহ, চাঁদকাজী প্রভৃতির ন্যায় রাজধর্ম্মের নিকট প্রচার করিয়া-ছিলেন বলিয়াই শিক্ষা ও ধনাদিতে দৃপ্ত সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ বা মুখিয়া ও তৎপ্রতি নত হইয়া থাকেন, আর যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল নীচজাতি ও অত্যন্ত দরিদ্রের সংখ্যা অধিক বলিয়া তাহাদেরই নিকট কেবল নিজের প্রচার আবদ্ধ রাখিতেন, তবে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মকে "ছোট লোকের ধর্ম্ম, নীচ জাতির ধর্ম্ম" বলিয়া তৎপ্রতি কেহ আর আকৃষ্ট হইতেন না। প্রকাশানন্দকে বশতে আনিতে পারায় তদনুগত বার হাজার মায়াবাদি-সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়াছিলেন। অশিক্ষিত-সম্প্রদায় তাহাদের অকপটতার ফলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া এখনও অর্ব্বাচীন-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রচারিত আত্মধর্ম্মকে 'নীচজাতির ধর্ম্ম' বলিয়া ঘৃণা ও উক্তি করিয়া থাকে। যে-সকল শিক্ষিত ব্যক্তি বা উচ্চজাতি হিন্দুসম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে বাস্তবসত্য-প্রচারকগণকে কেবল অশিক্ষিত ও নীচ জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে বলেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের আকৃতিক কপটতা ধরিতে না পারিলেও বাস্তবসত্যের প্রচারকগণ তাহা ধরিতে পারেন। তাঁহারা ঐরূপ পরামর্শের ছলে নিম্নশ্রেণীকে 'সব জানা' মনে করিয়া বা তাঁহাদের নিজেদের পক্ষে আত্মধর্ম্মের আচরণের দরকার নাই, ভোগই তাঁহাদের দরকার,—এরূপ জানিয়া যাহারা ভোগবঞ্চিত, সেই সকল অশিক্ষিত নীচ-সম্প্রদায়কে একটা কল্পিত ধর্ম্মের ভোগা দিয়া বা অপরের দ্বারা চুরিকাঠি প্রদান করাইয়া নিজেরা গা ঢাকা দিয়া বাস্তবধর্ম্মের অনুশীলন হইতে সরিয়া পড়িতে চাহেন। বাহিরের দিকে কতকগুলি অশিক্ষিত ও অবিবেচক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া হিন্দুর জনবল বৃদ্ধির দ্বারা কোনই মঙ্গল হইবে না; বরং ঐরূপ সংখ্যাধিক্য "পাষণ্ডী হিন্দু"র সংখ্যাই বৃদ্ধি করিয়া গণতন্ত্রবাদে ও তৎকল-

করুন পরস্পর সংঘর্ষ, হিংসা, দ্বেষ এবং আপনাদিগকে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার প্রতীকরূপে গড়িয়া তৎপ্রতিযোগী আর এক প্রবল প্রতিপক্ষের সৃষ্টি করাইয়া জগদ্রাস করিবে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেরূপ পরমেশ্বরকে নিরীশ্বর শিক্ষায় নির্ব্বাসিত করিয়া শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অট্টালিকার কলস্বরূপে লোককল্পিত কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া অসংখ্য জীবের প্রাণবিনাশের উহ্য জনকৌশলের শিক্ষাই আবিষ্কার করিতেছেন, তদ্রূপ অশিক্ষিত সংখ্যাধিক্য প্রবল হইলে আর এক প্রকার আসুর বলাধুক্ষের তাণ্ডব অচিরেই সমাজ-বক্ষে পরস্বরাজের রক্তগঙ্গা-প্রবাহের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিবে।

আর যদি ক্রমপন্থায়, জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মার সেবোন্মুখতার নিকট পরমেশ্বরের সেবার কথা প্রচার করা যায়, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্ততঃ একজনকেও সর্ব্বাগ্রে হরিকথায় অনুপ্রাণিত করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার শ্রাবক-সম্প্রদায় ঐ আদর্শে অচিরে সঙ্ঘবদ্ধ হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইবে। হরিসেবায় মৎসরতা-ধর্ম্মের লেশও না থাকায় তখনই উচ্চশিক্ষিত ও শ্রাবক অশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। উচ্চ ধনী ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি নিরক্ষর দরিদ্র বা অশিক্ষিতকে আপাতিক ধনসম্পত্তি বা অর্থকরী শিক্ষা-প্রদানে কৃপণতা করিতে পারেন। যদিও বিদ্যার সম্বন্ধে বলা হয় যে, উহা যতই দান করা যায়, ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তথাপি প্রাকৃত বিদ্যার শিক্ষক ও শিষ্য উভয়েই স্ব স্ব অপস্বার্থপরতা ও মৎসরতাধর্ম্মে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাহাদের অর্থকরী বিদ্যার আদান-প্রদানে অনেক সময় কপটতা ও কৃপণতার সাক্ষাই পাওয়া যায়। শিক্ষক অপেক্ষা ছাত্র অধিক শিক্ষিত হইলে—গুরু অপেক্ষা শিষ্যের অধিক প্রতিষ্ঠা, প্রভাব বা ধন বৃদ্ধি হইবে বিচার করিয়া শিক্ষক ছাত্রকে সকল কথা অকপটভাবে শিক্ষা দেন না। কিন্তু পরমার্থরাজ্যে গুরু ও শিষ্যের নিত্যত্ব, শিক্ষণীয় বিষয়ের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব এবং শিক্ষার পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব থাকায়, আর সেখানে স্ব স্ব অপস্বার্থপরতা, মৎসরতা ও কপটতার কোন স্থানই না থাকায় উচ্চ শিক্ষিত সর্ব্বজ্ঞই অশিক্ষিতের অধিকার বা যোগ্যতা উন্মোচন-পূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে শিক্ষা প্রদান করিবেন এবং ঐ শিক্ষা অনুলোম-পরম্পরায় ব্যবহারিক অতি নিম্ন ব্যক্তি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া পরমেশ্বরের সেবায়—ভগবৎ-সংকীর্ত্তনের গোত্র বর্দ্ধন করিবে। ঐরূপ পরিবর্দ্ধিত আত্মিক-সমাজের দ্বারাই বিশ্বের আত্যন্তিক কল্যাণ সম্ভব হইবে। বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে 'হিন্দু' বা 'অহিন্দুর' সংখ্যা-মাত্র বৃদ্ধি করিয়া পরস্পর সংঘর্ষ, প্রতিযোগিতা, মৎসরতা, জাতীয়তার নামে সংকীর্ণতা ও অসৎ সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির ফল-স্বরূপে জগদ্রাসের পথে মানবজাতিকে পরিচালনা করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে জগতের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, উহা অচিরেই ভীষণ কলি বা ঘোর বিনাশের ঘনঘটাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে।

বহির্ম্মুখ মুহুর্মুহু ও মুহুর্মুহু গণতন্ত্রিকতার বহির্ম্মুখ রুচির অনুকূলে কথিত "ঠাকুর তোমার মাদাগাছটা কিরাইয়া নাও, আর তৎপরিবর্ত্তে আমাকে এক মুঠো ভোগা দেও," বা "Give us our daily bread", "ধনং দেহি, যশো দেহি" প্রভৃতি বাক্য যিনিই বলুন না কেন, ঐ সকল কথা ভোগীদিগের বাগভাষণ-মাত্র; উহা 'প্রেয়ঃ' হইলেও শ্রেয়ঃ বা অহৈতুকী আত্মকল্যাণের কথা হইতে বহু দূরে। শ্রুতি বলেন,—

শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে।

যোগ অর্থাৎ অলব্ধ বস্তুর লাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ—এই প্রেয়ের প্রার্থনায় পরামর্শ-দাতৃগণ প্রেয়ঃকামি-সমাজে যতই মহাপুরুষ ও 'সাধু' বলিয়া বিঘোষিত হউন্, তাঁহারা বস্তুতঃ 'মন্দ', আর যাঁহারা আপাত রুচির অনুকূলে ইন্ধন প্রদান করিবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত আত্মমঙ্গল অহৈতুক ভগবৎসেবায় জীবদিগকে প্রলোভিত করেন, তাঁহারাই ধীর।

ভগবান্ অহৈতুক ও অনন্য ভক্তের জন্য স্বয়ং যোগক্ষেম বহন করিলেও সেবক কখনও ভগবান্‌কে দিয়া নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ, চাকরী বা গোলামীর কাজ করান না। মহারাজ চক্রবর্ত্তীর নিকট গিয়া কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কাণাকড়ি ভিক্ষা করে না। বহির্ম্মুখতার নেশায় মত্তগণ ব্যক্তিগণ এ-সকল কথা ধরিতে পারে না।

'Absolute' ও 'relative' প্রভৃতি ইংরেজী দর্শনে ব্যবহৃত পরিভাষার সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—ঐ সকল শব্দ অক্ষজচিত্তে বা সাধারণরুচিতে যেরূপ ভাবেই ব্যবহৃত হউক্,

তাহা পরিবর্তন করিয়া উহাদের বিষদ্‌ঘটি প্রকাশিত করা আবশ্যক। ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত বা বিশ্বের যে কোনও ভাষার যে কোনও শব্দের অক্ষরঘটি ও সাধারণ ঘটিগুলি পরিবর্তিত ও তাহার বিষদ্‌ঘটি প্রকাশিত করাই শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কার্য্য। সাধারণ ঘটিযুক্ত শব্দের অভিধান-সমূহ সংশোধিত হওয়া আবশ্যক। অক্ষরঘটি ও সাধারণঘটিতে শব্দের বা পদের মূল প্রয়োজনটি প্রকাশিত নাই। 'Absolute' শব্দ সাধারণ ঘটিতে নির্বিশেষ হইতে পারে, কিন্তু Absolute শব্দে আমরা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরাঘটি, লীলা-পুরুষোত্তমকেই জানি। Relative or relativity শব্দের দ্বারা পরতন্ত্র, পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি ভাব বুঝায়, কিন্তু পার্থিব সম্বন্ধের (mundane relativity) ন্যায় অপ্রাকৃত সম্বন্ধ (transcendental relativity) নহে। অপ্রাকৃত পরতন্ত্রতা বা পরিচ্ছিন্নতার জাগতিক পরাধীনতা, পরিচ্ছিন্নতার হেয়তা বা অভাব নাই। Transcendental relativityতে তৃতীয়মানের কোন অর্থ নাই, তাহা তুরীয় অতিক্রম করিয়া পঞ্চম মানের রাজ্যে অবস্থিত। স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপ্রাকৃত পরিচ্ছিন্ন স্বরূপাকার। শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত ও বিষদ্‌ঘটি বিচার তুচ্ছি ও মুক্তিকামি-সম্প্রদায়ের মস্তকে প্রবিষ্ট হয় না বলিয়া তাঁহারা transcendenceএর relativity বুঝিতে পারেন না। এই transcendent পাশ্চাত্য মনীষী দার্শনিকের 'transcendent' নহে, উহা ত' phenomenaরই উপাস্তর, উহা দ্বিতীয় অভিধোরের একটুকু অধিকতর বস্তুপ্রসারণ-স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ ঘটিতে 'ব্রহ্ম'-শব্দে নির্বিশেষ ভাব বুঝায়; কিন্তু শ্রীবলদেবাচার্য্য বেদান্তের সাম্বয়ন-সূত্রে এবং শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দের সহিত বিচারে জানাইয়াছেন যে, 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ—একমাত্র ভগবান্।

শ্রীমহামন্ত্রের পাঠ-ক্রম ও বেদে নামের অধিষ্ঠান

ঐ দিবসই ৪টা সেপ্টেম্বর (১৯৩২) সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনেক ব্যক্তি কুতর্কের বশীভূত হইয়া 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র বেদে বা শাস্ত্রে কোথায় আছে, শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ঐরূপ এক প্রশ্ন করিতে আসিলে প্রভুপাদ বলিলেন যে, শাস্ত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে একমাত্র এই 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র বা শ্রীনামই ছিলেন, তৎপ্রমাণ আমরা চতুঃশ্লোকী ভাগবতের "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে পাই। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শাস্ত্রাধীন নহেন, শাস্ত্র যাঁহার ইচ্ছায় প্রকাশিত, সেই পরাৎপরবস্তুই শ্রীনাম বা মহামন্ত্র। শাস্ত্র আগে, পরে 'নাম' বা মহামন্ত্র—এরূপ নহে; ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে দুই ছত্র,—ওঁকার হইতে সর্ব্ব প্রথমে শ্রীনামই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। "ওঁ আদ্যস্য নামচো ধাম চিন্তিরত্নময় মহতে বিষ্ণো সুমতির্ভজামহে ওঁ তৎসৎ।"—এই মন্ত্রে প্রাচীনতম গায়ত্রীর নামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রের প্রতি সূত্রের আদি ও অন্তে এই নামের অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়াছেন। ভাগ্যহীন লোকদিগের জন্য 'গুহ্যতম নাম-সমূহ বেদ সর্ব্বত্র প্রকাশ করেন নাই। চোর, দস্যু প্রভৃতি অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তির নিকট হইতে অতি যত্নবান বা প্রিয়তম বস্তু সকলেই গোপনে সংরক্ষিত করেন।

কলিসন্তরণোপনিষৎ, মুদ্গলপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, অনন্তসংহিতা এবং সর্ব্বোপরি যাঁহার কৃপায় নিখিল বেদ প্রকাশিত হন, সেই ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ বাক্যে আমরা—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।'

এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি কর্ণেল Jacobiর যে অষ্টোত্তরশত উপনিষদের তালিকা আছে, তন্মধ্যস্থ কলিসন্তরণোপনিষৎ—যাহা বুম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই উপনিষৎ বিদ্ধ ব্যাধাদের মুখের স্থান হইতে সংগৃহীত হওয়ায় মহামন্ত্রের পাঠ সংস্করণ-বিশেষে বিপর্য্যস্ত হইলেও তাহার অর্থ ও পদ বিপর্য্যস্ত হইতে পারে না। স্বয়ং নামী শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া অনায়াসে কলিসন্তরণ ও প্রেম-লাভের জন্য যে মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, সেই পাঠ ব্যতীত অন্য পাঠ-ক্রম কোন সুধী ব্যক্তিই স্বীকার করেন না। যাহারা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম অর্থাৎ শ্রৌতপ্রণালী হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচারে ব্যস্ত, তাহারাই শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ পাঠ-ক্রম অপেক্ষা বিদ্ধসম্প্রদায়ের মনঃ-কল্পিত পাঠ গ্রহণ করিয়া ভুল ও শাস্ত্র-বিরোধ করিয়া থাকে। নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শাস্ত্রোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট পাঠক্রম স্বীকার-পূর্ব্বক 'হরে কৃষ্ণ'

মহামন্ত্র গ্রহণ করিতেন, কিন্তু নামাচার্য্যের শিক্ষাদিনদর্শনী উৎকলের অতিবাড়ী পরবর্ত্তিকালে স্বতন্ত্র হইয়া পাঠ বিপর্য্যয় করেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী "নামার্থদীপিকা"য় মহামন্ত্রের যথার্থ পাঠ প্রচার ও মহামন্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। 'হরে রাম' বলিতেও হরা (শ্রীমতী রাধিকা) শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ এবং 'রাম' (রাধিকারমণরাম) শব্দের সম্বোধনে—'রাম' পদ। 'রাম'-শব্দ, 'হরি'-শব্দ—সকলেই 'কৃষ্ণ'; 'কৃষ্ণ' ছাড়া আর কোনও কথাই নাই। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠি, পুষ্করসাদি, সান্‌কী প্রভৃতি বিভিন্ন লেখ-প্রণালীর যে কোনও ভাষা, যে কোনও শব্দ বিশ্লেষণ করিলে সব কৃষ্ণ। Greek, Latin, Hebrew, English যে কোনও ভাষার অভিধানের যাবতীয় শব্দ বিশ্লেষণ করিলে 'কৃষ্ণ'-নাম; শ্রীচৈতন্যদেব গয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অধ্যাপনা-কালে পড়ুয়াগণকে এই বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কেবল সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ-মাত্র নহে, অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতে যেখানে যত ব্যাকরণ হইয়াছিল, হইয়াছে বা হইবে, সকল ব্যাকরণের মূলতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর বাহাদুর ও শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ

গত ১২ই আগষ্ট যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর মহামান্য স্যর ম্যাল্‌কলম্ হেইলি জি, সি, আই, ই; কে সি, এস্, আই; সি, এস, আই; আই, সি, এস্ বাহাদুরের সহিত গিরি-গৌড়ীয় মঠের রক্ষক ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের ঘণ্টাধিক-কাল শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও বর্ত্তমান যুগে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের আবশ্যকতা-সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারক স্বামিজী মহারাজের শ্রৌতবাণী মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর অতি নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করেন ও বর্ত্তমান সময়ের যুগে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারিত হওয়া যে অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের লোকাতীত চরিত্র ও অতিমর্ত্য ব্যক্তিত্বের কথা শুনিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, ঐরূপ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই অতি অল্প-কালমধ্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার এত প্রসার লাভ করিয়াছে এবং বর্ত্তমানযুগের চিন্তাধারায়, ভাবধারায় এক নূতন যুগের অবতারণা করিয়া ঐতদ্যতীত বাস্তবরূপ প্রদর্শন করিয়াছে। শ্রীমদ্ গিরি স্বামিজী শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে গভর্ণর বাহাদুরকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-সম্বন্ধীয় কতকগুলি গ্রন্থ উপহার প্রদান করিলে গভর্ণর-বাহাদুর এ-সকল গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করেন এবং ঐ গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া স্বীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত করিবেন, এরূপ বলেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এলাহাবাদের নব-সংগৃহীত ভূমিতে স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের "Lecture Hall" এর ভিত্তি-সংস্থাপন করিবেন এবং শ্রীমঠের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য তাঁহার সহানুভূতি থাকিবে,—এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। নৈনীতালে গভর্ণর বাহাদুরের এডিকেট্ সেক্রেটারী, গভর্ণরের হোম-মেম্বর জাতারি নবাব সাহেব, নৈনীতালের ডেপুটী কমিশনার মিঃ ক্রুকশন্, যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক-সভার প্রেসিডেন্ট স্যর সীতারাম, পিলিভিত, কাশীপুর ও মেথোপুরার রাজসাহেবগণ, রাজা জোয়ালা প্রসাদ, রায়সাহেব কৃপানন্দ যোশী, ডক্টর পুরুষোত্তম পাণ্ডে, য়ুনিভার্সিটিবোর্ডের সেক্রেটারী ইন্দ্রলাল সাহ, ম্যাজিস্ট্রেট সেসন জজ মিঃ ঘনশ্যামদাস, কাইনেন্স ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ এস্ ডি বাজপাই প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকের নিকট শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের কথা শুনিয়া বিশেষ প্রীতি ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। এই দ্বৈধৈকসর্ব্বস্ব, অনর্থৈকসর্ব্বস্ব যুগে একমাত্র অনাবিল পরমার্থ-প্রচারের অবিমিশ্র প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ত্তা প্রচারের অত্যাবশ্যকতা সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন।

আচার্য্য মধ্বের প্রতি মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের অবৈধ ও নীচ আক্রমণ

পুনা হইতে প্রকাশিত "Annals of the Bhanderker Oriental Research Institute" এর Vol XIII (1931-32), October (1931) সংখ্যায় "An attack on Sri Madhvacharyya in the Saura Purana" ("সৌর-পুরাণে শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রতি আক্রমণ") শীর্ষক প্রবন্ধে মিঃ বি, এন, কৃষ্ণমূর্ত্তি শর্ম্মা বি, এ, অতি সুন্দর বিশ্লেষণ ও যুক্তির

যারা মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র-স্বরূপ জনৈক পণ্ডিতের অর্বাচীনতা ও তাঁহার দ্বারা গৌরপুরাণের মধ্যে অবৈধভাবে শ্রীপূর্ণপ্রজ মধ্বাচার্য্যের ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অতি নীচ-প্রকৃতির কতকগুলি অমূলক কথা প্রবিষ্ট করাইবার গুপ্ত দুরভিসন্ধিকে সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীব্যাসের একান্ত অনুগত ও শ্রৌত বিচারনিষ্ঠ শ্রীমৎ পূর্ণ-প্রজ মধ্বাচার্য্যের বিরুদ্ধে কোনও কথা শ্রীব্যাসদেবের রচিত কোনও পুরাণেই নাই। শ্রীব্যাসের শ্রৌত পথ হইতে বিচ্যুত এবং শ্রীব্যাসগুরুকে 'ভ্রান্ত'-রূপে কল্পনাকারী অসুরমোহনাবতার শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতবাদের বিরুদ্ধে শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বহু বহু শাস্ত্র-বচন দৃষ্ট হয়। আর ঐ সকল শাস্ত্র-বাক্যকে যখন নির্পক্ষপাত ও নিরপেক্ষ ভাগবতগণ, আচার্য্যগণ (শ্রীমধ্বাচার্য্য, আচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি), এমন কি, স্বয়ং পরমসত্য-স্বরূপ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর স্বমুখে 'অকৃত্রিম সত্য' বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন ঐ সকল পৌরাণিক বাক্য যে অভ্রান্ত ও অকাট্য সত্য,—এ বিষয়ে কোনও সুধী পরমেশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তির বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। শ্রৌতরূপ অশ্রৌত মায়াবাদি-সম্প্রদায় শ্রীপদ্মপুরাণাদির বাক্যে অদ্বৈতবোধনাবতারের মতবাদের নিন্দা দর্শন করিয়া অবৈধ আসুরপিত্ত চিত্তবৃত্তি-মূলে শুদ্ধাদ্বৈতমত-গুরু শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের বিরুদ্ধে কতকগুলি জাল শ্লোক গৌর-পুরাণের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঁ বিষয়ে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বহু বৎসর পূর্ব্বে শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনী-প্রসঙ্গে উপরিউক্ত অবৈধচেষ্টার খণ্ডন করিয়াছিলেন। 'Annals of the Bhanderker Oriental Research Institute" পত্রে ইংরেজী ভাষায় উক্ত প্রতিবাদেরই বিশ্লেষণপূর্ণ প্রতিধ্বনি-দর্শনে আমরা আনন্দিত হইলাম।

মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি শর্ম্মা দেখাইয়াছেন যে, অধ্যাপক এন, উইনটারনিট্‌জের মতে গৌরপুরাণের ৫৮-৬০ এই তিন অধ্যায় (যাহাতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহা) সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় না এবং অধ্যাপক নিজেও বলেন যে, ঐ তিন অধ্যায় পূর্ব্ব সম্ভব প্রক্ষিপ্ত।* আনন্দ শর্ম্মার গ্রন্থাবলীর সম্পাদকগণও পাদটীকায় বলেন যে, হস্তলিখিত পুঁথির চারিটী বিভিন্ন পুঁথিতে উক্ত অধ্যায়দ্বয় পাওয়া যায় না। যে-সকল পুঁথিতে ঐ তিনটী অধ্যায় দৃষ্ট হয় না, তাহাদের একটির লিপি-তারিখ—১৭৪১ সম্বৎ।

দ্বিতীয়তঃ যে সংস্করণের তিন অধ্যায়ে শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ দৃষ্ট হয়, উহার ৩৯শ অধ্যায় ও ৭০শ অধ্যায় বর্ণনার মধ্যে পরস্পর পার্থক্য ও বিরোধ দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ উহাতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জন্মভূমি প্রভৃতির বিবরণে যে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ভ্রম করা হইয়াছে, তাহা হইতে অতিস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, গৌরপুরাণের বাক্য কেবল প্রক্ষিপ্ত নহে, পরন্তু উহা কোন অর্ব্বাচীন, অনভিজ্ঞ, ভূগোল, ইতিহাস এবং শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনী ও চরিত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কোন মায়াবাদি কুপণ্ডিত ব্যক্তির কল্পনা-প্রসূত চেষ্টা-মাত্র। উহাতে শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্বন্ধে কতকটী অমূলক গল্প সৃষ্টি করিয়া আচার্য্যকে যেরূপভাবে নাস্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহারও কোন প্রকার ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ভিত্তি নাই। এ বিষয়গুলি মিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তি শর্ম্মা অতিসুন্দর ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ-সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন।

* "Chapters 39-to do not occur in all the manuscripts and it is more probable that they have been interpolated."

পর-পীড়ন

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া যে শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, তন্মধ্যে যে বৈধী সাধন-ভক্তির পর্য্যায় দৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রাণি-মাত্রকেই মনোবাক্যে উদ্বেগ-প্রদান নিষিদ্ধ হইয়াছে,—

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব"।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"ভূতানুদ্বেগদায়িতা" অর্থাৎ প্রাণিসমূহকে উদ্বেগ-প্রদান-বর্জ্জন ভক্তি-মন্দিরে প্রবেশের অন্যতম দ্বার-স্বরূপ। যাঁহারা প্রাণি-সমূহকে কায়মনোবাক্যে তাপ বা উদ্বেগ-প্রদানরূপ মৎসর ও আত্মেন্দ্রিয়পর কার্য্য পরিত্যাগ না করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও ভজনমন্দিরের দ্বারেও প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

এই 'প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ প্রদান'কে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোস্বামিপাদগণ সেবাপরাধ, নামাপরাধ, অবৈষ্ণব-সঙ্গ, বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা-শ্রবণাদির সহিত সমপর্য্যায়ে গণনা করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগ, ২য় লহরীর ৪২শ সংখ্যা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদের ১১৫—১১৭ সংখ্যা দেখিলেই এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

সেবাপরাধ, অবৈষ্ণব-সঙ্গ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্য-বার্ত্তা-শ্রবণাদি যেরূপ ভক্তিপথের পরম হানিকর, প্রাণিমাত্রে কায়মনোবাক্যে উদ্বেগ-প্রদানও তেমনি হানিকর। সম্বন্ধ-জ্ঞান বা আত্মস্বরূপ ও পরস্বরূপের বিচারে শৈথিল্য হইতে পরপীড়নের প্রবৃত্তি উদিত হয়। আপনাকে অপর প্রাণী বা ব্যক্তিবিশেষ হইতে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান, নিজের কাম, মৎসরতা, হিংসা প্রভৃতি চরিতার্থ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রভৃতি ভক্তি-বিরোধী চিত্তবৃত্তি হইতেই প্রাণিসমূহকে কায়মনোবাক্যে পীড়ন করিবার প্রবৃত্তির উদয় হয়। ভক্তির বিরোধী কর্ম্মি-সম্প্রদায় বৈষ্ণবনিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা-কথন-শ্রবণ, অবৈষ্ণব-সঙ্গ প্রভৃতি করিয়া যেরূপ সুখানুভব করে, তদ্রূপ প্রাণিসমূহকে কায়মনোবাক্যে পীড়ন করিয়াও সুখ পাইয়া থাকে। আমরা যাহাদিগকে পীড়ন, তাপ বা উদ্বেগ প্রদান করি, তাহাদের সহিত আমাদের ন্যূনাধিক সঙ্গ হইয়া যায়। যে বস্তুতে যাহার যত কাম-বুদ্ধি অধিক, সে বস্তুর নিকট হইতে কাম-বুদ্ধির অপ্রাপ্তিতে তত অধিক ক্রোধ ও তৎফলস্বরূপ তৎ-পীড়নের প্রবৃত্তি উদিত হয়। যে প্রভু ভৃত্যের নিকট যতটা অধিক সেবা আকাঙ্ক্ষা করে, যে স্বামী স্ত্রীর নিকট যতটা অধিক ভোগ আশা করিয়া থাকে, সেই প্রভু ও সেই স্বামীর ভৃত্য বা পত্নীর নিকট হইতে বাঞ্ছিত সেবা-প্রাপ্তির অভাব-জনিত ততটা অধিক ক্রোধের উদয় ও তাহাদিগকে নানাভাবে পীড়ন বা উদ্বেগ-প্রদান-পূর্ব্বক কামচরিতার্থতার চেষ্টা লক্ষিত হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, কেহ কেহ প্রত্যক্ষভাবে নিজ কাম-পরিপূরণের বশবর্ত্তী না হইয়াও পরপীড়ন করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। কোন দুষ্ট-প্রকৃতির ব্যক্তিকে নারী-নির্য্যাতন বা স্ত্রীজাতির প্রতি অসম্মান করিতে দেখিয়া অনেক সজ্জন ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া ঐরূপ দুষ্ট-প্রকৃতির ব্যক্তিকে প্রহারাদ্যি-দ্বারা পীড়ন করিয়া থাকেন। এইরূপ চিত্তবৃত্তি কর্ম্মিসম্প্রদায়ে ন্যূনাধিক প্রশংসিত হইলেও ইহা ভক্তিমন্দিরে প্রবেশার্থিগণের অনুকরণীয় ত' নহেই, পরন্তু যদি বৈধাৎ ঐরূপ প্রবৃত্তি কোন ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয়, তবে জানিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তি ভক্তিবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মীর ভাবনায়, কর্ম্মীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। একজনকে পীড়ন করিয়া অপরের ভোগ, পশু মারিয়া ব্রাহ্মণকে ভূতা-দান কর্ম্মিসমাজে আদৃত হইতে পারে, পশু হত্যা করিয়া ভোগী মানুষের পরীর পুষ্টি করা—মনুষ্যজাতিকে বলবান্ করা কর্ম্মিসমাজের আদর্শ বটে, কিন্তু তাহা সমগ্র জগতের আত্যন্তিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমেশ্বর-সেবকগণের আদর্শ নহে। ভগবদ্ভক্তগণের উপকারের প্রণালীই ঐরূপ নহে। তাঁহারা জীবের পাপবীজ, অবিদ্যা বা ভগবদ্বহির্ম্মুখতা উন্মূলন করিয়া থাকেন, লোকের প্রতি সাময়িক হিংসা বা ক্রোধ চরিতার্থ করিয়া আপনাদিগকে অসহিষ্ণু ও অপর ব্যক্তির অসৎপ্রবৃত্তিকে নানা কপটতায় সম্পুষ্টে পরিবর্দ্ধিত হইবার সুযোগ প্রদান করেন না।

বর্ত্তমানযুগে যে হিন্দু ও অহিন্দুগণের মধ্যে সংঘর্ষ, দুর্ব্বৃত্তগণের হস্ত হইতে নারীগণকে সংরক্ষণ করিবার চেষ্টার

মুখোসে দ্বিতীয় প্রকার প্রচ্ছন্ন অবৈধাচার চলিয়াছে, তাহার দ্বারা কোনও দিন সমাজের বাস্তব ও আত্যন্তিক উপকার হইবে না। উহা কেবল পরম্পরায় প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়া জগতে অতি হীন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, হিংসা, ব্যভিচার, কপটতা ও ওতাগিরি-ওতাগিরির নানাপ্রকার তাণ্ডবের স্বরাজ্য সৃষ্টি করিবে।

ঐরূপ প্রণালী অভক্ত কর্ম্মিসম্প্রদায়ের নিকট বহুমানিত হইতে পারে; কারণ, তাঁহারা নৈসর্গিক অসহিষ্ণুতা-নিবন্ধন অত্যন্ত স্থূল প্রত্যক্ষের পক্ষপাতী। তাঁহারা স্থূল-জয়কেই "জয়" মনে করেন, কিন্তু স্থূল-জয় অত্যন্ত সাময়িক; উহা অন্তরে বিদ্রোহের সূক্ষ্ম বীজ সংরক্ষণ করে এবং সুযোগ পাইলেই স্থূল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়া থাকে।

ভগবদ্ভক্তগণের প্রণালী "আত্মজয়ের প্রণালী"—কারণ-উন্মূলনের প্রণালী, উহা সাময়িকভাবে কার্য্য শুরু করিবার প্রণালী নহে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদি ভক্তির বিরুদ্ধ কোন কার্য্য বা ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়া কাহাকেও কোন নৈতিক দুরাচার করিতে দেখা যায়, তবে সেইস্থলে ঐরূপ দুষ্টাচারীকে পীড়ন বা শাসন করা কর্ম্মিসম্প্রদায়ের আদর্শানুসরণ হইল বৈ ? বরং উহা ত' ভক্তির কার্য্যই হইল।

এরূপ বিচারও সংযত ও শাস্ত্রশাসিত হওয়া আবশ্যক; মনুষ্য কর্ম্মরাজ্যেরই একটা দিককে 'ভক্তির কার্য্য' বলিয়া ভ্রম করা হইবে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৩।২৬) দেখিতে পাই,—

"সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।" সাধুগণের বহির্ম্মুখ লোকসমূহকে শাসন করিবার অন্য কোন অস্ত্র নাই, তাঁহাদের একমাত্র অস্ত্র—'উক্তি'। 'উক্তি' বা উপদেশ-দ্বারা তাঁহারা শাসন করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই 'উক্তি' এরূপই ক্ষমতাসম্পন্ন যে, তাহা অনেক সময়ই স্থূল অস্ত্রপ্রয়োগ বা লগুড়-প্রহারাদি অপেক্ষাও অধিকতর তীব্র, মর্ম্মস্পর্শী ও কার্য্যকরী। অকপট আচেতনীন সাধুগণ উক্তি-দ্বারা যাহা ছেদন করিতে পারেন, সমগ্র অসাধুসম্প্রদায় আধুনিক বিজ্ঞানোদ্ভাবিত কামান, গুলিগোলা দ্বারাও তাহা করিতে সমর্থ হন নাই বা হইবেন না। কামান-বন্দুকের দ্বারা চিত্ত-শোধন হয় না, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-পর প্রেমের দ্বারাই সকলের হৃদয় শোধন ও আকর্ষণ করা যায়।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বিধর্ম্মী গৌড়েশ্বর হুসেন সাহকে কামান-বন্দুকের দ্বারা জয় করেন নাই। কারণ, সেইরূপ জয় কখনই নিজের পূর্ণ-পরাজয়ের লক্ষণ। পূর্ণ-পরাজিত ব্যক্তিই অস্ত্র-শস্ত্র বা দৈহিক বলপ্রয়োগের দ্বারা অপরকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের দ্বারা মানুষ ত' দূরের কথা, বনের হিংস্র-জন্তুদিগকে পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন—তাহাদিগকে প্রেমে জয় করিয়া দেখ দিয়াছিলেন।

শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর চরিত্র-প্রসঙ্গে শুনা যায় যে, যখন তিনি যাদপুর-গ্রামে শত শত বিধর্ম্মীকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন, তখন আহম্মদ বেগ নামে এক প্রবল-পরাক্রান্ত ও ক্ষুব্ধ অহিন্দু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এক মত্ত বন্য হস্তীর দ্বারা রসিকানন্দকে পেষণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শ্রীরসিকমুরারির অন্তরস্থিত প্রতি কোনও হিংসা বা পীড়ন-বুদ্ধি না থাকায় হস্তী শ্রীরসিকমুরারির শিশুর প্রণত-পূর্ব্বক "শ্রীগোপালদাস"-আখ্যায় ভূষিত হইল; আহম্মদ বেগও নিজের দোষ ক্ষালন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরসিকানন্দের চরণে প্রণত হইলেন।

যখন শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য কুরেশ শ্রীরামানুজের বেশ-ধারণ-পূর্ব্বক শৈব-নৃপতি কৃমিকণ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ক্রুদ্ধ কৃমিকণ্ঠের আদেশে কুরেশের চক্ষু উৎপাটিত হইতে লাগিল, তখনও কুরেশের কৃমিকণ্ঠের প্রতি প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বা মনে মনেও তৎপ্রতি পীড়ন-প্রবৃত্তির উদয় হয় নাই। কুরেশ তখন উৎপীড়নকারিগণের মঙ্গলের জন্য সকাতরে ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কারণ, কুরেশ জানিতেন, সহিষ্ণুতার ধর্ম্মই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম; পরপীড়নের ধর্ম্ম বৈষ্ণব-ধর্ম্ম নহে।

যখন নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে বিধর্ম্মী "যবনের পতি" বহু পাইকের দ্বারা বাইশ বাজারে প্রহার করাইয়াছিল, তখনও নামাচার্য্যের ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি মনোযোগে বিন্দুমাত্রও প্রতিহিংসা বা তাহাদিগকে পীড়ন করিবার প্রবৃত্তি লক্ষিত হয় নাই, বরং—

"সবে যে-সকল পাপিগণ তাঁ'রে মারে।
তা'র লাগি' দুঃখ-মাত্র ভাবেন অন্তরে॥

এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ, করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহ এ-সবার অপরাধ॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

আবার ঠাকুর কখনও বলিয়াছেন,—

"আমি জীলে যদি তোমা-সবার মন্দ হয়।
তবে আমি মরি, এই দেখ বিদ্যমান।"(চৈঃ ভাঃ ১৪শ)

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব"—মহা প্রভুর এই শ্রীমুখ-বাণীর আদর্শ কি কেবল গ্রন্থেই মুদ্রাঙ্কিত থাকিবে? এই সকল কি অকৃত্রিমভাবে আংশিকরূপেও আমাদের চরিত্রে প্রস্ফুটিত হইবে না?

প্রহ্লাদ মহারাজ কি করিয়াছিলেন? যখন বিষ্ণু-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে পর্ব্বত হইতে নিক্ষেপ—হস্তি-পদতলে, অগ্নি অম্বুধিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখনও প্রহ্লাদের কশিপু বা কশিপুর লোকগণের প্রতি প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির কোন লক্ষণ প্রকাশিত হয় নাই, বরং প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বিষ্ণুর পাদপদ্মনখ-সোভায় অন্ধ মনে করিয়া কশিপুর প্রতি কৃপাংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্যই শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (১২০ সংখ্যায়) বলিয়াছেন,—

"দোষে সতো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্" (ভাঃ ৭।৯।৪৩) ইতি আত্মনো "দ্বিষৎসু উপেক্ষা" তদীয়দ্বেষে চিত্তাক্ষোভেনৌদাসীন্য-নিষ্ঠার্থঃ। তেষ্বপি বালিশত্বেন কৃপাংশ-সম্ভাবাৎ —যথৈব শ্রীপ্রহ্লাদ-হিরণ্যকশিপৌ। ভগবতো ভাগবতস্য বা দ্বিষৎসু তু সত্যপি চিত্তক্ষোভে তত্রানভিনিবেশমিত্যর্থঃ।

শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন,—"যে ভগবন্, যে-সকল মূঢ় ব্যক্তি আপনার বীর্য্যকীর্ত্তনরূপ মহামৃত হইতে বিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়-নিমিত্ত যে নানাদুঃখ, তজ্জন্য কুটুম্বাদিভার বহন করে, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার অতিশয় শোক হয়।"

"বিদ্বেষযুক্ত পুরুষগণের প্রতি উপেক্ষা"—এই বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের প্রতি উক্ত বিদ্বেষিগণের দ্বেষ-সত্ত্বেও চিত্তের ক্ষোভরাহিত্য-হেতু তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য। যেহেতু অজ্ঞ বলিয়া তাহাদের প্রতি কৃপাংশের সম্ভাব আছে। যেরূপ হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের কৃপাংশের সম্ভাব ছিল। ভগবান্ বা ভাগবত-গণের প্রতি যাহারা বিদ্বেষী, তাহাদের প্রতি চিত্তক্ষোভ থাকিলেও উক্ত স্থলে তাহাতে অনভিনিবেশই 'উপেক্ষা'-শব্দের তাৎপর্য্য।

মহাম ভাগবতের লক্ষণে আমরা এইরূপ বিচার দেখিতে পাই। আর আমরা যাহারা ভক্তির দ্বারে প্রবিষ্টই হই নাই, কেবল নিজের কামক্রোধাদিকেই—আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অনর্থকেই পোষণ ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি, তাহারা একজন বিষয়ী দেখিলে পরদুঃখদুঃখী ভাগবতের ন্যায়—প্রহ্লাদের আদর্শের ন্যায় বিষয়ীর দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, আগে নিজেরাই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পড়ি, আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ, উচ্চ, নির্ব্বিঘ্ন, মনাভঙ্গ ভাবিয়া বিষয়ীকে ঘৃণা করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে বিষয়ীর মত ন্যূনাধিক আমরাও পাপে অধিকতরভাবে মাতিয়া ফেলি! তখন বিষয়ীকে যেন আমাদের বাক্যবাণ বা কায়-পীড়নাদির একটী প্রধান লক্ষ্য বা "শিকার"-রূপে প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর আমাদের সমস্ত পাশববৃত্তি নিয়োগ করি এবং তাহাকে কায়মনোবাক্যে পীড়ন-পূর্ব্বক প্রতি-হিংসারূপ ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া কোমর বাঁধিয়া লাগি। ইহা 'জীবে দয়া' বা 'পালিলে দয়া'র আদর্শ নহে—ইহা প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী শ্রীচৈতন্য-জনের অনুসরণ নহে; ইহা বিকৃত, অবৈধ হিংসার অনুকরণ।

পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যের যে বিষয়ী বা বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধাভিনয়, শ্রীল শুকদেবাদি মহাভাগবতগণের যে "ভোজানাং কুলপাংসনঃ" (ভোজবংশের কুলাঙ্গার) প্রভৃতি বাক্যে কংসের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন, তাহার তাৎপর্য্য অনুরূপ।

শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু ইহা তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীল জীবপাদ বলিতেছেন,—

"তেষান্তু (মধ্যমানাং) তত্রাপি ভক্তিশাস্ত্রত্বেন নিন্দাতীব্রদ্বেষপরিস্ফূর্ত্তির্ন ব্যাহিতত এব হাস্য বিশেষঃ।" অর্থাৎ মধ্যমভাগবতগণের কংসাদিতে ও তাদৃশ শাসনকর্ত্তৃ-রূপে অব্যাহতভাবে স্বীয় ইষ্টদ্বেষের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

ইহা পরে ব্যাখ্যায় আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন,—"হরিষ্টস্যৈব চ শ্রীমদ্ভক্তব্যাধীনামপি দুর্য্যোধনাদৌ নমস্কারঃ—"সদ্বং বিশুদ্ধং বসুদেবসংজ্ঞিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ" (ভাঃ ৪।৩।২৩) ইত্যাদি শ্রীশিব-বাক্য-বৎ। উক্তঞ্চ লক্ষণাহরণে (ভাঃ ১০।৬০।১৭) "সোঽভিবন্দ্যাম্বিকাপাত্রম্" ইত্যাদৌ দুর্য্যোধনং চেতি। অত্র পক্ষে চ স্বকীয়ভাবস্যৈব

সর্ব্বব্যাপি স্ফূর্ত্তেঃ শ্রীভগবদাদিবিষয়ত্বানি না পর্য্যবসান্তি। তত্র চ নাস্ত্যুক্ততা; যতস্তে নিজপ্রাণকোটি-নির্দ্বিশেষ-তচ্চরণসম্বন্ধপরাগলেশাভেদাং দুর্ব্বাসসাদৃষ্টা। কুতশ্চিৎ। স্বীয় ভাবানুসারেণ দ্বেষং মন্যন্তে—"অন্যে ঔদুম্বরতেতনো বা ভবাদৃশ যঃ পুনরদ্বিন্ সর্ব্বানন্দকন্দকদম্বে নিরুপাধিপরম-প্রেমাস্পদে সকললোকপ্রণামক-সদ্গুণমণিবিভূষিতে সর্ব্বহিত-পর্য্যবসায়িচর্য্যাদৃতে শ্রীপুরুষোত্তমে তৎপ্রিয়জনে বা প্রীতিং ন কুর্য্যাত, তত্রৈবকারণন্তু সুতরামেবাস্মদ্ বুদ্ধিপদ্ধতিমতীত্য। তস্মাদ্ ব্রহ্মাদিস্থাবরপর্য্যন্তা অদুষ্টা দুষ্টাশ্চ তস্মিন্ যাদৃগ্ রমন্তে এব।"

এইরূপ দৃষ্টি-হেতুই শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি দুর্য্যোধনকে নমস্কার করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন কৃষ্ণপ্রিয় পাণ্ডবের বিরোধী ছিল, কিন্তু উদ্ধব দুর্য্যোধনকে নমস্কার করিয়াছিলেন। ইহার কারণ কি? প্রাকৃত সহজিয়াগণের ন্যায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর পক্ষপাতিত্ব বা তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য তত্ত্বশ্রেষ্ঠ উদ্ধব দুর্য্যোধনের প্রতি ঐরূপ আচরণ প্রদর্শন করেন নাই। পরন্তু ভগবান্ বা ভাগবত-গণের প্রতিও যাহারা বিদ্বেষী, তাহাদের প্রতি চিত্তক্ষোভ থাকিলেও তদ্বিষয়ে অনভিনিবেশ-দ্বারা এবং ঐ সকল বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের প্রতি নানাপ্রকার শাসন-বাক্য-প্রয়োগ-দ্বারা শাসন-কর্ত্তৃরূপে অব্যাহতভাবে স্বীয় ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, এই আদর্শ প্রচারের জন্যই শ্রীউদ্ধব দুর্য্যোধনকে নমস্কার করিয়াছিলেন। দক্ষের প্রতি বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর যে ক্রোধা-ভিনয়, তাহা প্রতিহিংসা-মূলক বা দক্ষকে নির্য্যাতন করিয়া নিজে সুখী হইবার উদ্দেশ্য নহে; বৈষ্ণবরাজ শম্ভু যে দক্ষকে পৃথগ্ভাবে নমস্কারাদির দ্বারা বন্দনা করেন নাই, তাহাও দক্ষের প্রতি শিবের প্রতিহিংসামূলক ব্যাপার নহে। কারণ, বৈষ্ণবের শান্তচিত্ত প্রতিহিংসার অভিনিবেশের দ্বারা কখনই উদ্বেলিত বা অশান্ত হয় না। শম্ভু সর্ব্বদাই বাসুদেবে প্রণত, তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ বলিয়া 'বসুদেব', সেখানে সর্ব্বদাই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত, সেই অদ্বয়-জ্ঞান বাসুদেবে যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা বিনত, তাঁহার আর পৃথগ্ভাবে বাসুদেব-ব্যতীত অন্য অধিষ্ঠান বা দ্বিতীয় জ্ঞান না থাকায় ইচ্ছা-পূর্ব্বক দক্ষকে অবমাননা বা বন্দনা করিবার প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। দ্বিতীয়াভি-নিবেশ-বিমূঢ় দক্ষ তাহা না বুঝিয়া মনে করিতে পারে যে, শিব বুঝি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়াই দক্ষের অবমাননা করিয়াছেন। বৈষ্ণবরাজ শম্ভু বা শ্রীউদ্ধবের সর্ব্বত্র স্বীয় ইষ্টদেব বাসুদেবের স্ফূর্ত্তি হওয়ায়, তাঁহাদের কাহারও প্রতি বিদ্বেষের অভিনিবেশ নাই।

দুর্য্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণাকে যখন সাম্বপ্রমুখ-যদুগণ স্বয়ম্বর-সভা হইতে হরণ করিলেন, তখন কৌরবগণ একত্রিত হইয়া সাম্বকে বন্ধন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইহাতে যাদবগণ কৌরবগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে যাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য বলদেব হস্তিনাপুরীতে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানিবার জন্য উদ্ধবকে প্রেরণ করেন। উদ্ধব কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনাদিকে প্রণাম-পূর্ব্বক বলদেবের আগমন-বার্ত্তা নিবেদন করিলেন।

এস্থানে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিতেছেন—"যে স্থলে সর্ব্বত্র নিজের ভাব স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হওয়ায় ভগবদ্বিদ্বেষিজনের প্রতিও সেই ভাবের স্ফূরণ হইতে থাকে, সেরূপ ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। যেহেতু যাঁহারা স্বকীয় কোটি কোটি প্রাণদ্বারা ভগবানের একটিমাত্র পাদপদ্মরেণুর নির্ম্মর্দ্দন-ব্যাপারে সতত ইচ্ছুক, তাঁহারা ভগবানের প্রতি অন্যের দুর্ব্যবহার-বর্ণনে ক্রুদ্ধ হন এবং নিজ-হৃদয়ানুসারে বিচার করেন, এরূপ চেতন কে আছে যে, এই সর্ব্বানন্দকন্দ-কদম্ব-স্বরূপ, নিরুপাধিকপ্রেমরসাস্পদ, সর্ব্বানুগ্রহকারি-সদ্গুণমণিবিভূষিত এবং সর্ব্বলোকের পরিণাম-হিতকারী সেই শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি অথবা তাঁহার প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি না করে? পরন্তু তাঁহাদের প্রতি দুর্জ্জনগণের দ্বেষের কারণ কি, তাহাই আমাদের জ্ঞানের অগোচর। অতএব ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত দুষ্ট এবং অদুষ্ট সকলেই তাঁহাদের প্রতি সত্য সত্যই অনুরক্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ ১০ম স্কন্ধে ৬৮ অধ্যায়েই দেখিতে পাই, যখন কৌরবগণ শ্রীবলদেবের পরাভব প্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে কুপিত হইয়া বলিলেন যে, যাদবগণের পক্ষে কৌরবগণকে আদেশ যেন চর্ম্মপাদুকার শিরোদেশে আরোহণার্থ আগ্রহ-প্রকাশের ন্যায়। তখন বলদেব কৌরব-দিগের এইরূপ মদমত্ত দুর্ব্বাক্য-শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া বারংবার হাস্য-সহকারে বলিয়াছিলেন,—

"নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।

তেষাং হি প্রশমঃ দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা ॥"

(ভাঃ ১০।৩৮।৩১)

যাঁহারা অনাদি বিবিধগন্ধ-ভূষিত গন্ধে মত্ত, সেরূপ দুর্জ্জনগণ কখনও শান্তভাব ইচ্ছা করে না, পশুগণের পক্ষে লগুড়ের ন্যায় ঐরূপ অসাধুগণের পক্ষেও একমাত্র দণ্ডই শান্তভাব আনয়ন করিতে পারে।

শ্রীবলদেবের মুখে "পশূনাং লগুড়ো যথা"—এই কথা শুনিয়া যদি কেহ কৃত্রিম অনুকরণে লগুড় লইয়া বিদ্বেষিগণকে প্রহার আরম্ভ করেন, কিংবা ঠাকুর বৃন্দাবনের মুখে "তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে" বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি ভূমিষ্ঠার গুরুবৈষ্ণব-বিরোধি ব্যক্তিগণের মস্তকে সত্য সত্যই কেহ লাথি মারিয়া বসেন, অথবা কীর্ত্তনবিরোধী কাজীর প্রতি স্বয়ং 'তৃণাদপিসুনীচ' শ্লোকের মূলশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর,—

——"আরে কাজি বেটা কোথা।
ধাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা॥
নিধন করোঁ আজ সকল ভুবন।
পূর্ব্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কালযবন॥
অগ্নি দেহ' ঘরে তোরা, না করিহ ভয়।
আজি সর্ব্ববনের করিমু প্রলয়॥"

কিংবা "কেহ ঘর ভাঙ্গে, কেহ ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহ লাথি মারে, কেহ করয়ে হুঙ্কার॥"

অথবা "পুড়িয়া মরুক সর্ব্বগণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ী বেড়ি' অগ্নি দেহ' চারিভিতে॥
তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী যে যে জন।
সংহারিমু সবে যদি না করে কীর্ত্তন॥"

—প্রভৃতি বাক্য শুনিয়া যদি কেহ কীর্ত্তন-বিরোধী শাসনকর্ত্তার মাথা কাটিয়া ফেলিতে, তাহার ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বা শাসনকর্ত্তার প্রাসাদে অগ্নি প্রদান করিতে উদ্যত হন, কিংবা বিশ্বের অগণিত কীর্ত্তন-বিরোধী জ্ঞানী, যোগী, সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়কে হত্যা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে তিনি ঐ লোকশিক্ষকের বিচার ও শিক্ষার তাৎপর্য্য বুঝিতে ভুল করিলেন। শ্রীবাস তাঁহার কীর্ত্তন-বিরোধী শাশুড়ীকে চুল ধরিয়া ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া যদি কোন ব্যক্তি আনুকরণিক হইয়া ঐরূপভাবে নারীজাতির মর্য্যাদা নষ্ট করাই 'ভগবদ্ভক্তি' বিচার করেন বা যেখানে যত বৈষ্ণবনিন্দক আছে, সকলকে ধরিয়া ধরিয়া তাহাদের জিহ্বা কাটিয়া দিতে থাকেন, কিম্বা নিজের কর্ণে পাতা চালিয়া দিবার আদেশ পালনটীর সময় সম্পাদন হন, তাহা হইলে তিনি শাস্ত্র ও মহাজনগণের আদেশ ও আচরণ বুঝিতে ভুল করিয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষার বিকৃত অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র; বিন্দুমাত্রও অনুসরণ করিতে পারেন নাই।

লোকোত্তর লোকশিক্ষক আচার্য্যগণের আচরণ, আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণ করিতে গেলেই নানাপ্রকার অনর্থ ও অসঙ্গতির উদ্ভব হয়। আচার্য্যের ব্যক্তিত্ব ও সাধারণের ব্যক্তিত্ব সমান নহে। লোকোত্তর আচার্য্য যে ক্রোধাভিনয় করেন, তাহার সহিত সাধারণ লোকের ক্রোধ বা আনুকরণিক আমার, তোমার ক্রোধ সমান নহে। যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন করেন—যিনি প্রত্যেক বৃত্তিদ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের বিজ্ঞান মূর্ত্তভাবে অবগত আছেন—যাঁহার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, সকলই কৃষ্ণানুশীলনতৎপর—কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়, তাঁহার ব্যক্তিত্বের নিকট সমগ্র জগৎ একদিন না একদিন অবনত হইবেই হইবে, সাধারণে তাঁহার অনুকরণ করিতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা কাজীকে যেরূপভাবে যুগপৎ নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, সে সামর্থ্য আমার, তোমার বা সাধারণ লোকের নাই বলিয়াই আমি, তুমি বা সাধারণ লোক সেরূপ ভুল-নিগ্রহ ত' দূরে থাকুক, বাক্যের দ্বারাও সেরূপ কথার বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিলে আমাদের সকলকেই তখনই রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে—ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। তাহাতে আমার হরিজন হওয়া ঘুরে থাকুক, অপর ব্যক্তিকে অল্প পরিমাণ উদ্বেগ দিতে গিয়া আমাকে কোটিগুণ অধিক উদ্বেগপ্রাপ্ত এবং চিরতরে হরিজন হইতে বিচ্যুত হইয়া সাধারণ কর্ম্মফল-বাধ্য জীববিশেষে পরিণত হইতে হইবে। আচার্য্য অতি কঠোর ভাষায় তীব্রভাবে শাসন করিলেও সমগ্র আত্মমঙ্গল-কামী জগৎ তাহা মাথায় বরণ করেন কেন, আর আমার একটি সামান্য কথাই বা লোকে শুনিতে চাহে না কেন? তাহার কারণ, আচার্য্য তাঁহার চরিত্রে তাঁহার অকৃত্রিম আচরণকে মূর্ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই মূর্ত্ত আচরণই তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বই জীবন্ত হইয়া নিয়ত

এরূপভাবে অনেকেরই কীর্ত্তন করিতেছেন যে, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী লোকমাত্রেই সেখানে তাঁহাদের দুর্বলতা অনুভব করিয়া আচার্য্যের তীব্র, কঠোর শাসনকে মঙ্গলজনকরূপে অনুক্ষণ মস্তকে বরণ করিতেছেন। আচার্য্যের অন্তর-বাহির পরদুঃখ-দুঃখে অকপটভাবে আর্দ্র, আর আমার অন্তর কপটতাপূর্ণ, আমি কেবল নিজের শ্রেষ্ঠত্ব রাখিব কিংবা আমার অপূর্ণ প্রতিহিংসা বা কাম-চরিতার্থ করিবার জন্য অবৈধ অনুকরণ-বৃত্তি-দ্বারা অপরের প্রতি দণ্ডহ-ধারণ বা শাসনবাক্য প্রয়োগ করিতেছি, তাই আমার চেষ্টা—অভক্তি-চেষ্টা; তাহা আমার ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার চেষ্টা-মাত্র, তাহা আমার অসহিষ্ণুতা, অসংযম ও রিপুতাণ্ডব-মাত্র। উহা মোটেই ভক্তিরাজ্যের কোন কথা নহে। আমার অবৈধ আনুকরণিক চেষ্টার ফলের সম্ভোষ হয় না; কিন্তু শ্রীবাসের চেষ্টায় (কীর্ত্তন-বিরোধী শাস্তড়ীর সেবাকর্ষণে) শ্রীগৌর-সুন্দরের সন্তোষ হইয়াছিল।

রাজা যদি রাজদণ্ড ধারণ করেন, তবেই তাহা শোভা পায়, কিন্তু একজন কয়েদী যদি কৃত্রিমভাবে রাজদণ্ড ধারণ করিতে যায়, তবে রাজার পক্ষে যাহা ভূষণ হইয়াছিল, অপরের পক্ষে তাহাই দূষণ হইয়া পড়িল, লোকে সে দণ্ড ত' স্বীকার করিবেই না, অপিচ ঐরূপ কৃত্রিম দণ্ডধারীকেই দণ্ডিত হইতে হইবে। মাতা-পিতা যে শাসন করেন, সুসন্তান সেই শাসন বরণে আপত্তি করেন না, কিন্তু ডাইনীর শাসন কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহে; কেন না, সেখানে অকৃত্রিম স্নেহ ও শুভানুধ্যান নাই। আচার্য্য তীব্রবাক্যে আমাদিগকে শাসন করেন, অসৎসঙ্গের কুফল বলেন; কিন্তু আচার্য্যের অকৃত্রিম হৃদয় ও স্নেহহীন, আচরণহীন, জীবের জন্য অকপট আন্তরিক শুভানুধ্যানহীন, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি যদি কেবল আচার্য্যের তীব্র শাসনবাক্যের অনুকরণ করিয়া সেই সকল অপরের উপর প্রয়োগ করিতে যান, তাহা হইলে ত' মঙ্গল হইবেই না, পক্ষান্তরে উহার প্রবল প্রতিক্রিয়া ঐরূপ অনুকরণকারীর উপরই দ্বিগুণতর গতিবিশিষ্ট অস্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হইবে।

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে"—এই বিচার যেন প্রাকৃত সহজিয়াগণের মত না হয়। আচার্য্য, গুরু বা বৈষ্ণব যে প্রেয়ঃপন্থী সমাজের মঙ্গল করিবেন না, তাহাদের নিকট যে অপ্রিয় শ্রেয়োবার্ত্তা কীর্ত্তন করিবেন না, তাহা নহে। সাধুগণ লোকের মঙ্গলের জন্য অপ্রিয় শ্রেয়োবাক্য—তীব্র বাক্য কীর্ত্তন করিয়া জীবের মনোবাসনা ছেদন করিবেন—ইহাই জীবের প্রতি সাধুর সর্ব্বাপেক্ষা কৃপার আদর্শ। সদ্বৈদ্য রোগীকে আপাত ক্লেশ প্রদান করিয়া—উদ্বেগ দিয়া যে পরিণামে নিত্যশান্তি প্রদান করেন, সেই আপাত উদ্বেগ—'উদ্বেগ'-পদবাচ্য নহে; তাহা নিত্য-শান্তিরই সোপান।

> মন্ত্রগুরু উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি।
> বৈষ্ণবনিন্দকে কৃষ্ণ দিলা ঠাঞি॥
>
> (চৈতন্যভাগবত)

অনর্থযুক্ত দুর্বল ব্যক্তি কৃপার পাত্র; কিন্তু বৈষ্ণবনিন্দক ও নির্ব্বিশেষবাদী কৃপা-গ্রহণে চিরবিমুখ। এজন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তদ্দাসানুদাসগণ দুরাচারী পাপী ব্যক্তিগণকে পরিবর্ত্তিত হইবার পুনঃ পুনঃ সুযোগ প্রদান করেন, তাহাদিগের প্রতি কৃপার দ্বার সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেন না। দুর্বল, দুরাচারী ব্যক্তিগণকে সংযত বাক্যাদির দ্বারা শাসনই বিধি। তাহাদের প্রতি যষ্টি-প্রহার, দণ্ডহ-প্রহার কিংবা অন্য কোনও প্রকার বলপ্রয়োগাদির দ্বারা তাহাদের দণ্ডবিধান বা পীড়ন বৈষ্ণবোচিত কার্য্য নহে।

আপাতিক সভ্যসমাজের নীতিতেও পিতার পুত্রকে, অভিভাবক বা শিক্ষকের ছাত্রকে গুরুতরভাবে প্রহার বা তাহাদের প্রাণবিনাশ করিবার অধিকার নাই। অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ করিলেও এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে দণ্ডহাঘাত বা প্রাণে বিনাশ করিতে পারে না, দণ্ডপ্রদাতৃ পৃথক শাসক-সম্প্রদায়ই যখন আছেন, তখন সেরূপ কার্য্যে অপরের হস্তক্ষেপ করা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ সর্ব্বতোভাবে অসমীচীন। যাহা কর্ম্মপর সামাজিকগণের মধ্যে পর্য্যন্ত বিগর্হিত, তাহা হরিজনপরায়ণগণের নিকট কোনওরূপে আদৃত হইতে পারে না। হরিজনপরায়ণ ব্যক্তি একমাত্র ধরিসেবাতাৎপর্য্যার্থ অপরের সংশোধনের জন্য যে বাক্য-দ্বারা শাসন করিতে পারেন, সেই বাক্যও সংযত বাক্য হওয়া দরকার। তাহা যাহাতে রিপুতাড়িত, নীচ, ক্রোধী ব্যক্তিগণের ন্যায় নিষ্ঠুরতা ও শিষ্টতা অতিক্রম না করে, শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত না হইয়া পড়ে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাঁহারা হরিজনপরায়ণ, অবশেষে তাঁহাদের বেতালে পা পড়ে না।

যদি উক্তি-দ্বারা কেহ সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে ঐ অসৎ ব্যক্তির প্রতি চরমদণ্ড তৎসঙ্গ-পরিত্যাগই হরি-ভজনকারীর একমাত্র অবলম্বনীয় পথ। হরিভজনকারী নিজে ঐরূপ অসদ্‌ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ ও তাহার বন্ধু-বান্ধবকে ঐরূপ অসতের সঙ্গ-পরিত্যাগে অনুরোধ করিতে পারেন, এইমাত্র। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ইতর পন্থা ভজন-পরায়ণের অবলম্বনীয় নহে।

অহিংসাদি গুণ হরিভক্তের চরিত্রে আনুষঙ্গিকভাবেই অনুস্যূত আছে, ইহা আমরা নারদের কৃপালব্ধ অনেক ব্যাধের চরিত্রে মহাপ্রভুর উপদেশে দেখিতে পাই।

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে, তাহা কিছু অদ্ভুত নয়। কেন না, যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনও পরপীড়ন করেন না।

এই পরপীড়ন অনেক প্রকারে হয়। কায়ের দ্বারা পরপীড়ন, বাক্যের দ্বারা পরপীড়ন, মনের দ্বারা পরপীড়ন। অপরের প্রতি ভোগবুদ্ধি এবং তদ্রোধ বিচারই মনের দ্বারা পরপীড়ন; তাহাই ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্ত হইয়া বাক্য ও কায়ের দ্বারা পরপীড়নের আকার ধারণ করে।

সেবাপর বৈষ্ণব-মাত্রেরই বিচার—"তুমার সেবক হয় যাহ আপনার।" পরপীড়নকারী কর্ম্মীর বিচার অন্যরূপ। কর্ম্মী জগতের সকল বস্তুকেই কৃষ্ণ-ভোগ্য না জানিয়া নিজে কৃষ্ণের ক্ষুদ্র সংস্করণ সাজিয়া জগৎকে তাঁহার ভোগ্য জ্ঞান করেন। এজন্য অনেক স্থানেই কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের তথাকথিত সাধু, সন্ন্যাসীর আবড়ায় প্রত্যেক সাধুরই একটী না একটী "বিষয়গাছা" থাকে, এই সকল "বিষয়গাছা"র কার্য্য হয়,—সাধুর পদমর্দ্দন, কটিমর্দ্দন, উরুমর্দ্দন, পদ্মাঙ্গ-মর্দ্দনাদি সেবা। 'বিষয়গাছা' ক্রমে ক্রমে নরমূর্ত্তি হইতে নারী-মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। সূক্ষ্মভোগ একটু শিথিল পাইলেই স্থূলভোগে পরিণত হইতে থাকে। তখন সেবা-দাস হইতে সেবাদাসী—ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র হইতে পারকীয় রসে উন্নতি লাভ করে। এজন্যই লোকশিক্ষক জগদ্‌গুরু-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু সাধক বা আচার্য্যকে আপেক্ষিক-তর্পণার্থ ভোগ-চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবার উপদেশ-মুখে নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন,—

শুনি' প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন॥
এই সুখ লাগি' আমি করিনু সন্ন্যাস।
আমার 'সর্ব্বনাশ'—তোমার পরিহাস॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২।১১২—১১৩)

সাধু সাবধান! সাবধান না হইলে—গুরু ও গৌরাঙ্গের বাণী, আচার্য্যের আদর্শ অনুসরণ না করিলে যে-সকল প্রাকৃত-সহজিয়াকে আমরা কায়মনোবাক্যে উপেক্ষা দিয়াছি, তাহাদেরই নিকৃষ্ট ঘৃণ্য সংস্করণরূপে আমরাই পুনরায় জগতের আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করিব।

অনেক সময় আমরা মনে মনে ভাবি, কখনও বা বলিয়াও থাকি—তাঁহাদের শরীর সুস্থ, তাঁহারা অপরের পদমর্দ্দন, কটিমর্দ্দন প্রভৃতি দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিতে পারেন; কিন্তু উপদেশকগণ কৃষ্ণভোগী হইলে অসুস্থ ব্যক্তির পদাদি মর্দ্দনের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে পারিতেন না। আমরা কিন্তু আচার্য্যের আদর্শে অন্যরূপ দেখিয়াছি এবং কৃষ্ণভোগি-সম্প্রদায়ের আদর্শ ইহাও প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করিয়াছে যে, আমাদের যতকিছু অনর্থ, তাহা সমস্তই এইরূপ অসুস্থতার নাম করিয়া তাহাদের বাসস্থানের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া থাকে। অসুস্থতার জন্য মৎস্য-মাংস-ব্যবহার, নেশা-পান প্রভৃতির ছল করিয়া ঐ সকল অন্বেষ্য ও কলিসহচর বস্তুর পায়ে আমরা চিরদাসখত লিখিয়া থাকি, ইহার সাক্ষ্য বিরল নহে।

তাই ভক্তিপথের পথিকগণ কায়মনোবাক্যে প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ প্রদান হইতে বিরত থাকেন; তাঁহারা সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনধারণ করেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

অবিদ্ব যায়ন এবে, এসকলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
তাহাই জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে,
জিজ্ঞাসিব চরণে ধরিয়া। (ঠাকুর শ্রীনরোত্তম)

ব্রজ-ভজনের অনেক প্রতিবন্ধক ও বিঘ্ন আছে। অঘ, বক, পূতনা, শকট—এই সকল এক একটি বিঘ্নের আদর্শ। বলদেবের কৃপায় সেই সকল বিঘ্ন অতিক্রান্ত না হইলে ব্রজের পথের যাত্রী হওয়া যায় না। গত বর্ষে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার প্রস্তাব হইলেও তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। এ বৎসর পরিক্রমা হইবে,—ঊর্জাব্রত দামোদর মাসে।

মহাবদান্য শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপচন্দ্র গৌরহরি শরৎকালে শ্রীক্ষেত্র হইতে যাত্রা করিয়া কাশী ও প্রয়াগ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশবন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই ভুবনমঙ্গল আদর্শের অনুসরণে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টপূরক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ ঐরূপ সময়ে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার জন্য শ্রদ্ধালু ও ভজন বিশ্ববাসিমাত্রকেই আহ্বান করিতেছেন।

আমরা চৌরাশীলক্ষ জন্ম ধরিয়া বিশ্বপরিক্রমা করিতেছি, বিশ্বে যত ঘুরপাক খাইতেছি, ততই বাসনার মধুচক্র সমস্যার ও সংঘর্ষের জাল অধিক বিস্তার করিতেছে, ততই আমরা স্বদেশের কেন্দ্র হইতে অধিক দূরে সরিয়া পড়িতেছি। তাই আমাদিগকে নিত্য-স্বদেশের পথে পুনরায় ফিরাইয়া লইবার জন্য আহ্বান আসিয়াছে।

"যামেকং শরণং ব্রজ"—ব্রজের পথে চল, জগতের পথে—উল্টাপথে আর চলিও না—গীতার এই বাণী আমরা ধরিতে পারি নাই বলিয়া আবার কৃষ্ণ উদারতর গৌরূপে তাঁহার আদর্শ ও বাণী লইয়া জগতে অবতীর্ণ। সকল সংঘর্ষ, সকল বিভীষিকা, হাহাকার, কর্ত্তব্যের অনুরূপ স্রোত, সহস্রমুখী বিদ্যমান সমস্যা একমাত্র শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্কনের অনুসরণ করিলে মীমাংসিত ও পূর্ণ হইবে, ইহা বিশ্বে আগত বৈকুণ্ঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দূতগণ—মহাপুরুষগণ সমস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়িভকত সঙ্গে।"

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগোস্বামিপাদগণের অপ্রকট-লীলার পর শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর আজ্ঞা লইয়া শ্রীগৌরহরির পদাঙ্কিত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই কেহ বা একাকী, কেহ বা মাত্র দুই একজন প্রণয়ি-ভক্ত সঙ্গে লইয়া বন ভ্রমণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে প্রচলিত ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের যোগদানের সুযোগ থাকিলেও গোস্বামী মহাভাগবত গৌরজনের নিয়ামকত্বে ও নেতৃত্বে অনুক্ষণ অনাবিল হরিকথা-প্রসঙ্গ, কীর্ত্তন, পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, ভাষণ, আলোচনা, বিচার, ইষ্টগোষ্ঠী ও নগরকীর্ত্তন-মুখে শ্রীবৃন্দাবনের গৌরকৃষ্ণের লীলাস্থান-সমূহের কথা শ্রবণ ও বর্ণন করিবার সুযোগ সর্ব্বসাধারণের এই প্রথম। যাহাতে আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে লাভবান হইতে পারি, সত্য সত্য ব্রজের পথে চলিতে পারি, এজন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ আমাদের পরিক্রমা চালনা করিবেন।

এইরূপ সৌভাগ্য জগদ্বাসীর কখনও হয় নাই। আর হইবে কি না, কেহ বলিতে পারেন না। কারণ, এ সকল সুযোগ জগতে দুইবার অতিথি হয় না।

শ্রীমথুরাকে প্রথম কেন্দ্র করিয়া শারদীয় পূজার অব্যবহিত পরেই পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমার নির্দ্দিষ্ট দিবস ও অন্যান্য বিবরণ বিভিন্ন সংবাদপত্রে পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইবে। এ বিষয়ের সকল সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ব্রজে চল

গৌর-জনের সঙ্গে ব্রজে চল—গৌরজনের মুখে ব্রজ-জনের কথা—ব্রজের উদার-মধুর কথা শুনিতে শুনিতে ব্রজে চল, গৌরজনের দেওয়া পরচক্ষু দিয়া ব্রজ শোভা দর্শন করিতে করিতে ব্রজ-বনে ভ্রমণ কর—ব্রজ-পরিক্রমা কর।

তোমাদের কাছে এক মহাশুভসংবাদ দেই। শুনিয়াছ কি এবার শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যমঠের মূল মহাজন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী শ্রীপাদ ও তাঁহার অনুগত শুদ্ধভক্তগণ ব্রজমণ্ডলের যে যে স্থানে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণচিহ্ন পড়িয়াছিল, সেই সকল স্থান সকলকে দেখাইবেন? সকলের নিকট প্রাচীন লীলা-শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতির দ্বারা ঐসকল স্থানের সকল কথা বুঝাইয়া দিবেন।

সঙ্গে থাকিবে শ্রীনাম হইতে লীলা-কীর্ত্তনের বহু সম্প্রদায়, আর পরিক্রমাটি হইবে একটি বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রা। স্ত্রী-পুরুষ সকলের যোগদানের অধিকার থাকিবে। সকল প্রকার সুবন্দোবস্ত থাকিবে। উপযুক্ত রক্ষক, খাদ্য, যান-বাহন সকলই মিলিবে। শ্রীমথুরাকে প্রথম কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমা আরম্ভ হইবে।

ব্রজই আমাদের নিত্য স্বদেশ। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেই স্থিতি"। আমরা আজ সেই স্বদেশ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি! কত লক্ষ লক্ষ জন্ম বিদেশে ভ্রমণ করিতেছি, এই লক্ষ লক্ষ জন্মে কত কোটি কোটি-বৎসর যাবৎ স্বদেশের খবর কিছুই রাখি না—নির্ব্বাসনের স্থানকেই দেশ মনে করিতেছি! আর কত কাল বিদেশে বেড়াইব! আর কতদিন মৃত্যুর অনুরূপ পরিক্রমা করিব! আপন দেশের কথা—আপনার সুমধুর বাড়ীর কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য—আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য নিতাই'র ডাক আসিয়াছে। চল, সকলে দেশের ডাকে সাড়া দেই।

যে-সকল স্থানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার পার্ষদগণ সকলে ভ্রমণ করিয়াছেন, কত কত মহাত্মা, মহাজন ভ্রমণ করিয়াছেন, যে-সকল স্থান ভগবান্ ও প্রণয়ি-ভক্তজনের লীলা ও স্মৃতিতে নিত্য সজীব হইয়া রহিয়াছে; অধিক কি, আমাদের সকলের সুপ্রাচীন পিতামহ ব্রহ্মা যে-স্থানে তৃণ-লতা-বৃক্ষ-জন্ম-লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, সেই সকল স্থান যদি মানবজন্ম থাকিতে থাকিতে গৌরজনের সঙ্গে শুনিতে ও দেখিতে না পারি, তবে আমরা জগতে আসিয়া কি লইয়া গেলাম?

পূর্ব্বে গোস্বামিগণ ও অনেক ভজনানন্দী মহাত্মা এই ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সর্ব্ব-সাধারণের যোগদানের সুযোগ হয় নাই। আর বর্ত্তমানে যে ব্রজপরিক্রমার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতেও একান্ত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের মুখে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শুনিতে শুনিতে কর্ণ ও চক্ষু নির্ম্মল করিয়া সকলের ব্রজের চিন্ময়-শোভা-দর্শনের সুযোগ হয় না। সেই দুর্লভ সুযোগ সুলভ করিবার জন্যই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা এইবার বিশ্ববাসী শ্রদ্ধালু সকলকে ডাকিতেছেন। এ সুযোগ আর দ্বিতীয়বার হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সময়ে শ্রীক্ষেত্র হইতে রওয়ানা হইয়া কাশী, প্রয়াগে আসিয়া পরে বৃন্দাবনের বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

পরিক্রমা শ্রাবণীয় পূজার অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হইবে। যাঁহারা পরিক্রমায় যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন বা যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন, তাঁহারা শীঘ্রই নিম্নের ঠিকানায় পত্র লিখিয়া সকল কথা জানুন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৮ই আশ্বিন শনিবার, ১৩৩৯; ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীমথুরামণ্ডলে কার্ত্তিক-ব্রত

কার্ত্তিক-ব্রতই 'দামোদর' বা 'ঊর্জ্জব্রত', 'নিয়ম-সেবা' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে কথিত হয়। দ্বাদশটি মাসের বিষ্ণুর দ্বাদশটি নিত্যবিগ্রহ তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেব-রূপে নিত্যকাল বিরাজিত আছেন। কার্ত্তিকের দেবতা—দামোদর। দামোদর কৃষ্ণের একটি নাম। যশোমতী বালকৃষ্ণের উদরে রজ্জুর একপ্রান্ত বন্ধন করিয়া অপর প্রান্ত একটি উদূখলে বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের নাম দামোদর হইয়াছে। 'দাম' অর্থাৎ রজ্জু উদরে যাঁহার—এই অর্থে দামোদর কার্ত্তিক মাসকে 'দামোদর' মাসও বলে।

'ঊর্জ্জ' শব্দও কার্ত্তিক মাসের নামান্তর। সুতরাং 'ঊর্জ্জব্রত' বলিতেও কার্ত্তিক-ব্রতই বুঝায়। 'ঊর্জ্জ'-শব্দের অপর অর্থ—'উৎসাহ', 'বল' ইত্যাদি।

দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাসেই হরির প্রীতিপ্রদ,—

দ্বাদশস্বপি মাসেষু কার্ত্তিকঃ কৃষ্ণবল্লভঃ।
তস্মিন্ সংপূজিতো বিষ্ণুরন্যৈর্দানাদিভির্নরৈঃ
দদাতি বৈষ্ণবং লোকমিহামুত্র নিশ্চিতং নৃণাং
যথা দামোদরোভক্তস্তথান্যো বিদ্যতে জনৈঃ।
তস্মাদ্যত্নাদ্বুধো মাসঃ স্বল্পমপ্যুর্জ্জকার্ত্তিকঃ।
ত্বয়ি তোষমাধুযোদ্রেকো দেহিনাং ক্ষণতঃ ভবেৎ।
তত্রাপি ভূয়স্তিঃ কালঃ কার্ত্তিকো হরিবল্লভঃ॥

(শ্রীঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ২১২৫৯-৬২ শ্লোক পাদ্ম-বাক্য)।

দ্বাদশমাসের মধ্যে কার্ত্তিকমাসই কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ঐ মাসে অল্প-মাত্র উপায়ে ভগবান্ সর্ব্বাত্মরূপে

পূজিত হইয়াই পূজককে বৈকুণ্ঠধাম প্রদান করেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দামোদর শ্রীকৃষ্ণ যেমন সকলের নিকট "ভক্তবৎসল"-নামে বিখ্যাত, তদ্রূপ এই কার্ত্তিক মাসও হরির; এই মাস শ্রীহরিবাসরেও বহু করিয়া থাকে।

দেহিগণের মধ্যে অতিদুর্লভ মানব-দেহ ততোধিক দুর্লভ, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণপ্রিয় কার্ত্তিকমাস অধিকতর দুর্লভ।

এই কার্ত্তিকমাসকে 'নিয়ম-মাস'ও বলিয়া থাকে এবং কার্ত্তিক-ব্রত 'নিয়ম-সেবা' নামে কথিত হয়।

নিয়মেন বিনা তৈব যো নয়েৎ কার্ত্তিকং নরঃ।
চাতুর্ম্মাস্যং তথা তৈব ব্রহ্মহা স ন সংশয়ঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৮ম সংখ্যা)

যে নরে, বিনা নিয়মে চাতুর্ম্মাস্য বা কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করিলে 'ব্রহ্মহত্যার' বা 'ব্রহ্মঘ্ন' বলিয়া অভিহিত হইতে হয়।

যাহারা চারিমাসকাল চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে দামোদর বা ঊর্জ্জব্রতের অন্ততঃ একমাস নিয়মপালন—অনুকল্প-বিধি-কৃপা। যে অনুকল্পের নিয়ম প্রত্যেককেই রক্ষা করিতে হইবে। যিনি অনুকল্প-বিধিটুকুও রক্ষা করেন না, তিনি নিশ্চয়ই অতিমুক্ত, না হয় অতিবদ্ধ। তাই শ্রীনারদ সৌনকাদি ঋষিগণকে বলিতেছেন,—

মানুষং কর্ম্মকুর্ম্মে যঃ কার্ত্তিকং নয়তে বৃথা।
চিন্তামণিং করে প্রাপ্য ক্ষিপ্যতে কর্দ্দমাম্বুনি॥
নিয়মেন বিনা বিপ্রাঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
কৃষ্ণঃ পরাঙ্মুখস্তস্য যমাদূর্দ্ধোদ্যতো যতঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ১০ম সংখ্যা)

যে মনুষ্য কর্ম্মক্ষেত্রে কার্ত্তিকমাস বৃথা যাপন করে, সেই ব্যক্তি করস্থ চিন্তামণিকে কর্দ্দম-জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। বিনা-নিয়মে যে-সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাস অতিবাহিত করে, তাহাদের প্রতি কৃষ্ণ বিমুখ থাকেন; কেন না, ঐমাস শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়।

কার্ত্তিক-মাসের বহুবিধ নিয়ম ও ফলশ্রুতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যেমন,—

শীতলাম্বুবিশোষেন কার্ত্তিকং যো নয়েন্নরঃ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্যমা দৃষ্টা কলিপ্রিয়॥
প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসন্নিধৌ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলভাগী ভবেন্নরঃ॥
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ কার্ত্তিকে পুরতো হরেঃ।
যঃ করোতি নরোভক্ত্যা লভতে চাক্ষয়ং পদম্॥
চতুর্নামসহস্রাখ্যং স্তোত্রন্তু চ যোক্ষ্যতে।
কার্ত্তিকে পঠতে যস্তু পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৩২শ সংখ্যা)

অর্থাৎ হরির প্রীতির উদ্দেশে শীতল-জল-দ্বারা কার্ত্তিকমাস যাপন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

যিনি কার্ত্তিকমাসে হরিমন্দির পরিক্রমা করেন, পদে পদে তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞ-ফল লাভ হয়।

কার্ত্তিকমাসে ভগবানের সম্মুখে ভক্তির সহিত নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিলে অক্ষয় বিষ্ণুধামে গতি হয়।

কার্ত্তিকমাসে যিনি শ্রীহরির সহস্রনাম-স্তোত্র ও গজেন্দ্র-মুক্তি পাঠ করেন, তাঁহাকে আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না।

তবে কার্ত্তিকমাসে সকল নিয়মের উপর এক নিয়ম সকলকেই পালন করিতে হইবে এবং তাহাই সর্ব্বনিয়মের নিয়ামক হইবেন,—

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকান্নরঃ।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা বৈকুণ্ঠৈঃ সহ সংবসেৎ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ।
সাধূনাং শৃণুয়াৎ পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ যদাবুনে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৩৭, ৩৫সংখ্যা)

ইষ্টাপূর্ত্তাদি অখিল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক কার্ত্তিকমাসে একান্ত ভক্তির সহিত অকপট বৈকুণ্ঠগণের সঙ্গে সম্যগ্‌রূপে বাস করিবে। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেশবের সম্মুখে সাধুগণের মুখে পুত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবে।

'কেশব'-শব্দ-প্রয়োগের দ্বারা এখানে মথুরার অধিষ্ঠাতৃ দেবতে লক্ষ্য করিয়া মথুরায় অবস্থান-পূর্ব্বক হরিকথা-শ্রবণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর-লীলায় মথুরা শ্রীধাম-মায়াপুর আর শ্রীগৌরের শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় মথুরা অধিষ্ঠ। +

+ ভৈষজ্য—(ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) ৩৩৩ পৃষ্ঠা ৩য় সংস্করণ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস কার্ত্তিকব্রতের বহুপ্রকার নিয়মের ভগবৎসেবাদির ফলসমূহ কীর্ত্তন-পূর্ব্বক বলিতেছেন,—

অন্যাঃ পুর্য্যস্তৎসমানা মুনয়ো মথুরাং বিনা।
দামোদরস্তং হি হরেস্তত্রৈবাসান্নিধ্যতঃ কিল॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৬৮ সংখ্যা)

হে মুনিবর্য, মথুরা-ব্যতীত অযোধ্যাদি অন্যান্য পুরী-সমূহ উক্ত ফলের সমান ফল প্রদান করেন, কিন্তু মথুরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদাত্রী, যেহেতু এই মথুরাতেই শ্রীহরির দামোদরত্ব প্রকাশিত হয়।

মথুরায়াং তুলস্যোর্দ্ধে বৈকুণ্ঠপ্রীতিবর্দ্ধনঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ পরমাবধিরিষ্যতে॥
যথা মাঘে প্রয়াগঃ স্যাদ্বৈশাখে জাহ্নবী যথা।
কার্ত্তিকে মথুরা সেব্যা তত্তোৎকর্ষপরো ন হি॥
মথুরায়াং নরৈরর্চ্চ্যো দামোদরোঽর্চ্চিতঃ।
ফলরূপা হি তে তেষাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
দুর্লভঃ কার্ত্তিকো বিপ্র মথুরায়াং নৃণামিহ।
• • •
মুক্তিং মুক্তিং হরির্দাস্যতর্চ্চিতোঽত্রত্য সেবিনাম্।
ভক্তিন্তু দদাত্যেব যতো বদ্ধকরো হরেঃ॥
সা ত্বত্রত্য হরের্ভক্তির্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ।
মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদরপূজনাৎ॥
অল্পদ্রব্যবিহীনস্য বিধিহীনস্য পূজনম্।
মন্যতে কার্ত্তিকে সেবো মথুরায়াং সমর্চ্চনম্॥
• • •
কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ পূজনাদর্চ্চনাদ্যমম্।
শীঘ্রং সংপ্রাপ্যতে বাপো দুর্লভং যোগতৎপরৈঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৬৯—৭৫ সংখ্যা)

ঊর্দ্ধ অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে মথুরায় ভগবৎসেবা শ্রীহরির অতিশয় প্রীতিবর্দ্ধক। কার্ত্তিকমাসে মথুরা-পুরীতে হরি-সেবার ফল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

যেরূপ মাঘমাসে প্রয়াগ ও বৈশাখে গঙ্গার পূজা, সেই-রূপ কার্ত্তিকে মথুরার সেবা করিতে হয়; ইহার সমান আর উৎকৃষ্ট কিছু নাই।

যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে মথুরা-নগরীতে স্নান-পূর্ব্বক দামোদরের পূজা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রীহরিকে দর্শন করিতে পারেন।

মথুরাতে কার্ত্তিকমাস মানবগণের পক্ষে পরম দুর্লভ।

শ্রীহরি মথুরা-ব্যতীত অন্যত্র পূজিত হইয়া সেবকগণকে মুক্তি-মুক্তি-ফল প্রদান করেন সত্য; কিন্তু পরন্তু তাহা ভক্তি বিতরণ করেন না; কেন না, ভক্তিই শ্রীহরির বশকারিণী। পরন্তু যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে হরিজনগণের আনুগত্যে মথুরা-পুরীতে একবার-মাত্র শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহারাই অনায়াসে হরিভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন।

যে বিপ্র, কার্ত্তিকে মথুরাতে মন্ত্রবর্জ্জিত, ন্যাসবর্জ্জিত ও বিধিবর্জ্জিত পূজাকেও ভগবান্ 'অর্চ্চন' বলিয়া গ্রহণ করেন।

ক্রয় দিয়া হইয়াও কার্ত্তিকমাসে মথুরাপুরীতে শ্রীহরির পূজা করায় অতি অল্পকালের মধ্যে (পাঁচমাসের মধ্যে) যোগাদিনিষ্ঠ সনকাদি মহর্ষিগণেরও দুর্লভ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

সেই মথুরাপুরী ভূমণ্ডলে কৃপা-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর শীঘ্রই কার্ত্তিকমাসেরও আগমনী গীতির সুর শুনা যাইতেছে।

সুলভা মথুরা ভূয়ো প্রত্যক্ষং কার্ত্তিকব্রতম্।
তথাপি সংসরন্ত্যেব নরা মূঢ়া জগদ্গুরো॥
কিং বহ্বৈঃ কিন্তপোভিশ্চ তীর্থৈরন্যৈশ্চ দেহিনাম্।
কার্ত্তিকে মথুরাবাসেবর্জ্যতে যদি কাঙ্ক্ষিতম্॥
যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি নদা নদ্যঃ সরাংসি চ।
কার্ত্তিকে নিবসন্ত্যত্র মাথুরে মণ্ডলে নরাঃ।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৭৬-৭৮ সংখ্যা)

অহো! প্রণতে মথুরা কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া সুলভ হইয়াছেন, প্রতি বর্ষে কার্ত্তিকমাসও সুলভ, কিন্তু হায়! মূঢ়তাপ্রযুক্ত মানবগণ সংসার-সমুদ্রে মগ্ন রহিয়াছে!

কার্ত্তিকমাসে মথুরাতে শ্রীরাধাশ্রিয় দামোদরের পূজা করিলে আর যজ্ঞ, তপঃ ও অপরাপর তীর্থ-সেবনের আবশ্যকতা কি?

কার্ত্তিকমাসে মথুরার সকল মণ্ডলে যাবতীয় পুণ্যতীর্থ, নদ, নদী, কূপ অবস্থান করিয়া থাকেন।

ভূমণ্ডলে মথুরা সুলভ এবং প্রতিবর্ষে কার্ত্তিক মাসও সুলভ হইলে কি হইবে? জগতে অকৃত্রিম আচার্য্য বড়ই দুর্লভ। সেইরূপ পরতঃপরতঃখী আচার্য্যের অকপট কৃপা-ব্যতীত সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান, মুগ্ধ মানবকোটি কি

করিয়া মথুরায় শ্রীরাধাসহিত দামোদরের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে? জগতে যদি সেই পরমহংসধর্মী রাধানিত্য-কল আচার্য্যের রূপা-প্রাবল্য প্রবাহিত হয়, তবেই যে-সকল জীব উদরের দায়ে অর্থাৎ দামোদর-সেবা-রূপ মূলে মূল-দেশান্তর-পরম্পরায় বদ্ধ হইয়া শ্রীরাধাপ্রিয় দামোদরের সেবা বিস্মৃত হইয়াছে, সেই সকল জীবের মূল সৌভাগ্য-রবি পুনরায় উদিত হইতে পারে। বিশ্বজনকে সেই সৌভাগ্য-দিনকে বিজৃম্ভিত করিবার জন্যই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যগণ আজ গৌড়জনের আহ্বানে জানাইতেছেন,—ওরে বিশ্ববাসিন্! দামোদরের দাম হইতে জীব কখন-কস্মিন্ কালেও নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, ঐ দামের গ্রন্থি যত খুলিতে যাইবে, ততই গ্রন্থি আরও কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকিবে। তাই ঐ দামের মোহ পরিত্যাগ করিয়া—দামোদরের সেবার জন্য বিশ্ব-পরিক্রমা কিছুকাল স্থগিত রাখিয়া শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ, ব্রজের দুলাল, যশোদার যাদুমণি দামোদরের সেবার জন্য কার্ত্তিকমাসে মাথুরমণ্ডল পরিক্রমা কর।

যদি বল, মথুরায় গিয়া লাভ কি?—পরিক্রমার পরিশ্রম বরণ করিয়াই বা লাভ কি? আমরা আমাদের ভোগের বা ত্যাগের গৃহে বসিয়াই হরিসেবা করিব। শোন! শোন! ব্রহ্মাজ মোহিনীকে কি বলিয়াছিলেন? বিশ্বমোহিনী মায়া ঐরূপ যুক্তি দিতে পারে সত্য, কিন্তু শাস্ত্রের কথা শোন,—

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্।
তীর্থে তু কার্ত্তিকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভামিনি॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ২০ সংখ্যা)

হে ভামিনি! বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে গৃহে কার্ত্তিকব্রত করিতে নাই, সর্ব্বপ্রকারে সযত্নে তীর্থস্থলে অর্থাৎ যে-স্থানে অকপট আচার্য্য ও বৈষ্ণবগণ বাস করেন, সেইরূপ মথুরা-মণ্ডলাদি তীর্থস্থানেই উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

কার্ত্তিক-ব্রতারম্ভের কাল

আশ্বিনের শুক্লা একাদশী, পূর্ণিমা বা তুলা-সংক্রমণে কার্ত্তিক-ব্রত আরম্ভ করিতে হয়,—

আশ্বিনস্য তু মাসস্য বা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৮১ সংখ্যা)

আশ্বিন মাসের যে শুক্লা একাদশী, তাহাতে আলস্যহীন হইয়া কার্ত্তিকব্রত ধারণ করিবে।

কার্ত্তিক-ব্রত-বিধি

নিত্যং জাগরণাদ্যন্তো যামে রাত্রেঃ সমুত্থিতঃ।
শুচির্ভূত্বা প্রবোধ্যাথ তোয়ৈরীশালয়েৎ প্রভুম্॥
নিনয়েদ্ বৈষ্ণবান্ বর্ণান্ বৈষ্ণবৈঃ সহ কর্ত্তিতঃ।
কৃত্বা গীতাদিকং প্রাতর্দ্ধেয়ঃ নীরাজয়েৎ প্রভুম্॥
নিত্যং বৈষ্ণবসঙ্গস্থো দেবেশ ভগবৎকথাম্।
দিনঞ্চ কৃষ্ণকথয়া বৈষ্ণবানাঞ্চ সঙ্গতৈঃ।
নীত্বাতং কার্ত্তিকে মাসি সঙ্কল্পব্রতপালনম্॥
দীপদানমথৈতচ্চ দদ্যাদ্বৈ বিষ্ণুসন্নিধৌ।
দেবালয়ে তুলস্যাং বা আকাশে বা তদুত্তমম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ)

অর্চ্চনকারী কার্ত্তিকমাসে প্রত্যহ রাত্রির শেষ যামে জাগরণ-পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া স্তবপাঠ করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহের প্রবোধন করিবে। পরে নীরাজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্ম-শ্রবণ-পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের সহিত সানন্দে হরিকীর্ত্তনাদি করিয়া প্রত্যূষ সময়ে শ্রীভগবানের আরাত্রিক করিবে।

কার্ত্তিকমাসে প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া হরিকথা সেবন করিতে হইবে।

কার্ত্তিকমাসে বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া হরি-কথা-শ্রবণাদির দ্বারা দিনযাপন-পূর্ব্বক সঙ্কল্পিত ব্রত রক্ষা করিবে।

কার্ত্তিকে বর্জ্জনীয় বা নিষিদ্ধ দ্রব্য

কলমী শাক, পটোল, বেগুন, বরবটী, সিম ও বাসতীয় আসব পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি স্বভাবতঃই ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ করায় মৎস্য-মাংসাদি বর্জ্জনকারী। তাই,—

কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্।
নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ্দূল যাবদাহূতনারকী॥
কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সহিতানি চ।
ন ত্যজেৎ কার্ত্তিকে মাসি যাবদাহূতনারকী॥
ন মাংসং ভক্ষয়েন্মাংসং ন কৌর্ম্মং নারদেব হি।

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ)

অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে রাজমাষ বা বরবটী ও নিষ্পাব বা শিমী ভক্ষণ করিলে শ্রীগুরুদেব নরকে বাস করিতে হয়। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকে কংস্যোপাক, পটোল, বেগুন ও আলবাদি পরিত্যাগ না করে, তাহাকে শ্রীগুরুদেব নরকে অবস্থিতি করিতে হয়। মৎস্য এবং কূর্ম্মাদি সর্ব্বপ্রকারের মাংস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জনীয় দ্রব্যের বিবরণ-প্রসঙ্গে আমরা শুনিয়াছি,—"কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ।"

টীকা—"যত্ত এবামিষত্যাগনিবৃত্তিধর্ম্মনিয়ত-চামিষস্থানে যাবান্ ত্যজেৎ।" অর্থাৎ কার্ত্তিকে আমিষ পরিত্যাগ করিবে। যাঁহারা স্বতঃই আমিষত্যাগকারী নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত, তাঁহাদের 'আমিষ'-স্থানে নারকলাই বুঝিতে হইবে।

কার্ত্তিকে শ্রীরাধাদামোদরের সেবা

কার্ত্তিকমাসে শ্রীরাধাসনের আনুগত্যে শ্রীরাধা-দামোদরের সেবা করিতে হইবে,—

ততঃ প্রিয়তমা বিষ্ণো রাধিকা গোপিকাসু চ।
কার্ত্তিকে পূজনীয়া চ শ্রীদামোদর-সন্নিধৌ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ)

শ্রীরাধিকাই নিখিল গোপীগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, সুতরাং কার্ত্তিকমাসে দামোদর-সমীপে শ্রীরাধিকার সেবাই কর্ত্তব্য।

দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ)

কার্ত্তিকমাসে দামোদরের পূজা করিয়া 'সত্যব্রত' নামক ঋষি-কথিত দামোদরাষ্টক-স্তোত্র প্রত্যহ অধ্যয়ন করিবে, তাহা দামোদর-দেবকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

স্থানান্তরে সানুবাদ দামোদরাষ্টক প্রকাশিত হইল।

গোবর্দ্ধন-সেবা

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে যস্তমাপ্নোতি তস্য প্রাপ্তা হরেঃ প্রিয়ঃ।
নরো ভক্তোঽবমেদ্যিপ্রাত্তস্য প্রত্যেষণম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ)

রমণীয় গোবর্দ্ধনগিরিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম রাধাকুণ্ড বিরাজমান। কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে ঐ কুণ্ডে স্নান করিলে হরিভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়; কারণ, ঐ কুণ্ড-স্নানে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রীতি হয়।

শ্রীকৃষ্ণদাসবর্য্যোঽয়ং শ্রীগোবর্দ্ধন-ভূধরঃ।
শুক্লপ্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকেঽর্চ্চ্যোঽত্র বৈষ্ণবৈঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ)

কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজই শ্রেষ্ঠ। কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদের প্রভাতে গোবর্দ্ধনের পূজা করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য।

উত্থানৈকাদশীর সেবা

সর্ব্বকৃত্যং পরিত্যজ্য দুষ্টার্থং চক্রপাণিঃ।
উত্থানৈকাদশী সম্যক্ কার্ত্তিকে হরিবোধনী॥

কার্ত্তিকমাসে নিখিলকর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য সম্যগ্‌রূপে হরিবোধনী অর্থাৎ উত্থানৈকাদশীর উপবাস করিবে।

তাবদ্‌গর্জ্জন্তি তীর্থানি বাজিমেধাদয়ো মখাঃ।
মথুরায়াং প্রিয়া বিষ্ণোর্যাবন্নায়াতি বোধনী॥
সংসারদাবসন্তপ্তানাং কামসৌখ্যে পিপাসিনাম্।
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মস্য সান্নিধ্যং শীতলং গৃহম্॥
ভবপান্থজনানাং বৈ প্রাপ্তিকেষু প্রবোধনী।
কথং ন সেব্যতে মূঢ় মথুরায়াং হরিপ্রিয়া॥

(শ্রীপদ্মপুরাণ)

যে-কালপর্য্যন্ত মথুরাপুরীতে প্রবোধনী উপস্থিত না হয়, সে-কাল পর্য্যন্তই নিখিল তীর্থ ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। সংসারদাবানলে বিদগ্ধ, কামসুখের পিপাসায় তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের সান্নিধ্যই সুশীতল গৃহস্বরূপ। সংসারপথের পথিকগণ প্রবোধনীর প্রসাদে সেই শীতল নিকেতন লাভ করিতে পারে। হে মূঢ়, তবে কেন মথুরায় আরাধনা করিতেছ না? তোমার অন্যতীর্থ বা অন্য ক্রিয়ানুষ্ঠানে আর কি প্রয়োজন?

'শ্রীগুরুপাদাশ্রয়' হইতে আরম্ভ করিয়া "কার্ত্তিকাদিব্রত" পর্য্যন্ত চৌষট্টিটী ভক্তাঙ্গের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর দ্বারা জগজ্জীবের মঙ্গলকল্পে বলিয়া জানাইয়াছেন এবং তন্মধ্যে—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম তাহার এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।"

—এই সম্বন্ধে ভক্তাঙ্গ-পঞ্চক শ্রীরূপানুগপ্রবর আচার্য-বর্য্য গৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় যুগপৎ সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ অনুশীলন করিবার সুযোগ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীব্রজ-মণ্ডল-পরিক্রমাকালে অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবসঙ্গে মথুরামণ্ডলে কার্ত্তিকমাসে নিয়ম-সেবা, শ্রীযোগপীঠ সেবা, গোবর্দ্ধনগিরি, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের সেবার সুযোগ ঘটিবে। প্রবোধনী তিথিতে আমাদের পরমগুরুদেব গৌরজন-জন অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়া ঐ তিথিকে অধিকতর বিপ্রলম্ভময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের যেযুকপায় স্ব-স্বরূপকে প্রবোধিত করিতে পারিলে মথুরামণ্ডলে ঐ তিথির গুরু-সেবা সাধিত হইতে পারিবে। এই অভূতপূর্ব্ব সুযোগ সকলে মস্তকে বরণ করুন। এবার গৌড়ীয়গণের উর্দ্ধগত অন্য কিছু নয় —শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের সর্ব্বতোভাবে অনুসরনে গৌরবিহিত কীর্ত্তনাদ্যে মাথুরমণ্ডল পরিক্রমা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীরাধাবির্ভাবোৎসব

গত ২৩শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীমহোৎসব-উপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দিবাভাগে ও রাত্রিতে বহু ভাগ্যবান্ সজ্জন-সমীপে একমাত্র সেব্য বিষয়-বিগ্রহ শ্রীগান্ধর্ব্বা ব্রজেন্দ্রনন্দন ও সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনানন্দ-বিধায়িনী মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর তত্ত্ব, আশ্রয়ের আনুগত্যেই বিষয়ের সেবালাভ এবং সেই সেবা-দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের পরিবর্ত্তে সেব্যের প্রীতিই একমাত্র কাম্য —এইরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিষয়ক অনেক অপূর্ব্ব উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দিরে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ শ্রীশ্রীবার্ষভানবী দেবীর আবির্ভাব এবং তাঁহার মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ হৃদ্যবাণী কীর্ত্তন-মুখে শ্রী'রাধানিত্যজন' শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যেই যে সর্ব্ব সৌভাগ্যলাভের একমাত্র মূলীভূত কারণ, তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যানন্দার প্রভু গুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে বক্তৃতার আদি ও অন্তে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শরণাবলী' হইতে 'শ্রীরাধাষ্টক' গীতির প্রথম ও অষ্টম গীতিদ্বয় এবং মহাময় কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু কৃতবিদ্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সমবেত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

গত ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৩২) রবিবার দিবস অপরাহ্ণ সাড়েপাঁচ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্য-মন্দিরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ "বেদান্ত"-সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় তাঁহার তৃতীয় অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সভাগৃহে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ-সহ সমবেত বিরাট্ জনসঙ্ঘ—সকলেই স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ আসন পরিগ্রহ করিলে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের ইঙ্গিতক্রমে সকলে স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিলে সভার কার্য্য হয়। বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ,

বি-এল মহোদয় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত 'কল্যাণ-কল্পতরু' নামক গীতি-গ্রন্থ হইতে "ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায়"—ইত্যাদি পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ বিষয়, সম্বন্ধ, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ানুসারে বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় কীর্ত্তন-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুই যে বেদান্তের বহু বিবদমান ভাষ্যের মধ্যে একমাত্র অকৃত্রিম চূড়ান্ত মীমাংসা-সমন্বিত সর্ব্ববেদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচার-দ্বারা জগজ্জীবকে বেদান্তের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম এবং আস্বাদন করিবার সুযোগ দিয়া নানামতগ্রাহ্যবাদ সিদ্ধান্তসাগর উত্তীর্ণ হইবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিশদরূপে বর্ণন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীগুরুমুখোদ্গত-বিগলিত হরিকথামৃত শ্রবণপুটে পান-সৌভাগ্য-প্রাপ্তির জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং সভার শ্রোতৃবর্গকে শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তন-শ্রবণে তাঁহাদের আগ্রহ ও ধৈর্য্যধারণ-জন্য ধন্যবাদ-প্রদান-মুখে শ্রীল প্রভুপাদের 'Relative worlds', 'পুরুষার্থ-বিনির্ণয়', এবং 'Vedanta'—এই বক্তৃতাত্রয়ের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। অতঃপর 'কল্যাণকল্পতরু' হইতে "মনরে কেন কর বিচার গৌর ?" ইত্যাদি প্রতিটী কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়। অত্যধিক লোক-সমাগম হওয়ায় সভাগৃহে স্থানের অসদ্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে শ্রবণেচ্ছু সকলেই সভাগৃহের ও বাহিরে জগমোহনে, অলিন্দে, প্রাঙ্গণে, এমন কি, রাজপথে দাঁড়াইয়াও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পারেন, তজ্জন্য Loud Speaker সংযোজিত হইয়াছিল। সভাস্থলে বিপুল জনসমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও সর্ব্বত্র যেরূপ শান্তি বিরাজ করিয়াছিল, তাহা অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম-এ, এল, এল, সি ; মিঃ ই, ডেকর ; শ্রীযুক্ত এস্, এস্ বসু ব্যারিষ্টার, এট্‌ল' এড্‌ভোকেট কেমারেন ; শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার ও ব্যবসায়ী ; শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এড্‌ভোকেট ; ডক্টর জে, বি, সেন এম্-এ, পি, এইচ, ডি (লণ্ডন), এডিসনাল ইন্‌স্পেক্টর প্রেসিডেন্সী বিভাগ ; ডাঃ তারক-দাস বানার্জ্জি বি, এস্, সি, এম্-বি ; শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, বি-এল এড্‌-ভোকেট ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম্, আর, এ, এস্ ; শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর দাশ ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায় জমিদার প্রভৃতি বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া নিবিষ্টচিত্তে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সাধারণ মহোৎসব

গত ২৭শে ভাদ্র (১৩৭৯) সোমবার নিতানন্দা-প্রতিষ্ঠা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'সাধারণ মহোৎসব' মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের দৈনন্দিন সেবাপদ্ধতি অনুসারে মঙ্গলারাত্রিক, উষঃকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, টহলগোষ্ঠী, ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনাদি অন্যান্য দিবসের ন্যায় কীর্ত্তনমুখে যথাযথ পালিত হইতে থাকিলেও সে-দিনের বিশেষত্ব এই যে, তদ্দিবস প্রাতঃ ১০ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত উৎসবে সমাগত উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন—যাবতীয় পুরুষ ও মহিলাগণকে এবং বেলা প্রায় ৩টা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের বহিঃস্থ রাজপথে সমস্ত সমস্ত ধরণের ব্যক্তিকে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। কাম্যানীয় প্রসাদ-সেবন-কালে যখন মুহুর্মুহুঃ সমস্বরে 'শ্রীগুরুমহারাজ কি জয়', 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি জয়' বলিয়া 'জয়' 'জয়' ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল, তখন তাহাদিগের সেই তাৎকালিক সৌভাগ্য-দর্শনে মনে হইতেছিল, তাহারা যেন ঐ দিবস আর ঐহিক অভাবগ্রস্ত কাঙ্গাল বা দরিদ্র নাই, তাহারা মহাপ্রসাদ-গোবিন্দ-নামব্রহ্ম-বৈষ্ণব-সেবা-পরায়ণ কুল-ধন-বিদ্যামদমত্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শত শত গুণে শ্রেষ্ঠ। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার সাধারণ সভার সম্পাদক রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ, প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ-প্রমুখ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কাঙ্গালগণের মহাপ্রসাদ-সম্মান-দর্শনে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রেরণায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর আন্তরিক প্রযত্নে মঠসেবকগণ অন্যূন উৎসাহে লক্ষ লক্ষ লোককে সম্বর্দ্ধনা করিয়া যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে প্রসাদ-বিতরণাদি

করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই উল্লেখযোগ্য। আচার্যাত্রিক প্রভু অভ্যর্থনাকারী সেবকগণের প্রত্যেককে বিশেষ আদেশ দিয়াও পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন যে, ঐ দিবস যেন তাঁহাদের অভ্যর্থনার ত্রুটীতে কেহ শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, হরিকথা-শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ-সেবনে বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া না যান। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত লোক-সমাগম হইয়াছিল এবং সমানভাবে প্রসাদ-বিতরণ-কার্য্য চলিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন সময়ে শুভমুহূর্ত্তে তৎপাদমূলে সমাগত বহু সজ্জন-সমক্ষে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে সর্ব্বসাধারণকে শ্রীহরিকথা-শ্রবণের সুযোগ-প্রদানের নিমিত্ত সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীরাধাকৃষ্ণনাট্য-মন্দিরে এক বিরাট্ সভার অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ক্রমান্বয়ে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব এবং তাঁহার আচার-প্রচার-লীলা তারস্বরে বক্তৃতা-মুখে কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছিল। উচ্চ-মঞ্চের বিচিত্র বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল; শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের মুখার-সেবা অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। মঠাধ্যক্ষ প্রভুর নির্দ্দেশক্রমে পণ্ডিত শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহাশয় এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীর পর্য্যবেক্ষণে প্রসাদ-বিতরণাদি সেবাকার্য্য বিশেষ শৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবদনুগ্রহে আকাশের অবস্থাও ভালই ছিল, কেবল কাঙ্গালী-ভোজনের অব্যবহিত পূর্ব্বে দুই এক ফোঁটা-মাত্র জল পড়িয়া তখনই আবার থামিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কার্য্যের কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই অথচ সংবাদ পাওয়া গেল, ঠিক ঐ সময়ে সহরের অন্যস্থানে মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে
পরম গুরুদেবের সমাধি

বর্ত্তমান বর্ষের শ্রীমঠের ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্রীধাম-মায়াপুরে পরম গুরুদেবের সমাধি" শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন যে, বাঙ্গালা ১৩২২ ও ইংরাজী ১৯১৫।১৬ সালে চাতুর্ম্মাস্যের অবসানে উত্থানৈকাদশীর পূর্ব্ব-দিবসে আমাদের পরম গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজ তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলে তদভিন্নবিগ্রহ গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ উত্থানৈকাদশী দিবসে ভাগীরথীর পশ্চিমতটে নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীকোলদ্বীপে স্বহস্তে তাঁহার চিদানন্দময় কলেবর "সংস্কারদীপিকা"-পদ্ধতি-মতে সমাধিস্থ করিয়া যে সমাধিকুজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ ক্রমাগত একাদশ দিবস অহোরাত্র পরিশ্রমের পর সমাধির অবশেষ উত্তোলন-পূর্ব্বক গত ২১শে আগষ্ট (১৯৩২) তারিখে সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীধাম-মায়াপুরে লইয়া আসেন, তথায় শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে এবং শ্রীগুরুদ্রুমতলে তাঁহার সমাধি-মন্দির সংস্থাপিত হইতেছে। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসাধিক-কালব্যাপী উৎসবের কার্য্য সমাপন-পূর্ব্বক গত ৩১শে ভাদ্র, ১৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সপার্ষদে শ্রীধাম-মায়াপুরে উপনীত হইয়া ২রা আশ্বিন (১৩৩৯), ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৩২) রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের "সংস্কারদীপিকা"র পদ্ধতিমতে ব্রজপত্তনস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানরূপ নাট্যমন্দিরের অনতিদূরে দক্ষিণদিকে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীগুরুমঞ্জরী-মূর্ত্তি-রূপে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিকুজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

ঐ দিবস রাত্রিযোগে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্ত হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীপাদ

ভক্তিবিজ্ঞান-প্রমুখ সেবকগণ-সহ পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীবলভদ্রের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-মন্দির 'ভক্তিবিজয়'-ভবন প্রদক্ষিণ করেন, পরে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবদ্ভক্তি-স্তুতি করিয়া নাট্য-মন্দিরে বসিয়া কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ সমাধিতে ভক্তিবিজয়-ভবন হইতে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণামান্তে ভক্তগণসহ সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড তটে স্বয়ং সমাধিস্থান নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক স্বহস্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে খনন-কার্য্যের প্রথম আরম্ভ করিয়া দিলে আচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু, পণ্ডিত শ্রীপাদ অমল বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ নবহরি ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভু-প্রমুখ সেবকবৃন্দ ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তন-মুখে যথাবিধানে সমাধি-স্থান-খনন-কার্য্য সমাধা করেন। এদিকে খনন-কালে শ্রীল বাসুদেব প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে শ্রীল ভক্তিবিজ্ঞান প্রভু এবং স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর কীর্ত্তনিয়াগণ "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা শ্রীগৌরকিশোর হে"—ইত্যাদি বিপ্রলম্ভগীতি কীর্ত্তন করিতেছিলেন। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদের অনুমতি-ক্রমে উত্তম নব-বস্ত্রাবৃত সুগন্ধিপুষ্প-মালা-চন্দন-শোভিত অবশেষ সমাধি-পেটিকা (যাহা কুলিয়ায় ভূতপূর্ব্ব সমাধি-স্থান হইতে শ্রীচৈতন্যমঠে নীত হইয়া এতাবৎকাল তথায় সযত্নে শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্য-দ্বারা যথাসাধ্য পূজিত হইতেছিলেন) শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতালাদির মাঙ্গলিক বাদ্য এবং মহামন্ত্র-কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে সমাধিস্থলে নীত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে দণ্ডবৎপ্রণতি বিধান করেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তদানুগত্যে উপস্থিত সেবকগণ সকলেই ভক্তিভরে তদ্রূপ দণ্ডবৎ-প্রণতি বিধান করিয়া কোন ভক্ত চামর, কেহ বা তালবৃন্ত-দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, কেহ আতপত্র ধারণ করিয়া রহিলেন, কেহ বা পুষ্পকরঙ্কিকা-হস্তে, অন্য সকলে মৃদঙ্গাদির বাদ্য-সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌরকিশোর-বিরহ-বেদনায় ব্যথিত—বিপ্রলম্ভ ভাবাবিষ্ট শ্রীমুখমণ্ডল-দর্শনে তদ্ভাব-ভাবিত, তদ্বর্ণজ, তদ্মনোহভীষ্ট-প্রচারক ভক্তগণ কেহই তৎকালে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার গুরু-সেবাশ্রিত পরমহংসের সমাধিপ্রদানরীত্যনুসারে সমাধি-পেটিকার উপর স্বহস্তে বাঙ্ময়বিগ্রহ রচনা করিয়া চন্দন-দ্বারা সমাধিমন্ত্র লিখিয়া দেন এবং শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্যাদি দ্বারা উহা উত্তমরূপে শোভিত করিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করেন। তদনন্তর শ্রীল প্রভুপাদের অনুমোদন-ক্রমে কীর্ত্তন-মুখে শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু এবং শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারি-প্রভুপ্রমুখ সেই পেটিকাকে পারমার্থিক-পুরুষ-পরিবাহিত বিবরাভ্যন্তরে বিহিত বিধানে সংরক্ষিত করিয়া বিবরাভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রীল প্রভুপাদ মৃত্তিকা প্রদান করেন এবং তৎপরে অন্যান্য ভক্তগণ তদনুসরণে মৃত্তিকা-প্রদানের সৌভাগ্য বরণ করেন। মৃত্তিকা-প্রদান হইয়া গেলে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসহ কীর্ত্তনমুখে বারদ্বয় সমাধি প্রদক্ষিণ করিলেন। প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণান্তে শ্রীল প্রভুপাদ একবার করিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিতে থাকিলে তদনুগত ভক্তগণও তাঁহার অনুসরণে ঐরূপ দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করিয়াছিলেন। তৎপর সমাধি-সন্নিকটে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়' ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'পরম ভজনীয়' শীর্ষক সংস্কৃত কবিতাটী স্বয়ং পাঠ করিলেন। অনন্তর সমাধিক্ষেত্রকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি-পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরাভিমুখে চলিলে ভক্তগণও তদানুগত্যে সমাধিস্থানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রভুপাদপদ্মের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সম্মুখে শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান-পূর্ব্বক তথা হইতে উৎকলদেশ, তদ্রাজ্যে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবা-সৌভাগ্য-প্রাপ্ত, নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল নলিতাপ্রিয়দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিস্থান বন্দনা করিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরু-সেবকের মর্য্যাদা-রক্ষণ শিক্ষা প্রদান করিলেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তনকারি-ভক্তগণ-সহ শ্রীমন্দির-ভবনে গমন করেন। তথায় ভক্তগণ কিছুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তথা হইতে

পরমহংস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মহোৎসবের যাবতীয় ব্যবস্থার-বহনকারী ভাগ্যবান্ ভক্ত শ্রীমান্ গোপালের গৃহে পদার্পণ করেন। গোপালের গৃহ শ্রীমন্দির-ভবনের পশ্চিমে অবস্থিত। গোপালেরা ঐ দিবস শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি-মহোৎসবের সেবারূপ প্রকৃষ্টপ্রিয়কার্য্য সম্পাদন করায় তাঁহাদের নবনির্ম্মিত গৃহে শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-পূজার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন এবং সেই সৌভাগ্যকে নিত্যবস্তুপোষকক্রমে ঐ শুভ অবসরকেই তাঁহারা নবগৃহ-প্রবেশের উপযুক্ত অবসর বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীমান্ গোপালের মাতা পরমা ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা যামিনীসুন্দরী দেবী শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-পদাম্বুজ শ্রীধামের অপ্রাকৃত গৃহের গৃহস্থ হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবাকেই যেরূপ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়োরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহা সকল সদ্গৃহস্থেরই আদর্শস্থানীয়।

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তনকারী ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে কীর্ত্তনমুখে অনুকম্পিত ভক্ত শ্রীযুক্ত গৌরচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের গৃহ এবং অপর একটী প্রস্তাবিত বৃহতী ধর্ম্মশালা গৃহের স্থান-নির্দ্দেশ ও স্বরূপে তাঁহাদের ভিত্তি সংস্থাপন-কার্য্য সমাধা করিয়া বিপ্রহরে সদলে শ্রীভক্তিবিজয়-ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ভক্তগণ সকলে বিশ্রামান্তে ভোগারাত্রিক দর্শন ও মহাপ্রসাদ সেবন করেন। শ্রীমঠাশ্রিত ভক্ত সাধীত শ্রীধামবাসী ও গ্রামে আগত বহু সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি মহাপ্রসাদ-সেবনের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়া আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিয়াছিলেন।

এই দিবস শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতি আলোচনার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে ভক্তিবিজয়-ভবনে একটী সভারও অধিবেশন হইয়াছিল।

অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ দণ্ডবৎ শ্রীধাম হইতে যাত্রা করিয়া কৃষ্ণনগর হইয়া রাত্রি প্রায় ১২টার সময় শ্রীগৌড়ীয়-মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল বাবাজীমহারাজের সমাধিমন্দির-প্রতিষ্ঠাকালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিপারিজ মহোদয়, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা বিপ্রহ, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদানুকম্পিত শ্রীপাদ কল্যাণকল্পতরু ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দয়ার্দ্রীব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ প্রাণবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ ঈশানপ্রভুদাস ভক্তিপ্রিয়, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীজী, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন, ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গৌরচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় ভক্তিতত্ত্বাকর মহাশয়, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ দাসাধিকারী, ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিচরণ রায় মহাশয় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

একাদশীর উপবাস

আগামী ১০ই আশ্বিন, ২৬শে সেপ্টেম্বর সোমবার [illegible] উপবাস হইবে। "নবীন-প্রকাশে"র সংযোজন শ্রমপূর্ণ।

[illegible] দিবস অরুণোদয়বিদ্ধা বলিয়া এতদ্ [illegible] মহারাজের [illegible] একাদশীর উপবাস [illegible]

শ্রীদামোদরাষ্টকম্

[সত্যব্রতমুনি-কথিত এই "দামোদরাষ্টক" দামোদরব্রতকালে নিত্যপাঠ্য,
ইহা শ্রীদামোদর-দেবের আকর্ষণকারী] *

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎ কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১ ॥

যাঁহার কর্ণযুগে কুণ্ডলযুগ দোদুল্যমান, যিনি গোকুলে স্বাভাবিক শোভাবিশেষে শোভমান, যিনি শিক্কা হইতে নবনীত হরণ করিয়া যশোদার ভয়ে উদূখলের উপর হইতে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান, যশোদা অত্যন্ত বেগে পশ্চাৎ ধাবমানা হইয়া যাঁহার পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ পরমেশ্বর দামোদরে প্রণত হই ॥১॥

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃ শ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥ ২ ॥

মাতার হস্তে যষ্টি দেখিয়া তাড়না ও প্রহারের আশঙ্কায় যিনি ক্রন্দন করিতে করিতে কমলকরযুগলে পুনঃ পুনঃ চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিতেছেন, যাঁহার নেত্রযুগল সন্ত্রাসনিবন্ধন-যুক্ত, পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস-নিবন্ধন কম্প-বশে যাঁহার মুক্তাময় কণ্ঠহার দোদুল্যমান হইতেছে এবং যশোদার দ্বারা যাঁহার উদর রজ্জুবন্ধনে আবদ্ধ, আমি সেই ভক্তিবদ্ধ দামোদর-দেবকে বন্দনা করি ॥২॥

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩ ॥

[illegible] কোন ভক্ত [illegible] কৃষ্ণ, কেহ বা [illegible] দিনি গোকুল-বাসীকে আনন্দ-সাগরে [illegible] আকণ্ঠ [illegible] যিনি ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞান-পর ব্যক্তিগণের নিকট "আমি ঐশ্বর্য্যবিধিবিল প্রেমিকভক্তগণ-কর্ত্তৃক জিত হইয়াছি"—ইহা প্রকাশ করিতেছেন, আমি প্রেম-ভরে পুনরায় সেই পরমেশ্বরকে শতশতবার বন্দনা করি ॥৩॥

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪ ॥

হে বরপ্রদ-ক্রীড়াবিশেষপর দেব! আপনি সকল বর-প্রদানে সমর্থ হইলেও আমি আপনার নিকট চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ, মোক্ষের অবধি স্বরূপবিশেষাত্মক শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোক অথবা অন্য কোন বর প্রার্থনা করি না। হে নাথ, আমার হৃদয়ে যেন বৃন্দাবন-বর্ণিত আপনার বালগোপাল-মূর্ত্তি নিত্য প্রকাশমান থাকে—অন্তর্য্যামিরূপে আপনি হৃদয়ে অবস্থান করিলেও সাক্ষাদ্ভাবে স্বীয় রূপসৌন্দর্য্যাদি প্রকাশ-বিশেষের দ্বারা আপনার প্রাকট্য হউক, এতদ্ব্যতীত অন্য-প্রকার মোক্ষাদি বরে আমার কোনও আবশ্যক নাই ॥৪॥

ইদন্তে মুখাম্ভোজমত্যন্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বগুজ্বাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ৫ ॥

হে দেব! আপনার শ্রীমূর্ত্তির মুখকমলের মধুরিমা আর কি বর্ণন করিব! যাহা পরম শ্যামল, স্নিগ্ধ ও লোহিতবর্ণ অলকাবলীর দ্বারা বেষ্টিত, গোপী যশোমতী স্বীয় বদন-পল্লব লোহিতবর্ণ বিম্বোষ্ঠ-দ্বারা যাহা পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন, আপনার সেই শ্রীমুখকমল আমার হৃদয়ে প্রকাশিত থাকুন, অন্য কোন লক্ষলাভে—অসংখ্য প্রয়োজনে আমার প্রয়োজন নাই ॥৫॥

* দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্।
নিত্যং দামোদরকরি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্।
(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৩শ বিঃ। ৯৬।)

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধাক্ষিদৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥

হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত! হে বিষ্ণো! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। আমি আপনার সেবা-বিমুখতা-রূপ দুঃখ-পরম্পরার মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছি। আপনি কারুণ্যদৃষ্টি-বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া আমাকে আপনার সেবাহীনতারূপ দুঃখ হইতে উদ্ধার করুন, আমার দর্শন-পথে উদিত হউন্ ॥ ৬ ॥

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্যৈব যদ্বদ্-
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥

হে দামোদর, আপনি যেরূপ উদূখলে প্রেমরজ্জুবদ্ধ হইয়া নলকূবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের-পুত্রদ্বয়কে মুক্ত ও ভক্তির পাত্র করিয়াছিলেন, আমাকেও সেইরূপ প্রেম-ভক্তি অর্পণ করুন। কুবেরাত্মজদ্বয়ের ন্যায় মোক্ষ বা সাযুজ্যবন্ধন হইতে নিষ্কৃতির আগ্রহ আমার নাই। প্রেম-ভক্তির দ্বারা সংসার ঘুচে হউক, না হয় না হউক, তাহা আমার আগ্রহের বিষয় নহে। আপনার চরম সুখ যাহাতে উৎপন্ন হয়, সেরূপ প্রেমভক্তিতেই আমার আগ্রহ, মোক্ষে আমার আগ্রহ নাই ॥ ৭ ॥

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ৮ ॥

হে দামোদর দেব! নিখিল তেজের আশ্রয় অর্থাৎ ব্রহ্মেরও আশ্রয় আপনার উদরের বন্ধন-মহাপাশকে আমি নমস্কার করি। তাহা বিশ্বের আশ্রয় অর্থাৎ বিশ্বরূপ আপনার অপ্রাকৃত উদরেরই বহিরঙ্গ প্রাকৃতরূপ-যন্ত্র, আপনার উদর-বন্ধন-দ্বারা শ্রীযশোমতী অনায়াসে ও আনুষঙ্গিকরূপে অপাশ্রিত বিশ্বকে ও বশীভূত করিয়াছেনই, এমন কি, আপনাকে তাঁহার প্রেমদাস করিয়াছেন। আমি সেই উদরকে বন্দনা করি। আপনার প্রিয়তমা শ্রীরাধা-রাণীকে বন্দনা করি। আপনার লীলা অনন্ত, আপনি ক্রীড়া-নিপুণ, আপনাকে নমস্কার ॥ ৮ ॥

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

এই সকল কথা আমরা সকলে ধরিতে পারিব না, কারণ আমেরাডাঙ্গা বা একদেশী বিচার বুদ্ধি, নিজেরা হরিপাদপদ্মে অকপটভাবে যুক্ত নহি বলিয়া যুক্তবিচারটী বুঝি না। ঐ সকল কথা বলিতে গিয়া আর একটি বিপদেরও সম্ভাবনা আছে,—বহু ভক্ত, কৃত্রিম, আনুকরণিক ব্যক্তি ঐ সুযোগে তাহাদের অবৈধবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবসর পাইয়া বসে। তাহারাও মর্য্যাদাপথ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যথেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইয়া পড়ে। এজন্যই প্রথম-যুগে অনর্থগ্রস্ত ব্যক্তিগণের জন্য মর্য্যাদা ও শাস্ত্র-শাসনের ব্যবস্থা। কিন্তু তাহা যদি অনর্থমুক্ত ব্যক্তিতে অতিক্রান্ত হইয়া পড়ে, তবে একদিকে ঐ ব্যবস্থার দ্বারা যতটা সুফল সম্ভাবনা ছিল, অপরদিকে তদপেক্ষা অধিকতর কুফল ঘটিয়া বসে। এজন্য সর্ব্বদা অকৃত্রিম সাধুর সঙ্গ আবশ্যক। নিষ্কপটতা ও সুকৃতি থাকিলে জীবের ভাগ্যে অকৃত্রিম সাধুসঙ্গ ঘটে, নতুবা অসাধুতে 'সাধু' ভ্রম ও সাধুতে 'অসাধু' ভ্রম হয়। অকৃত্রিম সাধুর সঙ্গে অকপট ভজন করিতে করিতে খাঁটি ও মেকীর সহজে ধরা যায়।

খাঁটি ও মেকী চিনিবার কোনও বাঁধা-বাঁধি নিয়ম নাই। কেবল শাস্ত্র-পাঠ, কেবল-নীতি, কেবল বাহ্যাচার-দ্বারা সাধু চিনা যায় না। বহুমূল্য গজমুক্তা অপেক্ষা কৃত্রিম

কাচযুক্ত অনেক সময় অধিকতর উজ্জ্বল ও সুন্দরতর প্রতিভাত হয়; কিন্তু যিনি প্রকৃত জহুরী, তিনিই কোনটী প্রকৃত পদ্মরাগ, তাহা চিনিতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচারে, প্রচারে পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের সমন্বয় দৃষ্ট হয়। একদিকে শ্রীগৌড়ীয়মঠ মর্য্যাদার দৃঢ়ভাবে পালনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে যাহাতে প্রকৃত মহাভাগবতগণের নিরপেক্ষ কীর্ত্তনময় স্বতন্ত্র চরিত্রকে লোকে ভুল করিয়া সাধকোচিত চরিত্রমাত্র জ্ঞান না করেন—নিত্যসিদ্ধ প্রকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতগণকে সাধক বদ্ধজীবমাত্র বিচার না করেন—নিত্যানন্দ-গৌরপার্ষদ শ্রীরূপ-সনাতনকে, শ্রীরঘুনাথকে সাধক জীব, শ্রীবসুধা-প্রভৃতিকে সাধকসন্ন্যাসী মাত্র জ্ঞান না করেন, তজ্জন্য শ্রীচৈতন্য-নিত্যজন লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে জড় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের অধোক্ষজত্ব ও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা এই উদ্দেশ্যটী বুঝিবার, গ্রহণ করিবার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভুল করিয়া থাকেন।

(১২) আর একটি ভ্রম—শ্রীগৌড়ীয় মঠের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জগদ্বাসীকে মালা, গন্ধ, বাস ও অলঙ্কার-সমূহ কৃষ্ণপ্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার শিক্ষা প্রদান করায় মূঢ়জনগণ তাঁহাকে "বিলাসপর" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা ছিল না। আবার যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা হরি-সম্বন্ধি-বস্তুর পরিত্যাগকে 'ফল্গুবৈরাগ্য' জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রচার্য্যবিষয়ে আনন্দ-লাভ করিতেন।

বিবিক্তাশ্রমের সন্ন্যাসী মালা-গন্ধ-তাম্বূলাদি বিলাস-সচ্চয় বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে অকালপক্ক অহঙ্কারী প্রাকৃত সহজিয়াগণ নির্ব্বিবাদে প্রসাদ-গ্রহণের ছলনায় প্রচুর তাম্বূলাদি ব্যবহার করেন। অনধিকারীর এই প্রকার পরমহংসাচারগ্রহণ সর্ব্বত্র গর্হণীয় বলিয়া সাধারণ মূঢ়লোক পরমহংসধর্ম্মের মূল আশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেও 'বিবিক্ত' বা 'ধীর' সন্ন্যাসি-জ্ঞানে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন।

আধুনিক সাকুলসহজিয়াগণ বলেন, বর্ত্তমান কালে প্রচারিত অমুক সাধু ধাতুদ্রব্য গ্রহণ না করিয়া বিষ্ণুর মর্য্যাদা রক্ষা করার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠাশালী ছিলেন। ভক্ত-সন্ন্যাসীর অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের ন্যায় স্বর্ণলৌহ ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। বৈধ বিবিক্ত সন্ন্যাসীর আদর্শ উহাতে দোষ-যুক্ত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্তরে পরমহংসাভিমান রাখিয়া যাঁহারা বাহিরে ধাতুদ্রব্যাদি গ্রহণ না করিবার অভিনয় দেখান, তাঁহাদের অন্তরে গোপনে প্রতিষ্ঠাশা রাজত্ব করে, লোক-প্রতারণা ও আত্মপ্রতিষ্ঠাজনের গুপ্ত অভিসন্ধিমূলে তাঁহাদের ঐরূপ আচরণ শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘনাধিকার ও কপটতাজ্ঞাপক।

বহির্ম্মুখ লোকে নিন্দা করিবে বলিয়া শ্রীভগবানের যাত্রা-মহোৎসব প্রভৃতিতে ধাতুদ্রব্য-গঠিত সামগ্রীর দ্বারা শোভাবৃদ্ধি প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া ভগবানের সেবা-বিষয়ে দরিদ্রতা দেখাইলে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর তথাকথিত পরোপকারি-সম্প্রদায় বিপথগামী হইয়া "আত্মাদনানাং সর্ব্বেষাং বিকোরাবাধনং পরং"—শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। আধুনিক-কালে রেশমীকাপড়ের কাবায় কৌপীন বা চন্দনমালাদি গ্রহণ যদি কোন ব্যক্তিকে বিপথগামী করিয়া তুলে, তাহা হইলে পরমহংসাচারের কপটতায় তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আর যদি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠাশা-রাহিত্যক্রমে শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধি, শ্রীরায় রামা-নন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আদর্শের কোন অংশ পরমহংসাচারে অবস্থিত কোন মহাভাগবতে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুঝিয়া লইতে পারেন। ভাগ্যহীন ব্যক্তি তাহা না বুঝিয়া নিজের অকল্যাণে বরণ করে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ কি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ?

শ্রীগৌড়ীয় মঠের এই সকল যুক্তিবিচারের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া—শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত মহা-উদারতার সনাতন আদর্শকে ইন্দ্রিয়তর্পণকারী আমরা স্বপ্রজ্ঞাচারিতার ভূমিকা হইতে দেখিতে গিয়া কৃপা-পরাকাষ্ঠাকেই 'সঙ্কীর্ণতা', 'গোঁড়ামী' প্রভৃতি মনে করিয়াছি। শ্রীগৌড়ীয় মঠের অসৎসঙ্গ-ত্যাগের উক্তিকে আমাদের নিকটে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া মনে হইয়াছে। সাধু যদি অসাধুকে উপেক্ষা-দ্বারা ঘৃণা প্রদর্শন করেন, তাহাকে অসাধু-সম্প্রদায় সঙ্কীর্ণতা বলিলেও উহা সাধুর বাস্তব উদার-হৃদয়েরই পরিচায়ক। উহা দ্বারা সাধুর তাঁহার অসাধুত্ব-বিষয়ে কোনও না কোনকালে চিন্তা করিবার

অবসর হয়। আর 'অসাধু' যদি তাহার অসাধুত্বকে সাধুর দ্বারা সংরক্ষিত দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহা একদিকে যেমন সাধুর সাধুত্বের লাঘবতাকারক, অন্যদিকে তেমনি তাহা অসাধুর মঙ্গলের পরিপন্থী। ব্যবহারিক সমাজেও কোনও দুষ্ট ব্যক্তি সমাজের অনুমোদিত শিষ্টাচারবিরোধের বিপরীত কার্য্য করিলে তাহাকে একঘরে করিবার অর্থাৎ ঐরূপ সমাজ-নিয়ম-লঙ্ঘনকারীর সহিত অপর শিষ্টসামাজিকগণের ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সমাজ-নিয়ম-লঙ্ঘনকারীকে শোষণের উদ্দেশ্যেই ঐরূপ করা হয়। কিন্তু যাহারা উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী, তাহারা ঐরূপ কার্য্যকে সামাজিকগণের সঙ্কীর্ণতা বলে। তথাকথিত সমন্বয়-বাদের যুগে আজকাল তথাকথিত অনেক সংশিক্ষিত সম্প্রদায়ের এইরূপই মনোভাব হইয়াছে যে, গৃহস্থাশ্রমের একপতিব্রতার আদর্শ এবং পুরুষগণের নৈষ্ঠিক জীবন সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের আদর্শমাত্র, তাহা স্বাধীনতার পরিপন্থী।

সুতরাং যে-যুগে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতাই 'উদারতা' বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, সেই যুগের মনোভাব যে সুস্থ অনুভবরূপে পরমার্থিক ক্ষেত্রেও অনধিকারভাবে প্রবিষ্ট হইয়া পারমার্থিক ক্ষেত্রেও আধিপত্য করিতে না চাহিবে, তাহা নহে।

(১০) আর একটী ভ্রম:—শ্রীগৌড়ীয়মঠ—বিশ্ব-নিন্দক

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি আর একটি ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ—লোক-নিন্দক, বিশ্ব-নিন্দক। এই ভ্রমটীও পূর্ব্বোক্ত বিভ্রম হইতেই উদিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীগৌড়ীয়মঠ তথাকথিত সমন্বয়বাদীর ন্যায় লোকের প্রকৃত কল্যাণের দিকে দৃষ্টি প্রদান অপেক্ষা লোকপ্রিয়তার দিকে অধিক দৃষ্টি প্রদান করিয়া অসৎ ও সৎকে সম-পর্য্যায়ে গণনা করিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনে বদ্ধ কৃতসঙ্কল্প এবং তাহার প্রচারক হইয়াছেন, সেই হেতু শ্রীগৌড়ীয় মঠ—লোক-নিন্দক! কিন্তু যখন কোনও দিন ঐ সকল ব্যক্তির মধ্য হইতেও কোন কোন সুকৃতিবান্ নিষ্কপট ব্যক্তি অসঙ্গের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহাদের জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, তখন তাঁহারাও বুঝিতে পারিবেন, শ্রীগৌড়ীয়-মঠ তাঁহাদের কত শুভানুধ্যায়ী। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠের ইতিহাসে অঙ্কিত আছে—যাঁহারা পূর্ব্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠকে লোক-নিন্দক, তাঁহাদের মঙ্গল ওজস্বিনী নিন্দক প্রকৃতি বলিয়াছিলেন, পরে তাঁহারাই অসৎসঙ্গের প্রভাব-নির্ম্মুক্ত হইয়া সাধুজীবন লাভ পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়-মঠকে একমাত্র অহৈতুক পরমসুহৃৎ ও উপকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা তথাকথিত সমন্বয়বাদের আবরণে লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন, তাঁহারা যে লোকের কিরূপ ভীষণ প্রচ্ছন্ন শত্রু, তাহাও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছেন। বিশ্ব যখন বহির্ম্মুখতায় আচ্ছন্ন, তখন সেই বিশ্বপ্রাণী বহির্ম্মুখতাকে সহায় করিয়া মুহূর্ত্তে পরম সত্যবাণীর প্রচারককে যে বিশ্ব-নিন্দকের অভিনন্দন-মালা গলদেশে বরণ করিতে হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইরূপ অভিনন্দনের পরিবর্ত্তে যদি তথাকথিত সমন্বয়বাদীর মত লোকপ্রিয়তার মালা গলায় বরণ করিতে হইত, তাহা হইলে স্বধীসমাজ লোকের তোষামোদকারীকে বন্ধু বলিতে বাধ্য হইতেন।

চতুর্থ প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কেন ও কাহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই? কাহারা ভুল করিয়াছেন?

সমাধান:—(১) যাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণের পথে চলিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়-তর্পণ অনেক প্রকারে হয়,—পাপে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, পুণ্যে ইন্দ্রিয়-তর্পণ; ভোগে ইন্দ্রিয়-তর্পণ ত্যাগে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, কুকর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, সৎকর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, অধর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়-তর্পণ; এই দুই প্রকারের ইন্দ্রিয়-তর্পণরত ব্যক্তিই শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বুঝিতে পারেন নাই।

এদিকে যেমন কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণে বিমুখী বুঝিতে পারেন নাই, আবার অন্যদিকে তেমন তথাকথিত ভক্তি-বিভূতিধারী, তিলকফোঁটাধারী, দণ্ড-কমণ্ডলু-কৌপীনধারী, ভক্তুতা-সাধনকারী ত্রিসন্ধ্যাবন্দিয়ানকারীও বুঝিতে পারেন নাই।

(৪) যাঁহারা গৌড়ীয়-রাজ্যপাটে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন যে, এখানেও তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুকূলেই চিকিৎসা হইবে, কিন্তু প্রবেশের অভিনয়ের পরে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণময় চিকিৎসার পরিবর্ত্তে রোগের মূল-উৎপাটনকারী অস্ত্রোপচারেতু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি প্রতিহত হওয়ায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট, এমন কি, চিকিৎসা ও চিকিৎসকের প্রতিও বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন।

(৫) যাঁহারা নৈসর্গিক হৃদয়-দৌর্ব্বল্যকে অসৎসঙ্গের জলবায়ু-দ্বারা অধিকতর পরিপুষ্ট করিয়া সত্যশ্রবণে বিমুখ হইয়াছেন।

(৬) যাঁহাদের কোনও না কোনও তথাকথিত আত্মীয়-স্বজন হরি-সেবার অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হওয়ায়, উত্তরাধিকারি-সূত্রে দ্বারা প্রাপ্যরূপে কল্পিত সেই রোগের সামগ্রী তাঁহাদের ভাবী ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতিরোধ করিয়াছে।

(৭) যাঁহারা সহিষ্ণু, নিরপেক্ষ, একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া অকপটভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা শুনিবার পূর্ব্বেই উপরি-উক্ত কতকপ্রকার সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ যাঁহারা বিভিন্নভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের দ্বারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে ইন্ধন-প্রাপ্ত হন নাই) পরামর্শ ও কল্পিত কথা শুনিয়া স্বাধীনচিত বিচারক সাজিয়া এক-তরফা ডিক্রি ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।

(৮) যাঁহারা মোটের সহিষ্ণুতার সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কথা শুনেন নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণপর বা বহির্মুখ-ইন্দ্রিয়ের সহিত দ্বারা সহজে ধরা যায়, এইরূপ সাধারণ ভ্রম (Common errors), অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়-তর্পণের পরিপোষক অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মের দৃঢ়বন্ধনকারী প্রতিষ্ঠানের কল্পিত বিচার, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মের পরিমাপ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হইতে অন্তর্ধান করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্য-বিষয় বা উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে স্বকপোল-কল্পিত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম, মঠ বা আশ্রমাদির মোটামুটী ধারণা এই,—"একটি ছবি যোগাড় করা—তাহা যে কোন নায়কেরই হউক্ না কেন, সেই ছবির কাছে ধূপ-ধুনা দেওয়া, একটি মালা যোগাড় করা, জগতের সকল কথারই প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে অনুমোদন, জগতের লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণে কোনও না কোনভাবে ইন্ধন যোগাইয়া জগতের নিকট যিনি মান-লাভ হইয়াছেন, এরূপ একটী লোককে প্রকৃত সদ্‌গুরুর সহিত গাঁথা দিবার জন্য 'গুরু' বলা, গরীব-দুঃখীদিগকে কিছু কিছু দ্রব্যাদি বিতরণ করা, না হয় ২।৪টী গরীব ছেলে লইয়া একটী নৈশ বিদ্যালয় খোলা, অকপট শ্রীচৈতন্যভক্তগণের অবৈধ অনুকরণে একটু কীর্ত্তন করা, সময় সময় পাঁচ-মিশালে ঠিকাদারী বক্তৃতা, গায়ক প্রভৃতির দ্বারা দুই একটা পাঁচমিশালে বক্তৃতা ও গান শুনিবার ব্যবস্থা করিয়া কর্ণপটহে সুখ সঞ্চার করা, শ্রীচৈতন্যভক্তগণের অনুকরণে অথবা তাঁহাদের সহিত গাঁথা দিবার জন্য একটু খাওয়া-দাওয়ার মহোৎসব করা ইত্যাদি ইত্যাদি। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানটী ত' সারাদিনের সাংসারিক পরিশ্রমের পরে একটু বিশ্রামের আড্ডা বা ক্লাব-গৃহ, তাহাতে সকলের সকল কথাই থাকিবে; কৃষ্ণ বিষ্ণু যদি ঐ সকল ভোগ্যেচ্ছাময় ব্যক্তিদিগের তামাকটা, পানটা, কাপের সুখটা মনের তৃপ্তির যোগাইয়া দিবার দাসীর মত কেহ হন, তবে সেই কৃষ্ণ-বিষ্ণু স্বীকার করা যাইবে। যাঁহারা এই সকল প্রচ্ছন্ন মনোভাব লইয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠকে দেখিতে আসেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝিতে পারেন নাই বা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(৯) যাঁহারা সত্যকথা শুনিবার জন্য ঐকান্তিক নহেন, জীবনের উপর—সুখ-সুবিধা, কল্পিত স্বার্থের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, সংসার, সমাজের মোটেই পাট্টার উপর যত কিছু বিপ্লব আসুক্ না কেন, প্রচলিত ধারণা যতই বিপর্য্যস্ত হউক্ না কেন, জগতের সকল লোকও যদি একদিকে থাকেন, আর অকপট সত্যের নিরপেক্ষ ভূমিকা একেশ্বর হইয়া অন্যদিকে থাকেন, তথাপি অকৈতব, আপাত-কঠোর, আশাভঙ্গময় বাস্তব পূর্ণসত্যই গ্রহণ করিব—এইরূপ জীবনে-মরণে মনে-প্রাণে, অন্তরে-বাহিরে যাঁহাদের প্রতিজ্ঞা নাই, তাঁহারা কখনও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারিবেন না বা পারেন নাই।

(১০) যাঁহারা লোকের সংখ্যা দেখিয়া 'যেদিকে দল ভারী, সেই দিকে সত্যেরও পাল্লা ভারী'—এই সাধারণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাঁহারা "কোটীষাপি মহামুনে", "কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(১১) যাঁহারা জীবের সুনির্ম্মল আত্মবৃত্তির ষোল আনা

আধ্যক্ষীয়-স্বরাটের পূর্ণতমা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য না দিয়া যে-পরিমাণে কম দিতে চাহেন বা অন্যত্র ভবিষ্যৎকালে চাহিবেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের উচ্চতম আদর্শ-প্রচারকে সেই পরিমাণে সাম্প্রদায়িক মনে করিবেন। আর যাঁহারা একমাত্র স্বরাটের অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়তৃপ্তি না করাইয়া নিজের প্রভুর বা সেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেই 'ধর্ম' মনে করিয়াছেন, তাঁহারাও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত ভাগবতধর্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(১০) যাঁহাদের কুলক্রমাগত, বংশপরম্পরাগত, কিংবা আগন্তুক তথাকথিত শুষ্কবর্মের, ইষ্টবর্মের, বন্ধুবর্মের, আত্মীয়স্বজনবর্মের, ব্যক্তিগত নিজের প্রাক্তনী, অধুনাতনী বা ভাবী ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে কোনপ্রকার বাধা পড়িয়াছে অথবা বাধার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাঁহারা অকপট মনে বিবেক-বুদ্ধি ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(১১) যাঁহাদের হৃদয়ে কোনপ্রকার পাপ বা অধর্ম-প্রবৃত্তি আছে, যাহারা কলিসহচরগণের (দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা, স্বর্ণ, মদ, অনৃত, কাম, ক্রোধ, বৈরতা ইত্যাদির। সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনও না কোন প্রকার সম্বন্ধে লিপ্ত আছেন, কিংবা যাঁহাদের হৃদয় তথাকথিত ধর্ম-বৃত্তির অতিবাড়াভাবে আচ্ছন্ন হওয়ায় যাহারা অন্যতর স্বরাটকেও তথাকথিত পুণ্যের অধীন, নীতির অধীন করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(১২) যাঁহারা স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যন্ত্র-দ্বারা অনাদি-বহির্মুখ মনুষ্যজাতি, পশুজাতি বা যে কোনও প্রাণীর ভোগ্যের বা ভোগীর মনের সেবাকে ভগবানের সেবা বা ভগবানের সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

(১৩) যাঁহারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণকে জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহিত সমান বা তদপেক্ষাও হীন বিচার করিয়াছেন, যাহারা ভগবদ্বস্তুর সম্বন্ধে বুঝে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'স্বরাট্' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলেও কার্যতঃ বা অন্তরে ভগবদ্-বস্তুকে তাঁহাদের অধীন অর্থাৎ তাঁহারা যাহাকে ব্রহ্ম-প্রসাদ-দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 'সত্য' মনে করেন, এইরূপ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির অধীন করিয়া সর্বশক্তিমান্‌কে নপুংসক, ভক্তবাঞ্ছা-পূরক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণের সাধক যন্ত্র হইতে বিচ্যুত করিয়া নিজেরাই কৃষ্ণের ভোগ্য পদার্থ ভোগ করিবার প্রচেষ্টা-প্রবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝিতে পারেন নাই।

পঞ্চম প্রসঙ্গ

যাঁহারা গৌড়ীয়মঠকে বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই বা কে কতটা বুঝিয়াছেন ?

যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কথা বুঝিয়াছেন বলেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠকে প্রকৃত-প্রস্তাবে কতটা বুঝিতে পারিয়াছেন, বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তাহার আলোচনা করিব। এই কথা আলোচনাকালে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উক্তির স্মরণ হয়—

কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥"
কেহ বলে,—"মহান্তের অংশ অধিকারী।"
কেহ বলে, —"কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥"
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা তত্ত্ব জ্ঞানী।
যা'র যেন-মত ইচ্ছা না বলয়ে কেহি॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ অঃ)

* * *

কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি।
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার॥
কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যা'তে অবতারী॥"
(চৈঃ চঃ আদি ২য়)

স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে অনিচ্ছুক হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা যাহারা যতটুকু বুঝিয়াছেন এবং আংশিকভাবে যেরূপ এবং স্ব স্ব চরিত্রে অনুশীলন করিতে পারিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে উপরি-উক্ত উক্তির উদ্ধৃত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ

বিগত ৩০শে ভাদ্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবক শ্রীনত্যবিগ্রহ ব্রহ্মচারীজী শ্রীশ্রী-হরিভক্তিবিলাসোক্ত বিধানানুসারে শ্রীগৌড়ীয়মঠে একাদশাহে মহাপ্রসাদ-দ্বারা তদীয় পরলোকগতা জননীর শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৫ই আশ্বিন শনিবার, ১৩৩৯ ; ১লা অক্টোবর, ১৯৩২ | ৯ম সংখ্যা

পরিক্রমা—আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম

ওঃ কোন্ দেশের লোক আমরা কোন্ দেশে এসে প'ড়েছি! এত' সাত সমুদ্র তের নদী নয়, কত লক্ষ লক্ষ দেশ-দেশান্তর, যুগ-যুগান্তর ঘুরে' এখানে এসেছি! এখানেও ত' স্থির নই—কেবল চক্রের প্রায় ঘুরছি! ছিলাম কোথায়, ঘুরে ঘুরে এলাম মা'র গর্ভে—দশ মাস দশ দিন ঘুরতে ঘুরতে ভূমিষ্ঠ হ'লাম, তা'র সঙ্গে সঙ্গেই আমার শরীর-মন, আকৃতি-প্রকৃতি—সবই ঘুরতে লাগ্‌ল। আমার ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখ-দুঃখও চক্রের প্রায় ঘুরতে থাকল.

কখনও পাখী হ'য়ে আকাশ-মণ্ডলে ঘুরছি, কখনও জল-জন্তু হ'য়ে সাগরে-মহাসাগরে ঘুরছি, কখনও বা নানাপ্রাণী হ'য়ে পৃথিবী-মণ্ডলে ঘুরছি। মানুষ হ'য়ে কত প্রকারেই না দুনিয়াদারীতে ঘুরছি ; কখনও বা পেটের চিন্তায় ঘুরছি, কখনও বা এক একটা খেয়াল চরিতার্থ করতে ঘুরছি। কখনও রূপের মোহ, কখনও রসের মোহ, কখনও গন্ধের মোহ, কখনও স্পর্শের মোহ, কখনও বা শব্দের মোহে মায়ামৃগ হ'য়ে মায়ামধুর চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি!

পৃথিবীতে এত ঘুরেও ঘোরার সাধ না মিটায় চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল, স্বর্গমণ্ডল ঘুরবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছি—নানাব্রত তপস্যা করছি! যাগ-যোগের নাগরদোলায় চড়ে' কত কত সূর্য্য-চন্দ্রমণ্ডল ঘুরেও আমার অবসান হ'লো না—ঘোরার সাধ মিটল না!

চৌরাশীলক্ষ যোনি ঘুরে' ত' এসেছিলাম পৃথিবীতে মানুষের চেহারা নিয়ে। সেই ঘুরবার প্রবৃত্তি যখন পৃথিবী-পরিক্রমার জন্য আমাকে আবার নূতন ক'রে প্রবোচিত ক'রে তুল্‌ল, তখন পৃথিবী আমাকে পরিক্রমা করলেন, আমিও তাঁকে পরিক্রমা করলাম, গৃহিণী-পরিক্রমার পর

গৃহ-পরিক্রমা ক'রে নবগৃহে প্রবেশ করলাম। মনে ক'রে-ছিলাম,—গৃহে বিশ্রাম পা'ব—শান্তি পা'ব। কিন্তু ঘুরে' ঘুরে' মাথার ঘাম পায় পড়ছে—মাথা ঘুনিবায়ুর 'বল্' হ'য়ে যাচ্ছে, তথাপি কে যেন আমাকে চাবুক দিচ্ছে—পদাঘাত কচ্ছে, আর ঘোরাচ্ছে।

ঐরূপ ঘুরতে ঘুরতে ঘোরার শ্রম লাঘব করবার জন্য শ্রমিকের ন্যায় গান ধরলাম,—

'মা, আমায় ঘুরাবি কত।
চোক্-ঢাকা বলদের মত॥'

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী তাঁ'র ভাণ্ডে মনে' চোক্-ঢাকা বলদের মত নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেন, আর আমাকে দিয়ে তাঁ'র ঘেণ্টখানার তেল পিষে নিচ্ছেন। আমি জগদম্বার জগৎকারাগারের কয়েদী। তাই আমি যতই তাঁ'র কাছে অব্যাহতি চাই, তিনিও ততই চুবিকাটি দিয়ে আমাকে ঘুরিয়ে দেন। আমার হাতে বিশ্বরূপের মোহ দিয়ে বলদের মত ঘোরান, আর "কেন কড়ি মাখ তেলে"র হাটের তেল আদায় ক'রে নেন। প্রকৃতির কাছে যতটা প্রকৃতির দান তা'র, প্রকৃতি ততটাই ভোগ দিয়ে তেল আদায় ক'রে নিবেন। এটাই প্রকৃতির প্রকৃতি।

তাই সময় সময় যখন ঘুরে' ঘুরে' চোক্ চড়কগাছ হ'য়ে যায়, তখন আমার শ্মশান-বৈরাগ্যের উদয় হয়। ঘোরার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পেয়ে বুঁদ হয়ে বসে পড়বার জন্য আপনাকে শ্মশানবাসী শিব কল্পনা করি—"শিবোঽহং" "শিবোঽহং" বলিতে থাকি।

ঘোরার আবর্তে প'ড়ে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ হ'য়ে গিয়েছে কি না, তাই একটা বড়বড় ভুল ধরতে পারছি না! যখন নিধানীকে একবার 'মা' ব'লেছি—'জগদম্বা' ব'লেছি, তখন আমি 'শিব' হ'য়ে পড়লে আমার কতটা বেয়াদবী—শুধু বেয়াদবী নয়, কতটা রাজদ্বারে দণ্ডিত হ'বার মত অপরাধ হ'বে, তা' আমি বুঝতেই পারছি না! সেরূপ চরম অপরাধী ব্যক্তি হয় নিজে আত্মহত্যা করবে, না হয় তা'কে রাজ-পুরুষ সেরূপ চরমদণ্ড ভোগ করা'বে।

ভগবান্‌কে আমার বিভিন্ন বাসনা-পূরণকারিণী, আমার আপাত সুখের প্রতি স্নেহ-সুলভদৃষ্টি-সম্পন্না মা'র মূর্ত্তিতে গড়তে চাইলে সেখানে 'জড়া প্রকৃতি' এসে দাঁড়াবেন। ভগবান্‌কে 'মা' করতে চাইলে—আমাদের আবদারের যোগানদার করতে চাইলে বিশ্বযোগা কমবে না। পুনঃ পুনঃ গর্ভবাস-যন্ত্রনায় ঘুরতেই হ'বে, আর প্রকৃতিকে 'মা' ব'লে, তাঁ'র স্তন চুষে (বিশ্বের রূপ-রসাদি ভোগ) করতে করতে আমায় আবার গর্ভবাসের ঘোলায় আরোহণ করতে হ'বে, কখনও বা শ্মশানবৈরাগী সেজে' 'মা' ডাকটা ছেঁড়ে ফেলে দিতে হ'বে।

জীব যখন 'মা' ডাকে, তখন সেখানে 'গর্ভবাস-সম্বন্ধ, জগতের আদান-প্রদান-সম্বন্ধ; আর পূর্ণচেতন ভগবান্ যখন অবিমিশ্র বিশুদ্ধ সত্ত্ব চৈতন্যকে 'মা' ডাকেন, ভগবান্ যখন নিত্যপুত্র রূপে প্রকাশিত হন, তখনই সেখানে গর্ভবাস-সম্বন্ধ বা প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, সেখানে প্রেমের ফোয়ারা ছুটে উঠেন; কেন না, ভগবান্ গর্ভবাস-ব্যতীতও জগতে প্রকাশিত হ'তে পারেন, কিন্তু বদ্ধজীব তা' পারে না।

জগতের অজ্ঞান শিশু-সম্প্রদায় যখন পরব্রহ্মকে (?) তা'দের আবদার ও কামনার সরবরাহ-কারিণীর মূর্ত্তিতে কল্পনা ক'রে পুরাকালের রাজ্যভ্রষ্ট দেবতাগণের ন্যায় রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, বা শিবের কামনা ক'রে 'মা' 'মা' ব'লে আবাহন করে, তখন কি তা'তে সত্য সত্য পরব্রহ্মের সেবা হয়? আমার সুখ, আমার সুখের সঙ্গে যা'দের সুখের শিকল বাঁধা, তা'দের সুখের কামনা—তা'দের স্বাধীনতা কামনা—রাজ্য, ঐশ্বর্য্য কামনা, কিংবা আমি এ দুঃখের দুনিয়া হ'তে উদ্ধার পা'ব—শান্তি পা'ব, এরূপ আত্মসুখ-কামনার জন্য 'মা'কে যোগানদার করা, গোলতা করা, দাসী বাঁদীর মত করাটা কি মায়ের পূজা,—না-মাকে খাটিয়ে নেওয়া? পরব্রহ্মকে খাটিয়ে (?) নেওয়া ত' পরব্রহ্মের সেবা নয়—পরব্রহ্ম আমায় সুখে রাখুন বা দুঃখে রাখুন, তা'তে ব্যতিব্যস্ত না হ'য়ে—তাঁ'র পায় চিরদাসখত লিখে দিয়ে তাঁ'র জন্য বিনা স্বার্থে অহৈতুকভাবে খাটা, তাঁ'কে সুখ দিবার জন্য নানা কৌশলে, নানাভাবে সর্ব্বক্ষণ লেগে থাকার নামই ত' সেবা বা প্রেম।

'মা আমায় ঘুরাবি কত' ব'লে মা'কে যেন ঘুষ দেওয়ার মত চাল-কলা নৈবেদ্য দেওয়া, ঢাক-ঢোল-বাজান বা "শিব হ'য়ে গিয়ে আমি দুঃখ হ'তে উদ্ধার পা'ব—আর সেবকালে পরব্রহ্মের সেবা ছেড়ে' দিব"—এরূপ একটা অপরাধকেই শ্রেষ্ঠ মানবজাতি কি 'পূজা' বলতে পারেন? গতানুগতিক

ভাবে বহু লোক একটা কাজ মোহের নেশায় অজ্ঞান হ'য়ে ক'রে আস্‌ছে ব'লে তা'তেই মেতে যেতে হ'বে, আর যাঁ'রা জগতে প্রকৃত অহৈতুকী সেবার কথা—প্রেমের কথা প্রচার করেন, তা'তে কান বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে হ'বে,—এটা কি প্রকার যুক্তি ?

আমরা আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ বল্‌বার দাবী ক'রেও এরূপ পুতুল-খেলার খেল্‌না নিয়ে মেতে উঠেছি—পুতুল-খেলার চাক-চোলে ছুনিয়া সরগোল ক'রে নিয়েছি, দেহের আত্মীয়-স্বজনের জন্য আমাকে যাঁ'রা কোনও না কোনও ভাবে ভোগের সাহায্য করেন, তাঁ'দের জন্য নূতন কাপড়, নূতন অলঙ্কার, সুন্দর প্রসাধন, তাঁ'দের খেল্‌না, সাজ-সজ্জার উৎসব নিয়ে ব্যস্ত আছি ; প্রকৃতির দান, প্রকৃতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার ভোগকেই মা'র বিগলিত করুণা-স্তন্যধারার মত জ্ঞান কর্‌ছি ; অথবা ঐগুলি চিরকাল আমার ইচ্ছামতে আমার ভোগ যোগা'তে পারে না ব'লে ঐগুলির উপর রাগ ক'রে শ্মশানবৈরাগী শিব হ'তে যাচ্ছি—শিব হ'য়েও প্রকৃতিকে আমার উপর নাচাচ্ছি ; কারণ, ভোগীই হই, আর ত্যাগীই হই, প্রকৃতি আমাকে ছাড়্‌বে না—ভোগে প্রকৃতি-ভোগ (?) আবার ত্যাগে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকৃতি-ভোগ (?) কর্‌বার যত চেষ্টা করি, ততই প্রকৃতি আমার উপর চ'ড়ে বসেন ; আমি যে অণুচেতন, মায়াকে ত' আমি ভোগ কর্‌তে চাইলেও ভোগ কর্‌তে পার্‌ব না, ত্যাগ কর্‌তে চাইলেও ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব না—প্রকৃতি বা মায়া আমার উপর উঠে নৃত্য কর্‌তে থাক্‌বেন—লোলজিহ্বা হ'য়ে নৃত্য কর্‌তে থাক্‌বেন—নরমুণ্ডমালিকার মুণ্ডমালা প'রে নৃত্য কর্‌তে থাক্‌বেন। এ ত' পরব্রহ্মেরই কথা,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

মায়া হ'তে উদ্ধার লাভ কর্‌তে হ'লে মায়ার পূজা কর্‌লে হ'বে না, মায়ার আশ্রয় নিলে হ'বে না ; যাঁ'র মায়া (মম মায়া), একমাত্র তাঁ'রই (মামেব) শরণ নিতে হ'বে।

দশানন রাবণ তা'র বিশ মাথা, দশ হাত দিয়ে দুনিয়ার স্বাধীনতা, সাম্রাজ্য, যত কিছু ভোগ ত' আয়ত্ত ক'রেছিলই, এমন কি, স্বর্গের রাজা ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত গোলাম ক'রেছিল, পৃথিবীর ভোগ লাঘব কর্‌বার জন্য ইচ্ছামাত্রই 'যা'তে স্বর্গে যেতে পারে, তজ্জন্য স্বর্গের সিঁড়ি পর্য্যন্ত তৈরী কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিল, আর ঐরূপ চেষ্টা দিয়ে তা'র গুরুর (শিবের) গুরু ব্রাহ্মের স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীকে হরণ কর্‌তে চেষ্টা ক'রেছিল। রাবণ মনে করেছিল যে, সে বুঝি ভগবান্ বিষ্ণুকে নিঃশক্তিক কর্‌তে পেরেছে, কিন্তু স্বরূপশক্তি সেখানে রাবণকে ভোগা দিয়েছিলেন—ভগবানের শক্তি হরণ কর্‌বার শক্তি রাবণের নাই—রাবণ স্বরূপশক্তির ছায়াশক্তির একটু অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে কি কখনও স্বরূপশক্তিকে স্পর্শ কর্‌তে পারে ? তাই মায়াশক্তিকে—ছায়াকে দেখেই মনে ক'রেছিল যে, সে নিত্য সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে নিঃশক্তিক কর্‌তে পেরেছে ; তাই সর্ব্বশক্তিমান্ তা'কে চরমদণ্ড দান কর্‌লেন।

'ছায়াশক্তি'কে যাঁ'রা পূজা করেন, তাঁ'দের পূজাও ছায়ার ন্যায় অবাস্তব। ছায়ার যেরূপ বস্তুত্ব ও নিত্যত্ব নাই, তাঁ'দের পূজারও তেম্‌নি কোনও বস্তুত্ব বা নিত্যত্ব নাই। তাঁ'রা এদিকে মুখে বলেন যে, তাঁ'রা শক্তিকে পূজা করেন, কিন্তু আর একদিকে তাঁ'রা শক্তিকে লোপ করেন,—হরণ কর্‌বার চেষ্টা করেন—তাঁ'কে বিসর্জ্জন দেন—অন্তিমে—সকলের সেবে শক্তির অস্তিত্ব থাক্‌বে না, সব নিঃশক্তিক হ'য়ে যাবে—এরূপ কল্পনা করেন। আবার শিবানীর পূজা কর্‌তে কর্‌তে—শিবের পূজা কর্‌তে কর্‌তে নিজেরাই শিবের আসন কে'ড়ে নেন !

জগৎপ্রসবিনীকে 'মা' ডে'কে গর্ভবাসের দুঃখপাক—ত্রিতাপ-যন্ত্রণার দুঃখপাক হ'তে উদ্ধারের জন্য 'মা আমায় ঘুরাবি কত'—এরূপ না ব'লে যেদিন আমরা অনুক্ষণ আমাদিগকে পরব্রহ্মের বাগানের মালী ক'রে তাঁ'র সকল কাজে, তাঁ'র সকল ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য আমাদিগকে ঘুরা'তে পার্‌ব, যা'তে তাঁ'র ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অনুক্ষণ—অবিরাম, এমন কি, জন্ম-জন্মান্তর ঘুর্‌তে পারি,—এইরূপ অকপট আর্ত্ত প্রার্থনায় যে-দিন চেতনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌ব, সেদিনই আমরা যাঁ'র বারাণ্ডায় পরব্রহ্ম হামাগুড়ি দেন, সেই মন্দের ভক্ত পরিক্রমা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ব—সেদিনই বিশ্ব-পরিক্রমা ও ব্রজ-পরিক্রমা, গ্রাম-পরিক্রমা ও ধাম-পরিক্রমার তফাৎ কোথায় বুঝ্‌তে পার্‌ব। তখন একমাত্র অদ্বিতীয়, অপ্রাকৃত কামদেবের কামের পরিপূরণের জন্য আমাদের স্বরূপের—চেতনের বৃত্তি প্রকাশিত হ'য়ে পড়্‌বে। যাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের কাম-

চরিতার্থ কর্‌বার জন্ত অনুক্ষণ ঘুর্‌ছেন, তাঁ'দের সেজন ক'রে —পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চেতনের কানে নব-নবনের বাঁশীর সঙ্কেত শু'নে রাসমণ্ডলীতে ঘুর্‌বার জন্ত সব কাজ কে'লে দৌড়্‌ব—আমার যাঁ'র নবনবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন, তাঁ'রা যে ভূতে সর্ব্বক্ষণ স্নান করেন, সেই রাধা-কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে বার্ষভানবীর সেবকমণ্ডলীর চরণরেণুর আকাঙ্ক্ষা ক'রে ক'রে ঘুর্‌তে থাক্‌ব—তখনই শ্রীগুরুর পুরুস্থানীয়, আমাদের নিত্যস্বরূপে আমরা যাঁ'র একজন অংশীয়, সেই পুরুস্থানীয় মূল বিষয় ও মূল আশ্রয়ের সেবার জন্ত সকল কাজে, সকল চিন্তায়, সকল ভাবনায় আমাদের কেবল ঘুর্‌বার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির উদয় হ'বে। তখন বুঝ্‌তে পার্‌ব,—গুরুর পুরুস্থানীয় জন্ত তন্ময় হ'য়ে গোপীরা সর্ব্বদা গোকুলে-গোলোকে কেন ঘুর্‌ছেন্—দিবা বিরহোন্মাদে কেন ঘুর্‌ছেন—সেরূপ ঘোরাই আমাদের সকলের স্বরূপের ধর্ম্ম —পরিক্রমা করাই আমাদের চেতনের স্বাভাবিকী বৃত্তি —ঘোরা হইতে নিবৃত্তি হওয়া—পরিক্রমা ছে'ড়ে দিয়ে স্থির হ'য়ে ব'সে যাওয়া অচেতনের ধর্ম্ম—পাষাণ-পর্ব্বতের ধর্ম্ম। চেতনের তা' অপেক্ষা আর যন্ত্রণাময় অবস্থা নাই। জড়-শক্তি—জড়তড়িৎ আমাদিগকে রাত্রি-দিন 'কোথায় আমরা ইন্দ্রিয়-সুখ পা'ব,—এরূপ একটা মরীচিকায় বিভ্রান্ত ক'রে ঘূর্ণিবায়ুর মত, আবর্ত্তের মত ক্লেশের হাঁ'তাকলে ঘুরাচ্ছে দে'খে ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দে'খে ভয় পা'বার ন্যায় আমরা যদি মহামায়া জড়শক্তির প্রেরণায় ঘোরা, আর যোগমায়ার চিচ্ছক্তির প্রেরণায় ঘোরাকে—বিশ্ব-পরিক্রমা ও ব্রজ-পরিক্রমাকে সমান মনে করি, তবে ভুল বুঝ্‌লাম। জড়শক্তিতে যে ঘূর্ণিবায়ুর মত ঘুর্‌তে হয়, তা'তে জগতের অনেক ভাল জিনিষ নষ্ট হ'য়ে যায়—ঐরূপ আবর্ত্ত অনেক প্রাণীর প্রাণ হরণ করে—তা'তে জগন্নাশ-কার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

তাই মহাজন আমাদিগের ঐ বিশ্বগ্রাসী ঘূর্ণ ভাঙ্গিয়ে দিবার জন্ত ডাক্‌ছেন। তিনি আমাদের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে ডে'কে ডে'কে বল্‌ছেন,—জড়শক্তির পরলোকে হ'য়ে কতকাল বিদেশে ঘুর্‌বে? দণ্ডবৎকরণ:—চিচ্ছক্তি যোগমায়ার কৃপা-প্রসাদ মস্তকে ধারণ ক'রে তোমাদের নিত্য-স্বদেশ নবদ্বীপ-বৃন্দাবন পরিক্রমা কর। নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে অন্তের দর্শন ক'রে পরিক্রমা কর। বৃন্দাবন পরিক্রমা কর্‌তে কর্‌তে নবদ্বীপের ঔদার্য্যসীমায় তোমাদের চেতনবৃত্তি পরিপ্লুত হ'য়ে উঠুক্, আর নবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে মহাবদান্ত নবদ্বীপের কৃপায় তোমাদের হৃদয়ে ব্রজ-জনের মাধুরী প্রকাশিত হউক্।

গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব ও তৎপঞ্চী

শারদীয়া পূজা সমাগতা প্রায়। লোকের মুখে 'দেশের দুর্দ্দিন, দশের দুর্দ্দিন' কথাগুলি শুনিতে পাওয়া গেলেও ইহারই ভিতরে যিনি যতটুকু মাজিতে পারেন—উপভোগ করিতে পারেন, তজ্জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। অধিষ্ঠিত-প্রায় দেবীর পূজার জন্ত ছুটিপরির মোটাকাপড় বা দেশের দুর্দ্দিনের অকাট্য নজির নানাপ্রকার সংক্ষেপের ব্যবস্থা থাকিলেও নিত্য গৃহদেবী ও তাঁহার সহবর্ত্তী-পঞ্চী, কার্ত্তিক-গণেশোপম সন্তানসন্ততিগণের নিকট ছলনা চলে না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুতে তাঁহাদের দাবী। দেবীর আরাধনাও তাঁহাদেরই ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্ত। তাঁহাদের ভোগ-সুখ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ধন-ঐশ্বর্য্য—এই লইয়া। কেন, ঐ ভোগ-সুখ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে কেবল নিজের ক্ষুদ্র কুটিরের প্রাচীরের দ্বারা গণ্ডী না দিয়া, তাহার পরিসরকে কিছু প্রসারিত, কেহ তদপেক্ষা বিস্তারিত করিয়া জগৎ বা মহাদেশে ব্যাপ্ত করিতে চাহিতেছেন—এজন্ত তিনি জগতের কাছে খুব বড় লোক, মহৎ লোক।

আবার আধুনিক কোন কোন ত্যাগী-নামধারিগণের আবহাওয়ায় দেবীর বোধন হইতেছে। যুগের লোক যেখানে বোধন করিতেছেন, সেখানে সে বোধনাভিনয়টাও আর এক প্রকার 'ঘুমেই' পর্য্যবসিত হইতেছে।

জগতের ঠিক আদায় পাইয়া—জগতের ভোগের ছেলে বঞ্চিত হইয়া আমি ত্যাগী সাজিয়াছি। দেবীর কাছে "ধন দেহি, রূপবতীং ভার্য্যাং দেহি" না বলিয়া "মুক্তিং দেহি হি ধনাপহারকায়", "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" উপদেশের প্রচারক হইয়াছি; মনে করিয়াছি,—শ্মশান-বৈরাগী হওয়াটাই ভাল, তাই বলিতেছি—"শিবোঽহং শিবোঽহং।"

এবার ভাবিয়াছি,—শিবানীর পূজা করিতে করিতে 'শিব' হইব! কারণ শিবানীর কাছে যা'রা ধন, জন, রূপের প্রার্থী হন, তাঁহারা বোকা; সেই ধন, জন, রূপ বেশী দিন ভোগ করা যায় না; যাহা বেশী দিন ভোগ করা যায়—এমন কি, স্বর্গের সম্পত্তি হইতেও বেশী দিন ভোগ করা যায়, আমি সেরূপ কোন উপায় আবিষ্কার করিব।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখিলাম যে, শক্তির কাছে ত' শক্তি চাই, যদি সেই শক্তির মালিক—শিবানীর পতি (?) 'শিব'—'ভবানীভর্ত্তা' (?) হইয়া যাইতে পারি, একেবারে ব্রহ্ম হইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ত' সকল সুখই আমার করায়ত্ত! সর্ব্বশক্তিমানকে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া প্রচার করিয়া আমি 'শিব' (?) হইয়া পড়িলাম! আমার পূজার পুতুল বিসর্জ্জন দিলাম। বলিব শিব বলিতে মিশাইয়া দিলাম। 'পূজা' থাকিল না, পূজক থাকিল না; কেবল পূজ্যের আসনে 'আমি' থাকিলাম! কারণ, 'পূজা'তে ভোগ নাই, 'পূজক' হইতে গেলেও ভোগ করা যায় না—আর বাহিরে 'পূজা' ও 'পূজকে'র অস্তিত্বহীন কপটতা-পূর্ণ কেবল শিবত্বের আসনে আমার ভোগটা বেশথো থাকে; সাধারণ কমবুদ্ধি লোক তাহা দেখিতে পায়ে না।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জ্জপোঽধমো ভাবো বহিঃপূজাঽধমাধমা॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র ২৪ উল্লাস ১২১ শ্লোক)

অর্থাৎ "ব্রহ্মই সত্য আর সমুদয় মিথ্যা"—এইরূপ ভাবই উত্তম। ধ্যানভাব মধ্যম। স্তব ও জপভাব অধম। বাহ্যপূজা অধম হইতেও অধম। সুতরাং দেবীর মূর্ত্তি মিথ্যা, কল্পনামাত্র; পূজা কেবল ব্যবহারিকতা মাত্র।

কাল্পনিক দ্রব্যে—কাঠ-পাথর-মাটীর সহিত চেতনের সম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে? পুতুল খেলায় প্রকৃত ভালবাসা কৈ? কুমারীগণ পুতুল লইয়া খেলা করে—কত আদর যত্ন করে, বিবাহ হইলে সব দূরে ফেলিয়া দিয়া স্বামীর কাছে ছুটিয়া যায়। অনিত্য দ্রব্যে চিরস্থায়ী ভালবাসা হইতে পারে না। আর যে-স্ত্রী স্বামীর পূজা, যে-ভৃত্য প্রকৃত পূজা কিংবা যে-সন্তান মাতা-পিতার পূজাকে 'অধর্ম্মাধম' বলে, তাহাদিগকে সৎসমাজ কি বলেন? নিশ্চয়ই সেই স্ত্রী 'ব্যভিচারিণী', সেই ভৃত্য 'বিদ্রোহী', এবং সেই পুত্র 'কুলাঙ্গার' নামে অভিহিত হয়। সৎসমাজ নিশ্চয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আপত্তি করেন—সে-ব্যক্তিকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করেন, যে মাতার সন্তান হইয়া:—যাতাকে 'জগন্মাতা' বলিয়া মাতার পতিত্ব—শিবত্বের দুরাকাঙ্ক্ষা এমন কি, কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারে।

এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি—রাবণের বুদ্ধি! পঞ্চাননের পঞ্চমুখের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া—গুরুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া গুরুর 'বাড়া' হইব—গুরুর 'বিগুণ ইন্দ্রিয়—দ্বিগুণ শক্তিক লইয়া জগৎ ভোগ করিবার বুদ্ধি আবিষ্কার করিব—এমন কি, সর্ব্বশেষে—চরমে গুরুর আরাধ্য পরমব্রহ্ম ভগবানের শক্তিকে পর্য্যন্ত হরণ করিব—ভগবান্‌কে লোক-সমাজে নিঃশক্তিক বলিয়া প্রতিপাদন করিব! যে-দিন দশকর্ণরূপ দশভূজার বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে দশরথনন্দনের দ্বারা এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধির দশমুণ্ড নিপতিত হয়—যে-দিন রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব—যে-দিন রাবণের লোপার লঙ্কা-দহন-কারী রামদাসশিরোমণি হনুমান, দুর্য্যোধনের ভোগ-দুর্ব্বুদ্ধির উরু-ভঞ্জনকারী ভীমসেন এবং সকলের প্রাণস্বরূপ বায়ুর অবতার জগদ্গুরু, ব্রহ্মসারস্বতগৌড়ীয়-গুরু শ্রীমৎপূর্ণ-প্রজ্ঞ শ্রীমদ্ভাচার্য্যের আবির্ভাব, সেই-দিন হইতে গৌড়ীয়-গণের নিত্য শারদীয়-উৎসব আরম্ভ। যে-দিন মহামায়ার বিসর্জ্জন হইবে, সেই দিন হইতে যোগমায়ার কৃপা উপলব্ধির শারদীয়-উৎসবের উদ্যোগ-সঙ্গীত উত্থিত হইবে। আর—

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥"

(সম্প্রতি শরৎকালীন প্রস্ফুটিত মল্লিকা-কুসুম-কবচ-বিভূষিত সেই রজনী উপস্থিত দেখিয়া স্বয়ং ভগবান্ যোগ-মায়া নাম্নী স্বীয় ঘটন-ঘটনা-পটিয়সী শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিহার করিতে ইচ্ছুক হইলেন।) শ্রীশুকদেবের এই বাণী যে-দিন

জগতে রূপ ধরিয়াছিল, সেই রাসপূর্ণিমায় শারদোৎসবের পূর্ণাপ্তি। 'পূর্ণাপ্তি' বিশ্ব অনিত্য উৎসবের ন্যায় ইতি বা 'শেষ' নহে।

গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসবে বেদান্তবিরুদ্ধ বিচার যে পরব্রহ্মের মাতৃত্ব কল্পনা', তাহার অবসর নাই, সেখানে পরব্রহ্মের পুত্রত্ব-বিচার—নন্দ-নন্দনের প্রেম-সেবার উৎসব—গোকুল-মহোৎসব। শ্রীগৌড়ীয়গণের মূল মহাজন শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীনন্দনন্দনের নামকেই—

"নাথ গোকুলনবোৎসবায় তে
কৃষ্ণ পূর্ণবিপুষে নমো নমঃ॥"

বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। সুতরাং গৌড়ীয়গণ শ্রীনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-সেবা-ব্যতীত, নিজ-ভোগ বা ত্যাগ-পিশাচীর কোন তাণ্ডবকে উৎসব বলেন না। 'ভোগ বা ত্যাগ'-পিশাচীর ও তাহাদের বিবিধ সন্তান-সমূহের প্রতীক-স্বরূপ পিশাচ-পিশাচী-সম্প্রদায় মহামায়ার পদস্থিত, হস্তস্থিত পদপদ্মগুলিকার মুণ্ডমালায় রুধির-পানে উন্মত্ত হইয়া যে তাণ্ডব করে, কিংবা নিত্যবিগ্রহ বিষ্ণুর পাদবাহিনী মস্তকে ধারণকারী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শঙ্কর বিচার হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যাঁহারা শিবের কল্পনা-পূজক ত্যাগ-পিশাচের অবতনগণের শ্মশান-বৈরাগ্যের রুদ্র তাণ্ডবকে 'উৎসব' বলেন, তাঁহাদের মদোন্মত্ততা হইতে জীবকুলকে উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীরাম-চন্দ্রের বিজয়োৎসব দিবস—মহামায়ার বিসর্জ্জনের দিবস—শ্রীনৃসিংহদেব-যাত্রার অব্যবহিত শ্রীবাঙ্গগৌড়ীয়গণের পূর্ব্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের দিবস হইতে "গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব" আরম্ভ হইবে।

ব্রহ্ম-যাজ্ঞ-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় এবার গৌড়ীয়গণের এই শারদীয়োৎসব শ্রীব্রজমণ্ডলে পরিক্রমা-মুখে আরম্ভ হইবে। গুরু-গৌরজনের পদাব্জানুসরণে—গৌরপদাঙ্কানুসরণ করিতে করিতে গৌড়ীয়ের শারদীয়োৎসব—নিরন্তর সাধু-সঙ্গ, ভাগবতশ্রবণ, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন—এই শ্রেষ্ঠ পঞ্চাঙ্গের উৎসবরূপে প্রকাশিত হইবেন। নিম্নে এই উৎসবের পঞ্জী প্রদত্ত হইল,—

২০শে আশ্বিন ৬ই অক্টোবর রবিবার	শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব, শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-উৎসব ও শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ।
২৪শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর মঙ্গলবার	শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বিরহ-উৎসব এবং ঊর্জ্জাব্রতারম্ভ।
২৮শে আশ্বিন ১৫ই গুরুবার	শ্রীমুরারি গুপ্তের অপ্রকট-উৎসব; পূর্ণিমা-পক্ষে ঊর্জ্জা-ব্রতারম্ভ।
২রা কার্ত্তিক ১৯শে " বুধবার	শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বিরহ-উৎসব।
৯ই কার্ত্তিক ২৬শে বুধবার	শ্রীসাবিত্রী একাদশী, শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহ-উৎসব।
১৩ই কার্ত্তিক ৩০শে " রবিবার	শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা, শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব।
১৪ই কার্ত্তিক ৩১শে সোমবার	শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের অপ্রকট-উৎসব।
১৯শে কার্ত্তিক ৫ই নভেম্বর শনিবার	শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী ও শ্রীগোপাষ্টমী, শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীমাধবদাস ঠাকুর ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের অপ্রকট-উৎসব।
২২শে কার্ত্তিক ৮ই নভেম্বর মঙ্গলবার	তীর্থ-পঞ্চক। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহাশয়ের বিরহ-উৎসব।
২৩শে কার্ত্তিক ৯ই নভেম্বর বুধবার	উত্থানৈকাদশী ও ব্যঞ্জনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।
২৬শে কার্ত্তিক ১২ই নভেম্বর শনিবার	শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের অপ্রকট-উৎসব।

দ্বাদশ বন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যার পর)

দানলিবর্ত্তনকুণ্ড—পাপনাশন ও ইন্দ্রযজ্ঞবেদীর পশ্চিম-দক্ষিণদিকে অবস্থিত। স্থানীয় লোকগণ ইহাকে "নিবারী" বলিয়া থাকেন। ইহা পরাসৌলী গ্রামে যাইবার পথের সংলগ্ন। এই স্থানেই সন্ধ্যাকালে বৃক্ষতলে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী যখন পরিশ্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গোপাল স্বপ্নাদ্যতলে পুরীপাদকে দর্শন দিয়াছিলেন,—

দানলিবর্ত্তন কুণ্ড দেখ এইখানে।
এ অতি গোপন-স্থান কেহো নাহি জানে॥
মাধবেন্দ্রপুরী এথা স্থিতি বৃক্ষতলে।
গোপাল দিলেন দেখা স্বপ্নদান-ছলে॥

এই স্থান হইতে শ্রীরাঘব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি প্রমুখ ভক্তগণকে নির্দ্দেশ করিয়া গোপালের স্থান (গোবর্দ্ধন) দেখাইয়াছিলেন।

নিজতনয়জনি ক্ষয়াদাননিবৃত্তিবশ্বি-
দ্রুত ইদমভিধানং প্রাপ যত্তৎ সতাঞ্চাম্।
রসবিমুখনিগূঢ়ে তত্র তত্তৈকবেদ্যে
সরসি তবতু বাসো দানলিবর্ত্তনেন॥

(স্তবাবলী ব্রজবিলাসস্তোত্র ৭৮ শ্লোক)

অপ্সরাকুণ্ড—গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের শেষ সীমায় এই কুণ্ড অবস্থিত।

শ্যাম ঢাক—অতি প্রাচীন পলাসবৃক্ষযুক্ত নির্জ্জন-স্থান। ডভিপুর হইতে ২॥ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে কৃষ্ণ রাখালদের সঙ্গে খেলা করিতেন। এই স্থানের তরুবরকে সোনার গাছ পাতা আছে।

গোবর্দ্ধন—মথুরা হইতে এই স্থান প্রায় ৮ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে মানসীগঙ্গার তটে বজ্রনাভ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীহরিদেবের মন্দির ও চক্রেশ্বর শিবের মন্দির রহিয়াছে। নিকটেই অন্নকূট বা আনিওর গ্রাম। এই স্থানে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর পথ-প্রদর্শক শ্রীরাঘব গোস্বামীর ভজন-গুহা রহিয়াছে।

* * *

নিজ-বাস-স্থানে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে।
এই মোর গোষ্ঠ আমি রহিয়ে এথাই।
দেখি, গোবর্দ্ধন-শোভা মহা সুখ পাই॥
এই গোবর্দ্ধন-গুহা অতি মনোহর।
এথা রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে নিরন্তর॥

হেমাং কাপি চ মাধবো বিহরতে স্নিগ্ধৈর্বয়স্যোৎকরৈ-
স্তত্তাঙ্কুরপুঞ্জচিত্রিত-তরৈস্তৈস্তৈঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ।
গোপ্যস্তিঃ কিল পানয়েরপি পয়ঃ কুত্রাপি নর্ম্মোৎসবৈঃ
শ্রীরাধাসহিতো গুহাসু রমতে তান্ শৈলবর্য্যান্ ভজে॥

(স্তবাবলী, ব্রজবিলাস-স্তব ৬৪ শ্লোক

শ্রীমদ্ভাগবতে ও পুরাণে হরিদাসবর্য্য গোবর্দ্ধনের অনন্ত মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। এই গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা-কালে শ্রীরাঘব গোস্বামী শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে আহ্বান করিয়া এই স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

অহে শ্রীনিবাস, গোবর্দ্ধনানন্দময়।
মথুরা হইতে অষ্টক্রোশ পথ হয়॥
মথুরা পশ্চিমভাগ গোবর্দ্ধনক্ষেত্র।
বিবিধ সংসার-দুঃখ যায় দূরিমাত্র॥
এই গোবর্দ্ধন কৃষ্ণ-রাম করে ধরি'।
ব্রজ রক্ষা কৈল ইন্দ্র-গর্ব্বচূর্ণ করি'॥
গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের সুখের নাই সীমা।
বিবিধ প্রকারে গায় পুরাণে মহিমা॥
গোবর্দ্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ।
রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাৎ॥
অহো গোবর্দ্ধনঃ বিভুর্যত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তত্র ব্রহ্মা শিবো লক্ষ্মীর্বসতোব ন সংশয়ঃ॥

শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধনের সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীরাঘব গোস্বামী শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকে গোবর্দ্ধনবাসী এক বিপ্রের চরিত্র বর্ণন করিয়াছিলেন। এই গোবর্দ্ধনের নিকটে এক ধনাঢ্য বিপ্র বসতি করিতেন। শ্রীবলদেবের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল; তিনি অনুক্ষণ শ্রীবলদেবের চরিত্র চিন্তা করিতেন। "শ্রীবলদেব প্রভু নিশ্চয়ই আমাকে দর্শন-দানে কৃতার্থ করিবেন",—এইরূপ দৃঢ় আশাবন্ধ পোষণ করিয়া ঐ বিপ্র গোবর্দ্ধন-বন ভ্রমণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ ঐ বিপ্র আজ্ঞা শ্রবণ করিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার দর্শন-সৌভাগ্য উদিত হইবে।

এদিকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন এই স্থানটী অতীব মনোরম দর্শনে তিনি এখানেই রহিলেন। দূর হইতে শ্রীনিত্যানন্দরায়ের অদ্ভুতপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ঐ বিপ্র মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন যে, ঐ অবধূত নিশ্চয়ই মনুষ্য নহেন এবং আরও বিচার করিলেন যে, ঐ অবধূতের কৃপাতেই তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। এইরূপ বিচার করিয়া ঐ বিপ্র দধি, দুগ্ধ, ছানা, নবনীত প্রভৃতি উপায়ন লইয়া নিত্যানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হইয়া তাঁহার নিকট রোহিণী-নন্দনের দর্শন-সৌভাগ্য যাচ্ঞা করিলেন। অভিন্ন-রোহিণীনন্দন পদ্মাবতীসুত শ্রীনিতাইচাঁদ বিপ্রের ঐ ভক্তিপূর্ণ উপহার গ্রহণ করিলে বিপ্র শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অবশেষ লইয়া নিজ-স্থানে গমন করিলেন। অবশেষ-গ্রহণ-মাত্রেই বিপ্রের অদ্ভুত প্রেমবিকার উপস্থিত হইল। বিপ্র আর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিতে পারিলেন না। সন্ধ্যাকালে তাঁহার চক্ষুতে নিদ্রাদেবী আসীনা হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপায় স্বপ্রসিদ্ধ বিপ্র স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, সেই অবধূত বিপ্রের সম্মুখে উপস্থিত। অবধূত সেই মুহূর্ত্তেই পুনরায় শ্রীবলদেব-মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিলেন। বলদেবের শ্রীঅঙ্গে নানা প্রকার আভরণ ঝলমল করিতেছিল। বিপ্রের প্রতি প্রসাদ বিতরণ করিবার পর বলদেব অন্তর্হিত হইলেন। বিপ্রও নিদ্রা হইতে উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। যেখানে অবধূত নিত্যানন্দ ছিলেন, বিপ্র সেইখানে চলিবার জন্য সেই নিশাকালেই যাত্রা করিয়া উঠিলেন। এদিকে বিপ্রকে সেই রাত্রির মত ধৈর্য্য ধারণ করাইবার জন্য এক দৈববাণী প্রকাশিত হইল। দৈববাণী শুনিয়া বিপ্র মনে মনে বিচার করিলেন যে-যখন তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি ঐ অবধূত প্রভুকে আর কিছুতেই ছাড়িয়া দিবেন না। তিনি অবধূতের শ্রীচরণে ধরিয়া তাঁহার অবধূত-বেশ ঘুচাইবেন এবং রত্নবী-প্রভাতে স্বর্ণকার ডাকাইয়া প্রভুকে নানাবিধ অলঙ্কার পরাইবেন। এরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিপ্রের নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিপ্রকে দর্শন দিলেন। বিপ্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু অন্তর্হিত হইলে বিপ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিপ্র প্রাতঃকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইলে প্রভু মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে ঐ বিপ্রের প্রতি কৃপা প্রকাশ-পূর্ব্বক নিজতত্ত্ব জানাইলেন। বিপ্র অবধূত প্রভুকে অলঙ্কারে ভূষিত করিতে চাহিলে তৎক্ষণাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বলিলেন, তিনি কিছুদিন পরে বিপ্রের অলঙ্কার স্বীকার করিবেন। প্রভু বিপ্রকে আরও বলিলেন—"এখন যদি আমাকে স্বর্ণ পরাইবার তোমার একান্ত সাধ থাকে, তবে তুমি এক কার্য্য কর। অপূর্ব্ব গোবর্দ্ধনের শিলাকে স্বর্ণ-দ্বারা বাঁধাইয়া দাও, আমি সেই শিলা কণ্ঠে ধারণ করিব।" বিপ্র প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহা করিলে অবধূত কণ্ঠে স্বর্ণবদ্ধ গোবর্দ্ধনশিলা ধারণ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ২৪শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে।

এই গোবর্দ্ধন-গিরিরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রাম-স্থান; এই স্থানে কৃষ্ণচন্দ্র গোপালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন। এই গোবর্দ্ধন শৃঙ্গার-রসের সিংহাসন-স্বরূপ। এই স্থান গোকুলপতির অজস্রপ্রেমামৃতে প্লাবিত, এই গিরিরাজ কৃষ্ণের সেবোপকরণ গো, মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোহর আশ্রয়-স্থান-স্বরূপ। এই গোবর্দ্ধন-গিরিরাজ হরিভক্তগণের অগ্রণী; কেন না, বৈষ্ণবরাজ শিব বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়া শিবস্বরূপ এবং সকলের পূজ্য হইয়াছেন; কিন্তু গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন সেই মহাভাগবত শিব অপেক্ষাও অধিকতর পূজার পাত্র হইয়াছেন। কারণ, তিনি ভক্তি-পরিপ্লুত-হৃদয়ে কোটি গঙ্গা হইতেও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-জাত শ্যামকুণ্ড এবং অমূল্য নিধিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে নতমস্তকে বহন করিতেছেন। এই গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাদি বয়স্যগণ ও শ্রীবলদেবের সহিত মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে কতই না মধুর গীতি গান করিয়া থাকেন। এই গিরিরাজের নিম্নস্থ স্থান ব্রজনব-যুবতীবৃন্দের ক্রীড়ার স্থান। এই গিরিরাজের চতুর্দ্দিকে শ্রীমানসগঙ্গা প্রভৃতি বহু বহু কুণ্ড শোভিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যমুনাকে, অন্যান্য গিরিগণকে, ব্রজ-জনের আশ্রয়ীভূত ও অতীতপ্রায় নশ্বরকে পশ্চাৎ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন-রক্ষার্থ

বৃন্দাবনের শিরোভূষণ-স্বরূপ এই গিরিরাজকে অর্চ্চন করিয়া ইঁহার পূজনীয়ত্ব স্বয়ং জগতে প্রচার করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন-গিরিরাজ রসিক-কুলনায়ক রসরাজ শ্রীগোবিন্দের দান-ক্রীড়ার সাক্ষীস্বরূপ এবং রসিক ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধক।

তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অন্য-প্রকার রূপ-ধারণপূর্ব্বক "আমি শৈল"—এই বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক পূজোপকরণ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রজ-বাসিগণের সহিত আপনি আপনাকে নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন,—"অহো! যেন এই মূর্ত্তিমান পর্ব্বত আমাদিগকে কিরূপ অনুগ্রহ করিতেছেন!"

শ্রীকৃষ্ণের কথায় ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রযজ্ঞ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই যজ্ঞের জন্য আহৃত উপকরণের দ্বারা গোবর্দ্ধনের পূজা করিলে ইন্দ্র অত্যন্ত বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তখন ব্রজ-জন-বান্ধব শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপর গোবর্দ্ধনকে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া ভক্তগণকে রক্ষা ও ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিলেন। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের করপল্লবস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পদ্মকোষে মৃণালকুঞ্জের ন্যায় অবস্থিত হইয়া অতিবৃষ্টিকারী শক্রনক্রমুখ হইতে ব্রজকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গোকুলবান্ধব গিরিবর গোবর্দ্ধনকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই সেবা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন লুপ্ত রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড পুনঃ প্রকাশিত করিয়া গোবর্দ্ধনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন—

গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু হইল দণ্ডবত।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ পঃ)

গোবর্দ্ধন যে সাক্ষাৎ ভগবদ্মূর্ত্তি, ইহা জানাইবার জন্য ভক্ত-ভাব-অঙ্গিকার-লীলাকারী গোবর্দ্ধনের উপরিস্থিত শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি-দর্শনার্থ গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করিলেন না। প্রভু বলিলেন,—

"গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব।"

(চৈঃ চঃ ম ১৮শ পঃ)

মহাপ্রভু তৎপর-দিবস প্রাতঃকালে মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন,—

"গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৮শ পঃ)

হরিদাসবর্য্যোঽয়ং গিরিরাজো মহামনাঃ।
যত্রাস্তে কৃষ্ণচরণস্পরণ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূয়বদকন্দরকন্দমূলৈঃ॥

(ভাঃ ১০।২১।১৮)

শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভৃতি মহাপ্রভুর আদেশে যখন শ্রীধাম-বৃন্দাবনে আগমন-পূর্ব্বক ব্রজবাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারাও গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবদ্মূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার উপরে আরোহণ করিলেন না। শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতকেও শ্রীবৃন্দাবন-গমনকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ পঃ)

শ্রীজগদানন্দ যখন শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর সমীপে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রীসনাতনপ্রভু মহাপ্রভুর উপযুক্ত ভেট-জ্ঞানে শ্রীজগদানন্দের নিকট গোবর্দ্ধনের শিলা ও রাসস্থলীর বালু দিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর চটক-পর্ব্বত-দর্শনে গোবর্দ্ধন-স্মৃতির বিষয় আমরা শ্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাই,—

গোবর্দ্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥
বেণুনাদ শুনি' আইলা রাধাঠাকুরাণী।
সব সখীগণ-সঙ্গে করিয়া সাজনি॥
রাধা পঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪শ পঃ)

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবৃন্দাবন-আগমনের পূর্ব্বে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীধাম-বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধন-সমীপে উপনীত হইলেন। এক দিন তিনি গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দ-কুণ্ডে স্নান-সমাপন-পূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে একটি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় এক গোপ-বালক একভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া পুরী গোস্বামীকে পানার্থ দিলেন। পরদিবস মাধবেন্দ্রপুরী অন্ত-র্যোগে ঐ গোপবালককে দেখিতে পাইলেন যেন ঐ বালক পুরী-পাদের হস্তধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে একটি কুঞ্জের ভিতরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার (গোপালের) ঐ কুঞ্জে বৃষ্টি, বর্ষা, রৌদ্র

প্রভৃতি বন্ধ করিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর, সুতরাং গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপর লইয়া গিয়া তথায় মঠ-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পুরী গোস্বামীর নিকট কাতরোক্তি জানাইলেন। আরও বলিলেন যে, তাঁহার নাম "গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল", তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রের প্রকাশিত শ্রীমূর্ত্তি। তিনি পূর্ব্বে ঐ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপরেই অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু ম্লেচ্ছভয়ে তাঁহার সেবক তাঁহাকে ভূমে রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছেন। মাধবেন্দ্র-পুরী এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন-পূর্ব্বক গ্রাম-মধ্যে গমন করিলেন এবং গিরিধারীর কথা জানাইয়া গ্রামের লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলাদি কাটিয়া সেই গোপালবিগ্রহকে উদ্ধার করিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীগোপালকে পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া প্রস্তরসিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং যথাবিধি তাঁহার অভিষেকাদি সমাপন-পূর্ব্বক গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত নানাবিধ উপহারের দ্বারা অন্নকূট-মহামহোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনে বাসকালে প্রত্যহ শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরি পরিক্রমা করিতেন। এক সময় শ্রীল সনাতন প্রভুকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া শ্রীগোপীনাথ এক ব্রজবাসী শিশুর রূপে সনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া গোবর্দ্ধনের উপরিভাগ হইতে চরণ-চিহ্নযুক্ত শ্রীশিলা আনয়ন-পূর্ব্বক শ্রীল সনাতনকে প্রদান করিয়া "প্রত্যহ ঐ গোবর্দ্ধনশিলা পরিক্রমা করিলেই সনাতনের গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা হইবে"—এইরূপ বলিলেন। তদবধি শ্রীল সনাতন ঐ গোবর্দ্ধনশিলাই পরিক্রমা করিতেন। এই গোবর্দ্ধনশিলা অদ্যাপি শ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমন্দিরে বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীমানসী গঙ্গার পূর্ব্বাংশে গোবর্দ্ধনের যে অংশ আছে, সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মুকুটচিহ্ন আছে।

সাধারণতঃ দুইটী বিশেষতিথিতে বিশেষ সমারোহের সহিত এখানে শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা হইয়া থাকে—(১) কার্ত্তিকী অমাবস্যা বা দীপাবলীতে, (২) আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী তিথিতে (যেদিন হইতে চাতুর্ম্মাস্যব্রত আরম্ভ হয়)—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-তিথিতে। এই দুই অবসরে এখানে মেলা হইয়া থাকে।

সুরভীকুণ্ড বা সুরভিকুণ্ড—রাধাকুণ্ডের প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে যখন ইন্দ্র গোবিন্দপদে বরণ করিলেন, তখন সুরভী দুগ্ধ-ধারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন।

রুদ্রকুণ্ড—এই স্থানে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ইহাকে 'হরজীকাকুণ্ড'ও বলে।

ঐরাবতকুণ্ড—সুরভীকুণ্ডের কতকটা উত্তরে অবস্থিত। কৃষ্ণকে অভিষেক করিবার বাসনায় ঐরাবত এই স্থানে বর্ত্তমান হইয়া আকাশ-গঙ্গার জল আনিয়াছিলেন।

কদম্বখণ্ডী—ঐরাবতকুণ্ডের তীরে অবস্থিত।

এই যে কদম্বখণ্ডী কৃষ্ণ এই খানে।
চারি রহে রাধিকা-গমনপথ-পানে॥
(ভক্তিরত্নাকর)

ধানঘাটী—ধানলিবর্ত্তন-কুণ্ডের কিছু দূরে পশ্চিমে গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের উপর অবস্থিত।

অহে শ্রীনিবাস! এই ধানঘাটি-স্থান।
রসিকেন্দ্র কৃষ্ণ এথা সাধে গব্য ধান॥
এইখানে শ্রীচৈতন্য সঙ্গের বিপ্রেরে।
জিজ্ঞাসেন-ধান প্রসাদাদি ধীরে ধীরে॥
ধান-প্রসাদাদি বিপ্র কহিল বিবরি'।
শুনি' হর্ষে মত্ত মত্ত গাঢ়ে গৌরহরি॥
প্রেমাবেশে করি' হরিদেবের দর্শন।
কতরে অদ্ভুত নৃত্য দেখে সর্ব্বজন॥
প্রেমে মত্ত লোক নেত্রে বহে অশ্রুধার।
সবে কহে এই হরিদেব-অবতার॥
বৈছে প্রভু আপনা প্রকাশে গোবর্দ্ধনে।
অহে শ্রীনিবাস' তা' বর্ণিতে কেবা জানে॥
ধানঘাট পরম নির্জ্জন স্থান হয়।
ধানঘাট নাম কেহ কৃষ্ণবেদী কয়॥
ঘটাক্রীড়া-কুতুকিতমনা নাগরেন্দ্রো নবীনো
ধানীভূয় মদনমুপভোগৈর্ব্যধানজ্জনেন।
যত্র প্রাতঃ দধিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংরুরোধ
শ্রীগান্ধর্ব্বাং নিজপরিবৃতাং নৌমি তাং কৃষ্ণবেদীম্॥
(অবাবলী ব্রজবিলাসস্তোত্র, ৭৭ শ্লোক)

এথা রাসলীলার উপমা নাহি দিতে।
বর্ণিল শ্রীরূপ রাসকৌমুদীতে॥

রাসঘাটীতে শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন-স্থলীর উপরে মন্দির অবস্থিত। রাসঘাটীর দক্ষিণে গোবর্দ্ধনের উপরে রাসীরায়ের শ্রীমন্দির বিরাজমান। তথায় 'শ্রীরাসীরায়' নামক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শোভিত রহিয়াছেন।

ব্রহ্মকুণ্ড—রাসঘাট ও মানসগঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাসঘাটী হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোত্তর কোণে ব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত,—

এই দেখ ব্রহ্মকুণ্ড-মহিমা অপার।
চারিপার্শ্বে তীর্থ চারু পুরাণে প্রচার॥
অত্র স্নাত্বা ব্রহ্মকুণ্ডে ব্রহ্মণা তোষিতো হরিঃ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং স্নাতানি চ সরাংসি চ॥

(মথুরাখণ্ডে)

হ্রদং তত্র মহাভাগে ক্রমণ্ডলসন্নিভম্।
চত্বারি তত্র তীর্থানি পুণ্যানি চ শুভানি চ॥
ইন্দ্রঃ পূর্ব্বেণ পার্শ্বেন যমতীর্থন্তু দক্ষিণে।
বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কুবেরং চোত্তরেণ তু।
তন্মধ্যে স্নিগ্ধসলিলে ক্রীড়ন্তিষ্ঠে যদৃচ্ছয়া॥

(আদিবারাহে)

মানসগঙ্গা—ব্রহ্মকুণ্ডেরই সংলগ্ন বিস্তৃতা দীর্ঘিকা। মানসী গঙ্গার তীরে বজ্রনাভের প্রতিষ্ঠিত হরিদেবের মন্দির ও চক্রেশ্বর শিবের মন্দির আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ নৌকা-বিহারাদি লীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

গান্ধর্ব্বিকা মুরবিমর্দ্দননৌবিহার-
লীলাবিনোদরসনির্ভরভোগিনীয়ম্।
গোবর্দ্ধনোচ্ছলশিলাকুলমুদ্বহন্তী
বীচীচ্ছলৈরবতু মানসগাহ্নবী মাম্॥

(স্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তোত্র ৬৪ শ্লোক)

শ্রীমানসগঙ্গাবারি পরম নির্ম্মল।
কে বর্ণিতে পারে এথা বৈসে প্রেমবল॥
মানসগঙ্গায় স্নান করে যেই জন।
গোবর্দ্ধনে হরিদেবে করয়ে দর্শন॥
অষ্টকূট-গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করে।
তাঁর গতাগতি কভু না হয় সংসারে॥

শ্রীগোবর্দ্ধনগিরির উপরিভাগে শ্রীমানসী গঙ্গা বিরাজমানা। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের জলবিহারের স্থান। এক সময় শ্রীনন্দপ্রমুখ গোপগণ শ্রীযশোমতী প্রভৃতি গোপীগণকে লইয়া গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রা করিয়া রাত্রিকালে শ্রীগোবর্দ্ধনের উপকণ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিলেন,—"এই ব্রজে নিখিল তীর্থ নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। কিন্তু ব্রজবাসিগণ আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ইহা অবগত নহেন; তাঁহারা আমার প্রেমে বশীভূত হইয়াই অন্যত্র গঙ্গাস্নানার্থ গমন করিতেছেন।" শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ইহা বিচার করিবামাত্রই শ্রীগঙ্গাদেবী মকরবাহিনী-মূর্ত্তিতে ব্রজবাসিগণের নয়নগোচর হইলেন। সেই গঙ্গায় ব্রজবাসিগণ স্নান করিলেন এবং ঐ দিন হইতে ঐ তীর্থ "শ্রীমানসী গঙ্গা" বলিয়া প্রসিদ্ধা হইলেন। কার্ত্তিকী অমাবস্যাতে এই মানসী গঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছিল। এইজন্য দীপাবলী উৎসবে মানসী-গঙ্গাস্নান ও গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মানসী-গঙ্গার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বতীরে বহু শ্রীমন্দির শোভিত রহিয়াছেন, দক্ষিণ ও পশ্চিম-দিকে গোবর্দ্ধন-গ্রাম অবস্থিত।

মানসী-গঙ্গার এই ঘাটে নৌকা লইয়া।
করেন সবারে পার নাবিক হইয়া॥
শ্রীরাধিকা-সহ এথা অদ্ভুত বিলাস।
ললিতাদি সখী পূর্ণ কৈলা অভিলাষ॥

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

যত্রাং যাবধনাবিকো রসবতীমাবাধ্য রাধাং তরৌ
মধ্যে চক্রসরঃ নিপাতবদনাত্রাসৈঃ স্বকস্যাস্ততঃ॥
স্বাতীটং পথমাদধে বহতি সা যস্মিন্ মনোজাহ্নবী
কক্ষং তন্নবকল্পতী প্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥

(স্তবাবলী গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকে ৬ষ্ঠ শ্লোক)

চক্রতীর্থ—এই চক্রতীর্থ গোবর্দ্ধনের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। ইহা মানসী গঙ্গার উত্তর তটে (২) অবস্থিত। তাহারই সম্মুখে প্রাচীন নিম্বতরুমূলে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটী। চক্রতীর্থ শ্রীরাধাগোবিন্দের রাসক্রীড়াস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধনে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসক্রীড়া এই স্থানে॥

সৌরি-ব্রহ্ম-কদম্বখণ্ড-সুমনোরুদ্রাক্ষরোগৌরিকা-
জ্যোৎস্নারোচক-মালতাদ্য-বিবুধাধীশ্রব্যকাত্যায়নী।
যানি প্রেমসরাংসি তানি পরিতো গোবর্দ্ধনাদ্রেরমু-
নীড়ে চক্রকতীর্থ দৈবতগিরি শ্রীরত্নপীঠাদপি।
অত্যো গোলাক্রীড়ারসবলভয়োরুদ্ধরন্দনো
দূরঃ শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিবরয়ো তৌ প্রতিষধু।
সখীযূথঃ যত্র প্রকটিত-দৃশাকোনয়তি তৎ-
প্রসিদ্ধং গোবিন্দস্থলমিহমুদারং বত ভজে॥

(স্তবাবলী, ব্রজবিলাসস্তোত্র ৭৯—৮০ শ্লোক)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে চক্রতীর্থে বাসার্থ অনুরোধ করিলে শ্রীসনাতন প্রভু চক্রতীর্থে একটি কুটীরে বাস করিয়া প্রত্যহ ষাদশক্রোশ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন। শ্রীল সনাতন প্রভুর বৃদ্ধকালে প্রত্যহ ঐরূপ পরিক্রমার অস্বীকার দর্শন করিয়া একদিন গোপীনাথ গোপবালকের ছলে শ্রীসনাতনের সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া সনাতনকে বাক্যদ্বারা তাঁহার শ্রম ও শ্রম নিবারণ করিলেন এবং সজল-নয়নে বলিলেন,—"সনাতন, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, প্রত্যহ তোমার এত পরিশ্রম করা উচিত নহে। আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তুমি আমার সেই অনুরোধ অবশ্য রক্ষা করিবা।" ইহা বলিয়া ঐ গোপ বালক গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নযুক্ত একটি গোবর্দ্ধন-শিলা আনয়ন-পূর্ব্বক শ্রীল সনাতনপ্রভুকে দিলেন এবং বলিলেন,—সে দিন হইতে প্রত্যহ ঐ শিলা পরিক্রমা করিলেই তাঁহার গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা হইবে। শিলা প্রদান করিয়াই গোপ-বালক অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে শ্রীসনাতন বালকের অদর্শনে ব্যাকুল হইলে বালক অদৃশ্যভাবে নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন।

সেঁাকরাই বা সখীথরা—গোবর্দ্ধন ও মানসীগঙ্গার উত্তরে অবস্থিত। ইংরেজী মানচিত্রে এই স্থানের নাম 'Sakura' এইরূপ বর্ণবিন্যাসে দৃষ্ট হয়। সখীথরার প্রায় ১॥ মাইল উত্তর-পশ্চিম-দিকে সক্রোয়া (Sakraua) গ্রাম অবস্থিত। কথিত হয় যে, এখানে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে সুরভী গাভী অর্পণ করিয়াছিলেন। সখীথরা বা সখীস্থলী গ্রামে চন্দ্রাবলী বাস করিতেন। এখানে সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে শপথ করাইয়া বলাইয়াছিলেন যে, তিনি একমাত্র শ্রীরাধিকা-ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না,—

সখীগণ কৃষ্ণের শপথ করাইল।
শপথ করিয়া কৃষ্ণ কহে বার বার।
শ্রীরাধিকা বিনা কভু না জানিয়ে আর॥

সখীথরা গ্রামে বসিয়া উদ্ধব দ্বারকার মহিষীগণের নিকট কৃষ্ণপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এইখানে কৃষ্ণ সখাগণের সহিত নানাপ্রকার খেলা খেলিয়া থাকেন।

নিমগ্রাম—ইহা 'নিমগাঁও' বা 'নিমগ্রাম' নামেও অভিহিত। সখীথরা হইতে প্রায় ১ মাইল এবং গোবর্দ্ধনের প্রায় ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে নিমগ্রাম বা নিমগ্রাম। ইংরেজী মানচিত্রে এই স্থানের বর্ণবিন্যাস—Nitgaon. এখানে গোপগোপীগণ প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মঞ্ছন(আরতি) করিয়াছিলেন।

প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকৈঃ প্রিয়ৈরপি পরঃ পুষ্টৈর্মুকুন্দস্য যাঃ
যেভ্যঃ পাদসরোজযুগ্মবিগলদ্‌ধর্ষস্য বিন্দোঃ কণম্।
নির্ম্মঞ্ছ্যোক্ষিপথেন হন্দয়শিরশ্চুম্বন্তি গোপাঙ্গিয়ঃ
তাসাং পাদরজাংসি সন্ততমহং নির্ম্মঞ্ছয়ামি স্ফুটম্॥

(স্তবাবলী ব্রজবিলাস-স্তোত্র ৪৩ শ্লোক)

আধুনিক নিম্বার্ক মতাবলম্বিগণ এই স্থানকে নিম্বার্কের ভজন-স্থান বলেন।

পাটল—ইহা নামান্তরে পাড়ল বা পাড়র নামে অভিহিত। ইংরেজী মানচিত্রে ইহার বর্ণবিন্যাস—Padal. নিমগ্রাম হইতে প্রায় ২॥ মাইল এবং গোবর্দ্ধন হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিম-দিকে অবস্থিত। এখানে সখীগণের সহিত শ্রীরাধারাণী পাটল-পুষ্প চয়ন করেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'পাটল' হইয়াছে।

ডেরাবলি—পাটল হইতে প্রায় ২॥ মাইল উত্তরে এই স্থান অবস্থিত। ইংরেজী মানচিত্রে ইহা 'Diraoli' নামে কথিত। সখীথরা হইতে নন্দীশ্বর যাইবার কালে এই স্থানে নন্দ 'ডেরা' বা কুটীর স্থাপন করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম ডেরাবলি হইয়াছে।

কুজেরা—পাটল হইতে প্রায় দেড় মাইল পূর্ব্বাভিমুখে এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রায় দুই মাইল উত্তরে ঈষৎ পশ্চিম-ভাগে এই স্থান অবস্থিত। এই স্থান হইতে শ্রীরাধা-কুণ্ডের কুজের সীমা।

শ্রীবৃন্দের কুঞ্জলীলা হয় এথা হৈতে।
এবে লোক করয়ে কুজেরা নামে গ্রাম।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপম॥
(ভক্তিরত্নাকর)

এই 'কুজেরা' নামোৎপত্তি-সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী শ্রুত হয়। কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ এখানে গোপীযূথের আনন্দবর্দ্ধনকারী 'কুব্জ-রাজ' পদবী লাভ করিয়া গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। 'কুব্জ-রাজ' হইতেই 'কুব্জরা' বা 'কুজেরা' নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

পালী—কুজেরার প্রায় দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমকোণে অবস্থিত। পালীকা নাম্নী যূথেশ্বরীর স্থান।

সূর্য্যকুণ্ড—সাহারের (Sahar) প্রায় চারি মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীমতীর সখীগণ সূর্য্য-পূজার ছলে কৃষ্ণ-সম্ভোগের স্থান। ইহার অপর নাম মোহান (?) বা ছোট যাম।

এই সূর্য্যকুণ্ড গ্রাম মোহানাখ্যা হয়।

হেথা সূর্য্যবিপ্রের মিলিনে সূর্য্যালয়॥
সখীসহ সূর্য্য-পূজে রাই মহাসুখে।
কৃষ্ণ পুরোহিত হৈয়া পূজয়ে কৌতুকে॥
কৃষ্ণপ্রীতি-দাতা এই সূর্য্য দয়াময়।
কহিতে কি মহিমা কেবা না আরাধয়॥
যমুনাজনকং সূর্য্যং সর্ব্বরোগাপহারকম্।
মঙ্গলালয়রূপং তং বন্দে কৃষ্ণরতিপ্রদম্॥

কেওনাই—কুজেরার প্রায় ১॥ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব-দিকে অবস্থিত। ইংরেজী মানচিত্রে Konai (কোনাই) নামে কথিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর বিরহে দূতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কেওনা আই?" অর্থাৎ "রাই কেন আসিল না?" ইহা হইতে এই স্থানের নাম কেওনাই বা কোনাই হইয়াছে।

ভদায়র—কোনাইর প্রায় দেড় মাইল পূর্ব্বদিকে রালের প্রায় ১। মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। উহাকে 'ভাদার'ও বলে। ইংরেজী মানচিত্রে Bhadal লিখিত হইয়াছে।

এই স্থান শ্রীভদ্রা-যূথেশ্বরীর বিলাস-স্থান।

মগহেরা—বর্ত্তমান নাম 'মঘেরা' (Maghera), ভাদার হইতে প্রায় তিন মাইল এবং রাল হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে সটিকরা (Chhatikra) ষ্টেশনের নিকট অবস্থিত। এই স্থানে গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গমন-পথের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন।

গাঁঠুলী—গোবর্দ্ধনের প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অরকুট ও বতিপুর গ্রামের উত্তর-পশ্চিম-ভাগে এই গাঁঠুলী গ্রাম (Gaothauli) অবস্থিত।

এ স্থানে যখন শ্রীকৃষ্ণ সিংহাসনে বসিয়া শ্রীমতীর সহিত যোগি খেলিতেছিলেন, তখন সখীগণ লুকাইয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দের বস্ত্রের অঞ্চলে গাঁইট বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। যেই দুইজন সিংহাসন হইতে উঠিলেন, অমনি উভয়ের কাপড়ের মধ্যে গাঁইট দেখিয়া সখীগণ হাসিয়া ফেলিলেন। শ্যাম ও রাই উভয়েই লজ্জিত হইলেন; কান্ত যান লইয়া তখন কোন সখী গাঁইট খুলিয়া দিলেন। কান্ত খেলার পরে যে কুণ্ডে স্নান করিয়া অঙ্গের ওপাশ ধৌত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম "শ্রীওপাশকুণ্ড" হইয়াছে। এই কুণ্ড গাঁঠুলী গ্রামের পূর্ব্ব-দক্ষিণভাগে অবস্থিত

যখন ভক্তভাবলীলাঙ্গীকারকারী লোকশিক্ষক ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাবেন্দ্রপুরীর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত গোপাল-দর্শনার্থে গোবর্দ্ধন চড়িতে অনিচ্ছুক, অথচ গোপাল-দর্শনে ব্যগ্র হইলেন, তখন গোপাল অরকুট-গ্রাম হইতে শ্রেষ্ঠ-ভয়ের ছল বাহির করিয়া 'গাঁঠুলী' গ্রামে আসিলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ পঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু এই গাঁঠুলী গ্রামে আসিয়া গোবর্দ্ধনধারী গোপাল দর্শন করিয়াছিলেন।

যখন শ্রীরাঘব গোস্বামীর সহিত শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা করিতে করিতে গাঁঠুলী গ্রামে উপস্থিত হন, তখন গাঁঠুলীতে গোপাল ও শ্রীবল্লভাচার্য্যের কনিষ্ঠপুত্র বিঠ্ঠলনাথের সেবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহের দর্শনে শ্রীনিবাসাচার্য্যাদি পরম আগ্রহযুক্ত হইলেন।

বিঠ্ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ।
তাঁহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ॥
বিঠ্ঠলনাথ ভট্ট বল্লভ-তনয়।
করিলা যতেক প্রীতি কহিলে না হয়॥
মধ্যে মধ্যে গোপালের গাঁঠুলীতে বাস।
সর্ব্বমতে পূর্ণ করে ভক্ত-অভিলাষ॥
* * *
গাঁঠুলীগ্রামে গোপাল আইলা ছল করি'।
তা'রে দেখি' নৃত্য-গীতে মত্ত গৌরহরি॥

শ্রীমহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেমাবেশ।
দেখিতেই কারু না রহিল ধৈর্য্যলেশ॥
সে সময়ে গোপালের সেবা-অধিকারী।
সেই দুই বিপ্র যা'রে শিষ্য কৈলা পুরী॥
কহিতে কি সে দুই বিপ্রের অদর্শনে।
কথোদিনে সেবে কোন ভাগ্যবন্তজনে॥
শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরমার্থ করি'।
শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা-অধিকারী॥

(ভক্তিরত্নাকর ৯ম তরঙ্গ)

বেহেজ—গাঁঠুলি গ্রামের প্রায় চারিমাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানে ইন্দ্র আপনাকে অত্যন্ত হীন বিচার করিয়া ছত্রটীকে অগ্রে স্থাপন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেহেজের পশ্চিমে বলভদ্রকুণ্ড ও দাউজীর মন্দির বিরাজিত। বেহেজ হইতে দিগ্ (Dig) প্রায় দুই মাইল পশ্চিমদিকে অবস্থিত। দিগ্ ব্রজের সীমানার বাহিরে; কিন্তু এইস্থান দিয়া কামাবন যাওয়ার সুবিধা। বেহেজ গ্রামের পশ্চিমদিক্ হইতে দুইটী রাস্তা গিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমদিকের রাস্তা দিয়া দেবশীর্ষ ও মুনিশীর্ষ কুণ্ড হইয়া প্রমোদনা বা পরমাদ্রা (Paramadra) গ্রামে যাওয়া যায়। আর পশ্চিমদিকে রাস্তা ধরিলে দিগ্ (Dig) বা লাঠাবন হইয়া পরমাদ্রাতে যাওয়া যায়।

দেবশীর্ষস্থান—বেহেজের প্রায় এক মাইল উত্তর-পশ্চিম-ভাগে অবস্থিত। ইহা একটি কুণ্ডতীর্থ। এখানে সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-দর্শনে দেবতাগণ মহাহর্ষে স্তুতি করিয়াছিলেন।

মুনিশীর্ষস্থান—দেবশীর্ষস্থানের অনতিদূরে। ইহাও কুণ্ডতীর্থ। এখানে মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থ তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে গোচারণকালে সখাগণ-সঙ্গে নানাবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

প্রমোদনা—ইহাকে বর্ত্তমানে পরমাদ্রা বা পরমাদরা বলে। ইহা দেবশীর্ষস্থানের প্রায় তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণকে প্রমোদ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের উক্ত নাম হইয়াছে। পরমাদরা গ্রামের পূর্ব্বভাগে শ্রীচরণকুণ্ড ও উত্তরদিকে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ড বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডের উত্তর-তটে শ্রীসুদামের শ্রীবিগ্রহ আছেন।

বদ্রীনারায়ণ—পরমাদরার প্রায় দেড়মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বনের ভিতর অপূর্ব্ব সেবা। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দাদি গোপগণকে আনয়ন-পূর্ব্বক তাঁহাদের বদ্রীনারায়ণ-দর্শনের খেদ দূর করাইয়াছিলেন। শ্রীবদ্রীনারায়ণ-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে অলকানন্দকুণ্ড এবং তৎপূর্ব্বভাগে তপ্তকুণ্ড। বদ্রীনারায়ণ দর্শন-পূর্ব্বক কামাবনাভিমুখে গমনকালে পথে সেতুকন্দরা বা 'সেউ', ঘাট ও ইন্দ্রোলি গ্রাম পাওয়া যায়।

সেতুকন্দরা—ইহাকে 'সেউকন্দরা' বা 'সেউ' বলে। এই স্থান বদ্রীনারায়ণের প্রায় দুইমাইল উত্তরভাগে। তৎপরে প্রায় ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমকোণে "ঘাট" নামক গ্রাম। এখানে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ থাকেন।

ইন্দ্রোলি—বা ইন্দ্রোলি (Indroli) সেউ হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমভাগে অবস্থিত। এই স্থানে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

কমোয়ারো—ইন্দ্রোলি হইতে উত্তরে। এই স্থান কণ্বমুনির তপস্যা-স্থান।

(ক্রমশঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যার পর)

আর একশ্রেণী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই, কেবল বাহ্য আচার-বিচার, ঈশ্বর-প্রভাব এবং প্রচারের আনুষঙ্গিক ও গৌণ উদ্দেশ্যকে তাঁহাদের নিজ নিজ বিচারের ছাঁচে ফেলিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে কেহ বুঝিয়াছেন,—(১) শ্রীগৌড়ীয়মঠ অপর মতের নিরাস করিয়া নিজ-মত প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, এই প্রকার কঠোর বিচারকগণের কেহ কেহ সঙ্কোচের দৃষ্টান্ত হইতে বিচার করিয়াছেন যে, যেহেতু নিজ-মত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অপর মতকে 'লঘু' করিয়া না দেখাইলে চলে না, তজ্জন্যই গৌড়ীয়মঠ অন্যান্য মতকে নিজ-মত অপেক্ষা খর্ব্ব করিতেছেন !

ইহাদের বিচারে বাস্তবসত্যের উপলব্ধি-গত ধারণার একান্ত অভাব। বাস্তবসত্য যে অসমোর্দ্ধ, ইহা তাঁহারা আগন্তিক প্রতিযোগী বহু আপাত সত্যের ছবির পারি-পার্শ্বিকতার সর্ব্বথা ধার করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আপাত প্রতীয়মান সত্যগুলি পরস্পর প্রতিযোগী ; কিন্তু বাস্তবসত্যের প্রতিযোগী অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহার উর্দ্ধে আর কেহ নাই। কাজেই বাস্তব-সত্যকে অসমোর্দ্ধ বলায় অপর প্রকৃত বড় মতকে 'ছোট' করিবার প্রবৃত্তি, অভিসন্ধি বা চেষ্টা নাই। বাস্তবসত্যকে অসমোর্দ্ধ না বলাই 'সত্য'কে খর্ব্ব করা, সত্যের নিন্দা করা, নিজেকে সত্য হইতে সমুৎপন্ন করিয়া রাখা। 'ভগবদ্বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' বলিলে জীব ও জড়জগৎকে ছোট বা তাহাদের নিন্দা করা হইল না, বরং তাহাতে ভগবদাশ্রিত, অসমোর্দ্ধ তত্ত্বাশ্রিত জীব ও জগতের গৌরবই বর্দ্ধিত হইল। যাঁহাদের অসমোর্দ্ধ সত্যগ্রহণে স্বাভাবিক বিমুখতা আছে, তাঁহারা এই কথাটী বুঝিতে না পারিয়া অসমোর্দ্ধসত্যের প্রশংসাকে 'নিন্দা' বা সঙ্কীর্ণ 'সাম্প্রদায়িকতা', 'গোঁড়ামী' প্রভৃতি মনে করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অসমোর্দ্ধ বাস্তব-সত্যের প্রচারক। সেই অসমোর্দ্ধ বাস্তব-সত্যের স্বরূপ যেখানে বিকৃতভাবে, অসম্যগ্-ভাবে বা আংশিকভাবে প্রকাশিত, তাহা প্রদর্শন করিয়া অদ্বৈতব বাস্তব-সত্যের পূর্ণতম স্বরূপ আবিষ্কার ও প্রচার করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃত্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা যাঁহারা বুঝিয়াছেন মনে করেন, তাঁহাদিগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা এই (২)—শ্রীগৌড়ীয়-মঠ আর কিছু করুন, আর না-ই করুন, এই যে লোকদিগের জন্য বাসস্থান মহাপ্রসাদের অন্নসত্র খুলিয়া রাখিয়াছেন, উৎসবে দীন-দুঃখী-দরিদ্রকে ভোজন করান, এটা খুব ভাল কাজ করিতেছেন।

কেহ বলেন,—(৩) শ্রীগৌড়ীয়মঠের কল্যাণে বৈষ্ণব-ধর্ম্মটার খুব সম্মান হইল, ভদ্রলোকে পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি নাসিকা কুঞ্চন করিত। ইত্যাদি।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আমাদের বিভিন্ন মনোধর্ম্ম—

কেহ আবার বলিতেছেন, গৌড়ীয়-মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মের আংশিক কথা বলিতেছেন, বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় কথা—রাইকানুর প্রীতির কথা, প্রেমের কথা গৌড়ীয়মঠ বুঝেন নাই ; গৌড়ীয়মঠের লোক অধিকাংশই সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস-ধর্ম্মে, মর্য্যাদামার্গে, ঐশ্বর্য্যমার্গে, ঐ সকল কথা বুঝা যায় না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে এইরূপ কেহ কেহ নানা প্রকার 'মুরুব্বিয়ানা' করিয়া থাকেন। ইহারাও শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে—শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের ধারা ও উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে কিছুই বুঝেন নাই।

আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলে কল্পিত গৌড়ীয়মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য

কেহ বুঝিয়াছেন,—"গৌড়ীয়মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মকে একটা নূতন প্রণালীতে নূতনভাবে প্রচার করিতেছেন ;" কেহ বুঝিয়াছেন,—"গৌড়ীয়মঠের প্রচারে আমাদের অনেক ব্যয় বাঁচাইবার সুবিধা পাওয়া গিয়াছে, আমরা দান-ধ্যানাদিকে 'কর্ম্মমার্গ' বলিতে শিখিয়াছি, ঐরূপ যুক্তিবলে সঞ্চিত অর্থের দ্বারা নিজেদের ধনকোষ বা ভোগ বৃদ্ধি করিতে পারিব, আমাদিগকে আর তথাকথিত গুরু-পুরোহিত (?), পাঠক, বক্তা, গায়ক কাহাকেও যখন কোন প্রকার দক্ষিণা দিতে হইবে না, তখন গৌড়ীয়মঠেরও আমাদের নিকট আর

হরিসেবার্থ অর্থানুকূল্য গ্রহণ করিবার উপায় নাই, কারণ, আমাদের হরিসেবায় আনুকূল্য প্রদান না করায় যে যুক্তি-অস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিয়াই আমরা বলিতে পারিব,—"এ ত' আপনাদেরই প্রচার্য্য বিষয়,—গুরু, গোস্বামী, পাঠক, বক্তার টাকা নিতে নাই; আপনারা অকপট হরিসেবার্থ অর্থ গ্রহণ করিলে ত' আপনাদেরও ঐ নিষিদ্ধ ব্যক্তিগণের পর্য্যায়েই পড়িতে হইবে; আপনাদের আচার ও প্রচার পৃথক্ হইয়া যাইবে; আপনারা হরিসেবার্থ, গুরু-হরিকীর্ত্তন-প্রচারার্থ কিছুই গ্রহণ করিতে পারিবেন না, তাহাতে একদিকে যেমন আমাদের ভোগের অর্থ আমাদেরই ভোগের ভাণ্ডারে থাকিয়া আমাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইবে, আর একদিকে সাধুদিগকেও আমরা তেমনি কল্প প্রতিষ্ঠা (?) দিয়া ভোগ (?) দিতে পারিব; আমরা লোকের কাছে বলিতে পারিব—'গৌড়ীয়-মঠ কেমন অর্থে নিস্পৃহ, ব্যবহারিক গুরু-পুরোহিতগণের ন্যায় তাঁহারা অর্থাদির আকাঙ্ক্ষা করেন না, আমাদিগের ভোগের ভাগীদার না হইয়া আমাদিগকে ভোগে পূর্ণ সুবিধা দিয়া থাকেন।' এইরূপে বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তর্পণ ও আর একদিকে আমাদের কল্পিত-ধারণায় সাধুগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণ (বিষয়ীর নিকট প্রতিষ্ঠাদি-প্রাপ্তি-দ্বারা) পরস্পর বেশ চলিতে পারিবে, তাহা হইলেই 'সুমতি চুপ, রামতি চুপেরই' বরাদ্দ প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

উপরি-উক্ত মনোধর্ম্মিগণও শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা বুঝেন নাই—

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা ইহারা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ বহির্মুখতায় ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিষয়ী বহির্মুখগণের মঙ্গল করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রশ্রয় দান করিয়া আপনাদিগকে কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখিনী জড়া প্রতিষ্ঠায় পুষ্ট করিতে চাহেন না; উহাতে নিষ্ক্রিয়ন পরিত্যাগ করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন, এক বিষয়ীর ধন-কোষ, ভোগ ও ইন্দ্রিয়তর্পণ বৃদ্ধি করিয়া অপর বিষয়ীকে বঞ্চিত করা এবং বিষয়ীর অনর্থে আপনাদিগকে পরিপুষ্ট বা বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তর্পণে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করা শুদ্ধভক্তি নহে—উহা ভক্তিধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বিচার ও আচার।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের যুক্ত বিচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠ শাস্ত্র ও সাধুগণের সঙ্গত বিচারানুসারে বলেন,—বিষয়ীর যেরূপ কৃষ্ণসেবা অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের গুরু-নামকীর্ত্তনপ্রচারকে সঙ্কুচিত করিয়া তথাকথিত গুরু-পুরোহিত নামধৃক্ অসৎ প্রচ্ছন্নভোগি-বিষয়ীর ইন্দ্রিয়-তর্পণে অর্থের অপব্যয় অর্থাৎ অর্থের দ্বারা অনর্থ ক্রয় করিবার উপায় নাই, তদ্রূপ সেই অর্থ নিজের বা নিজের বহির্মুখ তথাকথিত আত্মীয়স্বজনের ভোগে ব্যয় বা ব্যয় বন্ধ করিয়া নিজের ধনকোষ-বৃদ্ধিরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ করিবারও উপায় নাই। উক্ত উভয়বিধ কার্য্য-দ্বারাই অনর্থ পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাহা দ্বারা পরমার্থ পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ অকৈতব হরিকথা-প্রচারেই বিষয়ী তাঁহার যাবতীয় অর্থের সদ্ব্যবহার করিবেন। একমাত্র অকপট হরিকথা-প্রচারে অর্থানুকূল্য বা তদ্রূপ অর্থচিন্তা ভোগী ও অনর্থ-গ্রস্ত জীবের কিংবা কর্ম্মমার্গীয় বা তদনুবর্ত্তিব্যক্তিগণকে দান বা তাহাদের নিকট প্রতিগ্রহ-বীকারের ন্যায় অনর্থময় কার্য্যবিশেষ নহে।

অর্থের বা উপকরণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার কি?

হরিকথা-প্রচারে যাহার যে উপকরণ আছে, তাহা নিযুক্ত করা ব্যতীত এই জগতের উপকরণ বা উপাদান-গুলির আর কোন শ্রেষ্ঠ সার্থকতাই থাকিতে পারে না। অর্জ্জন-ক্রিয়া কেবল নিজতাৎপর্য্যপর হওয়ায় সেখানেই বরং প্রচ্ছন্নভাবে ভোগপ্রবৃত্তি প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু যেখানে কোন অকৈতব গৌরজনের আনুগত্যে অকৈতব হরিকথা-কীর্ত্তনের অনুশীলন হয়, সেখানে কাহারও ব্যক্তিগত ভোগ বা ত্যাগের অবসর না থাকায়, তাহাতেই সর্ব্ববিধভাবে আনুকূল্য-দ্বারা কি বিষয়ী, কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি গৃহস্থ, সকলেরই বাস্তব মঙ্গল হইতে পারে।

শ্রবণের অভাবেই শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা বাস্তব-সত্য-সম্বন্ধে জগতের লোকের ভ্রান্তি ও

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিষয় সহিষ্ণু হইয়া প্রবণ ও গভীর-ভাবে অকপট সত্যানুসন্ধিৎসার সহিত শুনাইয়া না দেওয়ায় এইরূপ নানাপ্রকার ভুল বুঝিয়াই অনেকে 'সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি' মনে করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২২শে আশ্বিন শনিবার, ১৩০৯ ; ৮ই অক্টোবর, ১৯০২ | ১০ম সংখ্যা।

দ্বাদশবন ও চৌরাশি ক্রোশ ব্রজ মণ্ডলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় *

দ্বাদশবনের নির্দ্দেশ

শ্রীমথুরামণ্ডল দ্বাদশটী বনসংযুক্ত। যমুনার পশ্চিমভাগে **সাতটী** বন এবং **পূর্ব্বভাগে পাঁচটী** বন।

পশ্চিমভাগে—(১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন, (৪) বহুলাবন, (৫) কামাবন, (৬) খদিরবন ও (৭) বৃন্দাবন।

পূর্ব্বভাগে—(১) ভদ্রবন, (২) ভাণ্ডীরবন, (৩) বেলবন, (৪) লৌহবন এবং (৫) মহাবন।

(১) **মধুবন**—বর্ত্তমান মহোলি (Maholi)। মথুরা-রেলওয়ে লাইনের ধারে ধারে মথুরা-সিটি-ষ্টেশনের প্রায় ২ তিন মাইল দক্ষিণে। মথুরার কাট্রা হইতে দক্ষিণদিকে অল্প-দূরেই ভূতেশ্বর-ক্ষেত্রপাল শিবের মন্দির। ভূতেশ্বর হইতে প্রায় ২॥ আড়াই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে মধুবন

মধু-দৈত্যের বাসস্থান, ধ্রুবের তপস্যাস্থান—ভাঃ ৪।৭।৪২ অঃ।)

(২) **তালবন**—বর্ত্তমান টার্সি (Tarsi); মধুবন ও

* এই বিবরণ মথুরা-জেলার গভর্ণমেণ্টের মানচিত্র, কয়েকজন পরিব্রাজক এবং পরিক্রমাকারীর নিকট হইতে প্রত্যক্ষবিবরণ ও প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনার পর সংগৃহীত হইলেও কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। গৌঃ সঃ।

মহোলির প্রায় ২। সওয়া দুই মাইল দক্ষিণপশ্চিমদিকে। (শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের তালবনে ধেনুকাসুর-বধের স্থান—ভাঃ ১০।১৫ অঃ।)

(৩) কুমুদবন—বর্ত্তমান উচাগাঁও (Uchagaon) ইহার অন্তর্গত। এই উচাগাঁও নবীপুরের সংলগ্ন উত্তরে; বর্ষাণের উত্তরে যে আর এক উচাগাঁও আছে, তাহা কুমুদ-বনান্তর্গত উচাগাঁও নহে। কুমুদবন মহোলির প্রায় ৩ চারি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং টানির প্রায় ৩· তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। (কুমুদ-শোভিত স্বচ্ছ সরোবরে ভগবানের জলকেলিস্থান

(৪) বহুলাবন—বর্ত্তমান বাথি বা বাধি (Bathi) মথুরার প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। মধুবন (Maholi) হইতে প্রায় ৪ চারি মাইল উত্তরপশ্চিমে শাম্বদু-কুণ্ড বা সাঁতোহা (Satoha), তাহার প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তরে (কিঞ্চিৎ পশ্চিমে) বহুলাবন। কোনও মতে 'বকুল' বনের অপভ্রংশই 'বহুলা'। (শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বহুলা-গাভীর প্রাণরক্ষার স্থান)।

(৫) কাম্যবন—বর্ত্তমান কামান (Kaman)। ইহা ভরতপুররাজ্যের অন্তর্গত। 'কানোয়ারা'র (Kanwara) প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং বর্ষাণের প্রায় ৭ সাত মাইল পশ্চিমে। [শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালে অবস্থিতির স্থান। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের ভজনস্থান, বজ্রনাভের প্রতিষ্ঠিত কামেশ্বর শিব আছেন। পাণ্ডবগণের বনবাসস্থান। গোবর্দ্ধন হইতে পাঠাবন বা খিগ্ (Dig) হইয়া কামাবনে যাইতে হয়। রাস্তা আছে।]

(৬) খদিরবন—বর্ত্তমান 'খৈরা' বা খায়রা (Khaira) নন্দগ্রামের প্রায় ৩ তিন মাইল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে এবং 'বিজোয়ারি'র (Bijwari) প্রায় ১ এক মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। (শ্রীকৃষ্ণের সখাগণসহ গোচারণ-লীলা-স্থান ও বকাসুরের বধস্থান—ভাঃ ১০।১১ অঃ।)

(৭) বৃন্দাবন—মথুরা হইতে প্রায় ৫ ছয় মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। (শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া বৃন্দাদেবীর বন ও শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় লীলাবিলাস-স্থলী।)

(৮) ভদ্রবন—'নন্দঘাট' হইতে যমুনা পার হইয়া পূর্ব্বপারে। মাটগ্রাম (Mat) হইতে (যমুনার কাঁচা রাস্তা গিয়াছে) উত্তরপূর্ব্বদিকে প্রায় ৪ চারি মাইল। ইংরেজী মানচিত্রে যে স্থানকে 'Bhadarban' বলা হইয়াছে, অনেকে তাহাই ভদ্রবনের অন্তর্গত বলেন। (শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের বিবিধ-ক্রীড়া ও গোচারণ-স্থান।)

(৯) ভাণ্ডীরবন—ভদ্রবনের দুই মাইল দক্ষিণে। 'মাট' (Mat)-গ্রামের নিকটে। (শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এইস্থানে সখাগণের সহিত মল্লক্রীড়া করিতেন, শ্রীবলরাম এই বনে প্রলম্বাসুরকে বধ করেন—ভাঃ ১০।১৮ অঃ।)

(১০) বিল্ববন বা শ্রীবন—বর্ত্তমান জাহাঙ্গীরপুর (Jahangirpur) বেলবনের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। মাটগ্রামের প্রায় ২৪ আড়াই মাইল দক্ষিণে এবং শ্রীভদ্রবনের প্রায় ১৪ দেড় মাইল উত্তরে যমুনার পারে অবস্থিত। (শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সখাগণসহ পঞ্চ বিষয়ক ভক্ষণের স্থান ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য লক্ষ্মীদেবীর তপস্যা-স্থান।)

(১১) লোহবন—মথুরা হইতে প্রায় ৪ চারি মাইল পূর্ব্বদিকে যমুনা নদী যাবধানে মথুরার পর-পারে অবস্থিত। 'পানিগাঁও'এর (Panigaon) প্রায় ৩ তিন মাইল দক্ষিণে। (লোহজঙ্ঘাসুরের বধস্থান ও শ্রীকৃষ্ণবলরামের গোচারণ-স্থলী।) লোহবনের প্রায় ২। সওয়া দুই মাইল দক্ষিণে যমুনার তীরে রাওলগ্রাম (Rawal)। ইহা শ্রীরাধারাণীর জন্মস্থান বলিয়া কথিত।

(১২) মহাবন—মথুরা হইতে প্রায় ৭ সাত মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে যমুনার পরপারে অবস্থিত। ইহার নামান্তর বৃহদ্বন (ভাঃ ১০।১১।২১) বা প্রাচীন গোকুল। (শ্রীনন্দনন্দনের আবির্ভাব ও বাল্য-লীলা-স্থলী, শ্রীনন্দ-যশোদার আলয়।) 'আশীধারা' নামে আশীটী ভগ্নস্তূপ গৃহ, 'নন্দমহারাজের প্রাসাদ' বলিয়া পরিচিত। এখান হইতে কংসপ্রেরিত অসুরের অত্যাচারের আশঙ্কায় নন্দমহারাজ গোপগণের সহিত নন্দগ্রামে গিয়া বাস করেন।

মথুরা

রামশয়নযুক্ত মথুরা পদ্মাকৃতি। তন্নিকারে ভক্তিক্লেশ-নাশন শ্রীকেশবদেব। শ্রীকেশবই মথুরার অধিদেব। পদ্মাকৃতি মথুরার পূর্ব্ব পাপড়ীতে—শ্রীবিশ্রান্তিদেব; উত্তর পাপড়ীতে—শ্রীগোবিন্দদেব এবং দক্ষিণ পাপড়ীতে —শ্রীবরাহদেব।

শ্রীহরির প্রিয়ধাম মথুরার ক্ষেত্রপাল—ভূতেশ্বর মহাদেব।

ভক্তিরত্ন উপবন

(১) **গোকুল**—মহাবন বা বৃহদ্বনের অন্তর্গত, যমুনার পূর্ব্বপারে।

(২) **গোবর্দ্ধন**—মথুরা হইতে প্রায় ৭॥ সাড়ে ছয় ক্রোশ পশ্চিমে এবং রাধাকুণ্ড হইতে প্রায় ৩ তিন মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত।

(৩) **বর্ষাণ**—নামান্তর বৃষভানুপুর, নন্দগ্রামের প্রায় ৪ চারি মাইল দক্ষিণে, উঁচাগাঁও (বলদেবের স্থল, এই উঁচাগাঁও কুমুদবনের অন্তর্গত নহে) এর প্রায় ১ এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

(৪) **সঙ্কেত**—বর্ষাণের প্রায় ২। সওয়া দুই মাইল এবং প্রেম-সরোবরের প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত।

(৫) **নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম**—সঙ্কেত হইতে প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তরে নন্দীশ্বর।

(৬) **পরমাদ্রা**—চমোদনা বা Paramadra, ভিন্ন (Dig) এর অন্তর্গত, গোবর্দ্ধনের প্রায় ৭ সাত মাইল উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে।

(৭) **আজিৎ**—গোবর্দ্ধনের প্রায় ৩ তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে।

(৮) **শেষশায়ী**—রসৌলীর প্রায় ১॥ দেড় মাইল দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে ক্ষীরসাগর গ্রামের পূর্ব্বদিকে। (শ্রীকৃষ্ণ জলের উপর শয়ন করিলে শ্রীরাধিকা তাঁহার পদসেবা করিয়াছিলেন।)

(৯) **মাটবন**—যমুনার পূর্ব্বপারে ভদ্রবনের প্রায় ৩। সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণে।

(১০) **উঁচাগাঁও**—বর্ষাণের প্রায় ১ এক মাইল উত্তরে; বলদেবের স্থান।

(১১) **খেলনবন**—(খেলগড়) উজানীর প্রায় ২ দুই মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ-দিকে যমুনার তীরে বিরাজিত, রাম ও কৃষ্ণের বিবিধ খেলার স্থান।

(১২) **শ্রীকুণ্ড বা রাধাকুণ্ড**—নামান্তর আরিট্টগ্রাম; অরিষ্টাসুরের বধ-স্থান, গোবর্দ্ধনের প্রায় ২॥ আড়াই মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে মুখরাই (Mukhrai) গ্রামের প্রায় ১। সওয়া এক মাইল উত্তরে অবস্থিত।

(১৩) **গন্ধর্ব্ববন**।

(১৪) **পারসৌলি বা পরাসৌলি**—বর্ত্তমান মথুরা-পুরের নিকটবর্ত্তী বা কোন বিচারে তদন্তর্গত। অরিষ্ট-গ্রামের প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, যমুনার গ্রামের প্রায় ১ এক মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ-কোণে অবস্থিত; কলঙ্ক-কালে শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়াস্থলী।

(১৫) **বিল্বকু**—(Bilchu) মতিপুরার (Jatipura) প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তরে কিঞ্চিৎ পশ্চিমাভিমুখে অবস্থিত। বিল্বকুণ্ড, যাহাতে হরিদেব প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় বিল্বকু উপবন।

(১৬) **বাচ্‌বন**—বৎসবন, ইহার নামান্তর—বাচ্‌গাঁও (Bachgaon)। **পৈঠ**—(Paintha) ও তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গোবর্দ্ধন হইতে বাচ্‌গাঁও পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা আছে। গোবর্দ্ধনের প্রায় ৭ সাত মাইল দক্ষিণে বাচ্‌গাঁও। (শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামস্থল।) বল্লভ-সম্প্রদায়িগণ এই পর্য্যন্ত ব্রজমণ্ডলের 'এক সীমা' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(১৭) **আদিবদ্রী**—আদিপুরের প্রায় ১॥ দেড় মাইল পশ্চিম-দক্ষিণদিকে অবস্থিত। আদিবদ্রীর প্রবেশ-পথেই আদিপুর-গ্রাম। এ-স্থানে আদিবদ্রীনাথের মন্দির আছে।

(১৮) **করহলা**—(Karahla)—সুরৌলীর প্রায় ১॥ দেড় মাইল দক্ষিণে, বহিরবন বা বইয়ার ও তিন মাইল দক্ষিণে। (চন্দ্রাবলীর স্থান।)

(১৯) **ভাণ্ডীরবন**—বর্ষাণের প্রায় ১ এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, গাজিপুরের নিকটে। (শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চক্ষে অঞ্জন পরাইয়াছিলেন। ইন্দুলেখার অবস্থান।)

(২০) **কোকিলাবন**—নন্দগ্রামের প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তরে এবং বাবটের প্রায় ২ দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ন্যায় ধ্বনি করিয়া শ্রীযশোদার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

(২১) **পিয়াসো**—(Pisawa) করহলার প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তরে ও সুরৌলীর প্রায় ১ এক মাইল দক্ষিণে। (এখানে শ্রীকৃষ্ণ পিপাসাতুর হইলে বলরাম কৃষ্ণা নিষ্ক্রান্ত করিয়াছিলেন।)

(২২) **ধবিগাঁও**—হডেলের প্রায় ৩ তিন মাইল দক্ষিণে। (এখানে কৃষ্ণ গোপীগণের ধবি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।)

(২৩) **কোটবন**—বৈঠানের (Bathain) প্রায় ৪ চারি মাইল কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে কোটবন (Kotban) চরণ-পাহাড়ীর ৪ চারি মাইল উত্তরে।

(২৬) **রাতেল**—গোবর্ধনের প্রায় ২। আড়াই মাইল দক্ষিণে যমুনার তটে রাওলে বা রাতেল গ্রাম। (শ্রীমতীর জন্মস্থান বলিয়া কথিত।)

শ্রীব্রজমণ্ডলের পঞ্চ পর্ব্বত

(১) গোবর্দ্ধন, (২) বর্ষাণ, (৩) নন্দীশ্বর, (৪) বড় চরণপাহাড়ী (বৈঠানে), (৫) ছোটচরণ-পাহাড়ী।

সপ্ত সরোবর

(১) মানস-সরোবর, (২) কুসুম-সরোবর (রাধাকুণ্ডের প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে), চক্র-সরোবর (পেঠোগ্রামে), (৪) প্রেমসরোবর (বর্ষাণ ও পালিপুরের নিকট), (৫) নারায়ণ-সরোবর, (৬) পাবন-সরোবর (খাদট ও নন্দীশ্বরের অন্তঃপাতী), (৭) মান সরোবর (বেলবনের প্রায় ৩৪ মাইল পূর্ব্বভাগে)।

সপ্ত শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন

(১) নন্দগ্রামে, (২) সুরভীকুণ্ডতটে, (৩) গোবর্দ্ধন-গিরির তলদেশে, (৪) গোবর্দ্ধনগিরির শিখরে, (৫) হস্তিপদ-সমীপে, (৬) বড় চরণপাহাড়ীর উপর, (৭) ছোট চরণপাহাড়ীর উপর

সপ্ত বলদেবমূর্ত্তি

(১) বিলাসবনে, (২) অড়ীতে, (৩) নন্দগ্রামে, (৪) উঁচাগাঁওয়ে, (৫) নটীসেমরীতে, (৬) জিখিনগ্রামে ও (৭) ডোভাপালে।

ছয়টী কুলনের স্থান

(১) গোবর্দ্ধনপর্ব্বত, (২) সঙ্কেত, (৩) শ্রীরাধাকুণ্ড, (৪) কমুলাগ্রাম, (৫) শ্যামলাকুণ্ড, (৬) শ্রীবৃন্দাবন।

ছয়টী রাসলীলার স্থান

(১) গোবর্দ্ধন, (২) রামঘাটী, (৩) কমুলা, (৪) কদমখণ্ডী, (৫) গহ্বরবন, (৬) সাকরী খোটে।

নয়টী ক্ষেত্রপাল-মহাদেব-মূর্ত্তি

(১) গোপেশ্বর, (২) ভূতেশ্বর, (৩) গোকর্ণেশ্বর, (৪) রঙ্গেশ্বর, (৫) কামেশ্বর, (৬) ভদ্রেশ্বর, (৭) নন্দীশ্বর, (৮) চক্রেশ্বর, (৯) বৃদ্ধেশ্বর বা বুঢ়া বাবা।

গোপেশ্বর

গোপেশ্বর—সদাশিব গোপালনীশক্তি। ইনি শ্রীবৃন্দা-বিপিনের পালক। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ সঙ্গ-প্রাপ্তির কামনায় গোপেশ্বরের আরাধনা করেন। ইনি গোপী-পূজিত বলিয়া 'গোপীশ্বর' নামেও খ্যাত। ইঁহার কৃপায় বৃন্দাবন-প্রীতি বর্দ্ধিত হয়।

গোপেশ্বরের প্রণাম-শ্লোক এই,—

শ্রীমদ্গোপীশ্বরং বন্দে শঙ্করং করুণাময়ম্।
সর্ব্বক্লেশহরং দেবং বৃন্দারণ্যনিবাসিনম্॥
বৃন্দাবনাধিপতে তব সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্যঃ।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিষুগাস্থিপদ্মে
শ্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিজপার্ষদিকাং মে॥

শ্রীবৃন্দাবনান্তর্গত দ্বাদশ বন

শ্রীবৃন্দাবন-পঞ্চক্রোশীর মধ্যে আবার পৃথগ্ভাবে দ্বাদশটী বন বিরাজিত রহিয়াছে। নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল—

(১) **অটলবন**—শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণভাগে বিরাজিত। এখানে অটনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও অটলতীর্থ আছেন। ভোজন-স্থলীতে যাজ্ঞিকবিপ্রপত্নীগণের অন্ন ভোজন করিবার পর শ্রম ও ক্লান্ত এখানে সখাগণের নিকট যাজ্ঞিকবিপ্র-পত্নীগণের সেবা-প্রবৃত্তি কিরূপ 'অটন', তাহা প্রকাশ করেন। (ভাঃ ১০।২৩ অঃ)

(২) **কোবারিবন**—অটলবনের উত্তর-পশ্চিমদিকে বিরাজিত। কালীয়-হ্রদের প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী স্থানে মৃত ব্রজবাসিগণ কংসের দাবানল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া 'কো নিবারি?' অর্থাৎ 'অগ্নি কে নিবারণ করিয়াছেন?' বলিয়াছিলেন বলিয়া এই বনের নাম 'কোবারিবন' এবং অগ্নিনির্ব্বাপণের স্থান 'দাবানল-কুণ্ড' নামে পরিচিত হইয়াছে। (ভাঃ ১০।১৭ অঃ)

(৩) **বিহারবন**—কোবারিবনের পশ্চিম-দক্ষিণদিকে অবস্থিত। রাধাকৃষ্ণের বিহার-স্থান। এখানে 'রাধাকূপ' নামে একটি কূপ আছে।

(৪) **গোচারণবন**—বিহারবনের পশ্চিম প্রান্তে-পুরাতন যমুনার তটে এই বন। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণস্থান। এখানে বরাহদেব ও গৌতমমুনির তপস্যা-স্থান আছে।

(৫) **কালীয়বন**—গোচারণ-বনের উত্তর-ভাগে অবস্থিত। পুরাতন কদম্ব-বৃক্ষ, যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণ কালীয়-দমনার্থ যমুনায় লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।১৬।৩)

(৭) গোপালবন—কালীয়বনের উত্তরভাগে বিরাজিত। নন্দ এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণগণকে গো দান করিয়াছিলেন। —(ভাঃ ১০।১১।৩৮)।

(৮) নিকুঞ্জবন বা সেবাকুঞ্জ—গোপালবনের পূর্ব্বোত্তর-ভাগে অবস্থিত। শ্রীরাধাগোবিন্দের বিহারস্থলী।

(৯) নিধুবন—নিকুঞ্জবনের উত্তরভাগে অবস্থিত। ইহা শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য অপ্রাকৃত বিলাস-ক্রীড়ার স্থান।

(১০) রাধাবন বা রাধাবাগ—শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্বোত্তর-ভাগে যমুনার তটে বিরাজিত।

(১১) কুলনবন—রাধাবাগের দক্ষিণে বিরাজমান। এ-স্থান শ্রীরাধাগোবিন্দের কুলন লীলা-স্থলী।

(১২) গহ্বরবন—কুলনবনের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। দানলীলার স্থান-বিশেষ।

(১৩) পসরবন—গহ্বরবনের দক্ষিণভাগে বিরাজিত। এইখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীগণকে যজ্ঞনারায়ণ দর্শন করাইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের তিনটী বট

(১) বংশীবট—বৃন্দাবনের পূর্ব্বে যমুনার তীরে অবস্থিত। রাসলীলার রাত্রিতে এই বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীরবে গোপিকাগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রবাদ, মধুপণ্ডিত এখানে গোপীনাথ-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন।

(২) অদ্বৈতবট—মদনমোহনের পুরাতন-মন্দিরের পূর্ব্বভাগে প্রাচীন-যমুনার তীরে অবস্থিত। কথিত হয় যে, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এইস্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন।

(৩) ভূঙ্গারবট—অপর নাম 'নিত্যানন্দবট'। যমুনার তীরে অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার শৃঙ্গারের দ্বারা সুবলাদি সখাগণের উল্লাস বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর উপবেশন-স্থান।

দুইটী পুলিন

(১) যমুনা-পুলিন—রাধাবাগের পূর্ব্বাভিমুখে যমুনার দুই ধারার মধ্যস্থ স্থান।

(২) রাস-পুলিন—ধীরসমীর ও রাধাবাগের মধ্যে অবস্থিত।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ *

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু "এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ারে করিয়াছেন আত্মসাৎ" (চৈঃ চঃ আদি ১।১৯) বলিয়া যাঁহার বন্দনা করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধাধিদেবতা শ্রীমদনমোহন, অভিধেয়াধিদেবতা শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীপ্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীগোপীনাথ শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অধিষ্ঠিত।

১। শ্রীমদনমোহন—শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুর সেবা বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনের পুরাতন মন্দির আদিত্যটীলার উপর সংস্থাপিত। আওরঙ্গজেবের সময় শ্রীসনাতন প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহনদেব প্রথমে জয়পুরে যান, তথা হইতে জয়পুরপতি তাঁহার আত্মীয় করৌলির রাজাকে সেই শ্রীমূর্ত্তি সেবার জন্য প্রদান করেন। এখানে করৌলিতেই সেই শ্রীমূর্ত্তি আছেন।

২। শ্রীরাধাগোবিন্দ—শ্রীল রূপগোস্বামীর সেবা বিগ্রহ। পুরাতন-মন্দিরের সংলগ্ন শ্রীপাটীলা বা যোগপীঠ হইতে প্রকটিত। মথুরা হইতে যে প্রশস্ত রাজপথ বৃন্দাবনে আসিয়াছে, তাহার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। মানসিংহ শ্রীগোবিন্দদেবের কারুকার্য্যশোভিত মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আওরঙ্গজেবের সময় শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে নীত হন এবং তথায়ই শ্রীগোবিন্দদেব পূজিত হইতেছেন।

৩। শ্রীগোপীনাথ—শ্রীমধুপণ্ডিতের সেবাবিগ্রহ। ভক্তিরত্নাকর ২য় তরঙ্গ হইতে জানা যায়, শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য বংশীবটের সন্নিকটস্থ যমুনাপুলিনে গোপীনাথ-বিগ্রহ আবিষ্কার করিয়া মধুপণ্ডিতকে সেবার অধিকারী করেন। প্রথমে বংশীবটের নিকটে শ্রীগোপীনাথ স্থাপিত ছিলেন, পরে আকবরের একজন মন্ত্রিবর রায় রায়সিংহ গোপীনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আওরঙ্গজেবের উপদ্রবকালে শ্রীগোপীনাথ জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ—প্রত্যেক মন্দিরেই বর্ত্তমানে প্রতিভূ-শ্রীবিগ্রহ পরবর্ত্তিকালে প্রতিষ্ঠিত

---

* শ্রীমঃ কৃষ্ণচন্দ্রপরিচিতাং মাদিবিত্তীর্ণমূর্ত্তিং
বংশীবটায়ন-ভিন্নলায়মূলস্থাং ত্রজকেশ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
ত্ব প্রেষ্ঠাত্মস্ব যদি লপ যমুনাদেহভৃতি বন্দঃ।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব ২।১১১)

হইয়া বিরাজিত আছেন। গোপীনাথের বর্ত্তমান মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ আছেন। শ্রীমতীর সহিত শ্রীগোপীনাথের একত্রাবস্থান-হেতু অভিন্নস্বরূপে শ্রীবিদ্যা-নন্দের মূর্ত্তি আর এখানে পৃথক্‌ভাবে নাই।

৪। **শ্রীরাধা-দামোদর**—শ্রীল জীবগোস্বামীর সেব্যবিগ্রহ। পুলিনবটের নিকট ও যমুনার সন্নিকটে অবস্থিত। এই মন্দিরে, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু যে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলাটী পরিক্রমা করিতেন, সেই শ্রীশিলাই পূজিত হইতেছেন। এখানে শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর বিপুল গ্রন্থাগার ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত গ্রন্থেরই অপ্রকট হইয়াছে।

৫। **শ্রীরাধারমণ**—শ্রীগোপালভট্টের সেব্যবিগ্রহ। শ্রীশালগ্রাম হইতে প্রকটিত ত্রিভঙ্গমুরলীধর শ্রীবিগ্রহ। গোপালভট্টের শিষ্য শ্রীগোপীনাথপূজারীর বংশধরগণ রাধারমণ-সেবার বর্ত্তমানে এই শ্রীবিগ্রহ সেবা করিতেছেন। শ্রীবিগ্রহের বামভাগে শ্রীমূর্ত্তির রত্নমুকুট শ্রীমতীর শ্রীমূর্ত্তিরূপে বিরাজমান।

৬। **শ্রীরাধাবিনোদ**—শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভুর আবির্ভাব ও সেবা বিগ্রহ। কথিত হয় যে, বিরক্ত-শিরোমণি শ্রীল লোকনাথ গোস্বামিপ্রভু ওমরাও গ্রামের নিকটবর্ত্তী ভ্রমরবনে ভজন করিতেন। তথায় কিশোরীকুণ্ড হইতে শ্রীরাধাবিনোদ প্রকটিত হন। শ্রীরাধাবিনোদ শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

৭। **শ্রীগোকুলানন্দ**—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীরাধাকুণ্ডতটে 'গোকুলানন্দ' নামে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক সেবা করিতেন, সেই শ্রীমূর্ত্তি শ্রীরাধাবিনোদের পুরাতন-মন্দিরের পার্শ্বে আনীত ও পূজিত হইতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুকে যে 'গোবর্দ্ধনশিলা' প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রীল দাস গোস্বামীর ভাবসেবায় সেবিত সেই শ্রীশিলা চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সেবা করিতেন। তাহাও এই মন্দিরে শ্রীগোকুলানন্দের সিংহাসনে সংস্থাপিত আছেন।

৮। **শ্রীরাধাশ্যামমোহন**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত খানেশ্বরী জগন্নাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ। শ্রীমদন-মোহনের মন্দিরের পশ্চাদ্‌দিকে পুরাতনমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে মন্দির-সংলগ্ন একটী কুটীরের ভিতর অবস্থিত। কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটস্থ খানেশ্বরে শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহের বাস ছিল। নাভাদাসের হিন্দি ভক্তমালে এই 'খানেশ্বরী জগন্নাথে'র উল্লেখ আছে।

৯। **শ্রীরাধামাধব**—শ্রীশ্রীগোবিন্দ-চরিতা শ্রীজীব গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। এই মন্দির ব্রহ্মঘাটের নিকটে বিরাজিত।

১০। **শ্রীগোপালজী**—শ্রীগোপালজীর সেবার উত্তরাভিমুখে উচ্চভূমির উপর শ্রীগোপালজীর মূল মন্দির রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্রের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া গোপাল উড়িষ্যার 'সত্যবাদী' গ্রামে সাক্ষী দিতে গিয়াছিলেন। ইহা সেই সাক্ষীগোপালেরই আদি মন্দির।

১১। **শ্রীশ্যামসুন্দর**—শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভুর প্রতি-ষ্ঠিত ও সেবিত শ্রীবিগ্রহ নিধুবনের সন্নিকটস্থ শ্রীমন্দিরে অবস্থিত।

সমাধি-স্থান

১। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর সমাধি—শ্রীমদন-মোহনের শ্রীমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। সন্নিকটে "সনাতন-কূপ"।

২। শ্রীল রূপ ও শ্রীল জীব-গোস্বামিপ্রভুর সমাধি—শ্রীরাধা-দামোদর শ্রীমন্দিরের নিকটে।

৩। শ্রীল মধুপণ্ডিতের সমাধি—শ্রীগোপীনাথজীর মন্দিরের সন্নিকট।

৪। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভুর সমাধি—শ্রীরাধারমণের সেবায়।

৫। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি—শ্রীগোকুলানন্দে।

৬। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর সমাধি—চৌষট্টিমোহান্তের সমাধির নিকট অবস্থিত। ছয় চক্রবর্ত্তী ও অষ্ট কবিরাজের সমাধিও তথায় বিরাজিত।

৭। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভুর সমাধি—বীরসহীরে অবস্থিত।

৮। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি—শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত।

৯। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের সমাধি—কাশীধামে বিরাজিত।

চৌরাশিক্রোশ পরিক্রমার প্রসিদ্ধ স্থান ও মোটামুটি পর্য্যায়

চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা মথুরা হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে বিভিন্নস্থানসমূহ দর্শন করা যাইতে পারে। কেবল বিশেষ বিশেষ স্থানসমূহের নাম ও মোটামুটিভাবে ক্রম নিম্নলিখিত হইল। আবশ্যক-বোধে এই ক্রম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। শ্রীল ঠাকুর নরহরি-বর্ণিত ব্রজপরিক্রমার ক্রম সাধারণভাবে গৃহীত হইয়াছে।

মথুরা (দর্শনীয়—শ্রীকেশব, শ্রীকেশবজন্মভূমেশ্বর, চব্বিশঘাট, ধ্রুবতীর্থ, বিশ্রামঘাট ইত্যাদি), (১) মধুবন (মথুরা হইতে প্রায় ৫ তিন মাইল দক্ষিণে ; দর্শনীয়—মধুবনবিহারী, মধুকুণ্ড ও ধ্রুবটীলা), (২) তালবন (মধুবন হইতে প্রায় ২। সওয়া দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ; দর্শনীয়—কৃষ্ণ-বলরাম ও বলরামকুণ্ড). (৩) কুমুদবন (তালবন হইতে প্রায় ৩ তিন মাইল পশ্চিমে), [কুমুদবন হইতে অন্যপথ দিয়া মধুবনে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি-যাপন], সাঁতোহা বা শান্তনুকুণ্ড (মধুবন হইতে প্রায় ৩। সাড়েতিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে , ইহা একটী ছোট গ্রাম, তিনটী ধর্ম্মশালা, বনকূপ ও কূপ আছে), দতিয়া (Datiya—সাঁতোহা হইতে ১ এক মাইল উত্তরে), গণেশরা (Ganeshra—দতিয়া হইতে প্রায় ১ এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে). (৪) বহুলাবন (Bathi—গণেশরা হইতে প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ; দর্শনীয়—বহুলাকুণ্ড, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি) ৫, রাল (Ral—বহুলাবনের প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে), মথেরা (রালের প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তরে). জৈত (Jait —মথেরার প্রায় ১ এক মাইল উত্তরে), ছটিকরা Chhatikra —জৈতের প্রায় ১॥ দেড় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে), গরুড়-গোবিন্দ (ছটিকরার নিকটেই ; দর্শনীয় —শ্রীগরুড়গোবিন্দের শ্রীমন্দির), [পুনরায় বহুলাবনে ফিরিয়া আসিতে হয়], - ময়ূরগ্রাম (Mora—বহুলাবনের প্রায় ১॥ দেড় মাইল দক্ষিণে), [কেহ কেহ যমুনা পার হইয়া পূর্ব্বে না যেখিয়া পরেও যেখেন, ইহা ময়ূরগ্রামের প্রায় ১ এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে], আড়িং (Aring—ময়ূরগ্রাম হইতে প্রায় ৪ চারি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে), মাধুরী কুণ্ড (আড়িংএর প্রায় ১ এক মাইল দক্ষিণে), দক্ষিণগ্রাম বা জখীনগাঁও (Jakhangaon —আড়িংএর প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে এবং ময়ূরগ্রামের প্রায় ২॥ আড়াই মাইল পশ্চিমদিকে), ভোষ (জখীনগাঁওএর প্রায় ১ পৌনে এক মাইল উত্তরে), জনতা (Junaidi—জখীনগাঁওএর প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তরে), বসৌতি (Basonti—জনতার প্রায় ½ আধ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে), রাধাকুণ্ড (মুখরাইএর প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তরে, গোবর্দ্ধনের প্রায় ২ দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে, গোবর্দ্ধন হইতে রাধাকুণ্ড পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা গিয়াছে, রাধাকুণ্ডে জলকষ্ট ; দর্শনীয়—শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর সমাধি প্রভৃতি), কুসুম-সরোবর (রাধাকুণ্ড হইতে প্রায় ১॥ দেড় মাইল, রাধাকুণ্ড হইতে পাকা রাস্তা আছে, নিকটে উদ্ধবকুণ্ড, নারদকুণ্ড, গোপাল-কুণ্ডের প্রভৃতি দর্শন করিয়া তথা হইতে প্রায় ১॥ দেড় মাইল ঘুরে) গোবর্দ্ধনস্থিত 'মানসী গঙ্গা' (দর্শনীয়—সনাতন-গোস্বামীর ভজনস্থল, হরিদেব প্রভৃতি), গোবর্দ্ধন, চন্দ্র-সরোবর (গোবর্দ্ধন হইতে প্রায় ২ দুই মাইল ঘুরে). [এখানে অনেক সময়ে যাত্রিগণ তাঁবুতে অবস্থান করেন]. নিকটে মহেশপুর গ্রাম, তন্নিকটেই পরসৌলি, পৈঠ বা পেঠো (Paintha —মহেশপুরের প্রায় ২। সওয়া দুই মাইল দক্ষিণে), আনিওর (Anaur—অরকূটগ্রাম, পৈঠ হইতে প্রায় ২ দুইমাইল উত্তর-পশ্চিমে, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপালদেব গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত হইতে এখানে অবতরণ করেন ও অন্নকূট-মহোৎসব হয়) . অন্নকূট-গ্রামের সংলগ্ন জতিপুর গ্রাম (Jatipur—এখানে বাজার আছে, যাত্রিগণ

---

৫ [বহুলাবনে প্রথম দিন বিশ্রাম করিয়া পরদিবস রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতির দর্শন ; তৎপরদিবস কুসুম-সরোবর, গোবর্দ্ধনপর্ব্বত, মানসীগঙ্গা, সনাতনগোস্বামিপ্রভৃতি ভজন-স্থান, আনিয়োর বা অন্নকূটগ্রাম, ব্রহ্মকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড, মাধবেন্দ্রপুরীর ঘুম, রামের পঞ্চায়েত ছাপা, জতিপুরা, রামঘাটী প্রভৃতি দর্শন। পরদিবস দাঁতোরা বা দিগ্ (Dig—এইস্থানে জয়পুরাধিপের দুর্গ ও প্রাসাদ আছে ; দাইয়া নগর পরিক্রমণে গোপালকুণ্ড, তৎপরে যেরেম-গ্রামে বলদেবকুণ্ড ও বলদেবজী দর্শনীয়। পরদিবস কামাবন, ইহা কামা বা কামান (Kaman) নামে পরিচিত। দিগ্ হইতে কামাবন প্রায় ১০ দাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। কামাবন হইতে খদীর প্রায় ৭ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। পরদিবস খদীর। খদীর হইতে সংকেতবট ২। সওয়া-দুই মাইল উত্তরে। সংকেত হইতে বলগ্রাম ২ দুই মাইলের কিছু বেশী উত্তরে। বলগ্রাম হইতে বাদট প্রায় ২ দুই মাইল উত্তরে, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে।]

অবস্থান করিতে পারেন), গাঁঠুলি (Ganthauli—যতিপুর হইতে প্রায় ½ অর্দ্ধ মাইল উত্তরে, গোবর্দ্ধনের প্রায় ২ দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে), শ্যামঢাক (যতিপুর হইতে প্রায় ১॥ দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, এই স্থানে কদম্ব-বৃক্ষের যেমনার মত পাতা হয়), রাধার গোকা, শ্যামকুণ্ড, ঐরাবতকুণ্ড, ইন্দ্রজীকা কুণ্ড, বিল্বকুণ্ড, সখীথরা বা সখীস্থলী (সৌকরাই—Sakrawa—গাঁঠুলির প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তরে), নিমগ্রাম (Nibgaon—নিম্বার্কের জন্মস্থান বলিয়া আরোপিত ; গোবর্দ্ধন হইতে প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তরে), পাটলগ্রাম (Padal—নিম-গ্রামের প্রায় ২ দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে), কুজেরা (পাটলের প্রায় ২ দুই মাইল পূর্ব্বদিকে, রাধাকুণ্ডের প্রায় ২ দুই মাইল উত্তরে, রাধাকুণ্ড হইতে কুজেরা ভাল রাস্তা গিয়াছে), পালি (Pali—কুজেরা হইতে প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে), ডেরাবলী (Diraoli—পালি হইতে প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে), সাহার (Sahar—ডেরাবলী হইতে প্রায় ৪ চারি মাইল উত্তরে, বুধবার হাট হয়), [অনেকে গাঁঠুলি হইতে মথুরাজেলার সীমার দিয়া যেহেরা যান], বেহেরা (গাঁঠুলি গ্রামের প্রায় ৪ চারি মাইল পশ্চিমে), বেহেরার পশ্চিমে বলভদ্রকুণ্ড, দাউজীর মন্দির, বেহেরা হইতে দিগ্ (Dig বা লাঠাবন) প্রায় ২ দুই মাইল, বেহেরা-গ্রামের উত্তর-পশ্চিমদিকের রাস্তা দিয়া বেলবীর ও মুনিবীর-কুণ্ড হইয়া 'প্রমোদনা' বা পরমাদ্রা (Parmadra—পশ্চিমদিকের রাস্তা ধরিয়া দিগ্ বা লাঠাবন হইয়া পরমাদরায় যাওয়া যায়), শ্রীনারায়ণ (পরমাদরার ১॥ দেড় মাইল পশ্চিমে), সেতুকন্দরা বা সেউ (শ্রীনারায়ণের ২ দুই মাইল উত্তরে), ইন্দ্রোলি বা ইন্দরোলি (Indroly—সেউ হইতে ৪ পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে), কাম্বোয়ারো (Kanwara—কদম্বমুনির তপস্যা-স্থান), (৫) কাম্যবন (বর্ত্তমানে ভরতপুর-রাজ্যের ভরতীদের একটী নগর, দিগ্ বা লাঠাবন হইতে কাম্যবনে পাকা রাস্তা আছে ; দিগ্ হইতে শ্রীনারায়ণ হইয়া কাম্যবন প্রায় ১০ দশ মাইল, এখানে বহু লোকের বাস, বাজার, গাড়ী, মোটরাদি আছে), [কাম্যবনের পর হইতে পরিক্রমার অধিকাংশে রাস্তার সোপুরুকীটা আছে], ভরতপুর-রাজ্যের সীমানা পরিত্যাগ করিয়া উঁচাগাঁও (বলদেবের স্থান ও প্রাচীন মন্দির বর্ষাণ বা বৃষভানুপুর (উঁচাগাঁওএর দক্ষিণে পাহাড়ের উপর অবস্থিত, উঁচাগাঁও হইতে প্রায় ১ এক মাইল, কাম্যবন হইতে বর্ষাণ প্রায় ৭ সাত মাইল), মোহনীকুণ্ড (মোহোদন-স্থান, চিক্‌সৌলির নিকটে), চিক্‌সৌলি বা ক্ষিরশালী (Chiksauli—বর্ষাণের দক্ষিণে অবস্থিত), নিকটেই প্রেম-সরোবর, সঙ্কেত (বর্ষাণের প্রায় ২ দুই মাইল উত্তরে, নন্দগাঁওএর প্রায় ২॥ সওয়া দুই মাইল দক্ষিণে, সুতরাং সঙ্কেত বর্ষাণ ও নন্দগাঁওএর মধ্যবর্ত্তীস্থানে অবস্থিত, কাঁচা রাস্তা আছে), রিটৌরা (Rithaura—চন্দ্রাবলীর ভবন, সঙ্কেতের উত্তর-পশ্চিমে ও নিকটে), নন্দগ্রাম (Nandgaon—'নন্দীশ্বর' বলিয়াও কথিত, সঙ্কেতের প্রায় ২ দুই মাইল উত্তরে নন্দগ্রাম, নন্দ-মহারাজ গোকুল হইতে কংসের উপদ্রবে এখানে আসিয়া বাস করেন), যাবট (Jao—যাবক বন, 'যাবক' শব্দের অর্থ আলতা, কৃষ্ণ এখানে শ্রীমতীর চরণে আলতা পরাইয়াছিলেন, নন্দগাঁও হইতে প্রায় ১॥ দেড় মাইল), ধনসিঙ্গা (Dhansingu—যাবটের প্রায় ১ এক মাইল উত্তর-পূর্ব্বে), [অনেকে পার্শ্ববর্ত্তী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কএকটী বিভিন্ন লীলাস্থলী দেখিবার জন্য নিম্নলিখিত স্থানে যান], কোশী বা কুশী (যাবটের প্রায় ৪ চারি মাইল উত্তরে), পয়গাঁও (Paigaon—কোশী ষ্টেশনের প্রায় ৩ তিন মাইল পূর্ব্বাভিমুখে), ছত্রবন (Chhata—কোশী ষ্টেশন হইতে ট্রেণে যাওয়া যায়, কোশীর প্রায় ৪ চারি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে), সেমরী (Semri—ছাতার প্রায় ৪ চারি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে), নরী (Nari—সেমরীর প্রায় ১ এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে), সাঁখি (Sankhi —নরীর প্রায় ১ এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে), করেলা (Karahla—সাঁখির প্রায় ৩ তিন মাইল পশ্চিমে), পিসায়ো বা পিসাবা (Pisawa—করেলার প্রায় ১ এক মাইল উত্তরে), লোধৌলী (Lodhauli—পিসায়োর প্রায় ½ আধ মাইল উত্তরে), অঁজনক (Ajnokh—বর্ষাণের প্রায় ২ দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, করেলার প্রায় ১॥ দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে), (৬) খদিরবন (Khaira—খয়রার অন্তর্গত, অঁজনক হইতে প্রায় ২ দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, নন্দগাঁওএর প্রায় ২ দুই মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে, লোধৌলীর প্রায় ২ দুই মাইল উত্তরে, বর্ষাণের ৪ চারি মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, বর্ষাণ হইতে

পরিক্রমণ পর্য্যন্ত যাওয়া আছে), বিজোয়ারি (Bijwari—খয়রায় প্রায় ১ এক মাইল পশ্চিমে), [পুনরায় নন্দগ্রাম], কোকিলবন (নন্দগ্রামের প্রায় ৩ তিন মাইল উত্তরে এবং যাবটের প্রায় ২ দুই মাইল পশ্চিমে), বৈঠান (ছোট ও বড়, Bathain Khurd, Bathain Kalan—গোপগণের বসতি-হেতু 'বৈঠান' নাম হইয়াছে, নন্দগাঁওএর প্রায় ৪ চারি মাইল এবং কোকিলবনের প্রায় ২½ আড়াই মাইল উত্তরে বড় বৈঠানের ½ আধ মাইল উত্তরে ছোট বৈঠান), চরণপাহাড়ী (ছোট বৈঠানে, এখানে কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া নিখিল ভুবন আগমন করিয়াছিলেন, বহু প্রাণীর পদচিহ্নের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন বিরাজিত, বংশীধ্বনিতে পর্ব্বত দ্রবীভূত হওয়ায় চরণচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে), দধিগাঁও (ছড়েলের ৩ তিন মাইল দক্ষিণে, এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের দধি লুট করিয়াছিলেন), কোটবন (বা কোটবন—চরণপাহাড়ীর ৪ চারি মাইল উত্তরে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে, পরিক্রমার উত্তর সীমান্ত), খেলখারী (বনৌলির প্রায় ১৪ দেড় মাইল দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভিমুখে, ক্ষীরসাগর-গ্রামের পূর্ব্বদিকে ; শ্রীকৃষ্ণ জলের উপর শয়ন করিলে শ্রীরাধিকা তাঁহার পদসেবা করিয়া খেল-খারীর অনুকরণ-লীলা করিয়াছিলেন), হাতানা (Hatana—একটী গণ্ডগ্রাম), খেলন-বন (খেলগড় Khelgarh ইহার অন্তর্গত, পীরপুর বা বিহারবনের সংলগ্ন উত্তরে, উজানীর প্রায় ২ দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে), [খেলখারী হইতে খেলনবনে আসিতে হইলে বার্কা (Barka), রূপনগর (Rupnagar), মজই (Majhai), রামপুর, উজানী (Ujahiyani) হইয়া আসিতে হয় ; খেল নাম হইতে খেলগড় হইয়াছে। খেলনায় বৃহৎ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ক্ষীরসাগর হইতে খেলগড় বা খেলনবনে বলদেব-কুণ্ডের দূরত্ব প্রায় ১৮ আঠার মাইল, পথে যমুনা পাওয়া যায়], রামঘাট (খেলগড়ের ২ দুই মাইল পূর্ব্বদিকে, যমুনার তীরে অবস্থিত, গ্রামের নাম 'ঊবে' বা 'ওবা' Oba, এখানে বলদেব চৈত্র ও বৈশাখ মাসে নিজ গোপীগণ-সঙ্গে রাসক্রীড়া এবং হলের দ্বারা যমুনা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, ভাঃ ১০।৬৫ অধ্যায় ও চৈঃ ভাঃ আদি ১৩৩ দ্রষ্টব্য), [রামঘাটের পূর্ব্বদিকে বলদেবের রাসস্থলী, ভোজনবন, এখান হইতে নিধারণ-বন ও নিধারণ-কুণ্ড এবং (পীরপুরে) বিহার-বন হইয়া ভদোবন, কিছু দূরেই নন্দঘাট, তৎপরে চীরঘাট বা বস্ত্রহরণ-ঘাট (ভাঃ ১০।২২ অধ্যায়)—সিয়ারা (Siyara)], নন্দঘাট (ভাঃ ১০।২৮ অঃ—ঘাদশীবিধির ১ নিশান্তে নন্দ-মহারাজ যমুনার এই ঘাটে স্নানকালে বরুণ-দূত-কর্ত্তৃক নন্দ-হরণ এবং বরুণালয় হইতে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নন্দ-মোচন), ইলাস সলেম ভরগাঁও (Bhargaon—হাজিপুরের নিকটে), বাজনা (ছৎনাপুরের বন-স্থান—বদাই 'Bazni' গ্রামে), জৈতপুর (Jaitpur—বদাইর এক মাইল দক্ষিণে), শকরোয়া (Sikraya—ব্রজে বারিবর্ষণ করিয়া শক্র বা ইন্দ্র এখানে ভয় পাইয়াছিলেন), বদাইর প্রায় এক মাইল তিন মাইল দক্ষিণে যমুনার পারে, আটাস বা আটাহ্ (Atas—শকরোয়ার প্রায় বা সওয়া দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে), সনরখ (Sunrakh). (৭) বৃন্দাবন, কেহ কেহ নন্দঘাট হইতে নৌকাযোগে যমুনা পার হইয়া পূর্ব্বপারে ভদ্রবন, তৎপর মাটগ্রামের নিকটে ভাণ্ডীরবন, তৎপরে ঘাট হইয়া ডাঙ্গোলী (Dangauli), তথা হইতে—বিল্ববন (জাহাঙ্গীরপুরে), তৎপরে পানিগাঁও হইয়া তাহার প্রায় ৩ তিন মাইল দক্ষিণে লৌহবন পৌঁছেন। তৎপরে লৌহবনের প্রায় ২ দুই মাইল দক্ষিণে রাওল (Rawal) ; রাওল হইতে গোকুল-মহাবন প্রায় ৩ তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গোকুল হইতে বাউজী প্রায় ৭ সাত মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে অবস্থিত। গোকুল হইতে বাউজী পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা আছে। বাউজীর বর্ত্তমান নাম বলদেও (Baldeo)। কেহ কেহ বৃন্দাবন হইতে আটাস্, সরখন্, চৌমুহা, বরদী, তরলী, বদাই, নন্দঘাট হইয়া—নন্দঘাট পার হইয়া (৮) ভদ্রবন, (৯) ভাণ্ডীরবন, মাট, (১০) বেলবন, (জাহাঙ্গীরপুর), মানসরোবর, আরা, পানিগাঁও হইয়া (১১) লৌহবন, রাওল, গড়ুই, আজারে, বান্দী (Bandi), বাউজী, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, চিরাহরণঘাট হইয়া (১২) মহাবনে পৌঁছেন। মহাবন মথুরা হইতে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে যমুনার পূর্ব্বপারে, গোকুল হইতে প্রায় এক মাইল দূরে, মহাবনে ব্রহ্মাণ্ডঘাট—যেখানে কৃষ্ণ মাটি ভক্ষণ করিয়া স্বীয় মুখ-মধ্যে যশোদাকে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণস্পর্শে মাটি মাখনবৎ হইয়াছিল ; তাহারই কিছু পূর্ব্বদিকে চিরাহরণ-ঘাট, কিছু পশ্চিমে উদূখল—যেখানে কৃষ্ণকে

যশোদা বাঁধিয়াছিলেন, নন্দ মহারাজের বাড়ী চৌরাশিক্রোশ ইত্যাদি. মথুরা হইতে গোকুল, কৈল (Kaila—আলিপুরের সংলগ্ন উত্তরে), বাঁধগ্রাম বা বাদাই (Bad—কৈলর প্রায় ১৪ দেড় মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ-কোণে অবস্থিত এবং হরিবংশের জন্মস্থান বলিয়া কথিত), ঔরঙ্গাবাদ (Aurangabad) কৈল-ঘাটের প্রায় ১৪ দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত), তৎপরে মথুরা (ঔরঙ্গাবাদের প্রায় ৪ পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত) হইয়া অক্রূর (মথুরার প্রায় ৪ চারি মাইল উত্তরে), অক্রূর-প্রাবের পূর্ব্বদিকস্থ ঘাটের নাম অক্রূর-ঘাট (এখানে অক্রূর স্নানকালে যমুনার জলে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে গোলোক প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; ইহার অপর নাম ব্রহ্মহ্রদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আসিয়া লোকজট্ট-দর্শনে মথুরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছুদিন অক্রূরে অবস্থান করিয়াছিলেন —চৈঃ চঃ ম ১৮।৭০—১০৪), ভাণ্ডীরোল (অক্রূর-ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত, অপর নাম—ভোজনস্থলী, কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতে এই স্থানে গোচারণ-ছলে বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ অন্ন ভিক্ষা করিয়া যাচ্ঞিকবিপ্রপত্নীগণকে কৃপা করিয়াছিলেন) হইয়া সর্ব্বশেষে বৃন্দাবনে পৌঁছেন এবং গোপেশ্বরকে বন্দনা করিয়া বৃন্দাবনের লীলাস্থান দর্শন পূর্ব্বক পুনরায় মথুরায় ভূতেশ্বর দর্শন এবং শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ-গৌড়ীয়ের কৃপাশীর্ব্বাদ ও আদর্শ-শিক্ষা নিয়ে ধারণ-পূর্ব্বক ব্রজ-পরিক্রমাই যে জীবের নিত্যস্বরূপের ধর্ম, তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

চৌরাশিক্রোশ পরিক্রমার প্রাত্যহিক পথ অতিক্রমণের আনুমানিক সংক্ষিপ্ত তালিকা

১। ভূতেশ্বর হইতে প্রাতে (১) মধুবন, (২) তালবন, (৩) কুমুদবন হইয়া পুনরায় মধুকুণ্ডতীরে আগমন। প্রায় ১২ মাইল রাস্তা।

২। মধুবন হইতে (৪) বহুলাবন। দর্শনীয় বিবিধ স্থান-পরিক্রমা-সহিত আনুমানিক ৭।৮ মাইল। রাত্রিতে বহুলাকুণ্ডতীরে বাস।

৩। বহুলাকুণ্ড হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন কুণ্ড পরিক্রমা লইয়া প্রায় ৮ মাইল। রাত্রিতে রাধাকুণ্ডতীরে অবস্থান।

৪। রাধাকুণ্ড হইতে অতি প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া গোবর্দ্ধন ও পার্শ্বস্থিত বিভিন্ন স্থান-সমূহ পরিক্রমায় প্রায় ১২ মাইল।

৫। গোবর্দ্ধন হইতে প্রাতে যাত্রা করিয়া ডিগ্ (Dig) বা লাঠীবন (পথে গোলালকুণ্ড, বেড়োগ্রাম, বলদেব-কুণ্ড ইত্যাদি) প্রায় ৮ মাইল। রাত্রিতে লাঠীবনে বাস। ভরতপুররাজের প্রাসাদের পার্শ্বে ডাকবাঙ্গলাতে যাত্রিগণ অবস্থান করিতে পারেন।

৬। লাঠীবন বা ডিগ্ হইতে বক্রীনারায়ণ হইয়া (৫) কাম্যবন (কামান) প্রায় ১০ মাইল। ডিগ্ হইতে কামাবনে পাকা রাস্তা আছে। এখানে সহর হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে বিমলাকুণ্ডের নিকটে যাত্রিগণ অন্ততঃ ২ দিন স্থির স্থির স্থান পরিক্রমা করিবার জন্য বাস করিতে পারেন।

৭। কামবন-পরিক্রমায় মদনমোহন, গোপীনাথ, কামেশ্বর-মহাদেব, লুকলুকি-কুণ্ড, বিমলাকুণ্ড, গোকুলচন্দ্রমা প্রভৃতি বিভিন্নস্থান-পরিদর্শনে প্রায় ১২ মাইল।

৮। কাম্যবন হইতে বর্ষাণ প্রায় ৭ মাইল। বর্ষাণ হইতে (৬) খরা বা খদিরবন প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বকোণে।

৯। পরদিবস বর্ষাণ হইতে সঙ্কেত এক ক্রোশ, সঙ্কেত হইতে তিন মাইল উত্তরে নন্দগ্রাম, যাবট এবং কয়েকটী দর্শনীয় স্থান-পরিক্রমায় প্রায় ১১ মাইল। নন্দগ্রামে সেই রাত্রি বাস।

১০। নন্দগ্রাম হইতে শেষশায়ী যাইতে পথে ঐঠান, চরণপাহাড়ী প্রভৃতি দর্শন করিয়া শেষশায়ী প্রায় ১২।১৩

যাইল পথ। নিকটেই ক্ষীরসাগরের সম্মুখে পরিক্রমাকারিগণ রাত্রিবাস করিতে পারেন।

১১। ক্ষীরসাগর হইতে **শেষশয়ী** বা খেলনবনে বলদেবকুণ্ডের দূরত্ব প্রায় ১৮ মাইল। বলদেবকুণ্ডের নিকট রাত্রিবাস।

১২। বলদেবকুণ্ড হইতে **রামঘাট**, নিবারণ বন, বিহার বন, অক্ষয়বট, বস্ত্রহরণঘাট প্রভৃতি দর্শন করিয়া **নন্দঘাট**; প্রায় ১০ মাইল পরিক্রমা। নন্দঘাটে রাত্রিবাস।

১৩। নন্দঘাট হইতে নদীপার হইয়া (৭) **ভদ্রবন**, (৮) **ভাণ্ডীরবন**, ঘাটবন, (৯) **বেলবন** (জাহাঙ্গীরপুর), যমলার্জ্জুন প্রভৃতি দর্শন করিয়া পানিগ্রাম। আনুমানিক ১০ মাইল পরিক্রমার পথ। রাত্রিতে পানিগ্রামে বাস।

১৪। পানিগ্রাম হইতে (১০) **লৌহবন**। কেহ কেহ সেই দিন ক্ষীরসাগরকূলে যাইয়া 'বলদেব' (Baldeo) দর্শন করেন এবং তথায় রাত্রিবাস করেন। লৌহবন হইতে 'বলদেব' প্রায় ১০।১১ মাইল।

১৫। পরদিবস প্রত্যূষে বলদেব হইতে (১১) **মহাবন** প্রায় ৬ মাইল। মহাবন, গোকুল প্রভৃতি দর্শন করিয়া রাত্রিতে গোকুলে বাস, অথবা সেই দিবসই মথুরা বা (১২) **বৃন্দাবনে** আগমন। গোকুল হইতে বৃন্দাবন প্রায় ১৫ মাইল।

পরিক্রমার পথগুলি একত্র যোগ করিলে চৌরাশী ক্রোশ অপেক্ষা বেশী হয়; তাহার কারণ এই যে, পরিশ্রম-লাঘবের জন্য ও বিশ্রামাদির জন্য কএকটী স্থানে দুইবার করিয়া আসিতে হয়; এবং তজ্জন্য কিছু ঘোরাপথও গ্রহণ করিতে হয়।

পরিক্রমাকারিগণের কয়েকটী অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়

১। বৃন্দাবন-শ্রবণ বা ব্রজ-পরিক্রমা নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য দেশভ্রমণ বা বিশ্ব-পরিক্রমার সহিত এক নহে,—ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবের অনুকূল আনুগত্যে শ্রীহরিকথা-শ্রবণমুখে শ্রবণ ও দর্শন করিতে হইবে।

২। "শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁ'র হয় ব্রজভূমে বাস। গৌরাব্দের সহিগণে নিত্যসিদ্ধ করি' মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ॥"—শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের এই বাণী সর্ব্বদা হৃদয়ে সংস্থাপিত করিয়া ঔদার্য্যময় ধাম শ্রীনবদ্বীপ এবং গৌরজনের কৃপায় শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে অভিন্ন-দৃষ্টিতে চিন্তামণিধাম শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা করিতে হইবে।

৩। পরিক্রমাকারিগণ পরিক্রমার দল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া স্বেচ্ছায় কোন স্থানে যাইবে না, তাহাতে নানাপ্রকার বিপদের সম্ভাবনা আছে।

৪। যে-কোন স্থানের জলপান, যে-কোন স্থানে স্নানাদি বা যথায় তথায় বহির্দ্দেশাদিতে গমন বিপজ্জনক।

৫। ভগবৎপ্রসাদ বা বিশুদ্ধ দ্রব্যাদি গ্রহণ-ব্যতীত যে-কোন দ্রব্য ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ।

৬। শ্রীভগবদ্ধামের সেবা বা ভগবদ্ধামে বাসকালে, বিশেষতঃ হারোদ্বরত-কালে যাত্রিগণের ধূম্র-পান, তাম্বূলাদি বিলাসদ্রব্য-গ্রহণ বা ইতর-চিন্তা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

৭। রাত্রিকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপযুক্ত রক্ষকের তত্ত্বাবধানে যাত্রিগণ অবস্থান করিবেন। অধিক রাত্রিতে কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধেও একাকী বাহির হইবেন না।

৮। কোন কোন স্থানে, যেমন কামবনের পথে গোখুরকাঁটা আছে, ঐ সকল স্থানে কেহ কখনও নগ্নপদে হাঁটিবেন না। বৃন্দাবনে একপ্রকার ছড়িত পাদুকা অতি অল্পমূল্যে পাওয়া যায়, তাহা প্রত্যেকেই সংগ্রহ করিবেন।

৯। কোন কোন জলাশয়ে কুম্ভীরাদি জন্তু আছে, কোথাও বা বিভিন্ন-প্রকৃতির লোক অবস্থান করিতেছে, কাজেই প্রত্যেকেরই পরিক্রমার অধ্যক্ষের নিয়ামকত্বে সর্ব্বক্ষণ চলা আবশ্যক।

১০। পরিক্রমা-কালে সঙ্কীর্ত্তনের অনুগমনে বা হরিকথা-শ্রবণ-ব্যতীত ইতরকথা-প্রসঙ্গ কিম্বা কোলাহল সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

১১। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-স্থান, জীবের বা

সেবকের বিলাস বা ভোগের স্থান নহে, ইহা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিয়া কৃষ্ণপ্রীতে আহার, বিহার, বিশ্রাম—সর্ব্বকার্য্যে ভোগ স্পৃহা ত্যাগ করিতে হইবে।

১২। যাত্রিগণ নিজ-নিজ সঙ্গে যথারি, শীতবস্ত্র, সামান্য বিছানা, ঘটি বা ছোট বালতি লইবেন। সঙ্গে বিশেষ মূল্যবান দ্রব্য বা অলঙ্কারাদি লইবেন না।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

শ্রীমথুরাভিমুখে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ

গত ১৪ই আশ্বিন, ১লা অক্টোবর শনিবার দিল্লি-এক্সপ্রেসে সপার্ষদ ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার শ্রীনামপ্রভুবর সেনাপতিরূপে শ্রীমথুরায় যাত্রা করিয়াছেন গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত বসুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল প্রমুখ পণ্ডিত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভুপাদের অনুগামি-সঙ্গিরূপে গমন করিয়াছেন। কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ ও কুমার শ্রীযুক্ত সরসিন্দুনারায়ণ রায় এম-এ প্রাক্ত বেদান্তশাস্ত্রী মহোদয়-প্রমুখ বহু সজ্জন হাওড়া ষ্টেশন পর্য্যন্ত সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মোটরযান মথুরাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে।

শ্রীমথুরাভিমুখে পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ

গত ৩রা অক্টোবর হাওড়া-ষ্টেশন হইতে দিল্লি-এক্সপ্রেস রিজার্ভড্ গাড়ীতে শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় বহুসংখ্যক যাত্রী লইয়া মথুরাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে। যাঁহারা ৮ই তারিখে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের জন্য ৭ই তারিখে আর একটি গাড়ী গিয়াছে; কারণ পরিক্রমার যোগদান-কার্য্যে ৭ই তারিখই মথুরা-যাত্রার শেষদিন। কলিকাতা হইতে ৭ই তারিখে রওয়ানা হইলে ৮ই তারিখে মথুরায় পৌঁছিতে পারা যাইবে। ৯ই তারিখ হইতে পরিক্রমা আরম্ভ। যাঁহারা শারদীয়া পূজা বা বিশেষ কোন কার্য্যগতিকে ঐ সময়ে আবদ্ধ থাকিবেন, তাঁহারাও যাহাতে শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় একেবারে বঞ্চিত না হন, সে-জন্য আর একটি সঙ্ঘ বিজয়া-দশমীর পরদিবস হাওড়া হইতে রওয়ানা হইয়া পরিক্রমার সঙ্গে যোগদান করিতে পারেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বাদশবন-ভ্রমণলীলা

'মথুরা' চলিতে পথে যথা রহি' যায়।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়॥
পূর্ব্বে যেন 'দক্ষিণ' যাইতে লোক নিস্তারিলা।
'পশ্চিম'-দেশে তৈছে সব 'বৈষ্ণব' করিলা॥
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা-দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন॥
মথুরা-নিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
মথুরা আসিয়া কৈলা 'বিশ্রাম-তীর্থে' স্নান।
'জন্মস্থানে' 'কেশব' দেখি' করিলা প্রণাম॥
প্রেমাবেশে নাচে, গায়, সঘনে হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' লোকে চমৎকার॥

একবিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি' করে কোলাকোলি।
'হরি' 'কৃষ্ণ' করে দুঁহে বলি' বাহু তুলি'॥
লোক 'হরি' 'হরি' বলে, কোলাহল হৈল।
'কেশব'-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল॥
লোকে কহে, প্রভু দেখি' হঞা বিস্ময়।
ঐছে প্রেম 'লৌকিক' কভু নয়॥
যাঁহার দর্শনে লোকে প্রেমে মত্ত হঞা।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, কৃষ্ণনাম লঞা॥
সর্ব্বথা-নিশ্চিত, ইঁহো—কৃষ্ণ-অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লঞা।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
'আর্য্য, সরল, তুমি—বৃদ্ধব্রাহ্মণ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন?'
বিপ্র কহে,—'শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা-নগরী॥
কৃপা করি' তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা।
মোরে শিষ্য করি' মোর হাতে 'ভিক্ষা' কৈলা॥
গোপাল প্রকট করি' সেবা কৈল 'মহাশয়'।
অদ্যাপিহ তাঁহার সেবা 'গোবর্দ্ধনে' হয়॥
শুনি' প্রভু কৈল তাঁ'র চরণ বন্দন।
তাঁর পাঞা প্রভু-পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ॥
প্রভু কহে,—"তুমি 'গুরু', আমি 'শিষ্য'-প্রায়।
'গুরু' হঞা, 'শিষ্যে' নমস্কার না যুয়ায়॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে তাঁর পাঞা।
ঐছে বাত্ কহ কেনে সন্ন্যাসী হঞা॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র-পুরীর 'সম্বন্ধ' ধর, জানি॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার 'সম্বন্ধ'।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তাঁ'রে 'সম্বন্ধ' কহিল।
শুনি' আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল॥
তবে বিপ্র প্রভুরে লঞা আইলা নিজ-ঘরে।
আপন-ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে॥
ভিক্ষা লাগি' ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু হাসি' বলিলা বচন॥
"পুরী-গোসাঞি তোমার ঘরে কয়্যাছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ',—এই মোর 'শিক্ষা'॥"
"দদ্যাদ্ব্যাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"
যদ্যপি 'সনোড়িয়া' হয় সেইত ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥
তথাপি পুরী দেখি' তাঁর 'বৈষ্ণব'-আচার।
'সিধা' করি' তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার॥
মহাপ্রভু তাঁরে যদি 'ভিক্ষা' মাগিল।
ঐশ্ব করি' সেই বিপ্র কহিতে লাগিল॥
তোমারে 'ভিক্ষা' দিব, বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি—ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার॥
'মূর্খ'-লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিমু সেই 'দুষ্টে'র বচন॥
প্রভু কহে,—শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ।
সবে 'এক'-মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম॥
ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার।
পূর্ব্ব-গোসাঞির যে আচার, সেই ধর্ম্ম সার॥
"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্ত মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"
তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মথুরার লোক সব প্রভুকে দেখিতে আইল॥
লক্ষ-সংখ্য লোক আইসে, নাহিক গণন।
বাহির ঘঞা প্রভু দিল দরশন॥
বাহু তুলি' বলে প্রভু 'হরিবোল'-ধ্বনি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি' হরিধ্বনি॥
যমুনায় 'চব্বিশ ঘাটে' প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥
স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা বিস্তর॥
'বন' দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেইত ব্রাহ্মণে প্রভু সঙ্গেতে লইল॥
মধুবন, তাল, কুমুদ, বহুলা-বন গেলা।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥

পথে গাভীঘটা চরে, প্রভুরে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য় আসি' হুঙ্কার করিয়া॥
গাভী দেখি' শুদ্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব-অঙ্গে॥
হুহু হুঙ্কা প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন।
প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে গোগণ॥
কষ্টে-সৃষ্টে গোষ্ঠে সব রাখিল গোয়াল।
প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি' আইলে মৃগীপাল॥
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি' প্রভু-অঙ্গ চাটে।
শুক নাচি করে, সঙ্গে যায় বাটে-বাটে॥
শুক, শিখি, কৃষ্ণ প্রভুরে দেখি' 'পঞ্চম' গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু-আগে যায়॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণে।
অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু বরিষণে॥
ফুল-ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্য দেখি' বন্য যেন 'ভেট' লঞা যায়॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত, বন্য যেন দেখে বন্ধুগণ॥
তা-সবার প্রীতি দেখি' প্রভু ভাবাবেশে।
সবা-সনে ক্রীড়া করে, হঞা তার বশে॥
প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি দানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থির।
'কৃষ্ণ' বদ, 'কৃষ্ণ' বদ, বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
স্থাবর-জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥
মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে।
মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে॥
বৃক্ষডালে শুক-শারী দিল দরশন।
তাহা দেখি' প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥
শুক-সারিকা প্রভুর হাতে উড়ি' পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পড়ে॥
"সৌন্দর্য্যং গলনালিবৈর্মদলনং লীলা রমাতন্দিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমবলাঃ পারে-পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনাহ্লাদনময়ো যস্যায়মস্মৎপ্রভু-
র্বিশ্বং বিস্ময়নীয়কীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥"

শুক-মুখে শুনি' তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
সারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা বর্ণন॥
"শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী॥
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী।"
পুনঃ শুক কহে,—কৃষ্ণ 'মদনমোহন'।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন॥
"বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স সারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ॥"
পুনঃ সারী কহে শুকে করি' পরিহাস।
তাহা শুনি' প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস॥
"রাধা-সঙ্গে যবা ভাতি, তবা 'মদনমোহন'।
অন্যথা বিমমোহোঽপি স্বয়ং 'মদনমোহিতঃ'॥"
শুক-সারী উড়ি পুনঃ গেল বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' প্রভুর কৃষ্ণকান্তি-স্মৃতি হৈল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল॥
প্রভুরে মূর্চ্ছিত দেখি' সেই ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভুর সমর্পণ॥
আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস।
জলসেক করে মুখে বস্ত্রের বাতাস॥
প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি'।
চেতন পাঞা প্রভু বা'ন গড়াগড়ি॥
কণ্টক-দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি' প্রভুরে সুস্থ কৈল॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল্' 'বোল্' করি' উঠি' করেন নর্ত্তন॥
ভট্টাচার্য্য, সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি' যায়॥
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' ব্রাহ্মণ—বিস্মিত।
প্রভুর কৃপা পাঞি' বিপ্র হইলা চিন্তিত॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শত-গুণ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাঢ়ে বমুনা-দরশনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাঢ়ে, ভ্রমেন যবে বনে॥
অন্ত-যেনে প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন' নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥

প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি-নিয়ম করেন অভ্যাসে॥
এইমত প্রেম, যাবৎ ব্রজিল 'যায়' বন।
এথত লিখিনু, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন॥
বৃন্দাবনে গৌর প্রভুর যতেক প্রেমের বিকার।
কোটী-গ্রন্থে 'অনন্ত' লিখেন তাহার বিস্তার॥
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্ দরশন॥
অগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশ-পরিচ্ছেদঃ।

বৃন্দাবনে স্থিরচরাণ্যবলোক্য তানি
আশ্চর্য্যকৃষ্ণবিরহার্ত্তিবিমোহিতানি।
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
'আরিট'-গ্রামে আসি' 'রাধা' দৈখেন আচম্বিতে॥
অমিশ্রে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোক-স্থানে।
কেহ নাহি কহে, সবের ব্রাহ্মণ না জানে॥
তীর্থ 'লুপ্ত' জানি' প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই বাজকেতে অল্পজলে কৈলা স্নান॥
দেখি' সব গ্রাম্য-লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে কতু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড—প্রিয়, 'প্রিয়ার সরসী'॥

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥"

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তাঁরে রাধা-সম 'প্রেম' কৃষ্ণ করে দান॥
কুণ্ডের 'মাধুরী'—যেন রাধার 'মধুরিমা'।
কুণ্ডের 'মহিমা'—যেন রাধার 'মহিমা'॥

"শ্রীরাধায়া হরেঃ কুণ্ডী-সরসী প্রেমভূরিতঃ যৈবং তৈঃ
কথাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং শ্রীতা তথা কীর্ত্তিতা।
প্রেমাস্মিন্ যত রাধিকেব সততে তস্যাং সকৃৎ স্নানতঃ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্ত বর্ণাঃ ক্ষিতৌ॥"

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য-দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি' নৈল॥
তবে চলি' আইলা প্রভু 'শ্যামসরোবর'।
তাঁহা 'গোবর্দ্ধন' দেখি' হইলা বিহ্বল॥
গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু হইলা দণ্ডবৎ।
'একশিলা' আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥
প্রেমে মত্ত চলি' আইলা গোবর্দ্ধন-গ্রাম।
'হরিদেব' দেখি' তাঁহা হইলা প্রণাম॥
'মথুরা'-পদ্মের পশ্চিমদলে যাঁর বাস।
'হরিদেব' নারায়ণ—আদি-পরকাশ॥
হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
সব লোক দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া॥
প্রভু-প্রেম সৌষ্ঠব দেখি' লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার॥
ভট্টাচার্য্য 'ব্রহ্মকুণ্ডে' পাকযাত্রা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি' প্রভু ভিক্ষা কৈল॥
সে-রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রো মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে॥
'গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল-রায়ের দরশন কেমনে পাইব!'
এত মনে করি' প্রভু মৌন করি' রহিলা।
জানিয়া গোপাল মেচ্ছভয়প্রায় উঠাইলা॥
অনাসক্তভাবে সৈন্য সঙ্গে তুরকাতিমানিনে।
অবতীর্ণ ঘিরিঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বদদর্শনং॥
'আন্যকুট'-নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামে বসতি॥
একজন আসি' রাত্রো গ্রামীকে বলিল।
'তোমার গ্রাম মারিতে তুরক-বারী সাজিল॥
আজি রাত্রে পলাহ, না রহিহ একজন।
ঠাকুর লঞা ভাগ', আসিবে কালি যবন॥'

শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল পঞা পাঠোলি-গ্রামে গেল॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন॥
ঐছে ব্রহ্মত্তরে গোপাল ভাগে বারে-বারে।
মন্দির ছাড়ি' ভূমে রহে, কিবা গ্রামান্তরে॥
প্রাতঃকালে প্রভু 'মানসগঙ্গা'য় করি, স্নান।
গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ॥
গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া॥
"হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূয়বস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ॥"
'গোবিন্দকুণ্ডাদি' তীর্থে প্রভু কৈলা স্নানে।
তাঁহা শুনিলা, গোপাল—পাঠোলি-গ্রামে॥
সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দরশন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি' প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি' নাচে, কৈল দিন-শেষ॥
"বামস্তামরদাক্ষস্তুলবতঃ সঃ পাতু বঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ॥"
এইমত তিনদিন গোপালে দেখিলা।
চতুর্থ-দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা॥
গোপাল-সঙ্গে চলি' আইলা নৃত্য-গীত করি'।
আনন্দ-কোলাহলে লোক বলে 'হরি' 'হরি'॥
গোপাল মন্দিরে গেলা, প্রভু রহিলা ভূমে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে॥
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব।
সেই ভক্ত-জনের দেখিতে হয় 'ভাব'॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন ছলে গোপাল আসি' উতরে আপনে॥
কভু ভূমে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে॥
সেই ভক্ত, তাঁহা আসি' দেখয়ে তাঁহারে॥
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ-সনাতন।
এইছলে তাঁ-সবারে দিয়াছেন দরশন॥

বৃদ্ধকালে রূপ গোসাঞি না পারে যাইতে।
বাহা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥
ব্রহ্মত্তরে আইলা গোপাল মথুরা-নগরে।
একমাস রহিল বিঠ্‌ঠলেশ্বর-ঘরে॥
তবে রূপ গোসাঞি সব নিজগণ পঞা।
একমাস দরশন কৈলা মথুরায় রহিয়া॥
সঙ্গে গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ।
রঘুনাথ-ভট্টগোসাঞি, আর লোকনাথ॥
ভূগর্ভ-গোসাঞি, আর শ্রীজীব-গোসাঞি।
শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দ-গোসাঞি॥
শ্রীউদ্ধব-দাস, আর মাধব, দুইজন।
শ্রীগোপাল-দাস, আর দাস-নারায়ণ॥
'গোবিন্দ' ভক্ত, আর বাণী-কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশানি, আর লঘু-হরিদাস॥
এই সব মুখ্যভক্ত পঞা নিজ-সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহু-রঙ্গে॥
একমাস রহি' গোপাল গেলা নিজ-স্থানে।
শ্রীরূপ-গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে॥
প্রস্তাবে কহিনু গোপাল-কৃপার আখ্যান।
তবে মহাপ্রভু গেলা 'শ্রীকাম্যবন'॥
প্রভুর গমন-রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবনে তাবৎ দেখিল॥
তাঁহা লীলাস্থলী দেখি' গেলা 'নন্দীশ্বর'।
'নন্দীশ্বর' দেখি' প্রেমে হইলা বিহ্বল॥
'পাবনাদি' সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল, পর্ব্বত-উপরে যাঞা॥
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত-উপরে?
লোক কহে,—মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে॥
দুইদিকে মাতা-পিতা পুষ্ট-কলেবর।
মধ্যে এক 'শিশু' হয় ত্রিভঙ্গ-সুন্দর॥
শুনি' মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাঞা।
'স্তিন' মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘারিয়া॥
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন॥
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈলা।
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু 'খদিরবন' আইলা॥

নীলাম্বর দেখি' তাঁরা, সেবা 'সেবশাখী'।
'লক্ষ্মী' দেখি' এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি॥
"যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥"
তবে 'বেলা-তীর্থ' দেখি' 'তাণ্ডীরবন' আইলা।
যমুনা পার হঞা 'ভদ্র-বন' গেলা॥
'শ্রীবন' দেখি' পুনঃ গেলা 'লোহ-বন'।
'মহাবন' কৈলা গিয়া জন্মস্থান-দরশন॥
যমলার্জুনভঞ্জনাদি দেখিল সেই 'স্থল'।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥
'গোকুল' দেখিয়া আইলা 'মথুরা'-নগরে।
'জন্মস্থান' দেখি' রহে সেই বিপ্র-ঘরে॥
লোকের সংঘট্ট দেখি' মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে 'অক্রূর-তীর্থে' রহিলা আসিয়া॥
আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে 'বৃন্দাবনে'।
'কালীয়-হ্রদে' স্নান কৈলা আর 'প্রভুবনে'॥
'দ্বাদশ-আদিত্য' হৈতে 'কেশীতীর্থে' আইলা।
'রাসস্থলী' দেখি' প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
চেতন পাঞা পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
বাসে, ছাদে, নাচে, পড়ে, উচ্চৈঃস্বরে গায়॥
এইরূপে সেইদিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে 'অক্রূরে' আসি' ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা 'চীরঘাটে' স্নান।
'তেঁতুল-তলা'তে আসি' করিলা বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তা'র তলে পিঁড়ি-বান্ধা পরম-চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে, শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখি' যমুনার নীর॥
তেঁতুল-তলে বসি' করেন নাম-সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি' আসি' করে 'অক্রূরে' ভোজন॥
'অক্রূরে'র লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে।
লোক-ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে 'কীর্ত্তন' করিতে॥
বৃন্দাবনে আসি' প্রভু বসিয়া একান্ত।
নামসংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন-পর্য্যন্ত॥
তৃতীয়-প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবারে উপদেশ করে 'নামসংকীর্ত্তন'॥
হেনকালে আইল বৈষ্ণব 'কৃষ্ণদাস' নাম।
রাজপুত-জাতি, গৃহস্থ, যমুনা-পারে গ্রাম॥
'কেশী' স্নান করি' সেই 'কালীঘহ' যাইতে।
'আমলি তলায়' গৌরাঙ্গেরে দেখে আচম্বিতে॥
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হইল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার॥
প্রভু কহে,—কে তুমি, কাহা তোমার ঘর?
কৃষ্ণদাস কহে,—মুঞি গৃহস্থ পামর॥
রাজপুত-জাতি মুঞি, ও-পারে মোর ঘর।
মোর ভাগ্য হয়,—'হও বৈষ্ণব-কিঙ্কর'॥
কিন্তু আজি এক মুঞি 'স্বপ্ন' দেখিনু।
সেই স্বপ্ন সময়ের তোমা আনি' পাইনু॥
প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা আলিঙ্গন করি'।
প্রেমে মত্ত হৈল, সেই নাচে, বলে 'হরি'॥
প্রভু-সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর-তীর্থে আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র-প্রসাদ পাইলা॥
প্রাতে প্রভু-সঙ্গে আইলা অনাপ্ত লজ্জা।
প্রভু-সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া॥
বৃন্দাবনে পুনঃ 'কৃষ্ণ' প্রকট হইল।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল॥
একদিন অক্রূরেতে লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইলে কার' কোলাহলে॥
প্রভু দেখি' করিল লোক চরণ বন্দন।
প্রভু কহে,—কাঁহা হৈতে করিলা আগমন?
লোকে কহে,—কৃষ্ণ প্রকট কালীয়দহের জলে।
কালীয়-শিরে নৃত্য করে, ফণি-রত্ন জ্বলে॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক, নাহিক সংশয়।
তান' হাসি' কহে প্রভু,—সব 'সত্য' হয়॥
এইমত দিন-রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি' কহে,—কৃষ্ণ পাইনু দরশন॥
প্রভু-আগে কহে লোক,—শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
'সরস্বতী' এই বাক্যে 'সত্য' করাইল॥
যথা প্রভু দেখি, 'সত্য' কৃষ্ণ-দরশন।
নিজ-জ্ঞানে সত্য ছাড়ি' 'নহত্যে সত্য-ভ্রম'॥

ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে।
'আজ্ঞা দেহ, যাই' করি কৃষ্ণ দরশনে!'
তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া।
"সূর্য্যের বাক্যে 'সূর্য' হৈলা পণ্ডিত তুমা॥
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে?
নিজ-ভ্রমে মূর্খ-লোক করে কোলাহলে॥
'বাতুল' না হও, ঘরে রহত বসিয়া।
'কৃষ্ণ' দরশন করিহ কালি রাত্রে যাঞা!'
প্রাতঃকালে তবা-লোক প্রভু-স্থানে আইলা।
'কৃষ্ণ দেখি' আইলা?'—প্রভু তাঁহারে পুছিলা॥
লোক কহে,—'রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালীমর্দ্দনে মত্ত মাত্রে, বেটী জালিয়া॥
দুই হৈতে তাহা দেখি' লোকের হয় ভ্রম'।
'কালীয়ের শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন'!
নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে!
জালিয়ারে মূঢ়-লোক 'কৃষ্ণ' করি' মানে!'
বৃন্দাবনে 'কৃষ্ণ' আইলা,—সেই 'সত্য' হয়।
দুঃখের দোষল লোক,—ইহা 'মিথ্যা' নয়॥
কিন্তু কাহো 'কৃষ্ণ' দেখে, কাহো 'ভ্রম' মানে।
যাদৃ পুরুষে যৈছে বিপরীত-জ্ঞানে!
প্রভু কহে,—'কাঁহা পাইলা 'কৃষ্ণ'-দরশন?'
লোক কহে,—'সন্ন্যাসী তুমি জগন্ন-নারায়ণ॥
বৃন্দাবনে হইলা তুমি কৃষ্ণ-অবতার।
তোমা দেখি' সর্ব্বলোক হইল নিস্তার॥'
প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা।
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥
"জ্বলদ্গ্নিসমিদ্ধাদ্ধি স্ফুলিঙ্গাদ্ধি সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-নাবৃতো জীবঃ সক্লেশনিকরাকরঃ॥"
যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥
অতো নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

লোক কহে,—তোমাতে কভু নহে 'জীব'-মতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি॥
'আকৃতো' তোমারে দেখি 'ব্রজেন্দ্র-নন্দন'।
দেহকান্তি পীতাম্বর বৈছে আচ্ছাদন॥
মৃগমদ অঙ্গে বাসে, তবু না লুকায়।
'ঈশ্বর-স্বভাব' তোমার ঢাকা নাহি যায়॥
অলৌকিক 'প্রকৃতি' তোমার—বুদ্ধি-অগোচর।
তোমা দেখি' কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল॥
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ, আর 'চণ্ডাল', 'যবন'।
যেই তোমার একবার পায় দরশন॥
কৃষ্ণনাম লয়, নাচে, হও উন্মত্ত।
'আচার্য্য' হইল সেই, তারিল জগৎ॥
দর্শনের কার্য্য আছুক, যে তোমার 'নাম' শুনে।
সেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে ত্রিভুবনে॥
তোমার নাম শুনি' হয় যবন 'পাবন'।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥
"যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥"
এইমত মহিমা—তোমার 'তটস্থ'-লক্ষণ।
'স্বরূপ'-লক্ষণে তুমি—'ব্রজেন্দ্রনন্দন'॥
সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত লোক নিজ-ঘরে গেল॥
এইমত কতদিন 'অক্রূরে' রহিলা।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা॥
মাধবপুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ।
মথুরার ঘরে-ঘরে করা'ন নিমন্ত্রণ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য-স্থানে আসি' করে নিমন্ত্রণ॥
একদিন 'দশ' 'বিশ' আসিয়া নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য একের মাত্র করেন গ্রহণ॥
পূর্ণ না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে॥
কাণ্যকুব্জ-বাজপেয়ীর বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি' করে যবা প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি' স্নান করিয়া।
প্রভুরে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া॥

একদিন সেই অক্রূর-ঘাটের উপরে।
ব'সে' মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক 'গোলোক' দর্শন কৈল॥
এত বলি' ঝাঁপ দিলা জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে॥
দেখি' কৃষ্ণদাস কান্দি' কুকার করিল
ভট্টাচার্য্য নীঘ্র আনি' প্রভুরে উঠাইল॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণে লঞা।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
আজি আমি আছিলাঙ উঠাইনু প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে?
লোকের সংঘট্ট আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয়,—এই ভাল যুক্তি হয়ে॥
বিপ্র কহে,—প্রয়াগে প্রভু লঞা যাই।
গঙ্গা তীর-পথে যাই, তবে সুখ পাই॥
'সোরোক্ষেত্রে' আগে যাঞা করি' গঙ্গা-স্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে পয়ান॥
মাঘ-মাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগ-স্নান কত দিন পাইয়ে॥
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
'মকরে' পৌঁহিতে প্রয়াগে করিহ সূচন॥
গঙ্গাতীর-পথে সুখ জানাইহ তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি' তবে কহিল প্রভুরে॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ লাগি' লোক করে হুড়াহুড়ি॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক, তোমারে না পায়।
তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায়॥
তবে সুখ হয় যবে গঙ্গাপথে যাইয়ে।
এবে যদি যাই, 'মকরে' গঙ্গাস্নান পাইয়ে॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ, সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয়, সেই শিরে ধরি॥
যতদিন বৃন্দাবন-ত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত-ইচ্ছা পূরিতে কহে মধুর বচন॥
'তুমি আমা আনি' দেখাইলা বৃন্দাবন।
এই 'গুণ' আমি নাহিব করিতে শোধন॥
যে তোমার ইচ্ছা, আমি সেইত করিব।
যাঁহা লঞা যাহ তুমি তাঁহাই যাইব॥'
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
'বৃন্দাবন ছাড়িব' জানি' প্রেমাবেশ হৈল॥
বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে,—চল, যাই মহাবন॥
এত বলি' মহাপ্রভুর নৌকায় বসাঞা।
পার করি' ভট্টাচার্য্য চলিলা লঞা॥
বৃন্দাবন গমন, প্রভু-চরিত্র অনন্ত।
'সহস্র বদন' যাঁর নাহি পা'ন অন্ত॥
তাহা কে করিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা।
'দিগ্‌-দরশন কৈনু' সূত্র করিয়া॥
অলৌকিক-লীলা প্রভুর অলৌকিক-রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা—'অলৌকিক' জান'।
শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, 'সত্য' করি' মান'॥
যেই তর্ক করে ইহা, সেই—'যুধিষ্ঠির'।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ॥
চৈতন্য-চরিত্র এই—'অমৃতের সিন্ধু,
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ বন্ধ থাকায় প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও গৌড়ীয় একসপ্তাহ কাল অপ্রকাশিত থাকিবেন। তৎপরে ৩রা কার্ত্তিক, ২২শে অক্টোবর শনিবার হইতে যথানিয়মে প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভুর

উপদেশামৃত

[শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কর্তৃক অনূদিত]

(১)

কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-চতুষ্টয়।
শুদ্ধমুখে উচ্চারণে কীর্ত্তন উদয়॥
কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণ পায়।
কীর্ত্তন-স্মরণকালে ক্রম-পথে ধায়॥
আকৃতি-জল জিহ্বা-মন মিলাইয়া।
কৃষ্ণ-অনুরাগি ব্রজজনানুগমিয়া॥
নিরন্তর ব্রজবাস নাম অনুক্ষণ।
এই উপদেশ-সার করহ গ্রহণ॥

(২)

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবনধাম।
যথা নিত্যসিদ্ধ করি রাসোৎসব-স্থান॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল।
শিখিপাখী-প্রস্তরিকা যথা ক্রীড়া কৈল॥
গোবর্দ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট॥
গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'।
অন্যত্র যে করে নিজ কৃষ্ণ-পুষ্পবাড়ী॥
নির্দ্দোষ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ডতীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার॥

(৩)

সর্ব্বশুদ্ধে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী।
হরিপ্রিয়তম বলি' গায় সব ধর্ম্মী॥
কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়তর জন।
সুখভোগবুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন॥
জ্ঞানমিশ্র ভাব ছাড়ি' মুক্তজ্ঞানী জন।
পরাভক্তি-সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হন॥
ভক্তিমান্ জন হইতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির শ্রেষ্ঠ॥
গোপী হইতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা।
সে রাধাসরসী প্রিয় হয় তাঁর সমা॥
সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি' কোন্ মূঢ়জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হস্তি সেবন॥

(৪)

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।
কৃষ্ণপ্রিয়-যথা তাঁর সম নাহি ধনী॥
মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।
রাধিকা তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে॥
নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্ল্লভ।
অকপাবকেতে তাহা কিছু না সুলভ॥
কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
মধুর প্রেমেতে তার স্নানে সিদ্ধি ধরে॥
অপ্রাকৃত ভাবে সদা যুগল-সেবন।
রাধাপদপদ্ম লভে সেই হরিজন॥
উপদেশামৃত যদি' তপাকুণ্ডভাবে।
জীবন যাপিলে কৃষ্ণকৃপা সেই পাবে॥
শ্রীগৌরজাহ্নবী কবে দয়িত দাসেরে।
কুণ্ডতীরে স্থান দিবে নিজজন ক'রে॥

দশবিধ ধামাপরাধ

(১) ধামপ্রবর্ত্তক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্য বোধ, (৩) ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনামবিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের দর্শিত অক্ষরেখের অথবা অন্য দেবগর্ব্বের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) ধামবাস-ছলে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধামমাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্র-নিন্দা এবং (১০) ধামমাহাত্ম্যে অবিশ্বাস-মূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৫ই কার্ত্তিক শনিবার ১৩৩৯, ২২শে অক্টোবর, ১৯৩২ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

[১]

মঙ্গলাচরণ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥

পূর্ব্বাভাষ

মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সজ্জনমণ্ডলি, চা'র বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ১০৩৪ সনে প্রায় এই সময়েই এই এলবার্টহলে "শ্রীচৈতন্যের দান" সম্বন্ধে তিন দিন ক্রমিক ভাবে আমাদের কিছু ব'লবার অবসর হ'য়েছিল।

আমন্ত্রণের বহুগুণাকৃষ্ট, অনলিপ্ত ও বহুবরেণ্য সভাপতি মহোদয়ের দিক্ হ'তে লোকের যথেষ্ট আকর্ষণ এবং সভাপতির সর্ব্ববিষয়ে যোগ্যতা থাক্‌লেও বক্তার দিক্ হ'তে কোনই আকর্ষণ বা যোগ্যতা নেই। তবে বক্তা বিশ্ববিভূষণ মহাজন ও গুরুবর্গের বাণীর নগণ্য বাহকসূত্রে যে-সমস্ত কথা তাঁ'র অস্ফুট ও অযোগ্য ভাষায় কীর্ত্তন ক'র্‌বার জন্য উপস্থিত হ'য়েছেন, তা'তে মনে হয়, সেই সকল কথায় প্রত্যেকেরই—অনেকেরই কিছু শুনবার

বক্তৃতার বিষয়-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে

যখন শ্রীচৈতন্যদেব প্রয়াগে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিলেন, তখন শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে এই শ্লোকে প্রণাম ক'রেছিলেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

শ্রীরূপের এই শ্লোকের পর কএকটী ব'ৎসরই মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পূর্ণ বৎসর, বর্ত্তমান

বৎসর ও ভবিষ্যতের জন্য বক্তৃতার কতকটা বিষয় নির্ব্বাচন ক'রেছেন। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য যা' দান ক'রেছেন, সেই দানের বিষয়ই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের বক্তৃতা বিষয় ছিল। শ্রীচৈতন্যের সেই দানই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, এই জন্য তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা। এই কৃষ্ণপ্রেমই—'শ্রীচৈতন্যের প্রেম'। শ্রীচৈতন্যকে এইজন্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ স্বতন্ত্র-বিতন্ত্র-প্রয়োজনাবতার ব'লেছেন। শ্রীচৈতন্য—কৃষ্ণ, কি ক'রে তাঁকে ভজন ক'রতে হ'বে, তা' বিতরণই তাঁ'র প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনই 'প্রেম'।

শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে—আগামী বৎসরে আমাদের বক্তৃতার বিষয় হ'বে "নমো মহাবদান্যায়" শ্লোকের তৃতীয় পদ "কৃষ্ণচৈতন্য নামই—কৃষ্ণ"।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম-প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুন গীতায় ও উদ্ধবগীতায় তাঁ'র উপাসনার কথা অনেক ব'লেছেন,— 'আমাতে ভজনা কর', 'আমার শরণ গ্রহণ কর', 'আমাতে প্রীতি কর' ইত্যাদি। কিন্তু আমরা অনেকে নিজের সুবিধার বিচার ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে দার্ষ্টিক মনে ক'রেছি। মনে ক'রেছি, "যে ব্যক্তি আত্মম্ভরির মত নিজের পূজা নিজে দাবী করে, সে ব্যক্তি আবার কিসে পূজার পাত্র? তাঁ'র 'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ' শিক্ষার মূল্যই বা কি?" কৃষ্ণের পরমকল্যাণময়ী শিক্ষা ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে দেখে কৃষ্ণ এবার কাকে'র বেশে—কৃষ্ণভক্তের বেশে এসে নিজের ভজন নিজে আচরণ ক'রে শিক্ষা দিলেন—কৃষ্ণসেবায় অচৈতন্য জগতের চৈতন্য বিধান ক'রলেন; জানালেন, একমাত্র প্রেম ব্যতীত আর অন্য কিছু দিয়েই পূর্ণতম জিনিষের সেবা হয় না।

প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থ বা পুরুষার্থ

সেই শ্রীচৈতন্য কি ব'লেছেন,—

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

যখন সেই কৃষ্ণ জীবোদ্ধারের জন্য গৌরশিক্ষা-তত্ত্বে এক পরমোদার্য্যময়ী সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ ক'রলেন, তখন তাঁ'র সেই নিঃসহায়া নিঃস্বা মাতাকেও সেই কথাই ব'লেছিলেন—

"জ্ঞানের রতন আনে রজত কাঞ্চন।
আনি আনি' দিব মাতা কৃষ্ণপ্রেমধন॥"

আবার রায় রামানন্দের নিকট স্বয়ং বক্তা হ'য়েও জগৎকে জানিয়েছেন,—

"সম্পত্তি-মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গরিষ্ঠ
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যা'র, সেই বড় ধনী॥"

যে মুক্তি এ'জগতে মানবের চিন্তার শেষ সীমা—চরম প্রাপ্য, সেই মুক্তি বা মুক্তের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় ক'রে ব'লেছেন—

"মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যা'র, সেই মুক্ত-শিরোমণি॥"

'প্রেম' ব্যতীত ইতরবিষয়ে প্রয়োজনীয়তা-জ্ঞানের কারণ কি?

বর্ত্তমান তথাকথিত অর্থনীতি, তথাকথিত স্বাধীনতা-নীতির দিনে আমরা অনেকে এ'সকল কথা শুনে কথা-গুলিকে অনেক সময়ে বিদ্রূপের পাত্র, বা হয় আমাদের আলোচনার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার মনে ক'রে হয়ত' সভাই পরিত্যাগ ক'রবো। এ'তে আমাদের বা তাঁ'দের কোন দোষ নেই; আমরা যে জগতে এসে প'ড়েছি, যে পারিপার্শ্বিকতা ও সঙ্গ-প্রভাবের দ্বারা অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত হ'চ্ছি, সেটা হ'চ্ছে একটা খণ্ড রাজ্য, এখানে সব তৃতীয় মানের (third dimension) কথারই বিকি-কিনি হয়, তুরীয় মান (fourth dimension), সেই তুরীয়েরও ঊর্দ্ধে অবস্থিত, চতুর্ব্বর্গেরও মস্তকের মণি পঞ্চম প্রয়োজন প্রেমের কথা এদেশে নাই—থাকতে পারে না। আমরা এ'জগতে যা'কে 'ভালবাসা' মনে করি, 'লাভ' মনে করি বা যা'কে প্রেমের ছবির সঙ্গে সমান মনে করি, সেগুলি 'প্রেম' ত' নয়ই, বরং প্রেমের পরিপন্থী, প্রেমের উপর সহস্র সহস্র আবরণ—অহৈতুক প্রেমাভাব মাত্র।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও অচৈতন্য বা অপচৈতন্যের কাম

তাই শ্রীচৈতন্যের প্রেমকেও আমরা অচৈতন্যের কামের চশমা দিয়ে দেখতে যাই। শ্রীচৈতন্যেই প্রেম আছে, অচৈতন্যে কেবল কামের তাণ্ডব। কামে অচৈতন্যের জন্ম, কামেই অচৈতন্যের স্থিতি, আবার কামেই অচৈতন্যের লয়। দেহ ও মন—যেটা আমাদের খুব স্থূল প্রত্যক্ষ ও অনুভব রূপ সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষের বিষয়, সেই দুটো জিনিষই

অচৈতন্য। মনটাকে 'চেতন' ব'লে মনে হ'লেও, তা অবিমিশ্র চেতন নয়, চেতনের ছায়াভাস মাত্র। এ'তে চেতনের একটা প্রতিবিম্ব প'ড়েছে ব'লে চেতনের মত মনে হ'চ্ছে। মনেই কামের জন্ম, দেহে কামের স্থিতি। এ'জন্য কামকে 'মনসিজ' বলে। তাই শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন,—

"অদ্বৈতের কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।"

নৃলোকে অসম্ভব বস্তুতে নৃমাত্রাধিকার

নৃলোকে প্রেম অসম্ভব, কিন্তু যা' নৃলোকে অসম্ভব, শ্রীচৈতন্য তা'কেই আবার ব'লেছেন—"নৃমাত্রাধিকারিতা" —অর্থাৎ এ'তে নৃমাত্রেরই অধিকার।

নবধাভক্তিও 'প্রেম' ব্যতীত কৃষ্ণসুখ-সম্পাদনে অসমর্থ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই জগতে ভক্তির কথা প্রচারিত হ'য়েছে। এমন কি, যখন হিরণ্যকশিপুর মত ভীষণ পরাক্রমশালী দৈত্য প্রহ্লাদকে কঠোর-ভাবে বাধা দিয়েছিল, তখনও প্রহ্লাদ বিষ্ণুর শ্রবণ, বিষ্ণুর কীর্ত্তন, বিষ্ণুর স্মরণ, বিষ্ণুর পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তিকে সর্ব্বোত্তম অধ্যয়ন ব'লে প্রচার ক'রেছিলেন; রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণ সকলেই জগতে নবধা ভক্তির বিভিন্ন ভক্ত রেখে গিয়েছেন। পূর্ণতম পুরুষ, যাঁ'কে ওপনিষদ "যশ্মাক্ষরাদতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ" ব'লে প্রণাম ক'রেছেন, যাঁ'কে ভাগবত—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ব'লেছেন, যাঁ'কে ব্রহ্মসংহিতা—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" ব'লেছেন, সেবার ষোলকলা যাঁ'তে পূর্ণতা লাভ ক'রেছে, সেই পূর্ণতম কৃষ্ণের প্রেমের কথা আমরা কেবল গল্পের মত শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেন,—"নবধা ভক্তিও প্রেম ব্যতীত সুখ সম্পাদন ক'রতে পারে না। লবণ ব্যতীত যেরূপ বহুবিধ-ব্যঞ্জনা প্রস্তুত ব্যঞ্জন, সুধা ব্যতীত যেরূপ উৎকৃষ্ট ভোজ্য সামগ্রী, অর্থ-বোধ ব্যতীত যেরূপ মনোরম গ্রন্থপাঠ, ফল ব্যতীত যেরূপ সুশোভিত উদ্যান, তদ্রূপ প্রেম ব্যতীত নবধা ভক্তিও ব্যর্থ।"

একমাত্র পূর্ণতম প্রেমিকের আবির্ভাবেই জগতে 'প্রেম' প্রকাশিত হইতে পারে

এ'জগতে প্রেম নিরূপিতই হ'তে পারে না। যদি বা কোথাও নিরূপিত হয়, তথাপি প্রতীতির বিষয় হয় না। এখানে যদিও কা'রও প্রেমতত্ত্ব-শ্রবণে যোগ্যতা হ'তে পারে, তথাপি তা' ব্যক্ত করা যেতে পারে না, কারণ উপর্য্যুপরি প্রেম-বিস্তারে মহোন্নতের ন্যায় হ'তে হয়। কেবল যদি কোন মহাপ্রেমিকের সাক্ষাদ্দর্শন হয়, তবেই সেই প্রেমতত্ত্ব সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায়। পরম প্রেমতত্ত্ববতী শ্রীরাধিকা—যাঁ'র আনন্দ-কেশাগ্র, যাঁ'র প্রত্যেক গতি, প্রত্যেক অস্থিতা, প্রত্যেক চেষ্টা, প্রত্যেক মুদ্রা প্রেমময়ী—প্রেমের দ্বারা গঠিতা, সেই মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা যদি প্রত্যক্ষীভূতা হ'ন, তবেই সেই মূর্ত্তিমান্ প্রেমা সাক্ষাৎ অনুভূত হ'তে পারে। সেই ভগবত্তাই সেই প্রেমা আস্বাদ ক'রতে পারেন। কেবল সেই ভগবত্তার দর্শন হ'লেই তাঁ'তে প্রাদুর্ভূত মহাপ্রেম-লক্ষণ সাক্ষাৎ দৃষ্ট হ'য়ে থাকে এবং সেই প্রেম যথার্থতঃ বিজ্ঞাতও হ'তে পারে। সেইরূপ নিজপ্রেমবিস্তারকারী কৃষ্ণচন্দ্রের যদি কোন অবতার হয় অথবা সেই পরম প্রেমতত্ত্ববতী শ্রীরাধিকার যদি কোন অবতার হয়, তা' হ'লেই জগতে প্রেম প্রকাশিত হ'তে পারে।

শ্রীচৈতন্যাবতারে গোলোকের প্রেমের রূপধারণ ও ভূলোকে অবতরণ

এদেশে প্রেম একবার মাত্র রূপ ধ'রে এসেছিলেন, সেই নিজপ্রেমবিস্তারকারী কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁ'র পরম প্রেমতত্ত্ববতী স্বরূপশক্তির সহিত আলিঙ্গিত হ'য়ে প্রেম-আস্বাদন ও প্রেম-বিতরণের জন্য যখন অবতীর্ণ হ'লেন, তখনই আমরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের, যা' ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের মস্তকে নৃত্য ক'রতে পারে, সেই প্রেমের কথা শুনবার অবসর পেলাম। এ'জন্যই এক বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন—

"প্রেমা-নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাঃ পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥"

'প্রেমা' নামক পরমদুষ্কার্থ কা'রই বা কর্ণগোচর হ'য়েছিল? কে-ই বা নামের এরূপ মহিমা জান্‌তেন? কা'রই বা বৃন্দাবনের মহামাধুরী-সমূহে প্রবেশাধিকার ছিল? কে-ই বা পরমচমৎকার অনির্ব্বচ-মহাভাবমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধারাণীকে উপাস্যরূপে জান্‌তেন? এক

চৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকাশ ক'রে এ'সমস্ত আবিষ্কার ক'রেছেন।

জগৎ প্রেমের তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ কেন ?

প্রাকৃত কামে বহুজীবসংশ্লিষ্ট কল্প, কামের আবহাওয়ায় আমাদের পরিপুষ্টি এবং সুস্থ ব'লে আমরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে। আমরা অনেক সময় মনে করি—সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, সামাজিক প্রকৃতি ব'লে মনে করি, বুঝি শ্রীচৈতন্যের প্রেম—শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম এ-জগতের কামের ছবিরই অনুকরণ ক'রে গৃহীত হ'য়েছে।

'প্রেম' কি জাগতিক কামেরই অনুকরণ বা অংশ ?

আমাদের এই কল্পনা 'কূপমণ্ডূক'ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। একটী ব্যাঙ সমুদ্রের বৃহত্ত্বের কথা শুনে মনে ক'রেছিল যে, তা'র কূপেরই ক্ষুদ্র অংশ-বিশেষ নিয়ে সমুদ্র সৃষ্টি হ'য়েছে। তা'র যতটুকু অভিজ্ঞতা, তা'তে সে তা'র কূপ অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তু কল্পনাই ক'রতে পারে না। যেখানে যত কিছু আছে, সকলই সেই কূপেরই অংশ—এই পর্য্যন্তই তা'র বুদ্ধির গতি ছিল। যা'রা অপার্থিব প্রেমকে পার্থিব কামেরই আর একটা প্রতিমূর্ত্তি মনে করে, তা'দের বুদ্ধিও ঐরূপ ব্যাঙের বুদ্ধি।

কাম ও প্রেমের পার্থক্য

এ'জন্য শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে কাম ও প্রেমের লক্ষণ জানিয়েছেন,—

"কাম, প্রেম—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তা'রে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র 'প্রেম' ত' প্রবল॥"

সেটী কিরূপভাবে প্রকাশিত, তা' পুনরায় ব'লছেন—

"লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ-পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব 'কাম' 'প্রেমে'—বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মলভাস্কর॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

খণ্ডিত বস্তুতে প্রেমাভাব, সুতরাং বিরোধ বা অনৈক্য

এই কথাগুলি হ'তেই আপনারা বেশ বুঝ্‌তে পারেন যে, কাম হ'তে প্রেম জিনিষটা কতদূর তফাৎ। খণ্ডিত বস্তুতে কখনও প্রেম হ'তে পারে না। কারণ, অঙ্গ খণ্ডিত অংশে এসে সেখানে বিদ্রোহ আরম্ভ করে। এ জগতে যদি আমরা চোখের কাম পরিতৃপ্ত ক'রতে যাই, তা' হ'লে কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এ'গুলি বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে; যদি কাণের কাম পরিতৃপ্ত ক'রতে যাই, অন্য ইন্দ্রিয়গুলি সেখানে সপত্নীর মত এসে নিজের নিজের দিকে আকর্ষণ ক'র্‌তে থাকে—মানুষকে অস্থির ক'রে তোলে। আমরা যদি রসনার পরিতৃপ্তি ক'রতে গিয়ে খুব বেশী ক'রে খেলাও খাইয়া খাই, তখন পেট বিদ্রোহী হ'য়ে বলে,—"রসনাই যত সুখ ভোগ ক'রলে আর আমি কেবল তা'র জন্য খেটে ম'রবো?" তখন আমাদের পেট নানাপ্রকার পীড়া, যন্ত্রণা, অস্বাস্থ্য উৎপাদন ক'রে থাকে।

আধুনিক মনঃকল্পিত 'জীব-প্রেম' (?) ও 'বিশ্বপ্রেম' (?) সম্বন্ধে সমালোচনা

বর্ত্তমানে আমরা 'জীব-প্রেম', 'বিশ্বপ্রেম' কথাগুলি খুব শুন্‌তে পাই, কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধারণ ক'রে যদি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমের কথাগুলি, তা'হ'লে দেখ্‌তে পাব—ঐ সব চিন্তাস্রোত আমাদের প্রেমের অভাব, এমন কি, একটা অত্যন্ত অপস্বার্থপরতা ও হিংসা-বৃত্তি-মূলেই উদিত হ'য়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে প্রেমের কথা ব'লেছেন তা'তে পূর্ণবস্তু কৃষ্ণকে নিয়ে Integer স্থির করা হয়। কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে বা অন্তরে কার্য্যতঃ কৃষ্ণকে নির্ব্বাসিত ক'রে যে 'জীব-প্রেম,' 'বিশ্বপ্রেম' প্রভৃতি কথা জগতের লোকের সমবেদনা ও চিত্ত আকর্ষণ ক'রছে, সেটা কেবল প্রেমাভাব

যায়। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কথাটার একটা দিক্‌দর্শন ক'রবার চেষ্টা ক'রছি।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও প্রেমিক শ্রীচৈতন্যভক্তের পরোপকারপ্রণালীর দৃষ্টান্ত বা পার্থক্য

মনে করুন—রাস্তার ধারে একটী কুষ্ঠরোগী ব'সে খুব আর্ত্তনাদ ক'রছে, যিনি প্রচলিত বা তথাকথিত জীব-প্রেমবাদী, সেই প্রকার এক কর্ম্মবীর সেই স্থান দিয়ে চ'লছিলেন। কুষ্ঠরোগীর ঐপ্রকার অবস্থা এবং করুণ আর্ত্তনাদ কর্ম্মবীরের হৃদয় বিচলিত ক'রে দিল।

কর্ম্মীর চিত্তবৃত্তি ও চেষ্টা

তিনি অত্যন্ত ঘৃণা ক'রে, এমন কি, নিজের শরীরের দিকে পর্য্যন্ত না তাকিয়ে সেই কুষ্ঠরোগীটিকে হাসপাতালে নিয়ে চ'ল্‌লেন এবং তা'র উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রলেন। কর্ম্মবীরের বহু যত্ন-সত্ত্বেও সেই রোগীটি স্বাস্থ্য লাভ ক'রতে পা'র্‌ল না, কিংবা হয়ত' স্বাস্থ্য লাভ ক'রল; কিন্তু 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্'—এই ন্যায়ানুসারে কুষ্ঠরোগীর অন্য এক প্রকার কঠিন পীড়া উপস্থিত হ'লো। স্বাস্থ্য লাভ ক'রে শরীরের উপর নানাপ্রকার অবৈধ অত্যাচার করায় বহু রোগীকে পুনরায় ভীষণতর রোগে আক্রান্ত হ'তে হ'ল। রাজযক্ষ্মা, কালাজ্বর বা নানাপ্রকার অস্পৃশ্য ঘৃণ্য ভয়াবহ ব্যাধি তা'র শরীর আক্রমণ ক'র্‌ল। দ্বিতীয় কর্ম্মবীর এসে সেই রোগীর দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পীড়ার প্রতিষেধক ঔষধাদির ব্যবস্থা ক'রতে লাগ্‌লেন।

জ্ঞানীর চিত্তবৃত্তি ও চেষ্টা

সেই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি যখন ঐভাবে করুণ আর্ত্তনাদ ক'রছিলেন, তখন মহাত্মা শাক্যসিংহের অনুগত কোন ব্যক্তি সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি দেখে মনে ক'রলেন,—"অহো! এই ত' মানবের শরীরের অবস্থা, রাজার দেহও একদিন রোগাক্রান্ত হ'তে পারে, আর দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে যেখানে চেতন, সেখানে সেখানেই ক্লেশানুভূতি, সুতরাং কিছুতেই অস্তিত্ব রাখা কর্ত্তব্য নয়।" তিনি এই বিচার ক'রে সেই কুষ্ঠ-রোগীর আর্ত্তনাদ উপেক্ষা ক'রেই বোধি বৃক্ষের তলে, না হয় হিমালয়ের গহ্বরে গিয়ে স্থান নিলেন। "চেতন-ধর্ম্ম বিলুপ্ত ক'রতেই হবে, এই চেতন-ধর্ম্মই ক্লেশের কারণ, সুতরাং এই কারণকেই নির্ম্মূল ক'র্‌বো"—এ'টাই ছ'ল তাঁর তীব্রপ্রতিজ্ঞা।

শ্রীচৈতন্যদাসগণের চিত্তবৃত্তি এবং আমূল ও আত্যন্তিক উপকার বা দয়া

সেই রাস্তা দিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের একজন ভক্তও যাচ্ছিলেন, তিনি কুষ্ঠরোগীর অবস্থা দেখ্‌লেন, দেখে কর্ম্মবীরের মত ঠাঁর উদ্বেলিত হ'লেন না—ধৈর্য্য হারালেন না; কিন্তু প্রকৃত চিকিৎসক যে-ভাবে রোগীর রোগ নির্ণয় করেন, সেই প্রণালীতে রোগীর পারিপার্শ্বিক লোকের ক্রন্দন, রোগীর আর্ত্তনাদ প্রভৃতিতে ধৈর্য্য না হারিয়েও রোগের নিদান অনুসন্ধান ক'রতে থাক্‌লেন। অনেক সময় দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, যখন রোগীর বাড়ীতে কোন ডাক্তার-কবিরাজ আসে, তখন রোগীর 'আত্মীয়-স্বজন' নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ এত ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন, এমন কি ডাক্তারকে পর্য্যন্ত এত ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলেন যে, তা'তে একদিকে যেমন খুব সুবিজ্ঞ চিকিৎসক না হ'লে ডাক্তারের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হয়, আর এক'দিকে তেমন রোগীকে অত্যন্ত যত্ন-শুশ্রূষা ও যত্নের আপাত ভাব দেখাতে গিয়ে রোগীকেও অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌তে হয়। তা'তে রোগীর পীড়া ক'মে যাওয়া ত' দূরের কথা, বরং আরও বেড়েই যায়। কিন্তু সুবিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর ঐ প্রকার প্রলাপ এবং রোগীর সঙ্গ ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত তথাকথিত আত্মীয় স্বজনের প্রলাপ বা অতিব্যস্ততায় ব্যস্ত না হ'য়ে রোগীর রোগের প্রকৃত কারণ কি, মূল কি, নিদান কোথায়, তা'র অনুসন্ধান করেন।

বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি বা ত্রিতাপ—'কার্য্য'মাত্র, 'কারণ'—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা

প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে। কারণ উৎপাটিত হ'লে কার্য্যগুলি সহজেই চিরতরে বিলুপ্ত হ'তে পারে। 'কার্য্য'ই আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়; 'কারণ' অনেক সময়েই নেপথ্যে বা অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে। গাছের মূল মাটীর অভ্যন্তরে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে প্রোথিত থাকে, কিন্তু মূলের কার্য্য-স্বরূপ ডালপালা-ফল-ফুল—এগুলিই নিরন্তর প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কা'রও সুন্দর বাগানে বটগাছ র'য়েছে, বটগাছের কেবল পাতা শাখাগুলি দেখা যাচ্ছে,

মূলটী প্রাচীরের অন্তরে লুক্কায়িত। যতবার বটগাছ পল্লবিত হ'য়ে ওঠে, গৃহস্বামী কেবল পাতা-শাখাগুলি ছেঁটে দিয়ে থাকেন; কিন্তু তা'তে বটগাছ একটুও নির্মূল হ'ল না, বরং ভেতরে আরও অধিক শক্তি সঞ্চয় ক'রতে থাকল—বুনকে আরও বিস্তার ক'রতে থাকল। অনেক সময় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কতকগুলি গাছ আছে, তা'দের যত কেটে দেবেন, ছেঁটে দেবেন, ততই আরও অধিকতর ভাবে তাদের **প্রসবিনী শক্তি পরিবর্দ্ধিত** হ'তে থাকে। কর্ম্মবীর যে ঐ রোগের গাছ-পালা, ফল-মূলগুলো দেখে কেবল পুনঃ পুনঃ কর্ত্তনের প্রণালী অবলম্বন ক'রেছিলেন, তা'তে অনেক সময় রোগের মূল কারণের প্রসবিনী শক্তি পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে যায়—জীবের বহির্ম্মুখতার শক্তি বা পরিমাণ আরও বেড়ে উঠ্‌তে থাকে। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব যখন ঐ কুষ্ঠ-রোগীকে দেখ্‌লেন, তখন কেবল প্রত্যক্ষ কার্য্য দেখে আপাত আর্দ্র-ভাবে বুদ্ধিহারা না হ'য়ে ঐ কার্য্যের 'কারণ' কোথায় অনুসন্ধান ক'রতে থাক্‌লেন :—'ঐ কুষ্ঠরোগী এমন কি কাজ ক'রেছে, যা'র জন্য তা'কে এ প্রকার যন্ত্রণাদায়ক রোগে ভুগ্‌তে হ'চ্ছে।'

বৈষ্ণবাপরাধী কুষ্ঠরোগী ও গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেব

সজ্জনবৃন্দ, আপনারা একবার শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের একটী চিত্র উন্মোচন করুন, সেই কুষ্ঠী বাসুদেবের কথা একবার স্মরণ করুন। যখন প্রথমোক্ত কুষ্ঠরোগীটি শ্রীচৈতন্যের নিকট এসে উপস্থিত হ'লো তখন শ্রীচৈতন্যদেব ব'ল্‌লেন, এই ব্যক্তি ভগবানের ভক্তের চরণে এমন একটা অপরাধ ক'রেছে, যা'র জন্যে শুধু এজন্মে কুষ্ঠরোগ কেন, এর চেয়ে আরও অনেক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক রোগে অবলম্বন থেকে ভুগ্‌তে হবে। অত্যন্ত বহির্ম্মুখতা, অত্যন্ত মায়াস্রোতের অপরাধ হ'য়েছে বলে আমরা এই ত্রিতাপের কারাগারে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। কুষ্ঠরোগ বা শারীরিক মানসিক কোন ব্যাধি ত' সেই অনন্ত ত্রিতাপের একটা সামান্য বৈচিত্র্যের অন্তর্গত।*

সেই কুষ্ঠরোগী যখন শ্রীচৈতন্যদেব শরণাগত হ'য়ে ব'ল্‌লেন, "তা'হ'লে আমার উদ্ধারের উপায় কি?" তখন শ্রীচৈতন্যদেব কুষ্ঠরোগীকে চরকসংহিতার কোন কথা ব'ল্‌লেন না, কিংবা কোন মুমূর্ষুক তথাকথিত সাধুসন্ন্যাসীর মত কিছু ভস্ম বা তাবিজ কবচও দিলেন না। ব'ল্‌লেন,—যে মুখ দিয়ে কাঁটা বিঁধেছে, সেই মুখ দিয়েই কাঁটাকে বের ক'রতে হ'বে। তুমি শ্রীবাসের চরণে অপরাধ ক'রেছ, শ্রীবাস যদি ক্ষমা করেন, তা'হ'লে তোমার এই রোগের বীজ নির্ম্মূল হ'বে, নতুবা স্বয়ং ধন্বন্তরিও এসে যদি তোমার এই কুষ্ঠরোগ সারিয়ে দেন, সেটা ক'দিনের জন্য? কারণ, তোমার ঐ মনোরথ দিয়া দেহের মধ্যেও যে বটগাছের বীজটী—অপরাধের বিধাক্ত বীজটী লুক্কায়িত র'য়েছে, ধন্বন্তরি সেটী নির্ম্মূল ক'রতে পারলেন কই? তিনি কেবল উপরের ডালপালাগুলো কেটে দিলেন। যখন সেই কুষ্ঠরোগী গিয়ে শ্রীবাস-চরণে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রলেন, তখনই সেই কুষ্ঠরোগীর আসল রোগ নির্ম্মূল হ'ল, তখনই তা'র আত্মা আবরণ-মুক্ত হ'ল—সুপ্ত আত্মা উদ্বুদ্ধ হ'ল।

কেবল মানুষের রোগ-নিরাসমাত্র হ'লেই তা'র সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় না। সুস্থ হ'য়ে সুস্থের মত চলা ফেরা ক'রতে না পারলে সুস্থ হ'বার সার্থকতা কি? তাই শ্রীচৈতন্যদেব সেই দিব্যদেহ-প্রাপ্ত কুষ্ঠরোগীকে ব'ল্‌লেন, তুমি যে মুখে ভগবানের ভক্তের নিন্দা ক'রেছ, সেই মুখে যদি কেবল ভগবানের ভক্তের গুণ কীর্ত্তন কর, তা' হ'লে কোনদিন কোনপ্রকার ভবরোগই আর তোমাকে আক্রমণ ক'রবে না।

রোগের অনুভূতিই যন্ত্রণাদায়ক। যাঁ'রা শ্রীচৈতন্যের প্রেমে অনুপ্রাণিত, তাঁ'দের যদি বাহ্য দেহে সাধারণ চক্ষুতে রোগও দৃষ্ট হয়, তা'তে তাঁ'দের বুকে অধিকতর প্রেমই বর্দ্ধিত হ'য়ে থাকে; আমাদের মত বুকে ভক্তি ক'মে যায় না। আমাদের মত তাঁ'রা বলেন না, "হে কৃষ্ণ যখন তুমি আমার রোগ সারাতে পারলে না, আমার একমাত্র পুত্র-

---

* চরকাদি চিকিৎসাশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ জাতীয় অপরাধ বা পাপ হইতে বিশেষ বিশেষ ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে ব্যাধিগুলিরও উপশম হয়। কিন্তু কর্ম্মবাদে যে পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে ও সমদৃষ্টিতে তাহা হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক। ঐ সকল প্রায়শ্চিত্ত-বিধান-দ্বারা পাপের বীজ অবিদ্যার বিনাশ না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ঐ পাপ সংঘটিত হইতে পারে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ও সর্ব্বশেষ বস্তুবিচারক ভগবদ্ভক্তিকেই একমাত্র সকল ত্রিতাপ উন্মূলনের অমোঘ ও অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই ত্রিতাপ-উন্মূলনেই অধিতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

কৃষ্ণকে মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয় হ'তে রক্ষা ক'রতে পারবে না, তখন তোমার অস্তিত্ব নাই, তোমাকে তখন ক'রবো না।" বরং দুঃখে কষ্টে বিপদে, নানাপ্রকার বাধাবিপত্তিতে, রোগে শোকে সেই মহীশূরের কৃষ্ণরাজসাগরের অপূর্ব্ব যুক্তের ন্যায় তাঁ'দের প্রেম আরও অধিকতর উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে। তাঁ'রা তখন 'অদ্বৈতমুকুন্দাদ্যৈ' শ্লোক পাঠ ক'রতে ক'রতে অধিকতর বিপ্রলম্ভে ও কৃষ্ণপ্রেমে আসক্ত হ'য়ে পড়েন।

শ্রীচৈতন্য যে আলিঙ্গন-দ্বারা মুষ্টি বাসুদেব বিপ্রকে উদ্ধার ক'রেছিলেন, তাঁ'কে উদ্ধার ক'রে কি ক'রলেন? ব'লেন,—

"—কভু তোমার না হ'বে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম॥
'কৃষ্ণ' উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা' করিবেন অঙ্গীকার॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এরূপ এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রণাম ক'রে ব'লছেন—

"ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিভুষ্টং চকার যঃ॥"

অমোঘের বিসূচিকা-রোগ ও শ্রীচৈতন্যের কৃপার প্রকার

সজ্জনগণ, সেই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘের কথা স্মরণ করুন। শ্রীচৈতন্যের চরণে অপরাধ করার ফলে অমোঘ যখন দারুণ বিসূচিকা-রোগগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়লেন, তখন শ্রীচৈতন্য ব'লেছিলেন,—"অমোঘ, তোমার হৃদয় ব্রাহ্মণ-হৃদয়, তাহা কৃষ্ণের যোগ্য বসতিস্থল, সেখানে প্রেমের আসন না পেতে তুমি কেন সেখানে প্রেম-বিরোধী মাৎসর্য্যের আসন পাতলে?" শ্রীচৈতন্য তখন সার্ব্বভৌমের সম্বন্ধে অমোঘকে কৃপা ক'রে তাঁ'কে ভগবদ্ভক্তির—ভগবৎসেবার উপদেশ দিলেন। শ্রীচৈতন্যবিরোধ বা বহির্ম্মুখতা যে বিসূচিকা-রোগ রূপ কার্য্য বা লক্ষণ প্রকাশ ক'রেছিল, সেরূপ অনন্ত বিসূচিকা-রোগ বা ত্রিতাপ শ্রীচৈতন্যের কৃপায় সমূলে নির্ম্মূল হ'ল।

শ্রীল বাসুদেবঠাকুরের জীবে দয়ার প্রণালী

সজ্জনগণ, আপনারা সেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের নাম শুনেছেন—ঠাকুর হরিদাসের নাম শুনেছেন—

ভবরোগবৈদ্য মুরারিগুপ্ত

ভবরোগবৈদ্য মুরারিগুপ্তের নাম শুনেছেন, তাঁ'দের 'জীবে দয়া' প্রবৃত্তি এইরূপ ছিল। তাঁ'রা পূর্ব্ববঙ্গকে ধ'রে Integral গণনা ক'রেছেন এবং পূর্ব্ববঙ্গকে প্রীতি ক'রে—পূর্ব্ববঙ্গের বিক্ষিপ্তাংশ জীবকে পূর্ব্ববঙ্গ শ্রীহিত্তে দীক্ষিত ক'রে প্রকৃত পরমেশ্বর-প্রেমের আদর্শ স্থাপন ক'রেছেন।

'জড়দেহে' জীবত্ব-দর্শন কামেরই পরিচায়ক

যদি দেহকে দর্শন ক'রে 'জীব'-দর্শন হয়, তা'হ'লে এক দেহের আর এক দেহের প্রতি যে আকর্ষণ, তা' কখনই 'প্রেম'পদবাচ্য হ'তে পারে না। দেহে দেহে আকর্ষণকে 'কাম' বলে। আর যদি অণুচেতনকে লক্ষ্য ক'রেও 'জীব' বলা হয়, তা'হ'লেও অণুচেতনের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি 'প্রেম'পদবাচ্য হ'তে পারে না। কেননা তা'হ'লে প্রেম একটি অসম্পূর্ণ খণ্ডিত বস্তু হ'য়ে যায়।

জীবকে প্রেমিকরূপে প্রকাশই শ্রীচৈতন্যভক্তের জীবে দয়া বা পরোপকার-প্রণালী

সজ্জনমণ্ডলি, আপনারা লক্ষ্য ক'রেথাকবেন যে, উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে প্রকৃত জীবের প্রতি দয়া, জীবের রোগের বীজ উৎপাটন, জীবকে প্রেমিক ক'রে দেওয়ার চেষ্টা একমাত্র শ্রীচৈতন্যভক্তের আদর্শেই প্রকাশিত হ'য়েছে।

শ্রীযুক্ত, শ্রীশঙ্করাদি সাময়িক যুগপ্রয়োজনাবতারগণের—সকলস্থান-কাল-পাত্রের একমাত্র প্রয়োজনপ্রদাতা সর্ব্বাবতারী শ্রীচৈতন্যের প্রেম-প্রচারেরই ব্যতিরেকভাবে সেবা

ভগবান্ বুদ্ধদেব, আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি মনীষিগণ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ সকলেই ন্যূনাধিক অন্বয় বা ব্যতিরেক-ভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রেমেরই পোষকতা ক'রেছেন। কলিপাবন রাজকুমার যে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" নীতি প্রচার ক'রেছেন, সেটাও প্রেমের বিরুদ্ধভাব-নিরাসের একটা নিষেধ-মূলক দিক্ মাত্র। প্রেমের অভাবের নাম—হিংসা; প্রেমে হিংসা নাই। অহিংসায় প্রেমের সমস্ত কথা নাই, কিন্তু প্রেমে আনুষঙ্গিকরূপে অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে অহিংসা-ধর্ম্ম অনুস্যূত র'য়েছে। আপনাদের কাছে আমি একটী পৌরাণিক আখ্যা ব'লছি :—একসময়

দেবর্ষি নারদ কর্ণিকাশ্রম হ'তে প্রয়াগে ত্রিবেণীস্নান ক'রবার জন্য বন-পথ দিয়ে চ'লে আস্‌ছেন। এমন সময়, পথে দেখ্‌তে পেলেন, কতকগুলি হরিণ অর্দ্ধমৃতাবস্থায় রক্তাক্ত-কলেবরে অত্যন্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রছে। নারদ অত্যন্ত ব্যথিত হ'লেন। আর একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখ্‌লেন, ঠিক সেই রকম অবস্থায় কতকগুলি শূকর বন-মধ্যে প'ড়ে র'য়েছে, নারদ আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হ'লেন, হ'য়ে দেখ্‌লেন, ঠিক সেই রকম অবস্থায় কতকগুলি শশক যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ ক'রছে। ক্রমে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হ'য়ে দেখ্‌লেন, একটী রক্তবর্ণ ভীষণাকৃতি রক্তবর্ণ-চক্ষু ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ-হস্তে বৃক্ষের আড়ালে লুক্কায়িত থেকে কতকগুলি মৃগের উপর লক্ষ্য ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। নারদ সেই দিক্ দিয়ে যেতেই মৃগগুলি সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে প'ড়ল। দেখে ব্যাধ নারদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'ল। নারদ যেন তা'র মুখের গ্রাসটী কেড়ে নিলেন। কিন্তু নারদ তা'তে কোনপ্রকার বিচলিত না হ'য়ে ব্যাধের দিকে অগ্রসর হ'লেন এবং ব্যাধকে ব'ল্‌লেন,—"বনের মধ্যে যে-সমস্ত অর্দ্ধমৃত পশু দেখ্‌তে পেলাম, সেগুলি কি তোমার?" ব্যাধ বল্‌লে—হাঁ; তখন নারদ ব্যাধকে ব'ল্‌লেন,—"আমাকে একটি জিনিষ তোমার ভিক্ষা দিতে হ'বে।" ব্যাধ মনে ক'রেছিল,—'নারদ বুঝি তা'র কাছে অন্যান্য সাধুবেশী ব্যক্তিগণেরই মত ধান্যছাল বা মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি চাইবে।' এরূপ কল্পনা ক'রে ব্যাধ নারদকে ব'ল্‌ল,—"ঠাকুর তুমি আমার বাড়ী চল, ধান্যছাল চাও, কি মৃগের চর্ম্ম চাও, তোমার যা' খুসি তোমাকে তা'ই দেব।" নারদ বল্‌লেন,—"আমি ও-সকল কিছুই চাই না, আমার একটি মাত্র ভিক্ষা এই, তুমি যে পশুগুলিকে হত্যা কর, ঐগুলি আধমরা ক'রে না নেরে একেবারে মেরে ফেল্‌বে।" তা'তে ব্যাধ ব'ল্‌লে,—"ঠাকুর, আমি পিতার কাছ থেকে এইরকমই শিক্ষা ও উপদেশ পেয়ে এসেছি যে, জন্তুগুলিকে আধমরা ক'রেই মার্‌তে হয়, তা'তে আমাদের হৃদয়ে খুব আনন্দ হয়। জন্তুগুলিরও ধড়্‌ফড়্ ক'র্‌তে থাকে, আমাদের হৃদয়ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে নেচে ওঠে। তুমি সাধু, তুমি আমাদের সে আনন্দে বাধা দিচ্ছ কেন?" নারদ ব'ল্‌লেন,—"তোমার আনন্দ যা'তে তোমার নিরানন্দের কারণ না হয়, সে-জন্যই আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষাটি চাচ্ছি, তুমি এখন বুঝ্‌তে পারছ না যে, এতে ভবিষ্যতে তোমার কত কষ্ট পেতে হ'বে। তুমি তোমার পিতার শিক্ষাই বল, আর তোমার গুরুজনের শিক্ষাই বল, তোমার জন্ম থেকে যতগুলি পশু মেরেছ, তোমাকেও আবার ততগুলি পশুরূপে পরিণত হ'য়ে তা'দের কাছ থেকে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হ'বে; তখন তা'রাও তোমাকে আধমরা ক'রে এইরূপ ভাবেই মেরে রাখ্‌বে এবং তুমি যখন তা'দেরই মত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'র্‌তে থাক্‌বে, তখন তা'রা হাতে তালি দিয়ে নাচ্‌তে থাক্‌বে —সুদে-আসলে প্রতিশোধ নেবে।

কর্ম্মরাজ্যের পরস্পর সম্বন্ধ

তুমি সেই ক্লেশের ভাবী বাস্তব চিত্র এখন মনে ভাব্‌তেও পার্‌ছ না; জান, এই জগৎটাই এই প্রকার। এখানে যতটা ধার করা যা'বে, ততটা ধার শোধত' ক'র্‌তেই হ'বে, তা' ছাড়া আরও অনেক সুদ দিতে হ'বে। ধার শোধ না ক'রে কা'রও যা'বার উপায় নাই। তুমি যদি ধার শোধ না দেও, প্রকৃতি কোনও না কোনপ্রকারে তোমাকে দিয়ে চক্রবৃদ্ধি সুদসমেত তোমার সে ধার পরিশোধ করাবেই করাবে।" ব্যাধ নারদের কথা শুনে ব'ল্‌লে,—"সত্যি ঠাকুর, আমাকে এরূপ যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হ'বে? তা'হ'লে আমার রক্ষার উপায় কি?" নারদ ব'ল্‌লেন,—"তুমি আমার কথা শুন্‌বে?" তখন ব্যাধ বল্‌লে,—"হাঁ, নিশ্চয়ই শুন্‌ব, আপনি বলুন।"

আসক্তির দ্রব্যটি ত্যাগ চাই

নারদ ব'ল্‌লেন,—"আমার কথা শুন্‌বার আগে তোমাকে একটা কাজ ক'র্‌তে হ'বে, তোমার ধনুকটি সর্ব্বাগ্রে ভাঙ্‌তে হ'বে।" ব্যাধ ব'লে উঠ্‌ল—"বলেন কি ঠাকুর, এই ধনুকই হ'ল আমার জীবিকার একমাত্র উপায়, ধনুক ভাঙ্‌লে খা'ব কি?" তখন নারদ ব'ল্‌লেন,—"হাঁ, তুমি যেটিকে তোমার একমাত্র উপায় মনে ক'রেছ, সেটি না ভাঙা পর্য্যন্ত আমার কথা শোনা হ'বে না, আত্মরক্ষাও পা'বে না। তোমার খাওয়ার চিন্তা কি? তোমার ঘরে এত জিনিষ এসে উপস্থিত হ'বে যে, তুমি নিজে খেয়ে, তোমার স্ত্রীকে পরিপালন ক'রে, বহু লোককে বিতরণ ক'রেও তোমার অনেক জিনিষ বাঁচ্‌বে।" তখন ব্যাধ ব'ল্‌লে,—"আচ্ছা বলুন ঠাকুর, আপনি যা' বল্‌বেন, তা'ই ক'র্‌ব, এই আপনার সাম্‌নে আমার ধনুকটি ভাঙ্‌ছি।" তখন নারদ ব্যাধকে ব'ল্‌লেন,—"তুমি

এবং তোমার পত্নী, এই দুই জন প্রয়াগে গঙ্গার তীরে একটি কুটীর বেঁধে বাস কর এবং সেখানে একটি তুলসীমঞ্চ রচনা ক'রে তুলসী পরিক্রমা এবং সমস্ত হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে অনুক্ষণ ভগবানের নাম কীর্ত্তন ক'রতে থাক।" নারদের উপদেশে ব্যাধ এইরূপভাবে জীবন যাপন ক'রতে আরম্ভ করায় সর্ব্বত্র একটা সাড়া প'ড়ে গেল যে,—"মহা-হিংসক ব্যাধ মহা-বৈষ্ণব হ'য়েছে।" চতুর্দ্দিক হ'তে কত কত লোক সর্ব্বক্ষণ নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ব্যাধের কাছে আস্‌তে থাকুল, তা'রা দু'জনে কত আর খা'বে!

ব্যাধের নিকট সন্ন্যাসিশিষ্য-সহ নারদের গমন

একদিন নারদ তা'র সেই ব্যাধ-শিষ্যকে দেখ্‌বার জন্য তা'রই আর একজন সন্ন্যাসী শিষ্য, নাম তা'র পর্ব্বতমুনি, তা'কে ডেকে ব'ল্লেন,—চল, আমার একটি শিষ্য দেখ্‌বে। দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বতমুনি যখন ব্যাধের কুটীরের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হ'লেন, তখন ব্যাধ শ্রীগুরুদেবকে আস্‌তে দেখে অত্যন্ত বিনীতভাবে পথে কোনপ্রকার পিপীলিকাদি জন্তু তা'র পদাঘাতে বিনষ্ট না হয়, লক্ষ্য ক'রতে ক'রতে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। যে ব্যাধ একদিন অসংখ্য জন্তুকে বাণবিদ্ধ ক'রে অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা ক'র্‌তে আনন্দবোধ ক'র্‌ত, সেই ব্যাধ আজ বৈষ্ণবগুরুর সঙ্গ-প্রভাবে একটি পিপীলিকা পর্য্যন্ত তা'র পদাঘাতে বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পথে চ'ল্‌ছে দেখে সেই পূর্ব্ব ব্যাধকে সম্বোধন ক'রে নারদ ব'ল্‌লেন—

হরিভক্তের অহিংসাধর্ম্ম আনুষঙ্গিক

"এতে ন জন্তুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥"

অর্থাৎ হে ব্যাধ, তোমার এই সমস্ত অহিংসাদি গুণ অদ্ভুত নহে, কেন না যাঁ'রা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁ'রা কখনও পরকে ক্লেশ প্রদান করেন না।

সেই ব্যাধ-দম্পতি শ্রীগুরুপাদপদ্মে এসে প্রণত হ'লেন এবং শ্রীগুরুর চরণোদক পান ও হরিনাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে প্রেমে পরিপ্লুত হ'য়ে প'ড়্‌লেন, এই ঘটনা দেখে পর্ব্বতমুনি বিস্মিত হ'লেন এবং নারদকে ব'ল্লেন,—

প্রেমৈকনিষ্ঠ শুদ্ধভক্ত নারদের কৃপায় নীচ-ব্যক্তিরও প্রেমোদয়

"অহো বকোঽপি দেবর্ষে কৃপয়া তব তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো দেহে রুদ্ধকণ্ঠো রতিম্যুতে॥"

অহো! দেবর্ষে, আপনিই ধন্য, আপনার কৃপায় অত্যন্ত নীচ ব্যাধও শ্রীহরিতে রতিবিশিষ্ট হ'য়ে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার লাভ ক'রেছে।

শ্রীচৈতন্যদাসানুদাস প্রেমিকগণে অহিংসা-ধর্ম্ম অনুস্যূত

সজ্জনমণ্ডলি, এই ব্যাধের দৃষ্টান্ত হ'তে আমরা কি শিক্ষা পাই? ভগবদ্ভক্তে—কৃষ্ণে প্রতি প্রেমিক পুরুষে শাক্যসিংহের প্রচারিত 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' আনুষঙ্গিকভাবে অতি নিরপবাদেই দৃষ্ট হয়। সেই জন্যই ব'লছিলাম যে, শাক্যসিংহ প্রকৃতিও পরোক্ষভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রেমেরই ন্যূনাধিক আংশিকভাবে প্রচার ক'রেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

চৌরাশী ক্রোশ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজপ্রবর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নেতৃত্বে

[২৫শে পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৯১, ২৩শে আশ্বিন ১৩৩৯, ৯ই অক্টোবর ১৯৩২, রবিবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব, শ্রীমদ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে আরম্ভ।] *

প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস, ৯ই ও ১০ই অক্টোবর (একাদশী)—শ্রীমথুরা

প্রত্যূষে ৮ ঘটিকার সময় পরিক্রমার যাত্রিগণ "বলদেব-বিদ্যাভবনে" সৌবলন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের অনুগমনীয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইবেন। শ্রীল প্রভুপাদ পরিক্রমা পরিচালনা করিবেন। ঠিক ৮॥ ঘটিকার সময় পরিক্রমার সঙ্ঘ মথুরা পরিক্রমার জন্য বহির্গত হইবেন। প্রবণ-কীর্ত্তনমুখে দুই দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত বিভিন্নস্থানসমূহ পরিক্রমা হইবে।

তৃতীয় দিবস, ১১ই অক্টোবর—শ্রীমধুবন

অপরাহ্ণ ঠিক ২ ঘটিকার সময় যাত্রিগণকে মথুরার বলদেব-বিদ্যাভবনে উপস্থিত হইতে হইবে। পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার পূর্ব্বে পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে প্রত্যেক যাত্রী তাঁহার বিছানা প্রভৃতি জাল করিয়া বাঁধিয়া জমা দিবেন এবং রসিদ লইবেন। অপরাহ্ণ ২॥ ঘটিকার সময় পরিক্রমা মধুবনাভিমুখে যাত্রা করিবেন। (মথুরা হইতে ৩ মাইল।) পথে (ক) ধ্রুবটিলা দর্শন, (খ) মধুবনবিহারী এবং মধুবন-দর্শন। রাত্রিতে কীর্ত্তন ও পরিক্রমা-প্রসঙ্গ পাঠ।

চতুর্থ দিবস, ১২ই অক্টোবর—শ্রীমধুবন (দ্বিতীয় দিবস)

প্রত্যূষে ৬ ঘটিকায় যাত্রিগণ তালবনাভিমুখে রওয়ানা হইবেন (মধুবন হইতে ২ মাইল দক্ষিণে)।

তালবন হইতে কুমুদবন (৩ মাইল পশ্চিমে), কুমুদবন হইতে যাত্রিগণ পুনরায় ভিন্ন পথ দিয়া প্রায় ১১॥ টার সময় মধুবনে আসিয়া পৌঁছিবেন এবং সেইদিন মধুবনেই রাত্রিবাস করিবেন। অপরাহ্ণে মধুবন-পরিক্রমা-প্রসঙ্গ পাঠ ও বক্তৃতা হইবে।

পঞ্চম দিবস, ১৩ই অক্টোবর—শ্রীমহাবন

প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় সকল যাত্রী তাঁহাদের বিছানা-পত্র পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে জমা দিবেন এবং ঠিক ৬॥ ঘটিকার সময় মধুবন হইতে সাঁতোয়া বা শান্তনুকুণ্ড যাত্রার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকিবেন। (মধুবন হইতে শান্তনুকুণ্ড ৪ মাইল, শান্তনুকুণ্ড হইতে বহুলাবন আরও ৫ মাইল।) বহুলাকুণ্ডতীরে রাত্রিবাস। রাত্রিতে বক্তৃতা ও পাঠ।

ষষ্ঠ দিবস ১৪ই অক্টোবর—শ্রীরাধাকুণ্ড

প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে প্রত্যেকের বিছানাপত্র জমা দিবেন এবং ঠিক ৬॥ টার সময় পরিক্রমার রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইবেন। বহুলাবন হইতে সূর্য্যকুণ্ড (৩ মাইল), সূর্য্যকুণ্ড হইতে কদম্বখণ্ডী (৩ মাইল), কদম্বখণ্ডী হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড (১॥ মাইল)। যাত্রিগণ দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া পৌঁছিবেন। বৈকালে শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা হইবে। শ্রীরাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস।

সপ্তম দিবস, ১৫ই অক্টোবর—শ্রীরাধাকুণ্ড

পূর্ব্বাহ্ণে যাত্রিগণ শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীরাধাকুণ্ড-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন। বেলা ২॥ ঘটিকার সময় শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে কুসুম-সরোবরে যাত্রা করিতে হইবে (১॥ মাইল), কুসুমসরোবর হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন ১॥ মাইল। শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন ও রাত্রিবাস। রাত্রিতে পাঠ ও বক্তৃতা।

---

* উক্ত পঞ্জী দৈবানুরোধে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

অষ্টম দিবস, ১৬ই অক্টোবর—
শ্রীরাধাকুণ্ড [গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা]

প্রাতঃকাল ৬॥ ঘটিকার সময় যাত্রিগণ শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় বহির্গত হইবেন। পরিক্রমা-অন্তে শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন ও রাত্রিবাস। সন্ধ্যায় পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

নবম দিবস, ১৭ই অক্টোবর—গাঁঠুলী

অপরাহ্ণ ১২ ঘটিকার সময় প্রত্যেক যাত্রীই তাঁহাদের বিছানাপত্র পরিক্রমা-অফিসে জমা দিবেন এবং ঠিক ২॥ ঘটিকার সময় পৈঠগ্রামে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। (১॥ মাইল); এঠা-কদম্ব, ঘাটজী, কৃষ্ণ-বলরামকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনীয়। এঠা-কদম্ব হইতে গাঁঠুলী-গ্রাম ৪ মাইল পশ্চিমে। গাঁঠুলী হইতে পুছ্‌রী ১॥ মাইল। পুছ্‌রী হইতে বতিপুর, সুরভিকুণ্ডে পরিক্রমার সঙ্ঘ উপস্থিত হইবেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বতিপুর হইতে ২॥ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্রামচাক পরিক্রমা করিয়া ফিরিবার মুখে হরিজীকুণ্ড, ঐরাবতকুণ্ড, ঘাটজী প্রভৃতি দর্শন হইবে; বতিপুরে রাত্রিবাস।

দশম দিবস, ১৮ই অক্টোবর—
গাঁঠুলী [দ্বিতীয়দিবস]

প্রাতঃকাল ৬॥ ঘটিকার সময় সূর্য্যকুণ্ডাভিমুখে পরিক্রমা বহির্গত হইবেন। সূর্য্যকুণ্ড হইতে বিল্লুকুণ্ড ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। বিল্লুকুণ্ড হইতে দানঘাট ২ মাইল। দানলীলার স্থান, শ্রীশ্রীদানবিহারি-গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। দানঘাট হইতে মানসীগঙ্গা এবং অন্যপথে জান ও আজান বৃক্ষদ্বয় (গিরিরাজ-সন্নিধানে) হইয়া অন্যপথ দিয়া পুনরায় সুরভিকুণ্ডে প্রত্যাগমন। সুরভিকুণ্ডে রাত্রিবাস।

একাদশ দিবস, ১৯শে অক্টোবর—
ভিগ্‌ বা পাঠাবন (জয়পুর রাজ্য)

প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় যাত্রিগণ তাঁহাদের বিছানাপত্র পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে জমা দিবেন এবং ৬॥ ঘটিকার সময় যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। বতিপুর (সুরভিকুণ্ড) হইতে পাঠাবন (ভিগ্‌) ৯ মাইল। বতিপুর সুরভিকুণ্ডের ৪ মাইল পরে ধবিকুণ্ড। ধবিকুণ্ড হইতে বেহেজ-গ্রাম, ঐ গ্রামের পশ্চিমে শ্রীবলভদ্রকুণ্ড, ঘাটজীর মন্দির প্রভৃতি দর্শনীয়। ধবিকুণ্ড হইতে ভিগ্‌ বা পাঠাবন ২ মাইল। জয়পুর-প্রাসাদের নিকট যাত্রিগণের রাত্রিবাস। সন্ধ্যায় পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

দ্বাদশদিবস, ২০শে অক্টোবর—
শ্রীবিমলাকুণ্ড (কামাবন)

অতি প্রত্যূষে যাত্রিগণ তাঁহাদের বিছানাপত্র পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে জমা দিবেন এবং অন্ততঃ যাহাতে ৫॥ ঘটিকার সময় কামবনাভিমুখে যাত্রা করিতে পারেন, তজ্জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইবেন। কারণ, এই দিন পরিক্রমায় সুদীর্ঘ ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। পাঠাবন হইতে সুদামাকুণ্ড, সুদামা, পকবটী—৬ মাইল; পকবটী হইতে অলকাগঙ্গা, আদিবদ্রী—১॥ মাইল পশ্চিমে। আদিবদ্রী হইতে বদ্রীনারায়ণ ১॥ মাইল পশ্চিমে; বদ্রী-নারায়ণ হইতে কামাবন এবং বিমলাকুণ্ড। অপরাহ্ণে সঙ্কীর্ত্তন, বিমলাকুণ্ডে রাত্রিবাস।

ত্রয়োদশ দিবস, ২১শে অক্টোবর—
শ্রীবিমলাকুণ্ড (কামাবন) [দ্বিতীয় দিবস]

প্রাতঃকাল ৬॥ ঘটিকার সময় পরিক্রমা নিম্নলিখিত স্থান-সমূহে গমন করিবেন। বিমলাকুণ্ডের প্রায় অর্দ্ধমাইল পশ্চিমে যশোদামাতা, যোগমায়া প্রভৃতি; তথা হইতে লক্ষাকুণ্ড, পানকুণ্ড, রামেশ্বর শিব, সেতুবন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন; তথা হইতে প্রায় ১॥ মাইল পশ্চিমে সুকুল-কুণ্ড; তথা হইতে উত্তরে পর্ব্বতের উপর চরণপাহাড়ী।

চরণপাহাড়ী হইতে অন্য পথ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন। পথে বানর-কুণ্ড, গয়াকুণ্ড, গদাধর-পাদপদ্ম প্রভৃতি দর্শন করিয়া বিমলাকুণ্ডের তীরে আগমন।

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কামবনে শ্রীগোবিন্দজী, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন এবং যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়ার স্থল চৌরাশিখাম্বা প্রভৃতি দর্শন; বিমলাকুণ্ড-তীরে রাত্রিবাস।

চতুর্দ্দশ দিবস, ২২শে অক্টোবর—
শ্রীবিমলাকুণ্ড (কামাবন) [তৃতীয়দিবস]

প্রাতঃকাল ৬॥ ঘটিকার সময় নিম্নলিখিত স্থানসমূহে পরিক্রমা বহির্গত হইবেন :—

বিমলাকুণ্ড হইতে সূর্য্যকুণ্ড (১ মাইল); সূর্য্যকুণ্ড হইতে শীতলাকুণ্ড (কোয়ার্টার মাইল), শীতলাকুণ্ড

হইতে ধনুকী-নামক গ্রামটি (১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে); ধনুকী হইতে পিছলপাহাড়ী (১৪ মাইল উত্তর-পূর্বে); পিছলপাহাড়ী হইতে ভূমাহুরের ওধা, শ্রীমতীর হস্তচিহ্ন ও চরণচিহ্ন (পাহাড়ের উপরে); পাহাড়ের নিম্নে শ্রীবলরামের পদচিহ্ন (অর্দ্ধ মাইল); শ্রীকৃষ্ণের ভোজনস্থলী, কৃষ্ণকুণ্ড প্রভৃতি, পুনরায় বিমলাকুণ্ডে কাম্যবনে প্রত্যাবর্ত্তন।

অপরাহ্ণ ৬৷৷ ঘটিকার সময় কামেশ্বর মহাদেব পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তী, বরাহদেবী, ধর্মকুণ্ড, বিমলাকুণ্ড প্রভৃতি পরিক্রমা। কাম্যবনে বিমলাকুণ্ডের তীরে রাত্রিবাস।

পঞ্চদশ দিবস, ২৩শে অক্টোবর—

বর্ষাণ, ভানুকুণ্ড (মোট)

কাম্যবন হইতে বর্ষাণের পথ গোকুর-কাঁটায় পরিপূর্ণ, গোকুরকাঁটা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া থাকে, অনেক সময় দেখা যায় না, সুতরাং প্রত্যেকেরই কোনও না কোনপ্রকার পাদত্রাণ ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় যাত্রিগণ তাঁহাদের বিছানাপত্র পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে জমা দিবেন এবং ঠিক ৬৷৷ ঘটিকার সময় বর্ষাণ (বৃষভানুপুর) যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবেন।

বিমলাকুণ্ড হইতে কর্ণভূষণ ২ মাইল; কর্ণভূষণ হইতে ২ মাইল অগ্রসর হইয়া কদমখণ্ডী, কৃষ্ণকুণ্ড, ললনমঞ্চ, কৃষ্ণ-বলদেব। আরও ৩ মাইল অগ্রসর হইয়া পিছলপাহাড়ী, কল্পদ্রুমতলা, বর্ষাণকুণ্ড, শ্রীরাধাগোবিন্দ, নূপুরকুণ্ড, আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ললিতাকুণ্ড, পাবনকুণ্ড, ললিতাবাগ, ললিতাবিহারী ইত্যাদি দর্শনীয়।

অপরাহ্ণে নিম্নলিখিত স্থানসমূহ দর্শন করিতে হইবে,—দধিকুণ্ড, রাসস্থলী, কৃষ্ণকূপ, মযূরকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড, ললিতা-কুণ্ড, বিহারকুণ্ড, বিহারজী, গহ্বরবন, কৃষ্ণকুণ্ড, মযূরকুটীরী, মানগড়, ধানগড় (পাহাড়ের উপরে), রাত্রিতে ভানুকুণ্ডের তীরে বাস।

ষোড়শ দিবস, ২৪শে অক্টোবর—

নন্দগ্রাম (পাবনসরোবর)

পরিক্রমা ভানুকুণ্ড হইতে প্রাতঃকাল ৬৷৷ ঘটিকার সময় বহির্গত হইবেন। ভানুকুণ্ড হইতে সাঁকেরিখোর ১৷৷ মাইল। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখীগণের নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভানুকুণ্ড হইতে সঙ্কেতবন ৩ মাইল উত্তরপূর্বে। পথে প্রেমসরোবর। সঙ্কেতবন হইতে নন্দগ্রাম ৪৷৷ মাইল, পথে মোহিনীকুণ্ড এবং অন্যান্য স্থান দর্শনীয়। মোহিনীকুণ্ড হইতে পাবনসরোবরে প্রত্যাবর্ত্তন। অপরাহ্ণে পাবনসরোবরের দক্ষিণতটে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনকুটী প্রভৃতি দর্শনীয়। পাবনসরোবরে রাত্রিবাস।

সপ্তদশ দিবস, ২৫শে অক্টোবর—

নন্দগ্রাম (পাবনসরোবর) [দ্বিতীয় দিবস]

প্রাতঃকালে পরিক্রমা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক স্থান-সমূহ দর্শন করিবেন এবং অপরাহ্ণেও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়া পরিক্রমা পুনরায় পাবনসরোবরে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্বক তথায় রাত্রিবাস করিবেন।

অষ্টাদশ দিবস, ২৬শে অক্টোবর (শ্রীএকাদশী)—

কিশোরীকুণ্ড (যাবট)

প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় যাত্রিগণ তাঁহাদের বিছানাপত্র পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে জমা দিবেন এবং ৬৷৷ ঘটিকায় পাবন-সরোবর হইতে করেলাবন (৭ মাইল) রওয়ানা হইবেন। পথে শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থান-সমূহ শ্রীগৌরজনের আনুগত্যে দর্শন করিবেন।

করেলাবন হইতে কিশোরীকুণ্ড (যাবট) ৫ মাইল, পথে করেলাগ্রাম হইতে ২ মাইল পথ অতিক্রম করিলে গোপাল-কুণ্ড, তথা হইতে ১ মাইল দূরে খদিরবন (বলরাম, নিতাই-গৌর ও রাধাকৃষ্ণ দ্রষ্টব্য)।

অপরাহ্ণে আয়ান ঘোষের বাড়ী, রাধাকৃষ্ণ, জটিলা-কুটিলা, যে ছাদের উপর হইতে শ্রীমতী কৃষ্ণকে গোচারণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন-কালে লক্ষ্য করিতেন, সেই ছাদের উপর শ্রীমতীর চরণচিহ্ন, পাবনগঙ্গা (যাবটের নিকটে), বলরামকুণ্ড, ললনতলা প্রভৃতি দর্শনীয়; রাত্রে কিশোরী-কুণ্ডে বাস।

উনবিংশ দিবস, ২৭শে অক্টোবর—

সূর্য্যকুণ্ড (কোটবন—৭ মাইল)

প্রত্যূষে যাত্রিগণ তাঁহাদের বিছানাপত্র পরিক্রমা-অফিসে জমা দিবেন এবং কোটবন (সূর্য্যকুণ্ড হইতে ৭ মাইল) যাত্রা করিবার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইবেন। পথে দেড় মাইল দূরে পাণ্ডবগঙ্গা, কৃষ্ণের চরণচিহ্ন, তাম্র

হইতে ২ মাইল দূরে শীতলাকুণ্ড এবং বড়বৈঠান-গ্রাম, এখানে বলরাম ও বলরামকুণ্ড, তাহা হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে ছোটবৈঠান-গ্রাম. এখানে চরণপাহাড়ী ; তাহার এক মাইল অগ্রসর হইয়া রাসস্থলী, রাসবিহারীকুণ্ড, ছোটবন-গ্রাম। সূর্য্যকুণ্ডের তীরে রাত্রিবাস ও সন্ধ্যাকালে হরিকথা, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

বিংশ দিবস, ২৮শে অক্টোবর—কোশী বা কুশী

(১৮ মাইল :—৯ মাইল পদব্রজে এবং ৯ মাইল মোটরযানে)

প্রত্যূষে যাত্রিগণ পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে তাঁহাদের বিছানা-পত্র জমা দিবেন এবং ৬৷৷ ঘটিকার মধ্যে রওয়ানা হইবার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত থাকিবেন ; পথে ২ মাইল পরে হনুমান্‌জী, তাহার ২ মাইল পরে গোপালকুণ্ড, তাহার ৫ মাইল পরে শেষশায়ী, ক্ষীরসাগর, তাহার পরে ৯ মাইল যাত্রে কুশীতে। অপরাহ্নে গোপীগঙ্গা, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি দর্শনীয়। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন। কোশীতে রাত্রিবাস।

একবিংশ দিবস, ২৯শে অক্টোবর—বলরামকুণ্ড, খেলনবন-শেরগড় (৮ মাইল)

প্রত্যূষে ৭টার সময় বিছানাপত্র পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে জমা দিতে হইবে। পরিক্রমা ৬৷৷ ঘটিকার সময় কোশী হইতে পরগ্রামে যাত্রা করিবেন ; (৩ মাইল) ; পরগ্রাম হইতে খেলনবন (বলরামকুণ্ড) ৫ মাইল পূর্ব্বাভিমুখে ; বলরামকুণ্ডের তীরে রেবতী-বলরামের মন্দির, তন্নিকটেই শেরগড় ; দাউজী, গোপীনাথ ও মদনমোহন দর্শনীয়। খেলনবনে বলরামকুণ্ডে রাত্রিবাস। অপরাহ্নে বক্তৃতা, পাঠ ও কীর্ত্তন।

দ্বাবিংশ দিবস, ৩০শে অক্টোবর—
চীরঘাট (৯ মাইল)

প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময় যাত্রিগণকে পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে তাঁহাদের বিছানাপত্র জমা দিতে হইবে, ৬৷৷ ঘটিকার সময় পরিক্রমা বাহির হইবে। শেরগড় হইতে রামঘাট ৫৷৷ মাইল। রামঘাট হইতে বিহারবন ১ মাইল, বিহারবন হইতে নীহারবন ৩ মাইল, নীহারবন হইতে অক্ষয়বট ২ মাইল, অক্ষয়বট হইতে চীরঘাট বা বস্ত্রহরণঘাট, চীরঘাটেই পরিক্রমাকারিগণের তাঁবু পড়িবে।

অপরাহ্নে চীরঘাটে চীরহরণ-লীলাস্থল, যোগমায়া প্রভৃতির দর্শন ; চীরঘাটে রাত্রিবাস ও হরিকথা। (পরদিনের জন্য নৌকার বন্দোবস্ত পূর্ব্বাহ্নেই করিতে হইবে।)

ত্রয়োবিংশ দিবস, ৩১শে অক্টোবর—ভদ্রবন
(যমুনার পূর্ব্ব পারে)

পরিক্রমা এখন যমুনার পশ্চিমপার হইতে পূর্ব্বপারে আসিবেন। নন্দঘাটে পরিক্রমার জিনিষ-পত্র গরুর গাড়ীতে পার করা হইবে এবং যাত্রিগণও পার হইবেন। প্রত্যূষ হইতেই যাত্রিগণ পরিক্রমার অধ্যক্ষের নির্দ্দেশানুসারে নৌকাযোগে নন্দঘাট হইতে যমুনা পার হইবেন। পথে বৎসবন, ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনীয়।

অপরাহ্নে ভদ্রবন-পরিক্রমা ; রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন ও ভদ্রবনে রাত্রিবাস।

চতুর্ব্বিংশ দিবস, ১লা নভেম্বর—মাঠবন (৫ মাইল)

প্রাতঃকালে ভদ্রবন হইতে মাঠবনে যাত্রিগণের বাস-স্থান উঠাইয়া লওয়া হইবে ; পরিক্রমা প্রত্যূষেই ভদ্রবন হইতে ভাণ্ডীরবন (ভাণ্ডীর কূপ, বলরাম, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি মাঠবনাভিমুখের পথে) দর্শন করিয়া ভাণ্ডীরবন হইতে ১৪ মাইল দূরে মাঠবনে পৌঁছিবেন। অপরাহ্নে মাঠবনে বলরাম প্রভৃতি দর্শনীয় এবং হরিকথা ও কীর্ত্তনাদি হইবে। মাঠবনে রাত্রিবাস।

পঞ্চবিংশ দিবস, ২রা নভেম্বর—পানিগ্রাম
(১৪ মাইল)

প্রত্যূষে সমস্ত মালপত্র যাত্রিগণ পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে প্রদান করিবেন এবং শীঘ্রই যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। মাঠবন হইতে বেলবন ৩ মাইল ; বেলবন হইতে মানসরোবর ৪ মাইল ; মানসরোবর হইতে পানিগ্রাম ৮ মাইল। সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তন। পানিগ্রামে রাত্রিবাস।

ষড়্‌বিংশ দিবস, ৩রা নবেম্বর—আনন্দি-বিনন্দি
(৬ মাইল)

প্রত্যূষে যাত্রিগণের বিছানাপত্র পরিক্রমা-কার্য্যালয়ের দ্বারা আনন্দি-বিনন্দিতে প্রেরিত হইবে। ভোরে ৬৷৷ ঘটিকার সময় পরিক্রমা পানিগ্রাম হইতে লৌহবনে আসিবেন এবং সেখান হইতে আনন্দি-বিনন্দিতে আসিয়া দর্শনাদি করিবেন। অপরাহ্নে বিশ্রাম ও ইষ্টগোষ্ঠী।

সপ্তবিংশ দিবস, ৫ই নভেম্বর—দাউজী (এটাওয়া)

প্রত্যূষে যাত্রিগণ বিছানাপত্র পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে জমা দিবেন। আমঝি-বিনঝি হইতে পরিক্রমা দাউজীতে আগমন করিবেন। এখানে দাউজী, কীরসাগর, মতিকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনীয়। অপরাহ্নে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হইবে। দাউজীতে রাত্রিবাস।

অষ্টাবিংশ দিবস, ৬ই নভেম্বর—গোকুল-মহাবন

প্রত্যূষেই যাত্রিগণের বিছানাপত্র পরিক্রমা-অফিসে জমা দিবেন। পরিক্রমা ৩৪ ঘটিকার সময় বহির্গত হইবেন। মতিঝিলের তীরে তাঁবু পড়িবে।

মহাবনের পথে দ্রষ্টব্য :—ব্রহ্মাণ্ডঘাট (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ যশোমতীকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছিলেন), মহাবনে দ্রষ্টব্য :—চিন্তাহরণঘাট, উদূখল, নন্দমহারাজার প্রাসাদ—চৌরাশীখাম্বা, নন্দযশোদা, গোপাল, দাউজী, পূতনা ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায় ½ মাইল পশ্চিমে রমণ-বিহারী প্রভৃতি দর্শনীয়। অপরাহ্নে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন। মহাবনে মতিঝিলের তীরে রাত্রিবাস।

উনত্রিংশ দিবস, ৭ই নভেম্বর—মথুরা

প্রাতঃকালে মহাবনের যে-যে স্থান পূর্ব্বদিন দর্শন হয় নাই, যাত্রিগণ তাহা দর্শন করিবেন এবং ২ ঘটিকার সময় যাহাতে পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন, তজ্জন্য মথুরাভিমুখে প্রস্থান করিবেন। পথে 'গোকুলগ্রাম' (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের কোল হইতে যমুনায় পড়িয়া গিয়াছিলেন), রাজেন্দ্র (শ্রীমতীর জন্মস্থান) দর্শনীয়।

পরিক্রমার যাত্রিগণ যমুনায় স্নান পার হইয়া 'বলদেব-বিলাসে' আচার্য্যের পদাব্জিকে আগমন করিবেন। অপরাহ্নে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি হইবে।

ত্রিংশ দিবস, ৮ই নভেম্বর—
শ্রীবৃন্দাবন

এই দিবস ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব।** পরিক্রমা মথুরা হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীধাম-বৃন্দাবন পৌঁছিবেন। রাত্রিতে সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে।

একত্রিংশ দিবস, ৮ই নভেম্বর—
শ্রীধাম বৃন্দাবন [দ্বিতীয় দিবস]

প্রত্যূষে যাত্রিগণ গৌরজনের পদাব্জানুসরণে শ্রীধাম বৃন্দাবন পরিক্রমা করিবেন। অপরাহ্নে নগরসঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা।

দ্বাত্রিংশ দিবস, ৯ই নভেম্বর—
শ্রীধাম বৃন্দাবন (উত্থানএকাদশী ও ব্যঞ্জনী মহাদ্বাদশীর উপবাস), [তৃতীয় দিবস]

নগরসঙ্কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব।

পরিক্রমা-সম্বন্ধে টেলিগ্রাম ও তাহার অনুবাদ

[১২ই অক্টোবর ১৯৩২ তারিখের দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত]

BRAJAMANDAL PARIKRAMA
Begins with all Magnificence

Muttra, Oct. 8.

Sree Brajamandal-Parikrama under the direction of Sree Sreemad Bhakti-Siddhanta Saraswati Goswami, the Acharyya of the Gaudiya Math begins to-morrow from Muttra. Thousands of devotees from all parts of India will start on the 9th & 10th instant. The local public as well as the Government are generously disposed to co-operate and render every assistance necessary for the purpose. Every proper

arrangement has been made for conveyance, accommodation, boarding and sanitation of the pilgrims. In a word, all possible endeavour is being made to look into the comfort and conveyance of the pilgrims. Big tents have been pitched at intervals and all available big houses have been engaged. Arrangement of elucidation of Shastras and Kirtan has also been made at Asta Sakhis' Kunja, Govindaji's temple and other Shrines.

ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন

মথুরা, ৮ অক্টোবর, ১৯২২

শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে মথুরা হইতে আগামী কল্য শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র ভক্ত পরিক্রমা উপলক্ষে মথুরায় আগমন করিয়াছেন এবং আগামী ৯ই ও ১০ই তারিখে মথুরা হইতে পরিক্রমার জন্য যাত্রা করিবেন। স্থানীয় জনসাধারণ ও সরকার এতদুদ্দেশ্যে যাবতীয় সাহায্য ও সহানুভূতি করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। যাত্রিগণের বাসস্থান, স্বাস্থ্যরক্ষার ও যানবাহনাদির সুবিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে। এককথায়, যাত্রিগণের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য যাবতীয় চেষ্টা করা হইতেছে। যাত্রিগণের থাকিবার জন্য স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পটমণ্ডপ (তাঁবু) সংস্থাপিত ও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নিযুক্ত করা হইয়াছে। অষ্টসখীর কুঞ্জে, গোবিন্দজীর মন্দিরে এবং অন্যান্য ঠাকুর-বাড়ীতে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

[১১ই অক্টোবর, ১৯২২ তারিখের দৈনিক
'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্র হইতে উদ্ধৃত]

GAUDIYA MATH

Elaborate Arrangement for the "Parikrama"

Muttra, Oct. 9.

The Calcutta Gaudiya Math have made unprecedented arrangements for the "Braja-mandal Parikrama" through 12 "Banas" and 24 "Upabanas" under the distinguished lead of Paramahansa Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupad, President of the Visva-Vaishnava Raj-sava with thousands of pilgrims from different provinces.

Sir Devaprosad Sarbadhikary and Lady Sarbadhikary arrived here in this connection. Tents, elephants, camels and other conveyances, rations for pilgrims, lights, medicines and doctors have been arranged for the party which starts to-day. Such elaborate arrangements have never been seen here before. The programme includes 'Path', 'Kirtan' and Lectures explaining the history and importance of each place by learned devotees.

গৌড়ীয় মঠ
ব্রজ-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন

মথুরা ৯।১০।২২

শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার পত্তিরাজ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নেতৃত্বে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিভিন্নপ্রদেশাগত সহস্র সহস্র যাত্রীর সহিত দ্বাদশবন ও চতুর্ব্বিংশ উপবন-মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার এক অভূতপূর্ব্ব আয়োজন করিয়াছেন।

এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এখানে উপনীত হইয়াছেন। পরিক্রমার যাত্রিগণের জন্য পটমণ্ডপ, হস্তী, উষ্ট্র ও অন্যান্য যানবাহনাদি, খাদ্যাদি, আলোক, ঔষধ এবং ডাক্তার প্রভৃতির বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ সুবন্দোবস্তের সহিত বৃহৎ আয়োজন আর কখনও হয় নাই। সুপণ্ডিত ভক্তগণ-কর্ত্তৃক পাঠ, কীর্ত্তন এবং প্রত্যেক স্থানের মহিমা ও ইতিহাস-বর্ণন-মুখে বক্তৃতা-প্রদান প্রভৃতিও দৈনন্দিন কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মথুরায় বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

[১৫ই অক্টোবর, ১৯৩২ তারিখের দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের তারের সংবাদ হইতে উদ্ধৃত]

মথুরা ১০।১০।৩২

"গত ১৯ অক্টোবর ২৩শে আশ্বিন হইতে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে মহা-সমারোহে ৮৪ ক্রোশ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। পরিক্রমা শোভাযাত্রার সম্প্রদায়ে বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জিত সিংহাসনোপরি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, তৎপশ্চাৎ শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহার পদানুসরণ করিয়া প্রায় একক্রোশ দীর্ঘ সঙ্কীর্ত্তনদল প্রথম দিবসে শ্রীশ্রীমথুরাপুরীপরিক্রমা আরম্ভ করেন।

সহকারী জজ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় প্রমুখ পরিক্রমাকারিগণ, মথুরানগরীর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকসমূহ এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত সহস্র সহস্র যাত্রী শ্রীল প্রভুপাদের নেতৃত্বে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিবার সুযোগ পাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

বিবিধ বাদ্য এবং মৃদঙ্গকরতালাদি বাদ্যের মধুর-ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত হইয়াছিল এবং সুশোভিত অশ্ব, পতাকা, দীর্ঘ পুষ্পমাল্যের সারি ও নানাসৌষ্ঠবান্বিত দল প্রভৃতিতে এই মিছিল এরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল যে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার কথা ও প্রাচীন ভারতের গৌরবের কাহিনী সকলের স্মরণপথে উদিত হইয়াছিল।

ঐ দিবস পরিক্রমায় যাত্রিগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কংসবধস্থলী, বিশ্রামঘাট, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, কারাগারাদি, আদিকেশব এবং অন্যান্য লীলাস্থলী পরিদর্শন করেন।

ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার ডাক্তার চাটার্জ্জি, জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু যমুনাপ্রসাদ, মিউনিসিপ্যাল হেল্‌থ অফিসার ডাক্তার মথুর প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ পরিক্রমার যাত্রিবর্গের স্বাস্থ্য এবং সুখসুবিধার জন্য সাধ্যমত যত্ন করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী করিয়াছেন।

১১ই অক্টোবর ২৫শে আশ্বিন তারিখে শ্রীশ্রীমধুসূদন-যাত্রার জন্য বিরাট আয়োজন হইতেছে। বিস্তারিত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।"

শ্রীধাম-প্রাপ্তি

গত ২৮শে আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর (১৯২২) শুক্রবার শ্রীশ্রীমুরারিগুপ্তের তিরোভাব ও (পূর্ব্বিমাপক্ষে, ঊর্জ্জব্রতারম্ভ-দিবস ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুগ্রহ-প্রাপ্ত শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্যতম দীপ শ্রীগৌড়মণ্ডলবাসী বদান্য গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ মহোদয় তাঁহার সমস্তভীতটস্থ ভবনে শ্রীশ্রীগৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরনিজজন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জ্যোতির্ভূষণ মহোদয় নানা বৈষ্ণবোচিত সদ্‌গুণে বিভূষিত থাকিয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতিকূলমতাবলম্বিগণের বিরুদ্ধে ইনি বিশেষভাবে প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট কিছুদিন জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া ইনি জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও ইহার অভিজ্ঞতা ছিল। তদ্দ্বারাও ইনি অনেক সময়ে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা করিয়া চিকিৎসাবিষয়ে জ্ঞানলাভের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ-পত্রের ইনি একজন অনুরাগী সেবক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সজ্জনতোষণী, গৌড়ীয় এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থসমূহ সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন। শ্রীহরিনামগ্রহণ, শ্রীগুরুবৈষ্ণবে সেবাবুদ্ধি-সহ শ্রীধামে বাস, শ্রীধাম-শ্রীনামমাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ-পাঠ-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা জ্যোতির্ভূষণ মহোদয় যেরূপ সংগোপনে ভক্তিময় জীবন যাপন-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন, তাহা গৃহস্থভক্তগণের আদর্শস্থানীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১২ই কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩৯, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৩২ | ১২শ সংখ্যা

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

"গৌড়ীয়ে"র পাঠকগণ অবগত আছেন যে, গত ৯ই অক্টোবর ২৩শে আশ্বিন হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠের ইঙ্গিতে গৌরাবির্ভাব শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযমুনার পশ্চিম পারস্থ মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন ও কামাবন পরিক্রমা শেষ করিয়া পরিক্রমাকারী ভক্তগণ খদিরবনাভিমুখে অভিযান করিতেছেন।

মধুবনের অন্তর্গত মথুরাপুরী ও তৎসন্নিহিত সমস্ত স্থান আচার্য্যের বাণী শ্রবণ ও সংকীর্ত্তনমুখে দর্শন করিতে করিতে পরিক্রমা তালবনে সমাগত হইয়াছিলেন। তালবনে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সখ্যরস বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং অপ্রাকৃত রসের বিরুদ্ধকারী গর্দ্দভাসুর শ্রীবলরামের দ্বারা নিহত হওয়ায় লীলার

প্রচারিত হইয়াছিল। কুমুদবনে শ্রীকৃষ্ণ কুমুদপূর্ণ সরঃ-সরোবরে বিহারলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহুলাবনের অন্তর্গত শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন, মানসী গঙ্গা, কুসুম-সরোবর প্রভৃতি দর্শন করিয়া 'রাধারসসুধানিধি'-লেখক বিশ্বতিগোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভজনস্থান ও রঙ্গের বিবিধ কামক্রীড়াপূর্ণা কামবনে পরিক্রমা আগত হইয়াছিলেন। কামবনের অন্তর্গত বর্ষাণ, নন্দগ্রাম, খাংট প্রভৃতি স্থান শ্রীগৌরজনের আনুগত্যে প্রণত-কীর্ত্তন-মুখে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিক্রমা মহানন্দে খদিরবনের অভিমুখে চলিয়াছেন।

শ্রীগৌরজনের শ্রীমুখপদ্মবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল যেরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধাভক্তির পীঠস্থান, সেইরূপ নবধাভক্তির পরিপক্কাবস্থার ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া সম্বোজ্জ্বল হৃদয়ে চমৎকার-

প্রাকৃতবাদ কৃষ্ণিকাবর্ণন যে অপ্রাকৃত রসের উদয় হয়—শান্ত-দাস্য-সখ্যাদি মুখ্য পঞ্চরস তৎপুষ্টিকারক গৌণ সপ্তরসের সহিত সম্মিলিত হইয়া যে রাসরসরূপে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণে যুগপৎ প্রকাশিত, সেই রাসরসের পীঠস্বরূপই শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত রাসস্থল।

বিভিন্ন প্রকৃত-সম্প্রদায় গৌরাঙ্গীলক্ষ-যোনি-ভ্রমণ হইতে নিষ্কৃতিকামনায় নানাপ্রকার সাধনমার্গে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কেহ বা সেই কামনা লইয়া ব্রজমণ্ডলপরিক্রমায় অভিনয়ও করেন। কিন্তু প্রকৃত গৌরজন ঔদার্য্যময় ধাম নবদ্বীপমণ্ডলে নবধা ভক্তিতে দৃঢ়তা বিধান করিয়া রাসরসের পীঠস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কামগন্ধি-লেশ রাসস্থল-পরিক্রমায় যে জীবের নিষ্কৃতি,—ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা রাসরসে লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রিয়ের স্থান শ্রীরাধাকুণ্ডে স্থান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই শ্রীরূপ ও রূপানুগগণের কৃপায় উন্নসিত। গৌরাঙ্গীলক্ষযোনি-ভ্রমণ হইতে নিষ্কৃতি তাঁহাদের পক্ষে অতি সামান্য কথা। উহা আনুষঙ্গিকভাবেই সিদ্ধ হয়।

অপ্রাকৃত কামদেব অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের নাম, ধাম ও কাম—এই ত্রিবিধ বস্তুর সেবার দ্বারাই জীবের আত্যন্তিকক্লেশের নাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণ গৌরাবতারে তাঁহার নাম, ধাম ও কাম পরম ঔদার্য্যময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত করেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীগৌরভক্তের সেই নাম, ধাম ও কামের সেবা করিতে করিতে শ্রীগৌরের মাধুর্য্যময় কৃষ্ণস্বরূপের নাম, ধাম ও কামসেবা জীবের শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নবদ্বীপ-ভূমি যেরূপ গৌরসুন্দরের নাম-ধাম-কামময়, ব্রজভূমিও সেইরূপ গৌরের কৃষ্ণাবতারের নাম-ধাম-কামের রসপ্রবাহে নিত্য-পরিপূর্ণ। এখানে ভোগ্য জীবগণের ভোগের আশায় 'গ্রাম' বলিয়া কোন শব্দ নাই। সবই কৃষ্ণনাম ও কামের অভিধায় অভিহিত শ্রীগ্রাম। প্রত্যেকটি স্থানের নাম কৃষ্ণ-কাম ও কৃষ্ণনামের উদ্দীপক। সমস্ত বিষয়ের ভোগ একমাত্র কৃষ্ণ,—ইহা জীবকে এখানে অনুক্ষণ স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য জল, স্থল, বৃক্ষ, গ্রাম সবই কৃষ্ণনাম-কামের সংস্পর্শে বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণের সেই নাম, ধাম ও কাম জগতে প্রকাশিত থাকিলেও কৃষ্ণপরিজনের পদাঙ্কানুসরণে তাঁহার বাণী সর্ব্বত্র শ্রবণ করিতে করিতে ঐসকল স্থান ভ্রমণ করিতে না পারিলে, আমাদের নানাপ্রকার ভোগবুদ্ধি উপস্থিত হয়; ভৌতুক-নিবারণার্থ ভোগবুদ্ধিতে তথাকথিত পরিব্রাজক, সাহিত্যিক, কবি বা ঐতিহাসিকের ভ্রমণের ন্যায় দেশ ভ্রমণ মাত্র সার হয়। এইজন্য শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালে শ্রীগৌরজন অনুক্ষণ হরিকথামৃত-তরঙ্গিণী প্রবাহিত করিয়া আমাদিগকে কৃষ্ণবিস্মৃতির পিচ্ছিল পথ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। প্রত্যেকস্থানেই ভক্তগণের নিকট হরিকথাকীর্ত্তন, স্থানীয় ও সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী এবং ব্রজবাসিগণের সহিত হরিকথাপ্রসঙ্গ আলোচনা প্রভৃতি পরিক্রমাকে অনুক্ষণ চেতনময় করিয়া রাখিয়াছে।

গতানুগতিক পরিক্রমা হইতে গৌরজনের আনুগত্যে এই পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেই প্রাণে প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। আচার্য্যের হরিকথামৃতোৎসব, আচার্য্য-সেবকগণের অক্লান্ত হাট-ঘাট-বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তির আদর্শ আমাদিগের ভোগবুদ্ধিকে সর্ব্বথা নিরস্ত করিয়া কৃষ্ণসেবার উজ্জ্বলতা হৃদয়ে দেদীপ্যমান করিয়া রাখিয়াছে। গতানুগতিকভাবে ভ্রমণ, পরিশ্রান্ত হইলে শয়ন, বিশ্রাম এবং হরিকথা-বিহীন মৃতজীবনযাপন বা ভাড়াটিয়া 'বাসধারী', 'ঘরক' প্রভৃতির মুখে কেবলমাত্র শ্রীগুরুসেবার শ্রীভগবদ্ভক্তি-প্রসঙ্গ এই পরিক্রমায় স্থান পায় নাই, কিন্তু যাঁহার প্রত্যেকটী বাণী ভাগবত ও ভাগবতোচিত আচরণের জীবন্তী প্রতিমূর্ত্তি, সেইরূপ মহাপুরুষের বাক্যানুচর্য্যার স্থান করিতে করিতে সকলে ব্রজের পথে বিচরণ করিবার অনুকূলপূর্ণ, অনুকূলপূর্ণ ও অনুকূলপূর্ণ সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে ব্রজবাসী পাণ্ডিত্যমণ্ডলী ও বৈষ্ণবমণ্ডলী এবং অন্যান্য ভক্তশ্রোতার সম্মুখে রূপানুগবর শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদ শ্রীলরূপ গোস্বামী প্রভুর "উপদেশামৃত" পাঠ

ও ব্যাখ্যা করিয়া সমস্ত ব্রজবাসী বৈষ্ণবপণ্ডিতের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ব্রজবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভৃতি গোস্বামিগণের আগমনকালে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে যেরূপ হরিকথাকীর্ত্তনময় আনন্দোৎসব হইয়াছিল, সেই প্রকার গ্রন্থবিষ্ণু কীর্ত্তন-উৎসবের পুনরাবৃত্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীরাধাকুণ্ডতটে অবস্থান ও উপদেশামৃত-ব্যাখ্যাকালে ব্রজবাসিগণের প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ব্রজবাসিগণ সেইদিন সভাস্থলেই আবার "তদবিদ্ধি ভাগবতাঃ" ভগবদ্বাক্যের আদর্শ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন,—ইহা তাঁহারা সভার সর্ব্বজন-সমক্ষে পুনঃপুনঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর সমাধির সম্মুখে নিজ অনুগত ভক্তগণের দ্বারা শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক সংকীর্ত্তন করাইয়াছিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে পাঁচমাইল উত্তরাভিমুখে শ্রীসুর্য্যকুণ্ডে আমাদের পরাৎপর গুরুদেব অর্থাৎ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীগুরুদেব শ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও তাঁহার সেবিত শ্রীশ্রীবিহারীজী বিগ্রহ এবং শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের সেবকগুরু শ্রীল ভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করিয়া গুরুজনসমীপে আবিষ্কার করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

কামবনে ভক্তিগোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভজনস্থান অনুসন্ধান-মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীরাধারসসুধানিধি, শ্রীমুরলীবিলাস, শ্রীনবদ্বীপশতক প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থের উপদেশ ও ব্যাখ্যা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। কেহ কেহ বলেন, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কামবনের শ্রীকূপের তীরে ভজন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের অভিমত যে, কামবনে ভক্তিগোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দপাদের স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ 'শ্রীপ্রবোধানন্দ-গৌড়ীয়মঠ' নামে একটি হরিকথা-কীর্ত্তন-কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়। দুঃখের বিষয়, ব্রজের বাহ্য মনে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-নামধারী অনেক প্রবীণ ও নবীন ভজনাভিনয় করিলেও মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ব্রজের ভূমিকা শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের স্থানের কোনই সংবাদ রাখেন না।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা অতীব নির্ব্বিঘ্নে ও অত্যাশ্চিতভাবে অক্লেশে সম্পাদিত হইতেছে। গৌড়ীয়মঠাচার্য্য আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রাথমিক ব্যবস্থাপনায়, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ বন মহারাজের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীবল্লবীজী, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী, শ্রীদুর্শনদানভাণ্ডারাধিকারী, ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ, ভিন্ন ভিন্ন মঠের সেবকবর্গ এবং সমুদায় বৈষ্ণব পুরুষ ও ভক্তগণের অকপট হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তিতে সমগ্র বৈষ্ণব-জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া এত বড় বৃহৎ অনুষ্ঠান সুনিয়মিতভাবে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে। বিভিন্ন স্থানে রাত্রিবাস ও অবস্থানের জন্য বহু পটমণ্ডপ সংস্থাপিত হইয়াছে। উহার দৃশ্য অতীব সুন্দর। অদ্য যেস্থানে পরিক্রমাকারিগণ রাত্রিবাস করিবেন, সেস্থানে পূর্ব্বেই অগ্রগামী সেবকবৃন্দ অগ্রসর হইয়া পটমণ্ডপাদি সংস্থাপন এবং জলসংপ্রদান, পানীয় প্রভৃতির যাবতীয় ব্যবস্থা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত চিকিৎসক ও ঔষধাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে। পরিক্রমাকালেও বিপুল-যাত্রিসঙ্ঘের সাহায্যার্থ ঔষধ, ক্ষুরকার্য্যের জন্য পানীয় এবং ভিন্ন ভিন্ন বিশ্রাম-স্থানে বালভোগপ্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। পরিক্রমার প্রথম দিবসে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের কোন্নগর-নিবাসিনী সহধর্ম্মিণী মহোদয়া সকলকে চতুর্বিধ রস-সমন্বিত প্রসাদ-বিতরণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীপাদ ঊর্দ্ধবাহু ব্রহ্মচারী ভক্তিবিলাস মহোদয় রাধাকুণ্ডতটে সমগ্র ব্রজবাসিগণকে নানা প্রকার উত্তম প্রসাদ প্রচুরভাবে বিতরণ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও ব্রজবাসিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীরাধাকুণ্ড, কুসুমসরোবর প্রভৃতি স্থানবাসী বিরক্ত বৈষ্ণবগণকেও উৎসবিধান প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল।

যাত্রিগণের যাহাতে কোনপ্রকার ক্লেশ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের নিয়ামকত্বে বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবকরূপে পরিশ্রম করিয়া দিবারাত্র প্রয়ত্ন করিতেছেন। পরিক্রমার পঞ্জী-অনুসারে প্রত্যেক স্থান দর্শন ও ভ্রমণকালে তত্তৎস্থানের মহিমা ও ইতিবৃত্ত পাঠ এবং বক্তৃতার দ্বারা তত্তৎস্থানের সমস্ত তথ্য সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা ও পাঠ এবং শ্রীল প্রভুপাদের ভাষণ হইতেছে।

———

ভারতের সমস্ত স্থান হইতে ভক্তমণ্ডলী পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। অনেক সাধারণ ব্যক্তিও পরিক্রমা-কারিগণের সঙ্গ করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের, জেলার এবং আবশ্যক হইলে এক একটী নগরের লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবুর ব্যবস্থা হইয়াছে। বিপুল যাত্রিসঙ্ঘকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করিবার জন্য কতকগুলি সাধারণ বিধি প্রচারিত হইয়াছে।

———

পরিক্রমার প্রথম দিবসে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচ্যান্সেলার স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সন্ত্রীক মথুরা-পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে আঠসখীর মন্দিরে, লালবাবুর মন্দিরে, গোবিন্দজীর মন্দিরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। মথুরা-পরিক্রমা-দিবস বিপুল সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা শ্রীমন্দির প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে বহির্গত হইয়াছিল। পরিক্রমার বিপুল যাত্রিসঙ্ঘ বহুবুদ্ধবাদ্য সঙ্কিতাকারে শোভিত থাকিয়া মথুরাবাসীর আনন্দ ও বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল। পরিক্রমাকালে শ্রীগৌরসুন্দর অর্চ্চাবিগ্রহরূপে সর্ব্বত্রই অগ্রণী হইয়া বিহার করিতেছেন। ভক্তগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে পরিক্রমাকালে ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও বা "গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে, সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী-ভকত-সঙ্গে," কখনও বা "হরে কৃষ্ণ" নাম মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিয়া ব্রজের পথে চলিতেছেন। মৃদঙ্গ, করতাল, কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা, সিঙ্গা ও বিবিধ ঐক্যতানবাদ্যের সহিত হরিসংকীর্ত্তন, বিভিন্ন ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরপরিক্রমার পট-পতাকা, বিভিন্ন বর্ণের নিশান প্রভৃতি উপকরণসহ বিপুল পরিক্রমাকারিগণ সুদীর্ঘ সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা রচনা করিয়া ব্রজের বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন।

———

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ্চস্কলার শ্রীযুক্ত আইবিহারী কপূর এম, এ, বিজনৌরের শ্রীযুক্ত ঠাকুরসাহেব টিকমসিংহ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভক্তগণ নানাপ্রকার উপায়নের সহিত পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিত উত্তরপশ্চিমদেশবাসী কতিপয় ভক্ত হস্তীর সহিত ব্রজমণ্ডলপরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন।

———

আগামী ৭ই নভেম্বর পরিক্রমার ত্রিংশৎ দিবসে পরিক্রমা মথুরা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করিবেন। মথুরার সুপ্রসিদ্ধ এক্‌ষেট্‌ রামমন্দির চৌবে "বিশ্বপরিক্রমমণ্ডলে"র পক্ষ হইতে আগামী ৮ই, ৯ই ও ১০ই নভেম্বর দিবসত্রয় মথুরাবাসীকে তিনটী বক্তৃতার আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে ৮ই নভেম্বর শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ "শ্রীকৃষ্ণ ও মথুরা" সম্বন্ধে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। ৯ই নভেম্বর শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ "সনাতনধর্ম্ম ও তাঁহার" সম্বন্ধে ইংরাজীভাষায় অভিভাষণ দিবেন। ১০ই নভেম্বর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও প্রেম" সম্বন্ধে ইংরাজীতে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সভাপতির অভিভাষণরূপে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঐ সকল বিষয় বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিবেন। প্রত্যহ অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকা হইতে বক্তৃতা আরম্ভ হইবে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে ৮ই, ৯ই ও ১০ই নভেম্বর দিবসত্রয় সংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা ও কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। পরিক্রমাকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে সকলেই কার্ত্তিক-ব্রত 'হরিসেবা-নিয়মে'র সহিত যাজন করিতেছেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতীয় অপর নাম কীর্ত্তিকা; শ্রীবার্ষভানবীর অতিপ্রিয়বিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মকৃপায় ব্রজে কার্ত্তিকব্রতের গূঢ় তাৎপর্য্য সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণের উপলব্ধির বিষয়। ঊর্জ্জব্রতের পূর্ণাহুতির সঙ্গে

সঙ্গে রাসলীলার পূর্ণাভি হইবে। উথানৈকাদশী-দিবস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথি ও তৎপরদিবস শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরুক্মিণীদ্বারকাধীশ সম্পাদিত হইবে।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যার পর)

অদ্বৈতমোহন শ্রীশঙ্করাচার্য্যাদিও শ্রীচৈতন্যের প্রেমেরই ব্যতিরেকভাবে পুষ্টিকারক

আচার্য্য শঙ্করও সেই পরমগুহ্য প্রেমসম্পুট ক সংগোপন ক'রবার জন্য রূপকাত্মক মায়াবাদ প্রচার ক'রেছেন। ক অধিক কি, ভারতের সেই চার্ব্বাক বৌদ্ধ, চীনদেশের ইয়াচু, রোমের ক্রাইসস্টম্, গ্রীকদেশের লুক্রিশস্ পর্য্যন্ত ব্যতিরেকভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রেমেরই পুষ্টিবিধান ক'রে ছেন।

প্রেমের আলোকে পরিপন্থিভাবগুলিরও অপূর্ব্ব সমন্বয় ও পুষ্টিকারকতা

অপ্রেমের রাজ্যে বিরোধী বা পরিপন্থী ভাবগুলি প্রেমের আরও গৌরবতা ও উজ্জ্বলা বৃদ্ধি করে। কৃষ্ণ-লীলার কংস, জরাসন্ধ, অঘিনন্দ্য প্রভৃতি—চন্দ্রাবলী, শৈব্যা, জটিলা, কুটিলা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রেমকে ব্যতিরেকভাবে উজ্জ্বলরূপেই প্রকাশ ক'রেছে; এমন কি, গোলোকে কংস, অঘিনন্দ্য প্রভৃতির বাস্তব সত্তা না থাকলেও তত্তদ্ভাবগুলি নিত্য প্রকাশিত থেকে কৃষ্ণপ্রেমের উজ্জ্বলা বিধান ক'রছে। কিন্তু তথাপি আমায় এই বুঝতে হ'বে না যে, সেখানে চিচ্ছক্তিসমন্বয়ের অবকাশ আছে। যে বিরহ অপ্রেমের রাজ্যে মহা যন্ত্রণাদায়ক, সেই বিরহই অপ্রাকৃত মূর্ত্তিতে অপ্রাকৃত প্রেমের রাজ্যে প্রেমের নবনবায়মান পুষ্টিকারক; এজন্য সেই অপ্রাকৃত প্রেমের বর্ণনা ক'রে শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—

"বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমা আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁর মনে, তাঁর বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন॥"

(চৈঃ চঃ ম ২৩ পঃ)

আত্মসুখদুঃখবিচার প্রেমের বিরোধী; প্রেম—স্বেচ্ছাময় ও কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর

প্রেমের স্বভাবই এই যে, তা' নিজের দুঃখকে দুঃখ ব'লে গণনা করে না—নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, নিজের যশ, নিজের অর্থ, নিজের কাম-পরিতৃপ্তি, নিজের নিদান হ'তে মুক্তি, এক কথায়, নিজের যার যত কিছু ওমা(?)স কথা সমস্তই প্রেমের বিরোধী। যেখানে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের কথা, সেখানে প্রেমাভাব। প্রেমে নিজসুখ-তাৎপর্য্যপরতা নাই, আছে—কেবল কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপরতা; মহিমাজ্ঞান নাই, আছে—ব্যক্তিত্বের স্বতঃসিদ্ধ সহজ আকর্ষণ। কৃষ্ণের প্রতি কাকেরি এবং কাকের প্রতি কৃষ্ণের সুখপ্রদানেচ্ছাই প্রেম। 'প্রেম' নিতান্তই স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। প্রেম কৃষ্ণকে নাচায়, আবার কৃষ্ণের ভক্তকেও নাচায়। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সুখ প্রদান করে।

মানুষের বুদ্ধির দৌড় ও শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গৃহস্থালী

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ পর্য্যন্ত মানুষের বুদ্ধির দৌড়। মানুষ ভোগের কথা বোঝে, আর ভোগের আপাত-প্রতিঘাতে ত্যাগের কথা বোঝে। হয় গৃহাসক্ত হও, না হয় সন্ন্যাসী হও,—এই দু'দিকের দু'টি মোটা কথা ইতরজন বোঝে, লোকা

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কথা অধিকতর দুঃখের।

লোকও এ-সকল কথা বোঝে; কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের গৃহস্থালী—অপ্রাকৃত গৃহব্রতের কথা লোকের মাথায় প্রবেশ করে না। কৃষ্ণের মত এত বড় আশ্রিত গৃহব্রত আর কেহ নাই। দ্বারকাতেও কৃষ্ণের গৃহস্থালী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; একমাত্র ব্রজবনিতাগণই কৃষ্ণের গৃহস্থালীর সার্থকতা সম্পাদন ক'রতে পেরেছিলেন; তাই তাঁরা ভক্তবৎসলকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ব'লেছিলেন,—

"জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥
শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥"

(ভাঃ ১০।৩১।৩৮)

গোপীগণ ব'লেন,—হে পদ্ম-নাভ! অপরাধবোধ বিষয়-নিবৃত্ত যোগীবর্গের হৃদয়ে সর্বতোভাবে যোগ, সংসারকূপে পতিতগণের আশ্রয়স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম তোমার ভৃত্যসেবী আমাদের হৃদয়ে উদিত হউক। বিষয়-নিবৃত্ত তাঁরাগণের প্রেমের অভাব ব'লে তাঁরা দূর হ'তে তোমার ধ্যানমাত্র করে, আর ভোগী বিষয়িগণ তোমাকে ভুলে ভোগান্ধকূপে পতিত হ'য়ে থাকে। আমরা যোগীর মত তোমাকে দূর হ'তে ধ্যান ক'রতেও চাই না বা ভোগীর মত তোমাকে ভুলে থাকবারও সামর্থ্য আমাদের নাই; তুমি আমাদের নিকট এত সহজ, এত নিকট, এত আপনার যে, তোমার ভৃত্যসেবী আমাদের সঙ্গ ছেড়ে ক'রেও তোমা' হ'তে অন্যত্র মন ফিরা'বার উপায় নাই।

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ"

আমরা পূর্বেই ব'লেছি, প্রেমের স্বভাবই এই যে, প্রেম নিজের কোন তাৎপর্য্য অন্বেষণ করে না। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত হ'য়ে ব'লেছেন—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

"যা বলি আপন-সুখ, সবে বাহি তা'র মুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥
কুষ্ঠী বিপ্রের ঘরণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' বৈল বেশ্যার সেবা।
ভর্ত্তিলা সূর্য্যের গতি, জীয়াইলা মৃত পতি,
তুই বৈল মুখ্য হিন দেবা॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ)

কুষ্ঠী-বিপ্রের উপাখ্যান

কোন এক কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণের এক পতিব্রতা পত্নী ছিলেন। ঐ ব্যক্তি ও'রূপ দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হ'লেও পূর্ব্বাশ্রম-বশতঃ সে অন্যায় কামাসক্ত ছিল। একদিন সে নিজ-পত্নীর নিকট কোন বারবনিতার গৃহে গমনের জন্য অভিলাষ প্রকাশ ক'রল। একদিকে কঠিন রোগের ফলে ওই ব্রাহ্মণকুলাঙ্গারের নিজের পায়ে ভর দিবার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না, অপরদিকে ঐরূপ দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত পুরুষকে কোন বারবনিতাই অভিলাষ ক'রত না; কিন্তু পতিব্রতার স্বামীর ইচ্ছা পূরণ ক'রতেই হ'বে। পতিব্রতা একটি উপায় আবিষ্কার ক'রলেন,—স্বামীর অভিলষিত বারবনিতার গৃহে বিনা বেতনে বহুদিন দাসীর কার্য্য ক'রে বেশ্যাকে সন্তুষ্ট ক'রলেন এবং সময় বুঝে একদিন তাঁর পতির অভিলাষ ঐ বারবনিতার কাছে এমনভাবে জ্ঞাপন ক'রলেন যে, ঐ বেশ্যা কিছুতেই এই পতিব্রতার অনুরোধ অস্বীকার ক'রতে পারলে না। পতিব্রতা স্বামীকে স্কন্ধে ক'রে সেই বেশ্যার গৃহে নিয়ে গেলেন। এদিকে পত্নীর এরূপ অদ্ভুত স্বামি-সেবা-প্রবৃত্তি দেখে ঐ কুষ্ঠরোগীর হৃদয়ে নির্বেদ উপস্থিত হ'ল। সে বারবনিতার গৃহে উপস্থিত হ'বার পূর্ব্বেই সে'স্থান হ'তে ফিরে আসতে চাইল। পতিব্রতা স্বামীর ইচ্ছানুসারে যখন স্বামীকে স্কন্ধে ক'রে বনপথে রাত্রিকালে নিজগৃহাভিমুখে ফিরছিলেন, তখন পথে, 'মাণ্ডব্য' নামক এক ঋষি চোর তস্করের সিয়ন্ত্র ছিলেন, দৈবক্রমে হঠাৎ অজ্ঞাতসারে সেই ঋষির গায়ে ঐ বিপ্রবন্ধুর পা লেগে যাওয়ায় ঋষির ধ্যান ভেঙ্গে গেল। ঋষি তখন ক্রুদ্ধ হ'য়ে ঐ বিপ্রবন্ধুকে অভিশাপ প্রদান ক'রে ব'লেন,

সূর্য্যোদয়ের পরেই তা'র প্রাণবিয়োগ হ'বে। পতিব্রতা ঋষির এই বাক্য শুনে দুঃখিত হ'লেন এবং সূর্য্যোদয় বন্ধ ক'রবার জন্য প্রতিজ্ঞা ক'রলেন। পতিব্রতার অদ্ভুত চেষ্টা দেখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতা পতিব্রতার নিকট এসে উপস্থিত হ'লেন এবং পতিব্রতার পতিপরায়ণতায় সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁ'র পতিকে নবজীবন প্রদান ক'রলেন। এই দৃষ্টান্তে নিজস্বার্থবঞ্চিত হ'য়ে পাতিব্রত্যের অর্থাৎ কেবলমাত্র সেবার সুখ-চেষ্টার আদর্শ প্রদর্শিত হ'য়েছে।

প্রেমের স্বভাবই এই যে, প্রেম নিজের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মুক্তি চায় না,—এ' সম্বন্ধে আমরা আপনাদের কাছে আর একটী ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ ক'রছি,—

শৈলপূর্ণ ও গোবিন্দের সেবা

আপনারা সকলেই শ্রীরামানুজাচার্য্যের নাম শুনেছেন। এক সময়ে তিনি শ্রীশৈলপূর্ণের অনুরোধে তাঁ'র আশ্রমে এক-মাসকাল বাস ক'রেছিলেন। এই সময় 'গোবিন্দ' নামে একজন খুব বিজ্ঞ সেবক ও শিষ্য শৈলপূর্ণের সেবা ক'রতেন। এক'দিন রামানুজ দেখ্‌তে পেলেন যে, গোবিন্দ শৈলপূর্ণের শয্যা প্রস্তুত ক'রে তাঁ'র উপরে শুতে যাচ্ছেন। তা' দেখে শ্রীরামানুজ গোবিন্দের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'লেন এবং শিষ্যোপযোগীর ওরূপ দুষ্টা ও অপরাধের কথা শ্রীশৈলপূর্ণের কাছে জানালেন। শৈলপূর্ণ গোবিন্দের প্রীতিময়ী সেবার কথা জান্‌তেন, তথাপি তিনি রামানুজের কাছে গোবিন্দের কৃত অন্যায় প্রকাশিত ক'রবার জন্য গোবিন্দকে ডাক দিয়ে ব'লেন,—গোবিন্দ, তুমি নাকি আমার বিছানার উপর শুয়ে থাক? গোবিন্দ বিনীতভাবে ব'ল্‌লেন,—প্রভো, আমি প্রত্যহই আপনার শয্যা প্রস্তুত ক'রবার পর তাঁ'র উপর কিছুক্ষণ শয়ন করি। শৈলপূর্ণ ব'লেন,—তুমি জান, গুরুশয্যাশায়ীর নরক অবশ্যম্ভাবী? গোবিন্দ ব'ল্‌লেন,—"প্রভো, তা' আমি আপনার উপদেশ হ'তে জেনেও প্রত্যহই আমি আপনার শয্যায় শয়ন করি, কারণ আমার নরক হয়, হ'ক, তা'তে ক্ষতি নেই, কিন্তু আপনার জন্য যে শয্যা প্রস্তুত করি, সেই শয্যা সর্ব্বতো-ভাবে সুকোমল হ'ল কি না—আপনার সুখ-শয়নের কোন-প্রকার বিঘ্নকারক হ'ল কি না, তা' জান্‌বার জন্যই আমি প্রত্যহ শয্যা রচনা করবার পর তা'তে একটু শয়ন ক'রে দেখি; আমার নরক হ'লেও যদি আপনার সুখ হয়, আমার তা'ই কাম্য।" গুরু-বিচারে শ্রীরামানুজ যা' দেখেছিলেন, গোবিন্দের অন্তর্নিহিত অন্যপ্রকার চিত্তবৃত্তি শুনে আচার্য্য স্তম্ভিত হ'লেন।

মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের "সেবা সে নিয়ম"

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক অন্য গোবিন্দেও প্রেমময় সেবার আদর্শ দেখ্‌তে পাই। একদিন মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনে মহানৃত্যকীর্ত্তন ক'রে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হ'য়ে গম্ভীরার সমস্ত দ্বার বন্ধ ক'রে শয়ন ক'রেছিলেন। গোবিন্দের ইচ্ছা হ'ল, এই সময় মহাপ্রভুর কিছু পাদসম্বাহন, কটি-মর্দ্দনাদি ক'রে প্রভুর সুখ বিধান করেন। গম্ভীরার অভ্যন্তরে না গেলে প্রভুর সেবা হয় না দেখে গোবিন্দ প্রভুকে ব'ল্‌লেন,—প্রভো, আমাকে ভিতরে যা'বার একটু স্থান দিন। প্রভু ব'ল্‌লেন,—আমার নড়্‌বার শক্তি নেই। গোবিন্দ বল্লেন,—আমি একটু কষ্টসহন ক'রে নেব। মহাপ্রভু ব'ল্‌লেন,—তুমি কিছু কর আর নাই কর, আমি কিছুতেই ন'ড়তে পার্‌ব না। অগত্যা গোবিন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের উপরে একখানা বহির্ব্বাস স্থাপন ক'রে প্রভুকে উল্লঙ্ঘন ক'রেই গম্ভীরার মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লেন। গোবিন্দের সেবায় প্রভুর সুখনিদ্রা হ'ল। প্রায় একঘণ্টা পরে প্রভু জাগ্রত হ'য়ে দেখ্‌লেন, গোবিন্দ তখনও সেই স্থানে ব'সে র'য়েছেন; প্রভু গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন,—গোবিন্দ, তুমি এখন পর্য্যন্ত প্রসাদ গ্রহণ ক'র্‌তে যাও নাই কেন? গোবিন্দ ব'ল্‌লেন প্রভো, আমি আপনাকে উল্লঙ্ঘন ক'রে কি ক'রে যা'ব? তখন মহাপ্রভু ব'ল্‌লেন,—"ঘরে প্রবেশ করবার সময় আমাকে কিরকমে উল্লঙ্ঘন ক'রে এসেছিলে, যেমন ভাবে এসেছিলে, তেমনভাবেই গেলে হ' পাব্‌তে?" তখন গোবিন্দ নিরুত্তর হ'য়ে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—

গোবিন্দ কহেন,—"আমার সেই সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি' কোটী অপরাধ নাহি গণি।
যদি'মন্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥"

সজ্জনমণ্ডলি, প্রেমের স্বভাব দেখ্‌লেন?—প্রেমের রীতি বুঝ্‌লেন? এখানে কোন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামীর চিত্তবৃত্তি নাই—প্রভুর বা অপ্রাকৃতভাবে নিজের কোন

সুখবাঞ্ছা নাই—আছে কেবল সেব্যের সুখের জন্য সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ।

শ্রীরামানুজ, বরদাচার্য্য, তৎপত্নী এবং যজ্ঞেশের দৃষ্টান্তে সেবা ও সম্ভোগবাদের পার্থক্য-প্রদর্শন

আপনাদের নিকট আর একটি ঘটনা ব'লে প্রেম ও সম্ভোগবাদের আদর্শের মধ্যে কতটা তফাৎ, তা' দেখা'বার যত্ন ক'রছি। এই ঘটনাটি ও আচার্য্য রামানুজের চরিত্রের একটি ঘটনা। একদিন আচার্য্য রামানুজ তাঁ'র শিষ্যদিগকে সঙ্গে ক'রে তিরুপতি বা শ্রীবেঙ্কটাচলে গমন ক'রছিলেন। একদিন একরাত্রি হাঁ'টবার পর তাঁ'রা দ্বিতীয়দিনে 'অট্টদরম্' নামক এক গ্রামে এসে উপনীত হ'লেন। সেই গ্রামে রামানুজের দুইজন শিষ্য বাস ক'রতেন; তাঁ'দের মধ্যে একজন খুব ধনাঢ্য, আর একজন অত্যন্ত দরিদ্র। ধনাঢ্য ব্যক্তির নাম—যজ্ঞেশ, আর দরিদ্র ব্রাহ্মণটির নাম—বরদাচার্য্য। শ্রীরামানুজ সেই যজ্ঞেশের বাড়ীতে সেইদিন সাদর ভিক্ষা ক'রবেন ব'লে তাঁ'র দু'জন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন। রামানুজের শিষ্য দু'টী যজ্ঞেশের কাছে গিয়ে গুরুদেবের আগমন এবং সেই-দিন সেখানে সশিষ্য-গুরুদেবের ভিক্ষার সংবাদ জানা'লেন। যজ্ঞেশ আজকে এত উৎফুল্ল হ'য়ে প'ড়লেন যে, তিনি গুরু সেবা ক'রে সুখ্যাতি ও পুণ্য অর্জ্জনের জন্য নানাপ্রকার দ্রব্য-সম্ভারে অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে প'ড়লেন এবং গৃহের অভ্যন্তরে গিয়ে এতদূর আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেলেন যে, এক ঘণ্টা অতিক্রম হ'য়ে গেল, তথাপি তাঁ'র গুরুভ্রাতাদের সংবাদ দিবার জন্য পুনরায় আর বাইরে ঘরে আসবার কথাই তাঁ'র মনে রইল না। এদিকে গৃহের অভ্যন্তর হ'তে যজ্ঞেশের বাইরে আসতে এত বিলম্ব হ'চ্ছে দেখে যজ্ঞেশের গুরুভ্রাতা দু'জন বরদাচার্য্য যজ্ঞেশের গৃহ পরিত্যাগ ক'রলেন। তাঁ'রা শ্রীরামানুজের নিকট একথা জানালে রামানুজ যজ্ঞেশের গৃহ পরিত্যাগ ক'রে দরিদ্র বরদাচার্য্যের গৃহেই স্বয়ং গমন ক'রলেন। যখন শ্রীরামানুজাচার্য্য বরদা-চার্য্যের গৃহে উপস্থিত হ'লেন, তাঁ'র অনেক পূর্ব্বেই বরদাচার্য্য ভিক্ষার স্থল নিয়ে গৃহদেবতা নারায়ণের সেবার জন্য ভিক্ষা ক'রতে বেরিয়েছেন। ঘরে তখন একমাত্র বরদাচার্য্যের পত্নী ছিলেন এবং তিনি তখন সবে মাত্র তাঁ'র স্নান সমাপন ক'রেছেন এবং একখণ্ড ক্ষুদ্র চীরবস্ত্র পরিধান ক'রে তাঁ'র শতচ্ছিন্ন পরিধেয় বস্ত্রখানিকে রৌদ্রে শুকাচ্ছিলেন। গৃহে শ্রীগুরুদেব অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছেন, দূর হ'তে দেখে বরদাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী লজ্জা হাতে তাঁ'র নিজ-অবস্থার কথা জানালেন। শ্রীরামানুজ তখন দূর হ'তে তাঁ'র উত্তরীয় বস্ত্রখানা বরদাচার্য্যের পত্নীর নিকট নিক্ষেপ ক'রলে লক্ষ্মী সেই বস্ত্র পরিধান ক'রে শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন এবং ভক্তিভাবে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে শ্রীগুরুদেবের সেবার জন্য অবিলম্বে পাদ্যাদি এনে দিলেন। শ্রীগুরুদেবকে ব'লেন—"প্রভো, আপনি সশিষ্য স্নানাদি সমাধা ক'রে এখানে কৃপা-পূর্ব্বক ভিক্ষা করুন।" এদিকে কিন্তু ঘরে একটি তণ্ডুলকণাও নাই, অন্য কোন দ্রব্য ত' নাই ই। বরদাচার্য্য ভিক্ষা ক'রে ফিরলে সেই তণ্ডুল পাক হ'বে, তা'র পরে নারায়ণের ভোগ হ'বে, কিন্তু দু'প্রহর উপস্থিত, সশিষ্য শ্রীগুরুদেবের সেবা ক'রতেই হ'বে, কোথায় দ্রব্যসম্ভার পাওয়া যায়, এই চিন্তা ক'রতে ক'রতে হঠাৎ লক্ষ্মীর স্মরণে একটা কথা স্মরণ হ'ল। সেই গ্রামে একজন খুব ধনী শেঠ বাস ক'রতেন। সেই শেঠ অনেকবার লক্ষ্মীকে তাঁ'র গৃহরাণী করবার জন্য নানাপ্রকারে প্রলোভন, ভয়প্রদর্শন—কত কি চেষ্টা ক'রেও নিরাশ হ'য়েছিলেন। পতিব্রতা লক্ষ্মী এবং স্বধর্ম্মপর বরদাচার্য্য কিছুতেই ঐ শেঠের দুষ্প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে নিজ নিজ সুখের জন্য অর্থ বা ভোগাদি গ্রহণ করেন নাই। আজ লক্ষ্মী বিচার ক'রলেন,—"যদি আমি গুরুদেবের জন্য এই ভক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা-পূয-পরিপূর্ণ ঘৃণ্য দেহকে বিক্রয় ক'রে গুরুসেবা ক'রতে পারি, তা'তে আপত্তি কি? কলিযুগ নামক কোন চোর চৌর্য্যবৃত্তি ক'রেও ত' দুনিয়ার সেবা ক'রেছিলেন, তা'তে হরি সন্তুষ্টই হ'য়েছিলেন।" এই বিচার ক'রে লক্ষ্মী আজ সেই শেঠের বাড়ীতে উপস্থিত হ'লেন এবং শেঠকে ব'লেন যে, যদি তিনি লক্ষ্মীর গুরুসেবার জন্য এখনই কিছু উৎকোচ দ্রব্য-ভার প্রদান করেন, তা'হ'লে আজই রাত্রিকালে তিনি শেঠের নিকট দেহ সমর্পণ ক'রতে পারেন। শেঠ অকস্মাৎ লক্ষ্মীর মুখে এরূপ কথা শুনে যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন। যা'কে এত সাধ্য-সাধনা ক'রেও শেঠ কিছুতেই বিচলিত ক'রতে পারেন নি, সে কিনা আজ স্বয়ং উপচারিকা হ'য়ে বাড়ীতে এসেই উপস্থিত! শেঠ তখনই তাঁ'র ভৃত্যগণকে শতশতভারে নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার বরদাচার্য্যের গৃহে প্রেরণ করবার

অন্ন আনেশ দিলেন। লক্ষ্মী সেই সকল দ্রব্যসম্ভার-দ্বারা পাকাদি কার্য্য আরম্ভ ক'রলেন, এমন সময় বরদাচার্য্য ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হ'লেন এবং অকস্মাৎ শ্রীগুরুদেবকে দেখ্‌তে পেয়ে দাষ্টাঙ্গে পতিত হ'লেন। বরদাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের নৈবেদ্য প্রস্তুতের যাবতীয় দ্রব্য অন্ত অন্তান্ত ব্যস্ত হ'য়ে অন্যান্যরে লক্ষ্মীর নিকট ভিক্ষাঝুলি নিয়ে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌তে পেলেন যে, লক্ষ্মীদেবী বহু উৎসাহ-সহকারে তাঁর চারিদিকে নিত্য ভগবানের নৈবেদ্য পাক ক'রছেন। বরদাচার্য্য গৃহিণীর গৃহে এরূপ বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভারের অকস্মাৎ আগমনের কারণ নির্ণয় ক'র্‌তে না পেরে লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা ক'রলে লক্ষ্মী বরদাচার্য্যের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত ক'র্‌লেন। ভোগমুক্তাদের নিম্ন-স্তরে অবস্থিত ভোগের উপকরণরাজি পাবার হ'তে দেখ্‌লে যেরূপ তাদের হরিসেবার উদয় হয়, এখানে গুরু-সেবক বরদাচার্য্যের সেরূপ কোন ভাবের উদয় হ'ল না।

লক্ষ্মী পাতির অনুমতি ব্যতীত আত্মসেবা বিক্রয় ক'রে গুরুসেবার জন্য লালায়িত হ'য়েছেন দেখে বরদাচার্য্য আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে নৃত্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে ব'লেন,—অহো! আমি আজ ধন্য হ'লাম, ধন্য হ'লাম; তোমার ন্যায় গুরু-সেবৈকনিষ্ঠা লক্ষ্মী লাভ ক'রে আমারও আজ চিত্ত শুদ্ধ হ'ল।

এদিকে লক্ষ্মী অল্প সময়ের মধ্যেই নৈবেদ্য প্রস্তুত ক'রে শ্রীগুরুদেবের নিকট উপস্থিত ক'র্‌লেন। আচার্য্যের প্রসাদ-গ্রহণের পর সকলেই তাঁর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ক'র্‌লেন। প্রতিশ্রুতি-অনুসারে লক্ষ্মী সন্ধ্যার পরই শেঠের নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'লেন; কিন্তু লক্ষ্মী সঙ্গে নিলেন কিছু গুরুদেবের অবশেষ। লক্ষ্মীর অনুরোধে সেই শেঠ আচার্য্যের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ক'র্‌লে শেঠের মনের গতি অন্যরূপ হ'ল। তিনি ব'লতে লাগলেন,—"অহো! আমার আজ কি সুদিন-রূপে হ'য়েছে, আপনি শ্রীনারায়ণের দাসী ও নিত্যসেবিকা, আর সেই নারায়ণের ভোগাবশিষ্ট প্রাপ্ত ভোগমূর্ত্তি ক'রেছেলাম, ছিঃ ছিঃ, আমার জীবনে শত ধিক্। নিশীথে যেমন হরিহরকে স্পর্শ ক'র্‌তে গিয়ে ভস্মীভূত হ'য়ে গিয়েছিল, আমার অদৃষ্টেও আজ তাই ছিল। আপনি আমাকে আজ সেই বিপদ্ হ'তে রক্ষা ক'র্‌লেন।"

লক্ষ্মী তখন সেই শেঠকে ব'লতে লাগ্‌লেন,—"এতে আমার কিছু মহিমা নাই, সকলই আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা, আপনি আজ আচার্য্যের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ক'রে আমার সমস্ত হ'য়েছেন, আচার্য্যের উচ্ছিষ্ট-গ্রহণেই আপনার সদ্‌বুদ্ধির উদয় হ'য়েছে।" শেঠ তখন ব'ল্‌লেন,—"আমাকে আপনার আচার্য্যের পাদপদ্মদর্শন ও তত্ত্বকথা প্রদান করিয়ে কৃতার্থ করুন।" লক্ষ্মীর কৃপায় শেঠ অচিরেই শ্রীরামানুজাচার্য্যের কৃপা লাভ ক'রে ধন্য হ'লেন। সেই শেঠ বরদাচার্য্যের হস্তে বহু অর্থ প্রদান ক'র্‌তে ইচ্ছুক হ'লে বরদাচার্য্য ব'লেন,—"আমার অর্থের কোনই প্রয়োজন নাই; আপনার এই অর্থ-দ্বারা আপনি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা করুন—তাঁর হরিকথা-প্রচারের আনুকূল্য করুন।"

যেখানে সেবা অপেক্ষা নিজসুখ বা আনৈশ্বর্য্য প্রবল, সেখানেই সম্ভোগবোধ

সজ্জনবৃন্দ, আপনারা এই ঘটনাটি হ'তে বিপ্রলম্ভসেবা ও সম্ভোগবোধ—এই দু'টীর পরিষ্কার চিত্র দেখ্‌তে পা'বেন। যজ্ঞেশের আচারে সম্ভোগের চিত্র ফুটে উঠেছে, আর লক্ষ্মী ও বরদাচার্য্যের আচরণে প্রকৃত সেবার আদর্শ প্রকাশিত হ'য়েছে। যজ্ঞেশ শ্রীগুরুদেবের সেবার আয়োজন ক'র্‌তে গিয়ে আনন্দে এত মত্ত হ'য়ে পড়লেন যে, তা'তে গুরুসেবায় বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল। এটী বিপ্রলম্ভসেবার লক্ষণ নয়। যেখানে সেবাকালে সেবার ইন্দ্রিয়প্রীতি অপেক্ষা নিজের ইন্দ্রিয়প্রীতি প্রবল হ'য়ে সেবা-বিঘ্নকারক হয়, সেখানে তা' 'সম্ভোগ'—'সেবা' নয়; তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ব'লেছেন,—

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।"

(চৈঃ চঃ আ ৪।২০১)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাকৃষ্ণের চামর-ব্যজনের দৃষ্টান্ত

একসময় বাকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণকে চামর-ব্যজন ক'র্‌ছিলেন। ব্যজন-সেবা ক'র্‌তে ক'র্‌তে বাকৃষ্ণের এতদূর প্রেমানন্দ হ'ল যে, তা'তে প্রেমানন্দজনিত জড়তা এসে উপস্থিত হ'ল, অমনি নিমেষকাল ব্যজনটী বন্ধ হ'য়ে প'ড়ল। বাকৃষ্ণ তা' বুঝ্‌তে পেরে নিজকে ধিক্কার দিতে লাগ্‌লেন,—"অহো! আমার এই জড়তা কৃষ্ণসেবার বিঘ্নকারক হ'ল, ধিক্ আমাকে শত ধিক্।"

আনন্দাক্ত কৃষ্ণসেবার বাধক হ'লে প্রেমিকের তাহা অনভিলষণীয়

একদিন পদ্মগোচনী কৃষ্ণভামিনী যখন কৃষ্ণ দর্শন ক'রতেছিলেন, তখন প্রেমানন্দে নেত্র হ'তে আনন্দাক্ত নির্গত হ'চ্ছে দেখে ভামিনী নিজ-আনন্দকে অতিশয় ধিক্কার ক'রতে লাগলেন :—

অনয়োরন্তরায়ত্বাদ্দুঃখং প্রেমভঙ্গকৃৎ যতো বাষ্পানন্দয়ং।
কংসারাতেরীক্ষনে যেন সাক্ষাদ্ভক্তোদ্ধানন্দরাশ্রে বাধতি॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।২৩ শ্লোক)

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিঘাতিনম্।
উচ্চৈঃনিষ্পন্দানন্দরবিন্দবিলোচনা॥

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩।৩২ শ্লোক)

গোপীগণের কৃষ্ণদর্শন কাম বা মহোপযোগবাদ নহে

গোপীদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের যে সুখ হয়, তা' অপেক্ষা কৃষ্ণদর্শনে গোপীর কোটিগুণ সুখ হ'য়ে থাকে। কৃষ্ণ আমাদিগকে দেখে সুখী হ'চ্ছেন, এই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যমাত্র-বিচারেই গোপী আনন্দ লাভ করেন,—

"গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তা' সবার নাহি নিজসুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাঢ়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ-পর্য্যবসান॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাঢ়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাঢ়ে, যার নাহিক সমতা॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ॥
গোপী-শোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি' গোপীর শোভা বাঢ়ে তত॥
এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাঢ়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম-দোষে॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

বিরূপাত্মিক প্রেমের রীতি

বিরূপাত্মিক প্রেমের রীতি যে, সেবা বিষয়ের প্রীতিতেই সেবক আশ্রয়ের প্রীতি,—

"প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
বিরূপাত্মি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে ব্রজেশের আবর্শে নিজ প্রীতি এবং লক্ষ্মী বা বরদাচার্য্যের আবর্শে ভগবৎপক্ষে শ্রীশুকদেবের প্রীতি পরিস্ফুট হ'য়েছে।

বরদাচার্য্য-পত্নীর সেবা ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি-প্রণোদিত, তাহা গোপীর কৃষ্ণসেবার সহিত তুলনার যোগ্য নহে

এই উদাহরণে বিশ্রম্ভসেবার আবর্শ থাকলেও ইহা ঐশ্বর্য্যগন্ধময়। শুদ্ধবুদ্ধিতে বা ঈশ্বরতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে যেখানে সেবার পরিচয়, সেই সেবা প্রকৃত 'প্রেমপদ-বাচ্য হ'তে পারে না। 'শুদ্ধ' বা শ্রেষ্ঠ বিচারে যে সেবা, তা' শ্রেষ্ঠ নহে, প্রেমে সেবকের সেবোপকরণসহিত সমাধি ও তা' হ'তে আপনাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান, যেমন—সুবল, শ্রীদামাদি বিশ্রম্ভসখাগণের, নন্দযশোদাদি শুদ্ধবর্ষের এবং পারকীয় প্রেমবিভাগণের।

"আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
দাস্য বোধে পূজাভাবে করেন বন্ধন।
অভিমান-জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক,—তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হ'তে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিনু অবতার।
করিব বিবিধ-বিধ অদ্ভুত বিহার॥

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যা'তে মোর চমৎকার॥
সে-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন-প্রভাবে॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ)

উপরে যে শ্রীশৈলপূর্ণকৃতা সোধিল ও শ্রীরামানুজ-শিষ্য লক্ষ্মীর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হ'য়েছে, তা' ভক্তবুদ্ধি-প্রচুর। সুতরাং তা'তে স্বাভাবিকী পূর্ণতমা প্রীতির সৈবিধ্য স্বাভাবিক বর্ত্তমান। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ব্রজের প্রেমবার্ত্তায় সেরূপ গৌরববুদ্ধি নাই। প্রেমাস্পদ অপেক্ষা সেখানে প্রেমিকের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠস্থান বা সমান-জ্ঞান প্রেমসেবাকে দাস্য ও মধুময় ক'রে রেখেছে। পরব্রহ্মের প্রতি যে ভক্তি, তা' ত' গৌরবভাবময়—সেখানে পরব্রহ্ম খুব বড় বস্তু, আর ভক্তকারী খুব ক্ষুদ্র। কিন্তু সেই পরব্রহ্মকে যেখানে অপ্রাকৃত প্রেমবিগ্রহ ব্রজবনিতাগণ ভর্ৎসনা ক'রছেন, সেখানে ঐরূপ সম্ভ্রমবুদ্ধি বা বৈধবিচার নাই এবং দ্বারকামহিষীগণের সম্ভ্রমজ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত নাই, পরব্রহ্ম সেখানে ব্রজললনাগণের ভর্ৎসনার পাত্র হ'য়েছেন, সেই ভর্ৎসনা ভোগভক্তি হ'তে পরব্রহ্মের অধিকতর হর্ষ-মনস্তুষ্টিকারী, কেন না, সে-সকল ভর্ৎসনা কৃষ্ণসুখাসক্তিময়—অন্যান্য কৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ ও কৃষ্ণাসক্ত গোপীগণের বিশ্রম্ভ-জ্ঞাপক।

যাঁ'রা ভগবান্‌কে—নারায়ণকে খুব আদরের সহিত সেবা করেন, তাঁ'দের চিত্তবৃত্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল; যেহেতু নারায়ণের ঐশ্বর্য্য আছে, নারায়ণের চা'রটি হাত আছে, নারায়ণের মহাবৈকুণ্ঠ আছে, নারায়ণের অসংখ্য চতুর্ভুজ পার্ষদ আছেন, অসংখ্য লক্ষ্মী বিরাজিতা হ'য়েছেন, নানা-প্রকার হস্তী, অশ্ব, রথ ও অসংখ্য ঐশ্বর্য্য আছে, সেজন্য তাঁ'রা নারায়ণকে অতি সম্ভ্রমের সহিত ভজনা করেন। যদি নারায়ণ হ'তে ঐশ্বর্য্যকে পৃথক্ ক'রে নেওয়া যায়, তা' হ'লে আর তাঁ'দের সেবাবুদ্ধি থাকে না। আমি যদি কোন ধনীকে উপাসনা করি, কিন্তু সেই ধনী নিঃস্ব হ'য়ে গেলে আর তাঁ'র ভজনা না করি, তা' হ'লে জান্‌তে হ'বে আমি সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা তাঁ'র ধনের—ঐশ্বর্য্যেরই উপাসনা ক'রেছি।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

শ্রীচরণকমলেষু,

শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতে কি তত্ত্ব? তিনি কি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন? পরব্রহ্মজ্ঞানে দুর্গা-পূজা করা কি বৈষ্ণবদের কর্ত্তব্য? যদি না হয়, তবে গোস্বামী-সন্তানদের বাড়ীতে দুর্গা-পূজা হয় কেন?

আমি অল্প ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা করি নাই। আপনি মহাবিজ্ঞ ও যুগাবতার শ্রীযুক্ত ১০৮ নিত্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের কৃপা-পাত্র। এজন্য আপনার শরণাগত হইলাম।

সেবক ও গৌড়ীয়মঠের একটি ভৃত্য

উত্তর

উপরি-উক্ত প্রশ্নের উত্তর "গৌড়ীয়"পত্রের বিভিন্ন বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন প্রবন্ধে সম্পুটিত রহিয়াছে। তথাপি প্রশ্নের উত্তরাকারে উহা নিম্নে আলোচিত হইতেছে :—

"গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মত" এই শব্দটী সাম্প্রদায়িক মত-বিশেষ বা 'কোনও এক শ্রেণীর একদেশী সঙ্কীর্ণ বিচার বা ধারণা', যদি এরূপ অর্থ হয় (যাহা বর্ত্তমান অসংখ্য সাধারণ ভ্রমের অন্যতম), তাহা হইলে আমরা সেরূপ পরিভাষার অস্তিত্বই না সাধারণ রুচিকে প্রথমে পরিবর্ত্তন করিবার প্রার্থনা জানাইয়া তৎপরে উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিব। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তই স্বয়ংভগবান্ অদ্বিতীয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের সিদ্ধান্ত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তই সর্ব্ববেদোপনিষদ শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তই শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি পঞ্চরাত্র-গ্রন্থের সিদ্ধান্ত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্র-পারঙ্গত আচার্য্য-গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত। স্বয়ংভগবানের

দ্বারা অকপট সিদ্ধান্ত, তাহাই শ্রুতির অকপট সিদ্ধান্ত। সংবেদাহরণ ও বেদের অকৃত্রিম তাৎপর্য শ্রীভক্তগণের দ্বারা সিদ্ধান্ত, তাহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত—প্রৌতসিদ্ধান্ত বা একমাত্র বাস্তবসত্য। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ কিংবা বিকল্পে মত বা মতান্তর থাকিতে পারে না। যদি অন্য কোন মত শ্রুত বা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা অশ্রৌত মত, সুতরাং পরিত্যাজ্য।

যেখানে "শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী" অর্থাৎ বিভূষিতা 'শ্রী' বা সৌন্দর্যসম্পন্না দুর্গাদেবী লক্ষিত হন, সেখানে তাহা স্বরূপভূতা শ্রীবিষ্ণুশক্তি।

"স্বরূপভূতা তদ্ভক্তিঃ দেবী যোগমায়া স্বপ্রকাশরূপা", "অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ শ্রীঃ সাক্ষাদ্যথোরগে", "স্বরূপস্য চিত্রূপত্বাত্তদ্ভক্তেরপি তাদৃশ্যঃ"। অত্র সাক্ষাদ্ভেদেন (ভাঃ ৯।৪।১৩) 'বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া' ইত্যাদ্যুক্তয়াপি নেতি ধ্বনিতম্। (শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু)

অর্থাৎ স্বরূপভূতা শ্রীবিষ্ণুশক্তিই "শ্রী" পদ-বাচ্যা এবং স্বপ্রকাশরূপাই "দেবী" পদ-বাচ্যা। হরির সাক্ষাৎ নিজের অনপায়িনী অর্থাৎ অবিনাশিনী শক্তিই "শ্রী"; স্বরূপের চিদ্রূপত্ব হেতু শক্তি শক্তিমানের সহিত অভেদ। এখানে 'সাক্ষাৎ' শব্দের দ্বারা "ভগবান্ আমার কপটতা নিশ্চয়ই অবগত আছেন" এই ভাবিয়া কপটী স্ত্রীর ন্যায় মায়া যাঁহার (বিষ্ণুর) দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জা বোধ করে অর্থাৎ সেই ভগবানের পরম দূরত্বে অবস্থিতা থাকে, সেই মায়া-কর্তৃক অত্যন্ত বিমোহিত হইয়াই দুর্বুদ্ধি জীবগণ 'আমি' 'আমার' বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকে; শ্রীহরির সেই অনপায়িনী শক্তি 'বহিরঙ্গা মায়া' নহে, ইহাই সূচিত হইতেছে।

"বিষ্ণুশক্তি-স্বরূপিণী, বিষ্ণু-বক্ষঃস্থিতা।
মূর্তিভেদে রমা—সরস্বতী জগন্মাতা॥
(চৈঃ চঃ আদি ১৫।২১)

শ্রীবিষ্ণুর শ্রীলীলা, লীলা বা দুর্গা শক্তিই জগন্মাতা। পরস্পর মূর্তিভেদ থাকিলেও রমা, সরস্বতী বা 'দুর্গা' প্রত্যেকেই বস্তুতঃ ভগবান্ শ্রীনারায়ণেরই অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি শ্রীনারায়ণী বা লক্ষ্মী,—প্রত্যেকেই মূর্তিমতী ভগবদ্-বিষ্ণুবাস্ত-স্বরূপিণী, প্রত্যেকেই মূল-আশ্রয়বিগ্রহ বলিয়া নিখিল আশ্রয়-কোটি-জগতের আশ্রয়রূপিণী প্রভৃতি।

এজন্য শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু গৌতমীয় তন্ত্রের বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।" যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ।

কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি, উপক্রম, উপসংহার-বাক্য না শুনিয়াই তাঁহাদের 'একে আর বুঝা' সিদ্ধান্তের উপর চরম যবনিকা টানিয়া দেন, তাঁহারা কখনও শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য বা উদ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারেন না। এজন্য জগতে নানাপ্রকার মতভেদ ও সেই বিদ্যমান মতভেদের গোঁজামিলরূপে তথাকথিত সমন্বয়-বাদ বা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের সৃষ্টি হয়।

চিজ্জড়সমন্বয়বাদী উপরিউক্ত শাস্ত্রবাক্যটী আকাশের চাঁদের ন্যায় হাতে পাইয়া লাফাইয়া উঠিবেন আর বলিবেন, শাস্ত্র তাঁহাদের কথাই সমর্থন করিয়াছেন, এমন কি, শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু-পর্যন্ত চিজ্জড়সমন্বয়বাদেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

কিন্তু শাস্ত্র বা শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ পূর্বে ও পরে, উপক্রম ও উপসংহারে অন্যান্য কি কি কথা বলিয়াছেন, তাহা যদি না শুনি, তাহা হইলে কি সিদ্ধান্তের সঙ্গতি হইবে?

স্বরূপ-তত্ত্ব ও স্বরূপ-শক্তি অভিন্ন, অগ্নি ও দাহিকা শক্তি অভিন্ন, জল ও তারল্য অভিন্ন; কিন্তু প্রকৃত অগ্নির দাহিকা শক্তি আর আলেয়ার ছায়ার প্রতীয়মান অগ্নিশিখা, প্রকৃত জলের তারল্য, আর মরীচিকার ছায়ার প্রতীয়মান তারল্য কি এক? সত্যোবরফটের বাস্তব বৃক্ষরাজি আর তাহার প্রতিফলিত ছায়া কি এক?

ভুবনপূজিতা দুর্গা অর্থাৎ জগদ্ভরা লোক—বিশ্বের গণগড্ডলিকা যাঁহাকে 'দুর্গা' বলিয়া পূজা (?) করেন, তাহা ভগবানের স্বরূপ-শক্তি নহে, তাহা ভগবানের বিরূপশক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি, মায়াশক্তি, জীববিমোহিনী শক্তি, বহির্মুখতা বর্দ্ধিনীশক্তি, ব্যতিরেকভাবে ভগবানের সেবা-কারিণী শক্তি—স্বরূপভাবে বা অনুকূলভাবে ভগবৎ-সেবিকা নহেন। যেমন হিন্দু-নামধারিগণ নহে, ঐ বহিরঙ্গাশক্তি দুর্গার বিভিন্ন মূর্তির পূজা (?) করেন বিশ্বকারাগারের সকল জীব।

ইহা কি বৈষ্ণবদের পক্ষপাতিত্ব বা কল্পিত কথা ? না,—সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা 'ব্রহ্ম-সংহিতা'-নামক গ্রন্থে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—ব্রহ্মার পরমেশ্বর, ব্রহ্মাকে যিনি সর্ব্ব-প্রথমে বেদমন্ত্র শুনাইয়াছিলেন, সেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব যে সিদ্ধান্তগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সিদ্ধান্তসমূহ সম্পুটিত, যাহাতে নিখিল ব্রহ্মসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসমূহ শুদ্ধ হইয়া, যাহা ব্রহ্মার স্রোত অবতরণমার্গেরই স্বীকার্য্য, সেই সিদ্ধান্ত স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—

"সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা দুর্গা। সেই দুর্গা যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের সিদ্ধান্তানুসরণে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্যে লিখিয়াছেন—

[পূর্ব্বোক্ত দেবীধামের (পূর্ব্ব শ্লোকের কথিত—"গোলোক-নাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু") অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বর্ণন করিতেছেন।] যে জগতে ব্রহ্মা অবস্থিত হইয়া গোলোকনাথের স্তব করিতেছেন, সেই জগৎ—চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম', তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'দুর্গা'; তিনি—বস্তুশূন্যরূপা ছায়াস্বরূপা, বীর্য্যপ্রভাবে অবস্থিতি-রূপা বিশ্বমোহিনী, পাপময়ীরূপা মুমুক্ষুজনবন্দিনী, শোভা ও নিষ্কিঞ্চন সন্তানবৃন্দ-বিশিষ্টা কার্ত্তিক ও গণেশজননী, ঐশ্বর্য্য ও ভক্তবিদ্যানন্দিনীরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মাতৃস্থানীয়া, পাপময়ে বহির্ম্মুখ জেলোক্ত বর্ম্মরূপ বিশ্বস্তি-অস্ত্রধারিণী; কাম-শোভাবিশিষ্টা সর্পগোভিনী—ইত্যাকারা দুর্গা। দুর্গা—দুর্গবিশিষ্টা। 'দুর্গ'—কারাগৃহ। তটস্থ-শক্তি প্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক কারাগৃহ হয়, তাহাই দুর্গার দুর্গ। কর্ম্মচক্রই তাহার রক্ত। বহির্ম্মুখ জীবগণের প্রতি এইরূপ শোধন-প্রণালীবিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম। দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীবগণের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতার উদয় হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখ (কৃষ্ণসেবোন্মুখ) জীব দেখিয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিচুই করিয়া তাঁহার নিকট কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্য প্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলি দুর্গার কপট কৃপা বলিয়াই জানা উচিত। সেই দুর্গাই ধনধান্যবিজয়রূপে প্রাপঞ্চিক জগতে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের জন্য তাঁহার আধ্যাত্মিক লীলা বিস্তার করেন।

জীব—চিৎকণ-স্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষ হইতেই তিনি মায়িক জগতে মায়ার আকর্ষণ-পাশ-দ্বারা বিক্ষিপ্ত হন। বিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুর্গা তাঁহাকে, কর্ম্মদোষ অনুসারে পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়-সমূহ এবং একটি সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করিয়া জগতে নিক্ষেপ করেন; জীব তাহাতে মুগ্ধবিমূঢ় হইয়া স্থূল-ভূত, সূক্ষ্ম-ভূতক ভোগ করেন; সূক্ষ্মদেহের ভিতর মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার-রূপ একটি লিঙ্গদেহও বেন; এক স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মাংশ লিঙ্গদেহে জীব অন্য স্থূলদেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা দুর্গা-নামক লিঙ্গদেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজার স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা-দেবী বিশ্বের ইচ্ছা-ক্রমে করিয়া থাকেন।

"বিরজানদ্যা যত্র স্থূলসূক্ষ্মপথেশ্বরৌ।
বিযোজিতা বিধ্বস্তে মহাকর্ম্মনিবন্ধনৌ॥"

—এই শ্রীমদ্ভাগবত-বচনেই বহির্ম্মুখ জীবের সহিত দুর্গার সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। জড়জগতে যে দুর্গার পূজা হয়, তিনি এই দুর্গা। কিন্তু ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। ছায়া দুর্গা তাঁহার মায়াশক্তি-রূপে জগতে কার্য্য করেন।

"যঃ কৃষ্ণ এব ভগবান্ ন তু দুর্গ এষ সঃ।
অনয়োরন্তরবিদো সংসারান্নো বিমুচ্যতে॥

অতঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপা দুর্গা-নাম, তদ্ব্যতীত মায়াশক্তিরূপা দুর্গাটি পলায়িতা। তাই শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতি বিষ্ণু-সংবাদে—

জানাত্যেকা পরা তাস্যা সৈব দুর্গা তথাম্বিকা।
যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী ॥
যস্যা বিজ্ঞান-মাত্রেণ পরাপাং পরমাত্মনঃ।
মুহূর্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা ॥
একৈবাং প্রেমসর্ব্বস্বভাবা শ্রীগোকুলেশ্বরী।
অতএব ত্বয়ন্তো ভেদ আধিদৈবোঽধিনেশ্বরঃ ॥
ভক্তির্ভগবতস্তস্যাস্তদ্ভক্তিঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতম্।
জায়তেঽতস্তয়া দুঃখেন সেয়া প্রকৃতিরাত্মনঃ ॥
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডপ্রেমবল্লভা।
অস্যা আবরিকা শক্তির্মহামায়াঽধিলেশ্বরী ॥
যয়া মুহ্যং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ ॥"

(৯ম জীবসোপাধিতত্ত্ব)

যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ, ইঁহাদের মধ্যে ভেদদর্শনকারী সংসার হইতে মুক্ত হয় না" ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যে স্বরূপশক্তিরূপে দুর্গা, এ-বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ; এইজন্য ইহা 'মায়াংশস্বরূপা দুর্গা' বুঝিতে হইবে না। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে—যিনি মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরাশক্তি, যিনি পরমা, একমাত্র পরাকাষ্ঠা বা মূল আশ্রয়বিগ্রহরূপা, তিনিই শ্রীকৃষ্ণাত্মিকা দুর্গা, যে পরাশক্তির বিশেষরূপে জ্ঞান-মাত্রেই পরাৎপরতত্ত্ব ভগবান্ মুহূর্ত্তেই প্রাপ্তি হন, উহাতে অন্যথা নাই। ইনি একমাত্র প্রেমসর্ব্বস্বরূপা শ্রীগোকুলেশ্বরী। ইঁহার কৃপায় আধিদৈব, অধিলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সুলভরূপে বিরাজ। ভক্তিই ভগবৎশক্তি, সেই ভক্তিস্বরূপিণীই দুর্গা। সেই ভক্তিস্বরূপা বা প্রেমস্বরূপা ভক্তার তত্ত্বতঃ বলিয়া তাঁহা বহু দুঃখে জানা যায়, এইজন্য সাধুগণ ইঁহাকে দুর্গা বলেন ; ইনি অখণ্ডপ্রেমবল্লভা। এই স্বরূপভূতা দুর্গার আবরিকা শক্তিই অধিলেশ্বরী মহামায়া ; যাঁহার দ্বারা সকল জগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং সকলে স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহাভিমানী হইয়াছে। কর্ম্মিসম্প্রদায়ের স্থূল দেহাভিমান প্রবল ও নির্ব্বিশেষজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের সূক্ষ্মদেহাভিমান প্রবল। অতএব এই দুই প্রকার ভোগী ও ত্যাগিসম্প্রদায়ে পরিপূর্ণ ; তাঁহারা যে দুর্গার উপাসনা করেন, তাহা স্বরূপভূতা প্রেমসর্ব্বস্বরূপা শ্রীগোকুলেশ্বরী যোগমায়া দুর্গা নহেন ; তাহা সেই প্রেম-সর্ব্বস্বরূপা দুর্গার আবরিকা অধিলেশ্বরী—ভুবনেশ্বরী মহামায়া। সেই দুর্গার পূজাই যাবোচিত-মন্বন্তরে চৈত্র-বংশসম্ভূত রাজারই ভুবনরাজ্য ও স্বজনসম্বিত্যক্ত সমাধি-নামক বৈশ্য বরাবরে প্রচলিত করিয়াছেন। সৌরাষ্টিম-মাসে অকালে রামচন্দ্র রাবণ-বধার্থে ব্রহ্মার দ্বারা যেরূপ বোধন করাইয়া দুর্গাদেবীর পূজা করাইয়াছিলেন বলিয়া যে মত অধুনা কবি-কৃত্তিবাস বাঙ্গালা পয়ারছন্দে বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহা বাল্মিকির মূল রামায়ণে আদৌ নাই। আর কামন-উপপুরাণাদিতে (কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে) যদি ঐরূপ কোন উক্তি থাকে, তাহা হইলেই যে, শক্তিতত্ত্বকে শক্তির অধীন সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, তাহাও নহে ; কারণ "সমুদ্রতারী-বরাহপত্নিঃ শ্রীরামেণ তৎপূজায়া বিধানাৎ" (গোবিন্দ-ভাষ্যধৃত)—অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন বলিলে সমুদ্রকে পরমেশ্বর, আর সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অধীন.—ইহা প্রমাণিত হয় না। ভগবান্ ত' ভক্তের পূজাও করিয়া থাকেন।

এজন্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভুবনপূজিতা দুর্গার সম্বন্ধে অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণ-সেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীস্থানে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী।"

সেই ভুবনপূজিতা দুর্গা মায়াংশরূপা, চিচ্ছক্ত্যাত্মক দুর্গার অধীনে সেবাধিষ্ঠাত্রী না হইয়া প্রাকৃতরাজ্যে মন্ত্র-রক্ষালক্ষণ সেবোদ্দেশে দাসীস্থানে নিযুক্তা।

অপ্রাকৃত উপাদের গোলোকের ভোগ-প্রতিফলন-স্বরূপ যেরূপ এ জগতে ভোগ্য-ভোক্তাদি ভাবযুক্ত প্রাকৃত-জগৎ বিশ্ব বা স্বরূপভূত নিত্যলোকের বাস্তবতা প্রচারের জন্য এখানে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ স্বরূপভূত দুর্গার ছায়ারূপে ভুবনপূজিতা 'দুর্গা'রও অস্তিত্ব রহিয়াছে।

এই ছায়াস্বরূপিণী মায়াংশরূপা দুর্গার পূজায় (?) দ্বারা ভগবদ্বহির্মুখতারূপ প্রাকৃত ধন, জন, ধর্ম্মার্থ-কামাদি আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ হয় আর গোকুলেশ্বরী দুর্গার সেবার দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ—কৃষ্ণপ্রেম বৃদ্ধি হয়।

যোগমায়া নববযোধা ও গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেমসেবার

দমনেচ্ছা করেন আর মহামায়া বিষ্ণুকথাদিকে বন্ধনা করিবার জন্য যোগমায়াই দ্বারারূপে জগতে প্রকাশিত হন। তাই কৃষ্ণ যোগমায়াকে বলিয়াছিলেন—

"ব্রজিষ্যন্তি মমুষ্যাস্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্॥
নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ॥"

(ভাঃ ১০।২।১০—১২)

প্রাকৃত মহাজন তোমার বিষ্ণুসেবাকারী কৃষ্ণকে সর্ব্বদা প্রাকৃত কাম ও ফলের অধীশ্বরী এবং সর্ব্বভোগ ও বরপ্রদাত্রীরূপে বিবিধ উপহার ও বলির দ্বারা পূজা করিবে। ভূতলে নরগণ তোমার স্থান (পীঠস্থান) নির্দ্দেশ করিবে এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করিবে।

শ্রীগীতায়ও ভগবান্ বলিয়াছেন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥
অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্। ইত্যাদি॥

(গীঃ ৭ম অঃ)

শ্রীবিষ্ণুর পীঠাবরণ-পূজায় যে গণেশদুর্গা প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা বিষ্বক্সেনাদির ন্যায় ভগবানের নিত্য-বৈকুণ্ঠসেবক। সেই বৈকুণ্ঠসেবক গণেশ-দুর্গাদি দেবতাগণ মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাদির ন্যায় নহেন। তাঁহারা ভগবানের স্বরূপভূতশক্ত্যাত্মক। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে মায়ার অতীত বৈকুণ্ঠের আবরণ বর্ণনে এরূপ লিখিত আছে—

সত্যাচ্যুতানন্ত-দুর্গাবিষ্বক্সেনগজাননাঃ।
শঙ্খপদ্মবিনীতোক্ষচতুর্থীবরদং স্বয়ম্॥
দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্।
যে যে স্থানে যজিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্তবাদিভিঃ॥

বৈদিক দেবতাগণের পূজাবিধি বিষ্ণু-নির্ম্মাল্যের দ্বারাই বিহিত :—

অর্চ্চয়িত্বা জগন্নাথং দেবং মায়াবরং হরিম্।
তদ্বাবরণ-সংস্থানাং দেবতা পরিতোষয়েৎ॥
তদেষু তাবদেবেশ বলিং তোয়ং বিনিক্ষিপেৎ।
যাবদ্ভক্তৈক প্রকৃতীস্ত তদ্ভোগেনৈব তৈর্ব্বিনা॥

(১১।৯৭ অধ্যায়)

ভগবৎপীঠাবরণ দেবতার মধ্যে দুর্গাদির অবস্থান নাই, সুতরাং দুর্গাপ্রেতের পূজা বা মদ্য-মাংসের দ্বারা পূজা নিষিদ্ধ :—

বকাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্য-মাংসভুজাং তথা।
বিলোকনাং তু তজ্জনং সুরাপানসমং স্মৃতম্॥

মায়াশক্তির বিষ্ণুবিমোহিনী দুর্গার কথা ত' দূরের কথা প্রেমসর্ব্বস্বরূপা গোকুলেশ্বরী স্বরূপভূতা দুর্গা বা যোগমায়ার সেবাও কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বা সম্বন্ধ পরমেশ্বর-বিচারে নাই। কারণ শক্তিতত্ত্বের স্বতন্ত্র পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধই হইতে পারে না। ইহা বেদান্তের উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অন্যদেবতাগণে শ্রদ্ধাবিত হইলে কি হইবে? তাঁহাদের পূজা অবিধিপূর্ব্ব। জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন, "এরূপ তাঁহাদের মহাপাতকের নিষ্কৃতি হয় না।" মামেব—আমাকেই, কারণ আমিই পূর্ণবস্তু, আমিই সম্রাট্, সম্রাটের কোনও ভৃত্যকে পূজা করিলে সম্রাটেরই পূজা হয় বটে, কিন্তু ঐ ভৃত্যকে পূর্ণ সম্রাট্ বলিলে—অর্থাৎ অন্যদেবতাকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিলে তাহা অবৈধ হয় তাহাতে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়।

এইজন্য শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন,—

"বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া।
বিলোনির্বেদিতান্নেন হ্যন্যং দেবতাগুরুম্॥
বৈধিকী লৌকিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে ভুবি।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা তদ্ভিমিচ্ছতা॥"

গোস্বামী-সন্তানদের (?) বাড়ীতে দুর্গা পূজা হয় কেন, ইহার উত্তর তাঁহারাই ভাল দিতে পারেন। তাঁহাদের অনেকেরই বাড়ীতে এমন অনেক কার্য্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহা সম্পূর্ণ শুষ্কশক্তিশাস্ত্রের বিরোধী ও নিষিদ্ধ। যেমন স্মার্তবিধানে পিতৃশ্রাদ্ধাদি, মৎস্য-ভোজন, একাদশীতে সধবাগণের অন্নাহার, একাদশীর বিদ্ধা ও অবিদ্ধা-বিচার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্মার্তবিধির অনুকরণ, ভাগবত-পাঠ ও যজ্ঞাদি-প্রদানে পুরক কর্ম্মজড়স্মার্তাচার্য্যানুকরণে অর্থ বা দক্ষিণাদি গ্রহণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণের চরিত্রে বা তাঁহাদের প্রকৃত গৌড়ীয়গণের (গৌড় অংশজনযুক্ত ব্যক্তিগণের 'গোস্বামী'-আখ্যা পূর্ব্ব মহাজনগণের আদর্শে নাই) আচারে প্রচারে কুত্রাপি নাই। দুর্গার আরাধনার আদর্শ নাই। তাঁহারা সকলেই প্রেমসর্ব্বস্বরূপ গোকুলেশের উপাসক। বিশেষতঃ শ্রীল গোস্বামিপাদগণ শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

"যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলেই সেই বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ, উপশাখা, অন্তর্ভূত,—সকলেরই তৃপ্তি হয় এবং যেরূপ প্রাণোপহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয়, সেইরূপ একমাত্র সর্ব্বমূল অচ্যুত ও তাঁহার সম্বন্ধযুক্ত-তত্ত্বের পূজা করিলেই সকলদেবতার পূজা আনুষঙ্গিক-ভাবে সিদ্ধ হয়।

আধুনিক 'গোঁড়ামিস্থান' নামধারিগণের যে দুর্গাপূজায় আদর্শ দূর হয়, তাহা অচ্যুত বহু আদর্শের স্থায় বলদেব-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও তাঁহাদের সহিত আমাদের প্রয়োজনাদিরূপ অপেক্ষাভেদে বা ইহাদের অনুকূল বা প্রতিকূল মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠে জানা যায়,—দুর্গা, রমা, বিষহরি-পূজা, চণ্ডীপূজা প্রভৃতি যাবতীয় প্রেমবিরোধী দেবতাসকল বাস্তিগণের গৃহেই অনুষ্ঠিত হইত। তাহা কোন শুদ্ধবৈষ্ণবের বা মহাজনাচরিত অনুকরণীয় নহে।

'ভূগাবতার' শব্দ-দ্বারা পত্রপ্রেরক মহাশয় যাহা লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা সাধারণ ভক্তবৃন্দ যাহা লক্ষ্য করে, নিশ্চয়ই তাহা নয়। বর্ত্তমানে স্বার্থান্ধব্যক্তিদের আখ্যায় মানুষকে "ভূগাবতার" সাজাইবার যে-সকল ঘৃণ্য ও অপরাধময়ী চেষ্টা দেখা যাইতেছে, তাহা পাষণ্ডতা মাত্র। কিন্তু ভূভারহরণের জন্য ভগবানের যজ্ঞায় কোন হরিজনের যে আবির্ভাবকে আমরা, তাহাই লোকহিতার্থের উদ্দিষ্ট 'ভূগাবতার'। যুগে যুগে পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারের জন্য ভগবান্ কখনও স্বয়ং, কখনও বা নিজজনকে প্রেরণ করেন।

"সে সব জীবের কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাতেজ সব ভগবানে আত্ম দিয়া॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার॥
সেই সে ঈশ্বর সেই ভৃত্য আপনার।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করে ত্রাণ॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

সাত্বত শ্রাদ্ধ

গত ৭ই কার্ত্তিক (১৩৩৯) সোমবার শ্রীধাম মায়াপুরবাসী ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠে "প্রাপ্তে শ্রাদ্ধবিধেঃ কালঃ তদ্ধ-তেহর্পণাদৃতে। তস্মাদেবৈব কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥"—এই সাত্বতস্মৃতিবিধানানুসারে সদ্গুরু-বিষ্ণু-বৈষ্ণবানুমোদন-মহাপ্রসাদ-বৈভবে দ্বারা একাদশাহে তাঁহার শ্রীধাম-প্রাপ্ত পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

গত ৪ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার চাকরি কলিকাতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র গুপ্ত মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন পূর্ব্বক উক্ত সাত্বতস্মৃতিবিধানানুসারে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবানুমোদিত মহাপ্রসাদ-নির্ব্বাল্য-দ্বারা তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

আগামী ১৩ই কার্ত্তিক (১৩৩৯), ইং ৩০শে অক্টোবর (১৯৩২) রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সর্ব্ব-সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৯শে কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩৯; ৫ই নভেম্বর, ১৯৩২ | ১৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

অখিল-ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ঔদার্য্যময়ী লীলার শরৎকালের অবসানে তাঁহারই মাধুর্য্যময়ী লীলার লুপ্তস্থান-সমূহ পুনঃ প্রকট এবং স্বজন-লীলা-বিস্তারের জন্য শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশবনভ্রমণ-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই গুরুত্বেই শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও বিকুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক আপামর সাধারণকে ব্রজবন-ভূমি পরিক্রমার সুযোগপ্রদানার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহারই আদেশে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে কার্ত্তিকব্রতকালে অনুষ্ঠেয় "সাধুসঙ্গ, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্-ভাগবত-শ্রবণ, শ্রীধাম-বাস ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন"রূপ শ্রেষ্ঠ সাধনপঞ্চক-যাজনমুখে শ্রীমদ্বৃন্দাবনস্থ কৃষ্ণলীলাস্থলী-পরিক্রমার আয়োজন হইতে লাগিল। ভারতের বিভিন্ন-স্থানে বিভিন্ন-ভাষার সাময়িক পত্রে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার কথা প্রচার এবং প্রচারকগণের দ্বারা সঙ্ঘের পরিক্রমার আহ্বান প্রচারিত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গিরি মহারাজ প্রমুখ প্রচারকবৃন্দ পরিক্রমার প্রারম্ভিক আয়োজন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের অব্যবহিত পরেই শ্রীমথুরাতে প্রেরিত হইলেন। গত ১লা অক্টোবর (১৯৩২) অপরাহ্ণ ৪টা ১০ মিনিটের দিল্লী এক্সপ্রেসে শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্য-ত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত বটুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুরঞ্জন ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিনয়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীরাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী,

ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জনানন্দজী, গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীপাদ মধীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত মথুরাভিমুখে যাত্রা করেন। বর্দ্ধমানে—শ্রীযুক্ত উর্দ্ধমণি দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ, ধানবাদে—শ্রীযুক্ত গঙ্গানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীল নিশিকান্ত মৌলিক এবং তথাকার রেলওয়ে বিভাগের বিশিষ্ট কর্ম্মচারিবৃন্দ, এলাহাবাদে—শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীগৌরসুন্দর দাসাধিকারী, ব্রহ্মচারী শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ, কানপুরে—শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ এবং হাতরাস্ জংসনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিনন্দন ও বন্দনা করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন।

২রা অক্টোবর প্রত্যূষে ৪৪ ঘটিকার সময় ট্রেণ এলাহাবাদ ষ্টেসনে পৌঁছিয়াছিল। প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে অনেক ভক্তই উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু কানপুর হইতে অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন। হাতরাস্ জংসন হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মোটরযানে এবং অবশিষ্ট ভক্তবৃন্দ আরও দুইটী বাসে প্রায় ৬২ মাইল পশ্চিমাভিমুখে শ্রীমথুরার দিকে যাত্রা করেন। কলিকাতা হইতে হাতরাস্ ৮০৪ মাইল। হাতরাস্ হইতে বি, বি এণ্ড সি, আই রেলওয়ের ছোট লাইন মথুরাভিমুখে চলিয়াছে, তাহারই পার্শ্ব দিয়া হাতরাস্ হইতে মথুরার রাস্তাও চলিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই ধারের পল্লীসমূহগুলি নয়নপথের পথিক হইয়া থাকে। মথুরার ১২ মাইল থাকিতে 'সোনাই' গ্রাম, তৎপরে বি, বি, সি, আই রেলওয়ের 'ছায়া' ষ্টেসন। মথুরার ৩ মাইল থাকিতে 'গয়না' গ্রাম। প্রায় ২ মাইল থাকিতে 'লোহবন' বা লৌহ-বনের বৃক্ষ দূর হইতে দেখা যায়। যমুনার পূর্ব্বপারে লৌহবন। যমুনার উপর একটী দীর্ঘ সেতু রহিয়াছে, সেই সেতু পার হইয়া পশ্চিমপারে আসিলে মথুরার উপনীত হওয়া যায়। পূর্ব্বপারে থাকিয়া যমুনার তীরবর্ত্তী মথুরা-নগরীর অট্টালিকা ও বিশ্রাম ঘাটসমূহ এবং মন্দির-সমূহের চূড়া বড়ই সুন্দর। ভক্তগণ হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে যমুনার পারে উপস্থিত হইলেন এবং মথুরানগরী দর্শন করিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম ও শ্রীযমুনাদেবীকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,—

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী
ভবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং পবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো
বপুর্মিত্রপুত্রী॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৪।১৩ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণবাক্য)

শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু, ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীমদ্ বন মহারাজের সহিত পূর্ব্বেই মথুরা-ক্যান্টন্‌মেণ্ট ষ্টেসনের সন্নিকটস্থ 'ডাম্বলিয়ার পার্ক' নামক স্থানে অবস্থিত 'বলদেও বিলাস' (মূর্শানকুটী) নামক সুবৃহৎ ভবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তদনুগামী ভক্তগণও ২রা অক্টোবর সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত ভক্তবৎসল দাসাধিকারী বি-এ, বি-এল; ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি সতীর্থগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভক্তগণ উপস্থিত হইবামাত্রই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণানু-শীলন সম্বন্ধে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। প্রভুপাদ অনেক কথাই বলিয়াছিলেন, আমরা কেবল চুম্বক আকারে সেই প্রসঙ্গ নিম্নে আবৃত্তি করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"এই কৃষ্ণানুশীলনের কথা গত ১৩ই আশ্বিন (১৩০৯), ২৯শে সেপ্টেম্বর (১৯০২) তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর কলিকাতার ভবনে শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমুখ পণ্ডিতত্রয়ের নিকট হইয়াছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বিষ্ণুর অনুশীলন বা নারায়ণের অনুশীলনের কথা না বলিয়া একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মানুশীলন বলিয়া কোন কথা হইতে পারে না, যদি 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থে ভগবদ্বস্তু নির্দ্দিষ্ট না হন। পরমাত্মানুশীলন 'কৃষ্ণানুশীলন' নহে; তাহাতে অনুশীলন, অনুশীলনের প্রতিপাদ্য বস্তু এবং অনুশীলনকারীর ধারণার পূর্ণতার অভাব আছে। কৃষ্ণানু-শীলন করিতে হইলে কার্ষ্ণানুশীলন আবশ্যক, কার্ষ্ণানু-শীলন ব্যতীত কৃষ্ণানুশীলন হয় না।

কৃষ্ণানুশীলন বা কার্ষ্ণানুশীলন অনুকূলভাবে হইলেই

প্রেমদন প্রদান করে। কার্ষ্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, কার্ষ্ণে মনুষ্যবুদ্ধি, তাহাকে প্রাকৃত বিচার—কৃষ্ণের অনুশীলন নহে। শ্রীগুরুদেব নিজে কখনও কৃষ্ণ সাজেন না, তিনি সকলকে কার্ষ্ণসেবায় ও কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব নিজে ভোগ বা ত্যাগ করেন না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বল্লভ-সম্প্রদায়ের কোন 'গুরু'-নামধারীর প্রতি বোম্বাই-হাইকোর্টের যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, সেইরূপ অভিযোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরুত্ব নাই। "গুরবে সর্ব্বস্বং দদ্যাৎ" বিচারে শিষ্যকর্ত্তৃক স্ত্রীকে ও গুরুদেবের ভোগের জন্য প্রদান করিবে—এইরূপ বিচার কখনও কার্ষ্ণের চরিত্রের বিচার নহে। গুরু বা কার্ষ্ণ কি ঐরূপ ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ বাক্তি? আগে বিচার করিলেই 'ক' হয়,—ভোগ বা ত্যাগ কি কার্ষ্ণের ধর্ম্ম? গুরু বা কার্ষ্ণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়পরায়ণতা ব্যতীত আর কি কোন চেষ্টা থাকে? এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্ববঙ্গের কোন প্রসিদ্ধ নগরীর অবৈধ গৌণ সম্প্রদায়ের প্রতি গুরুক্রম-সম্প্রদায়ের চাটুকারিতা এবং তদ্দ্বারা উহার ভরণ ও পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকানগরীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের হরিকথা-প্রচারের প্রাথমিক অনুষ্ঠানে ঐ প্রকার গুরুক্রম-সম্প্রদায়ের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের সত্তাকাঙ্ক্ষীর প্রতি নানাপ্রকার উৎপীড়ন প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করিয়া গুরুক্রম-সম্প্রদায়ের মনোভাবের সহিত পরমহংসঠাকুর অকৃত্রিম আচার্য্যের লোকহিতৈষিণী চিত্তবৃত্তির পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ ও বিভুপাদ পরমহংসে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের ব্রজজনের আদর্শ এবং তথাকথিত বেষধারিগণের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কামনার কতকগুলি উদাহরণ উল্লেখ করিয়া শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অদ্ভুতপূর্ব্ব ভজন ও বিপ্রলম্ভময় চরিত্র বর্ণন করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল কথা প্রকাশ না করিয়া কোন বিশেষ প্রবন্ধে বা লেখনীতে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সদ্বৈদ্য বা সদ্গুরুর সাধক-শিষ্যকে বিধিমার্গ-উপদেশই কৃপা-কৃপা, কিন্তু সাধক বা রোগী বৈদ্যকে—মূর্খ চিকিৎসককে রোগীর পথ্য সাগু-বার্লি-প্রভৃতি ব্যবহারের আদর্শ দেখাইবার জন্য যদি অবৈধভাবে আবদার করেন, তাহা হইলে কোন দিনই 'মূলের আদর্শ' বলিয়া কোন ব্যাপার জগতে প্রকাশিত থাকিতে পারিবে না। সদ্বৈদ্য কোন কোন সময় সাধককে সাধনে প্রবোধিত করিবার জন্য কৃপা-পূর্ব্বক সাময়োচিত আদর্শ প্রদর্শন করেন বলিয়া সাধক বা শিষ্য যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ঐরূপ বিচারে রাখিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নিজের নিজত্ব ও কৃষ্ণ সম্বন্ধতত্ত্বস্বরূপ গুরুত্ব দিনই হইয়া পড়ে। ঐরূপ বিচার কখনও ভক্তিপথের সদ্গুরু বা সচ্ছিষ্যের আদর্শে নাই, উহা অভক্তি-পথের গুরু ও শিষ্যগণের বিড়ম্বনা-মাত্র।

৩৭৯ অব্দের মধ্যাহ্নের পর শ্রীল নরহরি আচার্য্যাত্মজ প্রভু, শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভু, শ্রীমদ্ বন মহারাজ প্রভৃতি গুরুবৃন্দ-সমভিব্যাহারে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকান্ত সরকার ঠাকুরের কুঞ্জস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ পরিদর্শন করিতে যান। অপরাহ্ণে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মুক্তপুরুষগণের স্বাভীষ্ট-প্রার্থনাময়ী মহাজন-গীত নিজ-ভজনগণের দ্বারা কীর্ত্তন করাইয়া সিদ্ধিলালসার আদর্শ প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনর্থ-নিবৃত্তিতে যে একমাত্র প্রয়োজন, তাহা প্রকাশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্ব্বাচন-অনুসারে শ্রীল বাসুদেব প্রভু মূল গায়করূপে,শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত গীতি-দ্বয় ক্রমে ক্রমে মৃদঙ্গ-করতাল-সহযোগে কীর্ত্তন করেন,—

(১)

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়্রস-ভোজন দূরে পরিহরি'।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়া'ব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই' যমুনাপুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল-বংশীবটে।
(কবে) সুখে বৈষ্ণব সঙ্গে বৈষ্ণব-নিকটে॥
নরোত্তমদাস কহে করি' পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

(২)

রাধাকৃষ্ণ দেখো তুমি জীবনে মরণে।
তাঁর স্থান, তাঁর লীলা দেখো রাত্রিদিনে॥

যে স্থানে লীলা করে যুগল-কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাঁহে মোর ভোর॥
শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ সেবো নিরবধি।
তাঁর পদসঙ্গ মোর মন্ত্র-মহৌষধি॥
শ্রীরতিমঞ্জরী দেবি! ধোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম-ছায়া॥
শ্রীরসমঞ্জরী দেবি! কর অবধান।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্মধ্যান॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল-বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

৪ঠা অক্টোবর বেলা ১১টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু, শ্রীমদ্ বন মহারাজ ও শ্রীপাদ জগদ্গুরু ভক্তিবান্ধব প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করেন। অপরাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্ব দিবসের মত নিজ-অনুগত ভক্তগণের দ্বারা নিম্নলিখিত কএকটী মহাজন-গীতি কীর্ত্তন করাইয়া শ্রবণ করেন,—

(১)

হরি হরি আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবনধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন-জন-পুত্র-দারে, এ'সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যা'ব॥
সব দুঃখ পরিহরি', বৃন্দাবনে বাস করি',
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন, অমৃত-সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড-জলে, স্নান করি' কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥
ভ্রমিব বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুখাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণস্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥
ভোজনের স্থান কবে, নয়ন-গোচর হবে,
আর যত আছে উপবন।
তা'র মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ॥

(২)

দেখিতে দেখিতে কুলিব বা কবে
নিজ যুগ পরিচয়।
নয়নে হেরিব ব্রজপুর-শোভা
নিত্য চিদানন্দময়॥
বৃষভানুপুরে জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হবে।
ব্রজগোপীভাব হইবে স্বভাব,
আন ভাব না রহিবে।
নিজ-সিদ্ধদেহ, নিজ-সিদ্ধনাম,
নিজরূপ, যবসন।
রাধাকৃপাবলে লভিব বা কবে
কৃষ্ণপ্রেমপ্রকরণ॥
যমুন-সলিল আহরণে গিয়া
বুঝিব যুগল-রস।
প্রেম-মুগ্ধ হয়ে, পাগলিনী-প্রায়,
গাইব দ্বারার যশ॥

৫ই অক্টোবর শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী কতিপয় সত্যাগ্রহ-সন্দিহান ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমন্দিরস্থ কুঞ্জে (হেতমপুরের রাজার ঠাকুর বাড়ী) সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে "নিবৃত্ততর্ষৈঃ" শ্লোকের শ্রৌতসিদ্ধান্তানুযায়ী বিশেষ ব্যাখ্যা হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনবাসী কয়েকজন আচার্য্যসন্তান, ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বাবাজীবেশধারী, সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সায়ংকালে শ্রীল প্রভুপাদ নিজ ভক্তগণের দ্বারা স্বজনের উদ্দীপক মহাজন-গীতাবলী কীর্ত্তন করাইয়া শ্রবণ করেন। শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব প্রভু, শ্রীমদ্ বন মহারাজ শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু প্রভৃতি ভক্তগণ নিম্নলিখিত কএকটী সঙ্গীত শ্রীল প্রভুপাদের নির্ব্বাচনানুসারে কীর্ত্তন করেন,—

(১)

রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জকুটীর।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত যমুনাতীর॥

কুসুমসরোবর মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা॥
বংশীবট গোকুল গিরিসমীর।
বৃন্দাবনতরুলতিকাক নীর॥
খগমৃগকুল মলয়-বাতাস।
মধুর ভ্রমর মুরলী-বিলাস॥
বেণু শৃঙ্গ পদচিহ্ন মেঘমালা।
বসন্ত পলাশ শঙ্খ করতালা॥
মূলবিলাসে অঙ্গরূপ জানি।
লীলা-বিলাস উদ্দীপক মানি॥
এ সব ছোড়ত তাঁহা নাহি যাউ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাউ॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ॥

(২)

যমুনা-পুলিনে কদম্বকাননে
কি হেরিনু সখি আজ।
শ্যামবংশীধারী মণিময়কোপরি
করে লীলা রসরাজ॥
কৃষ্ণকেলি সুধা-প্রস্রবণ।
অষ্টদলোপরি শ্রীরাধা-শ্রীহরি
অষ্টসখী পরিজন॥
সুগীত নর্ত্তনে সব সখীগণে
তুষিছে যুগল মনে।
কৃষ্ণলীলা হেরি' প্রকৃতি সুন্দরী
বিস্তারিছে শোভা বনে॥
ঘরে না যাইব, বনে প্রবেশিব
ও' লীলা রসের তরে।
ছাড়ি' কুললাজ শুন ব্রজরাজ,
'বিনোদ' মিনতি করে॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সেবকগণের পালনীয় নিয়মাবলী

১। পরিক্রমার মুখ্য উদ্দেশ্য—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা; নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করা নহে।

২। কায়-মনোবাক্যে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার আনুকূল্যেই যথার্থ পরিক্রমা; নতুবা পরিক্রমা করিতে আসিয়াও ভোগী হইয়া যাইতে হইবে।

৩। সেবক যাত্রিগণ ও মঠবাসী হইতে গৃহীত হইলেও সেবকের অধিকার ও দায়িত্ব যাত্রিগণ অপেক্ষা অধিকতর, সুতরাং তাঁহারা যাত্রী সাজিয়া সেবাকে বিসর্জ্জন দিবেন না।

৪। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগ করিলে যে দুর্গতি হয় ও ধামদর্শন হয় না, তাহার আদর্শ মহাপ্রভু এই বৃন্দাবনেই বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের দ্বারা দেখাইয়াছেন।

৫। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সেবা পরিত্যাগ করিয়া পরিক্রমার সাধারণ যাত্রিগণের ন্যায় কেবল অল্পকুর কাম চরিতার্থ করিবেন। তাঁহারা বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের ন্যায় অতিরিক্ত বলিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবেন।

৬। নিজের পায়ের জোরে ধাম-দর্শন হয় না, ইহা বৈষ্ণব-সেবকগণকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

৭। যদি সেবায় নিযুক্ত থাকার দরুণ পরিক্রমার কোন স্থান দর্শন বা ভ্রমণ নাও হয়, তথাপি সেরূপ ব্যক্তিরই যথার্থ পরিক্রমা হইবে, আর যাঁহারা 'সেবা' ছাড়িয়া ভ্রমণ ও দর্শন করিয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা আদৌ পরিক্রমার মর্ম্ম বুঝেন নাই।

৮। সেবকগণকে যথা-সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সেবায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া উপস্থিত হইতে হইবে।

৯। প্রত্যেক সেবকই যথা-সময়ে বিশ্রাম হইতে উঠিবেন এবং স্ব-স্ব-কার্য্যে নীরবে নিযুক্ত হইবেন।

রাত্রিকালে বা হরিকথার সময় কোন সেবকই অপরকে আহ্বান করিতে হইলে উচ্চচীৎকার করিবেন না।

১১। প্রত্যেকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সেবার সময় অন্য সেবককে 'রিলিফ'(বিশ্রাম) দেওয়ার জন্য সমুপস্থিত হইবেন।

১২। প্রত্যহ ঠিক সময় আরাত্রিকে যোগদান, মৃদঙ্গ-কাঁসর-করতালাদি বাদন ও উচ্চকীর্ত্তনাদি করিতে হইবে।

১৩। পরিক্রমার বাহির হইবার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট যাত্রিগণ স্ব স্ব উপকরণ লইয়া সমবেত হইবেন।

১৪। পরিক্রমার শোভাযাত্রা-মধ্যে কীর্ত্তনীয়া, বাদক, দোহার, পতাকাধারী স্ব স্ব স্থান বা দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া অন্যমনস্ক হইবেন না।

১৫। ঠাকুরের অর্চ্চনকারী অর্চ্চন পরিত্যাগ করিয়া পরিক্রমার সঙ্গে যোগদানের ছলে সেবার প্রতি উদাসীন হইবেন না।

১৬। শ্রীবিগ্রহের নিকট সর্ব্বক্ষণ একজন না একজন সেবক নির্দ্দিষ্টভাবে থাকিবেন।

১৭। শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে পরিক্রমার শোভাযাত্রাকালে চামর, বাজন ও ছত্রধারণ করিতে অন্যমনস্ক হইবেন না।

১৮। পরিক্রমাকালে নির্দ্দিষ্ট পরিচালনাকারী এবং শ্রীবিগ্রহের সেবকগণ ব্যতীত অন্য কেহই শ্রীবিগ্রহকে পশ্চাৎ দিয়া আশেপাশে চলিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না, তাহাতে সেবাপরাধ হইবে।

১৯। পরিবেশনকারী, পাহারাদার, জলপাত্র প্রভৃতি প্রদানকারী, ভাণ্ডারী এবং অন্যান্য সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যথাসময়ে স্ব স্ব স্থানে উপস্থিত হইবেন।

২০। উপরিউক্ত সেবকগণকে 'রিলিফ' (বিশ্রাম) দেওয়ার জন্য পরিক্রমার কার্য্যালয় হইতে যথাসময়ে ব্যবস্থা হইবে। যদি কাহারও কোন অসুবিধা হয়, তাহা হইলে তিনি কার্য্যালয়ে নিবেদন করিবেন, নিজে স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক কোন ব্যবস্থা বা নিয়ম-লঙ্ঘন করিবেন না।

২১। কোন তীর্থে বা কূপে সাবান ব্যবহার, থুৎকার নিক্ষেপ, কুলকুচা, বস্ত্রাদি ধৌত, মল-মূত্র-ত্যাগ কোন যাত্রী বা সেবক কেহই করিবেন না, ইহাতে ভীষণ অপরাধ এবং নানাপ্রকার বিপদ আছে।

২২। সেবকগণ পরিমিত আহার অপেক্ষাও কম গ্রহণ করিবেন, নতুবা সেবার বিঘ্ন হইবে।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী

১। চোর, জুয়াচোর হইতে সাবধান থাকিবেন।

২। নিজের মালের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

৩। জল ও খাদ্যের প্রতি সতর্ক হইবেন।

৪। ফল না ধুইয়া খাইবেন না।

৫। পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে চলিবেন, লাইন ছাড়িয়া কোথায়ও যাইবেন না।

৬। রাত্রিতে কখনও বাহির হইবেন না।

৭। নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত মল-মূত্র ত্যাগ করিবেন না।

৮। নির্দ্দিষ্ট তাঁবু ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবেন না।

৯। কোন প্রকার মূল্যবান দ্রব্য বা অলঙ্কারাদি সঙ্গে রাখিবেন না।

১০। কোলাহল ও গ্রাম্যবার্ত্তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১১। ধূম্রপান ও মাদকদ্রব্যাদি-গ্রহণ নিষেধ।

১২। রাত্রিকালে সকলে সতর্ক থাকিবেন।

১৩। নির্দ্দিষ্ট কালে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

১৪। অতিরিক্ত আহার করিবেন না।

১৫। প্রত্যেকে নাম ও ঠিকানা অফিসে দিবেন।

১৬। যাত্রীর টিকিট ব্যতীত তাঁবুতে প্রবেশ নিষেধ।

১৭। স্ত্রীলোকের তাঁবুতে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।

১৮। অর্থাদি অফিসের অধ্যক্ষের নিকট জমা দিয়া রসিদ লইবেন, বিনা রসিদে টাকা দিবেন না।

১৯। ছোট ছেলে মেয়েদের কখনও কোথায়ও ছাড়িয়া দিবেন না।

২০। অফিসে অন্য লোকের প্রবেশ নিষেধ।

২১। তাঁবুর ভিতরে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে আগুন জ্বালাইবেন না।

২২। গাড়োয়ান বা অপরিচিত করিবেন না।

২৩। গাড়ীর যাত্রিগণ দলবদ্ধ হইয়া একপথে চলিবেন।

২৪। বন-ভ্রমণকালে সর্ব্বদা মহাপ্রভুর আদর্শ স্মরণ রাখিবেন।

২৫। আহার-বিহারের দৌখ্যে অসহিষ্ণু হইবেন না।

২৬। পরিক্রমা চলিবার পথে একখানি গামোছা, ঘটী ও কাপড় সঙ্গে লইবেন।

২৭। ভোর ৪টার সময় সকলেই নিদ্রা হইতে জাগিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে মুখ হাত ধুইবেন।

২৮। অন্যত্র যাইবার দিন ৪৷৷-৫টার মধ্যে বিছানা বাঁধিয়া টিকিট দিয়া মাল জমা দিবেন, বিলম্বে বিছানা দেওয়া হইবে না।

২৯। মালের গাড়ী পৌঁছিলে এক ঘণ্টার মধ্যে সকলে মাল লইবেন।

৩০। এ ঘণ্টার মধ্যে মালের সন্ধান না নিলে অফিস মালের জন্য দায়ী হইবেন না।

৩১। প্রত্যেক যাত্রী তাঁহার টিকেট ও তাঁবুর নম্বর মনে রাখিবেন ও টিকেট সঙ্গে রাখিবেন।

৩২। প্রত্যেক মালের টিকেটের নম্বর মনে রাখিবেন ও মাল ছাড়াইয়া আনিবার সময় টিকেট দিয়া আনিবেন।

৩৩। বিছানাগুলি ভাল করিয়া বাঁধিয়া চিহ্নিত করিয়া দিবেন।

৩৪। তাহারও কোন বিঘ্ন ঘটিলে তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান-অফিসে জানাইবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—কটন, শ্রীগোদাবরীতট, পুরুরতীর্থ শ্রীগৌররামানন্দ-মিলনস্থলী ও শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ-প্রাঙ্গণ

কাল—শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর প্রকটোৎসব-বাসর,

৫ই জুলাই ১৯৩২, প্রাতঃকাল ৮-২ঘটিকা]

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পরতত্ত্বের (Absolute এর) নিকট হইতে আমরা সকলেই কৃপা প্রার্থনা করি। পরতত্ত্ব অনন্ত-বাক্তিত্ব এবং অব্যক্তিত্বরূপবিশিষ্ট। এই উভয়বিধ রূপবিশিষ্ট তত্ত্ব আমাদের উপাস্য। আমরা নিত্য ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন সত্তা। অতএব আমাদের নিত্য ও পূর্ণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পরতত্ত্বের উপাসনারই প্রয়োজন আছে। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধই স্বাভাবিক এবং সম্যক্ প্রয়োজনপ্রদ। পরতত্ত্বের সহিত আমাদের সম্বন্ধ প্রয়োজনীয় হইলে আমাদের সমুদয় কার্য্য পরতত্ত্বের উদ্দেশে হৃত হওয়াই সঙ্গত।

আমাদের অনেক কার্য্য আছে। তন্মধ্যে কোন্‌টী একান্ত কর্ত্তব্য? পঞ্চরাত্র বলেন,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

জীবের যত প্রকার কর্ত্তব্য-কৃত্য আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুর সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের সেবা অধিকতর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

তুলনামূলক আলোচনা-দ্বারা পরতত্ত্বের স্বরূপ-নিরূপণের চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। পরতত্ত্বের সন্ধান ইহজগতে পাওয়া যায় না। যে সত্তা পরতত্ত্বের একান্ত উপাসনার বৃত্তি প্রদর্শন করে, তাঁহার নিকটই পরতত্ত্বের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

উপাসকের পঞ্চবিধ অবস্থান। পঞ্চবিধ অবস্থানের মধ্যে যেখানে নিরপেক্ষ অবস্থানের কথা আছে, তাহাও কিছু প্রতিকূলভাবময় নহে, তাহাও অনুকূলভাবযুক্ত। গীতায় যেমন দেখিতে পাই—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

এইরূপ, যদি আমরা অন্যান্য যাবতীয় খণ্ড-সত্তার সম্বন্ধে

কর্ত্তব্যশূন্য, উদাসীন বা নিরপেক্ষ হই, তখন আমাদের পরতত্ত্বের সেবার যোগ্যতা উদিত হয়।

এখানে পরতত্ত্বের সাক্ষাৎলাভ হয় না। আমাদের বর্ত্তমান নশ্বর ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারা পরতত্ত্বের নিকট পৌঁছান' যায় না। তাহা হইলে উপায় কি?

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

আমরা অকপট সেবোন্মুখ হইলে পরতত্ত্ব স্বয়ং কৃপা-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় বহির্ম্মুখ ভাব ঘুচাইয়া ইন্দ্রিয়গ্রামকে সেবা করিবার মত যোগ্যতার উদ্ঘাটন করিয়া দেন।

যদি আমরা পরতত্ত্বে সেবাবৃত্তি প্রদর্শন করি, তাহা হইলে অন্যবস্তুর সেবা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। সমুদয়-সত্তার সেবাসমর্থনকারী সাহিত্য (altruistic literature) অপ্রয়োজনীয়—অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিরহিত। আমাদের পূর্ব্ব-পশ্চাৎ (antecedents and consequents) বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞান আমাদের নাই। প্রপঞ্চগত অত্যল্প স্থূল প্রত্যক্ষ ঘটনাই আমাদের বর্ত্তমান যোগ্যতার একমাত্র দৃষ্টি-সম্মুখে উপস্থিত হয়। এজন্যই স্থূলে সমাধিপ্রাপ্ত মনীষিগণ বিচার করিয়াছেন যে, জাগতিক সম্বন্ধ অঙ্গীকার পূর্ব্বক আমাদের সমজীব মর্ত্ত্যজীবের সেবা করাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু প্রপঞ্চাতীত ঘটনাসমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিতে পারিলে আমরা বাঁচিতে পারি না। আমাদিগকে এই জগৎ ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। আত্মা প্রপঞ্চান্তর্গত দেহাদি নহে। দয়ার আদর্শ, জাগতিক সত্তায় সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত নহে। পাপ-পুণ্য—ধর্ম্ম-অধর্ম্ম-বিচার ধর্ম্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন বিচার। ইহাই জগতের তথাকথিত পরোপ-কারের মূলের কথা। জগতে পাপ-পুণ্য-আচরণ অপরিহার্য্য। আমরা জগতে বাধ্য হইয়া পাপপুণ্যে প্রবৃত্ত হই। তদ্দ্বারা আমাদের কোনও মঙ্গল হয় না। স্বয়ং স্বেচ্ছায় গাধার টুপি মাথায় দিয়া দর্পণে নিজের প্রতিফলিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে দর্পণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশকরা এবং উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা মূর্খতা মাত্র। দর্পণের প্রতি-ফলিত প্রতিবিম্ব-মাত্র আমাদের সম্বল। পাপপুণ্যাদি ধর্ম্মা-ধর্ম্মের অনুশীলনে আবদ্ধ থাকা গর্হিত। প্রপঞ্চাতীত তত্ত্বের পাদমূলেই সর্ব্বগুণের উৎস।

এইখানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোদাবরী পার হইয়াছিলেন, এইখানেই রায়রামের সহিত শ্রীচৈতন্যের মিলন হইয়াছিল। শ্রীরামানন্দরায় পুষ্করঘাটে আসিয়াছিলেন। বহির্ম্মুখ লোকের বহির্দৃষ্টিতে শ্রীরামানন্দরায়ের গোদাবরীর পবিত্র জলে স্নান-দ্বারা পাপক্ষয় করিবার আদর্শ প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু রামানন্দের এইস্থানে আগমনের তাৎপর্য্য অন্যরূপ ছিল।

পাপপ্রবণ জীবন নিয়মিত করিয়া উহার ফলস্বরূপ 'পুণ্যবান্' বলিয়া খ্যাতিলাভ, বৈদিককর্ম্মকাণ্ডেরই অনুসরণীয় বিষয়।

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তোষকারণম্॥"

উত্তমরূপে বর্ণাশ্রম পালন করিবার পরও দেখি, আরও কিছু কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে,—তাহা পরতত্ত্বের ঐকান্তিকী সেবা।

আত্মার কোনরূপ মলিনতার প্রয়োজন নাই। দৈহিক তাৎকালিক প্রয়োজনসমূহই আবর্জ্জনা। মন পুণ্যের অনুশীলন-দ্বারা সাময়িকভাবে কথঞ্চিৎ নিয়মিত মনে হইলেও উহা স্বভাবতঃই বড় বিশ্বাসঘাতক, উহার উপর নির্ভর করা যায় না।

"শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্ন ধৈষ্ণিয়সংযমঃ।"

বালকের ন্যায় চাপল্যপ্রিয় না হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের যাবতীয় কৃত্য পরতত্ত্বের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। আত্মা-দ্বারা পরতত্ত্বের সেবা সম্ভব। সেবালাভের উপায়—শরণাগতি গীতায় পাওয়া যায়—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

আমরা নিজের উপর নির্ভর করিয়া বিপন্ন হইব না; তাঁহার উপর নির্ভর করিব। অকর্ত্তব্য না করিবার জন্য অর্থাৎ ইতর কার্য্য করিতে পারিলাম না বলিয়া শোক করিব না।

দক্ষিণ দেশে এক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট্, কুলশেখর। তিনি বলিয়াছেন,—

"আস্থা ধর্ম্মে ন বস্তুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্‌যদ্ভাব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু।
নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতো।
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা-মৃদুতনুলতা নন্দনে নাভিরন্তং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥

আমাদের নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও বলিয়াছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

আমার উদ্ভট আকাঙ্ক্ষা শাস্ত্রবিধিপালনমাত্র নহে। কিংবা বৈদান্তিকক্রমের ন্যায় নির্ব্বেদজ্ঞানানুশীলনমাত্রও নহে। আমার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র নিত্য আকাঙ্ক্ষা পরতত্ত্বের নিত্যসেবা। পরতত্ত্বের সেবা-বিহীন হইলে আপাতিক পরোপকারে নিযুক্ত হওয়া 'কর্ত্তব্য' বলিয়া বিবেচিত হইবে। আপাতিক ব্যাপারে তুলনামূলক বিচার-দ্বারা এই সমুদয় লোকহিতকর কার্য্য প্রথমদৃষ্টিতে অত্যন্ত লোভনীয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পরতত্ত্বের সেবা আচরণীয়।

কিন্তু পরতত্ত্বের অধিষ্ঠান কোথায়? পঞ্চোপাসনা-পদ্ধতি পাঁচটী অধিষ্ঠানের কথা বলে—(১) সূর্য্য, (২) গণেশ, (৩) শক্তি, (৪) শিব ও (৫) কর্ম্মফলদাতা বিষ্ণু (?)।

পঞ্চোপাসক বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন না। বিষ্ণু সকলের মূল বাস্তবতত্ত্ব—ভগবান্ পুরুষোত্তম। ভগবান্ পূর্ণব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন-সত্তা। অপর তত্ত্বগুলির ব্যক্তিত্ব অনর্থ-যুক্ত জীবের বিভিন্ন অবস্থা-অনুযায়ী—তাহা ভগবানের বিকৃত দর্শন। যেরূপ, ধর্ম্মকামীর ধারণা বিষ্ণুকে বিকৃত (?) করিয়া সূর্য্যরূপে দর্শনচেষ্টা, অর্থকামীর গণেশরূপে দর্শন-চেষ্টা, কাম-কামীর শক্তিরূপে দর্শন-চেষ্টা এবং মোক্ষকামীর রুদ্ররূপে দর্শন-চেষ্টা। পরমিনী-তটের আদিকেশবমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে গ্রন্থটী ("ব্রহ্মসংহিতা"র এই অধ্যায়) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল অতি সুন্দর-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের গীত ঐরূপ অনর্থময় দর্শনের গর্হণ করিয়াছেন। ধারণাতাড়িত অবিধিপূর্ব্বক উপাসনায় কখনও পরাগতির নিবৃত্তি বা আত্যন্তিকমঙ্গল হইতে পারে না।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই চরম গানেও অপর অনর্থময় অধিকারের পুরুষেরা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বাস্তবসত্য অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবার উপদেশই আছে।

ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে ব্যাসের মঙ্গলাচরণের মধ্যে উক্ত হইয়াছে—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অপর ভাষায় বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি 'অশান্ত'॥

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা-সম্বন্ধে

তারের সংবাদের অনুবাদ

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

(১)

ডিগ্, ২০-১০-৩২

গত ১৮ই অক্টোবর প্রাতঃকাল ৬ ঘটিকার সময় পরিক্রমার যাত্রিগণ পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে বহির্গত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা-সমাপনান্তে মানসগঙ্গা, গোবিন্দ-কুণ্ড, পুচ্ছরীতে অপরাহ্ণে প্রভৃতি দর্শন করেন। অতঃপর যাত্রিগণ জতিপুরা, হরিদেবীকুণ্ড, ঐরাবতকুণ্ড, শ্রীশ্রীমানবিহারী, যতিপুরে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ প্রভৃতি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। তাঁহারা ধাঁতুলীতে

ওলালকুণ্ড এবং শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর ভজনস্থান ও শ্রীল পুরীপাদের অভীষ্টদেব শ্রীবালগোপালের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন। এই স্থানে শ্রীগোপালদেব শ্রীল পুরীপাদকে গোপবালক-বেশে দুগ্ধ প্রদান করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন; এইস্থানে শ্রীগোপালজী পুরীপাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং তাঁহারই আবেশে শ্রীপাদ কানলাতাত্তরে কোনও মুসলমান হইতে শ্রীগোপালজী বিগ্রহ শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতে স্থানান্তর করিয়া সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধনের অন্তর্গত ওলালকুণ্ডের সন্নিকটবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের দোলিকাক্রীড়াস্থল, ও শঙ্খচূড়-বধস্থলী যাত্রিগণের দর্শনপথে পতিত হয়।

অতঃপর মধ্যাহ্নে পরিক্রমা-যাত্রিগণ গাঁঠুলীস্থিত যাত্রি-নিবাসে প্রত্যাগমন করেন। এই দিবস সন্ধ্যাকালে ঠাকুর-সাহেব টিকম সিংজী বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসহ পরিক্রমার যোগদান করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গাঠাবন ও কাম্যবনের বহু স্থান পরিভ্রমণ-সমাপনান্তে যাত্রিগণের বাসের সুব্যবস্থা করাইয়া সন্ধ্যার পশ্চিমদেশীয় বহু ভদ্রমহোদয় ও যাত্রিগণের সমক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের জীবনী অতি সহজ ও সুললিত ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গতকল্য ১৯শে অক্টোবর পরিক্রমা-সঙ্ঘ গাঁঠুলী হইতে প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় যাত্রা করিয়া বেলা ১১ ঘটিকার সময় ডিগ্ বা গাঠাবনে উপস্থিত হন। পথিমধ্যে দাউজীর মন্দির, কুণ্ড ও অন্যান্য বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এইস্থানের পানীয় জল অতীব নির্ম্মল ও সুমিষ্ট। যাত্রিগণের অবস্থানের সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত অতীব পারিপাট্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ভরতপুরের মহারাজের দুর্গ-সন্নিধানে যাত্রি-নিবাস স্থাপিত হইয়াছে। একটী সুসজ্জিত হস্তী গতকল্য পরিক্রমার যোগদান করিয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ হিন্দী-ভাষায় একটী গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ এই বক্তৃতা শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ গিরিবরাজ সমবেত বিপুল-জনমণ্ডলী-সমক্ষে হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। অদ্য পরিক্রমা কাম্যবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন ও বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা পরিক্রমার নিত্য সহচর হইয়াছে।

(২)

মথুরা ২১-১০-৩২

গতকল্য অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পরিক্রমা নিরাপদে সুদীর্ঘ ১৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কাম্যবনে পৌঁছিয়াছেন। অসমর্থ ব্যক্তিগণকে যান-বাহনাদির দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছিল। পথিমধ্যে যাত্রিগণকে মিষ্টান্ন-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা অলকাগলা, আদিবদ্রী প্রভৃতি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগতো দর্শন করিয়াছিলেন। যাত্রিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বত্র অতীব সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ দীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল-ব্যাপী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারীর সুললিত পদাবলী-কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজ হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

(৩)

মথুরা ২২-১০-৩২

পরিক্রমার ত্রয়োদশ দিবস ২১শে অক্টোবর তারিখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজের অধিনায়কত্বে পরিক্রমা-যাত্রিগণ যশোদাকুণ্ড (বর্ত্তমানে ক্ষেত্ররূপে পরিণত), রামেশ্বর, শিব, দেবুবন্ধ, লক্ষ্মীকুণ্ড, পানঘাটকুণ্ড, গয়াকুণ্ড, গদাধর-পাদপদ্ম, লুকলুকিকুণ্ড, চরণপাহাড়ী এবং বিমলাকুণ্ড প্রভৃতি লীলাস্থানসমূহ মধ্যাহ্নের মধ্যেই দর্শন করেন। অপরাহ্ণে শ্রীগোবিন্দজি, শ্রীমদনমোহনজি ও শ্রীগোপীনাথজিউকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। সূর্য্যাস্তের পর ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদ শ্রীমদ্ গিরিবরাজ ও শ্রীমদ্রেমি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাবিলাস-সম্বন্ধে কাম্যবনে শ্রীযশোদা-মাতার পিতৃগৃহে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

(৪)

মথুরা ২৩-১০-৩২

২২শে অক্টোবর পরিক্রমা-সঙ্ঘ মধ্যাহ্নে সূর্য্যকুণ্ড, শীতলাকুণ্ড, শ্রীকুণ্ড, পিঙ্গলাপাহাড়ী, পর্ব্বতগাত্রে শ্রীমতীর

হস্তচিহ্ন ও চরণচিহ্ন, গন্ধবন (শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে অঘাসুর বধলীলা করেন), শ্রীবলরামের চরণচিহ্ন, কৃষ্ণকুণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণের ভোজনস্থলী (যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করিয়া ভোজন ও বিশ্রাম করেন) এবং সন্ধ্যায় পকপাওব, দ্রৌপদী, কুন্তী, কামেশ্বর শিব, আদিবরাহ, ধর্মকুণ্ড, বিমলাকুণ্ড প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীপাদ নেমি মহারাজ, শ্রীপাদ গিরি মহারাজ বিভিন্নস্থানের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনমুখে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অকাতরভাবে সহস্র সহস্র ভাগ্যবান্ যাত্রী ও ব্রজবাসিগণের কর্ণে অনুক্ষণ হরিকথামৃত বর্ষণ করিতেছেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ অতি সুন্দরভাবে সেবাকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। ২৩শে তারিখে পরিক্রমা-পথে কর্ণভূষণকুণ্ড, কর্ণভূষণবিহারীজী, কৃষ্ণকুণ্ড, কদম্ববিহারী, ঝুলনমঞ্চ এবং কৃষ্ণবলদেব প্রভৃতি দর্শন করিয়া ভাণ্ডীরকুণ্ডে পৌঁছিয়াছেন।

(৫)

মথুরা ২৫-১০-৩২

২৪শে অক্টোবর পরিক্রমাপথে নন্দগ্রামে না যাইয়া বর্ষাণে অবস্থান করেন এবং প্রাতে সঙ্কিরিখোর, কৃষ্ণকুণ্ড মযূরকুঠরী, গোবর্দ্ধন, রাসস্থলী, শ্রীমতীর মন্দির, ললিতা-সখীর মন্দির, বৃষভানুরাজার প্রাসাদ, জয়পুররাজের মন্দির, দেহকুণ্ড বা স্বর্ণধেনুকুণ্ড, নূপুরকুণ্ড, চিত্রবিচিত্র-প্রস্তর ও সন্ধ্যায় প্রেমসরোবর, প্রেমবিহারীজী, শ্রীরাধারমণজী, সঙ্কেতবন, গোপালভট্ট গোস্বামীজীর ভজনস্থলী, বৃহৎ রাসমঞ্চ, যোগমায়া, ঝুলনমঞ্চ প্রভৃতি পরম রমণীয় লীলাস্থলী দর্শন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজ অনুক্ষণ বাঙ্গালা ও হিন্দিভাষায় কৃষ্ণচন্দ্রের বিভিন্ন লীলাস্থলীর বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামিপাদের ভজন-সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। পরিক্রমা অদ্য প্রাতে খাবটাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন এবং আগামীকল্য নন্দগ্রাম দর্শন করিবেন। বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইয়াছে।

(৬)

মথুরা ২৬-১০-৩২

গত ২৫শে অক্টোবর তারিখে পরিক্রমা-পথে প্রাতে ৬ঘটিকায় বর্ষাণ হইতে যাত্রা করিয়া বর্ষাণের চারিমাইল দূরে কমুহেরা, পেশওয়া, খৈরা বা খদিরবন (করেলাগ্রামের অনতি দূরে) অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ১টার সময় নির্ব্বিঘ্নে খাবটে পৌঁছিয়াছেন। যাত্রিগণ ললিতা সখীর আবির্ভাবভূমি, শ্রীনাথজীর কিল্লীট, করেলা হইতে একমাইল দূরে পেশওয়াস্থ রাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন। অতঃপর যাত্রিগণ অবধানার জন্মভূমি, কিশোরীকুণ্ড, কদম্বখণ্ডী, রাসস্থলী এবং খদিরবনে মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ, বলভদ্রকুণ্ড, রেবতী-বলদেব, লোকনাথ গোস্বামীর ভজনস্থলী, রাসবিহারী ও গোপীনাথ-জীর মন্দির প্রভৃতি দর্শন-লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভজন-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে দীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন এবং শ্রীসৌরসুন্দর-বর্ণিত সেই ভজনের পারতম্য প্রদর্শন করেন। অদ্য নন্দগ্রাম-পরিক্রমা আরম্ভ হইবে।

(৭)

মথুরা ২৭-১০-৩২

গত ২৬শে অক্টোবর তারিখে পরিক্রমাপথে খাবটে কিশোরীকুণ্ড, অভিমন্যুর গৃহ, চৌরকুণ্ড এবং নন্দগ্রামে কদম্বকূপ, শ্রীল রূপগোস্বামি-পাদের ভজন-স্থান, নন্দ-মহারাজের গৃহ, কৃষ্ণকুণ্ড, যতিকুণ্ড, কোশকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, উদ্ধবকুণ্ড, যশোদাকুণ্ড, মুখতড়িকুণ্ড, পাবনসরোবর, সনাতনগোস্বামীর ভজনস্থান এবং চরণপাহাড়ী প্রভৃতি দর্শন করেন। সেইদিন শ্রীহরিবাসর-তিথি থাকায় দুইস্থানে যাত্রিগণকে যাবতীয় ভূমিষ্ট কৃষ্ণবিলাস প্রদান করা হয়। যাত্রিগণ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট উচ্ছিষ্টলাভ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হন এবং সারাদিনব্যাপী ভ্রমণ-ক্লান্তি আদৌ তাঁহাদের অনুভবের বিষয় হয় নাই, মাত্র কিছুক্ষণের জন্য পাবনসরোবরে বিশ্রাম করিয়া সেখানে অনুকল্প করেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীপাদ ভারতী-মহারাজ অনুকল্পের আয়োজন করেন। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন এবং শ্রীপাদ বন মহারাজ ও তীর্থ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিবিধলীলা-বিলাসের ব্যাখ্যা করেন। পরিক্রমা কোটবনাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে
অন্নকূট-মহোৎসব

গত ১৩ই কার্ত্তিক রবিবার শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাবলে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ মহাসমারোহে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ইন্দ্রিয়তর্পণবর্দ্ধনই—গোবর্দ্ধন-পূজা এবং তদনুরূপ হরিকথামৃতরূপ চিন্ময় অন্নের স্তূপীকরণই অন্নকূট-মহোৎসব। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবার সগণে ব্রজমণ্ডলের বনে বনে ভ্রমণ করিয়া ভাগ্যবান্ জনগণকে অহর্নিশ কৃষ্ণকথামৃতময় মহাপ্রসাদান্ন বিতরণ-দ্বারা নিত্য 'অন্নকূট' মহা-মহোৎসবে যোগদানের সুযোগ প্রদান করিতেছেন। আনিওর বা অন্নকূট-গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণ-হৃদয়ে শ্রীল পুরীপাদের প্রবর্ত্তিত পূর্ব্বের সেই অন্নকূট-মহোৎসবের উদ্দীপনা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইয়া শ্রীবিশ্বৈকরাজ-সভার বাবতীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে বিবিধ বিচিত্রতা-সমন্বিত অন্নাদির পর্ব্বত রচনা করিয়া কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীগিরিধারীপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরও ভক্তিভবনে শ্রীশ্রীগিরিধারীপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীশ্রীল পুরীপাদ-প্রবর্ত্তিত অন্নকূট-মহোৎসবের প্রচার অদ্য রবিবার আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অনুষ্ঠিত আদর্শানুসরণে শ্রীগৌড়ীয়মঠও প্রত্যহ পাঠ-কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগিরিধারীপূজা করিয়া অন্নকূট-উৎসব করেন, এবারও মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভুর উদ্যোগে সেইভাবে উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। আমরা অদ্যকার বৈচিত্র্যের মধ্যে মাত্র পাঁচ শত প্রকার বৈচিত্র্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলাম। আচার্য্যত্রিক প্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবত-নাট্যমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল পুরীপাদের অনুষ্ঠিত অন্নকূট-মহোৎসবের কথা ও শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রপূজা-সম্ভার-দ্বারা গোবর্দ্ধন-পূজা-প্রসঙ্গ, ইন্দ্রের কোপ ও পরে কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি-প্রার্থনাদি সুললিতস্বরে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে নামসঙ্কীর্ত্তন এবং তৎপর ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন হয়। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণকে অন্নকূট-দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করা হয়, অতঃপর অন্নকূটের প্রসাদ সকলকে বিতরণ করা হয়। অবশ্য মহাপ্রসাদ সমস্ত দিন ধরিয়াই বিতরিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়কার দৃশ্য অবর্ণনীয়, সামান্য একমুষ্টি অন্নপ্রসাদ পাইবার জন্য অসাধ্য অসংখ্য যাত্রী যেভাবে আর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ভোগবুদ্ধিমূলে না হইলে তাঁহাদের সৌভাগ্যের আর সীমা থাকে না। শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও মহাপ্রসাদ-গ্রহণের জন্য অত্যন্ত বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক হইতে অশিক্ষিত অবিশিষ্টগণ পর্য্যন্ত অগণিত লোক-সমাগম কলিকাতার মধ্যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। লোকসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় বাগবাজারপল্লীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরিচরণ যে মহাশয় স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।' তাঁহারা সকলেই অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলতা বিধান করিয়াছেন। মঠসেবকগণের অধিকাংশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায়যোগদান করিলেও অতি অল্পসংখ্যক সেবক লইয়া শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু যেভাবে এরূপ সুবৃহৎ অনুষ্ঠান অক্লেশে সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অপূর্ব্ব গুরু-কৃপাবলের পরিচয়, সন্দেহ নাই। শ্রীপাদ জগদ্গুরু ভক্তিবান্ধবপ্রভু, শ্রীপাদ যশোধানন্দন ভাগবতভূষণপ্রভু, শ্রীপাদ সুবর্ণনলাভন ভক্তিশাস্ত্রীপ্রভু মহানন্দ ব্রহ্মচারীপ্রভু, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভৃতিভাগবতপ্রভু এবং শ্রীমঠের অন্যান্য সেবকবৃন্দ ও আচার্য্যত্রিক প্রভুর বহুদূরস্থলে কার্য্য করিয়া সেবায় সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যার পর)

প্রবন্ধবাক্ত জগতের শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে অন্যান্য মনোধর্ম্ম

কেহ বুঝিয়াছেন,—'শ্রীগৌড়ীয় মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মকেই খুব বড় ও অভ্রান্ত মতকে ছোট করিয়া দিতেছেন।' কেহ মনে করেন,—"আধুনিক কালের অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতকরা শতসহস্র সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় গৌড়ীয়-মঠ কেন 'সকল ধর্ম্মই সমান' এই মত প্রচার করেন না ? গৌড়ীয়মঠ শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার না করিয়া অন্য মত প্রচার করিলেও ত' পারেন ? বৈষ্ণবধর্ম্মই যে একমাত্র ধর্ম্ম, আর কোন ধর্ম্ম 'ধর্ম্ম' নহে, তাহা ত' হইতে পারে না। বৈষ্ণবধর্ম্মের উপরই বা গৌড়ীয়মঠের একটা একঘেয়ে আসক্তি কেন ?"

মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি-সংরক্ষণের যুক্তি

যে নিজে নাচিতে জানে না, সে কিছুতেই নিজের নাচার দোষ স্বীকার করিতে চাহে না ; যতকিছু দোষ হয় উঠানের ! সেই 'নাচিতে না জানাটা' ও 'উঠানের প্রতি দোষারোপের প্রবৃত্তিটা' যখন ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হয় এবং মাঝে মাঝে সেই প্রবৃত্তি যদি সমষ্টির মধ্যস্থিত কোন নায়কের দ্বারা অধিকতর উত্তেজিত হয়, তখন সমষ্টি বা ব্যষ্টি নিজের ভ্রমের দিকে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া পড়ে। অনেকে যুক্তি দিয়া বলেন,—"ভ্রম একজনের, দুইজনের হইতে পারে ; তাই বলিয়া ভ্রম কি সার্ব্বজনীন সকল লোকেরই হইবে ? আর ধরিলাম না হয়, সকল লোকেরই ভ্রম হইল, কিন্তু কত কত মহাপুরুষ, মহাজনী—যাঁহাদিগকে জগতের সকল লোকই একবাক্যে মানে, তাঁহাদিগেরও কি ভ্রম হইয়াছে ? আর গুটীকয়েক তোমরাই কেবল অভ্রান্ত আছ ?"

ভ্রান্তি কিরূপে সমষ্টিগত ও জগতের প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে সম্ভব হয় ?

এই কথাগুলির উত্তর খুব সহিষ্ণুভাবে শুনিবার যোগ্যতা মায়াদেবীর বরপুত্র আমাদের অনেকেরই নাই ; কারণ একটুকু শুনিতে আরম্ভ করিলেই সেই "ছুছুরের লেজ আঁধার ঘেই দেই"—সেই গণবাদের মোহ—সেই গণবাদের পূজা প্রতীকের মোহ আসিয়া পুনরায় আমাদিগকে "যথা পূর্ব্বং তথা পরং" করিয়া তোলে।

'ভ্রম' যে কেবল ব্যষ্টিগতই হইবে, সমষ্টিগত হইতে পারে না, তাহা কে বলিল ? এই জগতের ভ্রমগুলি অধিকাংশই সমষ্টিগত। মায়াদেবী আমাদিগের প্রায় শতকরা শতজনকে এই জগৎ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া আমাদের সমষ্টিগত ভ্রমই প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সমষ্টিগত ভ্রমের যোগ্যতানুযায়ী শাস্ত্র ও মহাজনেরও অভাব নাই। বিরোচন, শুক্রাচার্য্য, কণাদ, গৌতম, জৈমিনী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সমষ্টির নিকট কত বড় বড় নামজাদা 'মহাজন' বলিয়া প্রচারিত। সমষ্টিগত বহির্ম্মুখতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবার জন্য ঘুণে ঘুণে কত বিমুখশাস্ত্রের প্রচার হয়। ঐ সকল সংখ্যাধিক্যের চাপে ও মোহে পড়িয়া যাঁহারা বুদ্ধি হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারা কোন্‌টী বাস্তব সত্য, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা অদ্বৈতব সত্যানুসন্ধিনী বুদ্ধির খেই হারাইয়া অবশেষে একটা সোয়াস্তি দিয়া বলেন,—"সবই সমান, সবই ঠিক"।

'সকলধর্ম্মই—সমান', এই প্রচলিত গণমতের সমালোচনা

যাঁহারা দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সহিষ্ণু ও অকপট হইয়া বিচার করেন না, তাঁহারা যে 'সকল ধর্ম্মই সমান' বলিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? দেহধর্ম্মও যাহা, আর আত্মধর্ম্মও তাহা বলিলে কি নিত্যানিত্য বিচারে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইল না ? আমরা সকলেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া জানি, সাধারণ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাই, দেহ ছয়প্রকারের বিকারের অন্তর্গত ; কিন্তু শাস্ত্র বলেন—আত্মার সেই সকল বিকার নাই। বৃদ্ধি, ক্ষয়, জরা প্রভৃতি ধর্ম্ম দেহের ; ঐ সকল ধর্ম্ম আত্মার নহে। কিন্তু আত্মার আলোচনা করিলে বা আত্মার ধর্ম্মের কথা বলিলে যাঁহারা দেহ-ধর্ম্মের আলোচনা লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা বলিবেন,—"যাঁহারা আত্মধর্ম্মের কথা বলেন, তাঁহারা কি

সাম্প্রদায়িক! সাম্প্রদায়িকতা-মূলে ইঁহারা আত্মাকে সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত বলেন, আর দেহকে সর্ব্বদোষের আকর বলিয়া সাব্যস্ত করেন। আমরা কত উদার, কি সুন্দর সমন্বয়কারী, আমরা বলি দেহ ও আত্মা উভয়ের ধর্ম্মই সমান, উভয় ধর্ম্মই এক; এক ধর্ম্ম বড়, আর একধর্ম্ম ছোট,—ইহা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা। আমরা সাম্প্রদায়িক নহি। শরীরের অনুশীলনও চাহা, আত্মার অনুশীলনও তাহাই। কারণ শরীরের অনুশীলনের সম্বন্ধেও ত' শাস্ত্রেই আদেশ আছে—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং' ইত্যাদি। আর বিবেকানন্দ, শঙ্করাচার্য্য, চাণক্য প্রভৃতি কত বড় বড় লোক আমাদের এই বাক্যের সমর্থক!"

সমষ্টিগত ভ্রম কিরূপে অধিকতর পুষ্ট হয়?

নহাম্মার দুর্গে—যেখানে এইরূপ সমষ্টিগত ভ্রম নৃত্য করিতেছে, সেখানে তথাকথিত সমন্বয়বাদের আরও কালোচিত যুক্তি, উপমা, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি ফলপুষ্পাদ্যা সুশোভিত ও মনোরঞ্জক হইয়া তাহা যে বিশ্বগ্রাসি-ভ্রম উৎপন্ন করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপর শ্রীগৌরসুন্দর এই সুকঠিন কার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছেন যে,—"এই বিশ্বগ্রাসী ভ্রম বিদূরিত করিতে হইবে—লোককে অহৈতব আত্মধর্ম্মের কথা শ্রবণ করাইতে হইবে; লোকের দ্বারা—গণমতের দ্বারা সহজভাবে আক্রান্ত হইয়াও—গণমতপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষারূপা প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জ্জন দিয়াও তাহার মধ্যে যে-সকল সুকৃতিবান্ আছেন, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে—ভাগবতধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে প্রচার-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সত্য-বস্তুর কথাই শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্ম্ম।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে ব্যতিরেক-প্রণালী অধিক দৃষ্ট হয় কেন?

উত্তম স্থপতি কি করেন? কোনও উত্তম সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইলে জীর্ণ, পতনোন্মুখ কিংবা নিকৃষ্ট উপকরণে নির্ম্মিত গৃহ বা ভিত্তির উপর তিনি তাহা নির্ম্মাণ করেন না; পরন্তু জীর্ণ বা নিকৃষ্ট উপকরণ-গঠিত ভিত্তি, ধ্বংসাবশেষ কিংবা ভগ্নপ্রবণ গৃহাদিকে সম্পূর্ণরূপে উন্মূলন-পূর্ব্বক ঐস্থানে নূতন সুদৃঢ় উপকরণে ভিত্তি সংগঠন এবং তাহার উপর সুশোভন সৌধের পত্তন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপর বর্ত্তমানে সেই কার্য্যটীর ভার পড়িয়া যাওয়ায় গৌড়ীয়-মঠের ব্যতিরেক ভাবে প্রচার-প্রণালীই আপাতদৃষ্টিতে অধিক দৃষ্ট হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যের তুলনা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাথমিক প্রচার-কার্য্যটী যেন ভক্তিকল্প-বৃক্ষের মধ্যমূল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর গোবর্দ্ধনে গোপাল উদ্ধারের ন্যায়। অনেক দিন ধরিয়া ভক্তিপথে যে-সকল ধর্ম্মজঞ্জাল, ঔঁইয়ের ঢিপি, মাটীর স্তূপ, ঝোপ এবং তথায় যে বিষাক্ত সাপের বাসা প্রভৃতি হইয়া রহিয়াছে, তাহা শাস্ত্রবাক্য, সিদ্ধান্ত-বাক্যরূপ কুঠারি-কোদালিদ্বারা পরিষ্কার করিয়া (এই কার্য্যে "গ্রামবাসী"কেও—বিশ্ববাসীকেও সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে *) গোবর্দ্ধন (যেখানে 'গো' অর্থাৎ 'বাণী' বর্দ্ধন হয়—কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রসার হয়, এইরূপ উচ্চস্থানে)-পর্ব্বতে শ্রীগোপাল (ইন্দ্রিয়ের পালক—সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়ের সেব্য বস্তু)-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। কুঠারি-কোদালির দ্বারা 'ঘায়' করা কার্য্যই লোকের নিকট 'অপরকে আক্রমণ' এবং গ্রামবাসীদিগকে হরিসেবায় প্রণোদন বা আহ্বানই ভক্তত্যাগ্রিয় বা ভোগ-ত্যাগপ্রিয় জগতের নিকট 'গৌড়ীয়মঠ-কর্ত্তৃক লোকদিগকে নিজমতে আনয়ন বা প্রয়োচন' প্রভৃতি বলিয়া প্রতীত হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসব—শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-মহামহোৎসব সকলই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর গোবর্দ্ধনধারী-প্রতিষ্ঠার উৎসবের ন্যায় কীর্ত্তন-প্রধান (গিরি অর্থাৎ কীর্ত্তনে যাঁহার অবস্থান,

---

* প্রাতঃস্নান করি' পুরী গ্রাম-মধ্যে গেলা।
সব লোক একত্র করি' কহিতে লাগিলা॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার—গোবর্দ্ধনধারী।
তুমি আন্ন, চল, তাঁরে বাহির যে করি।
কুঠারি কোদালি লহ সব গ্রাম মিলে।
অন্যায় নিবিড় বৃক্ষ, পাতি আনহ তিলে॥

(শ্রীঃ চৈঃ চঃ ৪র্থ)

সেই দেবতায়) প্রতিষ্ঠা, ভক্তভক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য ; উহা ইন্দ্রিয়তোগীর ভোগ-ত্যাগের আমোদ-আহ্লাদ-ফূর্ত্তির জন্য নহে।*

রাইকানুর প্রেম—প্রচারের জিনিষ নহে, তাহা নিত্যসিদ্ধ বস্তু

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বর্ত্তমান-কার্য্য ভক্তিপথের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ভক্তিদেবতার অন্বেষণ। 'রাইকানুর প্রেম' জিনিষটা হাটে, বাটে, মাঠে, সংবাদপত্রে, অধিকারি-অনধিকারি-নির্ব্বিশেষে প্রচারের জিনিষ নহে। তাহা স্বতঃসিদ্ধ—নিত্যসিদ্ধ বস্তু ; আবর্জ্জনা বিদূরিত হইলে, শুদ্ধিচা মার্জ্জিত হইলে, আসন প্রস্তুত হইলে, তাহা স্বতঃই ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়, সদ্গুরু তখন সেই পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষকে তাঁহার অষ্টাই-সেবায় সাহায্য করেন।

রাইকানু-প্রীতিকে (?) 'হাট-বাজারের জিনিষ' করিবার মূলে ভোগ-প্রবৃত্তি

যাঁহারা রাইকানুর প্রীতিকে তাঁহাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে অপর ইন্দ্রিয়তর্পণামোদি-সমাজের নিকট প্রচার করিয়া নিজেদের ধনোদর-পূর্ত্তি বা প্রতিষ্ঠা-র্জ্জনের মূলকাষ্ঠে কৃষ্ণপ্রীতিকে (?) বলি দিবার চেষ্টা দেখাইতেছেন! তাহাতে সমাজের সমূহ অহিতসাধন হইতেছে—কৃষ্ণবিমুখতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন, আগে শুদ্ধিচা মার্জ্জিত হউক্, শুদ্ধিচা মার্জ্জিত হইলে সেখানে নির্ম্মল সুশীতল সিংহাসনে পুরুষোত্তমবাসের প্রতিষ্ঠা হউক্, তাহা হইলেই শ্রীগৌর-জনের প্রদত্ত চক্ষুতে সেখানে নীলাচলের দেবতা বংশীবদন শ্যামসুন্দরের দর্শন হইবে, কীর্ত্তনদেবতা গোবর্দ্ধন-গিরিধারীকে 'গোপীজনবল্লভ' বলিয়া দর্শনের চক্ষু পাওয়া যাইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রথম কার্য্য,—শুদ্ধিচামার্জ্জন, পুরুষোত্তমবাস-প্রতিষ্ঠা .

প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদের দ্বারা আক্রান্ত, ধূলি-কঙ্কর-আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ, যেখানে পুরুষোত্তমবাসই প্রতিষ্ঠিত নহে, সেখানে রাইকানুর প্রীতির কথা প্রচার 'কাণ্ড জ্ঞানী' মাত্র। এইরূপ অসুবিধার মানবজাতি যাহাতে পতিত না হয়, তজ্জন্যই অসুর-মোহনাবতার শঙ্করাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের মঙ্গলকারক উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকে মোহিত হইয়া পড়িলেন। এজন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠ যাহাতে জগতে সর্ব্বাগ্রে পুরুষোত্তমবাস প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য শঙ্করাচার্য্য ও কীর্ত্তনের সময়বিচার প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা আত্মার মঙ্গল অপেক্ষা যোগক্ষেমের আপাত-মঙ্গলকে আপাতদৃষ্টিতে অধিক আপাত-মনোরম ও আপাত-প্রয়োজনসাধক দেখিয়া বরণ করেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মঙ্গলময় উৎসবের উদ্দেশ্য বুঝিবার মতি হারাইয়া ফেলেন।

বহির্ম্মুখ গণগতালিকার অনুমোদিত সাধু হওয়া খুব সোজা

'সাধু'র প্রতিষ্ঠার হার গলার বরণ অতি সোজা, তাহা যে-কোন সময়েই হউক, কয়দিন রৌদ্রবৃষ্টিতে উন্মুক্ত আকাশের তলায় থাকিতে পারিলেই অনেকে "সাধু বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিতে আসেন। একটী ধাঁপ বাঁধিতে পারিলেই, দুই একদিন লোক দেখাইয়া নিরাহারে বা ফলাহারে থাকিলেই সাধুর প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাজাত মনোধর্ম্মের যে-কোন প্রলাপ অবাধ-গতিতে চলিতে দিয়া নিজে মৌন থাকিলেই ইন্দ্রিয়-তর্পণপর সমাজ তাহাদের যথেচ্ছাচারিতার কোন প্রতিবন্ধক নাই দেখিয়া এবং তাহারা ঐরূপ মৌন থাকিতে অপারক বলিয়া তাহাদের সামর্থ্যের যাহা বিপরীত, সেইরূপ 'সার্কাস্'-প্রদর্শনী-বিশেষের অভিনয়কারীকে 'সাধু' বলিবার জন্য কোটিকণ্ঠে উন্মুখ হয়।

---

* কলসক-ঘট-জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে শঙ্খ ঘণ্টা গীত।
কেহ গায়, কেহ নাচে, মহোৎসব হৈল।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল।
ভোগ-সামগ্রী আইল নানোপায়ন বস্ত্র।
নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত।
তুলসী আদি পুষ্প, বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ)

বহির্মুখগণবাদের প্রদত্ত জড়া প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীগৌড়ীয়মঠের হরিতোষণ ও লোক-কল্যাণ

লোকের সাধু-সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণায় ইন্দ্রিয়তর্পণ যাহাতে হয়, তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া অর্থাৎ গণ-সভ্যলিকার নিকট হইতে 'সাধু' বলিয়া প্রশস্তি পাইবার পরিবর্ত্তে 'অসাধু' বা 'সাধুর বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী'রূপ নিন্দার পর্য্যন্ত মস্তকে বরণ করিয়াও লোকের আত্যন্তিক কল্যাণসাধন এবং হরিতোষণ-প্রবৃত্তি একমাত্র গৌর-নিজ-জন বা একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দ ও তৎশক্তি-প্রকাশ-বিগ্রহ ব্যতীত অপরে সম্ভব নহে।

বহুরূপিণী মায়ার চেষ্টা ব্যর্থ করিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বহুরূপ কৌশল বিস্তার—

বঞ্চনা-মায়াবিনীর হস্ত হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ শত শত কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন। বঞ্চনা-ডাইনী জীবকে বহুপ্রকার পুষ্পিত প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া বহুদূরের পথ হইতে সরাইবার কৌশল-জাল আবিষ্কার করিতেছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই সকল কৌশলজালকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য আবার নূতন কৌশলের উদ্ভাবন করিতেছেন—

সবা' নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা' নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭।৩৮)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে ও বিভিন্ন সময়ে নানা-প্রকার অনুষ্ঠানাদি মায়ার স্রোতে ভাসমান গণসভ্যলিকার উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন কৌশল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রণালী বাস্তবকার্য্যকরী প্রণালী, উহা কৃত্রিমতা বা কল্পনাময় নহে।

উদাহরণ :—

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কেবল প্রচলিত-ধর্ম্মের ধারণায় বা কৃষ্ণে ঐকান্তিকী প্রীতিহীন একঘেয়ে ধর্ম্মের ধারণার স্রোতে লোকের জীবন-গতিকে প্রবাহিত করিতে বলেন না, শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের প্রতি কার্য্য, প্রতি চিন্তা, প্রতি পদক্ষেপ, দৈনন্দিন প্রত্যেক কৃত্যকে প্রকৃত বাস্তব আত্মোপকার ও পরোপকারের পথে বাস্তব ঐকান্তিক অনুষ্ঠান ও অনুশীলনের দ্বারা পরিচালিত করাইবার সাক্ষাৎ আচরণময় আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক ব্যক্তি আগন্তুক-দৃষ্টিতে সাংসারিক অভাব-অভিযোগের ন্যায় সকল কার্য্যই করেন; তাঁহারা মৌন থাকেন না, বুজরুকী দেখাইতেও বসেন না, 'নগ্নদেহে থাকিলেই সাধুতা হয়' বিচার করেন না; বা গাঁজা-তামাক, পান, জর্দা-পাতা, চা-চুরুট, সিল্কের গেরুয়া-কৌপীন, কাট্‌লেট্, মাংসলেট্‌ও ব্যবহার করেন না; তাঁহারা বাহিরে জাগতিক লোকের ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিক প্রবৃত্তের চেহারায় কৃষ্ণ ও নিবৃত্তকর্ম্ম কার্পণ্যের অকৈতব ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রবৃত্ত থাকেন; তাঁহাদের নিবৃত্তের চেহারা কৃষ্ণসেবা হইতে নিবৃত্তি নহে, কৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বাধক ব্যাপারসমূহ হইতে নিবৃত্তি মাত্র। সুতরাং যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য নিবৃত্তি বা প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের আচার ও বিচার হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচরণ সর্ব্বতোভাবে পৃথক্।

তথাকথিত শান্তি বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণই প্রচলিত ধর্ম্ম-সমূহের প্রচলিত ধারণার লক্ষ্য

কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ যে-যুগে ভোগ ও ত্যাগের আদর্শে বিশ্লেষিত করিয়া—কোনও না কোন আকারে 'শান্তি', 'আনন্দ' প্রভৃতির অন্বেষণের নামে অকৈতব কৃষ্ণানুসন্ধান পরিবর্জ্জন-পূর্ব্বক একমাত্র সম্ভোগ-বাদই 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, সেই যুগে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক ব্যাপারে ছলনা-রহিত কৃষ্ণের অনুসন্ধান শিক্ষা দিতেছেন।

লোকের ধারণা—আত্মশান্তিই ধর্ম্মের লক্ষ্য, জগতের লোক নানাপ্রকার অশান্তির আগ্নেয়গিরির উৎপাতে তাপিত, শঙ্কিত, বিচলিত; অশান্তির সাময়িক নিবৃত্তি বা অশান্তিকে সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার চেষ্টাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম। লোকের ধারণা—ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন প্রকারে অশান্তিকে ভুলাইয়া রাখিয়া ভোগে ত্যাগে শান্তি খুঁজিবার স্থান-বিশেষ।

(ক্রমশঃ)

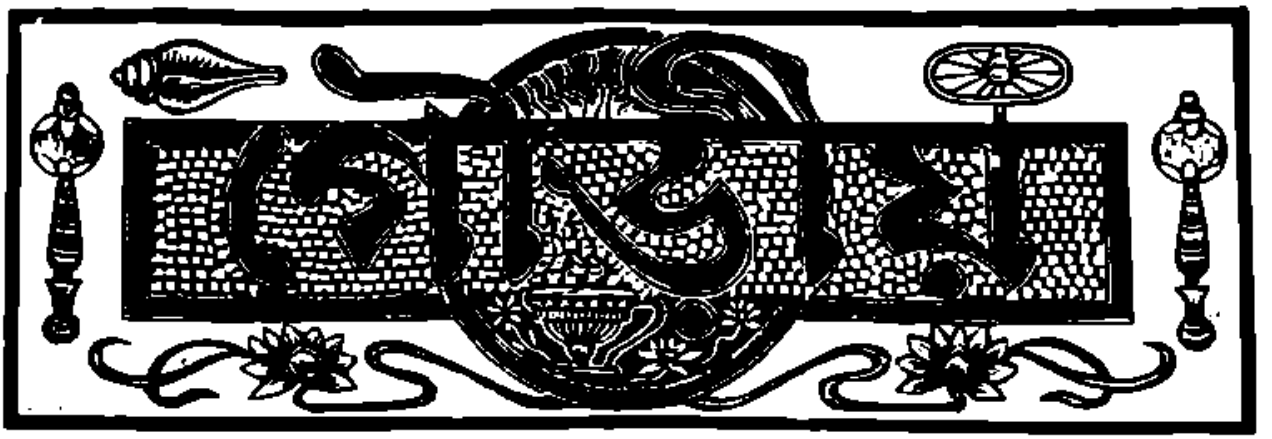

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৬শে কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩৯, ১২ই নভেম্বর, ১৯৩২ | ১৪শ সংখ্যা

ব্রজের সরলতা ও স্বাভাবিক সদাচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অনুষ্ঠিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা যে সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ডে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীরাধাকুণ্ডের জনৈক পণ্ডিত বলিতেছিলেন যে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের লেখক বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী পাশ্চাত্য জনগণকে বিচারহীন ও ভক্তিরহিত বলিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয়-আচার্য্য শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন প্রভু মাথুরমণ্ডলে ভক্তি-সদাচার প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীরূপ-সনাতনপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুক্রমণে ব্রজে বাস করিয়া তাঁহাদের লাক্ষণিকদ্বয়কে আদর্শ আচার্য্যের কার্য্য—শ্রীরাধাগোবিন্দের ভজন শিক্ষা দিয়াছেন। তৎ-কালাবধি শ্রীব্রজমণ্ডলের স্থানে স্থানে গৌড়ীয়বৈষ্ণবের ধারা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের শ্রীযুক্ত মনোহরদাস বাবাজী মহাশয়ের অনুগত জনগণের অনেকেই ব্রজমণ্ডলের নানা স্থানে নানা গ্রামে গৌড়ীয়ের কীর্ত্তনধারার নিদর্শনস্বরূপ আছেন। রাজপুতনার উদয়-পুরের অধিবাসী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণদাস বাবাজী শ্রীরাধারমণ-সেবার গৌড়ীয়শাস্ত্রসমূহ শিক্ষা করিয়া গৌড়ীয়ের কথা ব্রজমণ্ডল হইতে একেবারে নষ্ট হইতে দেন নাই। তবে গৌড়ীয় আচার্য্যগণের গূঢ় রহস্যের কথা তাঁহারা যে কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে—যথোচিত উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে পশ্চাৎপদ আছেন, ইহাও সত্য। শ্রীযুক্ত মনোহরদাস বাবাজী মহাশয় বঙ্গদেশীয় হওয়ায় তাঁহার অনুগত জনগণের অনেকেই বৈষ্ণববিদ্বেষী বিচার-প্রণালী গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণবস্মৃতির আদর করিতে সমর্থ হন নাই। রাজপুতনাবাসী শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজীও হিন্দুসাধারণের স্মৃতি অবলম্বন করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিশুদ্ধপ্রচার-বিষয়ে সেরূপ উৎসাহ প্রদান করেন না।

গৌড়দেশেও যাহারা গৃহস্থ হইয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন, তাঁহারা লাক্ষবন্ধনে আবদ্ধ থাকায় সাংসারিক চেষ্টাবশে শ্রীরঘুনন্দনের স্মৃতি পালন করেন। আবার

ব্রজবাসিগণের সম্বন্ধে থাকিলেও আধুনিক যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত মথুরাদি ভূমিতে প্রচলিত কথনাবেশের নির্ণয়-সিদ্ধুকেই বহুমান করেন। সুতরাং মূলাদিক সম্বন্ধই গৌড়ীয়গণের সাম্বত-স্মৃতির প্রচার তথা শাস্ত্রের সৃষ্টি ব্যাপা নানাপ্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ অতের রাজধানী কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্থাপন পূর্ব্বক গৌড়ীয়বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর করাইবার জন্য বহুদেশে বঙ্গভাষায় পাঠকগণকে সমুৎসাহিত করিতেছেন। বঙ্গদেশে ভট্টাচার্য্য কয়েকজনের বিচার-প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক শাঙ্কেরমতাবলম্বিগণ যে-প্রকার পক্ষোপাসকের সামাজিক বিচার ব্যবস্থা পালন করেন, সেই বিচারে গৌড়দেশের মূলাদিক অনভিজ্ঞ গৃহস্থসমাজ ঐ সকল কথায় অনুমোদন করিতেছেন। তাঁহাদের মানাবিধ বৈধর্ম্মিক বিচার শ্রীরূপ-সনাতন-গোপালভট্টের বিচার হইতে প্রচুরপরিমাণে পার্থক্য লাভ করিতেছে।

যাঁহারা বৈষ্ণবাচার্য্যের কার্য্য করেন, তাঁহারা নিষ্ঠাবান হইয়া নব্য প্রচারের পরিবর্ত্তে স্মার্ত্তের পদানুসরণে "হাঁ হি. হাঁ হি" শব্দে বাহিরে বৈষ্ণবগণকে অবনমিত করিয়া স্মার্ত্তের দাসা করিয়া থাকেন। এই দাসা-ব্যবসায় বল ব্রজমণ্ডলে যাতায়াত করিলেও উঁহারা তথায় 'চৌরাশ্রথা'র উন্নত বৈষ্ণবী ব্যবস্থার প্রচলন করিতে সামর্থ্যলাভ করেন নাই।

কতিপয় বঙ্গীয় আচার্য্য কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীরাধারমণ-বেরার শ্রীগোপীনাথের শাখার পণ্ডিতবর্গের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীষট্‌সন্দর্ভ তথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রচারে তাঁহারা পরাঙ্মুখতা প্রকাশ করায় ব্রজমণ্ডলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার সর্ব্বতোভাবে বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার ফল আজও বৃন্দাবনবাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছেন। গোপীনাথের শাঙ্কের-মতবাদের প্রভাবেও গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বিগণের স্বশিক্ষাপ্রদানের অক্ষমতায় প্রকৃত সত্য-প্রচারে অসমর্থ হইয়াছে। কুলিয়া-নবদ্বীপমণ্ডলের আধুনিক পার্ষিদ্বগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী সত্যেরও প্রচার করা দূরে থাকুক, স্বীকার করিতেও পশ্চাৎপদ। গৌরনীপ-সহরে যে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্মার্ত্ত-অধ্যাপকগণ সংস্কৃতভাষায় চর্চ্চা করেন, তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত গোস্বামিপাদগণের রচিত কোন গ্রন্থেরই শিক্ষাপ্রচারসূত্রে আদর নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভা গোস্বামি-শাস্ত্রের পঠন-পাঠনাদির ব্যবস্থায় ও উৎসাহ-প্রদানকার্য্যে বিগত সপ্তবিংশ বর্ষ হইতে ঘর ফুরিয়া আসিতেছেন। তৎকালে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবদিগের প্রকৃত বিচার ও শাস্ত্রমত প্রচার করিবার জন্য বঙ্গভাষায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে 'গৌড়ীয়' নামক সাপ্তাহিক পত্র এবং শ্রীধাম মায়াপুর হইতে "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" প্রচারিত হইতেছেন। ইংরাজী ভাষায় 'হারমনিষ্ট' নামক মাসিক পত্র গৌড়ীয়ের বিশুদ্ধসিদ্ধান্তের কথা ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ পাঠকের নিকট প্রচার করিতেছেন। হিন্দীভাষাভিজ্ঞ জনসাধারণের জন্য গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা লক্ষ্ণৌ হইতে প্রচারিত 'ভাগবত' নামক সাপ্তাহিক পত্রে আলোচিত হইতেছে। উৎকলদেশে 'পরমার্থী' পত্র এবং আসামদেশে শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম্মের 'কীর্ত্তন' নামে মাসিকপত্র প্রতি পক্ষে প্রকাশিত হইতেছেন।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে কতিপয় পূজ্য পণ্ডিত বক্তা বাগীশ কতিপয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামীও ইংরাজী, হিন্দী, বঙ্গ, উৎকল ও আসামী ভাষায় শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রচার ব্রজমণ্ডলে না থাকায় ব্রজমণ্ডলের গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার কথা কিছুই জানিতে পারিতেছেন না। বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী রাজপুতনার বিরক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজী হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়াও কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রহস্যের কথা কিছুই উদ্ঘাটন করেন না বা করেন নাই বলিয়া ব্রজবাসি-গণের মধ্যে গৌড়ীয়ের গুরুদেব কোন কথার প্রচার না হওয়ায় কথনাবেশের নির্ণয়সিন্ধুর আদরের সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থ-ধর্ম্মের পালনে নানাবিধ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম ও শ্রীরূপসনাতনের ভক্তি-সদাচার-ধর্ম্ম বর্ত্তমানকালে মথুরামণ্ডল বহুলভাবে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কেন না, বর্ত্তমান মথুরামণ্ডলে কৃষ্ণা-পাসকত্রুব বাক্তির সংখ্যাগত বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। হরিবংশী রাধাবল্লভীয়, বল্লভী সম্প্রদায়ের এবং শ্রীগৌড়ীয়ের তিন্তী সর্ব্বপ্রধান দেবালয় তথা বৃন্দাবনস্থিত সপ্ত দেবালয়ে কৃষ্ণো-পাসনার চেষ্টা-সন্দর্শনে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ আনন্দলাভ করেন

সত্য; কিন্তু গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথার মধ্যে পার্থিব কোন ঘাতিল প্রবিষ্ট না হউক—ইহাও তাঁহাদের বিশেষ আশার লক্ষ্য বলিয়া।

ভক্তিসদাচার ও অভক্ত স্মার্ত্তের সদাচার—এক নহে। ভক্তিহীন স্মার্ত্তগণের মধ্যে যে-প্রকার ভক্তিবিরোধী অনাচার-সমূহ প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা পরিশোধিত হইয়াছিল। কিন্তু শুদ্ধভক্তি-সদাচার কোথাও মলিনধারায়, কোথাও বা অতি ক্ষীণ-ধারায় নির্জ্জনে প্লাবিত হইলেও সাধারণের নিকট উহা একটী দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞের পদার্থ। ভক্তিহীন-বেশে ভক্তি-সদাচার-প্রবর্ত্তকবর শ্রীল সনাতন গোস্বামী তথা শ্রীরূপপ্রভাবী আত্মবিপ্রকৃষ্টতিলক ষোড়শ-ভট্টগণের শ্রীল গোপালভট্টের সঙ্কলিত স্মৃতির এইরূপ অনাদর ও অপব্যবহার দেখিয়া গৌড়ীয়গণ হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিতেছেন।

ব্রজমণ্ডলের গ্রামে গ্রামে যে সকল ব্রজবাসীর স্থিত গৌড়ীয়-পরিক্রমাযাত্রীর সাক্ষাৎকার হইতেছে, তাঁহাদের সরলতা লক্ষন করিয়া উচ্চকণ্ঠে ব্রজবাসীর প্রশংসা গান করিবার জন্য পরিক্রমাকারিগণের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—কতিপয় সয়তান, মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত, লম্পট ব্যক্তি ব্রজবাসিগণের সরলতার সুযোগ সুবিধা লইয়া তাঁহাদিগকে কীর্ত্তনীয়া করিবার যত্ন করিতেছে। ঐসকল পাষণ্ডকে রাজদ্বারে বিশেষভাবে দণ্ডিত না করিলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের শুদ্ধ প্রচারে বাধা উপস্থিত হইতেছে। একে ত' যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাব প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কর্ত্তাভজার আদর, জানকাভজার আদর ও অন্যান্যভিনাবার আদর থাকায় লোকের ভক্তিসদাচার বুঝিবার বুদ্ধি নিতান্ত অল্প; তদুপরি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী পাষণ্ডীদের চেষ্টায় যদি শুদ্ধভক্তগণের প্রতি অত্যাচার করা হয়, তাহা হইলে উহা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করা প্রত্যেক বৈষ্ণবসেবকেরই বিশেষ কর্ত্তব্য। কুচক্রান্তকারিগণের এরূপ অধিকারে অবৈধভাবে প্রবেশপূর্ব্বক সরলপ্রাণ ব্রজবাসিগণকে কুপথে লইবার চেষ্টায় পরমার্থ হইতে তাঁহাদিগকে চিরতরে বঞ্চিত করার কিরূপ নিষ্ঠুরতা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা জগতের সুধীসমাজ ও শিক্ষিত ভারতবাসী হিন্দু-সম্প্রদায়ের সর্ব্বতোভাবে বিবেচ্য হইয়া পড়িয়াছে। অবৈষ্ণব হিন্দুগণের দ্বারা হইয়া সরলপ্রাণ বৈষ্ণবগণের প্রতি অত্যাচার অবিচার করা নিতান্ত দুর্ব্বৃত্তাচরণের পরিচয় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

আমরা শুনিলাম যে, শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর-ধামবিরোধী কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত, সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণকুলবাসীর উপর স্বার্থ-সংরক্ষণ-কল্পনায় প্রচুর অত্যাচার করিয়াছে। এ-বিষয়ে যুক্ত-প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের একটুকু মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে এই দুর্ব্বৃত্তগণের দুর্ব্বৃত্ততায় দেশবাসী কিরূপ বিচলিত হইয়াছেন, তাহা জানা যাইবে।

পরমার্থ ও পার্থিব স্বার্থ একজাতীয় নহে। পরমার্থ-লোভের জন্য পার্থিব স্বার্থের কপটতা জগতের বহু ব্যক্তিকে নানা-পথে লইয়া যায়। অবৈধ-আচরণশীল দুর্ব্বৃত্তগণ সরল-প্রাণ ব্রজবাসিগণের নিকট সম্প্রতি কপটতা বিস্তার করিয়া বলিতেছে যে, গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক দুঃৎ-মার্গের অপলোপনকারী, সুতরাং সনাতনধর্ম্মের বিরোধী। রাজনৈতিকবিচারপরায়ণ কতিপয় ভারতবাসী সম্প্রতি যেরূপ স্বাধীনতা ও সর্ব্বজাতির সম্মেলনকার্য্যে ব্রতী আছেন, গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণও শ্রীগৌর-সনাতন-প্রভুর অনুগমনে সেরূপ বিচার-পরায়ণ থাকায় "ব্রজমণ্ডল হইতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম উৎসাদিত হওয়া আবশ্যক"—এই উদ্দেশ্যে ইহারা দুরভি-সন্ধিমূলে যে-সকল ব্যক্তিকে উক্ত অবৈধকার্য্যে প্রলোভিত করিতেছে, তাহাদিগকে রাজদ্বারে দণ্ডিত না করিলে শুদ্ধবৈষ্ণববিরোধী উক্ত অসজ্জনগণ ইহাদের বিক্রম-প্রকাশে সমর্থ হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে গৌড়দেশ হইতে যে-সকল ব্যক্তি বন-ভ্রমণে আগমন করিতেন, তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি দুর্ব্বৃত্তগণ বলপূর্ব্বক অপহরণ করিত। ফলে অনেকেই আহত বা নিহত হইতেন। যাঁহারা ১৮৮০ সালের অমৃতবাজার পত্রিকার পরলোকগত মাননীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের ব্রজমণ্ডলসম্বন্ধীয় প্রবন্ধসকল পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন। তদবধি সেই ধরণে বঙ্গ-দেশে বর্গীর আক্রমণের ন্যায় ভীতি সঞ্চার করিয়া আসিতে-ছিল। অনেক শুদ্ধবৈষ্ণব ও বঙ্গদেশের গৃহস্থ গৌড়ীয়-ভক্তগণ বনভ্রমণের আশা পরিত্যাগ করিয়াই এতাবৎকাল বিরত ছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রযত্নে এবার তাঁহাদের বাসনা-বনভ্রমণ সহজলভ্য ও সুখসাধ্য

হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর হইতে মথুরায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রকৃত ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছেন। কেবল যে পরিক্রমা করিয়াছেন, এরূপ নহে; শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় প্রতিপাদ্য পরিক্রমাকারী ভক্তগণকে স্বীয় প্রসাদ বিতরণ করিয়া তাঁহাদের ঐহিক ও পারমার্থিক সকল মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। প্রভুর সহিত ভক্তিসহ মুক্তপ্রদেশবাসী বহু শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কবিরাজ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চকুলোদ্ভূত ব্যক্তি পরিক্রমার যাত্রিগণের জন্য ভোজ্যাদির কার্য্য এবং অন্যান্য নানাভাবে সহায়তা করিতেছেন।

যখন গৌড়ীয়গণের কীর্ত্তনধ্বনি ব্রজের বিভিন্ন বনে ধ্বনিত হইতে থাকে, তৎকালে ব্রজগোপবালকগণ যেরূপ পরমোৎসাহে গৌড়ীয়গণের সংমিলন করেন এবং সরলপ্রাণ ব্রজবাসিগণ গৌড়দেশ হইতে সমাগত উচ্চ শ্রেণীর সম্ভ্রান্তগণের সহিত, সুশিক্ষিত পরম পণ্ডিতগণের সহিত ও বিরক্ত ভিক্ষুগণের সহিত যেরূপ আলাপ-ব্যবহার করেন, তাহাতে সাক্ষাৎ ব্রজভূমিতে চেতনময়ী বাণীর উপলব্ধি করিয়াই গৌড়ীয়গণকে পরমোৎসাহ দান করিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বৃত্তগণের সন্ততানীয় কথা—কপটতার কথা বুঝিয়া ফেলিয়া দুর্ব্বৃত্তগণের নীচজনোচিত প্রহস্ত-পরিবাদের গর্হণ করেন।

কেহ কেহ বলেন—বৃন্দাবনের কতিপয় অপস্বার্থপর মূঢ় অনাচারী চক্রী গৌড়ীয়গণের প্রচারকার্য্যে বাধা দিবার জন্য গোপনে নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তিকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করাই কি উচিত নহে? কারণ বিশুদ্ধ-গৌড়ীয়গণের পথ হইতে এই গৌড়ীয়পরিচয়াকাঙ্ক্ষী জনগণ অব-বক-পূতনার অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ও তদীয় ভক্তগণের বিরুদ্ধে যেন কোনরূপ ষড়্‌যন্ত্র না করিতে পারে—তজ্জন্য প্রত্যেক শুদ্ধগৌড়ভক্তের চেষ্টা করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

অপস্বার্থে মুহ্যমান হইয়া অসৎসঙ্গকে—অসৎসঙ্গকে 'সৎসঙ্গ' বা 'সৎসঙ্গ' কল্পনাই 'মূঢ়তা', কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধই মূঢ়তা, শুষ্কবৈরাগ্যে প্রাকৃতবুদ্ধিই 'মূঢ়তা', শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত অনুক্ষণ অনুসরণীয় কীর্ত্তনপথ পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্‌ভাবে ধ্যান বা কল্পনার কুপথ-গ্রহণই মূঢ়তা এবং ভক্তি-সদাচারের পরিবর্ত্তে যোষিৎসঙ্গী কনকত্যাগীর প্রাকৃত আচারের অনুসরণই 'অনাচার'। উহাই "অসৎসঙ্গত্যাগ —এই বৈষ্ণবাচার। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"—শ্রীগৌরসুন্দরের এই উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রজবাসিগণ সকলেই নিত্যসিদ্ধ, বিগত-মোহ ও ভক্তি-সদাচারী, সরল, অকপট বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। আর যাঁহারা অঘ, বক, পূতনা ও কংসাদির অধস্তন বা প্রতিনিধিরূপে কপট-ভাবে ব্রজে প্রবেশ লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা নন্দ-নন্দনের গোবর্দ্ধন-পূজার বিঘ্নকারক। 'গো' অর্থাৎ বাণী, বাণী-বিস্তার (বর্দ্ধন) শ্রীনন্দনন্দনের বাণী-প্রচারই তাঁহার 'ইন্দ্রিয়বর্দ্ধন' বা 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ'। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের বাণীপ্রচারে গোবর্দ্ধন-পূজার সহায়তা করিবার পরিবর্ত্তে বিঘ্নপ্রদানে উদ্যত, তাঁহারা মূঢ় ও অনাচারী। পতিতপাবন নিত্যানন্দ, মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত। গৌর ও ব্রজবনের নিত্য অধিবাসিগণ মূঢ় অনাচারিগণকে শুভমতি প্রদান করুন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর]

৬ই অক্টোবর প্রাতঃকালে 'বলদেববিলাসে' মথুরার মাননীয় তহশীলদার সাহেব আগমন করেন। ইনি সদ্বংশোদ্ভব। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যার্ণব এম, এ; বি, এল মহোদয় সমাগতি হইতে "কেশব ধৃত জগত বিচিত্র" গানটী কীর্ত্তন করিয়া শুনাইলেন এবং পরে ইংরেজীতে ইহার সারমর্ম্ম বলিলেন। তহশীলদার সাহেব শেষগায়ী ভগবানের স্তবসূচক একটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বিকৃপাসনা এবং মহাভারত-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ 'ভগবদ্গীতা'-শিক্ষার "ন্যায্যঃ প্রাহ" শ্লোক এবং শ্রীল রাঘবেন্দ্রপুরীপাদের

কথিত "প্রতিমপরে" হেতুবয় ব্যাখ্যা করিয়া অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের সারতমা কীর্ত্তন করিলেন। বিষ্ণুর বিভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তিসমূহে পক্ষ মুখা-দল এবং তৎপুষ্টিকারক সপ্ত গৌণদলের যুগপৎ অপূর্ব্ব সমাবেশ ও সমন্বয় প্রকাশিত হয় নাই। নাভির নীচ হইতে নিম্নাঙ্গ-সমূহ অর্থাৎ চিন্ময় সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা একমাত্র পূর্ণতম পুরুষ কৃষ্ণেরই সেবা সাধিত হয়। একপত্নী-ব্রতধর শ্রীরামচন্দ্র পুরুষশরীরধারী ভক্তকারণাবাসী ঋষিগণের অভিলাষ পরিপূরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণাবতারের অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন যে, ওহিও-(Ohio)-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ সাদার্স যখন "শ্রীকৃষ্ণলীলার কথা বর্ত্তের ইতিহাসে কি তাৎকালিক ভারতীয় অসভ্যতার নিদর্শনসূচক ?"—এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত অধ্যাপককে জ্যামিতি-শাস্ত্রের কোণ-বিষয়ক দৃষ্টান্ত-দ্বারা বুঝাইয়া বলেন যে, বিসমকোণ বা সরলকোণ 'কোণ'-সংজ্ঞায় আখ্যাত হইলেও তাহাতে যেরূপ কোণ-গত অসম্পূর্ণতা নাই, তাহা শুদ্ধ সাদৃশ্যেরই, তদ্রূপ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমেও কোনপ্রকার হেয়তা আরোপিত হইতে পারে না। যেখানে আপিয়া পওয়ার অর্থে 'যাওয়া' বিরোধিত হইয়াছে, সেখানে কোনপ্রকার কোণ-গত হেয়তা নাই, ১৮০ অংশ কোণে কোনপ্রকার অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে না। যদিও প্রাকৃত জীবে ও অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তমে বাহ্য সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তথাপি একটী মায়ার হেয়তাদুষ্ট, আর একটী সর্ব্বতোভাবে মায়া-নির্ম্মুক্ত ও চিদ্বিলাস-সৌন্দর্য্য-সমন্বিত —আলেয়া ও অগ্নি, চুণোলা ও ভূধরের বাহ্য-সৌসাদৃশ্যের ন্যায়।

যখন শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংসকে বিনাশের জন্য প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারা পথে এক রজককে দেখিতে পাইয়াছিলেন। রজকেরা কার্য্য মলিন বসন পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এবং নানাপ্রকার বর্ণের দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা। এই রজক স্মার্ত্তবাদের প্রতীকস্বরূপ। স্মার্ত্তবাদের প্রভুই নির্ব্বিশেষবাদ—যাহার প্রতীক কংস। স্মার্ত্তবাদ জগতের প্রাকৃত ছুঁচিবায়ুর মলিনতা, প্রাকৃত পাপাদির মলিনতা প্রায়শ্চিত্তাদিরূপে ধৌত ও নানাপ্রকার কলঙ্কপ্রিয়তা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া উহাকে কৃষ্ণের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবিশেষের অস্বীকারকারী সৎস্বভাব নির্ব্বিশেষবাদ-রূপ মলীপে উপকার দিবার জন্য গমন করে। বলরাম ও কৃষ্ণ যে স্বপ্রকাশ ও স্বয়ংরূপতত্ত্বরূপে সমস্ত উপকরণ, এমন কি কংসেরও মালিক—নির্ব্বিশেষ ধারণা যে কৃষ্ণের অসম্যক্ প্রতীতি, স্মার্ত্তবাদ ইহা বুঝিতে না পারিয়া পূর্ণচিৎসবিশেষবিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিলে কৃষ্ণ নির্ব্বিশেষবাদের কৃত্য রজকস্বভাব-স্মার্ত্তবাদকে নিধন করেন। পরতত্ত্বতার জন্যই নীতির নিগড়। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমের জন্য তাঁহার কৃত্যাকৃত্যকল্পিত নীতির শৃঙ্খল নহে। তিনি তাঁহাকে স্বেচ্ছাক্রমে শ্রীযশোদার শ্রীচিরজ্জুতে, গোপীগণের প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হন।

এইরূপ কৃষ্ণপারতন্ত্র্য-বিষয়ে অনেক কথা কীর্ত্তন করিয়া প্রভুপাদ তাহলীলার-সাহেবকে 'Relative Worlds' ও 'Vedanta' নামক গ্রন্থদ্বয় উপহার প্রদান করিলেন।

পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় অদ্যও শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী সংঘাধি-ষ্ঠিতৃবৃন্দ ভক্ত ও ভক্তবান্ধবগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-বৃন্দের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তদনুসারে অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় লালা বাবুর ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাটমন্দিরে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রসময় দাসাধিকারী সচ্চিদানন্দবৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্ ; আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি ভক্তগণ পাঠের পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা কীর্ত্তন করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীমদ্ ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও অষ্টসখীর মন্দিরের কার্য্যকারী শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম-বৃন্দাবনবাসী কয়েকজন আচার্য্য-সন্তান, পণ্ডিত, বাবাজী-বেশধারী বহু ব্যক্তি এবং বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ উপস্থিত থাকিয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব দিবস হইতে এ-দিবস শ্রোতার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভবদেবচট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীধামবৃন্দাবনে শুদ্ধ-হরিকথা পুনঃপ্রচারের জন্য ঐকান্তিকী চেষ্টা আদর্শস্থানীয়।

ঐ দিবস (৭ই অক্টোবর) কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে, টি, আই, ই মহোদয় আচার্য্য-শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর পরিষদ্-পীঠের পণ্ডিত শ্রীগৌরদাস কাব্য-ব্যাকরণতীর্থের সহিত শ্রীমণ্ডল-পরিক্রমার যোগদানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীমথুরায় আগমন করেন। অপরাহ্নে শ্রীমথুরার "বনক্রীড়াবিলাসে" শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভু গৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' হইতে "গোরা তত্ত্ব, গোরা তত্ত্ব, গোরা তত্ত্ব ভাই", শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের 'প্রার্থনা' হইতে "কবে হ'ব বৃন্দাবনবাসী" এবং শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্বান্ প্রভু 'শ্রীনবদ্বীপধাম' হইতে "রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জকুটীর" এই কয়েকটী গান মৃদঙ্গ করতালাদির সহিত কীর্ত্তন করেন। স্যর দেবপ্রসাদকে শ্রীল প্রভুপাদ উপযুক্ত আসন-গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেও স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বসাধারণের সহিত নিম্ন আসনে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছিলেন।

৭ই অক্টোবর প্রাতঃকালে এলাহাবাদ-হসন হইতে প্রেরিত শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর একটী টেলিগ্রাম শ্রীল প্রভুপাদের নামে পাওয়া যায়। তাহাতে ৭ই তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আড়াইশতের অধিক লোক পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য আসিতেছেন—এই সংবাদ পাওয়া গেল। স্যর দেবপ্রসাদ আচার্য্য-শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী-বিদ্যারত্নমহাশয়ের সহিত প্রভুপাদে শ্রীবৃন্দাবনে যান।

বৈকালে আড়াইশত সংখ্যার অধিক যাত্রী (স্ত্রী-পুরুষে) মথুরায় আসিয়া পৌঁছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুও তৎসঙ্গে আসেন। মহিলাগণের জন্য মথুরা-ক্যান্টনমেণ্ট হইতে ভূতেশ্বর যাইবার রাস্তার পার্শ্বস্থিত একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালায় পৃথক্ আবাস-স্থান প্রদত্ত হয়। এতদ্ব্যতীত কএকটী বিভিন্ন ধর্ম্মশালায় ও বনক্রীড়াবিলাসের সম্মুখস্থ বিশ্রামাগারে কএকটী তাঁবুতে অবশিষ্ট লোকের স্থান হয়। ৭ই অক্টোবর যাত্রীর সংখ্যা প্রায় পাঁচশত হইয়াছিল।

৮ই অক্টোবর কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিকৃষ্ণের শ্রৌতী মহারাজ এবং হায়দ্রাবাদ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দজী কাশীধাম ও অন্যান্য স্থানের প্রায় ৩০জন যাত্রীর সহিত প্রত্যূষে বনক্রীড়াবিলাসে উপস্থিত হইলেন। কানপুর-হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজও উপস্থিত হইলেন। দ্বিপ্রহরে বিরাট্ কীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ সমবেত ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ও নির্ব্বাচনানুসারে শ্রীমদ্ ক্রিয়াবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের 'প্রার্থনা' হইতে "আর কবে নিতাইচাঁদ দয়া"—এই গানটী কীর্ত্তন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্যর দেবপ্রসাদ আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে অভিবাদনপূর্ব্বক নিম্নে শ্রোতৃমণ্ডলীর আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুরমহাশয়ের প্রার্থনার এক একটী পদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। "শ্রীযমুনার জল বনে, রসকেলি যে-যে স্থানে"—এই পদের ব্যাখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"আমের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি' জানি।" সেই শুদ্ধ মন স্থায়িভাব রতির সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর সংমিলনে রসের উদয় হয়। সেই রস পঞ্চ মুখ্যরস ও তৎপুষ্টিকারক সপ্ত গৌণরসরূপে ভাবনার পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক চমৎকার-প্রাচুর্য্যের ভূমিকাস্বরূপে সম্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিয়া থাকে। সেই সম্বোজ্জ্বল-হৃদয়ই 'মন' নামক আধার, তাহা বাস্তব রসের আনন্দস্বরূপ। যে-যে স্থানে রসক্রীড়া উদিত হয়, সেই সেই স্থান রসে মাখা-জোখা হইয়া প্রেমপ্লাবিত হইয়া পড়ে। যদি এনিকাটের (anicut) মত রসের প্লাবনে কোনপ্রকার অন্তরায়-লেশের জন্য কপাট ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে আর রসের উৎস সেরূপভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না। অচেতনের আধারে ভাবনারাজ্য মনোধর্ম্মে যে প্রাকৃতরসের উদয় হয়, তাহারই বিশ্লেষণ ও বিবৃতি ভাবপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ বা ভরতমুনির রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। নৈষধ-চরিত, সাবিত্রী-

সত্যবান্, শনির পাঁচালী, ওথেলো-ডেস্‌ডেমোনা, লয়লা-মজনু প্রভৃতি প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার চরিত্র-পাঠে হৃদয়ে যে-সকল রসের উদয় হয়, তাহা অস্থায়ী ভাব-কুসুমের হর্ষোদয় মাত্র। তাহাতে রসের বিষয় অধিষ্ঠীয় অনন্তমোক্ষ-বস্তু নহে। কিন্তু বাদরায়ণে যে রস, তাহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অন্বয়জ্ঞান—একমাত্র রসের বস্তু। শান্তপ্রেম, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, মধুরপ্রেম—এই পঞ্চ প্রেমের বিষয় একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ।

"হুয়াইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণস্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া।"—যাঁহারা ব্রজে বাস করেন, তাঁহারা কৃষ্ণকথা জানেন; কারণ, তাঁহারা সকলেই অপ্রতিহত ও অহৈতুক-ভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। গোপগণ, গোবৎসগণকল কৃষ্ণের সেবা করেন, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রীড়ামৃগ হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বর্দ্ধন করেন, কৃষ্ণের দোহন-ক্রীড়ার ক্রীড়নক হন। নন্দনন্দনের সেই গোসকলের সেবা, নন্দনন্দনের সেবা, নন্দনন্দনের পিতৃমাতৃসেবা চিত্রক, চঞ্চল, পত্রক, বকুলাদি ভৃত্যবর্গে করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্মবস্ত্রধাত্রী কালিন্দীর চিন্ময় সলিলের দ্বারা কৃষ্ণের পাদপদ্ম ধৌত করিয়া দেন। কৃষ্ণ যখন উত্তরগোষ্ঠে ফিরিয়া আসেন, সর্ব্বাঙ্গে ব্রজের ধূলায় ধূসরিত হইয়া আসেন, তখন চঞ্চক-চিত্রক-পত্রকাদি বন্ধুরা জলের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণের গরুগুলি কি জানেন? তাঁহারা সাক্ষাৎ মূর্ত্তা মহা ঋষি।—তাঁহারা বহুজন্ম তপস্যাদি করিয়া—বেদপাঠ করিয়া ভগবানের সেবা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহারাই ব্রজের ধেনু হইয়াছেন—কৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত দুগ্ধ দিতে দিদিয়াছেন। তাঁহারা তথাকথিত বেদপড়া মুনি-ঋষি নহেন।

প্রত্যেকেরই ব্রজবাসীর অনুগতো ব্রজে বাস করা দরকার। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

"তদ্ভাবলিপ্সু-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥"

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা মুহুঃ-ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে তদনুস্মৃতি-ক্রমে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ বিচারে অভেদ হইয়া, মনঃকল্পিত চেষ্টাকে সংযত করিয়া, ব্রজজনের কোন একের ভাবের অনুগমন করিয়া শ্রীব্রজভূমিতে অবস্থানপূর্ব্বক অখিলকাল যাপন করাই বিধেয়। ইহাই উপদেশসার। 'ব্রজবাসী' বলিতে চিন্ময় বিচারসম্পন্ন হরিসেবকগণকেই বুঝায়; হরিজনবিরোধী ইতরবিষয়ভোগীকে লক্ষ্য করে না।

যদি চিত্রক পত্রক বকুলের আনুগত্য না করি, যদি কৃষ্ণের অনুগামী না হই, যদি চক্ষুকর্ণাদির বিষয়ের আনুগত্য করিয়া জড়ের ভোক্তা হই, তাহা হইলে ত' ব্রজবাস হইল না, অনুরাগও হইল না।

আমি ভোগ করিতেছি, কৃষ্ণ আমাকে ভোগ করাইতেছে—ইহার নাম জড়ভোগ বা কৃষ্ণের সেবা-বৈমুখ্য। দাস্য-রসের আশ্রয় চিত্রক-চঞ্চক-পত্রক, সখ্যরসের আশ্রয় শ্রীদাম-সুদাম, বাৎসল্যরসের আশ্রয় নন্দ যশোদা এবং মধুর রসের আশ্রয় শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতিতে যদি অনুরাগ-বিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে ব্রজবাস কিরূপে হইবে? তাঁহারাই নিত্য-সিদ্ধ ব্রজবাসী।

"হুয়াইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে"—যাঁহার যে-প্রকার রস, তাঁহাকে সেই রসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমাদের যদি মধুর রসের জিজ্ঞাসা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে মধুর-রসের ব্রজবাসীর নিকট যাইতে হইবে। যাঁহাদের ললিতা-বিশাখার সঙ্গে দেখা নাই বা শ্রীরূপমঞ্জরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা হয়ত' বলবেন রাম রামচন্দ্রের রস বা রাবণের সীতা-হরণের রসের কথা বলিয়া বসিবেন। গোপীরা বৃন্দাবনের সমস্ত তরুলতার কাছে কৃষ্ণসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ।

(ভাঃ ১০।৩০।১)

[বায়ুচুম্বিত চূত, পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ, যমুনাতীরস্থ—যাঁহারা জগতের উপকারী, তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণবিরহকাতর আমাদিগকে কৃষ্ণের সন্ধান প্রদান করুন। কৃষ্ণবিরহে আমাদের হৃদয় শূন্য বোধ হইতেছে।]

শুনিয়াছি, আজকাল ব্রজভূমিতে পনস বা কাঁটাল বলিয়া কোন ফল হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অন্তর্ধানকালে

অন্তরঙ্গভাবে অনেক কাবুলি-মেওয়া-ফলের গাছ যমুনার ধারে ধারে পুঁতিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। উহা অন্তর্ভাবের মধ্যে বর্ণিত হইয়া ছ। কবিরা প্রভৃতি এ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। ব্রজবাসী পাঁচ প্রকার; গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-যমুনৈকেত—ইঁহারাও ব্রজবাসী—ইঁহারা শান্তরসের ব্রজবাসী।

ব্রজবাসিগণের কৃপা ব্যতীত আমাদের ব্রজবাস হইতে পারে না। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন কেন? অক্ষজ চক্ষু দ্বারা কিরূপে তাঁহাদিগকে দর্শন করিব? আমরা মর্ত্য-রসসেবার আজন্ম ছাত্র আছি, তাই ব্রজবাসিগণ আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না—তদনুরাগী না হওয়ায় তাঁহারা আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না। নিত্য-লীলায় প্রবিষ্ট যে-সকল ব্রজবাসী আছেন, তাঁহারা কেন আমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন। তাঁহারা আমাদিগকে বলেন—'তোমরা বিষয় অন্বেষণ কর, কৃষ্ণ কি তোমাদের বিষয় হইয়াছেন? শ্রীরূপ-মঞ্জরী, শ্রীরতি-মঞ্জরীর আনুগত্য-ব্যতীত ব্রজের কথা জানা যায় না। প্রভু-নিত্যানন্দ যেই দিন কৃপা করিবেন, সেই দিন শ্রীরূপ-মঞ্জরী ও শ্রীরতি-মঞ্জরীর কৃপা বুঝিতে পারিব। অন্যথা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।"—এই বিচারে ভ্রাম্যমাণ হইয়া "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোক বুঝিতে পারিব না।

কৃষ্ণসেবাবিমুখতা আসিয়া উপস্থিত হইলেই অসুবিধা হইবে। প্রাকৃতসহজিকগণ আমাদের নানাপ্রকার অক্ষ-সেবতায় পূজা হইয়া যায়। যাঁহারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতেছেন, তাঁহাদের চরণ না ধরিলে আমাদের সুবিধা হইবে না। মন স্মরণ করিলাম—যদি মন স্মরণ করিয়া গাছের ফলটা খাইয়া ফেলিলাম, নাক দিয়া ফুলটী শুঁকিয়া ফেলিলাম—তাহা হইলে ত' মনস্মরণ হইল না; বরং মন-ইন্দ্রিয়কালে পদধারা ঐসকল ধান-স্মরণে আমাদের অপরাধই উপস্থিত হইল। "গোবর্দ্ধনে না উঠিও" যাকে শ্রীগুরুদেব শুধু পদধারা স্পর্শ করিতে নাই—বলা যায়। অপ্রাকৃত সখ্যরস উদিত না হইলে ভগবানের স্কন্ধে চিন্ময়রূপে স্থাপন করা চলে না। কপট সখ্যরসের দ্বারা ত' ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ করা যায় না। সংসার-ভোগের বুদ্ধি লইয়া 'load-bearer' হইলে আমাদের মনস্মরণ হইবে না। কয়দিনই বা বাঁচিব? এই কয়টা দিন অন্য কার্যে কেন নিযুক্ত থাকিব? ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

"হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ—এই আশে, কপট বৈষ্ণব-বেশে
প্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে।"

কপটতার লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রারম্ভিক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।"

[এই গ্রন্থে নির্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম কথিত হইয়াছে। উহা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ মাত্র নহে। মঙ্গলপ্রদ বাস্তব বস্তুই জ্ঞেয়; উহা ত্রিতাপ ধ্বংস করে।]

ধর্মার্থকাম ত' পদাঘাত করিবার বিষয়। ভোগি-শ্রেণীর লোকেরাই ঐসকল বস্তুর প্রার্থী। এক বেদান্ত-দর্শন ব্যতীত অপর পঞ্চ দর্শনে ন্যূনাধিক ধর্ম-অর্থ-কামের কথা বলা হইয়াছে। আর কেবলা-দ্বৈতবাদী যে বেদান্তদর্শনের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা করেন, তাহাও ভোগের প্রতিযোগী ভাব মাত্র। চিৎ-সবিশেষবাদ অস্বীকার করিয়া অচিৎসবিশেষবাদ যেরূপ হেয়তাদুষ্ট, 'ঘরপোড়া-গরু সিন্দুরে মেঘ দেখিয়া ডরায়' ন্যায় চিৎসবিশেষবাদে অচিৎসবিশেষবাদের হেয়তা আশঙ্কা করাও তাদৃশ বা তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গলজনক।

[কতকগুলি মক্ষিকার হরিকীর্তনরত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে পুনঃ পুনঃ উৎপাত করিবার চেষ্টা-দর্শনে কতিপয় ভক্ত তালবৃন্ত-দ্বারা তাহা তাড়াইবার জন্য অগ্রসর হইলে] শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—এই সকল ব্রজবাসী, তাঁহাদিগকে উদ্বেগ দিতে হইবে না। আপনারা হরিকথা কীর্তন করুন। আমাকে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করান। যাহাতে হরিভজনের সিদ্ধি হয়, তাহা করুন। আমার বন্ধুবান্ধব অনেক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এখন অন্য কার্যে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাহিরে হরি-ভজনের চেষ্টা দেখাইতেছেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ অন্তরে অন্য বিষয়ে নিযুক্ত আছেন।

জাগতিক গার্হস্থ্য ও কর্মকাণ্ড, কিম্বা শঙ্করমতের

আনন্দগিরি, অপাণিনীয়িকের ন্যায়কন্দলি, পরিমল, আনন্দলহরী, শিবার্কমণিদীপিকা, ষাট্‌কৌশিক বিশ্লেষ-ভাষ্যটীর সহিত শঙ্করভাষ্য আলোচনা করিয়েছি—এইরূপ বিচারে কেহ কখনও নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিগণের কথা বুঝিতে পারিবেন না। দুগ্ধের ওজন করিয়া 'তোলা', ঘোড়ার ওজন করিয়া 'সরিষ', লৌহের ওজন করিয়া 'কর্ষকার', স্বর্ণের ওজন করিয়া 'স্বর্ণকার' বলা যায়। ব্রজবাণী হইতে বুঝিতে হইলে নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিগণের একান্ত সেবা আবশ্যক।

ভজনের স্থান-বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—'Charity begins at home.' বাউল বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছে—তাহারা শুক্র-শোণিত-মল-মূত্র ভোজন করে। তাহারা জ্ঞানবিদ্ধ বিচারের গান করে। যশোহর, খুলনা, নদীয়া, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে ঐ শ্রেণীর বহু বহু লোক আছে। বাঁর প্রকার অপ্রাকৃত রস বাউলাদি ভেদ প্রকার রূপসম্প্রদায়ের লোক বুঝিতে পারে না। যাঁর প্রকার রস যদি একমাত্র কৃষ্ণেই থাকে, তবে কিরূপে তাহারা অন্যত্র সে রসের অনুসন্ধান করে? সমগ্র প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নিকট আমার এই প্রশ্ন।

কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণের অনুসন্ধানের ভার ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করিতে হইবে। গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করার দরুণই—অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলার দরুণই আমাদের অসুবিধা হইতেছে। "যিনি সাজাইতে জানাইতে" যদি আমরাও ইঁচড়-পাকা মাপিয়া যাই, ঐরূপ ব্যক্তির তাদৃশ কপটতাই কোন কোন অনভিজ্ঞের মতে ভজন-সিদ্ধি বলিয়া নির্ণীত হয়।

ভজনীয় বস্তুকে লাভ করার অর্থ—কৃষ্ণভাবে সম্পূর্ণ নিভাবিত হওয়া। কৃষ্ণ একটী মূল পদার্থ মাত্র। যে জড়ভোগরত পচা চক্ষু বিষয়মল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই পচা চক্ষু দিয়া কি অধোক্ষজ কৃষ্ণকে দেখিয়া ফেলা যায়? যে কৃষ্ণ আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির যোগানদার, সেইরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বস্তুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া যে দেখাইয়া দেয়, সেই লোক এবং সেই পচাচোখ যাহাতে কয়েকদিন পরেই ছানি পড়িয়া যায়,—এই উভয়ই ভজনীয় বস্তু ও ভজনের স্থান-দর্শনের প্রতিবন্ধক।

ভজনের রহস্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ দুইটী শ্লোকে বলিয়াছেন :—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

আগতিক দৃষ্টিতে শ্রীমন্ত ভোগী বা ত্যাগী, জগৎ আমাদের ভোগ্য বা ত্যাজ্য—এইরূপ দুর্বুদ্ধি থাকিলে আমরা ভজনকারীর যোগ্যতা হইতে পরপাঠ বিদায় লইয়া যাইব।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ সংখ্যার পর)

ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন গোপীপ্রেমে কৃষ্ণের নিজত্বের সেবা

শ্রীচৈতন্যের প্রেম—যা' গোপীগণের প্রেমের আদর্শ, তা'তে ব্যক্তিত্বের উপাসনাই প্রবল। কৃষ্ণের যা' সহজ রূপ—কৃষ্ণের যা' ব্যক্তিত্ব, নিজত্ব, সেরূপ কৃষ্ণকেই তাঁ'রা অতি প্রীতিভরে তাঁ'রই সুখ-তাৎপর্য্যে সেবা করেন।

বিধিপাসকগণের আংশিক পূজা এবং ব্রজগোপীগণের সর্ব্বাঙ্গীন ও পূর্ণ সেবা

যাঁ'রা ঐশ্বর্য্যের বা শ্রীনারায়ণের সেবক, তাঁ'দের সেবা বা পূজা-প্রণালী কেবল অঙ্গের উদ্ভাগে বিধে সাধিত হয়। শ্রীরামানুজাচার্য্য যে সেবা-প্রণালীর কথা ব'লেছেন, তা'তে মাথার উপরিভাগ হ'তে মস্তক পর্য্যন্ত, যা'কে আমরা আগতিক বিচারে 'উত্তমাঙ্গ' বলি, তা'দিয়েই সাধিত হ'তে পারে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যে সেবার কথা ব'লেছেন, তা'তে তিনি জানিয়েছেন যে, কেবল উত্তমাঙ্গ ভগবানের প্রয়োজনে নিযুক্ত রেখে নিজের নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত ক'রলে সেবা সর্ব্বাঙ্গীন হ'ল না, —বিক্ষিপ্ত, খণ্ডিত, বিকৃত ও বিশ্লিষ্ট হ'য়ে গেল। পূর্ণ

সেব্যবস্তুকে ষোল আনা সেবা দিতে হ'বে। খানিকটা নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্যে রেখে খানিকটা তাঁ'কে দেব—এরকম বুদ্ধি হ'লে সব দেওয়া হ'ল না—ষোল আনা দেওয়া হ'ল না। কেবল মাথা দিয়ে আমার সেব্যের সেবা ক'রতে পারব, পা' দিয়ে তাঁ'র সেবা ক'রতে পা'রব না, এরকম ধরণের বিচার আংশিক বা একদেশিক বিচার। অর্জ্জুন মাথা দিয়ে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হ'য়ে যতটা সেবা ক'রতে পারেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রম্ভ সখা শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতি পা' দিয়ে কৃষ্ণের কাঁধের উপর চ'ড়ে অর্জ্জুন অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক সেবা ক'রেছেন। ব্রজগোপীদের সেবা সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে চিন্ময়ী সেবা। একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন—একমাত্র পরমপুরুষ পরাট্ কৃষ্ণের কাছে তাঁ'রা সর্ব্বাঙ্গ উদ্বুদ্ধ ক'রেছিলেন, কোন অঙ্গকে অবগুণ্ঠিত ক'রে রাখেন নাই—নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যে আবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁ'দের সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবিলাসের সদন, তাঁ'রা কৃষ্ণকাম-যান। তাঁ'দের সঙ্গ অপ্রাকৃত চিদঙ্গ-দ্বারা তাঁ'রা পূর্ণতম চেতন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গীনী সেবা ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব সেই প্রেমের কথাই ব'লেছেন।

অপ্রাকৃত কামই গোপীপ্রেম

গোপীদের যে প্রেম, সেইটিই 'অপ্রাকৃত কাম' নামে অভিহিত। উদ্ধবাদি পর্য্যন্ত তা' বাঞ্ছা ক'রে থাকেন,—

প্রেম্ণৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৪৩, ১৫৪)

সুপ্রসিদ্ধা 'কাম'রূপা ভক্তি কেবল ব্রজদেবীতেই বিরাজমানা। এঁদের এই বিশিষ্ট প্রেম কোন এক অনির্ব্বচনীয় মাধুরী প্রাপ্ত হ'য়ে তদ্তৎ ক্রীড়ার কারণ হয় ব'লে পণ্ডিতেরা ঐ প্রেমবিশেষকে 'কাম'-শব্দে অভিহিত ক'রে থাকেন। যে ভক্তি সম্ভোগ-তৃষ্ণাকে প্রেমস্বরূপে পরিণত করে, সেইটাই 'কাম'রূপা ভক্তি। এই 'কাম'রূপা ভক্তিতে কেবল কৃষ্ণসুখের জন্য উদ্যম দেখ্‌তে পাওয়া যায় ব'লে ওই 'কাম'ই 'প্রেম'-শব্দবাচ্য।

ইয়ন্ত ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেমবিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীম্।
তত্তৎক্রীড়া-নিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৩২)

সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাং বা নয়তি স্বতাম্।
যতস্তাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৪১)

কুব্জার কামপ্রায়া রতি

ব্রজবনিতাগণের মত বিশুদ্ধ প্রেমের অভাব-গ্রস্ত কুব্জাতে যে রতি দেখা যায়, তা' 'কামপ্রায়' মাত্র। কুব্জার রতি কেবল আত্মসম্ভোগার্থ, কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যের জন্য নয়; কেবল ও'র সামান্য মূল্য এই যে, ও'টী যে-কোন প্রকারেই হ'ক, কৃষ্ণের সঙ্গেই সংযুক্ত হ'য়েছে, নতুবা ও'টী প্রাকৃত কামেরই তুল্য হ'য়ে যেতো। এজন্যে ওকে 'কামপ্রায়' বলা হ'য়েছে; যেমন আমরা ভক্তিশাস্ত্র আলোচনাকালে 'বৈষ্ণবপ্রায়' ও 'ভক্তপ্রায়' প্রভৃতি কথা শুন্‌তে পাই। 'কামপ্রায়া রতি' বিশুদ্ধ প্রেমিকগণের আদরণীয়া নয়।

"কামপ্রায়া রতিঃ কিন্তু কুব্জায়ামেব সম্মতা।"

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৪৫)

অপ্রাকৃতভাবের স্বরূপ

প্রেমের প্রথমাবস্থাই 'ভাব', এ'জন্যে ভাবকে 'প্রেম-সূর্য্যের কিরণ-তুল্য' বলা হ'য়েছে। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই ভাবের স্বরূপলক্ষণ। 'ভাব' ব'লতে আমরা যেমন মনের বিকার বা মনোধর্ম্মকে বুঝে থাকি, তা'কে শ্রীমদ্ভাগবত 'ভাব' বলেন নাই, শ্রীকৃষ্ণের যে সর্ব্ব-প্রকাশক সন্বিদাখ্যা স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিরূপ শুদ্ধসত্ত্ব, তা' নিত্যসিদ্ধস্বরূপরূপে ভাবে বিরাজমান।

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৩।১)

অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপই ভাবের স্বরূপ-লক্ষণ। তা' প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ। কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিলাষ—কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকারের আনুকূল্যের অভিলাষ এবং সৌহার্দ্দ্য ভাবাভিলাষের দ্বারা চিত্তের আর্দ্রতা-বিধানকারী প্রেমাঙ্কুরই ভাব; আর,—

প্রেমের সংজ্ঞা ও স্বরূপ লক্ষণ

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১)

যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ ক'রে অত্যন্ত মমতা-বুদ্ধি পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়তর হয়, তখন তা'কে পণ্ডিতগণ 'প্রেম' ব'লে থাকেন। নাম্রাশ্রুই প্রেমের প্রধান-লক্ষণ, অন্য ৪'টী তটস্থ-লক্ষণ।

বিষয়ভোগ বা ত্যাগেচ্ছার আভাসেও ভাবোদয় অসম্ভব

যাঁ'রা মনে করেন যে, তাঁ'দের কোনপ্রকার বিষয়ভোগ বা বিষয়ত্যাগে আসক্তি থাক্‌বে, আবার কতকগুলো আনুষঙ্গিক বাহ্য ভাববিকারের-মূর্ত্তা দেখিয়ে তাঁরা 'প্রেমিক' ব'লেও পরিচিত হ'বেন বা ওরকম কপটতাকেই 'প্রেম' ব'লবেন, তাঁ'রা কখনও শ্রীচৈতন্যের প্রেমের—বাস্তব প্রেমের সন্ধান পান নাই বা ও'রকম বিচারে আবদ্ধ থাক্‌লে অনন্তকালেও পাবেন না।

ভক্তির যথার্থ স্বরূপ—কি ?

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু এ'স্থলে পঞ্চরাত্রের বাক্য উদ্ধার ক'রে ব'লছেন,—যখন কৃষ্ণই একমাত্র মমতার পাত্র, আর মমতার পাত্র কেউই নেই,—এরকম স্বাভাবিকী আসক্তির উদয় হয়, তা'কেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদাদি ভক্তগণ 'ভক্তি' ব'লেছেন,—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।২)

ভাবোত্থ ও প্রসাদোত্থ প্রেম

এই প্রেম 'ভাবোত্থ' এবং ভগবানের 'অতিপ্রসাদোত্থ' ভেদে দুই প্রকার। 'অন্যরূপ ভক্তাঙ্গ-সমূহের নিরন্তর সেবনের দ্বারা 'ভাব' পরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হ'লেই 'ভাবোত্থ-প্রেম' ব'লে কথিত হয়। সেই ভাবোত্থ-প্রেম আবার "বৈধী ভক্তি হ'তে সঞ্জাত" এবং "রাগানুগভাব হ'তে উদিত"—এই দুই প্রকার হ'য়ে থাকে। শ্রীল রূপ প্রভু বৈধভাবোত্থ প্রেমের দৃষ্টান্তরূপে ভাগবতের এই শ্লোকটী ব'লেছেন,—

বৈধভাবোত্থ প্রেম

এবব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

(ভাঃ ১১।২।৪০)

ইত্যেবব্রত পুরুষ অবশচিত্ত হ'য়ে স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে জাতানুরাগবশতঃ প্রমত্তবৎ হন; উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য অর্থাৎ অপেক্ষাশূন্য হ'য়ে কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও বা গীত-নৃত্যাদি করেন।

রাগভাবোত্থ প্রেম

রাগানুগীয় ভাবোত্থ-প্রেমের দৃষ্টান্ত এই,—

ন পরিং কাময়ে কৃষ্ণমুদ্ধবত্বগ্‌গৃহিতা সদা।
তাসেব মূর্দ্ধি গায়ন্তী চন্দ্রকান্তির্বভাননা॥
শ্রীকৃষ্ণপাথাং গায়ন্তী রোমাঞ্চোদ্ভেদলক্ষণা।
অস্মিন্নবন্ধয়ে সিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়বার্ত্তয়া॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।৪)

অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম

শ্রীকৃষ্ণের নখদর্শনাদি বিশিষ্টতাই অতিপ্রসাদোত্থ প্রেমের লক্ষণ। গোপীগণ সেই প্রকার অতিপ্রসাদোত্থ প্রেমের পাত্র,—

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সংসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥

(ভাঃ ১১।১২।৭)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ব'লেছিলেন,—হে উদ্ধব, ব্রজসুন্দরীগণ আমাকে পা ওয়ার জন্যে বেদাধ্যয়ন করেন নাই, বেদ অধ্যয়নার্থ মহত্তম ব্যক্তিগণের উপাসনা করেন নাই, কোন ব্রতাচরণ করেন নাই, কোন প্রকার তপস্যাও করেন নাই, কেবলমাত্র আমার সঙ্গ-দ্বারাই আমাতে উপগত হ'য়েছেন।

মহিমাজ্ঞানযুক্ত ও কেবল-অতি-প্রসাদোত্থ প্রেম

এই অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম দুই প্রকার,—মাহাত্ম্যজ্ঞান-যুক্ত এবং কেবল। বিধিপথের পথিকগণের মহিমাজ্ঞানযুক্ত প্রেম এবং রাগানুগীয়গণের কেবলপ্রেম দেখা যায়। বৈধী-ভক্তির কোন অংশ যুক্ত হ'লে কেবলপ্রেম উদিত হ'তে পারে না,—

মনোগতির্বিচ্ছিন্না যথৌ প্রেমপরিপ্লুতা।
অভিসন্ধিবিনির্ম্মুক্তা ভক্তিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।৮)

যাবতীয় অভিসন্ধি হ'তে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মুক্ত এবং প্রেমপরিপূরিত শ্রীকৃষ্ণে নিরবচ্ছিন্ন মনোগতিকে 'ভক্তি' বলা যায়। এই প্রকার কেবলাভক্তিই বিভুকে বশ ক'রতে সমর্থ।

সাধনভক্তির পূর্ব্বার্দ্ধে ও উত্তরার্দ্ধে-চতুষ্টয়
ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির ক্রম

শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমভক্তিলাভের ক্রমপন্থা নির্দ্দেশে ব'লেছেন,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১০)

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥
(শ্রীচৈঃ চঃ ম ২৩।৪-১৩)

সাধনভক্তি যখন রুচিময়ী হ'য়ে পড়ে, তখন আর তা'তে শাস্ত্র-শাসন বা বৈধভাবের পরাক্রম থাকে না, তখন স্বাভাবিকী আসক্তি এবং আসক্তি হ'তে নির্ম্মলাত্মার কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর স্থায়িভাবের উদয় হয়। সেই রতি গাঢ় তা-প্রাপ্ত হ'লে 'প্রেম'রূপ প্রয়োজন উদিত হ'য়ে থাকে। সাধনভক্তি পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রদ্ধা হ'তে অনর্থ-নিবৃত্তি পর্য্যন্ত ৪ চা'র প্রকার এবং উত্তরার্দ্ধে নিষ্ঠা হ'তে ভাব পর্য্যন্ত ৪ চা'র প্রকার, ভাবভক্তি বা স্থায়ী ভাব ৪ চা'র প্রকার সামগ্রীর সম্মেলনে অপ্রাকৃত রসোদয়ে প্রেমভক্তির উদয় করায়।

উদ্বিতভাবাঙ্কুরের নববিধ লক্ষণ

প্রেমের প্রথমাবস্থায় যে ভাব, তা'র অঙ্কুরমাত্র যাঁ'র হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাঁ'তে নয় প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্লেশের কারণ থাকা সত্ত্বেও চিত্তের অক্ষুব্ধাবস্থা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবাব্যতীত এক মুহূর্ত্তও বৃথা যাপন না করা, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধ-ব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা অর্থাৎ মানের হেতু থাকতেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা নিশ্চয়ই লাভ ক'র্ব, এ-বিষয়ে দৃঢ় আশা, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণগুণাখ্যানে রুচি, কৃষ্ণগুণবর্ণনে আসক্তি এবং কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তির কৃষ্ণ-ভক্তের বাসস্থানে নিরন্তর সেবাবুদ্ধিতে বাসের প্রীতি।

ভাবাঙ্কুর কখন প্রেমরূপে প্রকাশিত হয়?

এই সকল ভাবাঙ্কুর যখন শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা হ'য়ে 'ভাব'-রূপে প্রকাশিত হয়, তখনই প্রেমিক ভক্তের কৃপায় তা' আরও গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে প্রেমরূপে প্রকাশিত হ'য়ে থাকে।

কৃষ্ণপ্রেমিকের আচরণ

শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমিক বৈষ্ণব বা শুদ্ধভক্তের আচরণ কিরূপ, তা' ব'লছেন,—

যাঁ'র চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।
তাঁ'র বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা, বিজ্ঞেহ না বুঝয়॥
(চৈঃ চঃ ম ২৩।৩৪)

যস্যস্যাৎ নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্যর্ব্যাপিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১১)

যে ধন্যব্যক্তির চিত্তে নবপ্রেম উদিত হয়, তাঁ'র ক্রিয়া ও মুদ্রাসকল অর্থাৎ চিহ্নসকল সাত্ত্বিক পুরুষদেরও সুদুর্ব্বোধ্য হ'য়ে পড়ে।

মহাভাব

প্রেম আবার গাঢ় হ'তে গাঢ়তর অবস্থা লাভ ক'রে পরিশেষে 'মহাভাব'রূপে প্রকাশিত হয়। এই মহাভাব-স্বরূপিণীই—শ্রীরাধিকাদেবী।

প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয় স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥
যৈছে ইক্ষুরস-গুড়, খণ্ডসার।
শর্করা, সিতা-মিছরি, শুদ্ধমিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে বাড়ে নির্ম্মল স্বাদ।
রতি-প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
(চৈঃ চঃ ম ২৩।৩৮-৪০)

স্থায়িভাব ও সাধনচতুষ্টয়

রতি হ'তে মহাভাব পর্য্যন্ত সমস্তই কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িভাব। সেই স্থায়িভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী এই চা'রটী সামগ্রী মিলিত হ'লে রসোদয় হয়। এই স্থায়িভাবই—রসের মূল, বিভাবই—রসের হেতু,

অনুভাবেই—রসের কার্য্য, সাত্ত্বিকভাবও রসের কার্য্যবিশেষ এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবসকলই—রসের সহায়।

বিভাব

বিভাব দুই প্রকারে বিভক্ত,—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দুইভাবে বিভক্ত,—বিষয় ও আশ্রয়। কৃষ্ণভক্তিরসে ভক্তই আশ্রয়, কৃষ্ণই বিষয় এবং কৃষ্ণের গুণসমূহই উদ্দীপন।

অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারী

অনুভাব তের প্রকার—নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, ক্রুত ইত্যাদি। সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার,—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়। ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব তেত্রিশ প্রকার,—নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য ইত্যাদি।

কৃষ্ণভক্তিরস

এইসব কৃষ্ণভক্তিরসে স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অনুভাব॥
সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
যৈছে দধি, সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত মধুর॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।১৮০-১৮২)

দধি, সিতাপল, কর্পূর, ঘৃত, গোলমরিচচূর্ণ প্রভৃতি মিশ্রণে যেমন সুমধুর পানা প্রস্তুত হয়, তেমন স্থায়িভাবের সঙ্গে চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর মিলনে উৎকৃষ্ট অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-প্রেমরস প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।

'রসো বৈ সঃ' শ্রুতির প্রতিপাদ্যৈকবস্তুই শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণই অখিলরসামৃতসিন্ধু। বেদ যাঁ'কে "রসো বৈ সঃ" ব'লে কীর্ত্তন ক'রেছেন, সেই রস-স্বরূপই রসরাজ রাসনায়ক —শ্রীকৃষ্ণ।

প্রেমে রসাভাস নাই

শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেমে রসাভাস-দোষ নাই। রসাভাস-দোষযুক্ত ব্যাপার প্রেমপদবাচ্য হ'তে পারে না এবং তা' কৃষ্ণের সন্তোষ বিধান ক'রতে পারে না,—

গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥

(চৈঃ চঃ ম ১৪।১৪৭)

রস-লক্ষণ হ'তে বিপরীতভাব লাভ ক'রলে তা'কে 'রসাভাস' বলা যায়। উপরস, অনুরস, অপরস—এ-সব-গুলিই 'রসাভাস'।

অপ্রাকৃতরসের লক্ষণ

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর দ্বারা আমাদিগকে রসের এইরূপ লক্ষণ জানিয়েছেন,—

যাতীতা ভাবনাবর্ত্ম বক্রমৎকারকারিতাম্।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।৭১)

ভাবনার পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক চমৎকার-প্রাচুর্য্যের ভূমিকাস্বরূপ যে স্থায়িভাব গুণসম্ব-পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে অতিশয় আস্বাদিত হয়, সেইটীই রস।

কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-তপস্বিগণ অপ্রাকৃত-রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত

অভক্তগণ কখনও এই রসাস্বাদন ক'রতে পারেন না, তাঁ'দের কাছে ভক্তিরস সর্ব্বপ্রকারেই দুরূহ। কিন্তু অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবাই যাঁ'দের সর্ব্বস্ব, সেই প্রেমিক পুরুষগণই রসাস্বাদন ক'রতে পারেন। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর দ্বারা আমাদের জানিয়েছেন,—

কর্ম্মবৈরাগ্যনির্দ্বগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদবহির্ম্মুখাঃ॥
ইত্যেষ ভক্তিরসিকৈস্তৌর্য্যাদিব মহানিধিঃ।
অরন্ধ্রীমাংসকাদ্রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা॥
সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মতঃকুর্ত্তিপরায়ণঃ।
তৎপাদাম্বুজ-সর্ব্বস্বৈরেবাস্বাদ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।৭৬-৭৮)

অর্থাৎ যাঁ'রা কর্ম্মবৈরাগ্যের দাবানলে দগ্ধ হ'চ্ছে, যাঁ'রা শুষ্ক নির্ব্বেদজ্ঞান সেবন ক'রতে ক'রতে হৈতুক বা কেবল কুতর্কেই নিষ্ঠালাভ ক'রেছে, যাঁ'রা মীমাংসক বা কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ, যাঁ'রা নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকারী, তাঁ'রা ভক্তিরসা-স্বাদনে বহির্ম্মুখ। অতএব চোর, দস্যু প্রভৃতি অনধিকারিগণ হ'তে যেমন মহানিধি রক্ষা ক'রতে হয়, তেম্‌নি ভক্তি-রসিকগণ মীমাংসকাদি ব্যক্তিগণের কাছ থেকে সর্ব্বদা ভক্তিরসকে গোপনে রাখ্‌বেন, তাঁ'দের নিকট কখনই কৃষ্ণভক্তিরসের কথা প্রকাশ ক'রবেন না।

প্রেমের অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়বাদী প্রেমের সন্ধান হইতে চিরবঞ্চিত

একমাত্র ভক্তির পথ ব্যতীত—পূর্ণতম বস্তুর প্রতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সুখসম্পাদনেচ্ছা ব্যতীত আর অন্যান্য যাবতীয় সাধনচেষ্টা ও অভিলাষই জীবকে অপ্রেমের রাজ্যে নিয়ে যায়। যাঁ'রা একমাত্র অভিসন্ধিনির্ম্মুক্তা শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যপ্রকার সাধনকে তাঁ'দের বিচরণ-পথ ব'লে স্বীকার করেন অর্থাৎ "ভক্তি গ্রহণ না ক'রে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি যে কোন পথ গ্রহণ ক'র্লেই হয়—সবই এক"; এরকম বলেন, তাঁ'দের প্রয়োজন যা প্রাপ্যবস্তু 'প্রেম' নয়, তাঁ'রা প্রেমবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ-ভাবকে তাঁ'দের 'প্রয়োজন' বিচার ক'রে যে-কোন একটি আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর পথ গ্রহণ-পূর্ব্বক সুবিধাবাদী হ'য়ে পড়েন।

কখন জীবের প্রেমকে কর্ম্মজ্ঞানাদির পর্য্যায়ে গণনার চেষ্টা হয়?

সজ্জনমণ্ডলি, আপনারা এ'কথাটী বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিচার করুন, অনুধাবন করুন, দেখ্‌তে পাবেন যে, যেখানে মূলে আমাদের ত্বকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সম্পাদনের পরিবর্ত্তে অর্থাৎ প্রেমার পরিবর্ত্তে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা কোনও না কোনপ্রকারের কাম প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত র'য়েছে, সেখানে একমাত্র শুদ্ধভক্তির পথ ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতিতে আমাদের আগ্রহ দেখা যায় এবং সেই আগ্রহমূলেই আমরা কপটতা ক'রে ভক্তিকে কর্ম্ম-জ্ঞানের পর্য্যায়ে আন্‌বার চেষ্টা করি; আর ঐরকম অপ্রেমের চেষ্টাকেই 'প্রেম' বা অসাম্প্রদায়িকতা ব'লে প্রচার ক'রে কামী গণগজ্জলিকার কাছে প্রিয়তা অর্জ্জন ক'রে থাকি।

সমন্বয়বাদী প্রেমবিরোধী কামুক মাত্র

ভক্তিকে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির সঙ্গে যাঁ'রা সমান বলেন—পতিব্রতাকে বহুবিলাসিনীর পর্য্যায়ে যাঁ'রা গণনা করেন, তাঁ'দের মূলে একমাত্র সেবা পতির সেবানিষ্ঠার অভাব; তাঁ'রা পতি-প্রীতি অপেক্ষা নিজের কামরুচিকে অধিক ভালবাসেন। বর্ত্তমানে তথাকথিত ধর্ম্মের বাজারে ভিন্ন ভিন্ন রুচি-অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের যে-সব কল্পনা —'যত মত, তত পথ' প্রভৃতি যে-সব হেঁয়ালি, "কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—কালী, কৃষ্ণ, শিব—সবই সমান" প্রভৃতি জীবের বহির্ম্মুখ-রুচির অনুকূল যে-সমস্ত কথা তথাকথিত সমন্বয় বাদের নামে যাষ্টি হ'তে সমষ্টিকে পিশাচীর মত পেয়ে ব'সেছে—মোহিনীমূর্ত্তির ন্যায় অবৈষ্ণবগণকে প্রেমামৃত হ'তে বঞ্চনা ক'রে সুগোপ্য প্রেমসম্পুটকে রক্ষা ক'র্‌ছে, সে-সমস্ত মতবাদ কেবল প্রেমের অভাব হ'তেই জগতে প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের 'অন্তঃপটে'র বাইরে যাঁ'রা র'য়েছেন, যাঁ'রা প্রেমের কোন সন্ধান কোন দিন পান নাই বা পাবেন না, তাঁ'রাই ঐসব মতবাদ সৃষ্টি ক'রে জগতে মহা-প্রেমাভাব সৃষ্টি ক'রেছেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী-মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব

গত ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের উত্থানৈকাদশী-দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামি-মহারাজের সপ্তদশ-বার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব তন্নামাত্মা-কীর্ত্তন-মুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-কীর্ত্তনাদি, মধ্যাহ্নে ভোগরাগিক-কীর্ত্তনাদি যথানিয়মে হইবার পর সন্ধ্যা-রাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীনামযজ্ঞ-নাট্যমন্দিরে একটী বিরাজন-মতিভা বৃহতী সংকীর্ত্তন-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের আলেখ্য শ্রীকণ্ঠবিনির্ম্মালা-দ্বারা সুশোভিত করিয়া নাট্যমন্দিরের একটী উচ্চ আসনে সংস্থাপিত করা হয় এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জন্যও তৎপার্শ্বে একটী স্বতন্ত্র আসন রচনা করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পরমার্থপ্রাপ্তি-প্রার্থনা-মূলে গুরুপাদপদ্মার্চ্চা, গুর্ব্বষ্টক এবং পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীগৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা হইতে "পরমগুর্ব্বষ্টক" (যাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ রবিবার শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্য-

মঠে রাধাকুণ্ডতটে শ্রীল বাবাজীমহারাজের সমাধিকৃত্য-প্রতিষ্ঠাকালে স্বয়ং উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।) কীর্ত্তন করা হয়, অতঃপর শ্রীমঠের জনৈক সেবাভিলাষী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রুত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ পরমহংস বাবাজীমহারাজের অলৌকিকী শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা-প্রবৃত্তি ও অদ্ভুত বৈরাগ্য-চেষ্টা, পারমহংস্য সদাচার, আচার-মুখে প্রচার-লীলা, নিরন্তর নামসংকীর্ত্তন, শ্রীগোদ্রুমে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের সঙ্গলাভে আনন্দ, শ্রীধাম-মায়াপুরে ও শ্রীগোদ্রুমে মাধুকরী করিয়া ভজন, বিষয়ীর অন্নে পরিপুষ্ট ভূতক পাঠক, পূজক ও কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতির পূজা-পাঠাদির অননুমোদন; কপট, বৈষ্ণবসঙ্গলিপ্সু মুক্তি-কামী বা কন্থত্যাগী মুক্তিকামী জনগণের ভগবদ্ধারণাদিকে সর্ব্বৈব কাপট্য বলিয়া গর্হণ; কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকাম ও কৃষ্ণ-নামের তত্ত্বসেবাধর্ম্মপ্রচার এবং স্বীয় শ্রীগুরুদেবের প্রতি শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অকৃত্রিম অনুরাগ, শ্রীগুরুদেবের বৈরাগ্যের শতমুখে প্রশংসা, তাঁহাকে 'আমার প্রভু' বলিয়া সম্বোধন, অপ্রকটকালে শ্রীগোদ্রুমে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে অথবা শ্রীধামমায়াপুরে তাঁহার সমাধিকৃত্য স্থাপনের অভিলাষ-জ্ঞাপন, কুলিয়ার পারলৌকিকে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তে সমাধিপ্রদান, পরবর্ত্তিকালে শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক তদীয় মনোঽভীষ্টের পূর্ত্তিসাধনকল্পে শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীগুরুমঞ্জরী-মূর্ত্তিমুখে তদীয় সমাধি-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, প্রায় শত বৎসরের পূর্ব্বে ফরিদপুর-জেলার অন্তঃপাতী টেঁপাখোলার নিকটবর্ত্তী বাগ্বুয়ান-পল্লীতে বাবাজী মহারাজের আবির্ভাব, বাংলা ১৩২২, ইংরাজী ১৯১৫ সালের চাতুর্ম্মাস্যের অবসানে উত্থানৈকাদশীর পূর্ব্বদিবস তাঁহার নিত্যলীলা-প্রবেশ এবং উত্থানৈকাদশী-দিবসে তাঁহার চিরানন্দ-ফলের সমাধিস্থকরণ, বিপ্রলম্ভ-ভাবাবেশে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এবার সপার্ষদে মাথুরমণ্ডলে দামোদরব্রত-উদ্‌যাপন ও শ্রীধাম বৃন্দাবনে রূপানুগবরী কার্ত্তিকদেবীর প্রিয়জন শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-মহোৎসবের অনুষ্ঠান, সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত-আনুগত্য-ফলেই শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত-বৈরাগ্যোপলব্ধি, নবদ্বীপ স্বরূপগঞ্জে বাবাজী মহারাজের অনন্তগুণের বিন্দুমাত্রও স্পর্শে যোগ্যতাভাব, "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" শ্লোকের মহাজনানুমোদিত ব্যাখ্যায় "অনন্য ভাক্ ভক্তের দুরাচারত্ব সম্ভব হইতে পারে না, ভ্রান্তির বিবাদদর্শনাভাব-জন্যই অনন্যভাক্ ভক্তকে দুরাচার লক্ষিত হয়, ভক্তপাদপদ্মে শরণাগতি-মূলে দর্শন-সুষ্ঠুতা-লাভক্রমে অনন্যভাক্ ভক্তের কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা-ব্যতীত অন্য কিছু দর্শনের বিষয় হয় না" ইত্যাদি মহাজনানুমোদিত ব্যাখ্যা-দ্বারা বাবাজী মহারাজের অনপেক্ষ অপ্রাকৃত বৈরাগ্য ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবাপ্রবৃত্তি 'মাংসদৃক্' চক্ষুর দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহে, পরন্তু সদ্‌গুরু-কৃপা-লব্ধ 'জ্ঞানদৃক্' চক্ষুরই দর্শনীয় বিষয় ইত্যাদি বিষয় কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীপাদ যশোদানন্দন তাপসবরেণ্য প্রভু অত্যন্ত আর্ত্তিভরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া শ্রীসজ্জনতোষণী ১২শ বর্ষ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তলিখিত "আমার প্রভুর কথা" শীর্ষক প্রবন্ধটী ভক্তিপ্লুতচিত্তে পাঠ করেন। তাঁহার পাঠের পর "হে আমির প্রেমধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা শ্রীগৌরকিশোর॥" এই গীতিটী মৃদঙ্গকরতালাদি-সহযোগে কীর্ত্তন করা হয়, অতঃপর নাম-সংকীর্ত্তন হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

গত ২০শে কার্ত্তিক বুধবার শুক্লা মহাদ্বাদশী-দিবসও শ্রীশ্রীল বাবাজীমহারাজের তিরোভাব-উপলক্ষে শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের অনুষ্ঠিত মহোৎসবের স্মৃতি-মুখে তদীয় শ্রীপাদপদ্মের আনুগত্য-প্রার্থনামূলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত "আমার প্রভুর কথা" প্রবন্ধের পাঠ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা-সহ কীর্ত্তন-স্মরণ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তৎপরদিবস বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ-কীর্ত্তন ও মহা-প্রসাদ-বিতরণ-মুখে সাধারণ-মহামহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ এবং তদনুগত যাবতীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে তদনুগতজনগণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তন-মুখে ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা-সম্বন্ধে তারের সংবাদের অনুবাদ

(পূর্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

(৮)

বলদেওবিলাস, ড্যামপিয়ার পার্ক,
মথুরা ২৯।১০।৩২

পরিক্রমা-সঙ্ঘ অদ্য শেরগড়-খেদনবনে অবস্থান করিতেছেন। গতকল্য শ্রীল প্রভুপাদ শেরশাহী দর্শন করিয়াছিলেন এবং কোশী হইতে অদ্য এখানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী অদ্য সন্ধ্যায় এইটডাউন-এক্সপ্রেসে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(৯)

মথুরা ২।১১।৩২

গত ২৯শে অক্টোবর প্রাতে পরিক্রমা-শোভাযাত্রা কোশী হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে পরোগ্রামে পরমরোবর দর্শন পূর্বক মধ্যাহ্নে শেরগড় ক্যাম্পে উপস্থিত হন। তাঁহারা সন্ধ্যায় বলদেবজীউ, রাউলী, মদনমোহন, গোপীনাথ এবং রাধাবল্লভজীউ দর্শন করেন। অদ্য এখানে একটী মহোৎসবের আয়োজন হয়, শ্রীযুক্তা রামদুলারী দেবী উহার ব্যয়ভার বহন করেন।

৩০শে অক্টোবর প্রাতে পরিক্রমা শেরগড় হইতে যাত্রা করিয়া বেলা ১১ ঘটিকার সময় চীরঘাটে শিবির সন্নিবেশ করেন। এখানে চীরঘাটে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূটমহোৎসব সম্পাদিত হয়। এলাহাবাদের ভক্তবর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দেব মহোদয় উৎসবের যাবতীয় ব্যয়-ভার বহন করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন।

৩১শে অক্টোবর পরিক্রমাযাত্রিগণ মহাস্নান-সেবনের পর চীরঘাট হইতে যাত্রা করিয়া বেলা ১২ ঘটিকার সময় সঙ্কটঘাটে উপস্থিত হন, অতঃপর বেলা ২টার সময় যমুনা পার হইয়া বেলা ৩ ঘটিকার সময় জতবনে শিবির সংস্থাপন করেন এবং তথায় ১লা নবেম্বর পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।

অদ্য ২রা নবেম্বর পরিক্রমা মাঠবনে পৌঁছিবার কথা, তথা হইতে ক্রমে রাধা, মহাবন ও তৎপরে মথুরা হইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ অদ্য কতিপয় ভক্তসমভিব্যাহারে হরিদ্বার যাত্রা করিতেছেন। তথায় সম্ভবতঃ ৪ঠা নবেম্বর তারিখে হরিদ্বার মঠের ভিত্তিস্থাপন হইবে। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুরে দেওবন্দ প্রাসাদে অবস্থান করিবেন।

(১০)

শ্রীহরিদ্বার-মায়াপুরে
শ্রীশ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ

দেওবন্দ, হাউস, হরিদ্বার
৪।১১।৩২

গত পরশ্ব (৩০।১১।৩২) তারিখে সপার্ষদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-মহারাজ স্বামীর সম্রান্ত সজ্জনগণকর্তৃক হরিদ্বার-ষ্টেশনে সাদরে সম্বর্দ্ধিত হইয়া দেওবন্দ, প্রাসাদে অবস্থানের জন্য অভ্যর্থিত হইয়াছেন। গতকল্য (৩০।১১।৩২ তারিখে) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহু শিক্ষিত ও ভ্রান্ত জনমণ্ডলীর সমক্ষে শুদ্ধ ভক্তগণের শ্রীমুখোচ্চারিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর বিপুল জয়ধ্বনি ও উচ্চসাম্বসঙ্কীর্তন-মুখে (সপ্তমোক্ষদায়িকাপুরীর অন্যতম শ্রীমায়াপুরে **শ্রীশ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের** ভিত্তি-সংস্থাপন করিয়াছেন। অদ্য শ্রীল প্রভুপাদ দিল্লী যাত্রা করিতেছেন, আগামীকল্য মথুরায় পৌঁছিবেন।

(১১)

মথুরা ৭।১১।৩২

হরিদ্বার হইতে গত সন্ধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ মথুরায় বলদেববিলাসে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যায় পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপস্থিত হইবেন এবং আগামীকল্য বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন। বিরাট্ সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রা বুধবারে পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন পরিক্রমা করিবেন। বৃহস্পতিবারে সাধারণ মহামহোৎসব। ২রা নভেম্বর প্রাতে ৮ঘটিকায় পরিক্রমা-সঙ্ঘ জতবন হইতে যাত্রা করিয়া পথে বিজলিতে পাপমোচনকুণ্ড, ভাণ্ডীরবন, শ্রীরামকুণ্ড প্রভৃতি শ্রীধাম দর্শন পূর্বক মধ্যাহ্নে মাঠবন পৌঁছেন এবং সন্ধ্যায় বেলবন দর্শন করিয়া ৩রা তারিখে মাঠবন পরিত্যাগ করেন, পথে-আনন্দসরোবর দর্শন করিয়া মধ্যাহ্নে 'রাধা'য় উপস্থিত হন এবং তথায় রাত্রিযাপন অভিবাহিত করেন। স্থানীয় সাধারণের অনুরোধে ৪ঠা সন্ধ্যায় রাধা-সহরে বিরাট্ সঙ্কীর্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইবে। ব্রজবাসিগণ পরিক্রমী-সঙ্ঘকে বিশেষ উৎসাহে ও আগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। এই তারিখে পরিক্রমা মহাবন পৌঁছিয়াছেন এবং মোহবন দর্শন করিয়া গতকল্য গোকুল পরিক্রমা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীরূপশিক্ষায় যথা প্রভুবাক্যে
"বিষয়" বলিয়া ত্যাগ ফল্গুবৈরাগ্য॥

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
অনাসক্তি সহকৃষ্ণসম্বন্ধি
বিষয়সমূহ সকলি যাহার।

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩রা অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৫৯; ১৯শে নভেম্বর, ১৯৩২ | ৫ম সংখ্যা

সাময়িকী

সপ্তমোক্ষদায়িকাপুরীর অন্যতম শ্রীমায়াপুর। ভূবলয়ে এই শ্রীমায়াপুরের বিবিধ সংস্থান প্রকাশিত আছে। একটি গৌড়দেশে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ও কীর্ত্তন-গোদ্রুমগঙ্গার প্রকট ও প্রকাশস্থলী, আর একটি বিমানদের পাদদেশে হরিদ্বার-তীর্থে গঙ্গার তটে। কপিলপ্রণীত বা জ্ঞানিসম্প্রদায় মোক্ষদা পুরীকে যে ভাবে বিচার করেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ সেরূপ ক্ষুদ্র বিচারে তাহা দর্শন করেন না। মোক্ষলম্পটাত্মক সাযুজ্যানন্দ-বিনোদাদ্যা শ্রীকৃষ্ণকর্ষিণী ভগবদ্ভক্তিই যাঁহাদের জীবনরক্ষৌষধি, তাঁহারা সহজেই মুক্তিপদে ধাবমান। এইজন্য তাঁহারা কীর্ত্তন-দেবতা শ্রীগৌরসুন্দর, কীর্ত্তনময়বতী শ্রীগৌরশক্তির কেন্দ্র সর্ব্বত্র স্থাপন-পূর্ব্বক মুক্তিপিপাসা হইতে জীবকে মুক্ত করিয়া কীর্ত্তনভক্তির একমাত্র সাধ্য প্রচার করেন। বিশ্বে সেই কীর্ত্তনভক্তি পুনঃ সংস্থাপনার্থ ভাগীরথীর পূর্ব্বতটস্থ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীধাম মায়াপুরে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ সংস্থাপিত আছেন; তাঁহারই প্রকাশমূর্ত্তিরূপে হরিদ্বার মায়াপুরে গঙ্গার তটে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১৮ই কার্ত্তিক (১৩৩৯), ৪ঠা নভেম্বর (১৯৩২), শুক্রবার দিবস "শ্রীশ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠের" ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের বিপুল প্রযত্ন, শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপালব্ধ সেবা-প্রবৃত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই সেবায় ও প্রযত্নে শ্রীহরিদ্বার শ্রীমায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তন-প্রচারের একটি কেন্দ্র প্রকাশিত হইল। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত ঠাকুরসাহেব শ্রীটিকম্ সিংহ, মহাপ্রাণ শ্রীবারকা-প্রসাদজী ও তাঁহার পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীর শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাবৃত্তিও সমভাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী

তথা সমগ্র সত্যান্বেষিবৃন্দ ব্যক্তিগণের নিকট যাহাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী প্রচারিত হয়, তজ্জন্য ঠাকুরসাহেবকী কয়েক বৎসর যাবৎই আন্তরিকভাবে যত্ন করিতেছেন। ঠাকুরসাহেব একজন নীরব ও নিষ্ঠ সেবক। সেবায় ক্ষণনাম তিনি 'হৈ হৈ' করেন না, অথচ শ্রীগুরুপাদপদ্মে অচল অটল শ্রদ্ধা লইয়া অতীব সরিকুতা ও সুসম্মানতার সহিত নীরবে স্বনির্দিষ্ট সেবা করিয়া যান। তাঁহারই চেষ্টায় ও শ্রীপাদ গিরিবরাজের অদম্য সেবায় শ্রীরাধাকাপ্রসাদকীর ন্যায় মহদ্ ব্যক্তিরও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণীর কীর্তন-কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার মহান্ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। শ্রীরাধাকা প্রসাদকীর ভগবদ্ভক্তির সহায়কারিণী সহধর্মিণীদেরও এরূপ মহৎকার্যে তাঁহাকে বিশেষ উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। ভগবদিচ্ছায় মহাপ্রাণ রাধাকা প্রসাদের কোটী সহধর্মিণী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পাদপদ্মাশ্রয় করিয়া স্বীয় ধামে গমন করিলেও তাঁহার কনিষ্ঠা সহধর্মিণী লক্ষ্মণে-বিদেহে—সকল সময়েই পতির ধরিলেবার সহায়কারিণী হইয়াছেন।

যাহাতে 'কথামুক্তিব্যাঘ্রী' বা 'মুক্তিপিশাচী' জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে না পারে, তজ্জন্য শ্রীহরিধাম শ্রীমায়াপুরে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণীতে মনুধাবিত হউক্। মায়াবাদমতান্ধকার, মুক্তি-ভুক্তি, স্বকপোলকল্পিত কৃত্রিম বেদান্ত ব্যাখ্যা ও মতবাদ-সমূহ নিত্য চেতন জীবের যে চেতনত্ব বিনাশ করিতে বসিয়াছে, তাহা হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় শ্রীমায়াপুরে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ প্রকটিত হইয়াছেন।

অদ্বয়জ্ঞান পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় আজ আনুমানিক দ্বিসহস্র পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। একদিকে হিমালয়ের পাদদেশে শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ, আর এক দিকে কুমারিকা ও রামেশ্বরের বিভিন্নস্থানে—যে যে স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপ্রেষ্ঠ গৌরজনের পদার্পণে পবিত্র হইয়াছেন, সেই সকল স্থান শ্রীচৈতন্যবাণীতে মুখরিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঠে এবং বৈকুণ্ঠপুরুষ ও ভক্তবৃন্দের ভবনেও এই বিরহ-তিথি কীর্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা বিভিন্ন মঠ ও স্থান হইতে এতদ্বিষয়ে তথ্যবার্তা-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছি। এবার গৌরপীঠের সমাধিকুল শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরেরই ইচ্ছায় শ্রীধাম-মায়াপুরে স্থানান্তরিত এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে পুনঃ সংস্থাপিত হওয়ায় শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহ-উৎসব তথায় বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং মাধ্যাহ্নকালে সপার্ষদ উপস্থিত থাকিয়া গুরুকীর্তন-ধ্বনির প্রাবল্যাধনে সর্ব্বজীবকে অতিরিক্ত করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরে—শ্রীধাম-বৃন্দাবনে ব্রজের নিজ-জন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহ-উৎসব প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরের একান্ত মনোহভীষ্ট গৌরবাণী-প্রচার আজ শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ আচার্যবর্য্যের কৃপায় বিশ্বের সর্ব্বত্র ধাবিত হইতেছে।

আগামী ২১শে নভেম্বর (১৯৭২), ৫ই অগ্রহায়ণ (১৩৭৯) সোমবার অপরাহ্ণ ৪৪ ঘটিকার সময় যুক্ত-প্রদেশের মহামান্য গভর্ণর মাননীয় ডক্টর উইলিয়ম ম্যাল্কম্ হেইলি. কে, সি, এস্, আই, সি, আই, ই, প্রয়াগ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের যে নূতন ভূমি শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাসাধিকারী মহোদয় দান করিয়াছেন, সেই ভূমিতে সাধারণের বক্তৃতা-গৃহের ভিত্তি সংস্থাপন করিবেন। গত বৎসর স্বয়ং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঐ ভূমিতে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ও তদীয় ভক্তিমতী সহধর্মিণীর শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠের শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণের জন্য নানাভাবে সেবা-চেষ্টা আদর্শস্থানীয়। এতৎপ্রসঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের শুভপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট শ্রীরূপানুগ-কীর্তনধ্বনীর জন্য প্রচেষ্টাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আগামী ২৭শে নভেম্বর, ১১ই অগ্রহায়ণ রবিবার শ্রোত্রীয় শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর ভক্তিরঞ্জন প্রভুর দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ স্মৃতি-উৎসব। এতদুপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে উক্ত দিবস অপরাহ্ণে একটি মহতী সভার অধিবেশনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ, ভক্তিরঞ্জনের সেবা-স্মৃতি, শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ

এবং বিনিই ব্যক্তিগণের সঙ্কল্প, কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ইহার বিশেষ পত্রী পূর্ব্বাহ্নেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটোৎসবের এ বৎসর ঊর্জ্জাব্রত-কালে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসব শ্রীমাধুরমণ্ডলে পরিক্রমা-সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসব-কাল কিঞ্চিৎ পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কতিপয়-বিরহ-উৎসবের অব্যবহিত পরেই ঢাকার উৎসব আরম্ভ হইবে। ইহার বিশেষ পত্রী অচিরেই প্রকাশিত হইবে।

ঢাকায় এবার ঊর্জ্জাব্রতকালে সহজিয়া-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-সন্তান-নামধারী কোন পণ্ডিতাভিমানী কথকের হঠাৎ অবতীর্ণ ঢাকাবাসীর চক্ষে নাকি অত্যন্ত বিষদৃশ ও সন্দেহজনক হইয়া পড়িয়াছে। বক্তা তাঁহার নিজ-সম্প্রদায়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া যে সকল কীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন, সেজন্য নিজসম্প্রদায়ের কেহ কেহ রাজকীয় বিচারালয়ে শুরুস্থানীয় কথকের বিচার প্রার্থনা করিয়াছেন, আর সেই সংবাদ কয়েকটী সাধারণ সংবাদপত্রাদিতেও ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অভিযোগ বড় গুরুতর। সাধারণ সংবাদপত্রে যে-সকল সংবাদ অপ্রকাশ্য, এরূপ অনেক গুপ্তকীর্ত্তিও নাকি ঐ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতস্তর কথকের দ্বারা নিজসম্প্রদায়ের ঘরের অন্তরালে অনুষ্ঠিত হইয়াছে,—এরূপ শুনা যাইতেছে। যাহা হউক, উক্ত কথকের অনুপস্থিতিতে সহজিয়া পাঠকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা অনেকটা কমিয়াছে এবং অন্ত আর একটি ভাড়াটিয়া পাঠকের ভাগ্যে সেই সমস্ত 'টাকাটা', 'সিকিটা', কোথায়ও প্রতি ঘণ্টায় দুবের রজতমুদ্রা ও সামগ্রীর ভাগ বেশী মিলিয়াছে। বিকৃত রাসলীলা, বস্ত্রহরণ, প্রেমগীতা—এই সকল পাঠে ইন্দ্রিয়পরায়ণ শ্রোতৃগণের অধিক কৌতূহল ও উত্তেজনা থাকায় পাঠক কথকগণেরও তাহাতে অধিক উৎসাহ হয় ও তৎপ্রাপ্যমাত্রলম্বরূপ অধিক দান-পূজা-প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। ইহারই নাম কলিযুগ।

সেদিন নাস্তিক-সমাজের কোনও একটী সংবাদ-পত্র "গৌড়ীয়"-কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছেন। উহার নাস্তিক-মাসের একটি সংখ্যায় শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত্র লিখিবার ছলে লেখক যে বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া প্রত্যেক অবিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিই দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। সময় সময় এইরূপ বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ জগতের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে অধিকতর বুদ্ধিমান মনে করিলেও শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যবহৃত "পশূনাং লগুড়ো যথা" ন্যায়ে চিকিৎসিত হইয়া অনেক-সময় কেহ কেহ স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হন। কারণ, যাহারা স্বীয় কাম-ক্রোধাদির প্রত্যক্ষ ব্যতীত শাস্ত্র বা নিত্য অপ্রাকৃত বিজ্ঞানের বাস্তবতা স্বীকার করে না, যাহাদের শ্রৌত-বিচার শ্রবণের মস্তিষ্কের অভাব, তাহাদিগকে সত্য কথা কিছুতেই বুঝান যায় না। এই ভারতবর্ষে কতিপয় অবৈধ ব্যক্তি ধর্ম্মের নেতারূপে আপনাদিগকে প্রচার করিয়া প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-তাড়িত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন দল সংগ্রহ করিয়াছে। তাহারা কিন্তু কেহ সমাজ-সংস্কারক, কেহ ধর্ম্মের ধ্বজ-ধ্রুব-বিধাতা, কেহ বা আনুকরণিক 'ঋষি', 'মহর্ষি', 'পরমহংস,' 'স্বামী' প্রভৃতি নামে খ্যাত হইলেও জগতের সমূহ অপকার করিয়াছে। অন্ধ-বক-পূতনার পরিত্যক্ত মল হইতে ঐ সকল অবৈধ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এরূপ মুষ্টিমেয় কয়েকটী 'ধর্ম্মনেতা'-নামধৃক্ ব্যক্তি হিন্দু-সমাজকে একটা সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত করিয়া সমগ্র সমাজকে পরস্পর-বিদ্রোহের অগ্ন্যুৎপাতের মুখে ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছে এবং উহাকেই যথা ধর্ম্ম ও কুসংস্কারের রাজ্য হইতে লোকোত্তর বলিয়া প্রচার করিয়াছে। ঐ সকল ব্যক্তির পাঠক-সম্প্রদায় অনাদিবহির্ম্মুখ গণগজ্জলিকার মধ্যে বহু পাওয়া যায়। কলিকালে দৈব ভাব, দৈব বৃত্তি, দৈব চেষ্টা-সমূহই অস্বাভাবিক হইয়াছে; আর অদৈব ভাব, অদৈব বৃত্তি, আসুর চেষ্টা, আসুর যুক্তি-তর্কগুলিই ইন্দ্রিয়-প্রতারিত ব্যক্তিগণের প্রত্যক্ষের সহিত আপাত খাপ খাওয়ায় উহাই স্বাভাবিক ও সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

সেদিন ঐরূপ নাস্তিক-সমাজের কোনও মুখপত্রে শ্রীচৈতন্যদেবের অতীন্দ্রিয়-চেষ্টা-সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি বিস্তারিত হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ উক্তিগুলিকে অবিকৃত মস্তিষ্কের উচ্ছ্বাস বলিয়া কোনও বিজ্ঞ চিকিৎসকই স্বীকার

করিবেন না। ইতঃপূর্ব্বে 'গৌড়ীয়'-পত্রের স্তম্ভে ঐরূপ আরও মস্তিষ্ক-বিকৃতি অনেকবারই চিকিৎসিত হইয়াছে। নাস্তিক-সমাজের নূতন লেখকের সেই ঐ সকল অবৈধ হিষ্টিরিয়াতত্ত্বের পুনরাবৃত্তি মাত্র। সুতরাং উহার পিষ্টপেষণ অনাবশ্যক।

লেখকের বক্তব্য—"চৈতন্যের জীবন-চরিত লেখকগণের কেহই আয়ুর্ব্বেদ বা মনোবিজ্ঞান জানিতেন না। কিন্তু আধুনিক কোন ডাক্তার প্রমাণ করিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ছিলেন। চৈতন্যদেবকে ভূতে ও ডাইনীতে পাইয়াছিল, তাই জীবন তিনি 'ভূতে পাওয়া' রোগগ্রস্ত ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত ও ভূতে পাওয়া ব্যক্তি কোঁক ধরিয়া অনেক ভাল কাণ্ড করে, সেইরূপ চৈতন্যদেব সময় সময় কোনও কোনও বিষয়ে বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতার পরিচয় দিয়াছেন। রোগের প্রকোপে চৈতন্যদেবের বিটুবিটে স্বভাব হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তিনি পদ্মপুরা, মায়াবাদী, বৌদ্ধ ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে আক্রমণ করিতেন। সমুদ্রকে যমুনা ভ্রম, চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন জ্ঞান, মনুষ্যের কণ্ঠ দেখিলে কৃষ্ণ-বিরহের উদ্দীপনা প্রভৃতি চৈতন্যের মনোবিকার ও হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ। যে কৃষ্ণ পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বে সবংশে বিনষ্ট (?) হইয়াছে, সেই কৃষ্ণকে চৈতন্যদেব দর্শন করিলেন প্রভৃতি যে উক্তি, তাহা কপাট-কোণে, গাছের আড়ালে বা পুকুর-পাড়ে আত্মীয়-স্বজনের ভূত-দেখার মত। এইরূপ ভূতে পাওয়া (?) চৈতন্যদেব দুই একটি ভাল কাণ্ডও করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দু-সমাজের নিপীড়িত ও অবজ্ঞাত শূদ্রগণ চৈতন্যের চেষ্টায় মনুষ্যত্ব লাভ করে, তাহাতে মুসলমান ধর্ম্মের দ্রুতগতি কিছু বাধা প্রাপ্ত হয়। তিনি ভাগবতিমানী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। তিনি বহুবাদীকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

লেখক স্বয়ংসিদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ ও একমাত্র অভ্রান্ত বিচারক হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে তাঁহার (লেখকের) আসামী মনে করিয়াছেন এবং তিনি কৃপা-পূর্ব্বক যে 'রায়' প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসত্য, ইহা প্রচার করিতে বলিয়াছেন! কাম-ক্রোধাদির দাস, মায়ার নফর মায়াধীশগণের প্রভুকে বিচার করিতে বসিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি? ধর্ম্মের কথা বলিব না, তত্ত্বের কথা বলিব না, প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের দ্বারাও যদি বিচার করা যায়, অলঙ্কার-শাস্ত্রের দিক্ হইতেও যদি দেখা যায়, তাহা হইলেও রসের বিভাব, অনুভাব প্রভৃতিকে কোন চিকিৎসকই হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ বলিয়া প্রলাপ করিতে পারেন না। মূর্খাগ্রগণ্য তত্ত্বের কথা দূরে চিকিৎসক অথবা মহাপ্রভুর সমসাময়িক যে-সকল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়, যাঁহাদের কোষ্ঠীর এক অংশ নিভুলতাও আধুনিক অর্ব্বাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্রে দুই চরণ না, তাঁহারা কেহই আয়ুর্ব্বেদ বা মনোবিজ্ঞান জানিতেন না, ঐরূপ উক্তিতে মস্তিষ্কের অবিকৃতি আছে কি না—ঐতিহাসিকের দিক্ হইতেও তাহা সত্য কি না, তাহা সর্ব্বাগ্রে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বাগ্রে লেখকের চিকিৎসা দরকার। তাঁহাকে কোন্ ডাইনী, কোন্ পিশাচী পাইয়াছে, সুধী সমাজ নিরূপণ করুন। "পাগলে না বলে কি, ছাগলে না খায় কি!" লেখকের অসংবদ্ধ প্রলাপগুলিই লেখকের পরিচয় দিবে, অন্যমতিবিস্তরেণ।

সমসাময়িক ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের বিকৃত অনুকরণ করিতে গিয়া কয়েকটী ঘুষাগানে গণতন্ত্রিকাকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন বা তুলিতেছেন। তাঁহাদের ঘুষাগানের কয়েকটী পদ এই—'দাসমনোভাব,' 'অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন', 'দেশাত্মবোধ' প্রভৃতি। সেদিন কোনও একটি সাধারণ সাময়িক সংবাদ-পত্রের শারদীয় সংখ্যায় কোনও এক চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিৎ বা মনোবিজ্ঞানবিৎ পরিচয়াকাঙ্ক্ষী এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সম্পাদকীয় পাদটীকায় একটি টিপ্পনীতে উক্ত হইয়াছে যে, "আধুনিক কালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের প্রচারকরূপে জীবের নিত্য ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেন এবং মনে করেন যে, দেশাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ঐ সব কার্য্যের ভার অন্য জাতির হস্তে স্থাপন-পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি প্রচারাদি কার্য্যই প্রকৃত শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম, তাঁহাদের বিচার ঠিক বৈষ্ণবের বা শ্রীচৈতন্যদেবের অনুযায়ী বিচার নহে। কারণ, এ জগতে আমরা বিজিত জাতি, পরাধীন জাতি হইয়া পরের গোলামী করিতে করিতে এত দাস-মনোভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, পরকালেও

আমরা সেইরূপ কোনও অবস্থাই শ্রদ্ধা ও অভিনন্দনীয় মনে করিয়া থাকি।"

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম বা আত্মধর্ম ভক্তিকে 'Anthropomorphism' বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকিয়াছেন, প্রাকৃত সহজিয়া মত ও শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত আত্মধর্ম এক, ইহা যাঁহাদের কল্পনার অতীত বিষয় হইয়াছে, তাঁহাদের মুক্তি ঐরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁহারা মনে করেন,—'ভক্তি' ও কাম-ক্রোধাদির ন্যায় বৃত্তি, উল্লাস বা ভাবপ্রবণতা-বিশেষ। তাঁহাদের মতে এ জগতে অনর্থযুক্ত ব্যক্তিতেই যে-সকল ভাবোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়, তাহাও 'প্রেম', 'ভক্তি' প্রভৃতি পদবাচ্য। অনর্থমুক্ত নির্মল আত্মার বৃত্তিই যে একমাত্র ভক্তি, ইহা তাঁহারা ধারণাই করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের চিত্ত পারিপার্শ্বিক ভুক্তি-মুক্তিডাইনীর লাটাইগুলিতে এতদূর 'মশগুল' হইয়া আছে যে, তাঁহারা ভোগ ও মোক্ষ ব্যতীত "তৃতীয় পন্থার" কথা কোথাও শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। আত্মা নাম-রূপ-গুণবৃত্তিহীন—ইহাই অভিজ্ঞতা-বাদীদের ধারণা। আত্মার আশার বৃত্তি আছে, তাহার আশার বিচিত্রতা আছে, ইহা তাঁহাদের ধারণার অবান্তর। তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা ইহাই জানাইয়া দিয়াছে যে, ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায় স্ত্রী, পুত্র, সখা প্রভৃতির প্রতি হৃদয়ের উল্লাস বা ভাবপ্রবণতাগুলিকেই পরতত্ত্বে বা পরলোকে আরোপ করিয়া আনন্দ-ভোগের জন্য একটি কল্পনাময় রাজ্য স্থির করিয়াছেন। এইরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা এ জগতের ভোগ্য পরজগতে বহন করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা অন্ধ স্থান হইতে নিউক্যাসলে (New Castle) কয়লা বহন করিবার নীতির বহুমাননকারী। এজন্য অমৃতময় আচার্যবর্য্য একটি মাছির গল্পের দ্বারা Anthropomorphismএর অসারতা জানাইয়া গেন। কোন একটি মাছির নানা কণ্টকপূর্ণ পথে গুড় টানিতে কষ্ট হইত বলিয়া সে মনে মনে কল্পনা করিয়াছিল যে, তাহার প্রচুর টাকা হইলে সে নদীর পারে লোক-ভোষক বিছাইয়া গুড় টানিবে।

মায়ার রাজ্যে দাসমনোভাব বা প্রভুমনোভাব উভয়ই হেয়। এখানে প্রভুমনোভাব দাসমনোভাবেরই আর একটা দিক্। জড়জগতে প্রভু হইতে চাওয়া অর্থ—প্রভু হইয়া মরণের টোপ গিলিতে চাওয়া, টোপের প্রভু হওয়া, পতঙ্গের আলোকমালার প্রভু হইতে যাওয়া, মাতঙ্গের মাতঙ্গীর প্রভু হইতে যাওয়া, কুরঙ্গীর বংশীধ্বনির প্রভু হইতে যাওয়া, ভৃঙ্গের মধুর মহোৎসবের প্রভু হইতে যাওয়া, কেবল 'দাস' হইয়া পড়া। তাহাদের প্রভুমনোভাব চরমে দাসমনোভাবেরই পুষ্পিত পিচ্ছিল পথ। ত্রিলোকের প্রভু হইবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন দশানন। 'দশ'মুখে বিশহস্তে সমগ্র পৃথিবীর প্রভু, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের প্রভু হইয়াও তাঁহার প্রভুমনোভাবের উদ্দাম-বৃত্তি রহিত না হওয়ায় দশানন জগদ্গুরু পঞ্চাননের গুরু শ্রীরামের লক্ষ্মী সীতাদেবীর প্রভু হইবার ইচ্ছা করিয়া চরমে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈবী সৃষ্টির এইরূপ প্রভুমনোভাব বা পশু-মনোভাব নাই। আসুরী সৃষ্টিতেই নানা আকারে ঐরূপ প্রভুমনোভাবের নামে দাসমনোভাবের অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থা দৃষ্ট হয়।

এই জগৎ নিত্যজগতের বিকৃত প্রতিবিম্ব। বিকৃত জগতে প্রভুমনোভাবের চরমে দাসবৃত্তিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে; অবিকৃত জগতে সেই দাসভাব নিত্য অপ্রতিহত অনাবৃত আত্মার অতি সুন্দর ও মধুরভাবে অনুষ্ঠিত আছে। স্বয়ং পুরুষোত্তমের সেবায় সমগ্র চেতনজগৎ অভিনিবিষ্ট, সেই রাজ্যে কোন প্রকার হেয়তা নাই। অপ্রাকৃত মার্গ-পিতা সেখানে পরাৎপর তত্ত্বকেও পালনজ্ঞানে সেবাই করিতেছেন, সখা সেখানে পরম প্রভুতত্ত্বের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াও পরাৎপুরুষের সেবাই করিতেছেন, কান্তাগণ ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বচিত্ত দ্বারা স্বরাটের সেবায় নিযুক্ত আছেন। যাঁহারা অপ্রাকৃত দাস্যভাবের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার অনর্থের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করেন নাই, তাঁহারা কাম-ক্রোধাদির দাস, ঘোষিতের দাস, জগতের অসংখ্য প্রভু-সম্প্রদায়ের দাস্যের সহিত ভগবদ্দাস্যকে সমান জ্ঞান করেন। ইহাতে তাঁহাদের অজ্ঞতাই অপরাধী। এই জড়জগতে যাহাদিগকে আমরা স্বাধীনরাজা বলি, তাহারা কি কাম-ক্রোধের দাস নহে? তাহারা কি ঘোষিতের দাস নহে? স্বাধীনরাজা, সম্রাট্ কি ভয়-চিন্তি-ভাবনার দাস নহে? অসংখ্য প্রকার শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্নভাবে কি তাহাদের হৃদয়কে সর্ব্বদা আক্রান্ত করিয়া রাখে নাই? কিন্তু ঐরূপ দাসমনো-

ভাব হইতে পরিমুক্ত কারণ? যাঁহারা নারায়ণের দাস—যাঁহারা কৃষ্ণের নিত্যদাস,—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

অর্থাৎ স্বর্গ, অপবর্গ ও নরককে তুল্যার্থদর্শী নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তগণ কিছুতেই ভীত হন না।

আধুনিক তথাকথিত সমাজনেতাগণ—তথাকথিত স্বাধীনতার প্রচারকগণ সমাজকে এক অধীনতার আয়েষ-ধিষির অন্তরে প্রবেশ করাইবার জন্য কেবল কতকগুলি আপাত উত্তেজনাময়ী বাক্‌চাতুরী ও আপাত প্রলোভনের পুষ্পিত পথ প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহারা ব্যক্তির অতিস্বতন্ত্রতার উপদেশ তুলিয়া গিয়া জগতের ভূমি, ব্রীহি যবপাদীর উপর সাময়িক প্রভুত্বকেই প্রভুমনোভাব বা স্বাধীনতা মনে করিতেছেন! এইরূপ স্বাধীনতার নামে যোষিতের দাসমনোভাবই বৃদ্ধি হইতেছে। সমগ্র পৃথিবী 'ঈশাবাস্য'—এই শ্রুতির বিচারের পরিবর্ত্তে সমগ্র পৃথিবী আমার যোষিৎ অর্থাৎ সেবক, আমি উহার প্রভু—এইরূপ আসুর দাসমনোভাব বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ত্রিতাপ, ক্লেশ ও অব্যক্তিসংস্পর্শ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে! অকৃত্ত কাম প্রভুত্বের নামে দাসত্বকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে! কোথায়, নেপোলিয়নের ন্যায় প্রভুমনোভাব, দৈহিক বল প্রভৃতিও ত' তাঁহাকে সামান্য অবলার ক্রন্দনের দাস্য হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই! স্ব-স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া বিরূপের পাকে সমাধিমগ্ন হইয়া পড়ায় সমাজে ভোগ-বিজিত পাশ্চাত্য জাতির আদর্শই স্বাধীনতার আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এদিকে আমরা পাশ্চাত্য জাতিকে আমাদের ভোগের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া তাঁহাদের অধীনতা স্বীকারে মাৎসর্য্যান্বিত হইতেছি, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের আদর্শকেই ন্যূনাধিকভাবে স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকেই আমাদের প্রভু ও ভর্ত্তা বলিয়া বরণ করায় দাসমনোভাবের অত্যন্ত হীন পরিণতিকেই আলিঙ্গন করিয়াছি।

শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ এইরূপ প্রাকৃত প্রভুত্ব বা দাসত্ব কোনটারই অধীন নহেন; তাঁহারা মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের প্রভুত্ব বা দাসত্ব কোনটারই অভিলাষী নহেন। যাঁরা মায়াধীনের প্রভুত্ব স্বীকার ব্যতীত অন্য কাহাকেও তাহার 'প্রভু' হইতে দেয় না। যখনই কেহ মায়ার প্রভুত্ব করিতে উপস্থিত হয়, বহুতরিণী মায়া তখনই ঐরূপ প্রভুত্বকামীকে তাহার গোলায় করিয়া ফেলে। যাঁহারা 'মায়ার গোলামী'র তিক্ত অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত জর্জ্জরিত, তাঁহারাই তৎপ্রতি-যোগী প্রভুত্ব-কামনার আকাশ-কুসুম রচনা করেন এবং কার্য্যতঃ মায়ার সর্ব্বাপেক্ষা হীন গোলাম হইয়া পড়েন।

কবি তুলসীদাসও সাধারণভাবে একটী কথা বলিয়াছেন,—

"রাজা করে রাজা বশ, যোদ্ধা করে রণ জই।
যো আপনা মনকো বশ কিয়ে, সব্‌সে বেড়া ওই॥"

রাজা রাজাবশ, যোদ্ধা রণ জয় করিয়াও আপনাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাধীন করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের মন জিত হয় নাই। যিনি মনোধর্ম্মকে জয় করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বাধীন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ত্রিদণ্ডিগণ এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বাধীন, তাঁহারা এজন্যই "গোস্বামী" নামে অভিহিত। কেননা, তাঁহারা বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ, এই ষড়্‌বেগ—কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা জীব সর্ব্বদা যাহাদের দাস্য করিয়া থাকে—এই সকল বেগকে ধারণ করিতে সমর্থ, এজন্য তাঁহারাই গোস্বামী, তাঁহারাই সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। স্বাধীন গৌড়েশ্বর হুসেনসাহ একদিন শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

বিনা দানে এত লোক যাঁ'র পাছে হয়।
সেই ত' গোসাঞি, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥

(চৈঃ-চঃ ম ১।১৬৯)

অর্থাৎ "আমি কোথায় 'প্রভু', গৌড়ের অধিপতি—'যাদসাহ'। আমি লোকদিগকে কত দান দিয়া, অর্থ দিয়া, ভক্ত বেতন প্রভৃতি দিয়া, কতপ্রকার তোষামোদ করিয়াও আমার বশীভূত রাখিতে পারি না, আর যাহা-দিগকে—বিনিময়ে কিছুমাত্র না পাইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পশ্চাতে এত লোক ধাবিত কেন হয়? ইনিই নিশ্চয় 'গোসাঞি', ইনিই পৃথিবীর প্রকৃত সম্রাট্—প্রভু। শ্রীরূপ, সনাতন তাহার সাক্ষ্য।"

শ্রীচৈতন্যদেব এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ জানিতেন ও জানেন—প্রকৃত স্বাধীনতা কি, আর দাসমনোভাবই বা কি, তাই তাঁহারা তথাকথিত 'স্বাধীনতা' লইয়া ব্যস্ত

হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব যে-কালে সনাতনধর্ম্ম প্রচার করেন, শ্রীমদ্ গোস্বামিবৃন্দ ও তৎপরিবর্ত্তিকালে শ্রীল নরোত্তম, শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে-সময় ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করেন, তখন ভারতবর্ষ বিজিতই ছিল—অন্য জাতির অধীন ছিল; কেবল তাহা নহে, তখন ধর্ম্মাচরণে পর্য্যন্ত লোকের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার অনেক গোমহর্ষণকর সাক্ষ্য রহিয়াছে। এখনও মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র—যেখানে যত তীর্থস্থান, সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শকের নয়ন-পথে পতিত হয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার অনুগত ভক্তবৃন্দ ব্রহ্মাণ্ড-ভোগকারিগণের দুর্বুদ্ধির সহিত প্রতিযোগিতা করিবার কোনও পরিচয়ই প্রদান করেন নাই। তাঁহারা ঐ সকল অনিত্যবস্তু-ভোগলোলুপগণকে বঞ্চনা করিয়া ভগবদ্ভক্তির কথা—সত্য কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আর যাঁহারা সেই সময়ে বা তৎপরিবর্ত্তিকালে হিন্দুস্থানকে পরাধীনতার পাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রেমের কথা জগতে দিতে পারেন নাই, সমতা দূর করিতে পারেন নাই। কোথায়, তাঁহাদের বিচারের পরাধীনতার পাশও ত' আজিও তাঁহাদের চেষ্টায় বিদূরিত হয় নাই! প্রেমের অভাবে—স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে যখন পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের পরাধীনতার বন্যা তাঁহারা এক জাতির হস্ত হইতে অপর জাতির হস্তে উঠাইয়া দিয়াছেন! ইহাই জগচ্চক্রের ধর্ম্ম। তাই প্রকৃত প্রেমধর্ম্মের প্রচারকগণ—শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞাবাহিগণ একমাত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমের দাস ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুর দাস বা প্রভুত্ব কামনা করেন না—ঐরূপ মূর্খতা, অজ্ঞতা, অপরিণামদর্শিতা, আত্মবোধাভাব হইতে তাঁহারা সমগ্র জীবকে রক্ষা করিবার জন্যই শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বাণী সর্ব্বদেশে, সর্ব্বপাত্রে ও সর্ব্বকালে প্রচার করেন।

'অস্পৃশ্যতা', 'অস্পৃশ্যতা' করিয়া আজকাল একটা ধুয়া উঠিয়াছে। আন্তর্জাতিক সহভোজ, বেধয়-মুক্তাকরাসের হাতে খাওয়া-পরিবেশন প্রভৃতি আজকাল যেন উদারতার লক্ষণ। এই সকল চেষ্টার পশ্চাতে রাজনৈতিক বা অন্যান্য উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে, ইহা অনেকের অভিমত। এই সকল হুজুগে অনেকে 'যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন' সংগ্রহের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। আর্য্যসমাজ বলিতেছেন,—"আমরাই অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের আদি প্রচারক।" ব্রাহ্মসমাজ বলিতেছেন,—"আমরাই ইহার পথ-প্রদর্শক।" নানাপ্রকার মিশন, সঙ্ঘ, সোসাইটি, লিগ্, এসোসিয়েসন বলিতেছেন,—"আমরা এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক না হইলেও সংস্কারক ও পুনঃ-প্রচারক।" আবার প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের ও অপচৈতন্যগ্রস্ত সম্প্রদায়ের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের কথার বিকৃতভাব শুনিয়া যাঁহাদের বদহজম হইয়াছে, তাঁহারা বলিতেছেন,—শ্রীচৈতন্যদেবই ছিলেন অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আন্দোলনের আদিম প্রচারক; ইত্যাদি ইত্যাদি।

অজ্ঞাভিলাষী ভোগকামী বিভিন্ন সম্প্রদায় এইরূপ বিভিন্ন মনোধর্ম্মে গঠিত হইয়া পূতিগন্ধপূর্ণ প্রাকৃত ভাব-গুলিকে নানাভাবে আলিঙ্গন করিতেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ, বাণী, প্রচার, উদ্দেশ্য—ঐ সকল অজ্ঞাভিলাষী স্বয়ং-সিদ্ধ বিচারক কেহই বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারে নাই, তাহারা ঠিক বিকৃত ও বিপরীত বুঝিয়াছে।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় ও তাহার পদলেহী তথাকথিত বৈষ্ণব বা প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় আবার অন্য ভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কথার বিকৃত বিচারকে বদহজম করিয়াছে। তাহারা—"যন্নামকীর্ত্তনপ্রণামানুকীর্ত্তনাৎ যৎ প্রহ্বণাৎ যৎ স্মরণাদপি কচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥" (ভাঃ ৩।৩৩।৬) প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্য-গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া কূপণে আত্মবুদ্ধি করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে একমাত্র কৃষ্ণ-সেবা ব্যতীত কোনওপ্রকার অজ্ঞাভিলাষ নাই। শ্রীচৈতন্য-দেব শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমুখ সনাতন শাস্ত্রের সহিত সমস্বরে বলিয়াছেন যে, হরিসেবায় মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার। যে-কোনও কুলে উদ্ভূত মনুষ্য যদি সদ্গুরুপাদপদ্মের কৃপা-বলে ঐকান্তিকী হরিসেবায় নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে জাতিসামান্যে দর্শন করিতে হইবে না। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম কোন জাতির অন্তর্গত প্রাকৃত বস্তু নহেন, যেমন শ্রীশালগ্রাম অন্যান্য শিলার সঙ্গে সমান নহেন, গঙ্গা অন্যান্য জলের সহিত সমান নহেন, তুলসী অন্যান্য পত্রের সহিত সমান নহেন, তদ্রূপ। যাঁহারা শ্রীহরির সেবা

করেন, যাঁহাদের শ্রীমুখ মহাপ্রসাদস্পর্শ হইতে প্রভু শ্রীনাম নৃত্য করেন, তাঁহাদের দুর্জ্জাতিত্ব নাই। তাঁহাদের আচারে—চরিত্রে সকলে শ্রেষ্ঠ পবিত্রতা স্বাভাবিকভাবে অনুস্যূত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যবনকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ-গ্রহণার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন, আচার্য্যশিরোমণি গৃহস্থলীলাভিনয়-কারী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং শ্রীল মুরুচ ঠাকুর হরিদাসের সহিত শান্তিপুরে একসঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন বা শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাসের নির্য্যাণের পর তাঁহার চিদানন্দ দেহ স্কন্ধে স্থাপন-পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক পান করিয়াছিলেন, আর যবনকুলে আবির্ভূত 'হরিদাস'কেও ভক্তগণ 'ঠাকুর' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন বলিয়া যবন-মাত্রের সহিত তাঁহারা সেইরূপ ব্যবহার করেন নাই। ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইলেও তিনি 'যবন' নহেন।

কালিদাস ভূঁইমালীকুলে উদ্ভূত কন্দু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট আনের আটি অবেদ্য-গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া চিত্তের মহাবদান্য-প্রসাদে-বিচারে আস্বাদন করিয়াছিলেন বলিয়া যাঁহারা শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম আশ্রয় করেন নাই, এইরূপ ব্যক্তিদিগকে আদিজন বা তাহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ দূরে থাকুক, তাহাদের গৃহের কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবার কপটতা দেখাইয়া কালিদাস উদারতার আদর্শ প্রচার করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব অদ্বৈতবংশ-ব্রাহ্মণের হস্ত-পাচিত কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই—শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ অদ্বৈতবংশ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণব্রুবগণের সহিত কখনও ষড়্‌বিধ সঙ্গ করেন না—শ্রীচৈতন্যভাগবতগণ নীচজাতিকে নীচজাতি রাখিয়া বা বলিয়া তাহাদের সহিত ষড়্‌বিধ সঙ্গের কোন সঙ্গই করেন না। পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পতিতগণকে 'পতিত' রাখিয়া, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস পতিতাকে 'পতিতা' রাখিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার বা উদ্ধার করেন নাই। একমাত্র ভগবৎসেবায় আত্মসমর্পণ-ব্যতীত জীবের আর কোনও প্রকারেই পাতিত্য বিদূরিত হইয়া নির্ম্মল আত্ম-স্বরূপ প্রকাশিত হইতে পারে না। অজ্ঞাতিবাদের বশবর্ত্তী হইয়া যে পাতিত্য-বিমোচনের চেষ্টা, তাহা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের প্রায়শ্চিত্তাদি ব্যবস্থা-মূলকই হউক, আর আপাত তৎপ্রতিযোগী আধুনিক তথাকথিত আর্য্য-সমাজ, তথা-কথিত ব্রাহ্ম-সমাজ, মিশন, মঠ, সঙ্ঘ প্রভৃতির চেষ্টামূলকই হউক,—সকলগুলিই কৃত্রিম, কপটতাপূর্ণ, সাময়িক ও শাস্ত্র-যুক্তি-বিরহিত। আধুনিক অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের এই চেষ্টা গুলির কৃত্রিমতা ও কপটতা যে-কোনও সুধী ব্যক্তি অকপট ও নিরপেক্ষ হইলেই ধরিতে পারিবেন। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের যেরূপ অস্পৃশ্যতা-সংরক্ষণের বিচার কাপট্যময়, আপাত তৎপ্রতিযোগী আধুনিক বিবিধ নব্যদলেরও অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের বিচার তদ্রূপই কপটতাময় ও অত্যন্ত কৃত্রিম। উহাতে কোনকালে সমাজের মধ্যে একতা, উদারতা উপস্থিত হওয়া ত' দূরের কথা, অচিরেই ঐ সকল চেষ্টা একান্ত অমঙ্গলকরী হইবে। ইহা কেবল কলিকালের দৌরাত্ম্যগুলিকে শীঘ্র শীঘ্র সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিবার উত্তেজনা-মাত্র। একমাত্র বিশুদ্ধ চিদ্‌বৈজ্ঞানিক, অকৃত্রিম, অজ্ঞাতিগন্ধরহিত, কৃষ্ণ-সেবা-মুখতাৎপর্য্যপর শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বিচার—বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিচার (কর্ম্মজড়গণের আসুরবর্ণাশ্রম নহে) পুনঃ সংস্থাপিত হইলেই জগতে সাম্য, ঐক্য, শান্তি, এবং সমূহ কল্যাণের কল্পতরু মঞ্জরীত হইবে।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় চৌরাশিক্রোশ শ্রীশ্রীব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। মথুরার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্, কেন্দ্র অফিসার, শ্রীমথুরা ও সমগ্র শ্রীব্রজমণ্ডলের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তথা নিরপেক্ষ সাধারণ ব্যক্তিমাত্রই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে এবার শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যে অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে আদর্শ ও অভিনব। সে-দিন শ্রীযুক্ত

বৃন্দাবনের প্রাচীন অধিবাসী জনৈক প্রবীণ চিকিৎসকের সহিত মথুরার রেলওয়ে অফিসারের যে আলাপ হইয়াছিল, তাহা উক্ত চিকিৎসক মহাশয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পরিক্রমার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া সকলেই বলিয়াছেন,—ঐরূপ আদর্শ পরিক্রমা এখন হইতে সকলেরই অনুসরণীয় হওয়া আবশ্যক। বিরাট যাত্রিসঙ্ঘের উপর শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিয়ামকগণের প্রভাব অধিকতর। যাত্রিসঙ্ঘ নিয়ামকগণের আইন আনুষঙ্গিক প্রদ্ধা ও বেদ্ধার সহিত মানিয়া চলিয়াছেন বলিয়াই কোনও প্রকার বিপদ আপদ বা অসুবিধা ঘটে নাই।

হরিজনী নিরপেক্ষ পণ্ডিতমহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রবর্ত্তিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ পরিক্রমার একটি সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, পরিক্রমাটী অনুক্ষণ অভিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের জীবন্তবাণীতে মুখরিত ছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে পরিক্রমার উদ্দেশ্য, পরিক্রমার সার্থকতা, বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ উদ্দীপনার বার্ত্তা, তথ্য ও যৌক্তিক অনুসন্ধান, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আচরণ ও সূক্তির সহিত বিজড়িত করিয়া একদিকে যেমন আচার্য্যের সেবক-সম্প্রদায় আচার্য্যের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সকলকে বুঝাইয়া দিতেন, অপরদিকে গৌরজন-জন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনুক্ষণ, অবিরাম শ্রীহরিকথামৃত-তরঙ্গিণী-প্রবাহে শ্রীশ্রীব্রজ-ভূমির নিত্যস্বরূপ সকলের নিকট প্রকটিত করিতেন। ইহা ঠিক গতানুগতিক পরিক্রমার মত নহে, তাড়াহুড়া "রাগবাগীশ" নিকট ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মহোৎসব প্রবল করিয়া জড়বিষয়ে আসক্তি বা নিজীব ভোগপর জীবন-যাপনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত চিন্ময়ধামকে "প্রপঞ্চের সম" দর্শন করিয়া কৌতুক চরিতার্থ করিবার চেষ্টাও নহে। সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্য-নিত্য-জন গৌর-প্রণয়ী মহাভাগবতের পদানুসরণে তাঁহার শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিতে করিতে প্রেষ্ঠ সাধন ভজনপরক ধামন ও সঙ্কীর্ত্তনে নিরপরাধে প্রবেশের চেষ্টা এই পরিক্রমার আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পরিক্রমায় শ্রীগৌর-জনের শ্রীমুখে যে শ্রীহরিকথামৃত-মহোৎসব প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত হইতেও সুদুর্লভ। যাঁহারা কোনও প্রকারে তাহা হারাইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পরিক্রমার উদ্দেশ্যই নষ্ট করিয়াছেন।

চৌত্রিশক্রোশ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পরিক্রমার যাত্রিগণের পরিচালনার ভার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সুযোগ্য সেবক বাগ্মীবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। স্বামিপাদ বিদায়ের পরিশ্রম করিয়া—নিজের আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের প্রতি উদাসীন থাকিয়া যাত্রিগণের সর্ব্ববিধ সুবোধ প্রদান, বিরাট যাত্রিসঙ্ঘের মধ্যে শৃঙ্খলা-সংরক্ষণ ও পরিক্রমার বিভিন্ন স্থানের বার্ত্তা, পরিচয়, তথ্যাদি শুদ্ধভাবসমূহের অনুসন্ধান প্রকাশার্থে যে প্রযত্ন করিয়াছেন, তাহা আদর্শস্থানীয়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা শ্রীমৎ বা মহী মহারাজে কতদূর সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা আমরা তাঁহার অন্যান্য সেবাকৃত্যের মধ্যে সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

আচার্য্যাত্মিক শ্রীমৎ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু, ভক্তিপদক শ্রীযুক্ত গৌরহরণ প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ও আনুগত্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পরিক্রমার সুব্যবস্থার ভিত্তিসংস্থাপনে যে অমানুষী প্রতিভা ও সেবার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র পরিক্রমা অতি সহজে সুশৃঙ্খলিতভাবে অনুষ্ঠিত হইবার পথে কোনও অর্গল উপস্থিত হয় নাই।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের উপর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যাত্রিসঙ্ঘের প্রসাদাদির ব্যবস্থার ভার প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সদাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনয় মহারাজ কোদালকের সেবা ও ভাণ্ডারের দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দুই জনের নায়কত্বরূপে মঠের অনেক সেবক উক্ত কার্য্যের সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ ভারতী মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিবিনয় ও তৎসহায়কগণের সেবা-চেষ্টায় "কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি' গৌরায়। তা-সবার খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়। পাতি পাতি করি' ভক্তগণে বসাইলা। পরিবেশন করিবারে

আপনি লাগিলা। ০ ০ ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া।"—(চৈঃ চ) যাত্রাটী পরিক্রমার আদরে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের মিষ্ট ভাষণ, সকলের আবশ্যক দ্রব্য সমভাবে প্রদান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, যথাসময়ে অভাবনীয়রূপে নানা বৈচিত্র্য প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি কার্য্য পরিক্রমার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে নিত্য বিরাট্ মহা-মহোৎসবময় করিয়া রাখিয়াছিল। কোন রাজপ্রাসাদে কিংবা উদ্যানের অপেক্ষাকৃত বৎসরে বা কোন বিশেষ পর্ব্ব-উপলক্ষে একটি সামান্য মহোৎসব করিতে হইলে, এক মাস পূর্ব্ব হইতে তাহার জন্য ভাবনা, চিন্তা ও বহু মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়াও সেই কার্য্যে নানা ত্রুটী, বিচ্যুতি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কি মহান্ প্রভাব! আর যত তাঁহার কৃপাসিক্ত ব্যক্তিগণের সেই প্রভাব-ধারণ-সামর্থ্য! প্রত্যহ প্রতিস্থানে, বনের অভ্যন্তরে—যেখানে লোকের পক্ষে চর্ব্ব্য-চুষ্যাদি ভোজ্যসামগ্রী পাওয়া ত' দূরের কথা, অনেক সময় যাহাতে জলটুকুও পাইতে ক্লেশকর হয়, সেইরূপ নির্জ্জন কান্তারেও চতুর্দ্দিকে হৃদ-সমন্বিত মহাপ্রসাদের অপরূপ বিরাট্ মহামহোৎসব নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একদিকে ব্যক্তিগতের—ভক্তগণের মহোৎসব, অপরদিকে ব্রজের বিভিন্ন স্থানে ব্রজবাসিগণকে—স্থানীয় ব্যক্তিগণকে পর্য্যাপ্ত ঘৃত, আটা, মিষ্টান্নাদি দ্রব্য বিতরণ—এইরূপ নিত্য মহামহোৎসবের চিত্র ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব ও আশ্চর্য্যজনক। ইহা সামান্যভাবে মথুরার দর্শন করিয়াই শুনা যায়, মথুরার জেলুথ অফিসার বলিয়াছিলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সকল যাত্রীকে একস্থান হইতে মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া বড়ই সুন্দর কার্য্য করিয়াছেন। কারণ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে-সকল পরিক্রমা হয়, তাহাতে প্রত্যেক যাত্রীর নিজের নিজের খরচে নিজের নিজের দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক পাকাদি করিয়া ভোজনাদি করিতে হয়। তাহাতে একদিকে যেমন ক্লান্ত যাত্রিগণের অত্যধিক পরিশ্রম হয়, অপর দিকে ক্লান্ত যাত্রিগণ স্বতন্ত্র-ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করায় অসাধু, দুর্বৃত্ত প্রভৃতি নানা-প্রকার মারাত্মক ব্যাধির কবলে কবলিত হইয়া থাকেন এবং প্রত্যেক বৎসরই খাদ্যদোষে, জলদোষে, অত্যধিক পরিশ্রমাদির জন্য বহুযাত্রীকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় সকলকেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইত। প্রাতে পরিক্রমার অগ্রণীরূপে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমদ্গুরু প্রভুর শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেন। কোন বিশ্রামস্থানে শ্রীমদ্গুরু-প্রভুর ভোগ লাগান হইত। সেই ষড়ভোগের প্রচুর প্রসাদে বিরাট্ যাত্রিসঙ্ঘ বিতরণ করা হইত। আবার পরিক্রমা হইতে নির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়াই মহা-প্রভুর ভোগ হইত। যাত্রিগণ স্নানাদি সমাপন করিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদে-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হইতেন। যেখানে দুগ্ধাদি বা স্বাস্থ্যকর জলের অভাব, সেখানে যানযোগে দুগ্ধাদি ও স্বাস্থ্যকর পানীয় জল সংগৃহীত হইত। কাজেই কোথায়ও যাত্রিগণের কোনরূপ প্রকার দূষিত জল-পানের ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না।

পথে কোথায় কি অসুবিধা আছে, কোথায় কণ্টকাদি আছে, তাহা পূর্ব্বেই সমবেত যাত্রিসঙ্ঘকে বক্তৃতার মধ্যে জানাইয়া দেওয়া হইত। প্রত্যেক যাত্রীকে এক একখানি করিয়া পরিক্রমার পঞ্জী দেওয়া হইয়াছিল; উহা বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কাজেই প্রত্যেক যাত্রী পূর্ব্বাহ্নেই সেই পঞ্জী দেখিয়া জানিতে পারিতেন,—আগামী দিবস তাঁহাদের কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিতে হইবে, সেখানে কি কি দ্রষ্টব্য ও দর্শনীয় আছে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ ও বিভিন্ন পণ্ডিত বক্তৃগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে সেই সকল স্থানের লীলাকথা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সেই সকল লীলা শ্রবণ ও দর্শনের অধিকারের কথা সকলকে জানাইয়া দিতেন।

পরিক্রমার পথে জলপিপাসায় পাছে কেহ দূষিত জল-পানাদি করেন, এজন্য পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত এবং সঙ্গে সুমিষ্ট জলের যান থাকিত, তাহা হইতেও অনেক সময় জল বিতরণ করা হইত। সুমিষ্ট জলের কূপ পাইলে যাত্রিগণ সেখান হইতেও জলপান করিতেন। কেহ পশ্চাতে পড়িয়া না থাকেন, বিশেষতঃ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধগণ শ্রমে ক্লান্ত হইয়া সঙ্গ ছাড়িয়া একাকী বা একাকিনী কোথায়ও পড়িয়া না থাকেন, তজ্জন্য সকলের পশ্চাতে একদল স্বেচ্ছা-সেবক সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্টভাবে থাকিতেন। তাঁহাদের কার্য্যই

দিল যে, তাঁহারা অসমর্থ যাত্রী, কিংবা পরিক্রমার সঙ্গচ্যুত যাত্রিগণকে হয় থানায়দিবে, না হয় অন্য কোনভাবে সঙ্গে করিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিবেন। লোকের কোন জিনিষপত্র হারাইবারও সম্ভাবনা ছিল না। সর্ব্বশেষের স্বেচ্ছাসেবকগণও যাত্রিগণ অনাবশ্যকতা-নিবন্ধন যে-সকল দ্রব্যাদি ফেলিয়া আসিতেন, তাহা সমস্ত কুড়াইয়া অনুসন্ধান-কার্য্যালয়ে জমা দিতেন এবং অনুসন্ধান-কার্য্যালয়ে অনুসন্ধান করিয়া সকলেই তাঁহাদের দ্রব্যাদি অতিসহজে প্রাপ্ত হইতে পারিতেন।

কটকের শ্রীপাদ পুরুষোত্তম-সনাতন ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তিবিলাসবিগ্রহ প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীগিরিপ্রসাদজী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের সহায়কগণের সহিত Rear partyতে তাঁবুর বন্দোবস্ত করা, এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে তাঁবু উঠাইয়া লইয়া যাওয়া প্রভৃতি সেবা-কার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব-প্রদর্শন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত, পণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ ও সর্ব্ববিষয়ে সুযোগ্য হইয়াও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেবায় যেরূপভাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই আদর্শস্থানীয় ও সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

পূর্ব্বগামী সেবকসঙ্ঘের (advance party) মধ্যে শ্রীমদ্গ্রীব ব্রহ্মচারীজী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীকানাই ব্রহ্মচারীজী ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ উচ্চকুলজাত, সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিত সেবক-বৃন্দ যেরূপ অদম্য সেবোৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়। ধন্য তাঁহাদের উৎসাহ, ধন্য তাঁহাদের উদ্যম! তাঁহারা দিন নাই, রাত্রি নাই, পথ নাই, বিপথ নাই, কত অপরিচিত প্রদেশে, নির্জ্জন কান্তারে, কোথাও কোথাও বা জনপ্রাণীহীন বনে, কোথায় বা হিংস্র জন্তু-পূর্ণ স্থানের মধ্য দিয়া একমাত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া অজ্ঞাত নূতন প্রদেশ আবিষ্কারকগণের ন্যায় কতিপয় বিদেশীয় সঙ্গীর সহিত চলিয়াছেন। আগামী দিবস, বা দুই তিন দিবস পরে পরিক্রমা যেখানে আসিয়া কেন্দ্র স্থাপন করিবেন—শিবির স্থাপন করিবেন, সেই স্থানে তাঁহারা একদিন বা দুই তিন দিন পূর্ব্বেই উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে স্থানের সকল বিষয় নিবেদন করিয়াছেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী স্থানে পূর্ব্বাহ্নেই শিবির সংস্থাপন করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য কেন্দ্রের স্থান আবিষ্কার ও নির্দ্দেশের জন্য চলিয়াছেন।

দুই প্রহর (৪৪) শিবির থাকায় যাত্রিগণের কোনও কষ্টই হয় নাই। এক সেট তাঁবু লইয়া অগ্রগামী স্বেচ্ছাসেবকসঙ্ঘ (advance party) পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন এবং যাত্রিগণ পরিক্রমায় বাহির হইলে Rear party অন্য সেট তাঁবু লইয়া বহির্গত হইয়াছেন। Rear party তাঁবুগুলি লইয়া আবার advance partyর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। অনেক সময় গোযান, কোথায় কোথায়ও বা মোটর 'ভ্যান্', প্রভৃতিও তাঁবু-বহনে নিযুক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানেই কোনও জলাশয়, বৃহৎ কূপ বা দীর্ঘিকার তটে শিবির-শ্রেণী সংস্থাপিত হইয়াছে। যেখানে শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানই যেন একটি সুন্দর সুশৃঙ্খলিত নগরে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁবুর চতুর্দ্দিকে গমনাগমনের পথ, পথের মধ্যে উজ্জ্বল আলোক-মালার স্তম্ভসমূহ, তোরণ, তোরণে বিভিন্ন ভাষায় "শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা" নামাঙ্কিত পতাকা-রাজি, প্রত্যেক শিবির বিভিন্ন সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, কোন্ শিবির কোন্ কোন্ দেশের যাত্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাঁবুর সম্মুখে তাহা বৃহৎ অক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের শিবির সকলের কেন্দ্রে, তৎসম্মুখেই সুবৃহৎ সামিয়ানা বা কীর্ত্তন-বক্তৃতা-স্থলী, তৎসন্নিকটেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিবির, নিকটে অনুসন্ধান-কার্য্যালয়, তৎপার্শ্বে সম্পাদকীয় শিবির, স্বেচ্ছা-সেবক-কার্য্যালয়, অগ্রগামী সেবক-দলের শিবির, কোষাধ্যক্ষের শিবির, ঔষধ ও চিকিৎসকগণের শিবির, চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রের যাত্রিগণের তাঁবু, স্বতন্ত্রভাবে ও একপার্শ্বে মহিলাগণের শিবির-সমূহ, ভাণ্ডারের তাঁবু, মহাপ্রসাদ-বন্টনের তাঁবু, পাকশালার সুবৃহৎ বেষ্টনী, জলবিতরণের স্থান, পুলিশ ও পাহারাদার-গণের তাঁবু; চাউল, ডাল, আটা, ঘৃত, আলু, চিনি, গুড় প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঠিকাদারের দোকানের তাঁবু, ঘোড়ার টাঙ্গা, একা, গরু ও মহিষের গাড়ী এবং গাড়োয়ানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান,—এই সকল

মিলিত হইয়া একটি 'নগরে' পরিণত হইয়াছিল। সন্ধ্যা হইবামাত্রই যখন আলোক-মালা পুষ্পের ন্যায় ফুটিয়া উঠিত, স্বেচ্ছাসেবকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে তৎপর হইতেন, এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে কীর্ত্তন ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহুভক্ত ও স্থানীয় বহু পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট অমৃতময় হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকিতেন, বক্তৃতা-মঞ্চে বক্তৃতা, পাঠ ও আলাপে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের গুণ-কথনা ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইত, ব্রহ্মবাসিগণের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সোৎসুক কর্ণ ও নয়নে দলে-দলে আসিয়া জুটিতেন, তখন এক অদ্ভুতপূর্ব্ব দৃশ্য হইত। ব্রহ্মবাসিগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া প্রভুপাদের মস্তক, কেহ বা সংস্কৃত শ্লোকোচ্চারণ করিতে করিতে, কেহ বা ব্রজবুলিতে নানা পদ গাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন ও আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান করিতেন। কেহ বা "অনুব্রজনং নুনাং পূর্ব্বেষাং দীনচেতসাং" বলিতে বলিতে ব্রজের ফল, পুষ্প, মালিকা প্রভৃতি উপহার প্রদান করিতেন। কেহ বা ভগবানের প্রসাদ, প্রসাদীবস্ত্র প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া প্রভু-পাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য সমুপস্থিত হইতেন। শ্রীল প্রভুপাদ কখনও হিন্দিতে, কখনও বঙ্গ-ভাষায়, কখনও ইংরেজীতে বিভিন্ন শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হরিকথা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা—ব্রজের নিগূঢ় ভজন-তাৎ-পর্য্যের কথা কীর্ত্তন করিতেন। যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তন-পরিক্রমা করিতেন, তাঁহারা নব-দ্বীপের 'সুধা-তরঙ্গিণী' ও বৃন্দাবনের 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি' স্বামীর রসের ঔদার্য্য-মাধুর্য্যমূর্ত্তি যুগপৎ উপলব্ধি করিতেন।

—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতনেমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শন গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ প্রমুখ সকল ত্রিদণ্ডিপাদই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় বাক্তিগতের নিকট পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরিক্রমার উদ্দেশ্য সফলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

—

শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোস্বামী প্রভু বিভিন্নভাবে পরিক্রমার সেবা করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমধুসূদনবাবুজীর সহ-বিদ্বদ্বৃন্দ প্রভৃতি প্রমুখ বৈষ্ণবমণ্ডল শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে থাকিয়া পরিক্রমা-কালে প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যা-রত্ন প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে থাকিয়া সেবা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীশ্যামমোহনজী শ্রীল প্রভুপাদের মোটরযান-চালনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীদেবকীনন্দন, ব্রহ্মচারী শ্রীজ্ঞানানন্দজী, শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তগণ প্রসাদাদি বিতরণ ও ভাণ্ডারাদি সংরক্ষণে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী স্বেচ্ছাসেবকদলের পরিচালনা ও পরিক্রমার যাত্রিগণের নানাবিধ সুযোগ-প্রদানের জন্য অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজী ভক্তিশাস্ত্রী বিশেষ পরিশ্রম-স্বীকার পূর্ব্বক অতি দক্ষতার সহিত যাত্রি-গণের বিহারাদিপত্র একস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ, সংরক্ষণ এবং প্রত্যেক যাত্রীর বাসস্থান-নির্দ্দেশ প্রভৃতি কার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরাশ্রিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন, ডাক্তার শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি চিকিৎসকগণ যাত্রিগণকে ঔষধ-দান ও তাঁহাদের সুচিকিৎসার জন্য বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি, এল "দৈনিক-নবীন-প্রকাশে" পরিক্রমার দৈনিক বিবরণ প্রেরণ করিয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের বিশেষ প্রীতির পাত্র হইয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল ও পণ্ডিত শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ব্রজের বিভিন্ন স্থানের তথ্যাদি সংগ্রহে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

—

উল্লিখিত বা অনুল্লিখিত নাম স্বীয়তীয় মঠাশ্রিত সর্ব্ব-প্রকার ভক্তগণ, সাধারণ ভক্তলোক ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ প্রভৃতি যেরূপ অক্লান্ত ও অকপট সেবার পরিচয় দিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-প্রচারকে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা শ্রীশ্রীবিশ্বৈকান্তরাজ-সভার নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

—

উত্তরপশ্চিমদেশবাসী অনেক ভক্ত বিভিন্ন ভাবে এবং ঠাকুরসাহেব উকিলসাহেব, অধ্যাপক আউধ বিহারী কর্পূর এম, এ প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ সোৎসাহে কার্য্য, স্থানে স্থানে হিন্দি-ভাষায় বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা করিয়া তাঁহাদের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

মুক্তপ্রদেশের মহামান্য গভর্ণর, মথুরার মাননীয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সেসন্স জজিসাহেব ও বিভিন্ন রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ বিরাট পরিক্রমার নানাভাবে সহায়তা করিয়া শ্রীবিশ্বৈষ্ণব-রাজ-সভার সভ্যবর্গকে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহাদের সৌজন্য ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-সম্বন্ধে তারের সংবাদের অনুবাদ

(১২)

[এই সংবাদটী ১৪শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত ২৯।১০।৩২ তারিখের তারের সংবাদের পূর্ব্বেই প্রকাশ করার কথা, কিন্তু ভ্রমবশতঃ এখন উহা উল্লঙ্ঘনক্রমে প্রকাশিত হইল]

মথুরা ২৮।১০।৩২

গতকল্য প্রাতে ৭ ঘটিকায় পরিক্রমা-শোভাযাত্রা ঘাট হইতে যাত্রা করিয়া সিদ্ধকুণ্ড, কোকিলাবনে শ্রীনবিহারীজী (এখানে শ্রীল প্রভুপাদের অনুজাদি বান্ধবগণের জন্য বিবিধ মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা হয়), বলরামকুণ্ড, ধাউজী, মদন-মোহনজী, বড় গোস্বামীর শ্রীমূর্ত্তি, বৈঠানে সনাতনগোস্বামীর ভজনস্থলী, চরণপাহাড়ী, রাসস্থলী এবং রাসবিহারীজীকে প্রভৃতি দর্শন করিয়া অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় কোটবনে সূর্য্যকুণ্ডে পৌঁছেন। সন্ধ্যার পর অসংখ্য শ্রোতৃবর্গের গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ দীর্ঘ দুই ঘণ্টাকাল শ্রীহরিকথামৃত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত ব্রজপরিক্রমা-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রজবাসিগণ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন করিতে সমবেত হইয়াছিলেন। বিশ্রামান্তে পরিক্রমা কোশীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ছবিটী উঠান হইয়াছে।

(১৩)

মথুরা ৮।১১।৩২

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মাতুলালয় রাজেন নামক স্থানে তাঁহার আবির্ভাবস্থলী দর্শনান্তে পরিক্রমা-দল নিরাপদে গতকল্য সন্ধ্যার সময় শ্রীমথুরা ধামে পৌঁছেন।

কার্ত্তিক কৃষ্ণাদশমী দিবস পরিক্রমা-দল মথুরা সহরস্থ কংসটিলার নিকটবর্ত্তী স্থানে সমুপস্থিত হইয়া নির্ব্বিশেষবাদ-বিধ্বংস-মূলক উচ্চ-নাম-সংকীর্ত্তনরোলে যখন দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছিলেন, সেই সময় ঐ স্থানে শ্রীগুরু-কর্ত্তৃক নির্ব্বিশেষবাদী কংসের নিধন-লীলার অভিনয় তত্রত্য অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইতে দেখা যায়। কংস-বধলীলা ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী উপলক্ষে তখন ঐ স্থানে উপর্য্যুপরি চারিদিবসব্যাপী মেলা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

বোম্বাই অঞ্চল নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পন্ন-নাভাচারিয়া নামক জনৈক আইন-ব্যবসায়ী শ্রীগোকুলে পরিক্রমায় যোগদান-পূর্ব্বক গতকল্য পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হন এবং জিজ্ঞাসু হইয়া ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ কতিপয় প্রশ্ন করিলে ভূমিষ্ঠান্ত-সম্রাট্ আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ সুমীমাংসাপূর্ণ সহজভাবে প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বসংশয় নিরসন করিয়া দেন। কতিপয় প্রসিদ্ধ এডভোকেটও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

---

(১৪)

Muttra
10. 11. 32.

The grandest Brajamandal Parikrama-Procession of Sri Chaitanya Math with sweet Sankirtan reached Brindaban on the eighth at evening, circumambulated same yesterday and

visited Sri Govindaji, Sri Madanmohanji and Sri Gopeenathji. About hundred big tents with ornamental signboards pitched in extensive plot near Sri Govindajee's temple in nice order presented picturesque scenery. Many respectable gents from Brindaban are approaching Divine Feet of His Divine Grace daily to have sermons which are distributed unceasingly by Sri Srila Prabhupad. The visitors are charmed to see Srimad Mahaprabhu and excellent arrangements. Tridandiswami B. H. Ban Maharaj and others lectured yesterday evening pointing out present erroneous environments of the world under garb of religion and showing way to shake it off to get Krishna-Prema, the goal of human life. Today Sree Srila Gour-Kishoredas Babajee Maharaja's Tirobhab-Mahotsab is going on in grand scale.

অনুবাদ

মথুরা ১০।১১।৭২

৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় বিরাট্ পরিক্রমা-শোভাযাত্রা সুমধুর সঙ্কীর্তন করিতে করিতে বৃন্দাবন পৌঁছিয়া গত কল্য বৃন্দাবন-পরিক্রমা মুখে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন দর্শন করিয়াছেন। বহুবিধ মনোরম সাইনবোর্ডে শোভিত প্রায় একশত বৃহৎ পটহ (তাঁবু) শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের সন্নিকট সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সুদৃশ্যভাবে সজ্জিত হইয়া এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্য রচনা করিয়াছে। প্রতিদিন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হরিকথা-শ্রবণ-মানসে শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে আগমন করিতেছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ অক্লান্তভাবে হরিকথামৃত বর্ষণ করিতেছেন। দর্শকগণ শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণ ও পরিক্রমার সুব্যবস্থাদি দর্শন করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইতেছেন। শ্রীপাদ বন মহারাজ এবং অন্যান্য অনেক বক্তা গত সন্ধ্যায় বর্ত্তমান জগতে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারের কথা উল্লেখ-পূর্ব্বক কিরূপে সেই অবস্থা দূরীভূত হইয়া মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয় কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হয়, তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অদ্য তথায় মহাসমারোহে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(১৪)

বৃন্দাবন ১০।১১।৭২

অদ্য প্রাতে ৭ ঘটিকায় পরিক্রমাসহ বৃন্দাবন পরিক্রমায় অন্ত পরিদর্শিত হইয়া সাতজী মন্দিরের অবশিষ্ট মন্দিরগুলি ও যমুনার বিভিন্নঘাট-সমূহ দর্শন করিয়া মধ্যাহ্নে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অদ্য বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-উৎসব শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অনর্গল শ্রীহরিকথামৃত বিতরণ ও যাত্রিগণকে অকাতরে চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ-প্রদানমুখে বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইতেছে। গত সন্ধ্যায় শ্রীপাদ বন মহারাজ হিন্দীতে ও শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যহ এক ঘণ্টার উপর বহু ভক্ত লোক, পণ্ডিত, বাবাজী ও ব্রজবাসিগণের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। মাসাধিক-কালব্যাপি পরিক্রমা বিশেষ সাফল্যের সহিত অদ্য সম্পূর্ণ হইল। যাত্রিগণ স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিতেছেন।

মথুরা ১২।১১।৭২

১০ই নভেম্বর তারিখে পরিক্রমা কার্য্যতঃ শেষ হইলেও শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের মহান্ মহারাজ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া ১১ই তারিখে শ্রীজগন্নাথজী দর্শন এবং শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডিগণ ও অন্যান্য শিষ্য-বর্গের সহিত এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। কতিপয় যাত্রী গত রাত্রে ৮নং ডাউন ট্রেণে এবং অধিকাংশ যাত্রী ১৬নং ডাউন ট্রেণে কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে হাওড়ায় অভ্যর্থনা আবশ্যক। শ্রীপাদ যোগাদ্য মহারাজ বারাণসীধামে যাত্রা করিয়াছেন।

অন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-মহোৎসব সম্বন্ধে গত ২রা নভেম্বর (১৯৩২) তারিখের 'অমৃতবাজার' পত্রিকা লিখিতেছেন :—

Gaudiya Math

Annakut Utsab Performed

Sree Govardhan Puja and the **Annakut Utsab** (Ceremony of the Peak of food) was as usual celebrated at the Calcutta Gaudiya Math with great pomp.

Since noon streams of visitors both ladies and gentlemen belonging even to the most aristocratic families of Calcutta were continuously pouring in till late at 10 P. M. in the night. The traffic was being peacefully manipulated all over the street and inside by a number of volunteers making separate passages for males and females. In order to control the huge crowd separate gates for entrance and exit were provided and the devotees of the Math were all attention to the vast multitude of guests and none had to return without some quantity of the rich and much respected Mahaprasad.

অনুবাদ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট মহোৎসব

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা এবং অন্নকূট-মহোৎসব কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এবারও বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বেলা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি ১০-টা পর্য্যন্ত কলিকাতার উচ্চ সম্ভ্রান্ত পরিবারের বহু ভদ্র মহিলা ও পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ জনস্রোত উৎসব দর্শনার্থ নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে। মঠের বহির্দ্দেশে ও অভ্যন্তরে জনতা বিশেষ শান্তির সহিত কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। পুরুষ ও মহিলাগণের প্রবেশ ও বহির্গমনের বিভিন্ন দ্বার রচনা করা হয়। মঠের সেবকগণ বিরাট্ জনসঙ্ঘের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহাদের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই সেই পূজা ও মহার্ঘ্য মহাপ্রসাদ সন্ধান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠে :—গত ১৩ই কার্ত্তিক (১৩৩৯) রবিবার দিবস মঠসেবকগণের সেবাগ্রহে বিশেষ সমারোহের সহিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনমুখে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। চিৎপুরিয়া এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের লোক শ্রীমঠের পাঠ-কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন, ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পর বেলা ১টা হইতে রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রায় ৪।৫ সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ পাইয়াছেন। দুধ্-বাসিবাসী শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনাথ বেরা মহাশয় এই মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ভক্তানুকূল-প্রকৃতির পরিচয় করিয়াছেন। মঠসেবকগণের সেবা-চেষ্টাও প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে

(তারের সংবাদ)

ঢাকা ১১।১১।৩২

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বিশেষ সাফল্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পর্য্যায়-ক্রমে তিনদিন ব্যাপিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতের সারাংশ, পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন এবং "জগতের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা" সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়।

শেষ দিবস ১০ই নভেম্বর তারিখে শ্রীমঠ শ্রীল প্রভুপাদের আবেদনক্রমে সভাপতির আসনে স্থান-গ্রহণ এক বিরাট সভার অধিষ্ঠান হয়। স্থানীয় পণ্ডিত, অধ্যাপক, মুন্সেফ, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, শিক্ষিকা, ব্যারিষ্টার, ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা উক্ত সভায় যোগদান করেন। সকলকেই পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত বিরাজ বাবু, মঠের সেবক ও সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীষ শিরে ধারণ-পূর্ব্বক উৎসবটীকে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিতকে উৎসবের সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য আমরা আচার্য্যাত্মিক প্রভুর কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।

শ্রীশ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

[১৪ নভেম্বর (১৯৩২) বুধবার তারিখের দৈনিক "ন্যাশন্যাল্ টাক্স" পত্র হইতে উদ্ধৃত]

Gaudiya Math Branch

Opened at Hardwar

Opening of a branch of the Calcutta Gaudiya Math at Hardwar was contemplated long ago and for this purpose Rai Sahib Dwarka Prasad, a distinguished Rais of Bijnore, has already made a free gift of a big plot of land on the principal street opposite the Post office in the heart of the town. On appointment with Hardwar-people His Divine Grace Paramahansa Sree Sree-mad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, President Sree Visva-Vaishnava-Raj-Sabha with some of his disciples left the Brajamandal-Parikrama-party at Mathbon on the 2nd instant for Hardwar. His Divine Grace was most cordially received by many respectable persons of the town at the station and was taken to the Deoband House on the Ganges at Mayapore which was arranged for residence.

From the morning of 4th instant formal ceremonies for laying the foundation of the proposed branch of the Gaudiya Math at the above place commenced and amidst loud chants of Hari Sankirtan His Divine Grace Sreela Paramahansa Maharaj laid the foundation of Sree Saraswat-Gaudiya Math—that being the name of the Hardwar Branch of the Gaudiya Math. There was a large and respectable gathering before whom Sreela Paramahansa Maharaj delivered a very interesting speech on the aims and objects of the Gaudiya Math and the duty of the people for realising the same so far as that locality was concerned.

After Hari-Sankirtan the meeting dispersed. Next day His Divine Grace left Hardwar for joining the Brajamandal-Parikramaparty at Muttra.

অনুবাদ

হরিদ্বারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-শাখা

হরিদ্বারে কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠের একটী শাখা খুলিবার কথা অনেকদিন ধরিয়া চলিতেছিল এবং এতদুদ্দেশ্যে বিজনোরের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী রায়সাহেব দ্বারকা প্রসাদ সহরের অভ্যন্তরে পোষ্টাফিসের বিপরীত পার্শ্বে সদর রাস্তার উপর এক বৃহৎ ভূখণ্ড দান করিয়াছেন। হরিদ্বারবাসী জনগণের সহিত নির্দ্ধারিত ব্যবস্থানুসারে গত ২রা নভেম্বর শ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মঠবাসী শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা-সঙ্ঘ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কতিপয় শিষ্য-সমভিব্যাহারে হরিদ্বার যাত্রা করেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুর সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-কর্ত্তৃক বিশেষ সাদরে ও সম্মানে ষ্টেশনে অভ্যর্থিত হইয়া মায়াপুরে গঙ্গাতীরে দেওবন্দ গৃহে নীত হইয়াছিলেন। এই গৃহটী তাঁহার অবস্থানের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

৪ঠা নভেম্বর প্রাতঃকাল হইতে গৌড়ীয়মঠের প্রস্তাবিত শাখার ভিত্তি-স্থাপন-মহোৎসব আরম্ভ হয় এবং উচ্চ হরি-সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীল পরমহংসঠাকুর শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-মঠের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের হরিদ্বার-শাখা এই নামে অভিহিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি মহোৎসবে যোগদান করেন। তাঁহারা সেই বৃহৎ জনতার সমক্ষে শ্রীল পরমহংস মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উদ্দেশ্য এবং তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য স্থানীয়গণের কর্ত্তব্য-বিষয়ে এক অতি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। হরিসঙ্কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়। পরদিবস পরমহংস ঠাকুর মথুরায় শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১০ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩৯, ২৬শে নভেম্বর, ১৯৩২ | ১৬শ সংখ্যা

শ্রীহরিজন

শ্রীমদ্ভাগবতাদুগ সাহিত্যে "হরিজন" ও "প্রকৃতিজন"—এই দুইটী শব্দ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা একমাত্র ভগবৎসেবায় ব্যস্ত, ভগবৎসেবা ব্যতীত যাঁহাদের অন্য কোন প্রকার কর্ত্তব্য বা প্রয়োজন-বিচার নাই এবং যাঁহারা নিখিল বিশ্বকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তনরত, ভগবানের সেই সকল জনই শ্রীহরির নিজ-জন শ্রীহরিজন নামে খ্যাত।

শ্রীহরিজনের বিপরীত শব্দ "প্রকৃতিজন"। যাঁহারা শ্রীহরির বহিরঙ্গা ও তটস্থচিন্ত্যের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির ভোগ বা ত্যাগকে জীবনের প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য বিচার করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃতিজন।

এই সকল প্রকৃতিজন বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহলোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনুভবই বা পরলোকে ভোগ-মোক্ষাদি লাভের জন্য চেষ্টাপর ব্যক্তিগণ আর এক প্রকার প্রকৃতিজন। অসৎকর্ম্মি-সম্প্রদায় যেরূপ 'প্রকৃতিজন'-পদবাচ্য, সৎকর্ম্মিসম্প্রদায়ও তেম্‌নি 'প্রকৃতিজন'পদবাচ্য। অসৎকর্ম্মি-ব্যক্তি কেবল নিজের সংকীর্ণ অসদ্বার্থ, নিজের সংকীর্ণ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্য ব্যস্ত। সৎকর্ম্মী তাঁহার অসদ্বার্থকে ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকে সংকীর্ণতার গণ্ডী হইতে প্রাকৃত ব্যাপকতা—যাহা প্রকৃতির তাবার উদারতা, তাহাতে বিস্তার করিয়াছেন মাত্র। একজন সঙ্কীর্ণ অসদ্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পর, আর একজন উদারতার বিশেষণে বিশেষিত হইয়া নিজ-অসদ্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পর,—এই মাত্র প্রভেদ। উভয়েই নিজ-অসদ্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পর, কেহই কৃষ্ণসেবৈকসুখস্বার্থপর নহে। ব্যাপকতার মোহ অসদ্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতাকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পর সমাজের নিকট এমভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহা সাধারণ-দৃষ্টি অসদ্বার্থপরতা বলিয়া কিছুতেই ধরিতে পারিতেছে না। একজন আততায়ী যখন কোন

ব্যক্তি-বিশেষকে হত্যা করে, তখন তাহা অত্যন্ত হীনকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ঐরূপ হীনতাকে গোপন রাখিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যখন ঐ আততায়িতাই বিরাটের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহাসমরের 'বিরাট্‌রূপে' সজ্জিত হয়, তখন সেই আততায়িতাকেই তথাকথিত সভ্যতার বৈজ্ঞানিক চক্ষু ততটা হীনদৃষ্টিতে না দেখিয়া মহামহো বরণ ও যশোগানে অভ্যর্থিত করিয়া থাকে। যে আততায়ী একটী মনুষ্যকে হত্যা করিয়া একদিন লোকচক্ষে হীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই আততায়ীই বহু-লোককে হত্যা করিয়া তখন 'বীর' বলিয়া পূজিত হয়। তফাৎ কেবল অপস্বার্থপরতা ও আত্মেন্দ্রিয়পরতার ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহত্বে। জগতে যে-কোন বিষয়ই হউক না কেন—ব্যাপক বা বিরাট্ হইলেই তাহা আমাদের ঐশ্বর্য্যলোলুপ বুদ্ধিকে সহজে অবেমিত করে। ইহাই প্রকৃতির ধর্ম্ম। মানুষ যখন ক্ষুদ্রের জন্য অপস্বার্থপর হয়, তখন আমরা তাহাকে আদর করি না, কিন্তু তাহার অপস্বার্থপরতাকে যখন ব্যাপক করিয়া তোলে, তখনই আমরা তাহাকে মহান্ ও উদার বলিয়া থাকি।

সৎকর্ম্মি-সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। মানুষ যখন কেবল নিজের চৌদ্দপোয়ার বা তাহার স্ত্রী-পুত্র ও নিজ-গৃহের জন্য আসক্ত হয়, তখন আমরা সেই সকল অনিত্য বস্তুতে আসক্তিকে 'মায়া', 'মোহ' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করি। তখন কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের গুরু এবং উপদেষ্টৃবর্গও "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" কিংবা "অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্" প্রভৃতি উপদেশের মুদ্গর দ্বারা ঐরূপ মোহকে ভঙ্গ করিবার জন্য উপস্থিত হন। কিন্তু সেই মোহই যখন বিরাট্ মূর্ত্তির শতবাহু, শতপদ, শতমস্তক প্রকট করিয়া নিজ-সেবা বা নিজ-পুত্র-পরিজন-সেবার অপস্বার্থপরতাটাকে elastic এর মত টানিয়া জন-সেবা বা নিজ-দেশের গণ-সেবার মোহিনীমূর্ত্তিতে আপনাকে সজ্জিত করে—নিজ গৃহসেবার সংকীর্ণ মোহকে নিজ-দেশ-সেবার বিরাট্ মোহের মোহিনী-মূর্ত্তিতে প্রকাশ করে, তখনই আমরা ঐ বিরাটের রূপে মুগ্ধ হইয়া সেখানে মস্তক অবনত করি। এইরূপে স্বার্থচার, ইন্দ্রিয়পিপাসা এবং জগতের যাবতীয় হীনতম পাপগুলিও ক্ষুদ্র হইতে বিরাটের মূর্ত্তিতে সজ্জিত হইয়া কোনও একটী জনবিশেষের মস্তক হইতে বিরাট্ গণমতের তলে আশ্রয় পাইয়া জগতের অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের অর্ঘ্য প্রাপ্ত হয়।

বিরাট্‌রূপ যে প্রাকৃত ও প্রকৃতিজনের প্রাকৃত শ্রদ্ধা আকর্ষক, ইহা একমাত্র শ্রীভগবানই বলিয়া গিয়াছেন। এই জগতের সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোহের বিরাট্‌রূপ ত' দূরের কথা, ভগবান্ কৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে যে বিরাট্‌রূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত প্রাকৃত। হইতে পারে,—দেবতাগণও সেই বিরাট্‌রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী; কিন্তু দেবতাগণ প্রাকৃতবর্গেরই অন্তর্গত। দেবতার দর্শনীয় রূপ ভগবানের নিত্যরূপ বা স্বরূপ নহে। এজন্য শ্রীহরিজন-অর্জ্জুনকে বাসুদেব "স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ"—নিজস্ব রূপ বা নিজ-স্বরূপ পুনরায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই নিজ-স্বরূপ অর্থাৎ বিভুরূপ দর্শন করিয়াই অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

"দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥"

কাকেই বিরাট্‌রূপ যে প্রাকৃত, এ কথা কেবল শ্রীহরিজনই বলিতে পারেন। এতদাতীত গণতন্ত্রিকা—যাহা প্রকৃতির বিরাট্ দেখিয়াই মুহ্যমান, তাহা কখনও বিরাটের প্রাকৃতত্ব বলিয়া উঠিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল-উপাখ্যানে এই প্রকৃতিজন ও শ্রীহরিজনের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বাদশ-জন হরিজনের অন্যতম শ্রীযমরাজ কর্ম্মিসম্প্রদায়কে 'প্রকৃতি-জন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, জৈমিনী বা মনু প্রভৃতি 'মহাজন'-নামে প্রচারিত মনীষিগণও হরিজনের স্বভাব বুঝিতে পারেন নাই; কেন না, তাঁহাদের বিবেকশক্তি মায়াদেবীর দ্বারা বিমোহিত। যমরাজ তাঁহার দূতগণকে আরও বলিয়াছেন,—"তোমরা হরিজনবিদ্বেষী প্রকৃতিজনের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা ভালমন্দের বিচারাধীন করিতে অগ্রসর হইও না। যাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম-মকরন্দরস-স্বরূপ একমাত্র ভগবৎকথাবার্ত্তাকেই কর্ণাঞ্জলিতে পান এবং কীর্ত্তনমুখে অনুক্ষণ অবিরাম প্রস্ফুটিত করেন, তাঁহারাই শ্রীহরিজন। শ্রীযমরাজ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম
ইতি লোকহিতায়েতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্
হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি॥

আমি দেবপূজ্য বিধাতা-দ্বারা লোক-সমূহের হিতাহিত-

বিচারকরূপে নিযুক্ত হইয়াছি। হরিবিমুখ মর্ত্য কর্ম্মি-গণকে আমি প্রকৃষ্টরূপে শাসন করিয়া থাকি। কিন্তু হরিচরণ-প্রণত হরিজনগণকে আমি নমস্কার করিয়া থাকি।

শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্মরাজ আরও বলিয়াছেন, যাহারা নিষ্কিঞ্চন পরমহংস শ্রীহরিজনের সঙ্গরহিত হইয়া গৃহরূপ নরকপথের পিপাসু ও গ্রাম্যকথায় রত, সেই সকল দুর্জ্জন প্রকৃতিজনকে আমার নিকট আনয়ন করিও। যাহাদের জিহ্বা উত্তম :-শ্লোক বিষ্ণুর নাম এবং গুণ কীর্ত্তন না করে, যাহাদের চিত্ত শ্রীহরির চরণারবিন্দ স্মরণ না করে, যাহাদের মস্তক শ্রীহরি ও শ্রীহরিজনগণের চরণে বিলুণ্ঠিত না হয়, তাহারাই প্রকৃতি-জন, তাহাদিগকেই আমার নিকট আনয়ন করিবে।

যাহারা নিজ বাতপিত্তকফাত্মক দেহ ও মন্ময় গেহাদিতে 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধি-বিশিষ্ট, যাহারা ভৌম-বিচার প্রবল রাখিয়া তাহাতে পূজ্যবুদ্ধি আরোপ করে, যাহারা 'প্রাকৃত সলিল' বুঝিয়া তাহাতে তীর্থত্ব আরোপ করে, কিন্তু যাহাদের হরিজনে অপ্রাকৃত পূজ্যবুদ্ধি নাই, তাহারাই —প্রকৃতিজন।

শ্রীহরিজনগণের অপর নাম,—বৈষ্ণব বা ভাগবত। যাহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া শ্রীহরিজনকিঙ্কর প্রভৃতি আখ্যায় পরিচিত করিয়া থাকেন। কারণ, যেখানে শ্রীহরির পূজার ছলনা অথচ শ্রীহরিজনের পূজার কথা নাই, সেখানে বৈষ্ণবত্ব নাই। ঐরূপ বিচারপর ভক্তাভাসকে 'প্রাকৃত' বলা হয়। তাহারা শ্রীহরিজন বা বৈষ্ণব-পর্য্যায়ে গণিত হয় নাই। যেখানে শ্রীহরিজনের বৈষ্ণবচেষ্টা প্রবল, যেখানে শ্রীহরিজনের আনুগত্যে হরিসেবার চেষ্টা, সেখানেই হরিসেবার আরম্ভ। এইজন্য শাস্ত্রে হরিপূজা অপেক্ষাও শ্রীহরিজন-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে।

শ্রীহরিজনগণ বদ্ধজীব নহেন। বদ্ধজীবের পূজাও শ্রীহরিজন-পূজা নহে। পরম মুক্ত, পরম নির্ম্মল, শ্রেষ্ঠ, সদাচারী পুরুষগণই শ্রীহরিজন-পর্য্যায়ে। যাঁহারা প্রকৃতি-জনকাম্য ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষের কামুকতাকে সর্ব্বতো-ভাবে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরম মুক্ত হইয়া নিরন্তর নির্ম্মল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাই শ্রীহরিজন। ব্রহ্মাদি দেবতা তাঁহাদের শ্রীচরণ-রেণু প্রার্থনা করেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সেই শ্রীহরিজনগণের শ্রীচরণরজে বিলুণ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যপদটী সংরক্ষণ ও বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন। ইহাই হরিজন-শব্দের বিশুদ্ধরূঢ়ি বা শাস্ত্রীয় অর্থ।

কিন্তু শুনা যায়, এই বিশুদ্ধরূঢ়ি পরিত্যাগ করিয়া কোথাও কোথাও "হরিজন"-শব্দের নূতন অর্থ প্রচারিত হইতেছে। বঙ্গদেশে এক সম্প্রদায় "দরিদ্রনারায়ণ" নামক একটী কথা সৃষ্টি করিয়া বদ্ধজীবে নারায়ণত্ব আরোপরূপ ভীষণ হইতেও ভীষণ একটী অপরাধের হলাহল সমাজে ছড়াইতেছেন। কোথাও বা কর্ম্মফলবাধ্য জীবের প্রাকৃত অবতারিত্বকে একমাত্র স্বয়ংভগবানের আবির্ভাব-তিথিতে প্রযোজ্য পরিভাষার অবৈধ অনুকরণে "জয়ন্তী"-নামে প্রচার-পূর্ব্বক সমাজকে বিপথগামী করিতেছেন। শাস্ত্র বলেন,—শ্রীহরির চরণে অপরাধ শ্রীহরিজনগণের কৃপায় বিদূরিত হইতে পারে, কিন্তু শ্রীহরিজনের চরণে অপরাধ জীবের অনন্ত সংসার-ক্লেশের হেতুভূত, তাহা স্বয়ং হরিও ক্ষমা করিতে পারেন না।

কেহ বলিতে পারেন,—"ঐ সকল শব্দ যে শ্রীহরি এবং শ্রীহরির কতিপয় চিহ্নিত জনেরই একচেটিয়া নিজস্ব সম্পত্তি হইবে—এইরূপ গোঁড়ামি আমরা স্বীকার করিব কেন?" দশাননও একদিন এইরূপ যুক্তি দিয়া বলিয়াছিলেন —"সীতাদেবী যে একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রেরই একচেটিয়া সম্পত্তি হইবে—তাহা আমি হইতে দিব কেন?" রাজকীয় ছত্র বা দণ্ড কেবল একমাত্র রাজাই ধারণ করিবেন, সকলেই তাহা ধারণ করিতে পারিবে না কেন?—এই সকল বিচারে সাধারণতন্ত্র-মনোভাবের উদারতা থাকিলেও অপ্রাকৃত স্বরাটের দেশে—যেখানে একমাত্র লীলা-পুরুষোত্তমই স্বরাট্ বস্তু, সেখানে এরূপ প্রেমাভাবের কথা নাই—সেখানে সকলেই অধিরাজ অপ্রাকৃত স্বরাট্ পুরুষের নিত্য সেবক বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধানকারী।

সকলেই হরিজন বটে; কিন্তু যাহাদের 'হরিজন' বলিয়া স্বরূপপ্রবৃত্তি ও স্বরূপবৃত্তি প্রকাশিত হয় নাই, তাহারা স্বরূপে হরিজন হইলেও তাহাদিগের তাৎকালিক অবস্থা-বিচারে তাহাদিগকে "হরিজন" বলা যাইতে পারে না। পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকার জননীত্ব অপ্রস্তুত থাকিলেও তাহাকে তখন জননী বলা যায় না। যখন সে সন্তান প্রসব করে, তখনই সে জননী বলিয়া পরিচিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়—অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

সৎকুলবিপ্র হরিভজন না করিলে—শ্রীহরিজনের পদাশ্রয় না করিলে, তিনিও যেমন "হরিজন"-পদ-বাচ্য নহেন, তদ্রূপ নীচকুলে উদ্ভূত ব্যক্তিও যদি অনুকূল হরিসেবা-রত শ্রীহরিজনের পদাশ্রয় না করিয়া জগতের খাওয়া-দাওয়ার সুবিধা বা জীবন-ধারণের সুবিধার কল-কৌশল-মাত্র আশ্রয় করিবার জন্য সভ্য বা অসভ্যজীবন যাপন, মার্জ্জিত বা অমার্জ্জিত রুচিতে জীবনধারণ করে, তাহা হইলে তাহারাও কোনদিন শ্রীহরিজনের কৃপা পাইল না, প্রকৃতিজনই থাকিল। ঐকান্তিক শ্রীহরি ও শ্রীহরিজন-পাদপদ্মৈক-আশ্রয় ব্যতীত তাহারও "হরিজন" পদবী-লাভের কোন প্রকারই যোগ্যতা নাই—তিনি প্রাকৃত সৎকুল-বিপ্রই হউন, আর নীচকুলে উদ্ভূতই হউন। শ্রীহরিজন বা বৈষ্ণবগণ আত্মা দর্শন করেন, প্রকৃতিজনগণের ন্যায় জীবের বহির্মুখ ঔপাধিক স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ভোগময় দর্শনে প্রতারিত হন না—তাঁহারা জগতের অনুদয়, বহির্মুখ গণতন্ত্রিকার সমৃদ্ধি, হ্রাস বা অন্য কোনও প্রকার হরিবিমুখ-বিচারে ব্যস্ত থাকেন না।

প্রকৃতিজনের চিন্তাস্রোত হইতে প্রাকৃত সাহিত্যে অনেক ভুল-পরিভাষা প্রচারিত হইয়া আছে। প্রকৃতিজনগণ শব্দের বিষদন্তটি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্রই ভোগতাৎপর্য্যময় অমৃতটিতে পশুবৃত্তিকে প্রচার করিয়াছে। এতদিন সমগ্র শব্দের বিষদন্তটি প্রচারের জন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর "সকল শব্দই কৃষ্ণ"—ইহা প্রচার করিয়াছিলেন। হরিজন-গণের বিচারও তাহাই। আর প্রকৃতিজনগণের বিচার তদ্বিপরীত অর্থাৎ তাহাদের বিচারে সমস্ত শব্দই ভোগ-তাৎপর্য্যময়। দুঃখের বিষয়,—এই সকল কথা বুঝিবার মত মস্তিষ্কও প্রকৃতিসেবী উহাদিগকে প্রদান করেন নাই। জগতে হরি ও হরিজনগণের বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্রার অবৈধ অনুকরণ যাহাতে না হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক সমাজহিতৈষীরই যত্ন করা উচিত। আশা করা যায়, শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে 'বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব' নামক বৈষ্ণব-পরিভাষা-কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হইলে জগৎ হইতে এই সকল অজ্ঞতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইবে।

একমাত্র পরম নির্ম্মল, পরম শ্রেষ্ঠ, পরমমঙ্গলাচারী শ্রীগৌরকৃষ্ণসেবকগণই শ্রীহরিজন। সমগ্র পৃথিবী—বিশ্ব তাঁহাদের কিঙ্করত্ব লাভ করিলে কৃতার্থতম হইতে পারে। শ্রীহরিজনগণে সর্ব্বসদ্গুণ স্বতঃসিদ্ধভাবে নিত্য-বিরাজিত—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

শ্রী শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ সংখ্যার পর)

ন্যায় শাস্ত্রে "পরিচ্ছিন্ন" বলিয়া একটী কথা আছে। সেই পরিচ্ছিন্ন-শব্দে যাহার চক্ষুঃসীমানা আছে অর্থাৎ যাহাকে মাপিয়া লওয়া যায়, সেইরূপ মাপিয়া বস্তুকে বুঝায়।

"মাপাযীশ, মাপাবন—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" প্রকৃত-প্রস্তাবে মুক্তি লাভ করিতে হইলে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিতে হইবে। মাপিয়া লওয়ার অর্থ—ভোগ করা। ভোগী দুই প্রকার—(১) সাধারণ উচ্ছৃঙ্খল অনাভক্ত ভোগী এবং (২) দার্শনিক ভোগী। দার্শনিক ভোগীদের আপাত-যুক্তি-তর্ক-বিচার-শাস্ত্র প্রভৃতির নানাপ্রকার ছলনা আছে।

তাহাদের ঐসকল শাস্ত্র ও বিচারের মূল প্রয়োজন—ভোগ। জ্ঞানমিশ্রভক্তিবাদিসম্প্রদায়, মায়াবাদি-সম্প্রদায় প্রভৃতি ধার্ম্মিক ভোগী।

"কর্ম্মিণঃ পণ্ডিতা হ্যেবং শ্রিয়তত্ত্বা ব্যক্তিং বহুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠোত্তমাঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি না রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিহোদ্ধবস্তদীয়নমসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥"
"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণস্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাস্যস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥"

যেখানে আপনার বসিয়া আছেন (মথুরায়), সেটী বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা বড় জায়গা। সাক্ষাৎ ভগবান্ এখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন নির্ব্বিশেষবাদিসম্প্রদায় এখানে প্রাপ্ত হইয়াছিল। কংস সেই নির্ব্বিশেষবাদের আদর্শ। কংসের অনুগামী স্মার্ত্তসম্প্রদায়ও এখানে বিনষ্ট হইয়াছিল। বলরাম সেই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের প্রতীক।

"নত্বং বিগুহ্য বসুদেব-গৃহিতং"—এই বিচার এই খানে উপস্থিত হইয়াছিল।

মানবজাতি যাহাকে active resistance ও passive resistance বলিতেছেন—উহাদের উভয়ই বহির্ম্মুখতা। কেহ হঠযোগ রাজযোগ প্রভৃতির দ্বারা বিপথগামী হইতেছেন, কেহ বা পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে পরিচালনা না করিয়া 'চুপ্' হইয়া থাকাকেই 'চরম-সাধন' মনে করিতেছেন। ইঁহাদের চিন্তাস্রোতের মূলে—'আমরা প্রভুই থাকিব, ভগবদ্দাস হইব না'—এইরূপ বুদ্ধি কল্পনদীর ন্যায় অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের কষ্টসাধ্য ও কৃত্রিম সাধনাদি ছেঁড়া বোকা মোকের বিষয় উৎপাদন করিতেছে। ইঁহারা কখনও প্রকৃত ভগবদ্ভজনের কথা বুঝিতে পারেন না। যদিও ইঁহারা কখনও মুখে বলেন—আমরা ব্রাহ্মণের মুখের কথা শুনিয়াছি, ভাগবত পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি, কিন্তু ইঁহারা বস্তুতঃ মুখের কোন কথাই শুনেন নাই—শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় করেন নাই—ভাগবত পড়েন নাই। যিনি শতকরা শতভাগই হরিভজন করেন না—যিনি ২৪ ঘণ্টা হরিভজন করেন না, তাঁর কাছে ছাড়া অপরের নিকট ভাগবত শুনিলে ভাগবতের কথা কিছুই বোঝা যায় না। পূর্ণতম হরিভজনকারী ব্যক্তি ব্যতীত অপরকে কখনও 'গুরু' বলা যাইতে পারে না। এইরূপ গুরুপাদপদ্মই একান্তভাবে আশ্রয় করিতে হইবে। শতপরিমাণ শতভাগ অর্থাৎ পরিপূর্ণ হরিভজনকারীর আশ্রয়ে না থাকিলে কখনও হরিভজন হইতে পারে না।

"যত মেঘে পড়া;ভক্তির্যথা মেঘে তথা গুরৌ।
তস্মৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"
"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য প্রভৃতিকে যাঁহারা অপবর্গ বিচার করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানমিশ্র বিচারে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য প্রভৃতি লাভ করিয়া 'নারায়ণ' হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের বিচারও আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। যাঁহারা মুক্তিকে 'শুক্তি' বলিয়া পদাঘাত করিতে না পারেন, তাঁহারা ভক্তিপদবী লাভ করিতে পারেন না। জ্ঞানবিমুক্ত হইলেই 'শুদ্ধভক্ত'-পদবাচ্য হইতে পারেন। শুদ্ধভক্তিই পরমা ভক্তি। সেই ভক্তিতে চতুর্ব্বর্গ কামুকতা নাই। ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষের অভিলাষই—কামুকতা।

একদিন রূপ গোস্বামী এই ব্রজভূমিতে এইরূপ কামুকতা-রহিত হরিকথা বলিয়াছিলেন। এখন আমরা 'পরমা' 'পরমা' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! এখন, কি করিলে পুণ্য করা যায়, কোন্ তীর্থে কতবার আচমন ও সংকল্প করিলে স্বর্গে নানাপ্রকার সুখ-সম্পৎ অর্জ্জিত হইতে পারে, কোন্ স্থান কতবার ভ্রমণ করিলে চক্ষুর তৃপ্তি অধিক হয়, তাহাতেই আমরা প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছি। ভাগবতের কথা আমাদের কাহারও কাণে যায় নাই। কৃষ্ণের কথা আমরা কেহই জানিতে চাহিতেছি না। কারণ, কৃষ্ণের কথা জানিতে হইলে আমাদিগকে কাহারও নিকট যাইতে হইবে। কাজ আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা না বলিয়া কৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা বলিবেন।

বৈকুণ্ঠ ভগবানের কেবল ঐশ্বর্য্য আর মথুরায় ঐশ্বর্য্যের অস্তিত্ব। বৈকুণ্ঠে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু মথুরায় ইতিহাসের কথা আছে—ইতিহাসের কথা থাকিলেও তাহাকে ঐতিহাসিকতার দ্বারা আবৃত

করিবার কথা নাই। অপ্রাকৃত ইতিহাসকে প্রাকৃত ঐতিহাসিকতার ছেঁড়া তথনও গ্রাস করিতে পারে না। ইহা প্রাকৃত ঐতিহাসিকগণের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর। মথুরার চারিধারে রজোরঞ্জিত বিরজা আছে। মথুরার চারিপার্শ্ব বহির্ভাগে আলোকময় বস্তুর নাম ব্রহ্মলোক। কালচক্রের ভেদ যাহা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে, বিরজা নদী পার হইলে আর সেইরূপ কালভেদের কথা নাই। সেখানে অখণ্ড কাল। অখণ্ডকালের ইতিহাসও অখণ্ড। সেখানে খণ্ড ঐতিহাসিকতার কোনও ছেঁড়া নাই।

'আত্মা', 'God' প্রভৃতি শব্দ হইতে 'বাসুদেব' শব্দ ভগবদ্-বস্তুর স্বরূপ-বিজ্ঞানের অধিকতর উপযোগী শব্দ। দ্বারকানাথে পূর্ণতা, মথুরানাথে পূর্ণতরতা ও গোকুলনাথে পূর্ণতমতা প্রকাশিত। নির্ব্বিশেষবিচার-পরতার পূর্ণাবস্থায় আমরা চতুর্ব্বিধবন্ধনের কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকি এবং নির্ব্বিশেষ-বিচারে চতুর্ব্বিধবন্ধনের নাম-রূপ-গুণ-ক্রিয়া ও পরিকরাদির বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত ও অনধিকার-অনুমান-বলে অপ্রাকৃত বস্তুর নাম রূপ-গুণ-লীলাকেও বিলোপ করিবার চেষ্টা করি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়। একমাত্র গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কার্য্য করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই প্রয়োজককর্ত্তা, আর প্রযোজ্যকর্ত্তৃত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের।

"কৃষ্ণকৃষ্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

এখানে কৃষ্ণ উৎপন্ন হন, নতিকা উৎপন্ন হয়—বীজের দ্বারা। cause and effect theory জগতে খুব প্রবল। পূর্ব্ববঙ্গে খুব "কেন্?" কথা প্রচলিত। তাঁহারা "কারণ" খুব জিজ্ঞাসা করেন। চিকিৎসক-সম্প্রদায় 'নিদান' বলিয়া একটী কথা খুব ব্যবহার করেন। মাধবকরাদি নিদান-রূপণ নিদানের জন্য বড় ব্যস্ত ছিলেন। প্রাণতত্ত্বসন্ধানে বীজই মূল। আমাদের সকলের পিতামহ—ব্রহ্মা, ব্রহ্মার পিতা—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, 'তিনি কোথা হইতে আসিলেন, তাঁহার মূল কোথায়' অনুসন্ধানে—কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, তাঁহার মূল অনুসন্ধানে—সংকর্ষণ; সংকর্ষণের মূল অনুসন্ধানে—শ্রীবলদেব, শ্রীবলদেব আসেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ; সুতরাং কৃষ্ণই—সকলের মূল। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধও একই বস্তু চতুর্থী প্রকাশিত। একটী right angle এর দ্বারা যাবতীয় right angle গুলির মাপ সহজে সহজেই হইয়া যায়। 'তত্ত্বজ্ঞান' নিরূপণ করিতে গিয়া 'কারণার্ণবশায়ী ভগবান্' পর্য্যন্ত পৌঁছিলে তাঁহাকেই projection efficient cause বা নিমিত্ত-কারণ এবং material cause বা উপাদান-কারণের অধিষ্ঠাতৃ-বিষ্ণুরূপদ্বয় প্রকাশিত হন। গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গ প্রভৃতি বিচারে নিমিত্ত-উপাদান-কারণের যে কথা আছে, তাহার পূর্ণাবস্থাই কৃষ্ণপাদপদ্ম। ইহা ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠকগণ দেখিতে পাইয়াছেন।

'স্থূলশরীরের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়'—ইহা যেন কেহ মনে না করেন। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি স্থূলেন্দ্রিয় বা মন প্রভৃতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিভজন হয় না। কিন্তু এই কয়টাই এই জগতের সম্বল। এই জন্য শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ইন্দ্রিয় কিরূপে অতীন্দ্রিয়রাজ্যে পৌঁছিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য একটী কৌশল বলিয়াছেন। শ্রীরূপ প্রভু বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয় যখন নিজ-চেষ্টায় অতীন্দ্রিয়ে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহা অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে পারে না। এজন্য আরোহবাদী অপ্রাকৃতের সন্ধান পায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয়-রাজ্য হইতে অবতীর্ণ সেবোন্মুখতায় আলোকিত হয়, তখনই ইন্দ্রিয়ের অতীন্দ্রিয়বিষয়-ধারণার যোগ্যতা লাভ হয়। তখন আর ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখতা থাকে না। ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখতায় উদ্ভাসিত হইয়া অতীন্দ্রিয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার লাভ করে।

যাঁহারা প্রাকৃতবিচার লইয়া অতীন্দ্রিয়কে ধারণা করিতে যান, তাঁহাদের বিচার 'ভাই'র ন্যায় অস্পৃশ্য। উহা অতীন্দ্রিয়ের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

ব্রজবাসিগণের উপাধির কোন কথা নাই। এইখানেই ব্রজবাসী ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের সহিত পার্থক্য। ব্রজবাসিগণ স্বভাবতঃই সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, কৃষ্ণপর ও নির্ম্মল। উপাধির কথায় অভিনিবিষ্ট থাকিলে আমাদের পার্শ্বের সঙ্গে দেখা হইবে, পরমার্থী বা ভাগবতের সঙ্গে দেখা হইবে না। মথুরা-ভূমিতে যদি জল-কাদা-পাথরপ্রভৃতি

বুদ্ধি আটকাইয়া যায়, তাহা হইলে উহা বস্তাপচা হুজুগে' লোকের প্রতিপাদ্য বিচারের বিষয় হইল। পরমাণুর সঙ্গে যদি কিছু চুণ-সুরকি, সোডাওয়াটার মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যেমন উহা মানুষের গ্রহণের অযোগ্য হয়, তদ্রূপ শুদ্ধভক্তি না দেওয়ার সঙ্গে ঔপাধিক কোন কোন মত মিশ্রিত করিলে তাহা তদ্রূপই শ্রীভগবানের অগ্রহণীয় হয়। ঘর-বাড়ী গাঁথিবার জন্য চুণ-সুরকির আবশ্যকতা আছে, উটের খাইবার জন্য কাঁটার প্রয়োজন আছে। উটের খাদ্যে অধিকার, মানুষের তাহাতে অধিকার নাই। কতকগুলি লোক মনে করেন—সুনির্মল ও সুকোমল পদার্থের সহিত মলিনতা ও কর্কশতাদি মিশ্রিত করিয়া যদি ভোজন না করা যায়, তাহা হইলে উহা বড় ধোঁড়ামি হইয়া যায়। যাঁহাদের ভগবানের উপাসনা ব্যতীত অন্য মিশ্র-কার্য্যের বিচার আছে, তাঁহাদের পরমাত্ম-আস্বাদনের পূর্ণ-অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু বুদ্ধিমান ভোক্তাদের (জীবের) কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সুবিমল ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করুন, তাহাতে Peaceএর problem শুষ্কভাবে মীমাংসিত হইয়া যাইবে। যাহাদের অভোক্তৃত্ব ও অমোক্তৃত্বের প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের নির্ণয়ের অধিকার হয় নাই। জন্মজন্মান্তরে তাহারা ঐ সকল কথা বুঝিতে পারিবে।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

দুর্বিনীত ব্যক্তিদিগের সহিত আমাদের অসহযোগনীতি। একমাত্র ভগবৎসেবাপরায়ণ ব্যক্তিগণই সাধু। তাঁহাদের মধ্যেই সমস্ত সদ্‌গুণ ও আর্য্যতা বিরাজিত।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

হাজার হাজার mental speculationist যে-সকল কথা বলেন, তাহা কেবল বহির্ম্মুখতায় দিকেই লইয়া যাইবে। তাঁহাদের কথা বলিতে গিয়া গীতা বলেন—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

কেহ বলিতেছেন—"কলৌ নাস্ত্যেব কালিকা, ভক্তিঃ কলিকালে চলিবে না।" কালাতে কিরূপ ভক্তি হয়, তাহা একটু প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। ভক্তি কি জিনিষ, তাহার স্বরূপবিজ্ঞান হইলে কৃষ্ণ-ব্যতীত ভক্তির আর কোন 'বিষয়'ই পাওয়া যায় না এবং কৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানও কোথাওও লক্ষিত হয় না।

'ভজনকারী'-নির্ণয়ে 'ভক্ত' ব্যতীত অন্য কেহ ভজনকারী হইতে পারেন না। ভজনে কোনপ্রকার কার্পণ্যের স্পর্শ নাই। যেখানে পরমেশ্বর কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া অন্য দেবতার কল্পনা, সেখানেই কার্পণ্য আছে। গীতা এই কথাই বলিয়াছেন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

কার্পণ্যপ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি যাহাদের সহানুভূতি আছে, কিম্বা যাহাদের কার্পণ্যকেই কপটতার আবরণে 'বরিষ্ঠধন' বলিয়া চালাইবার প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের কর্ণে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা প্রবেশ করে না। কিন্তু কার্পণ্য-পরিবর্জ্জনের জন্য যাঁহাদের চেষ্টা আছে, কার্পণ্যশ্রেণী হইতে পৃথক্ হইয়া কৃষ্ণের কামপূর্ত্তির জন্য যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা আছে, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা তাঁহাদের পক্ষেই মঙ্গলজনক হয়।

ভোগ ও ত্যাগ—দুইটাই কার্পণ্য, তদ্দর্শনবিগণ Impersonality (নির্ব্বিশেষতা) পর্য্যন্তই বুঝিতে পারিবে। বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশে তাহাদের অবস্থিতি। যাঁহারা অজের জন্মের কথা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠের সেবক-সম্প্রদায় অপেক্ষাও অধিকতর বুদ্ধিমান।

কতকগুলি লোক এই সকল কথা বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। গলায় মালাও দেন, অথচ অন্যদেবতার পূজা করেন। বিষ্ণুপূজা করিতে বলিয়াছেন, 'যদি বিঘ্ন হয়'—এই আশঙ্কায় গণেশের পূজা আরম্ভ করিয়া দেন! বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পীঠাবরণ-দেবতা গণেশের পূজার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত-সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা যেখানে আরম্ভ হইল, সেখানে বিষ্ণু অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার মায়ার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। কেহ মনে করিতেছেন—যদি ছেলের ব্যায়াম হয়, তবে কিরূপে বনভ্রমণ করিব? বনভ্রমণ যেন একটা pleasure-trip। আমাদের পরলোকগত পর্ব্বত মহারাজ থাকিলে তাঁহাদিগকে বলিতেন—'কাহার পুত্র?' অনেক লোককে এই জন্য বনভ্রমণ ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন—'আমার রক্তের চাপ অত্যন্ত বেশী। বনভ্রমণে

আজকালকার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় পরচর্চ্চকের শ্রেণীর মধ্যে পতিত। অসৎসঙ্গ ত্যাগ-মাধ্যমেই মঙ্গল হইবে, কিন্তু এই সকল প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মঙ্গল কোন দিনই হইবে না। কেন না, তাহারা বৈষ্ণবাপরাধী পরচর্চ্চকের সঙ্গী, তাহারা অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জ্ঞান করিয়া প্রকৃত বৃষ্ণন-রক্ষণকারী বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়া থাকে। শ্রীধাম-নবদ্বীপ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনীতে আহিলোবাবা, সখীভেকী, ও আউল-বাউল প্রভৃতি অসৎসম্প্রদায়-সমূহের যে প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা পরচর্চ্চা নহে; উহা অসৎসঙ্গত্যাগ-পূর্ব্বক সৎসঙ্গগ্রহণের শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-প্রচার। যদি এরূপ অসৎসঙ্গ-গর্হণকে পরচর্চ্চা বলা হয়, তাহা হইলে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন-দাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে অসৎসঙ্গের পুনরাবৃত্তির দ্বারা অবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যে আচার নিন্দা করিয়াছেন, তাহা বাক্যে "তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে"—প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ নিন্দকগণের প্রতি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিম্বা বৈষ্ণবদ্বেষি ব্রাহ্মণব্রুবকে 'রাক্ষস' প্রভৃতি শব্দে, অবতার-সম্বন্ধে সংশয়িত ব্যক্তিগণকে 'পিশাচ' প্রভৃতি শব্দে যে-সকল বর্ণন করিয়াছেন, তাহাও অসৎসঙ্গত্যাগের প্রয়োজনে না হইয়া 'পরচর্চ্চা' হইয়া পড়ে। আজকালকার কোন কোন বিখ্যাত সাহিত্যিক যে নির্লজ্জতার সহিত ঠাকুর বৃন্দাবনের ঐ সকল উক্তিকে 'পরচর্চ্চা' বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, তদ্রোপ অসম্বন্ধজ্ঞ নির্লজ্জতা থাকিলেই গৌড়ীয়মঠের প্রদর্শনী প্রভৃতির আশ্রয়কে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় পরচর্চ্চাচ্ছলে কল্পনা করিয়া বৈষ্ণবাপরাধরূপ পরচর্চ্চা এবং তৎফলে অসৎসঙ্গকে আবাহন করিতে করিতে বিষ্ণুসেবা-বর্জ্জিত অনন্ত নরকের পথে গমন করিয়া থাকে। অতএব প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ই পরচর্চ্চকের স্থান লাভ করিয়াছে এবং গৌড়ীয়মঠ সকলকে সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গত্যাগের আদর্শ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-প্রচার এবং অসৎসঙ্গের হাস্যকরতা বর্জ্জন করিয়া "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রচার করিতেছেন। সর্ব্বদা অসৎসঙ্গে প্রমত্ত থাকিলে এই সকল কথা বুঝা যাইবে না।

৫। প্রাচীনকাল হইতে ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এবং মহাজনগণের আচার এই যে যে-কোন কুলে উদ্ভূত ব্যক্তি সদ্গুরু পাদপদ্ম হইতে বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিলে তাঁহাকে জাতি-সামান্যে দর্শন করা নরকের সেতু। ইহাই পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের উক্তি এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতে ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রতিধ্বনি। কিন্তু আধুনিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের ভয়ে ভীত এবং নিজেদের নানাপ্রকার অনাচার-নিবন্ধন কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বৈষ্ণবাপরাধময় বিচারের প্রতিঘাতে অসমর্থ হইয়া দীক্ষিত বৈষ্ণব এবং গুরুবর্গকে জাতি-সামান্যে দর্শন-পূর্ব্বক যে পরচর্চ্চার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, সেই অপরাধ-পঙ্ক হইতে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় উত্থিত হইতে না পারিলেও পাছে সমগ্র কোমলশ্রদ্ধ মানবজাতি শাস্ত্র ও মহাজনের আচার-বিচার হইতে ভ্রষ্ট হন, এই জন্যই গৌড়ীয়-মঠ সেই সকল প্রাচীন শাস্ত্র ও মহাজনগণের লুপ্তপ্রায় বিচার পুনরুদ্ধার করিতেছেন। কোন লুপ্তপ্রায় বিষয়কে পুনরুদ্ধার-কালে তাহা অভিনব বলিয়া মনে হইলেও নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ কোন না কোনদিন তাহা বুঝিতে পারিবেন। কি গৌড়মণ্ডল, কি ক্ষেত্রমণ্ডল, কি ব্রজমণ্ডল—সর্ব্বত্রই এবং শ্রীসনাতন প্রভুর দ্বারা প্রচারিত "শ্রীহরিভক্তিবিলাস"-নামক বৈষ্ণবস্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থরাজে ও তদ্টীকায় ব্রাহ্মণেতর-কুলে উদ্ভূত ব্যক্তির এমন কি, শ্বপাক ব্রাহ্মণের পর্য্যন্ত সদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইলে শালগ্রামাদি পূজার অধিকার ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দেশ প্রচারিত হইয়াছে। যে-সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবের বেশভূষা অবৈধভাবে গ্রহণ-পূর্ব্বক অন্তরে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের দাসত্ব করিতেছে, তাঁহারাই কেবল শাস্ত্র ও মহাজনগণের ঐই সকল আচারকে আবৃত করিবার অবৈধী চেষ্টা দেখাইতেছে।

(৬) পুরুষ বা স্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র সন্ন্যাসী বা গৃহস্থের বেশ বা আচরণ প্রভৃতি স্থূল পরিচয়গুলি ভগবদ্ভজন-বিষয়ের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার নির্ণায়ক নহে। আত্মাই গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করেন। দীক্ষাগ্রহী মন্ত্রগ্রহণকারী যেরূপ যোষিৎসঙ্গ করিবার জন্য যোষিৎ, দুষ্টনীতি এবং অবৈধ যোষিৎকে দীক্ষাদি প্রদানের ছলনা করেন, মহাভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্য সেইরূপ যোষিৎসঙ্গ করিবার জন্য মন্ত্র-প্রদানাদি করিতে থাকিতে চান না। স্ত্রী, বৃদ্ধ বালক, যুবা—সকলেরই ভক্তিসেবায় অধিকার। কারণ, আত্মা কখনও স্ত্রী বা পুরুষ নহেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা-প্রচারক-আচার্য্য মহাপ্রভুর সেই শিক্ষানুসরণে সকল সেবোন্মুখকেই

কৃষ্ণসেবায় অধিকার প্রদান করেন। তিনি মঠ-ব্যবসায়ীর মত পতিতার পাতিত্য সংরক্ষণ করিয়া পতিতপাবন গুরুদেবের সঙ্গ গ্রহণ করিবার অভিনয় করেন না। ছোট-হরিদাসের তণ্ডুলভিক্ষার ঘটনায় স্ত্রীসঙ্গের আদর্শ প্রচারিত, নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের পতিতার পাতিত্য বিদূরিত করিয়া তাহাকে ভগবদ্ব্যাপারে বা স্ত্রীজাতিকে নিম্নস্তরে সেইরূপ স্ত্রীসঙ্গের আদর্শ প্রচারিত হয় নাই। কপট বাবাজীত্ব বা বৈষ্ণবত্বের দম্ভবিদ্যা-সম্প্রদায় ত্যাগীর বেশ বা গৃহস্থের বেশ গ্রহণ করিয়া স্ত্রীলোক বা পুরুষবেশধারী যাহাকেই যন্ত্রাদি-প্রদানের অভিনয় করে, দ্বারা তাহাদের স্ত্রীসঙ্গ ও তন্ত্র সঙ্গীর সঙ্গই হইয়া থাকে। সেরূপ স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করিতে করিতে ঐরূপ গুরুত্ব ব্যক্তি অধিকতর অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাস ও জগদ্গুরুলীলার আদর্শে—মাধবীদাসাকে, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস—পূর্ব্ব-বেশ্যা-পরিচয়ে পরিচিত ভগবৎ-সেবোন্মুখ আত্মাকে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী (আধুনিক জাতি-গোস্বামিগণের ন্যায় সৌকর্য্যাদ্বেষণে গোস্বামী গৃহস্থ বা গৃহব্রত নহেন, মুক্ত-ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শনকারী)—শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে ও পুঁটিয়ার রাজদুহিতা শ্রীরমামাতাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। মহাজনগণের আচারে ও শাস্ত্রে এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ আছে। অবৈধ যোষিৎ-সঙ্গিগণ ও যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গিগণ এই সকল কথা বুঝিতে পারে না। পটনীর সঙ্গে নৌকা পার হওয়া ও বিনামূল্যে বারবনিতাকে লইয়া নৌকা বিহার করা—এক নহে। প্রাকৃতসহজিয়াগণ ছোটহরিদাসের আদর্শের অনুসরণ-কারী, আর যথার্থ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় পরমহংসধর্ম্মী। প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যের একমাত্র অহৈতুকী অকৃত্রিম দয়া-বিতরণ-ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষ, মানবজাতি বা সমগ্র বিশ্বের সহিত অন্য কোন ব্যবহারই নাই।

৫। তান্ত্রিক-সম্প্রদায় তিক্ষালব্ধ ও দাতার অনিষ্টা-পঙ্ক-রহিত নির্ম্মল তণ্ডুলের দ্বারা যে নৈবেদ্য প্রস্তুত করেন, তাহাতে কোথায়ও 'ঊষ', 'আতপ' প্রভৃতি বিচার থাকিতে পারে না। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে বাজার হইতে যদি তণ্ডুলাদি ক্রয় করা হয়, কিম্বা কোন বৈষ্ণব-গৃহস্থ ভগবদর্চ্চার পূজা যদি তাঁহার নিজ-গৃহে সম্পাদন করেন, তাহা হইলে সেখানে আতপতণ্ডুলের নৈবেদ্যই প্রস্তুত হইবে। ব্রজমণ্ডলাদিতে এমনও দেখা যায় যে, সেখানে সৌরাদি-বিরহিত হইয়া যে-সকল নৈবেদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার ভিক্ষালব্ধ বলিয়া অনেক সময় নৈবেদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রজমণ্ডলাদিতে মাধুকরী প্রভৃতি-দ্বারা প্রাপ্ত সামগ্রীর ত' কথাই নাই। প্রাকৃতকর্ত্তা যাহাদিগকে সাত্ত্বিকের আদর্শ বলিয়া মনে মনে কল্পনা করেন, তাহারা (তাঁহার উক্তি-অনুসারে বুঝা যায়) অধিকাংশই ন্যূনাধিক কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের অবৈধ সঙ্গী। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত যে আতপ ও সিদ্ধ তণ্ডুল বা শুষ্কাশুষ্কির বিচার করেন, সেইরূপ বিচারের অধীন কোন বস্তু কৃষ্ণের নৈবেদ্য হইতে পারে না। ভক্তির সহিত প্রদত্ত নির্ম্মল বস্তুই কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। ইহাই গীতা-ভাগবতের বিচার। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তিক ব্রাহ্মণগণের শুষ্কাচারে প্রদত্ত অন্ন কৃষ্ণের প্রীতিকর নহে বা হয় নাই; কেন না, তাঁহারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিচারের মলিনতায় আচ্ছন্ন। কৃষ্ণ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের প্রতীক-স্বরূপ রজককে চপেটাঘাত বধ করিয়াছিলেন। রজকের কার্য্য মলিনকে ধৌত করা। কিন্তু ঐরূপ ধৌতির দ্বারা কৃষ্ণের নিষ্কপট বৈষ্ণবাচারকে মলিনতা জ্ঞান করিয়া ধৌত করিবার অসচ্চেষ্টা উচিত নহে। আধুনিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় সেইরূপ কর্ম্মজড় আদর্শের ন্যূনাধিক দাস।

৫। ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল সর্ব্বত্রই বৈষ্ণবের বেষ-গ্রহণে দুইটী বিচার দৃষ্ট হয়। পরমহংসবেষে কাষায়-বস্ত্রাদির অপেক্ষা নাই। কিন্তু যাঁহারা আপনাদিগকে পরমহংস জ্ঞানে বেষে লজ্জিত না করিয়া বৈষ্ণবের পরমহংস-বাসাভিমানে আশ্রমত্ব অভিনয় করিয়া আচার্য্যের কার্য্যাদি করেন, তাঁহারা কাষায়বেষাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রজ-মণ্ডলের কাম্যবনে শ্রীগোবিন্দগোস্বামী শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ ত্রিদণ্ড ও কাষায়বসন গ্রহণ-পূর্ব্বক আচার্য্যলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীবাদবাচার্য্য প্রভৃতি ত্রিদণ্ড ও কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করিয়াছিলেন। গৌড়মণ্ডলে স্বয়ং মহাপ্রভু একদণ্ডীর বেষ-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ত্রিবক্রি-ভিক্ষুগীতি গান করিতে করিতে এবম্বিধের

অবতারে হিন্দু-অবস্থানের কথা প্রচার করিয়া গৌড়মণ্ডল পর্য্যটন করিয়াছিলেন। সুপ্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় হইতে বিল্বমঙ্গল, শ্রীধরস্বামী, জ্ঞানবর্ম্মাক ভূমি, লক্ষ্মণভট্টিক, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলে ত্রিবিধ লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। অপকারবহার পরমহংস শুকধর্ম্মের বেষ-মাত্র গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে বর্ণ ও আশ্রমের অতীত বলিয়া প্রচার করায় বর্ত্তমানে মতলবদের যাবতীয় মায়িক রাজ্যে যে-সকল অবৈধ কপট বোষ্টিসঙ্গী ও বাস্তাদি-সম্প্রদায় বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা হইতে অনর্থ-গ্রস্ত অথচ যথার্থ বর্ণাশ্রম-পালনেচ্ছু ব্যক্তিগণের রক্ষণ-কল্পেই পরমহংস বৈষ্ণবগুরুগণের বেষের সম্মাননা ও উচ্চ আদর্শ প্রচারার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাস্ত্রীয় প্রাচীন আচারের পুনঃ-প্রবর্ত্তন ও প্রচলন। পরমহংস-মুকুটমৌলি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীশ্রীল জগন্নাথ-দাস গোস্বামী মহারাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাতীত জগদ্গুরুগণের বেষের অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় যে অনর্থের আচরণ প্রচার করিতেছে, সেইরূপ অবৈধ অনুকরণ বা মর্কটৌচিত মুখরতা হইতে অনর্থগ্রস্ত জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদেরই অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগৌরজন বর্ণাশ্রমাতীত হইয়াও কৃপাপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমীর অভিনয় করিয়া শুকধর্ম্মের বেষের মর্য্যাদা স্থাপন ও অন্তদিকে বৈষ-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা তাহাদের ক্রম-মঙ্গলের পথ প্রকাশ করিয়াছেন। অনুকরণ অসৎসঙ্গ, মর্কটগণের কুসিদ্ধান্ত এবং বোষ্টিৎসঙ্গিগণের মনঃকল্পনার সাথক থাকিলে এই সকল কথা বুঝা সুকঠিন। কিন্তু প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির দ্বারা ইহার উদ্দেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

৬। স্ত্রীলোকের পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম প্রশস্ত নহে। গৃহে অবস্থান করিয়াই তাহাদের হরিভজন মঙ্গলপ্রদ। স্ত্রীলোক-দিগকে সন্ন্যাস বা ভেকাদি প্রদানের নামে অনেক অনুষ্ঠান উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষ দৃষ্টান্ত সাধারণের অনুকরণীয় আদর্শ নহে। ভেকাশ্রম-সম্বন্ধে বিশেষ কথা জানিতে হইলে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুপাদের "সৎক্রিয়া-দীপিকা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ-পরিশিষ্ট

সুদীর্ঘ মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা বিশ্ববৈষ্ণবজগতে এক অভূতপূর্ব্ব আদর্শ প্রকাশ করিয়া আচার্য্যবর্য্যের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে, ইহা 'শ্রীগৌড়ীয়'-পাঠকগণ অবগত আছেন। এত বড় বিরাট ব্যাপার ও অসাধ্য-সাধন কেবল-মাত্র অর্থের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। যেখানে অভিমর্ত্তা আচার্য্যের বাণীর দ্বারা সমুদ্ধরিত চেতনবৃত্তির জাগরণ নাই, সেখানে অর্থ অনর্থ প্রসব করিয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-সন্ধানে নিজাত জীবনকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রাব্যতম বিচার করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা-হাতে অপ্রাকৃত ব্রজভূমি পরিক্রমার ছাড়পত্র পাইতে পারেন। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী গৌড়ীয়ের সংখ্যায় শুদ্ধবৈষ্ণবব্রত কতিপয় সেবকের সেবার আদর্শের কথা কীর্ত্তন করিয়াছি। এই সকল সেবকের মধ্যে আরও কতিপয় সেবক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবায় ঐকান্তিক উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্তিপাত্রী শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজীর অক্লান্ত সেবা শতমুখে প্রশংসনীয়। তাঁহার সেবোৎসাহ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের হৃদয়কেও আকর্ষণ করিয়াছে। ব্রহ্মচারীজী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা-বলে শ্রীব্রজ-পরিক্রমার প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণের ন্যায় নানা স্থান দর্শনের কৌতূহল পরিত্যাগ করিয়াও অক্লান্তভাবে অযাচিতী বৈর্য্যসহকারে বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উপরে সমস্ত বৈষ্ণব ও যাত্রিগণের বিজ্ঞানা-পত্র এক স্থান হইতে অন্যস্থানে নির্ব্বিঘ্নে স্থানান্তরিত করা এবং সকল যাত্রীকে যথাযোগ্য স্থানে স্থান প্রদান করিবার গুরুভার অর্পিত ছিল। সকলের মন যোগাইয়া নির্ব্বিঘ্নে এই সমস্ত কার্য্য সাধন করা যে কি প্রকার গুরুতর সেবা-কার্য্য, তাহা এ বিষয়ে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহারা বুঝিতে

পারিবেন না। কিন্তু ব্রহ্মচারীজী একমাত্র শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই ঐ সকল দুষ্কর কার্য্যও অশেষ ধৈর্য্য-সহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি নিজের আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, স্নান-পান বর্জ্জন ও প্রবলের পিপাসা বিবর্জ্জন দিয়াও সেবায় যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমরা একদিকে যেমন উৎসাহিত হইয়াছি, অপরদিকে তাঁহার প্রতি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ শত-ধারে বর্ষিত দেখিয়া তেম্‌নি আনন্দিতও হইতেছি।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভক্তমহোদয় শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-বুদ্ধিতে পশ্চিমে মনের ভিতর তীব্র শীত ও নানাপ্রকার বিপদ্-আপদের সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করিয়াও গভীর নিশীথে ও বিভিন্ন সময়ে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিয়াছেন।

পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিক্রমার যাত্রিগণের সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিয়া নিজের আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম দিবা রাত্রিকে বিন্দুমাত্রও না গণিয়া যাত্রিগণের সাবধানতা ও নানাপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রত্যহ রাত্রিতে তীব্র শীতের মধ্যেও সারারাত্রি জাগিয়া যেরূপ সাবধানতার সহিত পাহারার কার্য্য করিয়াছেন, তাহা যথার্থই শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবার জলন্ত উদাহরণ। তাঁহার সেবাপ্রাপ্তা শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ও স্বেচ্ছাসেবকগণের পরিচালনে এবং যাত্রিগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতা-বিধানে বিশেষ যত্ন লইয়া অক্লান্তভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নিত্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরী, শুদ্ধ শ্রীযুক্ত হরিপদ-দাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নিজ-দেহের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া বৈষ্ণবগণের এবং যাত্রিগণের যাবতীয় সুখ-স্বচ্ছন্দতা-বিধানে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারীজীর সেবা-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত মনোহরিদাস দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত উদ্ধব দাসাধিকারী এবং মদন-মিশ্রের অন্যান্য ভক্তবৃন্দ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের এবং যাত্রিসঙ্ঘের নানাভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান করিয়াছেন। তীব্রশীতের মধ্যেও তাঁহারা রাত্রিকালে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হন নাই, বরং সেবা-কার্য্যে বিশেষ উৎসাহই প্রদর্শন করিয়াছেন।

কতিপয় পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় বৈষ্ণবগণের এবং যাত্রিসঙ্ঘের যান-বাহনাদি পরিচালকের কার্য্যে যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অকুণ্ঠপুল্য। এই কার্য্যে তাঁহার ন্যায় যোগ্যব্যক্তি কর্ণধাররূপে না থাকিলে পদব্রজে পরিক্রমায় অক্ষম ব্যক্তিগণের যে কিরূপ ক্লেশ হইত, তাহা অবর্ণনীয়। উত্তপ্ত মরুভূমিতে শীতল ছায়ার ন্যায় তাঁহার কার্য্য যাত্রিসঙ্ঘের নিকট আদরণীয় হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার উক্ত নিয়মের নিয়ামকত্বে যাত্রিসঙ্ঘের কোন প্রকার বিঘ্ন-আপদ ঘটিতে পারে নাই। ব্রহ্মচারী শ্রীপূর্ণানন্দ কৃতিয়ল মহাশয়ের সহকারী সেবকরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ পণ্ডিত মহারাজ ও শ্রীমৎ শ্রীধর মহারাজ কৃতিয়ল মহাশয়ের পরে ঐ সেবা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভাণ্ডার-রক্ষণ কার্য্যটী যে কত গুরুতর, দায়িত্বপূর্ণ ও সকলের চিত্তকে সমভাবে তুষ্টি বিধানের কঠিন পরীক্ষায় সর্ব্বদা উন্মুক্ত, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রই জানেন। এইরূপ কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন,—শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনক্ষ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত মুকুন্দদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিবিলোদ দাস অধিকারী ও শ্রীউদ্ধারণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি শুদ্ধবৃন্দ। তাঁহাদের বিনয়-নম্র ব্যবহার, সহিষ্ণুতা ও যথাসাধ্য সার্ব্বদেশিক তুষ্টি যাত্রি-সঙ্ঘের প্রতি মাতার ন্যায় আদরণীয় হইয়াছিল। তাঁহারা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া ভাণ্ডার রক্ষণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমানন্দজী বিশেষ পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অর্চ্চনাদি সেবাকার্য্য করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীশিবানন্দজী শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় ও বিভিন্ন স্থানের কীর্ত্তন-দলগুলে নিরলস-ভাবে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে শুদ্ধ-গৌরাঙ্গ-বিহিত শিক্ষাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী শ্রীমহাই ও শ্রীযুক্ত মনোহরিদাস দাসাধিকারী মহাশয় কীর্ত্তন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদি সেবা নিরলসভাবে করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণজী বালক হইলেও হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-বুদ্ধিতে রোগীদের যথাসময়ে পথ্যাদি প্রদানে যেরূপ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। একটী নগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত শিবির-শ্রেণীর মধ্যে কোথায় কোন্ রোগী আছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যহ ঘণ্টা ঘণ্টা তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহাদের পথ্যাদি বিতরণ করিয়াছেন।

শ্রীবনশ্যাম ব্রহ্মচারীজী অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরণ করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রসাদাদি বিতরণ ও সাধারণকে প্রসাদাদি পরিবেশন-কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীনবীনানন্দজী বিভিন্নস্থান-দর্শনের কৌতূহল-বর্জ্জন-পূর্ব্বক শ্রীগুরুসেবাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত জানিয়া অক্লান্তভাবে পাহারার কার্য্য এবং বিদ্যালয়ের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীসৎসনাতন, গুরু শ্রীপতিতপাবন ও শ্রীগৌরপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকগণ যথাসময়ে আলোক-প্রদানের সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সেবায় তাঁহারা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি, এ, শ্রীযুক্ত সুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দাসাধিকারী প্রভৃতি সেবকগণ প্রাত্যহিক মহামহোৎসবের জন্য বিপুল দ্রব্য-সম্ভার বাজার হইতে ক্রয় ও চয়ন করিবার ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অনন্তব্রত দাসাধিকারী বিভিন্নভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় কপট সরিকুতা ও অক্লান্তির সহিত আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কাশীর হিন্দু ইউনিভার্সিটির ছাত্র শ্রীঅজিতনাথ কুণ্ডু পাহারার কার্য্য ও অন্যান্য অনেক সেবাকার্য্যে যেরূপ সৌজন্য ও অক্লান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্ত গুরুপদ সরকার মহাশয় পরিক্রমার রিজার্ভ-পার্টির রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সেবা-কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহার সেবা বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার কেন্দ্রস্থান শ্রীমথুরার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মথুরা ক্যান্টনমেণ্টে 'বলদেও বিলাস'-নামক ভবনে পরিক্রমার কেন্দ্র-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরি-ক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ বিভিন্ন বনে ভ্রমণার্থ প্রবেশ করিলে সেই কেন্দ্র কার্য্যালয়ের ভার স্থানীয় সেবক শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী ভক্তিরক্ষ গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন বন-ভ্রমণের কৌতূহল-পরিতৃপ্তিতে মনোনিবেশ না করিয়া শ্রীগুরু বৈষ্ণব-সেবাকেই বরণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীমথুরার কেন্দ্র-কার্য্যালয়ে বহুস্থান হইতে বিভিন্নসময়ে আগত যাত্রিসঙ্ঘের ও পীড়িত ব্যক্তিগণের পরিচর্য্যা, প্রসাদ ও স্থান-বাহনাদির ব্যবস্থা এবং তাঁহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা অক্লান্তভাবে করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীধাম-বৃন্দাবনের স্থানী অধিবাসি-সূত্রে সঙ্ঘাধিপতিত্বে এবং সাধারণের আন্তরিক কল্যাণ ইচ্ছা করিয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় ভক্তিরক্ষগণের দ্বারা পাঠ-কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা ও পরিক্রমার সেবাকার্য্যে পরমোৎ-সাহের সহিত বিভিন্নভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠার্থী ভক্তিরক্ষক অপরাপর অনেকের ন্যায় ভক্তিমতী জ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণী শ্রীমধুমতী ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ সমবেত হইলে বৈষ্ণবগণের তৃপ্তি-বিধানার্থ নানা বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া মহামহোৎসব করেন। ভক্তিরক্ষক প্রভুর পরমা ভক্তিমতী কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণী মহোদয়াও শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার শোভাযাত্রার জন্য ৭টী উষ্ট্র প্রদান করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠার্থী ভক্তিরক্ষক মহাশয়ের সেবার আদর্শে তাঁহারা দীক্ষিতা হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন; ইহা বাস্তবিকই পরমানন্দের বিষয়।

খুলনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী মহাশয় মথুরার স্থায়ীয় পারণ-দিবস একটী মহামহোৎসবের ব্যবস্থার বহন করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

মধুবন-পরিক্রমার দিবস শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন পাল ভক্তিবান্ধব মহাশয় সমাগত যাত্রী ও বৈষ্ণবগণের প্রসাদ-বিতরণ করিবার আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

বর্ষাণে ভানুসরোবরে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভক্তিরত্ন মহোদয় অকাতরে বৈষ্ণব ও সমবেত যাত্রিগণকে বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ-প্রদানের ব্যয়ভার বহন করিয়া সকলের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত উৎসব সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত উর্দ্ধমণি ভক্তিবিশারদ মহাশয় শ্রীরাধাকুণ্ডে ব্রজবাসী ও বৈষ্ণবগণকে বিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ বিতরণ করিবার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত উৎসব ব্রজবাসিগণের বিশেষ প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছিল।

অন্নকূটের দিবস শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাসাধিকারী মহাশয় চৌরাঘাটে অন্নকূট-মহামহোৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া গুরুবৈষ্ণবের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তাঁহার ও তদীয় পরমা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর সেবা-চেষ্টা সকল সময়ই আদর্শস্থানীয় হইয়াছে।

বেলেঘাটা-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধিকা বাবুর শঙ্খযাত্রা, যশোহর গোপালগড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী, কাশী-প্রবাসিনী শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী, চাঁপাঘাটীর শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী ও শ্রীযুক্তা উষারাণী

দেবী, এবং নির্মাতীর স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্র মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী বিভিন্ন সময়ে তত্র ও সমাগত ব্যক্তি-গণকে প্রসাদ-বিতরণের আনুকূল্য করিয়া শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ বরণ করিয়াছেন। ডাগুলান নিবাসিনী শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণি ঘোষের মাতাঠাকুরাণী শ্রীযুক্তা ক্ষীরোদাসুন্দরী দাসী শ্রীধাম বৃন্দাবনের মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহের প্রকাশ, প্রতিষ্ঠা এবং মহোৎসবের আনুকূল্য করিয়াছেন।

শ্রীহরিগুরু-পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ শ্রীধামপুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে গৌরজন্মের অধিবাস পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-মোহন পাল চৌধুরী মহোদয় একদিনের উৎসবের ব্যবস্থার বরণ করিয়া গৌরাশীর্ব্বাদ-বরণ ও বৈষ্ণবগণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে

শ্রীপ্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা-মন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন-কার্য্য গত ২১শে নভেম্বর (১৯২২), এই অগ্রহায়ণ (১৩৩৯) সোমবার দিবস কীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীরূপশিক্ষামূলা প্রয়াগধামে ত্রিবেণীর ঘাটে ক্যানিং রোড্ ও গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গমস্থলে একটী বিস্তৃত ভূমিখণ্ড শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দিরাদি নির্ম্মাণের জন্য প্রদান করিয়াছেন। গত ৩০শে আশ্বিন (১৩৩১) তারিখে শ্রীযুক্ত প্রকৃতিপদ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। এই বৎসর গত ২১শে নভেম্বর (১৯২২) তারিখে যুক্তপ্রদেশের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর স্যর উইলিয়ম মারিস্ কে.সি.এস্.আই, সি, সি, আই, ই; আই, সি, এস্, শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠের বক্তৃতা-গৃহের ভিত্তি-সংস্থাপন করেন। ঐ দিবসের উৎসব-পত্রী অনুসারে মহামান্য গভর্ণরবাহাদুর অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের সুসজ্জিত ভূমিতে উপস্থিত হইলে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ —শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সহ্যাদি-প্রচারকগণের অন্যতম ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজের সহিত তাঁহাকে পরিচয় করাইয়া দেন। তৎপরে শ্রীমৎ মিশ্রিমহারাজ মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুরকে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারি-বিদ্যাভূষণ তীর্থগোস্বামী প্রভু, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ মিশ্রিলাল গাঙ্গাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর প্রভু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, আকরমঠাধ্যক্ষ শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টিবর্গের অন্যতম পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু বি.এ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু, বিজ্ঞান-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ মণ্ডল বি-এস্-সি, কলিকাতার বিশপ্‌স্ কলেজের মিঃ এস্-সি রায় এবং শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠের ভূমি-প্রদাতা শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণমহোদয়ের সহিত ও স্বামিজী মহারাজ গভর্ণর বাহাদুরের পরিচয় করান।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ভাইস্ চেন্সেলার ডক্টর শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ ঝা মহোদয় রাজনীতি গভর্ণর-বাহাদুরের নিকট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরিচয় দেন। মাননীয় গভর্ণর-বাহাদুর বক্তৃতামঞ্চে অভ্যর্থিত হইলে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গভর্ণরবাহাদুরের গলদেশে পুষ্প মালিকা প্রদান করেন এবং ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ আচার্য্যবর্য্যের গলদেশে পুষ্প-মালিকা-প্রদানের সৌভাগ্য বরণ করেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহাশয় একটী উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক কটক রেভেন্স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহোদয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি গভর্ণরবাহাদুরের প্রতি অভ্যর্থনা-অভিনন্দন পাঠ করেন।

তৎপরে মহামান্য গভর্ণরবাহাদুর একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। নিম্নে ঐ অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদ প্রকাশিত হইল।

গভর্ণরবাহাদুরের অভিভাষণ

"আজ আপনাদিগের মধ্যে যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়া আমি বাস্তবিকই আনন্দিত হইয়াছি। তাহার একটী সরল কারণ এই যে, আপনাদের কার্য্যা-বলী সত্যসত্যই অতিমিশ্র পারমার্থিক। আপনারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষায় লোকের আগ্রহ পুনরুদ্দীপিত ও উদ্দীপ্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষা ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার জীবনী পাঠে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের লীলার অধিকাংশ এই সকল প্রদেশেই অর্থাৎ বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে বিশেষভাবে বিস্তারিত হইয়াছিল। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে যে-সকল লোক-শিক্ষক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা ন্যূনাধিক সকলেই গণতন্ত্রিকতার একদেশের মতবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং লোক-প্রচলিত ব্যবহারিক কৃত্রিম নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে বিপ্লব

আনয়ন করিয়াছেন। ধর্ম্মের বাহ্যআবরণগুলিকে পরমার্থের প্রকৃত তাৎপর্য্যের উপরে স্থাপন করিয়া ব্যবহারের চশমা পরমার্থকে লোকলোচনের নিকট গুপ্ত করিয়া ফেলিবার মানবজাতির মধ্যে যে একটা বহির্ম্মুখপ্রবৃত্তি আছে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করাই প্রকৃত লোকশিক্ষকগণের নিত্যব্রত প্রবৃত্তি। মানবজাতির ঐ প্রকার প্রবৃত্তির কুফল যে কেবল ধর্ম্মকে তাহার পারমার্থিকতা হইতে বিচ্যুত করিবার একটী নিষেধাত্মক ফলমাত্র প্রসব করে, তাহা নহে; কিন্তু একটী বাস্তব ফলও প্রসব করিয়া থাকে, তাহা হইতেই মতবাদের সৃষ্টি ও নানাপ্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। লোকোত্তর লোকশিক্ষকগণ মানবজাতিকে ঐ প্রকার ধর্ম্মের ব্যবহারমুখতা লইয়া যে-সকল মতবাদ উপস্থিত হয়, তাহার সংঘর্ষের নিষ্পিষ্টতা হইতে টানিয়া আনিয়া প্রকৃত পরমার্থের বিচারে মানবজাতির প্রবৃত্তি পরিচালনা করিবার জন্য যে চেষ্টা করেন, তাহা সর্ব্বদাই সমসাময়িক লোকসঙ্ঘের নিকট বিপ্লবাত্মক এবং বিধ্বংসকারী বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের চেষ্টা উচ্ছেদ-বিধায়ক নহে, তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশাত্মক বা পুনঃসংস্থাপনাত্মক; কারণ, ধর্ম্মের মেরুদণ্ডই পারমার্থিকতা, ব্যবহারিকতা নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার পারমার্থিকতার সকল স্তরে সমভাবে আলিঙ্গন বা বিশ্বপ্রেম। ব্যবহারিকতা এবং সামাজিক পার্থক্য যে-সকল ক্ষুদ্র গণ্ডী সৃষ্টি করিয়াছে, শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম তাহা স্বীকার করে নাই। তিনি যে সময়ে তাঁহার প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ের রৈতিক অবস্থা অসম্পূর্ণ ছিল এবং সামাজিক বিকাশ তাহা হইতেও অধিকতর অসম্পূর্ণ ছিল। সেই জন্যই তাঁহার শিক্ষা-সমূহ তদানীন্তন সমাজের নিকট অনেকটা তাৎকালিক আদর লাভ করিতে পারে নাই এবং বর্ত্তমান জগতের উপযোগেও তাঁহার উচ্চতম কথাগুলির প্রাচুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবেন না। কারণ, মানবের চিত্তবৃত্তি এতই বহির্ম্মুখতায় সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে যে কোন অসাধারণী কথা তাহারা বুঝিতে পারে না। কিন্তু সেইরূপ অবস্থাতেও উচ্চতম কথার প্রচার ব্যর্থ হয় না, তাহা অজ্ঞাতসারে এমন বীজ বপন করিয়া দেয় যে, যাহা কোন এক অনির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তের আবির্ভাব করিবার জন্য জগতের লোককে মানবজাতির জন্যে কোন উচ্চই লক্ষ্য-স্থাপনের জন্য অনুপ্রেরণা করিতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে সেইরূপ লক্ষ্য-স্থাপন যেরূপ প্রয়োজনীয় ছিল, তাহা অপেক্ষাও বর্ত্তমান সময়ে সেইরূপ লক্ষ্য পুনঃসংস্থাপনের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা হইয়াছে। বর্ত্তমান জগতের অভ্যুদয়ের নামে যে-সকল অসত্য মানবজাতিকে গ্রাস করিয়াছে এবং কৃত্রিমতাই সভ্যতা ও ব্যবহারিকতাই ধর্ম্ম নামে চলিতেছে, আবার যুক্তিমূলা নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক প্রয়োগ করিয়া পঙ্গু হইয়া যাইতেছে, তাহাতে জাতীয় এবং সামাজিক জীবনের কোন উচ্চতর আদর্শ প্রেরণা দিতে না পারিলে মাষ্টি বা সমষ্টি জীবনের মঙ্গল-সম্ভাবনা নাই। এই স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের দ্বারা বর্ত্তমান যুগে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-প্রচারের আবশ্যকতা বৃদ্ধি হইতেছে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, আপনাদের প্রতিষ্ঠান অপসাম্প্রদায়িকতা বা রাজনৈতিক রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলিয়া এবং উহা সার্ব্বজনীন মঙ্গলের উচ্চ আদর্শ প্রচার করিতেছে বলিয়া এই দ্বন্দ্বময় সংসারে অধিকতর শান্তি ও ঐক্যকামী সকল ব্যক্তিরই সহানুভূতি আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না।"

উপরে আমরা মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের অভিভাষণ যতটা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহারই মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম মাত্র। এলাহাবাদের বহুল প্রচারিত ইংরাজী দৈনিক "লীডার" ও "পায়োনিয়ার" পত্র-দ্বয়ের ২২ শে নভেম্বর (১৯০২) তারিখের সংখ্যায় মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সমস্ত অভিভাষণের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের বক্তৃতা-গৃহের ভিত্তিসংস্থাপন-সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এলাহাবাদ ডিভিসনের কমিশনার মিঃ চোমন্‌; কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ ডোনেল্ড সন্স, এস্‌ পি; ডি-এস্ পি, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান; ডাইস্ চেয়ারম্যান, 'পায়োনিয়ার' পত্রের প্রধান সম্পাদক, 'লীডার' পত্রের সহকারী সম্পাদক; এসোসিয়েটেড প্রেসের রিপোর্টার, রাজা জগমল প্রভৃতি এলাহাবাদের বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনন্তর মি. ডব্লিউ, প্রাণ্ট্—কমিশনার আগ্রাডিভিসন; এস্, টি, হুসিল্—ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব্ পুলিস্; সি, কে, কেল্‌, এম্‌, পি, মথুরা; মি পায়ারলাল—কমিশনার বেনারস ডিভিসন; ডেপুটি কমিশনার, মি জুল্ সন্স—ম্যাজিষ্ট্রেট্ মৈমিসিংহ এবং আরও উচ্চপদস্থ বহু রাজকর্ম্মচারী ও শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় সভ ভ্রমণ-পরিক্রমাকালে এবং বিভিন্ন সময়ে শ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজ সভার প্রচারকগণের প্রচার-কার্য্যে সাদরভাবে সাহায্য করায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীমান অনন্তবাসুদেব পরিষ্কার ভূষণ প্রভু "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরসহ সভার সকলেই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৫৯, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫২ | ১৭শ সংখ্যা

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি

[ঘরিশবিক্রমপুর-নিবাসী-কয় শ্রীহরেকৃষ্ণ বেদশর্মা বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত]

শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

"অমিশ্রপুণ্যসত্ত্বেঽস্মিন্ বৈষ্ণবঃ সদা।"

অনেকেই এই কথায় কুতর্ক করিয়া নানা প্রকার মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহাদের অন্তর্নিহিতভাই দোষের মূল—তাদৃশী দ্রষ্টির মূল। ব্রাহ্মণ, যোগী ও বৈষ্ণব, ইহারা অন্বয়জ্ঞানের সেবক, এই কথাই তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ ও হইয়েগী বা রাজযোগী অপেক্ষা বৈষ্ণবের অধিকতর ভেদের কথা শুনিয়া অনেকে এই বাক্যার্থের সামঞ্জস্য করিতে পারিবেন না। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ষট্‌সন্দর্ভের মধ্যে জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এক অদ্বয়বস্তু হইলেও 'ব্রহ্ম'-শব্দের অন্বয়াদি-বৃত্তিতে ভগবত্তার সহিত বৈশিষ্ট্য থাকায় ব্রহ্ম-শব্দের স্থানে 'ভগবৎ'-শব্দের প্রয়োগে কাহারও কাহারও কুতর্ক উপস্থিত হয়। অধোক্ষজগণের 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' প্রভৃতির বিচার যেখানে বিশেষণ ও বিশেষ্যকে পৃথক্ করে, সেখানেই এই প্রকার কুতর্ক তাঁহাদিগকে অবিচার-রাজ্যে বাধিত করায়। 'ব্রহ্ম'-শব্দের বৈশিষ্ট্য এই ভগবত্তার সহিত যে পার্থক্য উপলব্ধি করায়, উহাতে অন্বয়জ্ঞান-বিচারের অভাব থাকে। জড়নির্বিশেষ বিচার ও জড়-সবিশেষ-বিচার কেবল-চেতনে মিশ্রভাব প্রদর্শন করে, কিন্তু অমিশ্র কেবল-চেতন বস্তুর বৈশিষ্ট্য-বিচারে পরমাত্মার আংশিকতা ও ব্রহ্মের খণ্ডবিচারের প্রাবল্য অন্বয়জ্ঞান ন্যূনাধিক উৎপাদিত হয়।

বৈষ্ণব কে?—এই বিচার বিচারকের দৃষ্টি-বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করে এবং দৃষ্টি-সাম্যে প্রকৃত বস্তুর অভিজ্ঞানকেই লক্ষ্য করে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম, ইহুদী, পার্শী, শিখ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, যবন, কিরাত, হূণ, আভীর, শুম্ভ, পুলিন্দ, পুক্কশ, কঙ্ক, যবন, খস, অন্ধ্র, কঙ্ক, গো, খর, উষ্ট্র, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ওষধি, কীট, পতঙ্গ, দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী, ভৈরব, ভৈরবী, বেতাল, বেতালী, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রহ্মদৈত্যা, শাকিনী, ঢাকিনী, হাকিনী, ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী, ভৈরব, ভৈরবী, বেতাল, বেতালী, ব্রহ্মদৈত্য, ব্রহ্মদৈত্যা, শাকিনী, ঢাকিনী, হাকিনী,

দ্রষ্টার স্বরূপে বা দর্শনে অতিব্যাপ্তির দোষারোপ থাকিতে পারে না। যেখানে অতিব্যাপ্তির আরোপের সম্ভাবনা হয়, তথায় চেতন-বস্তু অতিব্যাপ্ত মায়াবাদ-দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে। তোষীর জড়-সম্বন্ধ নির্মলচিত্ত-বৃত্তিতে প্রাধান্য লাভ করিলেই অদ্বৈতত্ব-অভিমান প্রবল হয়। উহা বিদ্বীয়াভিনিবেশ-জন্য ভীতি-প্রদর্শক মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"মুক্তির্হিত্বান্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" স্বরূপ হইতে অন্যথা-রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থানই অমুক্তাবস্থা হইতে দার্শনিকের মুক্তাবস্থা-লাভ। দার্শনিক যখন ইন্দ্রিয়জ্ঞানে আবদ্ধ, তখন আধ্যক্ষিকের দর্শন তাঁহাকে সত্য হইতে বিচ্যুত করিবে; কিন্তু "অধোক্ষজ"-শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাকৃত শব্দমলের যাবতীয় ধারণা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করে। প্রাকৃত শব্দমল চক্ষুঃ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং তাহাদের দ্বারা পুষ্ট মনের অধীন মাত্র। এই ইন্দ্রিয়পঞ্চক ও তাহাদের সমষ্টি 'মন' ভোগ-লোলুপতা-ধর্মে আবদ্ধ হইয়া ভোগ্য লাভ করায় উহারা জীবাত্মার নিত্যধর্ম ভগবৎসেবানুকূল্যের প্রতি উদাসীন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তির অপব্যবহার-কালে জীবের কোন প্রকার চিত্তাবলম্বের সম্ভাবনা নাই। অনর্থকবলিত অবস্থায় যতই বিদ্যা থাকুক না কেন, বৈষ্ণবের কৃপা-কৃত্য হয়া যাইবে না। তখন বদ্ধজীবের স্বরূপ-বিকাশের অনুকূলতা-ফলে নানাপ্রকার প্রশ্নাসনা ও ইচ্ছাবলী জাগতিক অভিধায় অনধিকার বিচরণ করায়। অপ্রাকৃত শ্রৌত শব্দ হৃদয়ের যে মুকুলোদ্গম প্রকাশ-ভাবে প্রাকৃত সাধনাভিনিবেশের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। তখনই জীব তাঁর স্বরূপ দর্শন করিয়া ৩৫ সনাতনধর্মের সহিত স্বপ্রকাশিত্বের বন্ধনমুক্তের পার্থক্য উপলব্ধি করেন।

শরীর ও মনকে যাঁহারা আত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞানে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের অপ্রাকৃত বিদ্যালাভের উদ্যমের সম্ভাবনা নাই; তজ্জন্যই বৈকুণ্ঠবাণীর সহিত অভিন্ন বৈকুণ্ঠনাম আশ্রয় না হওয়ার ফলে ভগবৎ-সাধক মাত্রিক ইন্দ্রিয়গুলি উহাদের "ভোগ্যা"-অনুসারে যে তাঁহাদের অনৈকালিক স্মৃতিবিধী ধারণা উৎপাদন করিয়াছে, সেই রোগ হইতে বৈকুণ্ঠনামই ও মুক্তকুল-বিরাজিত করেন।

নিজ-স্বরূপের প্রকৃত পরিচয় অবগত না থাকায় অনেক বহির্মুখ ব্যক্তি পরমপূজ্য শ্রীবৈষ্ণবকুলকে কুবিদ্যাদি-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করে, দাড়ো-ওয়ালা তনয় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে মৈথিলবিপ্র-মাত্র জ্ঞান করে এবং শ্রীহরিদাস-ঠাকুরকে চতুর্বর্ণ-বহির্ভূত শ্লেচ্ছের অন্তর্গত জ্ঞান করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে অপরাধগ্রস্ত হয়। বস্তুতঃ অপরাধ পাপাদির ন্যায় অজ্ঞানোদ্ভব বিষয় নহে। নশ্বর জাগতিক-নীতির অতিক্রমকে 'পাপ' বলে, আর পারমার্থিক নীতির ব্যতিক্রমকেই 'অপরাধ' বলে—উহা নিত্য দোষাবহ। বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত বৈষ্ণবাপরাধ বা নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই। বৈষ্ণবাপরাধীর চিত্তবৃত্তি তাঁহাকে বৈষ্ণবের সুখা করিতে দেয় না এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি উৎপাদন করায়। তজ্জন্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, আধ্যক্ষিকগণ বৈষ্ণবগণকেও উহাদেরই ন্যায় অবৈষ্ণব-জ্ঞানে উহাদের বিচারের মধ্যে আনয়ন করিয়া থাকেন। তৎফলে উহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তাই হইতে হয়, নতুবা শাস্ত্রের সৃষ্টির বিচারে উহাদের নারকীয় অবস্থান্তাবী।

বৈষ্ণবই ব্যক্তিবিশেষের বৈষ-বর্ণাশ্রম-বিচারের যোগ্য পরীক্ষক; কেন না, ভ্রম, প্রমাদ ও করণাপাটব প্রভৃতির দ্বারা না করিয়া তিনি অপ্রাকৃত শ্রৌতবাণীর শুনিয়াছেন, আর যাঁহারা তাহা শুনেন নাই, তাঁহাদের মঙ্গল-কামনা করেন এবং বিশেষতঃ কৃষ্ণের নিকট তাঁহাদের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

"ন কুরুপ্রেষ্ঠবিরহজনিতং দ্বিজবরে মৌর্খিকজনে।
কৃতাংহঃ বজ্রদীক্ষায়াং বিজয়া প্রতিচোদনাৎ॥"

—এই শ্লোকের অবাধ্যন-পূর্বক অপরাধগণ শৌক্রাদি জন্মগত বিচার কখনও বুঝিতে পারেন না। উহারা কপটতা করিয়া বৈষ্ণবকে অপমান করিবার জন্য 'বৈষ্ণব' হইলেও—শাস্ত্রীয় বিচার শুনিতে গেলেই অসন্তুষ্ট হন। আপনাকে কপট স্বার্থ বলিয়া অভিমান মূলে যে অবৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমের বিচার, তাহা বৈষ-বর্ণাশ্রমের ন্যায় সম্ভ্রান্ত থাকায়

করেন না। যাঁহারা বিগত দুই বৎসরের 'গৌড়ীয়'-পত্র আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা বড়ই কপটতা করিয়া অবৈধ-বর্ণাশ্রমের কথা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলুন না কেন, উহার প্রভুত্বে গৌড়ীয়মঠের শুদ্ধ সনাতন বর্ণাশ্রমী ভক্তিসদাচারপরায়ণ সেবকগণ তাঁহাদের অধিবেচনার কথা বেশ বুঝিয়া লইবেন এবং তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবার যত্ন করিবেন।

বৈষ্ণব গৃহে অবস্থিত হইয়াও পরমার্থ-পালনে সমর্থ। অবৈধ-বর্ণাশ্রমীর কোনরূপ বিচার তাহা বুঝিতে না পারিলেও মহাজনগত ও শ্রীগুরুপরম্পরা তাঁহাদিগকে এই সকল কথা ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিবেন। সাত্বত পঞ্চরাত্র ও পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে বর্ণাশ্রম ও আশ্রম হইতে আশ্রমাস্তর স্বীকার করেন। অবৈধ-বর্ণাশ্রমী নরমাংসক জাতিবুদ্ধি হইয়া যে আলোচনা প্রদর্শন করেন, তাহা তাঁহার অজ্ঞতামূলক ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। অবৈধ-বর্ণাশ্রমীর চেষ্টা-প্রমাদ তাঁহাকে সাধারণ মর্কটবাজীর অসামাজিক মাত্র করিয়া তোলে।

যাহারা শ্রীনবদ্বীপ-ভজনস্থানের উপর উৎপাত করিয়া পুনঃ পুনঃ গৌরাঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে ধর্ম্মের বিচারের অনুযোগকারী হইয়া ভজনস্থানের বিরোধী হন, সেই সকল কুতর্কপ্রিয়ের বিদ্যা-সভ্যতার ভ্রান্তি তাঁহার নিজেরই দারিদ্র্য জ্ঞাপন করিবার মাত্র। ইঁহাদের যাবতীয় খাতা-কাল-পত্রও ইঁহারা ভক্তিসদাচার বুঝিতে পারিবেন না। ভক্তিসদাচার-রহিত ব্যক্তিদিগকে পরমপূজ্যপাদ শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী প্রভু 'মূঢ়' ও 'অনাচার' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। কপট বর্ণাশ্রমী কখনও বৈষ্ণবকে চিনিতে পারে না। অতএব,—

"অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ।
•　　•　　•　　•
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥"

—এই শ্রীকবিরাজ-কথিত স্মৃতিবাক্য তাঁহাদের নিত্য বিচার্য্য হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহোৎসব

গত ১১ই অগ্রহায়ণ (১৩৩৯), ২৭শে নবেম্বর (১৯৩২), রবিবার শ্রেষ্ঠাগ্য শ্রীল ভক্তবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক বিরহ মহামহোৎসবোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাত্বত নাট্যমন্দির নানা বিচিত্র বস্ত্রে মণ্ডিত, পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত, আচার্য্য ও সভাপতির আসন নানা কারুকলায় সমলঙ্কৃত ও নানা বিচিত্র আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। শ্রীমন্দিরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী বিবিধ পুষ্পালঙ্কারে ও নানাবিধ বসনে সজ্জিত হইয়া ভক্তগণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতেছিলেন। ভক্তি-রঞ্জন ভজনস্থানের সমাধিমন্দির পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিশেষভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং সেই স্থানে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে ভক্তবৃন্দগণ হরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিস্তীর্ণ নাট্যমন্দির সন্ধ্যার পূর্ব্বেই লোকসঙ্ঘে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেপ্তা অনুসারে ঐ দিবসের সভায় মনোনীত সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মল্লিক, বি-এল্, ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের বিরহ-সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য মাননীয় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু

নির্দ্ধারিত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন বন মহারাজ সভাপতি মহোদয়ের পদতলে প্রণামিমালিকা প্রদান এবং 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীগুরু প্রভুপাদকে পুষ্পমালিকা প্রদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। নির্দ্দিষ্ট পদ্ধি-অনুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহাশয় "যন তুমি তীর্থে সবা হত" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই গীতিটী উদ্বোধন-সঙ্গীত-রূপে কীর্ত্তন করিলে কোটি কোটি তীর্থ দর্শন অপেক্ষা ও তীর্থপাদ—বিষ্ণু ভক্তের জীবনগতীর্থে স্নান ও অভিষেকের উৎসব শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রদান করেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ বন মহারাজ একটী অভ্যর্থনামূলক বক্তৃতা-দ্বারা সভাপতিকে সম্মান-জ্ঞাপন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন। স্বামিজীর বক্তৃতা অতীব হৃদয়-গ্রাহিণী ও তাৎপর্য্যপূর্ণ হইয়াছিল। বিরহোৎসব-উপলক্ষে "ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি" নামক একটী পুস্তিকা সর্ব্ব-সাধারণকে বিতরণার্থ রচিত হইয়াছিল। সেই পুস্তিকার প্রবন্ধটী 'গৌড়ীয়-সম্পাদক উক্ত সভায় পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটী নিম্নে 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধ পাঠের পর মাননীয় সভাপতি মহোদয় ইংরেজী ভাষায় যে একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাও তদনন্তর প্রকাশিত হইল। মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ বন মহারাজ সভাপতি এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রীবিষ্ণবৈষ্ণবদাস-সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পণ্ডিতরাজ বি-এ, মহোদয় 'শুষ্কতর্ক-চঞ্চুপুটৈঃ ভজন-দুর্ল্লভম্'—এই গীতিটী উদ্বোধন-সঙ্গীত-রূপে কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। অপরাহ্ণ সমবেত ব্যক্তি-গণকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। এই উৎসবের ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠাংশ শ্রীল ভক্তি সুহৃদ ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের সাধুসঙ্গিগণের যত্ন করিয়া শ্রেষ্ঠার্থ মহোদয়ের প্রতি সহসঙ্গিগণের যোগ্য শ্রদ্ধা, পূজা ও তৎপরোহতাই পূরণ করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিরঞ্জন জগদ্বন্ধুর মনোহতীষ্ট শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার আজ অভিজাত-সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বসাধারণের কুটীর পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে দেখিয়া তাঁহার সহসঙ্গিগণ ও সজ্জনমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে।

শ্রীভক্তিরঞ্জন-বিরহ-স্মৃতি

বৈষ্ণব-বিরহ-স্মৃতি—সেবার উদ্দীপক

দুই বৎসর পূর্ব্বে এমন এক দিনে এক অপরাহ্ণ পুরুষ তাঁহার সৌভাগ্য-ললাটে অতিমর্ত্য শুষ্কপাদ বিরহ-তিলক শোভিত করিয়া উৎক্রান্ত দশায় অভিধান করিয়াছেন। এক অপার্থিব অকৃত্রিম কীর্ত্তি-স্তম্ভের মহিত তাঁহার বিরহ-স্মৃতি বিজড়িতা হইয়া রহিয়াছে। এ জগতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সহিত বিচ্ছিন্নতা শোক ও কর্ত্তব্যে শৈথিল্য আনয়ন করে, কিন্তু আমাদের প্রশংসিত পূজ্য বর বিরহ-স্মৃতি শোক ও শৈথিল্যের পরিবর্ত্তে জগতের অন্ধকারময় স্মরণ করাইয়া দিয়া বিদ্যাজ্ঞানের আলোক, জীবজগতের একমাত্র কর্ত্তব্যের প্রতি উদ্দীপনা ও অধিকতর উৎসাহের সঞ্চার করিতেছে—শুষ্কপাদ সাক্ষাৎমূর্ত্তি হইয়া সত্য লোকের হৃদয়ের ক্ষুধার উদ্রোচন করিয়া দিতেছে—"হরিজনের অহসরণে হরিসেবায় অনিত্য জীবনে একমাত্র নিত্য বস্তু"—জগদ্বন্ধুর শুষ্কপাদপদ্মলব্ধ এই বিদ্যাজ্ঞানের তড়িৎপ্রভা কঠিন হৃদয়েও সঞ্চারিত হইতেছে।

অজ্ঞানতিমিরান্ধ যুগে জগদ্বন্ধুর আবির্ভাব

জগতে অনেকে অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া যাইতে পারেন; ধনে-মানে, বংশে-বিদ্যায়, সৌন্দর্য্যে-সৌজন্যে অনেকেই বিভূষিত হইতে পারেন, ঐতিহাসিক চাক্ষণ্য, জনমতের মুখপাত্র সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পিগণ নানাভাবে ঐ সকল লোকের গীতি গান করিতে পারেন, জনমতের সেবা করায় ঐ সকল ব্যক্তির ভালো বীরপূজার অসাধারণ অর্ঘ্য, দেবভোগ্য সম্ভার, পুরস্কৃতের সেবকার সহিত সম্মান আসন-লাভও ঘটিতে পারে, কিন্তু "সকলকীর্ত্তির মস্তকের উপরে অকুণ্ঠহরিকীর্ত্তনকারী ও তাঁহার সেবানুগি-গণের কীর্ত্তি নৃত্য করিতে পারেন"—শ্রীচৈতন্যবাণীর এই সত্যতা লইয়া শ্রেষ্ঠার্থ শ্রীজগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের

জীবন অনর্থক অজ্ঞানান্ধকার-কুয়াশাদিরির অন্তঃপাতের এক ভীষণমুখ যে অগ্নি-পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব।

কর্ম্মবীরের জন্য শোক, কৃতজ্ঞতাদি প্রকাশ এবং হরিজনের বিরহ-পূজার পার্থক্য

বৈষ্ণবগণ ও বৈষ্ণবপ্রায় ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধনের সুবিধার অবকাশ যেখানেই দেখিতে পান, সেখানেই শোক, কৃতজ্ঞতা ও নানাপ্রকার ব্যবহারিকতার উপঢৌকনের ডালি সাজাইয়া থাকেন; কিন্তু হরিজনের বিরহে শোক ও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের কোন অনুষ্ঠান নাই। হরিজন তাঁহার আচরণে ও অনুশীলনে যে পথাঙ্ক রাখিয়া যান, তাঁহার বিরহ-পূজা সেই পথাঙ্কেই আরও নিবিড় ও নিষ্কপটভাবে আশ্রয় ও অনুসরণে উদ্দীপনা প্রদান করে।

জাগতিক কৃতজ্ঞতা বা শোক-প্রকাশের সহিত ভক্ত-বিরহ পূজার আকাশ-পাতাল ভেদ

জগজ্জনের 'কৃতজ্ঞতা' শুষ্ক ও কৃত্রিম, তাহাতে বিনিময় ও পরিশোধের ভাষা এবং গন্ধ আছে, আর ঐ ভাষা মন দিয়াই পৌঁছিতে পারে, মনের মুখ ভেদ করিয়া চেতনে চেতনে মুখামুখি অন্তরঙ্গ আলাপ করিতে পারে না; কিন্তু হরিজনের বিরহ-পূজায় চেতনের অন্তরতম অন্তঃপুরের স্বাভাবিকী ভাষা আছে, চেতনের অকৃত্রিম অর্ঘ্য আছে, চেতনের অনবদ্য নৈবেদ্য আছে। তাহাতে বিনিময় বা পরিশোধের সাক্ষাভাব ত' নাই-ই, আছে অনুসন্ধেয়ার প্রস্ফুটিত প্রস্রাব। একদিন গোদাবরী-তটে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তর-মধ্যে এই কথা প্রকাশিত হইয়াছিল—

"দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ-বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

হরিকীর্ত্তনকারী চেতনবিগ্রহের অভাবই সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভাব

জগতে যত প্রকার অভাব আছে, দুঃখ-দৈন্য আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রণাময় অভাব, হিংসাময় দুঃখ,—যদি কোন অকপট হরিকীর্ত্তনকারী ভগবদ্ভক্ত তাঁহার জ্ঞানমঙ্গল-ময়ী হরিকীর্ত্তন-লীলা সঙ্গোপন করেন—যদি আমরা তাঁহার হরিকীর্ত্তন-প্রচার-স্থান হইতে কোনক্রমে বঞ্চিত হই। কোনও দেশ, প্রদেশ, এমন কি সমগ্র পৃথিবীও যদি প্রাকৃতিক ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়, এক জাতি যদি আর এক জাতির দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়; দেশের সমস্ত ধনরত্ন-ভাণ্ডার যদি বসুন্ধরা-গহ্বরীর দ্বারা বিলুপ্তিত হয়; মানব-জাতির সাহিত্য, ভাষা, দর্শন, নীতি, বিজ্ঞানাগার যদি ভস্মসাৎ হয়, তথাপি তাহাতে জগতের ঐকান্তিক দুঃখ বা অভাব হইবে না, যদি একজন অকপট হরিজন জগতে কেবল অবাধিত হরিকীর্ত্তনের বন্যাগ্নি প্রজ্বলিত রাখেন। ইহা অতিশয়োক্তি অলঙ্কার নহে, পরন্তু পরম যুক্তিযুক্ত ও বাস্তব সত্য। আগমাপায়ী সুখ বা দুঃখ, বৈভব বা অভাব প্রাণিজগতের কোনদিনই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির অনাবিলগ্রাম হইতে রক্ষা করিতে পারে না, পারে নাই বা পারিবে না,—ইহা মুনাবিক সকলেরই পরিদৃষ্ট সত্য।

হরিকীর্ত্তনের বিকৃত অনুকরণের অভাব নাই, শুদ্ধ কীর্ত্তনেরই অভাব

হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুষ্ট বাক্‌শক্তিসম্পন্ন মানবজাতির আর অধিক বিঘ্ন, দুঃখ ও অভাব নাই। অন্যান্য তাৎকালিক দুঃখ-দৈন্য, আপদ্-বিপদের ঘনঘটা ও পারিপার্শ্বিক বিকৃত ছবিগুলি আমাদিগকে এমনই অজ্ঞান ও ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, "হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ" বা "বৈষ্ণবের বিরহ" প্রভৃতি কথাগুলিকে আমরা অস্বাভাবিক ও হাস্যাস্পদ মনে করিতেছি। "সভাই ত' হরিকীর্ত্তনের আবার দুর্ভিক্ষ কোথায়? রাস্তায়-ঘাটে, হাটে-মাঠে, বারোয়ারীর বৈঠকখানায়, বারমাসীর পাটে-হাটে বৃদ্ধির ওদ্ধত্যে, বায়স্কোপের কণ্ঠস্বরে, গ্রামোফোনের তেকর্ড, রঙ্গালয়ের নাট্যমঞ্চে, সঙ্গীতকুঠের বিপণিতে, মহামারীর প্রকোপ-নিবারণে, ভূতপ্রেত-বিতাড়নে বাঙ্গালা দেশে কীর্ত্তনের ছড়াছড়ি—হুড়াহুড়ি। আর বৈষ্ণবেরই বা অভাব কি। প্রাতঃকালে দ্বারে দ্বার খুলিতে না খুলিতেই 'ভিক্ষা দেও মা', 'ভিক্ষা দেও বাবা' বলিয়া কত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর (?) নিত্য আবির্ভাব। দুই এক প্রহর রাত্রি থাকিতেই খঞ্জনী বাজাইয়া বৈষ্ণবঠাকুর (?) হরিক-জ্বালায়—দেবাদাসীর তাড়নায় কখনও নিশান্ত-লীলা, কখনও অন্ত কি লীলা কীর্ত্তন করিয়া ছুটাছুটি করিতেছেন! কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ ত' মোটেই দেখি না; দেখি কেবল চাউল, পয়সা, টাকা ইত্যাদিরই দুর্ভিক্ষ। হরিকীর্ত্তনের

সিদ্ধি বা সাধারণে সকলেই চরিত্রিক-ব্যাপ্ত অবতংসগণাকার প্রভুর-গোলকের সহপ্রার্থী।"

ভক্তিরঞ্জনের বিরহ মানবজাতির অর্জনীয় কেন?

বহুদায় বহুরূপিনী প্রবর্ত্তনীর মধ্যে এইরূপভাবে 'বৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণবতা', 'হরিকীর্ত্তন' ও 'হরি'র প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে শতকরা প্রায় ৯৯৯ (নিরানব্বই দশমিক নয় শৌনঃপুনিক) সংখ্যক মানবজাতি আমরা যেখানে বিদ্রূপ ও বিদ্বেষগ্রস্ত হই, সেখানে ভক্তিরঞ্জন জগদ্গুরু শ্রীগুরুকৃপার প্রতি সংবে পরাৎপর সত্যের কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আজ ভগবদ্ভজনগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন—তাঁহার বিরহ সমগ্র মানব-জাতির অর্জনীয় হইয়াছে।

ভক্তিরঞ্জনের পূর্ব্ব ধারণা এবং পরবর্ত্তী সুষ্ঠু ও নিত্য বিচার

তিনি তাঁহার আত্মজীবনী-প্রসঙ্গে এক সময় বলিয়াছিলেন—"শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে আমি 'বৈষ্ণব' বা 'বৈষ্ণবধর্ম্ম'র নাম পর্য্যন্ত শুনিতে ইচ্ছা করিতাম না। তাহার কারণ, আমি তাৎকালিক সমাজে বৈষ্ণব-নামধারিগণের যে-সকল অধর্ম্ম-বৃত্তি দেখিয়াছিলাম এবং একবার একটী বাবাজী-দেখাদি ব্যক্তি নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া আমার বহু পরিশ্রমলব্ধ কিছু অর্থ সেরূপ অসার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল, তাহাতে আমি তাহার পর হইতে চরম সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, জগতে 'বৈষ্ণব' বা 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিয়া বাস্তবতার কিছু নাই এবং কখনও উহাতে কোনও প্রকার সহায়তা করিব না—ইহা ভীষ্মপ্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সহকথা শ্রবণ এবং শ্রীভগবৎ কৃপায় তাঁহাদের আচরণ দর্শন করিবার সুযোগ পাওয়ায় আমার অভিজ্ঞতা ও ধারণার বিপরীত আনয়ন করিল। আমি ঐ সকল 'বৈষ্ণব'-দেবাভাসী বঞ্চক ও 'প্রচারক'-নামধারী প্রতারকগণের আচরণ যতটুকু হীন মনে করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষাও যে উহা কোটিগুণ হীন ও জগতের অমঙ্গলকারী, ইহা শ্রীগৌড়ীয় মঠের আদর্শ-আচরণ-দর্শনে আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম, আর তৎসঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃত বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতা ও অকপটতাপূর্ণ দৈব-সকল সুন্দর ও উন্নত-উজ্জ্বল বিচার আছে, তাহাও ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী শুনিতে শুনিতেই ধারণা করিতে লাগিলাম। আমি অনেক সময় আমাকে পরীক্ষা করিতাম এবং ভগবান্‌কে অকপটে যাচ্ঞাভাবে আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া বলিতাম—আমি কি গৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণবের মোহে বা বাক্‌চাতুর্য্যে পড়িয়া অবস্তুকে 'সত্য' মনে করিয়া ফেলিতেছি না? বঞ্চকসম্প্রদায়ের অনেকে আসিয়া আমাকে কখন নানারূপ কুবুদ্ধি প্রদান করিত। কিন্তু অন্তরে ভগবানের কৃপালোকের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সার্ব্বদেশিক বিচার আমাকে বঞ্চকগণের কুবুদ্ধি, কুস্বার্থ ও প্রলোভন হইতে রক্ষা করিত। আমি শ্রীগুরুকৃপায় ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলাম,—"শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তন-ভক্তিক-প্রণোদিত মানব-জাতির দুরবস্থা-দর্শনে সর্ব্বক্ষণ যে দুঃখ করিতেছেন, মানব-জাতির জীবন বিপদ্ ও দুঃখের মূল কারণ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন এবং জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য হরিকীর্ত্তনের অন্নসত্র খুলিয়াছেন, তাঁহার সেই সেবা-কার্য্যে তাঁহার বহু সুযোগ্য সেবকের পশ্চাতে থাকিয়া আমি একজন সামান্য কাঠবিড়ালীর ন্যায়ও কি কিছু সেবায় অগ্রসর হইতে পারিব না? শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত আদর্শ চরিত্র বৈষ্ণবগণের অনুকরণ অকপট হরিকথা-কীর্ত্তনের অধিষ্ঠান আদর্শ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, সমগ্র পৃথিবী সত্য-সত্যই আজ কীর্ত্তন-ভক্তিকে প্রপীড়িত। স্বদেশে এত কীর্ত্তনের হুড়াহুড়ি—তাবে গড়াগড়ি, পৃথিবীময় এত কোলাহল, বাগ্‌বিতণ্ডা, এত আলোচনা, এত গবেষণার প্রচার থাকিলেও প্রকৃত অর্থের কীর্ত্তন কোথায়? ঐ সকলই কি অনর্থের কীর্ত্তন নহে? হরি-কীর্ত্তন-প্রচারে যে অর্থ না লাগিল, তাহা কি 'অনর্থ' নহে? হরি-কীর্ত্তন-প্রচারে যে পরিশ্রম নিযুক্ত না হইল, তাহা কি পণ্ডশ্রম বা অনর্থ নহে? হরি-কীর্ত্তনে যে বুদ্ধি, বিদ্যা, বাক্য, সম্মান, গৌরব, রূপ, কুল সংযুক্ত না হইল, তাহা কি সকলই অনর্থের মনোহারী দোকান নহে? শ্রীগৌড়ীয়মঠ বুদ্ধিমান মানব-জাতিকে—বিশ্বের সকল জীবকে এই পরম সত্য হৃদয়ঙ্গম করাইবার যত্ন করিতেছেন। শ্রীগুরুকৃপায় এইরূপ ধারণায় বলবতী হইয়া আমি আমার প্রকৃতি সহীর্ত্তনগণের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবায় অল্প-স্বল্প চেষ্টাতেই আমার

ও সকল জীবের যথার্থ সেবাপূর্ণ—যথাবিধপ্রেমের কার্য্য বলিয়া বরণ করিলাম।"

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবায় যোগদানের ইচ্ছার কারণ

সমবেত সুধীবৃন্দ! ভক্তিরঞ্জন শ্রীজগবন্ধুর অন্তরের কথা আপনারা শুনিলেন। জাগতিক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, মহা মনীষিগণের কয়জন এইরূপ দিব্যজ্ঞানের বিচারে উদ্ভাসিত? সভায় বড় বড় কথার বক্তৃতা বা পরোপদেশে পাণ্ডিত্য-প্রকাশ আমরা অনেকেই করিতে পারি, কিন্তু জগবন্ধু জাগতিক লেখা-পড়ায় উন্নত না হইয়াও শ্রীগুরুকৃপাবলে যে-সকল পরমোচ্চ কথা বুঝিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সেবার মধ্যে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অকপট বাণী ও আচরণ তাঁহার অন্তর আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদ্বৈতব হরিকথা-কীর্ত্তন—যাহাতে বিশ্বমানবের ঐকান্তিক আত্মমঙ্গলের বিধান নিহিত রহিয়াছে, জগতে সেই অদ্বৈতব কীর্ত্তনেরই মহা দুর্ভিক্ষ, লোকচিত্তরঞ্জনকারিণী বাক্য-বাগীশতার দুর্ভিক্ষ নাই, আরও যখন লক্ষ্য করিলেন যে, এই সার্ব্বজনীন সামাজিক বিপদের সময় নানাপ্রকার ছলনা ও বঞ্চনায় বিরাট্ লোকচিত্তরঞ্জক অভিনব মানব-সমাজকে আরও বিষণ্ণগ্রস্ত ও বিপদ্গ্রস্ত করিতেছে, এইরূপ বিভীষিত বিপদের সন্ধিক্ষণে শ্রীগৌড়ীয়-মঠই একমাত্র অনবদ্য কীর্ত্তনের অমৃতময় খুলিয়াছেন, তখনই তিনি মঠের সেবা বরণ করিয়া নিজের ও জগতের পরম বন্ধুর কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

কপট ধর্ম্মধ্বজিসম্প্রদায়ই মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু

শ্রীল প্রভুপাদের কথিত "কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ"-শব্দটী লইয়া ভক্তিরঞ্জন মহাশয় এক সময়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখককে বলিয়াছিলেন যে,—"একে ত' মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা, এমন কি জলটুকুও পাইতেছে না, তাহার মধ্যে যদি আবার খল-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ মরীচিকা দেখাইয়া বিষ্ণু লোককে আরও 'বঞ্চনা' করে, তবে উহাদের মত আর মানবজাতির শত্রু কে আছে? অন্যথা তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারক-সম্প্রদায় জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, মানবজাতির এই শত্রুতা করিতেছে। এই বিপদের দিনে শ্রীগৌড়ীয়ই নানা বিপদের প্রলোভন হইতে মানব-জাতিকে উদ্ধার করিয়া একমাত্র মঙ্গলের পথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করাইতেছেন।"

নানা মত ও নানা পথে কোন কোন পক্ষের প্রয়োজনীয়তা আছে কেন?

বহির্ম্মুখ মানবের রুচি-অনুযায়ে নানা মত ও নানা পথ সৃষ্টি হইয়াছে ও অসংখ্য প্রকার হইতে থাকিবে। মানব-জাতির ঐরূপ রুচির প্রবল বেগ দেখিয়া মত মানবসঙ্ঘকে কিছুকণ "হরিনাম" করিয়া পুনরায় পথে আনিবার জন্য তাহাদেরই রুচিতে যেন কতকটা আপাত ইন্ধন দিয়া কোন কোন শাস্ত্র যে একটু বয়া বিধান করিয়াছেন, তাহাতে অনভিজ্ঞতাবশে ব্যক্তিগণ স্ব স্ব বহির্ম্মুখ রুচির অনুকূল মত ও পথগুলিকে 'ভক্তিরিকার্ত্তনের পথের মতই অন্যান্য 'পথ' মনে করিয়া ভুল করিতেছে। বস্তুতঃ সেই সকল মত ও পথ মনোধর্ম্মের পুষ্টিসাধক মাত্র। সেখানে মনো-ধর্ম্মের পূজা নাই বা আত্মার সহজ প্রাপ্য সাযুজ্য আত্মসাৎ করিয়া দুই ফোটকের পুষ্টি বিধান করিতেছে ও জীবকে ক্রমাগত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে।

কীর্ত্তনের পথই একমাত্র শ্রৌত পথ

পূর্ণচেতনের প্রতি অপূর্ণচেতনের যে সাক্ষাৎ অনুগমন-পর হরিকীর্ত্তনের পথ, আত্মা একমাত্র তথায়ই বিকশিত হইতে পারে। স্মৃতি, শ্রুতি, ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের আচার ও শিক্ষা এই জন্য একায়ন কীর্ত্তনের পথ ব্যতীত অন্য কোন মত বা পথ জগজ্জীবের শ্রেয়ো-রূপে নির্দ্দেশ করেন নাই। শব্দ-ব্যতীত কল্পনার-দ্বারে অনাদিকালের মোহ নিদ্রায় আচ্ছন্ন বৈমুখ্যগণকে জাগরিত করিবার আর কোনও উপায় নাই। জনসঙ্ঘকেও শব্দ-ব্যতীত অন্য কোন উপায় প্রেরণা দিতে পারে না। অতীন্দ্রিয় বৈকুণ্ঠবাণী হইতে কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করিয়া স্বয়ং ভগবান্ ও ভগবৎপ্রতিনিধি যখন সে-জগতের বাণী কীর্ত্তন করেন, তখনই মানবজাতি মায়ার অনাদি-নিদ্রা হইতে জাগিতে পারে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই শ্রৌতবাণীর Broadcasting centre.

প্রথমবার্ষিক সভার সভাপতির অভিভাষণের দুই একটী কথা

গত বৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীজগবন্ধুর বিরহ-স্মৃতি সভায়

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে এক স্থানে বলিয়াছিলেন,—"শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়কে যখন জাগতিক লোক তাঁর দানের কথা বলতে আসতেন, তখন তিনি বলতেন "আমার বলতে ত' কোন জিনিষই নাই, সবই সেই মূল মালিক ভগবানের। তাঁর জিনিষ তাঁকে প্রত্যর্পণ করায় আবার বাহাদুরী কি? না করাটাই বরং মহা অন্যায়।" এত বড় মহান্ অন্তঃকরণ—এত বড় কথা আমরা তাঁর কাছ থেকেই শুনতে পাই। দেশের মধ্যে—সমাজের মধ্যে আমাদের বিচারে যাঁরা 'মহাত্মা', 'মহালোক', 'উদার' প্রভৃতি বিশেষণে পরিচিত, সে-সকল নামেও' শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় পরিগণিত হ'বেনই, বরং তাঁরও অনেক উচ্চতর শীর্ষে তাঁর স্থান, তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত।"

মাননীয় বিচারপতি মহাশয় আরও বলিয়াছিলেন,—"একথা স্বীকার ক'রতেই হ'বে যে, প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোর প্রভাবে মুগ্ধ হ'য়েছিল। আর তৎসঙ্গে এ কথাও স্বীকার ক'রতে হ'বে—অবনত মস্তকে স্বীকার ক'রতে হ'বে যে, এই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য—পৃথিবীর লোকের কাছে তাঁর বিমল প্রতিভা মেলে-ধরবার জন্যই প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ভাবে প্রাপ্ত হ'য়েছেন। প্রভুপাদের অনুপ্রেরণায়, কৃপায়, নির্দ্দেশে, নিদ্দায়, দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণও সেই কার্য্যের সহায়তায় জন্যই সঙ্ঘবদ্ধ ও সম্মিলিত হ'য়েছেন। এই কার্য্যের জন্য কলিকাতায় মত স্থানে একটী প্রাণাবেগময় বৃহৎ স্থান, যাতে সকলে একত্র ব'সতে পারেন—সকলে একত্র ব'সে ভগবানের বাণী শ্রবণ ক'রতে পারেন, তাঁর একটা বড়ই অভাব ছিল। এ'রকম সঙ্ঘবদ্ধে সমবেত ও দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তিগণের ভগবানের সেবা-কার্য্যের সহায়তার জন্য—ভগবানের বাণী-প্রচারের সহায়তার জন্য—সমগ্র মানব-জাতির মঙ্গলময় একটী প্রতিষ্ঠানের জন্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন যে ভগবৎপ্রেরিত হ'য়ে এসেছিলেন, এইটুকু আমার অন্তরের দৃঢ়বিশ্বাস।"

ভক্তিরঞ্জনের সেবা অসাধারণী কেন?

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মন্দির-নির্ম্মাণে শ্রীল জগবন্ধুর দানের কথা বা শ্রীল জগবন্ধুর মূর্ত্তি-পূজার কথা ভিন্ন ভিন্ন লোক তাঁহাদের বিভিন্ন মনোধর্ম্ম লইয়া নানাভাবে বিচার করিতে পারেন। শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় যে দান করিয়াছেন, যদি অর্থের পরিমাণের দিক্ হইতে বা জাগতিক কোন দিক্ হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক অর্থ অনেকে জাগতিক অনেক সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে দান করেন। সে দিক্ দিয়া জগবন্ধুর কোনও মহত্ত্ব আমরা বিচার করি না। কিন্তু যখন দেখি, ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধু এমন একটী অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে তাঁহার সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের ফল নিজ-দেহ-মন ও আত্মার সহিত উৎসর্গ করিয়াছেন, যে-অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান গণ-পঙ্ক্তিকা বা প্রত্যক্ষের কোন ইন্দ্রিয়-তর্পণই করেন না—জগতের ঠিক-বেঠিক ধর্ম্মমত, কর্ম্মপথ, আচার-বিচারের অনুসরণ বা অনুকরণের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ নৈতিক স্রোত আচার-প্রচারে অব্যাহত অচল-অটল-গতিতে অভিসরণ করেন, তখনই ভক্তিরঞ্জনের মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া উঠে। জগতের বুভুক্ষাবাহক ধর্ম্মে, প্রত্যক্ষের ইন্দ্রিয়-তর্পণকারী কর্ম্মানুষ্ঠানে অনেকেরই রুচি আছে; কিন্তু যে সত্যবাণী মুখরজগতের কোনও ভোগ বা নিবৃত্তির কথা বলেন না, এমন এক প্রতিষ্ঠানের জন্য চারপাশে কতটা আগ্রহ বিকাশ, বল, সত্যনিষ্ঠা প্রয়োজন, তাহাই ভাবিবার বিষয়। এখানেই শ্রীল জগবন্ধুর মহত্ত্ব, এখানেই জগবন্ধু—ভক্তিরঞ্জন; লোকচিত্তরঞ্জন—জনচিত্তরঞ্জন বা নিজচিত্তরঞ্জন নহেন; এখানেই তিনি—শ্রেষ্ঠার্য্য, কেবল 'শ্রেষ্ঠী' মাত্র নহেন; তিনি—আর্য্য; সেবা বা ধর্ম্ম পণ্য-দ্রব্য নহে, তাহা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারী পিত্ত্য অহৈতুকী আত্মবৃত্তি, ইহা অপার্থিব গুরুকৃপায় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি—আর্য্য।

মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের বিচার

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন,—জগবন্ধু জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কিছু সেবা করিয়াছিলেন বলিয়াই কি হঠাৎ তিনি আমাদের মানব-সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া এত বড় হইয়া যাইবেন? শ্রীগৌড়ীয় মঠের খাতনিষ্ঠি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা জগবন্ধুকে বড় করিয়া তুলিলেও সাধারণ সমাজ তাঁহাকে সেরূপভাবে স্বীকার করিবেন কেন? তিনি মানবজাতির কি বাস্তব সংরক্ষণ করিয়াছেন—মানবজাতির কতটুকু কি করিয়াছেন?

তাঁহাদের ভোগময় বিচারের অনর্থ

এখানে শ্রীগরবন্ধুর গুরুগৃহাবস্থান বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি যদি বিরাট্ বিশ্বমোহের মোহিনীমূর্ত্তির স্পর্শে আমরা ভুলিয়া যাই, সেই বিশ্বমোহের বিরাট্ মূর্ত্তি যদি গণতন্ত্রবিকার যাদুমন্ত্রে আমাদের উপর আধিপত্য করিয়া বসে, তবে এরূপ বিচারই আমাদের আপাত স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আমরা 'স্বার্থ' কি, তাহা না বুঝিয়া—না ভাবিয়া সাময়িক সুখ-সুবিধা—যে-গুলি আমাদের অনাদি-দুঃখময়ীর প্রচ্ছন্ন মুখোস-পরিহিত মিত্র, তাহাদিগকেই 'স্বার্থ' মনে করি। তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধিবাসী হইতে আমাকে বা আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া কখনও গৃহবাসী, বনবাসী, প্রবাসী, বিলাসী, বিরাগী অনেক কিছু মনে করি। শ্রীচৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপনগরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীবাস, শ্রীরামাই, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দাদি শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত সমচিত্তবিশিষ্ট মহাপুরুষগণ যখন শ্রীচৈতন্যদেবের পূজা আরম্ভ করিলেন, তখন নদীয়ার সামাজিকগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন—"আমাদের শচী পিসির ছেলে, সেদিনকার নিমাই। আমরা যাহাকে হইতে দেখিলাম, আমাদের পাড়াপ্রতিবেশী, সমাজের লোক, আমাদেরই জাতিভাইএর ছেলে, সে হরিকীর্ত্তন করে বলিয়াই কি এত বড় লোক হইল? আমরা তাহা স্বীকার করিব না। তাঁহার ভক্তগণের অতিশয়োক্তি আমরা মানিব কেন?"

জীবের স্বরূপজ্ঞানের অভাবে প্রলাপবাক্য

এখনও কোনও কোনও অর্ব্বাচীন ব্যক্তি মনে করিয়া থাকে যে, চৈতন্যদেবকে তাঁহার জীবনচরিত-লেখকগণ ও ভক্তগণ অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে সাজাইয়া বড় করিয়াছেন। এইরূপ 'মনে করা', বহির্ম্মুখ মানবজাতির স্বভাব। কেন না, কামলা-রোগী শুভ্র বস্তুকেও হরিদ্রাবর্ণই দর্শন করে। ইহাতে তাহাদের দোষ নাই, তাহাদের স্বরূপজ্ঞানের অভাবই বা অনর্থ-ব্যাধিই এখানে দোষী। 'উদার্য্যমূর্ত্তি কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ংভগবানের সম্বন্ধেই যখন বহির্ম্মুখ-মানব-সমাজের এইরূপ ভ্রান্তধারণার উৎপত্তি হয়, তখন বহির্ম্মুখ মায়ার বিশ্বরূপের ঐশ্বর্য্য-প্রভাবিত অভক্তিগণ যে ভগবদ্দাসানুদাসগণের সম্বন্ধে ঐরূপ বিচার করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

হরিসেবা—নিত্যসিদ্ধবস্তু, তাহা অকস্মাৎ প্রকটিত হইতে পারে

অকস্মাৎ জীবের ভক্ত প্রকটিত হইতে পারে, কারণ জীব-স্বরূপ নিত্য শিবময়। কে জানিত, সারাজীবন অন্যান্য দেবতা-পূজাবিরত রাজা ঘটাক্ষের যাদুমন্ত্র-ফলে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্ত-মূর্ত্তে একনিষ্ঠবিষ্ণুভক্তির উদয় হইবে। পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই বা কে জানিত, জগাই-মাধাইর নিত্যানন্দ-কৃপা-ফলে এইরূপ শুভোদয় হইবে। যখন জগাই-মাধাই হরি-গুরু-কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া সদাচার অবলম্বন করিলেন, সেবায় প্রবেশ করিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহার অন্যান্য ভক্তগণের সহিত জগাই-মাধাইর কুলা বিচার ও সাধারণ মানবজাতি হইতে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিলেন। হরিভক্তি-আশ্রয়ের পর যে বিজয় বা নূতন জন্ম, সেখান হইতেই আমরা ভক্তকে দর্শন করিব। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব ও সনাতন-শাস্ত্রের শিক্ষা। শ্রীগরবন্ধু মানব-সমাজে যে দান করিয়াছেন, তাহা এই যুগে অতুলনীয়। 'শ্রীগৌড়ীয়মঠে দান' অর্থে—সমগ্র বৈষ্ণবজগতের শ্রেষ্ঠ স্বার্থ-সংরক্ষণার্থ মহাদান।

প্রচলিত মতবাদে সামাজিক হিংসা

মানবজাতি স্বার্থের প্রকৃত ধারণায় এতদূর বিভ্রান্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা তাহাদের আপাত-উপকারের নামে চরমলিপ্সার যূপকাষ্ঠে সমাজকে বলি দিবার ইন্দ্রজাল-বিদ্যা জানেন, তাঁহাদিগকেই মানবজাতি তাহাদের উপকারক, দাতা, মহা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া বরণ করে। ইহাই কারণার্ণব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেয়ঃ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপস্বার্থগুলি যখন বিরাট্রূপ প্রকাশ করিয়া 'Altruism' প্রভৃতি নাম ও রূপের মোহ বিস্তার করে, তখন আমরা কেহই আর উহাকে 'মহতো মহীয়ান্' উদ্দেশ্য না বলিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী তথাকথিত Altruismএর বিশ্বরূপের অনর্থগুলি দেখাইয়া প্রকৃত Altruismএর স্বরূপ আরও কোটিগুণ বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচার করিতে বসিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্যবিষয় ও স্বার্থ কি?

বিশ্বরূপের মোহে চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলিলে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্তরে প্রবেশ করা যায় না। শ্রীগৌড়ীয় মঠের

উদ্দেশ্যে যে কত বড় প্রকৃত Altruism আছে, তাহা আমরা বুঝি না বলিয়াই আমাকে বা আমাদিগকে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সীমানা হইতে পৃথক্ করিয়া পৃথক্ গণ্ডী দিতে চাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠ উদার বটে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার নামে উদারতার প্রহসন ও বিকৃতি তাহাতে নাই; শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমন্বয়কারী বটে, কিন্তু চেতনে ও জড়ে সৌজাত্যিনকেওয়ার যে চেষ্টা দুনিয়ার দরবারে 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' প্রভৃতি নামে সাম্প্রতিনীন মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠে নাই; শ্রীগৌড়ীয়মঠ সনাতনধর্ম্মের প্রচারক বটে, কিন্তু সনাতন-ধর্ম্মের নামে অনাদিকাল ধরিয়া মায়ার বা দেহ ও মনোধর্ম্মের যে-সকল কথা চলিয়াছে ও 'অনাদিত্ব'-লক্ষণ-দোষ-দর্শনে যাহাতে সমগুচ্ছলিকার 'সনাতন' বলিয়া বিবর্ত্ত-বুদ্ধি হইয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেই বিবর্ত্ত-ধর্ম্মের প্রচারক নহেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবিমিশ্র সেবাধর্ম্মের একনিষ্ঠ প্রচারক বটে, কিন্তু 'সেবা'কে বহির্ম্মুখ-জীবের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে আবদ্ধ রাখিয়া সকল সেবায় আশ্রয়কে চরমে নিত্যনাম-রূপ-গুণ-লীলাহীন, সেবা-গ্রহণে অযোগ্য নশ্বরদেহ-শ্রেষ্ঠীর মধ্যে গণ্ডের জোরে ফেলিয়া রাখার চেষ্টার যে সেবার ব্যভিচার, সেইরূপ ভোগধর্ম্মের বা ভোগবিরক্ত ত্যাগধর্ম্মের প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠ নহেন। সেবা—একমাত্র লীলা-পুরুষোত্তম স্বরাট্ সচ্চিদানন্দ বস্তু, আর তাঁহার সেবার উদ্দেশ্যে সমাজই সকল জীবের সেবা; জগজ্জীবকে ভগবৎসেবায় জাগ্রত করিবার জন্য আকাশ-পাতাল-আলোড়নময়ী চেষ্টাই তাঁহাদের প্রতি দয়া ও মহাবদান্যতা। হরিকীর্ত্তন—সেই দয়ার একমাত্র উপকরণ। হরিকীর্ত্তন-দ্বারা ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তেরও মনোহভীষ্টের সেবা হয়। জীবের ভোগ বা ত্যাগের বস্তু—জগৎ নহে। জগতের সকল উপকরণ-দ্বারা ভগবানের কীর্ত্তন-প্রচারের আনুকূল্য করায় নামই সেবা-চাতুর্য্য। জগজ্জীবকে সর্ব্বতোভাবে হরিসেবার উপকরণরূপে প্রকাশিত করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বার্থ।

শ্রীজগবন্ধুর বৈশিষ্ট্য কেন?

শ্রীজগবন্ধু ভাক্তরঞ্জন মহাশয় এই সকল কথা শ্রীগুরু-কৃপায় অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এত বড়, মানবজাতি—মনুষ্য-সমাজ হইতে তাঁহার এরূপ বৈশিষ্ট্য। কোটি কোটি জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, কোটি কোটি পুষ্করিণী-খনন, অসংখ্য পান্থশালা-নির্ম্মাণ কিংবা অগণিত সেবকের পূজা, ব্রত, তপস্যা, প্রায়োপবেশন, তথাকথিত বাহ্যেন্দ্রিয়তা—এই সকল অসংখ্য কার্য্য অপেক্ষাও একমাত্র হরিসেবা বা হরি-কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা—যাহা মানবজাতির শতকরা প্রায় ৯৯.৯ সংখ্যক অনেকেই বহু লাগতিক পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তের দ্বারাও বুঝিতে অসমর্থ হয়, তাহা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-প্রসাদে শ্রীজগবন্ধু অকপটে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি অকপটে বড় হইয়াছেন।

শ্রীজগবন্ধুর অর্থনীতি

শ্রীজগবন্ধুর অর্থনীতি-জ্ঞান জগতের সাধারণ বা অসাধারণ অর্থনীতি-নিপুণতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিল। কারণ, ইহ-জগতে ভোগ বা ইহজগতের ভূতভোগ ত্যাগ করিয়াও পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানাদি-ফলে প্রতিষ্ঠা-ভোগ বা পরজগতে পুণ্যফল-ভোগই অর্থের প্রয়োজন ও সদ্ব্যবহার বলিয়াই কৈমিনী প্রভৃতি মনীষিগণ জানেন। আর অদ্বয়জ্ঞ, বণিগাদি মনীষিগণ নির্ব্বিশেষগতিতে অর্থ অবদান বা বিসর্জ্জনকেই 'চরম নীতি' বলিয়া বিচার করেন। কিন্তু শ্রীগুরু-কৃপা-বলে শ্রীজগবন্ধুর শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ-নীতিতে পরম আদর হইয়াছিল,—

"ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥"

(ভাঃ ১।২।৯, ১০)

ভগবদ্বিষয়-বিজ্ঞাসাই—চরম অর্থ অর্থাৎ জীবনের মুখ্য প্রয়োজন, তাহাতে অর্থ-নিয়োগই—অর্থের সদ্ব্যবহার। আপাতপ্রায়ী অর্থকে তত্ত্বজিজ্ঞাসার আনুকূল্যে নিযুক্ত করিলেই অর্থের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা অনর্থ প্রসব না করিয়া পরমার্থ প্রসব করে। জগতে ভোগের মন্দির বা ত্যাগের মন্দির-রচনায়—নাস্তিকতা-সাহারার মরুস্থানে মানব-কল্যাণের আকাশ-কুসুম প্রস্ফুটিত বা মরীচিকা-জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করাইবার চেষ্টায় অনেকে অনেক অর্থ ঢালিয়া অনেক বিরাট্ কীর্ত্তি-স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র অনাদিনা পুরুষোত্তমতত্ত্বের জিজ্ঞাসায়—শ্রীচৈতন্য-বাণীর শ্রবণ ও কীর্ত্তনে আত্মার সহিত অর্থ-নিয়োগের প্রবৃত্তি ও আদর্শ জগতে খুবই বিরল। শ্রীজগবন্ধু জীবন এই অর্থনীতি প্রচার করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের

ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের মূল নীতির সঙ্গে জগদ্বন্ধুর জীবন তোহার দিয়াছে :—

তোমার কার্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন॥
• • •
তোমার জনক, তোমের জনক,
জনকের ঘরে সেবক রাখব।

শ্রীজগদ্বন্ধুর জীবন-বীমার আদর্শ

শ্রেয়ার্থী শ্রীল জগদ্বন্ধু শ্রীহরিসেবার নিত্য-'জীবন-বীমা' করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নির্য্যাণের দিনে তিনি ঠাকুর হরিদাসের অনুগমনে কীর্ত্তনপর শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবমণ্ডলীকে সম্মুখে ও চতুষ্পার্শ্বে রাখিয়া শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

জাগতিক 'জীবন-বীমা' আমাদিগকে আমাদের ও আত্মীয়-স্বজনের ভাবী অন্ন অভাব ও ক্লেশ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অনেক হিসাব-নিকাশ করা বর্ত্তমানজীবনের যবনিকা-পতনের পর যে অনন্ত অভাব আমাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, তাহার প্রতিরোধক, জগতের কোনও বিষয়বুদ্ধি বা নির্ব্বিষয়বুদ্ধিই আবিষ্কার করিতে পারে না। শ্রেয়ার্থী শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের মুখে কএকবার শুনিয়াছি যে, অনেকে তাঁহাকে জীবনবীমার উপকারিতা-সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিতে আসিয়া ঐ কার্য্যে সহযোগিতা করিবার জন্য প্ররোচনা করিতেন। তিনি তখন তাঁহাদিগকে বলিতেন, —"আপনাদের কোনও কৌশলই ভগবানের দরবারে খাটিবে না। বিরূপাক্ষপিপুল ন্যায় রাজনীতি-বিশারদ—নয়াচার্য্য শুক্রাচার্য্য যাঁহার গুরু ছিলেন, তিনি কত প্রতিষেধক কৌশল আবিষ্কার করিয়া তাঁহার জীবনবীমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শত সতর্কতা ব্যর্থ হইল; আর প্রহ্লাদ নিজেকে কোনরূপে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া বিঘ্নবিনাশন মুকুন্দপদ্মের চরণে তাঁহার জীবনবীমা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনিই রক্ষিত হইলেন। আপনারা ভবিষ্যতের দিনের কি কোন যোগাড় করিয়াছেন যে, আমাকে জীবন-বীমার পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন? শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া হরিসেবা আরম্ভ করুন—ভক্তা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া (premium) দিতে থাকুন, তবেই আপনাদের নিত্য জীবনের একটা বর্ম্ম যে হরিসেবা, সেই জীবন insured হইবে, প্রেমভক্তির অফুরন্ত অপরিমিত bonus পাইতে পারিবেন।"

আত্মীয়-স্বজনের প্রকৃতমঙ্গলকামী জগদ্বন্ধু

শ্রেয়ার্থী জগদ্বন্ধুর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। সত্য-সত্যই জগদ্বন্ধু তাঁহার সহযোগিগণ, সত্যশিষ্যগণ ও আত্মস্বজনাভিলাষী আত্মীয়-স্বজন এবং সত্যানুসন্ধিৎসু জগতের জন্য যে পারমার্থিক জীবন-বীমা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফল আজ তাঁহারা শ্রেয়ার্থী ভক্তিরঞ্জনের সেবাময় জীবনের আদর্শের উত্তরাধিকারি-সূত্রে বরণ করিয়া লাভ করিতে পারেন।

জগদ্বন্ধুর দেশপ্রেমের মূর্ত্ত বিচার

জগদ্বন্ধুর 'স্বদেশ' চিন্তার সঙ্কীর্ণ ছিল না। শ্রীগুরুকৃপায় দিব্যজ্ঞানালোকে তিনি বুঝিয়াছিলেন,—তাঁহার দেশ অনেক বড়, তাঁহার দেশ নিত্য দেশ, তাঁহার দেশ প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের দেশ,—বিশ্ববিদ্রোহের দেশ নহে; একদেশ বা জাতির সহিত, আর এক দেশ বা জাতির বিরোধ, প্রতিযোগিতা, প্রতিহিংসা, নাস্তিক বা ছদ্ম সংগ্রাম, সংঘর্ষ যেখানে স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র, সেইরূপ সঙ্কীর্ণতা ও অপসাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ দেশাত্মবোধে গণতন্ত্রনিকা উন্মত্ত হইলেও, তিনি তাহার বহুমানন করিতে পারেন নাই। অনেকে তাঁহাকে ঐরূপ স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে আসিলে, তাঁহার নির্ভীক কণ্ঠ তথাকথিত গণতন্ত্রের বিরাট্ কোলাহলকে ছাপাইয়া উঠিয়া স্পষ্ট ও সরল উত্তর প্রদান করিত। তিনি বলিতেন, 'দেশ' যদি জড়তা, সঙ্কীর্ণতা ও অপর দেশ বা জাতির ভোগের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার একটী প্রতীকই হইল, তাহা হইলে সেইরূপ জড়প্রতীকের পূজা করিতে—সেই জড়প্রতীকের সহিত আত্মবোধ করিয়া পুতুল-পূজক হইতে তিনি চাহেন না। তাঁহার ধর্ম্ম পৌত্তলিকতা নহে—জড়ের পূজা নহে—মানবের ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশ্যপর নহে,—উহা অবাধিল পূর্ণতম চেতনের পূজা। তিনি বলিতেন, আমার নিত্যদেশ শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীগোলোক। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।" সকল ভাই আমার, আজ যুদ্ধন আর নাই-ই যুদ্ধন, তাঁহাদের সকলের দেশ

গোলোকে—যেখানে স্বরাট্ শ্রীশ্যামসুন্দরের একচ্ছত্র রাজত্ব। আমরা সেই স্বরাটের দেশের লোক। আমরা মায়ার অধীনতা-পাশে আর কত কাল থাকিব? মায়ার অধীনতা-হীনতায় থাকিয়া আমি কসিয়ার Czarএর প্রতিযোগীই হই, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রতিদ্বন্দ্বীই হই, জাপান-কাইসার-ই হই, দিল্লীর বাদশাহের সঞ্চিত পাল্লা দিবারই চেষ্টা করি, অথবা সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্-ই হইয়া পড়িনা কেন, আর মায়ার কারাগারে থাকিয়া আপনাকে নিরঙ্কুশ 'স্বাধীন' বলিয়াই ঘোষণা-পূর্ব্বক আকাশকুসুমই দেখি না কেন, তাহা মায়ার রাজপথের ক্রোড়ে পতিত হইয়া "আমিই পৃথিবীর সম্রাট্" বলিয়া চীৎকার করিবার ন্যায় কল্পনা ও শক্তিকর নহে কি? গোলোকাস্বাদ না হইলে "স্বদেশপ্রেম" কথাগুলি কেবল সাম্প্রদায়িক হিংসা ও আত্ম-বিলাসের পুষ্টিকর বাক্য।

শ্রোতার্থী জগদ্বন্ধু অদ্বৈতত্ব ও নিরপেক্ষ সত্যবাণী শ্রবণ করিবার ফলে এত বড় বিজ্ঞান ও দর্শনের বিপ্লবাত্মিকা কথা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন—যাহা বর্ত্তমান জগতের অনেক উচ্চশিক্ষিত মহামনীষী-নামে খ্যাত ব্যক্তিও হয় ত' সহজে ধারণা করিতে অসমর্থ হইবেন।

জগদ্বন্ধুর বৈষ্ণবতার আদর্শ ও প্রাত্যহিক জীবন

আশ্রয়-গ্রহণের জন্য 'নির্জ্জনভজনে'র নামে যে-সকল দুরাচার বাজারে 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে, জগদ্বন্ধুর জীবন তাহা হইতে বহু দূরে ছিল। তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপায় বুঝিয়াছিলেন,—অলসতা, কপটতা, লোকদেখান সাধুতা বা সেবাচেতনতাহীন তিলককোটা-মালা-ঝোলার প্রদর্শনীয় প্রতিযোগিতা প্রভৃতি 'বৈষ্ণবতা' নহে, আর হরিকীর্ত্তনের পথ ছাড়িয়া নির্জ্জন-ধ্যানের পথও 'বৈষ্ণবতা' নহে; শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নবনবায়মান উৎসাহ, স্বাভাবিকী সেবাময়ী সরলতা, তথাকথিত লোকের নিকট বহুমানিত না হইয়াও অকপট সত্যের জন্য প্রাণপাত উদ্যম, শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন-প্রভাবে অনর্থহীন স্বাভাবিক স্মরণ ও ধ্যানের পথ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের অনুগামী হইয়া অনুসরণই—'বৈষ্ণবতা'। কৃত্রিমধ্যানের পথে ঘুমিলেও ও জীবে দয়া নাই; কিন্তু অকৃত্রিম কীর্ত্তনের পথে জগদ্বন্ধুসেবা ও জীবে দয়ার পূর্ণতা ও সুষ্ঠুতা আছে। তাই শ্রীজগদ্বন্ধু ভক্তিসুহৃদের জীবন 'বৈষ্ণবতা'র কপটতা দেখাইতে গিয়া আলস্যময় ছিল না। তিনি রাত্রি ৪ই ঘটিকা, তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিলেও সমস্ত দিন অবিশ্রামে ভগবৎসেবার জন্য কার্য্য করিতেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের মন্দির-নির্ম্মাণ-কালে তিনি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এক একটি করিয়া সমস্ত কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ ও সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা নিজে করিতেন, এই সময়ের মধ্যেই যাহাকে পাইতেন, তাহার নিকটই সমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী কীর্ত্তন করিতেন, শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণকে দর্শন করিবার জন্য উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোড্স্থিত তদানীন্তন শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করিতেন, সেখানে হরিকথা প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া রাত্রিকালে বহু-লোকের সঙ্গে হরিকথা আলাপ, হরিসেবার্থ সমর্পিত বিষয়-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সারারাত্রি শ্রীতুলসীমালিকার নাম করিতেন, শেষরাত্রিতে সামান্য কিছু ফলাদি প্রসাদ পাইয়া বিশ্রামে যাইতেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে হরিকথা-শ্রবণের পর তাঁহার জীবন এই ভাবে নিয়মিত হইয়াছিল।

শ্রীজগদ্বন্ধুর গুরুপাদপদ্মাশ্রিত জীবনই আলোচ্য

ভক্তিসুহৃদ শ্রীজগদ্বন্ধুর যে জীবন শ্রীগুরুপাদপদ্মের হরিকথা-শ্রবণে উদ্ভাসিত হইয়া হরিসেবকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই জীবনই আমাদের আলোচ্য। কারণ, আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এবং তদ্দাসানুদাস গোস্বামী ও আচার্য্যগণের শিক্ষায় ইহাই পাইয়াছি যে, কর্ম্মকাণ্ডবাদী, কৌতূহলমাত্র চরিতার্থকারী অথবা প্রাকৃত বিষয়-সমূহের অভিনিবিষ্ট আরোহবাদী ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব-ইতিহাস আলোচনায় অধিকতর কৌতূহলী হইলেও যাঁহারা প্রকৃত আত্মকল্যাণ চাহেন, তাঁহারা বৈষ্ণবের হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনময় সেবা-সুদীক্ষিত জীবনই আলোচনা করিবেন।

পূর্ব্ব-ইতিহাস

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়-গ্রহণের পূর্ব্ব-ইতিহাস-মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীল জগদ্বন্ধু ঘরিশাল জেলার বানরিপাড়া-গ্রামে বাঙ্গালা ১২৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যা লাভ করেন। সেই সময় একদিন বানরিপাড়ায় তাঁহার মাসীমাতার গৃহে যাইবার সময় তাঁহার কাণে কাণ্টা বাতাস লাগায় ভগবানের মঙ্গলময় উদ্দেশ্যে সাংসারিক গ্রাম্য কোলাহল শুনিবার উপযোগী কর্ণে

কিছু কম শুনিতে পাইলে তিনি ভক্তিবিনোদ-জনক সম্ভাষণ সমাপ্ত করেন। তিনি দুইবার অহিফেন-সেবনে প্রাণত্যাগের চেষ্টা করিলে দুইবারই ভগবানের কোন ভাবী মহান্ সেবার উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য রক্ষা পান। কপর্দকহীন হইয়া তিনি কলিকাতায় পলাইয়া আসেন এবং তথায় দুই এক পয়সার ছোলা-ভাজা, গঙ্গার জল ও রাত্রে রাজপথের ফুটপাথ, তাঁহার খাদ্য ও বিশ্রামের স্থান হয়। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী অচিরেই সুপ্রসন্না হইয়া উঠেন। তিনি কাঠের কৌটায় 'কে, বি, ডি' মার্কা কালির প্রচলন করেন। তাহা বাঙ্গালাদেশের ছাত্র, শিক্ষক ও পণ্ডিতসম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দেয়। গঙ্গাতীরে নিত্যবাস ও নিত্য গঙ্গা-স্নানার্থ তিনি ১৩২২ সালে বাগ্‌বাজার গঙ্গার তটে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও অন্যত্র বাগান-বাড়ী প্রস্তুত করান। ১৩২৬ সালে ভ্রাতৃস্নেহোপলক্ষে স্বদেশে গমন করিলে তথায় তাঁহার পরদেশ-ভয় ও কতদিন বিবাহ হইয়া পড়ে। চিকিৎসকগণ একবাক্যে তাঁহার পা কাটিয়া ফেলিবার পরামর্শ দেন। জগবন্ধু তাঁহার জীবনে তৃতীয়বার হতাশ হইয়া দেহের দিকে না তাকাইয়া ভগবৎসেবায় মনোনিবেশ করিবার জন্য আর্ত্ত হইলে ভগবদিচ্ছায় অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের দুইজন সেবকের সাক্ষাৎ পান। ইতঃপূর্ব্বে জগবন্ধু বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা, আদর্শ ও দুই একটি কপট বৈষ্ণববেষধারীর নিকট প্রতারিত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ এবং বহুদেবতা-পূজা ও কুল-ক্রমাগত শক্তিপূজায় অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের মুখে তিনি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আচরিত শ্রীচৈতন্য-প্রেমধর্ম্মের নির্ম্মলতার কথা শুনিয়া এবং ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কএকখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া আধুনিক বিকৃত অবস্থা, আদর্শ ও কপট বৈষ্ণববেষধারিগণের দুর্নৈতিকতা, প্রবঞ্চনা যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম নহে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করেন; তৎসঙ্গে-সঙ্গে তিনি ইহাও বুঝিতে পারেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম অন্যান্য মনোধর্ম্মের ন্যায় বা বহুদেব-দেবীর পূজার ন্যায় কিংবা মোক্ষকামিগণের চেষ্টার ন্যায় জীবের বিকৃত স্বার্থবশে কল্পিত কোন চেষ্টা নহে, —ইহা অনাদৃত আত্মবৃত্তি-বৃত্তি সচ্চিদানন্দ-পরাৎপরস্বরূপ, স্বরাট্ নীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধান। তাঁহার স্বার্থ-গোষণই—অহৈতুকী সেবা বা ভক্তির কথা। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জগবন্ধু রথযাত্রার সময় শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসবকালে পুরীধামে গিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণ এবং শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য-স্বীকার অনুপ্রাণিত বৈষ্ণবগণের অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনময় আদর্শ আচরণ-সন্দর্শনের সুযোগ পাইয়া সর্ব্বপ্রকার সংশয়হীন হন। সেই সময় কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরও শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে আসিতেন।

সেবাময় দীক্ষিত জীবন

পুরীধাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর জগবন্ধু উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আচার্য্যের কৃপা লাভ করেন এবং তাপাদি পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হন। তৃতীয় সংস্কারে তিনি 'শ্রীজগবন্ধু দাসাধিকারী' নামে পরিচিত হন। পরে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা ও শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা শ্রীজগবন্ধুর 'সেবা-চেষ্টা'র সৌষ্ঠব-দর্শনে তাঁহাকে 'প্রেষ্ঠার্থী' ও 'ভক্তিরঞ্জন'—এই সৌরাশীর্ব্বাদদ্বয় প্রদান করেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগ সেবকবৃন্দের শ্রীমুখে ভক্তিরঞ্জন মহোদয় একমাসকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু এবং শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতির নিকট প্রেষ্ঠার্থী ভক্তিরঞ্জন মহোদয় অনেক হরিকথা শ্রবণ করেন। আচার্য্যপ্রবর প্রভুকে তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ্ ও শ্রীগুরুসেবায় পরম সহায়ক জানিতেন। গত ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১০ই আশ্বিন শ্রীবামন-দ্বাদশী, শ্রীহরির পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন এবং শ্রীল জীবগোস্বামীর আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল জগবন্ধুভক্তিরঞ্জনের সকাতর প্রার্থনায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন এবং তাঁহারই ঐকান্তিকী ইচ্ছায় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীকে লইয়া নবনির্ম্মিত মঠে প্রবেশ করেন।

নির্য্যাণ

জগতের অহৈতুক অকৃত্রিম বন্ধুবর শ্রীল জগবন্ধু বাঙ্গালা ১৩৩৭ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ১২টা ৫মিঃএর সময় শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের দয়া বেষ্টিত হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে ধরাপ্রয়াণ লাভ করেন। তিনি নিজে যে অমৃত আস্বাদন করিয়া লাভবান হইয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যবাণীকে—যাহা এই যুগে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মন্দাকিনীর ন্যায় অমৃতময় অবাধিতভাবে দান করিতেছেন, সেই দান নিজে বরণ ও জগজ্জীবকে গ্রহণ করিবার সুযোগ-প্রদানার্থ শ্রীল জগবন্ধু শ্রীগৌড়ীয়মঠের সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্রীজগবন্ধুর সেবা-বুদ্ধি এক কবি গাহিয়াছেন,—

ধর্ম্মকীর্ত্তি নামে পড়া ইট্-সোনা-কাঠ-পাথর-চুণে,
অক্ষয় লাগের অর্থ যে এ তত্ত্ব শতদল-প্রসূনে।
দেহ-মন্দির-মাঝিকরাজে বৈকুণ্ঠেরই অবতরণ।
গুরুমেধি-মানবকুলের নরতো ভোগের উপকরণ।
তত্ত্বগৌরমনোহভীষ্ট-সাধনে যাঁ'র অতুল রতি,
জগজ্জনের আদর্শরূপ জগবন্ধু! তোমায় নতি॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত ভক্তিরঞ্জন জগবন্ধুর সেবাময় জীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ

তাই শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের কথা জানিতে হইলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা জানিতে হইবে, আর শ্রীগৌড়ীয়মঠকে জানিতে হইলে শ্রীগৌরজনের বাণী শুনিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যবাণীই—মূর্ত্তিমান্ শ্রীগৌড়ীয় মঠ

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা এই,—শ্রীহরিজনের আনুগত্যে অনুক্ষণ আত্মবৃত্তি শ্রীহরিসেবা কর। হরিজনের অনুগামী হইয়া হরিকথা-কীর্ত্তন-বিচারেই শুদ্ধ হরিসেবা—জীবে দয়া। একাধারে পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থপরতা ও স্বার্থপরতার অপূর্ব্ব সমন্বয়। হরিজনের সেবা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে হরিসেবা হয় না। 'হরিজন' অর্থে আমরা অজ্ঞরুচির কোন কথা জানি না। শাস্ত্র ও বিজ্ঞজন যাঁহাকে 'হরিজন' বলিয়াছেন, আমরা সেই বিদ্বদ্রুচি বা শ্রৌতরুচিকেই হরিজন জানিয়া মহাজনগণের মূলগানে তোহার বিদ্যা বলি—

কর্ম্মাবন্ধকরাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবন্ধকরাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকরাঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা।

সভাপতির অভিভাষণ

"ভক্ত মহোদয়গণ, এত বিলম্বে এবং আগতপ্রায় রাত্রির দ্বারায় আপনারা আমার নিকট হইতে সুদীর্ঘ অভিভাষণ আশা করিতে পারেন না। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু আমাকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই উৎসব-সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য যখন বলিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার সহিত এই চুক্তি করিয়াছিলাম যে, আমি কেবল শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা শ্রবণ করিব, নিজে কিছু বলিব না। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম সভাপতির নিকট হইতে কোনও না কোন প্রকার অভিভাষণের দাবী করিয়া থাকে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভাপতি এতদূর অধিক কার্য্যব্যস্তপ্রায় যে, তাঁহার অবসর-দিবসে তিনি সর্ব্বসাধারণের জন্য কোনও কার্য্যে বিশেষ সময় নিয়োগ করিতে পারেন না। তাহার উপর যে কতকগুলি সীমা-বন্ধন অর্পিত হইয়াছে, তাহাতেও তিনি তাঁহার সীমার অতীত কোন কথা আলোচনা করিতে পারেন না। সভাপতিকে এক প্রকার বিচারকের কার্য্যই করিতে হয়; কিন্তু আমি আজ যে ব্যাপারের সভাপতিত্ব করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তাহা আমার সীমার অতীতই বলিতে হইবে।

এই সকল প্রতিবন্ধক-সত্ত্বেও আজ আমি শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন এবং এখানকার আশ্চর্য্যজনক ও অদ্ভুতপূর্ব্ব মহৎ-কার্য্য দর্শন করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। ভাষা মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার বাহন-মাত্র। হৃদয়ে যে চিন্তারাশি উদ্বেলিত হয়, তাহাই বিভিন্ন ভাষা বাহনরূপে প্রকাশিত করিয়া থাকে। কাজেই কোন বিষয় যে ভাষায়ই বলা

হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কেবল বিষয়টীই অনুধাবনীয়। আমি ইংরেজী ভাষায়ই আমার অভিভাষণ দিতেছি।

এই উৎসব-মন্দিরে আসিয়া আমাকে যাহা বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা এই স্থানের পরম পবিত্র আবহাওয়া। এই স্থানটীর সমগ্রতা স্বর্গীয়তা, পবিত্রতা, নির্ম্মলতা ও সেবাভাবপরায়ণতাকে যেন আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছে।

পরমার্থই আমাদের সকল কার্য্যের ভিত্তি। যে মহাপুরুষের বদান্যতায় এই প্রতিষ্ঠানটী আজ এত উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার মহত্ত্ব যে সর্ব্বতোভাবে আদর্শস্থানীয়, ইহা কোন বুদ্ধী ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহার আদর্শ আজ আমাদের নিকট এরূপ এক ভবিষ্যৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, যাহাতে আমরাও এইরূপভাবে দেশের ও দশের উপকারে আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

আজ আমরা মাড়ওয়ারী (মিনতিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন ধন মহারাজ) ও গৌড়ীয়মঠের মুখপত্রের পণ্ডিত সম্পাদকের নিকট হইতে যে দুইটী কৌতূহলপূর্ণ সুন্দর বক্তৃতা ও পাঠ শ্রবণ করিলাম, তাহাতে ভক্তিরঞ্জন জগদ্বন্ধুর চরিত্রের যে আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই মানবের অতি উচ্চতম স্তরের কথা, অথবা তাঁহাকে আমরা অতিমর্ত্ত্য বলিয়াও বর্ণন করিতে পারি। তাঁহার আদর্শ একদিকে যেমন অতিমর্ত্ত্য, আর একদিকে মানব সেইরূপ আদর্শে আপনাকে কিরূপভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রকাশিত করিতে পারে, তাহারও উজ্জ্বল বাস্তব দৃষ্টান্ত। ঔজ্জ্বল্য, পবিত্রতা ও অতিমর্ত্ত্যভাব জগদ্বন্ধুর চরিত্রে যুগপৎ প্রকাশিত রহিয়াছে।

কোন পাশ্চাত্য কবি গাহিয়াছেন যে, মানবের অজ্ঞাতভাবে মনুষ্যের গহ্বরে কত রত্ন নিহিত রহিয়াছে, নির্জ্জন কান্তারে কত সুগন্ধ পুষ্প মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া পরমেশ্বরের অর্ঘ্যরূপে প্রস্ফুটিত হইতেছে, তেমনি আমাদের অজ্ঞাতভাবে ভক্তিরঞ্জন জগদ্বন্ধু জগতে তাঁহার সেবাসৌরভময় প্রস্ফুটিত জীবন শুদ্ধসেবাময় চরণে অঞ্জলি দিয়া আপনাকে সার্থক করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অতিমর্ত্ত্য-পুরুষ-ব্যতীত আর কিছুই ভাবনা করিতে পারি না, পরমার্থ তাঁহার জীবনকে আত্মসাৎ করিয়াছিল, সত্যই তিনি এই জগতের সকলের মত হইয়া জগতে আসিয়াও জগতের অনেক উপরে আপনাকে কিরূপে রাখিতে পারিয়াছিলেন? তিনি এমন কোন বস্তু হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার সমগ্রতাকে উৎসর্গ করিবার মত তাঁহার হৃদয়ে বল আসিয়াছিল।

জগতের বিচারে যাঁহারা বাণিজ্যনীতি বা অর্থনীতিতে বুদ্ধিমান্ লোক বলিয়া বিবেচিত, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, জগদ্বন্ধুর বুদ্ধি বোধ হয় কম ছিল; কেন না, তিনি তাঁহার পরিশ্রম-লব্ধ অর্থ পূর্ণমাত্রায় নিজে ভোগ না করিয়া দশ বিলাইয়া দিয়াছিলেন, ইহা বাণিজ্য-নীতির দিক্ হইতে সাধারণ বিচারে বোকামি-মাত্র; কিন্তু যখন আমরা একটু গভীরভাবে তলাইয়া দেখি ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে জগদ্বন্ধুর আত্মোৎসর্গের মহিমা, তাঁহার দানের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সন্তোষের চিহ্ন এবং সেই সন্তোষের মধ্যেও সেইরূপ সৎকার্য্যে অধিকতর দানের জন্য উত্তরোত্তর অতৃপ্ত পিপাসা লক্ষ্য করি, তখন জানিতে পারি, তিনি জগতের অনেক বিজ্ঞলোক অপেক্ষাও অধিকতর বিজ্ঞ ও জ্ঞানী।

মানুষ ধন সঞ্চয় করে জীবনকে যথাসাধ্য শেষ পর্য্যন্ত তৃপ্তির সহিত ভোগ করিবার জন্য; কিন্তু মানুষকে যখন কোন অজ্ঞাত, অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক আহ্বানে এই জগৎ হইতে চলিয়া যাইতে হয়, তখন তাহাকে সমস্ত জিনিষ এই জগতেই রাখিয়া যাইতে হয়, কোন বস্তুর একটী কণাও সে তাহার সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না।

যখন আমরা এইরূপ আত্মস্থ হইয়া বিচার করি, তখনই দেখি, সাধারণের বিষয়বুদ্ধি অপেক্ষা জগদ্বন্ধুর বিষয়বুদ্ধি অনেক উচ্চ ও গভীর ছিল; তিনি নিত্যবিষয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং নিত্যবিষয়ের জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ইনি তাঁহার জীবন খুব ক্ষুদ্রভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং আন্তরিক ক্ষুদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনাকে বাণিজ্য-নীতিতেই বড় করিয়াছিলেন। ইনি পথের ভিখারী হইতে ধনী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ঐরূপ ক্ষুদ্রত্ব হইতে বৃহত্বে পরিণতির অবস্থাকে তিনি অসম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—জগতের লোক যাহাকে বৃহত্ব মনে করে, তাহা প্রকৃত বৃহত্ব নহে, তাঁহাকে আরও বড় হইতে হইবে। ধন মানুষকে জগতে সাময়িক ধনী করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে মহৎ হইতে

হইলে ধনের সর্ব্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। মানুষের অর্থনীতি, বাণিজ্য-নীতির বিচার সেই পর্য্যন্তই ভাল—সত্য, যে-পর্য্যন্ত-না তাঁহার তাৎকালিক জীবনলক্ষ্যের উপর চরম জীবনের যবনিকা টানিয়া না দেওয়া হয়। জীবনের পরপারে যাহা আছে, মানুষ যখন তাহাতে অন্ধ থাকে, তখনই মানুষের জাগতিক বিচারগুলি সাময়িকভাবে শোভনীয় হয়; কিন্তু জগদ্বন্ধুর বিচার ছিল—পূর্ণের বিচার। বহুদর্শিতার —বহু অভিজ্ঞতার ফল তাঁহার জীবনের আদর্শে কোন অভিসন্ধি মৃত সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—মানুষ যে আনন্দ চায়, তাহা অপেক্ষাও অনেক গুণে অধিক আনন্দের সন্ধান আছে—যাহার জন্য লোভ করিতে হইবে। যখন আমাদের মনঃপ্রাণ জগতের সুখের জন্য লালায়িত থাকে, তখনই এই সকল কথা আমাদের বিস্ময়রসের বিষয় হয়; কিন্তু যখন তাহা আরও উর্দ্ধরাজ্যে বিহার করে, তখন দেখিতে পায় যে, এই জগতের কোন বস্তুই নিত্য আনন্দ প্রদান করিতে পারে না; এ জগতের বস্তুগুলির সার্থকতা-মাত্র ততটুকু, যতটুকু তাহারা পরমার্থের আনুকূল্য করিয়া থাকে। জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জন ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—এ জগতে অর্থ-সঞ্চয় করিয়া লাভ নাই, যদি সেই অর্থ পরমার্থের বিঘ্নতা না করে, আর সেই বিঘ্নতার ফল যদি ভগবৎ-সেবক-সম্প্রদায় প্রাপ্ত না হন। জগতের আচার্য্যগণ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য বোধ হয় তাহাই, ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে এই সৎশিক্ষা-বিতরণ।

যদি আমি বিস্মৃত না হইয়া থাকি, পাশ্চাত্য কবি স্পেন্সার একটী বাক্য বলিয়াছেন যে, যখনই আমাদের এই জীবনতরণী ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, তখনই ইহা পরবর্ত্তী আর একটী পট উন্মোচন করে। আমাদের এই দেহকে এইরূপ "বিশ্বাসের মৃন্ময় বিচরণ-ক্ষেত্র" বলা হইয়াছে; এই শরীরটা যে-কোন মুহূর্ত্তে পতিত হইতে পারে। এই জীবনতরণী প্রবল ঝটিকার মধ্যেই হউক, অথবা প্রশান্ত আবহাওয়ার মধ্যেই হউক, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত প্রভাব কারণে নিশ্চয়ই ডুবিয়া যাইবে; কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তেই যে অবশ্যম্ভাবী পট-পরিবর্ত্তন, তজ্জন্য আমরা কি করিয়াছি? জগদ্বন্ধুর জীবন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছে। তিনি জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আদর্শকে নির্ব্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবন যেন ইহাই অন্যান্য ভাষায় বলিয়া দিয়াছে,—"ধনী, দরিদ্র যে-কেহই হও না, কেন, যখন তোমার এই জীবনের পট-পরিবর্ত্তন হইবে, তজ্জন্য তুমি প্রস্তুত হও।" এইজন্য আমি আবার বলিতেছি, —আজ এইরূপ এক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আমি বাস্তবিকই আনন্দিত হইয়াছি এবং এইরূপ এক মহাপুরুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারায় আমাকে ধন্য মনে করিতেছি।

আমি এই মঠের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষভাবে পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না। অবশ্য এই মঠের কথা আমি মঠের নাম ও প্রতিষ্ঠা হইতে কতকটা শ্রবণ করিয়াছিলাম মাত্র, ইহার কার্য্যাবলীর কথা জ্ঞাত ছিলাম না; কিন্তু আজ এই মঠের বিষয় শ্রবণফলে আমার ব্যক্তিগত সত্তায় যেন একটী অভূতপূর্ব্ব অভিনব প্রজ্ঞা আবিষ্কার হইল। মানবজাতির চরম কল্যাণের উদ্দেশ্যে এই মঠ যে মহৎ-কার্য্য করিতেছেন, সেই দিক হইতে আমার সহিত মঠের আজ একটী বিশেষ সম্পর্ক হইল। আমি স্বামিজীর মুখে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, এইরূপ কঠিন যুগেও এই প্রতিষ্ঠান আস্তিকতা ও নানাবিধ শিক্ষার আয়োজন করিয়াছেন। শিক্ষা একটী সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। শিক্ষাই মানবের অন্তরাত্মাকে বিকশিত করিতে পারে। আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, এই প্রতিষ্ঠান সেই সুশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।"

মুদ্রাকর-প্রমাদ

গত ১৬শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র ২৫৭ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ১৬শ পংক্তিতে লিখিত "শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" স্থলে "শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়" হইবে।

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৪শে অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৩৯, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩২ | ১৮শ সংখ্যা

কীর্ত্তনে অমানী-মানদ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর হরিকীর্ত্তনকেই নিখিল জীবের একমাত্র সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদেশিক ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সকল সময়ে, সকল দেশে, সকলের নিকট শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। ইহাই জীবের একমাত্র নিত্যকৃত্য।

'কীর্ত্তন' অনুষ্ঠিত হইলেই তথায় কীর্ত্তনকারী, কীর্ত্তন-শ্রবণকারী ও কীর্ত্তন—এই ত্রিবিধ ব্যাপারের নিত্য অধিষ্ঠান থাকে। কীর্ত্তন-শ্রোতা—দ্বিবিধ; স্বয়ং বিষয় ও তাঁহার আশ্রয়। কীর্ত্তনের বিষয়তত্ত্ব স্বয়ং কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া থাকেন, আবার কীর্ত্তনীয় বস্তুর কীর্ত্তন অপরে শ্রবণ করেন। কীর্ত্তনকারীর অনুষ্ঠিত ব্যাপার কীর্ত্তন, সেই কীর্ত্তনের শ্রোতা—স্বয়ং বিষয়তত্ত্ব কৃষ্ণ ও আশ্রয়তত্ত্ব কৃষ্ণসেবক-সম্প্রদায়।

এই কৃষ্ণসেবক-সম্প্রদায় বা কৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রোতা আবার দ্বিবিধ—(১) যাঁহাদের স্বরূপজ্ঞান উদিত হইয়াছে অর্থাৎ "আমরা কৃষ্ণের নিত্যসেবক, কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণই আমাদের নিত্যধর্ম্ম"—যাঁহাদের এইরূপ উপলব্ধি হইয়াছে, আর (২) যাঁহারা স্বরূপে কৃষ্ণসেবক হইলেও হরিকীর্ত্তন-শ্রবণই যে তাঁহাদের নিত্যধর্ম্ম—এইরূপ স্বরূপজ্ঞান যাঁহাদের লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

ঐ উভয় শ্রেণীই কীর্ত্তনের শ্রোতা। কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রেণী কীর্ত্তন-শ্রবণে উদ্বুদ্ধ রুচির। দ্বিতীয় শ্রেণীর কীর্ত্তন-শ্রবণে রুচি উদ্বুদ্ধ হয় নাই, তাঁহাদের স্বরূপের নিত্য স্বভাবের রুচি চারিটী আবরণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে,—(১) অন্ধ, (২) ঐশ্বর্য্য, (৩) শ্রুত ও (৪) শ্রী। এই চারিটী আবরণ আবার অসংখ্য আবরণ-বৃন্দের সৃষ্টি করিয়াছে।

যাঁহারা ঐ চতুর্ব্বিধ আবরণে আবৃত হইয়া তাঁহাদের নিত্যস্বভাব বা ধর্ম্ম 'কীর্ত্তন-শ্রবণ' হইতে বঞ্চিতাবস্থায় ইতর বিষয়ে অভিনিবেশকেই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মান্য হইতেছেন, তাঁহাদিগকেও কীর্ত্তনে ক্রমে ক্রমে রুচিবিশিষ্ট করিবার জন্য "সবারে করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার। বিনা বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥"—এই ব্যাস-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তনকারীকে "মানদ" হইবার আদেশ দিয়াছেন।

কীর্ত্তনকারী—'অমানী' মাত্র হইলে নিজে কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা লাভ করেবেন সত্য, কিন্তু 'কীর্ত্তন' 'জপ'-মাত্র নহে বলিয়া—কীর্ত্তনকারীও তৎসঙ্গে-সঙ্গে নিখিল জীবের মঙ্গলকারী বলিয়া কীর্ত্তনকারীকে 'মানদ' হইতে হইবে। 'মানদ' না হইলে অনৈশ্বর্য্যাদিদুষ্ট জীব কখনও শ্রোতার পদবী বা আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবে না।

কীর্ত্তনকারীর আসন—আচার্য্যের আসন, গুরুর আসন, উচ্চাসন; আর শ্রবণকারীর আসন—শিষ্যের আসন, ছাত্রের আসন, নিম্নাসন। একে ত' জীবের হরিকথা-শ্রবণের প্রয়োজনীয়তা-বোধ নাই, রুচি নাই, প্রবৃত্তি নাই, তাহার উপর, অনৈশ্বর্য্যাদির অসংখ্য প্রকার মদমত্ততা জীবকে হরিকথা-শ্রোতার পদবীলাভের আকাঙ্ক্ষা হইতে বহুদূরে রাখিয়াছে। "আমি উৎকৃষ্ট কুলীন, যদি কোনও অবরকুলে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত বৈষ্ণবকে উচ্চাসন-প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে হরিকথা-শ্রবণের জন্য নিম্নাসনে বসি; আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, যদি অনুস্বার বিসর্গে জ্ঞানহীন কোন বৈষ্ণবের নিকট উপদেশ শ্রবণ করিতে বসি; আমি রাজা, আমার বিচারে যে ব্যক্তি প্রজা, সেইরূপ কোন ভগবৎসেবককে যদি আমার উপদেশকের উচ্চাসন দেই; আমি রূপবান, আমার দর্শনে বপুদোষযুক্ত কোন অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের নিকট যদি হরিকথা শুনিতে বসি, তবে লোকে বলিবে কি? সমাজ বলিবে কি? আমার সম্মান, প্রতিষ্ঠার তাহাতে লাঘব হইবে।" এরূপ বিচারে অনেকে প্রকৃত বৈষ্ণবের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণরূপ একমাত্র নিত্যমঙ্গলের পথ হইতে দূরে অবস্থান করেন। এইরূপ শ্রেণীর কেহ কেহ আবার "আমি এত বড় উচ্চ ব্যক্তি হইয়াও এরূপ জাতীয় নীচ (?) ব্যক্তিগণের নিকট হইতে হরিকথা শুনিতেছি, ইহাতে আমার মহত্ত্ব কত বড়;—লোকে এইরূপ প্রতিষ্ঠা প্রদান করিবে" বিচার করিয়া কোথায় কোথায়ও অপরকে উপদেশকের ও নিজকে শ্রোতার পদবীতে মৌখিকভাবে গ্রহণে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হন।

অনৈশ্বর্য্যাদিদুষ্টবদ্ধ বহির্মুখ-সম্প্রদায়ের ঐরূপ চিত্তবৃত্তি জানিয়া শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তনকারীকে একটি সংক্ষিপ্ত কলপ্রদ কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন। তাহাতে কীর্ত্তনকারীকে কেবলমাত্র "অমানী" হইলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে "মানদ" হইতে হইবে। কেহ বৈষ্ণবতার উন্নত হইয়া বৈষ্ণবপদে আপনাকে অতি দীনহীন বিচার করিতে পারেন, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত বৈশ্ব বটে এবং ইহা সাধারণভাবে সামাজ ও সাধারণভাবে আকর্ষণ করে মাত্র; কিন্তু যখন সেই অমানীপুরুষ অপর ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে মান প্রদান করেন, তখন মদমত্ত বহির্মুখ ব্যক্তিও বক্তার প্রতি কর্ণ-প্রদানে অভিলাষী হন। নিজের প্রতিষ্ঠা শুনিবার জন্য কর্ণটী অগ্রসর করিয়া দিয়া কখনও বা আকস্মিক সাধু-কৃপায় কর্ণে শুদ্ধ হরিকথাও শ্রবণ করিয়া ফেলেন। ঐরূপ সময়ে কখনও কখনও তাঁহাদের মঙ্গল উদিত হইয়া পড়ে।

শ্রেয়ঃকথা উত্তম কথার ন্যায় আপাত কর্ণরসায়ন নহে বলিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে ঐরূপ নিরপেক্ষ সত্যবাদী ও আত্ম-মঙ্গলের একমাত্র মহৌষধি বিতরণের জন্য অপ্রাকৃত ভিষক্‌কুল-গুরুর নীলাভিনয়কারী স্বমুখে এই ব্যবস্থাটী প্রদান করিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

এই "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকই গৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভক্তিগোস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুরের শ্লোকে অপর ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে,—

ধত্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতং এতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবা! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার বা ভক্তি-প্রচারকগণের কীর্ত্তন-প্রণালী শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোক বা শ্রীল প্রবোধানন্দের "ধত্তে নিধায় তৃণকং" শ্লোকেরই বাস্তব প্রকাশ-মূর্ত্তি। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদ্ভক্তগণের আচরণের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকৃত গৌরজনের প্রদত্ত

বিদ্যাজ্ঞানের অভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী বুঝিতে বিলম্ব করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট কেন হরিকথা কীর্ত্তন করেন, কি ভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাহা তাঁহারা নিজেদের ভোগবুদ্ধির সমতায় দর্শন করেন বলিয়া উহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ একমাত্র শ্রীগুরু, গৌর বা গৌরজনের পাদপদ্ম-ব্যতীত কোন বিষয়ী, মহারাজা, রাজা, রাজপুরুষ কাহাকেও হরিকীর্ত্তন বা হরিসেবার নিয়ামক-পদে বরণ করেন না। শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্বোধনে কিংবা কোন কোন হরিকীর্ত্তনমন্দির-গৃহের ভিত্তি-স্থাপনাদি ব্যাপারে, অথবা কোন কোনও সভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণকে আহ্বানের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রদর্শিত পথে 'অমানী-মানদ' ধর্ম্ম আচরণ-পূর্ব্বক জাগতিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তন শ্রবণ করাইবার সুযোগ প্রদান করেন। ঐরূপ মানদধর্ম্ম প্রদর্শন না করিলে অভিজাত-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হইতে অধিকাংশ সময়ই বঞ্চিত হইতেন এবং তৎফলে তৎপ্রাবক-সম্প্রদায় গণগজ্জলিকাও অধিকতর হরিকথা-শ্রবণ-বিমুখ হইয়া পড়িতেন। মায়ার টোপ অমৈশ্বর্য্যাশ্রিতগ্রীর মনে মত্ত হইয়া যাঁহারা আপনাদিগকে 'পূর্ণ' মনে করিতেছেন, কিংবা সাধু-বৈষ্ণবগণে অপ্রাকৃত গুরুত্ব-বোধের পরিবর্ত্তে যাঁহারা তাঁহাদিগকে অনুগ্রহের পাত্র বা মুখাপেক্ষী দাতের ভিখারীমাত্র মনে করিতেছেন, সেই সমস্ত অভিজাত-সম্প্রদায় তাঁহাদের কথা কিছুতেই শুনিতেন না, যদি শ্রীগৌরসুন্দরের 'মানদ'-ধর্ম্মের উপদেশ আবিষ্কৃত না হইত—যদি প্রাকৃত মদমত্ত ব্যক্তিগণকে উচ্চাসন প্রদত্ত না হইত—যদি নিয়ামকত্বের পদবী বা আসন-প্রদানের ছলনায় তাঁহাদিগের অনভীপ্সু কর্ণে কলেকৌশলে হরিকথামৃত-মহৌষধির একবিন্দু প্রবেশ করাইবার চেষ্টা না হইত। এইজন্যই শ্রীগৌরসুন্দর কত দয়াময়—গৌরজন কত পরদুঃখ-দুঃখী মহাবদান্যবরেণ্য,—

"লোক নিস্তারিতে করে প্রভু চাতুরী অপার।"

যিনি ব্রহ্মা-মহেশ্বরাদির বন্দ্য—যিনি একমাত্র বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরাৎপরতত্ত্ব—যিনি "মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ" বাক্যের উপদেষ্টা, তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে উপদেষ্টা ও বেদান্ত-ব্যাখ্যা-কর্ত্তার উচ্চাসন প্রদান করিলেন কেন?—কাশীতে মায়াবাদি-সন্ন্যাসি-সভায় প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উচ্চাসনে বসাইয়া নিজে নিম্নাসনে বসিলেন কেন? ইহা দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বা প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে শ্রীগৌরসুন্দর নিয়ামক-পদে বরণ করিয়াছিলেন? তাহা নহে; ঐ সকল ব্যক্তির মদমত্ততা মানদানের অঙ্কুশ-দ্বারা কৌশলে সংযত করিয়া তাঁহাদিগকে হরিকথা—তাঁহাদের প্রকৃত আত্মমঙ্গলের কথা শ্রবণ করাইবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর ঐ চাতুরী বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের চেষ্টাও ঐ গৌরশিক্ষানুসরণ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বা প্রকাশানন্দের মায়াবাদ, পাণ্ডিত্য, কৌলিন্যাদির সঙ্গ করিবার জন্য বা ঐ সকলের ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া ঐ সকল প্রাকৃত বস্তুর অংশের ভিখারী হইয়া গৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে উচ্চাসন প্রদান করেন নাই, পরন্তু তাঁহাদিগকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই ঐরূপ চাতুরী বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের চেষ্টাও তাহাই। অনভীপ্সু অভিজাত-সম্প্রদায়কে মানদান করিয়া হরিকথামৃতৌষধ পান করাইতে পারিলে তাঁহাদের অসংখ্য ভাবক (জগতের প্রকৃতিজন-সম্প্রদায়) হরিকথা-শ্রবণে প্রলুব্ধ ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইবেন। যেমন কর্ণ ধরিয়া আকর্ষণ করিলে সর্ব্বাঙ্গ সঙ্গে-সঙ্গেই আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সমাজের শিরঃস্থানীয় অভিজাত-সম্প্রদায়ের কর্ণ হরিকথায় আকৃষ্ট হইলে তৎসংলগ্ন অন্যান্য নিম্নাঙ্গরূপ সাধারণ ব্যক্তি-গণও আত্মমঙ্গলের কথায় প্রলোভিত হইবেন। গণবাদই যেখানে সাধারণধর্ম্ম বা যুগধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে গণগজ্জলিকার প্রধান প্রধান নায়কগণ যদি আকৃষ্ট হন, তবেই তাঁহাদের ভাবকস্বরূপ গজ্জলিকা আকৃষ্ট হইবেন। অমৈশ্বর্য্যাদি বহির্ম্মুখতার ব্যূহকেই যাঁহারা তাঁহাদের রক্ষা-কবচ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সকল অভিজাতসম্প্রদায়ান্তর্গত নায়কগণকে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ বা সাধুসঙ্গ করাইতে হইলে তাঁহাদিগকে মানদান-ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ই কৌশল নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত প্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

শুদ্ধহরিকীর্ত্তনকারীর মানদধর্ম্মই বহির্ম্মুখতার ব্যূহ-ভেদ করিবার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। তাহা অসৎসঙ্গকে দূরে রাখিয়া অসৎসঙ্গীর অজ্ঞাতসারে তাহার মধ্যে সৎসঙ্গের

প্রভাব সঞ্চারিত করিয়া দেয়। হেকিমী চিকিৎসায় যেরূপ খেচরান্ন, পুপান্ন ও ঘৃতপক্ক বাজনাদিপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া উদরাময়ের চিকিৎসা করা হয়, অথবা পাশ্চাত্য ডাক্তারী-চিকিৎসায় যেরূপ ক্লোরোফর্ম্ম (Chloroform) করিয়া বিনা অনুভূতিতে যন্ত্রণাকর অস্ত্রোপচার করা হয়, তদ্রূপ হরিকথা-শ্রবণে অনভীপ্সু ভৌমৈশ্বর্য্যাদিমদমত্ত সম্প্রদায়কে মানদান করিয়া অপ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ সত্যকথা শ্রবণ করান হয়। ইহাতে কীর্ত্তনকারীর পরহঃখদুঃখিতাই প্রকাশিত হইতেছে।

আধুনিক আরোহবাদী বা অভিজ্ঞতাবাদী অনেকের অভিমত,—সর্ব্বাগ্রে নিম্নতম সম্প্রদায়কে সত্যকথা শ্রবণ করাইলেই ঐ সকল ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য-দ্বারা গঠিত মনুষ্য-সমাজ মঙ্গলপথে আরোহণ করিবে। কিন্তু ইহা আপাত অভিজ্ঞতার মনোহর আকাশকুসুম হইলেও বাস্তব সুদূরদর্শিতার দূরবীক্ষণ যে বৈজ্ঞানিক সুসত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা মানবজাতি একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার নিজ-জনের বাণীর মধ্যেই শ্রবণ করিতে পাইয়াছেন।

যাঁহারা নীচু হইতে উঁচুতে উঠিবার আরোহ-প্রণালীর স্বর্গসোপান রচনা করিবার পরামর্শ দেন, তাঁহারা আপনাদিগকে আগে শ্রেয়ঃকথা হইতে এড়াইবার জন্যই ঐরূপ পরামর্শ-প্রদাতা, ইহা তাঁহাদের হরিকথা শ্রবণ হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিবার একটি অনর্থরোগ-লক্ষণ; দ্বিতীয়তঃ যাহা নীচ ব্যক্তিগণের আরাধ্য বা আদর্শ, তাহা পরম সত্য হইলেও নৈসর্গিক সংস্কার অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট উহাকে আদর্শ বা আরাধ্য করিতে আরও কোটীগুণ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। গ্রাম্য বাগ্দী যে পথে চলে, যাহাকে ভাল বলে, যাহা করে, শত ভাল কাজ হইলেও গ্রাম্য-বাগ্দীর জমিদার বাবু তাহা অনুসরণ করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করেন; কেন না, লোকে বলিবে, জমিদারবাবু ভদ্রলোক হইয়া—মনে-মানে-জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া ছোট লোকের অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু সেই জমিদারবাবুই যখন তদপেক্ষা মনে-মানে-জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ রাজা মহারাজকে কোনও কার্য্য করিতে দেখেন, তখন শ্রেষ্ঠ বা বড়লোকের অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহার লজ্জা ও ঘৃণা হওয়া দূরে থাকুক, তিনি অধিকতর গৌরবানুভব করেন। কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, সর্ব্বত্রই—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

শ্রেষ্ঠ লোক যাহা আচরণ করেন, ইতর লোক তাহারই অনুকরণ করে, শ্রেষ্ঠ লোক যাহা সত্য বা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, যাবতীয় লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা নীচ ব্যক্তি যাহা অনুষ্ঠান করে বা যাহাকে প্রমাণ বলে, উক্তব্যক্তি তাহার অনুবর্ত্তন করিবেন, ইহা কোন নীতিতেই নাই।

অভিজাত-সম্প্রদায়ের অনেক ভাবক লোক-সঙ্গ আছে। কোন সম্মানিত ব্যক্তি হরিকথা শ্রবণ করিলে বা মহাপ্রভুর পথে আকৃষ্ট হইলে হরিকথা বা মহাপ্রভু ধন্য হইয়া যান না, যিনি শ্রবণ করেন, তিনিই ধন্য হন, আর ধন্য হন তাঁহার ভাবক-সম্প্রদায়—যাঁহারা সংসারপথে ঐ সম্মানিত ব্যক্তিকে তাঁহাদের আদর্শ মনে করিয়া তাঁহার তাত্ত্বিক অনুসরণ করিলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন বা করেন।

আপাত বাহ্যদর্শনে অভিজাত-সম্প্রদায়কে যে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ অধিক সম্মান-প্রদানপূর্ব্বক অপর শ্রেণীকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করে। পরন্তু অভিজাত-সম্প্রদায়কে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ-প্রদান-পূর্ব্বক তদনুগত ভাবক-সম্প্রদায় লোকসঙ্ঘকে সহজে হরিকথা-শ্রবণে আকর্ষণ-উদ্দেশ্যে। এইরূপ প্রণালীতে সকলের মঙ্গল সুকর হইয়া পড়ে। যাঁহারা এই প্রণালীর আপাত প্রতিবাদ করেন, তাঁহারাও অজ্ঞাতসারে অভিজাত-সম্প্রদায়ের পদাঙ্কিতপথে প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন। যদিও এইরূপ সুদূরদর্শিতার বাস্তবপ্রণালী তথাকথিত সাম্যবাদের আপাত বিরোধী মনে হয়, তথাপি প্রকৃত সাম্যবাদের চরম ফল বা প্রয়োজন যে অখিললোক-কল্যাণ, তাহা এই প্রণালীতেই মন্ত্রমহৌষধের ন্যায় সাধিত হয়। ইহা বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রমাণিত ও পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

———

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

(১).

প্রশ্ন

মাননীয়

'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

"প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে ॥
নাহি কাহা বিরোধ, নাহি কাহা অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবরণ।
যদি হয় রাগদ্বেষ, তাহা হয়ে আবেশ,
'সহজ' বস্তু না যায় লিখন ॥"

এখানে 'বিরোধ' ও 'অনুরোধে'র তাৎপর্য্যার্থ কি? 'সহজ'-শব্দের রূঢ়ি ও যৌগিক অর্থ কি প্রকার হইবে? চণ্ডীদাসের পদাবলীতে 'সহজ'-শব্দ বহু স্থানে আছে, তাহা কি কোন দুর্ব্ব-কল্পিত? মহাপ্রভু ঐ সকল গান শুনিতেন কি? 'সহজিয়া'-শব্দের অর্থ কি? ইহার প্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থ কি প্রকার হইবে? ইহা আভিধানিক শব্দ কি? 'সহজিয়া'-শব্দটী কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে?

আমি নরাধম, কৃষ্ণবহির্ম্মুখ বিষয়াসক্ত জীব, আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া প্রশ্নগুলির বিশেষভাবে বিস্তারিত-রূপে উত্তর "গৌড়ীয়ে" প্রদান করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীহরিভক্তবৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীগোপীনাথ পাঠক
নবদ্বীপ, ভক্তিশাস্ত্রালয়
'গৌড়ীয়'-গ্রাহক ৪২৮০ নং

উত্তর

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য চরিত্র ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের লেখনীর নিরপেক্ষতা-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া উপরি-উক্ত বাক্যসমূহ বলিয়াছেন।

'বিরোধ'-শব্দের অর্থ—পাণ্ডিত্য ও অহমিকা-প্রদর্শন-কল্পে অন্যায় দ্বেষ করিয়া অপর পক্ষ খণ্ডনের চেষ্টা—স্বয়াট্ বস্তুতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত, অপ্রতিযোগী ও অখণ্ডনীয় হইলেও নিজ-মতবাদ-প্রতিষ্ঠা-কল্পে অন্য মতের প্রতি আক্রমণ। আর 'অনুরোধ' অর্থে—অপরের মন রাখিবার জন্য অসত্যকেও 'সত্য' বলিয়া স্থাপন-চেষ্টা। অপরের সঙ্গে ঝগড়া বা বাতিল, কাহারও সহিত বৃথা তর্ক বা কাহারও মন রাখিয়া বর্ণকথা বলার প্রবৃত্তি শ্রীচৈতন্যচরিত-লেখকের বা তদ্দাসানুদাসগণের নাই।

মায়াবাদী, ভোগী কর্ম্মী বা প্রাকৃতসহজিয়াগণের 'বিরোধ' ও 'অনুরোধ'-চেষ্টা আছে বলিয়া 'সহজ' বস্তু কখনই তাহাদের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। একদিকে যেমন জৈমিনীয় অনুগত সম্প্রদায় ভোগী জীবকুলের প্রেয়াকাঙ্ক্ষার অনুরোধে মধুপুষ্পিত বাক্যে লোক-কল্যাণের বিরুদ্ধাচরক অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আর একদিকে নির্ব্বিশেষবাদিগণ অপ্রাকৃত সহজ বিচার বা লীলাপুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত ও নিত্যসত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত যে-কোনও রূপে বিরোধ করিয়া নিজের পাণ্ডিত্য ও অহমিকাপূর্ণ একটি স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিতে হইবে,—এই উদ্দেশে একটি কল্পিত মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মী ও জ্ঞানিসম্প্রদায়ের এই উভয় চেষ্টায় 'সহজ' বস্তুর নিরূপণ হয় নাই। কারণ, তাঁহারা উভয়েই 'রাগ' ও 'দ্বেষে'র দ্বারা অভিভূত। জৈমিনীয় অনুগতাভিমানী কর্ম্মকাণ্ডিসম্প্রদায় জড়ীয় রাগের পদগোপক, আর মায়াবাদি-সম্প্রদায় দ্বেষের ক্রীড়নক। একজন ভোগে অনুরাগী, আর একজন ভোগ-দ্বেষী। কিন্তু বস্তুতঃ উভয়েই ভোগে অনুরাগী; কারণ ভোগ-দ্বেষ—'অনুরাগে'রই প্রতিক্রিয়া ও প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ঐ সকল জড়রাগী ও জড়দ্বেষি-সম্প্রদায়ের উচ্ছিষ্টভোগী। তাহারা লোকের অনুরোধে "অন্তঃশাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ।" ইহারা কখনও শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র বর্ণন করিতে পারে না—বর্ণন করিবার ছলনা দেখাইলেও তদ্দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের অপ্রাকৃত সহজ বিচার ও সিদ্ধান্ত নিরূপিত হয় না।

'রাগদ্বেষ'-স্থানে কোনও কোনও গ্রন্থে 'রাগোদ্বেগ' পাঠও দৃষ্ট হয়, সেখানে নিম্নলিখিতরূপ তাৎপর্য্য হইতে পারে,—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কোনও বস্তুকে অপেক্ষা করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কিছু লেখেন নাই; কেবলমাত্র

অপ্রাকৃত সহজ বস্তুর বিবরণ লিখিয়াছেন। যদি কেহ রাগের উদ্দেশ লাভ করেন, তাহা হইলেই তদ্দ্বারাই এই সকল লিখিত বর্ণন সহজেই উপলব্ধি হইবে। সহজ বস্তু রাগানুগজনের অনুভবনীয়। লিখিতে গেলে সেইরূপ লেখনী অপ্রাকৃত রাগাবিষ্টজনের হৃদয়েই স্ফূর্তি লাভ করিবে; অপ্রাকৃত রাগহীন জন তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। সহজানুভবনীয় সহজ বস্তুকে জানাইবার জন্য এখানে উহা লিখিয়া কল নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে কোন স্থলে বিরোধ সিদ্ধান্ত বা অন্য কোন ব্যক্তির মতের অনুরোধ নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের নিজ-জন শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী প্রভু সহজতত্ত্ব বিচার করিয়া এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শুদ্ধ জীবের পক্ষে রাগতত্ত্বই—সহজ বা স্বাভাবিক; কারণ, রাগই শুদ্ধ জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বিচারতত্ত্ব শুদ্ধ জীবের সহজধর্ম্ম নহে; তাহা আবৃত জীবের জন্য। বহির্মুখতা, নাস্তিকতা, তর্কস্পৃহা প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন জীবের জন্য বিচারতত্ত্ব। রাগতত্ত্বে যাহা উদিত হয়, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভজন তত্ত্ব। যদি শ্রীচৈতন্য-মত-ব্যতীত অন্যপ্রকার অচৈতন্য মতে বা তর্কসিদ্ধান্তে কাহারও রাগোদ্দেশ হয়, তাহাতে আবিষ্ট হইয়া নিরপেক্ষতা দূর হয়, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক শুদ্ধজীবাত্মার স্বতঃসিদ্ধ, সহজাত, অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমার বিষয় কিছুতেই লিখিত হইতে পারে না।

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবত। বেদান্তে অবিরোধ ও সমন্বয় রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত উদ্দেশ ও বিচার আবার শ্রীচরিতামৃত বা শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবিরোধ ও সমন্বয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। তথাকথিত সমন্বয়বাদি-সম্প্রদায় বিরোধ ও অনুরোধের কপট-দল। তাঁহারা লোক-প্রিয়তার 'অনুরোধে' সকল মনোধর্ম্মকেই, সকল লোককেই "হাঁ জি, হাঁ জি" করিয়া বাস্তব সত্যের প্রতি, লীলাপুরুষোত্তমের স্বতন্ত্রতার প্রতি 'বিরোধ' করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদাসগণ লোকপ্রিয়তার অনুরোধের অপেক্ষা করেন না বলিয়া; বাস্তবসত্যের সহিত তাঁহাদের বিরোধ নাই। তাঁহারা অনুরোধ ও বিরোধের নিরপেক্ষ হইয়া বাস্তবসহজতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া যান। এইজন্য তাঁহারাই একমাত্র অবিরোধী ও শুদ্ধ সমন্বয়কারী।

'সহজ'-শব্দের সাধারণ রূঢ়ি—'সরল' বা স্বাভাবিক। যৌগিক অর্থ—যাহা 'সহ' অর্থাৎ সঙ্গে 'জন্ম'গ্রহণ করে; নিদর্শ, সহোদর ইত্যাদি।

শ্রীচণ্ডীদাসের অকৃত্রিম পদাবলীতে বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে-সকল স্থানে 'সহজ'-শব্দের ব্যবহার আছে, তাহাতে "অপ্রাকৃত সহজ" উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 'সহজ'-শব্দ অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-পরিভাষা বা প্রাকৃত জ্যোতি-সমাজের পরিভাষা-ভেদে বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আত্মা বা চেতনে যাহা সহজ, স্বাভাবিক কিংবা আত্মা বা চেতনের সহিত যাহা নিত্য প্রকাশিত, তাহাই অপ্রাকৃত সহজ। ভগবৎ-সেবানুরাগে শুদ্ধ আত্মার অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম বা স্বভাব; আর যেখানে আত্মাকে দেহের সহিত একীভূত বা তদ্দ্বারা আবৃত করিবার চেষ্টা হইয়াছে—সেখানে 'দেহই আত্মা' এইরূপ বিবর্ত্ত বা অনর্থবুদ্ধি উদিত হইয়াছে অর্থাৎ যেখানে বদ্ধভাব, সেখানে দেহের সহিত যাহা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, দেহের সহিত যাহা উত্থিত হইয়াছে, যে কাম-প্রভৃতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহাই 'প্রাকৃত সহজ'। যেখানে বদ্ধজীব-সম্প্রদায় গুরু বা ধর্ম্মোপদেষ্টা সাজিয়া কিছু কথা বলিতে বসিয়াছে, সেখানে দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের কথা হওয়ায় তাহা সকলই 'প্রাকৃত সহজ', আর তাহারা 'প্রাকৃত সহজিয়া'। বদ্ধজীব-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের কথা, ধর্ম্মের অভিনয়, আচার-প্রচার—সকলই প্রাকৃত-সহজিয়া-মত। তাহাদের দেহে আত্মবুদ্ধি উপস্থিত হওয়ায় তাহারা লোকপ্রিয়তার অনুরোধে অদ্বৈতব বাস্তবসত্যের সহিত বিরোধ করিতেছে। তাহারা মনে করিতেছে,—এই দেহ-দ্বারাই অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সেবা করা যায়, দেহকে 'গোপী' সাজান যায়, দেহে অপ্রাকৃত ভাব আরোপ করিতে করিতেই সিদ্ধ হওয়া যায়, মনের দ্বারা ধ্যান করিতে করিতেই অপ্রাকৃত বস্তুর স্মরণ (?) হয়। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"—এই কথাটী তাহারা বুঝিতে পারে না। "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥" "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্য-মুচ্যতে॥"—এই শ্লোক-দ্বয়ের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য্য প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় বুঝিতে পারে না।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত "প্রাকৃতরস-শত-

দূষণী" নামক গ্রন্থে সূত্রাকারে প্রাকৃত-সহজিয়া ও অপ্রাকৃত-সহজধর্ম-নিরত শ্রীচৈতন্যদাসগণের পার্থক্য কোথায়, তাহা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের কবিতা নকল করিয়া যে-সকল কৃত্রিম, সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, রসাভাস-দুষ্ট অসংখ্য পদ চণ্ডীদাস-প্রমুখ মহাজনের নামে দুষ্কৃতিমূলে আরোপিত হইয়াছে, তাহা কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রবণ করেন নাই বা কোনও প্রকারে ঐ সকল শুষ্ক জগদ্গুরু-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নহে। ঐ সকল কল্পিত অসৎ সঙ্গীত প্রভৃতিতে যে-সকল 'সহজ'-শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা রক্তমাংসের 'সহজ'; অপ্রাকৃত 'সহজ' নহে। রক্তমাংসের 'সহজ' শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্তিত পথ-বহির্গামী ব্যভিচারী অপসম্প্রদায়ের প্রাণ্য নরকের সহজ-পথের জন্য সৃষ্ট পথ।

'সহজিয়া' শব্দে—যাহারা 'সহজ' অর্থাৎ অনুরাগ-ধর্মের যাজন করেন। আত্মার সহিত প্রকাশিত বা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম অপ্রাকৃত সেবানুরাগের কথা যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত সাহজিক। যেমন শ্রীরায় রামানন্দ ও অপ্রাকৃত শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়। আর যাহারা দেহের সহজ-ধর্মের কথা প্রচার করে, তাহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া। যেমন শ্রীরায় রামানন্দ বা শ্রীরূপানুগ-পথের বিকৃত ও কদর্থকারী অনর্থগ্রস্ত, কায়-ক্লেদাদির গোপাল-সম্প্রদায়। এই প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ই "সহজিয়া"-শব্দের সাধারণ রূঢ়ি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আধুনিক অভিধানাদিতে এই শব্দের ঐরূপ অর্থই আংশিক ও বিকৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে "গৌড়ীয়ে"র প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভের সহজিয়া-মত-বিচার দ্রষ্টব্য। সহ+জন+ড কর্তৃবাচ্যে 'সহজ'-শব্দ নিষ্পন্ন, তাহা হইতে প্রচলিত বাঙ্গালা-ভাষায় 'সহজিয়া'-শব্দ হইয়াছে। গৌড়ীয়-পরিভাষায় 'সাহজিক'ও বলা হয়।

---

(২)

প্রশ্ন

মহাশয়, নিবেদন এই যে, নিম্নলিখিত বিষয়টী পাঠ করিয়া মনে যে অশান্তি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানাইতেছি—

'গৌড়ীয়'-পত্রে ১০ম খণ্ডের ৩১০ পৃষ্ঠায় শ্রীল ঠাকুরের আগমন-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, "নিশ্চয় শ্রীগুরুদেব গোস্বামী প্রভু হরিরসমদিরা-পানে মত্ত হইয়া সেই স্থানে কৃপাপূর্ব্বক উপনীত হইলেন।" আপত্তি এই যে, "হরিরস-পানের সহিত মদিরা-পানের তুলনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মত্ততা দেখাইবার তুলনা আরও ত' ছিল। মদিরা-রস পান করার সহিত হরিরস পান করার তুলনা গোস্বামী ও বৈষ্ণব প্রভৃতিদের অশ্রীতিকর ও ঘৃণাস্পদ। এই স্থানের ভাবানুযায়ী যদি মদিরা-শব্দের অন্যার্থ যোজনা করা হইয়া থাকে, তবে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন। ইতি।

শ্রীগোপালকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা
পিঙ্গলাকাটী, বরিশাল

উত্তর

মদিরা, 'মাধ্বীক' প্রভৃতি মদিরার পর্য্যায় শব্দ পর্য্যন্ত নিখিলশাস্ত্র এবং গোস্বামিগণের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি ব্যবহৃত হইয়াছে। হরিরসের সহিত 'মদিরা' বা 'মাধ্বীক' শব্দের তুলনা গোস্বামি-শাস্ত্রে অপ্রচুর নহে। পদ্যাবলীতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু প্রাচীনগণের বাক্য হইতে উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

পরিবদতু জনো যথা তথা বা নহু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থেও 'অনুভাব'-প্রকরণে ভক্তজনের নিরপেক্ষতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে ঐ শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন। শ্রীসনাতন, শ্রীরূপাদি গোস্বামীবৃন্দের লেখনীতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে হরিরসের সহিত মদিরার তুলনা শতসহস্র স্থানে আছে।

প্রশ্নকর্ত্তা উপমান ও উপমেয়কে প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় সম্পূর্ণ সমজাতীয় মনে করিয়া ভুল করিয়াছেন। অপ্রাকৃত বস্তুর উপমা দিক্-নির্দ্দেশ-মাত্র করে, সম্পূর্ণভাবে বস্তুর সহিত একীভূত বিচারের আবাহন করে না। দ্বিতীয়তঃ হরিরসই প্রকৃত 'মদিরা' বা 'মাধ্বীক' শব্দ-বাচ্য। প্রাকৃত মদিরা সেই হরিরসেরই বিকৃত প্রতিফলিত হেয় কুরস বা বিরস-বিশেষ। বিদ্বদ্রূঢ়ি হরিরসকেই 'মদিরা' বলিয়া নির্দ্দেশ করে, আর অজ্ঞরূঢ়ি কলিদহচর কুরস-বিশেষকে 'মদিরা', মনে করে। অজ্ঞরূঢ়ি বা সাধারণ রূঢ়ি জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া যে বিদ্বজ্জনগণ বিদ্বদ্-

ভক্তির প্রয়োগ হইতে বিরত হইবেন, ইহা অভিন্ন মাত্র। এখানে হরিজন-কথা 'মন্দিরা'—এইরূপ তুলনামূলক অর্থ না করিয়া হরিজনই প্রকৃত 'মন্দিরা'—এইরূপ অর্থ হইয়াছে। ইতর মন্দিরা অপ্রাকৃত হরিজনমন্দিরার প্রাকৃত হেয় প্রতিফলিত করুন। অপ্রাকৃত হরিজনমন্দিরা-সাহেই মহাভাগবতগণ অনুক্ষণ মত্ত।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের উৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ২৩শে নভেম্বর প্রাতঃ ৬ ঘটিকার সময় শ্রীনবদ্বীপধাম হইতে শুভ যাত্রা করিয়া বেলা ১।০৮ মিনিটের সময় বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট-ষ্টেশনে ৬৮ ডাউন ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে ভক্তবৃন্দ জয়ধ্বনিতে ষ্টেশন প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশ বিচিত্র মালা-বিমণ্ডিত করেন। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রিণী, চাকানিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যশোহরনিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীকেশবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের অভ্যর্থনা-পূজার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রভুপাদকে মাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত বাষ্পীয় যানে আরোহণ করাইয়া সঙ্কীর্ত্তন-রোলে গগন-পবন মুখরিত করিতে করিতে কাশীবাসী সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ আচার্য্যের অনুব্রজ্যা করিয়া শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। কাশীবাসী বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

গত ২৪শে নভেম্বর অপরাহ্ণ ৪।৫০ মিঃ ট্রেণে বেনারস-এক্সপ্রেসে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠাভিমুখে শুভবিজয় করিয়াছেন। অত অল্প সময় কাশীনগরীতে অবস্থান করায় কাশীবাসী শ্রদ্ধালু জনগণের প্রভুপাদপদ্ম-দর্শন ও তদীয় শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় নাই। শ্রীল প্রভুপাদের কাশীতে অবস্থিতিকালে বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাত্র কতিপয়ের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

লক্ষ্ণৌ হইতে আগত শ্রীযুক্ত চন্দ্রতাল অবস্তী, যশোহরের অবসর-প্রাপ্ত ষ্টেশন-মাষ্টার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২৪ পরগণা-নিবাসী শ্রীযুক্ত অমলকুমার চক্রবর্ত্তী, কাশীবাসী শ্রীযুক্ত ভবতারণ রায় কবিরাজ, কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত সুধীর মৌলিক, কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঢাকাবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাধারমণ দে, কাশীনগরের মিউনিসিপাল কমিশনার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

গত ২৩শে নভেম্বর (১৯৩২) মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ শঙ্খ-ধ্বনি, নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি সম্পন্ন করিলে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া কাশীবাসী ভক্তগণের ও সাধারণের পরম মঙ্গল বিধান করেন। ঐ দিবস শ্রীহরিবাসর-তিথি উপস্থিত হওয়ায় সমস্ত দিন শ্রীভগবদ্দর্শন ও শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদিতে অতিবাহিত হইয়াছিল এবং কাশীবাসী বহু ব্যক্তি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইয়াছিলেন।

পরদিবস বেলা ১১টা হইতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত বহু ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা (নিমন্ত্রিত ও অনাহূত), ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব এবং সাধারণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ-দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। সকলেই শ্রীসনাতন গৌড়ীয়-মঠের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন-মহিমা ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়াছিলেন।

উৎসবোপলক্ষে ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কাশী প্রবাসী শ্রীযুক্ত অমলকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুনীল কুমার মজুমদার, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিনয় মহোদয় ও শ্রীযুক্ত সৌম্যবর্ণ কামকোটি দাসাধিকারী মহোদয় প্রভৃতির সেবা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। হাওড়া বাগ্‌-নান-নিবাসিনী শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীমণি ঘোষ মহোদয়া এই উৎসবের আনুকূল্য করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৪শ সংখ্যার পর)

সমন্বয়বাদ, সাম্যবাদাদির মূলে কপটতাময় আত্মকাম-চরিতার্থতার পিপাসা

তথাকথিত সমন্বয়বাদ, তথাকথিত সাম্যবাদ, তথাকথিত বিশ্বপ্রেমবাদ, তথাকথিত জীবপ্রেমবাদ, তথাকথিত জীবসেবাবাদ, তথাকথিত সংখ্যাধিক্যে সত্যনিরূপণবাদ শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কোন সন্ধানই পায় নি, এ'দের মূলেই প্রেমাভাব ও কপটবৃত্তি বিরাজিত। শ্রীচৈতন্যদেব বৃক্ষমূলের আদর্শে যে 'ষড়ভাঠিয়া বেটা'র কথা প্রকাশ ক'রেছেন, সেই ষড়ভাঠিয়া বেটাই তথাকথিত আধুনিক সমন্বয়বাদের আদর্শ।

—"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি, তথায়ই মিশায়॥"

এই রকম "হাঁ কি, হাঁ কি" মতাবলম্বী কখনই প্রেমের কোন কথাই শোনে নি, কেবল স্বার্থান্বেষীদের কাদের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে কামী গণতন্ত্রিকা হ'তে লোকরাষ্ট্রা প্রতিষ্ঠা-মাত্র পেয়েছে। এ'রা মনে ক'রেছে, —লোকপ্রিয়তা অর্জ্জনই—প্রেম। ঐ সমস্ত তোষামোদ-কারি-সম্প্রদায় মাতাল-গণতন্ত্রিকাকে এক পেয়ালা বেশী মদের যোগান দিয়ে তা'দের রুচি-অনুযায়ী ধর্ম্ম ব্যাখ্যা অর্থাৎ তা'দের ইন্দ্রিয়তর্পণটাকেই 'প্রেম' ব'লে প্রচার ক'রে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণটাকে তা'রা আস্তাকুড়ে চিরনির্ব্বাসিত ক'রেছে! এই সব লোককে যদি জগতের শতকরা নিরানব্বই জনেরও অধিক নয় পৌনঃপুনিক সংখ্যক ব্যক্তিও 'ধর্ম্মনেতা', 'ধর্ম্মগুরু' ব'লে স্বীকার করে, তা' হ'লেও যথার্থ অদ্বৈতজ্ঞ প্রেমিক প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ বুঝ্‌তে বিচলিত হ'বেন না। এরা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত জানে না।

মনোধর্ম্মী সুবিধাবাদিগণের কুনাট্য

মনোধর্ম্মী, সুবিধাবাদী, তথাকথিত সমন্বয়বাদী, প্রাকৃত সাহিত্যিক, প্রাকৃত সাহসিক, অবৈধ আনুকরণিক ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যের প্রেম-সম্বন্ধে যা' বুঝেছেন, তা' অদ্বৈতজ্ঞের কাম বা অপচৈতন্যের বিকার মাত্র। কেউ মনে ক'রেছেন, —লোক দেখাবার জন্যে 'ভাগি'কে ধ'রে আলিঙ্গন কর্‌তে পার্‌লেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমের অনুকরণ করা হ'ল; কেউ মনে ক'রেছেন,—অন্যান্য স্ত্রৈণ বা পরস্ত্রী-লম্পট হ'তে পার্‌লেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমের আদর্শ প্রকাশ করা হ'ল; কেউ মনে ক'রেছেন,—বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা হ'তে পার্‌লেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমে প্রেমিক হওয়া গেল; কেউ মনে ক'রেছেন,—প্রভুর কামপিপাসা চরিতার্থ করবার জন্যে কামক্রোধের দাস হ'য়ে যাট-কাপুর প্রভৃতি কথাগুলি নিয়ে ডিমিডিমি খেল্‌তে পার্‌লেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমের পথের পথিক হ'তে পারা গেল; কেউ মনে ক'রেছেন,— লোকপ্রিয়তা-অর্জ্জন-মানসে কা'কেও কিছু না ব'লে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ক'র্‌তে পার্‌লেই শ্রীচৈতন্যের প্রেম যাজন করা হ'ল; কেউ মনে ক'রেছেন,—'সকল মত, সকল পথই সমান' এইরকম উক্তির ইন্দ্রিয়তর্পণের আবরণে স্ব-স্ব উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিবার একটি কৌশল আবিষ্কার ক'রে নিতে পার্‌লেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমের পথ অনুসরণ করা হ'ল; আবার কেউ মনে ক'রেছেন,—কতকগুলি শারীরিক অভ্যাস বা ব্যায়ামের দ্বারা কপট অন্ধ, খুনক, লম্ফঝম্প লোককে দেখাতে পার্‌লেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমে মহাপ্রেমিক হ'তে পারা গেল!

জগতের মনোধর্ম্মিসম্প্রদায়ের কপটতা হইতে সাধু সাবধান!

সুধীগণ, আপনারা বিচার করুন, আপনাদের বিচারে যেন কোন প্রকার ছলনার ধ্বনিকা এসে না পড়ে; মৎসরতার মোহ যেন আপনাদের নির্ম্মল আত্মাকে মোহগ্রস্ত না করে; কাম-প্রেমের সঙ্গে যেন আপনাদের চিত্তপটে প্রোজ্জ্বল ভাস্করের মত নিয়ত দীপ্তিমান থাকে, আপনারা সেই আলোকের সাহায্যে দর্শন করুন—শ্রীচৈতন্যের প্রভু অদ্ভুতপূর্ব্ব কৃপার আলোকে শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করুন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমে আক্ষেন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন-প্রকার দুর্গন্ধ নাই; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলিতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বায়বিলাসিনী মূর্ত্তি কৃত্রিম পোষাকের দ্বারা অবগুণ্ঠিত হ'য়েছে। নানা দুর্গন্ধা কুৎসিতা ব্যাধিতে জর্জ্জরিতা বায়বিলাসিনী যেমন কতকগুলি বাহ্য প্রসাধন-সামগ্রী ও

বাহ্য দেখাদি দিয়ে নিজের কুরূপ ও কুচরিত্রকে ঢেকে কামুক ব্যক্তিগণের কাছে পতিব্রতার প্রেমের অভিনয় প্রতিযোগিতা করে, শ্রীচৈতন্যের প্রেমের নামে অদ্বৈতের বা অপচৈতন্যের কামতাণ্ডবগুলিও তেম্‌নি জগতের লোককে বঞ্চনা ক'র্‌ছে। একমাত্র শ্রীচৈতন্যের অকৈতব প্রেমিকগণই জীবকে এ রকম প্রেমের বিকৃত ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হ'তে না দিয়ে তা'দের জন্যে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের যথার্থ স্বরূপ নিয়ত কীর্ত্তন ক'রে থাকেন। আর যা'রা লোকের আপাত প্রেমঃ বা কামের ইন্ধন প্রদান ক'রে লোকের হিংসা—জগতের হিংসা —সমাজের হিংসা—বিশ্বের হিংসা করে, কেবল তা'র উপর একটা ইন্দ্রিয়তর্পণের মুখোস দিয়ে লোকের কাছ হ'তে 'বাহাবা' নিতে চায়, তা'রা লোককে সত্যকথা ব'ল্‌তে সাহসী হয় না বা প্রকৃতির গঠন-বশতঃই তা'দের কামের আধারে প্রেমের যথার্থ স্বরূপের কথা প্রকাশিত হ'তে পারে না।

প্রেমিক গৌরজনের শিক্ষা

শ্রীচৈতন্যের প্রেমের অকৈতব প্রেমিকবর ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ মনঃশিক্ষার ছলে আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যের প্রেম এবং অপচৈতন্যের কামের স্বরূপ ও বঞ্চনাগুলিকে অতি সরল ভাষায় প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন,—

কি আর বলিব তোরে মন!
মুখে বল 'প্রেম' 'প্রেম', বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
মৃদ্গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্ফ অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী, কাঞ্চন দেহ গিয়া॥
প্রেমের সাধন ভক্তি, তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি' নিরন্তর নাম ভজি'
কৃপা-হ'লে সুপ্রেম পাইবে॥
না মানিলে মুক্তজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল ত্রিলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, ফল আগে বোগাপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥
কাম প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
তুমি ত' বলিলে কাম, মিথ্যা তা'রে প্রেমনাম,
আরোপিলে কিসে শুদ্ধ হয়॥

* *

কেন মন কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায়।
চর্ম্মাংসময় কাম, ক্ষণসুখ অবিরাম,
জড়বিষয়েতে সদা ধায়॥
জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, চিৎস্বরূপে প্রেমমর্ম্ম,
তাহার বিষয়মাত্র হরি।
কাম-আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্তপ্রায়,
প্রেমে জাগা ও কাম দূর করি'॥
শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে,
নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপচয়॥
ইহাতে যতন হ'বে, সেই পাবে প্রেমদেবে,
ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
প্রক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়,
কামে প্রেম কভু নাহি লাগে॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম তায়,
তা'রে মাত্র ইন্দ্রিয়সম্ভোষ।
ইন্দ্রিয়সম্ভোষ ছার, বৃথা কর পরিহার,
ছাড় ভাই অপরাধ-দোষ॥

জগতের মনোধর্ম্মিসমাজ কপটতাকেই 'প্রেম' মনে করে; পরন্তু অপরাধ, পাষণ্ডতা প্রভৃতির প্রতি ক্রোধই প্রেমের লক্ষণ

কেবলমাত্র বহির্ম্মুখলোকের যথেচ্ছচারিতার প্রতিবাদ না করাই প্রেম বা মৈত্রের চিহ্ন,—এ'কথা বিকৃত ধারণায় অনেকেই মনে করেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের প্রধান পতাকা-বাহী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবকবৃন্দ ঠাকুর বৃন্দাবনদাস যখন নিত্যানন্দ-নিন্দকের সম্বন্ধে "হবে লাথি মাথে" তা'র শিরের উপরে" প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ ক'রেছিলেন কিম্বা স্বয়ং প্রেমের মূলপুরুষ শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দের প্রতি জগাই

মাধাই'র ব্যবহার-দর্শনে 'চক্র' 'চক্র' ব'লে যখন সুদর্শনকে আহ্বান ক'রেছিলেন, তখন আধুনিক মনোধর্ম্মসাহিত্যিক-সমাজের কেহ কেহ ঠাকুর বৃন্দাবনকে সঙ্কুচিত-ধর্ম্ম বা প্রেম-ধর্ম্মের বিরোধী এবং গৌরসুন্দরকে নিত্যানন্দ অপেক্ষা কম প্রেমিক, এমন কি, প্রেম-বিরোধী পর্য্যন্ত ব'লতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। যাঁ'রা অদ্বৈতের প্রেমের মহাজনগণের প্রতি ঐরূপ উক্তি ক'রেছেন, তাঁ'দের প্রেমের কতটা অভাব, এ কথা দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁ'রা বুঝ্‌তে পারেন নি। শ্রীল গুরুদেব গোস্বামী কখনও কখনও কংসকে "ভোজানাং কুলপাংসনঃ" —ভোজবংশের কলঙ্ক প্রভৃতি ব'লে নিন্দা ক'রেছেন, তৃণাদপি সুনীচতা এবং প্রেমধর্ম্মের আদিশিক্ষক শ্রীচৈতন্য-দেবও কীর্ত্তন-বিরোধী কাজীর নিগ্রহ-কালে, দেবানন্দ পণ্ডিতের দণ্ডদান-কালে, প্রকাশানন্দের নির্ব্বিশেষ-ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে উক্তি-কালে ও অসংখ্য অবসরে নানাপ্রকার বাহ্য ক্রোধের চিহ্ন প্রদর্শন ক'রেছেন। এই ক্রোধ যে কৃষ্ণ-প্রেমেরই লক্ষণ, তা' প্রেমহীন প্রাকৃত কাম-ক্রোধাদক্ত ব্যক্তি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারেন না। তাঁ'দের কামের ব্যাঘাতে যদি ক্রোধের উৎপত্তি হয়, কৃষ্ণকামে কামিগণেরও কৃষ্ণের কাম অর্থাৎ সেবার বিঘ্নপ্রদানকারিগণের প্রতি যে স্বভাবতঃই ক্রোধের উৎপত্তি হ'বে,—এ কথা তাঁ'রা তাঁ'দের কামময় নীচ চিত্তবৃত্তিতে ধারণা ক'রে উঠ্‌তে পারেন না। যদি ঠাকুর বৃন্দাবনের মুখে ঐ রকম ক্রোধলীলাব্যঞ্জক বাক্যে কৃষ্ণপ্রেমাসক্তির পরিচয় প্রকাশিত না হ'ত, 'তৃণাদপি-সুনীচতা' শিক্ষার প্রধান শিক্ষক ও প্রেমের মূল প্রস্রবণের মুখে ঐ রকম ক্রোধলীলার আদর্শ প্রকটিত না হ'ত, তা' হ'লে লোকশিক্ষক আচার্য্যবৃন্দের প্রেমের অভাব বা কপটতা আছে, এ কথা সাধারণ যুক্তি একবাক্যে নির্ণয় ক'র্‌তেন। কৃষ্ণকাম চরিতার্থ ক'র্‌বার জন্যে তাঁ'দের এতদূর আসক্তি যে, তাঁ'রা ঐ কামের বিন্দুমাত্র বিঘ্নও সহ্য ক'র্‌তে পারেন না,—এ'ই নাম—"প্রেম"। কৃষ্ণকামে বিঘ্ন উৎপাদিত হয় হ'ক, আর আমি বহির্ম্মুখ লোকের কাছ থেকে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কথায় ঘরে 'বিনয়' প্রভৃতি গুণে বিভূষিত ব'লে আত্মপ্রতিষ্ঠা সংগ্রহ ক'র্‌তে থাকি, এটা প্রেমগন্ধহীন প্রাকৃত কামী ছাড়া কখনই অকৃত্রিম প্রেমিকের মনোবৃত্তি হ'তে পারে না। ঠাকুর বৃন্দাবনের ঐরূপ বাক্যে, শ্রীগৌর-সুন্দরের নানাপ্রকার ক্রোধব্যঞ্জক বাক্যে তাঁ'দের কৃষ্ণের প্রতি প্রেম কতটা গভীর, তৎবিষয়ে আমরা জগতে প্রচারিত হ'য়েছে।

ভক্তিসম্বর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ব'লেছেন,—"যাঁ'রা কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক, যাঁ'রা নিজেদের কোটী কোটী প্রাণ দিয়েও ভগবানের একটী মাত্র পাদপদ্মরেণু-নিগ্রহন-ব্যাপারে সতত ইচ্ছুক, তাঁ'রা ভগবানের প্রতি অন্যের দুর্ব্বিবহার-দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং নিজ-নিজ হৃদয়-অনুসারে এ রকম বিচার করেন যে,—ঈদৃশ চেতন কে আছে, যে এই সর্ব্বানন্দ-কন্দ-কমনীয়-স্বরূপ, নিরুপাধিক প্রেমবিগ্রহ, সর্ব্বাদ্ভুত-প্রকাশী, সদ্‌গুণমণিবিভূষিত এবং সর্ব্বলোকের পরিপাম-হিতকারী সেই শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি অথবা তাঁ'র প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি না করে?"

প্রচলিত সাম্যবাদের ধারণা অকপট প্রেমের বিরোধী

তথা-কথিত সাম্যবাদ প্রেমের সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রেমের আস্পদ বা বিষয় যিনি, তিনি অসমোর্দ্ধ, এ'কথা শ্রুতি, স্মৃতি ও সাধারণ যুক্তি—সকলেই সমস্বরে বল্‌ছেন। প্রেমের বিষয়ের সমান যদি আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে, অথবা আমার প্রেমাস্পদ হ'তেও আর কারো অধিক শ্রেষ্ঠত্ব থাকে, তা'হ'লে সেখানে কখনও 'প্রেম' থাক্‌তে পারে না। শ্রুতি যাঁ'কে "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ব'লেছেন, সেই "রসো বৈ সঃ" পুরুষই প্রেমের অসমোর্দ্ধ বিষয়; একমাত্র সেই রসনায়ক ব্যতীত অপর কোন বস্তুতেই 'প্রেম' শব্দ প্রযোজ্য হ'তে পারে না। মহাভাগবতের লক্ষণে শ্রীমদ্-ভাগবত ব'লেছেন,—পরমেশ্বরেই প্রেম বিহিত, পরমেশ্বরের অধীন বস্তুতে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তে প্রেমাস্পদ-পরমেশ্বর-সম্বন্ধে মিত্রতা। যাঁ'রা পরমেশ্বরের ন্যায় অনীশ্বর বস্তুতেও প্রেম নিযুক্ত হ'তে পারে, এ রকম কল্পনা করেন, তাঁ'রা প্রেমের চৌদ্দ-পীমানারও কখনও আস্‌তে পারেন নি বা পার্‌বেনও না। জগতে যে 'সাম্যবাদ'-কথাটা প্রচারিত হ'য়েছে, সেটা কেবল প্রেমের অভাবময় কামের বিকারমাত্র।

প্রেমের প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী নাই

যেমন একমাত্র 'কৃষ্ণ' ব্যতীত অপর কোন বস্তুতেই 'প্রেম' প্রযুক্ত হ'তে পারে না, তেম্‌নি 'প্রেম' শব্দটীও এমন যে, অন্য কোন প্রতিশব্দ দিয়ে প্রেমকে বুঝান' যায় না। খৃষ্টধর্ম্মে যাকে 'love' বলে বা বাবনিক ধর্ম্মে যা'কে 'এশ্ক'

বলে, তা' শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বা শ্রীচৈতন্যের প্রদর্শিত প্রেমের তাৎপর্য্য প্রকাশ ক'র্‌তে পারে না। 'love' বা 'এশ্ক' প্রভৃতি শব্দের সহিত অন্বয় বা ব্যতিরেকভাবে ন্যূনাধিক জাগতিক সম্বন্ধ সন্নিহিত আছে। তথাকথিত সমন্বয়বাদি-গণের মুখে ঈশা, মুসা ও শ্রীচৈতন্যের প্রেমের একাকারের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা তাঁ'দের প্রেম-স্বরূপ-বিচারের অভাবজনিত মনোধর্ম্ম হ'তে প্রলাপবাক্যের মত উদিত হ'য়েছে। পরমেশ্বরের পুত্রত্ব-বিচার খৃষ্টধর্ম্মে নাই, পরমেশ্বরের কেবল-পিতৃত্ব-বিচারে একটা ঘনত্বভাবমাত্র থাক্‌লেও সেখানে প্রেমের অভাব। প্রেম এমনই একটী অপূর্ব্ব জিনিষ যে, তা' প্রেমিকের অবস্থানকে প্রেমাস্পদের অবস্থান হ'তেও উচ্চতর ক'রে রাখে। পরাৎপর পরমেশ্বরকেও প্রেমিকের পালারূপে পরিণত ক'র্‌তে পারে—এক মাত্র প্রেম কিন্তু প্রেমাভাব বা মর্য্যাদা-বিচার তা' পারে না। খৃষ্টধর্ম্মে এই অসম্পূর্ণতা আছে ব'লে তাঁ'দের ভগবানের প্রতি 'love' শব্দ 'প্রেম'-শব্দের সমকক্ষ হ'তে পারে না। ভাকেরের 'এশ্ক'ভাব বর্ণন দেখ্‌লেও মনে হয় যে, শুদ্ধ চিদ্বস্তুর সঙ্গে পূর্ণচেতন বস্তুর যে স্বাভাবিকী রুচি, তা' সেখানে 'এশ্ক'পদের বাচ্য হ'তে পারে নি। তাঁ'রা কখনও ভূমাদ্বেষের, কখনও বা নিজদ্বেষের দ্বন্দ্বতা বা মোহকে 'এশ্ক' ব'লে বর্ণন ক'রেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি?

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ম সংখ্যার পর)

অকপট শ্রীচৈতন্যদাসগণ তথাকথিত শান্তির অন্তরে প্রচ্ছন্ন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা লক্ষ্য করিতে পারেন

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐরূপ দেহ-মনের শান্তি বা ঐরূপভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির শান্তির অনুসন্ধানপর ধর্ম্মের প্রচারক নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত।

কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সেবা-কামনা ব্যতীত নিজেন্দ্রিয়ের কোন কামনা না করায় স্বভাবতঃই শান্ত, তাঁহার শান্তির অনুসন্ধানের কোনও আবশ্যক নাই। অন্যান্য ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামীর 'শান্তি'-অনুসন্ধান—কেবল নিজের সুখানুসন্ধান মাত্র, তাহাতে কৃষ্ণের সুখানুসন্ধান-চেষ্টা বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ নাই, তাহা কৈতব-পূর্ণ, হেতুময়। জগতের লোকের ধর্ম্ম-চেষ্টা এই হেতুমূলে জাত। জগতের লোক নিজেন্দ্রিয়তর্পণরূপ হেতুর অভিসন্ধিযুক্ত 'ধর্ম্ম' বা তাহার অনুশীলনকারিগণকে ধার্ম্মিক বলিয়া বড়াই করেন, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠ সর্ব্বকৈতবনির্ম্মুক্ত ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলনকারিগণে ঐরূপ চেষ্টাকে নিরপ্রত্যয়-চেষ্টা বা সম্ভোগবাঞ্ছা-ব্যতীত আর কিছুই বলেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিজের জনগণের কৃষ্ণানুশীলন বা পরোপকার-চেষ্টা কোনটিই ঐরূপ হেতুমূলে জাত নহে বলিয়া গৌড়ীয়মঠ তথাকথিত সমন্বয়বাদীর ন্যায় দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের সহিত আত্মধর্ম্মের খোঁজামিল দিতে পারেন না।

অহৈতুক ভগবদ্ভক্তি বা আত্মবৃত্তি ও হৈতুক মনোধর্ম্ম—এক নহে

কপিলাবাস্তুর রাজকুমার শ্মশানে শব লইয়া যাইতে দেখিয়া রাজসিংহাসন চ্যুত ঠেলিয়া ভিখারী সাজিয়াছিলেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে অক্ষয়কীর্ত্তি ও অর্দ্ধেক জগদ্ব্যাপী তাঁহার অনুগতাভিমানী ব্যক্তি পাইয়াছিলেন। শুনা যায়, বজ্রাঘাতে কোনও ব্যক্তিকে মৃত্যুকবলে পতিত হইতে দেখিয়া, মনীষী মার্টিন লুথার ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণপূর্ব্বক পাশ্চাত্য দেশের বিরাট্ লোকসঙ্ঘকে তাঁহার মতের পতাকা-তলে আনিয়াছিলেন। শুনা যায়, চারিবৎসর-বয়স্ক বিয়োডোরে পার্কার একটি মূষিককে প্রহার করিতে গিয়া তথাকথিত বিবেকের গূঢ় কার্য্য দর্শনে ধর্ম্মোন্মুখী হইয়াছিলেন, শুনা যায়, রাজা রামমোহন রায় নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগন্মোহনের সহধর্ম্মিণীর সহমরণব্যাপার দর্শন করিয়া প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু নিরপেক্ষ চেতনে-বিচারের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিলে ঐসকল চেষ্টার বিভিন্ন পার্থিব হেতুর গন্ধ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের চেষ্টার ঐরূপ বিচার নাই। ভগবৎসেবা আত্মার অহৈতুকী, অপ্রতিহতা বৃত্তি। জাগতিক অভাব, অসুবিধা, অশান্তি-বিমুক্ত কিংবা শান্তির কামনা-মূলে যে লৌকিক ও সামাজিক ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উদিত হইবার আদর্শ দৃষ্ট হয়, তাহাতে ন্যূনাধিক প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির আদর্শ অনুস্যূত থাকে। তাহা ন্যূনাধিক সম্ভোগবিচারময়। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের

প্রচারিত অহৈতুক ভক্তিধর্মই একমাত্র কৃষ্ণসুখতাৎপর্যময় —নিত্য ও নির্মুক্ত আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা ও বৃত্তি। সমগ্র জীবকে তাহাদের ঐ স্বাভাবিক রাজ্যে অবস্থিত হইবার সন্ধান-প্রদান—তাহারা যে কথা তথাকথিত ধর্মের পারিপার্শ্বিক আদর্শ বা নিজের বহির্মুখতা-নিবন্ধন ভুলিয়া রহিয়াছে, সেই বাস্তবসত্যের কথাটী জাগাইয়া দেওয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য। সেই কার্য্যে একমাত্র কৃষ্ণের সুখ-চেষ্টা উদিত হইবে, এই অকপট অভিলাষ-ব্যতীত অন্য কোন ইতর-গন্ধের লেশমাত্রও নাই।

মনোধর্ম্মের মধ্যে যেরূপ পরস্পর মতভেদ, সেই-রূপই কি বহু মনোধর্ম্মের সহিত একমাত্র আত্ম-ধর্ম্মের বিচার-ভেদ ?

যাহারা হৈতুক-ধর্ম্মের প্রচারক, সংস্কারক প্রভৃতি নামে প্রচারিত, যাঁহারা আগন্তুক সুখ-সুবিধা, দেশের ভোগ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধিরূপ জীবের দৈহিক বা মানসিক দুঃখের প্রতীকারের চেষ্টামাত্র (বাস্তবিক আত্যন্তিক প্রতীকার নহে) * হরি-বিস্মৃতির কার্য্যগুলিকেই 'ধর্ম্ম' (তাৎকালিক 'ধর্ম্ম' বটে) বিচার করিয়া জীবের ঐকান্তিক ও নিত্য পরোপকার ও আত্মবৃত্তি কৃষ্ণভক্তির সহিত সমন্বয় বা ভক্তিকে পূর্ণ পূর্ণ কার্য্য অপেক্ষাও অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া সম্ভোগবাদকেই 'ভক্তি' বলেন, তাঁহাদের বিচারের সহিত আত্মধর্ম্মের অহৈতুক বিচার কখনই এক হইতে পারে না। মনোধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মিগণের মধ্যে যে পরস্পর আপাত বাদ-প্রতিবাদ, মতভেদ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কোনটীও আত্মধর্ম্মের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া পরিণামে তাহারা সকলই একাকার হইয়া যায়। কিন্তু আত্মধর্ম্ম মনোধর্ম্মের পরিবর্ত্তনশীল মতবাদের সহিত যে বিচার-পার্থক্য স্থাপন করে, তাহা তদ্রূপ নহে। আত্মধর্ম্মের বিচার নিত্যকালই অপরিবর্ত্তনীয়, অহৈতুক ও অহৈতব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরোপকার-প্রণালী

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরোপকার ও ভজন-প্রণালী শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে। শ্রবণ-কীর্ত্তনেই একমাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অনুশীলন হয়, কীর্ত্তন শ্রবণ-বাধিত হইলেই সেখানে কোনও প্রকার সম্ভোগ-চেষ্টা আসিতে পারে না : যাহাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপা যায়, তাহাকে অজ্ঞাত চেষ্টায় পূজা করা যায় ; কিন্তু যাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত, অথচ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র সেব্য, যাহা অধোক্ষজ, তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তদধীন স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষাদনুশীলন নাই। এই শ্রবণ-কীর্ত্তন বিস্তারের জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের আকাশ-পাতাল আলোড়নময়ী সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা।

অন্বয়ভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

অসৎসঙ্গের অন্বয়রূপহত্যার কারাগৃহ হইতে রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা পরমযুক্ত বা অহৈতব হরিকীর্ত্তনময় সৎসঙ্গের যুক্ত বাযুতে ও ভূমে বাসস্থান প্রদানপূর্ব্বক সার্ব্বকালিক হরি-সেবাময় জীবন যাপন ও অপ্রাকৃত সংশিক্ষায় বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগদান।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরোপকার-প্রণালী ও সাধারণ-ভ্রান্তিতে তথাকথিত পরোপকারপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্যের দৃষ্টান্ত :—

শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পরোপকার-প্রণালী প্রচলিত ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রণালী নহে। মনে করুন, রাস্তার পার্শ্বে একটি গলিতকুষ্ঠরোগী পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে। স্থূল দেহের সুখদুঃখেই যাঁহার নিজের সকল বৃত্তি কেন্দ্রীভূত, তিনি 'কর্ম্মবীর' আখ্যায় আখ্যাত হইয়া ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীর দেহের যন্ত্রণার কিয়দংশ তাঁহার নিজ স্থূল শরীরেই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় মনে বিশেষভাবে অনুভব করিলেন এবং ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীর ঐ রোগ বিদূরিত করিবার চেষ্টা দেখাইয়া তাঁহার নিজের মনকে—যাহা অপরের ব্যথার খানিক অংশ বরণ করিয়া লইয়াছে, সেই মনকে তৃপ্ত করিবার জন্য গলৎকুষ্ঠরোগীর শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার দুঃখভারাক্রান্ত মনের দুই ভাবে তর্পণ হইল,—প্রথমতঃ সমশীলের বা সমজাতীয়ের জন্য সমবেদনায় ভারাক্রান্ত 'উপকর্ত্তা'-অভিনেতার মন গলৎকুষ্ঠরোগের ধ্যানে যে সূক্ষ্ম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই সূক্ষ্ম রোগের উপশম-চেষ্টারূপ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার অবসর পাইলেন ; দ্বিতীয়তঃ সেই সূক্ষ্ম কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মনের উপর জগতের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রশস্তি বা প্রতিষ্ঠার প্রলেপ তাঁহার মনের অধিকতর তর্পণ বিধান করায় সেই উপকর্ত্তার অভিনেতা দেহের

---

* ন্যূনৈঃ দুঃখদৈর্ন্যৈঃ দুঃখপ্রত্যেকনাশনৈঃ।
দুর্ব্বদং দুঃখসন্তানাং সুখবন্তমতে বুধা।
(ভাঃ ৭।৫।৯)

পরিচর্য্যাকেই 'পরধর্ম্ম' মনে করিয়া লইলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত দেহাসক্ত, দেহ ব্যতীত সুখের অন্য কোন যন্ত্র বা উপকরণের অস্তিত্ব তাঁহার তাৎকালিক অভিজ্ঞতায় নাই; আর তাঁহার যোগ্যতায় বা অধিকারে অপর দেহের প্রতি তাঁহার নিজ দেহাসক্তিকে যদি লক্ষিত বা বিস্তৃত (project) করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তিনি কেবল নিজের দেহের প্রতিই আসক্ত হইয়া পড়িবেন। তাঁহার নিজের দেহাসক্তিকে কেবল নিজের চৌদ্দ পোয়ার কেন্দ্রীভূত না করিয়া উহা বহু চৌদ্দপোয়ায় বিস্তৃত করাইয়া তাঁহার ঘনীভূত দেহাসক্তিকে কিঞ্চিৎ শিথিল করিবার জন্য শাস্ত্র কেবল তাঁহারই অধিকারোচিত এরূপ সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন।* কিন্তু তিনি যদি মনে করেন (ভ্রমবশতঃ এইরূপ মনে করাও তাঁহার দেহাসক্তি-রোগের একটি লক্ষণ) যে, ইহাই সকলের ধর্ম্ম, ইহাই গলৎকুষ্ঠরোগীর রোগ দূর করিবার একমাত্র প্রণালী—যেহেতু ইহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও চক্ষের ন্যায় স্থূল, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত পরোপকারের আদর্শ—যাহা তাঁহার অধিকারে, তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বা যাহা তাঁহার স্থূল বুদ্ধিতে উপলব্ধির বিষয় হয় না, সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন।

কর্ম্মবীরের প্রণালীর আন্তিক্য-বিচার

আচ্ছা দেখা যাক, উচ্চতর কর্ম্মবীরের ঐরূপ উপকার-প্রণালী-দ্বারা রোগী কতটা নিরাময় হইলেন। কর্ম্মবীর কুষ্ঠরোগীর রোগ উপশমের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, এমন কি রোগীর সেবা করিতে গিয়া নিজের মানসিক সূক্ষ্ম রোগটীকে অনেক সময়ে নিজের শরীরে পর্য্যন্ত স্থূলভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেহাসক্ত লোকের নিকট হইতে অনেক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। হয় ত' পরোপকারীর ঐরূপ বহু চেষ্টা-সত্ত্বেও ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীর রোগ সারিল না কিংবা হয় ত রোগ কিছুকালের জন্য নেপথ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল, কিংবা ঐ রোগ চলিয়া গেলেও "শরীরং ব্যাধি-মন্দিরম্" ন্যায়ানুসারে ব্যাধিমন্দির নিদর্শনবশতঃই আরও নূতন নূতন রোগ ডাকিয়া আনিল। কল বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যাহাই হউক, ঐরূপ পরোপকার-প্রবৃত্তি দেখাইতে যাওয়ায় পরোপকারের প্রতিষ্ঠাকামী কর্ম্মবীর জগতের শতকরা শত-সংখ্যক ব্যক্তির নিকটই অভিনন্দনের উপঢৌকন প্রাপ্ত হইলেন। ঐ গলৎকুষ্ঠরোগী যতক্ষণ কর্ম্মবীরের চক্ষুর সম্মুখে ছিল, ততক্ষণই কর্ম্মবীরের প্রাণ রোগীর দুঃখের দুঃখে বিগলিত হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার স্থূলৈকদর্শনবিচারে স্থূলভাবে রোগীর রোগ প্রতিকারার্থ যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ গলৎকুষ্ঠ ব্যক্তি উপকারীর স্থূল চক্ষুর ব্যবধিকার অপর দেশে গত হইলে কর্ম্মফলবশতঃ বা কর্ম্মবীর বাসনার নিবৃত্তি না হওয়ায় সে ঐরূপ স্থূল গলৎকুষ্ঠ রোগ হইতে কোটিগুণ তীব্র ও অসংখ্য গুণ দীর্ঘকালস্থায়ী যে-সকল নরক-যন্ত্রণা বা ক্লেশ ভোগ করিবে, তাহা ঐ 'পরোপকারী' অভিমানী কর্ম্মবীরের স্থূল চক্ষুর বিষয়ীভূত না হওয়ায় তিনি সেই দুঃখকে তাঁহার অপ্রত্যক্ষ বলিয়া কোন সময় উহার অস্তিত্বকেই একেবারে উড়াইয়া দিয়া গলৎকুষ্ঠরোগীর প্রতি যে ভীষণ নিষ্ঠুরতা দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পরোপকার-প্রবৃত্তি ভীষণ দাবানলে একটি বারিবিন্দুনিক্ষেপমাত্রেরই উদাহরণ হইল; কিংবা সেই কর্ম্মবীরের দম্ভ, প্রতিভা, শক্তি, সামর্থ্য কুষ্ঠরোগীর ভাবী কর্ম্মফলভোগের যন্ত্রণার মধ্যে পৌঁছিতেই পারিল না। কাজেই ঐ যে কর্ম্মবীরের এত গৌরব, এত প্রতিষ্ঠা, এত প্রশংসা, উহা কেবল বালকের মত অপর বালকের আপাত-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধানের চেষ্টা-মাত্র হইল। তাহা পরিণামের দিনে প্রকৃত বান্ধবসুখসম্বল সংগ্রহ করাইতে পারিল না। বালকের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্নেহময়ী মাতা যা স্নেহময় পিতা কিন্তু বালকের আপাত-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দিকে না তাকাইয়া—তাহার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে বাধা দিয়াও বালকের ভাবী মঙ্গলের—বালকের ভাবী স্থায়ী সুখের জন্য চেষ্টা করিলেন। কর্ম্মবীরের চেষ্টার গৌরব-গৌরবকে এই জন্য ভাগবত বালক বা অল্পবুদ্ধিসম্পন্নের চেষ্টার সহিত তুলনা করিয়াছেন। অথচ জগতের প্রায় শতকরা শত-সংখ্যক লোকের বিচার ঐরূপ আপাত-প্রেয়ের বিচারেই এত বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, যিনি বা যাঁহারা ঐরূপ গতানুগতিক পরোপকার বা ধর্ম্মের চেষ্টা না দেখাইবেন, তাঁহারাই ঐসকল অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট 'সমাজের অহিতকারক' বলিয়া বিচারিত হইবেন। সমাজের ঐকান্তিক হিতকর্ত্তা অকপট বাস্তব পরোপকারী আজ আপাত-প্রেয়ের গ্রাহক-

---

* যে বৃদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
(গীঃ ৩।২৬)

গণের সাধ্যাধিকোর কণ্ডয়নে সমাজের 'হিতকর্ত্তা' বলিয়া পরিগণিত! ধন্য মহামায়া—ধন্য তোমার ছলনা-বিদ্যা!!

অচিন্ত্যে ও চিন্ত্যবাদীর পরোপকার-প্রণালী

আচ্ছা, আমরা এখন দেখি, ঐ পথের পার্শ্বে পতিত পলিতকুষ্ঠরোগীকে দেখিয়া আমাদের শাক্যসিংহের বিভিন্ন শিষ্য-সম্প্রদায় কি করেন? শাক্যসিংহের প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্ন শিষ্যগণ ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীকে দেখিয়া বিচার করিলেন, "জগতের লোকের দেহের পরিণাম ত' এইরূপ—উহা দেহও, মানবশরীরও যে-কোন সময় ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে; সুতরাং ঐরূপ রোগ, জরা প্রভৃতির দ্বারা অভিভাব্য দেহের গৌরব বা দেহের জন্য যত্ন না করিয়া তপস্যা-দ্বারা দেহকে শুষ্ক করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য।" এইরূপ বিচার করিয়া শাক্যসিংহের অনুগত সম্প্রদায় অত্যন্ত স্বার্থপরতা (?)-বশতঃ বোধি-বৃক্ষের তলে আগন্তুক বিচার বহুমানের জন্য তোলোথ অভ্যুত্থানপর হইয়া বসিয়া গেলেন। কুষ্ঠরোগীকে রাস্তার ধারে ঐরূপ দুঃসহ যন্ত্রণার আর্ত্তনাদের মধ্যে একাকী ফেলিয়া ঐ জগন্মিথ্যাত্ববাদী বা শূন্যবাদী নিজের স্বার্থসিদ্ধি বা শান্তির কামনায় মৌনাবলম্বন করিলেও জগতের বহু লোকের নিকট প্রশংসিত হইলেন। ঐরূপ প্রশংসিত হইবার কারণ—তিনি এমন এক অদ্ভুত প্রদর্শনী দেখাইতেছেন, যাহা সংসারিক লোকের সামর্থ্যে ও সাহসে কুলায় না। দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রশংসিত ব্যক্তি ভক্ত-ত্যাগের আদর্শ ও মৌনাবলম্বনের আদর্শ প্রদর্শন করায় জগতের লোকের ভোগের ভোগ্যবস্তুগুলির ত্যাগীদেরও সংখ্যা কমিয়া গেল; এইজন্যই তাঁহারা তাঁহাদের ঐ বৃত্তি যখনও তাঁহাদের জ্ঞাতসারে, তখনও বা অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্নভাবে অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া মৌনী-সন্ন্যাসীকে প্রশংসা করিলেন।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের অনুগত জন ঐরূপ দুই শ্রেণীর ব্যক্তির পরোপকার-প্রণালী গ্রহণ করেন না। কারণ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীর সহিত শিক্ষা দিয়াছেন, ঐরূপ অসম্পূর্ণ বিকৃত ও কৃত্রিমপ্রণালী-দ্বারা জীবের বাস্তব-উপকার সাধিত হয় না।

'মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দোঁহার গতি?'
'স্থাবরদেব, যেন-তেন হৈছে অবস্থিতি।'
(চৈঃ চঃ ম ৮।২৫৭)

প্রথমোক্ত প্রণালীতে জীবের রোগের মূল কারণ বা বীজ বিনষ্ট হইল না, মটরশাক খাওয়ার ফের করিয়া খুব গজাইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া গাছের অগ্রভাগটা কাটিয়া দেওয়া গেল মাত্র; কিন্তু বীজশক্তি পূর্ণমাত্রায় মূলের সহিত অটুট-ভাবে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া থাকিল। আর দ্বিতীয় প্রণালীতে জীবের জীবত্বই ধ্বংস করিয়া দেওয়ার প্রমাণ হইল। পুনঃ পুনঃ রোগ হইতেছে দেখিয়া রোগীর গলায় ছুরি বসাইয়া দেওয়া হইল—রোগ রোগী এক ঔষধেই (?) সাবাড়! "চেতনই (?) যখন যন্ত্রণা অনুভবের কারণ, তখন সেই কারণকে বিনাশ করিতে পারিলেই কার্য্যের নিবৃত্তি"—এইরূপ কল্পনা করিয়া চেতনকে চিরতরে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা হইল। ঐরূপ চিকিৎসকেরই দ্বিতীয় আর এক প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন-পূর্ব্বক বলিলেন,—"চেতনকে কিছুতেই বিনষ্ট করা যায় না, সুতরাং চেতনকে রাখ, কিন্তু উহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, চেতনকে চেতনের কোন কাজ করিতে দিবে না—বদ্ধ করিয়া রাখিবে, তাহা হইলেই দুঃখানুভূতি আর থাকিবে না।" এইরূপ স্বকপোলকল্পিত কৃত্রিম পরোপকার-প্রণালীতে কুষ্ঠরোগীর কোনই মঙ্গল হইল না।

ঐ কুষ্ঠরোগীকে রাস্তার ধারে ঐরূপ অবস্থায় একজন শ্রীচৈতন্যদাস দর্শন করিলেন। তিনি রোগীর রোগের আপাত-আর্ত্তনাদেই সমস্ত বিচার হারাইয়া ফেলিলেন না—প্রকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানটী হারাইয়া কেবলমাত্র আপাত-ক্লেশ দেখিয়াই অভিভূত হইয়া পড়িলেন না। অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহে কাহারও রোগ বা যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে মোহাসক্ত আত্মীয়-স্বজন এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, এমন কি, চিকিৎসককে পর্য্যন্ত এত ব্যতিব্যস্ত করিতে চাহেন যে, তাহাতে রোগীর যাহাতে প্রকৃত উপশম বা শান্তি হইতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি ও মনোযোগ হারাইয়া তাঁহারা নিজেদের চিত্তবেদনারই অধিক অভিভূত হন এবং রোগীর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইয়া ও রোগীর প্রতি অনাবশ্যক অত্যধিক পরিচর্য্যার আদর্শ দেখাইয়া রোগীকে বিরক্ত, অশান্ত, এমন কি রোগীর রোগই বৃদ্ধি করিয়া দেন। কিন্তু ধীর, স্থির, সহিষ্ণু, অভিজ্ঞ চিকিৎসক ঐরূপ আপাত-মোহের বা পরিচর্য্যার দৃষ্টান্ত না দেখাইলেও কি-ভাবে রোগীর প্রকৃত উপকার

করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সহিষ্ণু ও সুস্থির-চিত্তে বিচার করেন। তিনি দেখেন,—"ঐ রোগের এ-রোগের মূল কারণ কি? নিদান কি? এই রোগের বীজ কোথায়? মূলকে বিনাশ করিলেই শাখা-ডাল-পাতার প্রবল অভিযান আপনিই থামিয়া যাইবে, কারণকে বিনাশ করিলেই কার্য্য স্বাভাবিকভাবে অবশ্যই বন্ধ হইবে। আপাততঃ 'কার্য্য' বন্ধ করিলে 'কারণ' বন্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই; বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অতর্কগুলি গাছ-পালার শাখা-প্রশাখা কাটিয়া দিলে গাছের প্রসবিনীশক্তি আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ আপাত রোগের সাময়িকী নিবৃত্তির দ্বারা ঐ রোগের বীজ বা মূল অবিদ্যা—কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-রোগ আরও সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইতে পারে।" শ্রীচৈতন্যের দাস কুষ্ঠরোগীটীকে দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুগমনে ঐ রোগীর রোগের মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন:—"এই ব্যক্তি কি বিষ্ণু বা বৈষ্ণব-চরণে কোন বিশেষ বিমুখতা প্রদর্শন করিয়াছে?"

* সেই সময়ে কুষ্ঠরোগী একজন।
প্রভুর সম্মুখে আসি' দিল দরশন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল তাঁর স্থানে।
দুই বাহু তুলি' বহু-আর্ত্তি করি' ভাষে।
• • •
"সহজেই দেখি' তুমি দয়ার সাগর।
একেকে আইনু মুঞি তোমার গোচর।
কুষ্ঠরোগে পীড়িত, আমার মুঞি মরি।
বহুত উপায় মোরে, কোন মতে তরি।"
শুনি' মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন।
ঘৃণিতে লাগিল ক্রোধে তর্জ্জন-বচন।
"বৈষ্ণব-নিন্দক দুই পাপী দুরাচার।
ইহা হইতে দুঃখ তোর কত আছে আর।
এই ভাল সহিতে না পার দুষ্টমতি।
কেনতে করিবা কৃষ্ণাপরাধের বসতি।"
• • •
প্রভু বলে,—"বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তার পাপ সে এখন।
আপাততঃ শান্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যমযাতনার পাত্র।
তোরাণী সবার দম-বাসনা প্রবল।
পুনঃ পুনঃ করি' তুমি বৈষ্ণব-নিন্দক।
চল কুষ্ঠরোগী তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সবারে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে।
তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
বিষ্ণুভক্তি তোমার কিছো করিবে প্রসাদ।
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি অন্যে বাহিরায়?
এই কহিলাম তোর নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাস-পণ্ডিত কহিলেই দুঃখ যায়।" (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ

পাঠক! শ্রীবাসের চরণে অপরাধী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে * এবং গলিতকুষ্ঠ বাসুদেবকে † শ্রীচৈতন্যদেব কিরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন, স্মরণ করুন। শ্রীচৈতন্যদেব কেবল স্থূল রোগ বিদূরিত করেন নাই; নিখিল রোগের বীজ অবিদ্যাকে ধ্বংস করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি-গুপ্তের কথা স্মরণ করুন—শ্রীচৈতন্যদাস বাসুদেব দত্ত-ঠাকুরের আদর্শ-পরোপকারের দৃষ্টান্ত বিচার করুন। তাঁহারা উপকর্ত্তার নামে হিংসক নহেন। যাঁহারা কেবল স্থূল রোগাদি বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের তর্পণাদি বিধান করিয়া অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করেন, তাঁহারা হিংসক। মনে করুন, কোন ব্যক্তির পদদেশে একটী বৃহৎ কণ্টকে বিদ্ধ হইয়াছে, পদদেশের উপরে বহির্গত কেবল প্রত্যক্ষ কণ্টকের বহির্ভাগটী কাটিয়া দিয়া যদি পদদেশের অভ্যন্তরে কণ্টকের অপ্রত্যক্ষ মূলটী রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই কণ্টক, যত দিন গত হইতে থাকিবে, ততই পদদেশকে অধিকতর আক্রমণ করিয়া সমগ্র শরীরকে বিষাক্ত—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারে। যে চিকিৎসক কেবল কণ্টকের উপরিভাগ ছেদন করিয়া আপাতশান্তির ছলনা দেখাইলেন, পদদেশের অপ্রত্যক্ষ অভ্যন্তর কর্ত্তন করিয়া কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তিকে অধিক ক্লেশ দিতে উদ্যত হইলেন না, সেই আপাত-চিকিৎসককে কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তি আপাত-প্রশংসা বা স্তুতি করিলেও ঐ চিকিৎসক-বেশধারিব্যক্তি কিন্তু রোগীর ভীষণ শত্রুরই কার্য্য করিলেন। তদ্রূপ যাঁহারা সমগ্র ত্রিতাপের মূল অবিদ্যাটী—অনাদিবহির্ম্মুখতারূপ কারণটীকে জীবের অন্তরে সংরক্ষিত করিয়া কেবল স্থূল চক্ষু যেখানে কৃপ্ত হইতে পারে, সেই স্থান, পাত্র ও কালে ব্যাপ্ত আপাত-উপকারের ছলনাকে 'উপকার' বলিয়া ভ্রান্ত হন এবং মূল অবিদ্যা-বিধ্বংসী আত্যন্তিক পরোপকারকে দোষারোপ করেন, তাঁহারা মহাহিংসার কার্য্যই করিয়া থাকেন।

† শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বাসুদেব' নামক একজন ব্রাহ্মণ গলিতকুষ্ঠরোগীকে আলিঙ্গন-দানে রোগীর রোগ দূর করিয়া। কুষ্ঠরোগী বলিলেন,—

"কিন্তু আছিলাঙ আমি অন্যে দুঃখ দিয়া।
এবে অহর্নিশ মোর অন্তরে আগুনি।"

মহাপ্রভু তখন ঐ বিপ্রকে বলিলেন,—

—"কভু তোমার না হ'বে অভিমান।
নিরন্তর তব মুখে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' গান।
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা' করিবেন অঙ্গীকার।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭ম পঃ)

(ক্রমশঃ)

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৩। পৌষ শনিবার, ১৩০৯, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০২ | ১৯শ সংখ্যা

সাময়িকী

গত ৩রা ডিসেম্বর (১৯০২) সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য-মঠে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধামে শুভবিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তথাকার শ্রীমুখ-বিনিঃসৃত উপদেশামৃত পানের জন্য বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রোতৃবৃন্দ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ "Thakur Bhaktivinode Institute" ও শ্রীধামের নানাপ্রকার সেবা-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ বিভিন্ন প্রকার উপদেশ ও সুব্যবস্থা করিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রোতৃবৃন্দের নিকট তথায় অনর্গল হরিকথামৃত-প্রস্রবণ উন্মোচন-পূর্ব্বক জীবের সৌভাগ্যোদয় করাইয়া গত ১৯ই ডিসেম্বর বুধবার দিবস বেলা ১১টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ৩রা ডিসেম্বর শান্তিপুরের প্রথিতনামা অবসর-প্রাপ্ত প্রবীণ প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণান্তিকে উপস্থিত হইয়া শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থানুগত্য-সম্বন্ধে প্রাকৃত-সাহজিকগণের প্রতিকূল মতবাদ উল্লেখ-পূর্ব্বক এক প্রশ্ন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভোগ ও কপট প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের ঐ প্রকার কল্পিত মত নিরাস করিয়া শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর সমগ্রতা কিরূপে শ্রীরূপ-পার্ষদত্বে চিরবিকীত হইয়াছিল ও শ্রীরূপ শ্রীজীবকে কিরূপে পরমস্নেহভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাহা বিশদভাবে কীর্ত্তন করেন। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুর অচিন্ত্য ও অনন্যোদ্ধ পারম্পর্য্যকে কুযার্থনিক ও কুস্মার্ত্তিক মতবাদিগণের নিকট পুনরায় প্রকাশ করিয়াছেন —শ্রীল জীবগোস্বামিচরণ। শ্রীল জীব শ্রীরূপেরই দ্বিতীয়

রূপ। জগতের কুযার্শনিক-সম্প্রদায় শ্রীরূপের রূপ দর্শন করিতে পারে নাই। শ্রীল জীবের সুদর্শনই শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মের মনোভীষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল রূপের অচিন্ত্য ও অমনোধর্ম্ম-পাদপদ্ম জোগ-চক্ষে দর্শন করিতে গিয়া যাহারা অন্ধ হইয়াছে, শ্রীল জীবের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা তাহাদিগকে চক্ষুদান করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগত্যের গবেষণা-দ্বারা এক দিকে শ্রীজীব এবং অপর দিকে শ্রীরঘুনাথের কৃপা-হাতের মধ্য দিয়া জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন। যাহারা শ্রীজীবকে কোন প্রকারে অবহেলা করিয়া শ্রীরূপানুগত্যের ছলনা প্রদর্শন করে, তাহারা শ্রীরূপের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতীপ, কুতর্কগ্রস্ত বহির্জীব, গুরুদ্রোহী।

গত ৪র্থ ডিসেম্বর (১৯৩২) রবিবার প্রাতঃকালে কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর সুশীল কুমার দে এম, এ, পি, এইচ, ডি (লণ্ডন) প্রাচীন বৈষ্ণব-শাস্ত্র-সমূহের পাণ্ডুলিপি-অনুসন্ধান-বিষয়ে সাহায্য-প্রার্থী ও অনুলিপিকরণে বিশেষ উৎসাহী হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করেন। তিনি সমস্ত দিন শ্রীধাম-মায়াপুরে হরিকথা-শ্রবণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ডক্টর অধ্যাপক মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া প্রকাশ করেন যে, দার্শনিক-সিদ্ধান্ত-মধ্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই সম্পূর্ণ ও সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। ডক্টর মহোদয় আরও বলেন যে, তিনি বিলাতে অবস্থানকালে সর্ব্বপ্রথমে বৈষ্ণবগ্রন্থ আলোচনা করেন। এক্ষণে যাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যের নিকট হইতে শ্রবণ করেন নাই এবং যাঁহারা ঐ সকল তাত্ত্বসিদ্ধান্ত নিজ-জীবনের আচরণে প্রতিফলিত করিতে পারেন নাই, এরূপ ব্যক্তিগণের প্রদত্ত কাল্পনিক তথ্য হইতে সংগৃহীত বিদেশীয়-গণের লেখনী পাঠ করিয়া তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে বিকৃত জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও সিদ্ধান্ত-শ্রবণে অনেক সংশোধিত হইল। তিনি এখন বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত শ্রীবলদেবাচার্য্যের লেখনীর মধ্যেও কিরূপ-ভাবে সন্নিহিত ছিল, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবলদেবাচার্য্যের "শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য্য" হইতে প্রদর্শন করেন। বিদ্যোৎসাহী অধ্যাপক মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ ও তথ্যের সন্ধান পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

ঐ দিবস বৈকালে পুরীর রাধাকান্ত মঠের ভাবী মহান্ত শ্রীবিশ্বম্ভর ব্যাকরণতীর্থ, বেদান্তভূষণ, বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় জনৈক শ্রীচৈতন্যবাণী নিষ্কপটী ভক্তের সহিত শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের নিকট আসিয়া শ্রদ্ধার সহিত পরিচয় করিলে অধোক্ষজ-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য, বৈকুণ্ঠ ও মায়িক শব্দ, বিদ্বদ্রূঢ়ি ও অজরূঢ়ি-বৃত্তি, মাধুকরী (সারগ্রাহী) বৃত্তি, শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবাবির্ভাব—এই আটটী সাধনাবস্থা, ভাব বা রতি, প্রেম, চতুঃশ্লোকী, আত্মার অপ্রাকৃত সর্ব্বাভিধেয়া শ্রৌতীয়গণের অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবার সহিত আড়াই প্রকার রসে অর্চ্চনসেবা-চেষ্টার পার্থক্য, পাশ্চাত্য দেশীয় ধর্ম্মযাজকগণের তথা শাঙ্কর-মতবাদিগণের পরমেশ্বরে ক্লীবত্ব ও স্ত্রীত্ব-আরোপ, একমাত্র গৌড়ীয়গণই কিরূপে সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপর ও নির্ব্বালীক, গৌড়ীয়গণের মাধুকরী বৃত্তি বা হংসজাতির সারগ্রাহিত্ব কিরূপে জীবের সর্ব্ববিধ দেবামর্চ্চনোন্মুখ-সৌভাগ্যের উৎকৃষ্ট সারের সমাহরণ, শ্রীরূপের "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" শ্লোকে এই মধুকরী-বৃত্তির নির্দ্দেশ এবং হংসগীতার উপদেশে যে সারগ্রাহিতার উদ্দেশ আছে, তাহা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নবনবায়মান বিচারের দ্বারা কীর্ত্তন করেন।

চাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের আগামী উৎসব-উপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বোধায়ন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী ও ভক্তসহ ঢাকায় শুভবিজয় করিয়াছেন। গত ১লা পৌষ (১৩৩৯), ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৩২) শুক্রবার হইতে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক ভুবনমঙ্গল মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে, ২৫শে পৌষ, ৯ই জানুয়ারী (১৯৩৩) সোমবার পর্য্যন্ত উক্ত মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ২৫শে পৌষ,

১৪ই জানুয়ারী (১৯৩৩) সোমবার জয়ন্তী মহাবাদশীর পারণ-দিবস সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে ঢাকার এবার একটি অভূতপূর্ব্ব বিরাট্ সংশিক্ষা-প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে এই পারমার্থিক-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করাইবেন।

ঢাকা নগরীতে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ঢাকাবাসী এবং পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসিগণের পক্ষে আর এক অকল্পনীয় সৌভাগ্য ও কল্পনাতীত আশার বাণী এই যে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাতরাজ ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অচিরেই তদকলে সপার্ষদে শুভবিজয় করিবেন। পৃথিবীর নৈসর্গিক অবস্থার নানাপ্রকার অভাভিলাষের আবরণে ঢাকা আবৃত রহিয়াছে। জগতের তথাকথিত নেতৃবর্গ বা তথাকথিত ধর্ম্মপ্রচারকগণ লোকের রুচির অনুকূলে পুষ্পিত বাক্য ও অনুষ্ঠানাদি প্রচার করিয়া ঐ সকল আবরণগুলি আরও ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। একশ্রেণীর ধর্ম্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায় এক শ্রেণীর ব্যক্তির সরলতা ও অনভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া উদর ও প্রতিষ্ঠাদির ধন-সংগ্রহে তৎপর আছেন। গতানুগতিক মূর্খতা-ব্যতীত অন্য কোন সদ্বিচারের কথা ঐ সকল ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারে, এমন কোন বুদ্ধিই ধর্ম্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায় উহাদের মধ্যে আর রাখেন নাই। আজ প্রায় এক যুগ হইতে চলিল, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের একটী শাখামঠ "শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ" নামে ঢাকা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শৈশবকালে পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ অঞ্চলে ও তৎপরে ঢাকা-নগরীতে শুভবিজয় করেন। গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ওঁ বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সপার্ষদে শুভবিজয় করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে হরি-কীর্ত্তন এবং ঢাকা-নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঢাকার অদূরে অবস্থিত করিদপুরের অন্তর্গত বাগ্‌জান্-গ্রামটী আমাদের পরম গুরুদেব পরমহংস-বৃহটমৌলি ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব-স্থান। ঢাকার অদূরে ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার কোন এক গ্রাম বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আবির্ভাব-স্থান। এই সকল অভিমর্ত্য গৌরজনের আবির্ভাবের প্রভাবে তদ্দূর পার্শ্ববর্ত্তী কোটি কোটি যোজন ধন্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা অজস্রক্রমে সেই সকল মহাজনের প্রদর্শিত শুদ্ধ কীর্ত্তন-পথে জীবন পরিচালিত করিতে না পারিয়া নানাপ্রকার অভাভিলাষে আবৃত আছেন এবং সেই সকল অভিমর্ত্য গৌরজনগণের আশ্রয়ে আপনাদিগের চেতনবৃত্তিকে দীক্ষিত না করিয়া নানা প্রকার অভাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি নায়কগণকে পথ-প্রদর্শকের পদে বরণ করিয়া ধ্বংসোন্মুখ মানব-জীবনকে চির অকল্যাণের বধ্যভূমিতে টানিয়া আনিতেছেন, তাঁহাদিগকে ছেদাকর্ষণ-পূর্ব্বক সত্যপথে আনয়নের জন্য বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরের অভিন্নবিগ্রহ-রূপে শ্রীচৈতন্যবাণী জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা জগতের অভাভিলাষে মস্তিষ্ক বিক্রয় করিয়া অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কৃপা করিবার জন্য এইবার পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা-নগরীতে পরমুঃখদুঃখী গৌরজন একটী অভূতপূর্ব্ব বিরাট্ সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন করিতেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠার বার বৎসর বা এক যুগ পরে এইরূপ একটী হরিকীর্ত্তনময় ভাগবত-প্রদর্শনীর উন্মোচন পূর্ব্ববঙ্গবাসীর চেতনতায় যুগান্তর আনয়ন ও তাঁহাদের চক্ষু উন্মীলন করিবে। ঢাকায় অনেক প্রকার তামাসা, বনবিহার, মিছিল, মেলা, নানাপ্রকার সঙ্, অভিনয়াদি এক সময় বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও ঐ সকল ঘৃণার্হিক মানবের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সংশিক্ষা-প্রদর্শনী এইরূপ কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মিশ্রিত ব্যাপার বা তামাসা-সঙ্ জাতীয় ব্যাপার নহে। ইহা সত্যানুসন্ধিৎসু, প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন। এই প্রদর্শনী শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য শাস্ত্রের বাণী-সমূহকে সহজ সরলভাবে রূপদান-পূর্ব্বক শুদ্ধগৌরজন-বিহিত হরিকীর্ত্তনের সহিত

অখিল মানব-কল্যাণের একটী শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়-রূপে পরম মুক্ত গৌরজনের দ্বারা উদ্ঘাটিত হইবে।

———

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ, ৮এ সাউথ মালাকা-রোড্ হইতে ত্রিবেণীর তটে ন্যানিং রোড্ ও প্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গমস্থলে মঠের নিজ-স্থানে ও নবনির্ম্মিত গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তি-ভূষণ মহাশয়ের প্রদত্ত ঐ ভূখণ্ডের উপরে যে ভগবৎগৃহ ও সেবকগণও নির্ম্মিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে সেই স্থানে শ্রীবিগ্রহ ও সেবকগণ বিরাজ করিয়াছেন।

———

আমরা বেদাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত গীতাভূষণভাষ্য ও শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত বিস্তৃত ভাবার্থ-সহিত শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-সম্পাদিত নূতন তৃতীয় সংস্করণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থখানি প্রাপ্ত হইলাম। অনেকেই কিছুকাল বেদান্তাচার্য্যের টীকা ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষ্যের সহিত এই গ্রন্থখানির অভাব বোধ করিতেছিলেন। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় তাহা দূরীভূত হইল। তৃতীয় সংস্করণে গীতার মূল শ্লোক-সমূহ বোল্ড টাইপে মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গীতার সমস্ত শ্লোকের আদি চরণ ও তৃতীয় চরণের মাতৃকাক্রমে সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার বিষয়-সূচী, শ্লোক-সংখ্যা-সূচী, গীতা-মাহাত্ম্য এবং উপসংহার—এই কয়েকটী বিষয়ও সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত ভাষ্যকারের বিবরণে অনেক দুষ্প্রাপ্য সাম্প্রদায়িক তথ্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা।

———

গৌড়ীয়ের মাধুকরী

মাধুকরীই নিষ্কিঞ্চন গৌড়ীয়গণের নিত্যধর্ম্ম। মাধুকরীই হরিসেবায় কায়মনোবাক্যে সংযমনকারীত্রিদণ্ডিগণের নিত্যা বৃত্তি। গৃহস্থ ব্যক্তির ভগবদর্চ্চন ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা-পরিত্যাগ, ব্রহ্মচারীর গুরুকুলে বাসাদিব্রত পরিত্যাগ যেরূপ আশ্রম-বিড়ম্বনা, তদ্রূপ বানপ্রস্থ ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের মাধুকরী পরিত্যাগও পতনোন্মুখতার সর্ব্বপ্রথম চিহ্নস্বরূপ।

গুরুবৈষ্ণবসেবার্থ মাধুকরী বা ভিক্ষাবৃত্তি-স্বীকার বিষয়ী ভোগী বা আত্মভোগপরায়ণ পশু-পক্ষী প্রভৃতির নিজ জঠরোদরের জন্য আহার্য্য আহরণের ন্যায় কোন বৃত্তি নহে। অবশ্য ভোগি-বিষয়ি-সমাজ গুরুবৈষ্ণবগণের ঐ সেবার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নিজেদের উপমায় ভগবৎসেবকগণকেও তাহাদের ন্যায় উদর-পূরক মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের ঐ ভ্রান্তি বিদূরিত করিবার জন্য ভগবৎ-সেবক ও হরিকথা-প্রচারকগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশে মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করেন।

মধুকর যেরূপ বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধুচয়ন করে, হরি-সেবকগণও তদ্রূপ মানবের চেতনে যে সেবাকুসুম অনুদ্ভাত রহিয়াছে, তাহা প্রস্ফুটিত করাইবার জন্য অর্থাৎ তাহাদের ভক্ত্যুন্মুখী প্রকৃতি উৎপাদনের জন্য তাহাদের নিকট হইতে হরিসেবার উপকরণ আহরণ করেন।

কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের নিকট মাধুকরীর মহিমা প্রকাশিত হইতে পারে না। কর্ম্মী "কেন কড়ি মাখ তেল" নীতির দোকানদার। মূল কড়ি না ফেলিলে কর্ম্মি-দোকানদার ঐ কড়ির বিনিময়ে প্রাপ্য যদু কিছুতেই প্রদান করিতে স্বীকৃত হইবে না। একবার কোন রাজধানীতে কোন স্বনাম-প্রসিদ্ধ ধনীর নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার কোন ত্রিদণ্ডিভিক্ষু উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। সেই ধনকুবেরের মিনিটে নাকি ১৲ এক টাকা করিয়া আয়। তিনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার মাত্র ৫ মিনিট সময় ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভিক্ষা চাহেন, তখন তিনি বলিলেন,—"আমার পাঁচ মিনিটে ৫৲ পাঁচ টাকা নষ্ট হইবে, তাহা আমি দিতে পারি না। যাঁহার সহিত কথা বলিলে

আমার পাঁচ মিনিটে ১০৲ দশ টাকা আয় হয়, সেইরূপ লোকের কথাই আমি শুনিতে পারি।" ঐ ধনকুবেরের উক্তি ও বিচার খুবই ঠিক ও সমীচীন—এ বিষয়ে কোন ভুল নাই। কাহারও মূল্যবান সময়ের একমুহূর্ত্তও বিনা অর্থে ব্যয় করা উচিত নহে। কিন্তু উপরি-উক্ত মনীষীর অর্থনীতি-জ্ঞান কোথায় বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহা তিনি ধরিতে পারেন নাই বা তাহা ধরিবার উপযোগী কোন পাথের সংগ্রহ করিতেও তিনি সময় দেন নাই। এক লব-কাল অকৈতব সাধুর মুখে অকালক্রম ভগবৎকথা শ্রবণ যে কত অমূল্যনীয় অগণিত গুণে তাঁহাকে তাঁহার ৫৲ পাঁচ টাকা বা ১০৲ দশ টাকা অপেক্ষা অধিক সম্পত্তিশালী করিতে পারে, ইহা সেই প্রাকৃত অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তি দুনিয়ার অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিকতা ও সঙ্গের মধ্যে শ্রবণ বা দর্শন করিতে পারেন নাই। আর তাঁহার প্রতি মিনিটে ভোগপর এক টাকা বা এক কোটি টাকা সংগ্রহ যে তাঁহাকে ঐ মিনিটের সঙ্গে সঙ্গে কতটা অনর্থের কারাগারের সশ্রম কারাদণ্ডভোগের আদামী করিয়া তুলিতেছে, ইহাও তিনি শ্রবণ করিবার অবসর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এইরূপ বিষয়িগণের বান্ধবরূপে যে কর্ম্মিসম্প্রদায় নানাপ্রকার জাগতিক স্থূল হিতকর কার্য্যের ধ্বজা উড়াইয়া চাঁদার খাতা খুলিয়া থাকেন, তাহার সহিত হরিসেবকগণের মাধুকরী-ভিক্ষা এক নহে। কর্ম্মিসম্প্রদায় ধনী বিষয়ীর বিষয়মলের চাঁদা সংগ্রহ করিয়া অপর অভাবগ্রস্ত বিষয়ীর শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে চাহেন, তাহাতে এক বিষয়ীর দূষিত মলের বীজাণু অপর বিষয়ীর শরীরে সঞ্চারিত হয় এবং যে কর্ম্মবীর মধ্যপথে ঐ দূষিত বীজ সঞ্চারিত করিবার ঘটকালি করেন, তিনিও তাহাতে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। সেখানে দাতা, গ্রহীতা বা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ঘটক কোথায়ও কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিচার নাই; সেখানে বস্তুর প্রাপক কৃষ্ণ নহেন, যে কৃষ্ণেতর আগমাপায়ী স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর, তাহাই ঐ সকল বস্তুর গ্রাহক। কাজেই কর্ম্মীর চাঁদা মাধুকরীর ন্যায় সারগ্রহণ-ব্যাপার না হইয়া মলভার-বহন-কার্য্যের 'বাহন' হইয়া পড়ে।

যাঁহারা অর্থকে কাকবিষ্ঠা জ্ঞান করেন, প্রত্যেক বস্তুই প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন, সেই নির্ভেদ-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের ও জৈন-বৌদ্ধমতাবলম্বিগণের প্রচ্ছন্ন বান্ধবরূপে অনাহারে আত্মহত্যা-ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। তাঁহাদের 'মাধুকরী'-গ্রহণ বলিয়া কোন ব্যাপারই থাকিতে পারে না। তাঁহারা যাহা কিছু গ্রহণ করিবেন, সবই তাঁহাদেরই যুক্তি অনুসারে প্রাপঞ্চিক, অনিত্য, কাকবিষ্ঠা। কাজেই মাধুকরী-গ্রহণ-কথাটী তাঁহাদের নিকট অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক।

বৈষ্ণবগণই একমাত্র মাধুকরীর অধিকারী; কেন না, তাঁহারা বিশ্বের সকল বস্তুকেই হরিসেবায় উপকরণরূপে নিবেদন করিবার প্রণালীতে বিশেষজ্ঞ। হংস ও পরমহংস-বৈষ্ণব-ব্যতীত মধুকরের ন্যায় পুষ্পসার, চলসার বা হংসের ন্যায় চিদচিন্মিশ্র জগতের বিদ্ধ উপকরণ হইতে সার ও শুদ্ধ বস্তু গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। এই পরমহংস্যবর্ণ শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণেই পরমোজ্জ্বলতা ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীরূপের ভগবদ্গীতার উপদেশামৃতসার পান করিয়া রসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়াছেন এবং রসামৃতসিন্ধুতে তাঁহারা যে উজ্জ্বল নীলকান্তমণির সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-সাগরে দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যং উচ্যতে॥

—এই শ্লোকটিই শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের সারগ্রাহিবৃত্তি বা মাধুকরীবৃত্তি প্রকাশ করিয়া গৌড়ীয়গণের নিত্যধর্ম্মরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

গৌড়ীয়গণই সর্ব্ববিষয়ে সারগ্রাহী—মাধুকরীর অধিকারী। তাঁহারা "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" এই শ্রীরূপ-শিক্ষা অনুসরণ করিয়া চিদচিন্মিশ্র জগৎ হইতে পূর্ণ চেতনের শুদ্ধমুক্ত সেবা-সত্তার আহরণ করিতেছেন। তাঁহারা "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ" শ্লোক অনুসরণ-পূর্ব্বক প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়াও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ অথচ প্রাপঞ্চিকতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-নামের অনুশীলন করিতেছেন, সঙ্ঘের অজরুচি পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুরুচির সার গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা নানামত-বাদ পরিত্যাগ করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তে সর্ব্ব সৎ-সিদ্ধান্ত-সার আহরণ করিতেছেন; তাঁহারা বাহে কর্ম্মবীরের ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিক উদ্যম দেখাইয়াও এবং জ্ঞানবীরের ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিক বিচারশীলতা প্রদর্শন করিয়াও ফল-ভোগবাদ বা ফলত্যাগ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত থাকিয়া সেবাসিদ্ধান্তসার সংগ্রহ করিতেছেন।

যাহারা সর্ব্বদাই বস্তুর মূলবাহ্য-দর্শনের দ্বারা প্রতারিত, তাহারা গৌড়ীয়গণের এই মাধুকরীর স্বরূপ ও মহিমা বুঝিতে পারে না। বাহ্যদর্শনে গৌড়ীয় ও কর্ম্মী উভয়েই ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বিষয়ীর দ্বারে উপস্থিত হন, বাহ্যদর্শনে গৌড়ীয় ও কর্ম্মী উভয়েই প্রকৃতির বায়ু, জল ও সামগ্রী আহরণ করেন। কিন্তু অন্তরনিষ্ঠায় ও স্বরূপে উভয়ের বৃত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। কর্ম্মীর ভিক্ষার ঝুলির প্রাপক—কর্ম্মীর নশ্বর ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়, আর গৌড়ীয়ের ভিক্ষার ঝুলির প্রাপক—স্বয়ং স্বরাট্, লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণের পূর্ণচিদানন্দ ইন্দ্রিয়। কৃষ্ণ কি জন্য ইন্দ্রের যজ্ঞ নিষেধ করিয়া তদুদ্দেশ্যে সমাহৃত যাবতীয় উপকরণের দ্বারা গোবর্দ্ধনের পূজা করিয়াছিলেন, এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিলেই গৌড়ীয় বা ব্রজবাসিগণের মাধুকরীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। তথাকথিত পরার্থিতার (altruism) নামে ইন্দ্রিয়ের বা ইন্দ্রের পূজার জন্য যে দ্রব্য আহরণ, তাহার নিরর্থকতা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত দ্রব্য গোবর্দ্ধনের পূজার উদ্দেশ্যে আহরণই ব্রজবাসিগণের মাধুকরী, ইহা শ্রীকৃষ্ণ জগতে প্রচার করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন অর্থাৎ কৃষ্ণের গো বা ইন্দ্রিয়, অথবা কৃষ্ণের গো অর্থাৎ বাণী-বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে পূজা, তাহাতেই ব্রজবাসিগণের সমস্ত সংগৃহীত দ্রব্য নিয়োজিত হওয়া উচিত। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-পূজা-লীলায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

তথাকথিত পরার্থিতার প্রতীক সেখানে মূল যুক্তি দিয়া বলিতে পারে যে, গোবর্দ্ধন বাহ্যদর্শনে প্রস্তরস্তূপমাত্র, তাহার পূজা অপেক্ষা ইন্দ্রের পূজায় জগতের অধিক কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। কেন না, ইন্দ্র ভোগিসমাজের আরাধ্য দেবতা-গণের প্রধান নায়ক। ইন্দ্র বৃষ্টির অধিপতি। বৃষ্টির দুর্ভিক্ষে জগতে ধান্য শস্য প্রভৃতির দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। যাহা খাইয়া মানুষ প্রাণ ধারণ করিবে, সেই ধান্যাদির প্রাণস্বরূপ যে বৃষ্টি, তাহারই প্রাণ ইন্দ্র। কাযেই জগতের সমস্ত আহৃত দ্রব্য ইন্দ্রের পূজায় ব্যয়িত হইলে মানবজাতি ব্রীহি-যবাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে এবং তৎফলে অধিকদিন বাঁচিয়া থাকিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু কৃষ্ণের বিচার অন্যরূপ। স্থূল ভোগ-বুদ্ধি যে ইন্দ্রকে তাহাদের আপাত প্রয়োজনের মানিক বিচার করিয়া রাখিয়াছে, সেই ইন্দ্রের সমস্ত 'কেয়াবতি' ইন্দ্রের ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। কৃষ্ণের বাণীবর্দ্ধনের পূজা করিলেই মানবের যাবতীয় প্রয়োজনের মূল বস্তু অনায়াসে লভ্য হয়। সুতরাং সুবুদ্ধি ব্যক্তি কৃষ্ণার্থেই মাধুকরী করিয়া থাকেন। আর কর্ম্মি-গণ পরার্থিতার নামে ইন্দ্রপূজা বা গণপূজার জন্য যে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহাতে তাঁহারা বিষয়ীকে অধিকতর কুবিষয়ী করিয়া ফেলেন। যদি ভাগবতশাস্ত্রের শুশাসনে সমস্ত জগৎ শাসিত হইত, যদি জীবের ঐকান্তিক মঙ্গলের শাসন-তন্ত্র জগতে প্রচারিত থাকিত, তাহা হইলে সেখানে কৃষ্ণ-চন্দ্রের সেবকগণ কৃষ্ণচন্দ্রেরই আদর্শানুসারে জগতে ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের উদ্দেশ্যে আহৃত যাবতীয় সম্ভার শ্রীকৃষ্ণের বাণীবর্দ্ধনের পূজায় নিয়োজিত করিয়া জগতের জীবের মঙ্গলবিধান করিতেন। কাযেই গৌড়ীয়ের অকৃত্রিম মহাব্যাপক নিত্য পরার্থিতার সহিত কর্ম্মিগণের আপাত পরার্থিতার তুলনা তুলিতই হইতে পারে না। গৌড়ীয়গণের মাধুকরীর সহিত কর্ম্মিগণের ভিক্ষার তুলনা কিছুতেই সঙ্গত নহে।

গৌড়ীয়গণের মাধুকরী—সাক্ষাৎ গোবর্দ্ধনের সেবা। আর কর্ম্মী বা জ্ঞানীর মাধুকরী গোবর্দ্ধনের সেবা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বদ্ধজীবের ভোগ বা নির্ভোগ-সাধনের প্রয়াস-মাত্র। জগৎ বদ্ধজীবের একটা বিরাট্ মেলা বলিয়া ঐ মেলার বহুলোক যাহা বলিবে, তাহাই যে তাহাদের মঙ্গলজনক হইবে, ইহা বলা যাইতে পারে না। বহু রোগী একত্র মিলিত হইয়া নিজেদের ঔষধ-পথ্য নিজেরা ব্যবস্থা করিতে পারে না। আর যিনি তাহাদের দলের "চাই" বা দলপতি, তিনি ধরিবিমুগ্ধতায় ধুরন্ধরত্ব লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু রোগ-মুক্তীকরণের সামর্থ্যে তাঁহার কোন পারদর্শিতা নাই। কর্ম্মবীরগণের নায়ক-সম্প্রদায় যাহাকে তাঁহাদের ভোগ-প্রতারিত বিচারে পরার্থিতা বলেন, তাহা বাস্তব পরার্থিতা হইতে পারে না।

কর্ম্মিগণের মনোধর্ম্মের বিচারে যাহা যাহা ভাল, বিভিন্ন স্থান হইতে তত্তৎ বস্তুর সারভাগ-সংগ্রহের প্রায় আয়োজ-চেষ্টামূলে গৌড়ীয়গণের মাধুকরী বৃত্তি কল্পিত হয় নাই। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে নিজের ভোগময় বিচারে বিভিন্ন বস্তু হইতে আমরা সার সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া যে নূতন মত, নূতন পথ সৃষ্টি করি, তাহাতে সারগ্রাহিতা নাই। উহাও এক প্রকার সারগ্রাহিতা মাত্র; গৌড়ীয়গণের মাধুকরী সেই জাতীয় নহে। গৌড়ীয়গণ প্রপঞ্চের কোন প্রাপঞ্চিকতা গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক বস্তু কৃষ্ণসেবার্থ-সংগ্রহের ও

নিয়োগের কৌশল জানেন বলিয়াই তাঁহাদের বৃত্তিকে মাধুকরী বৃত্তি বলা হইয়াছে। ভোগী বিষয়ী গৃহস্থাভিমানী যেরূপ কর্ম-মিশ্র-বিচারে শ্রীবিগ্রহকে নিজ-ভোগ্য-সম্পত্তি-জ্ঞানে নিজ-বাহুবলে অর্জ্জিত বিত্তের দ্বারা পূজা করিবার ছলনা করেন, কিম্বা কর্ম্মী বিগ্রহের প্রদর্শনী খুলিয়া নিজ-দম্ভোদর-পোষণার্থ যেরূপ অর্থ সঞ্চয় করেন, নির্ভেদজ্ঞানী যেরূপ স্থূলে শ্রীবিগ্রহের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া মধ্যপথে নিজ-ইন্দ্রিয়-ভোগ বা নিরিন্দ্রিয়-ভোগসাধনের জন্য বিগ্রহ-পূজার ছলনা করেন, ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর ভিক্ষা বা পরপাগতের সেবা তদ্রূপ নহে। ত্রিদণ্ডী আত্মার সহিত সর্ব্বস্ব গুরুকৃষ্ণসেবায় সমর্পণ-পূর্ব্বক যে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাহা কৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে আত্মসাৎ করেন। মাধুকরীতে কোন মিশ্র বা বিদ্ধ ভাব নাই। হংসগণ যখন মিশ্রিত জল ও দুগ্ধ হইতে সারভাগ দুগ্ধ গ্রহণ করে, তখন তাহাতে আর কোন অসার জল থাকে না। মধুকরের আহৃত অকৃত্রিম পুষ্পসারে লোকানুরাগের অপস্বার্থপরতার ছোঁয়াচ নাই। গৌড়ীয়-গণের মাধুকরীতে ত্রিগুণমিশ্র ভাব বা অন্বিধা না থাকায় তাহা কৃষ্ণের পূর্ণ ভোগের বস্তু হয়।

গৌড়ীয়ের নামে যে-সকল অগৌড়ীয় বা গৌড়ীয়ক্রব ব্যক্তি ভিক্ষোপজীবী সাজিয়া মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বনের ছলনা করে, তাহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এতদিন গাহিয়াছিলেন,—

"অর্থ-লাভ এই আশে,　　কপট বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে।"

যাঁহারা গোবর্দ্ধন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাসী বিস্তারের জন্য মাধুকরী ভিক্ষা পরিত্যাগ করাকেই অধিকতর ভজনোন্নতি বিচার করিয়া নির্জ্জন ভজনানন্দীয় ছলনায় উদরের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের চেষ্টা শ্রীল পাদুয়া ঠাকুর মহাশয়ের ঐ গানে গর্হিত হইয়াছে। গোবর্দ্ধনের পূজা ছাড়িয়া দিলে ব্রজবাস বা মাধুকরীবৃত্তি সংরক্ষিত হইতে পারে না। ত্রিদণ্ডিগণ গোবর্দ্ধনের পূজার জন্য মাধুকরীবৃত্তিতে অনুকল্প অবস্থিত না থাকিলে তাঁহাদের কায়মনোবাক্য দণ্ডিত হইতে পারে না। মাধুকরী বৃত্তি পরিত্যাগ করিলেই রাবণের ন্যায় সীতাহরণ করিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বিষ্ণুর সম্পত্তি হরণের উদ্দেশ্যেই বেষ ও বেষোপজীবিকা কল্পিত হইয়া পড়ে। বানপ্রস্থগণ মাধুকরী-বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে গৌড়বন বা ব্রজবনে বাসের অধিকারী হইতে পারেন না, বনে প্রস্থানের অভিনয় করিয়াও তাঁহারা সংসার-কাননেই প্রত্যাবর্ত্তন থাকেন।

বানপ্রস্থাশ্রমপদে স্বীকৃত্য ভৈক্ষ্যমাচরেৎ।
সংসিদ্ধ্যত্যাশয়শুদ্ধিঃ স্যাদ্ভক্তস্য বিজিতাত্মনঃ॥

(ভাঃ ১১।১৮।২৫)

বানপ্রস্থাশ্রমে নিয়ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাই বিধেয়। কারণ, শিল অর্থাৎ ভিক্ষান্ন-দ্বারা মোহরহিত ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া বানপ্রস্থ ব্যক্তি শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মচারিগণ মাধুকরীবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে গুরুগৃহে বাসের পরিবর্ত্তে বৃথা ভোগাকূপবাসী হইয়া পড়েন। গৃহস্থগণ মাধুকরীর উপায়ন-বিতরণে বিমুখ হইলে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম হইতে পতিত হইয়া নরাধম গৃহব্রতী হইয়া পড়েন। অতএব সকল আশ্রমেই হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার্থ মাধুকরী-বৃত্তি একান্ত অনুপালনীয়া। আশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণ কৃপা-পূর্ব্বক নানাভাবে মাধুকরীবৃত্তির উপদেশ করেন। তাঁহাদের শিক্ষাই মাধুকরী। সর্ব্বদা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সৎসঙ্গের সারভাগ-গ্রহণার্থ তাঁহারাই জীবের হৃদয়ে নিরন্তর প্রেরণা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কৃপা-ব্যতীত মানব সদসদ্-বিচার-পূর্ব্বক অসদ্ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সৎ বা সার গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রীরূপানুগ পরমহংসগণই প্রকৃত মাধুকরীবৃত্তির উপদেশক।

মাধুকরীবৃত্তি—চেতনের নিত্যা বৃত্তি। মানুষ উদরের জন্য যে খাদ্য আহরণ বা সঞ্চয় করে, তাহা নিত্যা বৃত্তি নহে। সাময়িক ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইলে তৎকালে আর খাদ্যের আবশ্যকতা থাকে না, কিম্বা সমগ্র দিবারাত্র মানুষ খাদ্য-আহরণের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতেও ক্লান্তি বোধ করে। পশু-পক্ষীও সেইরূপ চেষ্টা হইতে কিছুক্ষণের জন্য নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মাধুকরীবৃত্তি স্থূল-দেহের খাদ্য আহরণ বা ভোগ-সংগ্রহের ন্যায় চেষ্টা-মাত্র না হওয়ায় তাহা অনুক্ষণ আচরণীয়। যে মুহূর্ত্তে আমরা মাধুকরী বা সার-গ্রাহিতা ত্যাগ করি, সেই মুহূর্ত্তেই অসার বস্তুর আগ্রহ বা অসৎসঙ্গ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। এজন্য শ্রীগুরু-

পাদপদ্ম অনুক্ষণ সকলকে মাধুকরী অবলম্বনের জন্য প্রেরণা প্রদান করেন। মাধুকরী ও হরিকীর্ত্তন—ভিন্ন বস্তু নহে। যেখানে এইরূপ বিচার নাই, সেইখানে উহা আত্মভোগ বা নিজের কোন না কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণে পর্য্যবসিত হয়। গৌড়ীয়গণের মাধুকরী—গুরু-পাদপদ্মের বাণীকীর্ত্তন-মুখে কায়মনোবাক্যে সারগ্রাহিতার দীক্ষালাভ।

বৈষ্ণবধর্ম্ম *

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, বি-এল]

[প্রথম প্রকরণ]

বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা

মাননীয় সভাপতি মহোদয় এবং সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, অদ্য এই বিদ্বজ্জনসভায় গৌড়ীয়গণের প্রাণদেবতা—বাঙ্গালীর গৌরব—ভারতের গৌরব—বিশ্বের পরম আনন্দোৎসব—সৌভাগ্যশালী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের—শুদ্ধভক্তির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের বিষয় কিছু বলিবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি।

বৈষ্ণবধর্ম্ম-নামের পর্য্যায় ও তৎস্বরূপ-জ্ঞানের উপায়

আমার বক্তব্য বিষয়—বৈষ্ণবধর্ম্ম। বৈষ্ণবধর্ম্মের পর্য্যায়-নাম—ভক্তিধর্ম্ম, সেবাধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, পাঞ্চরাত্রধর্ম্ম, সদ্ধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, সনাতনধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, পরমহংসধর্ম্ম, স্বাশ্রমধর্ম্ম। এই সকল পর্য্যায়-সংজ্ঞা হইতেও আপনারা বিষয়টীর গুরুত্বের কিছু আভাস পাইতেছেন। পরব্রহ্ম ও পরতত্ত্বে নিষ্ণাত তত্ত্ববিৎ পরমহংস মহাভাগবতগণের নিকট এবং তাঁহাদের আনুগত্য-ব্যতীত অন্যত্র এই বিষয়ের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান এবং বিচার দুর্লভ। শ্রৌতপ্রণালীতে—অবরোহ-পন্থে—আম্নায়-পারম্পর্য্যে শুদ্ধভক্তির যে-সকল সত্য-সিদ্ধান্ত-বাণী নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতগণের লভ্য হয়, তাহা হইতে কোন প্রকার বিচ্যুতি ঘটিলে তখন শুদ্ধভক্তির স্বরূপ অজ্ঞেয় ও অলভ্য হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তির পথ খুবই দুর্গম —"দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" অথচ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ সাধুশাস্ত্রবাক্যের অনুসরণে যেই পথে গিয়াছেন, তাহাই ভক্তির স্বরূপজ্ঞানের এবং ভক্তিপথে সত্য নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির অর্থাৎ চরম ও পরম-কল্যাণলাভের একমাত্র পথ।

অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মসমূহের উদ্ভব কেন?

মায়াবদ্ধজীব প্রাকৃত ত্রিগুণের তাড়নায় স্বতন্ত্রতার প্রাবল্যহেতু শ্রৌতপারম্পর্য্যে—শ্রৌতসিদ্ধান্তে নিষ্ঠা ও আনুগত্যের অভাব প্রদর্শন করিয়া, সত্যসিদ্ধান্ত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, মহাজনের পথ হইতে বিপথগামী হইয়া আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সখীভেকী, সহজিয়া, গৌরনাগরী প্রভৃতি নানা অপধর্ম্ম ও অপসম্প্রদায়ের আবাহন করিয়াছে—যাহাদের দর্শনে ও যাহাদের কথা-শ্রবণে নিষ্কিঞ্চন ভদ্রসমাজ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই সকল লোকেরা প্রকৃত বৈষ্ণব-পদবাচ্য নহে। ইহাদিগকে বিদ্ধবৈষ্ণব, বিদ্ধভক্ত বা সহজিয়া বলা হয়। যেহেতু তাহারা সকলেই দেহমনোধর্ম্মী, —আত্মধর্ম্মী নহে। তাহারা ভোগধর্ম্মী—প্রকৃতা ভক্তি বা সেবা তাহাদের ধর্ম্ম নহে।

ত্রিগুণের ধর্ম্ম ও ত্রৈগুণ্য রাজ্যের ধর্ম্ম

ত্রিগুণের রাজ্য বদ্ধ দেশ-কালের অন্তর্গত। ইহা ত্রি-মানের রাজ্য—region of three dimensions. এখানে প্রকৃতির গুণজাত ত্রাতন্ত্র্যের—অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লভ্য-

---

* ময়মনসিংহ আনন্দমোহন-কলেজের সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপকবর আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ এম-এ, বি-এল, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য মহাশয় সজ্জনসমিতিতে ৩ই চৈত্র(১৩৩৮) তারিখে এক বিরাট সভায় এই অভিভাষণটী পাঠ করেন।

জ্ঞানের—অভিজ্ঞতার প্রণালীর—empiricismএর স্থান, উপযোগিতা ও প্রাধান্য আছে। ভক্তিতত্ত্ববিদ্‌গণ তেতাদৃশ অক্ষজ অভিজ্ঞতার পথকে "আরোহ পথ" বলেন। শুদ্ধ-ভক্তিপথে—প্রকৃত পরমার্থের পথে এই আরোহপথের কিছুমাত্র স্থান ও উপযোগিতা নাই। শুদ্ধভক্তি-পথের তত্ত্ববিচার—three dimensions এর রাজ্যের কথা নহে; ইহা ত্রিগুণাতীত, তুরীয় স্তরের—four to infinite dimensionsএর রাজ্যের কথা। এই রাজ্যের তত্ত্ব—স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু; এইখানকার তত্ত্বজ্ঞান-লাভের পথ, নিঃশ্রেয়স-লাভের পথ, বিশুদ্ধ অবিমিশ্র শ্রৌতপথ—"অবরোহপথ"। এখানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ চাই—complete surrender চাই। এখানে বাস্তবসত্য যে-ভাবে নিজকে প্রকাশ করিয়াছেন ও করেন, তাঁহার আনুগত্য চাই। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, এখানে ত্রিগুণ-তাড়িত স্বাস্তরের—মনোধর্ম্মের—intellectual speculations and mental concoctionsএর স্থান নাই।

শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে পৌত্তলিকতা নাই; পৌত্তলিকতার স্বরূপ

এই হেতু শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে পৌত্তলিকতারও স্থান নাই। অনিত্য রূপকল্পনা—তাহা স্থূলবস্তুই হউক বা সূক্ষ্মবস্তুই হউক অর্থাৎ মানসই হউক, উহাই পৌত্তলিকতা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অকৈতব মহাভাগবতগণের অকপট আনুগত্যই অধোক্ষজ বস্তুবিজ্ঞানের একমাত্র প্রবেশ-পথ

এখানকার তত্ত্বমন্ত্র—"যাহা যেন সদা নিরস্তকুহকং পরং সত্যং", যিনি "তেনে ব্রহ্মহৃদা আদিকবয়ে"—আদিকবি ব্রহ্মার অন্তরে অপৌরুষের বাণী—বেদতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার সম্বন্ধে "মুহ্যন্তি"—মহাপণ্ডিতগণও আনুগত্যের অভাবে মোহপ্রাপ্ত হন। মোট কথা, ইহা শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রের এবং প্রকৃত সাধু বা মহাজনগণের পূর্ণ আনুগত্যের ধর্ম্ম; চিদ্‌বিলাস মেধা এবং বহুশ্রুততার স্বতন্ত্রভাবে ইহা লভ্য ও অনুসরণীয় নহে। এইজন্য শুদ্ধভক্তির—প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বলিতে ও বুঝিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা ও অভিজ্ঞতার সুসূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন। নচেৎ 'শিব গড়িতে বানর' হইয়া যায়। অতএব সিদ্ধান্তবিৎ নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতের মুখেই শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা শ্রবণ করা নিরাপদ এবং কল্যাণপ্রদ। অন্যথা তাহাতে যথেষ্ট চিত্তহর্ষণ এবং mental recreation থাকিলেও কাহারও প্রকৃত কল্যাণপ্রদ হয় না, বরং তাহাতে বিপরীত ফলই দেখা যায়। ইহার প্রমাণ—পূর্ব্বোক্ত বাউল, বাউল, নেড়া-নেড়ী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়। তাই বলিতেছিলাম, বিষয়টী খুবই গুরুতর। শুদ্ধভক্তির স্বরূপ ও দার্শনিক বিচার বড়ই দুরূহ। "শ্রীহরিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।"

বক্তার শ্রৌতপথে শ্রুতবিষয়-কীর্ত্তন-চেষ্টা

ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি এবং এবম্বিধ যোগ্যতা যে আমার কিছুমাত্র নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি নিত্যসিদ্ধ পরমহংস মহাভাগবত আচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয়ে আমার সর্ব্ব-প্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও যৎকিঞ্চিৎ যাহা ধারণা করিতে পারিয়াছি, অতি সংক্ষেপে তাহার কএকটী কথা মাত্র আপনাদের নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্যাধিষ্ঠান-মূলক ধর্ম্মই সেবাধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম

বৈষ্ণবধর্ম্মে যে-সকল পর্য্যায়-সংজ্ঞা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ বিচার করিলেও আমরা শুদ্ধভক্তির তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারি। 'ভক্তি'-শব্দের অর্থ—সেবা। সেবা ও সেবকের মধ্যে যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহাই সেবা-শব্দে উদ্দিষ্ট। সেবাধর্ম্মে সেব্য, সেবক ও সেবা নিত্য এবং এখানে ত্রিপুটী-বিনাশের অর্থাৎ সেব্য, সেবক ও সেবা—এই তিনের বিলোপের অবকাশ নাই। যেখানে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান—এই ত্রিপুটীবিনাশ লক্ষ্য হয় এবং তত্ত্ববস্তুর নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ উদ্দিষ্ট, তথায় সেবা বা ভক্তির অবস্থান হইতে পারে না। বিষ্ণুতত্ত্বের সেবকগণ বৈষ্ণব-শব্দে নির্দ্দিষ্ট এবং বিষ্ণুসেবাই বৈষ্ণবধর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ

বিষ্ণুতত্ত্বসকলের পরতত্ত্বই—শ্রীবলদেব, তাঁহারই স্বয়ং-রূপতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ। সেবাধর্ম্মে উপাস্য বিষ্ণুতত্ত্বসকলের নিত্য, অপ্রাকৃত, সবিশেষ স্বরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। ইঁহারা অনিত্য, কাল্পনিক, তাৎকালিক, নির্ব্বিশেষ পর্য্যবসায়ী, নির্ব্বিশেষ-সোপানস্বরূপ জড়-সবিশেষ নহেন। পরন্তু জড়াতীত, মায়া-স্পর্শরহিত, অপ্রাকৃত, নিত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। সকল বিষ্ণুতত্ত্বগণের একমাত্র মূল ও আশ্রয়—শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণই অকৃত্রিম বেদান্ত-তাৎপর্য্যের প্রতিপাদ্য বিষয়

ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে "ধীমহি, নিরস্তকুহক, বাস্তব ও পরম সত্য" বলিয়া যাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—The Absolute Truth. বিচার-দ্বারা যাহা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, তাত্ত্বিক-পরিভাষায় তাহা 'সম্বন্ধ-তত্ত্ব' বলিয়া অভিহিত। পরমসত্য-বস্তু শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধতত্ত্ব। এই সম্বন্ধতত্ত্ব পরমসত্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত অণুচেতন জীব-মাত্রেরই নিত্য সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীমদ্ভাগবত পরতত্ত্ব পরমসত্য শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয়তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই আশ্রয়তত্ত্বের অনমোর্দ্ধত্ব ও যথার্থ স্বরূপ-নির্দ্দেশের জন্য এবং অবগতির যোগ্যতা-প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রথম নয় স্কন্ধে সর্গ-বিসর্গাদি দশটী আশ্রিত তত্ত্বের বিচারপূর্ব্বক দশম স্কন্ধে সকল আশ্রিতের আশ্রয়বিগ্রহ দশমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও লীলা আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। তিনি মানবের অক্ষজ্ঞানের ও তদ্বারা অনুমানের অগম্য বলিয়া এবং যাবতীয় অক্ষজ্ঞানদূষ্য মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে কাল্পনিক রূপক অথবা জড়দেশ-কালের অধীন, মায়াবদ্ধ, জড়ভোগপরায়ণ ঐতিহাসিক জীব-বিশেষ ধারণা-পূর্ব্বক পরমসত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে,—এই আশঙ্কায় জীবের প্রতি কৃপা-বশতঃ শ্রীব্যাসদেব এত বিস্তার ও সাবধানতা অবলম্বন করিলেও আমরা কলিহত জীব কলির প্রাবল্যে উহার প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাই না।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্-বিচার

তত্ত্ববিদ্‌গণ অখণ্ড অধ্বজ্ঞানবস্তুকে পরতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং এই পরতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধস্বরূপে প্রতীত হন। ভগবৎ-স্বরূপ এই অখণ্ড অধ্বজ্ঞান-তত্ত্ববস্তুর পূর্ণ প্রতীতি এবং শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণতম ভগবৎ-স্বরূপ, তাঁহাতেই সকল ভগবত্তার সীমা। অতএব শ্রীকৃষ্ণই অধ্বজ্ঞান-তত্ত্ববস্তুর পরিপূর্ণতম স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাস-নায়ক বা রূপকবস্তু নহেন

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, স্বপ্রকাশ, স্বয়াট্ বাস্তব বস্তু;—শ্রীকৃষ্ণ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি-বিশেষ (historical person) বা নায়কমাত্র (hero) নহেন। তিনি কোন রূপক কল্পনাও (allegory) নহেন। শ্রীকৃষ্ণই—The Absolute Truth—The Ultimate Reality—The Personal Godhead. শ্রীকৃষ্ণই পরমসত্য বাস্তব বস্তু এবং নিত্য চিদ্‌বিলাসময় সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ অর্থাৎ যদি কাহারও কখনও পরতত্ত্ববস্তুর পরিপূর্ণতম প্রতীতি লাভ হয়, তখন তিনি সেই বাস্তব তত্ত্ববস্তুকে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপেই দর্শন করিবেন। এই স্থানেই মানব-ধারণা, মানব-বুদ্ধি মহাগণ্ডগোলে পড়িয়া যায়।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের ১৪শ সংখ্যার পর)

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন]

আমরা এ কাল পর্য্যন্ত অন্যান্য গ্রামে শ্রীকৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিতেছিলাম। আজ মথুরায় আসিয়া পড়িয়াছি। আপনারা আমাকে বাসগৃহের কথা স্মরণ ও বাসগৃহে স্মরণ করান। সংসারগমন ও বাসগমন—এক নহে। যদি বনভ্রমণে প্রাপ্তি হইয়া যায়, তবে আমার মঙ্গলই হইবে। এই স্থানে শত্রু-মিত্র, সমজিয়া সকলের কাছে হরিকথা শোনা যাক্। তাঁহারা ত' সকলেই স্বরূপে হরিভজন করিতেছেন। আমার পোড়া কপাল। আমিই কেবল হরিভজন করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা ত' ব্রজবাসী। তাঁহারা বিষয়-কর্ম্ম করেন না। ঠাকুর মহাশয় এই সকল স্থানে আসিয়া এখানকার কথা কেতুরী গ্রামে লইয়া গেলেন।

অনেক বুদ্ধিমান লোক হইয়াছেন, তাঁহারা আমার মত

মূর্খের কথা শুনিতে বলিয়াছেন। ধর্ম্ম যদি শুনা যায় না কেন? ধর্ম্ম কি কেবল মন্দটের পাঠ্য হইয়া যাইবে? তাহা হইলে ত' আমার ভাই-বরাদারদের অমঙ্গল হইবে। আর কতকাল মানুষ-জাতির সঙ্গে বাস করিব? আপনারা দয়া করিয়া যাহাতে কৃষ্ণভজন হয়, তাহা করুন। প্রচুর পরিমাণে আপনাদের পরমঃ দিন। একদিন আমার পরম সৌভাগ্য হইয়াছিল শ্রীগুরু-পাদপদ্মের রেণু পাইবার—যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্রহ্মাদির দুর্লভ, কেহ যাঁহাকে পাদস্পর্শ করিতে আসিলে যিনি "তোমার সর্ব্বনাশ হউক" বলিয়া তাহাকে অভিশাপ দিতেন, তিনি স্বয়ং নিজের পায়ের ধূলা লইয়া একদিন প্রচুর পরিমাণে আমার মস্তকে অভিষেক করিয়াছিলেন। একদিন ত্রিপুরা জিলার বৃন্দাবনচন্দ্র নন্দর আসিয়াছিলেন আমার গুরুপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার জন্য। তিনি তখন ঐ নন্দরকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি আমার পদস্পর্শ করিলে! তোমার সর্ব্বনাশ হউক।" তখন আমার কাছে আসিয়া নন্দর অতি দুঃখিত অন্তঃকরণে আমাকে জানাইলে আমি বলিলাম,—"বৈষ্ণবের পাদস্পর্শ করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? আমাদের যোগ্যতা না হইলে আমরা এই পাপ ও অপরাধময় দেহ লইয়া তাঁহাদের কাছে যাইতে পারি না।" ইহার প্রায় একবৎসর পরে কুলিয়া-নবদ্বীপে গিরিশবাবুর রাধারাণীর ধর্ম্মশালায় আমাদের গুরুদেব থাকিতেন। এক গুরুদ্রোহী অধিবেচক চরিতামৃত পড়িবার জন্য আমার কাছে আসিয়াছিল। পরে কোন ব্যবসায়ী ভাগবত-পাঠক অনুস্বার-বিসর্গ-জ্ঞান-শূন্য পণ্ডিতের নিকট তাহার সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িবার ইচ্ছা হয়। আমি তাহার সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিবার জন্য আমার গুরুপাদপদ্মের অনুমোদন চাহিলে গুরুদেব আমাকে বলিলেন,—"ঐ ব্যবসায়ীর কপট এখনই চরিতামৃত পাঠ করিবার সময় পয়সার থালা সাজাইয়া রাখে; আর ব্যবসায়ীর নিকট সংস্কৃত শিখিলে ত' ভাগবতের ব্যবসায় পাতিয়া বসিবে, উহার ভীষণ অমঙ্গল হইবে।" আমাকে আরও বলিলেন,—"আপনি কপাট বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকুন। জগতের লোকের মঙ্গল হইবে না।" আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া তথায় বসিয়া আছি। বাবাজী মহাশয় আমাকে তখন ডাকিয়া বলিলেন,—"সিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভু আমার কাছে আসুন—এই দিকে আসুন। আমি আপনার প্রতি রুষ্ট হই নাই। পদ্মনাভদাস পাকে ৩০ গোস্বামীর কাছে-শিক্ষা পাইয়া একজন ব্যবসায়ী পাঠক হইয়া পড়ে, নিজের ও জগতের ভীষণ অমঙ্গল সাধন করে এবং লোকে পাছে ঘুণাক্ষরেও বলে যে, ইহাতে আপনার কোন প্রকার লভ্যাংশ আছে, এইজন্যই আমি ঐরূপ বলিয়াছি। আমি আপনার প্রতি রুষ্ট হই নাই। রুষ্ট হইয়াছি—লোকের মহাপ্রভুর নামে ও ভাগবত-পাঠের নামে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টার উপর।" ইহা বলিয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহার পায়ের যত ধূলা ছিল, সমস্ত নিজে আমার মাথায় তুলিয়া দিলেন। [পরে একদিন বাবাজীমহারাজের পদস্পর্শ করিতে যাওয়ার ফলে কিরূপভাবে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।] কিন্তু আজ আমার প্রতি বাবাজীমহারাজের অযাচিত কৃপা দেখিয়া আমিও বিস্মিত হইলাম। ইহার কিছুদিন পরেই বাবাজী মহারাজ ঐ ধর্ম্মশালার পায়খানায় (?) ঢুকিলেন। সেখানে তিনি কএকমাস-কাল ছিলেন। আমরা বড় দুঃখের সহিত সেই কয় মাস কাটাইলাম। বাবাজী মহারাজের ভজন-স্থল এইস্থান ভোগীর দর্শনে পায়খানা বা নরক-কুণ্ড হইলেও, বাবাজী মহারাজের দর্শনে ইহা সাক্ষাৎ রাধাকুণ্ড। তিনি নিত্য রাধাকুণ্ডবাসী। মুহূর্ত্তও তিনি অন্য কোথায়ও থাকেন না। ভোগী অপরাধিগণের অপরাধের যাত্রা ও দুর্দশা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তিনি ঐরূপ লীলা করিয়াছিলেন বলিয়া কোন বিচারেই তাঁহার 'ভজনের স্থান' একমাত্র শ্রীরাধাকুণ্ড-ব্যতীত অন্য কোথাও নাই। বাবাজী মহারাজ আমার কথা শুনিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমাকে বলিলেন—"আপনি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দপ্রভু। লোকের হরি-ভক্তি যাহাতে হয়, সেইজন্য আপনি যথার্থ যত্ন করিতেছেন। তবে দুর্ভাগা লোক নিজের মঙ্গল গ্রহণ করিবে না। যে যাহা বলে বলুক, তাহাতে সায় দিয়া নিজে হরিভজন করাই পামর লোকের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কৌশল।"

[ইহার পরে শ্রীল প্রভুপাদ আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকাশের উপযোগী নহে বলিয়া আমরা বিরত থাকিলাম।]

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"এক সময় আমাকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—বিদ্বৎ সন্ন্যাস ও বিবিদিষা সন্ন্যাস—নরোত্তম ও ধীরসন্ন্যাস এক নহে। যে-কাল পর্য্যন্ত মানুষ অনর্থগ্রস্ত থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত তাহারা বিবিদিষা

যা বৈধ-সন্ন্যাসের অধিকারী। কপট সহজিয়া ও অকালপক্ক পণ্ডিত সন্ন্যাসিগণ ইহা বুঝিতে পারে না। কপটতা করিয়া "আমি গোপীর দাসী" মুখে বলিলেও যাহাদের অন্তরে পুরুষাভিমান, তাহাদের মাঝে লোক-দেখান কৌপীন নেওয়া বৃথা। জীবাত্মানন্দের বিচারের কথা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্রমিক পদ্ধতির বিচারটী পরমহংসোচিত নহে। উহা কুটীচক অবস্থা-বিশেষ। হংস বা পরমহংস-বিচার তাহা নহে। যে-সময় আমরা পরমার্থ-সোপানে আরোহণ করি, তাহার কথা সে সময় নহে। যেমন চাল ও চাল-সিদ্ধের অবস্থা। মধ্যবর্ত্তী অবস্থা কিছু তাত নহে। সিদ্ধ বলিয়া একটী অবস্থা, আর সাধক—আর একটী অবস্থা। সাধক ও সিদ্ধকে এক করিয়া ফেলিলে হইবে না। তোমার অন্তরে এই সকল কথা স্বতঃ স্ফূর্ত্ত আছে।"

প্রকৃত বিষয়টী কি, তাহা মহতের সাক্ষাৎ সঙ্গের দ্বারা আমাদের জানিবার সুযোগ হইয়াছে। অনেকেই বহু মাথা ঘামাইয়া অনুস্বার-বিসর্গ অধ্যয়ন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের এমনই সুযোগ হইয়াছিল যে, ভাগবত প্রকৃতপ্রস্তাবে কি বলিতে বসিয়াছেন, তাহা উঁহাদের জীবনে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার লেখনীর দ্বারা সামান্যভাবে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু লিখিতে লিখিতে অনেক কথা মনে পড়িয়া যায়।

এক সময় বাবাজী মহাশয় French cut (ফ্রেঞ্চকাট) দাড়ি রাখিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের উকিল রায়বাহাদুর ৺ বাবাজী মহারাজকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"এ আবার কি!" এক সময় দেখিলাম, বাবাজী মহারাজ খড়দহে আসিয়া অনবরত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। অন্য এক সময় রাস্তায় যে-কোন বালক বা যাহাকে দেখেন, তাহাকেই বৃন্দাবনীয় লীলার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—এইরূপ দেখিতে পাইয়াছি। আমি পূর্ব্বে বড় incredulous (অবিশ্বাসী) ছিলাম। বাঙ্গালা ভাষার পর্য্যন্ত কোন বহি পড়ি নাই। এগার বৎসর বয়স হইতে ব্রহ্ম দেখিতে শিখিয়াছি বলিয়া বাবা কিছু বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে পারিয়াছি।

গোদ্রুমে বাবাজী মহাশয় প্রত্যহ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে ভাগবত শুনিতে আসিতেন। আমি একদিন ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরকে বলিলাম,—"যদিও আমি জানি, বাবাজী মহারাজ বাহ্যদর্শনে সাধারণ বিচারে একজন বিরক্ত পুরুষ-মাত্র, তথাপি ইঁহার পাদপদ্ম-আশ্রয়ের জন্য আমার বিশেষ উৎকণ্ঠা হইতেছে। আপনি বলিয়া দিন।" ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিলেন—"ইঁহারা স্বতন্ত্র পুরুষ। ইঁহারা কি কাহারও কথা শুনেন?" আটাইশ বৎসর বয়সের সময় আমি বাবাজী মহারাজের কৃপা পাইয়াছিলাম। কৃপা পাওয়ার পর এক বৎসরকাল সম্পূর্ণ অন্তর্ধানস্থ ছিলাম। এক সময় ৩ মাস দোহলা হইতে নামি নাই, অথচ চৌল-থাকা-সত্ত্বেও সে-সময় জ্যোতিষও পড়াইতাম না।

বাবাজী মহাশয়ের হরিনামের মালা সকল লোকে চুরি করিয়া লইয়া যাইত। তখন তিনি কাপড়ের থলিতে সংখ্যা রাখিতেন। তিনি কোন মানুষের সেবা নিতেন না; কাঠ ভাঙ্গিয়া সেই কাঠ বিক্রয় করিয়া চাউল ক্রয় করিতেন। সেই চাউল গঙ্গার জলে সিদ্ধাইয়া গ্রহণ করিতেন।

কোথায় কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভের রেখা পড়িয়া যাইতেছে, তাহা প্রত্যেকের অনুধাবন করা দরকার; নতুবা ভজনে অগ্রসর হওয়া যাইবে না, একটা শুষ্ক বা বৈধিনা ভাব আসিয়া হরিভজন হইতে পাতিত করিবে।

শ্রীগুরু—পুরুষোত্তম বস্তু। লোকে গুণবিশেষের সহিত চিৎ-বিশেষের গোলমাল করিয়া ফেলে। তিনি ভেদ ও অভেদ-প্রকাশ। Impersonalism বা নির্ব্বিশেষভাবের যে-সকল সাধন, সবই অপ্রয়োজনীয়। ইতিহাস ও রসিক বাদ দিয়া আমরা Transcendental Realists (অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তুর সেবক)।

সময় অধিক হওয়ায় সেইদিন শুরুপক্ষ শ্রীল প্রভুপাদকে হরিকথা কীর্ত্তন হইতে কিছুক্ষণের জন্য নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। শ্রীল দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ও সকলের সহিত উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্টচিত্তে হরিকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনিও শ্রীল প্রভুপাদকে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন সর্ব্বাধিকারী বলিলেন,—"আপনাকে একদিন আমাদের গীতা-সমিতিতে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা আপনাকে আমাদের বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আরও একটি নিবেদন জানাইতেছি যে, আপনাকে আমাদের ক্ষুদ্র অধিকারের নীচে

নাবিয়া কথা বলিতে হইবে।" তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"বক্তা নীচে না নাবিয়া যদি শ্রোতাকে উপরে উঠান, সেইটা ভাল নহে কি?—'বাঙ্গা ঘিসাইয়া এস ভগবান্'—এরূপ বিচারের আবাহন অপেক্ষা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নিকট পৌঁছিবার জন্য (approach) তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করা অধিক সমীচীন নহে কি?" এইরূপ হরিকথা-কীর্ত্তনাদিতে সেইদিন অতিবাহিত হইল। হরিকথার পরে প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শরণাগতি হইতে পদকীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর)

তাঁহারা অবিদ্যারূপ বিষাক্ত বীজ জীবের অন্তস্তরে রাখিয়া জীবের কেবল বাহ্য স্থূল শরীরের যেটুকু স্থূল-দৃষ্টির মধ্যে আইসে, সেই সঙ্কীর্ণ ও অত্যল্প স্থূল বা স্থূলদৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্ম জড়ভোগ-বাসনাময় মানসিক ইন্দ্রিয়ের তর্পণ বিধান করিতে যাওয়ায় অবিদ্যা-বীজ অনাদিরোগ-গ্রস্ত জীবের বর্ত্তমান জীবন ও অনন্ত জীবনকে বিষাক্ত করিয়া দেয়। এই বিষ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে সমগ্র সমাজ-দেহকে—সমগ্র মনুষ্যজাতিকে ক্রমবর্দ্ধিষ্ণুভাবিবে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে। সুতরাং যে সামাজিকগণ আপাত-শুভাদৃষ্টবাদীর চেহারায় এত নিকৃষ্ট অপকারের কার্য্য করেন—মহা শত্রুর কার্য্য করেন, তাঁহারাই কি পরোপকারী? না—তাঁহারা কখনই প্রকৃত পরোপকারী হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যদাসগণ এই কথা জানাইয়া দিয়া জীবের কেবল স্থূল চক্ষুর যেখানে ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, সেই সমষ্টুকু মাত্র নহে, তাহারও অন্তরালে জীবের অনন্ত জীবনের জন্য তাহার আর যাহাতে কোন ক্লেশ না হয় এবং শুধু ক্লেশ নিবারণ বা অনিবার্য্য চেষ্টা মাত্র নহে, যাহাতে বাস্তব সুখ লাভ হয়, সেই ভগবদ্বশ্যতা—যাহা ঐ কুষ্ঠরোগীর নিষ্কলঙ্ক স্বরূপের—স্বাস্থ্যের—শুধু ঐ কুষ্ঠরোগি-বিশেষের কেন, সমগ্র জীবের—সমগ্র চেতনের একমাত্র নিত্য স্বভাব, নিত্য স্বাস্থ্য, তাহাই প্রদান করেন। ইহারই নাম জীবের প্রকৃত—বাস্তব—নিত্য—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার—পরোপকার। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরোপকারের আদর্শ এইরূপ। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার এই পরোপকারের জন্য—শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'হাসপাতাল' এইরূপ পরোপকারের জন্যই নিত্য উন্মুক্ত। জগতে তথা-কথিত প্রাথমিক চিকিৎসা (first aid) বা তৎক্ষণাৎ শান্তি (immediate relief) দিবার নামে অনেক একঘেয়ে হাসপাতাল আছে; ঐরূপ অনন্ত হাসপাতাল থাকুক বা পরে হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-হাসপাতালের আদর্শও যে সেই একঘেয়েরই আর একটি সংস্করণ বৃদ্ধি করিয়া জীবের অসমোর্দ্ধ, বাস্তব, আত্যন্তিক, স্বাভাবিক, সার্ব্বক্ষণিক, উদার, অনন্য উপকারকে জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে, ইহা কি কখনও মনুষ্যোচিত বুদ্ধিমত্তার যুক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? যাঁহারা এ-সকল কথা শ্রবণ করেন নাই, যাঁহারা কেবল গতানুগতিকতার একঘেয়ে চক্ষু লইয়া সকল জিনিষ, এমন কি, তাঁহাদের অধিকারের বহির্ভূত জিনিষ পর্য্যন্ত 'দেখিয়াছি বা দেখিব' কল্পনা করেন, তাঁহারা এ-সকল কথা না বুঝিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য—তাঁহাদিগকেও সত্যকথা শুনাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচার করেন:—

"Back to Home and Back to God"

—ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপচীকির্ষা-প্রবৃত্তির মূলমন্ত্র।

পরার্থপরতা (ALTRUISM) ও গৌড়ীয়মঠ

পরার্থপরতা বা Altruismএর নামে প্রচ্ছন্নভাবে এত স্বার্থপরতার আদর্শ জগতে প্রচারিত রহিয়াছে যে,

তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়। নৌকাডুবি, বাষ্পীয়যানের সহিত সংঘর্ষ কিম্বা কাহারও গৃহে আগুন লাগিলে যেমন সেইরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিগণের অসতর্কতা দেখিয়া কতকগুলি দুষ্ট পৈশাচিকপ্রকৃতির লোক পরোপকারের ছলে নিজেদের তোষের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার সুযোগ আবিষ্কার করিয়া লয়, তদ্রূপ যে পরার্থপরতা অপরার্থপর সামাজিকগণের নিকট অধিকাংশস্থলেই মৌখিকতা মাত্র, সেরূপ পরার্থপরতার নামেও সমাজে অনেক অপরার্থ-পরতার তাণ্ডব দেখা যায়। স্বদেশ-প্রেমিকতার নামে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ, ধন-সংগ্রহ, কামিনী-সংগ্রহ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। অনাথা অবলা বিধবার উপকারের ছলনায় তৎপ্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত পেনিকগণের সংখ্যা জগতের ইতিহাসে নানাপ্রকার অপস্বার্থপরতার সাক্ষ্য দিয়াছে ও দিতেছে। নিঃস্ব পরিবারের অবৈতনিক অভিভাবক, পালক, শিক্ষক প্রভৃতি হইয়া পরে সুযোগমত নিঃস্বের সর্ব্বনাশ-সাধনের বহু দৃষ্টান্ত ধরিত্রীবক্ষে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের চেষ্টা এইরূপ কর্ম্মবীরের চেষ্টাকে কখনই আদর করেন না। তাহা (কর্ম্মবীরের চেষ্টা) যতই না কেন উন্নত উৎকৃষ্ট পোষাক-পরিচ্ছিত হইয়া নিঃস্বার্থপরতা বা পরার্থপরতার বিজ্ঞাপন প্রচার-পূর্ব্বক জগতের মনীষাকে স্তম্ভিত—মোহিত—প্রলোভিত করুক, শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন, একমাত্র কৃষ্ণস্বার্থপর না হওয়ায় সেই সকল চেষ্টার অন্তরালে কোনও না কোন কুমতলব লুক্কায়িত থাকিবেই থাকিবে। ঐ সকল কুমতলব, হীনচরিত্র ব্যক্তির কুব্যাধিগুলিকে লুকাইবার জন্য পারদঘটিত ঔষধ-ব্যবহারের ন্যায় একদিন না একদিন সমাজশরীরে ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। কৃষ্ণস্বার্থপরতা ব্যতীত জীবস্বার্থপরতা নাস্তিকতা মাত্র। উহা পরার্থ-পরতার অত্যন্ত অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের হেতু। জীব ছলস-বর্জ্জন-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ-প্রভাবে তত্ত্ববস্তুবিষয়ক সুকৃতিসম্পন্ন হইয়া সারগ্রাহী হইলেই এই সকল কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের দান—'সাহিত্য'; রাহিত্য নহে

শ্রীগৌড়ীয় মঠ বর্ত্তমানযুগকে 'সাহিত্য' দিয়াছেন, সাহিত্যের ছলনায় 'রাহিত্য' দেন নাই। 'শূন্য গ্রন্থি অক্ষরে বন্ধনে'র নামে যে-সকল সাহিত্যের বৈরিণীমূর্ত্তি বর্ত্তমান যুগকে ডাইনীর ন্যায়—পিশাচীর ন্যায় পাইয়া বসিয়াছে, তাহা হইতে শ্রীগৌড়ীয় জীবজগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য গৌড়ীয়-সাহিত্য প্রচার করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুগে পারমার্থিক জীবনরীতির মূল এজেন্ট—

গৌড়ীয় মঠ বর্ত্তমান যুগকে পারমার্থিক জীবনরীতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনাবিলভাবে—অকপটভাবে—অনলসভাবে অবিরাম বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ যাবতীয় অর্থনীতিকে পরমার্থ-নীতিতে পর্য্যবসিত করিবার অব্যর্থ এবং অমোঘ উপায় ও উপেয় প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমার্থ ব্যতীত পৃথক্ অর্থের শুভবিল, কৃষ্ণ ব্যতীত পৃথক্ অর্থের জমা-খরচ থাকিলেই সেখানে অনর্থ,—এই কথাটী বাস্তব-আদর্শ-আচরণে শ্রীগৌড়ীয় মঠ যেরূপভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা বুঝিবার চক্ষুষ্মান না পাইলে ভুল বুঝিয়া নিজের কল্যাণকে যূপ-কাষ্ঠে উৎসর্গীকৃত করিতে হইবে।

মতবাদ ও মতবাদের কবল হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-প্রদানকারী গৌড়ীয়মঠ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ মতবাদ বা মতবাদ প্রদান না করিয়া তৎসেবা-সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রত্যেক বৎসরের উৎসব এই সকল কথা বুঝাইবার জন্যই। মহোৎসবে বারোয়ারীর ভূরি-ভোজন বা আক্ষেপ্রিয়তর্পণ—গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য নহে। গৌড়ীয়মঠের মহাপ্রসাদ-সেবন—'ডাল-ভাত'-ভক্ষণ নহে, তাহা গৌড়ীয়মঠের সত্যবাণী-শ্রবণের জন্য পাথেয়-সংগ্রহের আহ্বান-পত্র—তাহা কৃষ্ণকথা-শ্রবণার্থ যোগ্যতা-বিতরণ ও বরণ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সব বিপরীত

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময়টা আবার নিরূপিত হইয়াছে এমন একটা সময়ে, যখন নিসর্গতঃই জাগতিক অসুবিধা বা উৎপাতের সময়। বলা ত' এই সময় প্রায় প্রতি বৎসরই হয়। বৃষ্টিতে চলাচল বন্ধ, নানাপ্রকার পীড়া প্রভৃতিরও এই সময়ই বেশ প্রাদুর্ভাব হয়। চাউলের দামও এই সময়ই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। তারপরে এই সময়টা

হরির শয়নকালে—কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবিচারে এই সময়ে একেবারে ঠোঁট সিলাই করিয়া রাখিতে হইবে—হরিকীর্ত্তন একেবারে বন্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে বা আত্মপ্রতিষ্ঠাকে পুণ্যাদির চেষ্টা করিতে হইবে; কারণ ইন্দ্রিয়তর্পণ পাপে হয়, পুণ্যেও হয়। চতুর লোক বোকা পাপিগণ অপেক্ষা চক্রবৃদ্ধি সুদ-সমেত পুণ্যে ইন্দ্রিয়-ভোগ করিতে পারেন। পাপী ১ মিনিট কি ২ মিনিট ফূর্ত্তি করিতে পারে—না হয় ৫০ বৎসর ফূর্ত্তি করিয়াই ইাপাইয়া পড়ে; কিন্তু পুণ্যে যাঁহাদের ভোগ-পাসনা, তাঁহারা বহু সহস্র বৎসর স্বর্গে নন্দনকাননে বিহার করেন। নিদেন, হার্জ্জিলিংএর বনগুলিকে নন্দন-কানন রূপে-গুণে সর্ব্বপ্রকারে হারাইয়া দিতে পারে। আর যাঁহারা ত্যাগে ভোগ কামনা করেন, তাঁহারা বোকা পাপী বা পুণ্যকামী চতুরগণের উপরও টেক্কা দিতে চাহেন বটে, কিন্তু মহাপথে তাঁহারা নিজেদের গলায়, নিজেরাই ফাঁসি দিয়া বসেন।

ঐরূপ এক সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময়, যে-সময় মুখ সিলাই করিয়া রাখিতে হইবে! কিন্তু সেই সময়ই শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহস্রমুখে, সহস্র সহস্র গগন-পবনে উচ্চ-কীর্ত্তন, তাহাও আবার ঘরে ঘরে গিয়া কীর্ত্তন নহে, মহানগরীর দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন—মহানগরীর পল্লীতে পল্লীতে কীর্ত্তন—কর্ণ-কোলাহলকে পর্য্যন্ত ছাপাইয়া উঠিয়া উচ্চকীর্ত্তন—একে প্রাকৃতিক বন্যার লোকে অস্থির, তা'র উপর আবার হরিকীর্ত্তনের প্রবল বন্যা আনয়ন—বৃষ্টিপাতের সময় আবার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের অবিচ্ছিন্ন অনর্গল বৃষ্টি-বর্ষণ—হরির শয়নের সময়ই হরির সেবার জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন,—চাউলের মূল্য বৃদ্ধির সময়ই হরিসেবার জন্য, হরিকীর্ত্তনকারিগণের সেবার জন্য চাউল ভিক্ষা। যেখানে সর্ব্বভূতের রাত্রি, সেখানেই সংযমীর জাগরণ; —সব বিপরীত।

(ক্রমশঃ)

* "হরির শয়ন বরিষা চারিমাস" (চৈঃ ভাঃ)

আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনী

বিনম্র-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

মহাশয়,

আগামী পৌষ মাসের ১৪ ও ১৫ই তারিখে আমাদের গৌহাটী সবডিভিসনের অন্তর্গত বরকুরিয়া গ্রামে এইবার আসাম-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন হইবে। আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই সভার আলোচনাতে যোগদান করিয়া আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন। নিবেদন ইতি।

সভার আলোচ্য বিষয়—বৈষ্ণবাচার।

কার্য্য-বিবরণী—

১৪ই পৌষ—সভাপতির অভিভাষণ-পাঠ, আলোচনা।

১৫ই পৌষ—আলোচনা।

(অধিবেশন-কার্য্য প্রতিদিন বেলা ১২টা হইতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিবে)

সভাপতি—শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস সেবাতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী।

বরকুরিয়া
১লা পৌষ ১৩৩৯

নিবেদক—
শ্রীরাধামোহন ব্রহ্মচারী
গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রমরক্ষক

দ্রষ্টব্য :—সভার স্থান নলবাড়ী রেলওয়ে ষ্টেশনের ৮ মাইল দক্ষিণে।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ
৯০ নং নবাবপুর, ঢাকা
২রা পৌষ, ১৩৩৯ সাল

বিপুল-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনম্ :—

গত ১লা পৌষ (১৩৩৯), ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৩২) শুক্রবার হইতে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক ভুবনমঙ্গল মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে ; আগামী ২৫শে পৌষ, ৯ই জানুয়ারী (১৯৩৩) সোমবার পর্য্যন্ত উক্ত মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরিকীর্ত্তন হইবে। আচার্য-প্রচারপরায়ণ সুবাগ্মী বক্তৃগণ বিশেষ বিশেষ দিবসে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সত্যানুসন্ধিৎসু-গণের ধর্ম্ম-বিষয়ক অকপট জিজ্ঞাসার উত্তর ও মীমাংসা প্রদত্ত হইবে। ২৫শে পৌষ, ৯ই জানুয়ারী (১৯৩৩) সোমবার জয়ন্তী-মহাদ্বাদশীর পারণ-দিবস **সাধারণ মহামহোৎসব** হইবে।

এতদ্ব্যতীত আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশ্ববিখ্যাত শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** ঢাকায় একটী **অভূতপূর্ব্ব বিরাট্ "সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী"** উদ্বোধন করাইবেন। বিস্তৃত বিবরণ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবে।

মহাশয়, সবান্ধবে ও সপরিবারে এই উৎসবে যোগদান করিলে মঠ-বাসিগণ পরম আনন্দিত হইবেন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা গোস্বামী, ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীনিখিলকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল, ভক্তিপ্রভাকর, ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ,
শ্রীসুকবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী
শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকবর্গ

দ্রষ্টব্য :—এ বৎসর ঊর্জ্জাব্রতকালে **শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা**অনুষ্ঠিত হওয়ায় ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসব নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। দৈবানুরোধে উপরি-উক্ত নির্দ্দিষ্ট পঞ্জী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন-যোগ্য।

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৯ই পৌষ শনিবার, ১৩০৯, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯০২ | ২০শ সংখ্যা

পারমার্থিক প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা

দুনিয়ার প্রয়োজন-পণ্যদ্রব্যের হাটে অনেকেই প্রয়োজনের কারবার করিতে আসিয়া ঠকিয়া যান। কেহ বা বেউলিয়া হইয়া পড়েন। দুনিয়ার প্রয়োজন—ধর্ম-অর্থ-কাম, না হয় খুব জোর মোক্ষ। ধর্ম-অর্থ-কামকে অপর ভাষায় ইন্দ্রিয়-ভোগ এবং মোক্ষকে নিবিন্দ্রিয়ভোগ-নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। জগতের যত কিছু কাজ, কর্ম্ম, চেষ্টা, প্রচেষ্টা, তৎসকলের মূলে যে প্রয়োজন, উহা ইন্দ্রিয় বা নিবিন্দ্রিয়-ভোগে পর্য্যবসিত হয়। মানুষের মস্তিষ্ক ইহা ব্যতীত অন্য কিছু প্রয়োজন কল্পনা করিতেই পারে না।

আমরা দুনিয়ার যে-সকল লোক দেখিতে পাই, তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই এমন একটিও পদবিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন, যাহা তাঁহাদিগকে অর্থ বা দ্রবিণ প্রদান করিতে পারে না। এই দ্রবিণ বা অর্থই একশ্রেণীর মানবের নিকট চরম প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এই প্রয়োজনের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা 'চরম'-বিশেষণে বিশেষিত হইবার যোগ্য নহে। কারণ, টাকা, কড়ি ও পয়সা মানুষ কিছু চিবাইয়া খাইতে ফেলিতে পারে না। উহারা ভোগের উপকরণ মাত্র। ভোগ-সাধক বলিয়াই টাকা "অর্থ" বা "প্রয়োজন" নামে কথিত হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার প্রচলন আছে। ঐ সকল মুদ্রার আকার কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে শত মুদ্রার একখণ্ড প্রমিসরি নোটে যে কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে সুন্দর ও সুবৃহৎ কাগজখণ্ড লোকের অধিকতর আদরণীয় হইত। শত মুদ্রার একখণ্ড নোটের জন্য মানুষ যে যত্ন স্বীকার করে, তদ্রূপ বা তদপেক্ষা সুন্দর কাগজখণ্ডের জন্য সেরূপ যত্ন

স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় না। সুতরাং প্রয়োজন কিছু বাহ্য রূপে আবদ্ধ নহে, বস্তু-বিশেষের ভোগ-সার্থকতাই জগতের প্রয়োজন আবদ্ধ।

জগতে ভোগই প্রয়োজনের মাপ-কাঠি। যে বস্তু যতটা ভোগ প্রদান করিতে পারে, সেই বস্তু ততটা প্রয়োজনীয় বলিয়া মানবজাতির নিকট বিবেচিত। ভোগ দুই প্রকার,—স্থূল ভোগ ও সূক্ষ্ম ভোগ। স্থূল ভোগ অনেকটা নিজ স্থূল সত্তায় কেন্দ্রীভূত, আর সূক্ষ্ম ভোগ অনেকটা নিজ স্থূল সত্তা হইতে ব্যাপ্ত (projected), (উহারই প্রতিবিম্ব স্বরূপ) অপর সত্তায় বিস্তারিত। মানুষ কখনও নিজে কোন একটী বস্তু ভক্ষণ করিয়া আনন্দ লাভ করে, কখনও বা নিজে ভক্ষণ করিবার স্থূল বা সূক্ষ্ম সামর্থ্যের অভাবে অপরকে খাওয়াইয়া আনন্দ ভোগ করে। কেহ নিজে একটী টাকা পাইলে আনন্দ ভোগ করে, কেহ বা তাহার সম্পত্তির কিয়দংশ অপরকে প্রদান করিয়া যে প্রভুত্ব ও ভোগটুকু সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহাতেই আনন্দ বোধ করে। একটী স্থূল ভোগ, আর একটী সূক্ষ্ম ভোগ। সাধারণ স্থূল সদসৎ বিচার স্থূল ভোগকেই "ভোগ" বলিয়া ধরিতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম ভোগের সূক্ষ্মতা ধরিয়া উঠিতে পারে না। যেখানে এই সূক্ষ্ম ভোগ মায়াবীর ন্যায় মানুষের স্থূল বুদ্ধিকে বঞ্চনা করিয়াছে, সেখানে মানুষ প্রয়োজনের বাণিজ্যে দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে।

কোন এক সময় তথাকথিত পরাধিকার মাত্র দুই জনৈক কর্ণধারের ভগবদর্চা-সমূহ দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই সকল কাঠ-পাথরের পুতুলগুলির জন্য কতকগুলি সেবক খাটকাইয়া না রাখিয়া এবং তাহাদের জন্য অর্থব্যয় ও প্রচুর ব্যয় না করিয়া যদি ঐ সকল উপকরণ জীবন্ত সুস্থ মানবকে সেবায় নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে জগতের কত উপকারই না সাধিত হইতে পারে!" ঐরূপ প্রকৃতির অপর একজন নায়ক বলিয়াছিলেন,—"খোল, করতাল, ভগবদ্ভক্তি-প্রচার—এই সমস্ত রাজকীয় আইনের দ্বারা উঠাইয়া দিয়া গ্রামে-গ্রামে স্বাদেশিকতার প্রচার প্রবর্তন করিলেই জগতের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে।" কোন সময় উহাদেরই আর একজন বন্ধু বলিয়াছিলেন,—"ভক্তিকথা-প্রচারকারিগণকে ধরিয়া আনিয়া চরকায় সূতা কাটিবার জন্য বসাইয়া দিলে মানবজাতির অধিকতর প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।" আর একজন বলিয়াছিলেন,—"তুলসীবৃক্ষে জল প্রদান করিয়া প্রকৃতির যে জল ও সময়টুকু নষ্ট করা হয়, তাহা বেতপগাছের সেবায় নিয়োগ করিলে মানুষ কিছু সত্তাধরে বেতন পাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে!"

এই সকল প্রয়োজন-নীতিবিদ্ মনীষিগণ প্রয়োজন-নির্ণয়ে আপনাদিগকে বড় সম্পত্তিবান্ মনে করিয়া কৃপমণ্ডূকের ন্যায় স্ফীত হইলেও তাঁহারা স্থূল বা সূক্ষ্ম ভোগকেই প্রয়োজন মনে করিয়া যে কয়টী সূত্রফলকে গ্রন্থি বন্ধন করিয়াছেন, তাহা খোলাই করিবার অবসর না পাওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের ভীমালিঙ্গনের ন্যায় পতিত হইয়া থাকেন।

যেখানে ইন্দ্রিয় বা নিরিন্দ্রিয়ের ভোগই প্রয়োজন, সেখানে হৃষীকেন্দ্রিয়তর্পণ-প্রয়োজন নিষ্কাশিত। যাঁহারা নিরিন্দ্রিয়-ভোগকে প্রয়োজন জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীগুরুকে ইন্দ্রিয়হীন সাব্যস্ত করিয়া কামারকে ইস্পাত কাঁকি দিবার বেশ একটা কৌশল আবিষ্কার করিলেও চরম প্রয়োজনে নিজেরাই বঞ্চিত হইয়াছেন। গুরুর যখন ইন্দ্রিয় নাই, তখন স্থূল জগতে আমরাই স্থূল ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ করিব, না হয় ইন্দ্রিয়-ভোগ-ত্যাগের নামে নিরিন্দ্রিয় সূক্ষ্ম ভোগ করিব। ঐ উভয় স্থানেই গুরুর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। গুরুর সহিত যেখানে সম্বন্ধ, সেখানে গুরুকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গুরুর পূর্ণচিদিন্দ্রিয়ের উপভোগ্যরূপে নিত্যবাস দর্শন করিতে হইবে।

অর্চ্যাবতার মানবকে স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগ-পাশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বহির্দর্শনে স্থূলমূর্ত্তিরূপে প্রকটিত। মানব নিজের ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য যে যে ক্রিয়ায় তৎপর হয়, তত্তৎ ক্রিয়াগুলিকে চেতনের সেবায় উন্মুখ করিয়া দিবার জন্য অর্চ্যাবতার জগতে অবতীর্ণ হইয়া স্থূলাসক্ত জীবের মঙ্গল করেন। একদিকে যেরূপ শব্দাবতার চেতনরাজ্য হইতে সেবোন্মুখ জিহ্বায় অবতীর্ণ হন, আর একদিকে তেমনি পূর্ণচেতনবস্তু জীবের সেবোন্মুখতা-বৃত্তিকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য স্থূলরাজ্যে অসম্পৃষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। বদ্ধজীবগণ জন্ম-জন্মান্তর নিজেদের ভোগের ও ত্যাগের কার্য্য-ব্যতীত ভগবৎসেবার জন্য তৃণ তুল্য করিতে প্রস্তুত নহে। এই প্রকার স্বভাব তাহাদের বহির্মুখতার

অস্থি-মজ্জাগত। এইরূপ বিকৃত রুচির অনুকূলে ইন্দ্রিয় যোগাইবার বহু ত্রাণক ও উপদেশক কখনও পরার্থিতা-প্রচারের পতাকা লইয়া, কখনও ত্রুটীর পূরিত মধুবাক্যের ঘুণা গান গাহিয়া জীবের সম্মুখে উপস্থিত হন। কিন্তু ঐ সকল উপদেশকেরই মূল-মন্ত্র বা প্রয়োজন—ইন্দ্রিয়-ভোগ বা নিরিন্দ্রিয়-ভোগ।

এই দুনিয়ায় আমরা সকলেই ঐরূপ ইন্দ্রিয়-নিরিন্দ্রিয়-ভোগ-প্রয়োজনের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের প্রদর্শনী খুলিয়া বসিয়া আছি। এই বিরাট্ বিশ্ব বিশ্বরূপের একটী প্রদর্শনী। প্রত্যেক জীবের প্রাত্যহিক চেষ্টা, আচার, কার্য, প্রত্যেকটী গৃহ-সংসার, বন-দেশ-প্রদেশ, সাম্রাজ্য ঐ বিশ্বরূপের প্রদর্শনীর এক একটী প্রকোষ্ঠ বা রঙ্গমঞ্চ। ঐ সকল প্রদর্শনী খুলিয়া দুনিয়ার দর্শকগণ হইতে যিনি যতটা পারিতেছেন, ততটা শুল্ক আদায় করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। প্রদর্শনীর চিত্রগুলি একঘেয়ে রূপ প্রদর্শন করিলেও সেখানে বহু-রূপিণী মায়া এমন একটা ইন্দ্রজাল-বিদ্যা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহার মধ্যেই একটা সাময়িক বৈচিত্র্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া দুনিয়ার দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

এইরূপ পারিপার্শ্বিকতার কুয়াশা যেখানে লোকলোচনকে সম্পূর্ণভাবে অভিভূত করিয়া নির্মল হরিসেবা-সূর্যালোকের প্রদর্শনীর প্রতি অন্ধপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে পারমার্থিক-প্রদর্শনী-উন্মোচনের বার্তা অনেকটা অস্বাভাবিক, অসঙ্গত, অথবা জাগতিক আর্থিক বা অনর্থময় প্রদর্শনীরই অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। জাগতিক লোক স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী, শিল্প-প্রদর্শনী, কৃষি-প্রদর্শনী, পশু-প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা পারমার্থিক-প্রদর্শনী অপেক্ষা অধিক বলিয়া বিচার করেন। ইহাতে তাঁহাদের কিছু দোষ নাই। কারণ, তাঁহাদের প্রয়োজন কিংবা প্রয়োজনীয়তার মাপ-কাঠি বা কষ্টিপাথর—ভোগ। স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, পশু, বাণিজ্য প্রভৃতির সমৃদ্ধি হইলে জগতে ভোগের প্রসার হয়। সমষ্টির ভোগের প্রসারে তদন্তর্গত ব্যষ্টিও সেই ভোগের ভাগীদার হইতে পারে। এইজন্য ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত উভয় ধারণাতেই ঐ সকল প্রদর্শনীর অধিকতর প্রয়োজনীয়তা কল্পিত ও স্বীকৃত হইয়া থাকে। যাঁহারা পরমার্থকে সর্ব-প্রয়োজনের মূলাধার প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিতে পারেন নাই, যাঁহারা মৌখিকতায় সেবাবিগ্রহের পারমার্থিকতা স্বীকার করিলেও অন্তরের অন্তঃপুরে অকপটভাবে পরমার্থের নিত্য আসন প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, তাঁহারা কার্যকালে পারমার্থিক অনুষ্ঠান অপেক্ষা আর্থিক অনুষ্ঠানের অধিক প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা পাকে-প্রকারে উদ্গার করিয়া থাকেন।

এই জগতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক অনুশীলন, আর্থিক প্রদর্শনীর অভাব নাই। দেশে, বিদেশে যাঁহারা আপনাদিগকে সভ্য বা শিক্ষিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ব্যষ্টি ও সমষ্টির ঐরূপ ভোগসম্পদ্বৃদ্ধির বহুপ্রকার মনো-হারী দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন। জাগতিক ভোগ-সম্পদ্বৃদ্ধির জন্য জগতের শতকরা নিরানব্বই জনই ধর্মিক নয় সৌনঃপুনিক লোক-সংখ্যা কোটী হস্ত, কোটী মস্তিষ্ক নিয়োগ করিয়া আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতেছেন। উহাতে দোহার দিবার জন্য নিত্য অসংখ্য অসংখ্য নূতন প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক বীর প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু একমাত্র অনাবিল পারমার্থিকতাকেই সারাৎসার, সর্ব-মূলাধার, পরম ও চরম প্রয়োজনরূপে বরণ করিয়াছেন কয় জন?

এ কথা সত্য ও স্বাভাবিক যে, বিশ্বরূপের প্রদর্শনীর উন্মুক্ত দ্বারে দর্শকগণ নিজেরা কখনই পারমার্থিকতাকে সারাৎসার প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিতে পারে না—যদি কোন অভিযন্তা পরমার্থসঙ্ঘ বৈকুণ্ঠভূত ভূলোকে আসিয়া গোলোকের প্রদর্শনী উন্মোচন না করেন, জীবের প্রয়োজন-বিচারের দিব্য বিবেককে বৈকুণ্ঠবাণীর বিজলী-সঞ্চারে উদ্বুদ্ধ করিয়া যদি সেখানে পরমার্থ-সার্থকতা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতার আবির্ভাব না করেন। বিশ্ব যখন বিশ্বরূপের প্রদর্শনী লইয়া মাতিয়া রহিয়াছে, তখনই জীবগণকে পারমার্থিক প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিবার জন্য পরমার্থৈকপর গৌরজন নানাপ্রকার আচার-প্রচার, অনুসরণ-অনুশীলন, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবিষ্কার করিতেছেন।

পরমার্থ-শিক্ষার বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে সৎসঙ্গ-প্রদর্শনী অন্যতম। জাগতিক আর্থিক সমৃদ্ধির প্রদর্শনী দর্শন করিলে যেরূপ জীবের অর্থ বা ভোগের প্রতি আগ্রহ, কৌতূহল, চেষ্টা, যত্ন ও তত্ত্ববিষয়ের অনুশীলনের জন্য অধ্যবসায়, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হইয়া

জীবকে আপাত পুষ্পিত উক্তেজনার মধ্য দিয়া ক্রমে অনর্থময় ভোগের দাসত্বে, দুঃখে ও কারাগারে নিপাতিত করে, তদ্রূপ পারমার্থিক-প্রদর্শনী দর্শন করিলে জীবের পরমার্থের প্রতি আগ্রহ, পরমার্থ-বিজ্ঞাসার কৌতূহল, শ্রবণ এবং তদনুশীলনে বিশেষ রুচি উদিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া তদাৎসেবাময় অনাবিল শান্তিপূর্ণ, জীবের চরম আকাঙ্ক্ষিত পরমীতে জীবকে অধিষ্ঠিত হইবার সুযোগ প্রদান করে।

পরমার্থহীন জগতে পারমার্থিক-প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা অবর্ণনীয়। মানুষের বুদ্ধি যেখানে ইতর প্রাণীর আহার-নিদ্রা-ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টার স্থূলতায় আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত স্থূল হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে স্থূল আদর্শের দ্বারা সংশিক্ষা-প্রদান-ব্যতীত অন্য সহজতর পন্থা আর কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। যাঁহারা চেতনময়ী চরিকথা সহজে ধরিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে সেই সকল কথার স্থূল আদর্শ-দ্বারা পরমার্থের পথে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা পারমার্থিক-প্রদর্শনীর দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। বালকগণের শিক্ষার জন্য যেরূপ স্থূল আদর্শসমূহ বিদ্যালয়ে প্রদর্শিত হয়, স্থূলবুদ্ধি কনিষ্ঠাধিকারীর জন্য যেরূপ পরম করুণাময় অর্চাবতারের আবির্ভাব সনাতন শাস্ত্রানুমোদিত, তদ্রূপ যে জগতের পরমার্থ-বিজ্ঞানের আমরা অধিকাংশেই বালকপর্য্যায় হইতে পারি নাই, সেই জগতে স্থূল আদর্শের দ্বারা পরমার্থ-শিক্ষা দিবার যে অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রণালী শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজপ্রবর সুযোগ্যতমভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার উপকারিতা ও উপযোগিতা সুধী-মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিষ্ণুর অর্চাবতারকে কাঠ-পাথর-পুতুল প্রভৃতি মনে করিলে যেরূপ অর্চাবতারের পরমকরুণার দান হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তদ্রূপ পারমার্থিক-প্রদর্শনীর আদর্শসমূহের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য তর্ক ও সময় না দিয়া জাগতিক বিকৃত অভিজ্ঞতার চশমায় উহাদিগকে তামাসার পুতুল কিম্বা বায়োস্কোপীয় সঙ্‌রূপে দর্শন করিলে উদ্দিষ্ট সৎশিক্ষা ও চিরমঙ্গলের উন্মুক্তদ্বার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চিরবঞ্চিত হইতে হইবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারমার্থিক-প্রদর্শনী সঙ্ বা তামাসা দেখাইবার জন্য উদ্দিষ্ট নহেন। পরন্তু পরমার্থ-শিক্ষাই প্রদর্শনীর প্রত্যেকটী আদর্শে রূপগ্রহণ করিয়া বিরাজমান। নির্বিশেষবাদের উপদেশবাদ, বেদবেদান্তের গূঢ় শিক্ষা শ্রীমদ্-ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের আচার-প্রচার-লীলা, আচার্য্য ও মহাজনগণের অনুশীলন ও আদর্শ, সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের পার্থক্য, প্রত্যেক জীবের চরম কল্যাণের উপায় ও উপেয়, জীবের প্রকৃত অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, সম্পদ, আনন্দ, প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতার বার্ত্তা, প্রকৃত স্বদেশানুরাগ, প্রকৃত বিশ্বপ্রেম, প্রকৃত সেবাধর্ম্ম ও জীবে-দয়া, প্রকৃত পরার্থিতা (Altruism) এবং মানবের জীবনের যাবতীয় সমস্যার সুসমাধান এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর আদর্শসমূহের দ্বারা সাধারণবুদ্ধি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

পরমার্থ-প্রদর্শনীতে অন্বয় ও ব্যতিরেক দুই ভাবেই সৎ-শিক্ষাপ্রদানের আদর্শসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল আলোক দেখাইলে আলোকের সৌন্দর্য্য, উজ্জ্বলতা ও মহিমা আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয় না। আলোকের পাশাপাশি অবস্থিত অন্ধকার ব্যতিরেকভাবে আলোকের উজ্জ্বলতারই পুষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং আলোকের সঙ্গে অন্ধকারও প্রদর্শিত হইলে আলোকের মহিমার প্রতিই লোকের হৃদয় ধাবিত হয়। পারমার্থিক-প্রদর্শনী সৎসঙ্গের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিবার জন্য নানাবিধ কপটতা ও কৃত্রিমতার আদর্শগুলিকেও পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছেন। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা বস্তুবিশেষকে গর্হণের উদ্দেশ্যে বা কোন অসৎ সাম্প্রদায়িকতার ঈর্ষামূলে কল্পিত হয় নাই; পরন্তু অসদ্বৃত্তিগুলি পরিহার না করিলে অকৃত্রিম অকপট সত্যের পথে প্রবেশ করা যায় না। সত্যের পথ পরম নির্ম্মল ও সর্ব্বপ্রকার কপটতারহিত, ইহা জানাইবার জন্যই ঐ সকল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। চুরি করা বা মিথ্যা কথা বলা যে অন্যায় কার্য্য, ইহা কোন আদর্শের দ্বারা দেখাইলে যদি কেহ ঐ সৎশিক্ষাকে নিজের গায়ের উপর টানিয়া লইয়া নিজকেই দোষী বলিয়া ধরা দেন এবং সৎ-শিক্ষার প্রচারকদিগকে 'ঈর্ষাপরায়ণ', 'নিন্দক' প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করেন, তাহা হইলে সুধী ব্যক্তিগণ ঐরূপ অসদ্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দিবার জন্য সৎশিক্ষকের মুখ-স্বরূপ শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করিবার পক্ষপাতী হন না।

পারমার্থিকতার আবরণে অনেক প্রকার কপটতা ও সাধারণ ভ্রম (common errors) প্রদর্শনীগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের

মত সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও উহা প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সংশিক্ষক সংশিক্ষার মুখৈশ্লেষিক ও ভাষোক্তিক ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যার দ্বারা বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক লোককে ভাবী বিপদ হইতে সতর্ক করিলে যদি কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণী-বিশেষ তাঁহাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইল বলিয়া অসন্তুষ্ট হন— যদি সংশিক্ষার প্রচারকদিগকে 'সাম্প্রদায়িক' এবং সৎ ও অসৎ সকল মতের একাকারকারিদিগকে 'পরম উদার' বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সুধী সমাজ ঐরূপ কপটতাকে প্রশ্রয় দিবার পক্ষপাতী কখনও হইতে পারেন না।

সত্য আবিষ্কৃত হইলে অসত্যের পক্ষ যদি ঐরূপ স্পষ্ট-সত্যাদিষ্টতাকে 'সাম্প্রদায়িকতা' নামে অভিহিত করিয়া অসত্যকে স্থাপন করিবার অপসাম্প্রদায়িকতা করিয়া বসেন এবং তদ্দ্বারা দুনিয়ার লোকের সমবেদনা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেন, তাহা হইলে তাহাতে সংশিক্ষা বা সত্য-প্রচার কুণ্ঠিত হইতে পারে না।

সংশিক্ষা-প্রদর্শনী কপটতার যাবতীয় নাড়ী-নক্ষত্রকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া লোকলোচনে প্রকাশ করিয়াছেন। সত্য সরল ও নির্ভীক, তাহা কখনই লোকাপেক্ষা করেন না। এই-রূপ সংশিক্ষা-প্রচারের আদর্শই একান্ত সত্যানুসন্ধিৎসুগণের আলোকস্তম্ভ হওয়া উচিত। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারমার্থিক-প্রদর্শনী সেই সংশিক্ষাই প্রচার করেন। ব্যষ্টি বা সমষ্টি, এক বা বহু, পৃথিবীর একজন বা সমস্ত ব্যক্তির বিচারে যাহা সৎ বা অসৎ, তাহা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর সৎ ও অসৎ আদর্শের অন্তর্গত নহে। যাহা পরম সত্য-স্বরূপ স্বরাটের বিচারে সৎ, যাহা ভাগবতের বিচারে সৎ, তাহাই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য বিষয়। পরম সত্য-স্বরূপকে সৎ বলায় যদি কেহ তাহা সাম্প্র-দায়িকতা মনে করেন, সতীর সতীত্বধর্ম্মকে কেহ যদি অনুদারতা বা কুসংস্কার মনে করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিবিশেষের বা সমষ্টিবিশেষের 'মনে করা-রূপ' অবস্তুতিত অপসাম্প্রদায়িকতায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর আদর্শ কখনই কুণ্ঠিত হইতে পারে না।

একঘেয়ে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে মনে করিতে পারেন,—এরূপ দুর্দ্দিনে, সার্ব্বদেশিক অর্থকৃচ্ছ্রতার মূলে পারমার্থিক-প্রদর্শনী না খুলিয়া ঐ সমস্ত অর্থ অভাব-গ্রস্ত বা দুঃস্থ দেশবাসীর সেবায় নিযুক্ত করিলে লোকের অধিক উপকার হইত। এই পরামর্শ বা সদুপদেশটী জাগতিক চিন্তাস্রোতে মুহ্যমান সকল লোকেরই আপাত সমবেদনা ও সহানুভূতি-আকর্ষক হইলেও এই প্রস্তাবটী লোকের মঙ্গলের পক্ষে কতটা অন্তরায়, তাহা বুদ্ধিমান মানবজাতির একটু তলাইয়া ভাবিয়া দেখা উচিত। যদি কেহ পরামর্শ দেন,—এইরূপ দুর্দ্দিনে পৃথিবীর যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিয়া উহাতে ব্যয়িত অর্থ ও জনশক্তি দেশের আশু সঙ্কটাপন্ন আর্থিক দুরবস্থার দূরী-করণে নিয়োজিত হওয়া উচিত, তাহা হইলে কি তদ্দ্বারা দেশের অভাব-মোচন বা মঙ্গল হইবে?—না তৎপরিবর্ত্তে শিক্ষার অভাবে লোকে অধিকতর অর্থহীন, শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন হইয়া পৃথিবীকে এক নরকস্থানের স্থায়ী রাজ্য করিয়া তুলিবে? অধিক কি, এই দুর্দ্দিনে চলচ্চিত্র, রঙ্গালয়, বারবনিতা-ভবন, অশ্লেষ্য-খাদ্যাগার, বিলাসিতার অসৎ প্রদর্শনীগুলিও উঠাইবার পরামর্শও কি সমীচীন বোধ হইবে? পারমার্থিকতাকে যাঁহারা একেবারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত করিতে চাহেন, তাঁহারাই ঐরূপ উপদেষ্টা সাজেন এবং যাঁহারা ঐরূপ ব্যক্তিগণের সহিত অন্তরে সমভাব-সম্পন্ন, তাঁহারাই ঐরূপ পরামর্শদাতা-দিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জগতে পারমার্থিক-শিক্ষার প্রচার বন্ধ হইলে, পারমার্থিক-শিক্ষার জন্য লোকের অর্থ, বাক্য, বুদ্ধি, শক্তি নিয়োজিত না হইয়া অপর কার্য্যে নিযুক্ত হইলে উহা প্রাণপুরুষকে হত্যা করিয়া মৃতদেহকে বিবিধ ভূষণে সাজাইবার চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক হইয়া যাইবে। ইহা যে মানবজাতির মনীষিগণ বুঝিতে পারেন না, তাহা সর্ব্ব আশ্চর্য্য অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্য। পারমার্থিক-শিক্ষা-প্রচার বন্ধ হইলে জগতের যাবতীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ্, রাজনীতি, সমাজনীতি, সভ্যতা, স্বাধীনতা—সমস্তই দানবীয় বুদ্ধিতে পরিণত হইয়া জগৎকে বিনাশের আগ্নেয়গিরির মুখে নিক্ষেপ করিবে।

কোন এক ব্যক্তি একবার ষ্টীমারে যাইতে যাইতে ষ্টীমারের boiler (বয়লার) দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ যে বিপুলাকার বস্তুটী ষ্টীমারের অনেক স্থান আবদ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—প্রত্যহ শত শত মন কয়লা, জল এবং বহুলোকের সেবা ও শক্তি আত্মসাৎ করিতেছে, ইহার আবশ্যকতা কি? বরং উহাকে এত কয়লা না দিয়া যে

গুলি অধিকতর খাটিতেছে, সঞ্চয় বাড়াচড়া করিতেছে, উহাদিগকে বয়লারে ব্যবহৃত কয়লার মূল্যের বিনিময়ে কিছু বেশী করিয়া তৈল প্রদান করিলে ইঞ্জিনার অধিকতর স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে এবং বয়লারটী উঠাইয়া দিয়া তৎস্থানে বহু লোকের বসিবার স্থান করা যাইতে পারে। পারমার্থিক-প্রদর্শনী না করিয়া জগতের আর্থিক-প্রদর্শনী বা জগতের ত্রিতাপদগ্ধ ব্যক্তিগণের শারীরিক সেবা করিবার অধিক প্রয়োজনীয়তা-অনুভবকারী ব্যক্তিগণের বুদ্ধিও কি তদ্রূপ নহে? বয়লার না থাকিলে অন্যান্য সমস্ত যন্ত্র অকর্মণ্য ও অচল হইয়া পড়ে। পরমার্থ না থাকিলে অর্থের সার্থকতাই থাকে না। অর্থ সর্ব্বদা পরমার্থের সেবা করিয়াই সার্থকতা লাভ করিতে পারে, নতুবা অনর্থ উৎপাদন করে মাত্র। সমস্ত দুঃখ-দৈন্য-অভাবের মূল কারণের, সমস্ত ভবব্যাধির নিদানের প্রতিকার পরমার্থের মধ্যেই পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, অন্য কোথায়ও তাহার সমাধান নাই। সেই পরমার্থকে নির্ব্বাসিত করিলে সমাজে যে অভাব, দুঃখ-দৈন্য, বেদনার স্রোত প্রবাহিত হইবে, তাহা রুদ্ধ করিবে কে? শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পারমার্থিক-প্রদর্শনী এইরূপ সমস্ত দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে—পৃথিবীর সার্ব্বজনীন অভাব ও বিপদের মধ্যে পরমার্থের সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক প্রয়োজনের প্রতি মানবজাতির বিলুপ্ত বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই বিভিন্ন স্থানে পারমার্থিক-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিতেছেন। শোকে, দুঃখে ও বিপদে পরমার্থই জীবকে সান্ত্বনা ও বল প্রদান করিতে পারে, নশ্বর অর্থ বা অন্যান্য তাহা পারে না। বিপদের সময়েই বরং আমাদের হৃদয় ভগবদ্‌কৃপার জন্য আর্ত্ত হয়। মানুষ যখন আপনাকে সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ মনে করে, তখন তাহার ক্ষীত বিস্রান্তচিত্ত কখনই সত্যের পথে প্রধাবিত হয় না। কাজেই জাতীয় জীবনের এবং সমগ্র দেশের এই দুর্দ্দিনে পারমার্থিক আদর্শেরই প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বা একমাত্র।

পরার্থিতা (Altruism)

পরের জন্য আত্মোৎসর্গকে পরার্থিতা বলে। মানবের বিভিন্ন প্রকার আত্মবোধ ও আত্মাভিমান হইতে ঐরূপ আত্মোৎসর্গের প্রণালী বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বা যাঁহারা আপনাকে বা আপনাদিগকে দেহ-ব্যতীত অপর কিছু বস্তু ধারণা করিতে পারেন না, দেহাত্মবোধই যাঁহাদের সমগ্রহৃদয়কে সর্ব্বক্ষণ আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা নিজে যেই দেহে দুঃখ বা সুখ অনুভব করেন, সেই নিজ-দেহের সুখের জন্য চেষ্টাকে যেরূপ বহুমানন করেন, সেইরূপ সেই চেষ্টাকে ব্যাপ্ত করিয়া পরের দেহের সুখানুভবে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহাকে পরার্থিতা বলিয়া মনে করেন।

যাঁহারা আবার আর একটুকু অগ্রসর হইয়া স্থূল দেহকে অতিক্রম-পূর্ব্বক সূক্ষ্ম দেহ-মনের সহিত আত্মাভিমান সম্পর্কিত করেন, তাঁহারা নিজ মানসিক উন্নতির চেষ্টাকে পরার্থে ব্যাপ্ত করিতে পারিলে তাহাকেই পরার্থিতা মনে করিয়া থাকেন।

আবার যাহারা স্থূল দেহাত্মবোধ বা সূক্ষ্ম দেহাত্মবোধের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া প্রকৃত আত্মায় আত্মবোধ করেন, অর্থাৎ যাঁহাদের প্রকৃত বস্তুতেই বস্তুজ্ঞান উদিত, প্রকৃত সত্যেই সত্যজ্ঞান উদ্বুদ্ধ, তাঁহারা অপর আত্মার হিতার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়া যে পরমাত্মার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করেন, তাহাকেই পরার্থিতা বিচার করেন।

দেহাত্মবোধ বা মনে আত্মবোধ হইতে অপরের দেহ ও মনের সুখ-বিধানের জন্য অর্থাৎ জড়ের বা মিশ্রিত জড়ের সাময়িক তৃপ্তির জন্য অপর মিশ্রিত জড়বদ্ধ যখন আপনাকে উৎসর্গ করে, তখন তাহাতে যে মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহা জড়ের রাজ্যে জড়বুদ্ধি লোকের তবের বস্তু হইয়া থাকে।

স্থূল দেহ বা সূক্ষ্মদেহকে কেন্দ্র করিয়া যে পরার্থিতা, তাহা আপাতঃ দর্শনে পরার্থিতা হইলেও পর-পীড়া মাত্র। ইহা একটুকু সহিষ্ণু হইয়া বিচার করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের পরার্থিতা—"গরু মারিয়া জুতা দানে"র ন্যায়ে

প্রতিষ্ঠিত। কোন ব্যক্তিকে নীচকাণে নরপশুর অন্তান্ত কষ্টে বিচরণ করিতে দেখিয়া এবং ঐ ব্যক্তির কাতর নিবেদন শ্রবণে তখনই তাহাকে একজোড়া জুতা দান করিয়া তাহার উপকার করিবার চেষ্টা উচিত হয়, তখনই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটী গোবধের ভাগী না হইলে ঐ পরার্থিতার ফল অর্জ্জন করা যায় না। গোপীকে ছাগলাদ্য খুব খাওয়াইয়া তাহার শরীর পুষ্ট করিতে হইলে একটী জীবন্ত ছাগলকে মাটির মধ্যে পুতিয়া বধ করিতে হয়। একটী প্রাণীর প্রতি হিংসা না করিলে আর একটী প্রাণীর উপকার করা যায় না। শুনা যায়, বহু পূর্ব্বকালে পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কৃষ্ণবর্ণ লোক দেখিলেই তথাকথিত রাজপুরুষগণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেন। তাহাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় হাত, পা বাঁধিয়া গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখা হইত। নীচে একটী বৃহৎ মৃত্তিকুণ্ড খনিয়া তাহার উপরে একটী পাত্র রাখা হইত। ঐ জীবন্ত মানুষকে পূর্ব্বে কয়েক দিন খুব ভাল করিয়া পুষ্টিকর দ্রব্য-সমূহ ভোজন করান হইত এবং সেই পরিপুষ্ট ব্যক্তির শরীর হইতে অগ্নির তাপে ক্রমে ক্রমে যে সকল সারাংশ বহির্গত হইত, তাহা নিম্নস্থিত পাত্রে পড়িয়া সঞ্চিত হইত। ঐ সারবস্তু 'নিমাই তৈল' নামে প্রসিদ্ধ। বহু জীবন্ত লোকের প্রাণ বধ করিলে সামান্য কিছু 'নিমাই' সংগ্রহ হইত। কিন্তু উহা খুব উপকারী ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এমন কি, উহা ক্রমাগত মালিশ করিলে অগ্নির তাপদগ্ধ স্থানও পুনঃ সমযোজিত হইতে পারে, শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের বড়লোকগণের ঘরে এই দুর্লভ 'নিমাই' থাকিত; তাহারা পরার্থিতার উদ্দেশ্যে সময় সময় উহা বিতরণ করিয়া লোকের নিকট সম্মান ও আদর লাভ করিতেন। কিন্তু এইরূপ পরার্থিতার মূলে যে পর-পীড়নের একটী ভয়াবহ লোমহর্ষণ অভিনয় লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা তথাকথিত পরার্থিগণের হৃদয়ে অনুভবের বিষয় হইত না। একজন ব্যক্তির দেহের প্রস্তাবিত সামরিক উপকার করিতে গিয়া যে কতগুলি ব্যক্তিকে বলি দেওয়া হইত, তাহা পরার্থিতার আপাতঃ মোহন আবরণে লোকের বিচারের বিষয় হইত না।

বর্ত্তমানে ঐরূপ চেষ্টা আধুনিক সভ্য ব্যক্তিগণের চেষ্টার রাজকীয় আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হইলেও সভ্যতার নামে পরার্থিতার আবরণে অনেক ক্ষুদ্র পর-পীড়নের আবর্ণ দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। সেদিন কোন এক পাশ্চাত্য দেশীয় চিকিৎসক সংবাদপত্রে জানাইয়াছেন যে, পরার্থিতার (experiment)এর জন্য প্রতি বৎসর কয়েক কোটী জীবের জীবন অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে বিনাশ করা হয়। ঐ সকল প্রাণীর মধ্যে পশু-পক্ষীর সংখ্যা অধিক হইলেও মানবের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আর পশু, পক্ষীর সংখ্যাই বা যদি অধিক হয়, তাহা হইলেও সেখানে পরার্থিতার প্রতিজ্ঞা কি ভঙ্গ হইয়া পড়ে না? মানব-জাতির অতি ক্ষুদ্র সংখ্যাকে সাময়িকভাবে সুখ প্রদান করিতে গিয়া অপর প্রাণীর জীবন হরণ করিবার কি অধিকার মানবজাতি পাইয়াছেন? মানবজাতি যে প্রাণীর প্রাণ সঞ্চার করিতে অক্ষম, সেই প্রাণীকে নির্দ্দয়-ভাবে হত্যা করিয়া কতকগুলি মানবের সাময়িক ইন্দ্রিয়তর্পণ, বা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক-নিজেন্দ্রিয়-তর্পণই কি পরার্থিতা? কাজেই জগতে যত কিছু তথাকথিত পরার্থিতা, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনে পর-পীড়নেরই জীবন্ত দৃশ্য দেখা যায়। এই জগতের পরার্থিতা এক 'পরের' আপাতঃ উপকারের মহত্ত্ব দেখাইতে গিয়া অপর 'পরের' ততোধিক পীড়ন না করিয়া প্রচারিত হইতে পারে না।

এখানকার দুঃখীকে বস্ত্র-দান, অন্ন-দান, আর গোপীকে ঔষধ পথ্য-দান—যিনি যে পরার্থিতার নামই করুন না কেন, তাহাতে একজনের উপকার করিতে গিয়া আর এক-জনের অপকার বা ক্লেশ হইবেই হইবে। একজনের অর্থ আনিয়া অপরকে দান করিলে অপরের ভোগ-সুখ ততটা পরিমাণে কম হইবে। এখানে একজনকে মোটর-গাড়ীতে চড়াইলে আর একজন লোককে বা বহু লোককে রাস্তায় হাঁটিয়া ধূলা খাইতে হইবে। একজন অট্টালিকায় বাস করিলে আর একজনকে মজুরী করিতে হইবে। আধুনিক তথাকথিত সাম্যবাদের নীতি এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যে একাকার করিবার একটা কল্পনা করিতেছেন, তাহা একদিকে যেমন অসম্ভব, অপরদিকে তেমনি পর-পীড়নের অভিনব প্রশস্ত পথ।

জাগতিক পরার্থিতা অসম্ভব ও কপটতাপূর্ণ। আমরা যতই কেন না অপরের উপকারের উদারতার প্রদর্শনী খুলি, তাহাতে অপরের প্রতি উপকার কথাটী কেবল বঞ্চনামূলক। বস্তুতঃ তাহা নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে অপরে

ব্যাপ্ত করিয়া দেখিবার একটী অন্বয় পিপাসা মাত্র। যেমন নিজে কিরূপ দাড়িয়াছি, তাহা দেখিতে হইলে অপর প্রতিবিম্বে নিজের ছবি প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখিতে হয়, তদ্রূপ আমরা নিজে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের যে তৃপ্তি অনুভব করি, তাহাই অপরে প্রতিবিম্বিত বা ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে চাই। উহা পরের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি নহে; বস্তুতঃ নিজেরই ইন্দ্রিয়তর্পণ। একটু আয়ত্ত হইয়া বিচার করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

ভগবদ্ভক্তগণের পূর্ণ ও পরমব্যাপ্ত পরার্থিতা কর্ম্মীর প্রস্তাবিত পরার্থিতার ন্যায় সংকীর্ণ এবং চরমে অপরের পীড়াদায়ক নহে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবদ্ভক্তেই পরার্থিতা অতি সুন্দরভাবে বিরাজিত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পরার্থিতার প্রস্তাব পরবঞ্চনা মাত্র। উহা মানবের পরম অর্থের পথে অর্গল-স্বরূপ আর কিছুই নহে। উহা মানবকে দেহ-সম্বন্ধ ও মনঃসম্বন্ধ-বিচারে এতদূর সমাবিষ্ট করিয়া দেয় যে, তাহারা আত্মার পরম অর্থের বিষয় ভ্রমক্রমেও চিন্তা করিতে পারে না। ঐ বিচারে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ 'পর'-পক্ষে নিজ স্থূলের উপযোগী ব্যাপ্ত অপর স্থূলদেহ ও মন এবং 'অর্থিতা'-পক্ষে ঐ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের আপাতঃ তৃপ্তি ব্যতীত আর কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে না। কেহ কেহ ঐ স্থূল-সূক্ষ্মদেহের আপাত তৃপ্তির বিশ্বাসঘাতকতায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া আত্মহত্যার প্রণালীকে 'পরার্থিতা' বলিয়া কল্পনা করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত 'পর' বলিতে পরাৎপর পুরুষোত্তম এবং 'অর্থিতা' বুঝিতে সেই অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তমেরই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ছাড়া আর কিছু বুঝেন না। সেই পরাৎপর বস্তুটী একটী অন্বয় পূর্ণবস্তু বা Integer. তাহা ভগ্নাংশ বা দশমিক জাতীয় বস্তু নহে। কাজেই সেই পরাৎপরের অর্থের ইন্ধন যোগাইতে পারিলে অন্যান্য যাবতীয় ভগবদ্গত বস্তুর অর্থ আনুষঙ্গিকভাবেই সাধিত হইয়া থাকে। মূলে জল প্রদান করিলে সমস্ত পল্লব, পত্র, পুষ্প আপনি সঞ্জীবিত হইয়া থাকে। অবশ্য আপাত বিচারে মনে হয়, যখন গাছের পাতাটী শুকাইয়া গিয়াছে, ফলটী পরিপুষ্ট না হইয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, তখন ঐ পাতা বা ফলে জল দান না করিয়া মূলে জল-প্রদান-ব্যাপারটী জলের অপব্যয় ও অপব্যবহার মাত্র। কিন্তু ঐ গাছের পাতার বা ফলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যিনি মূলকে উপেক্ষা-পূর্ব্বক যতই কেননা পাতা ও ফলের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করেন এবং তাহাকে সেবাধর্ম্ম বা পরার্থিতা বলিয়া মনে করেন, ঐ প্রণালীতে কিছুতেই পাতা বা ফলকে সঞ্জীবিত করা যাইবে না। উহার দ্বারা পত্রে, ফলে বা পুষ্পে সাময়িক একটুমু সঞ্জীবনের ভাব আসিতে পারে। কিন্তু মূল হইতে পত্রে ও ফলে রস সঞ্চারিত না হইলে কিছুতেই উহারা স্থায়ীভাবে সতেজ থাকিতে পারে না। জগতের সমস্ত 'পর' বস্তুর মূল অর্থাৎ পরাৎপর বস্তু ভগবান্। সেই মূলের সেবা না করিয়া যাঁহারা অন্যান্য বস্তুর আপাত ক্লেশকে বিদূরিত করিবার জন্য পরার্থিতার পৌরোহিত্য করেন, তাঁহাদের প্রণালী বৃক্ষের মূল অবজ্ঞাপূর্ব্বক পত্রে ও ফলে সাময়িকভাবে জলসেচনের প্রণালী মাত্র। তাঁহারা এইরূপভাবে কয়টী পত্র বা ফলকে কতক্ষণ সতেজ রাখিতে পারিবেন? কিন্তু মূলে জল দিলে সমস্ত পত্র, সমস্ত ফল, পুষ্প, শাখা, প্রশাখা অর্থাৎ বৃক্ষ সমগ্রভাবে সঞ্জীবিত থাকিবে। একটী পত্রকে সাময়িকভাবে সতেজ করিতে গিয়া অপর পত্রের প্রতি যে ঔদাসীন্য বা হিংসা করা হয়, তাহা কর্ম্মী পরার্থীর পক্ষে অনিবার্য্য।

ভগবদ্ভক্ত সমস্তই পরাৎপর বস্তুর জন্য অনুষ্ঠান করেন, এই হেতু অপর বস্তুর প্রতি পীড়ন বা হিংসা বলিয়া কোন ব্যাপার তাহাকে বা কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারে না। সমস্তই এক পরম পরার্থের জন্য সাধিত হওয়ায় আনুষঙ্গিকভাবে সকলেই উপকৃত ও প্রফুল্লিত হইয়া থাকে। এইজন্য ভগবৎসেবাতেই পরার্থিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে, বুদ্ধধর্ম্মের অহিংসানীতি প্রচারে, কর্ম্মিগণের সৎকর্ম্মনীতিতে, জ্ঞানিসম্প্রদায়ের জাগতিক অনিত্যবস্তুর সংস্পর্শ-পরিত্যাগে যে-সকল পরার্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সকল পরার্থনীতি অতি আনুষঙ্গিকভাবে ভগবদ্ভক্তের হরিসেবাময়ী পরার্থনীতির ক্রোড়ীভূত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। অন্যান্য যাবতীয় ব্যক্তির পরার্থনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা আছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের পরার্থনীতি মহাবদান্যতাভাবে বিভূষিত। একদেশ বা একজাতির উপকার করিতে হইলে আর একজাতির হিংসা না করিলে, স্বদেশপ্রেম দেখাইতে গিয়া বিদেশীর প্রতি বিরোধ না করিলে তদ্ভৎ

পরার্থিতা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু ধরিসেবায় কায়ায়ও কোনপ্রকার স্বার্থহানি হয় না। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।" কাজেই পরার্থিতা একমাত্র ভগবদ্ভক্তেই উজ্জ্বল-রূপে প্রকাশিত।

প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়ের পাঠকগণ অবগত আছেন, ইংরেজী নববর্ষের প্রারম্ভে বহুদিনের ছুটীর অব্যবহিত পরে, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা-নগরীতে একটী অভূতপূর্ব্ব বিরাট্ সংশিক্ষা-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন—স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয়ে পূর্ব্ববঙ্গ শুদ্ধভক্তির স্রোত এবং হরিকথামৃতবাহিনী-ধারায় প্লাবিত হইবে, এই আশাবন্ধ পোষণ করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥"

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মহাপুরুষের কৃপাময় পদার্পণ দীনচেতা গৃহিগণের মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে। জগতের লোক আহার-নিদ্রাদি গৃহধর্ম্ম কিম্বা উহারই অন্য প্রকার চিত্র তথাকথিত পরার্থিতা বা সৎকর্ম্মাদি ব্যতীত অন্য কোন মহত্তর জীবনের কথা ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু যখন পরমেশ্বরের কোন ঔদার্য্যশক্তি সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার চেতনময়ী বাণীর সাহায্যে জগতের সেই জড়তার কঠিন স্তূপকে ডিনামাইটের ন্যায় চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেন, তখন তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ চিত্ত প্রশস্ত হইতে পারে, তাঁহারা তখন প্রকৃত পরার্থিতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পরম সত্যের পথে চলিতে পারেন।

যে মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের বাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে আকুমারিকা হিমাচল পরিভ্রমণ করিতেছেন, যাঁহার কীর্ত্তন-বাণী আজ বিভিন্ন জীবন্ত মুদ্রণের মধ্যে, বিভিন্ন ভাষার সাময়িক পত্রে, বিভিন্ন কীর্ত্তনময় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া মানবের চিন্তাধারায় বিপ্লব এবং সকলের চেতনে এক মহাজাগরণ আনয়ন করিয়াছে, সেই মহাপুরুষ আজ দীনচেতা পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নিঃশ্রেয়স উদয় করাইবার জন্য ঢাকা-নগরীতে পারমার্থিক-প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন-বাসনায় অভিযান করিয়াছেন। যাঁহারা কোন দেশ বা প্রদেশকে তাঁহাদের এক একটী গৃহ সাজাইয়া আপনাদিগকে তত্তৎ দেশের অধিবাসী মনে করিয়া দীন-চেতা গৃহী হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিত্যমুক্তের বার্ত্তা জানাইবার জন্যই এই অতিমর্ত্য মহাপুরুষ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। মনে হয়, ঢাকা-নগরীতে এইরূপ আচার্য্য-বর্য্যের কৃপা-আগমন এবং পারমার্থিক-প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন দীনচেতা গৃহিগণের কল্মষদ্বয়ের দ্বার-উদ্ঘাটনের ভঙ্গীমাত্র।

ঢাকা-নগরীর সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর কার্য্য বিপুলভাবে অগ্রসর হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর সাফল্যের জন্য অবিশ্রান্তভাবে সেবা করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে দিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিমেমি মহারাজও ঢাকায় আসিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন; এতদ্ব্যতীত ঢাকা-নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও ব্রহ্মচারী শ্রীল হয়গ্রীব ভক্তিশাস্ত্রীজী লোকের দ্বারে দ্বারে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন যোগীরাজ মহারাজ ও শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী স্থায়াচিত্র-সাহায্যে স্থানে স্থানে শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন। শ্রীমঠে প্রত্যহ বিশিষ্ট লোক আসিয়া হরি-কথা ও ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন।

পুরাণপল্টনের মাঠে প্রদর্শনীর জন্য যে বিরাট্ নগর

প্রস্তুত হইয়েছে, তাহাতে ঢাকা খোলপট্ট-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস মহাশয় বিশেষভাবে সেবা করিতেছেন। তিনি ঐ সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ স্বয়ং সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। আমরা সকলেই তাঁহার সেবাবৃত্তি-দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি।

গত ১৮ই ডিসেম্বর রবিবার দিবস মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক এবং দ্বিজী 'ভাগবত'-পত্রের সম্পাদক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত বন মহারাজ নারায়ণগঞ্জ বার-লাইব্রেরীতে ইংরেজী ভাষায় "Is religion dynamic" বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় উকিল-মোক্তারগণের মধ্যে প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার মুখোপাধ্যায় উকিল, নারায়ণগঞ্জ হিন্দু-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল; স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিশনার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ রায়; অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র পাল; লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার বসিক এম্-এ, বি-এল; মৌলবী আবদুল হোসেন মোক্তার; শ্রীযুক্ত নন্দকুমার চৌধুরী মোক্তার; পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ; শ্রীযুক্ত হরলাল ঘোষ বি-এ, প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। নারায়ণগঞ্জ বার-লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার বসিক এম-এ, বি-এল মহাশয় বলেন,—"স্বামিজীকে ধন্যবাদ দিবার কথা উত্থাপন করিলে স্বামিজীর প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় না। তিনি আজ আমাদিগকে তাঁহার অতিমর্ত্য গুরু-পাদপদ্মের চেতনবাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদের চেতনের মধ্যে যে অদ্ভুতপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করিলেন, তাহার বিনিময় ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের দ্বারা কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। যদি আমরা কথঞ্চিৎ পরিমাণেও তাঁহার বাণীর অনুসরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদাত্তবাণী আজ সমগ্র জগৎকে যে মহাদান করিতে বসিয়াছেন, তাহা মানবজাতি কথঞ্চিৎ পরিমাণে অনুসরণ করিতে পারিলেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হইতে পারিবেন।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে ঢাকায় "সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী"তে এবার অনেকগুলি নূতন বিষয় প্রদর্শিত হইবে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে অনেকগুলি বিষয় প্রকাশিত করিয়া সাধারণ লোককেও অনেক জটিল দার্শনিক তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত কীর্ত্তনের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে। প্রদর্শনী-কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে, এই প্রদর্শনী ভগবৎকৃপায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ প্রদর্শনী এই সর্ব্বপ্রথম। পূর্ব্ববঙ্গে কেন, সমগ্র ভারতে, এমন কি, পৃথিবীতে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মহামহোপাধ্যায় গৌরজনের অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার এইরূপ পারমার্থিক-প্রদর্শনী সম্পূর্ণ অভিনব, অদ্বিতীয় ও কল্পনাতীত। পূর্ব্ববঙ্গবাসীর দ্বারে দ্বারে উপস্থিত এরূপ অযাচিত অভূতপূর্ব্ব সুযোগ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই গ্রহণ করা উচিত।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ সংখ্যার পর)

বিপদে কৃষ্ণ-কৃপার উপলব্ধি

যত বিপদের পাহাড়-পর্ব্বতের মধ্যেই বুঝি সেবাবিজ্ঞান-বিৎ শ্রীচৈতন্য-জন সম্পদের খনি আবিষ্কার করেন। কেন না, বিপদের সময় আমাদের যোগ্যতার সত্য যতটা আর্ত্তি আকর্ষণ করে, সম্পদের সময় ততটা করে না। বিপদের মধ্যে—হাহাকারের মধ্যে যখন আর একটি প্রতিযোগী ধ্বনি উত্থিত হয়, তখন আমাদের চিন্তাস্রোতে যেরূপ বিপ্লব আনিয়া দেয়, সম্পদের সময় তাহা সেরূপ

চিত্ত সেরূপ কোন বস্তুর অভাবের অবকাশ লক্ষ্য করিতে পারে না। যে-সময় তুচ্ছ বিপদের ভয়ে মানব ভীত, তখন সর্ব্ববিপদের বৃণীভূতকারণ-কারণ শ্রীভগবানের অহৈতুকী-কৃপাক্রমে বিপত্তিভয়ভীত মানবজাতির সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ—সর্ব্ব-বিপদের কারণ-বিপদের কথা সাধুগণের কীর্ত্তন-প্রভাবে চকিতের জন্যও ভাবিবার অবসর হয়। সেই চকিত-চমকে যে ফুলিঙ্গটুকুর আবির্ভাব হয়, তাহা যদি কোনক্রমে চেতনে লাগিয়া যায়, তবেই সেবায় আগুন ধরিতে পারে। সেই আগুন সকল ভবদাবাগ্নিকে অনায়াসে পরাভব করিয়া সপ্তজিহ্বাপাণি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাগ্নিরূপে পরম বিজয় লাভ করেন। মানুষ তখন বুঝিতে পারে, কৃষ্ণসেবা-বিমুখতাই —ভীষণ বিপদ। জন্মজন্মান্তরের ঘুণন্ত জীবকে তাহা জানাইয়া দিবার জন্যই শ্রীচৈতন্য-সেবকগণের হরিকীর্ত্তন। সাময়িক বন্যা, সাময়িক মহামারী, সাময়িক দুর্ভিক্ষ, ইহা সেই একঘেয়ে ভাবেই যুগযুগান্তর ধরিয়া জগতের নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুসারে হইয়া আসিয়াছে, হইতেছে ও অনন্তকাল হইতে থাকিবে, ইহাদিগকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, সকলে মিলিয়া সাগরের জল সেচন-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেও কিছুই কমাইতে পারিবে না, বহু পরিশ্রমে যেটুকু কমাইবে, তাহার অনেকগুণ বেশী আর একদিক্ হইতে—অভ্যন্তর হইতে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যে-সকল বিপদের নাগর-দোলায় উঠা-নামা করিতেছি, সেই সব বিপদের কবল হইতে সমগ্র জীবকে চিরমুক্ত করিয়া সম্পদের স্বারাজ্য-লক্ষ্মীর সহিত মিলন করাইয়া দেওয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাস্তবকৃত্য—এজন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিত্য কীর্ত্তন-উৎসব।

শ্রেষ্ঠ-রাজনীতিজ্ঞ হুসেনসাহ অপেক্ষাও অপ্রাকৃত রাজনীতিজ্ঞ দবিরখাস ও সাকর-মল্লিকের বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন

গৌড়াধিপতি হুসেনসাহ একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতি-বিশারদ ও অদ্ভুত প্রতিভাশালী বিচক্ষণ-ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারই দুই স্বরূপে দবিরখাস ও সাকরমল্লিক গৌড়রাজ্য পরিচালনা করিতেন। বস্তুতঃ দবিরখাস্ ও সাকরমল্লিকই রাজ্যপরিচালনে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। বিচক্ষণ গৌড়াধিপতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দবির ও সাকরের বুদ্ধিমত্তা তাঁহার সুচতুরা বুদ্ধি অপেক্ষাও অনেক বেশী। তাই তিনি তাঁহাদের দুইজনের পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সাকরমল্লিক যখন "অবাহ্যের ভয়" করিয়া পণ্ডিতবর্গের সহিত ভাগবতালোচনায় নিমুক্ত ছিলেন, তখন চতুর হুসেনসাহ স্বয়ং সাকরের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সাকরের বাসভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কারণ, হোসেনসাহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ দুই ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার রাজ্য অন্ধকার হইবে। এই জন্যই গৌড়েশ্বর সাকরমল্লিককে নিজ করতলে রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখাইতে গিয়া সাকরকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কিন্তু গৌড়েশ্বরের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চতুরতা দবিরখাস ও সাকরমল্লিকের অমানুষী সুবুদ্ধি ও সুচতুরতার নিকট পরাভূত হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ-রাজনীতিবিশারদ বিচক্ষণ হুসেনসাহ একদিন গৌড়ের রাজকেলিগ্রামে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আগমনবার্ত্তা ও তৎপ্রভাব শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"যিনা দানে এত লোক যা'র পাছে হয়।
সেই ত' গোসাঞি, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৬৯)

গৌড়েশ্বরের এই বাক্যে তাঁহার অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় বটে; কিন্তু দবিরখাস ও সাকরমল্লিক গৌড়েশ্বর অপেক্ষাও অতুলনীয়, কোটীগুণে শতাবধিক্ষা অমানুষী বুদ্ধিমত্তায় অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া হুসেনসাহ যে "গোসাঞি"র প্রভাব দেখিয়া এত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, সেই অতিমর্ত্য অতিমর্ত্য স্বরাট্ "গোসাঞি"র পদাঙ্ক "যিনা দানে" অনুসরণ করিবার জন্য তাঁহারা হুসেনসাহের প্রভূত 'দান' কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিবার অদ্ভুত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজনীতি-বিশারদ হুসেনসাহ—"যিনা দানে এত লোক যা'র পাছে হয়"—এই কথাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া যথেষ্ট নীতি-নিপুণতার পরিচয় দিলেও দৈবীমায়ার তাঁহার বুদ্ধি আচ্ছন্ন বলিয়া—তাঁহার মন্ত্রী দবিরখাসের—"যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক সা দশকোত্তর-কোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরু মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"—এই বাক্যে যে অধিকতর রাজনীতির অভিজ্ঞতা আছে, তাহা হুসেন-সাহ প্রাকৃত ভূমি ও রাজ্যের অধিপতি হইয়া অনুসরণ করিতে পারেন নাই; আবার উহা অপেক্ষাও—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥"

—এই বাক্যে যে অতিমর্ত্য রাজনীতিচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা আছে—যে নীতি বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যা, দ্বারকা প্রভৃতি স্থানের অতিমর্ত্য রাজনীতির নিকট পরাভূত হইয়াছে—যে নীতি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শ্রীমুখ-পদ্ম হইতে প্রকটিত হইয়া শ্রীরূপ ও অকপট শ্রীরূপানুগসম্প্রদায়ে গুহ্যতম সাম্প্রদায়িক রহস্যরত্নরূপে গুপ্তসেবার ভজনসম্পুটে সংরক্ষিত আছে, সেই রহস্যতত্ত্বের সন্ধান জগতের স্বল্পবুদ্ধি লোক ত' দূরের কথা, জগতের মহাপ্রেষ্ঠনীতিবিগণ—এমন কি, বৈকুণ্ঠের উপাসকগণ পর্য্যন্ত ধারণায়ও আনিতে পারেন না।

অপ্রাকৃত পারকীয় রসাশ্রিত কৃপানুগ-গণের ভজনের মূলমন্ত্র

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু"—এই শ্লোকটী প্রকৃত গৌড়ীয়গণের—কৃপানুগ-গণের ভজনের মূলমন্ত্র, এই শ্লোক-কল্পতরু হইতেই গৌড়ীয়ের সহজাতের মূলমন্ত্রবর পুষ্পফলে প্রস্ফুটিত হইয়াছে—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥"

সূর্য্যপূজায় বহির্ম্মুখবঞ্চনা ও স্বাতীষ্ট-সেবা

'পরব্যসনিনী নারী' শ্লোকটীই শ্রীরূপানুগ ও রাগানুগ গৌড়ীয়গণের গুহ্যতম ভজন সূর্য্য-পূজার মূলমন্ত্র। এই কথা বৈষ্য ও পন্থার নীতি-বিশারদ বঞ্চিত নয়নিপুণ ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না—কোন কালে ধরিতে পারে না।

শ্রীবার্ষভানবী ও তৎপক্ষীয় সেবকবৃন্দের সূর্য্য-পূজার জন্য যে-সকল আয়োজন, আড়ম্বর, ব্যস্ততা, কর্ম্মপরতা, তাহা দেখিয়া বঞ্চিত ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন, সূর্য্যপূজার জন্যই বুঝি ইহাঁদিগের এত চেষ্টা! কিন্তু যাঁহার পাতিব্রত্যের কোটাংশের নিকট লক্ষ্মী, অরুন্ধতী শচীদেবী পর্য্যন্ত পরাভূতা, সেই শ্রীবার্ষভানবী কৃষ্ণপূজা-ব্যতীত—কৃষ্ণ-সেবা-চেষ্টা-ব্যতীত অন্য কিছুই অবলেও করিতে পারেন না। বহিরঙ্গলোক যাহাকে 'সূর্য্য-পূজা' দেখেন, তাহা কেবল ভজনসুচতুরার বহিরঙ্গ-বঞ্চন-বিদ্যার দ্বারা নিজজনের পরিপুষ্টির চেষ্টা—সূর্য্যের অভ্যন্তরে 'অতুল শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি'র সেবা-সঙ্গের জন্য অভিসার।

ধর্ম্মকামীর সূর্য্য-পূজা ও "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম" শিক্ষায় শিক্ষিত ভাগবতগণের বিচার

ধর্ম্মকামী সূর্য্য-পূজা করেন, আর 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—এই ব্রজের ভজন-কথা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আর্য্য-পথ-পর্য্যন্ত পরিত্যাগের উপদেশ যাঁহাদের আত্মবৃত্তিতে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহারা অনেক অধিক সুচতুর; তাই ধর্ম্মকামী প্রভৃতিকে ভোগা দিয়া আর অভিমন্যুর অধস্তন ও আত্মীয়স্বজনকে * বঞ্চনা করিয়া ধর্ম্মকামীর মুখোসে তাঁহারা তাঁহাদের একমাত্র নিত্য পতি, প্রভু, বান্ধব কৃষ্ণের সেবা করেন। সূর্য্যপূজার পৌরোহিত্যের ছলনায় 'কৃষ্ণে'র নিজ-প্রেষ্ঠের সহিত মিলন ও সূর্য্যপূজার ছলনায় সেবক-গণের কৃষ্ণসহ মাধ্যাহ্নিক মিলনের গুহ্যতমা সেবা-কথা সাধারণ নারায়ণোপাসক ত' দূরের কথা, অনেক কৃষ্ণোপাসকগণও বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা কেবল কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের অকৈতবসেবক, তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম অবগত হইয়া ধরিতে পারেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বরূপদর্শনে বঞ্চিত কাহারা?

যাঁহারা কপটতাক্রমে আপনাদিগকে 'কৃপানুগ' বা 'রাগানুগ' বলিয়া পরিচয় দেন, যাঁহারা একমাত্র অকৈতব কীর্ত্তনের পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়তর্পণের পথকে 'সেবার পথ' বলিয়া গ্রহণ করেন, যাঁহারা শ্রীরূপের উপদেশামৃত নিরন্তর পান না করেন, যাঁহারা প্রাকৃত-রস-শতদূষণী-দ্বারা নিরন্তর 'শ্রীনামহট্টের বাদুগারে'র অনুগ-সেবায় নিযুক্ত না হন, তাঁহারা শ্রীরূপানুগ-গণের কীর্ত্তন-প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য—বিচার-আচার প্রভৃতি বুঝিতে না পারিয়া বাহিরের মুখোসমাত্র দর্শনে অনেক সময়ই বঞ্চিত হন।

বঞ্চিত হওয়ার কারণ কি?

যাহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচার, আচার হইতে বাহ্যতঃ বহুদূরে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ নশ্বরসাময়িক জগতের নানাপ্রকার

* যাঁহারা কৃষ্ণের নিত্যসেবক-সম্প্রদায়ের ও কৃষ্ণসেবক-সম্প্রদায়ের সেবকগণকে নিজের ভোগ্য চিন্তা করেন—বান্ধবদর্শনে পত্নী, পুত্র, সমাজ, দেশ বা রাজ্যের ভোক্তা বিচার করেন।

বহির্ম্মুখতার উত্তাল তরঙ্গে—গণমতের ঘূর্ণিত স্রোতে মত্ত, ধাবিত ও নিমজ্জিত, তাহাদের কথা ত' দূরে থাকুক, যাহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিচার ও আচার বাহ্যতঃ শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছেন মনে করেন, তাঁহারাও নানাপ্রকার অন্তর্নিহিত গুপ্ত ও কপট অভিলাষের স্বচ্ছ(?)যবনিকার মধ্য হইতে দেখিতে গিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠকে যেরূপ বিকৃতভাবে দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে গৌড়ীয়মঠের সূর্য্যপূজার বাহ্য আড়ম্বরই দেখিয়াছেন এবং সেইরূপভাবে দেখিয়া তাঁহারা ধার্ম্মিক বা কর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত অদ্বৈতব ও অব্যবহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট না হওয়ায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তিত সূর্য্যপূজার তাৎপর্য্যত ও উদ্দেশ্য তাঁহাদের শ্রুতিপথ দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করে নাই; বৈষয়িক-নীতি, পন্থানীতিই 'মতলবে' নানা আকারে প্রবল হইয়া রহিয়াছে, তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে তাঁহারা চিরবঞ্চিত।

অক্ষজ দর্শনে বিপদ্

আমরা কেহ গৌড়ীয়মঠের দালান-কোঠা দেখিয়াছি, কেহ বা মোটরগাড়ী দেখিয়াছি, কেহ বা মহামহোৎসবের খাদ্য-বৈচিত্র্য দেখিয়াছি, লোক-জন-প্রতিষ্ঠা দেখিয়া সেই সকলে ভোগ-বুদ্ধি করিয়াছি, কেহ বা অন্তরে তাহা ভোগ করিবার পূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল ভোগ করিতে না পারায় গৌড়ীয়মঠের ঐ সকল প্রচার-ঐশ্বর্য্যকে কৃপানুগ-পথের বিপরীত মনে করিয়া বঞ্চিত হওয়াকেই—কীর্ত্তনের পথ ছাড়িয়া কল্পনার পথকেই 'কৃপানুগপথ' কল্পনা করিতে করিতে নানা-অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছি!

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকৃত স্বরূপ কি?

সাধু সাবধান! ইহা গৌড়ীয়মঠের স্বরূপ, প্রচার, আচার বা উদ্দেশ্য নহে। গৌড়ীয়মঠের পথ একমাত্র শ্রীরূপানুগবর্য্যের প্রদর্শিত একায়ন পথ, তাহাতে শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদ্বৈতসেবার তন্ময়তাচুরী বিদ্যমান। যাহাকে আমার ভোগনেত্র ও ভোগময় মস্তিষ্ক ইট-পাটকেল-পাথর দর্শন বা বিচার করিয়া 'গৌড়ীয়মঠ' মনে করিতেছে, তাহা 'গৌড়ীয়মঠ' নহে। শ্রীরূপানুগ আচার্য্যবর্য্যের—অকৃত্রিম পরমবান্ধবী কৃপাবুদ্ধি আচার্য্যবর্য্যের—শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট-সংস্থাপক প্রভুবরের অভিমর্ত্ত্য পাদপদ্মই শ্রীগৌড়ীয়মঠ, তাঁহার অদ্বৈতবাণীই—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, সেই বাণীর অদ্বৈতব-শ্রবণ-কীর্ত্তন-পীঠই—বাণিবটে শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভক্তিবিনোদ-আসনে বসিয়া সরস্বতী-প্রবাহই—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ভক্তিবিনোদ-আসন বা সারস্বত-আসন। সেই ভুবনমঙ্গলময়ীবাণীর কীর্ত্তনের পথ ছাড়িয়া অন্য যাহা কিছু, তাহা গৌড়ীয়মঠের অনাবৃত-স্বরূপ নহে। তাই "মঠের পরিচয়" পাইতে হইলে "শ্রীআচার্য্যবর্য্যের পরিচয়" আবশ্যক, আচার্য্যের পরিচয় পাইতে হইলে "নিজ পরিচয়" পাওয়া আবশ্যক, নিজ-পরিচয় পাইতে হইলে "আচার্য্য-পাদপদ্মের অব্যবহিত শ্রবণ" আবশ্যক। অব্যবহিত শ্রবণ করিতে হইলে অকপট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির আবশ্যক।

বাহ্য সৌসাদৃশ্য-দর্শনে বিপদ্

শ্রীগৌড়ীয়মঠ একটি ধনবন্ত-বিশেষ বা সীমাবদ্ধ সরল-বৈষয়িক ক্ষেত্র নহে যে, তাহার বৈধী, বিস্তার, বেগ, বাহু, লোকাধিক্য পরিমাণ প্রভৃতি বলিয়া লোককে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। "শ্রীগৌড়ীয়মঠ" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহা-বদান্যতা বা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নিত্যমন্দির। এই মন্দিরে সর্ব্বক্ষণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আরাধনা হয়, অন্য কোনও অভিলাষের পূজার স্থান এখানে নাই; এখানকার যত কিছু কার্য্য, তাহা সমস্তই কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধান পুরোহিত আচার্য্যবর্য্যের অনুমোদিত, সকলই সেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের আনুকূল্যকারী—ইহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের সংসার—সংকীর্ত্তন-সংসার। মায়ার কীর্ত্তনের সংসার,—এই চতুর্দ্দশ ভুবন। বাহ্যদৃষ্টে যেরূপ বিম্ব ও প্রতিবিম্ব দেখিতে অনেকটা এক, সেইরূপ শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃষ্ণসেবা-তৎপরতা ও জগতের মায়াতৎপরতার কার্য্যগুলি দেখিতে প্রায় একই প্রকার। এই বাহ্য সৌসাদৃশ্য দেখিয়া মনুষ্যমানবের নির্ম্মিত পুরীর মত দুর্য্যোধনাদির প্রায় দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বঞ্চিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ নশ্বর প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ হয় নাই

বাহ্যদর্শনে দেখিতে গিয়া অনেকেই মনে করেন, গৌড়ীয়মঠের প্রথম অবস্থায় ইহা খুব ক্ষুদ্র ও নিঃস্ব ছিল, এখন তাহা বৃহৎ ও প্রচুর ধনবান্ হইয়াছে। এইরূপ দর্শন শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শন নহে, উহা মায়ার দ্বারা প্রতিহত দর্শন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণীর নিত্য-কীর্ত্তনকেন্দ্ররূপে অবস্থিত; যেরূপ আকর-ঔষধ বা মূল অরিষ্ট

(mother-tincture) হইতে যেরূপ বহু বহু শক্তির ঔষধ বিস্তারিত হয়, সেইরূপ শ্রীচৈতন্যবাণীর আকরকীর্ত্তনকেন্দ্র শ্রীচৈতন্যমঠ বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ বহু বহু কীর্ত্তনকেন্দ্রে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর এই আকরকীর্ত্তন-প্রবাহিণী ভবিষ্য-শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুসারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিবেন। শ্রীগৌরজন-শ্রীভক্তিবিনোদবিধৃত মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র সংকীর্ত্তন-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি-কণ্টক, প্রতিচেষ্টা—কৃষ্ণকীর্ত্তন-সাম্রাজ্য-বিস্তারে পূর্ণভাবে নিযুক্ত রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী অবৈকল্যভাবে বিস্তারিত হইলেই পৃথিবীর সকলপ্রকার সমস্যা- দৈন্য, দুঃখ, অচৈতন্যের অপচৈতন্যের ক্লেশরাশির নিদান প্রকাশিত হইবে—বিশ্ব পূর্ণসুখময় হইবে—প্রেমময় হইবে ; কল্পনার বিশ্বপ্রেম, স্বপ্নের বিশ্বশান্তি, যুগকৃষ্ণিকার সাম্যবাদ, আলেয়ার মৈত্রী, বালুকার স্বাধীনতা-সৌধ, আকাশকুসুমের সুখের দিনের আশার মীর্ঘ মোহগুলির অবাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা উর্দ্ধবাহু হইয়া নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারিব—"একমাত্র শ্রীচৈতন্যবাণীই পরম সত্য, শ্রীচৈতন্যের দাসগণই পরম সত্য, শ্রীচৈতন্য-বাণী-কীর্ত্তনই পরম সত্য।"

শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনকেন্দ্রই—শ্রীগৌড়ীয়মঠ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ এই বিরাট্ বিশ্বমোহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় ভূতলে বিশ্বমানবের কীর্ত্তন-মন্থনের সমস্যা-সংঘর্ষের এই সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছেন। বিশ্বমানব নানাদিকে ছোটাছুটি করিতেছেন ; কেহ কর্ম্মবীর, কেহ জ্ঞানবীর, কেহ যোগবীর, কেহ তপোবীর, কেহ অন্যাভিলাষী, কেহ বা ধর্ম্মাভিলাষী, অর্থাভিলাষী, কামমোক্ষাভিলাষী—কত কি! আবার কেহ কেহ বা কপটতা করিয়া কৃষ্ণভক্তের সজ্জায় পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতির বাসগৌরব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন! কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা, কোথাও বা স্পষ্টনাস্তিকতাই অধিকতর সৎসাহসিকতা ও ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন সময়ে কোটিকণ্টকবদ্ধ উক্তিপথে পথ দেখাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ কীর্ত্তনধ্বজা উত্তোলন করিয়াছেন। "যত মত, তত পথ"—এই ভোগাবেওয়া কথা,—গৌড়ীয়মঠের কথা নহে। আত্মতিলোর জন্য মনোধর্ম্মের 'অনেক মত, অনেক পথ' গৌড়ীয়মঠ গ্রহণ করেন নাই বা পরহিংসার জন্য তাহা প্রচারও করেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন,—প্রেমের রাজ্যে যাইবার একটিমাত্র পথ, প্রেমসূর্য্য-দর্শনের একটিমাত্র দিক্। সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক্-ব্যতীত অন্যদিকে গেলে দেখা যায় না ; সত্যসূর্য্য—প্রেমপ্রভাকর একমাত্র সেই সনাতন পথ—পূর্ব্বমহাজনগণের প্রদর্শিত পথ—স্বয়ং-ভগবানের প্রবর্ত্তিত পথ কীর্ত্তনের পথেই উদিত হন। তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীরূপানুগ কীর্ত্তনকেন্দ্র।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ সংখ্যার পর)

প্রাকৃতসাহজিকগণ মিছা-প্রেম বা প্রেমচেষ্টার অনুকরণ কৃত্রিমতাকেই "প্রেম" বলে

ঠাকুর বৃন্দাবনের কথিত "তবে লাথি খায় তা'র শিরের উপরে"—বাক্যটীর ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে কোন একজন প্রাকৃতসাহজিক পণ্ডিতাভিমানী বৈষ্ণবব্রুবব্যক্তি লিখেছেন,—"প্রেম জিনিষটী লোককে অন্ধ করে, ঠাকুর বৃন্দাবনও প্রেমে অন্ধ হ'য়েছিলেন ; কাজেই তিনি উত্তেজিত হ'য়ে নিত্যানন্দ-নিন্দকের মস্তকে লাথি মারবার জন্যে উদ্যত হ'য়েছেন।" প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় কামকে 'প্রেম' মনে করেন ব'লে—কামান্ধকূপে পতিত হ'য়ে নানাপ্রকার কামের বিকারে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েন ব'লে তাঁ'রা নিজেদের তুলনায় অবৈকল্য কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিকগণকেও নিজেদের মত মনে ক'রে থাকেন ; কিন্তু বিষয়টি তা' নয়। প্রাকৃত-সহজিয়া-গণ যা'কে 'প্রেম' মনে করেন, তা'তে কৃষ্ণকথায় বাহ্য-সুখোদয়তা থাকলেও তা' প্রেমের আনুকরনিক চেষ্টামূলে কামেরই বিকার মাত্র। ঠাকুর হরিদাসের ভক্তের কীর্ত্তন-শ্রবণে

যে সাত্বিকভাবে প্রকাশিত হ'য়েছিল, তা'কেই আমরা 'প্রেম' ব'লব। আর ঠাকুর হরিদাসের প্রতিযোগিতামূলে চন্দ্রশেখরে যে অভিনয় হ'য়েছিল, তা'কে আমরা 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' না ব'লে অপচৈতন্য প্রাকৃতসহজিয়ার কামের তাণ্ডবই ব'লব।

কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত জড়-ব্যবহিত কোন কাম 'প্রেম'-শব্দ-বাচ্য নহে

জগতে উদ্‌ভ্রান্ত পত্নীপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, দেশপ্রেম প্রভৃতি যে-সকল কথা শুনতে পাওয়া যায়, সেগুলিও প্রেমের বিকৃত ছবি বা কামের বৈচিত্র্য মাত্র। যেখানে জড়-ব্যবধান, সেখানে কেবল-চেতনের ধর্ম 'প্রেম' থাকতে পারে না; জড়ে জড়ে কখনও প্রেম হয় না, তা'তে কামেরই উৎপত্তি হয় মাত্র। পূর্ণচেতন ও বিশুদ্ধ চেতনের মধ্যে পরস্পর প্রেম প্রকাশিত হয়; জড়ে জড়ে 'প্রেম'-শব্দের যে অপপ্রয়োগ বা বিকৃতি, তা'তে একমাত্র অনমোর্দ্ধ প্রেমাস্পদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি নাই, কিন্তু প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্নভাবে পরস্পরের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাই অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে।

ধর্মার্থকামমোক্ষাভিলাষই—প্রেমাভাব

প্রেমাভাবই—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ; বরং ধর্ম, অর্থ ও কামকে শুদ্ধিচামার্জনের স্তর হ'তে মার্জিত ক'রে প্রেমের উদয় সম্ভাবনা হয়, কিন্তু প্রেমের একান্ত বিরোধী মোক্ষাভিসন্ধি থাকলে 'প্রেম' কখনই উদিত হ'তে পারে না। এজন্যে প্রেমের প্রতিপাদ্য মহাগ্রন্থ পারমহংসীসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে শ্রীধরস্বামিপাদ প্রোজ্ঝিত-কৈতব প্রেমধর্মের ব্যাখ্যায় "প্র-শব্দের দ্বারা মোক্ষাভি-সন্ধিও নিরস্ত হ'য়েছে",—এরূপ জানিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেব এজন্যে মোক্ষাভিসন্ধিযুক্ত নির্ভেদজ্ঞানী প্রকাশানন্দের প্রতি রুষ্ট হ'য়ে ব'লেছিলেন,—

"কাশীতে বসয়ে যেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥"

চিন্মাত্রবাদী ও অচিন্মাত্রবাদী—উভয়েই প্রেমের অত্যন্ত বিরোধী

শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন,—তিনি সকলকে প্রেম দিয়েই উদ্ধার ক'রবেন; কিন্তু যাঁ'রা প্রেমের আশ্রয়, প্রেমিক ও তাঁ'দের উভয়ের মধ্যস্থ নিত্যবিলাস প্রেমকেই গলা টিপে মারতে চান অর্থাৎ যাঁ'রা মোক্ষাভিসন্ধিরূপ আত্মহত্যা-দুরভিসন্ধির পক্ষপাতী, তাঁ'রা 'প্রেম' হ'তে চিরদিনই নিজ-নিজ-দুর্ভাগ্য-ফলে বঞ্চিত। পরমেশ্বরে প্রেমের অভাব হ'লেই জীবের এ'রকম চরমদণ্ড হয়। মহাপ্রভুর মায়াবাদী সন্ন্যাসীর মুখে পর্যন্ত স্বয়ং উপদেশক হ'য়ে গিয়েছেন; কিন্তু তিনি কাশীর আকুমার ব্রহ্মচারী, মহাতপস্বী, বেদান্তবাদী, নিত্যবাদী সন্ন্যাসিগণের মুখদর্শন করেন নাই; তিনি ব'লেছেন,—বরং ভোগী বিষয়ী ভাল—বরং পাপী দুরাচার ভাল, তথাপি চৈতন্যের বিলাস-অনাদরকারী বা চৈতন্যের বিনাশ-প্রয়াসী চিন্মাত্রবাদী ও অচিন্মাত্রবাদী যাতে যত্ন সংযম, তপস্যা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত থাকলেও তাঁ'দের কোনই মূল্য নাই।

নির্ব্বিশেষবাদীর বালচেষ্টার দৃষ্টান্ত

নির্ব্বিশেষবাদী একদিকে যেমন নিজের অণুচৈতন্য সত্তাকে অস্বীকার ক'রে জগতের অস্তিত্বে অন্ধ থাকবার চেষ্টা করেন, আর একদিকে তেম্‌নি জগৎকে অস্বীকার ক'রে, তাঁ'র জগদ্দর্শনাভাবে নিজ-সত্তাভাব কল্পনা ক'রে থাকেন। এটা বাল-চেষ্টার ন্যায়। বালক মনে করে, সে যতই কুকর্ম করুক না কেন, নিজে চক্ষু বুঁজতে পারলেই তা'র কুকর্ম-দর্শনের অন্য কোন সত্তার অস্তিত্ব থাকল না। কিন্তু তদ্দ্বারা প্রকৃত-প্রস্তাবে যেমন বাস্তবসত্তার কর্ত্তৃত্বাধিষ্ঠানের বিলোপ-সাধন হয় না, সেই রকম মায়াবাদী তাঁ'র নিজ-সত্তা বা জগৎ ও তাঁ'দের মূল-বিধানীয় নিত্য-সবিশেষ পুরুষোত্তমবস্তুকে অস্বীকার ক'রলেও উহাদের বাস্তব সত্তা বিলুপ্ত হ'য়ে যায় না। উহা কেবল তাঁ'র ভগবানে প্রেমের অভাবই প্রমাণিত করে।

প্রেমই একমাত্র পুরুষার্থ, 'পুরুষ' শব্দের তাৎপর্য্য

পুরুষার্থ-বিনির্ণয়ে প্রেমই একমাত্র পুরুষার্থ। কিন্তু পুরুষ যখন স্বরূপ-বিস্মৃত হ'য়ে এই জড়ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের বা তদ্ব্যতিরেক কোন বিভাবের অন্বিতা নিয়ে প্রকৃতিকে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আলিঙ্গন ক'রে থাকে, তখন তা'র পুরুষাভিমান, প্রকৃতি-অভিমান বা প্রাকৃত পুরুষ ও প্রকৃতির ব্যতিরেকসম্বন্ধবিনিষ্ট নপুংসকাভিমান—সবই পুরুষাভিমানে অর্থাৎ ভোক্তৃ-অভিমানে পর্য্যবসিত হয়। পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ্য ক'রে যেমন ভোক্তৃ-অভিমানে শাসন হ'য়ে পড়ে, প্রকৃতিও তেম্‌নি পুরুষকে মৌখিকতায় 'পুরুষ' ব'লে কার্য্যতঃ তা'র কথিত পুরুষকে নিজ-ভোগ্য বা ভোগ্য পরিণত ক'রে নিজেই পুরুষ হ'য়ে পড়ে। বিশ্বাকেশবতত্ত্বে

পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ এইরূপই। কখনও প্রকৃতির উপর পুরুষ আরোহণ ক'রেছে, কখনও বা পুরুষের উপর প্রকৃতি আরোহণ ক'রে পুরুষ হ'য়ে প'ড়েছে।

অপরমেয়ের প্রকৃতিপূজাও ঐসকল মতেরই প্রতিধ্বনি; পুরুষার্থের তাৎপর্য্য

ফরাসি-দার্শনিক অগষ্ট্, কোমত যে প্রকৃতি-পূজার হুদুভি ঘোষণা ক'রেছেন, তা' ন্যূনাধিক ভারতীয় বিদ্ধ তান্ত্রিক শাক্তেয়মতবাদের নীলাপুর সংস্পর্শ ক'রেই উৎপত্তি লাভ ক'রেছে। বর্ত্তমান যুগে উহারই বিচিত্র-বিলাস কখনও পুংস্বাধীনতা, কখনও বা স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে বদ্ধজীবের ভোগ-কল্পনাকেই 'পৌরুষ' ব'লে নির্ণয় ক'রেছে। এই পৌরুষ যখন দশাননের দশ মস্তক ও বিংশতি হস্ত প্রসারিত ক'রছে, তখনই তা' পুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত শাশ্বতকে হরণ ক'রে নির্ব্বিশেষবাদে আত্মহত্যাকেই পুরুষার্থরূপে কল্পনা ক'রছে। কিন্তু ভোগ-রোগ বা আত্মহত্যারূপ নির্ব্বিশেষ-মুক্তি—কোনটাই পুরুষার্থরূপে নির্ণীত হ'তে পারে না।

সালোক্যাদি মুক্তি-পিপাসাও প্রেমানুরাগে শিথিলতার পরিচয়

পুরুষের অর্থ বা পুরুষোত্তমের অর্থ—উভয়ই প্রেম। পুরুষের অনর্থই ভোগ বা মোক্ষ—যা' প্রেমাভাব। আবার লীলাপুরুষোত্তমের অর্থ ব্যতীত পুরুষের পৃথক্ নিজ-অর্থও প্রেমাভাব বা অচৈতন্যের কাম; এজন্যে একমাত্র পঞ্চম পুরুষার্থ 'প্রেম' ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য বা সাযুজ্য উপবাচক হ'য়ে শ্রীচৈতন্যানুগ-গণের পদধূলিত হ'লেও তাঁ'রা ঐ সকলের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না। তাঁ'রা প্রেমাস্পদকে নিয়েই এত ব্যস্ত যে, ঐসকলের দিকে তাকা'বার সময়ই তাঁ'দের নাই। সালোক্যাদি পিপাসা যা'দের অন্তরে যতটা বিরাজিত, তাঁ'রা প্রেমাস্পদ হ'তে ততটা দূরে বিক্ষিপ্ত।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
(ভাঃ ৩।২৯।১১-১২)
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥
(ভাঃ ৯।৪।৬৭)

শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত কৃষ্ণ-প্রেমের অসমোর্দ্ধতা

ভোগ বা মোক্ষ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক, আর প্রেম কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণমূলক; সুতরাং ভোগ ও মোক্ষের মস্তকের উপরে—চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের মস্তকের উপরে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম নিত্যকালই নৃত্য ক'রে থাকে। এই প্রেমসম্পদ্ যা'তে যত প্রচুর, তিনি তত কৃষ্ণের প্রিয়। দেবহূতি-নন্দন কপিল সালোক্যাদি-পিপাসা-বর্জ্জনরূপ শুদ্ধভক্তির কথা ব'ল্‌লেও শ্রীচৈতন্যের প্রেম—যা' সেবা-রাজ্যের পরাকাষ্ঠা, সেই নিরুপাধিক প্রেমের কথা ব'ল্‌তে পারেন নাই। এজন্য শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ জ্ঞান-বিমুক্ত সনকাদি শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্বপ্রকার প্রেমৈকনিষ্ঠ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা গতপাল-পক্ষদ্বয়যুক্ত কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরীগণকে কৃষ্ণের অধিক প্রিয় ব'লেছেন। প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদিও ব্রজবনিতার প্রেম-মাধুরী আকাঙ্ক্ষা করেন। অপ্রাকৃত পারকীয়-প্রেমের যাহাথা একমাত্র ব্রজের নিজস্ব সম্পদ্। ব্রজের যমুনা, বাদুনতট, কুঞ্জ, বংশী, গোধন প্রভৃতিতে যে নিরুপাধি পারকীয় প্রেম আছে, তা' ব্রহ্মাদি দেবতারও কাম্য। ব্রজের রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত প্রভৃতিতে যে পারকীয় দাসরস আছে, তা' চন্দ্রহাস, হরিহর, বহুলাশ্ব, পুণ্ডরীকাদি পরমাগত দাস—এমন কি, উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি প্রভৃতি পারিষদ্ দাস—সুচন্দ্র, মণ্ডল, ভদ্র প্রভৃতি পুরস্থ দাসগণেরও পরম কাম্যবস্তু। অর্জ্জুন, ভীমসেন, শ্রীদামবিপ্র প্রভৃতি পুরসখাগণ সখ্য অপেক্ষা পারকীয়-সখ্য-ভাবান্বিত শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ ইত্যাদি কৃষ্ণের অধিকতর প্রিয় ও প্রেষ্ঠ।

(ক্রমশঃ)

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬ই পৌষ শনিবার, ১৩৩৯, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩২ | ২১শ সংখ্যা

সদ্‌গুরু

শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি এমনই সুদুর্লভ বস্তু যে, ভগবানের ইচ্ছায় তাহা নানাপ্রকার আবরণে সাধারণের নিকট গুপ্ত থাকিয়া একমাত্র একান্ত, অকপট, নিষ্পাপ ও-অধিকারীর নিত্য প্রাপ্য বস্তুরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। যখনই যে-স্থানে যে শঠ, যে বিচারে বহুদর্শিনী মায়ার কপটতার দূর ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই সেই স্থানে মায়া আর একটী মেকি শব্দ, বিচার বা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিয়া সাধারণ লোকের নিকট একান্ত সত্যের উপর আর একটী অধিকতর গাঢ় যবনিকার আবরণ টানিয়া দিয়াছে।

অসাধু সমাজ হইতে প্রকৃত অকপট ভগবৎসেবক-সঙ্ঘের সমাজকে পৃথক্ করিয়া লোকের মঙ্গলের জন্য 'সাধু' বা 'সৎ'— এই কথাটির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু মায়ার এমনই চাতুরী যে, সেই 'সাধু' বা 'সৎ'-শব্দের অবৈধ সুযোগ লইয়া অসাধুগণ লোকদিগকে বঞ্চনা করিতেছে।

এই জগতে অসদ্‌গুরু বা গুরুক্রব ব্যক্তিগণের অভাব নাই। যদিও 'গুরু'-শব্দের বিশেষণে 'অসৎ'-শব্দের প্রয়োগ যুক্তি-বিরুদ্ধ, তথাপি যাহাদের অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ে গুরুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব লোকের নিকট বিদিত, তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিবার জন্যই 'অসৎ গুরু' শব্দের প্রয়োগ হয়। একান্ত নিরপেক্ষ হইয়া সত্যানুসন্ধান করিলে দেখা যায়,— একমাত্র ভগবদ্ভক্তি-ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা —সমস্তই অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। 'অসৎ' বলিতে যে, সকল-সময়েই চুরি, ডাকাতি, বদমায়েসি ধুয়া পাইবে, তাহা নহে; যদিও সাধারণ লোকের নিকট ঐরূপ অর্থগুলিই 'অসৎ'-শব্দের প্রতিপাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি মতবাদিগণের বিচারেও কর্ম্ম-জ্ঞানাদির একান্ত নিত্যত্ব নাই। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি—কোন উদ্দেশ্য বা উপেয়-লাভের সাময়িক বা অনিত্য উপায় মাত্র।

ঐ উপায়-সকলের নিত্যত্ব নাই। কর্মের ফল—ভুক্তি বা ভোগ। জ্ঞানের ফল—নির্বিশেষ-উপলব্ধি-রূপ মুক্তি। যোগের ফল—বিভূতি বা ঐশ্বর্য। ভক্তিই আমার অন্য উদ্দেশ্যের উপায়। সুতরাং ফল নিত্য নহে। জ্ঞানের ফলের অভাব-পুরণের নামই জ্ঞান-সাধ্য। সুতরাং জ্ঞান-চর্চা কিছু নিত্য নহে। যোগ—ঈশ্বর মাত্র। ইহার প্রাপ্য ফল তাহা হইতে ভিন্ন। অতএব ঐ সকল উপায়কে অসৎ বা অনিত্য উপায় বলা খুবই যুক্তিযুক্ত।

যাঁহারা ঐ কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি অনিত্য উপায় লইয়া তাঁহাদের গুরুত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে অসদ্‌গুরু বলা প্রথম-মুখে শুনিতে খটমটা বিশ্রী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহা বিচার শুনিবার পর সেরূপ নিষ্কুষ্টিতা আর থাকে না।

বর্তমানে 'সৎসঙ্গ', 'সদ্‌গুরু' কথাগুলি ব্যবহার এবং প্রচার করাও বড় বিপজ্জনক। এমন কি, অনেক সময় যাঁহাদের উদ্দেশ্যে উহা বলা হয়, জগতের লোক তাঁহাদিগকেও না বুঝিয়া তাঁহাদের ঠিক বিরুদ্ধ বস্তু বা ব্যাপারকেই বুঝিয়া ফেলে। তাহার কারণ এই যে, মানুষের মস্তিষ্ক সংসর্গদোষে এরূপ বিভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে যে, 'সৎ', 'অসৎ' কথাগুলি বলিবা-মাত্রই তাহাদের মনে তাহাদের মনঃকল্পিত ছবিটি জাগিয়া উঠে। যখনই 'সদ্‌গুরু' বলিয়া কোন শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তখনই মানুষ বহির্মুখ ধারণাগুলির দ্বারা যাঁহার আশ্রয় উহু করিয়া লয় এমন একজন অসৎ ব্যক্তির নাম করিয়া বসেন যে, বক্তা সদ্‌গুরু-শব্দে দ্বারা বুঝাইতেছেন, লোক তাহার ঠিক বিপরীত বস্তুকেই অর্থাৎ বক্তা যাহা নিরাস করিতে চাহেন, শ্রোতা তাহাকেই বক্তার লক্ষ্য বিষয় বলিয়া সাদরে বরণ করেন।

এস্থলে আমাদের একটী কথা স্মরণ হয়। একবার কৃষ্ণনগরের টাউনহলে আমাদের শ্রীশ্রীগুরুদেব বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে একটী বিশেষ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। উহাতে কোন একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক সভাপতির সভায় শ্রোতৃরূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা শুনিবার পর সভাপতির অভিভাষণ-প্রদান-কালে বলিলেন,—"গোস্বামী প্রভুপাদ আজ যে সকল কথা বলিলেন, তাহা শঙ্করাচার্যের বিচারের কথা।"

শ্রীল প্রভুপাদ এবং যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের কথা অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অধ্যাপকের ঐরূপ উক্তি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কারণ, শ্রীল প্রভুপাদ যে মতবাদকে তাঁহার সমগ্র বক্তৃতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিরাস করিয়া একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শুদ্ধ বৈষ্ণব-বিচার কীর্তন করিয়াছিলেন, সেই মতবাদকেই শ্রোতা বক্তার প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন। জগতে অনেক স্থলেই এরূপ ব্যাপার দেখা যায়। যে ছাত্রগণ ও অসদ্‌গুরুব্রুবগণকে নিরাস করিয়া লোকের মঙ্গলের জন্য লোকদিগকে সৎসঙ্গ ও সদ্‌গুরুর কথা বলা যায়, লোকে তাহাদের অনাদি-বহির্মুখতার চিরঅভ্যাসবশতঃ ঠিক অসৎসমাজ ও অসদ্‌ব্যক্তিগণকেই 'সাধুসঙ্গ' বা 'সদ্‌গুরু' বলিয়া বুঝিয়া ফেলে; আর এইরূপভাবে বঞ্চিত হইতে পারিলেই আপনাদিগকে সুখী ও সৌভাগ্যবান্ মনে করে। বিশেষতঃ যাঁহারা এইরূপভাবে লোক-বঞ্চনা করিতে জানেন, তাঁহাদিগকেই ঐশ্বরিক ও ঈশ্বর সাধু মনে করিয়া তাঁহাদের গুণ গান করে। কিন্তু এই সমস্তই সত্যের পথের এক একটী লৌহ-অর্গল।

এক শ্রেণীর লোক লৌকিক ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণকেও আনুকরণিক প্রতিযোগিতা-মুখে 'সদ্‌গুরু' বলিয়া প্রচার করিবার পক্ষপাতী। আর এক শ্রেণী ইহা বুঝিতে পারেন যে, লৌকিক, সামাজিক বা ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ সদ্‌গুরু নহেন; তাই ইঁহারা অনেক সময় লৌকিক কুলগুরু প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কর্মী, জ্ঞানী, যোগী বা ঐ সকল সমাজে খুব একটা বাহাদুরী দেখাইয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই 'সদ্‌গুরু' বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ বা নিজে 'সৎ, অসৎ' এত বিচারের ধার মোটেই না ধারিয়া তথাকথিত লৌকিক শিক্ষিত ব্যক্তি বা ধনী লোক, কিম্বা বহুলোক যাঁহাকে 'সদ্‌গুরু' বলিয়া ঠিক করাইয়াছেন, তাঁহাকেই ঐ সকল কর্মী প্রভৃতি ব্যক্তির সঙ্গে মিশিবার সুযোগের জন্য 'সদ্‌গুরু' বলিয়া বরণ করে। বস্তুতঃ এখানেও এক প্রকার প্রচ্ছন্ন সামাজিকতা আবরণ আসিয়া গুরু-নির্বাচনকারীকে গ্রাস করে এবং কার্যতঃ ঐরূপ ব্যক্তি লৌকিক কুলগুরু পরিত্যাগ-পূর্বক আর এক প্রকার সামাজিক ব্যক্তিকেই সদ্‌গুরু মনে করিয়া আত্ম-বঞ্চিত হয়।

কর্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি যে অন্যাভিলাষ কুবিষয়ের ন্যায়

অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক অসৎ—ইহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। সাধারণ লোকের ধারণা,—যে ব্যক্তি চুরি করে, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করে, এরূপ ব্যক্তিকে না হয় অসৎ ব্যক্তি বলিতে পারা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন, পাঠশালা নির্ম্মাণ করেন, কিম্বা ব্রত-উপবাস করেন অথবা জগতের কামিনী-কাঞ্চনকে অনিত্যবস্তু বলিয়া প্রচার ও পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাসী সাজেন, হিমালয়ে গমন করিয়া সেখানে জ্ঞান আলোচনা বা তপস্যা করেন, সেরূপ ব্যক্তি কিরূপে অসৎ হইতে পারেন? ঐরূপ ব্যক্তিকে কেহ অসৎ বলিতে গেলে জগতের লোক অসি লইয়া কণ্ঠে প্রতিবাদ করিবেন,—এমন কি, কেহ কেহ লগুড় লইয়া উপস্থিত হইবেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভগবৎ-প্রভু উহা মানবজাতিকে জানাইয়া মানবজাতির চিরকালের তরে বিশেষ আনন্দ করিয়াছেন যে, যাহারা চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি ঘৃণ্য অসৎ বিষয়গুলি লইয়া ব্যস্ত আছে অর্থাৎ যাহাদের অসদ্ব্যবহারগুলি অত্যন্ত মূর্খ, অনভিজ্ঞ লোকও ধরিতে পারে, তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম অসদ্বিষয়ে অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি, এমন কি, জগতের শিক্ষিত পণ্ডিত-সম্প্রদায়ও যে-সকল বিষয়কে, যে-সকল কপটতাকে অসৎ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন না, সেই সকল প্রচ্ছন্ন অসদ্বিষয়গুলি জগতের অধিকতর অমঙ্গলকারী। সাধারণ চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার প্রভৃতি স্থূল অসদ্বিষয়-সমূহ হইতে ব্রত, তপস্যা, ধ্যান, জ্ঞান প্রভৃতির মনোরম আবরণে পরম সৎ-সন্নিবেশ লীলাপুরুষোত্তম ভগবানকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য মানবজাতির যে চেষ্টা, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অসৎ চেষ্টা; আর ঐ সকল অসৎ চেষ্টার নায়কগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসৎ। এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—জগাই-মাধাইর মত ব্যক্তিরও কোন কালে ভগবৎ-কৃপায় উদ্ধার আছে; কিন্তু মায়াবাদী অপরাধীর মঙ্গল সুদূর-পরাহত। মহাপ্রভু নীলাচলপুরে কাশী মিশ্রের গৃহেও উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশানন্দের ন্যায় মহা তপস্বী, মহা পণ্ডিত, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিতেও প্রস্তুত হন নাই। অতএব জাগতিক লোকের সদসদ্বিচার ও সত্যের মাপ হইতে প্রকৃত সৎ-অসৎ সম্পূর্ণ পৃথক্।

জগতের লোক ঐরূপ ভ্রান্ত সৎ-অসৎএর বিচারের বশীভূত হইয়া সদ্গুরু নির্ণয় করে বা সদ্গুরু কথাটি বুঝিবার চেষ্টা করে। ঐ সকলই মনোধর্ম্ম। প্রকৃতপ্রস্তাবে একমাত্র শতপরিমাণ পূর্ণতম পুরুষ কৃষ্ণের সেবায় যিনি সর্ব্বকাল সর্ব্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সকলকে সেইরূপ সার্ব্বকালিক সেবায় আকর্ষণ ও প্রেরণা প্রদান করেন, সেইরূপ মহাজীবন্মুক্ত, ভগবানের নিজ-জন-ব্যতীত আর কেহই 'সদ্গুরু'-পদবাচ্য নহেন। হিমালয়ের গহ্বরে যিনি যুগ-যুগান্তর বসিয়া থাকিতে পারেন; গঙ্গোত্রীর ধারায় যিনি ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতে পারেন, নানাপ্রকার যোগ-আসনের প্রদর্শনী খুলিয়া যিনি লোককে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারেন; যিনি বাক্যমাত্রদ্বারা মৃতব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ জীবিত করিতে পারেন, যিনি মৌনী থাকিয়া বাক্যবায়ী হইয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারেন; যিনি কাহারও কোন কার্য্যে বাধা না দিয়া সকলের সকল কার্য্যই অনুমোদন করেন; যিনি উচ্চ বংশ, মহা পাণ্ডিত্য, প্রখর কান্তি, বিপুল ঐশ্বর্য্যে লোককে মুগ্ধ করিয়া দিতে পারেন, যিনি কীর্ত্তনের তাল-মান-সুরে, ব্যাখ্যার ভঙ্গীতে শ্রোতৃবৃন্দকে চিত্রার্পিতের ন্যায় করিয়া রাখিতে পারেন; এরূপ কোন ব্যক্তি 'সদ্গুরু'পদবাচ্য নহেন। ঐ সকল বাহ্যদৃশ্য সদ্গুরুর লক্ষণ নহে। উহা সাময়িক, আপাতিক, জাগতিক প্রদর্শনী প্রভৃতির ন্যায় লোকের কৌতূহল বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিনিময়মাত্র। মানুষ ঐ সকলের সাময়িক আড়ম্বরযুক্ত ঐশ্বর্য্যে বা আড়ম্বরহীন ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ ও বিপথগামী হইয়া অসত্যকে 'সত্য' বলিয়া ভ্রম করে। কপাল খারাপ থাকিলে সময়ক্রমে এরূপ নানাপ্রকার ঘটনা আসিয়া অসদ্ব্যক্তিকেই 'সদ্গুরু' বলিয়া ধারণা করায়।

এক শ্রেণীর লোক আছেন,—তাঁহারা স্নেহ করিয়া অসৎ ব্যক্তিগুলিকে সদ্গুরুরূপে দাঁড় করাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, প্রকৃত সাধু ব্যক্তিগণ যখন পরম সত্যবস্তুকে সদ্গুরু বলিয়াছেন, তখন আমরাও অন্ততঃ প্রতিযোগিতা এবং আমাদের লৌকিক মান বজায় রাখিবার জন্য স্নেহ করিয়া অসদ্ব্যক্তিগুলিকে কেনই বা সদ্গুরু বলিব না? ইঁহারা মনে করেন, আমরা যদি অসদ্ব্যক্তিকে অসৎ বলি, তাহা হইলে আমরা পূর্ব্বে যে-সকল বোকামী

করিয়াছি, তাহা বলা পড়িয়া যায়। সুতরাং বোকামীকে বজায় রাখিবার জন্য আনুষঙ্গিক প্রতিযোগিতায় নেমে করিয়া অপরাধকে 'সত্য' বলাই অর্থাৎ আত্মবঞ্চনা করাই সাময়িক জয়। এইরূপ বিচারে কতকগুলি কল্পিত সদ্‌গুরুর সংখ্যা বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়।

আর এক শ্রেণী মনে করেন,—গুরুর পূর্বে 'সৎ'-শব্দটি প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে কল্পনা করিয়া বসাইতে পারেন। রামবাবু তাঁহার কল্পিত গুরুকে সদ্‌গুরু, শ্যামবাবু তাঁহার কল্পিত গুরুকে সদ্‌গুরু, যদুবাবু তাঁহার কল্পিত গুরুকে সদ্‌গুরু পৃথক্ পৃথক্ বলিতে আরম্ভ করিবে—"যার যার গুরু তার তার কাছে" সদ্‌গুরু বলিয়া কল্পিত হইলেই মনকে বেশ ফাঁকি দেওয়া যায় এবং প্রকৃত সাধু ব্যক্তিগণ আমাদের মঙ্গলের জন্য যে একমাত্র সদ্‌গুরু নির্দেশ করেন, তাঁহার কথা শুনিবার কাণে ভাল করিয়া তুলা দিয়া থাকা যায়।

কেহ কেহ মনে করেন,—ভগবানের ইচ্ছায় অবতীর্ণ কোন অদ্বিতীয় সদ্‌গুরুপাদপদ্মকে 'অদ্বিতীয়' বলিলে সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা এবং 'গুরু'নামে প্রচলিত অন্যান্য ব্যক্তিগণের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষের আসিয়া উপস্থিত হয়! যখনই কোন একান্ত বাস্তব সত্যবস্তুকে সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম বলিয়া নির্দেশ করা যায়, তখনই অন্তরঙ্গনাকামী ঐ সকল ব্যক্তি বলিয়া উঠেন,—রাজাদের কোথাও গুরু নাই, কেবল আপনারই গুরুই "সদ্‌গুরু"।

কথাটী আপাত বিচারে শ্রবণে জগতের বহু লোকের সমবেদনা আকর্ষণ করে এবং যিনি ঐরূপ কথা বলেন, তাঁহার পক্ষে ব্যারিষ্টারী, ওকালতি, মোক্তারি প্রভৃতি করিবার জন্য জগতের অসংখ্য লোকের অসংখ্য 'মক্কিলের অভাব হয় না। কেন না, বাস্তব সত্যের সমর্থক জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয়তঃ বাস্তব সত্য প্রত্যক্ষভাবে লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া অসহিষ্ণু লোক-সংখ্যার নিকট সত্য প্রকাশ করেন না। বর্তমানে এইরূপভাবে বাস্তব সত্যই সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতা-পূর্ণ এবং অসত্যই উদার মত বলিয়া বহুমানিত হয়।

একশ্রেণীর লোকের মস্তিষ্ক এতদূর মাটিয়া যে, তাঁহারা মনে করেন, বর্তমানের যাহা কিছু, তাহাতে সত্য নাই। যাহাকে আমরা দেখি নাই বা যাহা অতীতের ঘটনা, এইরূপ বস্তু বা বিষয় যে একটা ঐশ্বর্যের মোহ সৃষ্টি করে, তাহাকেই অর্থাৎ ঐরূপ মাটিয়া ঐশ্বর্য-বুদ্ধিকেই গুরুরূপে বরণ করিতে বঞ্চিত হইতে হয় না! এইরূপ শ্রেণীর কে-প্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন,—"বর্তমান জগতে কোথাও সদ্‌গুরু দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এইমত অবস্থায় আমরা শাস্ত্রগ্রন্থে যে-সকল মহাজনের চরিত্র ও নাম দেখিতে পাই, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে আমাদের মনোধর্মে বাছিয়া লইবার বিচারের কোন একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে সদ্‌গুরু বলিয়া (মৌখিকভাবে) বরণ করিয়া লইলে আর আমাদিগকে বিপথগামী হইতে হইবে না!" এইরূপ শ্রেণীর কোন এক ব্যক্তি এক সময় বলিয়াছিলেন,—"বর্তমান যুগে সদ্‌গুরু দেখা যায় না। মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাশয়কেই আমার বিচারে সর্বাপেক্ষা অধিক সদ্‌গুরুলক্ষণে বিভূষিত বলিয়া মনে হয়।" সেখানে আর একজন প্রাকৃত-সহজিয়া ছিলেন; তিনি বলিলেন,—"রাসগোস্বামীতে মহাপ্রভুর অন্যান্য পার্ষদ অপেক্ষা সদ্‌গুরুর লক্ষণ অধিক আছে বটে, কিন্তু তাঁহার একটা দোষে একটা খট্‌কা বাধিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন নাই। নতুবা তাঁহার আর সবই ভাল ছিল।" এইরূপ মনোধর্মের বিচারের রাসগোস্বামী মহাপ্রভুর পার্ষদ জগদ্‌গুরুগণের গুরু রাসগোস্বামী হইতে পৃথক্। আর ঐসকল মনোধর্মীর নির্ধারিত সদ্‌গুরুলক্ষণ বা সদ্‌গুরুও মাটার এক একটি ছলনাময়ী মূর্তি-মাত্র। এই সকল মাটিয়াবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি কখনও সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না।

জগতে যেরূপ ভগবান্ নিত্য অবস্থান করিয়া জগতের সমস্ত ব্যাপার বিধান করিতেছেন, জগতে যেরূপ তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহার নিজ-জনগণের অবস্থান এবং যুগে যুগে তাঁহাদের আবির্ভাবও নিত্য। জগতে যেরূপ কখনই সূর্যের অভাব হয় না, সূর্যের অভাব হইলে অগ্নি জ্বলিতে পারে না, প্রাণীর অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, সেইরূপ কোনযুগেই সদ্‌গুরুর অভাব হয় না। আর সেই সদ্‌গুরু পূর্ণশুদ্ধগণ হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র নশ্বর বস্তুও হন না। যিনি সদ্‌গুরু, তিনি নিত্যকালই সেই অধোক্ষজ পরমেশ্বরের প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীরূপ-সনাতন-

রঘুনাথ হইতে আমার গুরুপাদপদ্ম ভিন্ন নহেন। সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম সকলেই অদ্বয়জ্ঞান। দাসগোস্বামী প্রভুর পাদপদ্ম, শ্রীরূপের পাদপদ্ম ও আমার গুরুদেবের পাদপদ্ম ভিন্ন নহেন। যেখানে ভিন্ন বিচার, সেখানেই মর্কটবুদ্ধি। প্রাকৃত সহজিয়া-গণের "যার যার গুরু, তার তার কাছে সৎ"—এই বিচার তাহাদের মর্কটবুদ্ধির দৌড়ত্ব।

ঢাকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

অহৈতুক-কৃপাসিন্ধু, পরদুঃখদুঃখী, পতিতপাবনশিরোমণি, সর্ব্বসদ্‌গুণোদধি গৌরজন শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে আর একবার পরম মঙ্গলের পথ বরণ করিবার সুযোগ-প্রদানার্থ পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকানগরীতে পরম সমার্পণ ও তথায় এক অভূতপূর্ব্ব 'পারমার্থিক সংশিক্ষা-প্রদর্শনী' উদ্বোধন করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। ঢাকাবাসী নানা-প্রকার আবরণে আবৃত, অন্যাভিলাষ, দুষ্কর্ম, কর্ম্মফল সৎকর্ম, অজ্ঞান, নির্ব্বিশেষজ্ঞান, কুযোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি হরিবিমুখতার বিভিন্ন আবরণে ঢাকাবাসীর নিত্যসিদ্ধা সেবাবৃত্তি ঢাকা পড়িয়াছে। এক শ্রেণীর লোক প্রাকৃত-সাহজিক ধর্ম্মকে, লোক-দেখান গৌরভক্তির অভিনয়গুলিকে, পূতনা-সদৃশ ব্যবসায়ী গুরুব্রুবগণকে আদর; আর এক শ্রেণীর লোক নানাপ্রকার অন্যাভিলাষী ও কুযোগী গুরু-নামধারিগণকে; অপর এক শ্রেণীর লোক চিজ্জড়সমন্বয়-বাদী, মনুষ্যে অবতার-কল্পনাকারী, পরমেশ্বরে মানবধর্ম্ম ও পশুধর্ম্ম আরোপকারিগণকে ইন্দ্রিয়তর্পণপর প্রেয়োধর্ম্মের 'গুরু,' 'আচার্য্য' প্রভৃতি কল্পনা করিয়া জগতে ভক্তি-সদাচার-বিরোধী ব্যভিচারের ধ্বজা আনয়ন করিতেছে। জীবকে ঐ সকল অমঙ্গলের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পরদুঃখদুঃখী গৌর-নিজ-জন বঙ্গের দ্বিতীয় নগরী-সদৃশ ঢাকা-নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আত্মপ্রম্ভ ও আত্মবঞ্চনাকামী প্রেয়ঃপন্থী জীবগণ অমঙ্গলের আপাত চমৎকারিত্ব, আপাত ভোগের পথায় মায়ার ঘুম পাড়াইবার ছড়া-গান-সমূহ শুনিয়া চিরনিদ্রিত হইয়াছে। ইহাদিগকে পুনরায় জাগরিত করিবার সুযোগ-প্রদানের জন্য—আর একবার ঢাকায় চাকুমি উদ্বোধন করিবার জন্য—আর একবার ওঙ্কারগোত্থের আস্ফালনপূর্ণ চাকের শব্দের অবিদ্যাদুর্গ, যাহা জীবের নিকট শ্রৌতবাণীর কীর্ত্তনকে চাকিয়া রাখিয়াছে, তাহা উদ্ঘোষন-পূর্ব্বক প্রাকৃত শব্দের বেদোদ্ভব চিদ্‌ঘনমূর্ত্তিতে কর্ণ-ইন্দ্রিয় কুহরিত করিবার জন্য গৌরজন এক অভূতপূর্ব্ব পারমার্থিক-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিতে অভিলাষী হইয়া গত ২০শে ডিসেম্বর (১৯৩২), মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে ঢাকার অভিমুখে যাত্রা করেন। কলিকাতা-বাসী ভক্তবৃন্দ শিয়ালদহ-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন ও অর্ঘ্য প্রদান করেন। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু, পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিসাঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুরঞ্জন ভক্তিবান্ধব বি.এ, শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতিপ্রমুখ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-গণের সহিত কলিকাতাবাসী সজ্জনবৃন্দ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত সজ্জন-মণ্ডলী ও ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ২১শে ডিসেম্বর প্রত্যূষে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলে স্থানীয় এবং পাবনা ও ফরিদপুরবাসী সজ্জন ও ভক্তগণ গোয়ালন্দ-ষ্টীমারে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার উপায়ন, অর্ঘ্য, পুষ্প-মাল্য প্রভৃতির দ্বারা আচার্য্যের পূজা করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সকলকে হরি-কথা-শ্রবণ করাইয়া তাঁহাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করেন।

গোয়ালন্দ-ষ্টীমার মুন্সীগঞ্জ-ষ্টেশনে উপনীত হইলে মুন্সীগঞ্জবাসী বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি আচার্য্য-বর্য্যের বাণী শ্রবণ, শ্রীচরণ-দর্শন ও অভিনন্দন প্রদানার্থ ষ্টীমারে আরোহণ করেন। মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুরের কেন্দ্র ও প্রধান স্থান। এই স্থানে বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস। তাঁহারা পূর্ব্বদিবসই তার প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের আচার্য্য-পূজা করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়েরও অধিককাল ষ্টীমার দাঁড় করাইয়া

আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। বহু পুষ্প, মাল্য ও নানাপ্রকার উপায়নের সহিত বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের সন্নিধানে উপস্থিত হন এবং তাঁহারা নিম্নলিখিত মুদ্রিত অভিনন্দন-পত্রটী পাঠ করেন।

তৎপরে ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জ-ষ্টেশনে পৌঁছে। সেখানে স্থানীয় "বার এসোসিয়েশন" (Bar Association) ও নারায়ণগঞ্জবাসী সম্ভ্রান্ত জনসাধারণের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট লোকগণ এবং এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধি প্রমুখ ভক্তমহোদয়গণ প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে একে একে পুষ্পমাল্য-দ্বারা বিভূষিত করেন ও আচার্য্যের চরণ বন্দনা করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের রক্ষক শ্রীপাদ রাধাবল্লভ ব্রহ্মচারী, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ত্রিলোক্যকুমার মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম, পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত কবিরাজ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা ও পূজা করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন।

পুষ্পমাল্য-সুশোভিত মোটর-যানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার সঙ্গে আগত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রবীণ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমৎ অনন্তমাধবের পরিব্রাজকবৃন্দ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ সখীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, আচার্য্য শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীপ্যারী-মোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ভক্তগণ পৃথক্ যানে নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকায় উপনীত হন। ঢাকাবাসী সজ্জনগণ ও ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অর্ঘ্য-অভিনন্দনাদির দ্বারা যথাবিহিত পূজা করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঢাকার ইংরাজী নামক পল্লীস্থ একটী ভবনে অবস্থান করিয়া অনুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন, প্রত্যহ সমবেত সজ্জনদিগের পরমার্থ-বিষয়ক পরিপ্রশ্নের উত্তর-দান ও উপদেশ প্রদান এবং পারমার্থিক-প্রদর্শনী-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। ঢাকাবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রত্যহই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণার্থ উপস্থিত হইতেছেন। প্রভুপাদ একাসনে বসিয়া প্রত্যহ ক্রমাগত ৩।৪ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। এদিকে আবার শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি লিখন এবং পারমার্থিক-প্রদর্শনী ও নানাপ্রকার জীব-হিতকর বিষয়-সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অনুগত ব্যক্তি-দিগকে সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট্-কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক, ভাগবতবর আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের হরি-কীর্ত্তনে যোগদানার্থ আগমন করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ হইতে অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ মহেন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল মহাশয়ও আগমন করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের অন্যান্য ভক্তবৃন্দও শ্রীল প্রভুপাদের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঢাকায় উপনীত হইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতেও ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবীণ তীর্থ মহারাজ স্থানীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের আগ্রহাতিশয্যে ও শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট্-কলেজ-হোষ্টেলে "ভক্তিসদাচার" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। হোষ্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় এম-এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্-এ প্রভৃতি অধ্যাপকগণের সদ্ভাবকথা-প্রচারে আগ্রহাতিশয্য বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স্ ইঞ্জিনীয়ার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথায় বহু বিশিষ্ট শ্রোতা উপস্থিত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে স্বামিজী মহারাজের পাঠ শ্রবণ করেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবীণ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তথায় বহু শ্রোতা উপস্থিত হইয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, আদর্শ সেবক ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভক্তি ভক্তিশাস্ত্রীজী, শ্রীকৃষ্ণবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ হরিকথা ও পারমার্থিক-প্রদর্শনীর বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন।

গফরগাঁও প্রভৃতি স্থানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন যোগাশ্রম মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সম্প্রদায়-

বৈষ্ণবাচার্য্য প্রমুখ ভক্তবৃন্দ ছায়াচিত্রের সাহায্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্নানের কথা প্রচার করিতেছেন।

সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর কার্য্য বিপুলভাবে অগ্রসর হইতেছে। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সহকারিগণের সহিত দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রদর্শনীর সেবা-কার্য্য করিতেছেন। শত শত লোক এই প্রদর্শনী-ব্যাপারে কার্য্য করিতেছেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ভক্তাশ্রম, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত অভিমন্যু দাসাধিকারী, কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সেবা আদর্শ-স্থানীয়। যোগবরের শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস মহাশয় এই প্রদর্শনীর ষ্টল-সমূহ নির্ম্মাণে আনুকূল্য করিয়া পারমার্থিকগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ভক্তিসুধা ও ঢাকা ইউনিয়ন-প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে মহাশয়-দ্বয় প্রদর্শনী-সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তিকা, পত্রিকা প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যবস্থার বহন করিয়া বৈষ্ণব জগতের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহারা এই প্রদর্শনীর সেবায় অন্যান্য ভাবেও আনুকূল্য করিতেছেন।

ঢাকার চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বাবু প্রদর্শনীতে লোকের পানীয়জলের সুব্যবস্থা এবং লোকের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন।

ঢাকার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ পুরাপল্টনের মাঠের বিস্তৃত স্থানটী কিছুকালের জন্য প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে ব্যবহার করিতে দিয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ঢাকার Sport Associationএর সম্পাদকবর্গও ঐ স্থান কিছু সময়ের জন্য ছাড়িয়া দিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

বিস্তৃত ময়দানে বিরাট্ প্রদর্শনী-গৃহের দৃশ্য অতীব সুন্দর ও মনোরম হইয়াছে। আগামী ৩রা মাঘ (১৩৩০) শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন। তদুপলক্ষে প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে একটী বিশেষ অনুষ্ঠান ও অধিবেশন হইবে। স্থানীয় ও মফঃস্বলের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একটী বিশেষ অভিভাষণ প্রদান করিবেন।

৩রা মাঘুয়ারী (১৩৩০) উৎসব-অনুষ্ঠানের পর হইতে সাধারণের জন্য প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকাল ৭॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। মহিলাগণের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ প্রবেশার্থিগণের জন্য কতকগুলি বিশেষ নিয়মাবলী গঠন করিয়াছেন। তাহা প্রদর্শনীর দ্বারে জ্ঞাতব্য।

অভিনন্দন-পত্র

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ

মহাত্মন্,

বিশ্বের নিত্যমঙ্গল-কার্য্যে আপনি সতত রত থাকিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। আপনার এ প্রদেশে শুভাগমন আমাদের পক্ষে মহা আশা ও আলোকের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে। বর্ত্তমানে সমাজে ও ধর্ম্মে যুগপৎ আশঙ্কাজনক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। আমরা কোন্‌টী প্রকৃত ও নিত্যমঙ্গলের পথ, তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারিতেছি না। সদাচার, অনাচার ও ব্যভিচার—ইহারা একে অন্যের স্থান অধিকার করিয়া আধুনিক সমাজকে ক্ষুব্ধ ও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে এবং প্রকৃত সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্রই স্বেচ্ছাচারিতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

এইরূপ দুর্দ্দিনে পরম ও নিত্যমঙ্গলের বার্ত্তা লইয়া

আপনার এই শুভবিবাহকে আমরা সাগ্রহে অভিনন্দন করিতেছি। জগৎ-কৃপাশক্তি-সকাশে আমরা আমাদিগকে আপনি যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত ও উন্মুখ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

মুন্সীগঞ্জ-জনসাধারণ-পক্ষে

শ্রীসুধনমোহন চৌধুরী এম-এ, বি-এল
শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী উকিল
শ্রীরোহিণী কুমার মুখোপাধ্যায় বি-এল
শ্রীউপেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী উকিল
শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এম-এ, বি-এল
শ্রীমহীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ
(হেড্‌মাষ্টার মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুল)
শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বাড়রী শিক্ষক (ঐ)
শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শিক্ষক (ঐ)
শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষক (ঐ)
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণজীবন গুপ্ত ডাক্তার
শ্রীযোগেশ আচার্য্য কবিরাজ
শ্রীহরীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ
(সেক্রেটারী মুন্সীগঞ্জ লোন-অফিস লিমিটেড্)
শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (হেড্‌মাষ্টার ওলষ্টেনিং স্কুল)
শ্রীশ্রীশচন্দ্র দে (হেড্‌মাষ্টার পার্শ-স্কুল)
শ্রীসুবিন্দ সেন বি এল
শ্রীপূর্ণশশী চন্দ মোক্তার
শ্রীহরলাল বসু মোক্তার
শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ক্লার্ক
(ক্রিমিনাল কোর্ট)

বৈষ্ণবধর্ম্ম

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, ভক্তিশাস্ত্রী, সাহিত্যবৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ, বি-এল]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যার পর)

[দ্বিতীয় প্রকরণ]

পরতত্ত্বের পরিপূর্ণতম নিত্যস্বরূপই—স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—একই অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব

"ধারাই নিত্য, তাঁরই লীলা"—এই মায়াবাদপূর্ণ মতবাদে নিত্যতত্ত্ববস্তুর লীলাময় প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণরূপের মৌখিক পরতত্ত্বতা স্বীকার করা যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই যে পরতত্ত্বের পরিপূর্ণতম নিত্যস্বরূপ, ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে? তত্ত্ববিজ্ঞগণ বলেন,—আমরা তত্ত্ববস্তুর নিত্য জড়বিলক্ষণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া—জড়নির্ব্বিশেষ বলিতে গিয়া তত্ত্ববস্তুর নিত্য, অপ্রাকৃত চিন্ময়বিশেষ স্বরূপও অস্বীকার করিয়া ফেলি, ইহা আমাদের জড়-অভিজ্ঞানের ফল-মাত্র। বস্তুতঃ পরতত্ত্ববস্তু নিত্য চিন্ময়-বিশেষ স্বরূপ। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এবং নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপ হইয়াও অচিন্ত্যস্বরূপে ও শক্তিতে সর্ব্ব-কারণ-কারণ পরমতত্ত্ব। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের বিশেষত্ব। শুধু তাহাই নহে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানবস্তু এবং তাঁহার প্রতি অপ্রাকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাহাই অর্থাৎ অখণ্ড, অদ্বয়জ্ঞান, পূর্ণতম সচ্চিদানন্দ বস্তু। তাঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিযুক্ত। স্বরূপ-নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা-ধাম—সমস্ত লইয়া তিনি অখণ্ড অদ্বয়বস্তু; আবার তাঁহার স্বরূপ-নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য-লীলা-ধাম প্রত্যেকটিই পরিপূর্ণ, অখণ্ড, অদ্বয় সচ্চিদানন্দ জ্ঞানবস্তু এবং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দস্বরূপ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
কিন্তু জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥

'পরতত্ত্বে জীবধর্ম্মারোপ'যাহাই সম্বন্ধ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ; অপ্রাকৃত তত্ত্বকে প্রাকৃত-গোচর করিবার চেষ্টা ভক্তিপ্রতিকূল আরোহপন্থা। শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন

আমরা জীবধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করিতে যাই বলিয়াই যত গণ্ডগোল। কিন্তু ভক্তি anthropomorphism অর্থাৎ তত্ত্ববস্তুতে মানবধর্ম্মের আরোপ নহে। অথচ—

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপসম, সব চিদানন্দ॥
অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥

আমরা 'আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম প্রাকৃতেন্দ্রিয়দ্বারা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গ্রাহ্য হইবে,—এরূপ বিচার করিয়া এবং গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়া—কৃষ্ণকে আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু মনে করিয়াই অপরাধী—আত্মহনন আরম্ভ করি। ভক্তি বা সেবার পরিবর্ত্তে—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্ত্তে আমরা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে—ভোগে প্রবৃত্ত হইয়া পড়ি। উহাই মনোধর্ম্ম, অভক্তি। তাই বলিতেছিলাম, ভগবৎসেবাধর্ম্মে—বৈষ্ণব-পথে তত্ত্বজিজ্ঞাসার—empiricism এর—মনোধর্ম্মের—স্বতন্ত্রতার স্থান নাই। ইহা পূর্ণ আত্ম-নিবেদনের—আত্ম-সমর্পণের—Complete Submission এর—শ্রৌতপথের—অবরোহপথের ধর্ম্ম।

'ভক্তি' শুদ্ধ আত্মস্বরূপের স্বাভাবিকী বৃত্তি। শুদ্ধভক্তোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদির স্বতঃস্ফূর্ত্তি

এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অভিজ্ঞান আমরা কিরূপে লাভ করিতে পারি? ভক্তিবিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলেন,—

অতঃ—শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপের স্বধর্ম্ম—বিভু-সচ্চিদানন্দের সেবা বা ভক্তি। ভক্তিই শুদ্ধ আত্মস্বরূপের most natural, innate and eternal function. সুনির্ম্মল আত্মা মায়ার প্রবল সূক্ষ্ম ও স্থূল—এই দুই ভোগাবরণ আবরণে আবৃত হইয়া প্রত্যবায়ে অবস্থিত বলিয়া বিভু-চেতনের সেবা-রূপা আত্মবৃত্তিও ভোগবৃত্তিতে বা দেহ-মনোধর্ম্মে পরিণত ও পরিচালিত হইয়া বৃথা সময় অতিক্রমে অর্থাৎ অন্ধের সেবায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই প্রকার অনর্থ হইতে পরিমুক্ত, পূর্ণ আত্মস্বরূপে অবস্থিত, সর্ব্বক্ষণ সংসেব্যের ভগবৎসেবায় নিযুক্ত মহাজনের নিকট আনুগত্যে অর্থাৎ শ্রবণে, শিক্ষায় ও অনুসরণের ফলে সুপ্ত—আচ্ছাদিত সেবা-বৃত্তির পুনর্বিকাশে আমরা যখন পূর্ণচেতনের সেবায় অধিষ্ঠিত হই, তখনই আমাদের সুনির্ম্মল আত্মস্বরূপের সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-সকলের নিকট শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি ক্রমশঃ স্বয়ং প্রকাশিত হন।

আত্মধর্ম্ম-নামের পর্য্যায়, তৎস্বরূপ-বিচার ও তদ্ধর্ম্মানুশীলনকারিগণের অধিকার-নির্ণয়

পূর্ণ সচ্চিদানন্দের উক্ত সেবাধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার অতীত অনর্থ হইতে পরিমুক্ত, সুনির্ম্মল, অণুসচ্চিদানন্দ জীবস্বরূপের সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অতএব ইহা জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম বলিয়া ইহার নাম 'বৈষ্ণবধর্ম্ম'। আমার জগতে—সংসারে, সমাজে দেশ-কাল-পাত্রগত যে ভেদবিচার দৃষ্ট হয়, তাহার কোন কথা ভক্তিতে নাই। "ব্রহ্মবান্ যদি হয় ভক্তি-অধিকারী।" নিষ্কপট ও তাত্ত্বিক ব্রহ্ম হইলে যে-কোন জাতির—যে-কোন বর্ণের—যে-কেহ এই ভক্তিধর্ম্ম অনুশীলন করিতে পারেন। ইহা সার্ব্বভৌম, সার্ব্বকালিক, সার্ব্বদেশিক ধর্ম্ম। ইহা নিত্য জীবস্বরূপের অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া নিত্যধর্ম্ম; ইহা দেহ-মনের ধর্ম্ম বা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম নহে। ইহা অতীত দেশ-কালের অধীন ও পরিবর্ত্ত-শীল নহে বলিয়া সনাতনধর্ম্ম; ইহাতে দেহ-মনোধর্ম্মের মিশ্রণ নাই বলিয়া এবং একমাত্র সদ্বস্তুর অনুশীলন বলিয়া ইহা 'সত্য'।

প্রাকৃত, জড়, মিশ্র-সত্ত্বগুণের অতীত,—অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্ব—যাহা সৎপদবাচ্য এবং যাহা হইতে সকল সত্তার প্রকাশ। বিভু এই বিশুদ্ধসত্ত্বের আধার, তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম—বসুদেব; পরম পুরুষ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এই বিশুদ্ধসত্ত্বে—বসুদেবের নিকটই আত্ম-প্রকাশ করেন। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হৃদয়ই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন—যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম নিত্য উদিত। তাই শ্রীরাধা কুরুক্ষেত্রের সমবেতপক্ষকে রথোপরি উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

"আমার হৃদয় বন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি' মানি।

তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাও যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥"

মায়াতীত বিশুদ্ধসত্ত্বময় বিষ্ণুর সেবা বিশুদ্ধস্তরে অবস্থিত জীবের ধর্ম, এজন্য ইহার অপর নাম—'সাত্বতধর্ম'। ইহা নিত্য ভগবৎ-স্বরূপের সেবা বলিয়া—মহাভাগবত-গণের, মুক্ত পরমহংসগণের নিত্য অনুসরণীয় বলিয়া এবং শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য বলিয়া ইহা 'ভাগবতধর্ম,' 'পরমহংস-ধর্ম'। পূর্ণ আত্ম-স্বরূপে অবস্থিত মুক্ত পুরুষগণ এই ধর্মের নিত্য অনুশীলন করিয়া থাকেন। ইহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র হইতে এবং শ্রীগুরুদেবপ্রমুখ মুক্তপুরুষের জীবন-আদর্শ হইতে জানিতে পারি। ইহা সর্বতোভাবে অহংগ্রহ-পরিমুক্ত আত্মসমর্পণের ধর্ম বলিয়া সাত্বত-তন্ত্র পঞ্চরাত্রে 'ভাগবত'-নামে উক্ত হইয়াছে। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের উপোদ্ঘাতে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা-শ্লোকে অভিধেয়-বিচারে বলিয়াছেন,—এই ধর্ম নির্মৎসর সাধুগণের সর্বপ্রকার কৈতব-বর্জিত একমাত্র ধর্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতের বস্তু-নির্দ্দেশ-শ্লোক-ব্যাখ্যামুখে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচার

জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভাগবতের অবতরণ-উপক্রমে আচার্যগণ বলেন,—অভ্যুদয়, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি সমস্তই কৈতব বা অজ্ঞানতমঃ অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার।

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম॥

এই স্থানে মোক্ষ বলিতে তাঁহারা সাযুজ্য-মুক্তি ও কৈবল্য-মুক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তির স্বরূপ-নির্দ্দেশে বলেন,—"মুক্তির্হিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" পূর্বপ্রভু শ্রীমধ্বাচার্যপাদ বলেন,—"মোক্ষঃ—বিষ্ণুলিঙ্গাপ্তিঃ।" আমরা স্বরূপ-বিস্মৃত, স্বরূপচ্যুত হইয়া বিকৃত স্বরূপে—বিষ্ণুতে অবস্থান করিতেছি। পুনঃ স্ব-স্বরূপে প্রত্যাবর্তন ও অবস্থানই—মুক্তি; তাহা বিষ্ণুলিঙ্গধারণের সন্নিধানে—ভগবৎপাদপদ্মে অবস্থান। আলোচ্য বিষ্ণুতত্ত্ব এবং সকল বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-আশ্রয় পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ—বাস্তব-বস্তু; তাহা Reality, তাহা কল্পনা-মাত্র নহে—Idea মাত্র নহে। উহাই একমাত্র ধ্যেয়; শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের জ্ঞানেই সকল জ্ঞানের পূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি; জীবচৈতন্যের স্বতঃসিদ্ধ সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষার—অপরিসীম আনন্দ-প্রার্থনার—highest aspirationsএর পরিতৃপ্তি শ্রীভগবৎপ্রজ্ঞানেই—বাস্তব বস্তু আনন্দরসময় শ্রীকৃষ্ণে; সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞাননিরোধনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণজ্ঞান, শ্রীকৃষ্ণসেবা, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমকে জীবের পরম-সাফল্য (highest success) বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। বাস্তব বস্তু কৃষ্ণজ্ঞান—কৃষ্ণসেবাই ত্রিতাপের প্রকৃত উপশমকারী, অতএব বাস্তব শিব, চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষেরও বিধায়কারী ভগবৎপ্রেমরূপ নিঃশ্রেয়স-প্রেম—যাহা জীবমাত্রের পরম ও চরম পুরুষার্থ।

পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমলাভের উপায়-নির্দ্দেশ

এই পরমকল্যাণ পঞ্চম ও চরম পুরুষার্থ লাভের উপায় —হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তন, হরিনামের শ্রবণ-কীর্তন—যাহার ফলে স্বয়ং, স্বরাট্, স্বয়ংপ্রকাশ, সর্বময় প্রভু স্বয়ংভগবান্ শ্রবণ-কীর্তনকারীর হৃদয়ে আপনা-আপনিই উদিত হইয়া অবরুদ্ধ হন। ইহাই সহজ, স্বাভাবিক, বিশুদ্ধ উপায়। ইহাতেই মন সম্যক্ স্থির ও নির্মল হয়—ইহাতেই সহজ-সমাধি লভ্য হয়। ইহা সর্বপ্রকার কৃত্রিমতা-রহিত—মায়াস্পর্শরহিত—বিশুদ্ধ চিদ্রসশীলন। শ্রীমন্ মধ্বাচার্যপাদ বলেন,—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি অভ্যুদয়-সাধনের উপায়-সকল—ভিন্ন; ইহারা একপ্রকার মিশ্রই অর্থাৎ মায়াস্পর্শ-যুক্ত নহে, অতএব কৃত্রিম। কিন্তু মায়াতীত, মায়াধীশ, হৃষীকেশ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিবার সাধন ঐ সকল কৃত্রিম উপায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তাই ভগবান্ ব্যাসদেব বলেন,—"কিং বা পরৈঃ ইহ সতো হৃষি অবরুদ্ধতেজসঃ কৃতিভিঃ শুশ্রূষয়ৈব ভগবৎকথাঃ।" যাঁহারা কৃতি, শুশ্রূষা অর্থাৎ সর্বদা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তি-সহকারে—তর্ক-প্রবৃত্তি (challenging mood) বা যাচিয়া লইবার বুদ্ধি লইয়া নহে—তত্ত্বদর্শিগণের নিকট নিষ্কপট শ্রবণকারী, তাঁহারাই অচিরে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়েরই এই ব্যাপারে কিছুমাত্র উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা নাই। সেই সকল উপায়ের যাহা যাহা প্রতিরুদ্ধ দিক, তদ্বিষয়ে তাহাদের

উপযোগিতা আছে বটে, কিন্তু সাধ্যবস্তু—শ্রীবৃন্দাবনের ও গোলোকের ভগবৎসম্বন্ধের উপলব্ধি বিষয়ে সেই সকল উপায়ের কোনই কার্য্যকারিতা নাই, বরং তাহারা শুদ্ধভক্তির—নিখিল আত্মস্বরূপের সেবাবৃত্তির অন্তরায় ও আবরণ।

শ্রীল রূপপাদ-কথিত উত্তমা শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-নির্দ্দেশ, অনুকূল ও প্রতিকূল অনুশীলন এবং তাহাদের প্রাপ্য-বিচার

তাই অভিধেয়াচার্য্য শ্রীরূপপাদ উত্তমা শুদ্ধভক্তির এইরূপ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

পূর্ব্বপ্রবন্ধস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্ভাবে অনুশীলন হইলে তাহাই উত্তমা পদবী অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা লাভ করে; কিন্তু কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলন—'ভক্তি'-পদবাচ্য নহে। প্রতিকূল অনুশীলনেও মুক্তিলাভ হইতে পারে, যেমন কংসাদির হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণপার্ষদত্ব-লাভ ও প্রেমানন্দলাভ হয় না। তাহাতে যাহা লাভ হয়, তাহার চরমসীমা ব্রহ্মধাম পর্য্যন্ত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। এই অনুশীলন অনুকূল অর্থাৎ প্রীতিপূর্ব্ব এবং কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুকূলে হওয়া চাই। স্বতন্ত্র, নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময়, একমাত্র বিশ্ব-বিগ্রহ কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুকূল হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের—কৃষ্ণের প্রীতি হইতেই তাহা অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই সেবা, তাহাই ভক্তি, তাহাই প্রেম। যাহা আমার খেয়াল, আমার অভিরুচি, আমার দেহ-মনের পরিতৃপ্তি, আমার ভাল, আমার মন্দ, আমার সুখ-সুবিধা, তাহা কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম-পদবী হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত এবং বিপরীত। তাহাই কাম—তাহা সম্পূর্ণ ভোগমাত্র, তাহা ভগবান্‌কেও সেবার পরিবর্ত্তে ভোগ্য করিয়া ফেলিয়াছে! কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমের নামে ও আবরণে ভোগময় জড়-জগতে মায়াবদ্ধ, দেহ-মনের তর্পণে আসক্ত, গোলাস, দুর্ব্বল জীবগণ কেহ বা স্থূল-ভোগ্য-সাধনে, কেহ বা সূক্ষ্ম অর্থাৎ মানস-ভোগ্য-সাধনে—কামের তাণ্ডবে উন্মত্ত ও নিমজ্জিত হইয়া আছে। অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে কৃষ্ণসাধর্ম্ম্য, কৃষ্ণেচ্ছা-পূর্ত্তি ও কৃষ্ণপ্রীতি ভিন্ন অন্য কোন অভিলাষের স্থান নাই। কৃষ্ণস্বরূপের এবং কৃষ্ণের-স্বরূপের স্মরণ, বিচার ও অনুশীলনের অভাব হইতেই জীবের অন্যাভিলাষ—কৃষ্ণেতর অভিলাষ উপস্থিত হয়। সেইজন্য কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বস্তুতে—কৃষ্ণমায়াতে জীবের অভিনিবেশ হইয়া থাকে।

সাধ্য-সাধনের একত্বহেতু ভক্তিই জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম; সাধনকালে যাহা সাধন-ভক্তি, সিদ্ধিকালে তাহাই ভাব ও প্রেমভক্তি

কৃষ্ণসেবারূপ উত্তমা ভক্তির সাধনে কৃষ্ণানুশীলন ভিন্ন উপায়ান্তরের আবাহন ও সহায়তা নাই। কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণপ্রীতি-সাধনের—কৃষ্ণপ্রেমলাভের একমাত্র উপায়। কৃষ্ণই কৃষ্ণ-লাভের উপায়, বিশুদ্ধ চিদনুশীলনের দ্বারাই পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ চেতনের প্রাপ্তি। যাহা উপায়, তাহাই উপেয়; কৃষ্ণই উপায়, কৃষ্ণই উপেয়। এইরূপ সাধ্য-সাধনের ভেদ ও বিশুদ্ধ চিন্ময়ত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। অন্যত্র সাধ্যের লাভে সাধনের বিরতি ও ধ্বংস এবং সাধ্য-সাধনের পরস্পর বিজাতীয়ত্ব ও নিত্য। কিন্তু উক্ত বৈশিষ্ট্য একমাত্র শুদ্ধভক্তিধর্ম্মেই নিবদ্ধ। অধিকন্তু যাহা সাধন-কালে সাধনভক্তি, তাহাই সিদ্ধিকালে ভাবভক্তি ও তাহার বিকশিত অবস্থায় প্রেমভক্তি।

সাধনভক্তি-বিচার; কীর্ত্তনই কলিযুগের মুখ্য সাধন

এই সাধনভক্তি প্রধানতঃ নববিধা,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

শ্রীভগবানে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা বৈধীভক্তির এক অঙ্গ, বহু অঙ্গ বা সকল অঙ্গ যিনি শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করেন, তিনিই ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির অধিকারী হইতে পারেন। তন্মধ্যে আমার শ্রবণ ও কীর্ত্তনই প্রধান। শ্রবণ আমার কীর্ত্তন-সাপেক্ষ এবং কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রবণ অনুস্যূত। এইজন্য কীর্ত্তনই—কলিযুগের মুখ্যসাধনরূপে ব্যবস্থিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট চাকদহে বার্ষিক মহামহোৎসব

গত ৯ই ও ১০ই পৌষ (১৩৭৯) শনি ও রবিবার বিশ্বম্ভর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে তদনুগতবর্গের চাকদহ-কাঁঠালপুলীর শ্রীপাট-বাটীতে শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি-উপলক্ষে তদীয় বার্ষিক মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে "দৈনিক নদীয়া প্রকাশে"র সহকারি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ভক্তবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত দুঃখ-বিমোচন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সন্তুনাথ পণ্ডা, শ্রীমান্ সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ রাজেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডারী এবং কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীমদ অবিদ্যাহরণ দাসাধিকারী সেবাশ্রমব্রত, শ্রীমদ প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রবন্ধবিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীবরদরাজ ব্রহ্মচারীজী, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র-নাথ দেবশর্মা (মজুমদার), শ্রীযুক্ত বংশীবদনজন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরঘুনন্দন মিশ্র (পাচক), বড়বাজার হইতে চারিজন ভক্ত, বারাকপুর হইতে শ্রীযুক্ত দিব্যহরি দাসাধিকারী (ভট্টাচার্য্য মহাশয়) ও অনেক ব্রাহ্মণ ভক্ত এবং অন্যান্য স্থান হইতে আরও অনেক ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

৯ই পৌষ শনিবার শ্রীহরিবাসর-দিবস যথাবিধানে পূর্ব্বাহ্নে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন, হরিকথা-প্রসঙ্গ ও নগর-কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীল পণ্ডিত ঠাকুরের সমাধিভূক্ত-প্রাঙ্গণে এক বৃহতী সভায় শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রবন্ধবিদ্যা-লঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ এবং তাঁহার নিজ-জন শুদ্ধসখ্যরসাশ্রিত দ্বাদশগোপালের অন্যতম ব্রজের মহাবাহু সখা শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর 'নিতাই-গৌরধন' ইত্যাদি নিত্যানন্দ-মহিমা-সূচক কীর্ত্তন-দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পার্ষদিকা-গিরিবরের অন্তর্ধানের সহিত অধিবাস-মহোৎসব সম্পন্ন করা হয়।

১০ই পৌষ রবিবার যথারীতি মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃ-কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার পর শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীমঠের, স্বামীজী এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু ভক্ত-সমভিব্যাহারে শ্রীল স্বামিজী মহারাজ এবং শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীপাটের সমাধিস্থল পরিক্রমা করিয়া শ্রীপাট-বাটী হইতে এক বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা পরিচালন-পূর্ব্বক চাকদহ-গ্রাম পরি-ক্রমান্তে যজ্ঞেশ্বর শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীল পণ্ডিত ঠাকুর ও তথায় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতিনীদেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত শ্রীজগন্নাথ-দেব ও শ্রীগৌরগোপাল-শ্রীবিগ্রহদ্বয় দর্শন ও দণ্ডবৎপ্রণতি-স্তুতিবিধান এবং "যে আনিল প্রেমধন" ইত্যাদি মহাজন-পদাবলীসমূহ কীর্ত্তনান্তে পুনরায় মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীপাটে বহু সজ্জন-সমাবেশ হইয়াছিল। স্বামিজী মহারাজ ও গোস্বামি প্রভু সমবেত সজ্জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন এবং প্রবন্ধবিদ্যালঙ্কার প্রভু কিছুক্ষণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। অতঃপর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হইবার পর সমবেত ব্রাহ্মণাদি নির্ব্বিশেষে যথা-প্রসাদে ব্রহ্মাণ্ডান্ স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা—সকলকেই তৃপ্ত-চুষ্য-লেহ্য-পেয়—চতুর্ব্বিধ অমৃতময়-প্রসাদান্ন (খেচরান্ন-পরমান্নাদি) বিতরণ করা হইয়াছিল। সকলেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অযাচিত প্রেম-মুখে প্রসাদান্ন সেবা করিয়া প্রসন্ন-হৃদয়ের প্রকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ক্রমাগত প্রায় সাত শত লোককে রাত্রি প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

কাঁঠালপুলী গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ দে, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দে ও ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দে ভ্রাতৃত্রয় সপরিবারে সোৎসাহে এই উৎসবে যোগদান-পূর্ব্বক উৎসবের সমস্ত ব্যবস্থায় বহু ও সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণাদি করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীপাট-বাড়ীতে একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া

দিতেছেন ; আশা করা যায়, আগামী বার্ষিক মহোৎসবের সময় আমরা উক্ত মন্দিরের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, দেখিতে পাইব। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মের প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম অনুরাগই তাঁহাদিগকে শ্রীপাটের সেবায় উত্তরোত্তর উজ্জ্বল দর্শন করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিতেছে। "মন্ত্রকপূজাত্যধিকা"—এই ভগবৎ-শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী অনুসারে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের পূজা ছাড়িয়া কৃষ্ণপূজা বাহিরের বাত্ত, ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের সেবায়ই কৃষ্ণসুখবিধানের জন্য ধন, জন, দেহ, গেহ—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার বিচার-বিশিষ্ট হইতেছেন দেখিয়া আমরা তাঁহাদের সদ্বুদ্ধির শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের নিকট সেবা-সঙ্কল্প হইতেই আমরা তাঁহাদিগকে অচিরে শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ-রূপ শ্রীনিত্যানন্দের নিকপট কৃপালাভ ও নিত্যানন্দানুগ্রহে গৌরানুগ্রহ-লাভের পরম সৌভাগ্যসম্পদের অধিকারী দর্শন করিতে পাইব বলিয়া আশা করি।

শ্রীযুক্ত সুহাসচন্দ্র বসু মহাশয়েরও সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া ; তাঁহার ঐকান্তিক পরম প্রেমোদ্যমে অনুপস্থিতেও শ্রীপাটের সেবা-সৌষ্ঠব-বিধানে তাঁহার যত্ন দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দ বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন।

শ্রীপাট-রক্ষক শ্রীযুক্ত হরিকিশোর ব্রহ্মচারী প্রভু প্রবীণ হইয়াও শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ও ভোগরাগাদি সেবাকার্য্যে যেরূপ নবীনের উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। তাঁহার শ্রীগুরুবৈষ্ণবে প্রীতিময়ী সেবা-চেষ্টা ও সকলের প্রতি অমায়িক ব্যবহার—আদর্শস্থানীয়। উৎসবকালে ভক্ত শ্রীপ্রভুদয়াল ও শ্রীনিবাসও যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবক শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিনোদ প্রভুর এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে ভক্ত শ্রীরাজেন্দ্র ও শ্রীমধুসূদন মিশ্রের রন্ধনাদি কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম—বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। চাকদহ পল্লীবাসী স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা অনেকেই উৎসবের সেবা-কার্য্যে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়া ভক্তানুকূলী প্রকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা (মজুমদার), শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত যশোমানন্দন গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ প্রসাদ-পরিবেশনাদি সেবাকার্য্যে অবসর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। সকলেরই প্রাণপাত যত্নের ফলে এই উৎসবটী বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা (মজুমদার) মহাশয়দ্বয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্যেও সর্ব্বক্ষণ আগ্রহের সহিত যে-প্রকার আন্তরিক যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই ভক্তবৈষ্ণবের চিত্ত আকর্ষণ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

আমরা আশা করি, স্থানীয় অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে শিক্ষিত ও সজ্জনগণ চাকদহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহে ভুবনমঙ্গল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর প্রচার-বিষয়ে উত্তরোত্তর অধিক যত্ন ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিশেষ প্রীতিভাজন হইবেন।

উৎসবে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত জগদীশ পণ্ডিতের পাটের ভক্তবৃন্দ, তাঁতলা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অধিনায়ক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষাল, ভাটপাড়ার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দত্ত, ভাদনঘরের শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুন্দনগরের ভক্তবৃন্দ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি-এ প্রমুখ বহু শিক্ষিত ও সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০শ সংখ্যার পর)

বসুদেব-দেবকী যে পারকীয় বাৎসল্য-প্রেম-মাধুরী আস্বাদন ক'রতে পারেন নাই, নন্দ-যশোদার দ্বারে সেই প্রেম-সম্পদ্ অকৃপণ বিলুণ্ঠিত হ'য়েছে। দ্বারকার মহিষীগণ, এমন কি, শ্রীরুক্মিণীদেবীও শ্রীব্রজবনিতাগণের যত কৃষ্ণের

প্রিয় হ'তে পারেন নাই। যদিও পুরবাসিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী এবং শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রেই তাঁ'রা ধর্ম, কর্ম, পুত্র, পৌত্র, গৃহাদিতে যাবতীয় চিত্তা, তথাপি তাঁ'রা বিবাহিতা পত্নীভাবে গৌরবান্বিতা হ'য়েই শ্রীকৃষ্ণের সেবা ক'রে থাকেন, কিন্তু যে গোপীগণ ইহলোক ও পরলোকের সকলপ্রকার সাধ্য ও সাধনকে চিরতরে ত্যাগ ক'রে—আত্মাপর্যন্ত পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র অদ্বিতীয় প্রেমাস্পদের ইন্দ্রিয়-সুখতাৎপর্যে তাঁ'দের লজ্জা, কুল, মান, সর্বাস্ব আহুতি প্রদান ক'রেছেন, তাঁ'রাই প্রেমে সর্বশ্রেষ্ঠীয়সী। 'প্রেম'-শব্দ একমাত্র তাঁ'দেরই নিজস্ব সম্পৎ। এমন কি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুরবনিতাগণকে ব'লেছিলেন,—"যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ ক'রলে ব্রজবাসিগণ প্রীত হয়, তা'হ'লে আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি, সত্যসত্যই এখনই আমি তাই করি। ব্রজবাসিগণের প্রত্যুপকারে আমি অসমর্থ। তাঁ'রা আমার প্রীতির বাসনাতে—প্রীতির প্রতিজ্ঞাকে পর্য্যন্ত ভঙ্গ করিয়েছেন, আমি তাঁ'দের নিকট চিরঋণী। আমি যে পুরবনিতাগণকে বিবাহ ক'রেছি, তা'ও ব্রজবনিতাগণের প্রেমের উদ্দীপনের জন্যই। রুক্মিণীকে দর্শন ক'রে আমার গোপীগণের স্মৃতি আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। আমাকে পাবার জন্যে যে ষোল হাজার একশত আট জন গোপাঙ্গনা কাত্যায়নীব্রত ক'রেছিলেন, তাঁ'দের লক্ষিত পুরবনিতার সংখ্যার সাদৃশ্য দেখে তদ্দ্বারা আমি আমার মনকে সুস্থ করবার ইচ্ছায় পুরবনিতাগণকে বিবাহ ক'রেছি। ব্রজবাসিগণ আমাকে দেখ্‌লেও আমার সেবায় ভক্ত—আমার বিরহের জন্য তাঁ'দের দুঃখের শান্তি হয় না; কারণ, আমার বিচ্ছেদ-চিন্তায় আকুলচিত্ত ব্রজবাসিগণের সুখের জন্য আমি যে-কিছু মধুর বিলাসাদি ক'রে থাকি, সকলগুলিই তাঁ'দের ঐ দুঃখকে দ্বিগুণ ক'রে তোলে। আমি ব্রজে এরূপ সম্ভোগ-সাগরে সর্বদা সন্তরণ ক'রে থাকি যে, তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আমার স্তব বা বন্দনা ক'রতে প্রবৃত্ত হ'লেও আমি তাঁ'দের দর্শন ও সম্ভাষণ দুঃখজনক বোধ ক'রে সেবকাধ্য-সকল বিস্মৃত হ'য়ে থাকি। আমি ব্রজে অপূর্ব রূপ, বেশ ও বংশীরবামৃত বর্ষণ ক'রে ব্রজবাসিগণের কথা দূরে থাকুক, নিখিল বিশ্ব-সংসারকে প্রেমরসে বিমোহিত করি। কি আকাশচারী ব্রহ্মা, কি রুদ্র, কি ইন্দ্র, কি চন্দ্র, কি অপরাপর দেবগণ, কি সপ্তর্ষিগণ, গো-গণ, দুগ্ধগণ, বৎসগণ, মৃগগণ, পক্ষীগণ, অধিক কি, তরু-গুল্ম-লতাগণগণ, নদীগণ, মেঘরাশি, স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণ, চেতন-অচেতন নিখিল-প্রপঞ্চ আমার প্রেম-প্রভাবে—সাত্ত্বিক বিকারে বিভূষিত হ'য়ে অচেতন চেতনের ধর্ম প্রাপ্ত হয়।" গো-পী-দের মধ্যে গোপী পরোমধি কৃষ্ণানুরাগিনীর কথা অনির্বচনীয়। কৃষ্ণের আনন্দ-বিধায়িনী যে স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী, সেই হ্লাদিনীর সার-অংশ প্রেম, সেই প্রেমের পরমসার মহাভাব, সেই মহাভাব-রূপাই শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। রাধার স্বরূপ ও দেহ—একই বস্তু, তা' সম্পূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমময়। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তিবাঞ্ছার মূর্ত হ'য়েই—শ্রীরাধিকা। সেই কৃষ্ণপ্রেমের মূর্তবিগ্রহ শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেমবিনোদিনী কায়ব্যূহস্বরূপা অষ্টসখী। শ্রীরাধিকার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক মানসিক ভাব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি-সঞ্চালন—কৃষ্ণপ্রেমের এক একটি শোভা বা ভূষণ। শ্রীবার্ষভানবী আনন্দকেন্দ্রা কৃষ্ণ-প্রেমময়ী। তাঁ'র অলঙ্কার, তাঁ'র বস্ত্র, তাঁ'র মাল্য, তাঁ'র পরিচ্ছদ, তাঁ'র ললাটস্থ সিন্দুরবিন্দু, তাঁ'র স্নান, অঙ্গমার্জন, তাঁ'র তাম্বূলাদি-সেবন, তাঁ'র প্রতিপদবিক্ষেপ, তাঁ'র মান, তাঁ'র রোষ—প্রত্যেকটীই কৃষ্ণপ্রেমের শোভাকে রূপ দিয়ে বিভূষিত ক'রেছে। শ্রীবার্ষভানবীর কৃষ্ণবশকারী প্রেম কিরূপ অদ্বিতীয়, তৎসম্বন্ধে শ্রীরায়-রামানন্দ আমাদিগকে এ'রূপ জানিয়েছেন,— (চৈঃ চঃ ম ৮ম পঃ)

যাঁ'র সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁ'র ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজ-রামা॥
যাঁ'র সৌন্দর্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্বতী।
যাঁ'র পতিব্রতাধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যাঁ'র সদ্‌গুণ-গণনে কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁ'র গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার্॥

শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমময়ী বার্ষভানবীর সমস্ত প্রেমের অনুকান্তি ও প্রেমের মানসিকভাবে বিভাবিত হ'য়ে জগতে পূর্ণতম সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র প্রেমের বার্তা প্রকাশ ক'রেছেন। "প্রেম' জিনিষটী সকলের অন্তরাত্মার জীবাতু-স্বরূপ। প্রেম-ব্যতীত চেতনের আনন্দময় জীবন নাই। প্রেমই চেতনের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু; এমন কি, সত্ত্ব ও অভিধেয় সেরূপ নয়। শ্রীচৈতন্যের ধ্যান—অভিধেয়, আর শ্রীচৈতন্যের প্রেম—প্রয়োজন।

১১শ বর্ষ | গৌড়ীয় মঠ, ২০শে পৌষ শনিবার, ১৩৩৯, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৩ | ২২শ সংখ্যা

ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজ-সভার সভরাজ-প্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঢাকাবাসী ভক্তজন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের হৃদয়কে নানা মতবাদের অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইবার এক অভূতপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিতেছেন। কত জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিফলে যে মানবজাতির ভাগ্যে এইরূপ সুদুর্ল্লভ বৈকুণ্ঠপ্রিয়-দর্শন শ্রীচৈতন্যজনের শ্রীমুখ হইতে একান্ত নিঃশ্রেয়ের বার্ত্তা শ্রবণ করা যায়, তাহা বুঝিবার মত সুবুদ্ধি মানবজাতির কবে উদিত হইবে? কবে মানবজাতি অন্যান্য সমস্ত ব্যর্থ চেষ্টা, ব্যর্থ কর্ম্ম, ব্যর্থ জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টাকে অতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া শ্রীচৈতন্য-জনের চেতনময়ী বাণী শ্রবণের জন্য একান্তভাবে উৎকর্ণ হইবেন—কবে একমাত্র শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণ-কীর্ত্তনই সমস্ত তপস্যা, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত অধ্যয়ন, সাধনা, সিদ্ধি, আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, ধারণা, ধ্যান, সমাধির চরমফল বলিয়া মানবজাতি বরণ করিতে পারিবেন?

অহো! মানবজাতির মেধা কি প্রকার ভ্রষ্ট হইয়াছে! মানবজাতি একমাত্র সরল, সাধু, স্বাভাবিক বাস্তবসত্য পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র অবার্থ মন্ত্রস্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ব্যর্থ শ্রবণাদ্যাপারে নিযুক্ত হইতেছেন! হরি মায়া তোমার অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি!

বর্ত্তমানে ঢাকাবাসীর ভাগ্যোদয়ের বলিহারি যাই! কিন্তু আমরা কয়জন তাহা বরণ করিতেছি! নানা-প্রকার দুর্বিষহ, অসৎ আসক্তি, অসৎ সংস্কারের বিষয়ী হইয়া আমরা আমাদিগকে পরম সত্য—অকপট ও নির্ভীক সত্যের সন্দেশ হইতে নানাপ্রকার ব্যাবহারিকভাব অবগুণ্ঠন-দ্বারা

দূরে—অতিদূরে পাতিত করিয়াছি। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা এইরূপ অতিমর্ত্য মহাজনের মুখনির্গত বাণী-সুধা পান করিয়া অমর হইতেছেন।

গত ২২শে ডিসেম্বর(১৯০২) রবিবাসরীয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পারমার্থিক-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সম্বন্ধে প্রভুপাদের বাসস্থানে (ঢাকা টীকাটুলী নামক পল্লীতে) সমবেত বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রায় ৪ ঘণ্টা-কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রুতি-প্রস্থান, স্মৃতি-প্রস্থান, সূত্র-প্রস্থান ও প্রকরণ-প্রস্থান—এই প্রস্থান-চতুষ্টয়ই কিরূপে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকে বৃথা সময়-ক্ষেপণের হেতু বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র যে একবাক্যে হরিভক্তির নিত্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড"—এই পদ-ব্যাখ্যার অনেক কথা বলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক ও শ্রুতির মন্ত্রসমূহ-দ্বারা তাহা ব্যাখ্যা করেন। দেহ ও মনের রুচিতে প্রেয়ঃপথ ও নির্ম্মল আত্মার রুচিতে শ্রেয়ঃপথ—শ্রুতিশাস্ত্র স্বীকার করিয়াছেন। যাহারা দেহ ও মনে আসক্ত হইয়া প্রেয়ঃপথে ধাবিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কথঞ্চিৎভাবে ক্রমে ক্রমে শ্রেয়ঃপথে চালিত করিবার জন্য কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের প্রস্তাব হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা নিত্য-উপেয় ভক্তির দাস করিলেই সার্থকতা লাভ করে।

প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন—প্রকৃত পরমঃপরায়ণ ভক্তদের ও অন্যাভিলাষী গুরুক্রব-সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করেন। লৌকিক গুরুক্রবগণ গুরুর পরিচয় বা আত্মার কীর্ত্তন করিবার পরিবর্ত্তে স্বার্থের অনুগমনে গুরু-শোনিতের পরিচয় প্রদান করিবার পক্ষপাতী। বহুলীবের শৌক্রাভিমান প্রবল, আর মুক্তপুরুষের শ্রৌতাভিমান প্রবল। ব্যবসায়ী পাঠক-কথক-সম্প্রদায় সর্ব্বদাই অনুস্বার-বিসর্গ-কণ্ঠস্বর-ভাব-ভঙ্গীর স্থূল কুযাবহার লইয়া ব্যস্ত, তাহারা সারগ্রাহী নহে,—ভারবাহী। তাহারা সার হইতে—জগৎ হইতে মাধুকর-বৈভব সংগ্রহ করিতে পারে না; কাচভ্রান্তে মণিকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইয়াও "স্পর্শ করিয়াছি"—এইরূপ কল্পনা করে। অপরা বিদ্যা মানুষকে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের পার্থক্য বুঝিতে দেয় না, বিপথগামী করিয়া রাখে। এ জন্য শ্রীনাথ-দ্বারাপুরে পরা-বিদ্যাপীঠ ও ভক্তিশাস্ত্র-পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে ভক্ত-বিক্রয়ের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। যাহাকে-তাহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া চুকিতে দেওয়া যেমন দোষ, প্রকৃত বৈষ্ণবকে বাধা দেওয়াও তেমনি দোষাবহ। প্রাকৃত-সহজিয়া ও ভগবদ্বিদ্বেষি-সম্প্রদায় অবৈষ্ণব পাষণ্ডকে 'বৈষ্ণব', আর মহাভাগবত, পরমঃপরায়ণ বৈষ্ণবকে 'অবৈষ্ণব' বলিয়া ধরা দণ্ডিত ও অপরকে বঞ্চনা করে। বেদবক্তার বাস্তবজ্ঞান-লাভের জন্য সদ্গুরুপাদাশ্রয় আবশ্যক। এই বাস্তবজ্ঞান শ্রীগুরুপাদাশ্রিত ব্যক্তিগণের সেবোন্মুখ হৃদয়েই প্রকাশিত হয়, তাহা একমাত্র অকৃত্রিম বৈষ্ণবগণেরই সম্পত্তি।

২৩ শে ডিসেম্বর (১৯০২) অপরাহ্ণে ঢাকা নরমেল-স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় সপরিবারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হরিকথা-শ্রবণার্থ আগমন করিয়া তারকব্রহ্মনামের তাৎপর্য্য ও শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে প্রশ্ন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—যাহা পরিত্রাণ করে, তাহাই তারক। যাঁহার যেরূপ অবস্থায় বিপদের অনুভূতি, তিনি তদ্রূপ বিপদ হইতে পরিত্রাণের অভিলাষী। যাঁহারা সাংসারিক অভাব, অসুবিধা, ত্রিতাপকেই 'বিপদ' মনে করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য ধর্ম্মার্থকাম-কামী বা মোক্ষকামী হইয়া পড়েন। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উভয়েই স্ব স্ব অপস্বার্থ-পরিপূরণের অভাবকে বিপদ মনে করেন। আর ভগবদ্ভক্ত কৃষ্ণসেবার অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে যাহাতে যাহাতে বাধা উপস্থিত হয়, তাহাকেই 'বিপদ' জ্ঞান করেন। ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষচেষ্টায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা উপস্থিত হয় বলিয়া তাঁহারা সেইসকল বিপদ হইতে ত্রাণ-আকাঙ্ক্ষা করেন অর্থাৎ ভগবৎসেবক ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছা—এই উভয় বাসনা হইতেই পরিত্রাণ চাহেন। এজন্য ভগবদ্ভক্তের নিকট তারকব্রহ্মনামের স্বরূপ অন্যরূপ, 'তারক' সেখানে—'পালক'।

'হরে', 'কৃষ্ণ', 'রাম'—এই তিনটী পদ 'তারকব্রহ্ম'-নামে খ্যাত হয়। লোকের সেবাবৃত্তির তারতম্যানুসারে উক্ত ত্রিবিধ পদের তাৎপর্য্য ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। কেহ 'হরি'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' বিচার করেন; যাঁহারা বিষয়তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর আশ্রয়তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ যাঁহাদের সেবাবৃত্তি

অধিকতর প্রকাশিত, তাঁহারা 'কৃষ্ণ'-শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ যুড়িয়া থাকেন।

'কৃষ্ণ' অর্থে—যিনি আকর্ষণ করেন। জীবের সেবা-বৃত্তির তারতম্যানুসারে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ—অংশে, কলা, বিকলা প্রভৃতি মূর্তিতে উদিত হন। কখনও কখনও 'কৃষ্ণ'কে বিকৃত করিয়া দেখিবারও চেষ্টা হয়। যিনি আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কি আকর্ষণ করেন? স্থূল ও সূক্ষ্ম অচিদ্‌বস্তুকে কৃষ্ণ কখনও আকর্ষণ করেন না। তাহা কৃষ্ণমায়ার দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

'রাম'-শব্দের তাৎপর্য্যও সেবাবৃত্তির তাৎপর্য্যানুসারে প্রকাশিত হয়; পরশুরাম, দাশরথিরাম, রৌহিণেয়রাম, রামারমণ রাম। রামারমণ রামেই সেবা-বৃত্তির পরিপূর্ণতা সম্প্রকাশিত হইতে পারে।

রামারমণের অভিলাষ পরিপূরণ করাই আমার নিত্য-ধর্ম্ম। পাঁচ প্রকারে তাহা পূর্ণ হয়। রামানুগীয়গণ নাভির ঊর্দ্ধদেশে উত্তরাস্যে যে-যেস্থানে চরিমণির অঙ্কিত হয়, তদ্গত উপচার-দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করিতে চাহেন। কিন্তু পূর্ণসচ্চিদানন্দবস্তু কৃষ্ণ সর্ব্বক্ষণ চিন্ময় সর্ব্বাঙ্গের সেবা চাহেন। কেবল চিন্ময় সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা কৃষ্ণের সেবা হয়। তাহাতে "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং বস্তুনে-শঙ্কিতং" শ্লোকের বিচার উপস্থিত হয়। সেই কৃষ্ণ ঐতিহ্য ও কল্পকের অতীত বস্তু। অধোক্ষজ-বৃত্তি আবৃত হইলে বিশ্ব আসিয়া উপস্থিত হয়।

পৃথিবীর ছায়ামা দেখিয়া যাঁহারা ভয় পান, সেইসকল ভয়াতুর-সম্প্রদায় শ্রুতি ও মহাভারতের উপাসনা করেন; কিন্তু বৎসল-প্রেমিকগণ ভয়াতুর নহেন, তাই তাঁহারা নন্দকে বন্দনা করেন, নন্দকে 'ভদ্র' করেন—যে নন্দ নিজহস্ত হইয়াছেন,—পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে তাঁহার বাড়ায়ার বাঁধিয়া রাখিতে।

একমাত্র ভগবদ্ভক্তি-ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদির যাবতীয় চেষ্টা মূঢ়তা—অনাচার। "পশ্চিমের লোক-সব মূঢ় অনাচার।" কিন্তু অজ্ঞান কর্ম্মজড়িগণ পিতৃশ্রাদ্ধ করা, পুষ্করে ডুব্ দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যকেই 'সদাচার' মনে করিতেছে। শ্রীরূপ-সনাতনের চরণাশ্রয় করিলেই বিশেষ সুবিধা হইবে, তাঁহারা "ভক্তি-সদাচারে"র মূল মহাজন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা জগৎকে দান করিয়াছেন,—

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।"

সেবোন্মুখতা হইলেই জিহ্বা-দ্বারা 'কৃষ্ণ'-নাম বহির্গত হইবেন। যেখানে অধঃজ্ঞানের অভাব, সেখানেই শব্দ ও শব্দীতে ভেদ। শব্দ ও শব্দীতে যেখানে অধঃজ্ঞান, সেখানেই বিবর্ত্তবৃদ্ধি প্রকাশিত।

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-ব্যতীত আর যত কথা, সব আমার নিত্যবৃত্তিকে ঢাকিয়া ফেলিবার কথা। হরি সব হরণ করিয়া থাকেন। কি হরণ করেন? চামড়া, মাংস তিনি হরণ করেন না। তিনি চান 'আমাকে'—আত্মাকে; সেই আত্মা পাঁচ প্রকার রসে তাঁহার সেবা করেন। মানুষের এই পঞ্চ চক্ষু-কর্ণাদি তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে না। যদি এই চক্ষু-কর্ণাদির বিষয় তিনি হইতেন, তাহা হইলে তিনি এই জগতেরই কোন ভোগ্যবস্তুমাত্র হইয়া পড়েন। সম্বোজ্জলা চেতনবৃত্তিতে তাঁহার আবাদন হয়।

"আমি ভগবান্‌কে দেখিব"—ইহার নাম সম্ভোগবাদ বা অভক্তি, আর "আমি ভগবান্‌কে দেখাইব,—যে রূপ দেখিতে তাঁহার ভাল লাগে", ইহার নাম সেবা। আমার মনগড়া সৌন্দর্য্য তিনি দেখেন না, কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাঁহার ভাল লাগে, তিনি তাহা দেখেন।

ভারতবর্ষে Semitesএর চিন্তাস্রোত উপস্থিত হইলে তাহারা Altruismকে--তথাকথিত জনহিতকর কার্য্যকে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছে। উপনিষদের বিচার তাহা নহে,—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

অধোক্ষজ-সেবকমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা ethical. মায়াদেবী মাপিয়া লইবার বুদ্ধি বা ধর্ম্মের কথা যাহাদের মস্তকে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে, তাহারা কাইসার (Kaisar), নেপোলিয়ন (Nepoleon) প্রভৃতির আদর্শকেই বড় মনে করে। কিন্তু ভক্তি আশ্রয় করিলে—ভগবানের উপর নির্ভর করিলে সমস্ত দায়িত্ব কাটিয়া যায়। ভগবান্ সুখ, দুঃখ যাহা প্রদান করেন, তাহাতেই তিনি ভগবৎসেবা করেন। ভগবানের সেবা করিলেই তদ্ভক্তকৃত সকল বস্তুর প্রকৃত সেবা হইয়া যায়। একজন মানবের সেবা করিলে আর এক জনের সেবা হয় না। এক দেশের মানবজাতির সেবা করিলে

অন্য দেশের মানবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-দোষ প্রদর্শন করা হয়, তাহাদিগকে নিরাশ করা হয়। মানবজাতিকে সেবা করিলে অপর প্রাণীর প্রতি চিকিৎসা করা হয়।

সাধু আমাদের হৃদয়ের গোপনীয় গ্রন্থিগুলি তাঁহার বাক্যরূপ খড়্গের দ্বারা ছেদন করিয়া দেন। মনের প্রথম অবস্থা—'প্রণব', সম্প্রকাশিত অবস্থায়—'নাম'।

মায়াবাদ এই প্রদেশকে (পূর্ব্ববঙ্গকে), নানা প্রকারে কলুষিত করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে প্রায় ১১ কোটি লোক, ১১ জন লোক প্রকৃত সত্যকথা বুঝিলেই যথেষ্ট। "কোটি মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।"

অক্ষরচিতে 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—নিঃশক্তিক। চিদ্চিৎ কূটার নাম—'পরমাত্মা'। নির্ব্বিশেষ শক্তির পূর্ণবিকাশই—'ভগবত্তা'।

'অন্তর্য্যামী'-শব্দের অর্থ—অন্তরে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। জড় বৈজ্ঞানিকগণ 'Electron theory' ও 'Molecular theory' নামে দুইটী বিষয় বিচার করেন। তিনটী atom এ একটী molecule, একটী atomকে ভাঙ্গিলে নয়টী electron পাওয়া যায়। Positive electron একটী ভিতরে থাকে এবং অপর আটটী বাহিরে থাকে। ভগবান্ মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, আর তৎসঙ্গে একটী Positive electron ভিতরে থাকে, আটটী (প্রোবিডেন্স, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি) সেই একটীর ভাবই পুষ্টি করিবার জন্য কায়ব্যূহরূপে বাহিরে আছে।

সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম—পরমাত্মা; নিঃশক্তিমান্ পরমাত্মা —ব্রহ্ম। যিনি কৃষ্ণ নহেন, তিনিই 'অনিরুদ্ধ'। পরমাত্মা ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পরমাত্মায় জড়াতীত—উভয় বিচারই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভগবত্তায় অচিদ্বিচারের স্থান নাই।

শ্রীভগবত্তায় দুইটী ঐশ্বর্য্যের যুগপৎ অধিষ্ঠান। তাহাতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য যুগপৎ অবস্থিত। "বৈরাগ্য"-জিনিষ—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌন্দর্য্য, জ্ঞানলীলতা। ছয়টা negative assertion, আর পাঁচটী positive assertion. কিন্তু ভগবানে একাধারে যুগপৎ এই দুইটী বিষয় আছে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য ও ঐশ্বর্য্যহীনতা যুগপৎ ভগবানেই সুষ্ঠুভাবে সমন্বিত। এই অচিন্ত্যভেদাভেদবিচার যাঁহাতে প্রকাশিত, তিনিই ভগবান্। শ্রীগুরু—শ্রীগুরুচৈতন্যে ভগবত্তা প্রকাশিত। যাঁহারা তাঁহাদিগকে ভগবত্তা হইতে ছোট মনে করেন," তাঁহারা মূঢ়; তাঁহারা কৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হন নাই, কৃষ্ণের জ্ঞান পান নাই।

"প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি॥
অতএব তাঁর মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।"

তাহাদের মুখে কৃষ্ণনাম আসে না। তাহারা কৃষ্ণাবলি খুলীচ হয় নাই। বেদান্তে পূর্ণ পারঙ্গত ছিলেন—শ্রীরূপ-গোস্বামী। তাই তিনি বেদান্তের শিক্ষায় এই সারবান্ শ্লোকটীতে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"যদ্যৈতৎ ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

বহুদেব ছিলেন অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ নিজ-গুরুপাদ-সমীপে "ত্রিদণ্ডী ও ত্রিদণ্ডিগণের কৃত্য" সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—অন্যাভাবেই জীবের মৃত্যু হয়। "জিহ্বোপস্থজয়ো দৃষ্টিঃ"—এই শ্লোকটী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণের অনুসরণীয়; কিন্তু উহা স্ত্রিরহভাবে নহে, যেমন মায়াবাদী ও কর্ম্মতপস্বী ব্যক্তিগণে দেখা যায়। সেবোন্মুখতার দ্বারাই অনায়াসে সকল ইন্দ্রিয় জয় হয়। Mollusk নামক এক প্রকার প্রাণী একবার মাত্র স্ত্রীসম্ভোগ করিতে পারে, সন্তান জন্ম দিয়াই উহা (পুরুষ-শ্রেণীর ঐ প্রাণী) মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভগবদ্গীতার শ্লোক শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আহরণ করিয়া বলিয়াছেন,—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥"

শ্রীরাগগোবিন্দের গানের সহিত গ্রাম্যবার্ত্তা এক নহে। নরহরি-মাতার গান, শনির পাঁচালী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, ষেটু-ষাকাল-চণ্ডী-বিষহরি প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার

গান, কালীঘাটে বৈষ্ণব-সভা (?), সাংসারিক মঙ্গল-অমঙ্গলের জন্য—নিজের ভোগ বা ভোগ-ত্যাগের জন্য যে-সকল কথা, তাহা সকলই—গ্রাম্যবার্ত্তা।

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥"

গ্রাম্যবার্ত্তা কেনী কাহারা বলেন?—Archeologist epigraphist প্রভৃতি হইয়া পড়িয়াছেন যাঁহারা।

শিলোপস্থকে জয় করার নাম 'ধৃতি'। যাঁহারা ত্রিদণ্ডী হইয়াছেন, তাঁহারা কায়, মন ও বাক্য দণ্ডিত করিয়াছেন। খবরের কাগজগুলি সব গ্রাম্যবার্ত্তা। মাতার কথার মত কাগজ-পত্র আছে, তাহা পড়িতে নাই। ঐ সকল পড়িলেই হয় তাহাদের সহিত সহযোগিতা, না হয় প্রতিযোগিতা করিবার জন্য চিত্ত ধাবিত হয়—'Rai Sahib' হইতে হইবে, 'Rai Bahadur' হইতে হইবে, এজন্য প্রতিযোগিতা ও প্রয়াস আরম্ভ হয়। ইহা স্বপ্নে খুব বড় বড় ধনী হইবার অভিলাষের উদ্দেশ্যে জগতের ধন-আনয়নের জন্য আকাঙ্ক্ষা; চার্ব্বাক, বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত; আকবর, জাহাঙ্গীরের ন্যায় রাজ্যভোগ, নেপোলিয়নের ন্যায় বীরত্ব, মালথাসের (Malthus এর) ন্যায় মানবজাতির উৎপত্তিকীর্ত্তি প্রভৃতির জন্য যাহারা লালায়িত, তাহাদের ছোট স্বপ্নে রাজা হওয়ার ন্যায়। এইজন্য ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট।"

বহির্ম্মুখের চিত্তবৃত্তি—"কোনক্রমে ভগবৎসেবা করিব না; গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যচিন্তা, গ্রাম্যব্যবহার, গ্রাম্যআচারেই সর্ব্বক্ষণ তন্ময়পুর থাকিব!" পাছে কোনরূপে মঙ্গল হয়, এজন্য তাহারা ঐ সকল পরিবারযুক্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাখে। তাহারা বিচার করে, তুলসীগাছে জল দিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা বেগুনগাছে জল দেওয়া,—সময় ও অর্থের অধিক সদ্ব্যবহার; কারণ, তাহাতে অধিক বেগুন খাওয়া যাইবে। কিন্তু বেগুন খাইবে কে? যদি বানরে নিয়া যায়, তবে খাইতে পারা যাইবে না, আর যদি বানরকে রক্ষিত করা হয়, তাহা হইলে বানরের সহিত প্রতিযোগিতা হইয়া যাইবে। মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোত্তম আশা—'ত্রিদণ্ডী' হওয়া। 'ত্রিদণ্ডী' অর্থে—অমানী, মানদ ও সহিষ্ণু হরিকীর্ত্তনকারী। বৈষ্ণবই দেবতা; কিন্তু তিনি 'দেবতা'-অভিমান, 'সর্ব্বা'-অভিমান করেন না। ত্রিদণ্ডী—"নিরাশীর্নির্ন্নমস্ক্রিয়ঃ।"

ত্রিদণ্ডী কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিবেন না, নমস্কারও গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যিনি ত্রিদণ্ডীকে নমস্কার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে "কৃষ্ণে মতিরস্তু"—এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ না করিবেন, তাঁহাকে উপবাস-দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—যতবার নমস্কার না করিবেন, ততবার উপবাস করিতে হইবে।

'ত্রিদণ্ড'-গ্রহণ ব্রাহ্মণজীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। দেবতারা ভোগের বিঘ্ন বিনাশ করেন, ভোগের পথ অনর্গল করিয়া দেন। গণেশ—ভোগ-সাধক অর্থের বিঘ্ন বিনাশ করেন, সূর্য্য—ধর্ম্মের (পুণ্যের) বিঘ্ন বিনাশ করেন। অন্ধকার মূর্খতার স্বরূপ, সূর্য্য অন্ধকার-বিনাশক, আলোক প্রদাতা, শক্তি—জ্ঞানের নিধি-প্রদাত্রী। শক্তির পূজা করিয়াছিল রাবণ সীতা-হরণের জন্য। জড়শক্তি-পূজক শক্তির নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া শক্তির শক্তিকে হরণ করিবার চেষ্টা করে! রুদ্রের উপাসকগণ সকল বিচিত্রতাকে ধ্বংস করে। গণেশ, সূর্য্য, শক্তি ও রুদ্রের উপাসকগণ—সকলেই অহং-প্রয়োপাসক—চরমে মূর্ত্তি-ভঞ্জকারী (Iconographer ও Iconoclastic)

বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুর নিকট হইতে কিছু চাহেন না। বিষ্ণু জীবের সর্ব্বস্ব হরণ করেন। যে-সকল পুষ্পে গন্ধ নাই, তাহা বিষ্ণুভক্তগণ প্রদান করেন না। 'সুগন্ধিপুষ্প প্রদান করা' অর্থ—নিজে সৌগন্ধ ভোগ না করা। রুদ্রকে গন্ধহীনপুষ্প দেওয়া হয়, ধুতুরা ফুলে রুদ্রের পূজা হয়। রক্তকরবীর দ্বারা শক্তির পূজা হয়। বিষ্ণুকে যাঁহারা অনিত্য দেবতা মনে করেন, কৃষ্ণকে মারিয়া (?) ফেলিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইল কল্পনা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুকে পঞ্চদেবতার অন্যতম অনিত্যবস্তু জ্ঞান করেন। ইঁহারা ব্যাসের সিদ্ধান্তের বিরোধী, বেদের সিদ্ধান্তের বিরোধী। ব্যাস বলেন,—

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদীয়তয়মধীষ্টে বা নায়কী সঃ।"

বেদ বলেন,—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং"

যাঁহারা বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতাকে সমান জ্ঞান করেন, তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী। তাঁহারা সমস্তদেবতা-সংহারক-সূত্রে "শিবোঽহং" "শিবোঽহং" (শিব—সর্ব্বসংহারক) বলিতে থাকেন। কর্ম্মকাণ্ড সংহার করা যাইতেও পারে বটে, কিন্তু যে কর্ম্ম কতকগুলি—ভগবৎসেবা, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা সংহার (?

করিবার দুর্বুদ্ধি পোষণ করেন। ইঁহারা গ্রাদণের ন্যায় ত্রিদণ্ডি-বেষধারী,—প্রকৃত ত্রিদণ্ডী নহেন কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণ ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন,—

"গৃহেষ্বাপ্যগৃহো মর্ত্যঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্।"

যখন সন্তানোৎপাদন করিতে হইবে, গৃহস্থ কেবল সেই সময় স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিবেন, নিজের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য বাস করিতে হইবে না। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণটা পরার্থ-পরতার ব্যাঘাতকারক। হরিভজনকারী ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবে, এজন্য গৃহস্থ সন্তানোৎপাদন করিবেন, ইহা একটা service. বিষ্ণুভক্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করুক, এই কামনায় দ্বিতীয় সংস্কারের মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। সাংসারিক কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তিময় জীবন—বিষ্ণুভক্তি।

আমি একটী কথা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক কথা আনিয়া ফেলি, খুব লম্বা-চৌড়া করিয়া বলিতে থাকি; ভাবি,—শ্রোতার শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্তও এই সব কথার শ্রবণ শেষ হইবে না। মনুষ্যজাতি তাহাদের যে-সকল Common errors (সাধারণ ভ্রম-সমূহ) আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে, সেগুলি প্রতি পদে নিরাস করিবার জন্য এত লম্বা-চৌড়া করিয়া বলি, তাহাতে যেই হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া লোকের মনে হয়; কিন্তু একটুকু আত্মমঙ্গলকামী হইয়া বিচার করিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, আমার সকল প্রয়াসই এক উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

"সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্"

একমাত্র বিষ্ণুর উপাসনা-ব্যতীত অন্য উপাসনায় কল্পিত উপাস্য-সমূহ সেবার পরিবর্ত্তে 'চাকর' মাত্র। কৃষ্ণ একাই লক্ষ। সেই একের পূজায় সকলের পূজা হয়। মনুষ্যজাতি; তোমরা গৃহস্থই থাক, ব্রহ্মচারীই থাক, বানপ্রস্থই থাক, সন্ন্যাসীই থাক, তোমরা সকলেই—ব্রাহ্মণ। "সর্ব্বে ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণাশ্চ।" শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"তোমাদের সকলেরই আমার উপাসনাই একমাত্র কৃত্য; আমাকে লইয়াই তোমাদের কাজ—তোমাদের অন্য কোন প্রকার কার্য্য নাই। তোমাদের চোখ, কাণ, মুখ, নাক—সব দিয়া আমাকে লইয়াই কাজ।"

"খুসের ভাল পাই না, তাই খাই না"—এইরূপ সাধু-সাজার নাম—প্রকৃত সাধু হওয়া নহে। কেহ কেহ বলেন, "ভারতের ৪৫ লক্ষ সাধু বিবাহের পয়সা যোগাড় করিতে পারেন না বলিয়া সাধু হন; কাপড় যোগাইবার পয়সা নাই বলিয়া তাঁহারা সেরূপ ব্রত করেন।"

জাগতিক বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যা প্রভৃতি সাধুত্বের লক্ষণ নহে। পিপীলিকা বলিতেছে,—"হাতী অনেক খাইয়া ফেলে, আমি অত খাই না, সামান্য খাই।" তাহা হইলে হাতী অপেক্ষা পিপীলিকাই বড় সাধু হইয়া পড়িল! কিন্তু হাতী শুণ্ডদণ্ডকে কুক্কুরে পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যায়, আর পিপীলিকা হয় ত' সেই কুক্কুরে কামড়াইয়া দেয়। হাতীটা বেশী খাইয়াও কুক্কুরে বহিয়া আনিল, কুক্কুরসেবা করিল, আর পিপীলিকা হয় ত' সেই কুক্কুরে কামড়াইয়া দিল! আমরা অনেক সময় সন্ন্যাসী (?) হইয়া ধাতুপাত্র ব্যবহার পরিত্যাগ করিলাম, গাছতলায় থাকিলাম; কিন্তু গাছতলায় থাকিয়া গাঁজা খাইতে শিখিলাম। এইরূপ গাঁজা-খাওয়ার জন্য সন্ন্যাসী না হইয়া ঘরে থাকিলে ভাল সন্ন্যাসী হওয়া যাইত।

"ত্রিদণ্ডমুপজীবন্তি"—ভোজন ভাল চলে বলিয়া মঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ভিক্ষুকের আশ্রম লইয়া যদি নিজের তহবিলে সঞ্চয় করি, তবে ত্রিদণ্ড উপজীবিকা হইয়া পড়িল। যেমন মু ০ ০ ০; পূর্ব্বে অনেক অসৎসঙ্গ করিয়াছে—মূর্খ—অশিক্ষিত; অশিক্ষিত মূর্খদিগকে লালকাপড় পরিতে বলি না—লেখাপড়া শিখিতে বলি না; উহার ভোজনটা বেশী ছিল। অসৎসঙ্গে অনেক ভোজন করিতে করিতে তাহার আবার একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সেবে কাঁটালপাতা খাইতে আরম্ভ করিল। ঐরূপ ভূরি ভোজন বা কাঁটালপাতা খাওয়া কিম্বা বায়ু-ভক্ষণ—গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য নহে বা তাহাতে ভক্তির কোন কথা নাই।

আমাদের গৌড়ীয়মঠের নিয়ম,—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ইঁহারা ভাল কাপড় পরিতে পারিবেন না, জুতা পরিতে পারিবেন না, নিজের জন্য এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাঁহাদের অনেক অর্থ আহরণ করিতে হইবে,—বৈষ্ণবসেবার জন্য।

ভারতের ৪৫লক্ষ সাধুনামধারিগণ যে-সকল কার্য্য করিতেছেন, শ্রীগৌড়ীয় মঠের কার্য্য সেইরূপ বা তাহাদের ন্যায় নহে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলেই ভিক্ষুক। আমি তাঁহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিতেছি।

আমি একটা কাজের ভার নিয়াছি, কাজেই আমি নিজে একাকী সকল বাড়ীতে যাইতে পারি না। এজন্য সকলের দ্বারে দ্বারে আমার লোকদিগকে সর্ব্বদা ভিক্ষার জন্য প্রেরণ করিতেছি। তোমরা কৃষ্ণের নাম-প্রচারের জন্য—জগতের যাহাতে শ্রেষ্ঠ উপকার হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু না কিছু গ্রহণ কর, তাহা কৃষ্ণ-কার্য্যে নিযুক্ত হউক। অর্থ সঞ্চয় করা, আর উহা ধন-মূত্ররূপে বাহির করিয়া দিবার ভার বাহুরে-কার্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য নহে। "কোটি কোটি বৈষ্ণবের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে," আমার এই কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে।

[এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রারম্ভিক ইতিহাস-কাহিনী অত্যন্ত করুণ ভাষায় কীর্ত্তন করেন—Hart Brothersএর দোকান হইতে মাসিক ১৩০৲ টাকা ভাড়ায় প্রচারের জন্য গাড়ী, শ্রীল প্রভুপাদের স্বয়ং ভিক্ষায় বহির্গমন, প্রথমে কএকজন গৃহস্থ ভক্ত (boarder) মিলিয়া শ্রীযুৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর চেষ্টায় ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডে একটী মেসের ন্যায় 'আসন' স্থাপন, আচার্য্যাভিমানী প্রভুর অকপটভাবে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-প্রচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও আত্মপ্রচেষ্টা, শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-উৎসব-অভিলাষে, তদুপলক্ষে ২৩ জন ভক্তকে আহ্বান, আহৃত দ্রব্য তাঁহাদের পোষণেই যায়, ভোমরাওনের পরলোকগত রাজর্ষি ব্রজেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়ের চাউল ও অর্থ-সাহায্য, অত্যাশ্চর্য্যভাবে নানাস্থান হইতে সময়-কালে বহু দ্রব্যাদির সমাবেশ প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অনেক কথা বলিলেন।]

ত্রিদণ্ডিগণের সমাজ আছে, তাঁহারা একটী শ্রেণীর মধ্যে অনেক লইয়া এক। কিন্তু পরমহংস তাহা নহেন, তিনিই এক। তাঁহার কোন সমাজ বা শ্রেণী নাই, তিনি একায়নমঠী।

প্রফেসার বাবু ৩০ টাকা মাহিনা পান, তিনি সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-সেবায় দিতেছেন, আর আমরা এক পয়সারও লোক নহি; তিনি ত্রিদণ্ডী, না আমরা ত্রিদণ্ডী? কৃষ্ণের জন্য আহৃত দ্রব্য, অর্থ—সমস্ত আমার কাছে আনিয়া দিলেই ত' হয়।

অকপট হরিসেবার জন্য—শুদ্ধ হরিকথা শুদ্ধভাবে জগতে প্রচারের জন্য আমি প্রচারকগণকে হাজার হাজার মোটর-গাড়ী দিয়া দিতেছি, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু জড়পিণ্ড গাড়ীতে উঠিবে কেন? তাহার গাড়ীতে উঠিবার কোন অধিকার নাই। তাহা হইলে ত' সে বিষয়ীই হইয়া যাইবে। যাহার মোটর-গাড়ী চড়িবার পিপাসা আছে—হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার পরিবর্ত্তে যাহাদুরী দেখাইবার ইচ্ছা আছে, সেইরূপ জড়পিণ্ডকে কিছুতেই বিষয়ী, ভোগী, নরকপথের যাত্রী হইবার জন্য গাড়ীতে চড়িতে দেওয়া হইবে না। তাহা হইলে তাহা তাহার উপজীবিকা হইয়া যাইবে। যিনি অকপটভাবে, কায়মনোবাক্যে হরিভজন করিতেছেন না, যিনি সর্ব্বস্ব হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় প্রদান করিতেছেন না, তিনি কেন গাড়ীতে চড়িবেন? আমার যদি সম্বিধা-সম্প্রদায় বৃদ্ধি হয়, উহাই অন্যপ্রকার বিভার সংস্করণ বৃদ্ধি হয়, তবে আমরা ত' মরিয়া গেলাম।

এইজন্য আমি প্রস্তাব করিতেছিলাম, ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ, সকলে একায়নমঠে আসুন, আপনারা আর ভিক্ষা করিবেন না, আমি আপনাদিগকে মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব। আপনারা আমার অনুকরণ কেন করেন? আমি ত' ত্রিদণ্ডী নহি। আমি ত' পতিত; * আপনারা ত' তাহা নহেন, আপনারা ত' 'পাবন'। আপনাদিগকে পাবন মনে করিয়া আপনাদিগকে গুরু করাই কি তাহা হইলে অসুবিধা হইয়াছে? আমি আপনাদিগকে পাবন জানিয়া 'গুরু' করিয়াছি, আর আপনারা অন্যরূপ অভিনয় দেখাইতেছেন কেন? ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুগণ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ হরিসেবায় নিযুক্ত করুন। আমরা কত আশা-ভরসা করিয়া হরিভজন করিতে আসিয়াছি, আর আমরা কোথায় চলিয়া গেলাম।

---

* পাবন-সূত্রে পরমহংসশিরোমণি জগদ্গুরুর যেরূপ উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, অকৃত্রিম গুরু ও শিষ্যের, অনর্থমুক্ত ও অনর্থমুক্তের সমশ্রেণীর জ্ঞান করা বা আচার্য্যের আচরণ অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণ করা—প্রাকৃত-সহজিয়া-বিচার ও তুর্গতিপ্রদ। মহাপ্রভু "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" বলিয়া যাঁহার অহৈতুক-প্রভুর প্রথম পুরি অন্ন-ভোজন ও খোসিবের ঘায় গভীরায় পাদপদ্মাদির আঘাত শিষ্য ও সাধকগণ অনুকরণ করিবে,—মহাপ্রভুর শিক্ষা তাহা নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ঢাকায় "সংশিক্ষা-প্রদর্শনী"-উন্মোচন

পূর্ব্ববঙ্গবাসীর শুভা বিধির চেতন জগতের সৌভাগ্য উদয় করাইবার জন্য শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্রাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ২২শে পৌষ (১৩৬৯), ৬ই জানুয়ারী (১৯৬৩) শুক্রবার দিবস সভার পরে ঢাকার পুরাণ-পল্টনের মাঠে অভূতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব 'ভাগবত-প্রদর্শনী' উন্মোচন করেন। এতদুপলক্ষে সুবৃহৎ প্রদর্শনী প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে গোলাকৃতি একটী সভামণ্ডপ রচিত এবং তাহা বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র ও আলোকমালায় সুশোভিত হইয়াছিল। সভামণ্ডপের পূর্ব্বদিকে প্রভুপাদ সভাপতির জন্য একটী সুরম্য বেদী, একদিকে শুভ্রবর্ণ ও অপরদিকে নিমন্ত্রিত মহিলাগণের উপবেশন-স্থান এবং সম্মুখস্থ স্থান-সমূহ নিমন্ত্রিত পুরুষ-সভ্যগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বৈকাল হইতেই ঢাকা-সহরের নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-সমূহ সভায় উপস্থিত হইতে থাকেন। মফঃস্বল হইতেও বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আগমন করেন। ঢাকা-সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলার মিঃ ন্যাজ্‌লী এবং বিভিন্ন অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণ, ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, ভাইস্-চেয়ারম্যান প্রভৃতি, স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণ, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও বিচারকবর্গ, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জমিদারগণ এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বিস্তৃত সভামণ্ডপ বিজ্ঞান-শতদলীর দ্বারা মণ্ডিত ও উচ্চ বেদীর উপর আচার্য্যবর্য্য সভাপতি প্রভুপাদের দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। সভা-সভাই এই ভাগবত-সভা প্রতীয়মান হইতেছিল যে, অহৈতুক অমন্দোদয়-দয়াবত্তায় গৌরজন জীবের নিস্প্রেয়সের জন্য দীনচিত্ত গৃহিগণের কুটীরে আগমন করেন, নতুবা ঢাকা-নগরীতে পরমহংস-চূড়ামণি মহা মহা মান্য গৌরজনের এরূপ অযাচিত শুভবিজয় কেন? প্রদর্শনী উদ্ঘাটনের লীলায় ঢাকার চাকচিক্য অর্থাৎ আবৃত চেতন-জগতের আবরণ উন্মোচনের জন্যই সর্ব্বত্র-বন্দ্য গৌরজনের এ প্রদেশে শুভবিজয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলে সভাবৃন্দ প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বেদীর উপর আসন পরিগ্রহ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ তীর্থ মহারাজ প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদান করিলেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টী পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুৎ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ প্রভু "জয় জয়ন্ত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল"—এই গীতিটী উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকবর্গের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ একটী নাতিদীর্ঘ সুন্দর বক্তৃতার দ্বারা অদ্যকার জাগতিক প্রদর্শনীর সহিত শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা কৃপা-পূর্ব্বক উদ্ঘাটিত পারমার্থিক-প্রদর্শনীর পার্থক্য ও অভিনবত্ব কোথায়, তাহা বর্ণন-পূর্ব্বক বক্তৃতামুখে নিমন্ত্রিত সভ্যগণকে সম্বর্দ্ধনা করেন। অনন্তর পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ "প্রদর্শকের অভিভাষণ" প্রদান করিলেন। আচার্য্যই প্রদর্শক, শ্রীগুরুপাদপদ্মই দিব্যজ্ঞান বা ভাগবতী শিক্ষার প্রদর্শক। অপ্রাকৃত বিষয়ে একটী রহস্যময় ব্যাপার এই,—এখানে সেবোন্মুখ কর্ণই দর্শনের উপযোগী প্রথম ও প্রধান চক্ষু। আচার্য্যের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শ্রীচৈতন্যবাণী কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া জাগতিক জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা, বদ্ধসংস্কার, বাসনা, প্রতারণাদির "ছানি-পড়া" চক্ষুঃ উন্মুক্ত না করা পর্য্যন্ত স্থূলেক্ষে গোলোক-বৈচিত্র্যের বিদর্শন হয় না। এইজন্য আচার্য্যই একমাত্র প্রদর্শক। অপ্রাকৃত বস্তু প্রথমে কর্ণের দ্বারা দেখিতে হয়—শ্রবণ-শোধিত দর্শনের দ্বারা দর্শন করিতে হয়, এইজন্য এইরূপ "প্রদর্শকের অভিভাষণের" একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রদর্শকের চেতন-বাণীকে পরিচালক ও নিয়ামক না করিলে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর বস্তু দর্শন হইবে না,—ইন্দ্রিয়-ভোগময় আবরণ দর্শন-মাত্র হইবে অর্থাৎ প্রদর্শনী দর্শনের যে উচ্চিষ্ট ও লাভজনক ফল, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রদত্ত এই "প্রদর্শকের অভিভাষণ" আমরা সময়ান্তরে "গৌড়ীয়ে" প্রকাশিত করিবার আশা পোষণ করিতেছি।

হইয়া সুধীমণ্ডলে বিতরিত হইয়াছিল।

অভিভাষণ-প্রদানের পরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে পরমার্থ-প্রদর্শনীর পতাকা উত্তোলন করেন। অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ প্রদর্শনীর জন্য যে সকল ব্যক্তি নানাভাবে সহানুভূতি ও আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ঢাকা জেলার মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ বি, সি প্রেশন্; সাব্-ডিভিসনের অফিসার মিঃ এস্, এন্ চ্যাটার্জ্জি; ঢাকার পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ মিঃ ম্যানক প্রভৃতি ভারত-সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধিগণ ঢাকা পুরাণ-পল্টনের মাঠে প্রদর্শনীর জন্য বিনামূল্যে জলও সাময়িকভাবে ব্যবহার করিবার অনুমতি ও জনতাকে নিয়মিত করিবার সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ঢাকা-মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায়সাহেব প্যারীলাল দাস এম্-এ, বি-এল মহাশয় প্রদর্শনীর ষ্টল ও সাধারণের ব্যবহারার্থ কলের জলের মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি প্রদান করায় প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুক্ত রমানাথ দাস মহাশয়ও প্রদর্শনীর কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ঢাকা-মিউনিসিপ্যালিটীর চিফ্ ইঞ্জিনীয়ার সজ্জনবর শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস মহাশয় প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে পানীয় জলাদির ব্যবস্থার সাহায্য ও বিবিধভাবে প্রদর্শনীর আনুকূল্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ধন্যবাদের পাত্র। ঢাকা জগন্নাথ-ইণ্টারমিডিয়েট্-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাহাদুর এম্-এ; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস দাস এম্-এ প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণও প্রদর্শনীর জন্য নানাপ্রকারে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ঢাকার পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের য়্যাকাউণ্টেণ্ট্ শ্রীযুক্ত হরিদোষ দত্ত মহাশয় প্রদর্শনীর জন্য নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ষোলঘর-নিবাসী কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস মহাশয় প্রদর্শনীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টনী ও ষ্টলসমূহ-নির্ম্মাণের বিশেষ আনুকূল্য এবং স্বয়ং ঐ সকল কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর মিঃ কে, বি, দে মহাশয় প্রদর্শনীর ষ্টলের জন্য কম্পেটেণ্ড্লিন প্রভৃতি প্রদান করিয়া সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি অসুস্থ শরীরে শারীরিক হইয়াও এই পারমার্থিক প্রদর্শনীর জন্য যথাসাধ্য শ্রমাদি-প্রদানে অকাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন। ঢাকার কণ্ট্রাক্টর সজ্জনবর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র কুমার ঘোষ, ঢাকার ইন্কামট্যাক্স-অফিসার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র ঘটক প্রভৃতি সজ্জনগণ পারমার্থিক প্রদর্শনীর সেবায় আনুকূল্য করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (নারায়ণগঞ্জ), শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন পাল (নারায়ণগঞ্জ), শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার দাস (অসুর-বস্ত্রালয়, পাটুয়াটুলী, ঢাকা), শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধুবুট ঘোষ প্রভৃতি সজ্জনগণও নানাভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিনোদনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম বিনামূল্যে পরিশ্রম করিয়া প্রদর্শনীর সেবা করিয়াছেন। ঢাকা নবকুমার স্কুলের ড্রয়িং শিক্ষক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কলাবিজ্ঞানিপুণ শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র মজুমদার 'মথুরা'র একটি রিলিফ্ মানচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ঢাকা ভূবিনী স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন বি-এ ও ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুহৃদ্বর বসু বি-এ, Dacca Sport Associationএর Joint Secretary রূপে পুরাণপল্টনের ভূখণ্ডটী প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহারে অনুমতি প্রদান করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিনোদমোহন সে ভক্তিভূষণ ও ঢাকা ষ্টার্লিনিয়ন প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র সে মহোদয় তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে প্রদর্শনীর যাবতীয় পুস্তিকাদি মুদ্রণের আনুকূল্য ও নানাভাবে প্রদর্শনীর সেবা করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ বন মহারাজ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে উপরি-উক্ত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের গুরুদেবের মনোহভীষ্ট প্রচারার্থ প্রদর্শনীতে অক্লান্ত সেবার নিমিত্ত উল্লেখ করেন। শ্রীমদ্ বন মহারাজের সেবা আদর্শস্থানীয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পারমার্থিক-প্রদর্শনী প্রকট করিয়া আপামর সর্ব্বসাধারণের যে পরমোপকার সাধন

করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদের সেই মনোহভীষ্ট-প্রচারে শ্রীমদ্ বন মহারাজ একজন প্রধান বিশ্বস্ত পাত্র। তাঁহার অন্যান্য সেবা-ব্যতীত এরূপ প্রদর্শনীর প্রস্তাবটী অসম্ভব হইত। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট প্রচার করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ একদিকে যেমন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন, অপরদিকে সমগ্র বৈষ্ণবজগৎ ও প্রাণি-জগতেরও তেম্নি পরম বান্ধবতার কার্য্য করিয়াছেন।

তৎপরে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপ্রবর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ "গৌড়ীয়" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের প্রতি শ্রীশ্রীগুরুদেবের অহৈতুক আশীর্ব্বাদ-বর্ষণ-পূর্ব্বক স্বামিজী মহারাজ কিরূপে বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুরূপে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে কৃপা করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস বর্ণন করেন। অনন্তর শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজ শ্রীপাদ হৃদয়ানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীর প্রদর্শনীর জন্য দ্বারে দ্বারে মাধুকরী ভিক্ষা ও আনুকূল্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবার অদম্যের কথা কীর্ত্তনমুখে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পণ্ডিত-প্রবর শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, মহোদয় "হরিনাম-মহামন্ত্র" কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ "সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী" উদ্ঘাটিত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ সকলেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে প্রদর্শনীর এক একটী বৃত্তের নিকট উপস্থিত হন এবং শ্রীল প্রভুপাদ একে একে সকলের নিকট প্রদর্শনীর বিষয়-সমূহ বর্ণন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার মিঃ জি, এইচ্ ল্যাঙ্‌লী (Mr G. H. Langley); ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি, এইচ, ডি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র দাসগুপ্ত এম-এ (প্রোক্টর ঢাকা ইউনিভার্সিটি); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম-এ; ঢাকার চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর প্যারীলাল দাস এম-এ, বি-এল; ঢাকা ভূবিলীভূলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ প্রমুখ বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ঐ সকল বৃত্তের বিষয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এরূপ প্রদর্শনী সত্যসত্যই অভিনব ও মানবজগৎকে পরম চমৎকার শিক্ষা প্রদানের শ্রেষ্ঠ কৌশল। এইরূপ প্রণালীর দ্বারা এযাবৎ অবিমিশ্র পরমার্থ-শিক্ষার অভিনব কৌশল এ পর্য্যন্ত আর জগতে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-কালে কীর্ত্তনের দ্বারা যেরূপ সর্ব্বসাধারণে হরিকথা প্রচারের প্রণালী গৃহীত হইয়াছিল, তদ্রূপ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এইরূপ প্রদর্শনীর দ্বারা ভাগবতীয় পরম সত্যের কথা প্রচারের অপূর্ব্ব ও অভিনব প্রণালী অধিতীয় ও অব্যর্থ। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই দান বর্ত্তমান যুগের চিন্তাস্রোতে মহাযুগান্তর আনয়ন করিয়া আপামর সাধারণের পরম সত্য-গ্রহণের পথ সরল ও সুগম করিয়া দিবে। একমাত্র কৃষ্ণ-গৌরশক্তি-ব্যতীত জীবজগৎকে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে দীক্ষিত করিবার এরূপ বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর আবিষ্কার অপরের সম্ভব নহে। মহাবদান্য গৌরজন প্রদর্শনীর মধ্যে পরমার্থ-শিক্ষার অর্চ্চা-সমূহ প্রকট করিয়া প্রাকৃত লোককেও প্রাকৃতত্বের দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত সৎসঙ্গের শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

[বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে উদ্ধৃত]

[ইংরাজী দৈনিক "অমৃতবাজার" ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৩২)]

Theistic Exhibition at Dacca.

(From our own Correspondent)

Dacca, Dec. 13.

Grand preparations are being made by the members of the Madhwa Gaudiya Math, the Dacca Branch of Sri Chaitanya Math of Sree-Dham Mayapur (Nadia) under the guidance of His Holiness Swamiji B. H. Bon Maharaj to hold a pictorial demonstration of the principles and methods of religion by means of models and

figures with up to date electric and other improved devices for a life-like representation in order to bring home to the illiterate mass as well as to the literate a full course of Theistic education. This sort of Theistic Exhibition was very successful in Calcutta under the auspices of the Gaudiya Math when over 80 thousand persons visited the same daily to their great advantage.

In Dacca the site has been selected in a very prominent place in Ramna near the Government House where stalls are being erected in great swiftness to finish everything before the 2nd of January next. Arrangements have been made for about One Hundred stalls each representing different scenes. Life-like models are being prepared by expert artists brought from different parts of Bengal. High class decorating materials have also been secured to set up a decently picturesque show. A local contractor Babu Radha Ballav Das has kindly offered to supply free of cost all labour for erecting the stalls, fencing and pandal for the Exhibition. The Exhibition is to open in the first week of January and will remain open for about a fortnight.

(অনুবাদ)

ঢাকা, ১৩ই ডিসেম্বর

নদীয়া জেলায় শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা-মঠ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের অধিনায়কত্বে আত্মধর্মের সূক্ষ্ম বিচারাবলী ও পারমার্থিক শিক্ষার জটিল বিষয়গুলি নানাবিধ আদর্শের সাহায্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সকল শ্রেণীর লোকের সহজ-বোধ্য করিবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক-শক্তি ও অন্যান্য উন্নত বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল-দ্বারা সেই আদর্শগুলি জীবন্তভাবে প্রদর্শনক্ষেত্রে একটী অভিনব প্রদর্শনীর বিপুল আয়োজন করিতেছেন। গত বৎসর কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিচালনায় এই প্রকার একটী অভিনব সংশিক্ষা-প্রদর্শনী বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এবং প্রায় অশীতি সহস্র লোক প্রত্যহ সেই প্রদর্শনী দর্শন করিয়া বিশেষভাবে লাভবান হইয়াছিলেন।

ঢাকা-সহরে রমণাতে গভর্ণমেণ্ট হাউসের নিকটবর্ত্তী প্রশস্ত স্থানে প্রদর্শনীর স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই স্থানে আগামী ২রা জানুয়ারী তারিখের পূর্ব্বেই যাবতীয় আয়োজন সমাধা করিবার জন্য প্রদর্শনী-মণ্ডপগুলি অতি দ্রুতগতিতে নির্ম্মিত হইতেছে। পৃথক্ পৃথক্ বৃত্ত প্রদর্শনের জন্য প্রায় একশত প্রকোষ্ঠের আয়োজন করা হইয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে আনীত সুদক্ষ আর্টিষ্ট ও চিত্রকরগণের দ্বারা জীবন্তবৎ মূর্ত্তিসকল প্রস্তুত করান হইতেছে। এই প্রদর্শনীটীকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য বহু মূল্যবান্ সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হইয়াছে। স্থানীয় কন্ট্রাক্টর বাবু রাধাবল্লভ দাস মহাশয় প্রদর্শনী-মণ্ডপটী এবং ষ্টলগৃহগুলি নির্ম্মাণের বাঁশ, দড়ি ও পারিশ্রমিক-ব্যয় প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রদর্শনীটী প্রায় এক পক্ষকাল উন্মুক্ত থাকিবে।

[ইংরাজী দৈনিক "অমৃতবাজার" ২৯শে ডিসেম্বর (১৯০৭)]

Theistic Exhibition at Dacca

(From our own Correspondent)

Dacca, Dec. 24.

As already announced a very novel kind of Theistic Exhibition is going to be held on a grand scale at Dacca. There will be an illustrative demonstration of the principles and methods of religion as incorporated in the Scriptures by means of figures and models in a life-like manner. The figures will be arranged in different stalls in different scenes with suitable backgrounds in a way that by a walk round the Exhibition-Pandal a full course of Theistic studies may easily be available to one and all. The Devotees of Sree Madhwa Gaudiya Math are showing streanuous efforts and skill and energy in arranging this Exhibition and to make it a complete success.

For the purpose a big Exhibition-pandal has been constructed in the spacious field near the Government House at Ramna, with corrugated fencing. The numerous stalls have been decorated in well-planned rows and electric fittings and picturesque decorations both inside the stalls

and at the Gate are being made by experts in great swiftness and everything is expected to be completed in the beginning of January next. Special arrangements are being made to give every facility to lady visitors.

Great sensation prevails here due to the Exhibition and the Local people are awaiting in great suspense for the opening day which is fixed to be the 6th January, 1933.

Paramahansa Sree Srimad Bhakti-Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad, The Acharyya of the GaudiyaVaishnav-Sampradaya will preside over the opening Ceremony.

(অনুবাদ)

ঢাকা, ২৪শে ডিসেম্বর

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঢাকায় বিপুল আয়োজনে এক অতি অভিনব সংশিক্ষা-প্রদর্শনী খোলা হইতেছে। শাস্ত্রীয় ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মনীতিগুলি জীবন্তবৎ মূর্ত্তি ও আদর্শ-দৃশ্যাদি অতি বিশদভাবে প্রদর্শিত হইবে। মূর্ত্তি-সকল পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে, বিবিধ বৃত্তে, উপযুক্ত চিত্রপটে এমনভাবে সজ্জিত হইবে যে, প্রদর্শনী-দর্শনের চক্ষুষ্মিকে প্রণত করিয়া সকলেই পারমার্থিক-শিক্ষার একটা পূর্ণভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রদর্শনীটীকে সুসজ্জিত ও বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ অক্লান্ত বিশেষ চেষ্টা, নৈপুণ্য ও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন।

এতদুদ্দেশ্যে ঢাকার গভর্ণমেণ্ট হাউসের নিকটবর্ত্তী এক সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে একটী প্রদর্শনী-মণ্ডপ প্রস্তুত করা হইয়াছে। অসংখ্য প্রকোষ্ঠ মনোরমভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সজ্জিত হইয়াছে। অতি দ্রুতগতিতে সুদক্ষ কারিকর-দ্বারা তোরণ-দ্বার ও প্রদর্শনী-গৃহগুলি বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় ও চিত্তাকর্ষক সরঞ্জামে সুসজ্জিত হইতেছে এবং আশা করা যায়, যাবতীয় বন্দোবস্ত আগামী জানুয়ারীর প্রারম্ভেই শেষ হইয়া যাইবে। মহিলা-দর্শকগণকে প্রদর্শনীক্ষেত্রে যাবতীয় সুযোগ-প্রদানের বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে।

প্রদর্শনীর জন্য এতদঞ্চলে এক বিশেষ চাঞ্চল্যের ভাব উপস্থিত হইয়াছে এবং স্থানীয় জনগণ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-দিবস বিশেষ আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন। আগামী ৬ই জানুয়ারী (১৯৩৩) প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-দিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উদ্বোধনোৎসবে সভাপতির কার্য্য করিবেন।

["দি ইষ্টবেঙ্গল টাইমস্" ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩২)]

The Theistic Exhibition at Dacca

Sree Madhva-Gaudiya Math is organising a Theistic Exhibition at Dacca which will be opened by His Divine Grace Paramahansa-Paribrajakacharyya Sree Srimat Bhakti-Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj on the 6th of January, 1933.

The Exhibition occupies a specious site on the grounds of Purana Paltan. The need for popularising the true principles of Religion is self-evident. The Gaudiya Mission has been doing the greatest possible service to humanity by keeping religion outside the range of interests that are limited to class or country and inviting the co-operation of all sincere souls for the service of the Absolute Truth.

In this Exhibition which is unique and unprecedented in Eastern Bengal will be opened no fewer than 100 stalls and there will be vivid and life-like representation of the cosmic Lila of Lord Sri Krishna and Sri Gauranga by means of dolls. This effective way of inculcating the highest truth to our masses is likely to create a great enthusiasm hitherto unknown in this part of the country. The Exhibition will remain open from the 6th to the 27th January, 1933.

(অনুবাদ)

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ ঢাকা-নগরে একটী বৃহৎ সংশিক্ষা-প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

আগামী ৬ই জানুয়ারী (১৯০৩) তারিখে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন।

ঢাকায় পুরাণ-পল্টন-ময়দানে এক বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রদর্শনীর জন্য লওয়া হইয়াছে। বর্ণের প্রকৃত তাৎপর্য্য সর্ব্বসাধারণের জানা খুবই আবশ্যক। শ্রীগৌড়ীয় মিশন্ বহুকাল হইতে দেশের স্বার্থ-গভীর বহির্দ্দেশে রাখিয়া মানব-জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা সাধন করিয়া আসিতেছেন এবং একমাত্র বাস্তব সত্যের সেবার্থ যাবতীয় মিকপট আস্থার সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

পূর্ব্ববঙ্গের এই অদ্বিতীয় ও অভূতপূর্ব্ব প্রদর্শনীতে বৃন্দাবনে একশত ছবি খোলা হইবে এবং সেই সকল ছবির সাহায্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের লোক-লীলা-সমূহের এক বিচিত্র এবং জীবন্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইবে।

সাধারণো শতগুণ অভিজ্ঞতার এই অভিনব কার্য্যকরী পন্থা এতদঞ্চলে এতাবৎকাল অপরিজ্ঞাত এক বিপুল আনন্দোৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রদর্শনীটী ৬ই হইতে ২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সাধারণ্যে উন্মুক্ত থাকিবে।

["অমৃতবাজার" ৩রা জানুয়ারী (১৯০৩)]

Theistic Exhibition at Dacca.

Preparations complete.

(From our own correspondent)

Dacca, January 2.

The much-expected Theistic Exhibition is now complete in all its arrangements for opening on Friday, the 6th January and it is in the fitness of things that the original inventor of this unprecedented scheme and unique method of demonstrative training of Theistic lores, the Acharyya of the Gaudiya-Vaishnab-Sampradaya, Paramahansa Sri Srimad Bhakti-Siddhanta-Saraswati Goswami Maharaj has kindly consented to preside over the opening ceremony. So the people are awaiting the clear exposition of the true import and significance of the novel Exhibition. The Presidential address is reported to be being printed for distribution to the public.

The Purana Paltan Maidan at Ramna has acquired a fascinating appearance with the grand Exhibition enclosure covering about 1000 Sq. feet with two massive Gates of a charming pattern containing gorgeous decorations. Separate enclosed path-ways for ladies and gents all along in front of the rows of stalls and around the central Lecture Pandal lead out to the Exit-Gate in a nice continuous manner. The striking beauty of make of the life-like dolls, their tasteful and suitable dress and decorations and the artistic arrangements of scenes have presented such a vivid show of a veritable mystic land of fairies that the whole thing stands as an eloquent testimony to the highest culmination of artistic excellence attained by the rural craftsmen of Bengal.

Art has so long been harnessed to satisfy the cravings of pleasure of men either gross or subtle but here is a far dignified application of it for suggesting religious inspiration and enthusing every mind with immense possibilities of Theistic Faith and Devotion which this Exhibition is certainly able to convey.

Just like Froebel's method of educating infants in a Kinder-Garten, the different scenes in respective stalls have been arranged to successfully impart a clearly illustrative religious education with vivid objective representations of the Principles and Tenets of the Shastras which are now a sealed book to the general public and of the ways and means of their practice in life and elucidations embodying the varied and impressive Lilas of Sri Krishna and of Sri-Chaitanya Mahaprabhu as well as the examples of the lives of Saints. To these have also been added illustrations of various dangers and pitfalls in practical life, the cant, hypocrisy, perversion and professionalism of vile pretenders likely to lead men astray. The utility of such an elaborate demonstration before the public can not be overestimated. The people of this part of the Province are sure to profit immensely and will no doubt be grateful to the Sponsors, the members of the Viswa-VaishnabRaj-Sabha, for allowing this opportunity.

(অনুবাদ)

আয়োজন-সম্পূর্ণ

ঢাকা, ২রা জানুয়ারী

বহু প্রত্যাশিত সংশিক্ষা-প্রদর্শনীটী যাবতীয় সুসম্ভারে সজ্জিত হইয়াছে। আগামী ৬ই জানুয়ারী শুক্রবার তারিখে এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করা হইবে। পথা বিদ্যার আদর্শমূলক শিক্ষার অপূর্ব্ব পরিকল্পনায় এবং এই অভিনব প্রণালীর আদি আবিষ্কর্ত্তা, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসবে সভাপতিত্ব-কল্পে কৃপা-পূর্ব্বক সমস্ত হইয়াছেন, ইহা অতি সুশোভন হইয়াছে। এ সংবাদ-শ্রবণে স্থানীয় জন-সাধারণ এইরূপ অভিনব প্রদর্শনীর প্রকৃত তাৎপর্য্য সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগের আশায় বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। সভাপতির অভিভাষণ সাধারণো বিতরণের জন্য মুদ্রিত হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রদর্শনীটী রমণার সুপ্রশস্ত পার্ক-ষ্টেশন-মাঠের প্রায় একচতুর্থাংশ পরিমিত স্থান অধিকার করায় এবং প্রদর্শনীর দুইদিকে মনোরম আদর্শে গঠিত দুইটী বিশাল তোরণ বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হওয়ায় এই মাঠটী এক অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। প্রদর্শনীর প্রকোষ্ঠ-শ্রেণীর সম্মুখভাগ দিয়া এবং মধ্যবর্ত্তী বক্তৃতা-মণ্ডপের চতুর্দ্দিক দিয়া পুরুষ ও মহিলাগণের জন্য পথ বরাবর পৃথক্ থাকিয়া অতি সুন্দর-ভাবে প্রবেশ-দ্বার হইতে নির্গমন-দ্বার-পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। সজীব-বৎ মূর্ত্তিসমূহের মনোহর গঠন-সৌন্দর্য্য, তাহাদের সুন্দর শ্রীতিজনক বেশভূষা এবং দৃশ্যাবলীর কলা-কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা এমন এক দিব্য সৌন্দর্য্য রচনা করিয়াছে যে, এই ব্যাপারটী বঙ্গের প্রায় শিল্পিগণের কলা-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদান করিতেছে।

এতাবৎকাল কলাবিদ্যা স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে মানবের জড়ানন্দ-উপভোগ-বাসনার পরিতৃপ্তি করিতেছিল, কিন্তু আজ এই প্রদর্শনী সেই কলাবিদ্যার সাহায্যে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা করিয়া প্রতি জীব-হৃদয়ে ভগবদ্বিশ্বাস ও ভগবদ্-ভক্তি আনয়ন করিতে সুনিশ্চিতভাবে সক্ষম হওয়ায় বাস্তবিকই কলাবিদ্যার অতি উচ্চ সদ্ব্যবহার হইয়াছে।

কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীতে শিশুদিগকে শিক্ষা-প্রদানের প্রবর্ত্তক ফ্রোবেল সাহেবের প্রথার অনুকরণে যে-সমস্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ও বিচার বহুকাল-যাবৎ সাধারণো অপ্রকাশিত ছিল, আদর্শ-সাহায্যে সেইসব শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ও বিচারের বস্তুবিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য এই প্রদর্শনীর বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে পৃথক্ পৃথক্ দৃশ্যাবলীর আয়োজন করা হইয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ও বিচার জীবনে আচরিত হইবার পরা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের লীলা এবং সাধুগণের জীবন-চরিত আদর্শ-মূলে এই প্রদর্শনীতে দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর আরও একটী বৈশিষ্ট্য যে, ইহাতে মানব-জীবনের পতনের বিভিন্ন অবস্থা, ধর্ম্মধ্বজিগণের চরিত্র, ধর্ম্মের নামে কপটতা, অপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্মের বিভিন্ন আকার, ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় প্রভৃতি যাহা মানবদিগকে ভ্রমপথগামী করিতেছে, তৎ-সমুদয়ও দৃশ্যাবলীর সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ একটী সুবিস্তীর্ণ প্রদর্শনীর উপকারিতা অবর্ণনীয়। এই প্রদর্শনীর দ্বারা এতদঞ্চলের জনসাধারণ প্রভূত পরিমাণে লাভবান হইবেন এবং এরূপ একটী সুযোগ প্রদানের জন্য তাঁহারা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারিষদবর্গের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২১শ সংখ্যার পর)

যেষে চৈতন্যনামাদিকতিপি সুরপ্রার্থনীয়াশয়াস্তেষে
বিদ্রাণাঃ প্রবিদ্যাস্তরতি সুমধুরং প্রেমপীযূষবীচীঃ।
কো বালঃ কঃ স্ত্রী বৃদ্ধঃ ক ইহ জড়মতিঃ কা বয়ঃ কো বরাকঃ
সর্ব্বেষামৈকরস্যাং কিমপি হরিপদে ভক্তিতাদাত্ম্যং বভূব॥

সুরগণ যাঁ'র পাদপদ্মসেবা যাহা করেন, সেই লীলাময় পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব প্রণকে অবতীর্ণ হ'য়ে বিশ্বব্যাপিনী সু-মধুর প্রেমপীযূষলহরী (সর্ব্বত্র) প্রচারণে বিস্তার করলে কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি জড়মতি, কি শোচনীয়

নীচ ব্যক্তি—এই সংসারে সকলেরই তর্কিলাভে যোগ্যতা এবং শ্রীহরির চরণে কোন এক অপূর্ব চমৎকারময় অবস্থান-রূপ উদিত হ'য়েছিল।

সর্বে শঙ্করনারদাদয় ইহাযা তাঃ স্বয়ং শ্রীরপি
প্রাপ্তা কেবলমুদ্ধবোঽপি নিলিতো জাতাশ্চ তে গুরবঃ।
কুতঃ কিং ব্রজবাসিনোঽপি প্রকটা গোপালগোপাঙ্গনাঃ
পূর্ণে প্রেমরসেশ্বরেঽবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভুবি॥

প্রেমরসরসিক-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হ'লে শঙ্কর, নারদাদি সকলেই (অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তরূপে) আগমন ক'রেছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীও (শ্রী-লক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে) আবির্ভূতা হ'য়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ হ'তে অভিন্ন তত্ত্বীয় প্রকাশ-স্বরূপ বলদেব (গায়ণ-বলনবানা নিত্যানন্দরায়রূপে) বিরাজ করছিলেন। ধামবর্গও (নদীয়া, জগন্নাথ প্রভৃতিতে) প্রকাশিত হ'য়েছিলেন; আর অধিক কি বলব, নন্দাদি ব্রজবাসিগণ, গরুড়, চিত্রক প্রভৃতি ধামগণ, সুবলাদি-প্রমুখ সখাসকল এবং গোপী-প্রমুখ শক্তিগণ কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ—সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন।

কৃত্যাঃ সিদ্ধা অতিসুমধুরপ্রোজ্ঝগোদারভাজ-
স্তং পাদাব্জদ্বিতয়সবিধে সর্ব এবাবতীর্ণাঃ।
প্রাপুঃ পূর্বাদিকতর মহাপ্রেমপীযূষলক্ষ্মীং
স্বপ্রেমাণং বিতরতি জগত্যদ্ভুতং কেন গৌরে॥

হুঙ্কারগর্জনহাস্তি শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে স্বীয় অলৌকিক প্রেম বিতরণ করলে দাস, সখা ও ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবল মধুর রসের নিত্যসিদ্ধসেবিকা প্রেয়সীবর্গ,—এঁরা সকলেই গৌরপাদপদ্ম-সন্নিধানে অবতীর্ণ হ'য়ে পূর্বের (কৃষ্ণলীলার) প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও মহাপ্রেমামৃতলক্ষ্মী লাভ ক'রছেন।

হলস্তাস্তৈকস্তৈরহহ দুলবঙ্গোঽপি পরিতো
দ্রবীভাবং গচ্ছন্ত্যপি কুবিষয়প্রাবঘটিতাঃ।
চিরদুর্বন্ধাঢ্যা অপি সকল শাস্ত্রজনমিতিঃ
ক্ষিতৌ শ্রীচৈতন্যেঽদ্ভুতমহিমসারেঽবতরতি॥

অতি অলৌকিক পরম-মহিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'লে দুলবঙ্গগণও (লক্ষ্য পরিত্যাগ-পূর্বক কৃষ্ণ-প্রেমে) অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করছে, ইন্দ্রিয়তর্পণের দু-বিষয়-পাষাণ-নির্মিত কঠিনহৃদয়ও সর্বতোভাবে দ্রবীভূত হচ্ছে, তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণও (চৈতন্য-কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ ক'রে) সকল শাস্ত্রজ্ঞ সমাজকে বিস্ময় করছে (অর্থাৎ অলঙ্কারবিন্যাসনিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানীদিগের শাস্ত্রজ্ঞানে বিস্ময় প্রদান করছে)।

প্রায়শ্চৈতন্যমাসীদপি সকলবিধাং নেহ পূর্বং যদেষাং
সর্বা সর্বার্থসারেঽপ্যকৃত নহি পদং কুণ্ঠিতা বুদ্ধিবৃত্তিঃ।
গভীরোদারভাবোজ্জ্বলরসময়রসপ্রেমভক্তিপ্রবেশঃ
কেষাং নাসীদিহানীং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রেঽবতীর্ণে॥

শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে এই প্রপঞ্চে সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতাভিমানীদিগেরও কৃষ্ণসেবারূপ চেতনবৃত্তি আচ্ছাদিত-প্রায় হ'য়েছিল। এঁরা সর্বপুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য করেন নাই, যেহেতু এঁদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি সামান্য ও সন্দেহপ্রবণা। কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র কৃপা-পূর্বক জগতে উদিত হওয়ায় দুর্বোধ, পরম চমৎকার-বিস্তার-অনুভাবাদি সামগ্রীপূর্ণা নিত্যোজ্জ্বল মধুররসময়ী প্রেমভক্তিতে কা'দেরই বা প্রবেশ না হ'য়েছে!

অতিপূর্বৈরস্তিদুষ্টৈঃ কৃতাবীকৃতঃ কোঽপি পূর্বৈঃ।
এবং কৈরপি ন কৃতঃ যৎ প্রেমাব্ধৌ নিমজ্জিতং বিশ্বম্॥

বিশেষ সদাচারী ও পরম ধার্মিক প্রাচীন মহাপুরুষগণের দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি লোক প্রাপ্ত হ'য়ে কৃত-কৃতার্থ হ'য়েছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জিত ক'রেছেন, পূর্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই।

বেদ-বেদান্ত ও শ্রীচৈতন্যের প্রেম

সনাতন-ধর্মের প্রচারক ও গ্রাহক মনীষিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ প্রবাদ এই যে,—"বেদ বা বেদান্তই সনাতনধর্মের ভিত্তি বা মূল। যে কথা বেদে নাই—বেদান্তে নাই, সে-কথা 'সনাতন' বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না,—একথা সর্বতোভাবে সমীচীন। যে বেদান্তের উপজীব্য শ্রুতিমালা, সেই শ্রুতির পথ বা শ্রৌতপথকে পরিত্যাগ ক'রে ধর্ম কখনও 'সনাতন' পদবাচ্য হ'তে পারে না। শ্রৌতপথ হ'তে স্বতন্ত্র ধর্ম—স্বকপোলকল্পিত মনোধর্ম-মাত্র। যদি ইহাই নিশ্চিত হয়, তা' হ'লে বেদে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের কথার কোন মৌলিকতা পাওয়া যায় কি? যদি শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত প্রেম বেদের মৌলিকতা আকর্ষণ করে, তবেই আমরা তা'কে 'সনাতনধর্ম' ব'লে গ্রহণ ক'রব।" এরূপ একটা সন্দেহ বা পূর্বপক্ষ মনীষিগণের চিত্তে স্থান পেতে পারে।

'বেদ' বলতে সাধারণতঃ সংহিতা-অংশ এবং ব্রাহ্মণাংশ বিচারিত হয়। সংহিতা-অংশে কর্মকাণ্ডের আবাহন ও প্রশস্তি এবং বেদের শিরোভাগ উপনিষদে কর্মকাণ্ডের নিবৃত্তিপর উপদেশাবলির সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। সকলেই অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি ব'লেও বেদে প্রবৃত্তমার্গ ও তৎপ্রতিযোগী নিবৃত্তমার্গের কথা দেখতে পান। কিন্তু বেদে ভগবদ্ভক্তির চরম সীমা প্রেমের কথা কোথায় আছে? যদি না থাকে, তা' হ'লে প্রেমধর্ম কিরূপেই বা পঞ্চম পুরুষার্থরূপে গৃহীত হ'তে পারে? আর সেই পঞ্চম পুরুষার্থ লোচনকারী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারেরই বা কি সার্থকতা থাকতে পারে?

এই পূর্বপক্ষ বা সাধারণ সংশয়ের মীমাংসায় অনেকগুলি উত্তর উপস্থাপিত হ'তে পারে। আচার্যগণ এই সাধারণ সংশয়ের উৎকৃষ্ট মীমাংসা ক'রেছেন। বেদ অনুচ্চারিতাদি বা পাতক, অনুপাতক, অপপাতক, অতিপাতক প্রভৃতি অসৎকর্ম-সমূহের নিরাসের জন্য অত্যন্ত ভোগোন্মুখ মানবজাতির নানাপ্রকার ফলশ্রুতিমূলে বহু দেবতার আবাহনকারী কর্মবাদ-সমূহের প্রশংসা ক'রেছেন। ইহা ধর্মরাজ্যের অত্যন্ত শিশুগণের বালচাপল্য-নিরাসের জন্য একটী চেষ্টা-মাত্র। বালককে লজ্জুকের লোভ দেখিয়ে ঔষধসেবনে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা এতে প্রকাশিত হ'য়েছে।

কর্মাকর্ম-বিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥
নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্মণা হ্যধর্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥
বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥

(ভাঃ ১১।৩।৪৩-৪৬)

[কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়, তাহাও বেদবাদ। বেদ—স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং পণ্ডিতাভিমানী সূরিগণও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। প্রকৃত অর্থকে সংগোপন করিবার জন্য উহাকে অন্য প্রকারে বর্ণন করার নাম পরোক্ষবাদ। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ এবং অজ, অশান্ত, বালস্বভাবতুল্য জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ রোগগ্রস্ত সন্তানের আরোগ্য-জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই কর্ম-বিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্মমুগ্ধ জীবসকলকে কর্মে প্রবৃত্ত করেন।]

যেমন পিতা বা মাতা বালককে কোন আপাত চাকচিক্য বস্তু প্রদান ক'রে বালককে ঔষধাদি সেবন বা অধ্যয়নাদিতে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তৎকালে চাকচিক্য বস্তুর কদর্যতা বালকের নিকট প্রকাশ না ক'রে উহার আপাত সৌন্দর্যেরই প্রশংসা ক'রে থাকেন, তদ্রূপ বেদ তৎকালে কর্মকাণ্ডের নিন্দা না ক'রে উহার প্রশস্তি গানপূর্বক বর্হিরাজ্যের শিশুগণকে অত্যন্ত অধর্ম বা পাপরাজ্য হ'তে পুণ্যময় অনুশীলনে প্রবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছেন। আবার যখন তা'রা পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, তখন তা'দের নিবৃত্তির কথা শুনাবার জন্যে কর্মের নিন্দা ক'রে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলছেন,—

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাতুরেণাতুরা লোকাশ্চ্যবন্তে॥

(মুণ্ডক ১।২।৮)

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থেকেই "আমরা কৃতার্থ হ'য়েছি"—এরূপ অভিমান করে। যেহেতু তা'রা কর্মী, কর্মে অনুরাগ বশতঃ প্রকৃত তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এজন্যই তা'রা অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে কর্ম-ফলে যে স্বর্গাদি লোক লাভ করে, পুণ্য ক্ষয় হ'লে সে-স্থান হ'তে চ্যুত হয়।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

(মুণ্ডক ৩।১।৩)

যে-কালে হেমবর্ণ-বিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ জগৎকর্তাকে দেখতে পান, তখন পরবিদ্যালাভ-ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিগ্রহতা পাপপুণ্য-বাসনা সম্যক্‌রূপে ধৌত ক'রে নির্মল ও সমতা লাভ করেন।

—এই শ্রুতির শ্লোকের প্রতিধ্বনি গীতায়

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

—শ্লোকে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

১১শ বর্ষ | গৌড়ীয় মঠ, ১ লা মাঘ শনিবার, ১৩৩৯; ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৩৩ | ২৩শ সংখ্যা

মাধুকর ভৈক্ষ্য

ত্রিদণ্ডি-শ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিচরণ ভাবার্থদীপিকায় পঞ্চবিধ ভিক্ষা-সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন,—

"মাধুকরমসংক্লিপ্তং প্রাক্প্রণীতমযাচিতম্।
তাৎকালিকোপপন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।"

ভিক্ষা পঞ্চবিধ—(১) মাধুকরী-ভিক্ষা, (২) অসংক্লিপ্ত-ভিক্ষা, (৩) অযাচিত-ভিক্ষা, (৪) প্রাক্প্রণীত-ভিক্ষা এবং (৫)-তাৎকালিক-প্রাপ্ত-ভিক্ষা।

'মধুকর' বিভিন্ন পুষ্প হইতে পুষ্পসার (মধু) সংগ্রহ করিয়া থাকে। মধুকরের মধুর অধিকাংশ যেরূপ পরার্থেই নিয়োজিত হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণব বিভিন্ন স্থান হইতে যে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, তাহা যদি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার্থ নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'মাধুকরী ভিক্ষা' বলা যায়। বহু পুষ্প হইতে মধু সংগৃহীত হওয়ায় ভিক্ষা-মধ্যে কোনও একটি বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের দোষস্পর্শ হয় না। মধুকর-সমূহ সারগ্রাহী, তাহারা সার গ্রহণ করে, আর গর্দ্দভসমূহ তার বহন করে। বৈষ্ণবগণ মধুকরের ন্যায় হরিসেবার্থ 'মধু' আহরণ করেন, সেই 'মধু' ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়। শ্রীবলদেব প্রভু 'মধু' পান করেন, মধুর দ্বারা বলদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হয়, এজন্য মাধুকরী ভিক্ষাই সারগ্রাহি-বৈষ্ণবগণের কৃত্য। যাহারা বহির্ম্মুখ সংসারে আসক্ত, কেবল বংশোদর-পরিপূর্ত্তি ও বহির্ম্মুখ ভোগীগণের জন্য আহার্য্য-সংগ্রহে ও সঞ্চয়ে ব্যস্ত, তাহাদের বৃত্তি—ভারবাহী গর্দ্দভের বৃত্তি। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত তাহাদিগকে ঐরূপ আখ্যানেই আখ্যায়িত করিয়াছেন,—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

"যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।" 'চতুর' অর্থে—ধূর্ত নহে,—স্বার্থান্ধ। ধূর্ততা—সারগ্রাহিতা নহে; উহা একপ্রকার তামসিকতা বা আসুরকল্প। কিন্তু সার-গ্রাহিগণ জগতের সমস্ত বস্তুর হেয়তার মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া অনাসক্তভাবে সমস্ত বস্তুর সারভাগ বা উপাদেয়ত্ব চয়ন-পূর্বক কৃষ্ণ সম্বন্ধে নিয়োজিত করিবার কৌশল জানেন বলিয়াই তাঁহাদের উপায়ন-সমূহ মাধুকর বৈশ্য। জগতের বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায়, অর্থনৈতিক-সম্প্রদায় বহু পরিশ্রম, বহু অধ্যবসায়ে ও কৃতকার্য্যতার সহিত সংগ্রাম করিয়া যে ফল লাভ করেন, ভগবদ্ভক্ত সেই ফলের সার্থকতা সম্পাদন করিবার কৌশল জানেন। বাষ্পীয়-জগৎ, বৈদ্যুতিক-জগৎ, বেতার-জগৎ, চলচ্চিত্র-জগৎ, আলোকচিত্র-জগৎ প্রভৃতি যে-সকল বৈজ্ঞানিক জগতের আবিষ্কার হইয়াছে, একমাত্র ভগবদ্ভক্তই তদ্দ্বারা চরম ও নিত্য পরোপকারের বাস্তব ও ব্যবহারিক নিপুণতা প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চরম সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন। ঐ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক-গণ যে-সকল আবিষ্কার করিবেন, তাহা যদি কেবল জগতের ভোগ ও অনর্থের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে কিরূপ বিষময় ফল হইতে পারে, তাহা বিগত মহাযুদ্ধে এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয়-সংঘর্ষের মধ্যে অহরহ দৃষ্ট ও পরিস্ফুট হইতেছে। বিজ্ঞানের ঐ সকল দান চরমে জগদ্ধ্বংসক কার্য্যের এক একটী সোপান নির্ম্মাণ করিতেছে। এজন্য সারগ্রাহী-শিরোমণি আচার্য্যবর্য্যের শ্রীমুখের আদেশানুসারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ জড়বিজ্ঞানের দানকে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান চিদ্বিজ্ঞানের—শ্রীনাম-প্রেমপ্রচারের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া জড়বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য পরিপূরণ ও যথার্থ সার্থকতা বিধান করিতেছেন। মানবজাতির—সমগ্র প্রাণিজাতির নিত্য ও বাস্তব উপকার ইহা দ্বারা সাধিত হইতেছে ও হইবে। আর ভারবাহিসম্প্রদায় সামরিক মত্ত-অন্ধ, উহার সার্থকতা না বুঝিয়া নিজের উদ্ভাবিত আগুনে নিজেরাই পুড়িয়া মরে। বিগত মহাযুদ্ধ কি তাহা প্রমাণ করে নাই? প্রাত্যহিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনাবলী কি তাহা প্রমাণ করিতেছে না? বিগত মহাযুদ্ধ কত উজ্জ্বল ও প্রতিভা-সম্পন্ন জীবন হরণ করিয়াছে! আর যদি ঐ সকল জীবন হরিভজন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ও জগজ্জীবের কত উপকার সাধিত হইত! বিজ্ঞানের দান তাঁহাদিগকে কি করিয়াছে? তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে! বিজ্ঞানের দানগুলি কি মানবের সাময়িক অর্থ ও কাম-সাধক ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইলেই তদ্দ্বারা চরম সার্থকতা ও পরোপকার সাধিত হইতে পারে? বরং প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তদ্বিপরীতই প্রমাণ করিয়াছে। ঐ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানবজাতিকে কামী, বিলাসী, ব্যভিচারী, উৎপথগামী, কপট, হিংসক, দেহসর্ব্বস্ব, জড়সর্ব্বস্ব করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বধ্যভূমিতে টানিয়া আনিতেছে। সেদিন পাশ্চাত্যদেশের কোন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বলিয়াছেন যে, চলচ্চিত্রজগতে জগতে ভীষণ উৎপাত ঘটাইয়াছে। চলচ্চিত্রের সাহায্যে বিদেশীয় ও স্বদেশীয় বহু লোক নানাপ্রকার কপটতা, চুরি, ব্যভিচার, দস্যুতা, ক্রূরতা ও নানাপ্রকার পাপের চরম আদর্শ-সমূহে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইতেছে। সুতরাং যাহারা যে-জাতি উহা আবিষ্কার করিয়াছে, ঐ আবিষ্কার কার্য্যতঃ তাহাদেরই বিনাশের জন্য পরিণত হইয়া পড়িতেছে। যদিও সাময়িক অর্থাগমের মাদকতা ঐ সকল জগদ্ঘাতক আদর্শকে উপলব্ধি করিতে দিতেছে না, তথাপি উহা 'নালিয়া'র মত সমাজ-শরীরকে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে।

আর দেখুন, শ্রীগৌড়ীয় মঠ কি করিতেছেন? যে-সকল অচৈতন্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানবজাতিকে মৃত্যুর মুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সারগ্রাহী মহাজনের ইঙ্গিতানুসারে ঐ সকলকে শ্রীচৈতন্যের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শ্রীনাম-প্রচারের সেবায় নিযুক্ত করিয়া—সমগ্র বিশ্ববাসীকে মায়ার দাস্য হইতে মহামুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্জ্জীবন প্রদান করিতেছেন। মানবজাতি! যদি তুমি সত্য সত্য বুদ্ধিমান্ হও—প্রকৃত rationalist হও, তাহা হইলে এ কথা এখনও বুঝিতেছ না কেন?—বুঝিতে পারিতেছ না কেন? বিচার কর—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কথা বিচার কর—আর তাহার আগে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিজ-জনের কথার দাম—পরম দামের বিষয় একটু সচিন্তু হইয়া বিচার কর। এই হেয়তামিশ্রিত জগৎ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠ কিরূপ সার গ্রহণ করিতেছেন, মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছেন, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ, তোমার জীবনের সকল সমস্যা মিটিয়া যাইবে।

উদুম্বরে গর্ত্ত করে, কিন্তু সর্প গর্ত্ত করিবার ক্লেশ স্বীকার না করিয়া উদুম্বরের পরিত্যক্তগর্ত্তে নিজ বাসস্থান আবিষ্কার করিয়া থাকে। উদুম্বরের গর্ত্ত তাহার আপাত আরাম-দায়ক হইলেও তাহার মৃত্যুর দূত সেখান হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করে। সেইরূপ সারগ্রাহিগণ ভারবাহি-গণের ন্যায় বৃথা কার্য্যে বহু সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করেন না; কিন্তু ভারবাহিগণের বহু পরিশ্রম ও সময়-নিয়োগের ফলও বিশেষ সার্থকতা লাভ করিতে পারে, যদি সারগ্রাহিগণের সেবায় তাহা নিযুক্ত হইয়া পড়ে। গৃহস্থ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া—বহু পরিশ্রম করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করেন, তাহা সঞ্চয় যদি কেবল বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের উদরোদর-পূর্ত্তি ও বিলাসের জন্য ব্যয়িত হয়, তবে তদ্দ্বারা ভারবহন-কার্য্যই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, উহা কোন শ্রেষ্ঠ বা মঙ্গলময় ফল প্রসব করিতে পারে না; আর ঐ অর্থ যদি সারগ্রাহি-গণের হরিসেবায়—শ্রীহরির নাম, কাম ও ধাম-প্রচারের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই ঐরূপ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, নানাপ্রকার পাপ-পুণ্যের দ্বারা অর্থ-সঞ্চয়ের ও সংগ্রহের সার্থকতা সাধিত হয়—উহা চরম ফল লাভ হয়—মানবজাতির শ্রেষ্ঠ উপকার হয়—পরম পরার্থিতা সাধিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন লোকের প্রাণ, অর্থ, বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি লোকে স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণ-ফল অর্থাৎ ভার-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত করে, আর শ্রীগৌড়ীয়মঠ মানবজাতি হইতে ঐ সকল ভিক্ষা করিয়া ভগবৎ-নাম, কাম ও ধাম-সেবায় নিযুক্ত করেন বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য—সারগ্রাহিতা বা মাধুকরী ভিক্ষা।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অকপট সেবকগণ মধুকর—মাধুকরী ভিক্ষাই তাঁহাদের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—মধুচক্র-সদৃশ। তাহাতে বলদেবের সেবোপকরণ মধু সংগৃহীত হয়। বলদেব বা কৃষ্ণ Drone Bee সদৃশ। Drone Bee ও Queen Bee-এর মিলনকার্য্য অর্থাৎ সেবাকার্য্যেই সমস্ত আহৃত মধু নিযুক্ত হইবে। মধুকরগণ তাঁহাদের আনুগত্যেই সর্ব্বদা মধু-আহরণকার্য্যে (মাধুকরী ভিক্ষায়) নিযুক্ত থাকিবেন বয়স্যতা-বশে যদি কেহ মনে করে, Drone Bee তাহাদেরই মত বাহ্যদৃষ্টিতে একজন worker bee নহে, অর্থাৎ কৃষ্ণকে যদি তাহারা পরম সেব্য ও স্বরাট্ বিচার করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদেরই মত সেবকজাতীয় মনে করে, তাহা হইলে তাহাদের আর সারগ্রাহিতা থাকিবে না, তাহারা জাগতিক তোগি-বিচার-পরায়ণগণের ন্যায় ভারবাহী গর্দ্দভ হইয়া পড়িবে—মাধুকরীভিক্ষার আর তাহাদের অধিকার থাকিবে না। কোন মধুকরই নিজের জন্য পৃথগ্‌ভাবে মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিবে না। সমস্ত মধুই Drone Bee অর্থাৎ কৃষ্ণের কাম-পূর্ত্তনার্থ নিযুক্ত হইবে। তাহা হইলেই মধুকর-সমূহ একজন সেব্যের সেবার উদ্দেশ্যে পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া বাস করিতে পারিবে; আর যদি তাহারা পরস্পর স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে মধুর জন্য স্ব স্ব reserved fund বা Savings Bank খুলিয়া Drone Bee-কে বঞ্চিত করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই বঞ্চিত হইবে—নিজেরা পরস্পর মারামারি করিয়া মধুচক্র-স্থলে বিষচক্র সৃষ্টি করিবে। অতএব একমাত্র স্বরাটের ও তৎপ্রকাশ-বিগ্রহ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রের মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তির উদ্দেশ্যে ভারবাহি-সম্প্রদায়কে ভারবহন-কার্য্য হইতে মুক্তি-প্রদানের জন্য তাহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য প্রভৃতি আহরণই—মাধুকরী ভিক্ষা, আর ঐ সকল আহৃত উপকরণই—'মাধুকর ভৈক্ষ্য'।

যাহা ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ বা পরমহংস গুরুজনের আনুগত্য-ব্যতীত আহৃত হয়, তাহাতে সারগ্রাহিতা নাই বলিয়া উহা "মাধুকর ভৈক্ষ্য" নামে অভিহিত হইতে পারে না। মাধুকর ভৈক্ষ্যের ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হন। মাধুকর ভৈক্ষ্যের ভোক্তা—স্বয়ং কৃষ্ণ, আর সেই কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মা, সূর্য্য ও সমস্ত ভূত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—"বিষ্ণুব্রাহ্মার্ক-ভূতেভ্যঃ।" সারগ্রাহি-সম্প্রদায় জীবের যে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য "মাধুকর ভৈক্ষ্য" রূপে আহরণ করেন, তদ্দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হয় এবং সেই বিষ্ণুসেবার ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হন।

"শ্রীগৌড়ীয়মঠে যে অর্থাদি প্রদান করা হয়, তদ্দ্বারা কেবল শ্রীগৌড়ীয়মঠেরই আহার্য্যের সংস্থান হয়—যেমন কোন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুককে কিছু অর্থ প্রদান করিলে তদ্দ্বারা সেই ভিক্ষুকটীরই ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও তাহার পরিতৃপ্তি হয়,—যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা অভাব গ্রস্ত ও ভারবাহী। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত, ক্ষুধাতাড়িত ভিক্ষুককে কর্ম্মি-সম্প্রদায় যে দান করে, তাহা ভারবাহিতা-মাত্র, তাহা সারগ্রাহিতা বা মাধুকরী নহে। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের কৃত্য ব। ভিক্ষা

"হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সদয়য়া হৃদ্যার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সদয়য়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যকৃপানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

বস্তুজ্ঞানের অভাবে বস্তুসম্বন্ধে কর্ম্মজ্ঞানের বিকৃত ধারণা এবং আমাদের প্রয়োজনতত্ত্বের নির্ণয়ে অসমর্থতা-হেতু আমরা অনেক সময় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্বয়ং চিন্তাচিত বিবেচনা করিতে অসমর্থ হই। সেই বিপৎকালে আমাদের উপদেষ্টকুলে যিনি স্বীয় আদর্শচরিত্র প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে তদনুসরণে আহ্বান করেন, সেই অসমোর্দ্ধ বিপদ্ধারণের অনুসরণই আমাদের একমাত্র কৃত্য হয়।

ভাগবতে পরিদৃষ্ট হয় অবস্থিতি-কালে আমাদের প্রার্থনার বিষয়ে উত্তমের অনুসন্ধান, অধমের পরিহার, প্রকৃত শ্রেয়ের অনুগমন, অশ্রেয়ের ত্যাগ, শ্রেয়ের প্রার্থনা, অমঙ্গলের বর্জ্জন প্রভৃতি তাৎকালিক মতিত চিহ্ন সঙ্কুচিত-চেতন-পক্ষপাতেও পরিলক্ষিত হয়। দাতার দানের ভিক্ষু-সূত্রে আমরা 'ভাল', 'উত্তম', 'শ্রেয়'-'মঙ্গল' প্রার্থনা করি। যে দয়া আমাদের অনন্তকাল অমঙ্গল-প্রসব করে না, সেই দয়ার দাতাকে আমরা অকৃপণ, 'কৃপণ', বদান্যবর বলিয়া মনে করিতে পারি না। তাঁহাকে 'দানসাগর'—স্বভাবসম্পন্ন জানিয়া অশ্রান্তিকর-কলোদয়কারক দানের প্রার্থী হই না। কোন অজ্ঞ উপদেষ্টকুলের নিকট আমাদের দানপ্রার্থনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে তাহাতে অজ্ঞান-জন্য বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী জানিয়া অভিজ্ঞ সত্যমূর্ত্তি ধরাট্ পদার্থের বিবর্ত্ত মণ্ডিত গৌণী ভিক্ষার পরিবর্ত্তে মুখ্যা ভিক্ষাই আমাদের প্রার্থনীয় হইয়া পড়ে।

ভিক্ষালব্ধ পদার্থ-সমূহকে 'ভৈক্ষ্য' বলে। পঞ্চপ্রকারে আমাদের ভৈক্ষ্য লব্ধ হয়। মাধুকর-ভৈক্ষ্য-সংগ্রহ সর্ব্বোপরি অবস্থিত। তদ্ভিন্নেই অসংক্লিপ্ত, প্রাক্‌প্রণীত, অযাচিত ও তাৎকালিকোপনত ভৈক্ষ্যের কথা আমাদের আলোচ্য হয়। [illegible]ক্ষের অনিশ্চয়তার স্থলে যে ভৈক্ষ্য, তাহাই 'অসংক্লিপ্ত' এবং পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট লাভাশার ভৈক্ষ্যই—'প্রাক্‌প্রণীত'। এতদ্ব্যতীত যাচ্ঞা-রহিত ভৈক্ষ্য ও তাৎকালিক বৈকল্পিক প্রাপ্ত ভৈক্ষ্য—এই পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যের প্রকারভেদ থাকিলেও মাধুকর ভৈক্ষ্যেরই উৎকর্ষ আমাদের বৃত্তি হউক।

বর্ত্তমানকালে ত্রিপ্রকার ভৈক্ষ্য সংগৃহীত হইয়া আমাদের অধিষ্ঠানের পরিপোষণ করে। অভিজ্ঞতার অভাবে মনোবৃত্তির সংবর্দ্ধন-ব্যতীত কায়িক ও বাচনিক ভৈক্ষ্য-সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাও আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমাদের বর্ত্তমান অস্তিত্ব পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংগ্রহ-সমষ্টি মানসভৈক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। বাচনিক ও কায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম ভৈক্ষ্যের মানস-ভৈক্ষ্যের অনুমোদন অপেক্ষা করে। মানস-ভৈক্ষ্য নিত্য রূপে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়োভাবদ্বয়ের বিচার করে। অজ্ঞের অমঙ্গলহরা দয়াই দয়ানিধির নিকট প্রার্থনীয়। ত্রিতাপক্লিষ্ট মানবের হৃদয় ভেদে অভিজ্ঞের; উহা অপ্রার্থনীয় রুক্ষোরাশি সদৃশ। যাঁহার অমঙ্গলহরা দয়া হেলায় ঐ ত্রিতাপবর্দ্ধনাকে ধূলির ন্যায় অনায়াসে উড়াইয়া দেয়, সেই দয়ানিধির দয়াই আমাদের প্রার্থনীয়া ধূলিরাশি উড়িয়া গেলে দৃশ্যাকাশ নির্ম্মলতা লাভ করে; তখন বায়ু সৌরভ বহন করিয়া আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করে। নিরানন্দের অভাব কেবল প্রার্থনীয় হইলেও মুখ্য আত্মানন্দই আমাদের আনন্দ বিধান করে।

আমাদের অশিক্ষিত ভাণ্ডার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে সমৃদ্ধিত হইলেও পরস্পর-বিরোধী শিক্ষা-প্রণালী আমাদের অশান্তি বর্দ্ধন করে। বিরুদ্ধপক্ষের কোন্ কোন্ বাক্য শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া কোন্ কোন্ বাক্য পরিহার করিতে হইবে—এই মীমাংসার সমাধান করিতে গেলেও আমাদের অশান্তি বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। যাঁহার দয়া আমাদের শিক্ষক-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রণালীতে পরস্পর বিদ্বদ্‌মান ভাবসমূহের মধ্যে শ্রীতিসম্বর্দ্ধন করে, সেই দয়ানিধি অমঙ্গলহরকারিণী দয়ার বিতরণে আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

অন্বয়জ্ঞানে কোন প্রকার বিরোধ নাই। তাহা ভগবন্নিষ্ঠ করিয়া বাস্তব সত্যের প্রকাশে আমাদের অশান্তচিত্তে কেবলমাত্র শান্তি বিধান করে না, পরন্তু মুখ্য আনন্দে অশান্ত হৃদয়কে পরিপ্লুত করায়। সচ্চিদানন্দের পরিবর্ত্তে ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতাবের অস্তিত্ব যে-সকল পদ্ধতি সুচারু ও সুষ্ঠু বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা অপর ভগবদ্ভাবের সহিত বিরোধ আচরণ করিয়া অশান্তিলাভের সৃষ্টি করায়। তাহাতে আমাদের যথেচ্ছ আচরণ বিভিন্নদিকে ধাবনশীল হইয়া হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলে। কখনও বা প্রবৃত্তির বিপরীত ধারণার আড্য আসিয়া শান্তির আদর্শ লাভ করিবার প্রতারণা বিস্তার করে। সেই তাৎকালিকী ক্রিয়ার

যে অসহিষ্ণুতা দেখা যায়, তাহা অনধিকারীর অসংযত ঈশ্বাধিকার-লাভের পিপাসা; তাহাতে অবস্থান প্রভৃতি বিচার যাবতীয় চেষ্টাকে শুদ্ধ করিয়া জ্ঞান, ভেদ ও জাড্যের একত্ব সমাধির জন্য চেষ্টিত হয়। এইরূপ ধারণায় বশবর্ত্তী হইয়া আমরা প্রবৃত্তি-চাঞ্চল্যের হস্ত হইতে চিরমুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে নির্ভেদ-বিচারের আবাহন করিয়া থাকি। যখন সেই প্রকার ঈশ্বাকাঙ্ক্ষা-লাভের প্রভাবে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরাহিত্যরূপ নিষ্কলতা অদ্ভুত হয়, তখনই আমাদিগের অহংগ্রহোপাসনার প্রবল বিক্রম বাস্তব-সত্যের সেবা-বিচারকে ঢাকিয়া ফেলে। তখনও বা ঈশ্বার প্রতি বাসনা মানসরাজ্যে প্রকাণ্ড শৌর্য নির্ম্মাণ করিয়া আনেদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। কখনও মিশ্রাধিকারে হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির কল্পিত আকাশ-কুসুমের গন্ধে আমরা আপ্লুত হইয়া আত্মার নিত্যবৃত্তি ভগবদ্ভক্তিকে অনাদর করিতে শিখি।

এই তিন প্রকার বিচারের হস্ত হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হইতে হইলে নিত্যবৃত্তিতে স্থিরস্থানই আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ-পথের পথিক করাইতে সমর্থ হয়। যে-কালে প্রেয়োবিচারে আমাদের বুদ্ধি জড়তা লাভ করে, তৎকালেই আমরা আমাদের নিজ নিত্যবৃত্তিকে অনিত্য বিচার-সমূহের দ্বারা অবৈধভাবে সংমিশ্রিত করিয়া আত্মার নিত্যা বৃত্তি হইতে অর্থাৎ নিজস্বরূপজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া নানাবিধ বিষয়ের আশ্রয় গ্রহণ করি। ফলভোগ হইতে মুক্তি হইলে আমরা ফলত্যাগী হই সত্য; কিন্তু সেই ফলত্যাগ পুনরায় আমাদিগকে উচ্চশিখরদেশ হইতে নিম্নে অধঃপাতিত করায়। আমরা আশ্রয়রহিত হইয়া নিজ-কর্তৃত্ব-পোষণ-মূলে আত্মবঞ্চিতার আবাহন করি এবং তদ্দ্বারা বাস্তবসত্যের নিত্যকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া অনিত্য নশ্বর জগতের ক্ষণস্থায়ী বস্তুগুলিকে আমাদের 'তারক' বলিয়া মনে করি।

যখন আমরা দেখি, ঈশ্বরা আমাদের নিত্যাভিলাষ পূরণ করিতে অসমর্থ, তখনই পরাত্মর-গ্রহণের পদ্ধতি আমাদের কৌতূহল আকর্ষণ করে। যখন নিত্যানিত্য-বিবেকবলে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান এবং তত্তৎ মিশ্রাচরণ-সমূহ আমাদিগের পক্ষে দুরাশাজনক হয়, তখনই আমরা আশান্বিত হইয়া আশ্রয়ের আশ্রিত হইবার যত্ন করিয়া থাকি। আমাদের প্রিয়প্রাপ্তির অভিলাষ যখন চিদচিদ্-বিবেক, নিত্যানিত্যবিবেক ও আনন্দানন্দাভাস-বিবেকের সূক্ষ্ম মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়, তখনই শ্রেয়োবিচার প্রেয়ের সহিত কৈবল্য লাভ করে—ইহাই অব্যভিচারিণী ভক্তি।

এই অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদি-দ্বারা অনাবৃত আত্মার বৃত্তি মূল-আকর্ষক, নিত্যপূর্ণজ্ঞানময়, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়বস্তুর অনুকূল-সেবায় নিযুক্ত হইলে ভেদ-জগতের পরস্পর বৈষম্যবিশিষ্ট তত্ত্বসমূহ আমাদের উপর প্রভুতা করিতে অসমর্থ হয়। সেই কালেই আমাদের আত্মার নিত্যসেবা-প্রবৃত্তি বা আরাধনা আরাধ্যের ঔদ্দেশ্যে বিহিত হয়। তখন আমরা বলি, প্রবৃত্তির অনিত্যত্বের ব্রহ্মার ভজন করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তজনগণ 'লাভ উঠাইতে' যাউন, অথবা নিবৃত্যাকাঙ্ক্ষিজনগণের আরাধ্য ক্ষত্রবেদের আরাধনাদ্বারা অনিত্য-বাসনাসমূহ ধ্বংস করিয়া সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম অনিত্য গমনদ্বয়ের সংহার-পূর্ব্বক ত্যাগিগণ নিত্যকালে ব্রহ্মনির্ব্বিশেষভাবের উদর ভরাইয়া জাড্যনিষ্ঠ নির্ব্বাণের বিভূতি সাধন করুন।

যখন তাঁহাদের ভজন-দ্বারা আমাদের অতীষ্ট-লাভের সাধনা কি পরিমাণ হইল, তাহার বিচার আনিয়া আমাদিগের সেই পথে অভিযান পরিবর্ত্তন করায় এবং নিষেধিক ব্যাপারকেই বাস্তব বস্তু কল্পনা করিয়া সচ্চিদানন্দ নিত্যধর্ম্মত্রয়ের উন্মূলনমূলে তাহাদের অবস্থিতির সাপেক্ষধর্ম্ম বিনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু আকর্ষক অন্বয়-জ্ঞান একমাত্র বাস্তব, যাঁহাতে নিত্যানন্দ সর্ব্বতোভাবে প্রকাশিত হইয়া স্বয়ংরূপের অভিব্যক্তি করান, তাঁহার বিচিত্রবিলাসভূমির জ্ঞানাভাবরহিত ও আনন্দহীন গগনকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া নিত্যকাল নিরবচ্ছিন্ন-আনন্দপূর্ণ পরব্যোম-প্রদেশের অদ্ভুতরসার্দ্র-সমন্বিত বৈকুণ্ঠ দর্শন করায়। সেই সচ্চিদানন্দাধারের আধার ও আধেয়ের মধ্যে অপূর্ণ জড়বিজ্ঞান হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-রূপ যুগপৎ একটা প্রকট বুদ্ধাতীত সচ্চিদানন্দবিগ্রহের নিত্য[illegible]করণ-বলীয় সমাবেশ-বৈচিত্র্য আমাদিগকে কৈবল্য-লক্ষ ভেদনা-বিজ্ঞানে চিন্ময়রসযুক্ত করে। আর সেই নিত্যা ভক্তির অত্যাশ্চর্য্যবৃত্তিবৈশিষ্ট্য আমাদের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান হইতে মধুরিমার শ্রেয়ত্ব, উপাদেয়ত্ব ও মর্য্যাদা উৎপাদন করাইবার যুক্তিবৈশিষ্ট্য প্রদান করে। তখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের গান গাহিতে থাকি—

"তেষাং সতত্যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"

অযৌক্তিক যোগসাধন-প্রবৃত্তি অনিত্য এবং কুযোগীর কৃত্রিম যোগসাধন-প্রবৃত্তি অনিত্য ও বিধিসঙ্গত নহে,—"দেহাদ্যভিমেবতা-ভজনাঃ" এই ভজনীয় প্রবণের পরও যেন আমাদের ভজনা রাজযোগের বা হঠযোগের যোগাভাসরূপ যুক্তিতে আবদ্ধ না হয়। আমার নিত্য বৃত্তি উন্মেষিত হইলে আত্মার সুযুক্তিতে ষড়গুণনাম্নার্থক মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার এবং কিত্যাপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম, উহাদের মাত্রা ও স্পর্শসহ লইয়া বাধা দিতে পারে না। অজ্ঞাভিনাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদির যোগ ও তাদৃশ যোগের যোগ্যতার কারণ আমাদের শ্রেয়োবিচার বিতাড়িত না হইলে আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রবিবাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ এবং ত্রিগুণ-ক্রেদনাত্মক কর্ম্মভূমিকার বিচার হইতেও অবসর লাভ করিতে পারি না। অজ্ঞাভিনাষ আসিয়া আমাদের নিত্যচিদানন্দময় অধিষ্ঠানকেই গ্রাস করিবার চেষ্টা করে, আমরা বিরূপকে স্বরূপের বিবর্ত্ত বলিয়া জানিতে পারি না।

জীবের চরমকল্যাণ-প্রকটনকারিণী দয়ার অযন্মোদয়-কারিণী মূর্ত্তি। আমরা যে-কাল পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির স্বরূপ-বিচারে অসমর্থ থাকি, তৎকালাবধি জ্ঞানের ত্রিকবিচারে আমাদের বিরক্তি ঘটে না এবং ত্রিবক্তি-পরবর্ত্তী-পাদ-কথিত—

"তাবদ্রজকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন ত্রিকোর্দ্ধবেৎ
তাবচ্ছাপি বিশুদ্ধসত্ত্বমতে নো লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিধাং বিধঃ কলকলো নানাপ্রকারৈর্ব্বৃথা
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন ধূলোচতঃ॥"

—শ্লোকের বিচার আমাদের হৃদয়ে উদিত হয় না। তর্কাগারকেই আমরা আমাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী বলিয়া বরণ করি। বহির্গগন তেজোজ্ঞানের বিবর্ত্ত হইতেই মীমাংসি জলজন্তুর বিলম্পাত উপস্থিত হয়। তাহা পরিত্যাগ করিয়া বহির্বিষয়ের চেষ্টার জড়তা-প্রদর্শনমুখে মায়াবাদবিদ্রে প্রবেশরূপ প্রবল অবিচারবন্যায় আসিয়া গ্রাস করে। সেই যুক্তিস্রোতের কবল হইতে পরিত্রাণ না পাইতে পারিলে অন্ধ-বধিরাদির ন্যায় বাস্তব আকর্ষকবস্তু বিনষ্ট হইয়াছে—এরূপ আশঙ্কার উদয় হয়।

ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবেই অভক্তির হিংসা-প্রসূত বিচারসমূহ আমাদের উন্মেষিত চেতনবৃত্তিকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয় না। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দয়া-বিস্তারকল্পে নামপ্রচার ও নামজনসংঘোরূপ মনোহীষ্ট আমাদের সেবাবৃত্ত হওয়ায় এই সৎশিক্ষারূপ-পরমার্থ-প্রচারিণী ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিবার প্রয়াস। মানবজাতির নিকট আবৃত সুষ্ঠু বিচার উন্মুক্ত করিলেই মনুষ্যজীবনের সফলতা হয় এবং শ্রেয়োলাভ ঘটে। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রণালীর অবলম্বনে তাঁহার সাহায্যে তাঁহার মনোহীষ্ট প্রচারকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে অগ্রণী শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বারিকণ-পিপাসুজনগণের নিকট উজ্জ্বলনীলমণির কিরণ বিস্তার করিয়াছেন। নিত্য শ্রীরূপানুগ-পথের আত্মবৃত্তি শ্রীগুরুসেবা ও তৎসহ স্বরূপ-সেবা, স্বয়ংপ্রকাশ-সেবা, নিত্য চিদ্‌ভগবন্মন্ত্রসেবা, চিৎপরিকরবৈশিষ্ট্য-সেবা, চিন্নামনীলার সেবা করিতে গিয়া ওষ্ঠাধরমুখে বিদ্যা-প্রকাশরূপ এক প্রকার ভক্তি।

অপর প্রকার ভক্তি,—পঞ্চরাত্র-কথিত শ্রীগুরুকৃপাপূর্ণ দিব্যজ্ঞানপ্রদাকার দ্বারা জড়চক্ষুর আবরণ বা ছানির উন্মোচনমুখে অর্চ্চা-নির্দ্দেশ,—তাহাই পরমার্থলাভের অমোঘ পথ। কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগুরুবিষয়ে ভগবৎ-প্রকাশপরাকাষ্ঠাপ্রদর্শনকল্পে পাঞ্চরাত্রিক বিচার ও ভাগবতবিচারের ভেদাভেদ-প্রকাশরূপা চিন্ময়ী প্রতীতির অতিরিক্ত স্থাপন করিয়াছেন। উহা আত্মবৃত্তিরই ন্যায়, জড়োপাধিনিরপেক্ষ মনোভাবের অন্তর্ভুক্ত পদার্থের আসক্তি-ক্রমে লভ্য নহে। তজ্জন্য আমাদের বিনীত প্রার্থনা,—সংশিক্ষিত পারমার্থিক গৌড়ীয়ের প্রারম্ভিক কএকটী কথা শুনিবার পর চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বয়ংরূপ-বৈচিত্র্যময় গোলোক-বৈকুণ্ঠের পরব্যোমস্থ-পশ্য, পরব্যোমস্থ চিৎ-পরমাণু ও চিদ্বৈচিত্র্যের বিচার বিকার রাজ্যের সহিত সাধুমুখে মাত্র শ্রবণ করা দর্শকগণের কর্ত্তব্য।

ভেদজগতের প্রকাশগত বাসনা যেরূপ দেহদেহীর ভেদ বিচার করে, বৈকুণ্ঠ-গোলোকে তাদৃশ ধর্ম্ম না থাকায় বহুত্ববিচারের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যুক্তদ্বৈত-প্রতীতিকে আবদ্ধ করিবেন না; অর্থাৎ যাহাতে বাস্তব-সত্যের সেবকগণের সেবানুকূল চেষ্টা বদ্ধজীবের সঙ্কীর্ণ জড়তায় বিকলিত চিন্তার দ্বারা আবৃত, আবৃত ও বিনষ্ট না হয়, সেইরূপ অবহিতচিত্তে দর্শন কর্ত্তব্য।

প্রতির চিন্ময়ীবৃত্তিতে ও ভক্তিপ্রতীতিমূলে দর্শন করিলে বৈকুণ্ঠবস্তুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাসমূহকে বদ্ধপ্রতীতি আর কৃত্রিম মনের কৃত্রাকারপরিচ্ছিন্ন চিন্নিশ্রিত-বিচারের অজ্ঞতায় কল্পিত এবং তাহার সহিত সমজ্ঞানে করিতে বাধিত হইতে হইবে না।

এই প্রবর্ত্তনার উন্মোচনের কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য-সেবক শ্রীযুগলদাস গোস্বামী প্রভুর "বিলাপকুসুমাঞ্জলী"-গ্রন্থে এইরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"বৈরাগ্যযুগ্-ভক্তিরসং প্রবক্তুমস্মাদ্বয়ঞ্চৈতন্যমনন্যমীশম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ স্বয়মেষ দেবঃ সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥"

সেই শ্রীরঘুনাথের চিন্ময়কৃষ্ণোপাসনাপর্য্যন্তকে সনন্দিনী সর্ব্বশিক্ষা-প্রবর্ত্তনীর উন্মোচনভাবিত্বরূপ নিত্যক্রমতা বলিয়া আত্মা স্থাপন করায় এই প্রবর্ত্তনীর প্রকাশ-প্রয়াস। অনিত্য জগতে কার্য্যকারণবাদবিচারের সহিত বিরোধ করিবার বাকি নিরন্ন। সুতরাং সকল কার্য্যের কারণ-অনুসন্ধানেই জীবহৃদয়ে জিজ্ঞাসার উদয়।

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সকল কথা প্রশ্ন করিতে না দিলে জ্ঞেয়তত্ত্বের প্রকাশতত্ত্বের সুষ্ঠু প্রতীতির সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদের নিকট এই অচিৎশক্তি-পরিণত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই স্বরূপতঃ অমায়াবাদী জীবগণ মুক্তপ্রবৃত্তির অবলম্বনে দৃশ্য জগৎ দেখিতে গিয়া বস্তুর স্বরূপ দর্শন করিবার সেবা-চেষ্টা করিলেই এই প্রবর্ত্তিত পরমার্থ সত্যসমূহের প্রকাশগুলি দেখিতে পাইবেন।

অচিৎসাহিত্যের সাহায্যে বা জড়ীয় ভাষায় ভগবদ্ভজন-গণের নিকট অচিন্ময়াহিত্যের বর্ণন করিতে যাওয়া কেবল চিন্মাহিত্যের দিঙ্‌নির্ণয় করা মাত্র। নির্ণীতদিকে গমন-কারী কেবল চিন্মুখত্বে সমর্থ হইবেন। যেখানে তাঁহার গতিরুদ্ধ হইবে, সেই স্থানকেই তিনি অসীমপ্রবেশ-জ্ঞানে অগ্রসর হইবার বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। তখন জীব মায়া-রচিত জগতের কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া চিদ্বৈচিত্র্য-বিলাসরাজ্যে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইবেন। তাঁহার বাসনাজনিত অজ্ঞাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বাধকরূপ ভোগাবস্তুরূপে সমাহৃত হইবে।

মোক্ষাভিলাষী প্রাকৃতজন প্রকৃতির প্রাকৃতভাগে অবস্থিত ও চিদ্বিলাসের প্রান্ত তটবেষ্টা-পর্য্যন্ত গমনকেই যদি অতীষ্ট-সিদ্ধি জ্ঞান করেন, তবে পারমার্থিক বিচিত্রতা তাঁহাদের প্রাপ্য বিষয় হইবে না। সেখানে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত তটাবাসস্থিতে আত্মপ্রতীতি স্বীয় কেবল-চিৎকণ-অনুভবনীয়ের অনুভূতি দেখাইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত নিত্যাবাস্তবে অবস্থিত হইয়া প্রত্যর্থের সকল মূল বিশেষজ্ঞানের সাধন করিতে গিয়া যে চাক্ষুষী বাহ্য প্রতিষ্ঠাকাকে অন্তর্যামিপরতায় যুক্তিপ্রদ জানিয়া মহাভাগ-রূপে সংস্থাপন, মুক্তদের "যা স্বস্পর্শা" প্রভৃতি মন্ত্রদয়ের প্রতি অনাদর এবং উহাকে জড়বস্তুবিচারে উচ্চাবচশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মূল জড় অপসার্থনর যে বাসনা-লোষ, তাহাতে জীবের হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিদ্বৃত্তি নিত্যা চিদ্ভক্তিপ্রকটিত শক্তিদ্বারা যে স্বরূপাভিজ্ঞান লাভ হয়, তাহার ব্যাঘাত করাইবে। তখন বিষয়বোধে অবরুদ্ধ অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া "বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥"—এই ভাবের বিষয়ীভূত করিবে এবং অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবের যুগপৎ বিচার দ্বারে পৃথক্ করিয়া যেখানে প্রতিপাদ্য সত্যকে জড়ভাবগণে আনয়নপূর্ব্বক জড়াভেদকল্পনে তাঁহাদিগকে নির্ব্বিশেষবিচারে পারঙ্গমী জানাইবে। চিদ্-রাজ্যের নিত্য ও তদাশ্রয়সমূহের আলোকে আলোকিত না হইলে 'জাড্য' নামক তিমিরে আবদ্ধ থাকিবার ঔদ্ধত্য-ধর্ম্ম অবসর লাভ করিবে।

চেতনরাজ্যের প্রবর্ত্তনসম্বন্ধে কৃতাকৃতে আমার পরিচয় ও যোগ্যতা জানিবার কৌতূহল শ্রোতৃবৃন্দের হইতে পারে। সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি বলিতে পারি,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের অনুগত শ্রীসনাতন গুরুদেব হইতে আমি পারম্পর্য্য অন্বয়মুখে সচ্চিদানন্দ সনাতনধর্ম্মের নিত্যতত্ত্বের সূত্রধরী প্রবর্ত্তক। সেই প্রবর্ত্তকের সকল কথা সুষ্ঠুভাবে প্রবর্ত্তন করিবার যোগ্যতা আমার না থাকায় কাষ্ঠবিড়ালের সেতুবন্ধনের প্রয়াসের ন্যায় চেষ্টা করিয়া বিদ্বজ্জনে হাস্যাস্পদ হইবার রঙ্গমঞ্চে নিজ অধিকারোচিত শক্তির দ্বারা যে সেবোন্মুখতা-লাভের আশা পোষণ করিতেছি, সেই সেবোন্মুখতার সাহায্য করাই আমার নিত্যবৃত্তি জানিয়া এইরূপ ধৃষ্টতা করিতেছি।

আমার-পারম্পর্য্য আমি জানিয়াছি,—পার্থিবভোগ্যবস্তু-সমূহের অধিগতিত অবস্থার পরিণতব্যাপার বিসর্জ্জনযোগ্য—ত্যাগযোগ্য, তজ্জন্য উহা পুরীষ-পঙ্কে কথিত হইয়াছে। সেই

পুরীষে আসক্ত—নশ্বর ভোগের প্রচারণায় প্রতারিত শ্রেণীর কীটসমূহ-মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা কৃপাদপি সুনীচ কীটমাত্র। ভক্তাসক্তির সৌভাগ্যের তারতম্যের পরিবর্ত্তে আমি অকিঞ্চন। তজ্জন্য পুরাণের কীট হইতে আমি নথিই—সর্ব্বাপেক্ষা লঘু-বিচার আমাতে অবস্থিত হওয়াই উচিত। জগদানন্দ ও মাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়দ্বয় একদিন যথেচ্ছাচারিতাবৃত্তি অবলম্বন করায় সচ্চিদানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারবিরোধী হইয়াছিলেন।

সদানন্দবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের এবং নাম্নামাত্র-হৃষিত, প্রভু হইবার আকাঙ্ক্ষা-শূন্য, সর্ব্ববিদ্যা-পারঙ্গত, হরিদাসবর্য্য-গোবর্দ্ধনধৃক্-সেবকাভিমানী ও বিষ্ণুপাদ চতুর্থাভিমানের শ্রীঠাকুর হরিদাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যাজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া ব্রাহ্মণ-কুল-বৈষ্ণব-মুদ্রাবর্ণ-বর্জ্জিত বিচারে প্রবৃত্ত নৈতিকজ্ঞানযুক্ত দুর্বৃত্ত জগাই মাধাই পরমার্থ-প্রচারের ব্যাঘাতকারিসূত্রে বিবিধপাপসঙ্কুল চেষ্টার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের অপেক্ষাও আমি আপনাকে অধিক অসহিষ্ণু মনে করিয়া পাপ হইতে অপ্রবৃত্তস্থানে আপনাকে সহিষ্ণু জানিয়াছিলাম। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় সেই কপাটমাথাই হইতেও অসহিষ্ণু, এরূপ প্রতীতির দিগ্‌দর্শন পাইয়াছিলাম এবং সেরূপ বিচারে আত্মাকে সহিষ্ণুতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট আছি। ইহার কৃতকার্য্যতা বিশ্ববাসী ত্রিতাপতপ্তজনগণের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আমার পরিচয়-প্রবৃত্তি—নিরভিমানত্ব ও নির্দ্দিভিক্ষত্ব হওয়াই উচিত।

সেবোন্মুখ হইবার এবং সেবোন্মুখতার স্বরূপ-প্রদর্শনের জন্য আমার কথা যাঁহারা শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদের সকল পবিত্রতা নাশ হইয়া যাইবে—এইরূপ ধারণায় আমি অবস্থিত হইবার যোগ্যতা-প্রয়াসী। জগতে ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্যক্তিগণ সেবোন্মুখতা-জনিত অজ্ঞান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার বিচার অবলম্বন করিয়া যে পাপিষ্ঠ নশ্বর জড়সমষ্টি-সংগ্রহে আনন্দিত আছেন, সেই পুণ্য আমার সদ্যোধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে—এইপ্রকার আশঙ্কায় আমার পরিচয়ের মধ্যে তাঁহাদের সন্ধানে আমার সর্ব্বাপেক্ষা সহানুভূতি আছে, —জানাইবার বিচারকে আমি সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছি। সুতরাং যোগ্যতা-বিচারে অজ্ঞাভিনাষ ও ইন্দ্রিয়-তর্পণে আমার যোগ্যতাভাব, সৎকর্ম্ম-সাধনোত্থ পুণ্যসংগ্রহে যোগ্যতাভাব এবং জগতে মৎসরতা-জন্য প্রতিযোগিতায় নিজশ্রেষ্ঠত্বারোপে প্রবৃত্তকারীর অযোগ্যতা আমাকে গ্রাস করিয়া আছে। নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের অজ্ঞান-বিমুক্ত পূর্ণজ্ঞানলাভে জড়জগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরাহিত্য-জনিত শান্তিতে অবস্থানেও আমার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা।

আগমিক বিচারে যে নিত্যসেব্যতার আদর্শ নিঃশক্তিক ব্রহ্মপদের আলোচনায় আবৃত, সেরূপ যোগ্যতাও আমার নাই। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য-আমার একমাত্র যোগ্যতাই—তৃণাদপি সুনীচ।

আমি কর্ম্মফল-সংগ্রহে নিপুণ, অজ্ঞাননিরসনে দক্ষ, অজ্ঞাভিলাষী, মুমুক্ষু ও মুমুক্ষু প্রভৃতি বর্ণবিশিষ্ট-জনগণের পারমর্ষিতা-সমৃদ্ধির মাধুকর-ঐক্যসংগ্রহের যোগ্যতা-রহিত অনেক বাকি। তথাপি কর্ম্মফল-জ্ঞানবলে মৃত্ত কৃপানিধান প্রাণিগণের নিকট আমার বিবিধ ভিক্ষা আছে। মাধুকর ঐক্যকৌবি-সূত্রে আমি আমার কায়মনোবাক্যের উন্নতির জন্য বিশ্বের সকল আধার ও আধেয়-সমূহের নিকট মাধুকর-ঐক্য-সংগ্রহের যোগ্য। সুতরাং আপনাদের সকলেরই দয়ার পাত্র—ভিক্ষু। অযোগ্যতা-বলে ভিক্ষুধর্ম্মের সর্ব্বথা রক্ষণে অসমর্থ হইয়া আমি উহাতেও আমার অযোগ্যতা বিজ্ঞাপন করিতেছি।

দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সকল ত্রাতা অপেক্ষা মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী নিত্যনির্ম্মলনাম-নিত্যরূপবিশিষ্ট অভিন্ন নাম-নামী। তিনি নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত—বৈকুণ্ঠনাম-শব্দ পৃথিবীর সকল সময়কালে সর্ব্বপ্রাণীর নিকট বিভিন্নভাবে বিশ্বার প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সেবায় উন্মুখতা-লাভের জন্য আমার চেষ্টা বৃথা হইলেও তাঁহার আজ্ঞা-পালনই আমার আত্মার একমাত্র বৃত্তি। সুতরাং যে জগতে শব্দগ্রহণ-যন্ত্রসমূহ বর্ত্তমান, সেইস্থলে নিত্যপ্রেম, আকর্ষকাকৃষ্ট, প্রভু-দাসরূপ নিত্যভাববৈচিত্র্য-পূর্ণতার অংশগ্রহণে আমার অধিকার হউক, তাঁহার অংশ-গ্রহণে আমার কৈবল্যজ্ঞানের সুযোগ-চেষ্টা হউক, সেই বৃত্তিতে আমি নিত্যাবস্থিত হইতে পারি—এই প্রকার কৃপা আমি প্রার্থনা করিতেছি।

প্রদর্শিত বস্তু দৃশ্যজগতের অংশরূপে গৃহীত না হইয়া দর্শকভোক্তার নিকট তাহাদের নিত্যসচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সহিত সম্বন্ধ প্রকাশ করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং

প্রদর্শিত দ্রব্যের বহির্গ্রাহ্যগুলি দর্শকের ভোগোন্মুখ-ধাতের সীমাপ্রাপ্ত না হউক—তাঁহারা লৌকিকার্থে সংগ্রহ না করিয়া সেবোন্মুখতায় অধিকতর অগ্রসর হইয়া পারমার্থসংগ্রহের সুযোগ লাভ করুন এবং আমাকে সেই সুযোগ প্রদান করুন—ইহাই আমার ভিক্ষা। যিনি যে-পরিমাণে ভগবৎ-সেবার অধিকার লাভ করিবেন, প্রদর্শিত বাস্তব তাঁহাকে সেই সেই বিষয়ে সেবোন্মুখতা-লাভের সাহায্য করিবে—এই অধিকার প্রদর্শিতদ্রব্যের একমাত্র অধিকারী গৌরসুন্দরের প্রকটিত নন্দনন্দন দান করুন এবং কৃষ্ণপ্রেমদাতা শ্রীচৈতন্যদেব প্রদর্শিত দ্রব্যে তত্তৎ অধিকার প্রদান করুন—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রকাশে রথাগ্রে:নৃত্যকালে শ্রীরূপের সম্বোজ্জন-সময়ে যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, বৃন্দাবন যাইবার পথে ভোগ্যকাননমধ্যে গমনকালে হিংস্র-পশুগণকে যে প্রকার শক্তি-সঞ্চারে জড়সংসর্গতা হইতে রহিত হইবার শক্তি অর্পণ করিয়া তাহাদের চেতনের উন্মেষ করিয়াছিলেন, সেই শক্তিসঞ্চার ও অধিকার অচেতনপদার্থে চেতনাভিমানী দর্শকের দৃষ্টিতে ও দৃশ্য পদার্থে প্রদান করিয়া আমার শ্রীগুরুসেবা শ্রীরূপানুগতো আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। এইরূপ প্রার্থনার কথাও আমি স্বয়ং ও ব্যতিরেকভাবে আপনাদের ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পার্থিব বিচার পরিত্যাগ করিবার লীলাভিনয় করিতে গিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-বাসে বহুজীবগণকে চিন্ময় বিপ্রলম্ভসংবিচারের উপলব্ধি করাইয়া সেইরূপ উপলব্ধিদ্বারা মানবজাতির সর্বোত্তম অভীষ্টসিদ্ধি-লাভের কথাই উদ্দিষ্ট ছিল। শ্রীভাগবতের "আহুশ্চ তে নলিননাভ"—শ্লোকের বিচারের সর্বোত্তমত্বই জীবের অনুসন্ধেয়। সেই জগন্নাথক্ষেত্রের লীলা-ক্ষেত্রেই আমাদের পারমার্থিক প্রদর্শনীর আকর স্থান বুঝিয়া সেখানে গ্রন্থপোপলক্ষে পারমার্থিকভাবের উদ্দীপনকল্পে প্রথমে প্রদর্শনী আরম্ভ করা হয়।

ভক্তিই যে সর্বোত্তম অভিধেয়,—ইহা শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রিয়পার্ষদগণ তারস্বরে প্রচারিতে ও স্ব স্ব সর্বোত্তম পবিত্রজীবনে প্রতিফলিত করিয়াছেন। সেই ভক্তিভাবের বৈচিত্র্য শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে, শাস্ত্রগ্রন্থের আচরণশীল বক্তার মুখে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। দুর্ভেদ্য অজ্ঞের রাজ্যের কথায় বর্ত্তমান অনুভূতির যোগ্যতা-সাধনের জন্য তত্তৎ লীলা-বর্ণন, তত্তৎলীলাভিনয়ের দ্বারা উদ্দীপন বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভ্রান্তদর্শনের চিকিৎসা-কার্য্যে এরূপ তাহা প্রদর্শনীর আদর্শে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। পারমার্থিক-শিক্ষা-প্রদর্শনীর, সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর, ভাগবত-প্রদর্শনীর নিতান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্ট-প্রচারের নিকপট উদ্যোগকারিগণকে অনেকবার প্রদর্শনীর প্রাকট্য-কল্পে যাবদ্বার পূর্ব্বে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছিলাম।

প্রাকৃত-সাহজিকগণ অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃতিদৃষ্ট বিষ-বাতীত অন্য কোন চিন্তাস্রোতে অবগাহন করেন না, পরবিদ্যার অনুশীলন করেন না, বদ্ধমানবের ভোগের জ্ঞানটিকে লইয়াই জীবিতোত্তরকালে অবস্থান বিচার করেন, সেই শ্রেণীর লোকেরা আমার এই প্রদর্শনী সংগঠন করিবার কথা শুনিয়া যে প্রদর্শনী দেখাইবার ঘড়বিশিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ প্রাকৃত-প্রদর্শনীর সহিত পারমার্থিকের কোন সম্বন্ধ নাই জানাইবার জন্যই আমার প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও উহা কার্য্যে পরিণত করিয়া অবিচারময় জড়ভোগান্বেষিসম্প্রদায়ের মঙ্গলকামনায় কুরুক্ষেত্র-প্রদর্শনীর পরবর্ত্তিকালে আমরা শ্রীধাম-মায়াপুরে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও বিগত বর্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের পল্লীতে, ঐ প্রকার প্রদর্শনীর আবাহন করিয়াছিলাম।

আমাদের গুরুবর্গ, যাঁহারা বৈষ্ণবধর্মে পারমার্থিক বিচার অবলম্বন করায় আমাদের অভীষ্টসিদ্ধিতে সহায়তা করেন, তাঁহারা অনেকেই প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া মানবজাতির কামক্রোধাদি অন্তর্নিহিত রিপুষট্কের দমনোদ্দেশে কৃষ্ণের সংসারের কথা বিষ্ণুমায়া-রচিত জগতে অবতরণ করাইয়াছিলেন। এই প্রাকৃতভূমিতে অবতরণ করাইতে হইলে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত নরবিচারের বাহুদর্শনে অপ্রাকৃতদর্শন-বঞ্চিত হইবেন—এ কথা জানা সত্ত্বেও যাঁহাদের সেবোন্মুখতা-ধর্ম্ম হৃদয়ে নির্ব্বাপিতপ্রায় প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতেছে, সেই প্রাণভরা অধিষ্ঠানগুলি সেবোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণপরিকরবৈশিষ্ট্য ও কৃষ্ণলীলার চিদ্বৈচিত্র্যের সমুদ্রের তারমালায় উদ্দীপিত হইয়া উৎক্রান্তদশায় বৈকুণ্ঠ-লোকে অবস্থিত হইবেন—এই আশা আমাদের হৃদয়ে প্রবল হওয়ায় এই মূল উদ্দেশ্যমুখে নরজাতির প্রতি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অলৌকিক দান দিবার সুযোগ-বিধানে আমাদের তৎপরতা।

জগতের বহুজীব 'সৎবিদ্যা কাহাকে বলে?' 'পরমার্থ কাহাকে বলে?' 'লৌকিকার্থের সহিত পরমার্থের কোথায় বৈশিষ্ট্য?' 'ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের প্রতি প্রয়োজনজ্ঞান হইতে কি প্রকারে যুক্তিপাত করিয়া ষট্‌ঐশ্বর্য-লাভ ঘটে এবং ঐশ্বর্যহীনতার নিরাকরণ সমাধিতে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে কি প্রকার অবদান উপস্থিত হয়?'—এইগুলি অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে জানাইবার জন্যই সংবিদ্যা-প্রবর্তনীয় আনুষ্ঠানিক ইতিহাস। 'সৎ'সঙ্গ পরিবর্তনশীলজগতে বিষয়ন অচেতন বুদ্ধিতে যতপ্রকার ধারণা করিয়াছে, তাহাতে কাহার কতটুকু অসদ্ভাব মেশানো—ইহার একটী তারতম্যমূলক তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখা যায় যে, স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানের অধিষ্ঠানে বিতর্কসঙ্কের অবকাশ নাই। সাধক বিষ্ণু-সেবা-পরায়ণ জনগণই 'সৎ' শব্দের সহিত অচেতনজীবগণের নিকট আপেক্ষিক বিচারোৎপন্ন শব্দের যে ভেদকল্পনা আছে—এ কথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন। ব্রাহ্মী, খারোষ্ঠী ও সাঙ্কেতিক প্রভৃতি লেখনপ্রণালী হইতে ভাষাবর্ণের শব্দসমূহ যেপ্রকার শিক্ষার আধারদিগকে শিক্ষিত করে, সেই সকল শিক্ষা আমাদিগকে চেতনরাজ্যের কৈবল্য-লাভের পরিবর্ত্তে অচিৎপথে ও ভাষায় আবদ্ধ করে মাত্র। উহা নিত্য চিদানন্দের সাধুসঙ্গের শিক্ষণীয় বিষয় নহে। এই কথা জানিবার জন্যই নরজাতির মধ্যে ভক্তির স্বরূপের উপলব্ধির আবাহন প্রয়োজনীয়।

সমভাব ও সমতাৎপর্যবিশিষ্ট বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একের অনিত্যসংসারে ভোগ-প্রবৃত্তি ও অপরের সেই সংসারে ভোগের ইন্ধন-সংবেদন-প্রবৃত্তি দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত-ভোগী, ত্যাগী হইবার যে কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেন, তাহাতেও তাঁহাকে মূঢ়তা ও প্রাপ্তবন্ধু জানাইবার অপ্রার্থনীয়া বৃত্তিতে অভিভূত হইতে হয়। যখন তিনি দেখেন যে, বন্ধুদ্বয়প্রকৃতিই পৃথক্ ধর্ম, তখন তিনি বন্ধুর সেবক-সূত্রে আপনাকে নিয়োগ করেন; বন্ধুকে ভৃত্যসূত্রে নিযুক্ত করিয়া নিজে ভোগী বা ত্যাগী বন্ধুর অভিপ্রায় সংবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নহে,—জানিতে পারেন। তখন বিবেচক ও দর্শকসূত্রে বন্ধুসেবাই পরম প্রয়োজনীয় বিচার করেন। বন্ধু যাঁহাকে ও যাঁহাদিগকে বিবিধ উপকরণের সহিত বিবিধভাবে সেবা করেন, সেই বন্ধুর সেবা করা যখন সেবা ভোগী বন্ধুর সমসদ্‌বিচার স্পর্শ করে, তখনই তিনি অপর বন্ধুর মেহিয়া অবসন্ন হন। তাঁহাকে সকল আলোকের অধিষ্ঠান জ্ঞানবাণীর নিকট যে সেবা-ধর্ম্মে তিনি বদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই নিত্যধর্ম্ম পালনমুখে যাহাতে দুঃখিপাসা, জরা, মোহ, ভয় ও শোকের বিধানকারী কর্ত্তা জানিয়া তাঁহার সেবা-ব্যতীত পুরুষকারের নিরর্থক চেষ্টা শোক-মোহ-ভয়োৎপাদনকারিণী বলিয়া জানিতে পারেন। নিত্য পরম ধর্ম—যাহা ব্যতীত অন্যান্য ইতর ধর্ম্মের বিভিন্ন আকার ভোগী ও ত্যাগী জীবের এক বুদ্ধিতে অন্য বিচার আনিয়া উপস্থিত করায় এবং উহার অবসর হইতে অবসর লাভ করিতে চাইলে যাহা জীবগণের অনায়াসেসাধ্য পরিত্যাগ করাইয়া সেবকের বুদ্ধির নিত্যতা উপলব্ধি করায়, তাহারই নাম 'ভক্তি'। ইহার বিপরীত কর্তৃত্বাভিমান ও ঈশ্বরাভিমান জীবকে কর্ম্মপথে ও জ্ঞানপথে 'ভবঘুরে' করাইয়া একমাত্র ভগবচ্চরণে ঐকান্তিকী সেবাপ্রবৃত্তি করিতে দেয় না।

নিত্যারাধ্য ভগবানের প্রভু সাজিয়া তাঁহাকে ভৃত্যরূপ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করা জীবের পক্ষে অভদ্র-আনয়ন মাত্র। পরম মঙ্গল লাভ করিতে হইলে তাঁহার (ভগবানের) সেবা-কৈবল্যই জীবের একমাত্র বৃত্তি হইয়া পড়ে। বালচাপল্যের বশবর্ত্তী বিচারকের বুদ্ধি ভক্তিতাৎপর্য্যপর নহে বলিয়াই ভগবান্ উপদেষ্টৃসূত্রে উপদিষ্টজনগণের সেবা করিয়া থাকেন। যে-কালে জীব নিজের অপবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া পবিত্রতা-লাভের জন্য ধাবমান হন, সেইকালে অপবিত্রাবস্থায় ভগবান্‌কে সেবিবার যোগ্যতা নাই বলিয়া নিজেই অপবিত্র থাকেন। কখনও আপনাকে পবিত্রজ্ঞানে বাস্তবসত্য বুঝিতে অগ্রসর না হইয়া নিজের যাহা ভাল লাগে, তাহাকেই পবিত্রতা-জ্ঞানে তদনুশীলনে রত থাকেন। নিজের অপবিত্রতার আরোপ করিতে গিয়া ভগবানের মঙ্গলময়ী পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতার সহিত উহার সমজ্ঞান করেন। নিজকে ক্লেশনাশক পুরুষকারের অধিষ্ঠান জানিয়া মায়া-প্রত্যাহিতনেত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া সংসরণযাত্রায় হন।

যখন তিনি পদ্মপলাশলোচন ভগবানের কথা ও তাঁহার কারুণ্যদৃষ্টির বিচার করেন, তখন তিনি তাঁহার নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত সাক্ষী ভগবানের চক্ষু দেখিতে পান। নিজের ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সাদুষ্টদর্শনে দোষ আছে জানিতে পারেন। প্রাকৃতজ্ঞানে দর্শকের বিচারে

ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার বিচার যদি আমাদের স্থূল দেশ-কালের অন্তর্ভুক্ত-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পুরুষোত্তম বস্তুর প্রাকৃতজগতে অবতরণ-কালে তাঁহার চরমদর্শনরূপ অপবিত্রতা আনিয়া পুরুষোত্তমের চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের স্মৃতি উদিত না করাইয়া আমরা আত্মসুখ ভোগযুক্ত বলিয়া 'হোটমুখে বড়কথা' আনিয়া ফেলে। তখন "কল্যাণ" প্রতিযোগিতার ভগবদ্‌বিদ্বেষ আরম্ভ হয় এবং পুরুষোত্তমবস্তুকে অন্ধকারগত মনে হয়। ভক্তিপ্রবর্তনী পারমার্থিকের বৈশিষ্ট্যধর্ম্মের অভ বহুজনের ভোগোন্মুখ বিবর্ত্তধর্ম্মের মূখর হইতে তাঁহাকে উদ্ধারের করিতে অভিলাষ করেন।

ভগবদ্ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কেবল দুর্দৈবদুর্বলাক্রান্ত বিশ্বের মঙ্গলকারী নহেন, তদতিরিক্ত জগতের, বিরজা নদী ও তৎপরপারের তাঁহার নিত্যলোকে বদ্ধজনের চক্ষু: উন্মীলিয়া দিয়া তাঁহাদেরও অবতরণ করেন না। তিনি স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক "নামরূপে প্রকটিলেন সভায়" উক্তির উদ্দেশমত স্বয়ং কৃপাকারী হইয়া নামকীর্ত্তনের অবতরণ করেন। কিন্তু প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট সঙ্কীর্ণচেতা বন্ধুগণের ন্যায় অবৈকুণ্ঠভাবে বন্ধুগণের অমঙ্গল সাধন করেন না। এমন কি, যে সকল বন্ধু তাঁহার প্রতিকূল অনুশীলন করিয়া ব্রহ্মসুখভিলাষে নিযুক্ত হন, সেই বৈকুণ্ঠবিদ্বেষী বৈভাষণকে ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠ—এই উভয়ের অন্তরায়কে স্থানদানকারী মুক্তি প্রদান করেন। প্রহ্লাদের প্রতি কৃপাকারী শ্রীনৃসিংহদেবের ন্যায় স্বীয় ক্রোড়ে স্থান দান করেন না।

অনেকের নিকট স্বপ্ন হইতে পারে যে, বন্ধুগণের মধ্যে এরূপ একই বস্তুর রূপ-বৈষম্য কি প্রকারে উদিত হইল? তদুত্তরে জানা যায় যে, বদ্ধজীব-স্বরূপে কেবল-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাধর্ম্ম নিত্য অবস্থিত। তজ্জন্যই তিনি পরিমিত অথচ অসংখ্যানে পরিচ্ছিন্ন হইলেও অজ্ঞানের দ্বারা অভিভাব্য। তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাই স্বীয় ভোক্তৃত্বের পরিচয়। বস্তুতঃ ভোগের দ্বারা গ্রহণ-পিপাসা তাঁহাকে বদ্ধ চরিত্রকালোক আবরণ করিয়া স্বরূপনের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করায় এবং তিনি তাঁহার সমকালীন নিত্যবদ্ধস্বরূপকে তত্ত্ব মনে না করিয়া মোহ, মোহ ও ভ্রমের কারাগারে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করেন। এইরূপ ভোগবর্ত্মরহিত করিবার বিচার করুণাময় ভগবানের নাই; তবে করুণাময় ভগবানের দ্বারা যদিও করুণা নিহত করিবার পূর্ব্ব বাসনাই তাঁহাকে ভটস্থভাবে নীত করায়। ইহাই নির্ব্বিশেষ বিচার—যাহা বৈকুণ্ঠ ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে অবস্থিত ভগবচ্ছক্তিসঙ্কোচ-পরিণতি। এখানে জীবের মধ্যে নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ভাবনের অস্তিত্ব-ভূমিকা। তাহাতে কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, সেই স্থান হইতে ভক্তিবিদ্বেষিগণের পতনের ও উদ্ধারণের যোগ্যতা থাকে না। যদি অনুচেতন জীবগণ স্বতন্ত্রতা-রহিত হয়, তাঁহা হইলে অচিৎ বা জড়পিণ্ডমাত্রেই জীবের অবস্থান স্বীকৃত হয়। উহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক জীবের কারাগারিতার নামে; উহা নিষ্ঠুর আত্মচেতনবিনাশরূপ সংহার-মাত্র। জীবের নিত্যস্বরূপে অনুচিৎত্বের অস্তিত্বান; সেই অনুচিৎ কখনও বিভুচিৎ বলিয়া আপনাকে কল্পনা করিতে পারে না। তাদৃশী কল্পনা উন্মাদের লক্ষণ ও অযৌক্তিক। ঈশসেবা-বিমুখতার জন্য আমাদের মংগলতা প্রবল হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে ঈশাদ্বেষ-কথা নাই বলিয়া এক প্রকার দুষ্প্রাপ্তি উদিত হয়। কৃষ্ণসেবাপরাজ্ঞে স্বাধীনতা হইলে যেরূপ নিষ্ঠুরতা, বৈগুণ্য ও মৎসরতা প্রভৃতি রিপুপুষ্টির বাধা হইতে ত্রাণ পাই, সেইরূপ কৃষ্ণসেবায় বিমুখতা উপস্থিত হইলে আমরা ঘোর নিত্য অমঙ্গলের পথে ধাবিত হইবার রুচি হয়। ধর্ম্মাচরণ, অর্থলাভ, কামপ্রাপ্ত অথবা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে আমাদের অভিজ্ঞানকে আবরণই চালিত করি; তখন কৃষ্ণসেবের অনুশীলন আমাদের নিকট প্রয়োজনীয় বোধ হয় না। সুতরাং অলৌকিক ভগবান্‌কে সেবাকালে ভোগোদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্তবিচারে আমরাই কর্ত্তৃত্বাভিমানে তাঁহার নিকট হইতে সেবা আকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজেদের মঙ্গল চরিত্রের তর্পণ বিধান করি। এইরূপ অমঙ্গলের পরিণতিস্বরূপ শিক্ষকের উপদেশাত্মক শব্দাবলী শুনিতে পেলে আমাদের শ্রেয়োলাভের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে মনোযোগ করার কল্পনা লাভ করি। এইজন্যই ধর্ম্মার্থকামরূপা পরিত্যক্তিক্রম করিতে না পারিলে হরিপ্রেমার সৌন্দর্য্য ও পুরুষার্থত্বের মহিমা আমে পুরুষ আমাদের হইতে পারেন না। এমন তিনি বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহার উপদেষ্টার মায়াবাদের মহিমাতেই তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া অথবা ফলভোগাবাদের আলেয়ার পশ্চাতে তাঁহাকে ধাবমান হইবার পরামর্শ দিয়া ভাক্তপুরুষের শব্দ শ্রবণ করে পারি না, মন্দ করে পারি, কি দিবি ত' দে"—এই কথায় সাধকতা করেন।

ভ্রান্ত বহুজীবকুলের কোন পরামর্শ শ্রবণ করিলে আমরাও ভ্রান্ত অন্ধের অনুগমনে অন্ধকার-কারণ-বারে আবদ্ধ হইয়া প্রাকৃতরাজ্যের ভোক্তা হইয়া যাইব। নিষ্কপট বৈষ্ণবী প্রতিপক্ষরহিত হইয়া আমাদিগকে নিরপেক্ষতা শিক্ষা দেয়। মনোধর্ম্মী প্রাকৃতরাজ্যে বাসকালে তাঁহার বিপৎসমূহ স্বরূপথে লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলে বাসনা প্রতিরুদ্ধ হইয়া বিরুদ্ধফল লাভ করে। কিন্তু তর্কপথে বিরোধিগণের সহিত বিরোধ করিতে গেলে বাস্তবসত্য-প্রবণের ব্যাঘাত হয়। উজ্জ্বল পাদুঃখহারী নিরপেক্ষ শ্রৌতবাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই আমাদের নিত্যমঙ্গল হয়। প্রকৃতিস্থ হইয়া, গুণের দ্বারা অভিভূত না হইয়া, সংযত থাকিয়া যিনি সমমনঃপ্রভৃতি শ্রবণ করেন, তাহাতেই জড়কর্ণ-মল-সংস্কার-ফলে তাঁহার চিৎকর্ণ শ্রৌত-বিচার-গ্রহণে কৃতার্থ হয়।

ভগবদ্বস্তু প্রাকৃত অচিৎরাজ্যের বস্তু নহেন, অথবা চিদ্‌চিন্মিশ্রজাতীয় তটস্থাশক্তিতে শক্তিমান্ মাত্র নহেন। তিনি অন্তরঙ্গা অপ্রাকৃতশক্তি, তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি—এই ত্রিশক্তির একমাত্র শক্তিমান্ বলিয়া তাঁহাকে কেবল তটস্থাশক্তির শক্তিমান্ বলিতে গেলে আংশিকতা পূর্ণবিচারকে বিমর্দ্দিত করে।

পূর্ণসুকৃতের সমাক্ কীর্ত্তনই মলিন চিত্তদর্পণের মার্জ্জন করায়, ভবসংসার-সমুদ্রের উত্তাপতরঙ্গের শান্তি ও ভোগবাসনা ক্লেশাগ্নির নির্ব্বাপণ করায়, প্রকৃতমঙ্গল উৎপাদন করাইয়া সকল অমঙ্গল হইতে মুক্ত করায়, অপরা বিদ্যার অবিদ্যবৃত্তি হইতে মুক্ত করিয়া পরবিদ্যাবধূজীবন শ্রীনামের বিদ্যবৃত্তিতে দীক্ষিত করায় এবং প্রতিপদেই আনন্দোৎস বর্দ্ধন করাইয়া চিন্ময়ী সেবোন্মুখতা বৃদ্ধি করে।

শ্রৌতবিষয়ের উদাহরণস্বরূপ পঞ্চরাত্র শাস্ত্র যে অর্চ্চার বিধান করিয়াছেন, তাহাতে চিদ্‌দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য চিদ্‌রূপ-দর্শন এবং আবৃত অচিদ্রূপদর্শনকে সমজাতীয় মনে করিতে হইবে না। জড়ীয় বিচার হইতে মুক্ত হইবার কীর্ত্তনমুখে সেই অর্চ্চা দর্শন করিলে সেবোন্মুখ দর্শনের সিদ্ধিলাভ ঘটে। তখন চিদ্রূপীলন-প্রভাবে সেব্যের স্মরণ শুদ্ধতা লাভ করে এবং সেবা-বৃত্তিতে কোন বিক্ষেপ বা আবরণ ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না।

আমাদের গৃহব্রতধর্ম্ম কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতাকে আবদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান, জড়সাদৃশ্য ও অন্যোন্যাশ্রয়রূপে বাস্তবসত্যের ব্যাঘাত করায়; কিন্তু অবিকৃত চিদ্‌বৃত্তিদ্বারা নিত্য অবিকৃত বিষ্ণুচিৎএর স্মরণ করিতে হইলে চিদ্দীপন আবশ্যক। সেই উদ্দীপনই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের শোধক ঔষধ ও পথ্য। চিৎ বা অচিৎ বস্তু কীর্ত্তিত হইলে উহা শ্রুত হয়। শ্রুত হইলেই কীর্ত্তিত বা প্রকাশিত বৈচিত্র্য স্মৃতির উদ্দীপন করায়। তখন আলম্বনের বিষয়ে ও আশ্রয়ে কোন অপ্রার্থিত বস্তু প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। চিদ্‌বৃত্তিকায় প্রবেশই শ্রীভোক্ত "বিশন্তে তদনন্যত্বম্" শ্লোকের ব্যাখ্যা। উহা বৈকুণ্ঠের দ্বার মায়াতীত বিরজা ও নির্ব্বিশেষ বিচার অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ-অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক কেবল-চেতনবিচিত্রতার প্রবেশাধিকার-লাভ ঘটায়। সেরূপভাবে পারমার্থিক-প্রবর্ত্তনী প্রেমচক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিলে শ্রীগ্রাম-সুন্দরের অকুণ্ঠসৌন্দর্য্যের ছটা তাঁহার মাধুর্য্যময় বিগ্রহদর্শনে ব্যাঘাত করিবে না এবং আমাদেরও বাস্তব বস্তুর সেবা-প্রবৃত্তির বাধা দিবে না। তখন বস্তুর ও ছায়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হইবে এবং কোন্ অংশ দুঃসঙ্গ এবং কোন্ অংশ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।

জাগতিক নশ্বর আপেক্ষিকতা—নিত্যরাজ্যের, কেবল-চেতনরাজ্যের, নির্ব্বাণ-আনন্দময় রাজ্যের বাধক-মাত্র। সুতরাং মায়িকরাজ্যের অপ্রার্থিত ভাবসমূহ শুষ্ক করিয়া সেবোন্মুখতা-বলেই আমাদের বাস্তব-বস্তুবিষয়ক জ্ঞানলাভ, তৎসাহিত্য ও তাঁহার কেবলা অব্যভিচারিণী সেবাপ্রবৃত্তি আত্মস্বরূপে উপস্থিত হইয়া মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুর বিচার-স্রোত হইতে মুক্তি প্রদান করিবে। তজ্জন্যই আমার কাতর প্রার্থনা এই যে, আপনারা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়া এইগুলির তাৎপর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক জড়জগতের প্রভু হইবার বাসনার পরিবর্ত্তে চিজ্জগতের সেবাকেই বহুমানন করিবেন। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবদ্ধামের সর্ব্বোত্তম প্রকাশভেদের মূল আকর স্বয়ংরূপ স্বয়ংপ্রকাশ-সেবিত অধোক্ষজ ব্রজেন্দ্র-নন্দনই সেব্য হউন। ব্রজেন্দ্রনন্দনের অনুকূল, আবরণ-রহিত, স্বকর্তৃত্বাভিমান-বাসনা-বর্জ্জিতদর্শনোত্থ অনুশীলনই আমাদের অভিধেয় এবং সর্ব্বাশ্রয়ের প্রেমে আত্মনিবেদনবৃত্তি-প্রকটিত, অকালকোভা, নিত্য, পূর্ণ, চিন্ময় ও নির্ব্বাণ আনন্দের মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাই আমাদের পরমপুরুষার্থ হউক।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবত যন্ত্র

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম-মায়াপুর

বামন-পুকুর ডাকঘর, নদীয়া

চৈতন্যাব্দ ৪২৯

তারিখ—১১ই বিষ্ণু

স্নেহের বিজ্ঞাপন এই যে,—

আপনার ১৭।১৫ তারিখের স্নেহপূর্ণ পত্র-প্রাপ্তে সমাচার অবগত হলাম। আপনি এই স্থানে থাকিয়া নিয়মিতভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে থাকুন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবেন। • • • আপনার বিনয়বিনম্র-ভক্তিদীপিত ভাষা বিশিষ্ট পত্রই আপনার মহৎ হৃদয়ের ও শ্রীহরিসেবার পরিচায়ক। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর দীনহিন্ন অসমর্থ জনের প্রতি বিশেষ কৃপাময়। আপনাদের সৌজন্য ও সৌশীল্য, ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বে উদারতা দ্বারা হরিসেবা প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া অনেকে পরমানন্দিত হইয়াছেন। আমিও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করি যে, দিন দিন আপনাদের হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হউক এবং আপনারা জগতে সর্ব্বজন-মান্য হইয়া ও নিজের উৎকর্ষ বিধান করিয়া নিরন্তর হরিভজন করুন। অন্যান্য ভক্তগণ আপনাকে দণ্ডবৎ জানাইতেছেন। শ্রীভগবৎ-কৃপায় আপনি নির্বিঘ্নে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেছেন জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

শুভাকাঙ্ক্ষী একিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

২৬শে ভাদ্র, গৌরাব্দ ৪২৯

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বামনপুকুর ডাকঘর

স্নেহাস্পদেষ্বিপ্রেষু

শুভাশীর্বাদ রাশয়ঃ পত্র বিশেষা :—

আপনার ৯।৮।১৫ তারিখের পত্র এবং ১৪।৪।২২ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। "সজ্জন-তোষণী" পত্রিকা আপনার নিকট যথানিয়মে প্রেরিত হইতে বলিয়া দিলাম, ঐ পত্রিকা আপনি পাঠ করিবেন। শ্রী • নিকটও ঐ পত্রিকা যথারীতি পাঠাইবার জন্য বলিব। চাতুর্মাস্যে আশ্বিন মাসে দুগ্ধ পরিত্যাজ্য এবং কার্ত্তিকে বলি-কলাই ডাল, পুঁইশাক, পান প্রভৃতি আমিষ দ্রব্য ত্যাজ্য। হরিপরায়ণগণ কেহই অযোগ্য মৎস্য-মাংসাদি কোন দিনই গ্রহণ করেন না। চাতুর্মাস্য বিধানে নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে; সকলগুলিরই উদ্দেশ্য হরিসেবা সুষ্ঠুরূপে করা। ক্রমশঃ ঐ সকল কথা সজ্জনতোষণীতে আলোচনা করিব। শ্রীনামে রুচি কম থাকিলে বিধি-পূর্ব্বক আদর-সহ নাম গ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনাম ও শ্রীনামী গৌরকৃষ্ণ উভয়েই এক জানিতে পারা যায়।

সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা, পরে গৌরপূজা ও তৎপর কৃষ্ণপূজা করিতে হয়। ১ সাধ্য-নাম নির্ব্বাচন করিয়া গ্রহণ করিবেন। শ্রীগৌরহরি ও রাধাকৃষ্ণ একই বস্তু; সুতরাং এই দুইয়ের পার্থক্য নাই। যিনি গৌর, তিনিই কৃষ্ণ। ক্রমশঃ ইঁহাদের সহিত বিশেষ পরিচয় হইলে এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহারাই কৃপা করিবেন। এখানে সকলেই ভাল আছেন। আপনাদের কুশল-মঙ্গল মধ্যে মধ্যে জানাইবেন। শ্রীগৌর-সুন্দরের মহার তুলনা নাই; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যের পরিসীমা নাই।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবত-যন্ত্র

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম-মায়াপুর

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯।২০ পুরুষোত্তম

• •

আপনার ৩০।৩।১৫ ও ১১।৪।১৫ তারিখের দুখানি কার্ড যথাকালে পাইয়াছি। নানাকার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় যথাকালে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নাই। "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা", "প্রার্থনা" ও "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" পাঠ এবং সাধ্য করিয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবেন। নির্জ্জনে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে দুঃখ কাটিয়া যায়। বৈষ্ণব বলিয়া অন্যের সহিত আগাপাছি না করাই ভাল। নিঃসঙ্গে হরিনাম করিবেন। তাহাতেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। • • • •

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ

শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশে"র সম্পাদক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি মহোদয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিগত ২৫শে পৌষ (১৩৫৯) সোমবার দিবস তাঁহাদের পরলোকগতা জননীর শ্রাদ্ধ-কার্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত প্রমোদবন্ধু চক্রবর্ত্তী প্রভু-বন্ধ্যানন্দার মহোদয়ের পৌরোহিত্যে একাদশাহে বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসের বিধানানুসারে বিষ্ণু নৈবেদ্যের দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়-দ্বয় ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থসমূহের বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া পিতৃপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের ছলনায় পিতৃপুরুষগণকে প্রেত-কল্পনা-পূর্ব্বক "যো নশ্যাদ্ধ-ভক্তেন পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। তস্য স্বাপহরন্ত্যেতে পিতৃয়ং সততং দ্বিজা"—এই শাস্ত্র বাক্যানুসারে শ্রাদ্ধে শ্রীহরির উচ্ছিষ্ট পিতৃলোককে প্রদান না করিয়া অন্যথা দ্রব্যাদি প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি ঈদৃশ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা অদৈব স্মার্ত্তগণের অনেধ্য বস্তু-দ্বারা প্রেত-তর্পণরূপ নরক-প্রাপক বিচারকে বৈষ্ণবধর্ম্মাচারের সম্পূর্ণ বিরোধী জানিয়া "শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধবিঘ্নেহপি প্রাপ্তঃ ভগবতেঽর্পণেৎ। তদ্ভক্তেষু কৃতং শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ।" তথা: ভোজ্যকব্যকব্যাদিনিবেদ্যাগ্রভোজনৈঃ। নরেঃ পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে ভবেৎ।" "তস্মাদ্বিষ্ণোঃ বিষ্ণুপ্রসাদং তৈ নৈবিদ্যং বিষ্ণবে বিষ্ণবে" প্রভৃতি বৈষ্ণব-স্মৃতির বিচারানুসারে নিত্যকল্যাণ পিতৃপুরুষগণকে কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট-প্রদান দ্বারা তাঁহাদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা-প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের পরম মঙ্গল বিধান করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। ইঁহাদের পিতা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বার্দ্ধক্যহেতু শয্যাশায়ী হইলেও এবং বার্দ্ধক্যবশতঃ কোথায়ও গমনাগমন করিতে অসমর্থ হইলেও ঐকান্তিক শ্রদ্ধা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারে শ্রাদ্ধকার্য্যানুষ্ঠান দর্শন এবং মহাপ্রসাদ-সম্মানে একান্ত আনন্দলাভ করিয়াছেন যে, তিনি নাকি বেদান্ত-বাচস্পতি মহোদয় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট বলিয়াছেন, —"আমি আজ বুঝিতে পারিলাম, স্মার্ত্তমতে যে প্রেতশ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাতে মৃত-প্রেতগণের প্রীতি হয়, পিতৃপুরুষ-গণের আত্মার তাহাতে কোন প্রীতি বা মঙ্গল-লাভ হয় না; আজ গৌড়ীয়মঠে বৈষ্ণব স্মৃতি-অনুসারে যে শ্রাদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠান দর্শন করিলাম, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, ইহাই প্রকৃত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, এরূপ শ্রাদ্ধকার্য্যে যথার্থ পিতৃ-পুরুষগণের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। অতএব আমার আশা, আমার মৃত্যুর পর তোমরা এইরূপভাবে বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুসারে আমার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিবে।"

বেদান্ত-বাচস্পতি মহোদয় এবং তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃ-গণের এইরূপ যথার্থ শ্রাদ্ধোচিত বিচার ও কার্য্যানুষ্ঠান প্রকৃত শ্রাদ্ধমঙ্গল ও পরমমঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আদর্শ-স্থানীয় হইবে, আমরা এরূপ আশা পোষণ করি।

ঐদিবস শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ সেবক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত উদারাবাসী শ্রীযুক্ত যশোদারঞ্জন দাসাধিকারী মহোদয়ও তদীয় পরলোকগতা জননীর শ্রাদ্ধকার্য্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীযুক্ত প্রমোদবন্ধু চক্রবর্ত্তী প্রভু-বন্ধ্যানন্দার মহোদয়ের পৌরোহিত্যে একাদশাহে বিষ্ণু-নৈবেদ্যের দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন।

এতদুপলক্ষে গতিহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে প্রকৃত গৃহস্থের কর্ত্তব্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। পাঠ-কীর্ত্তনের পর সমবেত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ও সজ্জনসাধারণ আর আড়াইশত লোক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

১১শ খণ্ড | গৌড়ীয় মঠ, ৮ই মাঘ শনিবার, ১৩৩৯; ২১শে জানুয়ারী, ১৯৩৩ | ২৪শ সংখ্যা।

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষামালা

[ঢাকা, ১৯৩৩ জানুয়ারী মাসে প্রকটিত]

উদ্দেশ্য—যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই স্বরূপের দেশ, গোলোকের কথা; ভূলোকের জীবকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে এই "সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী"। স্বরাটের নিত্যধামে যাইবার পথে যে-সকল প্রতিকূল এবং অনুকূল বিষয়-সমূহ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া জীবের পরম মঙ্গলের সাধকীয় পথ নিরাপদ করিবার জন্য প্রদর্শনীতে প্রতিকূল ও অনুকূল—এই দুই প্রকার আদর্শই দেখান হইয়াছে।

প্রয়োজনীয়তা—যাত্রোদারীয় রঙ্গ, তামাসা, নাচ, তথাকথিত 'বনবিহার' প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ভোগের বস্তুর ন্যায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী নহে। আমরা যে-সকল বিভিন্ন দেশ দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন বা স্পর্শ করি নাই, তাহাদের নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতিতে গোলোকিক মানচিত্রের দ্বারা যেরূপ আমাদিগকে শিক্ষিত করা হয়, তদ্রূপ গোলোক-বৈকুণ্ঠের যে-সকল ব্যাপার বর্ত্তমানে আমাদের কোনও রূপ প্রবেশ-বিকাশ নাই, বাস্তববাদের সেই সকল কথা এই দেশে থাকিয়াই আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য এইরূপ প্রদর্শনীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। মানচিত্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলে বা মানচিত্রকে ছিঁড়িয়া ফেলিলে যেরূপ ভৌগোলিক সংস্থান-সমূহের শিক্ষা-লাভ হয় না, কিম্বা তদ্দ্বারা বিভিন্ন দেশের বাস্তব সংস্থান-সমূহ কেহ নষ্ট করিয়া দিতে পারে না, তদ্রূপ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আদর্শ-সমূহ যাহা উদ্দেশ করে, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিলে বা তাহার প্রয়োজনীয়তার প্রতিবাদ করিলেও আমাদের সকলের যাহা নিত্য স্বদেশ, তদ্বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া মায়ার অধীনতা-পাশেই বদ্ধ থাকিতে হয়; কিন্তু তদ্দ্বারা বাস্তব-বস্তুর কোন ক্ষতি হয় না। যাঁহারা নিত্যধামে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্কিত মানচিত্র যেরূপ অপর

শ্রবণকারীর পক্ষে নিতান্ত কার্য্যকর, তদ্রূপ যাঁহারা নিত্য-ধামে যাইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই পারমার্থিক-প্রদর্শনীর আদর্শ-সমূহ একান্ত প্রয়োজনীয়।

কিরূপভাবে দর্শনীয়—"সত্যসত্যই পরমার্থ লাভ করিব, নিজের মঙ্গল বরণ করিব, আমাকে নিত্যধামে অবশ্যই যাইতে হইবে, সুতরাং তাহার সমস্ত ব্যাপারের —সমস্ত সংস্থানের সন্ধান অবশ্যই গ্রহণ করিব"—এইরূপ বিচারে যাঁহারা মানচিত্র দর্শন করেন, তাঁহারা মানচিত্র কি উদ্দেশ করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু সেই বুদ্ধি না থাকিলে মানচিত্রকে "হিজিবিজি লেখা" কিম্বা কতকগুলি রেখাসমষ্টি-মাত্র মনে করিতে হয়। সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আদর্শ-সমূহও সেইরূপ। যাঁহারা মঙ্গলের প্রার্থী, তাঁহারা ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিবেন, নতুবা ইহাকে হয়, তামাসা, পুতুলজাতীয় মনে হইবে। শিক্ষকের নিকট যেরূপ প্রথমে কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিবার পর মানচিত্র দর্শন করিলে জ্ঞান পুষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রবণমুখেই প্রদর্শনীর আদর্শ-সমূহ দর্শনীয়। আত্মার শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবার বৃত্তিই এই সকল আদর্শ-দর্শনের স্বজাতীয় বৃত্তি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিবার ইচ্ছাটি—বিজাতীয় বৃত্তি, ইহাদ্বারা প্রকৃত উদ্দিষ্ট বিষয়ের দর্শন-লাভ হয় না।

১। দশাবতার

শিক্ষা—ভগবান্ জগতে তাঁহার বৈকুণ্ঠের নিত্যরূপ-সমূহের অবতার প্রকাশ করিলে তাঁহা মায়ার সহিত মিশ্রিত বা সঙ্কর হয় না। ইহা দ্বারা Anthropomorphism (পরমেশ্বরে মানবধর্ম-আরোপ) এবং Zoomorphism (পরমেশ্বরে জন্তুধর্ম-আরোপ) মতবাদ-দ্বয় নিরাস হইয়াছে।

২। রাত্রিতে লণ্ঠন-দ্বারা সূর্য্য দেখিবার চেষ্টা

শিক্ষা—মনোধর্ম-দ্বারা চালিত হইয়া কেবল যুক্তির সাহায্যে জড়-বৈজ্ঞানিকগণ, মায়াবাদিগণ এবং জগতের অহঙ্কারে মত্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ভগবানের তত্ত্ব, অস্তিত্ব ও ভগবদ্ভক্তের বিষয় লইয়া যে কুতর্ক করেন, তাহা লণ্ঠনের সাহায্যে সূর্য্য দেখিবার চেষ্টার ন্যায়। আর ভগবানে শরণাগত ভক্ত ভগবানের কৃপার আলোকে সহজে ভগবানের সমস্ত তত্ত্বই অভ্রান্তরূপে জানিতে পারেন। (ভাঃ ১০।১৪।৩

৩। রাবণের স্বর্গের সোপান

শিক্ষা—যাঁহারা ভগবানের শরণাগতির সত্যপথ ছাড়িয়া রাবণের ন্যায় যুক্তির রাজ্যে উঠিতে চাহেন, তাঁহারা অনেক উচুতে উঠিয়া জগতের লোকের সাময়িক বিস্ময় জন্মাইতে পারিলেও শরণাগতির অভাবে সেখান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন। (ভাঃ ১০।২।৩২)

৪। ভগবানের ভিক্ষুক-লীলা

শিক্ষা—গুরুজনগণ নিজের ও পুত্র-পৌত্রাদির ভোগের জন্য শিষ্যকে অন্যায় উপদেশ করিলেও প্রকৃত মঙ্গলকামী শিষ্য তাহা শ্রবণ না করিয়া ভগবানের সেবায় দেহ, মন, বাক্য ও মস্তক অর্থাৎ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন না। যিনি ভগবানের শরণাগত, তিনি ভগবানের চরণে সর্ব্বস্ব বলি দিয়া "ভগবান্‌ই আমাকে সর্ব্বকাল রক্ষা ও পালন করিবেন,"—এইরূপ বিচার করেন। (ভাঃ ৮।১৮—২১ অঃ দ্রষ্টব্য)

৫। চারিপ্রকার লোক হরিকথা শোনে না

শিক্ষা—(১) যাহারা কামের বশে অসৎ কথায় ও সাধুগণের নিন্দাতেই আনন্দ বোধ করে, তাহারা এবং তাহাদের আদরের ব্যক্তিগণ প্রকৃত ভগবদ্ভক্তগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ বা তাঁহাদের কৃপা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না। (২) যাহারা জাগতিক শ্রেষ্ঠতা, সুখ বা মলিনতাকে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, তাহারা প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের মুখে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের গুণ ও প্রশংসা শুনিতে চাহে না। (৩) যাহাদের নানাপ্রকার কুবিষয়ের কাঁটা ভক্ষণ করিবার স্বভাব, তাহাদের মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেলেও তাহারা নিজ-স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহাদের নিকট বিষয়ের কাঁটাই পরম সুখকর খাদ্য এবং মঙ্গলময়ী হরিকথা তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। (৪) যাহারা বহু বহু শাস্ত্রের অনুস্বার-বিসর্গ ঘাটিয়াও সকল শাস্ত্রের সারশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য নির্ম্মল বিষ্ণু-ভক্তির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, অথবা যাহারা প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থাপকগণের পালিত পশুরূপে কেবল লোকের পাপ-মলিন বদন অর্থাৎ জীবের স্থূল-সূক্ষ্মদেহরূপ আবরণের মলিনতার বোঝাই শুধু বহন করে, তাহাদের অকপট হরিকথা শুনিবার রুচি হয় না। (ভাঃ ২।৩।১৯)

৬। সমুদ্রমন্থন (ভাঃ ৮।৬—১১অঃ)

শিক্ষা—জগতে দেবতা ও অসুর—এই দুই প্রকার সৃষ্টি। দেবতাগণ—বৈষ্ণব; আর অসুরগণ—অবৈষ্ণব। বৈষ্ণবগণই ভগবানের প্রসাদ-ভাজন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের সামাজিক অবস্থা

৭ [ক] ভোগসর্ব্বস্ব-ব্যবহারে প্রমত্ত জগৎ

'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে সেই সময়ের লোকের চিত্তবৃত্তির কথা বর্ণিত আছে। তখন লোকে বিড়ালের বিবাহ, পুতুল-বিবাহ ও নানাপ্রকার হৃৎ তামাসায় প্রতিযোগিতায় অর্থ ব্যয় করিত। (চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ দ্রষ্টব্য)

শিক্ষা—ভগবানের সেবায় যাহার অর্থ, বিত্ত, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি নিযুক্ত হয়, তিনিই যথার্থ গুরুত্ব। সকলের দ্বারা সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ে শ্রীহরির সেবনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য।

৮ [খ] পাণ্ডিত্যের অভিমানে কুতর্ক

(শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ২য় ও মধ্য ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

শিক্ষা—ভগবানের সেবায় বঞ্চিত বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের চরম ফল।

৯ [গ] কৃত্রিম যোগাভ্যাস

শিক্ষা—কৃত্রিম যোগ, তপস্যা, কঠোরতা, বৈরাগ্য প্রভৃতির দ্বারা মনের জয় হয় না। ধর্ম্মরহিতা কখনই সত্যবস্তু নহে। ভক্তিযোগীই প্রকৃত যোগী।

১০ [ঘ] বৃথা তপস্যা ("শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক" ২য় অঙ্ক দ্রষ্টব্য)।

শিক্ষা—অকপট ভগবদ্ভক্তের মুখে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন-দ্বারাই জীবের সকল ইন্দ্রিয় অনায়াসে ও স্বাভাবিক-ভাবে সংযত এবং চরম ও নিত্যকল্যাণময়ী ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হয়।

১১। প্রেমবশ ভগবান্

শিক্ষা—"কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বরে না দেখিবে তাহা॥"
(চৈঃ ভাঃ আ ২য় অঃ)

১২। মালাকাররূপী শ্রীচৈতন্যদেবের আপামর সকলকে কৃষ্ণপ্রেমফল-বিতরণ

ভগবানে সকলই সম্ভব। তাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং প্রেমকল্প-বৃক্ষ, আবার স্বয়ংই তাহার মালিক। গাছের যেমন মূল, স্কন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প প্রভৃতি আছে, সেইরূপ প্রেমকল্পতরুর প্রথম মূল—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। এই মাধবেন্দ্র-পুরী ব্রজমাধুরীসম্প্রদায়ে কৃষ্ণপ্রেমের কথা প্রচার করিয়াছেন। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য—শ্রীঈশ্বরপুরী। জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য হইবার লীলা দেখাইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার লীলা দেখাইয়া ব্রহ্ম-মাধ্ব সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছিলেন। এই কারণে মহাপ্রভুর অনুগত সম্প্রদায় "মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়" নামে খ্যাত। শ্রীধাম-মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠ ঢাকায় **শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের** নামও তদনুসারে হইয়াছে। সেই প্রেমকল্পবৃক্ষের অঙ্কুর শ্রীঈশ্বর-পুরীতে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য নয় জন সন্ন্যাসী সেই প্রেমকল্পতরুর নয়টী মূল। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং সেই বৃক্ষের স্কন্ধ এবং সকল শাখার আশ্রয়। মূল স্কন্ধের দুইদিকে দুইটী স্কন্ধ—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য। শিষ্য-প্রশিষ্যরূপ শাখা-উপশাখায় সেই বৃক্ষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব কেবলমাত্র জীবের সরল ও ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার মূলে। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে এই প্রেমফল বিতরণ করিতেছেন। এমন কি, অযাচকের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া উপযাচক হইয়াও প্রেমফল বিতরণ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যবৃক্ষের সকল অঙ্গই চেতনময়। কৃষ্ণ-অবতারে কেবল যোগ্য পরম-মুক্ত ব্যক্তিই প্রেমাস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা এমনই উদার যে, অযোগ্য ব্যক্তিও যোগ্যতা লাভ করিয়া প্রেমফল-গ্রহণের অধিকারী হইতেছেন। তাই তিনি সকলকে এই প্রেমের বার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। ভগবানের সেবা-প্রচারের ন্যায় সকল জীবের প্রতি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপকার আর কিছুই নাই।

শিক্ষা—"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ৯ম পঃ)

১৩। কাশীর প্রকাশানন্দের কুবিচার স্মরণ করিয়া নবদ্বীপে ভক্ত মুরারীর নিকট মহাপ্রভুর ক্রোধ-প্রকাশ

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য় অধ্যায়)

শিক্ষা—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।

১৪। মায়াবাদীর ঈশ্বর-স্বীকার কিরূপ ?

শিক্ষা—"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ৬ষ্ঠ পঃ)

সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি ভগবান্ সর্ব্বদাই মায়ার পরপারে অবস্থান করিতেছেন। প্রকাশানন্দ ভগবানের শক্তির বিকৃত প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাঁহাকে তত্ত্ববস্তুর দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু ভগবানের সেই পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-দেহকে তত্ত্ববাদী কিছুতেই স্পর্শ করিতেছে না। তাহাতে প্রকাশানন্দ নিজেই বঞ্চিত হইতেছেন।

১৫। মহাপ্রভুর পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতিকেও প্রেম-দান

শিক্ষা—যোগ, তপস্যা, কর্ম্ম, কিম্বা জ্ঞান-উপাধিতে সকল জীবের মঙ্গল হয় না। যিনি তপ করেন, কেবল তাঁহারই মঙ্গল হইতে পারে; কিন্তু কীর্ত্তনের দ্বারা নিজের, এমন কি, পশু-পক্ষী-তৃণ-গুল্ম-লতারও মঙ্গল-লাভ হয়। এই কীর্ত্তন-প্রচারের জন্যই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী' ও নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

১৬। সুবুদ্ধিরায়, কাশীর স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও শ্রীমন্ মহাপ্রভু

শিক্ষা—কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের প্রদত্ত প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিবা-মাত্রই যেমন সে তাহার গায়ে আবার ধূলা ছড়াইয়া থাকে, চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তাদিও তদ্রূপ। একমাত্র অপরাধহীন শ্রীহরিনামের আভাসেই সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়; আর শুদ্ধ হরিনামে ভগবানে প্রেম উদিত হয়। যেমন অরুণোদয়ে অর্থাৎ সূর্য্যোদয় না হইতেই রাত্রির সমস্ত অন্ধকার দূর হইয়া যায়, সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, চোর, ডাকাত প্রভৃতি দুষ্ট লোক সকলে স্ব স্ব স্থানে পলায়ন করে এবং অন্ধকার ও ঘুঘুরা সরিয়া যাইতে থাকে, তদ্রূপ হরিনাম-সূর্য্যের উদয়ের আভাসেই প্রারব্ধ, অপ্রারব্ধ—সমস্ত পাপই সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। (চৈঃ চঃ মঃ ২৪শ অঃ)।

১৭। কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারি স্ত্রীলোকের মোহে পতন এবং তাহা হইতে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ধার-লাভ

(চৈঃ চঃ ম ৯ম পঃ)

শিক্ষা—জীবের চেতনধর্ম্ম আছে ও সেই চেতনধর্ম্মে স্বাধীনতা আছে। সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিলে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা হইতে যে-কোনও মুহূর্ত্তে জীবের পতন হইতে পারে। স্বাধীনতার অপব্যবহার সবলই হউক, আর কপটই হউক, উভয়ের দ্বারাই পতন হয়। তবে দুর্ব্বলতার দোষে জীবের যদি কোন অসুবিধা উপস্থিত হয়, ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপায় দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিলে তবে সেই অমঙ্গল দূর হইতে পারে। কিন্তু কপট ব্যক্তির কোনও কালে মঙ্গল হয় না।

১৮। মহাপ্রভুর জন্য ছোট হরিদাসের ভিক্ষার ছলনা

(চৈঃ চঃ অঃ ২য় পঃ)

শিক্ষা—কপটতা—বৈষ্ণবধর্ম্ম বা মহাপ্রভুর সেবা নহে।

১৯। ছোট হরিদাস-বর্জ্জন

(চৈঃ চঃ অ ২য় পঃ)

শিক্ষা—"লোক-দেখান গৌরা-ভজা তিলক-মাত্র ধরি।
গোপনেতে অভ্যাচার গৌরা ঘরে চুরি॥"

(প্রেমবিবর্ত্ত)

প্রয়াগের ত্রিবেণীতে ছোট হরিদাসের দেহত্যাগ

শিক্ষা—কপটতার প্রায়শ্চিত্ত—আত্মহত্যা।

(চৈঃ চঃ অঃ ২য় পঃ)

২১। ছয় রিপুর আকর্ষণে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অবস্থা

শিক্ষা—ছয় সপত্নীকে (সন্তানকে) বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগের সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে। অথবা শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই

বন্ধুত্বিও বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর অহাগার, প্রকাশ, প্রকল্প, নিয়মাগ্রহ, অনলস ও লৌল্য—এই ৬য় দোষও বলা যাইতে পারে। (ভাঃ ১১।১০ম অঃ দ্রষ্টব্য)

২২। ছয় রিপু, ছয় বেগ, ছয় দোষ, ছয় ঊর্ম্মির জয়কারী জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী

শিক্ষা—তাঁহারাই 'গোস্বামী', যাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ভগবানের সেবায় নিয়োগ করিয়াছেন। যে ছয়টী রিপু বা ছয়টী বেগ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, তাঁহারাই আবার, যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবানের নাম করেন, সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার সকল সেবার সহায়তা করে।

২৩। জগতে জগদ্গুরু শিবের শিক্ষা-প্রচার

(ভাঃ ৮।১২শ অঃ)

শিক্ষা—এই লীলা-দ্বারা জগদ্গুরু মহাদেব আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, যাহারা নিজেরা পুরুষের অভিমান বা শিবের অভিমান করিয়া ভগবানের স্ত্রী-রূপ বা মহামায়ার রূপ দেখিবার ইচ্ছা করে, তাহারা স্তব-স্তুতি-সাধনা করিয়াও ঐরূপভাবে মোহিত হয়। এইজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানের সহিত শান্ত-সম্বন্ধ, দাস-সম্বন্ধ, সখ্য-সম্বন্ধ, মাতা-পিতা-সম্বন্ধ ও পত্নী-সম্বন্ধ—এই পাঁচ প্রকার আত্মার বা চেতনের নিত্য সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি জীবাত্মার সহিত ভগবানের স্ত্রী বা জননী-সম্বন্ধের কথা বলেন নাই। ভগবান্‌কে স্ত্রী বা জননী-রূপে দেখিতে চাহিলেই জীবদিগকে মহামায়া মোহিত করেন। ভগবান্ ক্লীব বা স্ত্রী নহেন; তিনি—পুরুষোত্তম, জীবমাত্রেই তাঁহার প্রকৃতি।

ঠাকুর হরিদাস ও বেশ্যার বৃত্তান্ত (চৈঃ চঃ অঃ ৩য় পঃ)

২৪ [ক] গোস্বামী ঠাকুর শ্রীহরিদাস ও বেশ্যার ছলনা

শিক্ষা—যাঁহারা নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের অনুগত ও নিরন্তর গুরুসেবাময় হইয়া ভগবানের শ্রীনাম-কীর্ত্তনে নিরত থাকেন, জগতের অসংখ্য প্রলোভন তাঁহাদিগকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে না।

২৫ [খ] আচার্য্য হরিদাসের নিরন্তর শুদ্ধ নামকীর্ত্তন ও বেশ্যার তাহা শ্রবণ

শিক্ষা—প্রকৃত সাধুর মুখে হরিকথা শুনিলে জীবের সকল প্রকার প্রচলিত অসৎ, অচেতন, নিগমাবেশ ধারণা ও সংস্কার-দূরীভূত হয় এবং জীব নবজীবন লাভ করেন।

২৬ [গ] আচার্য্যের অকপট কৃপায় বেশ্যার সুবুদ্ধি

শিক্ষা—যিনি পতিতপাবন গোস্বামী আচার্য্য, তিনি পতিতকে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজে পতিত হন না। তিনি পতিত ব্যক্তির সমস্ত পূর্ব্ব-দোষ সযত্নে উৎপাটিত করিয়া তাহাকে ভগবানের ভজনের উপদেশ করেন।

২৭ [ঘ] পূর্ব্ব-ইতিহাস ভুলিয়া বেশ্যার কায়মনোবাক্যে হরিভজন

শিক্ষা—অসৎসঙ্গের সামান্য অবশেষ থাকিলেও হরি ভজন হয় না। বেশ্যার পূর্ব্বের পাপবৃত্তির দ্বারা সঞ্চিত অর্থগুলি—সমস্তই বেশ্যার পক্ষে অসৎসঙ্গ ছিল, কাজেই ঠাকুর হরিদাস ঐ গুলিকে যথাস্থানে বিসর্জ্জন করা শিক্ষার অঙ্গ করাইলেন।

অবন্তীনগরীস্থ ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর ইতিহাস—(ভাঃ ১১।২৩শ অঃ)

২৮ [ক] কৃপণ গৃহমেধী ব্রাহ্মণ

শিক্ষা—হরিভজনকারিগণের সেবা করিবার জন্যই গৃহীর গৃহাশ্রম, নতুবা কুক্কুর, বিড়াল, ইন্দুর, প্রভৃতিরও গৃহ বা গর্ত্ত আছে, স্ত্রী-পুত্র আছে, আহারের চেষ্টা, সঞ্চয়ের চেষ্টা আছে: যাহারা হরিভজনকারিগণের সেবা করে না, তাহাদিগকে 'গৃহব্রত' বা 'গৃহমেধী' বলা হয়।

২৯ [খ] ব্রাহ্মণের অর্থ-নাশ

শিক্ষা—ভগবানের সেবায় একটী কপর্দ্দক দিলে পাছে তাহার তহবিল হইতে সেই কপর্দ্দকটী কমিয়া যায়, এই আশঙ্কায় মানুষ তাহার যে বিত্তকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে, সেই বিত্ত হয় চোরে অপহরণ করে, না হয় নানা প্রকারে অজ্ঞাত আকস্মিক দৈব-দুর্ব্বিপাকে বিনষ্ট হয়, কিম্বা যে-সকল উত্তরাধিকারিগণের জন্য তাহা রাখিয়া যায়, তাহারা উহা অপব্যয় করিয়া উড়াইয়া দেয়। অর্থ অর্জ্জন করিতে ঐ

কৃষ্ণ-বাক্তি যে-সকল পাপ করিয়াছিল, অর্থ সঞ্চয় করিতে আবার অনেক নূতন নূতন পাপ ও মিথ্যাকথা প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয়। এইজন্য যাঁহারা প্রেম বাস্তব অর্থ-নীতিজ্ঞ, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন,—হরিকীর্ত্তন-প্রচারে অর্থের নিয়োগই অর্থের সর্ব্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার।

৩০ [গ] ব্রাহ্মণের নির্ব্বেদ

শিক্ষা—যতদিন লোকের অর্থ, বিত্ত, রূপ, যৌবন, পাণ্ডিত্য, কৌলিন্য প্রভৃতির অভিমান থাকে, ততদিন কিছুতেই তাহাদের কাণে হরিকথা প্রচারের দ্বারাই যে সকল জীবের মঙ্গল হইতে পারে, এই একমাত্র মঙ্গলের কথা প্রবেশ করে না। বৈষ্ণবের উহার কোন একটীর অভাব উপস্থিত হইলে এবং নিজের চেষ্টায় ঐ অভাবের প্রতীকার করিতে না পারিলে মানুষ তখন আর একটী শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ের অনুসন্ধান করে। যিনি প্রকৃত সুবুদ্ধি ব্যক্তি, তিনি যতই অসুবিধায় পতিত হইয়া না কেন, উহাকেই ভগবানের সেবার অনুকূল করিয়া নিয়া—তাঁহার দয়া জানিয়া ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হন। আর, যাহারা ভগবানের সেবা করিবে না, তাহারাই এটা-সেটার ওজুহাত দেখাইয়া হরিভজন করিতে না পারিলেই বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতা মনে করেন। যে-সকল আধুনিক ব্যক্তি নানা ছলনায় ভগবানের ভজন বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নহে,—বিচার করেন, তাঁহাদের উহা বিশেষ ভাবিবার বিষয়।

৩১ [ঘ] ব্রাহ্মণের ত্রিদণ্ড-গ্রহণ ও চতুরাশ্রমীনামী বঞ্চিতগণের নিকট হইতে নির্য্যাতন-লাভ

শিক্ষা—সংসারের ভোগ বা সংসারের ত্যাগ—এই উভয় কার্য্যে জগতের লোকের দেহ, বাক্য ও মন নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ উভয়বিধ কার্য্য হইতে দেহ, মন ও বাক্যকে তুলিয়া আনিয়া ভগবানের সেবার কার্য্যে অর্থাৎ ভগবানের নাম-কীর্ত্তন-প্রচারে নিয়োগ করার নামই—ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস। জগতের লোক-সমূহ জগতের সেবায় দেহ, বাক্য ও মন নিয়োগ করে, সুতরাং ভগবানের সেবায় কাহাকেও ঐ সকল নিযুক্ত করিতে দেখিলে তাহারা ঐরূপ ব্যক্তিকে তাহাদের দল-ছাড়া মনে করিয়া তাহাকে নানাপ্রকার অত্যাচার ও বিদ্রূপ করিয়া থাকে। অবন্তীনগরীর ব্রাহ্মণবন্ধু ভিক্ষুকবেশে দেখিয়া সাম্যিক লোক-সকল তাঁহার প্রতি নানাপ্রকার কুবাক্য প্রয়োগ এবং নানাভাবে তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কতকগুলি লোক, ত্রিদণ্ড যে নারায়ণ-স্বরূপ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া উহাকে একখণ্ড বাঁশের লাঠিমাত্র মনে করিয়া উহা লইয়া কাড়াকাড়ি, কেহ বা কমণ্ডলু লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। কেহ বা ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর জপের মালা, বস্ত্র, ভোজন-পাত্র প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া গেল।

৩২ [ঙ] ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর প্রতি উৎপীড়ন ও ত্রিদণ্ডীর সহিষ্ণুতা

শিক্ষা—নিজের প্রতি কেহ কিছু বলিলে বৈষ্ণব তাহা সহিষ্ণু হইয়া উপেক্ষা করেন। কিন্তু প্রকৃত সদ্গুরু বা প্রকৃত বৈষ্ণবের প্রতি কোন লোক মর্য্যাদাহীন বাক্য ব্যবহার বা কোন প্রকারে তাঁহাকে নিন্দা করিলে যদি শিষ্য তাহার প্রতিবাদ না করেন, তাহা হইলে সেই শিষ্যের ভগবানে ও ভগবদ্বস্তুতে প্রীতি অথবা বৈষ্ণবতা হয় নাই অর্থাৎ তাঁহার কায়মনোবাক্য দণ্ডিত হয় নাই, জানিতে হইবে।

৩৩ [চ] ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর কায়মনোবাক্যে হরিভজন

শিক্ষা—ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর দেহ, বাক্য ও মন আত্মার সহিত সর্ব্বদা শ্রীভগবানের কথা-প্রচারে নিযুক্ত। হরিকথা-প্রচার-ব্যতীত তাঁহার আর কোন কর্ম্ম নাই। হরিকীর্ত্তন-প্রচারের দ্বারাই জগতের সকল-যুগের, সকল-দেশের, সকল প্রকার লোকের প্রকৃত মঙ্গল ও সর্ব্বপ্রকার সমস্যার মূল সমস্যার সমাধান হয়।

৩৪। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত

শিক্ষা ও প্রমাণ—শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের বহু অধ্যায়ে ও অন্যান্য স্থানে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বিস্তৃত বিবরণের উল্লেখ আছে। বহুসংহিতায়, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়ও ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা উল্লেখ আছে। আরুণি-উপনিষদের ষষ্ঠ খণ্ডে, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে জনকসুলভা-সংবাদে, হংসগীতায়, পদ্মপুরাণে, হারীতসংহিতায়, স্কন্দপুরাণে প্রভৃতি শাস্ত্রেও ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বিধি উল্লিখিত আছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার একাদশীতত্ত্বে বলিয়াছেন,—ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি এবং ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া যদি কেহ নমস্কার

না করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপবাসের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মুক্তিকোপনিষদে এবং শাক্তসংহিতায় ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের ১০৮ প্রকার নাম আছে। আচার্য্য বিষ্ণুস্বামীর প্রবর্ত্তিত প্রাচীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বহু ত্রিদণ্ডী ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী সেই বিষ্ণুসম্প্রদায়েরই একজন ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী। বিল্বমঙ্গল (লীলাশুক) পরবর্ত্তিকালে এই বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়েই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামী ও শ্রীবিল্বমঙ্গল—এই উভয়কেই বিশেষভাবে আদর এবং তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য সকলকে বলিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তিনি বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ত্রিদণ্ডী ছিলেন। মহাপ্রভু কোনও দিনই কেবলাদ্বৈতবাদীকে আদর করেন নাই। মহাপ্রভু কেবলাদ্বৈতবাদীদিগের উদ্ধারের জন্য বাহিরে একদণ্ডি-সন্ন্যাসী সাজিয়া অন্তরে ত্রিদণ্ডীর অভিমান-লীলাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ও অনুগত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ক্ষেত্র-সন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমাধব-উপাধ্যায় পরে তাঁহারই নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া 'মাধবাচার্য্য'-নামে বিখ্যাত হন এবং বেদের পুরুষসূক্তের ব্রহ্মভাষ্য রচনা করেন। এই মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে শ্রীবল্লভ ভট্ট তাঁহার বেদত্যাগের ৩১ দিবস পূর্ব্বে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিষ্য শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ('প্রকাশানন্দ' নহে) ত্রিদণ্ডীর আদর্শ দেখাইয়াছেন। ইনি বৈষ্ণবস্মৃতির সঙ্কলনকর্ত্তা শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর গুরুদেব।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুস্বামী ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য ত্রিদণ্ডী ছিলেন। শ্রীনিম্বার্ক-স্বামীও ত্রিদণ্ডী ছিলেন।

শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু তাঁহার উপদেশামৃতে 'ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসে'র কথা বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর অনুগত ব্যক্তিগণ কেহ বা বহু ত্রিদণ্ডি-বেষ প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ বা অন্তরে ত্রিদণ্ড-গ্রহণ-পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে হরিভজন করিয়াছেন। যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করিয়াই রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর কথিত শ্লোকটী গান করিতে করিতে আপনাকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া পরিচয় দিবার অভিনয় করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ মঃ ৩য় পঃ দ্রষ্টব্য)

৩৫। ত্রিদণ্ড-গ্রহণ—হয় গোস্বামীর অনুমোদিত

শিক্ষা—যাঁহারা অনুরাগমার্গে ভগবানের সেবা করেন, সেই সকল মুক্ত পুরুষকে জোর করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের রক্তবস্ত্র পরিধান করাইবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহারা সেই সকল পরমহংস গোস্বামীর ব্যবহার অভিমান করিয়া আপনাদিগকে কোন আশ্রমের ও বর্ণের অন্তর্গত সাধক-জীবমাত্র বিচার করেন, তাঁহারা আচার্য্যের অনুগত হইয়া বৈষ্ণবগণঃ কাষায়বস্ত্র, ত্রিদণ্ড ও তুলসীজনকাষ্ঠ ছিদ্রের চিহ্ন উপবীত প্রভৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। পরমহংস-বৈষ্ণবের ঐ-প্রকার উপবীত বা রক্তবস্ত্র প্রভৃতি বর্ণ ও আশ্রমের চিহ্ন কিছুই নাই। অনেক ব্যক্তিগণ অনুকরণ করিয়া পরমহংসের বেশে সজ্জিত হইলে জগতে যে কিরূপ কলঙ্ক উপস্থিত হয়, তাহা সামাজিকগণ বর্ত্তমানে তথাকথিত বাবাজী-বৈষ্ণব-বেশধারী ব্যক্তিগণের আদর্শে দেখিতে পান। ধর্ম্ম ত' দূরের কথা, সামান্য নৈতিক আচারও ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না।

৩৬। তিন প্রকার শাস্ত্রীয় দীক্ষা ও সংস্কার

শিক্ষা—কলিযুগে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাই অশুদ্ধ জনগণের ভাবী যোগ্যতা-বিধানের জন্য বিহিত হইয়াছে।

৩৭। বিষ্ণুই চরাচর সকলের মূল

শিক্ষা—সকল দেবতার প্রাণ বিষ্ণুর পূজা করিলেই সকলের পূজা ও তুষ্টি হয়,—"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্।" শ্রীশালগ্রাম-বিষ্ণু ব্যতীত কোন দেবতারই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও পূজা হয় না; কারণ, বিষ্ণুই সকল দেবতার প্রাণ।

৩৮। বহু দেবতার পূজা—পাতায় পাতায় জল-সেচন

শিক্ষা—মূল বিষ্ণুর পূজা করিলে সকলেই সন্তুষ্ট হন। গাছের পাতায়, বোঁটায় জল দিলে গাছের পুষ্টি হয় না। পেটে আহার না দিয়া নাক, কাণ, চোখ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ আহার দিলে মানুষের পুষ্টি, তুষ্টি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না। ইহা শাস্ত্রীয় কথা—বেদের মত,—আমো গোঁড়ামী বা অপসাম্প্রদায়িকতা নহে। কামনামূলে বহু দেবতার পূজাই অপসাম্প্রদায়িকতা ও বেদ-বিরুদ্ধ মত।

৩৯। পরমেশ্বর কৃষ্ণের আজ্ঞায় গ্রহগণের সহিত মন্বর-ধর্ম্ম কামীর আরাধ্য সূর্য্যের কালচক্রে ভ্রমণ

শিক্ষা—পঞ্চোপাসকগণের আরাধ্য দেবতা—সকলেই মূল-পুরুষ ভগবান্ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে জগতের বিভিন্ন কার্য্য করিতেছেন। (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫২)

৪০। পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তি ও তাঁহার ছায়া

শিক্ষা—এই জড়জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্রী ভগবানের মায়াশক্তি স্বরূপ-শক্তির ছায়ারূপে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে যে-ব্যক্তি যেরূপভাবে ভগবানে বিমুখ হইতে চাহে, তাহাকে সেইরূপ ভাবেই নানাপ্রকার সুখ ও দুঃখ দিয়া ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। (ব্রঃ সং ৫।৪৪)

৪১। জাগতিক অর্থের সিদ্ধিদাতা—গণেশ, গণেশের আরাধ্য ও সিদ্ধিদাতা—শ্রীনৃসিংহ

শিক্ষা—জগতের লোকসাধারণে 'গণ' (mass) বলে। এই গণের আরাধ্য—অর্থ। যেখানে যত চেষ্টা বা উদ্যম প্রভৃতি দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক স্থানেরই প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য—অর্থ-লাভ। এই অর্থ-বিষয়ে সিদ্ধিদানকারী দেবতার নাম—গণেশ। 'গণ' অর্থের উপাসক বলিয়া অর্থের সিদ্ধি-দাতাকেই গণের প্রভু বা গণেশ বলিয়া বরণ করা হইয়াছে। এই গণেশ ত্রিজগতের অর্থের সিদ্ধি-প্রদানের উদ্দেশে শক্তি-লাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম নিজ মুকুটের উপরে সর্ব্বদা স্থাপন করেন, সেই নৃসিংহদেব মূল-পুরুষ কৃষ্ণেরই স্বাংশ। (ব্রঃ সং ৫।৫০)

৪২। শুদ্ধ সত্ত্বময় বিষ্ণুর মায়াশক্তিযুক্ত তমোগুণের অবতার ভবানীভর্ত্তা রুদ্র

শিক্ষা—দধি, দুগ্ধ-ব্যতীত অন্য কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় না। জল হইতে দধি হয় না; দুগ্ধ হইতেই দধি হয়। সেইরূপ মহাবিষ্ণু হইতেই রুদ্র; কিন্তু রুদ্রই—বিষ্ণু নহে। (ব্রঃ সং ৫।৪৫)

৪৩। শুদ্ধ সত্ত্বময় বিষ্ণু ও তাঁহার রজোগুণে প্রতিফলিত রূপই ব্রহ্মা

শিক্ষা—আতপ-কাচের উপর সূর্য্যকিরণ কেন্দ্রীভূত হইলে তখন সেই কাচের দ্বারা যেরূপ বস্তু দগ্ধ করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মা কৃষ্ণেরই শক্তি-প্রভাবে সৃষ্টি করিবার শক্তি-লাভ করেন। ব্রহ্মার নিজের স্বাধীন শক্তি নাই। কৃষ্ণের শক্তির আভাসেই তাঁহার সৃষ্টিশক্তি; অতএব কৃষ্ণই মূল বস্তু। (ব্রঃ সং ৫।৪৯)

৪৪। ভগবানের গীতা-উপদেশ (মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

শিক্ষা—যাবতীয় দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম নিরাস করিয়া ভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগতিই জীবের নিত্যধর্ম্ম—ইহাই গীতার শিক্ষা।

৪৫। গুরু-নামধারীর আশ্রয় ও সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ের পার্থক্য (ভাঃ ১১।২০।২৭)

শিক্ষা—লৌকিক গুরু, সামাজিক গুরু, ব্যবসায়ী গুরু এবং তাহাদের প্রতিযোগী যে-সকল গুরু 'সদ্‌গুরু'-নামে লোকের কল্পনায় বিখ্যাত হইয়া ও কার্য্যতঃ একমাত্র ভগবানের ষোলআনা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যই সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতো-ভাবে ব্যস্ত নহেন, সেই সকল ব্যক্তির আশ্রয়ে ভবসিন্ধু পার হওয়া যাইতে পারে না।

৪৬। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

শিক্ষা—জীবকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের তুলনায় চৌরাশি-লক্ষযোনি না ঘুরাইয়া পরদুঃখদুঃখী মহাজন ভগবানের সেবা-কামনায় চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা করান। শ্রুতি যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়াছেন, সেই রস-স্বরূপ অখিল রসের মূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণ। অপ্রাকৃত দ্বাদশরসের মূর্ত্তিই —শ্রীকৃষ্ণ। সেই দ্বাদশ রসের আদর্শ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ক্ষেত্র—দ্বাদশবন। শ্রীল গুরুদেবের অনুগত হইয়া নিয়ত হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে বহু ব্যক্তির এই বৎসর দ্বাদশবন-ভ্রমণের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

৪৭। ভক্তিলতার ক্রমিক আশ্রয় ও বৃদ্ধি (চৈঃ চঃ মঃ ১৯শ পঃ)

শিক্ষা—শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর কৃপায় ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যভাব—সমস্ত অতিক্রম করিয়া অনিন্দ্য, অকপট গুরু-বৈষ্ণব-সেবকের ভক্তিলতা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উপনীত হয়।

৪৮। নববিধা ভক্তির পীঠ—নবদ্বীপ

শিক্ষা—কৃষ্ণের শ্রবণ, কৃষ্ণের কীর্ত্তন, কৃষ্ণের স্মরণ, কৃষ্ণের পাদসেবা, কৃষ্ণের পূজা, কৃষ্ণের বন্দনা, কৃষ্ণের দাস্য, কৃষ্ণের প্রতি সখ্যভাব, কৃষ্ণে সর্ব্বপ্রকারে আত্মসমর্পণ—চেতনের এই নয়টী বৃত্তির নাম—'নববিধা ভক্তি'। জীব ঐ সকল বৃত্তি জড়ীয় অনিত্য বিষয়ে প্রদান করিলে অমঙ্গল এবং পূর্ণচেতনময় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে চেতনের ঐ সকল বৃত্তির নিত্য অনুশীলন-কালে পরম-মঙ্গল লাভ করে। নববিধা ভক্তিমালার মধ্যে আত্মসমর্পণই—মূল বা মধ্যমণি এবং শ্রবণ—সর্ব্বপ্রথম। পূর্ব্বে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রবণমুখে ঐ সকল ভক্তি যাজন করিতে হয়। নবদ্বীপধাম এই নববিধা ভক্তির পীঠরূপে গোলোক হইতে এই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৪৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রকাশিত ভক্তিগ্রন্থাবলী ও প্রচার-প্রণালী

শিক্ষা—শ্রীগৌড়ীয়মঠ—শ্রীকৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা।

৫০। শ্রীভগবানের নিত্য প্রকট ও অপ্রকট-লীলা

শিক্ষা—শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার লীলা-সমূহ—নিত্য। তিনি কৃপা করিয়া স্বেচ্ছায় এই জগতে যখন নিজকে লীলা-সহ প্রকাশ করেন, তখন তাহা ভগবানের প্রকট-লীলা। আবার যখন লীলা এবং নিজকে এই জগৎ হইতে সরাইয়া অন্য জগতে প্রকাশ করেন অথবা নিজ-নিত্য-ধামে লইয়া যান, তখন এই জগতে তাহা অপ্রকট-লীলা। এই ব্রহ্মাণ্ডে যখন অপ্রকট-লীলা, তখন অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-লীলা। ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট-লীলাকালেও ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে নিত্য গোলোক-বৈকুণ্ঠে নিত্যই লীলা বিরাজিত থাকে। এ জগতে ভগবান্ অবতরণ করেন বলিয়া তাঁহার নিত্যধাম শূন্য থাকে না।

৫১। তীর্থ-সমূহের জল ও রজঃ

৫২। শ্রীকৃষ্ণের পূতনা-বধ-লীলা

শিক্ষা—যে-সকল কপট ব্যক্তি গুরুর ও সাধুর বেশ এবং নাম ধারণ করিয়া ভোগ ও মিছাত্যাগের শিক্ষা দেন, তাঁহারা পূতনা-জাতীয়। পরমার্থ বা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ ও রক্ষা করিতে হইলে ঐ সকল পূতনা-সদৃশ ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৫৩। শ্রীকৃষ্ণের শকটভঞ্জন-লীলা

শিক্ষা—মনোধর্ম্মের কুসংস্কার, জড়তা ও অন্যের অভিমান ইত্যাদি—শকটাসুর-সদৃশ। হরিভজনের আরম্ভে এই সকল সংস্কার আসিয়া ভজনকারীর বিঘ্ন করে। কৃষ্ণ-কৃপায় তাহা বিনষ্ট হয়।

৫৪। শ্রীকৃষ্ণের যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন-লীলা

শিক্ষা—ধন, যৌবন ইত্যাদির মত্ততায় যে-সকল বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিয়া থাকে, পরদুঃখদুঃখী দয়াল বৈষ্ণব-ঠাকুরের শাসনে ও কৃষ্ণের কৃপায় তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

৫৫। শ্রীকৃষ্ণের বকাসুরবধ-লীলা

শিক্ষা—অকপট হরিভজনের বিরোধী কংসতুল্য ব্যক্তিগণ কুটিনাটি, ধূর্ত্ততা, শঠতা প্রভৃতি অনর্থ-সমূহের দ্বারা অকপট হরিভজনকারীকে হরিভজন হইতে বিচ্যুত করিতে চাহিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে ধ্বংস করেন।

৫৬। কৃষ্ণের অঘাসুর-বধ-লীলা

শিক্ষা—কৃষ্ণ সাধকের হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি পাপবুদ্ধি ও অপরাধ কৃপা-পূর্ব্বক দূর করিয়া দেন।

৫৭। শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন-লীলা

শিক্ষা—খলতা, ক্রূরতা, মৎসরতা প্রভৃতি অনর্থ-সমূহ কৃষ্ণভজনে সাধক জীবের বিঘ্ন উৎপাদন করে। সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে সেবা-বুদ্ধি থাকিলে কৃষ্ণ তাহা বিদূরিত করেন।

৫৮। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ-লীলা

শিক্ষা—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ও শরণাগত-পালক পরমেশ্বর। তাঁহার পূজা পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ-সাধক অন্যান্য দেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। গোবর্দ্ধন সাধারণ পর্ব্বতমাত্র নহেন; তিনি সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু।

৫৯। ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস-হরণ

শিক্ষা—গোপবালক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরমেশ্বর কি না, এইরূপ সন্দেহ, পরীক্ষার বুদ্ধি এবং ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে ভগবানের মাধুর্য্যের বা মধুর স্বরূপের অবমাননার বুদ্ধিরূপ অপরাধ এই লীলার দ্বারা ভগবান্ দূর করিয়াছেন।

৬০। বরুণের হস্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নন্দের উদ্ধার-সাধন

শিক্ষা—মায়াবদ্ধজীবের প্রতি মায়াধিপতি অনর্থ কৃষ্ণ-ভজনের বিঘ্ন-কারক। সাধকগণ কৃষ্ণ-কৃপায় তাহা দূর করিবেন।

৬১। শ্রীকৃষ্ণের রজকবধ-লীলা

শিক্ষা—কর্মজড়স্মার্তবাদ বা তথাকথিত নীতিবাদ পরমা ভক্তিনীতিকে আক্রমণ করিলে কৃষ্ণ কৃপায় তাহা বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণ—যথার্থ রাজা, কংসেরও মালিক—কৃষ্ণ। জগতের সমস্ত সম্পত্তি কৃষ্ণেরই সেবার জন্য।

৬২। শিশু প্রহ্লাদকে পর্ব্বতের চূড়া হইতে নিক্ষেপ

শিক্ষা—পর্বতের শিখরদেশের ন্যায় অকপট ভগবদ্-ভক্তের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া বিষয়ী ও মায়াবাদী নিজের বয়স, বিদ্যা, ধন, রূপ, পাণ্ডিত্য ও পুণ্যাদি সৎকর্মের বাহাদুরী দেখাইয়া তাঁহাকে ছোট করিতে চাহেন। কিন্তু বিষ্ণু সর্ব্বদাই নিষ্কপট শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করেন।

৬৩। প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ

শিক্ষা—যাহারা কামিনী-কাঞ্চনে রত ও ভগবানের নিত্যনাম, রূপ, গুণ ও লীলার বিরোধী নাস্তিক, তাহারা আস্তিকতার বালাবস্থাকে বিনাশের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলেও শরণাগত ভক্তকে ভগবান্ অযাচিত-ভাবে রক্ষা করেন।

৬৪। প্রহ্লাদকে সমুদ্রে নিক্ষেপ

শিক্ষা—কামিনী-কাঞ্চনে রত ও মায়াবাদী নিজ-পুত্রের প্রতি মমতা অর্থাৎ তাহার প্রকৃত মঙ্গল যাহাতে হইবে, তাহার দিকে না তাকাইয়াই তাহার ভক্তির বালা-বস্থাকে বিনাশ করিবার জন্য তাহাকে সংসারসমুদ্রকে নিক্ষেপ করিতে অর্থাৎ সংসারী করিয়া তুলিতে চাহে এবং ভগবানের পাদপদ্মসেবায় আপ্রাণীন অকূল সংসারসাগরে ফেলিয়া রেখে। কিন্তু শরণাগতকে ভগবান্ রক্ষা করেন।

৬৫। প্রহ্লাদকে হস্তীপদতলে নিক্ষেপ

শিক্ষা—কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত ও ভগবানের বিদ্বেষি-সম্প্রদায় জীবের আস্তিকতার প্রথম অবস্থাকে ধূল-দলাদির ন্যায় বৈষ্ণবের নিন্দা প্রভৃতি অপরাধরূপ মস্তকের পদতলে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অকপট-শরণাগত ভক্তকে ভগবান্ রক্ষা করেন।

৬৬। প্রহ্লাদকে কারাগারে নিক্ষেপ

শিক্ষা—কামিনী-কাঞ্চনে রত, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ও মায়াবাদী ব্যক্তি আস্তিকতার বালাবস্থাকে ভোগকারাগারে বা ত্যাগের কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া বিষ্ণুবিদ্বেষ বা ভগবানের নিত্যসেবা-পরিত্যাগরূপ বিষয়-ত্যাগ-বিদ্বেষ বাস্তু-সমূহ প্রদান-পূর্ব্বক জীবের জীবন্ত অর্থাৎ সেবাবৃত্তি-বিনাশের চেষ্টা করে; কিন্তু ভগবান্ তাঁহার অকপট শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করেন।

৬৭। স্ফটিকস্তম্ভ হইতে নৃসিংহের আবির্ভাব

শিক্ষা—শরণাগত ভক্ত সকলই বিষ্ণুর সম্বন্ধে চরাচর বিশ্ব দর্শন করেন; আর ভোগী ও ত্যাগী ব্যক্তিগণ সকল বস্তুকেই নিজের ভোগের বা ত্যাগের সামগ্রী কিম্বা জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি হয়,—এরূপ মনে করে বলিয়া তাহাদের নিজত্বের বিনাশ হয়।

৬৮। শ্রীনৃসিংহদেবের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ

শিক্ষা—ভোগী ও ত্যাগী ব্যক্তিগণ তাহাদের তপস্যার উপর নির্ভর করিয়া আপনাদিগকে 'অমর' ভাবিয়া মৃত্যুর যে-সকল প্রতিষেধক উপায় কল্পনা-পূর্ব্বক ভজনের বিঘ্ন করিতে থাকে, তাহা সমস্তই বিদীর্ণ করিয়া ভক্তের রক্ষণার্থ ভগবানের নিত্যরূপের অবতার হয়। শ্রীবিষ্ণু নাস্তিকতার বক্ষোবিদারণ করেন।

৬৯। বরাভয়-প্রদাতা শ্রীনৃসিংহদেব ও শরণাগত প্রহ্লাদ

শিক্ষা—সিংহ যেমন অপরের নিকট ভয়ঙ্কর, কিন্তু নিজ-শাবকের নিকট স্নেহময়, তদ্রূপ ভগবান্ অভক্তের নিকট ভয়ঙ্কর, কিন্তু শরণাগতের নিকট প্রেমময়। ভক্ত ভগবানের নিকট ভগবানের সেবা-ব্যতীত ধর্ম, অর্থ, কাম কিম্বা মোক্ষ চাহেন না।

৭০। আচার্য্যবর্গের আলেখ্য

শিক্ষা—পরম-মুক্ত আচার্য্যগণের দেহ-দেহীতে ভেদ

ভেদ নাই। বীরপূজা বা ম্যানহিরসিস্ হইতে আচার্য-পূজা পৃথক্।

৭১। লোহার রাখিয়া নৌকা চালাইবার প্রবল চেষ্টা

শিক্ষা—জলের নীচে মাটির সহিত সংলগ্ন লোহার—পার্থিব-বিষয়ে আসক্তি। ঐ লোহা যাহি—বিষয়ে আসক্ত শুষ্কনামধারী। বয়ের পিতা ও দাড়ীরা—ঐরূপ বিষয়ী শুষ্কনামধারীতে বিশ্বাসী শিষ্য-সম্প্রদায়। বিলাত—ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ-স্থাপন। গুরুদত্ত—মুহূর্ত্ত অথচ অনিত্য মানবজীবন। ঘাড়টানা—সাধনভজনের অস্বিকার।

অদ্বয়জ্ঞানরূপ শুষ্কনামধারীর শিষ্য সম্প্রদায় আসক্তি বজায় রাখিয়া যে প্রবল সাধন-ভজনের অভিনয় করে, তাহাতে কোন ও কালে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন হয় না, কেবল মুহূর্ত্ত ও অনিত্য মানবজীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

৭২। [ক] মাঝির কাঁটাযুক্ত পথে গুণ-টানা, [খ] কাঁটার উপর লেপ বিছাইয়া গুণ-টানা

প্রথম দৃশ্য—কাঁটার উপর দিয়া নৌকায় গুণটানা-কালে এক মাঝির পা-দুইটি ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়। সে তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, যদি কোনও দিন তাহার নৌকা টানিতে টানিতে অনেক টাকা হয়, তাহা হইলে সমস্ত কাঁটাময় নদীর তটের উপর লেপ বিছাইয়া তাহার উপর দিয়া সে গুণ টানিয়া চলিবে, তখন আর তাহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মাঝির টাকা হইয়াছে। তখন সে নদীর ধারে লেপ-তোষক বিছাইয়া তাহার উপর দিয়া চলিয়া গুণ টানিতেছে।

শিক্ষা—এই দৃশ্য-দ্বারা পরমেশ্বরে মানবধর্ম্মের আরোপ (Anthropomorphism) ও পরমেশ্বরে প্রাণীর ধর্ম্ম-আরোপ (Zomorphism) নিষিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুলোক হইলে আর তাহার গুণটানার আবশ্যকতা নাই। লেপ বিছাইয়া গুণ টানা যেরূপ মূর্খতামাত্র, আসক্তির অভাব ও ভোগময় বৈকুণ্ঠধামকে কল্পনা-প্রভাবে আরোপ বা বহন করিয়া লইয়া যাওয়াও তদ্রূপ মূর্খতা। ইহা যেন To carry burnt coal or ashes to Newcastle এর মত।

৭৩। অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগী

শিক্ষা—কাঠুরিয়া—অষ্টাঙ্গ যোগী। বনে গিয়া বাঘ মারিবার জন্য নানা সংগ্রহ করা—আসন-প্রাণায়ামাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়জয়ের চেষ্টা করা। ডালে আস্থিবার পূর্ব্বেই বাঘেধরা—ইন্দ্রিয়কে করিবার পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়রূপ হিংস্রজন্তুর কবলে পতিত হওয়া। গুরীব—ভিখারী। তিনি কৃত্রিম উপায়ে রিপুদমন বা সিদ্ধি-লাভের কোন চেষ্টা অন্ত আচরণ করেন না। তাঁহার অস্ত্র—অমোঘ, অযোঘ ও সর্ব্বদা প্রস্তুত। তিনি ভগবৎপ্রীতির দ্বারা সকল অনর্থকে সহজে দূরীভূত এবং শত্রুকে মিত্রে পরিণত করিতে পারেন।

৭৪। কর্ম্মফলভোগী কর্ম্মী ও ফলত্যাগী নির্ভেদ-জ্ঞানীর মায়াতীত বাস্তব-বস্তু-লাভে অসমর্থতা

শিক্ষা—প্রথম গুলিখোর—ফলভোগী কর্ম্মীর আদর্শ। দ্বিতীয় গুলিখোর—ফলত্যাগী নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীর আদর্শ। তাহারা যে পাশে বসিয়া আছে, তাহা এই জড় জগৎ। যে পাশে আগুন জ্বলিতেছে, তাহা—বৈকুণ্ঠ। মাঝে বিস্তৃত নদী বিরজার ব্যবধান। নেশা—বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যের নেশা (কর্ম্মীর); বহির্ম্মুখ লোকের ত্যাগফলনাময় মায়াবাদ (জ্ঞানীর)। অগ্নি—(কর্ম্মীর পক্ষে) যাগ-যজ্ঞাদির অগ্নি, (জ্ঞানীর পক্ষে) ব্রহ্মলোকের জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি, (ভক্তের পক্ষে) সপ্তজিহ্বাযুক্ত শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনাগ্নি। কর্ম্মী ও জ্ঞানী মায়িক জগতের বিচার সমূল করিয়াই মায়াতীত জগতের সিদ্ধির বা মুক্তির যত্ন দেখে। একমাত্র ভগবৎসেবোন্মুখ হইয়া মায়াতীত, নিত্যশুদ্ধ, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের অগ্নির সংস্পর্শ পাইলেই মায়াতীত নিত্যতত্ত্বের কৃপা লাভ হয়।

৭৫। ইন্দ্রের শূকরদেহ-প্রাপ্তি

দেবতাগণের রাজা ইন্দ্র, স্বর্গের অধিপতিও ইন্দ্র; সেই দেবরাজ ইন্দ্রের গুরু 'বৃহস্পতি'। একদিন বৃহস্পতি ইন্দ্রকে উপদেশ দিবার জন্য স্বর্গে আগমন করিলেন। কিন্তু ইন্দ্র গুরুদেবকে অভ্যর্থনা ও পূজা করিবার পরিবর্ত্তে অপ্সরা-গণের সহিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত রহিলেন। গুরু, ব্রাহ্মণ, অতিথিকে পূজা না করিয়া স্ত্রীসম্ভোগাদি তুচ্ছ সুখে প্রমত্ত থাকার ফলে ইন্দ্রের শূকর-যোনি-প্রাপ্তি ঘটিল।

শিক্ষা—জগতের আপাত সুখ-মগ্ন বৈষ্ণববিমুখ বিষয়িগণের ভোগের পরিণাম।

৭৬। শূকররূপী ইন্দ্রের শূকরীর সহিত বিহার

স্ত্রীসম্ভোগাদি কৃত্রিম বিষয়সুখ স্বর্গের রাজারও যেরূপ, গ্রাম্য-শূকরেরও তেমনি। তফাৎ—"কেহ পুণ্যে, কেহ পাপে, করে বিষয় ভোগ"। ইন্দ্র যেমন স্ত্রীসম্ভোগাদি কামনা করিয়াছিল, তাহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। শূকর হইয়া ইন্দ্র একটি শূকরীকে গ্রহণ করিল ও তাহার সহিত বিহার করিতে করিতে অনেকগুলি 'কাচ্চাবাচ্চা' লাভ করিল। সকলে একত্র মিলিয়া বিষ্ঠা-ভোজন ও পার্থিব তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ের সাময়িক দুঃখবিরামকেই 'সুখ' মনে করিয়া বিষ্ঠা-ক্লেদপূর্ণ গৃহের কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া বিচার করিতে লাগিল।

শিক্ষা—বিষয়িগণের পরম আদৃত চরম-সুখের স্বরূপ।

৭৭। শূকররূপী ইন্দ্রের নিকট ব্রহ্মার আগমন

স্বর্গের অধিকারী ইন্দ্রের শূকরদেহপ্রাপ্তি ও বিষ্ঠা-ভোজনরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া পরের দুঃখে দুঃখিত-হৃদয় ব্রহ্মা শূকররূপী ইন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"ওরে ইন্দ্র, তুমি যে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী! তুমি স্বর্গের অমৃত-ভোজন ছাড়িয়া এখানে বিষ্ঠা ভোজন করিতেছ কেন? তুমি স্বর্গ ছাড়িয়া এই বিষ্ঠাসিক্ত গৃহেই বা বাস করিতেছ কেন?" ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া গ্রাম্যশূকররূপী ইন্দ্র ব্রহ্মাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। ব্রহ্মা যতই শূকররূপী ইন্দ্রকে তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শূকর ততই ব্রহ্মাকে তাহার 'শত্রু' বলিয়া ভাবিতে লাগিল। সে মনে করিল, বিষ্ঠা-ভোজন ও নানাভাবে গ্রাম্যসুখভোগই তাহার নিত্যধর্ম্ম। আর শূকরী, তাহার কাচ্চাবাচ্চা এবং শূকরের দলাদলিই তাহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব; বিষ্ঠাপূর্ণ খোঁয়াড়ই তাহার শান্তির স্থান, তাহাই তাহার দেশ—উহাদের উন্নতি-সাধনই তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম।

শিক্ষা—বৈষ্ণবসদ্গুরু পরের অবিদ্যা-জনিত দুঃখরাশি অকপটভাবে দূরীকরণে সতত ব্যস্ত ও দুঃখিত। তিনি স্বরূপব্রহ্মা জীবের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া জীবের প্রকৃত নিত্যস্বরূপ (কৃষ্ণের নিত্যদাস) ও নিত্যধর্ম্মের (কৃষ্ণভক্তির) কথা জানাইয়া দিতে চাহিলে ইন্দ্রিয়সুখকামী ব্যক্তিগণ মঙ্গলকামিবৈষ্ণবকে শত্রু জ্ঞান করে।

৭৮। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শূকরের সংসার-বিনাশ

শূকররূপি-ইন্দ্র দুঃখপূর্ণ সাময়িক সুখে অত্যন্ত মত্ত থাকিয়া কিছুতেই তাহার প্রকৃত স্বরূপের কথা, প্রকৃত স্বদেশ ও রাজ্যের কথা বুঝিতে পারিতেছে না দেখিয়া অবজ্ঞাজনক, নিত্যসুখের বিঘ্নকারক ও পরিণামে ক্লেশদায়ক ইন্দ্রিয়ের আসক্তিগুলিকে সমূলে ছেদন করিবার চেষ্টা করিলেন। আসক্তির বিষয়গুলি অপসারিত না হইলে শূকরের কর্ণে তাহার নিত্যস্বরূপ ও নিত্যধর্ম্মের কথা পৌঁছিবে না বলিয়া ব্রহ্মা একে একে সকল শূকরশাবক ও অবশেষে শূকরীকে এই জগৎ হইতে সরাইয়া দিলেন। এক একটী শাবকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শূকরের যেন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, সে পরম-মঙ্গলকারী ব্রহ্মাকে গদাঘাত আক্রমণ করিতে গেল। সর্ব্বশেষে, যাহাকে একমাত্র আশ্রয় করিয়াছিল, সেই শূকরীটির বিনাশ হইলে আপনাকে একান্ত আশ্রয়রহিত দেখিয়া শূকর তাহার কল্পিত বিপদে মধুসূদনের শরণ গ্রহণ করিল; তখন হইতে ব্রহ্মার কথা শুনিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইল।

শিক্ষা—জগতের বিপৎপাতকে আমরা বিরূপপ্রস্তাবস্থায় আমাদের প্রতি ভগবানের ক্রূরতা মনে করি, কিন্তু ঐগুলিই আমাদের প্রকৃত মঙ্গল-লাভের এক একটী সুযোগক্ষণ। জীব আপনাকে আগন্তুক আশ্রয়-রহিত বুঝিতে পারিলেই একমাত্র পরমাশ্রয় ভগবানের কথায় কর্ণ-প্রদানে ইচ্ছুক হয়। আগন্তুক কৌলিন্য, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অভিমানে মত্ত থাকিলে সাধুর কথায় কাণ দিতে ইচ্ছা হয় না। উহা অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়।

শূকরের পুনরায় ইন্দ্ররূপপ্রাপ্তি ও স্বর্গে গমন

শূকর আপনাকে আশ্রয়রহিত বিবেচনা করিয়া একমাত্র ব্রহ্মার কথায় যখন আস্থা স্থাপন করিল, তখন সে বুঝিতে পারিল যে, শূকরদেহ তাহার নিত্যদেহ বা 'স্বরূপ' নহে, সে নিত্যস্বরূপে ভগবদ্দাস ইন্দ্র। ইন্দ্রের কার্য্যই তাহার ধর্ম্ম। তখন সে ব্রহ্মার কৃপায় শূকর হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্ররূপে স্বর্গে আরোহণ করিল

শিক্ষা—সরলাগত জীব বৈষ্ণবগুরু নিকট হরিকথা-শ্রবণের ফলে বুঝিতে পারে যে, মনুষ্য বা পশু-পক্ষীর দেহটী তাহার নিত্যস্বরূপ বা এই জগৎ তাহার নিত্যাবাসে নহে। এই জগতের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতির জন্য চেষ্টাও তাহার নিত্যধর্ম নহে। জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণধাম গোলোকই তাহাদের নিত্যবাস। কৃষ্ণের সেবাই তাহাদের নিত্যধর্ম। গুরুকৃপায় এই বিষয়জ্ঞান লাভ করিলে জীব ভগবানের লীলায় প্রবেশ-পূর্ব্বক হরিসেবানন্দে নিত্য-কাল অবস্থান করেন। একমাত্র হরিসেবা-ব্যতীত অন্যান্য সাংসারীক বিষয়-কার্য্য—বিষ্ঠায় বিহার-মাত্র।

৮০। স্বচ্ছ বোতলে মধু ও মূর্খ মধুমক্ষিকা

একটি মৌমাছি স্বচ্ছ বোতলের মধ্যে মধু কিছু দেখিতে পাইয়া, ঐ মধু খাইবার ইচ্ছা করিল। মধুগুলি যে একটি কাচের আবরণে আবৃত আছে, মূর্খ মৌমাছি তাহা না জানিয়া মধুস্পর্শের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং বারংবার অকৃতার্থ হইলেও সে মধু স্পর্শ করিয়াছে মনে করিল। বস্তুতঃ সে মধুর মিষ্টতা আস্বাদন করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করিতেও পারিল না।

শিক্ষা—প্রাকৃত-সহজিয়া জগতের প্রত্যক্ষবাদী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত কৃষ্ণবস্তুর আস্বাদন করিয়াছে মনে করিলেও তাহারা অপ্রাকৃত বস্তুর স্পর্শ পায় না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।" (চৈঃ চঃ মধ্য, ২য় পঃ)

৮১। গৌড়ীয় হাসপাতাল

শিক্ষা—গৌড়ীয় মঠ গণমতের যাহা ভাল লাগে, তাহাতে বাধা না দিয়া একমাত্র পরম-মঙ্গলের কথা বলায় অনভিজ্ঞ সাধারণ লোক গণমতের ভ্রান্ত ধারণা লইয়া গৌড়ীয়মঠের প্রচারকে 'নিন্দা' মনে করে। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে গৌড়ীয় মঠের প্রচার—জীবের নিত্যস্বাস্থ্য-লাভের অমোঘ চিকিৎসা।

অস্ত্রোপচারিকলে বালকের আরোগ্য ও স্বাস্থ্য-লাভ

শিক্ষা—সদ্‌গুরু প্রেয়ঃকথা বলেন না, শ্রেয়ঃকথাই বলেন। তাহাতে ভবিষ্যতে জীবের নিত্যস্বাস্থ্য-লাভ ও পরম উপকার হয়।

৮৩। রামভক্ত হনুমান্-কর্ত্তৃক রাবণের-স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ

শিক্ষা—লোকের সাধারণ ভ্রম (Common Error) এই যে, বৈষ্ণবের কোনও অসত্যের প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা নাই ; এমন কি, যদি কোনও দুষ্টব্যক্তি প্রকৃত গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের নিন্দা করে, তথাপি তাহা সহ্য করিয়া যাওয়াই বৈষ্ণবতা। কিন্তু রামভক্তের আদর্শ হনুমান্ দেখাইয়াছেন যে, তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁহারই প্রকৃতপক্ষে ভগবান্, গুরু ও বৈষ্ণবের প্রতি যথার্থ প্রেম হইয়াছে—যিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা কোনরূপে সহ্য করেন না। বৈষ্ণব নিজের প্রতি অন্যের হিংসার জন্য তাহার প্রতিহিংসা করেন না সত্য, কিন্তু গুরুবৈষ্ণবের প্রতি বিদ্রোহ তিনি কখনও সহ্য করেন না। ইহাই তাঁহার বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর প্রতি কৃপা, প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা ও সহিষ্ণুতা-ধর্ম। বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সোনার লঙ্কা দগ্ধ হইলে অর্থাৎ তাহার চোখে ছাই পড়িলে, তখন সে অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়।

৮৪। পিতা ভক্তের মুখে পরম-বৈষ্ণব শম্ভুর নিন্দা-শ্রবণে সতীর দেহ-ত্যাগ

(ভাঃ ৪।৪।২)

শিক্ষা—সমর্থ হইলে প্রকৃত গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা-কারীর জিহ্বা ছেদন করা কর্ত্তব্য। তাহা সম্ভব না হইলে নিজের প্রাণত্যাগ করা উচিত। তাহা সম্ভব না হইলে নিজের কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করা উচিত। (ভাঃ ৪।৪।১৭)

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

['আত্ম-শাসন' হইতে পৌষ, শনিবার ১৩৩১)]

বিগত ৩রা ফাল্গুনী তারিখে মহানগরী ঢাকার 'লটন-মাঠে জীবের পরম ও চরম কল্যাণের জন্য ঢাকার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহোদয় ঢাকার বহু শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী ভদ্রলোকের সমক্ষে উহার উদ্বোধন করিয়াছেন। ঢাকাতে অবশ্য অনেকবারই বিভিন্ন প্রকারের সাময়িক প্রদর্শনী উন্মোচিত হইয়াছে, কিন্তু এমন পারমার্থিক অভিনব প্রদর্শনী প্রকাশ কোন দিনই হয় নাই। আমরা জনসাধারণকে এই শিক্ষাপ্রদ ও আত্মার কল্যাণপ্রদ প্রদর্শনী দেখিয়া জীবনের সহ সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান করিতে অনুরোধ করিতেছি। এই পারমার্থিক প্রদর্শনী ভাষায় বোঝাইবার জন্য বোধহয় নাই। ইহা জীবের চরম-কল্যাণ পরমার্থ-শিক্ষা-প্রদানের জন্যই বহু পরিশ্রমে ও যত্নে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। মানব ভগবদ্বহির্মুখী না হওয়ায় সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া নিরন্তর অশান্তির অতলসাগর-জলে ডুবিতে থাকে; তখন যে কিরূপে সেই অশান্তির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, কি করিলে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া পূর্ণ-আনন্দময় শান্তির অধিকারী হইতে পারে, তাহা এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মানব ত্রিতাপানলে অনিশ্চয় ঝাঁপ দিয়া যাইতেছে, এই ত্রিতাপ-জ্বালা হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইতে পারে এবং 'কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্য-কামিনীগণ 'প্রাণ'-পুরুষকে কিরূপে অধিক ও অধিকতর করিতেছে, ভগবান্ যে কিরূপ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু,—ভক্ত যে তাঁহার কত প্রিয়তম বস্তু, ভক্তকে যে তিনি সকল বিপদ হইতেই রক্ষা করিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনি সত্য সত্য সর্ব্বোতোভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁহাকে তিনি কিরূপ ক্ষেত্রেই রক্ষা করিয়া থাকেন—ইহা প্রহ্লাদের অভিনয়ের দ্বারা পরিষ্কার দেখান হইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ আদর্শ দেখান হইয়াছে। ঘোটের উপর, এই প্রদর্শনী অভিনিবেশ-সহকারে তন্ন তন্ন করিয়া দর্শন করিলে অনেক আধ্যাত্মিক সমস্যার পূরণ হইবে। জীবের প্রকৃতকল্যাণ-সাধনে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা এই অভিনব প্রদর্শনী খুলিয়াছেন। এই প্রদর্শনী দর্শন করিলে আবালবৃদ্ধবনিতা অনেকেরই জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইবে। সংসার-তাপ-দগ্ধ মানব এই প্রদর্শনী দর্শন করিলে উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা এই প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করি। অজ্ঞ মানুষ আমরা, অনেক সময়ই আমাদের দার্শনিক-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ হয় না। তাই ছবির মধ্য দিয়া দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার এই মহাসুযোগ সকলে গ্রহণ করুন। যে মহাপুরুষ জীবের কল্যাণের জন্য এই পারমার্থিক প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তিনি মানবসমাজের পরম বান্ধব। তাঁহার এই পুণ্য ও শুভ প্রচেষ্টা জীবের পরম-কল্যাণ সাধন করুক, এই আমরা দেখিতে চাই। এই পুণ্য অনুষ্ঠানকে সফলমূলক করিতে যে-সকল ব্যক্তি নিশিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা জীবের অশেষ কল্যাণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় এই জীব-সেবার কার্য্য সাফল্য-মণ্ডিত হউক। পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা—যে যে-স্থানে আছেন, এই মহা কল্যাণপ্রদ প্রদর্শনী দর্শন করিয়া আত্মার প্রকৃত মঙ্গল—জগতের অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করুন। কর্তৃপক্ষ প্রদর্শিত দৃশ্যগুলির গুরুত্ব বুঝাইয়া দিবার যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও অতীব প্রশংসনীয়।

বিহার-উড়িষ্যার গভর্ণর ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ

(নিজস্ব সংবাদ-দাতার তার)

পাটনা, আদালতগঞ্জ—১৭।১।২৫

কলিকাতা, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সমূহের সহিত সম্পর্কিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় বিহার ও উড়িষ্যা-প্রদেশের মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরের নিকট পাটনা গভর্ণমেণ্ট-হাউসে শ্রীচৈতন্যদেবের উদার প্রেমধর্ম্মের বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। পণ্ডিতজী লাট-ভবনে উপস্থিত হইলেই মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন এবং পণ্ডিতজীর শ্রীমুখে শ্রীগৌরসুন্দরের উদার্য্য লীলামৃত কর্ণপুটে পান করিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, চেতন-রাজ্যের ঐ উপদেশামৃত যাহাতে সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হয়, তজ্জন্য তিনি পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

৮ই মাঘ, ১৩৬৯বাং

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপুরিকেয়ম্—

আগামী ১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে নয়দিবসকাল নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে শ্রীধাম পরিক্রমা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের যথাবিধি সাধন-ফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীরাসগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম, এ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম, এ), শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম, আর, বি, এল) এবং শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন—১৮ই ফাল্গুন, ২রা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, সোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—১৯শে ফাল্গুন, ৩রা মার্চ্চ, শুক্রবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, রুদ্রপগঞ্জ, হরিহর-ক্ষেত্র, দেপাড়া)—২০শে ফাল্গুন ৪ঠা মার্চ্চ শনিবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, রবিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর কোল ও চর, ভেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ)—২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ, সোমবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির)—২৩শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ্চ মঙ্গলবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, আমগর)—২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ, বুধবার (একাদশী ও গোবিন্দ দ্বাদশীর উপবাস)।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (বামগাছি, অর্কটীলা বা একডালা মাতাপুর)—২৫শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার।

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)—২৬শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ, শুক্রবার।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

শ্রীশ্রীমাধবাশ্রায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

১০ মাধব, ৪৩৬ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

আগামী ২৭শে ফাল্গুন ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও রাত্রিমহোৎসবাদি হইবে। ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণ ৩॥০টার সময় শ্রীধাম প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রত্য সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন। **আগামী ২৬শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।**

সজ্জনকিঙ্কর—

শ্রীমকরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, **শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়** বেদান্তভূষণ
সহকারী সভাপতি

কার্য্যকরী-সমিতি। (রাজর্ষি কুমার রাওসাহেব, এন, এ, প্রাঙ্গ)
সাধারণ-সমিতি-সম্পাদক।

ই. বি. আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ-তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ ০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৬,	১৬—৪৬,	২০—৩৬
রাণাঘাট	ছাঃ ৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৪৭	২৩—৮
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ ৬ ৩০,	১০—২৫,	১৭—২৮,	১৯—২৫	২৩—৫১
গাড়ী যদল	ছাঃ ৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩০,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ ৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ ৭—৩০,	১১—৩০,	১৪—১,	১৮—৮,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাবড়া	ছাঃ ৬—৪৫	১২—৪৫	১৭—৪৭	১৮—৪৩
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ ৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৪
নবদ্বীপ	পৌঃ ১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৫৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

☞উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা নদীয়া :—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

১৯শ খণ্ড | গৌড়ীয় মঠ, ১৮ই মাঘ শনিবার, ১৩৫৯। ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৩৩ | ২৫শ সংখ্যা।

জীবের নিত্যধর্ম্মের পরমায়ুঃ

বৈষয়িক জীবিতকালকে 'পরমায়ুঃ' বলে। 'নিত্য-ধর্ম্মের পরমায়ুঃ' কথাটি যুগপৎ সম্পূর্ণ বিরোধী; কারণ, যেখানে নিত্যত্ব, সেখানে তাহার সমাপ্তি কথাটী প্রযুক্তই হইতে পারে না। এক শ্রেণীর লোক বলেন,—"জীবের স্বরূপের কৃষ্ণের নিত্যদাস - মহাপ্রভুর এই উক্তি আমরা স্বীকার করি। যতক্ষণ জীবত্ব, ততক্ষণ তাহার কৃষ্ণদাস্য থাক, এ বিষয়ে আমরাও প্রতিবাদ করি না।" ইঁহাদের আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে, "জীব নিত্যদাস নহে; কিন্তু যতক্ষণ জীব আছে, ততক্ষণ তাহাতে কৃষ্ণদাসের সেবাবৃত্তি আছে। জীবের আয়ুঃ পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বধর্ম্ম কৃষ্ণদাস্যের আয়ুঃও শেষ হইয়া যায়।"

এই সকল ব্যক্তি বেদান্তের ও স্মৃতির আশ্রয়-পূর্ব্বক মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐরূপ প্রমাণিকতা যুক্তিমূলে বঞ্চনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা 'অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেন' বলিয়া 'ইতি গতঃ' কথাটীর সমস্ত শ্রোতার্থ বধির করি। যেন! ইঁহারা 'নিত্য' কথাটীর উপর আগুন ঢালিয়া সমস্ত জল করিবার চেষ্টা করেন! মায়াবাদীর ভ্রম ও দুরভিসন্ধিমূলক মতবাদ-নিরসনের জন্যই শ্রীমন্ মহাপ্রভু 'নিত্য'-শব্দের প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু ভক্তিবিদ্বেষী ব্যক্তিগণ সেই নিত্য-শব্দটীকেই ঢাকা দিয়া তাঁহাদের মুখ বন্ধ না করিতে পারেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বৈষ্ণবগণ মায়াবাদীর মতকে খণ্ডন করিতে গেলে যাহা তাঁহাদের মত নহে, তাহাকেই 'মায়াবাদীর মত' বলিয়া উহা খণ্ডনের বাহ্য প্রদর্শনী খোলেন না। কিন্তু মায়াবাদি-সম্প্রদায় যাহা বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত নহে, তাহাকেই আত্মরিকতা মূলে 'বৈষ্ণবের মত' বলিয়া স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহাদের নিজেদের কল্পিত মতকে খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়া 'বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল' বলিয়া লোকের নিকট বাহাদুরী প্রদর্শন করেন।

অবৈতবাদিগণ মনে করেন,—'শক্তি' বলিতে গেলেই 'অচিৎ শক্তি' হইবে; নাচ, গান, গুণ, লীলা ও পরিকরের কথা বলিতে গেলেই ঐ সকলকে বাধ্য হইয়া জড় ক্ষেত্রে, সকল পাত্রেই 'অনিত্য' হইতে হইবে! ইহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ চিৎ অস্তিত্বের ফল। ইহারা এই জগতের অস্তিত্বকে পরজগতে বহন করিয়া লইবার পক্ষপাতী! ম্যালেরিয়ার রোগী যেমন উৎকৃষ্ট আবাস-নিবাসে গিয়াও মনে করে যে, সেখানেও ম্যালেরিয়ার দূষিত বায়ু রহিয়াছে, সেইরূপ মায়াবাদী জগতের অনিত্যতার ভিক্ত অভিজ্ঞতা-রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া এতদূর বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি মনে করেন, বৈকুণ্ঠেও বুঝি ঐরূপ অনর্থের ব্যাধি-সমূহ বর্ত্তমান আছে! জড়বিচিত্রতার অনিত্যতা-ধর্ম্ম আছে বলিয়া চিদ্‌বিচিত্রতারও অনিত্যধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে মায়াবাদী চিদ্‌বিচিত্রতাকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন!

মায়াবাদী অচিৎশক্তি-পরিণত বিশ্ব-ব্যতীত অন্য কোনও বিচিত্রতার বিষয় ভাবনাই করিতে পারেন না। চিৎশক্তি-পরিণত অপ্রাকৃত বিচিত্রতাকে কি করিয়াই বা জড়-মস্তিষ্কে ও জড় অস্তিত্বের মায়াবাদী ধারণা করিতে পারিবেন? জীব অচিৎশক্তি-পরিণত বস্তু নহে। জীব অচিৎশক্তি ও চিৎশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী শক্তি তটস্থা-শক্তি-প্রসূত। 'জীব' অচিৎশক্তি-দ্বারা অভিভাব্য বটে; কিন্তু অচিৎশক্তি নহে।

যাঁহারা 'জীব' বলিতে গেলেই জীবের বদ্ধদশা বুঝিয়া ফেলেন, তাঁহারা নিজেরা বদ্ধ এবং তাঁহাদের দর্শন 'কূপ-মণ্ডূক'-ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। বদ্ধজীব-সম্প্রদায় ধারণা করেন, বদ্ধদশা-ব্যতীত জীবের আর কোনও পরিচয় নাই; ইহা তাঁহাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতালাভ মূর্খতা-মাত্র। বস্তুতঃ শুদ্ধ অবস্থাই জীবের প্রকৃত জীবত্ব! মুক্তজীবই অবিমিশ্র অণু-চেতন; ঐরূপ নির্ম্মল জীবত্বেই নিত্যকৃষ্ণদাস্য প্রকাশিত। জীবের বদ্ধ-পরিচয়ে নিত্য কৃষ্ণদাস্যবৃত্তি সুপ্ত ও আবৃত।

শুদ্ধ, মুক্ত জীবেই নিত্যকৃষ্ণদাস্য অপ্রতিহতভাবে সম্প্রকাশিত। কিন্তু মায়াবাদীর কল্পিত অনুমানে "জীবের বদ্ধদশাই জীবত্ব। জীবের কোনও মুক্ত-পরিচয় নাই। মুক্ত-দশাই-জীবত্বের পরি-তে ব্রহ্মত্ব।"

মুক্তদশায় জীব ব্রহ্মের সহিত সমানধর্ম্মা বিশিষ্ট, সন্দেহ নাই। মুক্তদশায় জীবের পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে। কারণ, 'অভক্ত' কখনও 'ভক্তে'র অর্চ্চনা করিতে পারে না। অভক্ত, অন্যাভিলাষী কখনও পরব্রহ্ম, পরমাত্মার সেবা করিতে সমর্থ হন না। পূর্ণব্রহ্ম—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, আর জীবও—অণুরসামৃতমূর্ত্তি।

"জীব নিত্যবস্তু নহে, মুক্ত, শুদ্ধ, চেতন নহে",—এই-রূপ অন্যথা-বিচার হইতে পরিমুক্তির নামই—মুক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাকেই মুক্তি বলিয়াছেন,—"মুক্তির্হিত্বা হি অন্যথা-রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" জীবের এই নিত্যত্ব-উপলব্ধির বিনাশের নাম মুক্তি নহে। মায়াবাদীর স্বকপোল-কল্পিত ধারণায় "প্রকৃত মুক্তির পরিচয়-বিনাশের নামই মুক্তি—চেতনের বিনাশের নামই মুক্তি—নিত্যত্বের বিনাশের নামই মুক্তি—আত্মহত্যার নামই মুক্তি।" তাই মায়াবাদী জনসমক্ষে বলিয়া থাকেন,—"যতক্ষণ জীবের জীবত্ব, ততক্ষণ তাহার কৃষ্ণদাসত্ব।"

বস্তুতঃ ঐ মতবাদ যেমন অলৌকিক, তেমনই-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

(কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্যজীবগণের মধ্যে পরম নিত্য, যিনি চেতন-জীবগণের মধ্যে পরম চেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই আত্মস্থ ভগবান্‌কে পরিদর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্যশান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥

(মুণ্ডক ৩।১।১-২)

সর্ব্বদা সাযুজ্য, সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহিরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মায়াধীন অর্থাৎ জীব দেহকে দৈহিকাদি-নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ-দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অন্য-

জন যাহাধীন অর্থাৎ পরমেশ্বর স্বপ্রযুক্তরূপ ফল ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে তাহা পরিদর্শন করেন। কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই দেহ-বৃক্ষে অবস্থান-পূর্ব্বক নিজ যোগ্যতার দ্বারা দ্বারা বিমোহিত হইয়া দুঃখ ও দুঃখহেতু আত্মমুক্তি-জন্য শোক করেন। যখন তিনি আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন সমস্ত শোকনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও মহিমার অনুগান করিয়া থাকেন।

প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাৎ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে॥

(প্রমেয়রত্নাবলী ৪।৬)

ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে।
প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি॥

(ছাঃ ৫।১।১৫)

(শ্রুতিতে যে সকল অভেদ-সূচক মন্ত্র আছে, অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি"—এই সকল আপাত জীব-ব্রহ্মৈক্যের বাক্যের সঙ্গতি কিরূপে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—) বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের যেমন একমাত্র মুখ্য প্রাণেরই অধীনতা-নিবন্ধন 'প্রাণ'-শব্দেই অভিধান ও প্রাণ-রূপত্ব, সেইরূপ চিচ্ছক্তাত্মক জগতেরও ব্রহ্মেরই অধীনতা-হেতু 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্যত্ব ও ব্রহ্মরূপত্ব; বাগাদি ইন্দ্রিয় যেমন মুখ্যপ্রাণ নহে, জীব ও জগৎ তেমনই 'সাক্ষাৎ ব্রহ্ম' নহে।

ছান্দোগ্য বলেন,—বাক্য-সকল, নেত্রদ্বয়, ইন্দ্রিয়-সমূহ ও মন তত্তৎ নামে অভিহিত হয় না, উহারা সকলেই 'প্রাণ' এই নামেই আখ্যাত হয়, যেহেতু প্রাণই ঐসকল বাগাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। তদ্রূপ জীবের নিয়ন্তা 'ব্রহ্ম' বলিয়া জীবকে কখনও 'ব্রহ্ম' বলা হয়। বস্তুতঃ জীবত্ব ব্রহ্মত্ব নহে, আর জীবত্ব 'অনিত্য'ও নহে।

শ্রুতি আরও বলেন,—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে
প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥

(বৃহঃ ২।১।২০)

যেরূপ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ-সমূহ বহির্গত হয়, সেইরূপ সমস্ত বাগাদি ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা, সমস্ত প্রাণী এই আত্মা হইতে উদ্গত হইয়া থাকে।

শ্রীগীতাও জীবের নিত্যত্ব ও তত্ত্বত্ব উক্ত হইয়াছে,—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥

(গীঃ ১৫।৭)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—আমি সর্ব্বেশ্বরের পরম নিত্যবস্তু। জীব-সকল আমার বিভিন্নাংশ, সনাতন (নিত্য) অর্থাৎ ঘটাকাশাদির ন্যায় কল্পিত নহে। কিন্তু জীব এই প্রপঞ্চে বদ্ধ হইয়া প্রকৃতিস্থিত মনঃ ও পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় উদ্যমে বহন করিতেছে।

শ্রীগীতা জীবাত্মার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(গীঃ ২।২০)

জীবাত্মা ষড়্‌বিকার-রহিত, সুতরাং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান। তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই। পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি, কি বৃদ্ধি হয় নাই বা হইবে না। তাঁহার অপক্ষয় বা নাশ নাই। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন। জন্ম-মরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি কখনও হত হন না।

এই জীবাত্মা—পরব্রহ্মের তটস্থশক্তি, অচিৎশক্তি নহেন। অচিৎশক্তি হইতে মায়িক জগতের উৎপত্তি বলিয়া তাহা অনিত্য ও জড়। কিন্তু অচিৎ ও চিৎশক্তির মধ্যবর্ত্তিনী তটস্থশক্তি হইতে জাত বলিয়া জীবের নিত্যত্ব, অজড়ত্ব অর্থাৎ চিন্ময়ত্ব। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ওম্ বা এতস্য পুরুষস্য যে এব স্থানে ভবত ইদং পর-লোকস্থানমথ তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদং পরলোকস্থানম্।

(বৃহঃ ৪।৩।৯)

এই পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার দুইটী স্থান আছে,—ইহলোক বা জড়রাজ্য এবং পরলোক বা চিন্ময়ধাম। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সন্ধিরূপ তৃতীয়স্থানে থাকিয়া জীবাত্মা জাগ্রদ্রূপ পরলোক ও সুষুপ্তিরূপ ইহলোক—এই উভয় স্থানই অবলোকন করেন।

বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে আমাদিগকে জানাইয়াছেন, জীব ও পরমেশ্বর উভয়ই নিত্য এবং তাঁহাদের সেবক ও সেব্য-সম্বন্ধ নিত্য।

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্যা নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমঞ্জসমসো রতিঃ ক তরতো মতুষ্টয়েতা। (ভাঃ ১০।৮৭।৩০)

শ্রুতিগণ কহিলেন,—হে নিত্যস্বরূপ! শরীরধারী জীবের সুখলাভ হয় নাই। জীব 'অনন্ত'—এইরূপ শব্দপ্রয়োগ হইলেও যদি কেহ বলেন যে, 'জীব ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্বগত', তাহা হইলে সেইরূপ সিদ্ধান্ত যথা তাহা নহে। কেন না, শাস্ত্রে ইহা নিশ্চিই হইয়াছে যে, 'জীব' ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্য এবং আপনি 'ঈশ্বর' তাহার শাসক। জীব ব্যাপক নহে, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণু-পরিমাণ। 'সঙ্গণ' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জীব স্বরূপে ব্যাপক এবং আপনি প্রকাশক। আপনি অবিচ্ছিন্ন বা পূর্ণ- সুখ, জীব ক্ষুদ্রিচ্ছ বা বিশেষরূপ-সুখীর বস্তু। চিন্ময়-স্বরূপ জীবসমূহ আপনার বিভিন্নাংশরূপে নিত্যকাল আপনাতে অবস্থিত। জীবকে আপনার স্বরূপ হইতে বহির্গত বা কারণে আপনার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব যাহারা জীবাত্মাকে সর্ববিষয়ে আপনার সহিত সমান জ্ঞান করে, তাহাদের মত মহাবাদে দূষিত।

শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু শ্রীধর-স্বামিপাদ শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের ভাষ্য হইতে উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"

মুক্ত পুরুষগণও স্বেচ্ছায় নিত্যপার্ষদ পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্‌কে ভজন করিয়া থাকেন।

স্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন,—

"পার্ষদানুগ্রহকরত্বং নিত্যত্বং শুদ্ধত্বঞ্চ"

(ভাবার্থদীপিকা ১০।৮৭।৩০)

ভগবৎ-পার্ষদ-শরীর-সমূহে জন্ম মৃত্যু মূল কারণ প্রারব্ধ নাই, তাহা নিত্য ও শুদ্ধ অর্থাৎ নির্গুণ।

সুতরাং জীবাত্মার পরমাণু সনাতন অর্থাৎ নিত্য এবং তাহার স্বরূপের পরমাণুত্ব অনাদি, অনন্ত, নিত্য, অক্ষুণ্ণ, নব-নবায়মান। কৃষ্ণকে আপেক্ষিক নিত্য নহে, তাহা ঐকান্তিক পরম নিত্য।

পাদ-বৈষ্ণব ও পূর্ণ-বৈষ্ণব

'পাদ'-শব্দের অর্থ—চতুর্থাংশ। অংশের কলা-সমূহের পরিপূরণে 'পূর্ণ'-শব্দ ব্যবহৃত হয়। যাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব-পরিচয় পরিচিত করিতে অভিলাষী হইয়াও বৈষ্ণবের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতে পারেন না, তাঁহারাই পাদ-বৈষ্ণব। পাদ-বৈষ্ণব পূর্ণ-বৈষ্ণব-পরিচয়ের 'শ্রীহীন', আর পূর্ণ-বৈষ্ণব—'শ্রীযুক্ত'। এইজন্য তাঁহারা 'শ্রীপাদ'-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। 'একপাদ'-বিভূতি-ভাক্ত প্রাকৃত জগতে সম্পূর্ণ ভাবাহত করিয়া বৈষ্ণবতার আপ-প্রহণের পরিচয়ে পাদ-বৈষ্ণবতা সিদ্ধ হয় এবং তাহা হ্রাস হইলেই মূল বৈষ্ণবতা বা প্রাকৃত সহজিয়াত্ব, বৌদ্ধত্ব অবশিষ্ট থাকে।

পাদ বৈষ্ণবগণ একপাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ—এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীতে লক্ষিত হন। যাঁহারা বৈষ্ণবনামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, অথচ অকৈতব শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্কাম ভক্তিযুক্ত পাদত্ব আশ্রয়-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-পরিচয়ের সমস্ত সদাচার-গ্রহণে বিমুখ হইয়া লৌকিক ও বৈদিক ভাবের নিকট হইতে লোক-রঞ্জনের বৈষ্ণব সদাচার-গ্রহণের নামে নানা প্রকার লৌকিক আচার-ব্যবহারগুলি পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা একপাদ বৈষ্ণব। ইঁহারা অনেক সময়ে তাপ ও পুণ্ড্র প্রভৃতি গ্রহণের অভিনয় করিয়াও কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বর্জন কৃষ্ণবাক্য-দূষক নাম, নিজের পূর্ণ লৌকিক আচারাভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরমহংস-বৈষ্ণবের আভি-মান, প্রেম মন্ত্রের দ্বারা শ্রীনামগ্রহণের অর্চন প্রভৃতি সদাচার-গ্রহণে বিমুখ হন। এইজন্য ইঁহাদিগকে আচার্য্যগণ পাদ-বৈষ্ণব বা এক-চতুর্থাংশে বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করেন। বস্তুতঃ ইঁহারা বৈষ্ণব নহেন,—বৈষ্ণব-প্রায়, বৈষ্ণবাভাস, সাধক-বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণবেরই সহযোগী মাত্র হইয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত করিতে ইচ্ছুক

হইয়াও ছাত্ত-গোস্বামীর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব (?), কায়স্থ-বৈষ্ণব (?), তেলী-বৈষ্ণব (?), মালী বৈষ্ণব (?), নীচজাতি বৈষ্ণব (?), উচ্চজাতি-বৈষ্ণব (?) প্রভৃতি মনে করেন অর্থাৎ বৈষ্ণবত্ব-বিমুখ ও বৈষ্ণব-বিরোধী লৌকিক স্মার্ত্তসমাজের কেহই কোন একজন সামাজিক বলিয়া আপনাকে পূর্ণমাত্রায় অন্তরে সংরক্ষণ করেন, তাঁহারা পরমহংস বৈষ্ণবগণকে সর্ব্বতোভাবে গুরু-পাদপদ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারায় তাঁহাদের বৈষ্ণব-পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা কেবল লৌকিকতা ও বর্ণাশ্রম-স্মার্ত্তের ধূর্ত্তবাহিতামাত্র।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে অনেক ব্যক্তিই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য বড়ই আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা বংশপরম্পরায় 'আমরা অমুকের পুত্র অমুক', 'আমরা অমুক জাতি', 'আমাদের বংশগত অমুক উপাধি ও নাম' ইত্যাদি পরিচয় অন্তরের অন্তঃস্তলে পোষণ করেন এবং তাঁহাদের বৈষ্ণব-পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাহা উল্লেখ করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহাদের বংশে বৈষ্ণব-বংশের রক্ত প্রবাহিত হইয়াছে। ইঁহারা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত-সঙ্গের মধ্যে অবিমিশ্র চিন্ময় বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবতার পরিচয় আবদ্ধ করেন। এমন কি, যাঁহারা আপনাদিগকে "এত দূর বাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অধিকন্তু হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।"—এই বাক্যানুসারে আপনাদিগকে বর্ণাশ্রমের অতীত পরমহংস-বেষে ভূষিত করিয়া 'বাবাজী' প্রভৃতি পরিচয়ে পরিচিত করেন, তাঁহারাও অন্তরে অন্তরে আপনাদের পূর্ব্ব নীচ ও উচ্চ জাতিমান-সংরক্ষণ-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-পরিচয়ে আপনাদিগকে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা স্মার্ত্তের কিঙ্কর, পরমহংস বৈষ্ণবের কিঙ্কর নহেন। ইঁহারা যে অনেক সময়ে লৌকিক গোস্বামী বা লৌকিক ব্রাহ্মণাদিকে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করেন, তাহা তাঁহাদের অন্তরের নীচ-জাতাভিমান—'অমুক পিতার সন্তান,' 'অমুক জাতির অন্তর্গত' প্রভৃতি বিচার হইতে পরিপুষ্ট হয়। এদিকে তাঁহারা 'বর্ণাশ্রম-পরিচয় পরিত্যাগ করিয়াছেন' মুখে বলিয়া থাকেন এবং তদ্রূপ বিষয়ের সাংস্কারাদিও গ্রহণে বিমুখ হন, কিন্তু অন্তরে পৈত্রিক ব্রাহ্মণাভিমান, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, মালী, সাহাজুলী প্রভৃতি নানাপ্রকার জাতির অভিমান পোষণ করিয়া তদনুসারে আচরণ করিয়া থাকেন। ইহা প্রত্যক্ষ ও অকপট সত্য। এইরূপ এরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিকে 'একপাদ-বৈষ্ণব' বলা হয়।

এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অনেক সময় সদ্‌গুরু-পাদপদ্ম লৌকিক বৈষ্ণবগণের কৃষ্ণনাম-সূচক নাম শুনিয়া ও দেখিয়া বিদ্রূপ করেন এবং আপনাদিগকে স্মার্ত্তের উপাধিতে পরিচিত অথচ বৈষ্ণব-নামে প্রচারিত করিবার ইচ্ছা-পোষণকেই বাহাদুরী মনে করেন। কোন লৌকিক বৈষ্ণবের 'কৃষ্ণদাস', 'বিদ্যাভূষণ', কিংবা 'হরিদাস', 'বিদ্যারত্ন' প্রভৃতি নামে বিভূষিত দেখিয়া স্মার্ত্ত-সমাজের বৈষ্ণব-বিরোধি-ব্যক্তির বিচারে একপাদ-বৈষ্ণব-সাধুকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন,—"ঐ সকল ব্যক্তির প্রকৃত নাম কি? তাঁহাদের কায়িক উপাধি কি? তাঁহারা কি ঘোষ, বোস, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, সোরেন, সাহা বা আর কিছু?" তাঁহারা আরও বলেন যে, 'কৃষ্ণদাস', 'বিদ্যাভূষণ', 'বিদ্যারত্ন' প্রভৃতি তৃতীয়-সংস্কার-সূচক নামগুলি লৌকিক-সমাজে প্রকৃত জাতির পরিচয় গোপন করিবার জন্যই কল্পিত হয়।

অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত করিতে সদা উৎসুক, তাঁহারাই স্মার্ত্তের অধিক ঘৃণার্হতা দেখাইবার জন্য বৈষ্ণব-সৃষ্টির, সাত্বত-সঙ্কল্পের বিচার ও বিধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল-প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণববিরোধী মতবাদকে বহুমানন করেন, অথচ বৈষ্ণব-নামে পরিচয় দিবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন। এইজন্য ইঁহাদিগকে পাদ-বৈষ্ণব বলা হয়। এই পাদ-বৈষ্ণবগণ ঐ আংশিক বৈষ্ণব-পরিচয় হইতে অচিরেই চ্যুতি পাইয়া শূন্য-বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর পরিচয়ের নিচ্ছিদ্রপথের সীমানায় অবস্থিত।

দ্বিপাদ-বৈষ্ণব বা অর্দ্ধপাদ-বৈষ্ণব-পরিচয়ে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সদ্‌গুরুর নিকট আশ্রিত অভিনয় করিলেও সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের সমগ্র বিচার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা কেহ কেহ মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রের বিশুদ্ধ-সংস্কার-গ্রহণ হইতে পৃথক্ রাখিবার অভিলাষী। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করিলে পাছে আচার্য্যদেব শিষ্য-পুত্রদিগকে উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত করেন এবং তাহাতে তাঁহাদিগকে স্মার্ত্ত-

সমাজের ঐই সঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকিতে হয়,—এই ভয়ে যাঁহারা সদ্গুরু-পাদপদ্মের নিকটে আসিয়াও সম্পূর্ণভাবে সমাচার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা অর্দ্ধবৈষ্ণব।

যস্য কস্যাপি বিপ্রস্য দাস্যেনৈব হি মুক্তয়ঃ।
বিনীতাননপদ্মস্য সংকুলত্ব প্রয়োজনম্॥

(আদিপুরাণ—ভরদ্বাজসংহিতা ২য় অঃ ৩৪ শ্লোক)

আচার্য্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্য-পুত্রদিগকে যজ্ঞ-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষা-বিধি।

পাঞ্চ-বৈষ্ণবগণ এই পাঞ্চরাত্রিক শাস্ত্রীয় বিচার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর 'বিষ্ণুস্মৃতি'র বিচার, 'হরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থের বিচার কিংবা শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত প্রভৃতির বিচার ও তদনুমোদিত সমাচার যৌক্তিকতায় স্বীকার করিলেও বাস্তব আচরণে পালন করিতে বিমুখ বলিয়া ইহারা অর্দ্ধবৈষ্ণব।

আর একশ্রেণীর ব্যক্তি আপনাদিগকে বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত করিতে ইচ্ছুক হইলেও এবং কৃষ্ণ-দাস-সূচক নাম ও সম্বন্ধাদি গ্রহণ করিলেও স্মার্ত্ত-সমাজের অস্মিতা ও বন্ধনগুলি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে বলবান্ নহেন। ইহারা "পঞ্চানাং বৈষ্ণবো যত্নঃ" ন্যায়-সমূহ যখন বৈষ্ণব-সমাজে আসেন, তখন আপনাদিগকে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, কৃষ্ণ-দাস-সূচক নাম, শালগ্রামাদির অর্চ্চন, বিষ্ণুসংস্কার প্রভৃতি সমাচারে বিভূষিত বলিয়া প্রদর্শন করেন; কিন্তু যখন আবার অবৈষ্ণব-সমাজে বা স্ব-স্ব বহির্মুখ আত্মীয়-স্বজনের সহিত আলাপ-ব্যবহারাদি করেন, তখন ঐ সমস্ত সমাচারকে তৎকালে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখেন। কেহ কেহ বা মস্তক হইতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র মুছিয়া কোমরে আঁকিয়া রাখেন; কেহ কেহ বা কৃষ্ণদাস-সূচক নামের পরিবর্ত্তে জাতিগত নাম, উপাধি প্রভৃতি ব্যবহার করেন, শালগ্রাম-অর্চ্চনের পরিবর্ত্তে শ্রীবিগ্রহের সহিত শালগ্রামের ভেদ দর্শন করিয়া শ্রীশালগ্রাম-অর্চ্চন এবং তুলসীকে পঞ্চার-নিবেদন পরিত্যাগ করেন। ইহারা বৈষ্ণব-পরিচয় ও বৈষ্ণব-ব্যবহারের বিষয়-গুলি স্বীকার করিলেও ইহাদের স্বজন-মৌলিকা অধিক থাকায় এবং অবজ্ঞানকারিগণের ভয় করায় ইহারা আপনাদিগকে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়ে পরিচিত করিতে পারেন না।

যাঁহারা আপনাদিগকে সদ্গুরু-পাদপদ্মের এবং শাস্ত্রের বিচার ও নিষ্কিঞ্চ আচারের আদর্শে পূর্ণভাবে পরিচয় দিতে পারেন, তাঁহাদের পরিচয়ই পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়। পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়ে পরিচিত ব্যক্তিগণ তিলকাদির শীতল তাপ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ, কৃষ্ণদাস-সূচক নাম, পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র ও উপনয়নাদি পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় সংস্কার-গ্রহণ, শালগ্রাম-অর্চ্চন, এবং হংসঃ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

এই পূর্ণ-বৈষ্ণব আবার বৈষ্ণবতার পরিমাণ-অনুসারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কনিষ্ঠ পূর্ণ-বৈষ্ণব, মধ্যম পূর্ণ-বৈষ্ণব, এবং উত্তম পূর্ণ-বৈষ্ণব। উত্তম পূর্ণ-বৈষ্ণবেই "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ।"—এই বাক্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে,—"গুরু যস্য ভবেদ্ বিষ্ণুর্ন পূজ্যস্তস্য বৈষ্ণবৈঃ।" রাগমার্গীয় পরমহংসেরই সন্ন্যাস-আশ্রমের বাহ্যিক বেষ কিংবা বর্ণের চিহ্ন উপবীতাদি ধারণের আবশ্যকতা নাই। ইহারা সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, ইচ্ছা করিলে লোক-শিক্ষার্থে ঐ সকল চিহ্ন ধারণ করিতে পারেন, কিংবা সাধারণের অলক্ষ্যগতি হইয়া ঐ সকল পরিত্যাগ করিতেও পারেন। বস্তুতঃ ইঁহারা কোন শ্রেণীর বা মতের মধ্যে আবদ্ধ নহেন। ইঁহারা একায়নপন্থী।

যাঁহারা "এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম ধর্ম"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই রাগমার্গীয় বিচার অনুসরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন নাই—যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকেই বহু-মানন করেন, সেইরূপ রাগানুগীয় বৈষ্ণবগণ উত্তম পূর্ণ-বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। তাঁহাদের প্রপত্তি বা শরণাগতির কথাগুলিও আংশিক ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত শরণাগতি বা প্রপত্তির বিচার —পূর্ণতম। মহাপ্রভুর বিচারে পাপ বা অর্দ্ধের কোন কথা নাই। কি পরিচয়ে, কি ব্যবহারে, কি চেতনের বৃত্তির উন্মেষে—সর্ব্বত্রই পূর্ণ-বিচারের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তে অনুসৃত হইয়াছে।

'জাতি-বৈষ্ণব'-নামে যে একটী কথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতেও একপাদ-বৈষ্ণবের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব-পরিচয়কে জাতি-বর্ণে আবদ্ধ করা—আর্ত্তবাদের আপাত-গর্হিত-মূলে আর্ত্তবাদেরই অত্যন্ত গর্হিত বাভিচার।

পাষ-বৈষ্ণবের পরিচয় যখন বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা আচার্য্য-বিদ্বেষের রাজ্যে পতিত হইয়া পড়ে, তখন তাহা শূদ্র-বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর পরিচয় প্রদান করে। পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত না হইলে শূদ্র-বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর পরিচয় অবশ্যম্ভাবী। আধুনিক যুগাবতারে যে-সকল বৈষ্ণবক্রব আপনাদিগকে ছোম্‌রা-চোম্‌রা-বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করাইবার জন্য ব্যস্ত, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের আদর্শের তৌলদণ্ডে মাপিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের পরিচয় পাষ-বৈষ্ণব ও শূদ্র-বৈষ্ণবের পরিচয়-ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সকল পাষ-বৈষ্ণব ও শূদ্র-বৈষ্ণবের পরিচয়ের প্রবল বহির্ম্মুখী পিপাসা হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিয়া পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়ে পরিচিত করাইবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার। হেয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃসংস্থাপন-দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগৎকে এই পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়ে পরিচিত করাইয়া ক্রমে ক্রমে উত্তম-পূর্ণ-বৈষ্ণবের পদবীতে আরোহণ করাইবার যাবতীয় চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন। লক্ষ্য সকলেরই পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। লক্ষ্যকেই পূর্ণ হইতে 'পাষ' করিয়া ফেলিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই যাঁহারা আপনাদিগকে পাষ-বৈষ্ণবের পরিচয়ে পরিচিত করিতে চাহেন, তাঁহারা তৎপরবর্ত্তী পট-পরিবর্ত্তনেই আপনাদিগকে শূদ্র-বৈষ্ণবের দলভুক্ত পরিচয়ে করিয়া ফেলেন।

স্থূল-সূক্ষ্মদেহের অভিমানাধীন জাত্যভিমান, বর্ণাভিমানে কখনও পূর্ণ-বৈষ্ণব-পরিচয় সিদ্ধ হয় না। এক-চতুর্থাংশ বৈষ্ণব, অর্দ্ধ বৈষ্ণব বা তৃতীয়াংশ বৈষ্ণবের পরিচয়, —বৈষ্ণবের নিত্য পরিচয় নহে। পূর্ণ-বৈষ্ণবের পরিচয়েই বৈষ্ণবতার প্রস্তাবনা হয়।

ঢাকায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

[বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে উদ্ধৃত]

["দি ইষ্টবেঙ্গল টাইম্‌স্" ৭ই জানুয়ারী (১৯৩৩)]

The Theistic Exhibition.

A grand Theistic Exhibition, unique of its kind, is being held in the Purana Paltan ground of Dacca from the 6th of January up to the 27th instant. Exhibitions pertaining to mundane matters are not only not rare but are often times held here and there even during the course of a year, but Exhibition of a Theistic nature, not conceived before, has been brought into vogue in these days of materialism by Paramahansa Parivrajakacharyya Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, the Organiser-in-chief of Gaudiya Mission and the present Acharyya of the Viswa-Vaishnav-Raj-Sabha of Nabadwip, Bengal, who has recently come to Dacca to open this Exhibition.

The aims and objects of this Exhibition are to educate the people in purely Theistic principles inculcated by the Scriptures Srimad Bhagabatam, Sri Chaitanya Charitamritam etc., by means of symbolical representations in the shape of dolls etc. The message of the Absolute Truth as well as the Absolute Realm which can be brought home to the submissive disciple through aural activities has also been attempted to be inculcated through the occular instrument by means of such symbolical representations.

About a hundred stalls have been set up for visualising in a concrete and easily intelligible form, many of the most fundamental principles of the Revealed Religion. The nature of this Exhibition is such that it can be taken advantage of with benefit by all religiously minded people, irrespective of age, sex, caste, creed or colour.

A brief account of a few stalls describing the subject matters demonstrated therein will give

the reader a rough idea of the nature of this Theistic Exhibition.

The ten Avatars (Descents) of Vishnu (Allpervading Divinity) to the mundane plane manifested for discouraging Anthropomorphism, Zoomorphism and all other "isms".

Stairs of Ravana are constructed to show the plight of the ascending empiric method. The material stairs built by Ravana (Empiricism) for scaling the Absolute collapse in empty air.

Sukracharyya and king Bali—to show that family spiritual guides (gurus) opposed to unalloyed service of the Absolute should be discarded.

Dogs, Asses, Pigs and Camels saluting worldly heroes—opponents of the aural reception of the Transcendental Message are comparable to four classes of animals. Dogs follow bitches under every discouragement; Asses are contended beasts of burden ; Pigs wallow in filth; Camels relish prickly thorns.

Pedantic wranglings of empiric scholars obstruct all enquiry about the Absolute.

Artificial concentration of mind practiced by Pseudo-Yogis is ineffective in checking carnal appetites.

The Gardener—Sri Sri Krishna Chaitanya in the role of the Devotee gives away the ripe Fruits of the Love for Krishna to all persons.

Monistic teachings of the Vedanta by Sankara which form the background of the current popular Hinduism in all its forms, are denounced by the Supreme Lord Sri Chaitanya.

Junior Haridas was found guilty by the Supreme Lord in indulging his carnal appetites under the garb of a Bairagi.

He was renounced by the Lord for his offence and not pardoned which led him to drown himself in the Tribeni—a course approved by SreeKrishnaChaitnya as the only fitting explation of his mortal offence.

The six sensuous impulses, represented by six women, are mercilessly assailing their victim—the plight of all worldly persons ; but they are fully controlled in the Person of a Goswami.

The harlot trying to seduce Thakur Haridas ; listening to the chant of the 'Nama' by Thakur Haridas ; then delivered from carnality ; received the Nama' from him and thereafter led a saintly life.

Archana or ritualistic worship of Vishnu is obligatory on all. By worshipping Vishnu all gods are worshipped ; just as by watering at the root of the tree all the branches and leaves are really nourished.

Infant Prohlad is hurled from the summit of a hill ; thrown into the fire pit ; cast into the ocean ; thrown under the feet of a wild elephant ; cast into a dungeon and administered poison. These are not any mundane trials and are non-exittent on the plane of Prohlad.

The surgeon and the sick boy. The surgeon is mistaken as his enemy by the boy suffering from gangrenous sore.

The joy of the boy after cure.

The above and many others of their type are all highly instructive to those who care a little for their religious uplift.

(অনুবাদ)

ঢাকার পুরাণপল্টনস্থাটে এক সুবৃহৎ অভিনব সাধিত্য-প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রদর্শনী ৭ই জানুয়ারী হইতে ৭দিন জানুয়ারী পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকিবে। প্রাচীন বিষয়ের প্রদর্শনী কেবলমাত্র বিরল নয় বরং, সম্প্রতি প্রায়শঃই যেখানে সেখানে প্রায়ই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু গৌড়ীয়-মিশনের প্রধান প্রবর্ত্তক, শ্রীশ্রীবিশ্বৈকরাজ-সভার বর্ত্তমান পাত্রাধ্যক্ষ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পূর্ব্বে কেহ কখনও চিন্তা করে নাই, এমন এক অপূর্ব্ব অভিনব বিষয়ের প্রদর্শনী এই অভূতপূর্ব্বের মূলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে ঢাকায় শুভাগমনপূর্ব্বক এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহের উক্তি শুদ্ধ ভক্তিবিরহিত বিষয় আসক্তিযুক্ত বর্ত্তমান জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়াই এইরূপ প্রদর্শনীর একমাত্র

লক্ষিতব্য বিষয়। যে বাস্তব রাজ্যের ও বাস্তব সত্যের বাণী পরমাগম বিশ্ব শ্রবণ-সাধ্যে প্রাপ্ত হইতে পারেন, সেই বাণী আদর্শ সাধ্যে দর্শন-মুখে চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারাও বোধগম্য করাইবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে।

বেদের নিগূঢ় ভাবাবলীর বহু স্তরকে আদর্শমুখে সহজ-বোধ্যভাবে প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রায় এক শত ইঞ্চ নির্মিত হইয়াছে। প্রদর্শনীটী এরূপ সুন্দর হইয়াছে যে, পশু-স্বভাব জনগণ জাতি-বর্ণ-বয়স-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেই ইহা দর্শন করিয়া লাভবান হইতে পারেন।

কয়েকটী কক্ষে প্রদর্শিত বিষয়-সমূহের একটী সংক্ষেপ ইতিহাস পাঠকগণকে প্রদর্শনী-সম্বন্ধে একটী মোটামুটী ভাব প্রদান করিবে।

পরমেশ্বরে মানবধর্ম ও অনুষ্ঠান-আয়োজ প্রভৃতি মতবাদ এবং অন্যান্য বহু প্রকারের মতবাদ-ত্রুটিকে খণ্ডন করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর প্রপঞ্চে প্রকটিত দশ অবতার।

আয়োজ-পক্ষের অনুসরণেরতঃ-প্রদর্শন-কক্ষে মানবের সিঁড়ি প্রস্তুত করা হইয়াছে। নিঃশ্রেয়স বাস্তব সত্যে পৌঁছিবার জন্য মানব কর্তৃক প্রস্তুত প্রাকৃতসিঁড়ি (অক্ষজ জ্ঞান) সূত্রে স্থানে প্রাপ্ত হয়।

শুক্রাচার্য ও বলিরাজ।—ঋতের সত্যের অবিমিশ্র সেবা-বিরোধকারী কুলগুরুবর্গকে পরিত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য।

প্রাকৃত বীর-পূজক কুকুর, বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দভ।—শ্রবণেন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের শ্রবণ-বিরোধী লোক উক্ত চারিশ্রেণীর পশুর তুল্য। সকল বাধা সত্ত্বেও কুকুর কুকুরীর অনুসরণে রত, গর্দভগণ ভার বহন করিয়া সন্তুষ্ট, শূকরকুল বিষ্ঠা-ভোজনে প্রীত এবং উষ্ট্রগণ কাঁটা গাছ খাইয়া তৃপ্ত।

প্রাকৃত মনীষিগণের পাণ্ডিত্যাভিমান সত্যানুসন্ধানের বিঘ্ন উৎপাদনকারী।

যোগিব্রুবগণের কৃত্রিম উপায়ে চিত্তনিরোধ-অভ্যাস ইন্দ্রিয় তর্পণ-মননে অক্ষম।

মালাকারবরণী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তবেশে কৃষ্ণ-প্রেম-রূপ সুন্দর ফল সকলকে বিতরণ করিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বিভিন্ন আকারে প্রচলিত অনুচিত হিন্দুধর্মের পরিশোধক সত্য-কর্তৃক ব্যাখ্যাত ভেদাভেদ অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেন হরিদাসকে বৈরাগীবেশে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-কার্যে প্রশ্রয় দিবার জন্য দণ্ডিত করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অপরাধের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করেন এবং ক্ষমা না করায় ছোট হরিদাস ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করেন। এইরূপ বিধান হরিদাসের গুরুতর পাপের একমাত্র উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

ছলনী কাহিনী মূর্তিদ্বারা প্রদর্শিত হইয়া বিশুদ্ধ-বিরুদ্ধভাবে তাহাদের শিকারকে (বন্দীকৃত ব্যক্তিকে) আকর্ষণ করিতেছে—ইহাই প্রপঞ্চাগত জনগণের দুরবস্থা। কিন্তু সেই বিশুদ্ধটুক গোস্বামি-দেহে পূর্ণভাবে বর্তমান।

ঠাকুর হরিদাসকে প্রলুব্ধ করিতে বারবনিতা বেশ্যার ঠাকুরের কীর্তিত হরিনাম-শ্রবণে পাপ-প্রবৃত্তি হইতে মুক্তি-লাভ, ঠাকুরের নিকট হরিনাম-গ্রহণ এবং পরে সাধুজীবন যাপন।

সকলেরই বিষ্ণুর অর্চন কর্তব্য। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিলে বৃক্ষের শাখাপল্লব পুষ্টি লাভ করে, তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চনে সকলের পূর্তি হয়।

বালক প্রহ্লাদকে পর্বত-শিখর হইতে নিম্নপ্রদেশে, অগ্নিকুণ্ডে, সমুদ্রগর্ভে, মত্তহস্তীপদতলে এবং কারাগারে নিক্ষেপ ও বিষপ্রয়োগ,—এই সকল পার্থিব কোন পরীক্ষা নহে এবং প্রহ্লাদের সমকক্ষিকায় ইহাদের কোন প্রকার অস্তিত্ব নাই।

অক্ত-চিকিৎসক এবং একটী শিক্ষিত বালক। বালীবাসী শিক্ষিত বালকের চিকিৎসককে তাহার শত্রু বলিয়া ভ্রম। আয়োপা-লাভে বালকের আনন্দ।

বালায় আত্মোন্নতির জন্য বিন্দুমাত্রও সতর্ক, তাহাদের বিশেষ শিক্ষার উপযুক্তি এবং ঐ প্রকার আর ও বহু বিষয় প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

["অমৃতবাজার" ১১ই জানুয়ারী (১৯৩০)]

Theistic Exhibition

Opened at Puran Paltan in Dacca

(From Our Own Correspondent)

Dacca, Jan. 7.

The much expected Theistic Exhibition was opened last night in the midst of great

enthusiasm in the maidan at Purana Paltan by His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad the President Acharyya of the Gaudiya Mission. Before the Presidential speech Swami Bon welcomed the invited ladies and gentlemen in a neat little speech on behalf of the Secretary of the mission and explained the object of holding such an Exhibition.

In opening the Exhibition the President delivered a learned lecture in Bengali mentioning a short history of the beginning of the Exhibition at Kurukshetra, then at Sreedham Mayapur, (Navadwip) and Calcutta and now at Dacca. He fully explained the utility and significance of spiritual exhibitions and said that the Exhibition would show how the spiritual uplift of the animated kingdom was possible. He also discussed at some length the aspects of 'Karma', 'Jnana' and 'Bhakti' showing the futility and imperfections of the means of 'Karma' and 'Jnana' over 'Bhakti' and this was the message of the Supreme Lord Sree Krishna Chaitanya to the humanity at large.

The circular pandal erected in the centre of the circular Exhibition ground was tastefully decorated with electric lights, curtains, festoons etc., to receive the invited ladies and gentlemen of the city, including Mr. G. H. Langley, Vice-Chancellor of the Dacca University, large number of the University teachers and the leading personages of the city. Swami Bon offered thanks to the Government and different persons who had helped the Mission in connection with the Exhibition in various ways and also the guests who encouraged the organisers by their presence.

After the Presidential address the Exhibition was declared open with the hoisting of a flag on the top of the pandal by the President himself. The invited ladies and gentlemen and the numerous visitors were then conducted through the stalls. The significances of various exhibits numbering about 90 was explained to all by the President, Tridandi Sannyasins, Brahmacharins and other members of the Mission.

The object of the Theistic Exhibition is to offer comparative ideal of the fundamentals of religious faith in a visible and easily intelligible form by means of dolls, pictures and other appliances. It is necessary at the present moment for vigorous world-wide propaganda for popularising the universal and urgent necessity of the Service of the Absolute Truth.

The whole Exhibition compound covers an area of six bighas of land on the Paltan Maidan granted free by the Govt. The stalls neatly arranged and beautifully decorated with two massive gates for entrance and exit and the variegated electric lights present a most charming and and attractive sight.

(অনুবাদ) ঢাকা, ৭ই জানুয়ারী

শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও বিশ্বগুরু পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক গত জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত সংশিক্ষা-প্রদর্শনী ঢাকা পুরাণ-পল্টন-মাঠে বিশেষ জনসমারোহে উদ্বোধন করা হইয়াছে। পরমপূজ্য মহোপদেশক অভিভাষণ প্রদানের পূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণকে অভ্যর্থনা-মুখে এই প্রকার অভিনব প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বর্ণন করেন।

প্রদর্শনী-উদ্বোধনকালে পরমপূজ্য মহোপদেশক মহারাজ এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শনীর সংক্ষেপ ইতিহাস, পরে মায়াপুর, কলিকাতা এবং অধুনা ঢাকায় প্রদর্শনী-সম্বন্ধে বর্ণন করেন। পারমার্থিক প্রদর্শনীর উপকারিতা ও তাৎপর্য্য-বর্ণনমুখে তিনি বলেন যে, চেতনরাজ্যের আধ্যাত্মিক কি উপায়ে সম্ভব, প্রদর্শনী তাহা দেখাইয়া দিবে। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির নিজ নিজপরিধানে আলোচনা-মুখে ভক্তির নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞান-পন্থার অসম্পূর্ণতা ও নিরর্থকতা প্রদর্শন করেন এবং ইহাই মানবজাতির নিকট পরমপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী, এরূপ ঘোষণা করেন।

বৃহদাকার প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থ গোলাকার প্যাণ্ডেলটী বৈদ্যুতিক আলো, আবরণ, পুষ্পমালা প্রভৃতি মূল্যবান সমারোহে সজ্জিত করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর মিঃ জি, এইচ ল্যাঙ্গলি, বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক শিক্ষক, সহরের বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলা ও পুরুষগণকে এই স্থানে সমবেত দেখা যায়। সরকার বাহাদুর ও যে-সকল ব্যক্তি প্রদর্শনী-কার্য্যে বিভিন্নভাবে সহায়তা করিয়াছেন এবং যে-সকল অন্যান্য ব্যক্তি প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়া প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাবিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ তাঁহাদের সকলকেই ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অভিভাষণ-প্রদানান্তে সভাপতি মহোদয় বক্ষ্যমাণ ছয়-সপ্তাহের উপযোগী দেখে পতাকা উত্তোলন-পূর্ব্বক প্রদর্শনী উন্মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বিভিন্ন মহিলা, পুরুষ ও অন্যান্য দর্শকগণকে ইহার মধ্য দিয়া পরিচালিত করা হয়। সভাপতি মহোদয়, তিদণ্ডি সন্ন্যাসিগণ, ব্রহ্মচারী ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য সভ্যগণ প্রায় ১০টী প্রদর্শনীর বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন।

মূর্ত্তি, আলেখ্য ও অন্যান্য উপায়ে সরল-ভাষা ও প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্মের মৌলিক তত্ত্বগুলির তুলনা-মূলক আদর্শ-প্রদর্শনীই এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে বাস্তব-সত্তা-সেবার সার্ব্বজনীন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়তাকে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করাইবার জন্য প্রবলভাবে বিশ্বব্যাপী প্রচার আবশ্যক।

সম্পূর্ণ প্রদর্শনীক্ষেত্র পল্টন-মাঠের বহু বিঘা জমি অধিকার করিয়াছে এবং এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সহরের বাহিরে বিদ্যালয়ের প্রদর্শনীর ব্যবহারের জন্য প্রদান করিয়াছেন। প্রদর্শনী-গৃহগুলি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে। প্রদর্শনীতে প্রবেশ ও বহির্গমনের দুইটী প্রশস্ত তোরণদ্বার প্রস্তুত আছে। বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ইহা এক অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষক দৃশ্য রচনা করিয়াছে।

['অমৃতবাজার' ১৯শে জানুয়ারী (১৯৩০)]

(From Our Own Correspondent)

Dacca, Jan. 16

The Theistic Exhibition or Sat-Siksha Pradarsani as it has been termed in Bengali which was opened in Dacca on 6th January last has been able to attract a large number of visitors every day. The interest of the people in this unique Exhibition has been greatly enhanced by a number of learned 'Sannyasins' and 'Brahmacharins' of the Gaudiya Math who have been explaining to the visitors the significance of various attractive exhibits. The educated people of all denominations both males and females, are the foremost among visitors and they see the exhibits very inquisitively and listen to the interesting explanations. The unique character of the Exhibition, its novel method of teaching and its educative value are being highly appreciated by all, especially by the educated and thinking people. Apart from its educative value the beautiful Krishnagar dolls which have formed the principal parts of the exhibits are by themselves very attractive and are worth seeing from the artistic point of view.

(অনুবাদ)

ঢাকা, ১৬ই জানুয়ারী

গত ৬ই জানুয়ারী ঢাকা নগরীতে যে Theistic Exhibition বা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহা বহু দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর বিষয়গুলি শ্রীগৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ ও ব্রহ্মচারিগণ সমবেতরূপে বুঝাইয়া দেওয়ায় এই অভূতপূর্ব্ব প্রদর্শনীর প্রতি সমাগত ব্যক্তিগণের আগ্রহ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। দর্শকসম্প্রদায়ের মধ্যে সকল শ্রেণী ও বর্ণের সুশিক্ষিত মহিলা ও পুরুষগণ অগ্রণী। তাঁহারা অন্যান্য কৌতূহলের সহিত ও নিবিষ্টচিত্তে প্রদর্শনীর বস্তুগুলি দর্শন করিয়া অনুক্ষণ তাহার ভূয়া প্রশংসা করিতেছেন। এই প্রদর্শনীতে নূতন প্রণালীতে বাস্তব বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। প্রধানতঃ শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা আরও গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। ইহার বহু-বিষয়ক শিক্ষা-প্রদান-সম্বন্ধীয় কৃষ্ণনগরের মৃন্ময়ী পুতুলগুলি কলা-শিল্পের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষক ও সুদর্শনীয় হইয়াছে।

বিশেষ-মাস-পঞ্জী

১১ মাধব, ৯ মাঘ, ২২ জানুয়ারী রবিবার ষট্‌তিলা একাদশীর উপবাস।

১৯ মাধব, ১৭ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী সোমবার শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মোৎসব। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব; শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী উৎসব।

২১ মাধব, ১৯ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে মহোৎসব।

২৪ মাধব, ২২ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীমদ্ মল্লাচার্য্যের তিরোভাব—ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে মহোৎসব।

২৬ মাধব, ২৪ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার ভৈমী একাদশীর উপবাস।

২৭ মাধব, ২৫ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বরাহ দ্বাদশীর উপবাস।

২৮ মাধব, ২৬ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার দিবস শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব ও উপবাস। প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে চারি দিবসব্যাপী মহামহোৎসব।

৩০ মাধব, ২৮ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব।

আগামী ২৬শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয়
শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর
জন্মোৎসবোপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন।
১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৬শে ফাল্গুন
শুক্রবার পর্য্যন্ত নয়দিন নয়টি দ্বীপ
পরিক্রমা হইবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ শনিবার হইতে দিবসত্রয়
শ্রীধাম-মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপের যোগপীঠে
শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে।

১১শ খণ্ড | গৌড়ীয় মঠ, ২২শে মাঘ শনিবার, ১৩৩৯, ৬ষ্ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ | ২৬শ সংখ্যা

ঢাকা-প্রদর্শনী-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীজয়তাং পাত্রেষাঢ্য-প্রবর ও বিকুণ্ঠার শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঢাকা-নগরীতে গত ৬ই জানুয়ারী "সংসিক্ষা-প্রদর্শনী" উদ্ঘাটন করিবার পর পূর্ব্ববঙ্গবাসী শিক্ষিত-সমাজে একটী সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পরমার্থ-শিক্ষার এরূপ অভিনব ও অদ্ভুত প্রণালী আবিষ্কৃত দেখিয়া উচ্চশিক্ষিত সমাজ ইহা দর্শন ও দর্শন-পূর্ব্বক একবাক্যে সমস্বরে উচ্চৈঃস্বরে ইহার আয়োজনের প্রতি অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবর্গ, পণ্ডিতমণ্ডলী, সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন,—এরূপ প্রদর্শনী কোন যে ঢাকায় সম্পূর্ণ নূতন, তাহা নহে, পরন্তু ইহা সমগ্র জগতের পারমার্থিক-ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিবে। ইহা মানবজাতির প্রতি শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহাদান।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যে-দিবস ঢাকায় "সংসিক্ষা-প্রদর্শনী" উদ্ঘোধন করেন, সে-দিন ঢাকা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার মিঃ ল্যাঙ্গলী (Langley), ঢাকা জগন্নাথ-কলেজের প্রোফেসর ডাঃ আর, সি, মজুমদার এম, এ, পি এইচ, ডি; ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ষ্টার্ট ও দর্শন-শাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ; সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বামাপদ চক্রবর্ত্তী এম, এ; শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ; শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ; এবং আরও বহু বহু অধ্যাপক ও পণ্ডিতবর্গ তথা স্থানীয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণের সারবত্তা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

গত ১২ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকার সময় ঢাকার Baptist Mission-এর Bishop

Rev. S. P. Northfield M. A. প্রায় একঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে "শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত আত্মধর্মের বৈশিষ্ট্য ও অসমোর্দ্ধত্ব" সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত কর্মফলত্যাগের এবং খৃষ্টীয় নীতির altruism ও শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত extended বা শুদ্ধ Altruismএর পার্থক্য, বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মের নীতিতে নিম্ন প্রাণীজগতের দেহ-হিতৈষণা, খৃষ্টীয় নীতিতে মানবজগতের দৈহিক ও মানসিক হিতৈষণার প্রতি তদপেক্ষা অধিকতর দৃষ্টিদান এবং বৈষ্ণবধর্ম্মে আত্মার হিতৈষণার চেষ্টা আর শ্রীচৈতন্যদেবের পরোপকার-চেষ্টায় আত্মার সর্ব্বোত্তম বিকাশের বাস্তবতা কিরূপভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত সিদ্ধান্ত বা সুনির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্ম—যাহা প্রত্যেক আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি,—তদ্ব্যতীত অন্যান্য মনোধর্ম্মে সেবাবিগ্রহ পরমেশ্বরকে কিরূপ বিভিন্ন প্রচ্ছন্ন আকারে সেবকরূপে পরিণত করিবার অভিসন্ধি রহিয়াছে, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ নানাভাবে বিশ্লেষণ করিয়া প্রদর্শন করেন। পরমেশ্বরকে পরিপূর্ণ সবিশেষ—স্বরাট্ বলিবার পরিবর্ত্তে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া প্রতিপাদন করিলে, তাহাতে কিরূপে পরম বস্তুকে জীবের ইন্দ্রিয়ের ভৃত্যরূপে পরিণত করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হয়, তাহাও শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের বৈশিষ্ট্য ও তাহার বিবর্ত্তের কথা কীর্ত্তন করেন। একমাত্র শব্দব্রহ্মই ইন্দ্রিয়-পূর্ব্বক প্রাকৃত জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রাকৃত হইতে সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট থাকিয়া সকলের সেবোন্মুখতা-বিধান-পূর্ব্বক অপ্রাকৃতের বাস্তবস্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন। অপ্রাকৃত শব্দ যথার্থ কর্ণবেধ-সংস্কার বিধান করিয়া জীবকে প্রাকৃতত্বের ঘৃণ্যতীয় মলের কলঙ্ক পরিত্যাগ করাইয়া থাকেন এবং জীবের সমস্ত ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিয়মিত ও সেবোন্মুখ করিয়া থাকেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ খৃষ্টধর্ম্মের দশ আজ্ঞার অন্যতম "Don't take God's name in vain"এর যথার্থ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন। ভগবানের সেবায় অন্য বিষয়ের ভগবানের নাম-গ্রহণ—"in vain" নহে। জীবের কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অর্থাৎ যশ, ধন, ধান ও যৌক্তিকতা লইয়া ভগবানের নাম-গ্রহণ করিলে, তাহাই "in vain"। তাহাই উক্ত আজ্ঞার যথার্থ তাৎপর্য্য। কৃতক বক্তা, কৃতক শ্রোতা, কৃতক গুরু, কৃতক শিষ্য, ব্যবসায়ী পুরোহিত প্রভৃতি কখনই ভক্তি-পথের পথিক নহে। ইহাই শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। শ্রীচৈতন্যানুগ্রহপ্রাপ্তগণ প্রেমের অকপট সেবক। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ আড়াই প্রকার উন্নত রস এবং পরমেশ্বরের নিষ্কৃষ্ট-বিচার অপেক্ষা পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত পুরুষ-বিচারের সৌন্দর্য্য ও প্রেমময়ত্ব প্রভৃতি কীর্ত্তন করিলেন।

Rev. Northfield মানবশরীরে পাপ হইতে সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ম্মুক্তি অসম্ভব বলিয়া স্থাপন করিতে চাহিলে এবং খৃষ্টীয়ধর্ম্মের পাপ-পুণ্যের বিচারের কথা অবতারণা করিলে শ্রীল প্রভুপাদ উপনিষদের—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"

—এই মন্ত্রটী কীর্ত্তন করিয়া তদ্বিষয়টি আলোচনা করিলে ইহজগতে অবস্থানকালেই মানব কিরূপে সম্পূর্ণভাবে পাপ-পুণ্যের হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত আত্ম-বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহা প্রদর্শন করিলেন। পাপ-পুণ্যের বিচার কর্ম্মজড়গণের প্রাকৃত-বিচার-মাত্র। তাহা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর রত্নকবচ-শীলায় প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্তিলতার অভিধান আরম্ভ হইলে পাপ-পুণ্যের ক্ষুদ্র বিচার অনায়াসে বিরজার জলে ডুবিয়া যায়।

Rev. Northfield শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তে এরূপ বড় কথা আছে—যাহা মানবজাতির মনীষার অগম্য, তাহা বোধ হয় তিনি এতাবৎকাল কল্পনায়ও ভাবিতে পারেন নাই। এজন্য সে-দিন তিনি আচার্য্যবর্য্যের শ্রীমুখে extended Christianityর কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ-ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

গত ১৩ই মাঘ্মারী ব্রহস্পতি ৪৯ ঘটিকার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরমবন্ধু ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ রায় এম, এ, পি এইচ্, ডি, অধ্যাপক এস, এন্, বোস এম, এ, মহাশয়দ্বয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

প্রদর্শনী-কার্য্যালয়ে আগমন করেন। ভক্তির রায় প্রভুপাদের শ্রীকণ্ঠে মাল্য প্রদান করিয়া উপবেশন করিলে প্রভুপাদ প্রায় ২ ঘণ্টারও অধিক-কাল "ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য" বলিবার জন্য—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

—শ্লোকের বিস্তৃত ও অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করেন।

তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ প্রথম হইতে প্রদর্শনীর একএকটী প্রতিপাদ্য বৃত্তের বিষয় ব্যাখ্যা করেন। ভক্তির এস, এন, রায় এম, এ, পি এইচ্, ডি মহোদয় 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট পুনঃ পুনঃ বলেন যে, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়া তিনি জীবনে এক নূতন বাস্তব রাজ্যের অনুসন্ধান পাইলেন। প্রদর্শনীর দ্বারা পরমার্থ-শিক্ষার এরূপ অভিনব প্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়া ভক্তির রায় পুনঃ পুনঃ আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ১৩ই জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণে ঢাকা জেলার মাননীয় জজ বাহাদুর এ, এন্, সেন, বার, এট্, ল, সপরিবারে প্রদর্শনীক্ষেত্রে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও কিছুকাল উপদেশ শ্রবণ করেন। পরে তিনি এক একটী করিয়া প্রদর্শনীর সমস্ত বৃত্ত দর্শন করিয়া পরমার্থ-শিক্ষার এরূপ নৈষ্ঠিক প্রণালীর বিষয় উল্লেখ-পূর্ব্বক বর্ত্তমান যুগে ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা জ্ঞাপন করেন। অত্যন্ত বিমুখকেও এই প্রদর্শনী চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী ও নির্ম্মলা ভক্তি শিক্ষা দান করিবে, সন্দেহ নাই। আচার্য্যের এই দান সম্পূর্ণ অভিনব অথচ সনাতন। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট বোর্ডের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ও সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর প্রত্যেকটী বৃত্ত দর্শন ও প্রচারকগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।

গত ১৪ই জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণে ঢাকা জগন্নাথ-কলেজের প্রোফেসর ও ইতিহাসের প্রবীণ, প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভক্তির আর, পি, যদুনাথ এম, এ, পি এইচ্, ডি মহাশয় সপরিবারে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে আগমন-পূর্ব্বক প্রত্যেক বৃত্তের বিষয় ও শিক্ষা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের শ্রীমুখে শ্রবণ করিতে করিতে বৃত্ত-সমূহ দর্শন করেন। ভক্তির যদুবাবুর পরমার্থ-শিক্ষার এরূপ অভিনব-প্রণালী এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্যের জীবের শিক্ষার জন্য এরূপ অমানুষী চেষ্টা-দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৪ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অপর একজন অধ্যাপক প্রদর্শনীক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক প্রশ্ন-অবতারণা-মুখে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণ করেন। অধ্যাপক মহাশয়ের প্রশ্নের ভাষা এইরূপ ছিল—"শ্রীকৃষ্ণ মানব-রূপ 'ধারণ' করিয়া যখন জগতে আসিলেন এবং লীলা করিলেন, তখন তাহা কিরূপে নিত্য হইল?" তাঁহার আর একটি প্রশ্ন ছিল—"শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ষট্‌সন্দর্ভের প্রারম্ভে সাধারণ পাঠকের প্রতি কেনই বা 'শপথ' প্রদান করিলেন? ঐ 'শপথ' প্রদানের দ্বারা শ্রীজীবগোস্বামীর অনুদারতা ও বৈষ্ণবোচিত মৈত্রের অভাব বিজ্ঞাপিত হইতেছে।"

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ১½ ঘণ্টাকাল অধ্যাপকের উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরকীর্ত্তনমুখে অনেক বিষয় আলোচনা করেন। প্রথমতঃ প্রভুপাদ বলেন যে, ঐরূপ প্রশ্নের ভাষাই আপত্তিজনক; উহা যথার্থ পারমার্থিক শিক্ষকের নিকট শ্রবণের অভাবে ও কেবল জড়বিচিত্রতার অভিজ্ঞতার অনুমিতি হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। 'কৃষ্ণ' যদি product of nature অর্থাৎ প্রকৃতিজাত কোন বস্তু হইতেন, তাহা হইলে ঐরূপ অনুধান কার্য্যকরী হইত। কিন্তু কৃষ্ণ ঐ জাতীয় বস্তু নহেন; ব্রহ্ম-পরমাত্ম-প্রতীতিরও আকর বস্তু তিনি—তিনি সর্ব্ব-কারণ-কারণ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; তিনি অবিচিন্ত্যবিগ্রহ স্বরাট্, স্বরূপশক্তিমান্। তাঁহার স্বরূপশক্তির দ্বারা তিনি নিত্যকাল তাঁহার লীলা প্রকাশ করিয়া লীলাপুরুষোত্তমরূপে বিরাজিত। ইহা নহে যে, তিনি শাশ্বতস্বরূপে নিরাকার নির্ব্বিশেষ; আর অনুগ্রহরূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি জগতে অবতীর্ণ হন ও লীলা প্রকাশ করেন। তাঁহার অধোক্ষজ বিভূজমুরলীধর-স্বরূপ নিত্যকাল ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-প্রতীতির মূল আকররূপে, ব্রহ্মযোনিরূপে বিরাজিত। সেই অবিচিন্ত্য—

শক্তিসঞ্চারিণী, শক্তিস্বরূপিণী শ্রীমূর্ত্তি বহুসংখ্যক নিজ-স্বরূপ যৌথভাবে প্রকটিত করেন। এই শ্রীগুরু কেবল ঐতিহাসিক, রূপক, কাল্পনিক বা সাময়িক বস্তু-বিশেষ নহেন। তিনিই একমাত্র বেদ্য বাস্তব বস্তু, নিত্যলীলাস্থ নীলাপুরুষোত্তম, ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-প্রতীতি সেই নীল-পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীগুরুদেবেরই অসমোর্দ্ধ ও আংশিক প্রতীতি-বিশেষ।

শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভুর সন্দর্ভের প্রারম্ভে মঙ্গল-প্রধানের কারণ শ্রুতির মন্ত্রেই ব্যক্ত হইয়াছে,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্রুতির ঐ মন্ত্র অনুধাবনে প্রকাশিত হয় নাই, পরন্তু যোগ্যতা-বিহীন হইয়াছে। অন্ধ যদি কোন মূল্যবান দৃশ্য বস্তু দর্শন করিবার অযাচায়িকী চেষ্টা দেখাইতে গিয়া উক্ত বস্তুকে বিকৃতি করে, কিংবা বানর যদি মুক্তার মালাকে বদরী ফল মনে করিয়া উহাকে আস্তাবুড়ে ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে যেমন বস্তুর বস্তুর কোন সার্থকতা সম্পাদিত বা ঐ সকল ব্যক্তিরও কোনও প্রয়োজন নাই হয় না, বস্তুর অযোগ্য ব্যক্তির, মর্ত্যবুদ্ধিতে অভিনিবিষ্ট ব্যক্তির নিকট অকৈতব অতিমর্ত্য বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞানের দ্বার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অপ্রাকৃত বস্তু প্রভৃতি তাহার অভাবে অযোগ্য ব্যক্তির দুষ্কর-লাভের পরিবর্ত্তে সুকরই ঘটিয়া থাকে। প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় সেই দুষ্কারেরই প্রচা ও উদ্ভাবিকারী।

গত ১৮ই জানুয়ারী সোমবার অপরাহ্ণ চারা ইণ্টার-মিডিয়েট্ কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক সজ্জনবর শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম, এ, মহাশয় সপরিবারে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন এবং পারমার্থিক-প্রদর্শনীর প্রত্যেকটী বিষয় শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

কিছুকাল পরে অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দে মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ছান্দোগ্য শ্রুতির সত্যকাম-জাবালের উপাখ্যান, শঙ্কর-ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন,—আচার্য্য শঙ্কর ও আনন্দগিরি উভয়েই বলিয়াছেন যে, জবালা অত্যধিক অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়া পতির 'গোত্র'-জিজ্ঞাসার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই; বিশেষতঃ আধুনিক কালের মত তদানীন্তন মহিলাগণ উড়িয়া ব্রাহ্মণ-পাচকের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ংই পাকাদি কার্য্য করিতেন বলিয়া তিনি পতির গোত্র-জিজ্ঞাসার আর সময়ই পান নাই।

শ্রুতির মন্ত্রে স্পষ্টভাবে যে তাৎপর্য্য ও ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অভিসন্ধিমূলে অনৈস-র্গিকতার আচার্য্য শঙ্কর যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাহা খণ্ডন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রুতির মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া বলেন,—"তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সৌম্যাসীতি। স হোবাচ—নাহমেতদ্বেদ তো যদ্গোত্রোঽহমস্মি। অপৃচ্ছং মাতরম্। সা মা প্রত্যব্রবীৎ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে। সাহং ন্বেতৎ ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি। জবালা তু নামাহমস্মি। সত্যকামো নাম ত্বমসীতি। সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি তো ইতি। তং হোবাচ—এতদ্ব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি। সমিধং সোম্যাহর। উপ ত্বা নেষ্যে। ন সত্যাদগা ইতি।" (ছাঃ ৪।৪।৪) "বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে। সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি"—বাক্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত ও অর্থকে বিকৃত বা রূপান্তরিত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। 'বহ্বহং' পদে "বহু" শব্দটী ক্রিয়াবিশেষণ অথবা বর্ণনাচকরূপে (বিশেষ্যবাচকরূপে) প্রযুক্ত। 'বহু' শব্দ-দ্বারা বহুত্বে, বহুত্বমে বহুলোকের পরিচর্য্যা এবং তদ্ব্যতিরিক্ত পরেই "যৌবনে ত্বামলভে" বাক্যের দ্বারা পরিচর্য্যার ফল সূচিত হইয়াছে। যদি গোত্র না জানার কারণ নিজ-পতিগৃহে বহু সেবার ব্যস্ততাই হইত, তাহা হইলে তৎসঙ্গে-সঙ্গেই "যৌবনে ত্বামল-ভে" বাক্যের সার্থকতা কি? "বহুসেবা করিতে করিতে যৌবনে তোমাকে পাইয়াছি", ইহাই কি পবিত্র গোত্র না জানিবার সমীচীন কারণ-নির্দ্দেশ? "যৌবনে" শব্দের দ্বারা শ্রুতি গভীর ও সংযত ভাষায় যে অন্তরঙ্গাটিক সত্তা প্রকাশিত বা ইঙ্গিত করিতে চাহেন, অভিসন্ধিমূলে তাহার বিকৃতি করিলে সত্যের অপলাপ হয় না কি? যৌবনেই পুত্র প্রসূত হয়। সুতরাং "যৌবনে 'বহু' পরিচর্য্যাংশে তোমাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছি"—এইরূপ উক্তির অন্তরে অন্য কোন ইঙ্গিত না থাকিলে ঐরূপ উক্তি অপ্রাসঙ্গিক ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর এইরূপ উক্তির মধ্যে যে ইঙ্গিতটুকু

আছে, তাহা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সংযত ভাষায় প্রকাশিত হইলেও ঋষি গৌতম তাহা যদি বুঝিতে না পারিতেন, তাহা হইলে তিনিই বা কেন শঠতাকে সরলতা ও সত্যবাদিতার বাহক বলিয়া প্রকাশ করিবেন? "পিতা বা মাতার পুত্র"—এই প্রকার উক্তির মধ্যে সরলতা বা সত্যবাদিতার কোন নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য নাই—ইহা সর্ব্বসাধারণেরই অভিজ্ঞতার বিষয়। কিন্তু মাতার অন্যপ্রকার বিচার-সত্ত্বেও যখন সত্যকাম সংলভাবে তাহা প্রকাশ করিলেন, তখনই না গৌতম ঐরূপ উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া বালকের অনাবৃত সত্যবাদিতা ও সরলতার প্রশংসা-পূর্ব্বক বলিলেন,—"এরূপ প্রকাশ করিয়া বলিবার যোগ্যতা ব্রাহ্মণেরই সম্ভব; অতএব তোমাকে উপনয়ন সংস্কার প্রদান করিব।" গোপনীয় যে বিষয় লোকের নিকট প্রকাশে ব্যক্তিগত বা সামাজিক সম্মানের হানি হয়, তাহা অকপটে প্রকাশ করার নামই সরলতা ও সত্যবাদিতা। সাধারণ বিষয় বা সকলের পরিজ্ঞাত বিষয়ে সরলতা ও সত্যবাদিতার কোনই পরিচয় নাই। ইহা দ্বারাই "বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী"—এই বাক্যের প্রকৃত ইঙ্গিত স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রুতি কখনও গ্রাম্যভাষার কোন পরিবার বা সমাজের নীতিবিগর্হিত বিচার প্রকাশ করিতে পারেন না। জগতেও দেখা যায়, সভ্য বা পণ্ডিতজন সংযত ও গম্ভীর ভাষায়ই গুপ্ত বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। বিষয়টী ইতর ভাষায় বলা হয় নাই বলিয়া যদি উহাকে অন্যপ্রকার কদর্থ করিবার কোনও অভিসন্ধি করা হয়, তাহা হইলে উহা বিপ্রলিপ্সা বা ছলনামাত্র। সাধুগণ বহু স্থানে তাহাদের বলিয়াছেন যে, অবৈষ্ণব ব্যক্তিগণকে মোহিত করিবার জন্য—শ্রুতি-মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ অবৈষ্ণব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের নিকট গোপন করিবার জন্য—শ্রুতির স্পষ্ট ও অকৃত্রিম অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোল-কল্পিত তাৎপর্য্যে শ্রুতির উজ্জ্বল মন্ত্র আচ্ছাদন করিবার জন্য তপবিদ্ভার রুদ্রদেব আচার্য্য শঙ্করক্রপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারকালে কতবার উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব—এই দুইপ্রকার সর্গের মধ্যে অবৈষ্ণব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ সৌক্রবারায় বিচারকেই বহুমানন করেন। আর বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ শ্রৌত বা আম্নায়-পারম্পর্য্যে বিচারকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অবৈষ্ণব-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ যাহাতে সৌক্র-ধারাকে শ্রুতির কদর্থের দ্বারা সমর্থন করিয়া অধিকতর বঞ্চিত হইতে পারে, তজ্জন্যই মায়াবাদী আচার্য্য শঙ্করের শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য তদীয় স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্যমেঘের দ্বারা আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা।

দ্বিতীয়তঃ যুক্তি ও বিচার আচার্য্য শঙ্করের ঐরূপ স্বকপোল-কল্পিত মতবাদকে সংরক্ষণ করিতে পারে না। উহা যে অবৈষ্ণব-মোহনার্থতার শঙ্করাচার্য্যের অবৈষ্ণবগণের প্রতি ছলনা, তাহা যুক্তি-বিচার প্রমাণ করিয়া দেয়। যদি মতবাদিগণের মতকে স্বীকার করিয়াও বলা যায়, জবালা বহু অতিথি-অভ্যাগতের পরিচর্য্যায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁহার পতির গোত্রটী পর্য্যন্ত জানিবার কোন সুযোগ বা সময় ঘটে নাই, তাহা হইলেও দেখা যায় যে, ইহা সম্পূর্ণ ছলনা-মূলক। কেন না, যদি জবালা কাহারও বিবাহিত পত্নী হন, তাহা হইলে অন্ততঃ বিবাহ-কালের সময়টুকুতে তিনি অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় ব্যস্ত ছিলেন না। বিবাহের মন্ত্রপাঠকালে স্বামীর গোত্রপ্রবরাদি পুরোহিত নিশ্চয়ই জবালার কর্ণগোচর করাইয়াছিলেন। গর্ভাধানকালেও যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, তাহাতেও পতির গোত্রাদির কথা তিনি শুনিতে পাইলেন নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক, সন্দেহ নাই। বিবাহ হইল, পতির সঙ্গ হইল, পুত্র হইল, অথচ তিনি পতির নাম-গোত্র জানেন না,—জবালাকে এরূপ ন্যাকাবোকা সাজাইবার চেষ্টা যাঁহাদের, তাঁহাদের অভিসন্ধি কতটা প্রকৃতিপূর্ণ, তাহা সুধী সামাজিকগণ বিচার করিবেন। বরং উহাতে ঐরূপ অযৌক্তিক ওকালতি করিতে গিয়া জবালাকে আরও অধিকতররূপে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আদর্শ সরলতা ও সত্যবাদিতার উদাহরণের মধ্যে কপটতা ও মিথ্যাবাদিতার একটী চরম আদর্শ দেখাইয়া ও ছলের সাহায্যে উপস্থিত করিবার যে চেষ্টা, তাহা অবৈষ্ণব-মোহন-ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতিথি-অভ্যাগত-সেবা-নিপুণা সর্ব্বসাধারণা স্ত্রীমাত্রেই প্রাচীনকালে গোত্রের সংবাদ রাখিতেন। বর্ণসঙ্করা স্ত্রী বা পুরুষ—সকলেই নিজ-নিজ গোত্রের সংবাদ রাখেন। বালক সত্যকামের মুখে তাহার মাতার চরিত্র-সম্বন্ধে যে সত্য ও সরল বাক্য গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সংযত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কোন যুক্তি-দ্বারাই আবৃত করা যাইতে পারে না। ঐরূপ অনুষ্ঠিত গোপনীয়

সত্য সরলভাবে প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়াই সত্যকামের সরলতা ও সত্যবাদিতা গৌতম স্বীকার করিয়াছেন এবং সেই লক্ষণেই সত্যকামকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিও শ্রুতির এই তাৎপর্য্যকে বিস্তার ও প্রকাশ করিয়াছেন,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
সর্ব্বে বৈ যোনিজা মর্ত্যাঃ সর্ব্বে মূত্রপুরীষিণঃ।
একেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ার্থিত্বাৎ তস্মাচ্ছীল গুণো দ্বিজঃ॥
(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩১-৩২)

ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ যো বয়মব্রাহ্মণা বেতি।
(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।৩২ শ্লোকের নীলকণ্ঠ-টীকাধৃত শ্রুতি)

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥
(মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৯।১৮)

যত্র যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥
(ভাঃ ৭।১১।৩৫)

শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মৃষাঃ, ন জাতিমাত্রাৎ। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত, তত্তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতিনিমিত্তেন ইত্যর্থঃ। (ভাঃ ৭।১১।৩৫ ভাবার্থদীপিকা)

এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেঽপ্যস্তি তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ। শূদ্রলক্ষণকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্যং শমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।
(মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৩-২৬ নীলকণ্ঠ-টীকা)

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের উক্ত শ্রুতিদ্বয়কে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিবার আরও কতকগুলি অপরিত্যাজ্য কারণ রহিয়াছে। তাহা শ্রীমধ্বাচার্য্য এবং 'মণিমঞ্জরী'-লেখক প্রকাশ করিয়াছেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের বিভিন্ন সামাজিক প্রথার ইতিহাস কীর্ত্তন করেন।

গত ১৮ই জানুয়ারী বুধবার অপরাহ্ণে নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্, অব্, পুলিশ এবং বর্ত্তমানে চাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এস্, পি, মিঃ প্রায়র (Prior) মিসেস্ প্রায়রের (Mrs Prior) সহিত প্রচারনীকেন্দ্রে আগমন করেন এবং কিছুকাল শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। তৎপরে মিঃ প্রায়র ও মিসেস্ প্রায়র উভয়েই "সৎশিক্ষা-প্রচারনী"র এক একটী কপি তাঁহাদের বিদেশীয় বিষয়ের সহিত ক্রয় করিতে করিতে দর্শন করেন। শ্রীমদ্ মহারাজ প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল ইংরেজী ভাষায় ঐ বিষয়গুলি বক্তৃতাচ্ছলে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। মিঃ প্রায়র ও মিসেস্ প্রায়র উভয়েই একবাক্যে ও উচ্চকণ্ঠে পরমার্থ-শিক্ষার ঐরূপ মৌলিক প্রণালীর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, এইরূপ অকৃত্রিমভাবেই সত্য সত্য পরমার্থ-শিক্ষা দান করা উচিত। বৈজ্ঞানিক যুগে শ্রীসৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্যের এই প্রকার পারমার্থিক-প্রচারনী একটী মহাদান।

গত ১৯শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে মিঃ লাস্বি (Lusby) এবং তাঁহার সঙ্গের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী পোষ্ট-মাষ্টার-জেনারেল রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় প্রচারনী-কার্য্যালয়ে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আগমন-পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহাতীত আত্মা, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জাগতিক বিষয়-গ্রহণে পটুতা এবং মানবজাতির মনোধর্ম্মে পরমেশ্বরের বিবিধ বিকৃত ধারণার বিষয় উল্লেখ করিয়া অধোক্ষজ সবিশেষ নীলাম্বুজশ্যামসুন্দর অন্বয়জ্ঞান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্যোর্দ্ধ্ব প্রকাশ করেন।

মিঃ লাস্বি ভারতীয় ধর্ম্মের ভগবদ্বিবেক-মূলক ধারণার যে-সকল কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন, —"জীব যখন পরমাত্মারই অংশ, তখন 'জীবে ও পরমাত্মায়' কোনও ভেদ নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—Part কখনও Wholeএর সঙ্গে সমান হইতে পারে না। সমুদ্র, আর সমুদ্র হইতে আহৃত জলবিন্দু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে উভয়েই সমান-ধর্ম্ম বিদ্যমান দেখা গেলেও একটী জলবিন্দু ও অনন্ত সমুদ্রে পরিমাণগত ভেদ বর্ত্তমান আছে। গুণগত ভেদ না থাকিলেও পরিমাণগত ভেদ জীবে ও ঈশ্বরে বর্ত্তমান।

মিঃ লাস্বি বাইবেলের একটি ভগবদুক্তির "Let us make man" বাক্যে 'us' বলিবার তাৎপর্য্য কি, জিজ্ঞাসা করেন।

ভগবান্ ত' বহু নহেন, তবে 'ভং' এই বহুবচনের প্রয়োগ করিলেন কেন ? শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—"ভগবান্ অবৈতবস্তু হইলেও তিনি তাঁহার পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত নিত্য বর্ত্তমান। যাঁহারা পরিকরবৈশিষ্ট্যযুক্ত ভগবত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারা নাস্তিক, সুতরাং 'ভং' এই বহুবচন এখানে সমীচীনই হইয়াছে।

গত ২১শে জানুয়ারী অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ প্রদর্শনী-কার্য্যালয়ে উপবিষ্ট হইয়া সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে কিছুকাল উপদেশ প্রদান করেন। প্রভুপাদ বলেন,—ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তির কথা লোককে জানাইবার জন্যই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহজগতে ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তির কথা আদৌ নাই। যেটুকু আছে বলিয়া সাধারণে মনে করে, তাহা ব্রহ্ম ও পরমাত্মার অসম্যক্ ও আংশিক বিচারের কথা—ভগবানের গৌণ পরিচয়ের কথা। মানুষকে ভগবানের কথা বলিতে গেলে মানুষ এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া ফেলে, এক শুনিতে আর এক শুনিয়া ফেলে। সুতরাং কার্য্যতঃ উহা গৌণজগতের কথাই হইয়া পড়ে। ভগবদ্বিজ্ঞানের পথে কোন্ কোন্ স্থানে কি কি অসুবিধা হইয়াছে এবং তাহা কিরূপে বিদূরিত হইতে পারে, তাহার চিকিৎসাকল্পেই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচিত। এইজন্য সর্ব্বপ্রথমে পূর্ণ পুরুষের দশটী অবতারের আদর্শ দেখান হইয়াছে। অবতার মানবের কল্পিত ইহজগতের আরোহবাদের কোন বস্তু নহেন; কিন্তু পরম বাস্তব নিত্যজগৎ হইতে প্রপঞ্চে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ স্বপ্রকাশ বস্তু। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে—স্বপ্রকাশ বস্তুর নিকটে কিরূপে উপনীত হইতে পারা যায়, তাহা অর্থাৎ epistemology আলোচিত হইয়াছে। নয়নের দ্বারা যেরূপ স্থানে দৃশ্য দেখা যায় না, তদ্রূপ কোন আরোহ-চেষ্টা-দ্বারা স্বপ্রকাশ সত্তার নিকট উপনীত হওয়া যায় না। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে—রাবণের সিঁড়ি-দ্বারা আরোহ-চেষ্টার কতদূর উঠা যায় এবং চরমে তাহার কি গতি হয়, তাহা দেখান হইয়াছে। চতুর্থ প্রকোষ্ঠে—অধোক্ষজ বস্তুর নিকট সর্ব্বস্ব 'বলি' বা উপহার না দিলে বাস্তবসত্তা-লাভের যোগ্য 'বলী' বা 'বলি' হওয়া যায় না,—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে সর্ব্বস্ব বিকবে বরং মূঢ় বর্ব্বরদের কথা"—এই শুক্র-নীতি প্রত্যক্ষজ্ঞানবাদিত বহির্মুখ জীবজগৎকে কিরূপে কৃষ্ণের নিকট সর্ব্বস্ববলি প্রদানে যাহা প্রদান করিতেছে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়—কৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবা। এই জগতে মৈমিত্তিক অবতারপুরুষের অবতীর্ণ হইবার কারণ আছে। বহির্মুখ জীবের মনোগত অভিপ্রায়ের অর্থাৎ আপাতপ্রিয়রুচির বিবিধ বাধির উপশম করিবার জন্য ভগবান্ চিকিৎসকরূপে কখনও নিজে আসেন, কখনও বা পার্ষদবর্গকে প্রেরণ করেন। ভগবৎ-পার্ষদগণের এই জগতে নিজের কিছু প্রয়োজন নাই। তাঁহারা এই জগতে আসিয়া মানুষের মত অভিনয় করেন বটে,—ইহা কেবল লোক-মঙ্গলের জন্য। তাঁহাদের অপ্রাকৃত জগতের বস্ত্র-আহরণ, পরমা-রোজগার, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি ভোগ করার দরকার নাই। তবে তাঁহারা যে ঐ সকলের অভিনয় দেখান, তাহা হাতীর দেখাতে কুণকী হাতী পাঠাইয়া হাতী ধরিবার ন্যায় লোকানুকরণ-অভিনয়-মাত্র। যেমন ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অত্যন্ত কৃষ্ণবহির্মুখ অপরাধী মায়াবাদিগণকে সর্ব্বস্ব উদ্ধার করিবার জন্য মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর লক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কাঁদিতে গিয়া মায়াবাদিগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তারা কুণকী হাতীর দেখাতে গিয়া হাতী ধরিবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবের এই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মূর্খলোকসকল মনে করিয়াছিলেন,—চৈতন্যদেব তাঁহাদেরই ন্যায় মানুষ অথবা মায়াবাদি-সন্ন্যাসী।

কথামালায় একটী গল্প আছে,—একটী মূর্খ কুকুর তাহার মুখের মাংসখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া উহার প্রতিবিম্ব-গ্রহণে তৎপর হইয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল,—মুখের মাংস ত' তাহার করতলগত আছেই, প্রতিবিম্বিত মাংসখণ্ড অধিকতর বৃহৎ, অতএব উহাকেও সংগ্রহ করিতে হইবে। কায়া অপেক্ষা ছায়াটী অনেক সময় বড় বলিয়া দৃষ্ট হয়। আধকাল কতকগুলি apotheosis-এর দল ঐ প্রকার কুকুরের বুদ্ধিবিশিষ্ট। তাহারা কৃষ্ণ হইতে মহাপ্রভুকে বড় মনে করে—কৃষ্ণ একজন ছিলেন, রাধার সহিত যুক্ত হইয়া গৌর হইলেন। রাধা+কৃষ্ণ= গৌর। রাধা+কৃষ্ণ+নিতাই = কোন কোন পাষণ্ড প্রকৃতির ব্যক্তি। এইরূপ plus-এর (যোগের) সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইহারা

কতকগুলি জন্মযোনীয় লোককে শ্রীল প্রভুপাদ হইতেও বড় অর্থাৎ মায়ার নকল সাজাইয়াছে। ইহারা জানে না যে, নিত্য স্বরূপশক্তির সহিত বিরাজমান কৃষ্ণ বা তদভিন্ন-বিগ্রহ অর্থাৎ মাধুর্য্যময় কৃষ্ণের ঔরাধা আবার শ্রীগৌর-সুন্দরের সহিত যাহা plus বা যোগ করা হউক, তাহা অর্থাৎ অসমার্দ্ধ ভগবান্ হইতে যাহা কিছু বড় করা হইবে, তাহা মায়াময়। এই-এক বঙ্গদেশে এইরূপ কত মায়ার অবতারই না ঘাড়া করা হইয়াছে। ইহারা মায়িক জগতের প্রাণিবিশেষ—ছায়াকে বড় দেখিয়া ক্ষণ অবতারী শ্রীচৈতন্যদেবকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য ছায়াকে পরমেশ্বর সাজাইবার চেষ্টা দেখাইতেছে। তাহাতে ইহারা উন্মত্তবৎ বঞ্চিত হইতেছে।

প্রদর্শনীর চতুর্থ প্রকোষ্ঠে—যে-সকল লোক পরম-মঙ্গলময়ী অকপট হরিকথা শ্রবণ করে না, তাহারা কুকুর, গ্রাম্য শূকর, উট ও গাধার ন্যায় পাত্র করিয়া তাহাদের বর্ণনানুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে। কুকুরের বুদ্ধিযুক্ত লোক-গুলি এই পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্রগ্রহণে বাধিত হয়—হরিকথা পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম্য কথায় আসক্ত হয়। "সদৈবা ভবন্তি"—এই ন্যায়ানুসারে ঐরূপ হরিকথাবিমুখ ব্যক্তিগণের প্রতি যাহাদের সহানুভূতি আছে অর্থাৎ যাহারা ইহাদের পক্ষসমর্থন বা প্রশংসা করে, তাহাদের মুণ্ডও ঐরূপ পশুর মুণ্ডির ন্যায়। কাঁটাঘাস খাইতে খাইতে উটের মুখ হইতে রক্ত-রক্ত করিয়া রক্ত পড়িতেছে, তথাপি ঐ রক্তের মধ্যে যে লবণটুকু আছে, তাহা আস্বাদনের লোভে উট প্রমত্ত রহিয়াছে, কাঁটাঘাস খাওয়া পরিত্যাগ করিতেছে না। ভোগ ও ত্যাগের বিষয়-কণ্টক-ভক্ষণকারী, ভুক্তি ও মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের চরিত্রও এইরূপ।

প্রদর্শনীর পঞ্চম প্রকোষ্ঠে—সমুদ্রমন্থন প্রদর্শিত হইয়াছে। সমুদ্র হইতে মন্থনের দ্বারা সৎ ও অসৎ—এই উভয় প্রকার বস্তু উত্থিত হইয়াছিল। দেবতাগণ সৎ বস্তু গ্রহণ করেন, কিন্তু অসুরগণ অসৎ বস্তু গ্রহণ করিয়া বঞ্চিত হয়। ভোগ ও ত্যাগ—এই উভয় বস্তুই জীব গ্রহণ করিলে বঞ্চিত হইতে হইবে। কৃষ্ণের ভোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিলেই তাহা ঠিক হয়। সমুদ্রমন্থনের আর একটি প্রধান শিক্ষা—"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যা-চরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥" অর্থাৎ পরম-মুক্ত শিবের অনুকরণে যদি কেহ "পিবেয়ং বিষমহং" বলে, তাহা হইলে তাহাকে নিজের সহিত সমান বিবেচনা করায় তাহাকে অন্তর্বিনাশ পতিত হইতে হয়। বিষ্ণু ও তদ্ভক্ত সমর্থপাদের বস্তু নহেন।

২১শে জানুয়ারী সন্ধ্যা প্রায় ৬ ঘটিকার সময় অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দে মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য প্রদর্শনীতে পুনরাগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তিন ঘণ্টারও অধিক-কাল তাঁহার নিকট ভক্তির যথার্থ স্বরূপ, শ্রৌত-প্রণালী ও তর্ক-প্রণালীর মধ্যে শ্রৌত-প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের ঔরাধী, মায়াবাদের নিরর্থকতা, পাকোপাসনার কপটতা, বিকৃতমতী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বসম্প্রদায়সকলের ইতিহাস এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রণালী-সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করেন। আমরা বারান্তরে সে-সকল কথা আলোচনা করিব।

সে-দিন অনেক প্রবীণ পণ্ডিত ও অধ্যাপক ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শন এবং শ্রৌতবিচার-পরায়ণ আচার্য্য-বান্ বক্তৃগণের মুখে প্রদর্শনীর দৃশ্য সমূহের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিতেছিলেন যে, "এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর চৌরাশীটী দৃশ্য যেন চৌরাশীটী ভক্তিসূত্র এবং সমগ্র প্রদর্শনীটী একটী চতুষ্পাঠী। এক একটী সূত্র লইয়া অধ্যাপকগণ জগতের শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট ঐরূপ সূত্রের ব্যাখ্যার দ্বারা পরমার্থ-শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বেদমন্ত্রের উদ্গানের ন্যায় প্রদর্শনীক্ষেত্র অধ্যাপকগণের বাণীতে নিরন্তর মুখরিত হইতেছে।" এদিকে শ্রীল প্রভুপাদ প্রদর্শনীর মধ্যস্থলে সমাসীন হইয়া অনুরূপ উপদেশ-মালা কীর্ত্তনের দ্বারা গন্ধোত্তীর ন্যায় সকলের হৃদয়-খাতে অমৃতময় নবনবায়মান শ্রৌত-চিন্তাধারা প্রবাহিত করিয়া দিতেছিলেন। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ প্রভু যখন রসাবতারের বিচিত্র বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা করিতে থাকেন, কিংবা শ্রীরূপশিক্ষার ব্যাখ্যা করেন, তখন চিত্রার্পিতের ন্যায় পণ্ডিত-সমাজ ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার সেই শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া শতমুখে বৈষ্ণবধর্ম্মের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে থাকেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম—বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত

বিদ্বান্ প্রাচ্য-জগতের সকল সমস্যার কিরূপ সার্বদেশিক সমাধান করিয়াছেন, তাহা সকলে শ্রবণ করিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ বিভিন্ন ভাষায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক একটী সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-দেশীয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের ব্যক্তি-সমূহও আগমন করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর বন মহারাজ, আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ যতীন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তি-বান্ধব বি-এল্ এবং শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরিব্রাজকসুদক্ষ প্রভু ইংরেজী ভাষায় তাঁহাদিগকে প্রদর্শনীর সূত্র-সকলের বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপ-শিক্ষার ব্যাখ্যা ও শ্রীরূপের নৈমিত্তিক লীলা সমূহের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রী ব্রহ্মচারী শ্রীসিদ্ধস্বরূপজী ও ভক্তিশাস্ত্রী ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের ব্যাখ্যা অতীব সুন্দর, মধুর ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। সকলেই একবাক্যে তাঁহাদের ব্যাখ্যার সরলতা ও ঐকান্তিকতার প্রশংসা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার প্রচারক, ধর্মপ্রচারক ও গৃহস্থ প্রচারকবৃন্দ —সকলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশে শ্রীগুরুমুখ-প্রদত্ত উপদেশ-সমূহ প্রদর্শনীর এক একটী সূত্র-ব্যাখ্যানে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহোদয়ও প্রত্যহ শ্রৌতবাণী সমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রদর্শনীক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দরের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই মহাবাক্যে আচার্য্যের কৃপায় মুখরিত হইয়া রহিয়াছিল।

সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর বিষয়গুলি যাহাতে লোকে স্বাভাবিক ভাবে ধারণা করিতে পারে, তজ্জন্য "সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-বিবরণ" নামক একটী পুস্তিকা এবং "প্রদর্শনীর দর্শক" নামক আর একটী সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। "সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর বিবরণ" পুস্তকে প্রত্যেক সূত্রের বিবরণ ও তাহার শিক্ষার বিষয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঐ সূত্রগুলি কোন্-কোন্ শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও পুস্তিকায় লিখিত আছে। "প্রদর্শনীর দর্শক" পুস্তিকায় কথোপকথন-ছলে সরল ভাষায় সাধারণের জন্য প্রদর্শনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তদন্তর্নিহিত শিক্ষা সমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে এবং ঢাকা শ্রীমায়াগৌড়ীয়মঠে ঐ পুস্তিকাদ্বয় পাওয়া যায়।

প্রাচীনতার ছলনায় প্রাকৃত সাহজিকতা

"প্রাকৃত সাহজিকতা" ব্যাধিটী খুব ব্যাপক। উহা সর্ব্বগ্রাসিনী, বহুরূপিণী, মনোহারিণী মূর্ত্তিতে জগতের স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ কনিষ্ঠ জীবকে অধিকতর বিমুখতার আক্রমণ ও ভীষণ বৈকুণ্ঠাপরাধে পাতিত করিয়া ভক্তিলতার মূলোৎপাটনের জন্য জগতে বিচরণ করিতেছে।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ধারণা যে, তাহারা সহজিয়া-গণের 'গতী' হইতে মুক্ত। কেন না, "সহজিয়া" শব্দের যে সাধারণ সংকীর্ণ রূঢ়ি প্রচলিত আছে, তাহাতে তাহারা ইহাই বুঝিয়া রাখিয়াছে যে, যাহারা স্থূলভাবে পরস্ত্রী-সম্ভোগ বিধিকে তুচ্ছ করিয়া ছলনা করে, তাহারাই 'সহজিয়া'। সুতরাং কোনও ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষ স্থূলভাবে ঐরূপ অবৈধ ব্যাপারে জড়িত না হইলেই তিনি বা তাঁহারা 'সহজিয়া' নহেন। কিশোরীভজা, কানাচাঁদী প্রভৃতি কতক-গুলি অশ্রাব্য, অদৃশ্য, ঘৃণ্য, নীচ, অবৈধ মত স্থূল ও সাকাঙ্-ভাবে গ্রহণকারীই সহজিয়া, এতদ্ব্যতীত আর কেহ সহজিয়া নহে, এইরূপ সঙ্কীর্ণ বিচার যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের বিচার-ভ্রম এবং মানব আত্মার অপ্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া অনাত্মরূপ ক্ষণিকবিধ্বংসী দেহ ও মনের বিকৃত সহজ কল্পনায় যে কত প্রকারে ধাবিত হইতেছেন, তাহা প্রদর্শনের জন্য 'সহজিয়া' শব্দের পরিবর্ত্তে 'প্রাকৃত সহজিয়া' শব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

একমাত্র সরল, সহজ সর্ব্বতোভাবে আত্মবৃত্তিধারী

অকপট হরিসেবায় নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই স্বাভাবিক প্রাকৃত সহজিয়া। প্রভু ও দুষ্ট মন কল্পনা-বলে হরিভজনের বা হরিভজনকারীর যে-সকল চিত্র স্থির করিয়াছে, তাহাও যে মনোধর্মাশ্রিত হওয়ায় স্বাভাবিক 'প্রাকৃত সহজিয়া'-মত-দোষে দুষ্ট, ইহা আমরা অনেক সময় ধারণা করিতেই পারি না। এজন্য 'প্রাকৃত-সহজিয়া' কথাটি খুব ব্যাপক হইয়া নানা আকারে হরিবিমুখ মানব-জাতিকে গ্রাস করিয়াছে। উহার বহুরূপের মধ্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উহার একটী মাত্র আকার লইয়া আলোচনা করিব।

যাহারা বৈষ্ণবতাকে নিষ্কাম আত্মার অপ্রতিহতা, অহৈতুকী, নিত্যা স্বাভাবিকী সচ্চিদানন্দময়ী সেবাবৃত্তি বা জন্মিম প্রাকৃত আবরণ বা স্থান, কাল, পাত্র, কপটতা, আকার, পোষাক, পরিচ্ছদ, কৃত্রিমবেশ, আবেশ, ভাব, গতির সহিত সম্পৃক্ত মনে করে, তাহারাই প্রাকৃত সহজিয়া। আর 'অপ্রাকৃত সহজিয়া' তাঁহারা,—যাঁহারা বিচার করেন —উপলব্ধি করেন যে, আত্মার নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিকী বৃত্তি প্রাকৃত স্থান, কাল, পাত্র, বেশ, আকার হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত —একান্ত সচ্চিদানন্দ-সেবা-প্রাপ্তিই তাহার স্বরূপ-লক্ষণ।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ আত্মার সেবাবৃত্তিরূপ স্বরূপ-লক্ষণে 'বৈষ্ণবতা' নির্ণয় করিতে অসমর্থ বলিয়া বাহ্য বেশ ও আকারাদির কারখানায় 'বৈষ্ণবতা'কে সম্ভ্রম করাইতে করিবার প্রয়াসী। তাহাদের বিচারে যে-ব্যক্তি যতটা অধিকবার স্নান করিতে পারে, যাহার গলার মালা যতটা অধিক মোটা, যে-ব্যক্তির মালার ঝোলা যতটা অধিক বৃহৎ, যে-ব্যক্তির তিলক-ফোটা যতটা অধিক চাকচিক্যযুক্ত, যে-ব্যক্তি যতটা অধিক গলা ভাঁজিতে সমর্থ, যে-ব্যক্তি যতটা অধিক কপটতা করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি, আবে হুড়াহুড়ি, দণ্ডায় পড়াপড়ি, মৌখিক দৈন্যপূর্ণ ভাষায় হড়াহুড়ি করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই ততটা অধিক বৈষ্ণব! প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মূলমন্ত্র যদি দুই—একেবারে সর্ব্বনাশ, আরও অধিক অগ্রসর; কিন্তু তাহা প্রকার কৃত্রিমতা, কপটতাই তাহাদের বৈষ্ণবতা। তাহারা এক-এক ব্যক্তি যেন কপটতার এক একটী বিরাট স্তূপ। প্রকৃত আত্মবৃত্তির স্বাভাবিক অনুশীলনের পরিবর্ত্তে অনুশীলনের কপটতাই তাহাদের বৈষ্ণবতা—আত্মার আনুষঙ্গিক নৈসর্গের পরিবর্ত্তে দেহ-মনের কপটতা ও কদাচার তাহাদের কৃপাবশি ধনীচতা ইত্যাদি।

এইরূপ জাতীয় ব্যক্তিগণেরই এক শ্রেণী আধুনিক-কালে বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীনতার তুলনা বা "সেকেলে-গিরি"র বাহ্য পোষাকটাই বৈষ্ণবতার মাপকাঠি বা উহাই বৈষ্ণবতা। ইংরেজী শব্দ না বলিয়া সংস্কৃত শব্দ বিংশ প্রভৃতি বলিতে পারার নামই—বৈষ্ণবতা, আধুনিক কালের জামা বা বজায়ি ব্যবহার না করিয়া খালি গায়ে থাকা বা সেকেলে-ধরণের জামা-পোষাক পরাই—বৈষ্ণবতা! হরিসেবার অধিকতর অনুকূল হইলেও টেবিল-চেয়ার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ভূমিতে উপবেশনই—বৈষ্ণবতা! আধুনিক কলম, কাগজ ব্যবহার না করিয়া সেকেলে ধরণের কলম বা তুলট কাগজ প্রভৃতি ব্যবহারই—বৈষ্ণবতা! মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি গ্রন্থ যতই নির্ভুল হউক না কেন, তাহা হইতে ভাগবতধর্ম্ম ও চৈতন্য-চরিত নির্ব্বাসিত হইয়া গিয়াছে, সেখানে বৈষ্ণবতার নাম-গন্ধও নাই, আর সহজ-মূলে তারা, যে-কোনও মূর্খ লিপিকরের দ্বারা লিখিত, ইঁদুরে খাওয়া, পাকের ঘরের ধোঁয়ার মলিন, ধূলা ও কীটপূর্ণ, পত্র ছিন্ন, অক্ষর-গালিত-পালিত পুঁথিটী দেখিলেই অমনি আমাদের বৈষ্ণবতার প্রবল আপত্তি উচ্চ লম্ফে নৃত্য আরম্ভ করে।

আজকাল এই সকল সেকেলেত্বের স্বাধিকতা জগতের নানাপ্রকার রঙ্গক্ষেত্রেও দৃষ্ট হইতেছে। সেই সকল ভাবের স্মরণ সমধীন বৈষ্ণবজগতের হৃদয়েও সমভাবে বাসিয়া উঠিয়াছে।

এখনও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, কোনও স্থানে কোনও আদর্শ আচারবান্ সদ্গুরুর পারম্পর্য্যাশ্রিত পণ্ডিত বৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, ব্যাখ্যাকালে হয় ত' পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে-পক্ষে অধিকতর অনুকূল ও যে-পক্ষের দ্বারা তাঁহার বিষয়টী অধিকতর স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তজ্জন্য যদি তিনি একটী ইংরেজী বা বিদেশীয় কোন শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে ঐ শব্দটী শুনিবামাত্রই কোন কোন প্রাকৃত সহজিয়ার আনুষঙ্গিক বৈষ্ণবতা (?) যেন বহুমূত্র-রোগের রোগী হইয়া পড়ে! সর্ব্বনাশ হইল!—গোহত্যে গোচোনা পড়িল! ঐ যে একটী ইংরেজী বা বিদেশীয় শব্দ, তাহাতে সমস্ত ভাগবত

অন্তর হইয়া পড়িল! 'ভাবগ্রাহিতা' নাকি তাহার পবিত্রতা রক্ষা করে! বৈষ্ণবতা বিনষ্ট হইল—চূর্ণবিচূর্ণ হইল! সঙ্গদোষের দ্বারা পুনরায় শোধন-ব্যতীত ঐ যে একটি ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ-মাত্রেই দূষিত বৈষ্ণবতা, তাহার শোধনের আর উপায় নাই! এইরূপ কর্মজড়-স্মার্তবাদের—প্রাকৃত বিচারের উদ্ভাপ বৈষ্ণবকুল-সমাজশরীরকে আক্রান্ত করিয়া সেকেলেবাদ ও আধুনিকতার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য যে পরস্পর যুযুৎসাবৃত্তি প্রাকৃত জগতে উৎপন্ন করিয়াছে, তাহাই প্রাচীন বৈষ্ণবতা বা প্রকৃত বৈষ্ণবতার রূপ বলিয়া একশ্রেণীর প্রাকৃত-সমাজে সাদরে গৃহীত হইতেছে।

এই সকল ব্যক্তির বুদ্ধি হরিসেবায় নিযুক্ত হয় নাই,—ইহাদের বুদ্ধি নিযুক্ত হইয়াছে কেবল বাহ্য আকারে ও পার্থিব বিচারে। সমস্ত দিয়া ভগবানের সেবা করিব—সকল কাল, সকল পাত্র, সকল স্থানকেই হরিসেবায় নিযুক্ত করিব,—এইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণবতত্ত্ব বিচারের পরিবর্ত্তে কৃত্রিমতা করিয়া লোক-দেখান বাহ্য আকারকেই ইহারা 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া কল্পনা করিতেছে ও মাটীয়াবুদ্ধি-সম্পন্ন নামাদিক সমচরিত্র ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সমর্থন লাভ করিতেছে। কেবল অতীত কাল, অতীত পাত্র, অতীত স্থানেই হরিসেবা আবদ্ধ হইবে,—এরূপ বিচার করিলে বর্ত্তমান কাল, বর্ত্তমানের ব্যক্তি ও বর্ত্তমান ভূমিকা হইতে হরিসেবা চির-নির্ব্বাসিত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান কালের যে-সকল জন, তাহা অতীত কালের নহে বলিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত হইবে না বিচার করিলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের বস্তুর ভার পাত্র (লোক)-সমূহও হরিসেবা হইতে চির-বঞ্চিত হয়।

এক শ্রেণীর প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের বিচার এই যে, বর্ত্তমান কালের কোন বস্তুই হরিসেবার উপকরণরূপে নিযুক্ত হইতে পারে না; সামান্য সামান্য উপকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া নিত্য নূতন আবিষ্কৃত বিবিধ বস্তুর কোনটিই আধুনিক হইলে ঐ সকল হরিসেবার উপযোগী হইতে পারে না,—ইহাই তাহাদের বিচার! বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক জগতের যান বিদ্যুৎ, বাষ্প, বেতার প্রভৃতির দ্বারা হরি-কীর্ত্তন-প্রচারের আনুকূল্য হইলে হরিকীর্ত্তনের মহত্ত্ব বিনষ্ট হয়, ইহাই ঐ শ্রেণীর লোকের অভিমত—ইংরেজী ভাষায় হরিকথা বলিলে উহাতে হরিকথার কোন মহত্ত্ব থাকেনা,—ইহাও ঐ সকল ব্যক্তির মত! বস্তুতঃ ইহারা প্রাকৃত কর্ম্মজড়স্মার্ত্তেরই আর এক প্রকার দূষিত প্রাকৃত-বস্তুর আবরণ উহাদের অন্ধ-মস্তিষ্কে চিন্তাস্রোতকে এতদূর আবৃত করিয়াছে যে, ইহারা সকল কাল, সকল পাত্রের দ্বারা কি প্রকারে হরিসেবা সাধিত হয়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ইহাদের বৈষ্ণবতার কল্পনা বস্তুর প্রাকৃতত্বে এতদূর বিকৃষ্টিত যে, ইহারা কখনও অপ্রাকৃত ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত আত্মার যে স্বাভাবিকী চেতনবৃত্তি, তাহার তাৎপর্য্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

এইরূপ প্রেয়ঃ প্রাকৃত সাহজিকগণ কখনও বা সাহিত্যিকের কল্পনার বিভিন্ন পুঁথির পাঠ ও পাঠান্তর প্রভৃতির খুঁটিনাটী বিচার লইয়া এতদূর প্রাকৃত-বিচারে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে যে, অপ্রাকৃত তাৎপর্য্য ইহাদের হৃদয়ঙ্গমই হয় না। প্রাচীনতার কল্পনায় ইহারা প্রাকৃতত্বের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। যদিও ইহারা বাহ্য আকারে বৈষ্ণবের ন্যায় ও আবেশ প্রদর্শন করে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহারা প্রাকৃত প্রত্নতাত্ত্বিকের মতই প্রাকৃত বস্তুতে সর্ব্বদা আবদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ বৈষ্ণবতার কল্পনায় প্রকৃতি-ভোগের যে আর এক প্রকার কামুকতা, তাহা প্রকৃতিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইহারা বুঝিতে পারে না। অনেক সময়েই লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, ইহারা বৈষ্ণব-পুঁথির পাঠ ও পাঠান্তর প্রভৃতি মিলাইবার বা সংশোধনের জন্য ঘটা বাজ, স্ব-স্ব চরিত্রের আসুরিক আচরণগুলি পূর্ব্বতন মহাজনগণের পদাঙ্কের সহিত কতটা মিল, তৎপ্রতি তাহারা সেরূপ মনোযোগী ও যত্নবান্ নহে। ইহারা স্বার্থবাহী কর্ম্মী ও স্থূল পুথাবধাতী জ্ঞানীরই অত্যন্ত-নিকৃষ্ট ও বিকৃত অনুরূপ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ছোট হরিদাসের দুর্বুদ্ধির কথা বলিতে গিয়া পরমা বৈষ্ণবী মাধবীদাসী-নাম্নী অপর কামিনীর প্রতি ছোট হরিদাসের গুপ্ত সম্ভাষণের কথা সঙ্কেত ও গম্ভীর ভাষায় বলিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানযোগী-প্রভৃতি অবলার মুখে খুব সরল ভাষায় তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া কোন কোন প্রাকৃত-সহজিয়া প্রাচীন পুঁথির কপটতাপূর্ণ দোহাই দিয়া স্ব-স্ব দুশ্চরিত্রতা সমর্থন করিতে চাহে! প্রাচীন পুঁথির পাঠের কল্পনায় গ্রন্থের তাৎপর্য্য ও স্বারস্য, কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বা গ্রন্থের লেখনীর গাম্ভীর্য্য ও উদ্দেশ্য ভোগোন্মুখ প্রাকৃত ব্যক্তিগণের বোধের বস্তু হয় না। পুঁথাগত পাঠ

সংরক্ষণ করিবার জন্য ছলনার "বহু যত্ন করি আমি নারি অবাদিতে" বাক্যের "নারি"-স্থানে "নারী" পাঠ বিকৃত করিবার চেষ্টা বা নিশিকান্তের মূর্খতাকে সমর্থন করিয়া একাধারে স্ব স্ব ভোগ-বুদ্ধিকে সমর্থন করিবার চেষ্টা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। এই সকল ব্যক্তির চেষ্টার মূলে ভোগ-বুদ্ধি ও জড়ীয় চিন্তাস্রোত-ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহারা বৈকুণ্ঠতার পথ হইতে বহুদূরে পতিত।

এইরূপও শুনা গিয়াছে, এই সকল প্রাকৃত সহজিয়া-গণের অনেকে বলিয়া থাকে,—"শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-গণ পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন, রাজপুরুষ বা রাজপ্রতিনিধিগণের নিকট হরিকথা বলেন, হরিনাম করেন, সুতরাং তাঁহাদের প্রচার লোকলোচনের গণ্ডীতে আবদ্ধ না হওয়ায় তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারের অন্তর্গত নহে!"

ঐ সকল প্রেয়ঃপন্থী মনোধর্মী ব্যক্তি মহাপ্রভুর বাণী আদৌ শ্রবণ করে নাই। "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"—এই বাক্যের দ্বারা "পৃথিবীর সর্ব্বত্র তত্তৎ দেশীয় ভাষায় হরিকথা প্রচার মহাপ্রভুর অভিপ্রেত নহে এবং অপর ভাষায় অপর জাতির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলে হরিনাম বা হরিকথা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে",—যাহারা এইরূপ বিচার করে, তাহাদের বিচার যে কতদূর প্রাকৃত, তাহা যে-কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধরিতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়মঠ কখনও স্থান বা পাত্রের বহু আবরণ বর্ণন করেন না। যাহারা বাহ্য আবরণে অসমর্থ প্রাকৃত সহজিয়া, তাহারাই এইরূপ দোষা লইয়া টানাটানি করিয়া থাকে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিকট প্রচারক-মাত্রই জানেন,—চেতনের বৃত্তিই হরিসেবা করে। বাহ্য স্থূল বা সূক্ষ্ম আবরণ কখনও হরিসেবক নহে, উহা পোষাক-মাত্র। যে-কোন পোষাকে পরিবৃত হইয়া চেতন সর্ব্বক্ষণ হরি-সেবা করিতে পারেন, যে-কোন পোষাকে পরিবৃত হইয়া চেতনের বাণী কীর্ত্তিত হইতে পারে, যে-কোন জাতির পোষাকে বর্ত্তমান থাকিয়া কালাতীত হরিকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইতে পারে,—ইহা যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া। এই প্রাকৃত সহজিয়া-মতের বহুদিনী বুদ্ধিগুলিকে নিরাস করিয়া অপ্রাকৃত সারধর্ম্মের প্রচার করাই বর্ত্তমান যুগে গৌড়ীয় মঠের মহাযান। বিদেশীয় জাতি, স্বদেশীয় জাতি, রাজপুরুষ কিংবা প্রজাসাধারণ প্রভৃতির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাহাদের মঙ্গল করা শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য নহে। সকলকেই পরাবিদ্যা হরিকীর্ত্তন ও অপ্রাকৃত হরিসেবার দ্বারে দীক্ষিত করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সর্ব্ব পাত্রে, সর্ব্বকালে সর্ব্বতোভাবে সকলবস্তুর সাহায্যে হরিকীর্ত্তন করিবার প্রয়াস। যাহারা কৃষ্ণের সংকীর্ত্তনে সকল পাত্র, সকল কাল, সকল স্থানকে দীক্ষিত করিতে বদ্ধপরিকর নহে, কেবলমাত্র প্রাকৃত স্বাদেশিকতা বা "তাতস্য কূপঃ" ন্যায়ের প্রাচীনতাকেই বৈষ্ণবতা মনে করে, তাহাদের বিচার ও মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ জড় ও প্রাকৃত। উহারা শ্রীচৈতন্যের বর্ষের অর্থাৎ চেতন-সেবার কোন কথাই বুঝিতে পারে না।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুরে—গত ১৭ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী সোমবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীমন্মহাযোগপীঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব বিশেষ সাফল্য গৌরবের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস অতি প্রত্যূষে শ্রীশ্রীবিনোদবাণীপীঠের মাঙ্গলিক আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হইলে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী কীর্ত্তনদল বাহির হইয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-ভবন, শ্রীমঠের-ভবন, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীনৃসিংহ-মন্দির ও শ্রীগৌরকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া অবশেষে শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকগণ প্রত্যূষ হইতেই যোগপীঠ-শ্রীমন্দিরকে সু-উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনরোলে মুখরিত করিতেছিলেন। দিবা ১০ ঘটিকার সময় পুনরায় একটী সঙ্কীর্ত্তনদল শ্রীপাদ মুরলীগোপাল ব্রহ্মচারিকার নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীযোগপীঠে

পৌরেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস আশ্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবতের পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পাণি-গ্রহণ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের শেষে জোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যমঠের নাট্যমন্দিরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী ভাষা-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় বহু লোকের সম্মুখে একটী মার্ত্তিকীয় বক্তৃতা প্রদান করিয়া সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য, পরা ও অপরা বিদ্যার পার্থক্য, ভগবদ্‌সেবা বিমুখ জীবের শ্রীগুরুর অপাশ্রিতা শক্তি ছায়া-সরস্বতীর অভিধি-পূর্ব্বক পূজার অভিনয়ের কুফল এবং ভগবদ্ভক্তগণ-কর্ত্তৃক শ্রীগুরুর স্বরূপশক্তি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-পূজার অমৃতময় ফলের কথা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—বিগত ১৭ই মাঘ, ৩০শে জানুয়ারী সোমবার দিবস শ্রীগৌরপঞ্চমী তিথিতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন, তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও মহাজন-পদাবলী গান, যথাসময়ে ঠাকুরের অর্চ্চনাদি সেবা, মধ্যাহ্নকালে ঠাকুরের জোগারাত্রিক কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্তাঙ্গ-সমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মচারীজী কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সিংহাসন বিভিন্ন বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালা এবং তদুপরি বিরাজিত শ্রীবিগ্রহ-সমূহ নানাপ্রকার কারুকার্য্য খচিত সুবর্ণ অলঙ্কার ও বিবিধ বর্ণের সুগন্ধি পুষ্প-মালিকা দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সর্ব্বজনমাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিতেছিলেন।

ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিভিন্ন বর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকমালায় পরিশোভিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে একটী সভার অধিবেশন হয়। ঐ দিবস শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি এবং শ্রীকৃষ্ণের বসন্তপঞ্চমী উৎসবও ছিল। সভার প্রারম্ভে ভক্ত শ্রীমদ্বের শ্রীগুরুপাদপদ্ম কীর্ত্তন করার পর শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের একান্ত ইচ্ছাক্রমে শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ও পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকারক্রমে প্রভু 'শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু', 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী' ও 'শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের অভিধেয় চরিত্র ও শিক্ষা এবং 'শ্রীসরস্বতী পূজা' ও 'শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী উৎসব'-সম্বন্ধে যথাক্রমে এক একটী বক্তৃতা-প্রবাহমুখে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীগৌর-কৃষ্ণবিরহোন্মত্ততা; কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীত্যর্থ অভিধেয় ও অভিধেয় বৈরাগ্যযুক্ত ভজনের আদর্শ, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুসন্ধান; বাহ্যদর্শনে তাঁহার অভিধেয় বৈরাগ্য-বিবেক ও অন্তর্দর্শনে তাঁহার রাধাদাস্য; শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রদত্ত শ্রীগিরিধারী-বিগ্রহসেবার ভাব লেখা; শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব, শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যের স্বরূপ গৌরভোগী 'গৌরনাগরী' মতবাদের কিরূপে তত্ত্ববিরোধী, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধী ও রসাভাস-দোষে দুষ্ট; কিরূপে উহা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপলীলা-বৈশিষ্ট্য বা গুরুবৈষ্ণব-আচার্য্য-লীলার অনুসরণ-প্রয়াসী, শুদ্ধভক্তগণের শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অর্চ্চন-প্রণালী ও আনুগত্য; শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কি ভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা-প্রকাশকালীন আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া স্বীয় বিপ্রলম্ভ-লীলার পরিপোষণার্থে জীবকে কৃষ্ণভজন-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন; মায়াবদ্ধ ও মায়ামুক্ত—এই উভয় প্রকার জীবের আত্মা ও শ্রীসরস্বতীদেবীর স্বরূপ, উভয়ের উপাসনা-প্রণালীও ফল-লাভের পার্থক্য; শুদ্ধভক্তগণের নিত্য উপাস্য কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তিময়ী শুদ্ধা সরস্বতীর শ্রীকৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে পূজার বৈশিষ্ট্য; শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের চরিত্র ও শ্রীকৃষ্ণের বসন্তপঞ্চমী প্রভৃতি বহু বিষয়ে দুই ঘণ্টারও অধিক-কাল কীর্ত্তন করেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু "শুদ্ধভক্ত-চরণ-রেণু" গীতিটী ও 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তন করেন। কলিকাতার বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২২শ সংখ্যার পর)

শ্রুতিতে এই যে পরম উপাদেয় উপদেশ, তা'র উত্তর-ফলরূপে অর্থাৎ তা'র লক্ষ্যরূপে গীতার উক্তি-অনুসারে ভক্তিই নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে দেখা যায়। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" হওয়ার পরও কার্য্য শেষ হয় নাই। সেখানে ইতি বা ছেদ টেনেও যায় না। তা'রপরে "মদ্ভক্তিং লভতে পরাং"—কৃষ্ণে পরাভক্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে। শ্রুতিতে অনেক স্থানে দেখা যায়, কর্ম্মবাদ অর্থাৎ জড়-সবিশেষবাদ নিরাস ক'রে একটা আপাত-নির্ব্বিশেষবাদের বিচার প্রকাশিত হ'য়েছে। বেদ পাঠ ক'রে এক সম্প্রদায় যেমন কর্ম্মবাদকেই বেদের চরম লক্ষ্য মনে করেন, আর এক সম্প্রদায় আবার তেম্নি নির্ব্বিশেষবাদকেই বেদের চরম কথা ব'লে হঠাৎ বিচার ক'রে বসেন। জড়-সবিশেষ নিরাস ক'রে বেদে কি জন্য নির্ব্বিশেষের অবতারণা হ'য়েছে, তা' তাঁ'রা আর অধিক অনুসন্ধান ক'রে দেখেন না। মুচকুন্দ সোকানী যখন তাঁ'র কোন একটি দ্রব্য গ্রাহককে প্রদর্শন করেন, তখন প্রথমেই গ্রাহককে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যটি দেখিয়ে ফেলেন না। গ্রাহকের কতটা যোগ্যতা আছে অর্থাৎ গ্রাহকের কতটা সম্বল বা অর্থ আছে, কতটা ভাল জিনিষ সে কিন্‌তে পার্‌বে, সেজন্য মুচকুন্দ বিক্রেতা অল্পদামের দ্রব্য হ'তে গ্রাহককে দেখাতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গ্রাহক যদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যের গ্রাহক হন, তা' হ'লে তিনি 'তা'র পর কি', 'আগে কহ আর' ব'লে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দ্রব্য খুঁজে নেন। যাঁ'রা বেদের কর্ম্মবাদে প্রলুব্ধ হ'য়ে প'ড়্‌লেন, তাঁ'রা অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর গ্রাহক। তাঁদের যোগ্যতা বা সম্বল অত্যন্ত কম। আবার যাঁ'রা তাঁ'র চেয়েও উচ্চতর জিনিষের প্রার্থী হ'য়ে বেদের নিকট উপস্থিত হ'লেন, তাঁ'রা বেদ-ভাণ্ডার হ'তে জড়-সবিশেষের পরিবর্ত্তে জড়সবিশেষ-নিরাসক নির্ব্বিশেষ-ফল পেয়ে যদি ভুলে না যান, তা' হ'লেই চিৎসবিশেষ-ফলের অনুসন্ধান-তৎপর হ'তে পার্‌বেন। তখনই বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" এই প্রাকৃতবিশেষরহিত শান্ততার পরও বেদের বিপশ্চিতে "মদ্ভক্তিং লভতে পরাং"-রূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা 'ক্যালকাটা ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টে'র কথা উল্লেখ ক'র্‌তে পারি। ক্যাল্‌কাটা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কাজ কি? প্রথম-মুখে যাঁ'রা ওঁদের কাজ দেখেন, তাঁ'রা মনে করেন, নির্ব্বিশেষ ক'রে দেওয়াই তাঁ'দের কাজ। কারণ, যেখানে বড় খারাপ বাড়ীঘর আছে, ঐগুলিকে ভেঙ্গে-চুরে একেবারে ভূমিসাৎ ক'রে দেওয়াই ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টের প্রথম কাজ। কিন্তু ঐ ট্রাষ্টের ওরূপ করবার শেষ উদ্দেশ্যটী কি? কি জন্যে ট্রাষ্ট ওরকম ক'রে থাকেন?—খারাপ বাড়ীঘরগুলোকে ভেঙ্গে—(জড়সবিশেষকে ভূমিসাৎ ক'রে—নির্ব্বিশেষ ক'রে) সেখানে সুন্দর সৌধ—সুন্দর বাগান (অর্থাৎ অপ্রাকৃত সুন্দর চিৎসবিশেষের সৌধ-সমূহ) প্রকাশের জন্যই ওরকম চেষ্টা। বেদও তা'ই ক'রেছেন। কর্ম্মবাদরূপ, পাপ-পুণ্যরূপ জীবের চেষ্টাকে নিরাস ক'রে নির্ব্বিশেষের কথা ব'লেছেন। এখানেই বেদের কথা শেষ হয়নি। এখানে বেদ অনধিকারীর কাছে—অযোগ্য গ্রাহকের কাছে আত্মগোপন করতে পারেন সত্য, কিন্তু জড়-সবিশেষকে নিরাস ক'রে সেখানে চিৎ-সবিশেষের অর্থাৎ ভক্তির চরমকাম্য প্রেমের সৌধ-নির্ম্মাণের জন্যই শ্রুতির প্রবৃত্তি। বেদকে এজন্যই আমরা ধর্ম্মের মূল ব'লে থাকি। যেমন ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট-ট্রাষ্ট খারাপ বাড়ীঘর-গোঠাকে নিরাস ক'রে সুন্দর সৌধ-নির্ম্মাণের জন্যে উৎকৃষ্ট ভূমি ক'রে দেন, বেদও তা'ই ক'রেছেন। তিনি ভূমি ক'রে দিয়েছেন। বেদের কৃপায় ভূমিকা-পত্তন সম্ভব হ'য়েছে ব'লে বেদকে যাঁ'রা অমান্য ক'রে থাকেন, তাঁ'রা মূল ভূমিকাকেই অমান্য ক'রে ফেলেন! বেদকে অমান্য কর্‌লে জড়-সবিশেষের ভূমি বা নানাপ্রকার খারাপ সাঁৎ-সেঁতে ভূমি এসে উপস্থিত হ'বার সম্ভাবনা আছে। সেরকম ভূমিতে সৌধের ভিত্তি স্থাপন ক'র্‌লে অচিরেই তা' ভেঙ্গে হ'য়ে যা'বে। কাজেই জড়সবিশেষ-নিরাসের-জন্যে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ দাস্যভাব বা শান্তভাব—ভক্তিসৌধের ভূমিকা-মাত্র, তা' ভক্তির নিরাকরণ নয়। ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট-ট্রাষ্ট প্রথমে খারাপ বাড়ীঘরগুলোকে ভেঙ্গে ফেল্‌লিলেন ব'লে যে পরবর্ত্তিকালে সুন্দর ভূমিকায় তাঁ'দেরই বিধানানুসারে সুগঠিত প্রসূচ সৌধগুলোকে উঁচিয়ে দিতে হ'বে, তা' নয়। বেদ জড় সবিশেষ নিরাকরণ ক'রেছেন ব'লে চিৎসবিশেষ নিরাকরণ করেন নাই। যেমন কোন সুন্দরী পতিব্রতা রমণী তাঁ'র গাত্রের মলিনতাগুলোকে নদীতে ধৌত কর্‌লেন, শরীরের মলিনতা ধৌত ক'রেই কিন্তু তাঁ'র কার্য্য শেষ হ'ল না, তিনি মলিনতা ধৌত ক'রে সেই বেশ দিয়ে পতির সেবা ক'র্‌বেন, পতির সেবা না ক'রে কেবল শরীর-ধৌতি-মাত্রেই তাঁ'র বেশ উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত ক'র্‌লে তাঁ'কে বুদ্ধিমতী বলা যা'বে না। তা'তে তিনি অবিশ্যি পরিমাণে সুখ লাভ ক'র্‌তে পার্‌বেন না। শরীর-বিধৌতির পর স্বামি-সেবায় ও স্বামি-সাহচর্য্যেই তাঁ'র সুখের চরমসীমা লাভ হ'বে। বেদ আমাদের জড়মলিনতা দূর করবার যে উপদেশ দিয়েছেন, তা'তে আমরা বিরজমান-ব্রহ্ম ক'র্‌লাম। এখানেই কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হ'ল না। —যাঁ'রা নির্ব্বিশেষবাদকে চরম লক্ষ্য জ্ঞান করেন, তাঁ'দের

বিচার—"বিরজা-স্নান পর্য্যন্তই কাজ, তা'পরে আর কোন কাজ নেই।" কিন্তু কি জন্যে স্নান, তা'র জন্যে স্নান, এ বিষয়ে যাঁ'রা আরও অধিকতর অনুসন্ধান কর্'লেন, তাঁ'রা দেখ্'লেন, পতির সেবার জন্যেই স্নানের প্রয়োজন বা অঙ্গের মলিনতা-বিদূরণ-কার্য্যের আবশ্যক হ'য়েছিল, কেবল স্নানই চরম ফল নয়। কেবল স্নানে যে সাময়িক নিস্তব্ধভাব হয় বা শান্তভাব আসে, তা' সেব্য ফল হ'তে পারে না। স্বামি-সেবায় চরমসুখ পাওয়া যায়। বেদ এ কথা ইতিহাসে অনেক স্থানে ব'লেছেন। বেদ কর্ম্মকাণ্ডের প্রাথমিক বা আদিম শাস্ত্র ব'লে সেখানে কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারিগণের প্রাথমিক কথা পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে আছে; কিন্তু যাঁ'রা বেদের কথাকে পূরণ ক'রতে চা'ন, বেদকে আরও পরিস্ফুটভাবে—বিস্তৃতভাবে—পল্লবিত ও প্রস্ফুটিতরূপে দেখ্তে চা'ন, তাঁ'দের জন্যে বেদের পরিশিষ্টরূপ বা বেদেরই পরিপূরকরূপে পুরাণ—সাত্বত-তন্ত্র প্রভৃতি জগতে প্রকাশিত হ'য়েছেন। যাঁ'রা বলেন, আমরা কেবল বেদ মান্‌ব বা বেদের মধ্যে কিয়দংশ মাত্র মান্‌ব, কিম্বা আমাদের মনগড়া ক'রে বেছে বেছে কথাগুলি নেব, তাঁ'রা সমগ্র সনাতন শাস্ত্রকে মানেন না। কিন্তু বদান্যবর শিক্ষায় সমগ্র সনাতন সাত্বত শাস্ত্রের স্বীকার আছে—যথার্থ সমন্বয় আছে। তিনি বেদকে, স্মৃতিকে, পুরাণকে, পঞ্চরাত্রকে, স্মৃতিকে সমভাবে স্বীকার ক'রেছেন এবং সকলকেই একতাৎপর্য্যপর ব'লেছেন; কিন্তু নির্ব্বোধ গ্রাহকের মত শাস্ত্র প্রথম যে জিনিষটী দেখিয়ে গ্রাহকের যোগ্যতা পরীক্ষা ক'রে নিচ্ছেন, সেই প্রাথমিক জিনিষগুলোকেই চরম জিনিষ বলেন নাই। গীতার তৃতীয় অধ্যায় খুলে' কর্ম্মের প্রশংসা দেখে' সেখানেই গীতা বন্ধ ক'রে রেখে দেন নাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ের উপদেষ্টার-শ্লোকে যোগের প্রশংসা দেখে' এবং কর্ম্ম হ'তে যোগকে শ্রেষ্ঠ জেনে' যোগই গীতা-বিদর্শিত শ্রেষ্ঠ দ্রব্য—এরকম সিদ্ধান্ত ক'রে গীতার কপাট বন্ধ ক'রে দেন নাই। আবার একটী অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রশংসা দে'খে জ্ঞানকেই গীতা-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ন সিদ্ধান্ত ক'রে যোগাদি পরিত্যাগ করেন নাই। 'আগে কহ আর'—এরূপ ব'লতে ব'লতে যখন গীতার চরম শ্লোকে ভগবানের শ্রীমুখবাক্যের মধ্যে 'গুহ্যতম'—এই উক্তিটী পেয়েছেন, সেই 'তমপ' প্রত্যয় যেখানে চরমের কথা—শরণাগতিরূপ ভগবদ্ভক্তির শেষ কথা অর্থাৎ প্রেমের কথা ব'লেছেন, সেখানেই তিনি 'এই হয়' ব'লে সন্তুষ্ট হ'য়েছেন।

শরণাগতির শেষসীমা—শ্রীচৈতন্যের প্রেম

যাঁ'রা সংশ্লেষের দিয়ে সেবা না ক'রতে পারেন, তাঁ'রা শরণাগত নন। শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিক্ষায় প্রপত্তি বা শরণাগতির কথা আছে বটে, কিন্তু তা' সর্ব্বাঙ্গীন শরণাগতি নয়। গোপীগণের মত তাঁ'তে লজ্জা, ধৈর্য্য, দুঃখসুখ-পরিত্যাগরূপ শরণাগতি নেই; কৃষ্ণ চেলচুরি ক'রে গোপীগণকে যে শরণাগতির কথা জানিয়েছিলেন, সে-রকম কথা রামানুজের শরণাগতিতে নেই—সর্ব্বান্তঃকরণে সেবার কথা রামানুজের কথিত প্রপত্তিতে নেই। সমস্ত অঙ্গ কৃষ্ণসেবায় না দিতে পা'রলে শরণাগতি হ'ল কই? "অর্দ্ধেক শরণাগতি"—শরণাগতির পূর্ণতম পরিচয় নয়। শ্রীচৈতন্যের প্রেমে সেই গীতোক্ত শরণাগতির—'মামেকং শরণং ব্রজ' মন্ত্রের পূর্ণতম অভিব্যক্তি—পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হ'য়েছে।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমই বেদ-বেদান্তের চরম প্রতিপাদ্য

তাই শ্রীচৈতন্যের প্রেমই প্রকৃত নিগমকল্পতরুর গলিত ফল, সর্ব্ববেদান্তসার, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হ'য়েছে। শ্রুতি যে "রসো বৈ সঃ", "অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু," প্রভৃতি মন্ত্রে রস-স্বরূপ, মধুস্বরূপ, মধুর রসবিগ্রহ, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের কথা ব'লেছেন, সেই রসস্বরূপ স্থায়িভাবের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী প্রভৃতির মিলনে কি প্রকারে অপ্রাকৃত রসরূপে প্রকাশিত হ'তে পারে, তা'র কথা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বার্ত্তাতেই পাওয়া যায়। যাঁ'রা "রসো বৈ সঃ" এই শ্রুতি-মন্ত্র স্বীকার করেন না, তাঁ'রা জানেন যে, 'সঃ' পদ ক্লীবের বাচ্য নহে, পুরুষের বাচ্য। ক্লীবত্বজ্ঞাপক 'সঃ' পদ বা 'রস'-শব্দ নিযুক্ত হ'তে পারে না। লীলাপুরুষোত্তমই উপনিষদ্গত 'সঃ' পদ বা 'রস'-শব্দের একমাত্র বাচ্য হ'তে পারেন না। আবার আলঙ্কারিক-মাত্রেই জানেন,—যেখানে 'রস' শব্দ প্রযুক্ত, সেখানে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী যদি দিয়ে 'রস'-শব্দ থাকতে পারে না। বিভাবের মধ্যে বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বনকে যদি বাদ দেওয়া হয় অর্থাৎ যদি আশ্রয়ের বা ভজনকারীর নিত্য অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, তা' হ'লে আলম্বনের অভাবে 'রস' ব'লে কোন কথাই উপস্থিত হ'তে পারে না। কাজে কাজেই বেদমন্ত্রের সমীচীনতা থাকে না। সুতরাং যদি "রসো বৈ সঃ" এই বেদমন্ত্র স্বীকার ক'রতে হয়, আর বেদমন্ত্র যদি নিত্যই হয়, তা' হ'লে সঙ্গে-সঙ্গে এটাও নিঃসন্দেহে স্বীকার ক'রতে হ'বে যে, যেখানে 'সঃ' বস্তু রসস্বরূপ, সেখানে রসের বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন, রসের উদ্দীপনসমূহ, রসের বিভাবসমূহ, রসের অনুভাবসমূহ, রসের সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাবসমূহ নিশ্চয়ই আছে। কাজেই এই বেদমন্ত্রই অতি স্পষ্টভাবে নির্ব্বিশেষবাদকে নিরাস ক'রে বেদ যে সেই রসস্বরূপ, প্রেমাস্পদ রসরাসতাণ্ডবী শ্রীকৃষ্ণেরই গান ক'রেছেন, শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বার্ত্তাই অস্ফুটস্বরে কীর্ত্তন ক'রেছেন এবং বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে যে সেই অস্ফুট ধ্বনিই মুক্তকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'য়েছে, তা' আমরা দুই বাহু তুলে ব'লতে পারি।

শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ব্যতীত বেদান্তের প্রবৃত্তিই হ'তে পারে না। বেদান্ত বা শ্রুতিগণ এই শ্রীচৈতন্যের প্রেমের অভিসারে যা'বার জন্যেই নিরন্তর উপাসনা করেন। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সেবার জন্যে গোপালতাপনী উপনিষদের সহিত অবতরণ ক'রেছিলেন, এটীও শাস্ত্র-প্রসিদ্ধি আছে।

শ্রদ্ধিমানা নিরন্তর প্রেমবৈচিত্র্যময় শ্রীনামেই নিজচিত্তকে নিয়োজিত ক'রে থাকেন। এজন্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রেমাদ্বৈত বস্তুলাভের একমাত্র উপায় ও উপেয়রূপে শ্রীকৃষ্ণনামকেই নির্ণয় ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমে সেই অনাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামের সঙ্কোপরি বিজয় বিঘোষিত হ'য়েছে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের সন্ধান পে'তে হ'লে শ্রীচৈতন্যানুগগণের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণনামাশ্রয়ই আমাদের সাধন ও সাধ্য ব'লে নির্ণীত হয়।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমের প্রাহক নামরূপিণ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদগণ আশ্রয় ক'রে কিরূপভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের প্রেমিক হ'য়ে পড়েন, তা' আমরা শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের একটি গীতির মধ্যে দেখতে পাই,—

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়বাস-নাশে, মোর চিত্ত সদা আশে,
হ'বেহত্ত সকলুমি লয়।
কর্ণবিবর দিয়া, হৃদিমাঝে প্রবেশিয়া,
হরিয়ে সুধা অনুক্ষণ। ১।
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
অভিনবরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর স্তম্ভে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হ'তে না পারে চরণ। ২।
চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম, পুলকিত সব চর্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মুঞ্জিত হইল মন, প্রেমের আগমন,
ভাবে সর্বদেহ জরজর। ৩।
করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুখাদ্রব,
মোরে ডুবে প্রেমের সাগরে।
কিছু নাবুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে। ৪।
লাভ আশ্রয় যাঁ'র, হেন যাহার তাঁ'র,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম চিন্তামণি, যাহে যাহে সুখী জানি,
সেই মোর সুখের সম্বল। ৫।

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ। ৬।
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে রোয়ে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে নিজদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে নিয়া,
এ দেহের করে সর্বনাশ। ৭।
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল-রসের খনি,
নিত্যমুক্ত শুদ্ধরসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয়। ৮।

কলিযুগের অচৈতন্য বা অপচৈতন্য-সম্প্রদায় চরমফলস্বরূপে অন্যান্য যে-কিছু মতবাদই কল্পনা ক'রে বা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে শাস্ত্রীয় সূত্রাভিধেয়ের যোগাচার্য প্রচারিত মতকে তাঁদের চরম প্রাপ্য ব'লে মনে করেন, করুন; আমরা কিন্তু সেই শ্রীচৈতন্য-দাসানুদাসগণের পাদপদ্মই বন্দনা করি, —যাঁদের প্রয়োজন-নির্ণয়ের চরমফলশ্রুতি দর্শন ক'রে স্বয়ং ব্রহ্মা সেই প্রেমের রাজ্যের তৃণ-গুল্ম-লতা হ'তে চান, উদ্ধবাদি মহাভক্তিযোগি-গণ সেই প্রেমোন্মাদগণের চরণরেণু হ'বার সৌভাগ্য প্রার্থনা করেন, এমন কি স্বয়ং নারায়ণের বক্ষবিলাসী লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত নারায়ণের বক্ষোবিলাস পরিত্যাগ ক'রে ইচ্ছা করেন, অধিক কি, স্বয়ং প্রেমোন্মাদ গোপীজন মঠও যেখানে চিরকাল হ'য়ে থাকেন; কাজেই আমাদের সেই শ্রীচৈতন্যের প্রেমরূপ পরম-পুরুষার্থ-ব্যতীত অন্য কোন অনাত্মিক বস্তু দূরে থাকুক, যেন সাযুজ্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যাদি বৈকুণ্ঠের ধামেও আদর হয় না। এজন্যে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের প্রেমিক রসিক-কুলচূড়ামণি শ্রীল চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর ব'লেছেন,—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

উপবাস-তালিকা

আগামী ২৩শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার—ভৈমী একাদশীর উপবাস; ২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার—বরাহ দ্বাদশীর উপবাস; ২৬শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-তিথির উপবাস।

সম্বর্ধনকে উপরি-উক্ত তিন দিবসই উপবাস বিধেয়, আর অসম্বর্ধনকে দুগ্ধ-ফলাদি কিঞ্চিৎ অনুকল্প বিধি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১শ খণ্ড | গৌড়ীয় মঠ, ২৯শে মাঘ শনিবার, ১৮৩৯ ; ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ | ২৭শ সংখ্যা।

সাময়িকী

ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনী ৬ই জানুয়ারী (১৯৩৩) হইতে ৩১শে জানুয়ারী (১৯৩৩) পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকিয়া বিশেষ সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছেন। জাগতিক অন্যান্য ভোগ ও ত্যাগের শিক্ষার ন্যায় সংশিক্ষা সমাপ্ত হইবার বিষয় নহে। ইহাই 'সৎ'শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। 'সৎ'শব্দের প্রকৃত অর্থ—ভগবদ্ভক্তি, একমাত্র ভগবদ্ভক্তিই নিত্য বস্তু। কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ—নিত্য উদ্দেশ্য বা সাধ্য নহে। ইহা কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি সম্প্রদায়ও স্বীকার করিতে বাধ্য।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঢাকায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্ঘোচন করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রকৃত ধর্ম্ম ও শিক্ষা-সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের সাধারণ প্রচলিত ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সংশিক্ষা-প্রদর্শনী সকলেরই প্রচলিত ধারণার উপর বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন। উচ্চ-শিক্ষিত সমাজ এবং সাধারণ ব্যক্তি—সকলেই সমস্বরে এই প্রদর্শনীর উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। প্রদর্শনীর দর্শকগণের মুখে অনুরূপ এই কথাই শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, "সংশিক্ষা-প্রদর্শনী" সত্য-সত্যই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী।

প্রদর্শনীর প্রত্যেকবস্তু অতীব সুন্দর হইয়াছিল,—ইহা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন। মহিলা ও পুরুষগণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পথ নির্দ্দিষ্ট ছিল, কোথায়ও কোন প্রকার গণ্ডগোল বা অসুবিধা ঘটে নাই। প্রত্যেকটী দৃশ্য শাস্ত্রীয় বাক্য ও প্রমাণ-সমূহকে ধন্য দান করিয়া অতীব কলা-নৈপুণ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা নগরীতে শুভ পদার্পণ করিয়া অযাচিত ও অহৈতুকভাবে ঢাকাবাসীর সৌভাগ্যোদয় করাইয়া অনর্গল শ্রীহরিকথা-বিতরণ পূর্ব্বক

৩০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঢাকায় অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ৩০শে জানুয়ারী মধ্যাহ্নে কলিকাতা-মেলে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষক আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু; শ্রীপাদ জগদ্বান্ধব ভক্তিবান্ধব বি, এ; শ্রীপাদ অধ্যক্ষানামন্দ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ; শ্রীপাদ ভবভক্তিহৃদ্ দাসাধিকারী বি, এল; ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভৃতি শ্রীগৌড়ীয়মঠবাসী ভক্তগণ ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে আচার্য্যের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিবার জন্য ২৭শে জানুয়ারী ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহারাও শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

চোখে আঙ্গুল দিয়া সংশিক্ষা প্রচারিত হওয়ায় প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-মাত্রেরই হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। কেবল-মাত্র দুই একটী মৎসর-প্রকৃতির ব্যক্তি সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর মলিন মন্দিরে ছিদ্রানুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ চেষ্টার দ্বারা তাহারা "ঠাকুর ঘরে কে?—আমি কলা খাই না"—এই ন্যায়ানুসারে আত্ম-প্রকাশই করিয়া ফেলিয়াছে। জানিতে পারা গিয়াছে,—দুই একটী প্রাকৃত সহজিয়া এবং দুই একটী ছোট হরিদাসের শিষ্যাভিমানী তথা-কথিত সমন্বয়বাদী ঐরূপ সংশিক্ষায় সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারে নাই।

বহির্ম্মুখ জীবকে সুখী করা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য নহে। পরাচ্ পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং পুরুষোত্তমের সেবকগণের সুবিধান করাই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর প্রধান শিক্ষা। দুই একটী প্রাকৃত সহজিয়া নাকি বলিয়াছে যে, ছোট হরিদাসের কপটতাকে প্রকাশ করা—ভুবোগি-গণের পতনকে লোকের নিকট বলিয়া দেওয়া—জগদ্গুরু শিবের লোকশিক্ষাকে লোকে প্রচার করা এবং সত্য এক, অদ্বিতীয়,—ইহা বলা ভাল হয় নাই।

সত্য কিন্তু কাহারও মুখাপেক্ষী নহে। প্রাকৃত নীতি-সম্বন্ধে বলিতে গিয়া পাশ্চাত্যদেশীয় মনীষী বার্ক বলিয়াছেন, "Law is no respector of persons"—আইনের নিকট কাহারও ব্যক্তিগত সম্মানের স্থান নাই। প্রাকৃত নীতি-সম্বন্ধেই যদি এরূপ বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত পরমনীতি ভক্তি-সম্বন্ধে ইহা যে কত অধিক সত্য, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

কোন সাধারণ সংবাদ-পত্রের অভিজ্ঞতাবাদী সম্পাদক বলিয়াছেন যে, "সত্য এবং কপটতা কাহারও একচেটিয়া বস্তু নহে।" ইহা সাধারণ মানবজাতির ধারণা বটে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত মানবজাতির এই ধারণার বিরুদ্ধ আনয়ন করিয়া বলিয়াছেন,—সত্য একমাত্র ভাগবতধর্ম্মাবলম্বিগণেরই একচেটিয়া সম্পত্তি; আর কপটতাই ভাগবতধর্ম্ম-ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় মনোধর্ম্মের একচেটিয়া সম্পত্তি। মানবের মস্তিষ্ক যতদিন বহির্ম্মুখতার নেশায় মত্ত থাকে, ততদিন ভাগবতের এই কথাকে তাহারা গোঁড়ামী বা সংকীর্ণতা বলিয়াই মনে করিবে। কিন্তু বাস্তব পরমসত্যের মহা উদারতায় তাহাদের আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ কথা যে বর্ণে-বর্ণে কিরূপ সত্য, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভিক শ্লোকেই বহির্ম্মুখ মানবজাতির প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার গলদ্ঘর্ম্ম করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—সত্য একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্মের একচেটিয়া। আর ভাগবতধর্ম্ম-ব্যতীত যত কিছু, তৎসমস্তই বিভিন্ন কপটতার প্রতীক। আলোক একমাত্র সূর্য্যেরই একচেটিয়া। তদ্ব্যতীত যতকিছু, সমস্তই অন্ধকার; সূর্য্যের আনুগত্য-স্বীকারেই উহাদের আলোকময়তা। এই কথা শ্রীচৈতন্যদেবও জানাইয়াছেন। একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম-বাঞ্ছা-ব্যতীত ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনা—সকলই কপটতা। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম ভগবদ্ভক্তগণের একচেটিয়া সম্পত্তি। আর কপটতা—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামিগণের একচেটিয়া পণ্য দ্রব্য। সর্ব্বজন-প্রিয় ধারণার একান্ত বিরোধী কথা একমাত্র বেদান্ত-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাময় মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার অনুগত ভক্তগণই বলিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একচেটিয়া সত্যের বিচার হইতে যাহারা যত দূরে, তাহারা তত কপটী।

গত ২৯শে জানুয়ারী (১৯৩০) তারিখের "মানসবাজার" পত্রিকার স্তম্ভে প্রকাশিত, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের লিখিত শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর

নিকট প্রেরিত প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় বিবিধ-শাস্ত্রের মধ্যে সর্ব্বোপরি শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীভগবন্নামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাকে যাঁহারা অর্থবাদ মনে করেন, তাঁহারা কিরূপ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ও ভ্রম-সঙ্কুল চালিত, তাহা সাধারণ ন্যায়-শাস্ত্রের দ্বারাও প্রমাণ করা যায়।

অনেকের ধারণা এই যে, যেমন এক এক শাস্ত্র নিজ-নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতও তেম্‌নি নিজের ডঙ্কা নিজেই বাজাইয়াছেন। সুতরাং বস্তুতঃ সকল মতই সমান। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তর্কভূষণ মহাশয় ত্রিবিধ অর্থবাদের বিচারের মধ্যে ভূতার্থবাদের বিচারের অবতারণা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার যে সাধারণ অর্থবাদের অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তর্কভূষণ মহাশয় এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী কর্ত্তৃক বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট পৃথক্ পৃথক্ সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ তর্কভূষণ মহাশয় ও পণ্ডিত মালব্যজীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবতই যে পরম সত্য একচেটিয়া, তাহা বিশদভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আচার্য্যের সেই বাণী আমাদের যোগ্যতানুসারে আমরা যতটা ধারণা করিতে পারিব এবং নিরন্তর সৎসঙ্গে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে তাহা যতটা আমাদের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, আমরা ততটা সত্যের কথা জগতে প্রচার করিতে পারিব। অসৎসঙ্গ অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামীর সঙ্গ যদি কোন না কোন আকারে আমাদিগকে অভিভূত করে, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে আচার্য্যের বাণী পূর্ণভাবে স্বার্থক্য বিস্তার করিতে পারিবে না। সনাতন শাস্ত্রের ইহাই একমাত্র কথা যে, কৃষ্ণ এক অদ্বিতীয় স্বরাট্ পুরুষোত্তম; তিনি—অধোক্ষজ। সত্য সেই কৃষ্ণের ঐকান্তিক সেবকগণেরই একচেটিয়া বস্তু। পন্থা যেমন এক, সত্যের পথও সেইরূপ এক,—বহু নয়। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামনার পথ বহু বলিয়া তাহা কপটতাপূর্ণ। ঐ সকল কপটতা ছাড়িলে একচেটিয়া সত্য লাভ করা যায়। এই সত্যকথা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামিগণের প্রিয় না হইলেও ইহা একান্ত পরম সত্য এবং তাহাদের পক্ষেও প্রকৃত শ্রেয়স্কর।

ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে সাক্ষাদ্ভাবে (directly) ভক্তগণ মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ অপরাধে প্রভু ছৈল হরিদাস ?" কি লাগিয়া যায়-যানা, করে উপবাস ? মহাপ্রভু উত্তর দিলেন,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ। দেখিতে না পারো আমি তাহার বদন॥" ইহা একটী প্রাকৃত সহজিয়া বলেন যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ঐ উক্তি ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে সাক্ষাদ্ভাবে বলা হয় নাই, সাধারণভাবেই ইহা বলা হইয়াছে। যদি কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন,—"রামবাবু কি অপরাধ করিয়াছেন ? তিনি কি জন্য রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন ?" এই প্রশ্নের অব্যবহিত পরেই যদি উত্তরদাতা বলেন,—"নীতিপরায়ণ ব্যক্তির অপরের দ্রব্য হরণ করা উচিত নহে। ঐরূপ অপহরণকারী রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়," তাহা হইলে কি ইহাই সিদ্ধান্ত হয় না যে, রামবাবু একজন পরের দ্রব্য অপহরণকারী এবং সেই অপরাধে তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত ? অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি লোকও এই স্পষ্ট কথাটী বুঝিতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় ছুই অভিসন্ধিমূলে "ছোট হরিদাস কি অপরাধ করিয়াছেন,—কি জন্য তাঁহার যায়-যানা এবং কি জন্য তিনি উপবাস করিতেছেন ?"—এই সকল প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু "ছোট হরিদাস বৈরাগী হইয়া প্রকৃতি-সম্ভাষণ করিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার অমার্জ্জনীয় অপরাধ, প্রকৃতি-সম্ভাষণকারী ছোট হরিদাসের মুখ দর্শন করিতে না হয়, এই জন্যই তাঁহার যায়মানা"—ইহা স্পষ্টভাবে বলা সত্ত্বেও কোনও অভিসন্ধিমূলে প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ছোট হরিদাসের ভাবক হইয়াছেন। ভক্তগণ যখন দ্বিতীয়বার মহাপ্রভুকে ছোট হরিদাসের অপরাধ ক্ষমা করিবার প্রার্থনা জানাইলেন, তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমার মন প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন।" অধিক কি, ছোট হরিদাস ত্রিবেণীর জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন, ইহা যখন মহাপ্রভু শুনিলেন, তখন তাহাতে তিনি দুঃখিত হওয়া

দূরে থাকুক, বরং হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই উচিত

"শুনি' প্রভু হাসি' কহে সুপ্রসন্নচিত্ত।
প্রকৃতি-দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥"

মহাপ্রভু কি এখানে কপট হাসি হাসিয়াছিলেন? এবং অন্তরে তিনি দুঃখিত হইয়া থাকিলেও লোক দেখাইবার জন্য তখন সুপ্রসন্নচিত্তের পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন? প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচার গ্রহণ করিলে এরূপ ব্যবহারে মহাপ্রভুকে কপট, নির্দয় এবং মহাপ্রভুর সাড়েতিনজন অন্তরঙ্গ ভক্তের অন্যতম মাধবীমাতাকে একজন প্রাকৃত কামিনী বলিতে হয়। একটী লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইল—চিরতরে একটী ব্যক্তি এই ধরাধাম হইতে চলিয়া গেলেন, আর মহাপ্রভুর তাহাতে চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল, হাসির উদ্রেক হইল এবং তাঁহার ঐরূপ শাস্তি পাওয়াই উচিত হইয়াছে, মহাপ্রভু ইহা মুক্তকণ্ঠে জানাইলেন,—এই সকল ব্যাপার কি প্রমাণ করিয়া দেয় না যে, ছোট হরিদাস কিরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন? কপটতাই এই গুরুতর অপরাধ। ছোট হরিদাস বাহিরে সাধারণ লোককে একরূপ দেখাইয়াছিলেন, আর তাঁহার অন্তরে অন্যরূপ মদং অভিসন্ধি ছিল। সাধারণ লোক বাহ্যদর্শনে প্রতারিত হয়। কিন্তু মহাপ্রভু অন্তর্যামী বলিয়া তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। কালাকৃষ্ণদাস তন্তুবায়-স্ত্রীলোকের কবলে পড়িয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু স্ত্রীসঙ্গী বৈরাগী কালাকৃষ্ণদাসকে স্ত্রীসঙ্গের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার অন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন নাই। পরন্তু নিত্যানন্দ-প্রভুর অনুরোধে কালাকৃষ্ণদাসকে সংশোধন করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন। কিন্তু ছোট হরিদাসকে শুধু বর্জ্জন নহে, তাঁহার আত্মহত্যার কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বরূপাদি ভক্তগণের, অধিক কি, গুরুস্থানীয় পরমানন্দপুরীর অনুরোধেও ছোট হরিদাসের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হন নাই। তাহার কারণ,—ছোটহরিদাস ছিলেন কপট, আর কালা-কৃষ্ণদাস কপট নহেন,—দুর্ব্বল-মাত্র। কপটতা করিয়া মহাপ্রভুর সেবার অভিনয়কারী ব্যক্তিগণকে মহাপ্রভু কখনও গ্রহণ করেন না। কিন্তু দুর্ব্বলচিত্ততাযুক্ত ব্যক্তি যদি পুনরায় অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অসৎকার্য্য হইতে চিরতরে বিরত হন, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ—কপট স্ত্রীসম্ভাষণকারী। তাঁহারা লোকদেখান গৌরভক্তি এবং গোপনে ছোট হরিদাসেরই আদর্শে স্ত্রী-সম্ভাষণকারী। এইজন্যই ছোট হরিদাসের প্রতি তাঁহাদের এত সহানুভূতি—ছোটহরিদাস তাঁহাদের এত স্তুতির পাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—তাপসের চরিত্র দেখিয়া তপস্বীর বস্তুর চরিত্র খুব সুন্দরভাবে বুঝিতে পারা যায়। ইহা যেন একটী কষ্টিপাথর। কুকুর, গ্রাম্যশূকর, উট, গর্দ্দভ প্রভৃতির স্তুতির পাত্রের কথা যেমন শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, তেমনি প্রাকৃত সহজিয়াগণের স্তুতির পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন,—ছোট হরিদাস। ইহার মধ্যে যে গুরুতর-সন্ধিটী আছে, তাহা একমাত্র অন্তর্যামী মহাপ্রভু এবং তাঁহার নিজ-জনগণই বুঝিতে পারেন এবং লোককে তাহা জানাইয়া দেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যে ছোট হরিদাসের ভাবক হইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, যদি ছোট হরিদাসকে যে-কোন উপায়েই হউক্ অকট বৈরাগি-সম্প্রদায় বা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে লোকদেখান গৌরভক্তি ও গোপনে ব্যভিচার—যাহা বর্ত্তমান প্রাকৃত সাহজিকগণের একমাত্র ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবতা হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারা যাইবে না।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নিকট যখন বলা হয় যে, যদি স্ত্রীদর্শনকারী বৈরাগীমাত্রকেই মহাপ্রভু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার ব্যবস্থা করিতেন বা চিরতরে বর্জ্জন করিতেন, তাহা হইলে ঠাকুর হরিদাস ত' অতবার রামচন্দ্র খানের প্রেরিত বেশ্যার অন্তর্জ্জী দর্শন করিয়াছিলেন, সেই হরিদাসকে মহাপ্রভু স্ত্রীসম্ভাষণকারী বিচারে পরিত্যাগ করেন নাই কেন? কুটবুদ্ধি প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, ঠাকুর হরিদাস নিজে ইচ্ছা করিয়া স্ত্রীলোকের নিকট গমন করেন নাই। কিন্তু ছোট হরিদাস স্বেচ্ছায়, স্ত্রীলোকের নিকট গমন করিয়াছিলেন। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের এইরূপ উক্তি কিন্তু তাহাদের পক্ষ সমর্থন না করিয়া ছোট হরি-দাসের কপটতারই আরও অধিকতর প্রকাশ করিয়া দেয়।

দ্বিতীয়তঃ কোন বৈরাগীবেশের নিকট প্রকৃতি উপস্থিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিলে তিনি প্রকৃতি-সম্ভাষণের অপরাধে অভিযুক্ত হইবেন না,—ইহাই বা কি প্রকারের যুক্তি? এই যুক্তিও কিন্তু আচার্য্যের বাক্যের সত্যতাই প্রমাণিত করিয়া দেয়, অর্থাৎ যখন কোন প্রকৃতি বৈরাগীর ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উপস্থিত হয় এবং বৈরাগী তাহাতে প্রলুব্ধ হয়, তখন তাহার মূলে বৈরাগীর দিক্ হইতে কপটতা অপেক্ষা হৃদয়দৌর্ব্বল্যই অধিক। কিন্তু ছোট হরিদাসের আদর্শ তাহা নহে। বাহ্যদর্শনে ছোট হরিদাসের এমন কোন অপরাধই দেখা যায় না, যাহাতে ছোট হরিদাসকে দণ্ড প্রদান করা মহাপ্রভুর উচিত হইতে পারে। ছোট হরিদাস স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মাধবী-মাতার গৃহে ভাউল ভিক্ষা করিবার আদর্শও বাহিরে দেখান নাই। তিনি ভগবান্ আচার্য্য বা কোন বৈষ্ণবের আদেশেই মহাপ্রভুর সেবার জন্য মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত বৃদ্ধা তপস্বিনীর নিকট—যাঁহাতে ছোট হরিদাসের ন্যায় অল্পবয়স্ক ব্যক্তির কোনরূপ দুর্ব্বলতার উদয়ই হইতে পারে না,—এইরূপ বাহ্য অভিনয়ে তিনি মাধবীমাতার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার সেবকের প্রতি প্রাপঞ্চিকরূপ প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থার অনুমোদন করিবেন,—ইহা অপূর্ব্ব যুক্তি বটে।

ছোট হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে মহাপ্রভুর সেবা করিতে গিয়াছিলেন,—এই ক্ষেত্রে ছোট হরিদাসের কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলে ছোট হরিদাস কোন ক্রমেই নিন্দিত হইতে পারেন না। তাঁহাকে মুকুন্দদত্তের প্রায়শ্চিত্তে দণ্ডাই করা ত' দূরের কথা, বরং প্রাকৃত-সাহজিকগণের বিচার ধরিলে ভগবান্ আচার্য্য—যিনি ছোট হরিদাসকে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিই মহাপ্রভুর দণ্ড বিহিত হওয়া উচিত। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভগবান্ আচার্য্যকে কিছু না বলিয়া তাঁহার গৃহে মাধবী-মাতার প্রদত্ত তণ্ডুলের অন্ন সাদরে গ্রহণ করিলেন। কারণ, মহাপ্রভু ভক্তের নিন্দিই গ্রহণ করেন, অভক্তের কোন দ্রব্য তিনি গ্রহণ করেন না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়,—মাধবীমাতাকে কোনক্রমে মহাপ্রভু প্রকৃতি বা স্ত্রী বলেন নাই। মাধবীমাতা অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমিক। কিন্তু ছোট হরিদাস কপট, তাঁহার হৃদয়ে অল্প দুরভিসন্ধি ছিল। গৌরপার্ষদ-প্রবর পণ্ডিত জগদানন্দও এই কপটতার কথা বলিয়াছেন,—

"লোক-দেখান গৌরকথা তিলক-মাত্র ধরি।
গোপনেতে অন্যাচার ঘোরা ঘরে চুরি॥
যদি চাহ প্রেম রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥"

ভগবানের মোহিনীরূপ-দর্শনে রুদ্রের সতীকে পরিত্যাগ করিয়া মোহিনী-মূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবনের কথা শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে বর্ণিত আছে। লীলাপুরুষোত্তম শক্তি-মদ্-বিগ্রহ শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তিরূপিণী স্ত্রী-মূর্ত্তিতে দর্শন করিতে চাহিলে জীবগণের আরাধ্য শিবের পর্য্যন্ত কি দশা হইতে পারে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত প্রদর্শন করিয়াছেন। এই পরম সত্য বা শাস্ত্রের বিচার বহির্ম্মুখতা-ব্যাধিগ্রস্ত লোকের রুচিপ্রদ নহে অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্দ্দৈবের ব্যবস্থা ভ্রান্তরোগীর রুচিপ্রদ নহে বলিয়া পরম মঙ্গলপ্রদ সত্য-কথা জগতে প্রচারিত হইবেনা,—এরূপ আশা করা বৃথা। "বহু লোকের রুচিপ্রদ কথাই সত্যকথা"—সমগ্র বহির্ম্মুখজনপ্রিয় এই মত অর্থাৎ বহির্ম্মুখ-সমাজের এই অন্যায় ঘোড়াদৌড় অনাবিল সত্য কখনই গ্রহণ করিবে না। ভাগবতধর্ম্ম-প্রচারক নির্ম্মৎসর সাধুগণ উচ্চ-কীর্ত্তনের দ্বারা—অর্চ্চামূর্ত্তির দ্বারা সর্ব্বদা বহির্ম্মুখগণের ঐ সকল কপটতা ধরাইয়া দিবেন, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম।

মূর্খোগি-গণের ভগবান্ নিরর্থকত্ব শ্রীমদ্ভাগবত কোটি কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাই স্বশিক্ষা-প্রদর্শনী মহ আদর্শের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবতের পরম সত্য-কথা প্রচার করা যাহাদের নিকট রুচিপ্রদ হয় না, তাহারা নিজেরাই নিজেদের চরিত্র প্রকাশ করিয়া ফেলে।

মূঢ়ানামন্যভক্তানাং শ্রদ্ধয়ার্হণাদিভিঃ।
অকৃতাবদ্ধসাং রাজন্ ভূতেষু মদবজ্ঞয়া॥
(ভাঃ ১০।৪৬।৩০)

অভক্তগণ শ্রদ্ধায়ার্হণাদি-দ্বারা চিত্তকে নিয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিষয়মলশূন্য হয় না বলিয়া তাহা-আমার বিষয়াভিজ্ঞ হইয়া পড়ে।

প্রায়েণ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ।
বিশীর্য্যত্যসমাধানান্নেন্দ্রিয়াণি হরন্ত্যুত॥
(ভাঃ ১১।২৯।২)

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই দেখা যায় যে, যে-সকল যোগী যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনোনিগ্রহ-বিষয়ে ব্যাকুল হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন; কারণ, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মনোনিগ্রহ হয় না।

অতন্ত্রায়ান্ বয়স্তোতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্ভাবয়ানস্ত কালক্ষেপণহেতবঃ॥

(ভাঃ ১১।২৯।৩৩)

(ভগবান্ বলিতেছেন,—) এই নিমিত্ত যাঁহারা উত্তম যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিযোগে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারা এই সকল চেষ্টাকে ভক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া থাকেন। মদীয় ভক্তগণ আমার দ্বারাই সমস্ত সাধনের ফল প্রাপ্ত হন; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল সাধন-চেষ্টা কালক্ষেপণের হেতুমাত্র। আমার সেবা ছাড়িয়া তাঁহারা সেরূপ বৃথা কালক্ষেপ করেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের সত্যাগ্রহণ বা তাঁহার প্রচারে যাঁহারা আনন্দবোধ করেন না, তাঁহারা মৎসর ও ইন্দ্রিয়পর মনোধর্ম্মী। তাঁহারা নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রতি মৎসরতা পোষণ করিয়া থাকেন। এইরূপ শ্রেণীর দুই একজন প্রাকৃত সহজিয়া সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ প্রভৃতি আচার্য্যগণের আলেখ্য-সমূহ বীর-পূজক ও মনুষ্যে ঈশ্বর-ধর্ম্ম-আরোপকারী বা ঈশ্বরে মনুষ্যবুদ্ধি-আরোপকারীর চিত্তবৃত্তি লইয়া দর্শন করিতে গিয়া বঞ্চিত হইয়াছেন। উঁহাদের কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভা কোন কল্পিত মূর্ত্তি কিংবা জাল পুস্তকাদি প্রকাশ বা প্রচার করেন না। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের আনুকরণিক প্রদর্শনীতে জাল হস্তাক্ষর ও কল্পিত ছবিসমূহ মহাপ্রভুর হাতের লেখা ও মহাপ্রভুর পার্ষদবর্গের পট প্রভৃতি বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। আচার্য্যগণের যে-সকল আলেখ্য সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার কোনটীই কল্পিত নহে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আচার্য্য-মাত্র নহেন। তিনি বিষ্ণুতত্ত্বের আকর বস্তু। নিখিল বিষ্ণুতত্ত্ব তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন, সুতরাং নিত্যানন্দ-প্রভুকে কেবলমাত্র আচার্য্য-কোটির মধ্যে আবদ্ধ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে অন্যান্য প্রাকৃত নায়কের অন্যতম মনে করিয়াছেন, তাঁহারা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে পান নাই। কিন্তু সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর ১২ নং প্রকোষ্ঠে বালকাবতারী শ্রীচৈতন্যের আপামর-সকলকে কৃষ্ণপ্রেম-ধন-বিতরণ-মূলে প্রেমময় তরুর স্কন্ধের দুইদিকে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত—দুইজনই বিষ্ণুতত্ত্ব—শ্রীচৈতন্য-প্রেমময় তরুর দুইটী স্কন্ধ। প্রাকৃত সাহজিক, মৎসর দর্শকগণ "প্রদর্শকের বাণী" শ্রবণ না করিয়া নিজেদের ভোগমত্ত চক্ষুতে দর্শন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন বলিয়াই ১২ নং প্রকোষ্ঠে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে পারেন নাই। মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মও তাঁহাদের দর্শন হয় নাই। মূল স্কন্ধের মধ্যেই যে অপর দুইটী স্কন্ধ ক্রোড়ীকৃত, তাহা তাঁহাদের ভোগচক্ষু দেখিতে পায় নাই। দ্বিতীয়তঃ যেখানে মহাপ্রভু আছেন, সেখানে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত নাই,—এইরূপ অতিবাড়ীর বিচার প্রাকৃত-সহজিয়াদের কামুকতা-মাত্র। স্বয়ংরূপের মধ্যে স্বয়ং-প্রকাশ নাই,—ইহা শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্ম হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগণেরই প্রলাপ।

প্রাকৃত সাহজিক দর্শক যদি সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর ৪নং প্রকোষ্ঠে শ্রীরূপ-শিক্ষার আদর্শের মধ্যে কারণবারিতে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর যে শ্রীমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে ক্ষীর-গর্ভ-কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর মূল আকররূপে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পাদপদ্ম সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয় নাই,—এইরূপ মূঢ়তা প্রকাশ করিতেন না। গজবদন গণপতির মস্তকে যে গজারিবদন শ্রীনৃসিংহদেব পাদপদ্ম-যুগল ন্যস্ত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন (৪১নং প্রকোষ্ঠে), সেই নৃসিংহদেবেরও মূল আকররূপে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুরই পাদপদ্ম। দুর্ভাগ্য-বঞ্চিত, ভোগমুগ্ধ হইয়া যাঁহারা সেই নিত্যানন্দ-প্রভুর পাদপদ্ম সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে দেখিতে পান নাই, তাঁহাদের দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পাঠওবলনবাসী শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পতাকাতলে সমবেত হইয়াছেন।

গত ৩১শে জানুয়ারী ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে সর্ব্বসাধারণকে প্রবেশ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। অসংখ্য ব্যক্তি প্রদর্শনী দর্শন করিয়া প্রভূত শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের জীবনের নূতন অধ্যায়ের সূচনা তাঁহারা সৎসঙ্গ-প্রভাবে ক্রমশঃ পাঠ করিতে পারিবেন, ইহা আশা করেন। প্রদর্শনীর ভারপ্রাপ্ত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ঐ দিবস প্রদর্শনীক্ষেত্রে একটী বিরাট্ মহোৎসবেরও আয়োজন করিয়াছিলেন।

"সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী'র বিবরণ ও "প্রদর্শনীর দর্শক" নামক যেরূপ দুইটী বিবরণ-পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, তেম্‌নি বঙ্গভাষায় যাঁহাদের অধিকার নাই, তাঁহাদের জন্য ইংরেজী ভাষায় "A Synopsis of The Theistic Exhibition" নামক একটী পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তিকাটী সরল ইংরেজী ভাষায় লিখিত হওয়ায় সকলেরই বোধগম্য হইবে আশা করা যায়। পুস্তকের কাগজ ও ছাপা অতীব মনোরম।

শ্রীপঞ্চমী-তিথি শ্রীগৌর-নারায়ণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর আবির্ভাব-তিথি। অপরা বিদ্যার কামনাকারী শিক্ষ-সম্প্রদায় ঐ দিবস অপরা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীর পূজার অভিনয়ে অর্থকরী বিদ্যা প্রার্থনা করেন, এবার সেই তিথিতে শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করিয়া পরমার্থদায়িনী বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

আগামী কৃষ্ণা পঞ্চমী ৩রা ফাল্গুন, ১৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার দিবস শ্রীচৈতন্যবাণীর আবির্ভাব-তিথি। এ বৎসর শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে পরাবিদ্যাশ্রিত লোক-সম্প্রদায় বিবিধ উপায়ন লইয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে উপনীত হইবেন।

আচার্য্যের বাণী

গত ২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণে ঢাকার কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপনীত হন। অবসর-প্রাপ্ত সেসন্স্ জজ রেভারেন্ড যাদবেন্দ্র নারায়ণ সেন, অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল (কটক হইতে সেই দিবসে আগত), ঢাকা বারের কতিপয় উকিল ও অন্যান্য বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ "যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকং"—এই ভাগবতীয় শ্লোকটী ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়া বলেন,—কপট দুই প্রকার—ভোগী বা Elevationist, ত্যাগী বা Salvationist. ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই অপরের আত্মোপকারের প্রতি উদাসীন। যে আত্মা অন্য আত্মার প্রতি উদাসীন, ভগবান্ তাঁহাকে দয়া করেন না। ভগবান্ বিভুচিৎ (Absolute Infinity), জীব অণুচিৎ (Absolute infinitesimal), অণুর (Infinitesimalএর) অংশের বা fragment এর মধ্যে আবার যদি কেহ ছুরি করিয়া কিছু রাখিয়া দেয়, ভগবান্‌কে সেইটুকুও দিবে না মনে করে, তাহা হইলে বিভুচিৎ (Absolute) তাহার কাছে প্রকাশিত হন না।

অপরকে বঞ্চনা করার নাম—কপটতা। আমার বন্ধু-বান্ধব সকলকেই বঞ্চনা করিয়া নিজের অনর্থাত্মক ধর্ম্ম-অর্থ কাম-মোক্ষের জন্য ব্যস্ত হইব, এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি—কপটতা। সকল বাস্তব সত্তার বিলোপ-সাধনের (Negativing all positive assertions-এর) বিচার কপটতা হইতে ভ্রান্ত। বিভুকে (Absolute) বঞ্চনা (deprive) করিব,—এরূপ বিচার মস্ত কপটতা।

"যাবাং বুদ্ধেব চিচ্ছক্তা বৈভবে স্থিত আত্মনি" যাকে

দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত ব্যাপার (occupation) যদি আমরা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিয়োজিত করি, তাহা হইলে আমাকে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারিব। আত্মার অখিল-রসামৃতমূর্ত্তির সর্ব্বাঙীন-পূজা-ব্যতীত অন্য কোন occupation থাকিতে পারে না।

আমাদের আত্মা এখন সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। মন ও শরীরের প্রতি আত্মার ক্ষমতা প্রদত্ত (power deligated) হইয়াছে। আমরা অলস (Indolent) হইয়া পড়িয়াছি—কৃষ্ণসেবা করিব না, আর বাদবাকী সব করিব; এজন্য শ্রীগৌরহরি বলিয়াছেন,—"নামাকারি বহবা নিজসর্ব্ব-শক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।" বিশ্বের সকল জীবের প্রতি শ্রীগৌরহরির একমাত্র ব্যবস্থা (prescription)—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"।

যে-কোন শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিলেই সুবিধা হইবে।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তির অনুক্ষণ আমাদের মনে অনুস্যূত থাকায় বিশ্রম্ভ-সেবাই আমাদের নিত্যধর্ম।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥

কৃষ্ণের স্মৃতি কৃষ্ণের শ্রবণের দ্বারাই হইয়া থাকে। কৃষ্ণের শ্রবণের অভাবে কৃষ্ণের বিস্মৃতি ঘটে। কৃষ্ণ যে জিনিষ, সেই জিনিষটীর শরণাগত হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। মানুষ যখন নিজকে নিজে বুঝিতে পারে, তখন "ব্রহ্মযোনিং কর্ত্তারমীশং পুরুষং" বুঝিতে পারে। কৃষ্ণজ্ঞান লাভ না করিলে পরমাত্মাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। কৃষ্ণজ্ঞান পরমাত্ম-সান্নিধ্য-মাত্র নহে। পরমাত্মার 'সান্নিধ্য'মাত্র হইয়া থাকে। কৃষ্ণের সহিত আমার যে বৃত্তি (function) আছে, তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে—কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান-লাভে। নিকটবর্ত্তী হওয়ার পরে আমার ক্রিয়াটা কিছু আরম্ভ হইল না। এজন্য 'পরমাত্মভক্তি'শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'পরমাত্ম'-শব্দে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহাতে ভক্তি করা প্রয়োজন হয় না। সান্নিধ্যেই আংশিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এজন্যই, পরমাত্মপ্রাপ্তি মানে। কোন জিনিষকে ভোগের বস্তু না করিয়া all-pervading বা সর্ব্বব্যাপকের মধ্যে কোন বস্তু দেখিলে না দ্বারা অর্থাৎ সমস্তটাকেই প্রভু করা—পরমাত্মসান্নিধ্য। কিন্তু ভগবৎসেবা বা ভাগবতের নিদ্দিষ্ট পরমাত্মভক্তিতে চেতনের বৃত্তির নিত্যস্বভাবের প্রগতি আরম্ভ হয়।

'ব্রহ্ম'-শব্দে কতকগুলি বিষয় বাদ দেওয়া হইয়াছে। পরমাত্মাতে কৃষ্ণত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। 'জ্ঞান' অর্থে—ভগবজ্জ্ঞান। আর 'বিজ্ঞান' অর্থে—পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত ভগবানের জ্ঞান। কেবল-জ্ঞানে নির্ব্বিশেষভাব আসিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান তাহা সংশোধন ও পরিপূরণ করিতে পারে।

ভজনীয় বস্তু, গুরু ও ভজন—এই তিনটীই নিত্য। means দিয়া—সিঁড়ি দিয়া মোক্ষলাভ উঠিয়া গেলাম। তারপরে সিঁড়িটাকে ফেলিয়া দিলাম, তাহা নহে। সিঁড়িটাও মোক্ষলাভের সঙ্গে সব সময় লাগান আছে। আমাদের রাশি-রাশি যে-সকল বাজে কথা শোনা আছে, তাহা নির্ম্মল (dismantle) করাই অনর্থ-নিবৃত্তি।

আমি কৃষ্ণবিস্মৃত জীব। পুনরায় কৃষ্ণের স্মরণ কিরূপে হইবে, তাহারই ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

যুহতে যাঁহার নিষ্ঠা, কৃষ্ণে যাঁহার নিষ্ঠা নহে, তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ। যুহতে নিষ্ঠা বলিয়াই তিনি গুরু। কৃষ্ণে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তিগণই সাধু। ভগবদ্বিস্মৃতির কোন না কোনও বিচিত্রতার অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান, অষ্টাঙ্গ যোগাদি কোন না কোনও ক্ষুদ্র ব্যাপারে যিনি আবদ্ধ হইয়াছেন, তিনি ক্ষুদ্রনিষ্ঠ বেটা। কৃষ্ণের ভাল লাগে, তাহা বিচার করা উচিত। আমার ভাল-লাগা জিনিষটী—অন্যাভিলাষ, ভাল কৃষ্ণাভিলাষ নহে। যোগী হইলে সুবিধা হইবে না, আবার অত্যন্ত বৈরাগী হইলেও সুবিধা হইবে না। "ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।" "প্রসাদস্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বৈরঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে দুরুং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

গরু পবিত্র বস্তু, কিন্তু তাহার দুগ্ধকে পবিত্র জ্ঞান না করিয়া গরুকে পবিত্র বলিতে বলিতে দুগ্ধ-পানের পরিবর্ত্তে যদি কেহ গরুকেই খাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাঁহার

যেরূপ পবিত্রতা-জ্ঞানে কুবিচার উপস্থিত হয়, সেইরূপ 'কৃষ্ণ পবিত্র', 'ভগবান্ পবিত্র' মুখে বলিয়া ভগবানের নিত্য পবিত্র সেবা করিবার পরিবর্ত্তে যদি কেহ নিজেই ভগবান্ হইয়া যাইতে চাহেন, ভগবান্‌কে গ্রাস করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানের অতিব্যাপ্তি হয়। তাহা মূর্খতা ও অপরাধ-মাত্র।

পরমাত্মা—কৃষ্ণের আংশিক বৈভব। বিকৃতাক্ষে খর্ব্ব করিয়া কৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তি-বলে মায়ামিকতা লাভ করেন।

"শ্রীহরি-সেবায় যাহা হয় অনুকূল। বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।" "ভগবানের ভোগ না দিয়া কিছুই গ্রহণ করিব না"—এই প্রকার বুদ্ধি না থাকিলে আমার আহার-বিহার-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে। যাহা কিছু পান করিব, সব ভগবানের পাদোদক, যাহা কিছু গ্রহণ করিব, সব ভগবানের অবশেষ। বহুতরোত্তরজাত রস-সকল নৈবেদ্য নহে। বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ গ্রহণ করেন। তাঁহার উচ্ছিষ্টই আমাদের গ্রহণীয়। বিষ্ঠামূত্র আমাদের গ্রহণীয় নহে, উহা ঘৃণ্য-জ্ঞানে বর্জ্জনীয়।

অর্ব্বাচীন-সম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তির আলোচনাকে অনেক সময় এক ঘেঁয়ে মনে করেন—বাস্তব সত্যের কথাকে একটী party'র কথা মনে করেন। খণ্ডন দণ্ডনাদি হরি-কথার সঙ্গেই হয়। জগতে যত প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় হইয়াছে বা হইবে, সমস্ত কথার মূলমাত্রক বিচার শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর মধ্যেই আছে। চৈতন্যচন্দ্রের এই ধরণের কথা প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় আলোচনা করে না বলিয়া তাহারা emotional হইয়া পড়িয়াছে।

অপ্রাকৃত শব্দ (Transcendental Sound) এর কথা শুনিলেই জগতের মঙ্গল হইবে। তাহা পূর্ব্বচিন্তাস্রোতকে, জাগতিক অভিজ্ঞতাপূর্ণ প্রাকৃত মস্তিষ্ককে নিয়মিত করিবে। অপ্রাকৃত শব্দের নিকট অভিগমন করিতে হইবে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। অনেকে ভাগবত শুনিবার পর অন্য কার্য্যে চলিয়া যায়। কেহ কেহ বা ভোগবুদ্ধিতে ভাগবত-পাঠের অভিনয় করে, শুনা যায়। এই সকল—ভাগবত-পাঠ নহে, ইহা তাহার অভিনয়-মাত্র। ইহারা কেহই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠও করিতেছে না; শুনিতেছেও না। শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়া আসিলাম, বাবার খাওয়া-দাওয়া করিলাম, সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম,—এরূপ হইলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা বা শোনা হইল না। শ্রীমদ্ভাগবত না শোনার ফলই লোকের অনর্থ যাইতেছে না—ভক্তি-লাভ হইতেছে না। "লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্। যস্যাং বৈ শ্রদ্দধানানাং কৃষ্ণে পরম পুরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা॥" শোক, মোহ, ভয়কে সমূল করিয়া রাখিয়াছে যে-সকল মনুষ্যজাতি, কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ফল বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে মনুষ্যজাতি, তাহাদের সে-সকল ধারণাকে নির্ম্মূল (Dismantle) করাই ভাগবতের কার্য্য। নারদ যখন বলিলেন,—কৃষ্ণের একটী কথাও মহাভারতে ব্যাস লিখিতে পারেন নাই, তখন ব্যাসের কৃপাতেই ব্যাস পূর্ণ-পুরুষ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। পূর্ণপুরুষের অভ্যন্তরে অপাশ্রিতভাবে একটী negativity বা অচিৎশক্তি বাস করিতেছে। উহাই মায়া। উহা লোকের চেতনের ধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া দিতেছে। ভগবৎসেবার বাস্তবতার দিক্ (positive phase) যাহা দেখাইতেছে না,—উহা সেই শক্তি। "ভগবানের নিত্যসেবক আমি"—উহা বিস্মৃত হওয়ার ফলে ঐ শক্তি এই জগতে আমার উপর প্রভাব স্থাপন করিবার অবকাশ পাইয়াছে।

প্রত্যক্ষজ্ঞানটা কেবল ছেলেখেলা (childish freaks)। ভগবানের দুইপ্রকার শক্তি—চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তি। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা মাপিয়া নিতে পারে যাহা, বা অনুমান (inference) করিয়া নিতে পারে যাহা, তাহাই অচিচ্ছক্তি।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ মায়ার দ্বারা অভিভূত হইতেই হইবে। ইহজগতে কোন একটী বস্তুর প্রতি দৃঢ় জ্ঞান বা জড়ের সম্বন্ধে জড়নিরপেক্ষ কোন ধারণাকে দৃঢ়মূলবুদ্ধি যদি হয়, তাহা হইলে 'ব্রহ্মাস্মি' হইলাম না। এজন্য মহাপ্রভু বলিলেন,—তৃণাদপি সুনীচতাই 'ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের প্রকৃত অর্থ। জড়ের ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া বা জড় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে যাওয়া—প্রকৃত দৈন্য নহে। তৃণাদপি সুনীচবাক্যে জড়ের সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য যে তৃণ, যাহাকে গো-গর্দ্দভাদি নীচ প্রাণীও পদ-দলিত করিয়া চলিয়া যায়, সেই প্রকার তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ অবস্থাই 'ব্রহ্মাস্মি' বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য। 'ব্রহ্ম' শব্দে ব্রাহ্মণ,—ক্ষত্রিয় নহে।

"আমি স্বতন্ত্র জীব—ভগবানের সেবা করিব না"—

এরূপ দুর্মতি প্রত্যেক ভক্তবিদ্বেষী জীবেরই আছে এবং এই জন্যই তাহারা এই বর্ত্তমান যুগে ঢালো এত বড় একটা field পাইয়াছে।

অসত্যবস্তুকে আমরা সত্যবস্তু বলিয়া অঙ্গীভূত (incorporate) করিতে যাইতেছি। আমরা মায়ার আদেশ পালন (dictation follow) করিতে চেষ্টা করি। যদি জীবের সুকৃতির সঞ্চয় থাকে, তবেই মঙ্গল হইয়া যায়।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—ইহারা বেশ বেদোক্ত কাজ করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের সকলের মস্তিষ্কস্বরূপ হইয়া বুদ্ধি-দ্বারা ইহাদিগকে পরিচালনা করেন। সুষুপ্তপ্রায় জাতি যখন ব্রাহ্মণের দ্বারা পরিচালিত (guided) হইতে না চাহিয়া বিচার করিয়াছিল, তখন তাহারা ব্রাহ্মণের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল—বস্তুতের সহিত তখন হাতের ঝগড়া আরম্ভ হইয়াছিল—ব্রাহ্মণবিদ্বেষ আরম্ভ হইয়াছিল। তখন এমন প্রকারের রাজনীতি ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের বিচার করিয়াছিল। বৌদ্ধগণ ক্ষত্রিয়জাতিরা মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-গণ ধর্ম্মনীতি পরিত্যাগ করিয়া সমাজনীতির অনুগমনের জন্য রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রুতি-বিরোধী বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্ট হইল। বৈশ্যনীতি তখন জৈনধর্ম্মে প্রকাশিত হইল। উপনিষদের ধর্ম্ম বা বেদের ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পুতুলপ্রস্তুতকারী (Iconographer) বা পুতুলভঙ্গকারী (Iconoclast) হইতে হইবে। ঠাকুর-জামা বা ঠাকুর তৈয়ারী করা, বীরপূজা, নায়কপূজা প্রভৃতির নামে জড়ের মূর্ত্তি প্রস্তুত করা বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চিরাস্রোত বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব—এই আচার্য্য-চতুষ্টয় আবির্ভূত হইয়া ঐ সকল শ্রুতিবিরোধী মত-বাদকে নিরাস করিয়াছিলেন। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে যে ভাবের চিত্র আরব্ধ হইল, তাঁহারা পরমার্থ-বঞ্চিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতই যে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, ইহা যাঁহারা না বুঝিয়া স্বকপোল-কল্পিত মতকেই উদারমত এবং অকৃত্রিম সূত্রার্থকে সাম্প্রদায়িক একদেশের মত-বিশেষ মনে করিলেন, তাঁহারা নিজেদের কপাল নিজেরাই খাইলেন।

Deductive or Inductive শব্দ-দ্বয়ের দ্বারা জড়-জগতের লোক যাহা বুঝে, আমরা তাহা বুঝি না। আমরা জানি,—যেটা সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা, সেটাই অবরোহ (deductive)। যে-কোন প্রকার অভক্তি হউক, উহাকে নিরাস করিতেই হইবে। কিছুতেই উহাকে ভক্তির সহিত সমান আসন দেওয়া যাইবে না। যাহার এইরূপ মতি নাই অর্থাৎ অভক্তির প্রতি কোন না কোন প্রকার গুপ্ত বা ব্যক্ত আসক্তি কিংবা পক্ষপাতিত্ব রহিয়াছে, সেইরূপ ব্যক্তিকে জগতের বন্ধক ও বিনাশক জানিতে হইবে। মনুষ্যের মানস কল্পনা বা চেষ্টা (mental speculation) হইতে যত অমঙ্গল ঘটিয়াছে, তাহা যখন করিয়া দিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করার কার্য্যের ভার লইয়াছেন—শ্রীগৌড়ীয়মঠ। শ্রীল মাধ্ব-প্রভুপাদ এই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ইহা খুব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পার্ষদগণ তাহাকে পল্লবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মূর্খের সংখ্যা অধিক হওয়ায় বৈষ্ণবধর্ম্ম উৎসাদিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই বৈষ্ণবধর্ম্ম আবার ভাল লোকের হৃদয়ে আবির্ভূত হউন্। প্রত্যক্ষবাদীর দুর্মতি বিনষ্ট হউক্। ভগবদ্ভক্তগণ বিশ্বশান্তির উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন,—কিসে মনোধর্ম্মের মঙ্গল হইবে, কিরূপে তাহাদের কর্ণে অকপট সত্যের কথা পৌঁছিবে। ভগবদ্ভক্তগণের আর কোন কার্য্য নাই। বর্ত্তমানে প্রায় দশ পনর হাজার লোক ইহাতে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনের আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছে—নির্ব্বোধ-শ্রেণী, শ্রীগৌড়ীয়-মঠ ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালির মত তাহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার দ্বারাই জীবের একমাত্র মুক্তি হইবে। মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই। অবিমৃষ্যকারিতায় (Hasty conclusion) কোন প্রকার মঙ্গল-লাভ হইবে না। গোঁড়াইয়া পলাইয়া গেলে সত্যকথা শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমাদের মন্দির মাটির মন্দির,—পাথরের মন্দির নহে। আমরা পুতুলপ্রস্তুতকারী বা পুতুলভঙ্গকারী সম্প্রদায়বিশেষ নহি। আমরা ঐরূপ শ্রেণীকে কখনই প্রশ্রয় দেই না। নাস্তিক-সম্প্রদায় বলিবে—অজ্ঞাতিবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগি-গণ মনে করিতে পারে,—গৌড়ীয়মঠের মন্দিরও তাহাদেরই আড্ডার মত আর একটী, কিন্তু তাহা নহে। তাহারা কেহ পুতুলপ্রস্তুতকারী, কেহ বা পুতুলভঙ্গকারী। আমরা কোন কাল্পনিক বস্তুর উপাসক নহি, বিশ্বে যে বস্তু এখন আছে, চিরদিন থাকিবে না, সেইপ্রকার কোন অনিত্য বস্তুরও সেবক আমরা নহি। কর্ম্মী,

জ্ঞানী—উভয়েরই উপাস্য বস্তু অনিত্য। কর্ম্মী যে স্বর্গাদি ফলের উপাসনা করে, তাহা অনিত্য। জ্ঞানী যে ব্রহ্মহাদিরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহাও তাহাদেরই কথানুসারে অনিত্য।

আজকাল সর্ব্বলোকের মন্দিরে প্রবেশ প্রভৃতি লইয়া নানাপ্রকার মনোধর্ম্মপর আন্দোলন চলিয়াছে। যোগ্য ব্যক্তির অধিকার কেহ নষ্ট করিতে পারে না। আবার অযোগ্য ব্যক্তিকেও গায়ের জোরে অধিকার দেওয়া যায় না। এবার শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজনদাসী গোস্বামী বলিলেন,—শ্রেষ্ঠের মন্দিরে আচারবান্ ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত। আচারহীনকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের আচারই—সদাচার।

যে-সকল জাতিকে ধর্ম্মে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে প্রচুর শাস্ত্রীয় প্রমাণ রহিয়াছে। মুচি-জাতিতে উদ্ভূত কোন একজন ব্যক্তি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রেষ্ঠের মন্দিরে তাহাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই বলিয়া সেই ব্যক্তি প্রাণত্যাগ-সংকল্প করিয়া মন্দির-মন্দিরের দ্বারে মস্তক কুটিতেছিল। তখন লছমী চাঁদ শ্রেষ্ঠজী ছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার ঠাকুর-বাড়ীতে প্রবেশাধিকার না পাইয়া এক ব্যক্তি মাথা কুটিতেছে, তখন তিনি বলিলেন,—"আমি কি ঠাকুরবাড়ী করিয়াছি মানুষ মারিতে? তিনি তখন আরও বলিলেন,—দেশভেদে স্মৃতিবিধান পৃথক্ পৃথক্। যখন বৈষ্ণব হইয়াছে, তখন বৈষ্ণবের জাতিবিচার করা উচিত নহে।"

দক্ষিণদেশে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরের ভেদ-বিচার বিশেষ প্রবল—অব্রাহ্মণের ministry (মন্ত্রিত্ব) থাকিলে ব্রাহ্মণদের appointment (চাকরী) হওয়া সম্ভব নহে। আমাদের একজন বিশেষ বন্ধু, তিনি ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত এবং যোগ্য রাজকর্ম্মচারী। কিন্তু শোনা গিয়াছে, অব্রাহ্মণের ministry থাকায় তাঁহার পদোন্নতির সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা-সত্ত্বেও তাহা ঘটিতেছে না।

এই সকল জাগতিক বিচার দেহ ও মনের তৎপরতা হইতে উদ্ভূত। ভগবদ্ভক্তি আত্মার বৃত্তি। তাহাতে ঐ প্রকার বিচার নাই। মনুষ্যমাত্রেরই ভক্তিতে অধিকার আছে। মনুষ্যমাত্রের কর্ম্মে ও জ্ঞানে অধিকার না থাকিতে পারে।

বর্ত্তমানে অবৈষ্ণবের সংখ্যাধিক্য অধিক বলিয়া অবৈষ্ণবধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণবস্মৃতির গর্হিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য অবৈষ্ণবের যে-সকল স্মৃতিবিধান ব্রাহ্মণ ও তামস শাস্ত্র হইতে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাই হিন্দুধর্ম্মের বিধি বলিয়া বঙ্গদেশিগণ মানিয়া লইয়াছেন। সাধারণ লোক সংখ্যাধিক্যের মতকেই সত্য মনে করে। কিন্তু সত্য সংখ্যাধিক্যের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না।

যখন শ্রীমদনমোহন মালব্য মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট আমি হরিজন ও প্রকৃতিজনের পার্থক্যের কথা কিছু বলিয়াছিলাম। 'হরিজন' শব্দটী বৈষ্ণবের পরিচায়ক। জীবমাত্রই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব বা হরিজন হইলেও যখন যাহাতে প্রকৃতি-রজস্তা দেখা যায়, তখন তাহার হরিজনত্ব অপ্রকাশিত। সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র বলেন,—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

William Pitt এবং Chatham Pitt এক পরিবারে দুইজন প্রধান মন্ত্রী Prime Minister হইয়াছিলেন বলিয়া যে সেই বংশের সকলেই Prime Minister হইবেন, তাহা নহে। ডাক্তারের ছেলে যে সকল সময়ে ডাক্তার হইবে, তাহা নহে।

উঃ! কি বিষ্ণুবিরোধের চেষ্টা। কর্ম্মফলভোগী মানবের জন্মদিনকে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের জন্মতিথির অনুকরণে "জন্মাষ্টমী" বলা হইতেছে! ভগবৎসেবায় যাঁহাদের চেতন উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারাই 'হরিজন'। তাঁহাদের নাম অনুকরণ করিয়া অস্পৃশ্যজাতিকে—'হরিজন' (?), দরিদ্রগণকে—'নারায়ণ' (?) বলিবার হুজুগ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে! অস্পৃশ্যজাতি যদি 'হরিজন' (?) হইল, দরিদ্রগণ যদি 'নারায়ণ' (?) হইল, তাহা হইলে হরিবিরোধী জনগণই কি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিল? তবে ইহা সাক্ষাৎ কলির বিচার।

যে ব্যক্তি দীক্ষিত হইয়াছে, সে ঠাকুরের সেবা করিবে—ঠাকুরের ঘরে ঢুকিবে। শালগ্রামের সৈতা চুরি করিবার জন্য কি ঠাকুর-ঘরে ঢুকিতে দেওয়া হইবে? যে ঠাকুরের ভোগের আগেই নৈবেদ্য খাইয়া ফেলিতে চাহে, ঐরূপ ব্যক্তিকে ঠাকুর-ঘরে ঢুকিতে দেওয়াই কি উদারতা? Common mob কে বিদ্বজ্জন কে বিবেচনা? কাঠুরিয়া যদি কুঠারীহস্তে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করে এবং কুঠারী

লইয়া বলে, দেখি আমি ছুঁচারী দিয়া ঠাকুর সেবা করিতে পারি কি না, তাহা হইলে কি ঐরূপ ব্যক্তিকে ঠাকুর-মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে? ... পরমহংস (?) ইঁদুরে শিবের পদ্মে চুরি করিতেছে দেখিয়া শিবপূজা ছাড়িয়া দিলেন। আমরা মাস্ক-বৈষ্ণব, আমরা মাস্কগৌড়ীয়। মাস্কগণ বলেন,—অন্য দেবতা-সকল ভগবান্ বিষ্ণুর ভৃত্য। শঙ্করাচার্য্যের বিচার-প্রণালী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের গ্রহণীয়। বৈষ্ণবের স্মৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বৈষ্ণবধর্ম্ম

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ ভক্তিশাস্ত্রী সভ্যরাজবৈষ্ণবাচার্য্য-লিখিত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের ২১শ সংখ্যার পর)

[তৃতীয় প্রকরণ]

কলিকালে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই অতিশয় প্রশস্ত

"কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ"। কলিকালে কুতর্কপরায়ণ ও নানাপ্রকার শোক-ভয়-মোহে আক্রান্ত, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই সুখসাধ্যা ও সর্ব্বতোভাবে উপযোগিনী। ইহা স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচ—সকলেরই দেশ-কাল-পাত্র-আদি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সুসাধ্যা।

নামের স্বরূপ; নামসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য

নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য। এই কৃষ্ণনাম নামী কৃষ্ণ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন বস্তু। কৃষ্ণনাম ষড়ৈশ্বর্য্যকালের অন্তর্গত কোন ষড়ৈশ্বর্য্য-বিশেষ নহেন, কৃষ্ণের বাচিক অবতার—কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ—পরব্রহ্ম, নাম—শব্দব্রহ্ম। এই নাম—প্রণবের বিকশিত স্বরূপ। জীবের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়া কৃষ্ণ স্বয়ংই নামরূপে জীবের নিকট বিদ্যমান। অতএব নামকীর্ত্তনই বিভু চিদ্বস্তুশীলন—কৃষ্ণানুশীলন এবং সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র উপায়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের দান ও জীবে দয়ার আদর্শ

মহাবদান্য-অবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জগতে অপূর্ব্ব অসমোর্দ্ধ মহাদান—এই নাম ও প্রেম-বিতরণ। পতিত-পাবন দয়াল-শিরোমণির ইহা জীবের প্রতি অযাচিতা দয়া—যে দয়া হইতে দাতা ও গ্রহীতা জীবমাত্রেরই কোন কালে কোন প্রকার দয়ের উদয় হইতে পারে না। ইহাই একমাত্র সম্পূর্ণ নির্দ্বোষ ও অকৃষ্ট জীবে দয়া। এতদ্ব্যতীত অন্য যে-কোন প্রকার দয়া জীবের অনিত্য অন্ত দেহ-মনের অধিক কষ্ট লাঘব করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ করে মাত্র।

কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনকারী ও নাম-বিতরণকারীর যোগ্যতা-বিচার

স্বয়ং কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, পূর্ণ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণনাম অনর্থমুক্ত, মায়ামুক্ত জীবের জিহ্বাতেই উদিত এবং সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হন। এইরূপ মুক্ত পুরুষই সদ্গুরুপদবাচ্য এবং নাম-দানের প্রকৃত অধিকারী। এতাদৃশ সদ্গুরু অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের নিকট হইতেই কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম শ্রবণ ও গ্রহণ করিতে হয়; ইহাই এস্থলে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। অন্যথা যাহার জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উদিত হন নাই, তাদৃশ বদ্ধজীব গুরুক্রবের নিকট নামশ্রবণে ও গ্রহণে বিন্দুমাত্র কল্যাণ-সম্ভাবনা নাই। তাহা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে ষড়ৈশ্বর্য্য-বিশেষের কোলাহল মাত্র এবং তাহাতে দাতা ও গ্রহীতা—এই উভয়েরই বেশ সুন্দর ব্যবসায় ও ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই প্রকার কার্য্যের পরিণাম—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"।

ভোগ, ত্যাগ ও মুক্তবৈরাগ্যের স্বরূপ-নির্ণয়-মুখে ভক্তি বা সেবার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন

ভক্তি বা সেবা যেমন এদিকে ভোগ নহে, তেমন আবার ত্যাগও নহে। জগতে চিৎ ও অচিৎ যাহা আছে, তৎসমস্তই কৃষ্ণসেবক ও কৃষ্ণের সেবার উপকরণ বৈষ্ণব-বস্তু। কৃষ্ণার্থে কৃষ্ণসেবক ও কৃষ্ণসেবোপকরণ-মাত্রের প্রয়োগ কর্ত্তব্য। তাহাই কৃষ্ণসেবা—কৃষ্ণার্থে নিখিল চেষ্টা। জগৎ জীবের ভোগ্য, অতএব ভোগ জীবের বন্ধনের কারণ,—এই ভয়ে যে ত্যাগ, তাহাকে ভক্তিতত্ত্ববিদ্গণ কখনও

ভক্তিবিরোধী বলিয়া থাকেন, ইহা বাস্তবিকী ভোগ বা প্রত্যক্ষভোগ। কৃষ্ণসেবার্থ কৃষ্ণেরই প্রসাদচ্ছলে যথা-প্রয়োজন প্রার্থনাকে তাঁহারা কৃষ্ণবৈরাগ্য বলিয়াছেন। অতএব সেবা বা ভক্তি ভোগের পথও নহে, ত্যাগের পথও নহে; ইহাতে আছে একমাত্র ভোগময় সেবা শ্রীকৃষ্ণের সেবাতে সমস্ত কিছুর নিয়োগ। তাই ভক্তিপথ—নিশিত ক্ষুরধার।

ভক্তিপথ-ব্যতীত ইতর পথে প্রধাবিত হইবার কারণ ও তৎফল-লাভ

প্রকৃত ভক্তিপথে গমন না করিয়া ইতরপথে প্রধাবিত হইবার আর এক মহাসমস্যা এই যে, মালা-তিলকধারণ করিতে বা করিতেই অথবা মালা-তিলক ধারণ না করিয়াও আমরা অমনি রাতারাতি কৃষ্ণপ্রেমরসের মহারসিক হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ি। অনর্থযুক্তাবস্থায়—ইন্দ্রিয়াসক্ত-থাকা-কালেই আমরা কৃষ্ণের ব্রজলীলা স্মরণে—কৃষ্ণের মানসসেবায় ব্রজপ্রেমরস-আস্বাদনে ধাবিত হইয়া সূক্ষ্ম মানসভোগে নিমগ্ন হইয়া পড়ি। তাহার ফলে প্রত্যক্ষ কৃষ্ণপ্রেম (?) (কাম) ভোগ (?) অর্থাৎ স্বয়ং কৃষ্ণ লাভিয়া চলাচলি, কেলেঙ্কারী আরম্ভ করিয়া দেই—সূক্ষ্ম মানস সেবাকে সাধনভ্রমে বরণ করিয়া স্থূলভোগে লিপ্ত হইয়া পড়ি।

ভক্তিসাধনের ক্রম-নির্দ্দেশ ও প্রেমভক্তির স্বরূপ-বিশ্লেষণ

কিন্তু ভক্তিবিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীল রূপ-পাদ ভক্তিসাধনের ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—আদিতে সৎসঙ্গক্রমে কৃষ্ণ-কথাশ্রবণ; তাহার ফলে শ্রদ্ধার উদয়; তারপর গাঢ় নিষ্ঠার সহিত আবার শ্রবণ; দ্বিতীয়বার শ্রবণ-ফলে সদ্-গুরুর চরণাশ্রয়ে ভজনক্রিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণনামাদি কীর্ত্তন; কীর্ত্তন-প্রভাবে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সকল অনর্থের নিবৃত্তি; অনর্থ-নিবৃত্তির পরে নিষ্ঠার উদয়; নিষ্ঠার পর রুচি; রুচির পরে আসক্তি; আসক্তির পরে ভাবের উদয়। এই ভাবভক্তি প্রেমভক্তির অঙ্কুর-মাত্র; ভাবভক্তির মুখিকাগে প্রেমভক্তির উদয়। ভজনের ফলে অনর্থ অর্থাৎ মায়ার সকল আবরণ ঘুচিয়া গিয়া সাধক সুনির্ম্মল আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন তিনি তাঁহার নিত্য-সিদ্ধস্বরূপের পরিচয় লাভ করেন। তাঁহার নিত্য-সিদ্ধস্বরূপে যে নিত্য-সিদ্ধভাব আছে, সেই নিত্যসিদ্ধভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে করিতে ভাবানুরূপ রসের উদয় হইবে। ইহাই রাগমার্গের ভজন বা ব্রজের ভজন। ইহা মনের কল্পনার ব্যাপার নহে। কল্পনা হইলেই তাহা ভোগে, রূঢ়ধর্ম্মে, কামে পরিণত হইয়া গেল। তাহা সত্য হইতে—কৃষ্ণ হইতে বহু বহু দূরে, অথচ অপরাবস্থায় কৃষ্ণলীলাদি শ্রবণের ফলে আমরা এতাদৃশ মানসভোগে আকৃষ্ট ও মত্ত হইয়া যাই। এই কাল্পনিক উচ্ছ্বাস বা মানসভোগ Sentimentality মাত্র। তাহা ভক্তি—কৃষ্ণপ্রেম,—মায়াতীত বাস্তব ভগবৎপ্রীতি (Transcendental and real Divine Love); এইরূপ Sentimentality বা মানসিক ভাবোচ্ছ্বাস হইতে শতসহস্র যোজন উর্দ্ধে,—Sentimentality—মনোধর্ম্মের পরপারে। Sentimentality কাম-মাত্র,—প্রেম নহে। বস্তুতঃ মায়ার অভ্যন্তরে প্রেম বলিয়া কিছুই নাই। কামকেই 'প্রেম' নাম দিয়া আমরা তাহার কদর্য্যতা আবরণ করি মাত্র। প্রেমের একমাত্র আধার—অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবন এবং তাঁহার একমাত্র বিষয়—অধোক্ষজ সর্ব্বসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যবিগ্রহ রসময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

অশুদ্ধমনের দ্বারা এবং স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি অবস্থায় কৃষ্ণসেবার তারতম্য

Sentimentality বা মনের কাব্যকতায়—সম্ভোগরসে কৃষ্ণের যে সেবা হয়, তাহা কামের সেবা-মাত্র—নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-মাত্র, স্বরূপসিদ্ধিতে নিজসিদ্ধস্বরূপের পরিচয়-লাভে —নিত্যসিদ্ধভাবের উদয়ে কৃষ্ণের যে সেবা, তাহাও সম্ভোগরসের সেবা নহে,—তাহা বিপ্রলম্ভরসেই কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণ-সাধর্ম্ম-বিচ্যুত—কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবের কৃষ্ণ-বিরহই বাস্তব এবং স্বাভাবিক। স্বরূপসিদ্ধির পরেও বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত—এ দেহে এই জগতে থাকা-পর্য্যন্ত জীবের পক্ষে সম্ভোগরসে কৃষ্ণসেবা স্বাভাবিক ও সম্ভব নহে। স্বরূপসিদ্ধির পূর্ব্বে বদ্ধাবস্থার কথা ত' বলাই বাহুল্য। অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-বিরহ কি বস্তু এবং অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-বিরহে কেমন করিয়া কৃষ্ণভজন করিতে হয়, এই ভজন-মুদ্রা পরম কারুণিক শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদ্গুরুর লীলাভিনয়ে জীবকুলকে স্বয়ং আচরণ-দ্বারা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এই বিপ্রলম্ভরসনই চেতনের স্বাভাবিকী নিত্যসিদ্ধা বৃত্তি।

নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধনামকীর্ত্তনের ফল

ভক্তির মুখ্য সাধন ও সাধ্য যে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন, সেই নামের তিন প্রকার বিচার আছে,—নামাপরাধ, নামাভাস

ও শুদ্ধনাম। নামাপরাধ—দশ প্রকার। অপরাধের নাম-কীর্ত্তনের ফলে মুক্তি বা ভোগবন্ধন লাভ হয়। নামাভাস-কীর্ত্তনের ফলে—মুক্তি অর্থাৎ সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তি হয়। আর শুদ্ধ-নামকীর্ত্তনের ফলে—ভক্তি বা প্রেম লাভ হয়। অতএব নামাভাসের মুক্তির পরে নিরপরাধরূপে অবস্থিতি হইলে তখন হইতে শুদ্ধনাম-কীর্ত্তন—বাস্তব চিন্ময়ত্বীলন হইতে থাকে। তখনই প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভজনের আরম্ভ। কৃষ্ণভজনের ফলে কৃষ্ণপ্রেম-লাভ—কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-আস্বাদন। "ইহাই পরম ফল—পরম পুরুষার্থ। যাঁর আগে—তৃণতুল্য চারিপুরুষার্থ। পঞ্চমপুরুষার্থ এই প্রেমামৃতসিন্ধু। ব্রহ্মাদি আনন্দ যাঁর নহে একবিন্দু।" 'আস্বাদন' অর্থে—জীবের ভোগ নহে,—অপ্রাকৃত কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং অপ্রাকৃত কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে নির্ম্মল চেতনের সাক্ষাৎস্বাদুতা।

নাম-ভজনের অপর বৈশিষ্ট্য।

নামভজনের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শুচি, অশুচি, স্থান, অস্থান, কাল, অকাল ইত্যাদি বিচার নাই। সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে সর্ব্বঅবস্থাতে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে পারা যায় এবং কর্ত্তব্য। অতএব ইহা সকল দেশ-কাল-পাত্রের পক্ষে উপযোগী।

"খাইতে, শুইতে যথা-তথা নাম লয়।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি—সর্ব্বসিদ্ধি হয়"।
(চৈঃ ভাগবত)

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের স্বরূপ

পরতত্ত্ববস্তুর আংশিকবৈভব—পরমাত্মা। তাহা কৃষ্ণের একাংশ। "যদ্যদ্যাহং ইবং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ।" পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশের—অসম্যক্ আবির্ভাবের নাম—ব্রহ্মপ্রতীতি। ব্রহ্মপ্রতীতি এবং পরমাত্ম-প্রতীতিকে অতিক্রম করিয়া ও ক্রোড়ীভূত করিয়া পূর্ণ-প্রতীতিতে ভগবৎ-প্রতীতি অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রতীতি। Mere Sentimentality বা কাল্পনিক, মানসিক ভাবোচ্ছ্বাসের স্থান কোথায়ও নাই।

ভগবানের বহিরঙ্গা, তটস্থা ও অন্তরঙ্গা শক্তির বিচার; বৈষ্ণবগণই বিশুদ্ধ শাক্ত

বৈষ্ণবগণ নিত্য অপ্রাকৃত চিদ্‌বিলাসীর এবং চিদ্‌-বিলাসের উপাসক বলিয়া তাঁহারা নির্ব্বিশেষ নিঃশক্তিকবাদী নহেন। তাঁহারা অনন্ত শক্তিমান্ হইতে অভিন্না, শক্তিমানের সেবাকারিণী—বাঞ্ছাপূর্ত্তিকারিণী অনন্ত-শক্তি স্বীকার করেন। তন্মধ্যে প্রধানরূপে শক্তিত্রয়ের পরিচয়। এক—গীতোক্তা "ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ" ইত্যাদি লক্ষণা অপরা প্রকৃতি, বা জড়মায়া, বা বহিরঙ্গাশক্তি, বা মহামায়া, বা দুর্গা—যিনি ব্রহ্মসংহিতার বিচারে অন্তরঙ্গাশক্তির ছায়াবিগ্রহা ব্রহ্মাণ্ডের রঙ্গয়িত্রী অধীশ্বরী। ইহা হইতে পৃথক্ বা শ্রেষ্ঠা আর এক প্রকৃতি বা শক্তি—যাহা গীতোক্তা জীবভূতা পরাপ্রকৃতি। ইহার অপর নাম তটস্থাশক্তি—যাহা হইতে অনন্তজীবের প্রকাশ। ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠা এবং সকল শক্তির মূল আশ্রয়রূপা ভগবানের নিজশক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, চিচ্ছক্তি যোগমায়া—যাঁহার সঙ্গে এবং যাঁহার বৈভবে লীলাপুরুষোত্তমের নিত্যচিদ্‌বিলাস। ভক্তবাদ, কৃষ্ণসেবক এই অন্তরঙ্গাশক্তির নিত্য আশ্রয়ে বহিরঙ্গার প্রভাব অতিক্রম করিয়া নিত্যকাল পুরুষোত্তমের সেবানন্দ-প্রয়াসী। অতএব বৈষ্ণবগণ নিত্যকাল বিশুদ্ধশাক্ত।

বৈষ্ণবধর্ম্মে অন্যান্য শক্ত্যাবেশ-অবতারগণের বিচার আনুষঙ্গিকভাবে অনুসৃত

মহাচিৎসমন্বয়ে, নিত্যচিদ্‌বিলাসীর নিত্যঅপ্রাকৃতলীলার অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে পরিপোষণে, ব্রহ্মসংহিতার ও শ্রীমদ্ভাগবতীয় বিচারে,—শিব, সূর্য্য, গণপতি, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার শক্ত্যাবেশ-অবতারগণের—সকলেরই বিচারের সৌসাম্যস্থ হেয়তা-রহিত হইয়া আনুষঙ্গিক-ভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মে নিত্যকাল আছে। সকল মতের—সকল সাধনের ব্যতিরেকভাবে উপযোগিতা দেশ-কাল-পাত্রভেদে, অধিকারভেদে, স্তরভেদে আছে ও থাকিবে।

ভক্তিবিজ্ঞানে চেতন ও জড়ের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন

কিন্তু ভক্তিবিজ্ঞানে চিৎ ও অচিৎ, চেতন ও জড়ের বৈশিষ্ট্য বিলোপ করিয়া সকলেরই একপর্য্যায়ত্ব ও তুল্য উপযোগিতা স্বীকৃত হয় নাই। ভক্তিবিজ্ঞান বলেন,—"যে যে অধিকারে যা নিষ্ঠা স তথাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"।

অর্চ্চন ও মর্য্যাদামার্গভেদে ভক্তির দ্বিবিধ বিভাগ

ভক্তিরও আবার দুইটী বিভাগ,—অর্চ্চন বা মর্য্যাদামার্গ এবং ভজনপথ বা রাগপথ। অর্চ্চন-বিভাগে পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র-তন্ত্র-সমূহের প্রামাণিকতাই অনুসৃত। অন্যত্র ভাগবতের প্রামাণিকতাই গৃহীত। উভয় বিভাগ পরস্পর অবিরোধী।

উভয়েরই সৌন্দর্য্যময় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ভগবানের শক্ত্যবতার ও ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের সেবাতে রসের পরিপূর্ণতা নাই, মাধুর্য্যময় কৃষ্ণস্বরূপেই পঞ্চরসের পরিপূর্ণতা

শক্ত্যবতারগণে আমরা মাত্র আভাসমাত্র দেখিতে পাই। তাহাও সৌরভমাত্র। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপের অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের যে সেবা, তাহাও সম্ভ্রমযুক্ত সার্দ্ধ-রসময়ে অর্থাৎ আড়াই রসে সেবা। শ্রীভগবানের মাধুর্য্যময় স্বরূপের সেবাতেই পঞ্চরসের পরিপূর্ণতা এবং বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণসেবা দেওয়া যায়। অতএব একমাত্র রসময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সকলস্থলে, সকলভাবে, সর্ব্ববিধ সেবকের সেবা হইয়া সকলেরই সেবানন্দপ্রার্থনা (প্রেমবাসনা) চরিতার্থ করিতে পারেন।

চিদ্‌রসের বৈশিষ্ট্য

ইহা জড়ীয় কাব্যরস নহে। ইহা ভাবনারাজ্য অতিক্রম করিয়া শুদ্ধবোধোদ্ভব হৃদয়েই আস্বাদিত হইতে পারে। কাব্যের রস ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রহিত হইলেও মানস-সম্ভোগমাত্র, অতএব জড়। কিন্তু চিদ্‌রসের ভূমিকা দেহ-মন নহে এবং ইহার আস্বাদন-প্রকারও সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিজাতীয়।

আচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সার-নির্দ্দেশ

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ আচার্য্যবর্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্লোক-ছন্দে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের সার সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন,—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অন্যতম আচার্য্য শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর তাহা আরও একটুকু বিস্তার ও পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন,—

"আরাধ্যঃ প্রাহ তন্ধাম বৃন্দারণ্যমিদং পরম্ সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্রিয়াংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
তেষাং তদ্ভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপরিপতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং নঃ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্ম্মেই জগতের সকল ধর্ম্মের পরিপূর্ণতা

সর্ব্বরসে সেবার পরিপূর্ণতা এবং নিত্যনবনবায়মানরূপে পরানন্দ-আস্বাদনের পরিপূর্ণতা, সর্ব্বপ্রকারে উন্নততম ও উচ্চতম ভক্তি-সোপানস্থ একমাত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মেই আছে। ইহাই এই জগতে শ্রীভগবানের অনর্পিত-চরদান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্মে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মেই জগতের সকল ধর্ম্মের—সর্ব্ববিধ ভজনের পরিপূর্ণতা সাধিত হইয়াছে। ইহা কথার কথা নয়। সূক্ষ্ম নিরপেক্ষ বিচারের নিকষ-পাথরেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া ও দানের অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

তাই গৌর-পার্ষদ-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ সকলকে নিবেদন করিতেছেন,—

"বন্দে নিজার্দ্র কৃপয়া পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

[পূর্ণ]

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ

ইং ৭।৮।০২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার এই তারিখের বিস্তৃত পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। শ্রীনাম-গ্রহণে আমাদের সর্ব্বাগ্রে রুচি হয় না, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ আগ্রহের সহিত ভগবন্নাম গ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনামের তুষ্টি হয় ও শ্রীনামের নিকট কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্, সুতরাং পরম শ্রদ্ধার সহিত ভগবৎ-সেবায় রুচি হইলে শ্রীনাম-গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে সেবাবস্তু আমাদের নিকট উপস্থিত হন। কিরূপে শ্রীনামের সেবা করিতে হইবে, তাহা গুরুদেব হইতেই উদিত হয়। তখন বাহির হইতে কোনো চেষ্টা উদিত হয় না; তবে তিনি স্বয়ং-স্বরূপ। প্রথমে অনবধান ও অন্যচিন্তা আসাই সম্ভব। শ্রীভগবন্নাম সর্ব্বশক্তিমান্, যেহেতু তিনিই শ্রীভগবান্। আপনি সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীকল্যাণকল্পতরু, শ্রীশরণাগতি, শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ প্রভু আলোচনা করিবেন; গুরুবর্গ-গণের সহিত ঐ সকল বিষয়ে কথোপকথন করিলে আপনার মঙ্গল হইবে।

শ্রীমন্দগৌড়ীয়মঠের ভূমিকে প্রাচীর-বেষ্টিত ও ভূপ রমিত হইয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ০০ কপূর মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি খাম্বেশ হইতে। সকল ভক্তকে আমার সন্তাষণ জানাইবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

(স্বাঃ) শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা

ইং ১৮।১২।০২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৭ই শ্রাবণ অগ্রহায়ণ তারিখের পত্রপাঠে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি—দুইটী বস্তু নহেন, একটী মাত্র বস্তু। যে-সময়ে শ্রীনাম-শব্দটিতে ওষ্ঠ ও জিহ্বা-দ্বারা উচ্চারণমানসে ও কর্ণদ্বারা তাঁহাকে শব্দমাত্র-জ্ঞানে গ্রহণ করিবার চেষ্টার উদয় হয়, সেই সময় শ্রীনাম পাঞ্চভৌতিক ভূমিকায় অবতরণে গৃহীত হওয়ায় কর্ণযন্ত্রের গ্রহণীয় বিষয় হন। চক্ষুঃ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ইহাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞানের সঞ্চয়কারী পৃথগ্রূপী মন কর্ণকে তাঁহার অংশীদার-মাত্র জানিয়া মৎসরতা প্রকাশ করে। তজ্জন্যই অনর্থের উপশম না হওয়ায় শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন, এরূপ ধারণা লাভ করিতে আমাদের যোগ্যতা হয় না; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমাদের চিৎকর্ণদেশ-সংজ্ঞার সংঘটন হয়, তৎক্ষণাৎ কর্ণ অপর চারিটী ইন্দ্রিয়ের সহিত মাৎসর্য্যভাব প্রকাশ না করায় ঐ চারিটী ইন্দ্রিয় ও কর্ণের গ্রহণীয় চিৎশব্দের সহিত মৎসরতা-মূলে আর বিবাদ করে না। তখন প্রেমের প্রভাব সকল ইন্দ্রিয় হইতে উদ্ভাসিত হইয়া সকল বিরোধ-ভাব, মৎসরতাজন্য অনর্থ সরাইয়া দেয়। তখনই শ্রীনাম প্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা শ্রীনামেই প্রকটিত হইয়া জীবকে বহির্জ্জগতের অনুভূতি হইতে পৃথগ্ভাবে স্থাপন করেন। সেই সময় মৃতবৎ জীবের চিন্তা বা মনশ্চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না। যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, তাহাই সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের নিকটই প্রার্থনা করিবেন। অষ্টকাল নামাপরাধ প্রভৃতি অনর্থযুক্ত অবস্থার কৃত্য নহে। কীর্ত্তনমুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেই কালেই অষ্টকাল লীলাসেবায় অনুভূতি সম্ভব। কৃত্রিম বিচারে অষ্টকাল স্মরণ করিতে নাই।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

(স্বাঃ) শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

১১শ বর্ষ | গৌড়ীয় মঠ, ৬ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩৯ ; ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ | ২৮শ সংখ্যা

শ্রীধাম-নবদ্বীপ ও শ্রীধাম-পরিক্রমা

মহাবদান্যাবতার শ্রীধাম-নবদ্বীপ কলিহত জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণ হইয়া জগতে উদিত হইয়াছেন। জগতে যত তীর্থ আছে, সমস্ত তীর্থ শ্রীধাম-নবদ্বীপে নিজদ্বীপ-চন্দ্রের চরণরজঃ লাভ করিবার জন্য সমুপস্থিত আছেন। জীবের চরমপ্রাপ্য যে শ্রীধাম-বৃন্দাবন, শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ড, তাহাও একমাত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করুণাময় অবতার শ্রীধাম-নবদ্বীপের অকপট সেবা-ফলেই লাভ হয়। শ্রীধাম-নবদ্বীপের কৃপায়ই নির্ম্মল জীব ঔদার্য্যের মধ্যে মাধুর্য্য এবং মাধুর্য্যের মধ্যে ঔদার্য্যের দর্শন লাভ করেন।

শ্রীধাম-নবদ্বীপে ও শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অভিন্নবুদ্ধি উদিত হইলেই ধামের স্বরূপ দর্শন হয়। শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়ই শ্রীধাম-দর্শনের উপযোগী দিব্যচক্ষু লাভ হইয়া থাকে।

জগতের সমষ্টিগত অনাদিবহির্ম্মুখতা শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নির্ণয়ে ভ্রান্ত এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়া অধিকতর অন্ধ হইয়া পড়ে। তাই প্রকৃত শ্রীধাম তাঁহাদের দর্শন হয় না। কল্পনা ও অপরাধাভিলক্ষিমূলে ধামবুদ্ধি রাখিয়া পার্থিব ভোগাবস্তুতে তাহারা ধামের আরোপ করে, কখনও শ্রীধামে বাস করিবার ছলনায় কৃষ্ণকাম চরিতার্থ করিবার পরিবর্ত্তে নিজের কুদ্র ইন্দ্রিয়ের কামের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হয়, গৌরকৃষ্ণনাম-গ্রহণের ছলনায় নিজ নাম ও যশঃ-প্রচারে ব্যস্ত হয়।

জীবের এইরূপ দুরদৃষ্ট দেখিয়াই শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বা শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন করুণার মূর্ত্ত-বিগ্রহ-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

এ কথা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে—অকপট

হইয়া অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান-যুগে শ্রীধাম-নবদ্বীপের স্বরূপ ও শ্রীধামের অপ্রকাশিত মহিমার কথা ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁহারই মনোঽভীষ্ট পূরণকারিগণের অগ্রণী ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যেরূপ প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। আজ বহু দেশদেশান্তরের লোকও শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাব-স্থানের ধূলি শিরে ধারণ করিবার জন্য, সেই ধামের প্রভাবে আত্মশোধন করিবার জন্য, শ্রীধাম-বাসী আচার্য্যগণের মুখপদ্মবিনিঃসৃত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবার জন্য, শ্রীধাম-পরিক্রমায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন করিবার জন্য, শ্রীধামে পরবিদ্যা অনুশীলন করিবার জন্য আগমন করিতেছেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের শ্রীধাম-মায়াপুর ভক্তগণের চক্ষে আবার জলন্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। নানা ভাবে শ্রীধামের শ্রী প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপচন্দ্র পড়ুয়াগণকে একদিন সকল শব্দ, সকল সূত্র, সকল ধাতু 'কৃষ্ণবাচক' বলিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই পরবিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ জানাইয়াছিলেন, শ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু শ্রীহরি-নামামৃত-ব্যাকরণ রচনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সেই মনোঽভীষ্ট সংরক্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কাল-প্রভাবে লোকে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল; গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যগন্ধ, গ্রাম্যসাহিত্য, গ্রাম্যশিক্ষাই জগতের স্বাভাবিক বহির্ম্মুখ অবস্থার সহিত খাপ খাইয়া মানবজাতির মস্তিষ্ক ও রুচিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। গৌরজন জীবকুলকে তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য গৌড়দেশের বিদ্যার আদি ও মূলকেন্দ্র গৌড়পুর শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের বাঞ্ছিত পরবিদ্যার পীঠ উন্মোচন করিলেন—শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের আলোচনা মূলতঃ ও পরবিদ্যাপীঠে অনুশীলন করাইবার জন্য প্রেরণা প্রদান করিলেন। আবার পাশ্চাত্য-শিক্ষায় অনুরাগী শিক্ষিত-গণের হৃদয়েও যাহাতে বাল্যকাল হইতে সেই "সৎশিক্ষার বীজ" অঙ্কুরিত হইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীধাম-মায়াপুরে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" নামে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ও উন্মোচিত করিলেন।

বর্ত্তমানে আমরা বিভিন্নভাবে শ্রীধামের পুনঃশোভা প্রকটিত ও অধিকতর উজ্জ্বল দেখিতে পাইতেছি। যাঁহারা শ্রীধাম-দর্শন ও শ্রীধাম-সেবার্থ আগমন করিবেন, তাঁহাদের সেবায় সুযোগ-প্রদানার্থ গৌরজন যে কত প্রকারে বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও কত নবনবায়মান উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বলিতে কি, যাঁহারা বার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রী দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইবেন।

জগতের সকল জিনিষ একমাত্র শ্রীভগবানের ধাম, নাম ও কাম-সেবায় নিযুক্ত হইলেই যে তাহাদের চরম সার্থকতা, এই পরমসত্যের বিজয়-পতাকা উড়াইয়াই যেন শ্রীধাম-মায়াপুর বর্ত্তমানে লোকলোচনে প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে শ্রীগৌরভূতের তীরে ভক্তিসুহৃৎ-তোরণ, চিন্তামণি-ধর্ম্মশালা, হরিপ্রসাদ ধর্ম্মশালা, ইন্দ্র-নারায়ণ ধর্ম্মশালা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট নির্ম্মিত হইয়াছেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে সুন্দর তারিণীচরণ-ধর্ম্মশালা ও সেবকগণও নির্ম্মিত হইয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতসভায় শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর অতি সুন্দর মন্দির ও তোরণ এবং হরদাস-ধর্ম্মশালা নবনির্ম্মিত হইয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাড়ী হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ পর্য্যন্ত রাজপথ প্রস্তুত হইবার আয়োজন হইতেছে এবং চতুর্দ্দিকে ও পথের দুইপার্শ্বে বহু বৈষ্ণব-গৃহস্থের পল্লী বসিয়া গিয়াছে। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠের উনত্রিংশ চূড়ায় মন্দির, তাঁহার চতুর্দ্দিকে চারিজন আচার্য্যের শ্রীমূর্ত্তি-সম্বলিত শ্রীমন্দির, গর্ভমন্দিরে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীগুরুবর্গের শ্রীমূর্ত্তি-সমূহ ও পারমপীঠ নিত্য পূজিত হইতেছেন; পরবিদ্যাপীঠ বা সারস্বত-তীর্থে পরমাহিত্যাসন ঐতিহ্যাসন, সম্প্রদায়-বৈভবাসন, ভক্তিশাস্ত্রাসন, তত্ত্ব-শাস্ত্রাসন, বেদান্তাসন ও একায়নাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, চন্দ্রশেখর-ভবনে পরনাট্যমঞ্চ নির্ম্মিত হইতেছেন। শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ" নামক একটী দৈনিক-সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইতেছেন। এজন্য এইস্থানে নদীয়া-প্রকাশ-মুদ্রাযন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই আলয়ে

বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ ও "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ"-পত্র মুদ্রিত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যমঠের সংলগ্ন শ্রীরাধাকুণ্ডের ঘাটের সোপান-শ্রেণী অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধিস্থান বিরাজিত হইয়াছেন। অচিরেই এখানে শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইবেন। শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরের বরাবর শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাটমন্দির, শ্রীগরুড়স্তম্ভ, শ্রীতুলসীমঞ্চ প্রভৃতি রচিত হইয়াছেন। একদিকে শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকখণ্ড, আর একদিকে শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন ও তোরণ শোভা পাইতেছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের চূড়ায়, শ্রীনাট্য-মন্দিরে, শ্রীভক্তিবিজয়-ভবনে ও সেবকখণ্ডে—সর্ব্বত্র বৈদ্যুতিক আলোকমালা সংযোজিত হইয়া বিজ্ঞানের যথার্থ সদ্ব্যবহার ও সার্থকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঘোষণা করিতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠের সুবিস্তৃত প্রাকার যেন সৎসঙ্গের গড় নির্ম্মাণ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাকারের মধ্যে ভক্তগণের আবাসের জন্য ধর্ম্মশালা ও কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে।

এ বৎসর শ্রীধামের সেবা-প্রচারক ও শ্রীধাম-সেবক-গণের সেবার জন্য একটী বাষ্পীয় যান ও দুইটী বাষ্পীয় জলযান সমাগত হইয়াছে। প্রতিবৎসরেই শ্রীধামের পথাদির উন্নতি, ধর্ম্মশালা, শ্রীমন্দির এবং বৈষ্ণবগৃহস্থগণের ভজনগৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঐ সকল হরিসম্বন্ধি-গৃহের ভিত্তি-স্থাপন করিতেছেন। বিশ্বম্ভরের বৈভব জগতে প্রকাশিত হইলেই কুকর্ম্মী, কুজ্ঞানী ও কুযোগী প্রভৃতির প্রাকৃত বৈভব—যাহা মানবজাতিকে বিপথগামী করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা হইতে মানুষ ছুটি পাইতে পারে এবং নির্ম্মৎসর হইয়া বিশ্বম্ভরের সেবায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ-পূর্ব্বক আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরের নিত্য-অধিবাসী হইতে পারেন।

শ্রীধামের বৈভব গ্রামের বৈভব বা শ্রীবৃদ্ধির ন্যায় জীবের ভোগের জন্য কল্পিত নহে। অনুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ ও আচরণমুখে অনুক্ষণ তাঁহার কীর্ত্তনই যে একমাত্র জীবের নিত্যধর্ম্ম, তাহা অনুশীলনের আনুকূল্য এবং গৌরভক্তের সেবাসৌষ্ঠব প্রকাশের জন্যই শ্রীধামের বৈভব। সুতরাং তাঁহার প্রতি যাহারা মৎসরতা ও হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা-বৃত্তি প্রকাশ করে, তাহারা ভাগ্যহীন। তাহাদের হৃদয় ভোগা-নলে জর্জ্জরিত, তাহারা কোনও দিন ত্রিতাপ-দহন হইতে মুক্ত হইয়া জীবের আত্মধর্ম্মে অভিষিক্ত হইতে পারিবে না।

শ্রীধামে নিত্যসিদ্ধভাবে সমস্ত বৈভবই পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত আছেন। শ্রীগৌর-নিজ-জন সেই সকল বৈভবকে প্রকাশিত করিয়া বহু লোককে শ্রীগৌর-হরির সংকীর্ত্তন-রাসের মণ্ডলীতে যোগদানার্থ প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। শ্রীধামের বৈভব-প্রকাশ-সেবা ও শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাস একই ব্যাপার। যাহারা সেই সংকীর্ত্তনরাস-মণ্ডলীতে যোগদান করিয়া আনন্দ-নৃত্য করিতে পারিল না, তাহারাই শ্রীধামের বৈভবদর্শনে মৎসর-ভাবযুক্ত। জগতের ভাণ্ডে তাহাদের রুচি। তাহারা কখনও ভোগী, কখনও বা ত্যাগী। তাহারা কখনও বিশ্বম্ভরের বৈভব স্ব-স্ব ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের তর্পণে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, কখনও বা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবানের ইন্দ্রিয়-সমূহ নাশ করিয়া ফেলিবার জন্য (?) ব্যতিব্যস্ত! ভক্তগণ ঐরূপ ইন্দ্রিয় ও নিরিন্দ্রিয়-ভোগের সেবক নহেন; তাঁহারা সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, সকল চেতন ইন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণবৃত্তিযুক্ত কাম-দেবের সেবক। এই কথা জগৎকে জানাইবার জন্যই পরম কারুণিক গৌরজন শ্রীধাম-মায়াপুরের বৈভব প্রকাশ করিতেছেন। যোগমায়াপুরের বৈভব বিস্তৃত হইলেই তাঁহার বিকৃত প্রতিফলনরূপ মহামায়াপুরের বৈভবরাশির নশ্বরতা ও হেয়তা লোকে ধরিতে পারিবে।

প্রতিবৎসর এজন্য আচার্য্য প্রত্যেক গৃহবাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীকে শ্রীনবদ্বীপ-ধামের পরিক্রমায় আহ্বান করিতেছেন। কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত আমার ন্যায় গৃহমেধী গৃহপরিক্রমা করিতে করিতে নিত্যদেশের, নিত্য-ধামের পরিক্রমার কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়, কত চৌরাশিলক্ষ-যোনি ঐরূপ ভোগের গৃহাঙ্গরূপ পরিক্রমা করিতে করিতে এত আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি যে, নিত্য-ধামের পরিক্রমার যে কোন সার্থকতা বা প্রয়োজন আছে, তাহা উপলব্ধি করা দূরে থাকুক, কেহ তদ্বিষয়ে উপদেশ করিলে তাঁহার সহিত কুতর্ক করিয়া থাকি। আমাদের এই ঘুমঘোর ভাঙাইবার জন্য প্রতিবৎসর আচার্য্যের শ্রীধাম-পরিক্রমার আহ্বান। আচার্য্যের কৃপায় ও আনুগত্যে

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিতে করিতে সৌভাগ্যবন্ত ব্যক্তিগণ শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পর্য্যন্ত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরজনের কৃপায় শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার মধ্যেও শ্রীগৌড়মণ্ডলের স্মৃতি অনুক্ষণ সঞ্জীবিত ছিল। শ্রীগৌরবন-পরিক্রমাকালে যেরূপ ঔদার্য্যের মধ্যে মাধুর্য্যের স্মৃতি শ্রীরূপানুগবর গৌরজন সর্ব্বক্ষণ উদ্দীপ্ত করিয়া রেখেন, তদ্রূপ শ্রীব্রজবন-পরিক্রমা-কালেও মাধুর্য্যের মধ্যে ঔদার্য্যের স্মৃতি শ্রীগৌরজন জাগরূক করিয়া দিয়া "শ্রীগৌরব্রজবনে ভেদ না হেরিব, হইব রাধার দাসী"—মহাজনের এই উক্তির সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। চৌরাশিক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার অগ্রণীরূপে সিংহাসনোপরি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিলেন, সকলেই শ্রীগুরু-গৌরসুন্দরের অনুব্রজ্যা করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের স্থানসমূহ দর্শনকালে সকলকেই আচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের পদাঙ্কিত স্থান-সমূহ দর্শন ও তত্তৎ স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাগাথা ও শিক্ষার কথা শ্রবণ করাইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও সেবকগণ কোথায় কোথায় অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা কোথায় কি হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, কোথায় কিরূপ ভজন-লীলা প্রকট করিয়াছেন, তাহাও আচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক সকলকে অনুক্ষণ শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

"সিদ্ধভূমিকা শ্রীবৃন্দাবন বা শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার পর প্রবর্ত্তকভূমিকা শ্রীনবদ্বীপ বা শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা করিবার আবশ্যকতা নাই; উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়া আর নিম্নসোপানে অবতরণ করা উচিত নহে",—এইরূপ ভ্রান্ত প্রাকৃত-সাহজিকবিচার যেন আমাদিগকে গ্রাস না করে। শ্রীনবদ্বীপে ও শ্রীবৃন্দাবনে যাঁহাদের ভেদবুদ্ধি বর্ত্তমান, যাঁহাদের নিকট শ্রীধাম-বৃন্দাবন কখনও তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিবেন না, তাঁহারাই ঐরূপ অপরাধময়ী উক্তি করিয়া থাকে। শ্রীগৌরবন হইতে শ্রীব্রজবনের কোন তফাৎ নাই, কেবল শ্রীগৌরবন অধিকতর কৃপাময়। মহামুক্ত পুরুষগণেরই নিকট শ্রীব্রজবন আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীগৌরবন অত্যন্ত কৃপাময় হইয়া অনর্থযুক্তগণেরও অনর্থমুক্তি করাইয়া শ্রীব্রজবনের শোভা প্রকাশ করেন। শ্রীগৌরবনের মধ্যে শ্রীব্রজবনের পরিক্রমা হয়। শ্রীগৌরবনের পরে শ্রীব্রজবনের পরিক্রমা, আবার শ্রীগৌরবনের পরিক্রমা—এইরূপভাবে অধয়জ্ঞানের পরিক্রমার চক্র ঘুরিতে থাকে। আর 'শ্রীব্রজবনে গিয়া সিদ্ধ হইয়া বসিয়া গিয়াছি'—এরূপ বিচার নির্ব্বিশেষবাদী অপরাধীর বিচার; তাহাতে অধয়জ্ঞানের চক্র স্তব্ধ হইয়া পড়ে। অধয়জ্ঞানের পরিক্রমার পথ সসীম নহে। তাহা শ্রীগৌরবন ও শ্রীব্রজবনের অধয়তা বিধান করিয়া বর্ত্তমান। সেখানে প্রবর্ত্তক ও সিদ্ধ, ছোট ও বড়, নীচু ও উঁচু বিচার নাই। একধাম প্রবর্ত্তকের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময়, আর একধাম কেবল সিদ্ধের প্রতি আত্মপ্রকাশক। এখানে ধামের ছোট বড় বিচার নাই। কেবল অধিকারীর যোগ্যতার কারণের প্রকাশ-ভেদের বিচার-মাত্র প্রচলিত। এজন্যই বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তৎপূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যগণ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার পর শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা, শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা এবং শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীগৌড়মণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, যাঁহারা শ্রীরাধিকার গণে গণিত, সেই শ্রীস্বরূপ-গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ-রায়ের শ্রীব্রজমণ্ডলে গমনের কোনও কথা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না; তাঁহারা সাধক কেহ শ্রীক্ষেত্রেই বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বা শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণাপেক্ষা যে ছোট, তাহা নহে। শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল অভিন্নবস্তু অধয়জ্ঞান। অধয়জ্ঞানে ভেদবুদ্ধিই পাষণ্ডতা।

কাজেই যাঁহারা শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া অধয়জ্ঞানের পরিক্রমাকে পূর্ণ করিবেন। শ্রীনবদ্বীপের পর শ্রীব্রজ, শ্রীব্রজের পর শ্রীনবদ্বীপ, আবার শ্রীব্রজ, আবার শ্রীনবদ্বীপ—এইরূপ পরিক্রমাচক্র অনাদিকাল ভ্রমণ করিতে থাকিবে। এই পরিক্রমাই সংকীর্ত্তনরাস।

যাঁহারা 'শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন হইয়া গিয়াছে, স্থান-দর্শনের কৌতূহল চরিতার্থ হইয়া গিয়াছে' বিচার করিয়া গৃহকূপ-পরিক্রমাকেই সারাৎসার বিচার-পূর্ব্বক হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হারাইবেন, তাঁহারাও আত্মবঞ্চিত হইবেন। সদ্-

গুরুবর্গগণ ও বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীধামের নয়নরামমান শোভা দর্শন হইবে; তখন আমরা শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীকৃষ্ণকামের সেবায় ক্রমশঃ অধিক রুচি-বিশিষ্ট হইতে পারিব। অতএব সকলে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় যোগদান করুন—যোগদান করিয়া হরিকথা শ্রবণ করুন। হরিকথা অনিত্য বস্তু নহে, একঘেয়ে ব্যাপার নহে, তাহা নিত্য নূতন, চরম ও পরম কল্যাণপ্রদ সন্দেশ।

"রূপ-সনাতনের জাতি" (?)

গত ২০শে ফাল্গুনী (১৩৩৩) তারিখের "দৈনিক বসুমতী" নামক একটী প্রাদেশিকবার্ত্তাবহে "রূপ-সনাতনের জাতি" শীর্ষক একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাব-লেখক উত্তমপুরুষে নিজের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু নিজের নাম বা পরিচয় প্রদান করেন নাই। 'বসুমতী'র সম্পাদক-মহাশয়ই বা এরূপ বেনামী প্রবন্ধ কিরূপে ছাপিলেন? ইহাতে কি সম্পাদকীয় নৈপুণ্যের লাঘব হয় নাই?

"রূপ ও সনাতনের জাতি"—প্রবন্ধের এই শিরোনামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ, জগদ্গুরু, সর্ব্বসাধুজনপূজ্য, সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদ্বয়ের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দটী পর্য্যন্ত লিখিবার সভ্যতা বেনামী প্রবন্ধ-লেখকের না থাকার কারণ সভ্যসমাজের যে-কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না কি?

তৃতীয়তঃ "রূপ-সনাতনের জাতি"—এইরূপ একটী উক্তি-কারককে সনাতনশাস্ত্রের সঙ্কলন-কর্ত্তা ভগবান্ ব্যাসদেব কোন্ পর্য্যায়ে গণনা করিয়াছেন, তাহা কি বেনামী প্রবন্ধ-লেখকের জানা নাই? প্রবন্ধ-লেখকের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে সামান্য-প্রবেশ থাকিলেও 'বৈষ্ণবাচার্য্যের বা জগদ্গুরুর জাতি'—এইরূপ উক্তি করিবার অদৈব প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইত না; শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী ব্যক্তি নারকী। প্রবন্ধলেখক বলিতে পারেন,—"আমি ব্যাসের শাস্ত্র বা বৈষ্ণবগণের পক্ষের শাস্ত্র মানিব না।" বৌদ্ধগণও ইহাই বলেন,—"আমরা সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের বেদ মানিব না। বেদ তাহাদেরই পক্ষের শাস্ত্র।" গায়ের জোরে না মানিলে সত্যের অপলাপ হইবে না। কেহ যদি গায়ের জোরে রাজার শাসন অমান্য করে, তাহা হইলে তাহার উপযুক্ত দণ্ড অর্থাৎ প্রথমতঃ অপরাধের দণ্ড, দ্বিতীয়তঃ অপরাধের প্রাপ্য দণ্ড স্বীকার না করার দরুণ দ্বিতীয় প্রকার গুরুতর দণ্ড তাহার ভাগ্যে ভাগ্যবিধাতাই প্রদান করিবেন।

'দৈনিক বসুমতী'র বেনামী প্রবন্ধ-লেখক বলেন যে, "রূপ-সনাতন ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইরূপ একটী প্রচলিত মত আমি শুনিয়াছি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অংশগুলি পাঠ করিলে ধারণা হইবে যে, তাঁহারা নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

এতৎপ্রসঙ্গে উক্ত বেনামী-প্রবন্ধলেখক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর দৈন্যসূচক কতকগুলি উক্তি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ-ভট্টের কৌলিন্যের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য যে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধার করিয়া নিজ কাল্পনিক মতবাদ স্থাপন করিতে চাহেন। প্রবন্ধলেখক বলেন,—"যেহেতু বল্লভ-ভট্ট শ্রীরূপ ও সনাতনকে মহাপ্রভুর সম্মুখে আলিঙ্গন করিবার জন্য উদ্যত হইলে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন 'অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইও মোরে' প্রভৃতি বাক্য বলিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু 'ইহ না স্পর্শিও ইহ জাতি অতি হীন। বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ।"—এই বাক্য বলিয়া-ছিলেন এবং যেহেতু শ্রীল সনাতন প্রভু বৈষ্ণবগণে মহাপ্রভুর

অন্যান্য ভক্তগণের সহিত উপবেশন না করিয়া কোনও স্থানে নীচাসনে বসিয়াছিলেন বা 'নীচবংশে মোর জন্ম,' 'অধর্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম,' 'সহজে নীচজাতি মুই দুষ্ট পাপাশয়, মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়'—প্রভৃতি দৈন্যসূচক বাক্য বলিয়াছেন, সেই হেতু প্রমাণিত হয় যে, রূপ-সনাতন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

প্রবন্ধ-লেখক আর একটী পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিবার ছল দেখাইয়া বলিয়াছেন,—"কেহ কেহ মনে করেন যে, যদিও রূপ-সনাতন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি যবনের চাকুরী করিতেন বলিয়া নিজদিগকে পতিত ও অস্পৃশ্য মনে করিতেন। যদি তাঁহারা ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিতেন এবং কর্ম্মজন্য নিজদিগকে পতিত মনে করিতেন, তাহা হইলে 'নীচবংশে জন্ম'—এই কথা বলিতেন না। সনাতন পুনরায় বলিয়াছেন, 'সহজে নীচ জাতি মুঞি।"

উপরিউক্ত উক্তিগুলি প্রবন্ধ-লেখককে আপাত যুক্তি-প্রদর্শনের সহায়তা করিলেও ঐ সকল তাঁহাকে ও তাঁহার সমপন্থ ব্যক্তিগণকে কিরূপ বঞ্চনা করিয়াছে,—তাহা বুঝিবার মত প্রকৃতি ও বুদ্ধি-বিচার থাকিলে তিনি বৈষ্ণবাপরাধ ও ভক্ত্যপরাধ করিতে করিতে শ্রীব্যাসদেবের ব্যবস্থিত দণ্ডের পাত্র হইতেন না। কর্ম্মজড়গণের স্থূল মস্তিষ্ক এবং মায়াবাদী অপরাধিগণের আত্মবঞ্চনার বুদ্ধি এইরূপ ভাবেই পদে পদে বিপথগামিনী হইয়াছে। বেদের উপদেশ-সমূহ যে উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কর্ম্মজড়-সম্প্রদায় বুঝিতে না পারিয়া 'উল্টা বুঝ্‌লি রাম' নীতির পাত্র হইয়াছেন। জড়বিচিত্রতানিষেধক নির্ব্বিশেষ শ্রুতি-গুলির তাৎপর্য্য মায়াবাদি-সম্প্রদায় বিপরীতভাবে বুঝিয়া নিত্য-সবিশেষ-বিগ্রহ ভগবানের বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়া-ছেন। ইহা উপনিষদ্ ব্রহ্মার বিরোচন ও ইন্দ্রের প্রতি প্রতিগ্রহের উপদেশের প্রকৃত অবতারণা করিয়া জানাইয়া-ছেন। তথাপি আত্মবঞ্চক ও পরবঞ্চকগণের বঞ্চিত হইবার বুদ্ধি কম্পাসের কাঁটার মতই বহির্ম্মুখতার দিকেই পড়িয়া রহিয়াছে।

আলঙ্কারিকগণ ব্যাজস্তুতিচ্ছলে যে-সকল উক্তি বা সাহিত্যের অবতারণা করেন, তাহাকে সোজা ভাষায় বুঝিতে গেলে যে অর্থবিপত্তি হয়,—এই সামান্য কথাটুকুও বুঝিবার মত মেধা কর্ম্মজড়গণ হইতে বিমুখমোহিনী মায়া অপহরণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ-ভট্টের গর্ব্ব আঘাত করিবার জন্যই বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত শ্রীরূপ-সনাতন-প্রভুদ্বয়কে ঐরূপ উক্তির দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিমূঢ় ব্যক্তিগণ ইহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

এইরূপ বিচারে অভিভূত হইয়াই মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার এক প্রবন্ধে বলিয়া-ছিলেন,—"যেহেতু শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমুখে আপনাকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়াছেন, সেই কারণে তিনি নিশ্চয়ই একজন মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন।" ভাগবতে যমরাজ যে-কথা বলিয়াছিলেন, ইঁহাদের উক্তিতে তাহারই সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। যমরাজের উক্তির মর্ম্ম এই যে, যাজ্ঞবল্ক, জৈমিনী প্রভৃতি মনীষিগণের চিত্তও যখন ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদির দ্বারা—উঁহাদের মনোহর বাক্যেই জড়ীভূত এবং দৈবীমায়ায় অতিশয় বিমোহিত, তখন অপর সাধারণের আর কি কথা?

যাত্রার দলে যদি রামা বাগ্‌দী নারদ সাজে, কিম্বা কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ রামাবাগ্‌দীর অভিনয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঐরূপ সাময়িক অভিনয়কে যদি তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় মনে করা যায়, তাহা হইলে কি উহা অজ্ঞতার চরমসীমা হইবে না? বন্য হাতীগুলিকে ধরিবার জন্য যেরূপ কুন্‌কী হাতীকে নিযুক্ত করা হয়, চোরকে ধরিবার জন্য যেরূপ গোয়েন্দাকে চোরের মত অভিনয় করিতে হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী মায়াবাদী এবং কর্ম্মজড় পণ্ডুয়া পাষণ্ডী প্রভৃতিকে ধরিবার জন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী বা তথাকথিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিপালনের যাত্রার দলের পোষাক গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি মায়াবাদী ও অবৈধ-বর্ণাশ্রমের মূলোৎপাটন করিয়াছেন। ইহা সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্য ও প্রকাশানন্দের পরবর্ত্তী জীবনে প্রতি-ফলিত হইয়াছে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমতের প্রতি নিষ্ঠামিশ্রিত মায়াবাদের আদর্শ এবং প্রকাশানন্দের মায়াবাদ মহাপ্রভু গোয়েন্দার ন্যায় মায়া-বাদীর বেশধারণ করিয়া সমূলে বিধ্বংস করিয়াছেন।

শ্রীবল্লভ-ভট্টের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অভিসন্ধিতে আপনার

প্রিয় জনের প্রতি মহাপ্রভু যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য একটু সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলেও ধরিতে পারা যায়। সাধারণ লৌকিক জগতেও দেখা যায়, পিতা বা মাতা নিজের পুত্রের বহুগুণ থাকা-সত্ত্বেও পরকে নিজের পুত্র অপেক্ষা অধিক গুণী বলিয়া তাহার সম্মুখে নানাপ্রকার ব্যাজস্তুতি করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত গুণবান্ পুত্র ছোট হইয়া যায় না। মহাপ্রভুর শিক্ষায়ও দেখা যায়,—মহাপ্রভু অমানী ও মানদ হইবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি নিজ-জনকে অমানিত্ব শিক্ষা দিয়া এবং বহিরঙ্গ অপরকে তাহাদের অভিলাষবীয় মান বা প্রতিষ্ঠা দিয়া বিদায় দিয়াছেন। ইহার দ্বারা অন্য অভিলাষযুক্ত ব্যক্তির গর্ব্ব বিনষ্ট হয়। আর অধিক বঞ্চনা-কামী আত্মবঞ্চিত হইয়া থাকে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

জগতের হিত লাগি' গৌর-অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাহার॥
নানা অবজ্ঞানে ভট্ট শোধেন ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন—ইন্দ্রের অভিমান॥
অজ্ঞ জীব নিজ-হিত অহিত করি' মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হইলে পাছে উঘাড়ে নয়নে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭ম পঃ)

যাঁহারা সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের কোন খবর রাখেন না, তাঁহাদের অনধিকার-চর্চ্চা করিতে যাওয়া কতটা গর্হিত এবং লজ্জাজনক, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও এক শ্রেণীর ব্যক্তি বুঝিতে পারেন না,—ইহাই বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়।

'নীচবংশে জন্ম, সহজে নীচজাতি মুঞি' প্রভৃতি শ্রীল সনাতন প্রভুর দৈন্যসূচক বাক্য কিম্বা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'অধম চণ্ডাল আমি' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া যদি ভরদ্বাজ-গোত্রীয় কর্ণাটব্রাহ্মণকুলে উদিত শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে, বা কায়স্থকুলে আবির্ভূত শ্রীল নরোত্তমঠাকুরমহাশয়কে নীচজাতি ও চণ্ডাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে উহা একাধারে মূর্খতা, মূঢ়তা, পাষণ্ডতা ও বিপ্রলিপ্সা-ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের বংশ-পরিচয় বেনামী-প্রবন্ধ-লেখক অপেক্ষা শ্রীরূপ-সনাতনের পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীল জীবগোস্বামি প্রভু অনেক বেশী জানিতেন এবং তাহাই একমাত্র প্রামাণিক বিবরণ বলিয়া গৃহীত হইবে। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু "লঘুতোষণী"তে তাঁহাদের পূর্ব্বাশ্রমের বংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"উচ্চাকল্পদরুমাশ্রিতবতী যজ্ঞায়ুতপ্রাবিণী
জিহ্বা কমলতাত্মরী মধুকরী ক্বরো নরীনৃত্যতে।
রেজে রাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমিপতিঃ
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ-জগদ্গুরুর্বি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ॥
পুত্রস্তস্য নৃপস্য কল্পতরুলামারোহতো রোহিণী-
কান্তস্পর্দ্ধিযশোভরঃ সুরসভেত্তুল্যপ্রভাবোঽভবৎ।
সর্ব্বজ্ঞাপতিপূজিতোঽখিলবদুর্বৈদৈকবিপ্রাবদু-
র্দ্দীধীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান্॥
মহিষ্যোর্ভূপস্য প্রথিতরণসত্তস্য তনয়ৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বর-হরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
অরোরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাবং বহুবিধে
জগামান্যঃ শস্ত্রে নিজনিজগুণপ্রেরিততয়া॥
বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপু-পুরপ্রস্থিতিদিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বরহরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদার্দ্ধাণাং কুলতিলকমংশদ্বয়মসৌ॥
শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমবিভিন্নিধৃতরাজ্যঃ ক্রমা-
দষ্টাভিস্তরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সম্যঃ সুখং সংবসন্
ধত্তে পুত্রমজীজনদ্ গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্॥
যজুর্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্ব্বোপনিষদাং
রসজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমঘটয়ত্তাণ্ডবকলাম্।
অগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেষাং বা স কিল নৃপরূপেশ্বরসুতঃ॥
বিহায় গুণশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎ-সুরতরঙ্গিণীতটনিবাসপর্য্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দ্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী॥
মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য বহতস্তস্যৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাদ্বাদশকেন সার্দ্ধমভবন্নেতা পকাজ্জাঃ।

তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীল মুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী।
জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীকুমারাভিধঃ
কল্পিদ্রোহমবাপ্য সংকুলমনির্বাণালয়ং সদ্বতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণশ্রেষ্ঠাত্রয়ো জজ্ঞিরে
যে বৈ গৌড়মমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামঙ্কিতম্।"

ভরদ্বাজগোত্রীয় জগদ্গুরু সর্ব্বজ্ঞ নামক এক মহাত্মা দ্বাদশ শক-শতাব্দীতে কর্ণাটদেশে ব্রাহ্মণ-রাজবংশে সমুদিত হন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। হরিহর কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে রূপেশ্বর গৌড়দেশে আসিয়া স্বীয় সখা শিখরেশ্বরের রাজ্যে বসতি স্থাপন করেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী নামক গ্রামে বাস করিয়া পঞ্চ পুত্র লাভ করেন। তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র মহাসদাচারী কুমারদেব। ইনি শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের পিতা। কুমারদেব বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন। তদানীন্তন যশোহর প্রদেশের অন্তর্গত 'ফতেয়াবাদ' নামক স্থানে কুমারদেবের গৃহ ছিল। তাঁহার কতিপয় পুত্রের মধ্যে তিনটী পুত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শ্রীবল্লভ চন্দ্রদ্বীপ হইতে নিজজ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সহিত গৌড়ে রামকেলী গ্রামে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীজীবগোস্বামীর আবির্ভাব হয়। নবাব-সরকারের কার্য্য করায় তিনজনেই মল্লিক উপাধি লাভ করেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর নীচবংশে জন্ম হইলে "ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিপ্র তিন লক্ষ। ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ) —প্রভৃতি প্রসঙ্গও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার লীলা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেও বিপ্র তিন জন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত রামকেলি গ্রামে শ্রীল সনাতন প্রভুর গৃহে আগমন করিতেন এবং শ্রীল সনাতন সভাতে বসিয়া তাঁহাদের সহিত ভাগবত বিচার করিতেন। ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু নীচবংশে আবির্ভূত হন নাই।

শ্রীভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর আপনাকে "নীচজাতি" প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য্য উক্ত হইয়াছে,—

যবে যত হন বৈষ্ণবমূর্ত্তিমাত্রারে।
ব্রহ্মাদিক হইতে নীচ মানে আপনারে॥
নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ-ব্যবহার।
এই হেতু "নীচজাত্যাদিক" উক্তি তাঁর॥
বিপ্রজ্ঞান হইয়া মহাদেষযুক্ত অন্তরে।
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে॥

উপরি-উক্ত প্রমাণ ও যুক্তিসমূহের দ্বারা জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্যে জাতিবুদ্ধিকারী গ্রাম্যবার্ত্তাবহের প্রকাশিত প্রবন্ধের কুমতবাদের নিরাস হইল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল প্রভুপাদ ও নরসিংহ কলেজের অধ্যাপকদ্বয়

বিগত ২০শে মাঘ (১৩৩৯), ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) বৃহস্পতিবার দিবস অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় হাওড়া নরসিংহ কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে এম, এ এবং উক্ত কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রসবিহারী চক্রবর্ত্তী এম, এ মহোদয়-দ্বয় পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দর্শন ও তদীয় শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। অধ্যাপক-দ্বয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে আচার্য্যোচিত সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে এম, এ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ক্রমান্বয়ে বহু প্রশ্নের উত্থাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ অধ্যক্ষ মহোদয়ের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের পার্থক্য, মহাপ্রভুর একদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণের তাৎপর্য্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে "এতাং সমাস্থায়" শ্লোকের ব্যাখ্যা;

সংসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মতের সহিত কেবলাদ্বৈতবাদের পার্থক্য; অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিচার; "ন তস্য কার্য্যং," "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ", "আত্মায়ঃ গ্রাহ্য তত্ত্বং" এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত "নাহং বিপ্রঃ" শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যা; শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যত্ব ও বৈশিষ্ট্য; শ্রীচৈতন্যের মহাবদান্যতার পরিচয়, অনর্পিতচরীং চিরাৎ" ও "ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং" শ্লোকের ব্যাখ্যা; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের বিচারে মধুর রসের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা; আচার্য্য শ্রীরামানুজের আড়াই প্রকার রসের সেবার অপূর্ণতা-প্রদর্শনমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত উন্নতোজ্জ্বল-রসের সেবার পরিপূর্ণতা ও চমৎকারিতা; "ভক্তি-যোগেন মনসি" শ্লোকের ব্যাখ্যা; আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" শ্লোক-ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত প্রদর্শন প্রভৃতি বহু বিষয় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অনর্গল কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক-দ্বয় ইতঃপূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে যে-সমস্ত কথা কখনও শ্রবণ করেন নাই, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এরূপ বহু বিষয় শ্রবণ-পূর্ব্বক বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া বলিলেন যে, তাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বৈষ্ণব-দর্শনের বহু জটিল বিষয়ের সারকথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, আর একদিন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত আরও শ্রবণ করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমায়াপুর-যাত্রা

গত ২২শে মাঘ ৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার ২—৪০ মিনিটের ট্রেণে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করিয়া ঐ দিবস সন্ধ্যা ৬-৮ মিনিটে হুগলীর ঘাটে অবতরণ করেন। পূর্ব্ব হইতেই সংকীর্ত্তন-বাহিনীসহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমায়াপুর-এষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য হুগলীঘাটে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং শ্রীমায়াপুর-পৌঠাফিসের পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ ভদ্রলোকগণও শ্রীল প্রভুপাদসঙ্গ-দর্শন ও সম্বর্দ্ধন-জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ হুগলীর ঘাটে অবতরণ করিলে কাঁসর, শঙ্খ, দুন্দুভি, করতালাদি বাদ্যসহ উচ্চকীর্ত্তন ও জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের গল-দেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। অতঃপর (কলিকাতা হইতে আগত) শ্রীবাসসেবায় নিযুক্ত মোটর-যানে আরোহণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীধাম-মায়াপুরে পৌঁছিবার সময় রাস্তার বিভিন্নস্থানে শ্রীধামবাসী ভক্তগণ সুমধুর শঙ্খ-করতালাদি বাদ্য ও কীর্ত্তনসহ প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ সুহৃদ্বিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু, শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ; শ্রীপাদ জগদ্গুরুচরণ ভক্তি-বান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ এবং শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ধামবাসী ও ধামদর্শনার্থী বহু ব্যক্তি আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে চেতনময়ী ভগবদ্বাণী শ্রবণ করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত অভদ্ররাশি বিধ্বংস করিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন।

হুগলীর ঘাট হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর-গমনের সুব্যবস্থা

সম্প্রতি শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের চেষ্টায় গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থিত প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে যাত্রিগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য হুগলীর ঘাট হইতে শ্রীধাম-মায়াপুর পর্য্যন্ত মোটর-বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রকার ব্যবস্থা যাত্রিগণের পক্ষে অতীব সুবিধাজনক হইয়াছে বলিয়া জন-সাধারণ কর্ত্তৃপক্ষগণকে জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব

বিগত ১৯ শে মাঘ বুধবার দিবস শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনের পূর্ব্বোত্তর মন্দির হইতে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সহিত তদীয় আরাধ্যদেব শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজের আনুগত্যে শ্রীধামবাসী ভক্তগণ-কর্ত্তৃক শ্রীঅদ্বৈতভবনে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে

ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিক, উষঃকীর্ত্তন, অর্চ্চনাদি সেবা, নামসঙ্কীর্ত্তন, ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন, সকলকে প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নিশ্চিন্তপুর-নিবাসী বদান্যবর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চক্র ভক্তিসুধন মহোদয় শ্রীমদ্বৈতভবনের যে শ্রীমন্দিরটীর নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করাইয়া উহার কার্য্য সম্পন্ন না হইতেই স্বধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমন্দিরটীর অবশিষ্ট কার্য্য তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চক্রের অর্থানুকূল্যে সম্পন্ন হইয়াছে। যশোহর-জেলার কামঠানা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরলাল সাহা মহোদয় —যিনি কুলিয়ায় অবস্থানকালে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি শ্রীমদ্বৈত-ভবনের ধর্ম্মশালাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই নামানুসারে ঐ ধর্ম্মশালার নাম 'হরলাল ধর্ম্মশালা' হইয়াছে। ইহাদের সেবাপ্রাচুর্য্য-দর্শনে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ বিশেষ প্রীতি লাভ করিতেছেন। আমরা আশা করি, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ইহাদের সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতা হইয়া সকলের আদর্শস্থানীয়া হইবে।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাবোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুরে—বিগত ৮ই মাঘরাত্রী, ২৩শে মাঘ বুধবার হইতে আরম্ভ করিয়া দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রকটোৎসব নগরসঙ্কীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ, শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্যসূচক মহাজন-পদাবলী-কীর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যনুষ্ঠানমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বুধবার প্রত্যূষ হইতেই শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীমদ্বৈতভবনে, শ্রীবাসাঙ্গনে ও শ্রীযোগপীঠে সুমঙ্গল শঙ্খ, করতাল, মৃদঙ্গ, কাঁসর, ঘণ্টাধ্বনিসহ মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একটী সংকীর্ত্তন-বাহিনী বহির্গত হইয়া কীর্ত্তনরোলে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতে করিতে ভক্তিবিজয়-ভবন, শ্রীমদ্বৈতভবন, শ্রীবাসাঙ্গন ও শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দিরাদি পরিক্রমা করিয়া শ্রীনবদ্বীপবাসি-গণের চিত্তে পরম করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শ্রীনামপ্রচার-স্মৃতির উদ্দীপন করাইয়া দেয়।

শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ প্রকাশ হইতেই যাত্রিগণের নিকট ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীনিত্যানন্দমাহাত্ম্য, শ্রীনামতত্ত্ব, ধামপ্রকাশক শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অনর্গল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

ঐ দিবস প্রকাশ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ যোগপীঠ-শ্রীমন্দিরে শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যলীলা পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত বহু ভক্ত, যাত্রী ও ভক্তমহোদয়কে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর অদ্ভুত লীলামাহাত্ম্য সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে—গত ২৩শে মাঘ বুধবার কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসব শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে প্রত শ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্যপ্রকীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তিবিলাসী বিভাভূষণ প্রভুর আনুগত্যে ও নির্দ্দেশানুসারে মঠসেবকগণ কর্ত্তৃক ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মাভিষেকারাত্রিকের মঙ্গলারাত্রিক, উষঃকীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রীবনবিহারী বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজার আবশ্যকতা, কিরূপে এই তিথির পূজা হইয়া থাকে, কাহারা এই তিথিপূজার অধিকারী?—ইত্যাদি বিষয় একঘণ্টাকাল আলোচনা করিয়াছিলেন। পাঠের পর শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-সমাপনান্তে ভক্তগণ যথাবিধি ঠাকুরের অর্চ্চন ও অন্যান্য সেবাকার্য্যে ব্রত হন। বেলা ১০টা হইতে পুনরায় মঠসেবকগণ শ্রীগুরু-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণবিদ্যালঙ্কার প্রভু "নিতাই-পদকমল, কোটীচন্দ্র সুশীতল"—শ্রীটিটী কীর্ত্তন করিয়া বেলা ১২টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর অদ্ভুত-লীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবসুধা-প্রভুদ্বয় সর্ব্বপ্রথম মিলনলীলা পাঠ করেন। পাঠের পর "পরম করুণ পহুঁ দুইজন, নিতাই গৌরচন্দ্র" প্রভৃতি গীতি এবং যথাবিধি ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ভক্তগণ পুনরায় প্রথমে শ্রীগুরু-

বন্দনা ও তদ্বিষয়ক কীর্ত্তন করিবার পর শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুবিদ্যালঙ্কার প্রভু "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে"র ৭।৮।২ সংখ্যায় প্রকাশিত তদীয় স্বরচিত "শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব"-শীর্ষিকা সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মার্চ্চিকা-গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিক সমাপ্ত হইলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে বহু জনতাপূর্ণ একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে শ্রীগুরুবন্দনার পর শ্রীপাদ প্রভুবিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্যসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের ইচ্ছাক্রমে ও আদেশানুসারে শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর লোকাতীত চরিত্র ও শিক্ষার বিষয় বর্ণন-মুখে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব, তদীয় আবির্ভাব-তিথির মাহাত্ম্য, শিশুকাল হইতে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক সিংহগণের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের কৃষ্ণলীলা, পূতনা-বধ, গোবর্দ্ধনধারণ, বকাসুরবধলীলা, রাসলীলা প্রভৃতি প্রকাশ-পূর্ব্বক সর্ব্বলোকের বিস্ময়োৎপাদন; কোন সন্ন্যাসি-কর্ত্তৃক হাড়োওরা ও পদ্মাবতীর নিকট হইতে নিত্যানন্দকে ভিক্ষা-স্বরূপ গ্রহণ, হাড়োওরা ও পদ্মাবতীর চরিত্র; বিংশ-বৎসর পর্য্যন্ত তীর্থ-পর্য্যটনের পর নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নিত্যানন্দের মিলন, শ্রীবাস-গৃহে অবস্থানকালে শ্রীনিত্যানন্দের আদেশ-মাত্রে অপহৃত ঘৃত-পায়সসহ কাকের পুনরাগমন; পাণিহাটীতে রাঘবপণ্ডিতের গৃহে অবস্থানকালে শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছাক্রমে দাদিয়ের বুকে কদম্বপুষ্প-প্রাপ্তি; শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গে সুবর্ণ-রজত-মণিহার, মুক্তাহার প্রভৃতি দর্শন করিয়া নবদ্বীপের চোর-দস্যুগণের তাহা অপহরণ-চেষ্টা, তজ্জন্য নানাপ্রকার ছলে-দুর্গতিপ্রাপ্তি ও অবশেষে নিত্যানন্দ-কর্ত্তৃক তাহাদের উদ্ধার-লাভ; সন্ন্যাসী হইয়া নিত্যানন্দের কর্পূর-তাম্বূল-চর্ব্বণ, দিব্যপট্টবস্ত্র ও সোণারূপার অলঙ্কার-পরিধান, যৌবরাজ্যধারণ, শূদ্রের গৃহে অবস্থান প্রভৃতি কার্য্যকে গর্হিত আচরণ মনে করিয়া কোন ব্রাহ্মণের শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীনিত্যানন্দের এরূপ আচরণের কারণ-জিজ্ঞাসা ও তদুত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্রহ্মার স্বীয় দুর্বিদ্যার পশ্চাত্তাপন-কার্য্যে স্বীয় পৌত্রগণের হাস্য ও তৎফল-লাভের কথা বর্ণনমুখে "বপুস্তিলক্ষ্মো দৃষ্টঃ", "বৈষ্ণবং নমাচরেদ্যাদু" প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোক কীর্ত্তন করিয়া "গর্হিত করয়ে যদি মহা-অধিকারী। নিস্তার কি হয় তার ইহাসেই নহি॥ মহিমা, যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে। তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য করিলুঁ তোমারে॥" প্রভৃতি উপদেশ-প্রদান; নিত্যানন্দের গার্হস্থ্য-লীলার তাৎপর্য্য, নিত্যানন্দের অন্য কাহারা, বীরভদ্র-তত্ত্ব; কিরূপে বাউল ও নেড়ানেড়ী-সম্প্রদায় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবীরভদ্রের সম্পূর্ণ বিরোধ-আচরণকারী, বর্ত্তমানে তথা-কথিত নিত্যানন্দবংশপরিচয়াভিমানিগণ গৌড়ধারায় নিত্যা-নন্দের বংশ কল্পনা করিয়া নিত্যানন্দকে প্রাকৃত রক্ত-মাংস-পিণ্ড-দাস্যে দর্শন-জন্য কিরূপভাবে ভীষণ অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছেন; প্রকৃত শিষ্য-পারম্পর্য্যেই নিত্যানন্দ-বংশের মর্য্যাদার অক্ষুণ্ণতা ইত্যাদি বিষয় প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীশ্রীনিত্যা-নন্দ-মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রাকৃত গুণতাড়িত ব্যক্তিগণের বিষয়-বাসনা-মলপূর্ণ হৃদয়ে গোলোকবিহারী ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব-উপলব্ধি যে কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না, শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রজ্বলিত সপ্তদিবস নামসংকীর্ত্তনাগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান-পূর্ব্বক আদৌ শ্রবণদশা-বলে-ব্যতীত যে অদ্বয়জ্ঞানের হেয়তা-জ্ঞান ও বিশুদ্ধ চিদানন্দের—নিত্যানন্দাবির্ভাব-উৎসবের উপলব্ধি হয় না; নিত্যানন্দের কৃপা-ব্যতীত যে জীব-হৃদয়ে অকলঙ্ক পূর্ণশশী শ্রীগৌরচন্দ্রোদয়োপলব্ধি হইতে পারে না; শ্রীগৌরচন্দ্রই যে স্বয়ং সেবাময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ এবং সেই সেবাবিগ্রহের সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য-ব্যতীত যে শ্রীগৌর-প্রচারিত প্রেম-সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া যায় না ইত্যাদি বহু তত্ত্বগর্ভ উপদেশের কথা বহুক্ষণ কীর্ত্তনান্তে দৈন্যমুখে সপার্ষদ শ্রীগুরুদেবের কৃপা যাচ্ঞা করেন। অতঃপর তিনি ও অন্যান্য মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য-সূচক গীতি ও শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিলে ঠাকুরের শয়নারাত্রিক সম্পন্ন হয়। তৎপরে সমাগত সমস্ত পুরুষ ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ-দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে—কটক-সচ্চিদানন্দ-মঠের সেবক-গণ এবার স্থানীয় ভক্তবৃন্দের আন্তরিক যত্নে ও উৎসাহে গত ২৩শে মাঘ তারিখে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব-

মহামহোৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীগৌরবিনোদমণ্ডলীর সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দের উদ্বোধন-কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্বিত্যানন্দবাবু শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রায় দুই ঘণ্টাকাল গম্ভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অথচ আবালবৃদ্ধ-বনিতার সহজ-বোধ্য, প্রাণস্পর্শী আবেগপূর্ণ ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদানপূর্ব্বক মুহূর্ত্তেই শ্রীমদ্বিত্যানন্দতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া সমবেত প্রায় চারিশত শ্রোতৃবৃন্দের নিত্য-স্ফূর্ত্তি বিধান করিয়া তাঁহাদের শ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীহরিকথামৃত কর্ণপুটে পান করিয়া প্রত্যেক শ্রোতা নিজেকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রীমঠে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তাঁহার বক্তৃতায় "শ্রীমদ্বিত্যানন্দ-প্রভু সাক্ষাৎ বলদেব—সকল রসের একমাত্র মূলপুরুষ; তাঁহার রঙ্গলীলা—নিত্যা, 'অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥' চর্ম্মচক্ষে সেই লীলা আমরা দেখিতে পাই না; শ্রীহরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন-দ্বারা শ্রীবলদেবের চিরল আমাদের লভ্য হয়, তদ্দ্বারা আমরা ভগবানের পরমচমৎকারিণী লীলামাধুরী দর্শন ও উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য পাই; জড়ানন্দ ক্লেশেরই একটা দিক্; জড়ানন্দের লাভ-লেশমাত্র থাকা পর্য্যন্ত কখনও নিত্যানন্দের দর্শন পাওয়া যায় না; শ্রীমদ্বিত্যানন্দ, তদভিন্ন শ্রীল গুরুদেব এবং তদীয় সেবকগণের প্রদত্ত পাবন কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-প্রধান-লীলা; শ্রীমদ্বিত্যানন্দপ্রভুর নিষ্কপট দাসগণের শ্রীমুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-শ্রবণ জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের হেতু; শ্রীনামে পশু-সাম্যান্ত-বুদ্ধি নরকপ্রাপিকা; শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তন-প্রচার-বিগ্রহ, সর্ব্বক্ষণ শ্রীচৈতন্য-দেবের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণ করাই শ্রীগুরুদেবের একমাত্র কৃত্য ইত্যাদি বহু সিদ্ধান্তপূর্ণ বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-মঠে—পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভবসাগর মহারাজের নেতৃত্বে ও পর্য্যবেক্ষণে গত ২৬শে মাঘ তারিখে ব্রাহ্মণপাড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-মঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাবোৎসব বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়া সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের কএক দিবস পূর্ব্ব হইতেই স্বামিজী মহারাজ প্রপন্নাশ্রম-মঠে অবস্থান করিয়া পাঠ, কীর্ত্তন ও হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন। উৎসবের দিবস যথাসময়ে ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিক, অর্চ্চনাদি সেবা, ভোগারাত্রিক, সন্ধ্যারাত্রিক প্রভৃতি কৃত্যসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ দিবস বহুদূর হইতে সমাগত অনেক ভদ্রলোকের নিকট স্বামিজী মহারাজ প্রাতঃ ৭ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ১১ঘটিকা পর্য্যন্ত অনর্গল আবেগভরে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বেলা ২টা হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত সমাগত প্রায় তিনশত পুরুষ ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এ—মাষ্টার হাইস্কুলের মাষ্টার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার বি-এ—ব্রাহ্মণপাড়া এম্-ই স্কুলের হেড্ মাষ্টার, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত অমূল্যলাল ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা-প্রদর্শন

পুরী হইতে তারের সংবাদে প্রকাশ, পুরীর জগন্নাথ-ক্লাবের অধ্যক্ষগণের বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু গত ৬ই ডিসেম্বর সময় সব্-ডিভিসনাল-অফিসার, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্, উকীল, মুন্সেফ্ প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ভদ্রমহোদয়ের সমক্ষে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গোস্বামিজীর মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব চরিত্র ও লীলামাধুরী শ্রবণ-পূর্ব্বক সকলেই নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া পরদিবসও শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-শ্রবণের ব্যবস্থা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়া নিকটবর্ত্তী কএকটী গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে শ্রীহরিকথা-শ্রবণ ও শ্রীগৌর-লীলা-দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ ও শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে জলকূপ-স্থাপনের ব্যবস্থা

কাশি-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সিংহ মহোদয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে একটী জল-

কূপ নির্ম্মাণ এবং কলিকাতা-শ্যামবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত পরমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী আনন্দময়ীনাথ শ্রীশ্রীগৌরীশ্বরমঠের সেবার জন্য একটী নলকূপ-নির্ম্মাণের ব্যয়-ভার গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

স্বপ্নদর্শন

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃসাহিত্য 'বোধোদয়' গ্রন্থ পাঠকালে অনেকেই পড়িয়াছেন—'স্বপ্ন একটী অমূলক চিন্তামাত্র'। 'বোধোদয়' গ্রন্থের অপর এক-স্থানে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন,—'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'। পণ্ডিত মহাশয় এই জগতের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়াই ঐ সকল কথা লিখিয়াছেন। এই জগতের চরম অভিজ্ঞতা বলিয়া যের যে, "যখন জড়বস্তুমাত্রেই বিচিত্রতা ও আকারযুক্ত, তখন ঈশ্বর নিশ্চয়ই তৎপ্রতিযোগী কোন বস্তু বা ভাব হইবেন। এজগতে সমস্ত বস্তুরই একটা আকার আছে; সুতরাং তৎ-প্রতিযোগিবস্তু নিরাকার। এ জগতের জড়বস্তুগুলিতে বিচিত্রতা আছে; সুতরাং যদি পরমেশ্বর বলিয়া কোন বস্তু আদৌ থাকিয়া থাকেন, তাঁহাতে নিশ্চয়ই বিচিত্রতা নাই।" এইরূপ অভিজ্ঞতার অনুমান হইতে ঐ সকল মত উদ্ভূত হইয়াছে। শিবগুরু-তনয় শঙ্করাচার্য্যের অবয়বমোহন-পর মত নানাআকারে জগতে মনীষি-সম্প্রদায়ের মস্তিষ্কে আশ্রয় করিয়াছে। ইহা শাক্যসিংহের অচিন্ত্যবাদেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর।

'স্বপ্ন'-সম্বন্ধে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাও খুবই ঠিক। ভোগ-জগতে প্রবৃত্ত ভোগী জীব যে-সকল চিন্তা করে, সেই সকল চিন্তাই সমষ্টিভূত হইয়া এক একটী ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ-পূর্ব্বক মানবের অবসাবস্থায় স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহার আপাত বাস্তবতা থাকিলেও উহার একান্ত বাস্তবতা নাই। স্বপ্নে অনেকে দেখিতে পান যে, তাঁহাকে বাঘে ধরিয়াছে। কেহ বা স্বপ্নে পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছেন দেখিতে পান। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে সেই বাঘে-ধরা-ব্যাপার বা পৃথিবীর প্রভুত্ব কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং উহা অমূলক চিন্তা ব্যতীত আর কি? কিন্তু এই বিচার অতৃতীয়ভূমিকায় অতীতরাজ্যে ব্যাপ্ত করিলে বিচারে ভ্রম প্রবেশ করে।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের স্বপ্নদর্শন, স্বপ্নে শ্রীগোপালের পুরীপাদকে হাতে ধরিয়া লইয়া কুঞ্জে গমন, মঠাদি করিবার জন্য আদেশ, কিংবা স্বপ্নে শচীমাতা ও জগন্নাথমিশ্রের বালক নিমাইকে সাক্ষাৎ ব্রজের গোপাল বলিয়া দর্শন, শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর সত্যভামাপুরে স্বপ্নদর্শন ও সত্যভামাদেবীর আদেশ-প্রাপ্তি, শ্রীমদ্বাচার্য্য, শ্রীরামানুজ প্রভৃতির নানাপ্রকার স্বপ্নাদেশ-লাভ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট হইতে স্বপ্নে দণ্ড-প্রাপ্তি প্রভৃতি দৃষ্টান্তকে অমূলক চিন্তা বলিলে, অতীত রাজ্যের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাই প্রমাণিত করিবে। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ বা যাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধি লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের, যে স্বপ্ন-দর্শন, তাহা অমূলক চিন্তা নহে—তাহা পরম বাস্তবতা। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ স্বপ্নে যে শ্রীগোপালকে দর্শন করিয়াছিলেন বা মলয়জ-চন্দন আনিবার আদেশ পাইয়া-ছিলেন, তাঁহা সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোপালদেব এবং সেই আদেশও সাক্ষাৎ ভগবদ্বাণী।

ভক্তিশাস্ত্র-আলোচনাকালে স্থানে স্থানে কোন কোন সৌভাগ্যবানের স্বপ্নে মন্ত্রোপদেশ-প্রাপ্তির কথাও শুনা যায়। ভগবানের বিশেষ কৃপায় কোন কোন সাধারণ ব্যক্তিরও স্বপ্নে ভগবৎস্বরূপ দর্শন হইয়া থাকে। যেমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত প্রথমে মহাপ্রভুর সহিত পাণ্ডিত্যের প্রতিযোগিতা করিতে আসিয়া পরাস্ত হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু ঐ পণ্ডিতকে বিশেষ কৃপা করিয়া তাঁহার নিজের স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। ইহা স্বয়ংভগবানের কোন ব্যক্তির প্রতি

বিশেষ বা আকস্মিকী কৃপা। ইহা সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত হইতে পারে না। অপরে দিগ্বিজয়ীর ন্যায় ঔদ্ধত্য লইয়া উপস্থিত হইবার আনুকরণিক চেষ্টা দেখাইলে সেই ব্যক্তিও মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ করিতে পারিবে,—এইরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র।

মহাজনগণের আচরণের অনুকরণ অর্থাৎ তৎপ্রতি মর্কটের ন্যায় মুখভঙ্গী করাই বহির্মুখ লোকের স্বভাব। জীবন্মুক্ত স্বরূপসিদ্ধ বা নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণের স্বপ্নদর্শনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভোগোন্মুখ মায়াবদ্ধ মনোধর্মী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অমূলক চিন্তা-রাশির উদ্বেলনকে মুক্ত-পুরুষগণের বাস্তবসত্যদর্শনের সহিত সমান বলিয়া তাহার কবির্দার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এইরূপ মনোধর্মিগণের বুদ্ধি হইতে জগতে অসাধারণ প্রকার সন্দেহ ও পাষণ্ডতার উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ স্বপ্নে হিমালয়ের কোন কোন সিদ্ধ মহাত্মার নিকট হইতে মন্ত্রোপদেশ লাভ করিয়াছে, কেহ বা স্বপ্নে কৃষ্ণদর্শন করিয়াছে, কেহ বা স্বপ্নে সিদ্ধ হইয়াছে—এইরূপ কত কি প্রলাপের অবতারণা করিয়া লৌকিক স্বপ্নলব্ধ তাবিজ কবচ বা ঔষধাদির ব্যবসায় পরিবারগণের আর একটী অবৈধ ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠার কৌশল খুলিয়া বসিতেছে। ইহাদিগের কুমত ও কাল্পনিক বিদ্যার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়-কথিত অমূলক চিন্তারাশি-ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জড়ের বিচিত্রতার হেতুতা কেহ জড়ের অতিজ্ঞতার পরতত্ত্বের উপর আরোপ না করে বা বহন করিয়া লইয়া না যায়, তজ্জন্যই উপনিষদ্‌সমূহ প্রাথমিক শাস্ত্ররূপে দৃঢ়ভাবে জড়বিচিত্রতারহিত করিয়া পরতত্ত্বের দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের এই উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া জগতের অতিজ্ঞতাবাদী ব্যক্তিগণ উপনিষদের প্রামাণ্যের দোহাই দিয়া পরমতত্ত্বকে বিচিত্রতা-বিহীন, নির্বিশেষ, নিরাকার বলিয়া চরমসিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। জড়-বৈচিত্র্যের অতিজ্ঞতার পরমেশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, জড়ীয় স্বরূপ অমূলকচিন্তার সমষ্টি—ইহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু অজ্ঞাতীত বস্তুবিবেচনে তাঁহার যে নিত্য স্বরূপ নিত্যপ্রকটিত অর্থাৎ বিগ্রহ-বৈশিষ্ট্য, ঠিক তেমন বা ভাগবতের ভাষায় "যাবানহং যথাভাবো রূপগুণকর্মকঃ।" তাঁহার তত্ত্ববিজ্ঞানসম্বন্ধে যে [illegible]—তাহার অন্বয়প্রবে তদ্বিষয়ে যে তত্ত্বজ্ঞান, তাঁহার যেমন নাম, যেমন আকার, যেমন রূপ, যেমন গুণ, যেমন লীলা, সেইরূপ বাস্তবদর্শনে তিনি নিত্য বিচিত্রতাযুক্ত, তাঁহাকে প্রাকৃত বিষয়ের সহিত লোকে যাহাতে সমজ্ঞান না করে, এজন্যই জড়বিচিত্রতা-শূন্যতা তাঁহার একটী নিষেধ-মুখক ভাব-রূপে কথিত হইয়াছে। নিষেধের মধ্যে ব্যতিরেক বিচারমাত্র অবস্থিত; তাহাতে বাস্তবতা বা অন্বয়ের বিচার নাই। ব্যতিরেক বিচারে তিনি জড়বিশেষহীন অর্থাৎ তিনি অজ্ঞবস্তু নহেন। অন্বয় বা বাস্তবতার বিচারে তিনি জড়াতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিচিত্রতাযুক্ত। জড় ও জড়াতীত স্বপ্নদর্শন-সম্বন্ধেও সেইরূপ বিচার। বদ্ধজীব বা মনো-ধর্ম্মীর স্বপ্নদর্শন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের কতকগুলি অস্থায়ী তরঙ্গায়িত ভাব মাত্র। উহার কোনই বাস্তবতা বা নিত্যত্ব নাই। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ, স্বরূপসিদ্ধ, জীবন্মুক্ত মহাভাগবত-গণের যে স্বপ্নদর্শনাদি ব্যাপার কিংবা ভগবান্ বা ভগবদ্ ভক্তের অকৃত্রিম কৃপাপ্রাপ্ত অহৈতুক কোন বিশেষ পুরুষে স্বপ্নাদিতে যে মন্ত্র-উপদেশাদি-প্রাপ্তি, তাহা অমূলকচিন্তা-মাত্র নহে। তাহার বাস্তবতা আছে। ঐ বিশেষ দৃষ্টান্তের অবৈধ সুযোগ লইয়া যদি প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে, তাহার স্বপ্নাদিদর্শন ঐ বিশেষেরই অন্তর্গত, তাহা হইলে তাহা আনুকরণিক ভ্রান্তমত বা আত্মবঞ্চনারই একটী বিষয় হইবে।

মোটকথা, স্বরূপসিদ্ধিলাভ ব্যতীত সাধারণজীবের স্বপ্নদর্শনাদি ব্যাপার কখনই নিত্য সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। মনোধর্ম্মের বশীভূত ব্যক্তির স্বপ্নে মন্ত্রোপদেশ-প্রাপ্তি বা ভগবানের কৃপাদিদর্শন—সকলই মনোধর্ম্মপর। প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় অনেক সময় তাহাদের এই রোগ বরাইয়া দিবার মত জীবন্মুক্ত সদ্‌গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং সাধু সাবধান! লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ বা অন্য কোন অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া স্বপ্নে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইয়াছি, মন্ত্রাদি-উপদেশ পাইয়াছি প্রভৃতি বলিয়া আত্মবঞ্চিত হইও না। সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ে ক্রমভজনের পথ বরণ কর। কোথায় কোথায় কতপ্রকার কপটতা ও অনর্থ জীবকে প্রকৃত ভজনের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া বিপথগামী করিয়াছে, তাহা অকৃত্রিম সাধুগুরুর নিকট হইতে শ্রবণ-পূর্ব্বক নিজ অকৃত্রিম মঙ্গল বরিয়া লও।

প্রাকৃত-সহজিয়া-মত নিরাস

(ঢাকা হইতে প্রকাশিত ১৬ই শ্রাবণ (১৩৩৯) তারিখের 'স্বাধীন-শাসন-পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত)

['ইষ্টবেঙ্গল টাইমস্' পত্রের সম্পাদকীয় মতের প্রতিবাদ]

সৃষ্টি-বৈকল্য

সর্বশিক্ষা নিরপেক্ষ দর্শক-সূত্রে আমরা প্রদর্শনীর ত্রুটী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। পক্ষান্তরে যাহাদের আপেক্ষিক বিচারে বিপুর ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তাহারা পারমার্থিক-শিক্ষা-প্রদর্শনীতেও নিজ-নিজ বিপ্রলিপ্সা, কল্পনাপাটব ও ভ্রান্তি প্রবেশ করাইবার ভয় না করিয়া থাকিতে পারে না।

কেহ কেহ প্রাকৃত-সাহজিক-বাদ আশ্রয় করিয়া ঠাকুর হরিদাসের কপটতাকে পার্ষদজীবনের কৃত্যজ্ঞানে উহার আলোচনা হইতে বিরত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি,—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর"—ইহাই শ্রীগৌর-সুন্দরের উপদেশ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার নিজ-রচিত শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, বিষয়ী যোষিৎসঙ্গীর ও তাহার অনুগত যোষিতের দর্শন-দ্বারা জীবের চিত্তবৈকল্য উদিত হয়। সুতরাং উহা গর্হণ-যোগ্য,—ইহা সর্বদা মনে না থাকিলে পারমার্থিক জীবন নিশ্চয়ই বিপন্ন হইবে। যাহারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে, তাহারা গুপ্ত ব্যভিচারী অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট। যোষিৎসঙ্গীর বিষয়ি-সংজ্ঞা, আর কপট যোষিৎসঙ্গী মিথ্যাচারী—উভয়ে সাধুগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া মর্মান্তিক দুঃখ পায়। সেই মর্মান্তিক দুঃখ দিয়া তাহাদের শোধনাকাঙ্ক্ষাই শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মে আত্মসমর্পণ।

অন্তর্যামি শ্রীগৌরসুন্দর ছোট হরিদাসের ব্যবহারিক অভিনয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন যে, বিরক্তজীবনে প্রকাশ্য-ভাবে ভোগ্য স্ত্রীসম্ভাষণ নাই; কিন্তু প্রাকৃত সাহজিকগণ নিজ-নিজ ব্যভিচার গোপনে চালাইয়া ব্যক্তির দিকে লোক ঠকাইয়া থাকে। উহা কেবল নিজ-দুর্বলতা নহে, পরন্তু পূর্বকপটতা।

কপটতা পরিহার-প্রসঙ্গে শ্রীশচীনন্দনের প্রারম্ভে যে শ্লোকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে 'ছাড়না' বলা হইয়াছে অর্থাৎ বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণ স্বীয় ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির মানসে ও স্বীয় অপরার্থপরতায় বশবর্তী হইয়া ভোগী ও ত্যাগী হন, তাহারা তাঁহাদের ধর্ম কখনও পরমধর্ম হইতে পারে না। যাহারা নিজের সুবিধা করিয়া লইয়া ভগবদ্-বঞ্চনার জন্য দুষ্টপ্রকৃতি, তাহারাই ভোগীর ও ত্যাগীর প্রকাশ্য অভিনয় গ্রহণ করিয়া লুক্কায়িত অসদ্ভাবগুলি গোপন করে। সেই দুষ্টপ্রকৃতি-গণের দুঃসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিহার করাই প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবকর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি বলিয়া।

কেহ কেহ পদ্মনীতি অবলম্বন করিয়া যে বিষয় গ্রন্থে পতিত হইয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, অনধিকার-চর্চা-প্রভাবে পক্ষোপসংহার গোলমাল করিতে গিয়া তাঁহারা যে অপরাধ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাহা শাস্ত্রে অবশ্যবর্জনীয় বিষয়—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥"

পাষণ্ডীর বিচার-প্রণালী গ্রহণ করিলে নরকে যাইতে হয়,—ইহা ব্যাসদেব লিখিয়াছেন। "বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।" এরূপ আমরা যদি বলি যে, অনধিকারীর প্রকাশিত বাক্যসমূহ জগতে বহুল প্রচারিত আছে, নূতন করিয়া উহা প্রচার করার ফল কি? প্রদর্শনী হইতে ঐ মঙ্গলটুকু লাভ করিতে পারিলে তাঁহারা বিষ্ণু-ভক্তির প্রতি অসম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না।

বিষ্ণু-ব্যতীত গুণাবতারত্রয় সকল-বিষয়ে বিষ্ণুর সহিত সমপর্যায়ে গণিত হইতে পারেন না। তাঁহাদের সহিত বিষ্ণুসাম্য থাকিলে সমভাবশে তাঁহারা আর গুণাবতার থাকিতে পারেন না। বিরজার জলে গুণসাম্যাবস্থা তরলতা-ধর্মে নিজ-নিজ স্বভাব গোপন করেন। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-লোকেও গুণসাম্যাবস্থা বর্তমান থাকায় প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মধামের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। গুণসমূহ প্রকৃতিতে লীন হইলেই যে বৃহত্তত্ত্বের সহিত সমভাবাপন্ন হইবে, এরূপ প্রমাণ না থাকায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রকৃতি—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষত্ব আছে।

ভক্তিধর্মের বিচারে কর্মাবরণ, জ্ঞানাবরণ, অন্যাভিলাষ এবং প্রতিকূল অনুশীলন প্রবিষ্ট হইলে কেবলাভক্তি বিপন্ন

ধন বিদ্যা ভক্তি ক্রমশঃ সাধারণ ভক্তিকেও ছলকপটের ন্যায় কালে ধ্বংস করে। সুতরাং অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা যাঁহারা আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদের নিকার জন্যই সংশিক্ষা-প্রবর্ত্তনীয় অবতারণা। কুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের কুশিক্ষা বা কুধারণা ও অজ্ঞতার অন্ধকার পরিত্যাগ করাইবার জন্যই সংশিক্ষা-প্রবর্ত্তনী। সেখানে যদি পরানীতি অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে দ্রষ্টার চক্ষু অজ্ঞান-মেঘে আবৃত হইয়াছে অর্থাৎ তিনি তখন বস্তুদর্শনে বিমুখ হইয়াছেন, জানিতে হইবে। উহা তাঁহার ভাগ্য।

"ধর্ম্মাদিভিযোগপথৈঃ"—এই ভাগবত-শ্লোক যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন এবং কবিকর্ণপুরের 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়নাটক' পাঠ করিবার সৌভাগ্য যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, যোগপাশ্চাত্যকথিত পথ অবলম্বন করিলে কিরূপ বিপদ হয়। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আলবন্দার মুনি ও গোষ্ঠিপূর্ণ এই যোগপথের অকর্ম্মণ্যতা দর্শন করিয়া ভক্তির আনুষঙ্গিক ক্রিয়া হইতে যোগপদ্ধতিকে বিদায় দিয়াছেন। হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতিকে অভক্তিযোগ কহে। সুতরাং ভক্তিঅনুশীলনকারী আত্মবিৎ অনিত্য ইন্দ্রিয়সুখের কোন প্রকারই আবাহন করিতে পারেন না।

অনধিকারী যদি নিজের ওজন বুঝিতে না পারিয়া প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার শান্তি আসিলে অধৈর্য্যভাব কতকটা প্রশমিত হইতে পারে।

পশুত্ব মানবোপকারকশ্রেষ্ঠীর চিত্তে কোন কোন স্থলে স্থান পায় না। তাই বলিয়া পশুক্লেশনিবারণী সভার সভ্যগণ তাঁহাদের সাধুচেষ্টা হইতে বিরত হন না। পরমার্থে আদৌ আবশ্যকতা নাই, কেবল কৃষ্ণনামের পুতুলের শিল্প-নৈপুণ্যই চিন্তাকর্ষক,—এরূপ চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ জনগণ যে পথে চলিয়া থাকেন, সে-পথ কিন্তু পারমার্থিকের পথ নহে বা সাধারণের মঙ্গল-জনক বিধি নহে। মোহিনীর নৃত্যে বিমূঢ় হওয়া এবং কৃষ্ণপাদুকই সনৎসুজাতীয়গণের চেষ্টা কখনই সমজাতীয়কতা নহে।

ভোগীর বা ত্যাগীর বহুবিধতা কখনও ভক্তিপথের সোপান হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন যে, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তর্ভুক্ত তাঁহার প্রকাশ, অংশ, শক্তিতত্ত্ব ও ভক্তকে প্রত্যেক স্থানেই বিভিন্নভাবে অন্তশ্চক্ষুভোগ্য করা আবশ্যক। ইহা কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রথম শ্লোক পাঠ করিলেই তাঁহাদের এই ভ্রম ভাঙ্গিয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশকেন্দ্রে মূর্ত্তিমান্ তাঁহাতে অভিন্নভাবে অবস্থিত। স্বয়ংরূপেরই অভিন্ন স্বয়ং প্রকাশবস্তু। সুতরাং স্বয়ংপ্রকাশবস্তুর পুরুষাবতার-সমূহ, নৈমিত্তিক অবতারসমূহ, শক্ত্যাবেশকোটি, শ্রীগুরুতত্ত্ব—সমস্তই তাঁহাতে অনুস্যূত আছেন। শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রয়োজনীয় অভিব্যক্তি যে যে স্থানে প্রকাশিত, তত্তৎস্থলে সাক্ষাৎ তাঁহাকে উপস্থিত না করান অমার্জ্জনীয় অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, ইহা কোন শুদ্ধভক্ত স্বীকার করেন না। অপসম্প্রদায়বাদে semitic-দের চিন্তাস্রোত যাঁহাদের মনোমধ্যে প্রবল, তাঁহারা আর্য্য সাত্বত-শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। গণগল্পলিকার প্রবাহ-মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া ব্যবহারিক জগতে সত্যাদর্শনে যে বাধা হইতেছে, ইহা কি মানবজাতির একবারও চিন্তনীয় বিষয় হইবে না?

য়ুরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের বিরাট্ আয়োজন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজের য়ুরোপ-যাত্রা]

পাঠকগণ শুনিয়া পরম আনন্দিত হইবেন যে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ, বর্ত্তমান যুগাচার্য্য, গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীসহ কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচারার্থ আগামী ১৩ই চৈত্র (১৩৩৯), ২৭শে মার্চ্চ (১৯৩৩) সোমবার বিমল য়ুরোপে যাত্রা করিবেন, স্থির করিয়াছেন। তদুদ্দেশেই ইঁহাদের সহ শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম্. এও অনুগমন করিবেন। "কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন।"—এই শাস্ত্রবাণী অনুসারে গৌরশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম"—শ্রীগৌর-সুন্দরের এই মনোঽভীষ্ট আজ জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য তদীয় অনুগত জনগণকে অনুক্ষণ বিভিন্নভাবে প্রেরণা প্রদান করিতেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণকারী জগদ্গুরু আচার্য্যবরের প্রতি-ঘরে ঘরে অবাচিতভাবে বিতরিত কৃষ্ণপ্রেমবন্যায় অচিরেই জগদ্বাসী মগ্ন হইয়া আত্মমঙ্গল-সাধনের সৌভাগ্যবরণ করিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১শ খণ্ড | গৌড়ীয় মঠ, ১৫ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৫৯। ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ | ২৯শ সংখ্যা ৩০৯ "

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাস-পূজা

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উনষষ্টিতম আবির্ভাবতিথি বিবিধ শুদ্ধভক্তিগীত-সহযোগে গত ৩। ফাল্গুন, ১৫ই ফেব্রুয়ারী গোবিন্দ সকলকে সপ্রশ্রয় পালিত হইয়াছিল। গত ৭ই ফাল্গুন, ১২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীব্যাস-পূজার একটী সাধারণ সভা শ্রীচৈতন্যমঠ ঠাকুরের অভিরাধারমণ-মন্দিরস্থিত নাট্যমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাসাসন সমলঙ্কৃত করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ এবং নবদ্বীপের বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে নিম্নে কতিপয় নাম প্রদত্ত হইল।

আর, এম, সেন, এম, এসসি, (লীড্স) এম, এ, এফ, সি, এস—প্রিন্সিপাল কৃষ্ণনগর কলেজ; কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক টি, এন, মুখুয়্যার এম, এ (ক্যান্টাব), সাবজজ মৌলবী কামালউদ্দিন আহম্মদ এম, এ, (ক্যাল) বি, এ, (ক্যান্টাব) আই, ই, এস প্রেসিডেন্সি বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর অব স্কুল্‌স্; শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সিংহরায় বি, এ, বি, টি, ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুল্‌স্, নদীয়া; কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক বসুবিহারী পণ্ডিত এম, এ; অধ্যাপক মনঃকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস্‌সি; অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র সান্যাল এম, এ; অধ্যাপক বিষ্ণুপদ সেনগুপ্ত এম, এ; অধ্যাপক হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ; অধ্যাপক সুরেশ-চন্দ্র রায় এম, এস্‌সি; অধ্যাপক ডাঃ এস, কে, দাস এম, এ, (ক্যাল) বি এইচ, ডি, (লণ্ডন); অধ্যাপক অমরেন্দ্র সুন্দর ঠাকুর এম, এ; মিঃ সি, সি, সিংহ, সিভিলসার্জ্জন নদীয়া; মিঃ অতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন সবডিভিসনাল হাসপাতাল, নদীয়া; শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী অ্যাসেসার নদীয়া রাজএষ্টেট; শ্রীযুক্ত করুণাকুমার মুখোপাধ্যায় বি,

এম, (ইকিন), শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সরকার বি, এল, (ইকিন), শ্রীযুক্ত সনাতন ভট্টাচার্য্য, ভূতপূর্ব্ব-চোরমান, মধুবনী মিউনিসিপালিটী, শ্রীযুক্ত ভীমানন্দ মালগুপ্ত এম, বি, ডিঃ অব্, এম, এ, বি, টি, সব্ ইন্স্পেক্টর অব্ স্কুলস্ মধুবনী; ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাট কুলবিহারী বিদ্যাভূষণ; শ্রীপাদ অনুপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরমহংস ভূষণ, 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য; অধ্যাপক শ্রীপাদ বনবিহারী ঘোষ এম, এ, বি, এল, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বি, এ, ভক্তি-বিনোদ ইন্ষ্টিটিউট প্রধান শিক্ষক, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম, এ, বেদান্তাচার্য্য ভক্তিবারিধি শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কামিনী-মোহন রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সদামোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার পণ্ডা চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তিবিনয়, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রকুমার ঘোষ ভক্তিবারিধি বি, এ; শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্ন-বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত অমৃতানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বি, এ; শ্রীযুক্ত মহীন্দ্রনাথ আচার্য্য কলাকৌবিদ্, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি, এ; শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস এম, এ, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ মণ্ডল; শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ-চন্দ্র ভট্ট, শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, শ্রীযুক্ত প্রেমপ্রয়োজন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত গৌরহরি ব্রহ্মচারী ভক্তিতীর্থ; শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীযুক্ত তারাগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বি, এ, শ্রীযুক্ত ব্রজপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ইঞ্জিনিয়ার; শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল ঘোষ; রামকৃষ্ণমিশনের স্বামী ওঙ্কারানন্দ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-ভূষণ সরকার বি, এল, শ্রীযুক্ত শিবানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

সেবাপত্রী অনুসারে গৌড়ীয়ের সম্পাদক-সঙ্ঘের সভা-পতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনুপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রী প্রভু-পাদের গলদেশে পুষ্পমালিকা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীবাণীবিনোদানন্দজী একটী উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীপাদ অনুপচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বিরচিত দৈন্যাত্মক স্তবকুসুমের ঘোষ-সৌরভার্থে সমবেত মহাশয়গণের অভ্যর্থনা-সূচক এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অভিনন্দন-সূচক ইংরেজী ভাষায় একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্য-মঠের পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ইংরাজী ভাষায় "Vyasa Puja Humble Homage" নামক একটী সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে স্বর-চিত "আচার্য্য-পরিচয়" নামক অভিভাষণ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ অতীব সুন্দর পাঠ করিলে শ্রীল প্রভুপাদ একটী সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ প্রদান করেন। প্রভুপাদের অভিভাষণের পর ক্রমে ক্রমে নিম্নলিখিত অভিনন্দন-সমূহ পঠিত হয়। শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যারত্নমহাশয় মূলগ্রন্থের সংস্কৃতের প্রথম "বিরুদ্ধি-কুসুমাঞ্জলি", শ্রীপাদ অমৃতানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, বি, এ মহোদয় মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের প্রদত্ত "Vyasa Puja Homage", শ্রীপাদ যশোদানন্দন ব্রহ্মচারী বি, এ, মহোদয় অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ আশুতোষ দাস ভক্তি-সুধাকর সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রদত্ত "Srila Vyasa Puja Homage", শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস এম, এ ভক্তিশাস্ত্রী তদ্রচিত "To my Srila Gurudeva", ত্রৈমাসিক সমাচার-প্রকাশের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি মহোদয় তদ্রচিত "ভক্তকাব্য" পাঠ করেন। ইহার পরে শ্রীবিশ্বপতি-রচিত একটী সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইবার পর পুনরায় অভিনন্দন-সমূহ সভাপতি পাঠ করা হয়। শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউটের শিক্ষক-বর্গের পক্ষ হইতে প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বি বিনয় বাবু বি, এ মহাশয় ইংরাজী ভাষায় রচিত "Srila Vyasa Puja Homage" পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউটের ছাত্রবৃন্দ "ভক্তিরসমঞ্জরী", শ্রীমান্ পটু ব্রহ্মচারী

"নৈবেদ্য", শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী "শিক্ষার উক্তি", শ্রীযুক্ত বনবিহারী ব্রহ্মচারী 'চকোরনি' পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু বি, এ মহাশয়ের চারা কবিতাবলী-বিষয়ক দুইটী অভিনব প্রবন্ধ "জীবের অস্তনি"; শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী "ভক্তিবিনোদ কুসুমাঞ্জলি", পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবভয়হারি ভক্তিশাস্ত্রী বি, এল মহাশয় রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রেরিত "গুরুপূজা"; শ্রীযুক্ত অধর-চন্দ্রানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ মহোদয় "The Advent of my Master"; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গ ব্যাকরণতীর্থ শ্রীগৌর-মাধুপুর-পরিক্রমণ-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে প্রেরিত "ভক্তি-কুসুমাঞ্জলিঃ", শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বি, এ উৎকল ভাষায় লিখিত "শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য", শ্রীচরিদাস ব্রহ্মচারী উৎকল-ভাষায় লিখিত 'ভজন' ও "পূজা-ভাব" এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রবিজয় মিশ্র মহাশয় পাসাবেশীর ভক্তবৃন্দের প্রেরিত "শ্রীশ্রীব্যাসপূজা" নামক অভিনন্দন পাঠ করেন। "ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতি" হইতে প্রেরিত "ভক্তিশ্রীতি-কুসুমাঞ্জলি", 'ত্রিবেণী' পত্রিকার সম্পাদকের প্রেরিত "কবিতাগুচ্ছ", মাদ্রাজ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি, এ মহোদয়ের প্রেরিত তামিল ভাষায় রচিত অভিনন্দন এবং বিভিন্ন স্থানের ভক্তবৃন্দ-প্রেরিত আরও অনেক অভিনন্দন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত করা হয়।

এই সকল অভিনন্দন শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী-ব্রাহ্মসভার ছয়টী পারমার্থিক পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত করিবেন। ইংরেজী অভিনন্দন-সমূহ 'হারমনিষ্ট' পত্রে, হিন্দি অভিনন্দন-সমূহ 'ভাগবত' পত্রে, আসামী অভিনন্দন 'কীর্ত্তন'-পত্রে, উড়িষ্যা অভিনন্দন 'পরমার্থী'-পত্রে এবং দেব-ভাষায় ও বঙ্গভাষায় রচিত কতিপয় অভিনন্দন 'বৈদিক নবীন প্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত হইবেন। 'গৌড়ীয়'-পত্রে সমস্ত ভক্তের লিখিত গৌড়ীয় ভাষার অভিনন্দন-সমূহ যথাসাধ্যে প্রকাশ করিতে পারিলাম বলিয়া আমরা দুঃখিত। আশাই অভিনন্দন-সমূহ 'নবীন প্রকাশে'র কলেবরেই পরিদৃষ্ট হইবে। 'গৌড়ীয়'-পত্রে আমরা কতকটী অভিনন্দন-মাত্র প্রকাশ করিলাম।

এই সকল অভিনন্দন বিভিন্ন ভাষায় বিচিত্র মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়া সংঘের সভ্য ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রবন্ধে বহু ভক্ত শ্রীমঠে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীগুরুপূজা এবং মহামহোৎসবে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আচার্য্য-পরিচয়

পরের প্রকৃত স্থায়ী উপকারের জন্য উৎকণ্ঠিত কে?

জীবাত্মার আবহাওয়ায়—পারিপার্শ্বিকতার অবাধিপাশ ধরিয়া আপনাকে বিলাইয়া দেওয়ার পূর্ণচেতনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেও যে মানবজাতির বিচার-আচার, ভাবনা-ধারণা, ভাষা-পরিভাষা, সমস্তই বিশেষ ভাবের নিকট পূর্ণশরণের স্বীকার করিয়াছে—যে মানবজাতি বাস্তবিক ভাব-রস-ধারণায় বদ্ধজীব হইয়া স্বর্গ ও অপবর্গ বিচার অঁচড়ে বসিয়াছে, কে তাহাদের জন্য পর পর যুগের ভ্রমরের চিত্তর হক জল করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? কে তাহাদের যাবতীয় উপকারের জন্য পাগল হইয়াছেন? সমস্ত কার্য্য ছাড়িয়া দিবারাত্র তাহাদের মঙ্গলের জন্য পত্র পত্র কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন, এই মহাপুরুষ কে?

গ্রাম্যকথা-সাহিত্যের যুগে অবিমিশ্র বৈকুণ্ঠ-কথা-সাহিত্য-বিতরণকারী কে?

গ্রাম্যকথা, গ্রাম্য-সাহিত্য, গ্রাম্য-রীতি-নীতির জগৎকে অনাবিল অবিমিশ্র বৈকুণ্ঠ-কথা, বৈকুণ্ঠ-সাহিত্য ও বৈকুণ্ঠ-রীতিতে ইতিহাসিত করিবার জন্য হরিকথার সংপ্রসূতী প্রচার উদ্ভাবন করিয়াছেন কে?—এই যুগ এই মহাপুরুষ কে?

অবরুদ্ধ স্বচ্ছ গুরুর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত কে?

দেহেন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করিয়া পরাংজনিকার রচিত যাহারা কেবিনে, সে-দিকেই একটুও সূক্ষ্ম হরকরি পান

উঠাইয়া—নিশান উড়াইয়া 'অষ্টোত্তর শতশ্রীর যোগাদ্য দেবতা'র 'হেলে-দুলান যোগ্য' বা 'ঐকে ছাওার বছর ওঁপরে দেওয়া'র মাকাল-ফলের লোভ দেখাইয়া ভোগা দেওয়ার কথা নহে। সমস্ত চেতন জগতের যাহা চিরন্তনী আকাঙ্ক্ষা—ছয় সাত, তাহার পথ রুদ্ধ করিবার জন্য যত ছলনের প্রাচীর, পরিখা বা পর্দা সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা খুলিয়া দিবার জন্য—তাহা খুলিয়া চেতনময় বাস্তব রাজ্যের অফুরন্ত শোভা দেখাইবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে যিনি ব্যগ্র, তিনি কে? কলাপের ঘনিষ্ঠ ঘায়ের পর রুদ্ধ করিয়া মোহন মূর্ত্তিতে যত প্রকারের অস্বচ্ছ (opaque) ঘাবকগুলি আসিতে পারে, সেইগুলিকে সরাইয়া স্বচ্ছ (transparent) শুদ্ধ মূর্ত্তি—যাহার মধ্য দিয়া সরাসরি কলাপের ঘনিষ্ঠ মসৃণ রঙ্গভাণ্ডার অধিকতরভাবে দেখা যায়, সেইরূপ শুদ্ধ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া বিরাজমান কে?

আত্মমঙ্গলবরণে অনিচ্ছুক জগতের প্রতি অযাচিত অহৈতুক কৃপাময় কে?

পশুচিকিৎসক যেমন সজোরে পশুর মুখ হাঁ করিয়া পশুকে উষধ গাওয়াইয়া দেয়, তেমনি বিমুখ মানবজাতিকে নানা কৌশলে হরিকথা-মহৌষধি পান করাইবার জন্য—শ্রুতির কথা শুনিবার উপযোগী কর্ণবেধ করাইবার জন্য বিধাতার চিত্ত কে?

বিবিধ কপটতা-রোগের নিদান-নির্ণয়কারী সদ্বৈদ্য

যে মানবজাতি ভাবিয়া রাখিয়াছে, পরম প্রয়োজনের জন্য তাহাদের দুধারের কোন প্রয়োজন নাই, আপাত প্রয়োজন-সিদ্ধির টোপ-গিলাই তাহাদের প্রয়োজন, সত্যের চালচুলার মত মানবজাতির যে বিমুখতার নিকট সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, সেই মানবজাতির ঘুণ-ধুষ্ক চামড়ার অভিমান একমাত্র হরিকথা-কীর্ত্তনাস্ত্রের দ্বারা ভেদ করিয়া কে তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে চেতনের বাণী সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহিতেছেন? যে মানবজাতির অন্তরেন্দ্রিয় অন্তঃপুরে অদৃষ্ট-পূর্ব্বার মত কপটতা-কামিনী সবলে সম্রাজ্ঞী হইয়া বিরাজ করিতেছে—ছয়ন্ত অনর্থরোগের বিষাক্ত বীজাণুগুলি চিকিৎসালয়ের করিয়া সাম্রাজ্য-বিস্তারের স্থাপন করিয়াছে, সেখানে ঐশ্বরিক রঞ্জন-রশ্মি (X-ray) দ্বারা কপটতার বিবিধ-রঙ্গভূমিকুলিঙ্গ প্রকাশ করিয়া দিতেছেন কে?

মানবজাতির কপটতার কারণের চিকিৎসায় অদ্বিতীয় বৈদ্য নরচিকিৎসক কে?

শ্রবণ-বিমুখ মানবজাতির সাধারণ ভ্রমরাশির অদ্বিতীয় চিকিৎসক

বিমুখতার তাণ্ডব যাহাদিগকে মানবজাতির কাল কালা হইয়াছে। কালার নিকট যেমন প্রবীণ বিদ্য ও শ্রবণ-কার্য্যের আদর নাই, কালার কাছে যেমন সৎকথা ও অসৎকথা—উভয়ই সমান, সুমধুর সঙ্গীত ও কর্কশের গীত—উভয়ই এক, তেমনই শ্রুতির উপদেশ-শ্রবণের পথ পরিত্যাগ করিয়া অথবা চোখের ভাল-মন্দ-দেখা বা মনের ভাল-মন্দ-লাগার অভিজ্ঞতাকেই শ্রুতির কথা ভাবিয়া মনের ভাল-মন্দ-রুচির রঙ্গের চশমায় শ্রুতিকে যাচিয়া লইয়া আপনাদিগকে সবজান্তা মনে করিয়াছে,—কালার কাছে সবগুলি সমান—সব কথাই এক, এইরূপ যথাভিমত সময়ব্যয়ের বিরাট্ দৌরাত্ম্য গণতন্ত্রিকার চোখের সূক্ষ্ম লোকেকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যসূর্য্যকে দেখিতে দিতেছে না। সত্যের পথ যে এক অদ্বিতীয়, পূর্ব্বদিক্—একটী মাত্রই দিক্,—পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ—'পূর্ব্বদিক্' নহে, এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে 'সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা', 'গোঁড়ামি' প্রভৃতি বলিয়া যে মানবজাতির শতকরা শতজন ব্যক্তিকেই গ্রাস করিয়াছে অর্থাৎ ভক্তির পথই একমাত্র পরম প্রয়োজনের পথ, কীর্ত্তন-পথই একমাত্র পরম-প্রয়োজন-পথের সাধন ও সিদ্ধি, ইহা যে গণতন্ত্রিকতার চক্ষুতে 'সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা' বলিয়া বিবেচিত হইতেছে—বিভিন্ন গোকানী তাহাদের নিজের নিজের জিনিষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করার যে অন্যায় গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণ অসাম্প্রদায়িকতা উপস্থিত হইয়াছে, সেই দুষ্টিত ব্যাধিটী প্রকৃত সত্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া ঐ ব্যাধিগুলিরই অন্তর্যরূপে একমাত্র সত্যপথকে বাড়া করিবার যে চেষ্টা—সংখ্যাধিক্যের গণাধারির চাপে অদ্বিতীয় পরম সত্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়া পরম মঙ্গলের পথ হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য যে মানবজাতির লক্ষ-অন্ধ-প্রবৃত্তিতে গৌড়—সংখ্যাধিক্যের অনুপাতে সত্যকে পরিমাপ করিবার যে কপালের কাঁটা মানবজাতি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য—গণতন্ত্রের ঐরূপ অন্যায় সাধারণ ভ্রমগুলিকে

(common errors) বিদূরিত করিয়া ঐকান্তিক সত্যে মানবজাতির নির্ম্মল চেতনকে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা অকৃত্রিম-ভাবে ব্যাকুল, অহৈতুকভাবে উৎকণ্ঠিত? সেই মহাপুরুষ কে?

অবৈধ আনুকরণিক বৃত্তির কুঠার-স্বরূপ

পরম সত্যের প্রতি মুখ্যভেদ্যানই যে মুখ্য মুখ্যর্থ, বাস্তব পরমেশ্বরকে পরমেশ্বররূপে প্রচারিত দেখিয়া অনীশ্বরকেও পরমেশ্বররূপে সাজাইবার জন্য যে মুখ প্রতিযোগী, একমাত্র স্বয়ংরূপ পরমপুরুষ কৃষ্ণের জন্মতিথি 'জন্মাষ্টমী'-নামে খ্যাত বলিয়া মাংসপিণ্ডের—ছায়া-ছায়া বা জগতের ভুক্ত-মরণশীল ভোগময়-ভোগ্য ব্যক্তিগুলির কর্ম্মফলভোগের জন্মদিনকে 'জন্মাষ্টমী' প্রভৃতি বলিয়া মানবের ন্যায় ভগবানের প্রতি মুখ-ভেদ চাহিবার যে প্রবৃত্তি, তাহা কেমন করিতে কাঁহার জিহ্বা হীক হয়বাজির ন্যায় সর্ব্বদা উদ্যুক্ত রহিয়াছে?

অকৈতব সত্যকথা-প্রচারে নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা

মায়ামনীষী সঙ্কর অদ্বৈতবোধন করিবার জন্য পরমপরাস-লোভন বিষ্ণুর মুখাবিম্বকে মানবের পঞ্চাবয়বের সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন দেখিয়া তাঁহার মন্ত্র যাহারা নানাভাবে বিপথগামী হইয়াছে, তাহারাই নানাভাবে পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে মুখভঙ্গি করিতেছে, বিষ্ণুর সহিত আপনাদিগকে সমান মনে করিতেছে, আপনাদিগকে বিষ্ণুর প্রতিযোগী কল্পনা করিতেছে, ইহা বিদ্যাবের সহিত গোষ্ট্রবত্তের পাল্লা দিবার চেষ্টা বা তত্ত্বোচিত বাস্তবতা নহে কি? এই কথা কোটিজিহ্বায় বজ্রনির্ঘোষে কে জানাইয়াছেন? এত বড় নিরপেক্ষতা ও নির্ভীকতা কাঁহার বাণীতে প্রকাশিত?

সত্যকথা মনোধর্ম্মের প্রচলিত কথার সম্পূর্ণ বিপরীত

জগতের মনোধর্ম্মী অর্থাৎ লোক যাহাকে ভাল বা মন্দ বলিয়া ঠিক দিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বাস্তব সত্য—তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত পরম সত্য,—ইহা নির্ভীক কণ্ঠে নিঃসঙ্কোচে অবিকল প্রচার করিতেছেন কে?—সেই মহাপুরুষ কে?

অকৃত্রিম হরিকথা-বিস্তারের প্রতি মানবজাতির আন্তরিক বিরোধ-চেষ্টার বিরুদ্ধেপ্রবল অভিযান

বৈকুণ্ঠবস্তু দেব ও আসুরিকে নির্ব্বীর্য্য ও নিষ্ফল করিয়া দেয়; হরিকথা-প্রচার নিষ্ফল; তাহাকেও কল্পেও জোর করিয়া বর্ম্মপথে আনা যায় না ও আনার উচিত নহে; অথবা হরিকথা-প্রচার—বিশ্ব-চেষ্টারই অন্তর, তাহা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-কামনারই কারখানা—বিশ্বে মানবজাতির হরিকথাকে পৃথিবী হইতে যাবজ্জীবন দীপান্তরে পাঠাইবার এইরূপ সংবেদ চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান আনয়ন করিয়াছেন, এই যুগে কে?

কপটতার মূলোচ্ছেদকারী

হরিকথা জোরজবরে জগৎ হইতে দূরে থাকিলে অথবা হরিকথার মূলোৎপাটনকারী হলনাময় ভ্রান্তিকথাগুলি জগতে প্রচারিত থাকিলে পরম মঙ্গলকে নিষ্কাসিত করা যায়—মানবজাতির এই গুপ্ত আত্মহত্যার চেষ্টাকে বৈকুণ্ঠরাজ্যের অধিকার গোবেন্দার ন্যায় ধরিয়া ফেলিয়াছেন কে? আজ ইহাদের গুপ্ত প্রবৃত্তি—ইহাদের আসুরিকতাকে লুকাইয়া রাখিবার কলকৌশল বাহির করিয়া হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন কে?

নির্ব্বীর্য্য বা নপুংসক কাহারা?

কে আজ সংঘ মিশ্রের উচ্চকণ্ঠে জানাইয়াছেন,—যাঁহারা বিষ্ণুর বীর্য্যের নিত্যত্ব স্বীকার করেন, যাঁহারা সমস্ত বীর্য্যবান ও বলবানগণের মূল পুরুষ বা দেবের উপাসনা করেন, তাঁহারা নির্বীর্য্য,—না, যাঁহারা ক্লীবত্বকে আপনাদের অধিকার করিতে চাহেন—যাঁহারা কাল্পত জড়শক্তির উপাসনা করিয়া সেই শক্তির দাসত্বকে শক্তি-মত্তাটুকুকেও পরে ভাসিয়া ফেলেন, তাঁহারা নির্বীর্য্য? যাহারা সর্ব্বচেতনের আধার বপুদেবের নিত্যত্বমপত্রিয়া স্বীকার করে না, তাহারা নপুংসক, প্রকৃতির নফর,—না, যাহাদের সেবা-বলে ত্রিবিক্রম চিরবন্দী হইয়া রহেন, যাহাদের নিকট অক্ষিত চিন্তজিত হন, সেই বশী বা বশির আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া নির্বীর্য্য? পুরুষোত্তমের এই সকল সেবক ক্লীব, নপুংসক,—না, যাহারা ভক্ত-ভাবের ভেকে ক্ষীত, উত্তেজিত এবং শুক্রাচার্য্যের নীতির আদর্শে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া ত্রিবিক্রমকে তাহাদের প্রতিযোগী আশঙ্কায়, ত্রিবিক্রমকে নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ ও নপুংসক করিবার পক্ষপাতী, আপনাদিগকে নপুংসকত্বে বা প্রকৃতিতে লয় করিবার সাধনায় ব্যস্ত, তাহারা নির্বীর্য্য? "সহশীলা ভগবতি বৈ"—ভাগবতপুরাণে যিনি যেমন, তিনি তেমন বস্তুরই

উপাসনা করেন। যাঁহারা নপুংসক ব্রহ্মে বা নির্বিশেষে আত্ম-লয় বা প্রকৃতির মুখকাঠে আত্মাহুতি দিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা কি নির্বীর্য নহে? নপুংসক বা প্রকৃতিস্বরূপ বহুভূমিকা হইতে মানবজাতিকে—সমগ্র চেতন জগৎকে টানিয়া আনিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে কাহার বীর্যবতী বাণী অবিরাম অনর্গল নিঃসৃত হইয়াছেন? কাহার বাণী ত্রিবিক্রমের চেতনশক্তির কথা অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া নপুংসক ব্রহ্ম বা প্রকৃতিস্বরূপের মুখকাঠ হইতে যথাকথিত মুমুক্ষার অভিমানে লুপ্ত আত্মাকে রক্ষা করিতেছেন? বলদেবের দ্বিতীয় তনু পরমেশ্বরাশ্রয়ী সেই মহাপুরুষ কে?

ক্লীববধারণার বিবাক্ত বায়ু

মহুষ্যত্বের সার হইতে যে একটা ক্লীব ধারণার বিষাক্ত বায়ু টাইফুন (typhoon) বড় মাতামাতিকার মুখ মানবজাতির মনীষাকে অসার ও বিষকর্জ্জরিত করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, আর ক্লীবত্ব ও প্রকৃতি-স্বভাবকে যাহা পুরুষত্ব বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়াছে, সেই সর্ব্ব-গ্রাসী বিষাক্ত বায়ুর প্রবল ঝড় হইতে সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য কে এই জগতে শ্রীচৈতন্যকথামৃতের বৃষ্টির ধারা বর্ষণ করিতেছেন? সেই মহাপুরুষ কে?

স্থূল ও সূক্ষ্ম হিংসা

পাশব বলই কি বল? হাতী, বাঘ হওয়াই কি মানবের চরম কাম্য? আর ঐ সকল হিংস্র জন্তুর স্থূল হিংসাবৃত্তি হইতে অধিকতর সূক্ষ্ম হিংসার প্রতীক নপুংসকতা লাভ করাই কি চেতনের শেষ সিদ্ধি?

সমগ্র ষড়ৈশ্বর্য্যের মূল অধিকেই একমাত্র বৈরাগ্যের সমন্বয়

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

এই শাস্ত্রবাণীতে ভগবানের 'ভগ' বা ষড়ৈশ্বর্য্যের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহার সকলের শেষে 'বৈরাগ্য' ও মধ্যে 'শ্রী'র কথা। বৈরাগ্য নিমিত্তটী নিষেধ-সূচক (negative); তাহা পরমৈশ্বর্য্যময় সর্ব্বশক্তিমান ভগবানে-ই মুখ্যতঃ সমন্বিত হইতে পারে। কিন্তু 'শ্রী' সকলেরই মধ্যে থাকিয়া সকল ঐশ্বর্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। যাহারা ভগবানের সেই পাঁচটী ঐশ্বর্য্যকে একেবারে হত করিয়া দিয়া অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞানকে বাদ দিয়া কেবল বৈরাগ্যের আধারে ভগবান্‌কে করোটী করিতে চাহেন—নপুংসক করিতে চাহেন, নপুংসকের উপাসকসূত্রে তাহারাই নপুংসক, নির্বীর্য,—না, সমগ্র ষড়ৈশ্বর্য্যের মানিক পুরুষোত্তমের উপাসক ভগবদ্ভক্তগণ নির্বীর্য?

প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বেদবিরোধ-মতবয়—বৌদ্ধবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদ

নপুংসকত্বই যাহাদের শেষ কাম্য, তাহাদের আর এক ভাই সূক্ষ্মরূপী বা প্রকৃতিস্বরূপী। এক ভাই প্রকাশ্য শ্রুতি-বিরোধী—বেদবিরোধী বৌদ্ধ। আর এক ভাই মুখে "বেদ মানি" বা "আমিই প্রকৃত বৈদান্তিক" এইরূপ গলাবাজী করিয়া প্রচ্ছন্ন বেদ-বিরোধী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের কেবল বৈরাগ্যকে গ্রহণই একদেশী নির্ব্বিশেষ মতবাদ

ভগবানের সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র কীর্ত্তি, সমগ্র শোভা ও সমগ্র জ্ঞানের চমৎকারিতা বাড়াইবার জন্য বিধি কেবল সদ্ভাগের পুষ্টি করে, তেমনই পাঁচপ্রকার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তাহাদের অভাব বা নিষেধ-সূচক 'বৈরাগ্য' আনুষঙ্গিক আছে। কিন্তু যাহাদের চমৎকারিতা বৃদ্ধির জন্য 'বৈরাগ্য', তাহাদিগকেই বাদ দিয়া কেবল বৈরাগ্য বা নিষেধ-সূচক বিশেষণটীকে গ্রহণ করিবার যে চেষ্টা—ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-শ্রী-শোভা-জ্ঞান—সকলকে আটক করিয়া কেবল বৈরাগ্যের মধ্যে ভগবান্‌কে টানিয়া আনিয়া ভগবানের অপ্রাকৃত নিজ চোখ মুখ, নাক, কান—সকলকে কাটিয়া ফেলিয়া নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নপুংসক করিবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা মানব-জাতির বেশীর ভাগকে চীনদেশীয় প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, মায়াদেবীর সেই দুর্গকে ধাঁহার হরিকথার কীর্ত্তন-কামান দাগিয়া বিদীর্ণ করিয়াছে, তাঁহারা বৈ সাং শ্রুতির প্রতিপাদ্য আনন্দচিন্ময়-রসবিগ্রহ লীলাপুরুষোত্তমের শ্রীপাদপদ্মের শোভার মহিমা জানাইয়া দিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ কে?

কৃষ্ণই মূল বিশেষ্য শব্দ—পরমেশ্বর বাচক; অন্যান্য শব্দ মূলাশ্রিত বিশেষণ-বাচক

জগতে বিশেষ্য বস্তুর দেখা পেয়া মানবজাতির মনীষা যে ভিত্তি অতিক্রম করিয়াছে, তাহাতে মানবজাতি বিশেষ্যবস্তুকে ব্যক্তিগত সম্বন্ধযুক্ত ও সংকীর্ণ মনে না

করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। আর বিশেষণ শব্দকে ব্যক্তিগত গণ্ডীর মধ্যে করিয়া উহাকে সাধারণ বা সার্ব্বজনীন অর্থে করিতেছে। 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা', 'পরমেশ্বর', 'God', 'আল্লা' এই সকল বিশেষ্য-জাতীয় শব্দ। কিন্তু কৃষ্ণ বিশেষণ শব্দ, 'কৃষ্ণ' শব্দে ব্যক্তিগত বিচার পূর্ণভাবে আপিসিত হইয়াছে। জগতের ব্যক্তি বহু ও অপূর্ণ। জগতের একব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক্ বা গণ্ডীযুক্ত। To carry (ashes) or (burnt) coal to New Castle (কয়লার দ্বারা নিউকাসেলে অঙ্গারাম হইতে পোড়া কয়লা বা ছাই লইয়া যাওয়া) এর ন্যায় মানবজাতি যখন জগতের ব্যক্তিত্বের ধারণাকে বহন করিয়া কৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইবার চেষ্টা দেখায়, তখনই মনে করে,—কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিলে গণ্ডী আসিয়া পড়িল—ব্যক্তিগত কথায় পরিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে হইল, তাহাতে অপরের ব্যক্তির বাধ পড়িয়া গেল। কিন্তু 'ব্রহ্ম', পরমাত্মা', 'পরমেশ্বর'—এই বিশেষণবাচক শব্দগুলিতে সেইরূপ বাধ পড়ে না। একমাত্র পরম বিশেষ্য কৃষ্ণ-শব্দ-বাচ্যে মানবজাতির এই সর্ব্বগ্রাসী ভ্রান্ত ধারণার মূলে আঘাত লাগাইয়াছেন কে? পূর্ণতম-পুরুষ কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে অপর সকল ব্যক্তিত্ব, সকল আপেক্ষিক বিশেষের যাবতীয় অসম্যক্ ও আংশিক বিশেষত্ব পূর্ণমাত্রায় ক্রোড়ীভূত ও সার্থকতা-মণ্ডিত, ইহা অপরোক্ষভাবে জানাইয়াছেন কে?

পরমেশ্বরের বাস্তব স্বরূপ ও ব্যষ্টি বা সমষ্টি জীবের কল্পিত ঈশ্বর

"তিনি যেমনটী তেমনই তিনি" ("as He is"), অর্থাৎ আপাত যেরূপ প্রতিভাত হন বা একজন মানুষ বা বহু মানুষ বা জীব ভগবান্‌কে যেরূপভাবে দেখে, কল্পনা বা অনুমান করে (as He appears or as He is conceived by a man or men)—এই দুইয়ের মধ্যে "তিনি যেমনটী তেমনই তিনি"—এই স্বপ্রকাশ স্বরূপের কথা মানবজাতি পরিত্যাগ করিয়াছেন, "তিনি যেমনটী তেমনই"-ইহাকে সাম্প্রদায়িকতা মনে করিয়া আপাত দর্শন বা এক ও বহুর মনের কল্পনা ও অনুমানের আঁকা রূপকেই "যত মত তত পথ" বলিয়া উদারতা ও তথা-কথিত সমন্বয়বাদের এক ধুয়া গান করিতেছে, এই সর্ব্বগ্রাসী ভ্রান্ত মত হইতে মানবচেতনাকে—পরমেশ্বরকে বিমুক্ত করিবার জন্য "তিনি যেমনটী তেমনই তিনি", তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহার স্বতঃকর্তৃত্ব আছে, তিনি নব নব পূর্ণচেতন বিলাসময়, তিনি মানবের কল্পনার কারাগারের আসামী নহেন, আপাত প্রতীতি দেখিয়া মানব তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ঠিক করিবে, বহুলোক একমত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা ভাবিবে, বহুলোকে যেরূপ ভোট দিবে, ভগবান্‌কে সেইরূপ ভোটের অধীন হইতে হইবে,—এই যে এক সাধারণ ভ্রম মহামারীর ন্যায় মানবচেতনাকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে, তাহা হইতে উহার করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে, বাণীতে, লেখনীতে, আদর্শে কে অনুকূল সম্প্রচেষ্টা দেখা করিতেছেন? "As He is" কেই অপর ভাষায় 'তৎ' ('তদ্'+'ত্ব') বলে। 'অতৎ' হইতে যাঁহারা 'তৎ'এ যাইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা'র অসম্যক্ ও আংশিক বিচার গ্রহণ করেন, আর 'তৎ'এ থাকিয়া—তদ্‌ভাবে থাকিয়া 'তত্ত্ব' বস্তুকে যে সেবা-ধারা বলে, তাহাতে পূর্ণ ভগবৎপ্রতীতি লাভ হয়। এই সুবর্ণনিক সত্যকে আলোকস্তম্ভের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গায়িত মনোধর্ম্মের অকূল সাগরে নিমগ্ন জীবগণের নিকট কে ধরিয়াছেন?

জগতের বহুর আনুমানিক মত ও অন্বয়জ্ঞানের নিজস্ব বাস্তব প্রকাশ, কোন্‌টী সত্য?

তিন আপাত প্রতীতিতে যাহা অথবা বহুদ্বারা কল্পিত বহুরূপে ধারা, তাহার মধ্যে যে একটা সামঞ্জস্য বোঝাপড়া করিয়া দেখিতেছিল, তাহাতে বাধ দিলে যে লোকশিক্ষার চেষ্ট পাওয়া যায়—বহুলোকের প্রবলোর জানি উপলব্ধ পাওয়া যায়, আর "যাহানের যথাভাবো স্বরূপগুণকর্ম্মকঃ। তাঁহের তত্ত্ববিজ্ঞানময় তে মমুগ্রহাৎ॥" অর্থাৎ "As He is" "তিনি যেমন তেমনই তিনি" বলিলে জনশিক্ষার পরমতের পোষণীয় করিতে যে লঙ্ঘন যাত পড়ে,—এই দুই সংজ্ঞার সমাধান করিতে গিয়া একমাত্র সত্যানুসন্ধানের মধ্যেই জীবের হইবার জন্য কোথায় যাই নিখিলের মানবজাতিকে প্রবোধিত করিতেছেন?

সহৈতুক

রোগীর নির্দ্দেশ-অনুসারে ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা না করিয়া রোগীর পরমভেদী প্রাণাপ-পত্রেও—একান্ত মঙ্গলকামী চিকিৎসক-সমাজের রোগীর রোগ দূর করিবার জন্য কে অনুকূল ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করাইয়া থাকেন? রোগ-

প্রিয়তার অন্তরালে যে লোকরঞ্জনাকারী তুচ্ছ মূর্খতা রহিয়াছে, তাহার ভক্ত ও আত্মাকর্ষক দর্শন এই লোকশিক্ষাকে উদ্ধার করিবার জন্য কোন্ বৈদ্যের কীর্ত্তনমন্ত্রৌষধি অনুরূপ গুণা প্রয়োগের কাল অতীতে বিস্মৃত হইতেছে ?

পরমেশ্বর জীবের মনীষার কারাগারের আসামী নহেন

ইহারা আপনাদিগকে খুব বুদ্ধিমান্, প্রতিভাশালী, মহামনীষী প্রভৃতি মনে করেন এবং জগতের সকল বস্তুকে তাঁহাদের বুদ্ধিহত্যা বা মনীষার তৌলদণ্ডে আটক করিতে পারেন ভাবিয়া জগতের অতীত পরমেশ্বর বস্তুকেও তাঁহাদের মনীষার কারাগারে প্রতিষ্ঠিত করিতে ধাবিত হন, পরতত্ত্ব পরব্রহ্মের এই প্রভুত্ব ও প্রবাস প্রভৃতি নিরোধ করিবার জন্য তাঁহার শাস্তিদণ্ড অসি সতত উদ্যত করিয়াছে ?

পরতত্ত্ব ঐতিহাসিক, রূপক বা সূক্ষ্মভাব-মাত্র নহেন অথচ ঐসকল বিচার হেয়তা-বর্জ্জিত হইয়া মানব-ধারণার অতীতরাজ্যে তাঁহাতেই সুসমন্বিত

ইহারা সূর্য্যকে সায়ংকালে অস্তমিত ও প্রাতঃকালে উদিত দেখিয়া সূর্য্যের যাহা সাধিত ঐতিহাসিক কালের মধ্যে সূর্য্যের মৃত্যু ও জন্ম বিচার করিয়াছেন, সেই প্রত্যক্ষ-প্রতিষ্ঠিত বিচারের-সম্প্রদায় কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ বা জন্ম-মৃত্যুর অধীন বস্তুরূপে যে ধারণা করিয়াছেন এবং সেই ধারণা হইতে অন্তর্যামীকে ব্যাপ্ত করিয়া চরমে পরতত্ত্বকে যে নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নপুংসক করিয়া বিচার করিয়াছেন, কিম্বা ঐরূপ অধিক ঐতিহাসিক বস্তুকে রূপক কল্পনা করিয়া concrete-কে abstract করিতে চাহিয়াছেন, মানব-মনীষা ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের এই দোলায়ী হইতে কাহার বিচার, নিষ্ঠা, ভাষা, পরিভাষা প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগে মহা বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে ? কে তাহাদিগকে তাত্ত্বিক জানাইয়াছেন,—কৃষ্ণসূর্য্য নিত্য, তাঁহার প্রকট-অপ্রকট লীলা নিত্য ? ওহে চতুর্ব্বিধ ভ্রমে পতিত জীব, তোমাদের মনীষার গঠন করিয়া কিম্বা তাহার প্রতিযোগী তদপেক্ষা অধিকতর মনীষার অনাদ্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রি একত্র করিয়া সূর্য্য দেখিতে যাও না, তোমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। রাত্রি-কালে সূর্য্য অস্ত হইয়াছে,—এরূপ কল্পনা করিও না। তোমার ক্ষুদ্র চক্ষুর আড়ালে সূর্য্য অস্তগত হইয়াছে দেখিয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা তোমার মূর্খতা মাত্র। আর সূর্য্য তোমার চক্ষের নিকট যখন আসিয়াছে, তখনই সূর্য্যের জন্ম হইয়াছে—কৃষ্ণসূর্য্য কোন বিশেষ কালে সৃষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া ঐতিহাসিক কালের হেয়তার আড়াল কৃষ্ণ-সূর্য্যের উপর চাপাইবার অভিপ্রায়ে তোমার ক্ষুদ্র চক্ষু-টীকে ঢাকিয়া ফেলিও না। আমার ইতিহাস পরমেশ্বরের চাকুরী করিতে পারে না, ইতিহাস তাহাতে সমন্বিত হইতে পারে না,—এরূপ ক্ষুদ্র অনুমানও পোষণ করিতে যাইও না। কৃষ্ণসূর্য্যের বস্তুত্ব অস্বীকার, কৃষ্ণসূর্য্যের পরিভ্রমণলীলা অস্বীকার করিয়া বস্তু বা লীলাকে কেবল রূপক করিতে চাহিলেও তোমার মনীষা প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রতারিত হইল। ইহা ধরিবার মত মনীষ টুকু যদি তোমার না থাকে, তাহা হইলে তুমি কিসের মনীষী ? তাহা হইলে ভারবাহী মহিষের বুদ্ধি সহিত কি মানব-জাতির মনীষাকে সমান করা হইল না ? তুমি সার গ্রহণ কর। ইতিহাস ও রূপক—সমস্তই স্বপ্রকাশ স্বরাট্ কৃষ্ণসূর্য্যের চাকুরী করিতে পারে ; কিন্তু কৃষ্ণের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। মানবজাতির নিকট যাহারা নানা ভাষার মধ্য দিয়া ইহা কে জানাইয়া দিয়েছেন ? গীতায়—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" শ্লোক আমরা কত বারই না আবৃত্তি করি ! কিন্তু তাহার মর্ম্ম আমাদের চেতনের মুক্তিতে প্রবিষ্ট না হইয়া জগতের উপর দাগের ন্যায় কেবল বৈষয়িক যন্ত্র আঘাত করিয়াই বিলীন হইয়া যায়। গীতার সেই বাণীবর্ত্তিকাকে উদ্ধার করিয়া কে আমাদের হৃদয়ে সত্যের আলোক জ্বালাইয়া দিবার জন্য সংসারে আবির্ভূত হইয়াছেন ?

শ্রুতির মন্ত্র—"জ্যোতিঃ অপসারিত করিয়া মূলবিগ্রহ দর্শন করাও"

প্রত্যক্ষ দৃষ্টি সূর্য্যের কিরণমালা ভেদ করিয়া সূর্য্যের বিগ্রহকে দর্শন করিতে পারে না, সূর্য্যকে নির্ব্বিশেষ-নিরাকার ভাবিয়া বসে। শ্রুতির বাণী "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ ত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" প্রত্যক্ষজ্ঞানকে নিরাস করিয়া আবরণ ভেদ-পূর্ব্বক বিগ্রহবান বস্তুকে দেখিবার জন্য যে স্তব করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করাইবার জন্য কাহার চেতনময়ী বাণী পর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছেন ?

প্রত্যক্ষের ছাটে সমস্তই বিপরীত

প্রত্যক্ষের বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোগাসী, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনীষা ও ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধীনতাই পরম স্বাধীনতা, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধোঁকামী ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঠগিছি বলিয়া সর্ব্বজন-প্রিয় পণ্যদ্রব্যরূপে সজ্জিত হইয়াছে, আর ইন্দ্রিয়-লোলুপ ক্রেতা পরাহুগতিকতার স্রোতে গা ভাসাইয়া ঐ সকল বস্তু লুফিয়া লইতেছে, সেই স্রোত হইতে মানবজাতিকে ফিরাইবার জন্য একমাত্র কাহার চেষ্টা এই যুগে বিশ্ব-সভায় উত্থাপন করিয়াছে? সেই মহাপুরুষ কে?

পরমার্থের সহিত জগতের পন্থা-নীতি

জগতের মানবজাতি পরমার্থের সহিত পন্থা-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। কালের যা মূলধন বুড়ী পন্থার মাথায় পাঁচ এমনি ছিল যে, সে মনে করিত, "কেন কড়ি মাখ তেল" নীতি যখন জগতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত, তখন কৃষ্ণকে ও সেইরূপ জমা-খরচের জাহাজলে ফেলিয়া কৃষ্ণ হইতে যদি কিছু মণ মোদন করা যায়, অর্থাৎ এজবাসীরা বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণের প্রতিপালন ও খোরাক বাবদ যতটা খরচ করিয়াছে, আর কৃষ্ণ তাহাদের জন্য যতটা কাজ করিয়া দিয়াছে, তাহার একটা খতিয়ান প্রস্তুত হউক এবং ব্রজবাসিগণের যদি কিছু প্রাপ্য থাকে, তাহা মিটাইয়া দেওয়া যাউক,—ইহাই পন্থা-নীতি। এই নীতি জগতের প্রায় শতকরা নব্বইজন লোকের মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া রহিয়াছে। মানবজাতি পরমার্থ বা সাধুর সহিত এইরূপ সম্বন্ধই রক্ষা করিতে চাহিতেছে। এই পন্থা-নীতির কাঁকড়া হাতে উহার করিয়া যতটা কৃষ্ণের নিখুঁত ভোগের জন্য সমগ্র মানবজাতির—মানবজাতির কেন, সমগ্র জৈব-জগতের—সমস্ত অর্থ-বিত্ত-চিত্ত-শক্তি অনুরক্তি। ইহা কাহার বাণী ব্রহ্মাবর্ত্তে যে জানাইয়াছেন?

মুক্তি-সম্বন্ধে জগতের বিকৃত ধারণা

মানুষকে সাময়িক দেশ, সাময়িক কাল ও সাময়িক পাত্রের দেশ হইতে মুক্তি-প্রদানের আশ্বাসের পশ্চাতে ধাবিত করাইয়া বহির্মুখ ইন্দ্রিয়ের সংঘে বাসনার বাস করিয়া যাওয়াই যে জগতে স্বাধীনতার আদর্শ, আর যে আদর্শের প্রতি জগতের যাবতীয় মনীষী ও বুদ্ধিমান্ মানে পরিচিত ব্যক্তি সম্মিলিত হাজিরীতে মোহর দিতে প্রস্তুত, সেই সম্মিলিত রাশির মধ্যে কাঁহার উদারগম্ভীর দীপক রাগ নিষ্ফল আলাপন করিয়াছে?

প্রচলিত পরিভাষায় জগতে বিপ্লব ও ঐ সকলের প্রকৃত রূপ

জগতের সমস্ত মনুষ্যজাতি "পরোপকার", "পরাবিদ্যা", "নীতি", "ধর্ম্ম", "সেবা", "মুক্তি", "সাধনা", "যোগ", "ভক্তি", "প্রেম", "বিদ্যা", "সত্তা", "সমন্বয়", "উদারতা", "বৈকুণ্ঠতা", "দৈন্য", "সুখ", "দুঃখ", "উন্নতি", "অবনতি", "স্বদেশপ্রিয়তা", "শূকতা", "মসৃণতা", "প্রকৃতিজন", "ছন্নজন" প্রভৃতি বিষয়-সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়া রাখিয়াছেন, অথবা এই সকল পরিভাষা সাধারণের নিকট বহির্মুখতার যে-সকল বৃত্তি লইয়া প্রচারিত এবং তাহা দ্বারা মানবজাতির বুদ্ধি যতটুকু আটক হইয়াছে, তাহাতে আজন ধরাইয়া দিয়াছে কাহার বিপ্লবী বাণী? কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্বন্ধজ্ঞান্ অভিধেয় পরিশুদ্ধ করিয়া কে ঐসকল শব্দের উপর বিষয়সমূহ একমাত্র কৃষ্ণসম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত করিবার আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন?

জগৎ হইতে মাবুকর-বৈষ্ণব-সংগ্রহের আদর্শ

বিষয়ীর অর্থকে কাবাড়ে আনিবার আদর্শ দেখাইয়া অথচ বিষয়ীর নিকট সঙ্কুচিত কৃষ্ণেই সম্পত্তি মধুপের পুষ্পরাশ-সংগ্রহের ন্যায় অসংস্পৃষ্টরূপে কৃষ্ণসেবায় জন্য গ্রহণ করিয়া—সমগ্র জগতের সমগ্র বিষয়-চেষ্টা, মনীষা, বুদ্ধিমত্তা পাণ্ডিত্য বা কবির সারভাগ গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার আদর্শ অধিকারীরূপে এই যুগে দেখাইয়াছেন কে?

প্রত্যেক স্থান-কাল-পাত্রকে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ-করণ

ভোগের কামুকতার মত অর্থাৎ একমাত্র কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই সত্তা বলিয়া ধারণাকারী ব্যক্তিগণ বা ভোগের চৌপদেনা-সম্প্রদায় তাহাদের ঠিক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হইতে "প্রত্যক্ষ—কাকাবাঁধা", "কামিনী—বাঘিনী", "অর্থ—অনর্থের মূল" প্রভৃতি যে-সকল নীতির সৃষ্টি করিয়া জগতে বহুল প্রচার করিয়াছে, সেই গার্হস্থ্য নীতিসমূহকে বিপর্য্যস্ত করিয়া কৃষ্ণসার-প্রচারের অর্থ কিরূপে পরমার্থ প্রসব করে, কৃষ্ণ-সেবার প্রতিষ্ঠা কিরূপে পন্থা-নিষ্ঠারই বিরোধী মূর্ত্তি, কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত কামিনীগণ কিরূপে ভোগ-বুদ্ধির পরিবর্ত্তে অকপট ভক্তবুন্দের ন্যায়, তাহা ভোগ-

সর্ব্বস্ব, আর তাহার প্রতিযোগি ত্যাগগর্ব্ব—দুই চরমপন্থা সমাজকে এ যুগে কে জানাইয়াছেন?

বস্তুত্যাগীর ভক্তত্যাগ ও ভগবদ্ভক্তের যুক্তবৈরাগ্য

যাঁহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের ভক্তত্যাগ, আর ভগবানের সেবকগণের যুক্ত-বৈরাগ্যের মধ্যে কত তফাৎ,—একটা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং" হইয়া ত্যাগ করিবার চেষ্টা, আর একটা "আমি ভোগী বা ত্যাগী নহি, আমি বদ্ধ বা মুক্তিকামী নহি"—এই বিচারে ভগবানের কেবল সেবায়, চেতনধর্ম্মে অভিনিবেশ; একটা —ঠিক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া হইতে তার ক্রোধ, আর একটা—মুক্তেশ্বর প্রতি চেতন হইতে প্রকাশিত অনুরাগ; একটা—কেবল নিষেধ-সূচক, আর একটা—বাস্তবতার বিচিত্রতা-মূলক,—এই সকল কথা তথাকথিত ত্যাগের সারল্যাদ্বৈতকেলিকৌমুদীতে যে জগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সেই জগৎকে কে জানাইয়াছেন?—কাহার বিপ্লবী বাণী ত্যাগের আসুরী মূর্ত্তির আপাত চোখ-ঝল্‌সাইবার শক্তি ও বুদ্ধি মোহিত করিবার ব্রহ্মজ্ঞান-বিচার গুপ্তহৃদয়কে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে?

সর্ব্বক্ষণ বিচিত্রতার পক্ষপাতী

কাহার আচার-প্রচারে অনুক্ষণ অনন্ত বিচিত্রতার সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে? কাহার আচরণ এক ঘেয়ে শুষ্কভাব বা আপাত গতিহীনতার আসুরিকতাকে বিনাশ করিয়া প্রকৃত প্রগতিময়ী বিচিত্রতাকে অনন্ত প্রকারে রূপ দিয়াছে?—অসংখ্যভাবে, অসংখ্যস্থানে, অসংখ্যপাত্রে অনুরক্ত-কালে করিলেগার নব নবায়মান প্রকার, কৌশল ও নৈপুণ্য জগৎকে কে জানাইয়াছেন? শিল্প, দর্শন, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞানের দান-স্বরূপ নানাপ্রকার যান, বাহন, বিদ্যুৎ, বেতার, বাষ্প—সকল জিনিষই অখিলরসামৃতমূর্ত্তির—পূর্ণতম পুরুষের সেবার আনুকূল্য করিয়া কিরূপে চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে,—অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সকল স্থান, কাল, পাত্র যদি পূর্ণের সেবা না করে, তাহা হইলে ঐ সকলই যে একান্ত ব্যর্থ হইয়া যায়, অর্থের পরিবর্ত্তে অনর্থই প্রসব করে,—ইহা সমগ্র আচরণে ও অনুশীলনে এ যুগে জগৎকে কে জানাইয়াছেন?

তথাকথিত সমন্বয়বাদের মস্তকে লগুড়াঘাত

১৮০° ডিগ্রিতে যেমন কোনজ রেখা নাই, তাহার পরিধি হইতে কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন অসংখ্য ব্যাসার্দ্ধ অঙ্কিত হইতে পারে, তেম্‌নি অখিলরসামৃত-মূর্ত্তিতে অনন্ত প্রকারের সেবা—সকল জিনিষ, সকল স্থান, সকল কালের দ্বারা সম্বন্ধিত হইতে পারে। এই কথা জগৎকে কে জানাইয়া আত্ম-ভোগপর তথাকথিত সমন্বয়বাদের মস্তকে প্রলম্বাসুরের প্রতি বলদেবের ন্যায় লগুড়াঘাত করিয়াছেন? দারিদ্র্যকে দরিদ্রতার সম্পূর্ণ অভাব-জ্ঞাপক 'নারায়ণতা' বলিবার যে দুরেখা,—বদ্ধজীবকে 'শিব' বলিয়া জগদ্গুরু শিবের অবমাননা করিবার যে প্রবৃত্তি,—ফলভোগপর কর্ম্মকে নিষ্কৈতবী আত্মার নিরন্ন সেবা-নামের সহিত একাকার বা তদপেক্ষা লঘু করিবার যে চেষ্টা, হরিসেবাকে বিষয়-চেষ্টা বা তুল্য সমন্ন নই করিবার সঙ্গে সমান বলিবার যে দুষ্প্রবৃত্তি গণসেবাকে আক্রমণ করিয়াছে, কাহার নির্ভীক হুঙ্কার সেই সকল চিত্তাদ্রোহের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়াছে?

চিন্মাত্রজ্ঞান নই কি শেষ কথা?
আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথিতে ইহাই বড় প্রশ্ন

মানবজাতি কি এতই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলিয়া যাঁহারা দাবী করেন, তাঁহাদের মেধা কি এতই অসার থাকিবে? কেহ কি আশা করিতে পারেন না,—আচার্য্য যে জিনিষ জগৎকে দান করিতে বসিয়াছেন, মানবসমাজ অন্ততঃ খানিকটা তাহার অনুধাবন করিতে পারিবেন? অনর্থ-উপশমের পরে—স্বাস্থ্য-লাভের পরের অবস্থাটা কি, তাহার ক্রিয়াকলাপ কি, তাহার আলোচনা কি মানবজাতি আদৌ করিবেন না? ব্যায়াম ভাল করাটাই কি স্বাস্থ্যলাভের শেষ কথা? স্বাস্থ্যলাভের পরে যদি স্বাস্থ্যবানের মত ক্রিয়াকলাপ, আহার-বিহার না হইল, তবে সেইরূপ স্বাস্থ্যলাভের যৌথিকতা আর অস্বাস্থ্যের সহিত ভেদ কি? কেবল চিন্মাত্র-জ্ঞানই কি শেষ কথা হইবে? পাক করিবার উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালিলে শীত-নিবারণ, আলোক-প্রাপ্তি প্রভৃতি কার্য্য ত' আনুষঙ্গিকভাবেই হইবে। পাক-কার্য্যই যে আগুন-জ্বালার মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা কি মানব-জাতি বুঝিবে না? চিন্মাত্রজ্ঞান বা ব্রহ্মজগতের ভেদ হইতে মুক্তিলাভই শেষ কথা হইতে পারে না। তারপরে অনেক অনুরূপ বৈচিত্র্য আছে—চেতনের রাজ্যে ঘরাটের বিচিত্র-

বিলাসের অনেক অমূল্যরত্ন ভাণ্ডার আছে,—ইহা কি বুদ্ধিমন্ত জনগণ ধরিতে পারিবেন না ? এই প্রশ্নটীই আজ আমাদের উনবিংশতম আবির্ভাব-তিথিতে হৃদয়ে বড় হইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। আমরা এমন মুমুক্ষান্ দান-সাগরের একটী বিন্দুও কি আহরণ করিতে পারিব না ? এতদিন ধরিয়া যে মহাবদান্যতার সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া জগৎ প্লাবিত করিতে বসিয়াছে, তাহার সেই উচ্ছলিত অযাচিত দানের এক বিন্দুও কি আমরা মস্তকে ধরিয়া লইতে পারিব না ?

"প্রসারিতমহাপ্রেমপীযূষরসসাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ॥"

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত)

শ্রুতির প্রতি বধিরতা বা আত্মবঞ্চনাই কি তথাকথিত সমন্বয়বাদ নহে ?

ওঃ ! আমাদের কি দুর্ভেদ্য দুর্ভাগ্যাচর্ম ! কি বলীয়সী মায়া ! অযাচিত দান ত' গ্রহণ করিতে পারিলামই না, আবার, বলিতে উদ্যত হইয়াছি,—দাতার যদি সাধ্য থাকে, তবে আমাকে গ্রহণ করাউন্, দেখি ? আমি কিন্তু কিছুতেই গ্রহণ করিব না। গ্রহণ না-করা-বিষয়ে আমার স্বতঃকর্তৃত্ব-টুকু কিন্তু বেশ আছে। তাহাতে আমার চেতনধর্ম্মের পরিচালনা খুবই আছে। কিন্তু সত্তাগ্রহণ-বিষয়ে আমি জড় সাজিয়াছি। অমৃতত্বের অভিনয়কারী মানবজাতি ! ইহাই কি তোমার চতুরতা ?—না ইহা তোমার আত্মবঞ্চনা ? কালাকে ইস্পাত কাঁকি দিয়া তুমি যে ত্রিভিয়াত্ব লাভ করিতেছ, তাহা কি তোমার অধিকতর পরাজয় নহে ? ইহা কি তথাকথিত সমন্বয়বাদীর মৃত্যু অহমিকার মত হইয়া শ্রুতির প্রতি বধির কর্ণ-প্রেরণ নহে ?

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

—কঠে

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

—শ্বেতাশ্বতরে

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং"

—গীতায়

"আচার্যবান্ পুরুষো বেদ"

—ছান্দোগ্যে

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"

—মুণ্ডকে

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

—গীতায়

আধ্যক্ষিকের ঔদ্ধত্য

প্রণিপাত না করিয়া—সেবা না করিয়া—পরিপ্রশ্ন না করিয়াই আচার্য্যকে দৃপ্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত বা উদ্ধত হইয়াছি,—"আমি যেখানে আছি, সেখানেই, থাকিব, আপনার কিছু শক্তি আছে কি ? আপনি কিছু পাইয়াছেন কি ? যদি পাইয়া থাকেন, তবে আমাকে তাহা দেখাইতে পারেন কি ? যদি আমার প্রত্যক্ষ ভোগপরায়ণ ইন্দ্রিয়ের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে না পারেন, তবে জানিব,—আপনার কোন শক্তি নাই।"

সমন্বয়বাদীর বা বঞ্চকের বঞ্চনা

যদি এখানে কোন apotheosisএর নায়ক বা তথাকথিত সমন্বয়বাদী সাধু-গুরুর সজ্জায় উপস্থিত হন, তবে ঐ ব্যক্তি ঐরূপ উদ্ধত শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—"হাঁ আমি ভগবান্(?) দেখিয়াছি, তোমাকেও দেখাইতে পারি"। 'যাঁহাকে দেখাইলেন, তিনি কে ? যিনি দেখাইলেন, তিনিই বা কে ? যারা দেখাইলেন, তাহাই বা কি' ?—এই সকল বিষয়ে কোন বিচার নাই,—আছে কেবল আনুষঙ্গিক তাণ্ডব। যাঁহারা, চক্ষুর সকলই নির্ব্বিশেষ, ঠিক দিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা মাঝপথে তাঁহাদের যে-কোন ভোগের পদার্থকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন এবং কল্পনা বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চশমায় ভূতপ্রেত দেখিয়া ভগবান্ দেখিয়া ফেলিয়াছি, মনে করিয়াছেন এবং ঐরূপ ভূতপ্রেত দেখাইবার ইন্দ্রজালকেই তাঁহারা ভগবান্ দেখাইবার শক্তি বলিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ সমাজের নিকট প্রচার করিয়াছেন,—এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি কখনও বা ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিবার সময় হাত বাঁকাইয়া ফেলিবার মুদ্রা, না হয়, দু'চারটী ভাব দেখাইয়া বা নানা-প্রকার যুক্তির দ্বারা লোকরঞ্জন করিয়া বহির্মুখ গণসঙ্ঘলিকে

সংখ্যাধিক্যের প্রশংসা পাইয়াছেন এবং ঐ সভায় বর্ষাচার্য্য হইবার 'চান্স্' পাইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিতে বলিয়াছেন। জগৎস্থ ভবিষ্যৎ লোকের সম্মুখে শতজন ব্যক্তি পত্রিকাপ্রবাহে তাঁহা মানিয়া লইতেছে, আর যাঁহার কর্ম্মের আমরা তুলিয়া যখন যাচাইয়া লইতেছি এবং উঁহাকে 'চান্স্' পাওয়ার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিবাদী—প্রতিবাদে ঐরূপ বলদৃপ্ত সমালোচনার দ্বারা ছাপাইয়া উঠিয়া সংখ্যাধিক্যকে নিজের দলে টানিয়া লইতেছে! সেই সকল লোকরঞ্জক যুক্তির সমালোচনার সোয়াড়ে আমৃত্যু নিষ্ঠাই জীবজগতের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে, সেই মহাপুরুষ আজ উনষষ্টি বৎসর-কাল প্রকট-লীলা করিয়া এই জগতে বিচরণ করিতেছেন।

পুরুষোত্তমেই আস্তিকতার বা ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর আবির্ভাব

'হুংকলে পুরুষোত্তমাৎ'—উৎকলদেশের পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতে ভাগবতবাণী—সনাতনী শ্রৌতবাণী জগতের সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইবে,—এই পুরাণ-বাক্যকে মূর্ত্ত করিয়া এই মহাপুরুষ উনষাট বৎসর পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন প্রদেশে বর্ত্তমান যুগে ভক্তিসিদ্ধান্তের পুনঃ প্রকাশের যুগ-মহাজনের অভিকীর্ত্তনপর গোলোক-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজ তাঁহারই উনষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথি।

ভোগ ও ত্যাগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বরূপে হরিসেবাই যথার্থ মুক্তির স্বরূপ

এই জগতের সাহিত্যিক, কবি, সমাজসেবা, কর্ম্মবীর, তপোবীর, যোগবীর, জ্ঞানবীরগণের জগতে অবস্থান—যত তাঁহাদের নিজের ভোগ, না হয়, তাঁহাদেরই সমপর্যায়ীয় ব্যক্তিগণের ভোগের প্রগতির জন্য, অথবা অতৃপ্ত ভোগ-বাধক ভোগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ত্যাগের পথ প্রদর্শনের জন্য। ইঁহাই জগতের গতানুগতিক ধারা। যিনি আমাদের আপাত ভোগের পথকে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন, আমাদের নিকট ত্যাগটা যত অধিক লোভনীয় করিয়া অগ্রসর করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা তখনই সমাজ-বন্ধু, লোকহিতৈষী বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকি, ঐরূপ ত্যাগ দিয়া আমাদের মধ্যে কোন কোন লোক যে ত্রিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহাদের নিকট হইতে যখন আমরা ত্যাগের কথা শুনি, তখন তাহাও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু সমগ্র মানবজাতির উভয়প্রকার চেষ্টা, ঐ উভয়প্রকার উপাসনা বা উপেক্ষা হইতে মুক্তি-প্রদানেই যিনি মুক্তির স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, সেই ভাগবতধর্ম্ম বা শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্ত জীবন যাঁহার চরিত্রের প্রত্যেক আদর্শে প্রকাশিত, শ্রীচৈতন্যের সেই প্রকাশ-বিগ্রহ মানবজাতিকে ভোগ ও ত্যাগের কবল হইতে মুক্ত করিয়া হরিসেবার অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারই ভুবন-মঙ্গল কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের বাৎসরিক পঞ্জী লইয়া প্রতিবৎসর শ্রীব্যাসপূর্ণিমার পূর্ব্বক্ষণে যে মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা সমগ্র চেতনজগতের মনোধর্ম্মের ত্রাতক ও প্রকৃত প্রগতির পথের পাথেয়।

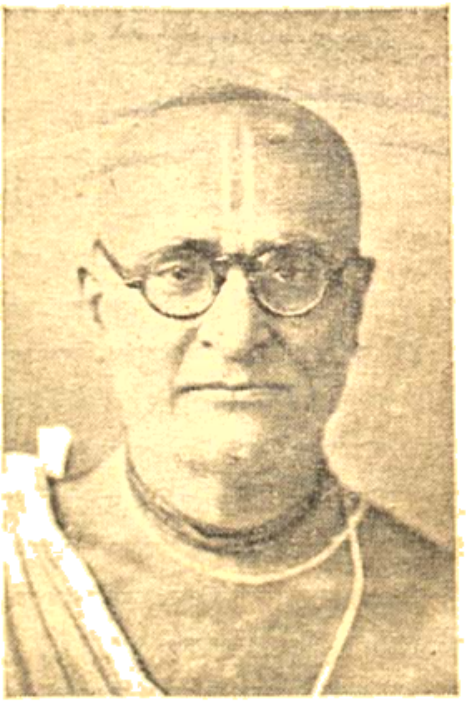

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

গত বৎসর শ্রীব্যাসপূর্ণিমার পর হইতে প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত পঞ্জী

গত বৎসর সাম্বত আচার্য্যগণের আবির্ভাবভূমী দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের মহানগরী মাদ্রাজে শ্রীব্যাস-পূর্ণিমার কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

মাদ্রাজ-নগরীতে অবস্থান করিয়া দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গদেশকে যুগপৎ শ্রীগুরুর বাণী শ্রবণ করাইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য-প্রদেশবাসী আচার্য্য-আবির্ভাব-বাসরে যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন, তদুত্তরে প্রভুপাদ "My Gurupuja" নামে অভিভাষণে 'আমার', 'গুরু' ও 'পূজা' শব্দত্রয়ের মধ্যে জীবপক্ষের সাধন ও সাধ্য-প্রণালীর সকল চরমকথার সংক্ষিপ্ত দিগ্‌দর্শন করিয়াছিলেন।

গত বৎসরে ব্যাসপূজায় প্রভুপাদের ইংরেজী অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য

"আমার"

'আমি' বা 'আমার' পদ—উত্তম পুরুষের কথা। উত্তমপুরুষের সহিতই পুরুষোত্তম অধোক্ষজের সম্বন্ধ। অধোক্ষজের মধ্যে আপনাকে সংশ্লিষ্ট করিতে না পারিলে 'প্রীতি' বলিয়া কোন ব্যাপার প্রকাশিত হইতে পারে না। 'তুমি' বা 'তিনি' মধ্যম পুরুষের কথা—অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ নহে। যে কথা, যে বস্তু, যে ব্যক্তি, কিংবা যে আত্মা আপনাকে তাঁহার সহিত, তাঁহার সঙ্গ, তাঁহার সুখ বা তাঁহার পরিত্র সঙ্গে গাঢ়প্রীতিতে সংশ্লিষ্ট করিতে পারিয়াছেন, তিনি বা তাঁহারাই 'প্রভু', 'সখা', 'পুত্র' ও 'পতি'র সম্বন্ধযুক্ত পদার্থকে 'আমার' বা 'আমাদের' বলিতে পারেন। চাকর মনিবের বাড়ীকে 'আমাদের বাড়ী' বলিতে পারে কিন্তু বাড়ীর খুব বড় লোকও তাহা পারেন না। আমার আমার সহিত সাদৃশ্যার্থে অবস্থিত হইলেও আমার প্রভুর যদি কাহারও সেবায় সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে আমি আমার সহিত সেই সাদৃশ্যসম্বন্ধাশ্রিত গণেরও সেবা করিব; ইহাই প্রভুর প্রতি প্রগাঢ় আমার বুদ্ধির পরিচায়ক। এই উত্তমপুরুষের বিচার প্রীতির প্রগাঢ়তার মধ্যেই পরম চমৎকারিতার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রুতির "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রটি পুরুষোত্তমের প্রতি উত্তম পুরুষের প্রীতির কথা অর্থাৎ অধোক্ষজের মধ্যে পুরুষকে সংশ্লিষ্ট করিবার কথা সম্পুটিত করিয়াছেন। এই "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রটিই শ্রীমদ্ভাগবতের "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

"গুরুর"

গুরুর কথা বর্ণনে শ্রীব্যাসপূজার অভিভাষণে আচার্য্য অবজ্ঞ (opaque) এবং স্বচ্ছ (transparent) গুরুর কথা বলিয়াছিলেন। অবজ্ঞ গুরু অধিলরসামৃতমূর্ত্তি পরমপ্রেমময়-বিগ্রহ লীলাপুরুষোত্তমকে দেখিবার পক্ষে মানবজাতির ক্ষুদ্র চক্ষের সম্মুখে আগত একটী stumbling block, আর স্বচ্ছ গুরুর মধ্য দিয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তির শ্রীনাম, শ্রীরূপ, শ্রীগুণ, শ্রীপরিকর ও শ্রীলীলা সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হন। স্বচ্ছ গুরু পুরুষোত্তমেরই দ্বিতীয় বিগ্রহ। পুরুষোত্তমই তাঁহাকে তাঁহার নাম-রূপ গুণ-পরিকর-লীলার সহিত জীবজগতের নিকট দেখাইবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় স্বচ্ছ মূর্ত্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই গুরুর কার্য্য—তাঁহার সর্ব্বস্বের যথাযথ কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য বর্ণন করান'। তাঁহার সংবিদ্‌-প্রদর্শনীতে যাঁহারা স্বরূপ-শক্তি ও মায়াশক্তির আদর্শটী দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। স্বরূপশক্তির মাধ্যমে কৃষ্ণকে দেখা যায়, আর মায়া-শক্তির ছায়াবরণাত্মিকা মহামায়ী মূর্ত্তি অবজ্ঞ বলিয়া জীব কৃষ্ণ নিকট কৃষ্ণকে আবরণ করে। গুরুর কার্য্য—অসাধ্য আশ্রয় বিগ্রহকে প্রকট করান'। শ্রীগীতার "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" শ্লোকের প্রতিপাদ্য 'কর্ত্তাহং' বিচারে শিষ্যগণকে ভোগাসক্তি জ্ঞান করা গুরুর কার্য্য নহে। গুরুর 'নিত্য স্মরণ' আই একমাত্র বিষয় কৃষ্ণের কায়-ব্যূহের জন্য তাঁহার অনন্তস্বরূপ অসংখ্য আশ্রয়মূর্ত্তি প্রকাশ করা। এই আশ্রয়মূর্ত্তি সমূহ মূলাশ্রয় গুরুপাদপদ্ম এবং লীলা-পুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ বিষয়ের সহিত একসূত্রে গ্রথিত বলিয়া তাঁহারা সকলেই 'অবিধা আমার' অভিধান করিতে পারেন। ইঁহারাই প্রকৃত "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রই প্রকৃতভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন—ইঁহারাই প্রকৃত "তৃণাদপি সুনীচ।" শ্রীনাম তাঁহাদেরই নিকট প্রেমের রসময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। ইহাই শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় অভিভাষণের মধ্যে জানাইয়াছিলেন।

"পূজা"

'পূজা' শব্দের কথা বলিতে গিয়া আচার্য্য অর্চ্চন ও ভজনের কথা বলিয়াছেন। সম্ভ্রমের বুদ্ধিতে উপকরণ ও অনুষ্ঠানের দ্বারা যে আরাধনা, তাহাই সাধারণে পূজা বা অর্চ্চন, আর অনুরাগের সহিত মূল আশ্রয়ের অনুগত হইয়া অধোক্ষজের চরণে সাক্ষাদ্‌ভাবে যে আত্মাহুতি, তাহাই 'ভজন' এই ভজনই ব্রহ্মসূত্রের চরমসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি—শ্রীনাম-ভজন হইতেই জীবের পরমা মুক্তি। সেই নাম-ভজনের

বিরাজিত তৎকালে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু "অতি অতি নামানন্দরূপং মুহুরেবোল্লসিত-নিজসর্ব্বধ্যানপূজাদিমন্ত্রম্। কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমৃতমেকং জীবনং কৃষ্ণনাম্নঃ কৃপণং মে রক্ষতু"—শ্লোক গান করিয়াছেন। শ্রীরূপ-প্রভুও সেই স্বরাট্ শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রভুর শ্রীচরণ-নখপ্রাপ্ত নিখিল-শ্রুতির শিরোভাগের আলোকমালার দ্বারা অনুক্ষণ নীরাজিত হইতেছেন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রভুপাদের বঙ্গভাষায় অভিভাষণের মূলকথা

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ গৌড়দেশ হইতে আচার্য্য-পাদপদ্মে যে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন, তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-ভক্তের নিকট যে অভিভাষণ প্রেরণ করিয়াছিলেন—যাহা আচার্য্য-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-মাটামন্দিরে পঠিত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুষ্ঠিত ভুবনমঙ্গল সংকীর্ত্তনযজ্ঞারম্ভে অর্থাৎ একমাত্র বিগ্রহের সেবায় যে-সকল সুমেধা ব্যক্তি অসংখ্য আত্মরূপে যোগদান দিয়াছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত সেবাপঞ্জীর সহিত আচার্য্যের মনোহভীষ্টের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই অভিভাষণের আদি-মধ্য-অন্তে এবং সর্ব্বত্র স্থানে মহাপ্রভুর একমাত্র অনর্পিতচর দান—চেতনের অফুরন্ত বিরহময় ভজনের কথাটী বৈজয়ন্তীর ন্যায় দুলিয়া দুলিয়াছে।

মানবজাতি কি প্রভুপাদের অন্তরের কথায় প্রবেশ করিবে না?

মানবজাতি এত বাহিরে বাহিরে রহিয়াছে—এত বহির্জগৎ-সর্ব্বস্ব হইয়া তাহাতে মজিয়া রহিয়াছে যে, তাহারা আচার্য্যের সেই পরম ভজন—চেতনের সেই চরম প্রয়োজনের কথা কি ইঙ্গিতেও একটুকু বুঝিয়া লইতে পারিবে? অথবা বুঝিবার মত উপায়ন বা সমিধ্-সংগ্রহে যত্নবিশিষ্ট হইবে?

শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন-বিস্তরণ;

আচার্য্য মানবজাতিকে গৌরসুন্দরের ভজন দান করিতে আসিয়াছেন; লোকদেখান' কৃত্রিম গৌরভজন বা অতিবাড়ী গৌরবানীর গৌরভজনের কথা নহে। গৌরভজন এমন একটা জিনিষ নহে, যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের দরকার আছে, আমার, তোমার, তাহার বা সকলেরই দরকার নাই। গৌর-ভজন সকলেরই দরকার,—প্রত্যেক চেতনের প্রয়োজন। আত্মস্বরূপ আপামর সকলেরই একমাত্র প্রয়োজন। তাহা ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গলময় নিত্য প্রয়োজন নাই। এই বাস্তব-সত্য কথা মূঢ়, মুগ্ধ, বাহিরের বিষয়ে অভিনিবিষ্ট উন্মুখল সমাজের নিকট গোঁড়ামী বা অতিরঞ্জিত কথা বলিয়া মনে হয়। "সত্যপথ ছাড়া আরও বহুপথ আছে",—বহির্মুখতা-রোগের এই সংক্রামক চিন্তাধারা মানবজাতিকে সত্যপথের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কুপরামর্শ দেয়। এরূপ যুগে—এরূপ ঘনীভূত নাস্তিকতার রাজ্যে আচার্য্য একমাত্র চরম-প্রয়োজনের পরিপূর্ণ পসরা—গৌরভজনের বার্ত্তা লইয়া সকলের দ্বারে করাঘাত করিয়াছেন।

শ্রীগৌরভজন কি?

"গৌরভজন" সম্ভোগের বিলাস নহে, কল্পনা নহে—লোকদেখান' বাহাদুরী নহে—নিজকে প্রচার করিবার চাক-চোল নহে—বা নিজকে লুকাইয়া রাখিবার ছলনায় আপনাকে অধিকতর প্রচারের গুপ্ত ষড়যন্ত্রও নহে। জীবের ভোগের বা রোগের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ত্যাগের যতপ্রকার বিচিত্রতা, কলকৌশল মানবজাতি সৃষ্টি বা কল্পনা করিতে পারে, তাহার কোনপ্রকার বিন্দুবিসর্গও গৌরভজনে নাই। আর ঐশ্বর্য্যগন্ধের দ্বারা চেতনের উন্মুক্ত সর্ব্বাধীন বৃত্তিকে অপরিস্ফুট বা আবৃত রাখিবার যতকিছু কণ্টক আছে, তাহাও গৌরভজনে নাই। ঐশ্বর্য্যগন্ধলেশযুক্ত দ্বারকা হইতে লীলাপুরুষোত্তম অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি রাধানাথ কৃষ্ণকে তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় বিহার-ক্ষেত্র ব্রজে লইয়া গিয়া কৃষ্ণের পূর্ণতম সুখ-বিলাসের চেষ্টাই গৌরভজন। প্রত্যেক স্থানে কুরুক্ষেত্রের উদ্দীপন, প্রত্যেক পাত্রে অনাবৃত ধর্ম্মে গোপীর পরিচারিকার জ্ঞান, প্রত্যেক কালে গোপীর কিঙ্করী-অভিমানে "কোথা কৃষ্ণ মুরলীবদন", "বলে কৃষ্ণ বলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বলে। বলে রাম বলে রাম রাম রাম বলে বলে"—কৃষ্ণ-মনোহারিণী 'হরা' বা রাধিকার নাথ রাধিকা-রমণের রামনাম, কৃষ্ণনামের উচ্চারণ—আত্মার দাসনাম-সম্বোধনপর বিপ্রলম্ভই গৌরভজন। শ্রীমতীর উত্তরশনে যে বিপ্রলম্ভ, সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সেই চিত্তবৃত্তিই গৌরভজন। বৃন্দাবন হইতে ব্রজের নিগূঢ় স্থান রাধাকুণ্ডের তটে কৃষ্ণকে লইয়া গিয়া শ্রীমতীর সহিত গোপীনাথের মাধ্যাহ্নিক মিলন করাইবার জন্য চেতন-বৃত্তিতে যে সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা, তাহাই গৌরভজন। ঔদার্য্যরসের মধ্যে মাধুর্য্যরসাগ্র, আবার মাধুর্য্য-

সারের মধ্যে ঔষাধীসারের বার্ত্তা জগতে প্রকট করাই গৌরজন-প্রচার। এই প্রচার বর্ত্তমান যুগে—একমাত্র যে আচার্য্যের আদর্শে সংস্রমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আচার্য্যবর্য্যের আবির্ভাব সার্দ্ধশতবর্ষ আরাধনার বিষয়। এই আবির্ভাবের আরাধনায় যাঁহাদের চিত্ত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিল, তাঁহারা জাগতিক কোন না কোন এক একটী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন।

জীবজগতের সঙ্কীর্ণতা ও আচার্য্যের কৃপা

মানব! তোমার ধারণা কত সঙ্কীর্ণ, আর তুমি সেই সঙ্কীর্ণতার 'ভেকের আধুলি' লইয়া উদারতার শেফালীর মধুস্নিগ্ধতার ও মধুরিমার সৌরভময় উদারতার পরাকাষ্ঠাকে সঙ্কীর্ণতা মনে করিতেছ! মায়া তোমার উপর কি ইন্দ্রজালই না বিস্তার করিয়াছে! তথাপি পরদুঃখদুঃখী আচার্য্য তোমাকে কল্যাণের দ্বারে আনিবার জন্য কতরকমই না চাঁদ পাতিতেছেন!

জগতে আচার্য্যের দুই প্রকারে দান

জগতে আমাদের প্রভুপাদের দান দুই প্রকার মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। একটী তাঁহার নিজ-অন্তরঙ্গ জন,—যাঁহাদের অন্তর্ম্মুখ জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহারাই তাহা ধরিতে পারেন, অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানেই কুরুক্ষেত্র প্রকট করান'। ইহা মূর্ত্তের কুরুক্ষেত্র নহে—কুরুপক্ষ বা কর্ম্মবাদের পক্ষ যে-স্থানে ন্যস্ত হইয়াছে, নৈষ্কর্ম্মবাদের যে ভূমিকায় ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশিত, সেই কুরুক্ষেত্র হইতে ছুটী করিয়া অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি কৃষ্ণকে তাঁহার নিজস্ব স্থান রাধাকুণ্ডে আনিয়া শ্রীরাধার সহিত মাধ্যাহ্নিকলীলায় মিলন। এই অন্তরঙ্গ জনে সূর্য্য-পূজার ছলনা থাকায় বাহিরের লোক সূর্য্যপূজার অভ্যন্তরের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছে না। আচার্য্যের আর একটী দান—বাহিরের সাধারণের জন্য। তাহা বলদেবের কার্ষ্য —কর্ষণ, পারমার্থিক কৃষ্টি Theistic culture—পরমার্কষক কৃষ্ণ হইতে মানবজাতিকে যে-সকল মাটিয়া বুদ্ধির বাধা পৃথক্ রাখিতেছে, তাহা কর্ষণ-দ্বারা দূরীকরণ; ইহাই তাঁহার বহিরঙ্গ প্রচার।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

অষ্টপঞ্চাশৎ-তম আবির্ভাব-উৎসবের পরে প্রভুপাদ গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবে ভুবনমঙ্গল হরিকীর্ত্তন প্রচার করেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমার উপরাগকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই যোগ পর গৌর-জন্মতিথিতে পুনরায় বিশ্বের দ্বারে অতিথি হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই সময় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন,—প্রলয়ের সময় কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের মতে অন্ধকার। যে-কাল পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বার্থ-সাধনকারী শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের কথা জগতে প্রচার করেন নাই, সে-কাল পর্য্যন্তই লোকের প্রলয়ের সময় স্নান-বাসাদি কর্ম্মে আগ্রহ ছিল। উত্তম বস্তু না পাওয়া পর্য্যন্ত লোকের যেমন সামান্য বস্তুতেই রুচি থাকে, ইহাও তদ্রূপ। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে হরিনামসঙ্কীর্ত্তনের কথা প্রচার করিবার পর সকল সময়েই সেই হরিসঙ্কীর্ত্তনই বিহিত হইয়াছে। হরিসঙ্কীর্ত্তনকারী ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্বতীর্থে স্নান করিতেছেন। কেবল বাহ্যস্নান নহে, অন্তর-স্নানও হরিসঙ্কীর্ত্তনকারীর সেবা করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতেছে।

প্রভুপাদের পত্রাবলী প্রথম খণ্ড ও বক্তৃতাবলী চতুর্থ খণ্ড

গতবৎসর আচার্য্য-আবির্ভাবতিথি ও গৌর-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী প্রথম খণ্ড ও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী চতুর্থখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

ভারতের মহানগরীসমূহে শ্রীগৌরজন্মোৎসব

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপায় শ্রীগৌর-জন্মোৎসব বাঙ্গালার জাতীয় পর্ব্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। আবার তাঁহারই মনোঽভীষ্টানুসারে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রেরণায় বঙ্গের বাহিরেও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল। গতবৎসর বিশেষ সমারোহে মায়াপুরে গৌড়ীয়মঠে, দিল্লীতে গৌড়ীয়মঠে, প্রয়াগে শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠে, কাশীতে শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে, নৈমিষারণ্যে পরমহংস-মঠে, কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে এবং শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে বিভিন্ন মঠে শ্রীগৌর-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

উৎকল ভাষায় "পরমার্থী" পাক্ষিক পত্র ও শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-চরিত

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টানুসারে উৎকল ভাষায় "পরমার্থী" নামক একটী অদ্বৈতব পরমার্থ-প্রচারক পাক্ষিক সংবাদ-পত্রও প্রকাশিত হইল। ইংরেজী ভাষায়ও শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্যদেবের বিরাট লীলা-চরিত্রের কার্য্য অগ্রসর হইতে থাকিল।

উটকামণ্ড-শৈলে শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপন ও ইংরাজী ভাষায় রায় রামানন্দের জীবন-চরিত্র রচনা এবং অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে এবং কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মহাগ্রন্থের গৌড়ীয়-ভাষ্য-নির্য্যাণকার্য্য অগ্রসর করিতে লাগিলেন এবং উটকামণ্ডশৈলে সেই ভাষ্য সম্পূর্ণ করিলেন। উটকামণ্ডশৈলে অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ একদিকে যেরূপ অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট শুদ্ধভক্তির পথের বাধক অজ্ঞাভিনিবেশ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি মতবাদ-সমূহকে নিরাস করিতে লাগিলেন, অন্য দিকে নিজ-অন্তরঙ্গ-জনের নিকট গূঢ়কথা-সমূহ শ্রীরায়রামানন্দের জীবনী আলোচনা ও ইংরেজী ভাষায় শ্রীরামানন্দের চরিত্র-নির্য্যাণকালে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিলেন।

উটকামণ্ডশৈলে অনুরূপ গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ডের স্মৃতিতে অবগাহন

যেরূপ বিলাসিগণ যাহাকে ভোগের ক্ষেত্র, বৈষয়িক স্বার্থ-বিনোদের স্থান মনে করিয়া থাকে এবং আমার অধিকতর অর্থ-আহরণ সংগ্রহ করিয়া লয়, সেরূপের শ্রীল প্রভুপাদ তাহাদের চরম কথা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সাধ্য আলোচনা করিতে করিতে শ্রীরাধাকুণ্ডের মাধ্যাহ্নিক লীলা-অনুস্মরণের আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। উটকামণ্ডশৈলে শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্য এবং ইংরেজী ভাষায় রায় রামানন্দ নামক গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

মহীশূর-রাজ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত-প্রচারের বৈশিষ্ট্য

মহীশূর জেলায় পাল্লর নদীমাতৃক কেবলাদ্বৈতবাদের গুরু শ্রীশঙ্কাচার্য্যের স্থান—শৃঙ্গেরী মঠ। আর তাহারই ঠিক বিপরীত দিকে পূর্ব্ব সীমানার মুলবাগল্ বা শুদ্ধ-দ্বৈতবাদের আচার্য্য দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য শ্রীব্যাসরায় স্বামীর স্থান। এই উভয় চরম-সীমানার মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণভাগে মহীশূর নগরী। কেবলাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈত—এই চরম পন্থাদ্বয়কে শ্রীচৈতন্য-সম্মত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত কিরূপে সমন্বিত করিয়াছিলেন, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে মহীশূর-মহারাজের প্রার্থনার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ মহীশূর রাজ্যে অভিযান করেন। একদিন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ স্থান দিয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শৃঙ্গেরী-মঠে পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেই স্থানে শ্রীচৈতন্য চরণ-চিহ্ন প্রকটিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহীশূর জেলার মধ্য দিয়া মহাপুণ্যা কাবেরী নদী প্রবাহিতা। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—কাবেরী-নদীর জলপানে অমলবিষ্ণুভক্তি-লাভ হয়। কাবেরী-দেবতা মহীশূর নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদ মহাসমারোহে শ্রীগৌর-সুন্দরের বাণী-সভায় স্নাপন আনয়ন করিলেন।

মহীশূরের বিদ্বৎসমাজ-কর্ত্তৃক আচার্য্যের অভিনন্দন ও আচার্য্যের শিক্ষা

মহীশূরের মহামান্য মহারাজ স্বয়ং এবং মহীশূরবাসী অভিজাত-সম্প্রদায় আচার্য্যের বাণী শ্রবণ ও আচার্য্য-অভিনন্দনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। মহীশূর-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়ের মহামনীষী পণ্ডিতবর্গ ও ছাত্রমণ্ডলী প্রভুপাদকে দেবভাষায় একটী অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণ প্রমুখ মনীষিগণও প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়া সত্যের নূতন আলোক পাইয়াছেন। যাঁহারা শ্রীরূপের "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ" শ্লোকদ্বয় শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা "নৈষ্কর্ম্মমপ্যচ্যুতভাববর্জিতম্" শ্লোকের তাৎপর্য্য-শ্রবণে যে ভুল করিতে পারেন, তাহা হইতে মানব-জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য—অকৃত্রিম মহাসুকৃতি নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত সমস্ত বিশ্ব, সমস্ত প্রতিষ্ঠা, কিরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহার আদর্শস্থাপনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ মহীশূর-রাজ্যে স্বয়ং হরিকথা প্রচার করিলেন।

কাবেরীতে শ্রীরাধামদন গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীরামানন্দের ভজনকথা-কীর্ত্তন

তৎপরে আদি প্রবেশের গোদাবরীতটে শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-মিলন-স্থান কাবেরীতে—যেখানে প্রভুপাদ ইতঃপূর্ব্বে শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীচরণচিহ্ন স্থাপন করিয়াছিলেন—তৎস্থানস্থাপনে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তথায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-

সার্ব্বভৌম-গিন্নিমাতার প্রকাশ করিলেন। গোদাবরী-পুষ্করে সমাগত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি শ্রীগৌরেশ্বরের দর্শন এবং শ্রীমোহনের মুখে শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-সংবাদ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রভুপাদ একদিকে যেমন সাধারণের জন্য চৈতন্যশিক্ষা প্রচার, অন্যদিকে তেমন গৌড়জন বা নিজ-অন্তরঙ্গ-জনের সেবা প্রকট করিলেন। "হরয়ে নমঃকৃষ্ণ—দুই একজন"—চিন্নীলা-বিষ্ণুর ঐক্য, ঐক্য হইতে বিষ্ণু—একটী স্থান, আর একটী আবাহন —একটী শ্রীরাধাভাবের-মিশ্রিত তনু, আর একটী শ্রীরাধা-ভাবের ঘুচাতনু—ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যের যে সকল গূঢ়কথা স্বরূপদামোদর মুক্ত অবস্থায় অনুভব করেন, তাহা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় পুরী, ভুবনেশ্বর, আলালনাথে শুদ্ধভক্তির ও ক্রমবিকাশময়ী শ্রীহরিভজন-কথা প্রচার

শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ মিলনস্থলে জীবজগতের জন্য যে ক্রমবিকাশময়ী চৈতন্যশিক্ষা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়-রামকেলির মিলনস্থান হইতে অভিযান করিয়া ভুবনেশ্বর, জগন্নাথ, আলোয়ারনাথ, গৌড়ীয়ানাথ বা গোপীনাথের সেবার আদর্শের মধ্যে প্রকট করিলেন।

ভুবনেশ্বরে "ত্রিদণ্ডিমঠ" প্রকাশ

ভুবননাথ বা ভুবনেশ্বরই ক্ষেত্রপাল মহাদেব। একশ্রেণী ত্রিদণ্ডিভ্রুবগণ জগতের বিচিত্রতায় প্রলুব্ধকারী ভুবননাথকে মুক্তির পরমেশ্বর-বিচারে সাময়িক উপাসনায় ভুলিয়া চরমে নিজেরাই 'ভগবানোঽর্ব্বা' হইয়া যাইতে চাহেন, তাই অর্জ্জুন-গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 'অবৈধ পূজা' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই ভুবননাথকে শক্তিমত্তর বিচার না করিয়া 'গোপালিনীশক্তি'রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ এবং তাঁহারই অনুগত শ্রীধরস্বামিপাদ ভুবননাথকে বিষ্ণুশক্তি জগদ্গুরু বিচার করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাই ত্রিদণ্ড-গ্রহণ। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ত্রিদণ্ডিমঠের পুনরুদ্ধার করিলেন।

পুরুষোত্তম হইতে আস্তিকতার বা ভক্তির আরম্ভ

ভুবনেশ্বরের আহ্বানে ভুবননাথ-নাথ শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথের উপাসনা না হইলে উহা নির্ব্বিশেষবাদে পর্য্যবসিত হয়। চিন্নিষ্কিশেষ বা আলোকময় ব্রহ্ম, অচিন্নিষ্কিশেষ বা তমোময় শূন্য—উভয়েই বিকারী দৃশ্যের বিকৃত ভাব। চিন্নিষ্কিশেষের বিচারে ভুবনেশ্বর বা ভুবননাথে সাধুত্বই শেষ সীমা, আর অচিন্নিষ্কিশেষের বিচারে বিরজা বা বৈতরণীতে আত্মহত্যা করিয়া পড়িবার বুদ্ধি। বৈতরণী বা ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিলে পুরুষোত্তমের সেবা আরম্ভ হয় না, এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর বৈতরণী ও ভুবনেশ্বর অতিক্রম করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে আগমন করিয়াছিলেন। আর আমাদের আচার্য্যবর্য্য শ্রীপুরুষোত্তমধাম হইতেই ভক্তিপন্থার উদ্গম হয়—জানাইবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমে নিজ-আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম হইতেই ভাগবত-সিদ্ধান্ত প্রকটিত হইয়াছে।

পুরুষোত্তম অপেক্ষা পার্ষদগণের "আলোয়ার-নাথের" সেবায় পূর্ণতা

জগন্নাথের পর আলোয়ারনাথ। 'আলোয়ার' অর্থে—দিয়াদুরি অর্থাৎ নিত্যভগবৎপার্ষদ। কেবল পুরুষোত্তমের সেবায় সেবার পূর্ণতা সাধিত হয় না। পার্ষদগণের সহিত সেবাই সেবার পূর্ণতা। পুরুষোত্তমের সেবা হইতেও পুরুষোত্তম-পার্ষদগণের সেবা বড়।

আলোয়ারনাথে বিশুদ্ধিত বিপ্রলম্ভের স্থান এবং আলোয়ারনাথে গৌড়ীয়ানাথ ও গোপীনাথ

শ্রীগৌরসুন্দর পুরুষোত্তমে কুরুক্ষেত্র দর্শন করিয়া কৃষ্ণকে ঐশ্বর্য্যধাম হইতে মাধুর্য্যধামে বৃন্দাবন বা বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম কুরুবিরহের উদ্দীপনার স্থান, সন্দেহ নাই। কিন্তু আলোয়ারনাথে বিশুদ্ধিত কৃষ্ণ-বিরহের উদ্দীপক। চতুর্ভুজ দেখিয়া গোপীর 'কোথা সেই দ্বিভুজ মুরলীবদন'—এই যে বিশুদ্ধিত বিপ্রলম্ভ উদ্বুদ্ধ হয় —মহাপ্রভুর নিজ-জন শ্রীরূপানুগবর্য্য আচার্য্য সেই বিরহময় শ্রীকৃষ্ণভজনের কথাই আলালনাথে প্রকাশ করিলেন। প্রভুপাদ আলালনাথের উত্তরভাগে গৌড়ীয়ানাথকে প্রকাশ করিলেন। উত্তর অর্থে 'হরয়ে'—'আগে কহ আর'। গৌড়ীয়ানাথই মাধুর্য্য-মূর্ত্তিতে—গোপীনাথ। গোপীনাথই ঔদার্য্যমূর্ত্তিতে—গৌড়ীয়ানাথ।

কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব

ভুবনেশ্বর, পুরী, আলালনাথ ও কটকে হরিকথা-প্রচার

ও নিজ-ভজন প্রকট করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠের অধিলোক-মঙ্গল ভাগবত-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন।

প্রভুপাদের অভিভাষণ

এ বৎসর শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের বৈশিষ্ট্য শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন অভিভাষণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-মুখে সমাহৃত বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ 'তত্ত্বসংহিতা' গ্রন্থের টীকার ইংরেজী ভাষায় সাদুবাদ-তাৎপর্য্যের প্রচার-মুখে প্রকাশিত হইয়াছে।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরত্বিষে নমঃ।"

—শ্রীরূপের এই গৌরপ্রণাম-মন্ত্র-অনুসারে রূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ ইতঃপূর্ব্বে নিখিল 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়কে কলিকাতা-মহানগরীর 'এল্‌বার্ট হল' নামক বক্তৃতাগৃহে মহা-বদান্য "শ্রীচৈতন্যের দান"-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। গত বৎসরও শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ পর-বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা—"শ্রীচৈতন্যের প্রেম" বিষয়ে উক্ত বক্তৃতা-মন্দিরে বক্তৃতা-প্রদানের প্রেরণা ও শক্তি প্রদান করিয়া মহানগরীর শিক্ষিত-সমাজকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। আগামী বৎসর শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের আগমনীরূপে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামই শ্রীকৃষ্ণ" বিষয়ক বক্তৃতার জন্য সঙ্কল্পিত হইয়াছে। আগামী বৎসর আচার্য্যের ষষ্টিতম আবির্ভাব-উৎসব।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরাজ-সভার পাত্রোক্ত, বর্ত্তমানযুগে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একমাত্র সংরক্ষক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাগবত-নাট্যমন্দিরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকলসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ প্রথম সপ্তাহে ইংরেজী ভাষায় "Relative World" (পরতত্ত্ব জগদ্বৈত), দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গভাষায় "পুরুষার্থ-বিনির্ণয়" এবং তৃতীয় সপ্তাহে পুনরায় ইংরেজী ভাষায় "Vedanta" (বেদান্ত-পরিচয়) সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ শুনিবার জন্য পাশ্চাত্যদেশবাসী মনীষী ও অধ্যাপকবৃন্দ, দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্তবাসী বহুশিক্ষিতব্যক্তি ও পণ্ডিতবর্গ এবং স্থানীয় অসংখ্য অধিবাসীর সমাগম হইয়াছিল। পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে বলিয়াছিলেন,—কলিকাতার ইতিহাসে এত গভীর পারমার্থিক বিষয় লইয়া সাধারণ্যে বক্তৃতা, তাহাতে এতসংখ্যক লোকের সমাগম এবং তাঁহাদের এরূপ গভীর মনোযোগ-সহকারে শ্রবণের উদাহরণ এই প্রথম।

শ্রীগৌরকিশোর-সমাধি স্থানান্তরিত করণ

বর্ত্তমান মিউনিসিপাল নবদ্বীপ সহর বা কুলিয়ায় আমাদের পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি অবস্থিত ছিল। দুর্বিনয়ী এবং কপট ব্যবসায়ী প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় সেই নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের সমাধিকে ভোগ্য সম্পত্তি-জ্ঞানে হুজুগে নানা-প্রকার অপরাধ করিতে আরম্ভ করিলে গঙ্গাদেবী সমাধি-রাজকে নিজগর্ভে স্থান-প্রদানের ইঙ্গিত করিলেন। তখন কেহ কেহ বোধ হয় কিছু অজ্ঞাতিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিয়া সেই সমাধিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন। তখন কুলিয়ার ধর্ম্মব্যবসায়িগণও প্রতিযোগিতা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং মহাপুরুষের সমাধিকে তাঁহাদের ব্যবসায়ের একটী লোভনীয় পণ্যদ্রব্যে পর্য্যবসিত করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা দেখাইলেন। তখনই শ্রীল প্রভুপাদ নিজ-গুরুদেবের অপ্রাকৃত সমাধি ঐ সকল অদৈব-প্রকৃতি ব্যক্তি-গণ যাহাতে কোন প্রকারে স্পর্শ করিতেও না পারে, তজ্জন্য শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীধাম-মায়াপুরে আনয়ন করান এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসবের পরে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে অধিষ্ঠানরূপ-নাট্যমন্দিরের অনতিদূরে দক্ষিণ-দিকে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীরাধাবিনোদন শ্রীগুরুপ্রভুর মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া শ্রীল গৌরকিশোরের সমাধিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীমাথুর-মণ্ডলেও শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজের সমাধিকুঞ্জ সংস্থাপনের সঙ্কল্প হইয়াছে।

সাধ্যের কথাকীর্ত্তনে প্রভুপাদের অভিলাষ ও অহৈতুকী কৃপা

জীবের অত্যন্ত ঘনীভূত বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তি দেখিয়া প্রভুপাদ এযাবৎকাল সাধারণের নিকট ঘৃণ্যসঙ্গ-পরিবর্জ্জনের উপদেশ, অকৃত্রিম সৎসঙ্গের স্বরূপ-নির্ণয়-ব্যতীত পরম মুক্ত-জীবের সাধ্যসাধনের কথা অধিক প্রকাশ করেন নাই। "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং নিরুদি মা লিখ মা লিখ"—অথবা ঠাকুর মহাশয়ের—"আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা" —শ্রীমদ্ভাগবতের "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ"

প্রভৃতি প্রভুপদের লক্ষন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে যে দুর্গতি হইয়াছে এবং সেই দুর্গতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া জগতের সাধারণলোক তাঁহের সাধারণকে পশু-পক্ষীর কামুকতা হইতেও অধিকতর ঘৃণিত মনে করিতেছে, লোকের সেই ধারণা এবং প্রাকৃত সহজিয়াগণের কবলে পতিত সরল প্রকৃতি ব্যক্তিগণের ভ্রান্তমত পরিবর্ত্তনের জন্য এ যাবৎকাল লোকশিক্ষয়িতা আচার্য্য ছলনা-বর্জ্জনের উপদেশই অধিকভাবে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কিন্তু সাধ্যের কথা বিকৃতভাবে প্রচারিত বা সাধারণের কথা একেবারেই অপ্রচারিত থাকিলে জীব উপনিষদের কেবল জড়মাত্র নিরাস দেখিয়া যেরূপ উপনিষদকে নির্ব্বিশেষ মতের প্রতিপাদক শাস্ত্র বুঝিয়া ভুল করিয়া বসিয়াছে, তদ্রূপ আচার্য্যকেও ভুল বুঝিয়া না বসে এবং তাঁহার অহৈতুক দান হইতে বঞ্চিত না হয়, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরসমণ্ডলের যাবতীয় পরিক্রমার অনুশীলন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং

"শ্রবণে মধুরা নয়নে মধুরা বদনে মধুরা হৃদয়ে মধুরা।
পুরতো মধুরা পশ্চাতো মধুরা মধুরা মধুরা মধুরা মধুরা॥"

—এই বিশুদ্ধ অন্বয়জ্ঞানময় ভূমিকা মথুরাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার নিয়মাবলী গ্রহণ করিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

এ বৎসর শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার অনুশীলন আচার্য্যের একটী অমূল্য পুণ্য অবদান। সাধকের অনুশীলনীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা সাধনভক্তির কথা গৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত নবদ্বীপের পরিক্রমায় প্রকাশ করিয়া—প্রবর্ত্তকের অনুশীলনীয় ভাবভক্তির কথা কেত্রমণ্ডলে প্রচার করিয়া—সিদ্ধগণের অনুশীলনীয় প্রেমভক্তির কথা ব্রজমণ্ডলে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনের মধ্যে প্রকট করিলেন।

দ্বাদশবনে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা

শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবন দ্বাদশ রসেরই এক একটী পীঠস্থান। পঞ্চমুখারস ও সপ্ত গৌণরস অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবারই চমৎকারিতা ও সম্বন্ধ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারে। অবতারী শ্রীকৃষ্ণের যে দশ অবতার, তাহাতে ঐশ্বর্য্য-প্রধান দাস্যরসের অনুগত হইয়া এক একটী গৌণরস পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন গোলোকবৃন্দাবনে যে প্রকোষ্ঠে দাস্যরসের অবস্থান, সেই প্রকোষ্ঠেই মুখ্য দাস্যরসের অনুগত হইয়া সাতটী গৌণরস, প্রকোষ্ঠান্তরে মুখ্য বিশ্রম্ভপ্রীতি (সখ্যে) রসের অনুগত হইয়া সাতটী গৌণরস, অন্য প্রকোষ্ঠে মুখ্য বিশ্রম্ভপ্রেম (সখ্য) রসের পুষ্টিবিধানের জন্য সাতটী গৌণরস, অপর প্রকোষ্ঠে মুখ্য বিশ্রম্ভ বাৎসল্যরসের পুষ্টিসাধনের জন্য সাতটী গৌণরস এবং প্রকোষ্ঠান্তরে মুখ্য কান্তরসের পুষ্টিবিধানের জন্য সাতটী গৌণরস নিযুক্ত হইয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে। ইহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবারই সম্ভব। মধুর রসে অখিলরসামৃতমূর্ত্তির পূর্ণতম চমৎকারিতা প্রকাশিত হয়। বাৎসল্যরস পর্য্যন্ত রসাভাস লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু শ্রীরসরাজের নিকট সমস্ত রসই সর্ব্বক্ষণ সুষ্ঠুভাবে সুসমন্বিত হইয়া থাকে।

১৮০০ ডিগ্রিতে কোণজ সঙ্কীর্ণতা না থাকিলেও তাহা অর্দ্ধগোলোক-মাত্র, পূর্ণগোলোক নহে; তাহা নারায়ণের ঐশ্বর্য্য-ধারণার তুরীয় বৈকুণ্ঠলোক। কিন্তু ৩৬০০ ডিগ্রিতে পূর্ণ গোলোক। তাহাই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবার কেন্দ্রীভূত দ্বাদশ রসের যুগপৎ অবস্থান-ক্ষেত্র।

মাথুরমণ্ডলে কার্ত্তিকব্রত

রসের বিকৃতি, রসের বিরোধ, রসাভাস এবং কৃষ্ণভজনের প্রতি নানাপ্রকার উৎপাত অব্যবহিত-পূর্ব্বে প্রতীক হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলকে লোকলোচনের নিকট আবৃত করিতেছে দেখিয়া শ্রীরূপানুগবর দ্বাদশবনের চমৎকারিতা পুনঃ প্রচারের জন্য—সুকৃতিমন্ত ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তি-সদাচার পুনঃ সংস্থাপনের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর যে সময়ে ব্রজপরিক্রমা করিয়াছিলেন, সেই দামোদর মাসে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরভাগস্থ ললিতাকুণ্ডের তীরে অবস্থান ও শ্রীরাধাকুণ্ড-মহিমা কীর্ত্তন

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাকালে শ্রীরাধাকুণ্ড-তটের উত্তরভাগে শ্রীললিতাকুণ্ডের তীরে শিবাত্র-বাসের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া অনুক্ষণ শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহিমা কীর্ত্তন, শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধির সম্মুখে শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক ও শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি সংকীর্ত্তন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সান্নিধ্যে শ্রীব্রজবাসিগণের নিকট শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃত ব্যাখ্যা ও অভিভাষণ প্রদান করেন।

রূপানুগবর আচার্য্যের মুখে শ্রীরূপের উপদেশামৃতের

আবার, অকৃত্রিম শ্রীরূপানুগজনের বাস্তবতা ও চমৎকারিতার কথা স্মরণ করিয়া ব্রজবাসী পণ্ডিতকুলতিলক শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সার্থ গৌরাঙ্গিগণ, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণের অপ্রকটের পরে শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যের আগমনে শ্রীগৌড়ের শোভা পুনঃ সম্প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হইল, ইহা ব্রজবাসিগণ সন্দিহানচিত্তে জানাইয়াছিলেন।

সূর্য্যকুণ্ডে ও কাম্যবনে সশিষ্য শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর সমাধি আবিষ্কার

শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামী সূর্য্যকুণ্ডের তীরে শ্রীরাধাবল্লভদাস গোস্বামী ও তদীয় গুরুদেব শ্রীল মধুসূদনদাস গোস্বামী মহাশয়ের সমাধির আবিষ্কার এবং কাম্যবনে শ্রীকুণ্ডের তটে শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলবিগ্রহপ্রকাশকারী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের (প্রকাশানন্দ নহে) ভজনস্থলীর অনুসন্ধানও আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ব্রজমণ্ডলে আনুকরণিক সাম্প্রদায়িকতা-দর্শনে দুঃখ-প্রকাশ

ব্রজের সর্ব্বত্র গৌড়ীয়গণের অবৈধ অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য যেরূপ কতকটা আনুকরণিক-সম্প্রদায় অনর্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,—"আমার প্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের দ্বারা প্রকাশিত ব্রজের শোভা ও ব্রজের নির্ম্মল ভজন কপটতা-দ্বারা আবৃত করিবার জন্য যে-সকল আনুকরণিক সম্প্রদায় লোকের উপর অবৈধভাবে প্রভাববিস্তার করিতেছে, তাহাদিগের কপটতার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার কি একটীও লোক নাই? ইহা কি দুঃখের কথা। ইহার কারণ—গৌড়ীয়-নামধারিগণের নির্জ্জন ভজনের ছলনায় হরিকথা-শ্রবণে উদাসীনতা; গৌর-নিত্যানন্দের সেবাকে বিষয়-কার্য্যের অন্তর্ভুক্তকরণে ধারণা; ছলনাকর্ত্তনের উপদেশকে 'পরনিন্দা' বলিয়া ভ্রান্তি; সমাজের আদর্শ বা কৃষ্টির পক্ষসমর্থনকে 'সাম্প্রদায়িকতা,' 'সঙ্কীর্ণতা' বলিয়া কল্পনা এবং অহির্মুখ বহুর পক্ষসমর্থনকে 'উদারতা' বলিয়া জ্ঞান, কীর্ত্তন-প্রচারকে নিজ ও প্রতিষ্ঠা-সঞ্চার বলিয়া দোষারোপ করিয়া অধিকতর প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠার ও গোপনে সুবিধাভোগ-সংগ্রহ; কীর্ত্তন ছাড়িয়া—নাম-কীর্ত্তন বাদ দিয়া স্মরণের অভিনয় অর্থাৎ বৃক্ষকে ছাড়িয়া, বৃক্ষ-মূলের কৃত্রিম চেষ্টা; কল্পনা করিয়া মঞ্জরী, সখী প্রভৃতি ভাবনা,—ইহা পঞ্চোপাসক বা নির্ব্বিশেষবাদিগণেরই ন্যূনাধিক বিকৃত সংস্করণ। একদিকে অর্চ্চন-অনুষ্ঠানের অভিনয়, আর অপরদিকে মহাভাগবতগণের লীলা-স্মরণের বিকৃত অনুকরণ,—ইহাতেই কল-সব উল্টা হইয়াছে। শ্রীরূপ-সনাতন যে ভক্তিসদাচার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সকল কথা বহুবার বলে ভাসাইয়া দিয়া কৃত্রিমতার ব্যবসায়িগণ একেবারে ঘেঁটাইয়া ফেলিয়াছেন। কেবল কল্পনা-প্রসূত কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠান, দৈহিক ক্রিয়াকলাপ এবং প্রচ্ছন্নভাবে বিষয়-ভোগের ও ত্যাগের প্রবৃত্তি অহং-রস-পুষ্টিমার অবলম্বনরূপে ঐ সকল ছবিরথ;-অর্চ্চন-কারীর ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, তাহাদের পাল্লায় পড়িয়া উহারা প্রকৃত রূপানুগজনসণের সংস্পর্শমাত্রকে 'নিন্দা' ও ভজনবিরোধীকে 'শুদ্ধ' ভাবিতেছে। এই সকল কথা প্রভুপাদ এবার ব্রজের বনে বনে নগরের বাজে ব্রজবুলি, হিন্দি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরেজী উর্দ্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় নিজে বলিয়াছেন এবং অনুগজনের দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন। শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীবর্ষাণা, শ্রীগোবর্দ্ধনে, শ্রীকাম্যবনে, শ্রীনন্দগাঁও উচ্চরবে বহুলোকের সমক্ষে এইসকল কথা মুহুর্মুহু কীর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রভুপাদ যাহাদের ঐকান্তিক মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহাদের নিকট যেন হেঁচড়া পিটাইয়া এই সকল কথা জানাইয়া দিয়াছেন,—"মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ কর, শ্রীরূপের উপদেশামৃত পান কর, প্রবণের পথ বরণ কর, অকৃত্রিম রূপানুগের পাদপদ্ম আশ্রয় কর, কাল্পনিক ভজন করিও না, এঁচড়ে-পাকামি করিও না, অনধিকার-চর্চ্চা করিও না, কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করিও না, শ্রীনাম ছাড়িয়া লীলা-স্মরণের কপটতা দেখাইও না,—বঞ্চিত হইবে।"

মুক্তপুরুষগণের সাধ্যসারের কথা কীর্ত্তন

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমথুরায়, শ্রীরাধাকুণ্ডতটে, শ্রীবার্ষিটে, শ্রীকামবনে, শ্রীবর্ষাণে ও শ্রীব্রজের বনে বনে মুক্তপুরুষগণের সিদ্ধি ও সাধ্যসারের চরম কথাসমূহ কৃপাপূর্ব্বক নিজ-জনগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীনামহট্টাঙ্গনে শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহ-উৎসব

শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীল

গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-উৎসবের সঙ্কীর্তন-মহাযজ্ঞে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীহরিদ্বারে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ

শ্রীভক্তিসর্বস্বপরিক্রমার শেষভাগে শ্রীল প্রভুপাদ হিমালয়-হরিদ্বারস্থিত শ্রীহরিদ্বার-শ্রীমায়াপুরে শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়-মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীধাম-মায়াপুরের অপর একটী সংস্করণই হরিদ্বার-মায়াপুর। ইহা লক্ষ যোজন পুরীর অন্তর্গত বলিয়া সাধারণ কর্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত। কিন্তু কর্মী ও জ্ঞানীদিগের বদ্ধ ও মোক্ষের ধারণা হইতে মুক্তিই শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত মুক্তি—স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত মুক্তি—বেদান্তের প্রতিপাদ্য মুক্তি। নিত্যসিদ্ধ মায়ার হরিসেবাই পরমা-মুক্তি। ইহাই শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বস্তু।

ইংরেজী ভাষায় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" গ্রন্থ ও আসামী ভাষায় "কীর্ত্তন"পত্র

বিগতবর্ষে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার লেখনীনিঃসৃত একটী ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রভুপাদের শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত আসামপ্রদেশে একজন আদর্শ পুরোহিত অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এবং ও মহোদয়ের অধিষ্ঠান স্বরূপের কৃপাবলে ইংরেজী ভাষায় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক শ্রীচৈতন্য-দেবের চরিতগাথাপূর্ণ এবং নানা গৌড়সিদ্ধান্ত-শোভিত একটী বিরাট্ গ্রন্থের প্রথম ভাগ অতি সত্বরই মাদ্রাজ-শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত হইতেছেন। বিভিন্ন ভাষার দুইখানি পারমার্থিক পত্রের অনুভব হইয়া আসামী ভাষায় "কীর্ত্তন" নামক একটী পারমার্থিক মাসিক পত্র শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস বেদান্তশাস্ত্রী বি, এল্, বি,টি, মহোদয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতেছেন।

ঢাকায় ভাগবত-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন ও হরিকথা-প্রচার

গত জানুয়ারী মাসে (১৯৩৩) শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানা নগরী ঢাকা-সহরে এক অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব বিরাট্ পরমার্থ-শিক্ষার প্রদর্শনী উদ্ঘাটন এবং তথায় সপার্ষদে মাসাধিক-কাল-অবস্থান-পূর্ব্বক অক্লান্ত হরিকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদের সপার্ষদে পদার্পণ-বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ [illegible] বীজস্তম্ভপ্রায় নিঃস্রোতায়"—এই ভাবনাটীকে পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিয়া প্রভুপাদের সঙ্গী ভক্তগণ সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে। ঢাকা সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-উদ্যোগকর্তৃগণ তাঁহার প্রদত্ত "প্রদর্শনীকের অভিভাষণ" পূর্ব্বদিবসের প্রণালী নিরূপণ করিয়াছে। শ্রীভাগবত-শিক্ষার প্রদর্শনীর দ্বারা অবকল্পময়ী প্রদর্শিকার ঐরূপ প্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক, অভিনব ও সাধারণ প্রবর্ত্তনাতিত প্রতিনিধি ভগবদ্ভক্ত যুগগুরু অবতারকারী বলিয়া সকলকেই সাধারণভাবে এক-বাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে। একদিকে যেমন ঐ প্রদর্শনী পূর্ব্বদিবসে বহুল-প্রচারিত প্রাকৃত সহজিয়ামত, তথাকথিত সমন্বয়বাদ, স্ব স্ব রুচির অনুকরণ-ধর্ম্মস্বীকারাদি দুর্বিধারণা, সংখ্যাধিক্যের অনুপাতে মত-নিরূপণ, বহুত্বে সত্যমেধ-কল্পনা, পরমেশ্বরে মনুষ্য ও প্রাকৃত-জীব-আরোপ প্রভৃতি মনোধর্ম্মের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়াছে, অপর-দিকে তেমনি নিকপট সত্য শিক্ষিত-সমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অসমোর্দ্ধ সৌকর্য্য। কথা প্রকাশ করিয়াছে। কৃষ্ণ যেরূপ মথুরার প্রজাকে এক এক জনের চিত্তবৃত্তির অনুপাতে এক এক-রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, আর ব্রজবাসিগণ যেরূপ কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপে কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারিত লোকের চিত্তবৃত্তির অনুপাতে তাহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যাঁহারা একমাত্র ঐকান্তিক অনবিল সত্য জানিবার জন্য অকপট ছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ ও সত্য-প্রচারের অনাবিল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ঔদার্য্যবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ প্রকাশ-বিগ্রহ ও মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণকারীরূপে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক দানসমূহকে হরিকথাকীর্ত্তন-প্রচারেনিয়োগ

বিজ্ঞানের দান-সমূহ মানবজাতিকে আপাত ভোগের সহায়তা করিয়া বিনাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার যে ইন্দ্রজাল, বুনিয়াছে, সেই বিনাশের জাল হইতে দেবার মুক্ত পথে—হরিকীর্ত্তন-প্রচারের সহায়তায় সমস্ত বিজ্ঞান নিযুক্ত হইলে বৈজ্ঞানিক জগতের সার্থকতা ও চরমতা, ইহা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে প্রকাশ করিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে স্থল-পথে বাষ্পীয়যান, বৈদ্যুতিক যানসমূহ হরিকথা-প্রচারে

নিযুক্ত হইয়াছিল। মহীয়ঃকৃত দেশসমূহে হরিকথা-প্রচারের জন্য এদেশের বেগবান্ জনযানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জগতের বহির্মুখ প্রগতি হরিসেবার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া অধিকতর দ্রুতবেগে মানবসমাজকে লইয়া পলায়ন না করে,—এজন্য বৈজ্ঞানিক জগতের আধুনিকতাকে শ্রীহরি-কীর্ত্তন-প্রচারে নিযুক্ত ও সমন্বিত করিয়া বহির্মুখতা-ব্যাধির চিকিৎসার নানাপ্রকার আয়োজন হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে হয় ত' ভারতীয় জলধি এবং সাগর, মহাসাগর অতিক্রম করিয়া জলযান, স্থলযান, এমন কি, ব্যোমযানও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে। পাশ্চাত্য-প্রদেশে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম প্রচার করিয়া—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"—এই বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী অচিরেই উড্ডীন হইবে। সকলের নিকট সেই ভাগবতের বাণী—সেই কৈবল্যৈক-প্রয়োজন—একমাত্র প্রয়োজন কেবলা ভক্তির কথা কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে, যে প্রয়োজন বা ফলের কথা ব্রহ্মসূত্রের ফলপাদের উপসংহারে গান করিয়াছেন—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—শব্দব্রহ্মের বা অপ্রাকৃত শ্রীনামের আবৃত্তি হইতেই অনাবৃত্তি বা প্রকৃত মুক্তি সিদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধির অন্য কোন পথই নাই ;—ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ গৌড়ীয়বর্গের এবং আচার্য্যের একমাত্র কথা।

আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-পূজার মন্ত্র

আচার্য্যের আবির্ভাব-তিথিতে আচার্য্যের এই গানই আমাদের চেতনকে মুখর করিয়া তুলুক। আমরা সমস্বরে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার অশোক, অভয় ও অমৃত শ্রীপাদপদ্মে আত্মাঞ্জলি প্রদান করিতে করিতে যেন বলিতে পারি,—

"নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে।
নমস্তে গৌরবাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধমতধ্বান্তবিনাশিনে॥"

* গোবিন্দ } কলিকাতা
*** গৌরাঙ্গ } শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে দীনের অঞ্জলি

নিত্য সত্য সনাতন আজিকার দিন—
প্রকটিত ধরাধামে,
নাশিতে দুর্দ্দিন।
শাশ্বত সুন্দর—
প্রণতি হে তিথি তোমা,
সর্ব্ব শুভকর।
করুণাময় কেবল।
যাঁহার প্রভাবে কলিহত ধরা ভুলেছিল লোক শ্রীহরিকথা।
"মুক্তি, মুক্তি" রব নিশাচিনী সাধিত আপন উদ্ধমতা॥
কপটমুনির বৃথা আস্ফালনে ছেয়ে গিয়াছিল সারাটি দেশ।
প্রেমের বারতা কেহ জানিত না, না ছিল (কৃষ্ণ) ভক্তিপরবেশ॥

সত্য উপকার কে-ই বা জানিত। উপকার-কাণ্ডে সরল জন।
মোহিনী মায়ার দূর্ত্ত সেবকে করিত আপন ব' কিছু দান॥
মন্দভাগ্যজীব-জগতের সৌভাগ্য-রবি উদিত করি'।
প্রকটিলে দেব! সুসজ্জিত, নীলাচলধামে শরীর ধরি'॥
মৃত্যুমলিন বিরাট্ বিশ্বে, মিলাইতে কৃপাকৃতকায়।
ত্রিতাপ-তাপিত অমৃত জীবের নাশিবারে চির হাহাকার॥
কোটী অভাবের তাড়না-তাড়িত মরণ পাংশু ধরার জীবে।
স্বভাবের বেশে করিয়া স্থাপন, প্রদানিতে প্রেমঃ, চরম বিবে॥
গোলোক হইতে এলেছ হে প্রভো! করুণাসিন্ধু বদান্যবর।
তাপিতে তারিতে এই অবনীতে গোলোকের বাণী প্রচারপর॥
হে করুণাকর! কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবর! তোমার কৃপার তুলনা নাই।
পতিত জীবের দুর্গতি নাশি' তুমিই মাত্র শরণ ঠাঁই॥
"বিকারী রোগীর" অবস্থা সম, সবেই আমরা বিমুখ জন।
কেহ নাহি চাই কল্যাণপ্রদা বিশ্বাসে যাহা সুস্থ মন॥
বিকার নাশিয়া স্বরূপে জাগাতে অসংখ্য উপায় আবিষ্কার।
শ্রীহরিসেবনধর্ম্ম নিয়তে ধন্য তোমায় চেষ্টা সার॥
সুশিক্ষা-পীড়িত মানব-সমাজে প্রকৃত সুশিক্ষা-প্রদান-তরে।
জ্ঞানভক্ত-সার সংগ্রহ করি' সুধাকারে তা'র সেথানে ধরে'॥
ধন্য অপার অতুল করুণা অশ্রুতপূর্ব্ব চমৎকার।
মূর্খবিজ্ঞে প্রকাশিলে তবে সনাতন-রূপশিক্ষা-সার॥
সংসিদ্ধান্তরাশি প্রকাশ-নিপুণ তোমারি করুণাকটাক্ষবলে।
(আজি) নিত্য-তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত পুনঃ অবনীতলে॥
সিন্ধু হইতে সিন্ধির শিখর, প্রতি ঘরে ঘরে নগর-মাঝ।
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন বিজয়-কেতন দীপ্ত গরবে বিরাজে আজ॥
জড়ের নেশায় দুষ্কৃত-মগন মৃত্যুবিষাদে আছিল যা'রা।
(তব) চেতন-গীতির সুর-সুধুনী টুটাল তা'দের রুদ্ধ-কারা॥
নিশানি যখন পাইয়া চেতন, কল্প স্বপন ছুটিয়া আসি'।
পতিতপাবন! তবপদমূল লভিছে অমূল্য রত্নরাশি॥
অভক্তি-পঙ্কিল কর্ম্মকূট ভ্রান্তজীবেরে আনিয়া নিধি।
শিখালে সহজ-সেবা-বিজ্ঞান সরল মধুর ভক্তি-বিধি॥
ভক্তি সর্ব্বোত্তমা, সর্ব্বাধিকা দেবী, জানালে তাঁহার শক্তি।
দুর্ব্বলা নহে, নয় সে অক্ষমা, পরম সবলা শ্রেষ্ঠা বৃত্তি॥
আজি নানাদেশ ব্যাপী, নানা ভাষা ভাষী, মিলিত কণ্ঠে গাহিছে জয়।
সেবা-ভাস্কর প্রকাশ তাহাতে সাজাটি ভুবন দীপ্তিময়॥
নানা সুরে আজ উঠিতেছে তান সুপ্তক-প্রবাহ উছলি' যায়।
প্রণত-সুরেতে তোমার প্রকাশ, সুখসিন্ধু-সীমা না পায়॥

(আজি) তোমারি বন্ধন-তরে অন্তর ক্রন্দন করে,
তাহা নাই, নাহি স্বল্প মোর।
দিতে সঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি কোথায় কুসুমাবলি,
আনিয়াছি শুধু অশ্রুলোর॥
হে গোবিন্দ প্রিয়তম! এ বড় অরণ্য মম,
তুমি যেথে করুণা-নিলয়।
তোমার ও মনরম, কৃপাময় পাদপদ্ম,
এ অধম মাগিছে আশ্রয়॥

করিরাজার, চাকা
৫ গোবিন্দ, ৪৪৬-গৌরাব্দ

ভবদীয় শ্রীচরণকৃপাকণপ্রার্থিনী
পরিত্রাজক-বধূ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের

উনষষ্টিতমাবির্ভাবমহোৎসবে শ্রীব্যাসপূজাবাসরে—

ভক্ত্যর্ঘ্য

(১)

নিখিল-বৈষম্যতাকে সেবোন্মুখতায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যে তিথিবধূ বসন্তরাগের রাগিণী গাহিতে গাহিতে আনন্দোল্লসিত-চিত্তে ফাল্গুনী-পূর্ণিমার অকলঙ্কশশী শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীচরণনখচন্দ্রিমার মধুজ্জ্বল শোভা-প্রদর্শক, কৃপানুসরণ গৌরশ্রেষ্ঠ পরমহংস-লীলাভিনয়কারী মহাচার্য্য, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্মৃতিকে স্মরণে ধারণ-পূর্ব্বক তদীয় অনুগতজনের চিত্তস্তম্ভরূপে কৃপা করিয়া অতিবিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি শ্রীচৈতন্যমঠাগ্রে সেই ভক্তিজননী 'ধাত্রী ফল্গু-পঞ্চমী' তিথিকে সাদর-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। হে মাধব-তিথি! আপনি আমার আত্মবন্ধুকে প্রণত করিয়া নিত্য-সেব্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সুষ্ঠু অর্চ্চনাধিকার-দানে আমাকে শ্রীব্যাসপূজাব্রত-উদ্‌যাপনে সুযোগ প্রদান করুন।

(২)

ত্রিকাল-সত্য অনুবস্তু শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রপঞ্চ-প্রকট-লীলা লক্ষ্য করিয়া আমি যেন তাঁহাকে প্রকৃতির অন্তর্গত দেশ ও কালে উদ্ভূত প্রাকৃতনায়কগণের অন্যতম বলিয়া বিবর্ত্তে পতিত না হই।

আমার বদ্ধভূমিকার অবস্থিতি-কালে নিত্য-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অলাতচক্রবৎ ঘূর্ণ্যমান লীলাচক্রে যখন মাদৃশ পতিতাধমকে কৃপা করিবার জন্য প্রপঞ্চাভিমুখ হয়েন, মুক্তজগতের সেই কালকে লক্ষ্য করিয়াই আমি আমার অপূর্ণ-বৈষম্যতার বদ্ধপ্রতীতিতে অখণ্ডকালাকার চরাচরব্যাপ্ত অজ গুরুপাদপদ্মকে দেশ ও কালে প্রকটিত বলিয়া কল্পনা করি। কিন্তু মুক্তপ্রতীতিতে তাঁহার অপ্রাকৃত আবির্ভাব-লীলায় ঐ প্রকার খণ্ড দেশ ও কালের অপেক্ষা দৃষ্ট হয় না; কারণ, তিনি পরমবস্তুর স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু।

ন্যাদিগ্রাহিত সবিদাধরণতো আমি যেন শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মের আবির্ভাব-লীলার অন্বেষণ সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ত্রিকালসত্য জগন্নাথ-সুত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ বাস্তবসত্যবস্তুরূপে জানিতে পারি।

প্রাকৃতজগতের প্রাকৃত-নায়ক-পূজার প্রাকৃতভাবসমূহ যেন অধোক্ষজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-পূজায় আরোপ না করি, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক বৃত্তিই যেন শ্রীব্যাসপূজার মূল নৈবেদ্যরূপ হয়।

(৩)

যখন মায়ার কৈঙ্কর্য্যে অবস্থিত জৌপী ও ত্যাগীরূপে 'গুরু'-সজ্ঞায় সজ্জিত 'নধু'-সম্প্রদায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি অনিত্য দেহ-মনোধর্ম্মসমূহকেই 'বাস্তব-ধর্ম্ম' বলিয়া শিক্ষা দিতেছিল, অপরদিকে প্রচ্ছন্ন ভূসাম্প্রদায়িক এক নূতন অপসম্প্রদায় 'যত মত তত পথ'এর ধুয়া তুলিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট চিজ্জড়সমন্বয়ের (?) বাহাদুরি প্রদর্শন করিতেছিল এবং প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের গোঁজামিত্রের ও ঘর্ষটবৈরাগি-গণ ব্যভিচারময় ঘৃণিত জীবন যাপন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণকমলবর্ণিত অপ্রাকৃত চিত্রসের বিকৃত প্রতিফলন অনুকরণ বা অনুরোগ কামকেই 'প্রেম' এবং 'চারি আনার ভাব'-কেলিকেই অতিক্রান্ত-ভাবনাবর্ত্ম তদনবোজ্জন-চিত্তে স্বয়ং-আবির্ভূত অপ্রাকৃতভাব বলিয়া বিবর্ত্ত উপস্থিত করিতেছিল, তখন ভক্ত-বেষধারী ছলনাগণের প্রবঞ্চনাময় বাক্‌চাতুরীতে মোহপ্রাপ্ত হইয়া গৌরবের পথকেই বর্ত্মাভাসের রাজকীয় সোপান বলিয়া মনুষ্যবৎ ধাবিত হইতেছিলাম। এতাদৃশী দুর্দ্দশার করালকবল হইতে উদ্ধারের জন্য আমি অনিচ্ছুক হইলেও ভবরোগ-বৈদ্যরাজরূপে বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বেদ-বাণী নিরন্তর কর্ণপটাহে কীর্ত্তন-পূর্ব্বক 'কর্ণবেধ'-সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ 'নাম-মন্ত্র দীক্ষা' দ্বারা বৈষ্ণব এবং সাবিত্র-সংস্কারে সংস্কার-বিধান-পূর্ব্বক যিনি তদীয় সর্ব্বলোকমোহভঞ্জনকারী কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণারবিন্দে নিত্য আশ্রয় দিয়া নিতান্ত অযোগ্য হইলেও মহাবদান্যগুরুরূপে সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন, আজ তাঁহারই শুভ প্রকট-বাসরে সেই অভিন্ন-ব্যাসগুরু, আমার নিত্যারাধ্য প্রভুবর শ্রীশ্রীচৈতন্যসরস্বতীর শ্রীচরণকমলে ভক্তার্ঘ্য সমর্পণের আশাবেষ হৃদয়ে লইয়া ভক্তভক্ত-গোষ্ঠীতে সমবেত হইয়াছি।

(৪)

পতিতপাবন প্রভো! আপনি স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্য-গুণে, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকারী হরিপাদপদ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত হরিবহির্মুখজনের ভীষণ পরিণাম চিন্তা করিয়া করুণা-পরিপূর্ণ হৃদয়ে মায়ার আবরণী শক্তি-কর্ত্তৃক আবৃত নিখিল আত্মসমাজকে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' এই শ্রুতিমন্ত্র-কীর্ত্তন-দ্বারা জাগ্রত করিবার জন্যই শুভা মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী-তিথিকে ধন্য করিয়া প্রাপঞ্চিক-কালগণনায় উনষষ্টিতম বৎসর পূর্ব্বে প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন।

মায়ার স্বরূপ-বিস্মৃত, মায়া-কবলিত, ত্রিতাপ-জর্জ্জরিত ভবকারাগারে নিক্ষিপ্ত জীবের প্রতি আপনার এই আবির্ভাব-লীলারূপ অধোক্ষজকৃপাধারা নিত্যকাল বর্ষিত হউক।

আপনার কৃপাবারি-সিঞ্চিত পুতাত্মা ভক্তভক্তিক্রমে শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীচরণ-সরোরুহের সেবাধিকার-লাভে ধন্য হইয়া 'ওঁ তুমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি' এই শ্রুতি-গান-দ্বারা আপনার বন্দনা করিবার যোগ্যতা লাভ করুক—ইহাই প্রার্থনা।

(৫)

হে বেদাম্বরেকপুরুষাভিন্ন-বিগ্রহ! ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের "সেই সে পরমবন্ধু, সেই পিতামাতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥"—এই বাক্যে আপনিই যে আমার বাস্তবপিতা, তাহা জানিবার সুযোগ পাইয়াছি। প্রাকৃত-জগতে যে পিতামাতার পরিচয় পাই, তাহা কেবল দেহ-সম্বন্ধেই সম্বন্ধ-মাত্র। দেহ যতদিন থাকে, ততদিন তাঁহাদের পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দাবী থাকে এবং দেহ-থাকা-কালাবধি আমিও পুত্রত্বের অভিমান করিতে পারি। কিন্তু আপনার পিতৃত্বে ঐ প্রকার জড়সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না।

উপনয়ন-সংস্কার-কালে মধীয় ঈষদ্ বিকশিত আত্ম-বৃত্তিকে লালন-জন্য শ্রুতিমাতার ক্রোড়ে আশ্রয়-প্রদান-পূর্ব্বক দ্বিতীয় এবং নাম ও মন্ত্র-প্রদান-দ্বারা তৃতীয় জন্মের জনকত্ব-সূত্রে আপনার নিত্য অপ্রাকৃত পিতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। আমি যেন আপনা হইতে অভিন্না শ্রুতিমাতায় আনুগত্য এবং আপনার পালকত্বের কথা বিস্মৃত না হইয়া শ্রীপাদপদ্মে নিত্যদাসরূপ পুরুষ-সত্তাকে পূর্ণপ্রস্ফুটিত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি। আপনার অপ্রাকৃতত্বের-সম্বন্ধিত্ব

অনুধাবন নিত্যকাল আপনার সঙ্গে নিযুক্ত থাকুক। আমি যেন শ্রীব্যাস-আসনে অবস্থিত থাকিয়া কবিকুল-গুরু চূড়া-গোস্বামী বলিয়া পরিচয় দিবার পরিবর্ত্তে একান্ত শাখার পরমহংসকুলজাত অনুচ্চগোস্বামী বলিয়া নিজেকে জানিতে পারি—হে নিত্যঃ। আপনার শ্রীপাদপদ্মে আজ ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

(৬)

নিত্যারাধ্য প্রভো! আপনি শ্রীশ্রীরাধাকানন্দীরই অভিন্ন-বিগ্রহ। আপনি সাক্ষাৎ হরিবস্তু হইয়াও আত্মাভিমানে শ্রীশ্রীরাধাকানন্দীমিথুনের শ্রেষ্ঠ সেবকরূপে অভিন্ন-নিত্যানন্দ বিগ্রহ। শ্রীবিদ্যানন্দ-প্রভু যে-প্রকার জীব-দুঃখে কাতর হইয়া ধরার মূর্ত্ত বিগ্রহ-রূপে পতিতাধম-নির্ব্বিশেষে পরমপাত্র-মাত্রকেই শ্রীহরিনামে স্নান দিয়া কৃষ্ণপাদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, হে অমন্দোদয়দয়াধারিণি, আপনি সেই লীলারই পুনরাভিনয় করিতেছেন। আপনার লীলা-সমুদ্রোদ্ভব তরঙ্গমালার একটু কণের স্পর্শ পাইয়া কত শত-সহস্র সৌভাগ্যবান্ জীব কৃতার্থাভিমান হইয়াছেন ও হইতেছেন। হে যুগাচার্য্যবর্য্য! আজ আপনার অনুগত সেবকবৃন্দ তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-চিত্তে অবস্থিত শ্রীগুরুবাক্যের অপ্রাকৃত সৌরভে পূর্ণ আপনার শ্রীতিপ্রদ বিচিত্র কুসুমরাজি চয়ন-পূর্ব্বক শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই পরমপবিত্র সেবা-সম্ভারের তুলনায় আমার এই ক্ষুদ্র সেবোপকরণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য হইলেও আপনি কায়মনোবাক্যে সেবা-চেষ্টা দেখিলেই তাহাকে উপেক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে তাহাতেই তৃপ্তি বোধ করেন জানিয়া কেবল সেই ভরসায় আশান্বিত হইয়া এই 'অকার্য্য' শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি-দানের বাসনা করিতেছি। আমার নিত্য-সম্বন্ধে অবস্থিতি-কালে প্রাকৃতভাবমিশ্র উপকরণসমূহ আপনার অপ্রাকৃত শ্রীপাদপদ্ম-স্পর্শের যোগ্য নহে জানি, কিন্তু বর্ত্তমানে আমার অন্য কোনপ্রকার যোগ্যতাও নাই, অন্তর্যামি-সূত্রে তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। তবে যদি কৃপা করিয়া আপনার বিশুদ্ধসত্ত্বভূমিকায় আকর্ষণ-পূর্ব্বক রসোন্মেষিত আমার শুদ্ধ আত্মাকে 'অকার্য্য'-স্বরূপ আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে স্থান দান করেন, তাহা হইলেই মাদৃশ পতিতাধমের শ্রীব্যাসপূজা-প্রচেষ্টা সফল হয়, ধন্য হয়, পূর্ণ হয়।

"নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীগৌরকানন্দীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
হরিসম্বন্ধ-বিজ্ঞান-দায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥"

৪৪৬ গৌরাব্দ,
৫ গোবিন্দ,
ফাল্গুনী।

ভবদীয় নিতান্ত অযোগ্য সেবকাভাস
শ্রীঅতীন্দ্রিয় দাসাধিকারী
(বেদান্তবাচস্পতি)

শ্রীব্যাস-পূজোৎসব
শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

স্থান—অধিষ্ঠানরম্য নাটমন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
কাল—৭ই ফাল্গুন (১৩৩৯), ইং ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

আমার নিজের কোন কথা নেই। বৈদূষ্যপূর্ণ বাগ্বৈভব-সূত্রে আমার শুরুপাদপদ্ম আমার নিকট যে-সকল কথা ব'লেছেন, সেই সকল কথাকেই জগতের নিকট বহন কর্‌বার জন্য তিনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু আমি সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য, আমার ভাষাজ্ঞান নেই, সর্ব্ব-বিষয়ে অযোগ্যতাই আমার সম্পত্তি। এরূপ অযোগ্যকে একমাত্র ভগবানের দয়াই রক্ষা কর্‌তে পারে।

যদি নিজের কোন সৎকর্ম্মসম্পত্তি অর্জ্জিত থাকত, তা

হ'লে আমি তা'র দাবী কর্‌তে পারতাম। কিন্তু আমি সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাকে তৃণাদপি সুনীচ হ'তে বলেছেন, যে তৃণের উপর গো-মহিষ পশু-সকল বিচরণ করে, তা' হ'তেও ছোট হ'তে বলেছেন; কিন্তু আমি তা' হ'তে পারি নাই।

যদিও আমি প্রকৃতই তৃণ হ'তেও ছোট, যদিও আমি আমার পূর্ব্বগুরুর কাছ হ'তে শুনেছি,—

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তা'র পাপ হয়॥"

তথাপি আমাকে প্রচুর পরিমাণে অহঙ্কার অধিকার ক'রেছে। সমগ্র জগৎকে আমি বিষ্ণুসেবাপর দেখ্‌তে পাই না। জগতের বহু লোক আমার যোগ্যতার সেরা দেখে' তা' যখন কর্‌তে চান, অনেক সময় আমি তাঁ'দের অনেক কাজের সময় গ্রহণ ক'রে থাকি। মানবজাতির ভাষায় আমার অধিকার এত কম যে, মানবজাতিকে আমার এক কথা বুঝাতে অনেক সময় লাগে অথচ আমাকে অনুক্ষণই বহু ভাগার কথা বল্‌তে হয়।

মাঝে মাঝে মনে হয়, সকলেই হরিভজন কর্‌ছেন, আমি কেবল বাকী থেকে গেলাম। আবার মনে হয়, জগতে কি এত নির্ব্বোধ নিষ্ঠুর লোক আছেন, যাঁ'রা আমাকে দুর্ব্বল দেখে' আমাকে হরিভজনে নিয়োগ কর্‌তে চান না? হয় ত' অনেকে আমার শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির শুশ্রূষা করেন, কিন্তু আমাকে হরিভজনে সহায়তা কর্‌বার লোক খুবই কম।

৫০ বছর কেটে গেছে, "বাট্ বাট্" ক'রে কত লোকের আশীর্ব্বাদ পেলাম; কিন্তু হরিভজন কর্‌তে পার্‌লাম না। যদি হরিভজন কর্‌তে পার্‌তাম, তা'হ'লে জগতের অনেকে হরিভজন কর্‌তেন এবং আমায় আনন্দবিধান কর্‌তেন। আমি 'তৃণাদপি সুনীচ', 'তরোরিব সহিষ্ণু' হ'তে পার্‌লাম না, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৩ ঘণ্টাই হরিনাম কর্‌তে পার্‌ছি না, অনেক সময় বিশ্রামের জন্য দিতে হয়। অনেক সময় হরিভজন কর্‌তে চেষ্টা করি, কিন্তু হরিভজন না করে বিষয়-প্রবৃত্তি গ্রাস করে। জগতের হরিভজন হ'ল না, সেজন্য আমি ব্যস্ত, কিন্তু আমার যে হরিভজন হ'ল না, সে-দিকে দৃষ্টি নেই। সূচ যেমন চালুনিকে দোষারোপ করে। এটা বিপৎসন্নিবেশের ফল। ভক্তির কথা সর্ব্বতোভাবে আলোচনা না করার দরুণই আমার দুর্গতি উপস্থিত হ'য়েছে। আমার এই দুর্গতি * দেখে' আপনারা হরিভজনের কথা হ'তে বিচলিত হ'বেন না।

জগতে নানা কথা প্রচলিত আছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন,—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

সেই তত্ত্ববস্তুকে কেহ ব্রহ্ম বলেন, কেহ পরমাত্মা বলেন, কেহ ভগবান্ বলেন; জিনিষটা—অধয়জ্ঞান, অধয়জ্ঞানে দ্বৈধতা নেই, দ্বৈচিত্র্য আছে। একটী তত্ত্ববস্তুই ত্রিবিধরূপে বিভাবিত হচ্ছেন, অধয়জ্ঞান জিনিষটা বিভিন্ন প্রতীতি-দায়ক নহেন। ব্রহ্মবস্তুকে যদি ভগবত্তার সহিত পৃথক্ বা খণ্ডিতবস্তু ব'লে কেহ বিবেচনা করেন, তা' হ'লে অধয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত হবে যায়। অনেকে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত, তাঁ'রা সুপ্রকাশবিশেষের বেষ্টনীর ভিতর ব্রহ্মের ঘাড়ে চাপা'বার জন্য ব্যস্ত।

শ্রীগীতায় দেখ্‌তে পাই—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

এখানে প্রাণবিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রাণহীন বস্তু-সমূহের আলোচনা আমরা দেখ্‌তে পাই। প্রাণহীন বস্তুকে আমরা অচিৎ বা জড়সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করি। এখানে যে-বস্তুটী অচিৎ, আমরা তা'র প্রভু হ'তে পারি,—এরূপ ধরণের চিন্তাস্রোত প্রবল হওয়ায় ব্রহ্ম বস্তুটীকেও সেই জাতীয়ে পরিণত করা যায়—এরূপ একটা অন্তর্নিহিত বিমুখতার প্রবৃত্তি আমাদিগকে ক্ষয়রোগের মত গ্রাস ক'রে বসে। তখনই আমরা ভগবৎ ও পরমাত্মা হ'তে পৃথগ্‌ভাবে ব্রহ্ম নিরূপণ কর্‌তে চাই। "বৃংহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ চ ব্রহ্ম"।

যে বস্তু তারতম্যবিচারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, এরূপ ধরণের

* নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণবিমুখ জগতের নিত্যমঙ্গল-বিধানের জন্য ত্রিদণ্ডস্বামীর এই দৈন্যোক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেক বিপ্রলম্ভসাধীর অনুধাবনের বিষয় হউক। গৌঃ সঃ

বিচার ব্রহ্ম-শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত হ'য়ে থাকে। সাধ্য বস্তুকৃতি-লক্ষণ অপসারিত হ'য়ে ব্রহ্ম-শব্দে লক্ষিত হয়। ব্রহ্ম-শব্দে যে-গুলিকে বাদ দেওয়া গেল, পরমাত্ম-শব্দে সে-গুলিকে বাদ দেওয়া যাবে না, এই বিচারে ভূমার বিচার তা'র অন্তর্ভুক্ত হ'ল। বহির্জগতের realistic বিচার অবলম্বন ক'রে অন্যাভিধাবাদী যেরূপ বিচার করেন, তা'তে আমাদের বর্ত্তমান আংশিক দর্শনজনিত আলোচনা হয়।

আমাদের বস্তুদর্শন হয় না, বস্তুর শক্তি-পরিণতি দর্শন হচ্ছে। কালদর্শের দ্বারা আমরা বৈশম্যটা দেখ্‌ছি। অন্যান্য চিন্তাস্রোতের দ্বারা এক ধারণা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায়, যা' conception এর মধ্যে stagnant ক'রে রিলায়, তা' ক্ষয়-প্রাপ্ত হ'তে গেল। খণ্ডিত ধারণার আবদ্ধ থেকে মানব-জাতির মধ্যে বহু চিন্তাবৃত্তি উদিত হ'য়েছে। তা'দের ভোগবাসনা বা ত্যাগবাসনা প্রবল থাকার ফলে যে বিকৃত ধারণা এসে উপস্থিত হ'য়েছে, তা'র একটা আখ্যায়িকা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখ্‌তে পাই,—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥

(ভাঃ ১।৭।৩-৭)

যা'রা অজ্ঞান, তা'রা শোকে অভিভূত হয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হ'তে শোকের উৎপত্তি হ'য়ে থাকে। শোক, মোহ ও ভয় আমাদিগকে গ্রাস করে। ভগবান্ ভোগ্যপদার্থ নহেন, ইহা যে-কাল পর্য্যন্ত উপলব্ধি না হ'বে, সে-কাল পর্য্যন্ত ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি হ'বে না। জড়জগতের প্রত্যেক সেবাই দুর্গাই। যদি জড়জগতের বস্তুর সেবা করি, তা' হ'লে জড়ত্রাগ্নি-সম্প্রদায় আমাদের উপর খুব্ ফেল্‌বে। যেমন কুকুরের সেবা কর্‌লে আমাদিগকে 'ডাগী' বলে, ঘোড়ার সেবা কর্‌লে 'সহিস' বলে, চাষ্ড়ার সেবা কর্‌লে 'চামার' বলে,—এরূপ ধরণে এক একটা বস্তুর সেবকসূত্রে আমরা অপরের দ্বারা নিন্দিত হই। ভক্তি না হ'য়ে ভুক্তির ভক্তায় জড়ীয় আমাদিগের এরূপ দুর্গতি ঘটেছে। কিন্তু ভগবান্ পরম কারুণিক। তিনি আমাদের জন্য এই তৃতীয়ধামের রাজ্যেও চতুর্থ, পঞ্চম ও অপরিমিত ধামের রাজ্যের কথা অবতরণ করান।

যোগায়ন ঋষির বিচার অবলম্বন-পূর্ব্বক আচার্য্য লক্ষণ-দেশিক চিৎ, অচিৎ ও তা'র ঈশ্বরের কথা প্রচার ক'রে-ছিলেন। কিন্তু চেতনের ঈশ্বর, অচেতনের ঈশ্বর—তাঁ'র এক প্রকার শক্তিতে চেতনধর্ম্মের নিত্যত্ব, আর এক প্রকার শক্তিতে চেতনধর্ম্মের অন্তর্ধিতি, আবৃতাবস্থা ব'লে আমরা বস্তুর পূর্ণ পরিচয় বা অখণ্ড পরিচয় পাই না।

ভগবদ্বস্তু অধোক্ষজ—"অধঃকৃতং অক্ষজং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন"। ভগবদ্বস্তু তা'কেই বলে, যিনি মানবের ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ হন না। যা' মানবের ইন্দ্রিয়ের কবলে আবদ্ধ হয়, তা' পুরুষ, তা' abstract formএই থাকুক, আর concrete formএই থাকুক। এরূপ বস্তুর কথা mere concoction. খানিকটা মূর্খতা পরিহার কর্‌লেই যে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা সঙ্গে সঙ্গে বিদূরিত হয়, তা' নহে। বহির্জগতের বস্তুসমূহের ধারণা হ'তে পৃথক্ ক'রে যে ব্রহ্মধারণা করা যায়, তা' নহে; জড়ের চেষ্টা নিরাস করা ঠিক, কিন্তু সেখানেই ইতি নহে। অপ্রাকৃতকে জড় বলা উচিত নহে। Relativity খেয়ে গেলে Absolute হ'বে। আমরা বাস্তব Positive assertion চাই, negative আবর্জ্জনা চাই না। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি কথা—শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বাস্তবিক Positivism, অবশ্য কোমতের আপেক্ষিক positivism নহে।

জড়জগৎ পরমেশ্বরের একটা শক্তির ক্রিয়া। সেই শক্তি বহিরঙ্গা শক্তি। বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের মস্তিষ্ক যখন বিভ্রান্ত হয়, তখন আমরা মনে করি anthropomorphism, zoomorphismএর দ্বারা—পাশব-বৃত্তির দ্বারা ভগবানের অবতারবাদ কল্পনা কর্‌লে বোধ হয় সুবিধা হ'বে। অচেতন পদার্থকে বা মানুষকে যদি ভগবান্ জ্ঞান করি, তবে অসুবিধা হ'বে।

অধোক্ষজ বস্তুর অনুসন্ধান করা দরকার। তিনি কিছু অচেতন পদার্থ নহেন, তিনি জড়ের দ্বারা রচিত ঘাস-পিণ্ডের কোন বস্তু নহেন।

জগতের যে-সকল জ্ঞান, তা' সকলই অক্ষজ জ্ঞান। বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রকৃতি হ'তে যে জ্ঞান লাভ করা হয়,

তা'তে জড়জগতের অধিকতর অধিজ্ঞতার সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ ও পরিস্ফুরণ হ'তে পারে। বিশ্ববিজ্ঞানালয়ের জ্ঞান পরিত্যাগ করার কথা হচ্ছে না; কিন্তু তা'র সহিত ভগবানের সম্বন্ধ নির্ণয় করার কথা হচ্ছে। উহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা ইহা জান্‌তে পারি,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

ঐ সকল বিষয় অবধা প্রয়োগ কর্‌তে বহির্ম্মুখ মানব-জাতি—কাণের গহনা পায়ে পরার ন্যায়। সব জিনিসের বাস্তবিক—প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা আবশ্যক। সকল বিষয় হ'তে দূরে থাক্‌ব—এরূপ ধরণের অত্যন্ত আসক্তি বা অত্যন্ত বিরক্তি কখনই ভগবৎসেবকের ধর্ম্ম নহে। ভগবৎসেবক সকল বস্তুর সহিত একমাত্র কৃষ্ণবিষয়েই আসক্ত হ'বেন।

আমরা মনে করি নাম ও রূপ-মাত্রেই অনুবিদ্ধ কল্‌ষ। এরূপ অনুমান জড়ের অভিজ্ঞতানুগমাত্র। এই জগতে নাম ও রূপ কোথা হ'তে আস্‌ল? তা'র আকর কোথায়? সেই অপ্রাকৃত রাজ্যে নাম ও রূপ আছে বলেই ত' এই জগতে তা'র বিকৃত প্রতিবিম্ব পড়েছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তি তদ্‌ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম।"

ব্রহ্মচারীর স্ত্রীদর্শন নিষিদ্ধ। কিন্তু তাই বলে' নারী-জাতিকেই খারাপ বিচার করার কোন বুদ্ধিমত্তার বিচার নেই। সেই বিচারে নারী নিন্দনীয়, সেই বিচারে পুরুষও নিন্দনীয়। ভোগবুদ্ধিতে দর্শনই নারী দর্শন। উহা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। এখানে বস্তুতে দোষ নেই। বস্তুর ব্যবহারের বুদ্ধিতে দোষ। জগতের বিচিত্রতা খারাপ বা দোষযুক্ত নহে। কিন্তু সেই বিচিত্রতার অসদ্‌-ব্যবহারটাই নিন্দনীয়। জগতের বিচিত্রতা যদি ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হয়, তা' হ'লে তা' বরণীয়।

অনেক সময় আমরা হাত উঁচু করে থাকি,—নানা-প্রকার তপস্যা প্রভৃতি আচরণ করি। কিন্তু তদ্দ্বারা আসল ফল কিছু পাওয়া যায় না।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্‌।

যদি নিত্যবস্তুর সেবা না করি, তা' হ'লে অকিঞ্চিৎকর মানব-জীবনের অপব্যবহার হ'য়ে গেল। আর ভগবৎসেবা কর্‌লে তা'র যথার্থ সার্থকতা হ'ল।

কৃষ্ণ অখিল রসামৃতমূর্ত্তি, তাঁ'তে কোন রসেরই অভাব নেই। কৃষ্ণের সেবক জগতের অন্যান্য সেবকতা কিম্বা বিষ্ণুর অবতারাবলীর যাবতীয় কথা সকলই পূর্ণভাবে জানেন। সেই কৃষ্ণ একমাত্র ভক্তের দ্বারাই সেবিত হন। কাল্পনিক জ্ঞানের দ্বারা সেই বস্তু পাওয়া যায় না। যাঁ'রা "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোক শ্রবণ ক'রেছেন, তাঁ'রা জানেন, ঐরূপ জ্ঞানের দ্বারা অনন্তকোটি জীবনে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানরাজ্যের দর্শন-লাভ ঘট্‌বে না। কায়মনোবাক্যকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত কর্‌ব না, নিজের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার কর্‌ব—এরূপ একটা বিষম ব্যাধি মানব-জাতিকে গ্রাস ক'রেছে। তা' হ'তে মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

পূর্ণের অসম্যক্ বা অপূর্ণ-প্রতীতিকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলা হ'য়েছে। পরমাত্মার মধ্যে "ব্রহ্ম" সত্তা ও অসত্তা সংশ্লিষ্ট ক'রে ব্যাপক-বিচারে গ্রহণ করা হ'য়েছে। কিন্তু ভগবত্তার মধ্যে "ব্রহ্ম" ঢোকান হয় না।

কেবল অসুবিধার হাত হ'তে ছুটী পাওয়াই মুক্তির লক্ষণ নহে। আরও বেশী কিছু চাই। মিথ্যা হ'তে ছুটী পাওয়াই যে মুক্তির কথা, তা' নয়। আমরা positive accretion চাই। জড়জগতের অনভিজ্ঞতা ও অপ্রয়োজনীয়-তার হাত হ'তে মুক্তি পাওয়াই আমাদের চরম কথা নহে। যিনি নিত্যলীলাময় বস্তু—বিলাসময় বস্তু, তাঁ'র বিলাসে যদি না হ'লে আমরা ইহজগতের বিলাসে মত্ত হ'য়ে পাপ-পুণ্যে রত হই। যা'রা বদ্ধাবস্থা হ'তে মুমুক্ষু, তা'রা ইহজগতের অসুবিধাটুকুর হাত হ'তে কেবল মুক্তি পা'বার জন্য চেষ্টান্বিত। কিন্তু মুক্তকুল যা' আলোচনা করেন, তা' আলোচনা করা কর্ত্তব্য। যে-কালে বদ্ধাবস্থা থাকে, সে-কালে মুক্তকুলের আলোচ্য বিষয়ে প্রতীতি হয় না বলেই নানামত ও নানাপথের বিচার এসে' উপস্থিত হয়। অবিচারের হাত হ'তে মুক্ত হ'তে না পারা পর্য্যন্ত ভ্রম-প্রমাদ-করণা-পাটব-বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ চতুষ্টয়ে দুষ্ট হ'য়ে জীব মুক্ত-পুরুষগণের কথায় অবিক আস্থা স্থাপন ক'র্‌তে পারে না।

কেবল দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তির লক্ষণ ব'লে মনে ক'রেছে, তা'রা জগতের ত্রিতাপতাড়িত বদ্ধাবস্থার ধারণার বিচার করতে বসেছে। তা'দের দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র। আমরা কেবল তা'দের কথার পরিবর্ত্তে জগতের পরপারে absolute-এ যে সকল positive বিচিত্রতা আছে, তা'র আলোচনা যদি না করি, তা' হ'লে কি লাভ হ'ল? শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের এই শরীরের কথা বা মানসিক চিন্তাস্রোতের কথা আলোচনা করেন নাই। এই দুই শরীরের অতীত হ'য়ে যে নিত্য শরীরী পরিপূর্ণ বস্তুর সহিত পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, সেই বিচিত্রতার বিষয়ের কথাই আলোচনা ক'রেছেন। ইহ জগতে থাকতে পারতেই আমরা সেই সকল বস্তু আলোচনা করব। তা'তে প্রত্যেক চেতনই vitally interested.

জ্ঞানের পূর্ণ অভিব্যক্তিই আমাদের মুখ্য। কেবল ক্লেশনিবৃত্তিটাই আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। Positive মুক্তিতে 'কিছু ধন-জাতীয় বস্তু পাওয়া আবশ্যক। এক বস্তু খুঁজতে গিয়ে আর এক বস্তু খুঁজে না বসি। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। মরণের পূর্ব্বেই preparatory কার্য্যগুলি করা দরকার। সকল বদ্ধজীবের আশ্রয় বুদ্ধি, বিজ্ঞান, সকলের সাধ্য যদি ভগবানের সেবকগণের চাকুরী করতে পারে, তবেই আমরা তা' গ্রহণ করব। কিন্তু ইহ-জগতের সোজা ও মন পরজগতে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়ার প্রবৃত্তি দেখায় না।

ভগবদ্বশ্যতাই আমাদের একমাত্র সুবিধার পথ। যদি আমরা বৈরাশিক বা equation (সমীকরণ) করতে জানি, তা' হ'লে বুঝতে পারব—একশ' বছরের আপাত প্রয়োজনের জন্য আমাদের যতটা ব্যস্ত করা দরকার হ'য়েছে, অথচ অনন্ত জীবনের জন্য, তদনুপাতে কতটা অধিক ব্যস্ত করা আবশ্যক। সে ব্যস্ততা ইহজীবনেই করতে হ'বে, কারণ, এই মনুষ্য-জীবনই পরমার্থের জীবন। মানবজাতি যদি এই সোজা অঙ্কপাতটী বুঝতে পারে, তা' হ'লে এ-জীবনে তা'র কৃষ্ণানুসন্ধান-ব্যতীত আর কোনও কার্য্যই থাকে না। আমাদের প্রত্যেক পাদবিক্ষেপ, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, প্রত্যেক কার্য্য কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করাই পরম প্রয়োজন।

আমার গুরুবর্গ অনেক কথা সুন্দর ভাষায় ব'লেছেন। আমি সে-সকল কথার পুনরাবৃত্তি করি না। তবে তাঁ'দের অন্ত কতকগুলি মূল কথা বলি। ভগবানের আশ্রয়-গ্রহণ ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন কার্য্য নেই। আমরা ভগবান্‌কে বাগানের মালী জ্ঞান করব না। Present day needs যার attend করা আমাদের প্রয়োজন নয়। আমাদের মূল কার্য্য, মূল উদ্দেশ্য—হরিসেবা। শ্রীরূপ গোস্বামীর "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা"—এই শ্লোক দুইটী অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আমাদের জীবনপথের প্রদর্শক হ'য়ে যে পথ নির্দ্দেশ করছে, আমরা সর্ব্বদা সেই কৃষ্ণসেবাময় পথে চলব। আমরা যেন ভগবৎসেবকগণের সেবা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে কোন কার্য্য না করি। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি অপরাবিদ্যা-সমূহকে যদি উহাদের প্রকৃত সার্থকতায় নিযুক্ত না করি অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষটী যদি কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ বা ভগবানের ভক্তিতে পর্য্যবসিত না করি, তা' হ'লে 'ইহা ছাড়িয়া দিব', 'তাহা ছাড়িয়া দিব', 'ইহা নহে', 'তাহা নহে'—এরূপ তর্কপন্থার সৃষ্টি হ'বে।

আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতায় কি করিয়া অপ্রাকৃত বস্তুর ধারণা হয়? শ্রীল জগদ্গোস্বামী প্রভু প্রাকৃত-সহজিয়া-মত নিরাকরণ ক'রে সেই কথার উত্তর অতি সুন্দরভাবে জগৎকে জানিয়েছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বপ্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। যিনি অনন্তর হ'য়েছেন—কর্ম্ম, জ্ঞান বা প্রাকৃত ভূমিকাকে transcend ক'রেছেন, তাঁ'র ক্ষুদ্রের জিজ্ঞাসা পরিত্যাগ ক'রে ব্রহ্মের জিজ্ঞাসার উদয় হয়। যাঁ'রা transcend করেন নাই, তাঁ'রা non-vedantists, সাংখ্যবাদী প্রভৃতি সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ। একপাদ বিভূতি আমাদের দৃষ্টি-গোচর হচ্ছে। আমরা দৃষ্টিমাত্রে ত্রিপাদবিভূতি দর্শন করতে পারি না। সদ্বর্ষণ হ'তে জীবশক্তির উৎপত্তি—ইহা যদি বুঝতে না পারা যায়, তা' হ'লে কে কা'কে জিজ্ঞাসা করবে?

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো ঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।"

সেবা ও সেবক, গুরু ও শিষ্য, সিদ্ধ ও সাধককে সমান মনে করলে, 'নিমগ্নঃ' হ'তে হয়। তখন শোক বা মূঢ়ত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা ব্রাহ্মণত্ব আর থাকে না। সেবা ও সেবকের সমতা বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু তা' সমজ্ঞানের ব্যভিচার নহে। সেখানে গুণগত অভেদ থাকলেও পরিমাণগত ভেদ আছে। ভেদে সমতার reference আর অভেদে উচ্চাবচত্বের reference আছে।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য না বুঝে হস্তী ও কুক্কুরের স্থূল-গত সাম্য বিচার করলে কোন সমাধানই পাওয়া যায় না। আত্মবর্ণনে সাম্য বিচার।

শোক নিমিত্তটা অত্যাবশ্যক বৃত্তি। "তপসা ব্রহ্মনাদ্য-প্রভৃতাৎ ভবাত্রেণাৎ সুত্যতে হি।" ভঃ সুঃ ১।১।৩।

বাস্তব সত্য হ'তে যে কোন একটু সামান্য বিচ্যুতিও পরিবর্ত্তনশীল। পরমেশ্বরের আর একটী প্রতিদ্বন্দ্বী আছে —Beelzub আছে—এই বিচার বহির্মুখতা হ'তে উদিত হয়। যা'রা অত্যন্ত অনুচানমানী, তা'দের কাছে আমাদের কথার একটা বড় বিরুদ্ধ ব্যবধানে আছে। যা'রা মনে করে,—আমরা খুব বুঝে নিতে পারি—শুদ্ধ ভাষা লিখতে পারি—ভাল ক'রে বলতে পারি, তাদের প্রায় বৃত্তি নাই। কোন বাহ্য আবরণেই তা'দের চিত্ত আকৃষ্ট। তা'রা ব্রহ্মের গন্ধ করছে মাত্র—জিজ্ঞাসা করছে না।

মনুষ্যজাতি কি এতই বোকা থাকবে? ত্রিগুণ বিমুক্তির কথা—ত্রিবিক্রমের কথা বুঝতে পারবে না? তা'দের বুদ্ধির খরতা তাবটা কি বিলুপ্ত হ'বে না?

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তর সূত্র—"জন্মাদ্যস্য যতঃ",—যা' হ'তে এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ। সুতরাং বিশ্ব কিছুতেই মিথ্যা হ'তে পারে না। বিশ্ব মিথ্যা হ'লে, যাঁ'র শক্তিপরিণতিক্রমে বিশ্ব হ'য়েছে, তিনিও মিথ্যা হ'য়ে যান। প্রতিবিম্বকে অস্বীকার করলে বিম্বকেও আক্রমণ করা হয়। বিম্বে হেয়তা নাই, কিন্তু প্রতিবিম্বে হেয়তা আছে—এই মাত্র তফাৎ। পরতত্ত্বের মধুরায় জন্ম, বৃন্দাবনে স্থিতি। আবার মাথুরবিরহ আরম্ভ হ'লে—বিপ্রলম্ভ। দ্বারকাধামে ঐশ্বর্য্যে অবস্থিতি, প্রকাশে অপ্রকট। সেখানে মানুষের intellectualism শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, বোকা লোকেরা সেখানে লীলাবসান বলছে। লীলার কখনও অবসান হয় না। আলাতচক্রের ন্যায় উহা সমভা চলতে থাকে।

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৩) বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ঠাকুরের মঙ্গলা-রাত্রিক কীর্ত্তনের পর আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভুর নির্দ্দেশ-মতে শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুপাদগণের প্রভু প্রভাতী সুরে গুরুবন্দনা ও 'জয়ের জয়ের জয়, পরমহংস মহাশয়' গীতটী গান করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-প্রকট-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার মধ্যেই শ্রীযুক্ত চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীপাদদ্বয় নাট্যমন্দিরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আসনের সুসজ্জিত সিংহা-সনোপরি [illegible] পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অতি সুন্দররূপে বিভূষিত করেন। বেলা ৯টা হইতে পুনরায় শুরুপ্রেমে, গুরুবন্দনা-কীর্ত্তনান্তে গুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তন করা হইলে সর্ব্বপ্রথম শ্রীল সাগর মহারাজ ও শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর অভিষেকের মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন, তৎপরে মঠের অন্যান্য সেবকবৃন্দ তাঁহাদের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন।

অঞ্জলি প্রদানের পর শ্রীপাদ সত্য মহারাজের প্রভু পুনরায় "শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম, বন্দো মুঞি সাবধান মতে।"—এই ৫ কুড় মহাশয়ের এই পদাবলী কীর্ত্তন করেন। অনন্তর শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র ও গৌরাঙ্গিক কীর্ত্তনাদি যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর সারস্বত-নাট্যমন্দিরে একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হইলে শ্রীনবীনকৃষ্ণ বিদ্যানিধি মহাশয় একটী বক্তৃতা প্রদানমুখে শ্রীশ্রীব্যাসপূজাপদ্ধতি-তিথি মাহাত্ম্য, শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিত্য-জনের আবির্ভাব-তিরোভাব-লীলার তাৎপর্য্য, "উৎসর্জ্জে গুরুযোজনয়ং" বাক্যের সার্থকতা করিয়া লীলাচলে বিদ্যুটে আচার্য্য-প্রকট-লীলা, আচার্য্যের জগদ্গুরুত্ব, গুরুত্ব, সদ্গুরু ও অসদ্গুরুর পার্থক্য, গুরুপূজার নিত্য-আবশ্যকতা, শ্রীগুরু-দেবের প্রচার-বৈশিষ্ট্য, সদ্গ্রন্থ-প্রচার, সাময়িক পত্র (মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক) ইংরাজী, বাংলা, উড়িষ্যা, হিন্দী, আসামী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় প্রচার, লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, স্থানে স্থানে মঠ-মন্দির-স্থাপন-দ্বারা সর্ব্ব-জীবকে শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণের সুযোগ প্রদান, শ্রীচৈতন্য-

পাদপীঠ স্থাপন, নিজ-জনগণের দ্বারা সকল শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর আচার-মুখে প্রচার-ব্যবস্থা, "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে" এবং "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।"—এই শ্রীরূপ-পাদোক্ত শ্লোকদ্বয়ের যথার্থ তাৎপর্য্য নিজ-আদর্শ-দ্বারা প্রচার, সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্ঘোচন, শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা-প্রবর্ত্তন-দ্বারা জীবসকলকে গৃহমেধীর কল্ক হইতে উদ্ধার-চেষ্টা, শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্দ্ধান-বাসর স্মরণ প্রভৃতি শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পরিব্রাজকাচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ মহোদয় আবেগভরে নিজ-দৈন্যজ্ঞাপনমুখে শ্রীগুরুদেবের কৃপার বৈশিষ্ট্য বর্ণন করিয়া তাঁহার পুরুষোত্তমে প্রকটলীলা, শ্রীল রঘুনাথ প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ মহাজনচরিতে বৈরাগ্যের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের বৈরাগ্যের সাম্য-বিচার, মায়াবাদাদি কুসিদ্ধান্ত নিরাস-পূর্ব্বক শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপন, মাদ্রাজে শ্রীবরদস্বামিপাদকে মায়াবাদিজ্ঞানে যে অপরাধময়ী চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার প্রবল প্রতিবাদ-দ্বারা "স্বামীকে যে না মানে, তারে বেদ্যমধ্যে গণি"—এই মহাপ্রভুর বিচার-স্থাপন, গৌরাঙ্গনাগরীভাব-নিরসন, শ্রীবিগ্রহসেবন প্রভুর সেবাগ্রহ ও শ্রীহরিকথা-প্রচার-চেষ্টায় আকৃষ্ট হইয়া আচার্য্যবরের শ্রীগৌড়ীয়ত্ব-প্রতিষ্ঠা ও জগদ্গুরুত্ব-লীলা, আচার ও প্রচার-কার্য্যের সমন্বয়, অহৈতুকী কৃপার পরিচয়, গুরুপাদপদ্মকে কোন একটী সঙ্কীর্ণ (definition এর) মধ্যে আনিলে তাঁহার মাহাত্ম্যকে সীমাবিশিষ্ট করা হয়, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার প্রেষ্ঠের গুণের অন্ত পান না, প্রেষ্ঠের প্রেম-মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করেন, পতিত-পাবন শ্রীগুরুদেব একাধারে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' তাঁহার মুখ্য কথা, অনন্যগুরুকে গুরুবুদ্ধি ও গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধিরূপ অপরাধের গুরুত্ব-বিচার, ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-প্রবর্ত্তন, ত্রিদণ্ড-তাৎপর্য্য, সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য, দৈব-বর্ণাশ্রম-বিচার-সংস্থাপন, মহাপ্রসাদ-গোবিন্দ-নামব্রহ্ম-বৈষ্ণবমাহাত্ম্য-প্রচার, ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ের অপচেষ্টা-নিরসন প্রভৃতি অনেক সারগর্ভ কথা কীর্ত্তন করিয়া সদৈন্যে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা প্রার্থনা করেন।

অনন্তর শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুবিদ্যালঙ্কার গুরু শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বন্দনা-পূর্ব্বক শ্রীনিতাইর ব্যাসপূজা-রহস্য-সম্বন্ধে কীর্ত্তনমুখে—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনই শ্রীব্যাসপূজার কার্য্য, তদ্ব্যতীত বাণী দ্বারাই গঙ্গা-জলে গঙ্গাপূজার ন্যায় ব্যাসপূজা, ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন কুসিদ্ধান্তবাণী দ্বারা ব্যাসপূজা হয় না, পূজকের পূজারম্ভের পূর্ব্বে তত্ত্বশুদ্ধি বিচার আছে, শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মনিবেদনেই সেই তত্ত্বশুদ্ধি সম্পন্ন হয়, আত্ম-দানই শ্রীব্যাসপূজার মূল উপাদান, তাহা সম্পন্ন না করা পর্য্যন্ত গুরু-পূজা লোকদেখান-মাত্র, গুরুদেব পূর্ণবস্তু, তিনি চান আমাদের পূর্ণ-স্বরূপকে তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে, বলি মহারাজ আত্মদান না করা পর্য্যন্ত ভগবান্ তাঁহার দানে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, আত্মদানই অর্থাৎ শরণাগতিই ভক্তিপীঠ—প্রভৃতি; এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল জগদ্বন্ধু ভক্তিরঞ্জনের আত্মদান-প্রসঙ্গ এবং তাঁহার ব্যাসপূজার অঞ্জলি কি প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি কি প্রকারে শ্রীগুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ-লাভে ধন্য হইয়াছেন, সমস্ত লক্ষ্যাংশে—সাধ্য জীবনের সাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবিচলিত চিত্তে সানন্দে সেবোপকরণ-বৃদ্ধিতে সমর্পণ-পূর্ব্বক কিরূপভাবে সত্য সত্য ব্যাসপূজার পূজারী হইয়াছেন, প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিয়া "বৈরাগ্যমুগ্ভক্তিরসং প্রবেষ্টুং পাত্রমাসনবীক্ষ্য মদৃশম্। কৃপাম্বুধিঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং প্রভুমাপ্রয়ামি" এই শ্লোকটী দ্বারা প্রণামমুখে শ্লোকোদ্দিষ্ট তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীল প্রভুপাদের বদ্ধজীবগণের প্রতি অহৈতুকী কৃপা-বিস্তারের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বিষয়াসক্তিমুক্ততা ও শরণাগতির প্রার্থনা করেন। বক্তৃতান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও ঠাকুরের পরমারাধ্যাদি বিতরণ সম্পন্ন হইলে সমবেত সজ্জনবৃন্দকে মহাপ্রসাদাদি বিতরণ করা হয়।

সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য-পরীক্ষার ফল

গত গৌরজন্মোৎসবের সময় (৪৪৪-৪৪৬ গৌরাব্দে) শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে যে সম্প্রদায়বৈভব-পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত পরীক্ষার্থিগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন,—

অধ্যাপক বিভাগ

১। শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব
২। " নিমানন্দ সেবাতীর্থ

সাধারণ বিভাগ

১। শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী
২। " যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী
৩। " প্রাণকৃষ্ণ অধিকারী

১১শ খণ্ড | গৌড়ীয় মঠ, ২৭শে ফাল্গুন শনিবার, ১৩৩৯। ১১ই মার্চ্চ, ১৯৩৩ | ৩১শ সংখ্যা।

শ্রীগৌর-পরিচয়

বাঙ্গালাদেশে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম না শুনিয়াছেন, বর্ত্তমানকালে এরূপ খুব কম লোকই আছেন। শিশুপাঠ্য পুস্তকাদিতেও শ্রীচৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য বাঙ্গালাদেশের এমন এক দিন ছিল, যে-সময় শ্রীচৈতন্যদেবের কথা পণ্ডিত-সমাজেরও অনেকে খবর রাখিতেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে-সময় শ্রীচৈতন্যদেবের কথার অনুসন্ধান আরম্ভ করেন, তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নাম, ধাম, পরিচয়াদি একরূপ লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালাভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত-সম্বন্ধে যে দুইটী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত', তাহা সেই সময় সর্ব্বসাধারণের হস্তগত হওয়া দূরে থাকুক, পেটিকাবদ্ধ কীটদষ্ট পত্রস্তূপের মধ্যে কোনও রূপে আত্মসংবরণ করিয়া রহিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা জগতে সুপরিচিত হইয়াছে। প্রত্যেক সুধী ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিবিধ গ্রন্থরাজি প্রচার, মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও নবদ্বীপ-মণ্ডলের লুপ্তস্থানসমূহ উদ্ধার, গৌরজন্মোৎসবকে বাঙ্গালার জাতীয় পর্ব্বরূপে পরিণত করণ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিপুল-প্রচার-প্রচেষ্টা-দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের কথা শুধু বাঙ্গালাদেশ নয়, আসামারিকা হিমাচল, আবার সাগর-মহাসাগরের পর-পারে পাশ্চাত্যপ্রদেশেও সুবিদিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের যথাযথ অনুসরণ বা শ্রীগৌড়ীয়ের বাণী সম্যতোভাবে শ্রবণ না করিয়া স্বাধীনমতাবলম্বী জনসাধারণ শ্রীগৌরসুন্দরের বিবিধ পরিচয় তাঁহাদের স্বাধীন মতের দর্পণে প্রতিফলিত দেখিতে পাইতেছেন, অভিজ্ঞতা-মিশ্রিত কল্পনার ছাঁচে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মূর্ত্তি গড়িয়া উঠাইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের একটা পরিচয়ের সীমানা তাঁহাদের মধ্যে বুঝাপড়া করিয়া লইতেছেন, সাহিত্যিক ও

ঐতিহাসিক-সম্প্রদায় জড়জগতের অভিজ্ঞতার সহিত অনুমানের আধাআলো করিয়া তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্রের কোন-কোনও অংশে তালিও দিতেছেন। ঐ সকল স্বাধীনমতাবলম্বী জনমত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদর বা শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিবর্গের প্রদত্ত শ্রীগৌরসুন্দরের পরিচয়কে অতিরঞ্জিত ভক্তির উচ্ছ্বাসময় চিত্র, আবার শ্রীবিশ্বানন্দ-সূত্র শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বা শ্রীরঘুনাথ-সূত্র শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী প্রভুর লেখনীকে অসমসাময়িক ও অপ্রত্যক্ষ-বিবরণ-জ্ঞানে সময়ে প্রকাশ করিয়া ঐ সকল লেখনীর উপর সন্দেহের প্রবেলিকা আনিয়া ফেলিতেছে। এইরূপ নানা কারণে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রকৃত পরিচয় লোক লোচনের নিকট রাহুগ্রস্তের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে।

মানবজাতির কর্ণে অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াদেবী এক মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিয়াছে যে, ভগবানের নিজ-জন—যিনি বা যাঁহারা ভগবানের সকল স্বরূপ জানেন, ভগবান্ যাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া যাঁহাদিগের নিকট নিজ-সর্ব্বস্বের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা যদি ভগবানের কথা বলেন, তবে তাহা অতিরঞ্জিত-দোষে দুষ্ট, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতায় পঙ্কিল এবং অপরের প্রতি হিংসা ও মৎসরতায় কলুষিত হইবে, কাজেই তাঁহাদের কথা কাণে লইও না। তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ যাহারা ভগবান্ এবং ভগবানের পক্ষপাতী ভক্তবৃন্দ নহে, এরূপ সাধারণ ব্যক্তিগণের মত বা অনুমতের কথা শুনিও। তাহার দ্বারা ইতিহাস গড়িয়া তুলিও, দর্শনের সিদ্ধান্ত স্থির করিও, তাহাকে শাস্ত্র বা প্রমাণরূপে ব্যবহার করিও!

মায়াদেবীর এই অযাচিত উপদেশ মানবজাতির শতকরা প্রায় শতসংখ্যক ব্যক্তিই আমরা সাগ্রহে নিরপেক্ষ উপদেশ বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। মায়াদেবী সেই অবসরে আমাদের মাথার প্যাঁচটী কাল করিয়া তাহারই মতের দিকে আঁটিয়া দিয়াছে। কাজেই আমাদের নীতি হইয়াছে,—"যতই বকো আর যাই বলো, কাণে দিয়েছি তুলো, মাথা আর ধড়ো, পিঠ করেছি কুলো" আর "সেই কুকুরের ন্যায়" যতক্ষণ টানিয়া ধরিয়া রাখা গেল, ততক্ষণ লোভার মত দেখিতেছি কিন্তু তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা বাঁকাইয়া রাখার দিকেই, ছাড়িয়া দেওয়া-মাত্রই আবার বাঁকা—"যেইকে সেই"।

এরূপ এক ভীষণাবর্ত্তসঙ্কুল যুগে শ্রীগৌরসুন্দরকে পরিচিত করাইবার ভার পড়িয়াছে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপর। আমরা "সবজান্তা"-মন্ত্রে এতদূর সিদ্ধ হইয়াছি যে, শ্রীগৌর-সুন্দরের পরিচয়-প্রদানের কথাটাকে আমরা আমাদের প্রগল্ভ বাক্যিকতার হাসির হাওয়ায় উড়াইয়া দিতে চাহিতেছি!

'সবজান্তা' সেনা-নায়কগণ অনেক প্রকারের সজ্জা-গুজে মাথা উঁচু করিয়াছেন। কেহ বা সবজান্তা গ্রাম্যসংবাদপত্রের সম্পাদক, কেহ বা সবজান্তা গ্রাম্যসাহিত্যিক, কেহ বা সবজান্তা প্রাকৃত ঐতিহাসিক, কেহ বা সবজান্তা প্রাকৃত প্রত্নতত্ত্ববিৎ, কেহ বা সবজান্তা গৃহধর্ম্মপুরন্দর, কেহ বা সবজান্তা প্রাকৃত কবি, প্রাকৃত দার্শনিক, সমন্বয়বাদী, সাম্যবাদী, সুবিধাবাদী, বাস্তবিকতাবাদী, সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সত্যনিরূপণবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল সেনা-নায়কগণ বিশ্বে দিগ্‌বিজয়ী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন এবং বিশ্বজয়কেও তাঁহাদেরই কবলের আসামী ভাবিয়াছেন। এই সকল স্বয়ংসিদ্ধ সেনা-নায়কগণ 'মহাপুরুষ', 'আচার্য্য', 'ভগবান্', 'অবতার', 'ভক্তি', 'প্রেম', 'ধর্ম্ম', 'সেবা', 'পরোপকার', 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' প্রভৃতি শব্দের যে-সকল ভোগোন্মুখ অর্থ মানবজাতির রক্তমাংসের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা ছাড়া অন্য কোনও তাৎপর্য্য বা ঐ সকল শব্দের যথার্থ স্বরূপ মানবজাতি ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে।

কালের কি একটা মহীয়সী শক্তি। মহাকালের অংশ বলিয়া কালেও সমস্ত বিশেষকে নির্ব্বিশেষ করিবার একটা প্রবল শক্তি অনুস্যূত রহিয়াছে। কাল যেন সৎ এবং অসতের বিচিত্রতা ও বিশেষকে প্রলয়-পয়োধিজলে বিলীন করিয়া কেবল একটা নির্ব্বিশেষ বিরাট্‌মূর্ত্তির ছায়া ও স্মৃতিকে সংরক্ষণ করে। তাহার সাক্ষ্য,—যে বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্ম একদিন প্রবল অভিযান আরম্ভ করিয়াছিল, যে বেদান্ত অবৈদান্তিক বা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমতকে ভারত-মহাসাগরের পরপারে বিতাড়িত করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কাল বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সকল দোষ-বৈচিত্র্যকে নির্ব্বিশেষ করিয়া বর্ত্তমানে তাহাকেই হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া আত্মসাৎ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে! যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে বর্ত্তমান তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি বিশ্লেষ অনুধাবন করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন, হিন্দুধর্ম্ম

বর্ত্তমান কালে বৌদ্ধধর্ম্মে নির্ব্বাণ লাভ করিবার জন্য যেন অভিলাষে চলিয়াছে। নির্ব্বাণ, শূন্য বা নির্ব্বিশেষকে সকলে সকল করিয়াই সমন্বয়বাদের এক বিশ্বগ্রাসিনী মূর্ত্তি বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে নাগরনৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। কাজেই 'সব সমান' মতের খোরাকে এ জগতের পাষণ্ডধর্ম্মের এক একজন নায়ককেও যেন ভগবানের সহিতই সমান পদবীতে বসিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব, অমুক রামা-শ্যামা, অমুক রাজা, অমুক হংস, অমুক স্বামী, অমুক আনন্দ—সকলেই ধর্ম্ম প্রচারক—সকলেই মহাপুরুষ—সকলেই অবতার—সকলেই বিশ্বপ্রেমিক। আবার ঐ সকল ব্যক্তির ভাবকগণ তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন; শ্রীচৈতন্যদেব অপেক্ষাও কোনও কোনও আধুনিক ন্যাশনিয়সিদের নায়ক অধিকতর উদার বলিয়া চলানিনাদে প্রচারিত হইতেছে ও জন-মত তাহা অবাধে মানিয়া নিতেছে। শ্রীচৈতন্যদেব অপর দেবতাযাজীকে, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীকে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের সহিত সমানচক্ষে দেখিতে পারেন নাই, তিনি সমন্বয়বাদ প্রচার করিতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহার প্রেমের অসম্পূর্ণতা ছিল; কিন্তু আধুনিক কেহ কেহ সকলকে সমান বা নির্ব্বিশেষ করিয়া মহাসমন্বয় সাধন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের কথা লোকের অসম্পূর্ণ ধারণায় গ্রহণীয় হইয়াছিল, এখন সে-কথা Stale news হইয়াছে!

কেহ বা বলিতেছেন, গৌরাঙ্গ জড় রক্তমাংস-গঠিত শচী ও জগন্নাথমিশ্রের রক্ত-মাংসে গড়া পুত্র ছিলেন—মানুষ ছিলেন। কেহ বলিতেছেন,—গৌরাঙ্গের মস্তিষ্ক-বিকৃতি-রোগ হইয়াছিল, তাই ন্যায়তর্ক ছাড়িয়া দিয়া, বধূপত্নীকে রাখিয়া কতকগুলি বিকৃত-মস্তিষ্ক বৈরাগীর সহিত নাচিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কেহ বলিতেছেন,—গৌরাঙ্গ হয় ত' রূপক কোন ভাব-বিশেষ হইবেন, বাস্তবিক ঐতিহাসিক কোন পুরুষ নহেন; কেহ বলিতেছেন,—গৌরাঙ্গ ঐতিহাসিক একজন নায়কমাত্র, ঐতিহাসিক-কালে জন্মিয়া ঐতিহাসিক-কালে বিলুপ্ত হইয়াছেন; কেহ বলিতেছেন,—গৌরাঙ্গকে তাঁহার চেলারাই কেবল 'ভগবান্' বলিয়া খাড়া করাইয়াছে; কেহ বলিতেছেন,—গৌরাঙ্গদেব শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা কম পণ্ডিত ছিলেন; কেহ বলিতেছেন,—ঈষা, বুদ্ধ, নানক, রামানন্দ, আধুনিক সমাজ-সংস্কারক বা নূতন নূতন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও শ্রীচৈতন্যদেব—এক পর্য্যায়ের ব্যক্তি; কেহ বলিতেছেন,—গৌরাঙ্গদেব জাতিভেদ মানিতেন না; কেহ বলিতেছেন,—তিনি জাতিভেদই মানিতেন ও গোড়া হিন্দু ছিলেন; কেহ বলিতেছেন,—গৌরাঙ্গদেব বাউল-ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন, কেহ বা গৌরাঙ্গদেবকে সহজিয়া, নেড়ানেড়ি-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকরূপে পরিচিত করাইবার চেষ্টা করিতেছেন; কেহ বা গৌরাঙ্গকে 'নাগর' সাজাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন; কেহ বা বলিতেছেন,—গৌরাঙ্গের মন্ত্র নাই, উপাসনা নাই; কেহ বলিতেছেন,—গৌরাঙ্গই যখন কৃষ্ণ, তখন আমরা কেবল গৌরাঙ্গকেই ভজনা করিব, কৃষ্ণ-ভজনের আর আবশ্যকতা নাই, কৃষ্ণনামের প্রয়োজন নাই; কেহ বলিতেছেন,—'গৌরাঙ্গ'-স্বরূপে নিত্যানন্দ নাই; কেহ বা বলিতেছেন,—যখন রাধা + কৃষ্ণ = গৌর, তখন গৌর + নিত্যানন্দ 'কৃষ্ণ' হইতেও বড়; কেহ কেহ এরূপ' + 'এর সমষ্টি বাড়াইতে বাড়াইতে অতিবাড়ী হইয়া পড়িয়াছেন, আপনাদিগকে 'অবতার' বলিয়া দাঁড় করাইতেছেন; কেহ বা বলিতেছেন,—গৌরাঙ্গের ভজনই যে করিতে হইবে, তাহার কি কথা আছে? আর কি অন্য স্থানে, অন্য ভজনে 'সত্য' নাই? আমার যাহা ইচ্ছা, যাহা রুচি, তাহা ভজন করিলেই সত্য পাওয়া যাইবে, ইহারই নাম অসাম্প্রদায়িকতা, উদারতা; কেহ বলিতেছেন,—নির্জ্জন-ভজনই মহাপ্রভুর মত—কৃত্রিম-ভাবে লীলাস্মরণই মহাপ্রভুর ভজনের আদর্শ, অনর্থ-থাকা-কালে রাসলীলাদি শ্রবণ করাই মহাপ্রভুর শিক্ষা; 'নামে' অপরাধ বিচার করা অনাবশ্যক; ভক্তি বা নামে 'শুদ্ধ' শব্দ প্রয়োগ নিরর্থক; মাটিয়া বুদ্ধিতে অহংময় অপরাধ, সাধু-নিন্দার সহিত নামাক্ষর উচ্চারণও নাম, তাহাই মহাপ্রভুর আচরিত পথ; কেহ বলিতেছেন,—অদ্যাবধিবাদই মহাপ্রভুর মত, ভূতপ্রেতবাদই মহাপ্রভুর মত; জাদুকতা, কামুকতাই মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম বা ভক্তি; কেহ বলিতেছেন,—বিচারের কথা মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের শিক্ষা নহে; কেহ বলিতেছেন,—মহাপ্রভুর ধর্ম্মে আবার দার্শনিক বিচার বা সিদ্ধান্ত কোথায়? কেহ বলিতেছেন,—মহাপ্রভু কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, বহুদেবপূজক—সকলকেই সমভাবে আলিঙ্গন করিয়াছেন; কেহ বলিতেছেন,—স্ত্রীলম্পট ব্যক্তি হইলেও—অসৎকার্য্যের আদর্শ দেখাইলেও—মহাপ্রভু মুখদর্শন না করিলেও—বর্জ্জন করিলেও তাহাকে আমরা মহাপ্রভুর পার্ষদই বলিব; কেহ বলিতেছেন,—মহাপ্রভু একমাত্র

'কৃষ্ণকে' সর্ব্বাপেক্ষা বড় বা শ্রীমদ্ভাগবতকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাহা মানিয়া লইব কেন? শ্রীরামানুজাচার্য্য নারায়ণকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া দিয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণকে শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক পুঁথি বলিয়া খাড়া করিয়া দিয়াছেন; হয় ত' সেরূপ কোন শক্তিশালী পুরুষকে পাইলে 'শক্তি'ই সর্ব্বাপেক্ষা বড়, দেবী-ভাগবতই একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া লিখিতে হইতে পারিত; এক এক যুগে এক একজন শক্তিশালী ব্যক্তি আসিয়া এক একটা বিষয়কে বড় করিয়া যান; মহাপ্রভু নামকে বড় করিয়া গিয়াছেন, নামসংকীর্ত্তন-ব্যতীত অন্য কোনও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য নাই,—এই অন্ধতার যুগে ভাবুকতা ও কল্পনার যুগ চলিয়া গিয়াছে; যে-কোনও উপায়ে, যে-কোনও সাধনে আমার অভীষ্ট লাভ হইবে, মহাপ্রভু তৃণাদপি সুনীচতা ও প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং অবশ্যই তিনি সকলকে সমান বলিয়াছেন; সত্যের প্রতিবাদ না করাই তৃণাদপি সুনীচতা, আর পাছে পরিপন্থী জন-মতের—প্রেমের পরিপন্থী হইতে হয়, এজন্য প্রেয়কে জানাইয়া না দিয়া প্রেয়ের কাম্যকরায় অন্বিতে ইন্ধন-যোগানই 'বিশ্বপ্রেম'!

এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য যে-সকল পরিচয় মহাপ্রভুর সম্বন্ধে মানবমেধা কল্পনা, অনুমান, সৃষ্টি ও উদ্ভাবন করিতেছে, তাহা শ্রীগৌর-পরিচয় নহে। ঐসকল আবর্জ্জনা-স্তূপ স্বপ্রকাশ গৌরচন্দ্রকে লোক-লোচনের নিকট আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

গৌরজন-ব্যতীত কেহ গৌরসুন্দরের প্রকৃত পরিচয় অর্থাৎ তিনি যাহা, সেই বস্তুর (তৎ ত্ব) অকৃত্রিম পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। যদিও গ্রন্থে—শাস্ত্রে তাঁহার পরিচয় আছে, আমরা সেই সকল কথা বহির্ম্মুখতার চশমায় দেখিয়া অন্যরূপ বিচার করি, এক বুঝিতে আর এক বুঝি, এক শুনিতে আর শুনি,—ইহারই নাম করণাপাটব। আবার এক দল বক্তৃক আমাদিগের নিকট অনেক কথা ঢাকা দিয়া বিকৃত করিয়া বর্ণন করে, এইরূপ কার্য্যকে 'বিপ্রলিপ্সা' বলে; আর ভ্রম, প্রমাদ ত' আমাদিগকে সর্ব্বদা বেষ্টন করিয়াই আছে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন, এই চারিটী দোষ বহির্ম্মুখ মানব-জাতির নিত্যসঙ্গী। একমাত্র শ্রীগুরু মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শক্তি-ব্যতীত এই চারিটী দোষের মল আমাদের কাণের ঘষা হইতে, কেহ বাহিরও করিতে পারে না, আর এই চারিটী দোষের ছানি মানবজাতির চোখ হইতে কেহ কাটিয়াও দিতে পারে না; গৌরজন সর্ব্বাগ্রে ঐ চারিটী দোষের শক্তিত্রয় মানব-জাতির কাণ হইতে পরিষ্কার করিয়া চোখের ছানি কাটিয়া দেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দরের যে সুন্দর স্বরূপ বা পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত পরিচয়।

এইজন্যই শ্রীগৌর-পরিচয়ে পরিচিত হইবার পূর্ব্বে আমরা এই প্রণাম-মন্ত্র পাঠ করি,—

"ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"
"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্রীগুরু-পরিচয় বা আচার্য্য-পরিচয় না হইলে শাস্ত্র-পরিচয় হয় না; শ্রীগৌরপরিচয় ত' হয়ই না। বর্ত্তমানে শ্রীগৌর-পরিচয় বা আচার্য্য-পরিচয়-ব্যতীত শাস্ত্র ও ভগবৎপরিচয়-সম্বন্ধে 'সবজান্তা'-দল জগৎকে ছাইয়া ফেলিয়াছে!

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রাথমিক পরিচয়ে দেখিতে পাই, তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে শ্রীগুরু বা আচার্য্য এবং শাস্ত্রের পরিচয় করাইয়া আপনাদিগকে সাধুশাস্ত্রের মুখে জীবহৃদয়ে পরিচিত করাইয়াছেন,—

দুই ভাই হৃদয়ের কালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত-দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১ম ৯৮-১০০)

মহাপ্রভু মনুষ্যে-পরমেশ্বরত্ব-আরোপবাদের নায়কবিশেষ নহেন। মানব পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর বলিয়া প্রচার করায় পরবর্ত্তিকালে 'মুখতোচোন'-সম্প্রদায় মহাপ্রভুর ও তাঁহার অবতারী ভক্তগণের প্রতি মুখতোচাইবার জন্য মনুষ্যে পরমেশ্বরত্ব আরোপ করিবার এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্র করিয়াছে। ইহা যেন প্রকৃত পুত্রের পিতাকে 'পিতা' বলিতে দেখিয়া পাল্টা দিবার জন্য বা মুখতোচাইবার জন্যই অবৈধ পুত্রের মাতার বহু জারকে পিতা বলিবার ন্যায়। আর সমন্বয়বাদীর চেষ্টা—ঘৃণনীয় ঐ সকল বহু জারকে অকৃত্রিম বৈধ পিতারই

সমানরূপে প্রতিপাদন বা প্রচার করা। মনুষ্যে-পরমেশ্বরত্ব-আরোপবাদের এই অবৈধ অভিসন্ধি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য কৃষ্ণের গৌরাবতার। এইজন্য শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঊর্দ্ধবাহু হইয়া গাহিয়াছেন,—(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪।৮২-৮৯)

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে গওয়াইয়া॥
উদরভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ-সকলে।
রঘুনাথ করি' আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপীগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলি' নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
যারে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচমাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যের ঈশ্বর।
যে অধম বলে, সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু তুলি' এই বলি সত্য করি'।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

ঐ সকল অবতারক্রব শৃগালোচিত পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কারের পূর্ব্বে শ্রীশচীদেবীর প্রতি ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের একটী বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ঐ বাক্যের কদর্থের অবৈধ সুযোগ-গ্রহণ-পূর্ব্বক আপনাদিগকে অবতার বোলাইতেছে। বাঙ্গালাদেশের উর্ব্বর ভূমির ন্যায় পাষণ্ডতার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে এরূপ যে কত কত আগাছা-অবতার সৃষ্টি হইয়া প্রকৃত ধানগাছকে ছাপাইয়া উঠিবার অভিনয় দেখাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সে দিন গুজরাট-প্রদেশের কোনও একজন পণ্ডিত বাঙ্গালাদেশে অবতারী মহাপ্রভুকে এইরূপ ছোঁচাইবার প্রবৃত্তি দেখিয়া বিশেষ দুঃখ-প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, মহাপ্রভু বলিয়া গেলেন,—

"আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥"

আর এখন গণ্ডায় গণ্ডায় অবতার। কাহাকে অবতার বলিব? ইহারা যে পাষণ্ডতার অবতার॥

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা-প্রকাশের অব্যবহিত পরেই মহাপ্রভুর অভিন্ন-স্বরূপে শ্রীগৌর-নাম ও শ্রীগৌর-অর্চ্চা—এই দুই অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন,—

"আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
'মোর অর্চ্চা-মূর্ত্তি' মাতা তুমি সে করহ।
বিষ্ণু-রূপা তুমি মাতা 'নামে'র জননী॥"
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৭।৪৭-৪৮)

সঙ্কীর্ত্তনারম্ভেই শ্রীগৌর-নাম ও শ্রীগৌর-অর্চ্চা অবতীর্ণ হন; আর ব্যাপিত্বসিদ্ধের বলে যে-সকল নিত্য নূতন অবতার-সকল সৃষ্টি করিতেছে, সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম ধ্বংস করিবার জন্য সেই সকল অবতার।

তথাকথিত সমন্বয়বাদীর কারখানায় যে অবতারবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, সেখানে সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারকে হীনবীর্য্যের কার্য্য বলা হইয়াছে! ঘোল-করতালকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য—ঘণ্টা-কাঁসরকে নদীর জলে বিসর্জ্জন করিয়া ছাগ-মেষের রক্ত-পাতে কেবল আসুরিক বল বৃদ্ধি করিবার জন্য অনেকচিত্তে উত্তেজিত করা হইয়াছে এবং তাহাকেই 'যুগধর্ম্ম' বলা হইয়াছে। আসুরিক বৃত্ত অহৈতুকী ও গলাবাজির দাপটে শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত যে একমাত্র যুগধর্ম্ম—'নাম-সংকীর্ত্তন', তাহা এ যুগে অনাবশ্যক ও বাজে কার্য্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে! অথচ ইহারাই শ্রীচৈতন্যভাগবতের কথার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করিয়া মানুষকে অবতার সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন—এই নিকৃষ্ট অতি ধোঁড়াধী সত্ত্বেও তাঁহারা অসাম্প্রদায়িক বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য এবং রাধাৎসবিস্তারের জন্যই মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যময় অবতার,—(শ্রীচৈঃ চন্দ্রামৃত ১২২)

শ্রীমদ্ভাগবতস্য যত্র পরমং তাৎপর্য্যমুদ্ঘাটিতং
শ্রীরাধাসহিতা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যত্রাধারতিকেলি-নাগর-রসাবাপৈক-সন্ধারনং
তত্ত্বং প্রথনায় গৌর-বপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥

স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর প্রমাণ আবশ্যক না হইলেও শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারতাদি প্রধান শব্দ-প্রমাণ-সমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারিত্বের আরতি করিয়াছেন,—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ (ভাঃ ১০।৮।১৩)

ইতি বাপন উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা নৃপ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।৩১,৩৭)

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ॥
(মহাভারত দানধর্ম্মে ১৪৯ অঃ সহস্রনামে ৭৫ ও ৯২ সংখ্যা)

এখনও জগতে এক শ্রেণীর বা বহু শ্রেণীর ব্যক্তি আছে, যাহারা শাস্ত্রের ঐ সকল বাক্যকে উল্লঙ্ঘন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। আবার একশ্রেণীর ব্যক্তি মৎসরতাবশে বলিয়া থাকে যে, গৌরাঙ্গের ভক্তগণ ঐ সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণের বিকৃত অর্থ বা কল্পনা করিয়া গৌরাঙ্গদেবকে অবতারী বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন!

মায়াদেবী মানবমেধাকে চিরকালই এইরূপ বঞ্চনা করিয়াছে। মনুষ্যে-পরমেশ্বরত্ব-আরোপবাদি-সম্প্রদায় কল্পনা-বলে ঈশ্বর বা অবতার সৃষ্টি করিতেছে, শাস্ত্রের কদর্থ ও বিকৃতার্থের দোহাই দিয়া মানুষকে ঈশ্বর গড়া করিয়াছে দেখিয়া সত্য সত্য স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরবস্তুর প্রকাশকারী অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্তগণও তজ্জাতীয়—এইরূপ এক আসুর-সম্বন্ধের দুর্বুদ্ধি মায়াদেবী মনুষ্যের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। এইজন্যই নিরপেক্ষ সুমেধাগণ বলিয়াছেন,—

ভাগবত, তারতশাস্ত্র, আগম, পুরাণ।
চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতার-প্রকট-প্রমাণ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট-প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৩।৮৩—৮৫)

যাং নীলরত্নচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
পদ্মেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবদন্তি শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাত-দৈব-পরমার্থ-শিবাং মতৈস্তে
নৈবাসুর-প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥
(আলবন্দারু যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্ন)

হে ভগবন্, তোমার অবতার-তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিকশাস্ত্র-দ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকতার লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাক্ষস ও তামসগুণবিশিষ্ট অসুর-প্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

জগতের বহির্মুখ স্বাধীনজ্ঞাতাবলম্বী মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে যে-সকল বিভিন্ন-পরিচয়ে পরিচিত করাইবার চেষ্টা করেন, তাহার সহিত ভক্তবৃন্দের প্রদত্ত পরিচয় আংশিক বা অসম্পূর্ণ হইলেও এক নহে। যেমন শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন সাক্ষাৎ লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের ঔদার্য্যময় পূর্ণতম অবতারের পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরকে কোন কোন স্থানে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহাতে কোন দোষ হয় নাই,—

সেই ত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাঁতে অবতারী॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমত কহে, যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদকশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার॥
কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥
(চৈঃ চঃ আদি ২।১১১-১১৫)

অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরে সকল অবতারই অন্তর্ভুক্ত আছেন, সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরকে যে-কোনও বিভুর নামে অভিহিত করা কিছু দোষাবহ নহে; কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা বস্তুকে 'অবস্তু' বা মায়া বলিয়া থাকেন, সেই সকল অভক্ত-সম্প্রদায়ের বাক্য যে ব্যভিচারী নহে, তাহা নহে। শ্রীগৌরসুন্দর মহুষা, কিংবা ধর্ম্মসংস্থাপক জীব, পণ্ডিত, কিংবা বহিরঙ্গা মায়ার বিভিন্ন কল্পিত মূর্ত্তি বা অভীষ্ট নামের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীনাম সমান অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি বা মহামায়ার মূর্ত্তি, গৌরাঙ্গের নাম ও মানবের কল্পিত কালী-দুর্গা প্রভৃতির নাম—সবই সমান; গৌরাঙ্গও যাহা, অভক্তগণের পূজিতা কালী-দুর্গাও তাহাই, যে-কোনও একটী মানবের রুচি-অনুসারে গ্রহণ করিলেই হয়,—এই যে বিচার—যাহার অন্তরালে—যাহার মোহন আবরণের মধ্যে

নির্বিশেষবাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, এরূপ বিচার তত্ত্ববস্তু শ্রীগৌরসুন্দরে অবয়জ্ঞানে সমর্পিত হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রেমের ধর্ম্মের স্বরূপ কি প্রকার? মহাপ্রভু কাহাকে প্রেম বলিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন, প্রেমের একমাত্র আশ্রয় স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণই—প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে 'প্রেম'-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। বহির্মুখ জীবসাধারণের দেহ বা মানসিক চর্য্যা 'প্রেম' নহে, তাহা স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন কাম। 'প্রেম'-শব্দের বিকৃত ধারণা হইতে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়া বলি, গৌরাঙ্গদেব কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের নিন্দা করেন নাই, বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতাকে সমান বলিয়াছেন, অদ্বৈতের প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তথাকথিত সমন্বয়বাদের যে মূল বীজ নির্বিশেষবাদ, উহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমের অত্যন্ত বিরোধী বলিয়া স্বমুখে খণ্ডন করিয়াছেন,—

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নির্ব্বিশেষবাদ

কাঁহাতে পড়ায় বেটা প্রতাপ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য় অঃ ৩১-৩৮)

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ ১৬৭—১৬৯)

শ্রীগৌরসুন্দর ও পঞ্চোপাসনা

নির্বিশেষবাদের আর একটী শাখা—পঞ্চোপাসনা। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' নামক সিদ্ধান্তগ্রন্থ জগতে প্রদান করিয়া তাহাতে পঞ্চোপাসনার মূলচ্ছেদ এবং একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবতারিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সূর্য্য, শক্তি, গণেশ, রুদ্র ও বিষ্ণুর কর্ম্মফল-দাতা বিকৃত যে-কোনও একটীর স্বরূপের সাময়িকভাবে প্রাধান্য-স্বীকার-পূর্ব্বক চরমে তাহাদিগকে নির্ব্বিশেষে বিসর্জ্জন করাই পঞ্চোপাসনার প্রতিজ্ঞা। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীব্রহ্মসংহিতার ৫।৫২ শ্লোকে সূর্য্য, ৫।৫৪ শ্লোকে শক্তি, ৫।৫০ শ্লোকে গণেশ ও ৫।৪৪ শ্লোকে রুদ্র-উপাসনার স্বতন্ত্রত্ব নাই জানাইয়াছেন। সকলেই গোবিন্দ বা বিষ্ণুর অধীন হইয়া যদি বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত হন, তবেই তাঁহাদের সেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব, নতুবা স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-রূপে তাঁহাদের কোনও অধিষ্ঠান নাই।

শ্রীরাম-নৃসিংহাদি অবতার সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বাবতারী, সর্ব্বাংশী শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, কলাবিভবে নিত্য অপ্রকটলীলায় বৈকুণ্ঠে ও প্রকটলীলায় ভূবৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ব্রতাদি চেষ্টা-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার্য্য বিষয়ের অন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া অনেকে দূর হইতে স্ব স্ব রুচি বা প্রেয়োমত-সমর্থনের ছাঁচে ঢালিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে (?) গড়িতে (?) চাহেন। ইঁহারা যুক্তি প্রদর্শন করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া ভক্তিরই প্রাধান্য দিয়া গিয়াছেন, বস্তুতঃ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রতাদিকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই, তাহারাও ভক্তিরই ন্যায় এক একজন বিকল্পাঙ্গ-বিশেষ বা ভগবৎসাক্ষাৎকারের এক একটী পথ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কেবল ভক্তির পক্ষপাতিত্ব করিবার জন্য বা লোকের নিকট ভক্তির বাহ্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য ভক্তিকে বড় করিয়াছেন এবং কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে ভক্তির সহিত অন্তরে সমান আসন প্রদান করিয়াছেন, তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, যদি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, ভক্তি-দেবীর চাকুরী করে, তবে যথাকিঞ্চিৎভাবে স্বীকার্য্য। কিন্তু কৃষ্ণের অন্তরঙ্গমণ্ডলে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপের কোনই প্রবেশাধিকার নাই। একমাত্র কেবলা ভক্তিই সেখানে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন-শিক্ষায় সর্ব্বজ্ঞের উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া কর্ম্মিপ্রবরীয় কর্ম্মপথকে তাদৃশ বরণীয় রাজভূমিকা (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩২), যোগপথকে যজ্ঞের পীঠস্থান (ঐ মধ্য ২০।১৩৩) এবং নির্ব্বিশেষ জ্ঞানপথকে অজগরের বিহার-স্থানরূপে (ঐ মধ্য ২০।১৩৪) নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্যে তাঁ'রে ভজি'॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩৬)

কর্মনিন্দা, কর্মত্যাগ, সর্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম হইতে প্রেমভক্তি কভু কম্ম নহে॥
পঞ্চবিধ মুক্তিত্যাগ করে ভক্তগণ।
কম্ম করি' 'মুক্তি' দেখে নরকের সম॥
মুক্তি, কর্ম,—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম পঃ)

আচার্য্য শঙ্করের মত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু

যাবতীয় মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ শঙ্করাচার্য্যের যে মায়াবাদ-মতে দীক্ষিত ছিলেন, মহাপ্রভু তাহা খণ্ড-বিখণ্ডিত করেন। ইহাতে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বিরোধ হয় নাই,—

সকলশাস্ত্র যুক্তি প্রভু 'ভক্তি' করে স্থাপন।
সমূলিক খণ্ডে মন ফিরায় সবার॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।২০)

সেই সকল সন্ন্যাসী পরে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তকেই একমাত্র বাস্তব সিদ্ধান্ত এবং আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত অসৎ-মোহনার্থ নৈমিত্তিক জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান।
শুনিয়া পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন-কাণ॥
সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য 'কল্পনা' করে আগ্রহ করিয়া॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ যে পণ্ডিত শুনে।
মুখে 'হয়' 'হয়' করে হৃদয় না মানে॥
• • • •
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে মুখে মুক্তি হয়॥
'ব্রহ্ম'শব্দে কহে "ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্"।
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি' 'পূর্ণতা' হয় হানি॥
শ্রুতি-পুরাণ কহে,—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তাহা নাহি মানি' পণ্ডিত করে উপহাস॥
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে 'মায়িক' করি' মানি।
এই বড় 'পাপ',—সত্য চৈতন্যের বাণী॥

তথা চ ঋগ্বেদসংহিতায়াং ৬।৯।৭
ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥
তথা চ যজুর্ব্বেদসংহিতায়াং ৩১।১৮
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥
তথা চ ঋগ্বেদসংহিতায়াং ১০।৯০।১৬
ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
তথা চ ঋগ্বেদসংহিতায়াং ১০।৯০।৩
ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥
তথা চ ঋগ্বেদসংহিতায়াং ১০।৯০।৪
ওঁ তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥
তথা চ ঋগ্বেদসংহিতায়াং ১০।৯০।১
ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
তথা চ ঋগ্বেদসংহিতায়াং ১০।৯০।২
ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
তথা চ ঋগ্বেদসংহিতায়াং ১০।৯০।৩
ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥
তথা চ ঋগ্বেদসংহিতায়াং ১০।৯০।৪
ওঁ তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥
তথা চ ঋগ্বেদসংহিতায়াং ১০।৯০।১
ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

তাঁহাদের যোগশাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, এই সকল মতবাদপরায়ণ মনীষিগণ কেহবা স্বয়ং ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের স্বত প্রতীতিযুক্ত এক একটী মত স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্-দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া সেই সেই মত খণ্ডন-পূর্ব্বক শ্রীব্যাসদেব ভগবৎ প্রতিপাদক বেদান্ত-সকলের অবলম্বনে বেদান্তসূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বেদান্তমতে—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্য সাকার। নির্ব্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে নির্গুণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ এবং বিশেষস্থলে ভগবান্‌কে ত্রিগুণময় সগুণ বলিয়া প্রতিপাদন করেন। বস্তুতঃ ভগবান্ কেবল ত্রিগুণাতীত নির্গুণমাত্র নহেন। পরন্তু তিনি অখিল সচ্চিদানন্দ গুণরাশির আধার সগুণ বিগ্রহ। মতবাদিগণ কেহই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ বিষ্ণুকে স্বীকার করেন না, অথচ বাহ্যে পরমত-খণ্ডনপূর্ব্বক নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিবার প্রবল প্রয়াস দেখাইয়াছেন। এজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী—যাহা বেদান্তের একমাত্র অকৃত্রিম অধিষ্ঠান নিশ্চয়, তাহাই তত্ত্ববিদ্‌গণ করিয়াছেন,—

পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হইতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সেই সত্য মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের সার।
তাঁহ যে কহয়ে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বসার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ ৫৯,৫৫,৫৭)

জৈন-মত ও মহাপ্রভু

প্রাকৃতনীতি বা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমত অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে জৈনমতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। তত্র তপঃ-নীতি, কৃচ্ছ্রের অধিষ্ঠান, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতিকে ভগবৎসাধন-সহকারী করিয়া অতিমাত্রায় ব্যাপ্ত করিলে জৈনধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। জৈনমতে যে বীরপূজা প্রচলিত আছে, তাহাতে শুষ্ক বৈরাগ্য ও নীতিকে পরিচালনা করিতে করিতে আত্মহত্যাই চরমকাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ভগবদ্-ভক্তির বিচারে নির্ব্বিশেষবাদীর শুষ্ক বৈরাগ্য বা জৈনমতের অতিবৈরাগ্যের প্রভাব আত্মহত্যারূপে এবং স্মার্ত্তের প্রাকৃত-নীতিবাদ নাস্তিকতারই অন্যবিশেষ বলিয়া অতি তুচ্ছরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা,—বিবেক, বৈরাগ্য, যম, নিয়ম, শৌচ, অহিংসাদি গুণ ভগবদ্ভক্তির এক একটী অঙ্গ ও তাহা ভগবদ্ভক্তের কাম্য বস্তু। কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু জানাইয়াছেন যে, ঐ সকল কখনই ভক্তাঙ্গপদবাচ্য হইতে পারে না। ঐ সকল গুণ হরিভক্তের পদসেবা করিবার জন্য অতিদূরে জীতভাবে প্রতীক্ষায় অবস্থান করে। যাহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত দেবতা নিখিল সদ্-গুণের সহিত তাঁহাতে অবস্থান করিয়া থাকেন,—

বিবেকাদ্যস্তভোহবীয়াস্তপি নাগ্রতস্তচেতে॥
কৃতোমুখং গময়ং বাঞ্ছি ধ্রুবাঃ সৌচাদয়স্তথা।
হরাবভক্তে ন গুণা ভাস্তকাদ্যাস্তরপাশ্রিতা॥
এতে ন সাধুতা ব্যাপ্ত তবাধিবাসায়তো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥
অন্তঃতর্দ্বি র্হিতর্দ্ধিসিদ্ধাঃ সার্ব্বাদয়স্তথা।
অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনম্॥

অতএব বিবেকাদি গুণ-সকলকেও অগ্রসর বলা যাইতে পারে না। যম-নিয়মাদি তথা শৌচাদি কৃচ্ছ্রোন্মুখ ব্যক্তির নিকট স্বয়ংই গমন করিয়া থাকে। এই হেতু ইহাদিগেরও ভক্তাঙ্গাশ্রয়পাতিত্ব যুক্তিযুক্ত নহে। হে রাম, তোমার এই সকল অহিংসাদি গুণ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। হরিভক্তিতে যাহারা প্রবৃত্ত, তাহারা কখনও পরকে কষ্ট দিতে পারে না। অন্তঃতর্দ্ধি, বাহ্যতর্দ্ধি, তপঃ, শান্তি প্রভৃতি গুণ-সকল হরিসেবাকামী জনের পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তমত ও মহাপ্রভু

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার আচরণে ও বাণীতে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-মতকে সম্পূর্ণভাবে নিরাস করিয়াছেন। যে অমলপুরাণকে শ্রীমন্মহাপ্রভু একমাত্র প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমতের নিরাস বিশেষভাবে আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল-উপাখ্যানে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদের মূলে খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। বলির উপাখ্যানে (৮ম স্কন্ধে) শুক্রাচার্য্যের নীতি পরিত্যাগের আদর্শ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমতপরিত্যাগ-ব্যতীত আর কিছুই নহে। দশম স্কন্ধে যজ্ঞ-বধে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ খণ্ডন হইয়াছে। কর্ম্মজড়স্মার্ত্তমতে যে অদৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, তাহা মহাপ্রভু কখনও স্বীকার করেন নাই। যাঁহারা অনর্থমুক্ত ও সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া হরিভজনে প্রবেশ লাভ করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের অধিকারে শ্রীমন্মহাপ্রভু

বৈষ-বর্ণাশ্রমধর্মের উপদেশ দিয়াছেন। বৈষ-বর্ণাশ্রমধর্ম ও আধুনিক বিকৃত অবৈষ-বর্ণাশ্রমধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈষ-বর্ণাশ্রম নির্বিশেষবাদের অবৈষ কুত্রিমা পঞ্চোপাসনা-র বিষয় নহে। বৈষ-বর্ণাশ্রম একমাত্র অধিল সদ্‌গুণের আধার বেদ-প্রতিপাদ্য পরম পুরুষ বিষ্ণুর উপাসনায় প্রতিষ্ঠিত। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া জানাইয়াছেন। বৈষ-বর্ণাশ্রমীর লীলা প্রদর্শন করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষেতর-ব্রাহ্মণের হস্ত-পাচিত ভক্ষ্য-ব্যতীত কোন অবৈষব ব্রাহ্মণক্রবের কোন বস্তু গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, কাশীর উচ্চশ্রেণীস্থ স্মার্তব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসিগণের সহিতও এক পংক্তিতে ভোজন করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা অবৈষবতা পরিত্যাগ করিয়া বৈষবতার অভিমুখে হইলে মহাপ্রভু এক পংক্তিতে ভোজন লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অধিল-ভূমে অবতীর্ণ ঠাকুর হরিদাসকে পর্যন্ত এক পংক্তিতে ভোজনের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় ৬১)। গৃহস্থ পাকযাত্রিক আচার্যের লীলাভিনয়কারী শ্রীঅবৈতপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের সহিত শান্তিপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশানুসারে, একত্র অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়াছিলেন,—

মুকুন্দ হরিদাস লইয়া করহ ভোজন।
তবে ত' আচার্য সঙ্গে পঞ্চ, দুইজনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় ১০৬, ১০৭)

যে-সকল কর্মজড়স্মার্ত ও তাহাদের গুরুবাদি প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় বলেন যে, মহাপ্রভু কখনও ব্রাহ্মণেতর কুলের কোন ভক্তের সহিতও এক পংক্তিতে মহাপ্রসাদ ভোজন করেন নাই, কেবলমাত্র শ্রীক্ষেত্রে সাধারণ প্রচলিত বিধি-অনুসারে সকলের স্পৃষ্ট মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের কল্পনা যে সম্পূর্ণ স্বকপোল-কল্পিত, তাহা পরম প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বাক্য হইতেই নিরাকৃত হইয়াছে। মহাপ্রভু স্বয়ং ঠাকুর হরিদাসকে শান্তিপুরে গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী শ্রীঅবৈত-প্রভুর গৃহে তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ঠাকুর হরিদাস প্রভুর মর্যাদা রক্ষার্থ যখন তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, তখন মহাপ্রভু ভোজন করিবার পর স্বয়ং পাক-যাত্রিক আচার্য ও গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুকে ব্রাহ্মণেতর কুলে আবির্ভূত মুকুন্দ এবং বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত এমন কি, অহিন্দুকুলে আবির্ভূত ঠাকুর হরিদাসকে এক সঙ্গে লইয়া ভোজন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অদ্বৈতাচার্য প্রভু মহা প্রভুর সেই আদেশ পালন করিয়া স্বেচ্ছামত ঠাকুর হরিদাস ও মুকুন্দের সঙ্গে ভোজন করিলেন। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য প্রভু আর একবার নিজ শিক্ষা-গুরুবের শ্রাদ্ধপাত্র ঠাকুর হরিদাসকে ভোজন করাইয়া কর্মজড়-স্মার্তগণের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বা শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভু একমাত্র শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের সম্বন্ধেই এইরূপ বিচার করিতে বলিয়াছেন। "কুলকে ভোজয়তে বৈষ" যে বহুবিধ প্রতিলোমকুলের বা দলের অন্যতম বিচার আছে, তাহা বৈষবগণের সঙ্গে পরিবর্জন করিলে অবৈষব-সঙ্গ হইয়া পড়ে। এইজন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন, অন্ততঃ আর কিছু না হউক, শুদ্ধ বৈষবের নিকট হইতে চাহিয়া কিছু জলও পান করা উচিত। একদিকে যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্মজড়-মত নিরাস করিয়াছেন, অপর দিকে আবার তিনি পরবর্তিকালের নব্য মত বা আধুনিক-কালের অস্পৃশ্যতা-বর্জন প্রভৃতি ভোগময় নাস্তিক্য মতেরও সমর্থন করেন নাই। অন্তকের স্পৃষ্টান্ন বা তৎসহিত একত্র ভোজন, ভোগাসক্ত মেথর-মুদ্ফরাসকে 'হরিজন' কল্পনা করিয়া এবং তাহাদিগকে তাহাদের ভোগ-ধর্মেই নিমজ্জিত রাখিয়া তাহাদের সহিত একত্র ভোজনাদির বাহাদুরীকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন দিন প্রশ্রয় দেন নাই। একমাত্র ভগবদ্ভক্তকেই জাতিবুদ্ধি করিতে হইবে না, ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। কর্মজড়স্মার্তগণের বিচার তাহার বিপরীত। তাহাদের নীতি—বিষ্ণুর পাদোদ্ভূতা গঙ্গার জল ও খানা-ডোবার জল সবই সমান, শ্রীশালগ্রাম ও রাস্তার খোয়া বাহ্যদৃষ্টিতে এক বলিয়া বস্তুতেও এক। অবৈষবের সহিত বৈষবকে জাতি-সামান্যে-দর্শন কর্মজড়স্মার্তের মজ্জাগত ব্যাধি। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা সর্বতোভাবে নিরাস করিয়াছেন।

জনমত ও মহাপ্রভু

শ্রীমন্ মহাপ্রভু কখনও জনমতের দ্বারা সত্যের পরিমাপ করেন নাই। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—এই জগৎ বহির্মুখতা-অপরাধের আমাদিগের কারাগৃহ, সুতরাং এখানকার সংখ্যাধিক্যের যে মত, তাহা বহির্মুখতার আসামীর মত-মাত্র। ইহাদের মধ্যে যে-সকল ধর্মের ছাপ-দেওয়া কথা শুনিতে

পাওয়া যায়, তাহাও প্রচ্ছন্ন বিমুখতায়ই বিচিত্র প্রকাশমূর্ত্তি। এখনকার লোকের ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের ধারণা কিংবা কল্পনা কেবল তাহাদের আশাত প্রিয়রুচির দাস। আর ইহাদের দলের ঠাইপণ্ডিতেরা যে-সকল ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, তাহারও অন্তরে পাষণ্ডত্বের বিষের পূর্ব-মাত্রায় অনুপ্রবেশ করিয়াছে। সাধারণ লোক ইহা ধরিতে পারে না। একমাত্র সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের অকৃত্রিম কৃপায় যাঁহাদের ইহা ধরিবার মত সুবুদ্ধিযোগ উদয় হয়, তাঁহাদেরই বৈষ্ণবতার আরম্ভ হয়। মহাপ্রভু যে-সময় জগতে ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তির কথা—একমাত্র সর্ব্বসাধারণ শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথা প্রচার করেন, তখন জনমত তাঁহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধতা আচরণ করিয়াছিল। যাঁহারা তখনকার হিন্দু বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত, অশাস্ত্রীয়, স্বকপোল-কল্পিত মত,—ইহা প্রচার করিতেছিলেন! এমন কি, তখনকার জনমত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে মৎসরতাবশে নানাপ্রকার কুকথা রটাইতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। নবদ্বীপের তখনকার অহিন্দু শাসনকর্ত্তার বিচারালয়ে নিমাইর বিরুদ্ধে নালিশ পর্য্যন্ত হইয়াছিল (চৈঃ ভাঃ আ ১৭শ পঃ)—

কোনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল।
আসি' কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম তাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মহাদণ্ডী বিশ্বম্ভরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য-গীত-বাদ্য-যোগ আচরণ॥
• • •
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ॥
নিমাই নাম ছাড়ি' এবে গোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঙ্গারি'॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দু-শাস্ত্রে ঈশ্বর-নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাঞি বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি এইরূপ জনমত দেখিতে পাওয়া যায়,—

কেহ বলে, এতকাল ইহান কি নাই?
কেহ বলে, রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥
কেহ বলে, গোসাঞি করিবে বড় ডাকে।
এতদিনে সর্ব্বনাশ হইবে এই পাকে॥
কেহ বলে, জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
পরম-উদ্ধত হেন সবার ব্যবহার॥
কেহ বলে, কিসের কীর্ত্তন কেবা জানে?
এত পাক করে এই শ্রীবাসিয়া ব্রাহ্মণে॥
রাখিয়া খাইবার নাগি' মিলি' চারি ভাই।
কৃষ্ণ বলি' ডাক ছাড়ে যেন মহা-বাই॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় ২২৬—২৩০)

রাত্রি করি' মন্ত্র পড়ি' পরদিনা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা'-সবার সনে॥
ডালা, সোলা, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।
খাইয়া তা'-সবা-সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
স্ত্রিয় লোক দেখিলে না হয় তা'র সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥
কেহ বলে, কালি উঠক যাইব সেখানে।
কীর্ত্তনে বাড়িয়া সব মিল জনে জনে॥
যে না ছিল রাজ-দেশে আনিয়া কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরন্তন॥
দেখে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি, জানিহ নিশ্চয়।
যাক মরি' গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয়॥
থাকি থাক, শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি যা কি করে' দেখ অদ্বৈত-আচার্য্য॥
কোথা বৈতে আসি' নিত্যানন্দ-অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি' করে এতরূপ॥
কেহ বলে, ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য-ধর্ম্ম।
পড়িয়াও এতেক করয়ে হেন কর্ম্ম॥
কেহ বলে, এতেক দেখিতে না যুয়ায়।
এ গুলার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাঞি পণ্ডিত।
এ গুলার সঙ্গে তার হেন হইল চিত॥
কেহ বলে আজ-বিনাশলাকাৎ করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয়, না জানিল ইহা॥
আপন মহীয়-মাঝে আছে নিরঞ্জন।

ঘরে ঘরাইলা সব চন্দ্রে নিয়া মন।
চাঁদ-ভরা-মুখ-বধি একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি' খায় একত্র হইয়া॥
পরিহাসে আসি' সবে দেখিলাঁও তারে।
দেখি, ও পাগল-ভরা কোন্ কর্ম করে॥
প্রভুকে বলিয়া সবে চলিলেন ঘরে।
এক যায়, আর আসি' যোগায় তাহারে॥
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেই ছুই দেখা হয়।
গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য়॥
'হৈ হৈ হায় হায়' এই মাত্র শুনি।
ইহা বহি হৈতে হৈল অন্য-কাহিনী॥
মহা-মহা ভট্টাচার্য্য সভায় যেথায়।
হেন চাঞ্চল্যের কথা বলে নদীয়ায়॥
শ্রীবাস-রামাদি এই নদীয়া হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি' কালি সৈন্য ফেলাইব স্রোতে॥
ও ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮ম অঃ)

যে অদ্বৈতাচার্য্য জগতের দুরবস্থা দেখিয়া জগতের প্রতি অত্যন্ত করুণাপরবশ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরকে জগতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই অদ্বৈতাচার্য্যই একদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট ঠারে-ঠোরে একটী প্রহেলিকা প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, জনসঙ্ঘের "হাটে-লা বিকায় চাউল।"—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১৯।১০)

ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণ-পূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
কৃষ্ণকথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ)

জগতের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া গৌরজন জনসঙ্ঘকে হরিকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত পরিচয় পুনরায় প্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ঘনীভূত বহির্মুখতা-মেঘ লোক-লোচন আবৃত করিয়া স্বপ্রকাশ গৌরসুন্দরের কৃপালোক দর্শন করিতে দিতেছে না। প্রাকৃত-সহজিয়া-মত, তথাকথিত সমন্বয়বাদ, নির্ব্বিশেষ মত, নানা প্রকার পাষণ্ড-মত-সমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের নির্দ্দিষ্ট কীর্ত্তনের পথ ও বাস্তবসত্য-ব্যতীত আরও বহু মত বা পথ এবং সত্তা আছে—এইরূপ এক সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা সমগ্র মানবজাতির মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে। তাহাতে লোক মহাপ্রভুর কথাকে—শ্রীনামসংকীর্ত্তনের পথকে অর্ব্বাচীন মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে এবং মুখে শাস্ত্র মানিয়াও—মুখে বেদ-স্বীকার করিয়াও গণগড্ডলিকা প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ-মতে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে অনুক্ষণ বেদবিরুদ্ধ মতই পোষণ করিতেছে।

ক্রিয়াসক্তান্ দিগ্ দিগ্ বিকটপসো দিক্ চ যমিনঃ
দিগন্ত ব্রহ্মাংং বদন্ত বহুমানান্ কুমতীন্।
কিমেতান্ পোচ্যো বিষয়বসমত্তান্ধ শূ-
ন্য কেব কিন্তুপোহপ্যহহ মিলিতো গৌরমধুনঃ॥
অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদ্মঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা অপি প্রায়ান্তি তে জনাঃ॥

ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল

বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনঃ প্রবাহের মূল পুরুষ ও বিশ্বগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দুইটী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একটি বাণী ৪০০ গৌরাব্দে অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত" নামক গ্রন্থে উচ্চ ভৈরবের ন্যায় ঘোষিত হইয়াছিল, আর একটি বাণী তাঁহারই "শ্রীসজ্জনতোষণী" ও "শ্রীকৃষ্ণসংহিতা" পত্রিকার অঙ্কে ৪০৭ ও সম্ভবতঃ ৪০৪ গৌরাব্দে অর্থাৎ ৪০ বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে মহামণির ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গ্রন্থ বাধা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতে সময়ের অপেক্ষা করে, তাহার বহু পূর্ব্বেই আচার্য্যগণের হৃদয়দর্পণে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাহা সংরেখিত ও উদিত থাকে।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন।"

'শ্রীনবদ্বীপধাম' ও 'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় তাঁহার দ্বিতীয় মনোহভীষ্ট ও ভবিষ্যদ্বাণীটি আমরা এইরূপ দেখিতে পাই,—

"অতি অল্পকালের মধ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আরেক পৃথিবীকে পবিত্র করিবে। শুদ্ধনামের জয়পতাকা দেশ-বিদেশে উড্ডীয়মান হইবে।"

নিতান্তসিদ্ধ সহজসমাধিলব্ধ এইবাণী মনোধর্ম্মীর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাগানের আজাদকুসুম নহে। শ্রীগৌরবাণীর সহিত শ্রীগৌরজনের এই বাণী সমসুরে গাথা—ঐকতানে বাঁধা।

"নবা নৈষ্কাশিদাসনে বিলম্বঃ কার্য্যে ত্বয়া।"

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—প্রভৃতি গৌরবাণীই গৌরজনের শ্রীমুখে অনুপ্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী বা ততোধিক পূর্ব্বে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে 'জয়'-প্রবণ-পঞ্চক প্রকাশিত হইতেছে।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের প্রথম মনোহভীষ্টের কথা আমরা "বৈষ্ণব-সমাজ" নামক পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু ঠাকুরের দ্বিতীয় মনোহভীষ্ট-পরিপূরণের জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপা, প্রেরণা ও শক্তিসঞ্চারে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ এবং শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ আগামী ১লা এপ্রিল তারিখে মুম্বাই হইতে নওমাজিমুখে যাত্রা করিবেন, এরূপ প্রস্তাব হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিশেষ অনুকম্পিত, স্নেহসঞ্চিত এবং ঠাকুরের নিকট পারমার্থিক দীক্ষায় দীক্ষিত। ইনি ঠাকুরেরই সাক্ষাৎ আদেশ ও ইঙ্গিতে তদীয় অভিন্ন-বিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-সন্ন্যাস ও তৎপরবর্ত্তিকালে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রাপ্ত হন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অচৈতন্য জগতের সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তির আলোক বিস্তারের জন্য শ্রীল তীর্থ মহারাজকে তাঁহার বৈষয়িক-গৃহস্থজীবনেই তদীয় পূর্ব্বাশ্রমের মাতা-পিতার নিকট হইতে ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। এক সময় কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর শ্রীল তীর্থ মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের জীবনের উচ্চ শিক্ষা-দীক্ষা এবং তৎসঙ্গে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য, সদাচার প্রভৃতি বহু যোগ্যতা দর্শন করিয়া তাঁহাকে রাজাবাহাদুরের একান্ত মাসিক বেতনভোগী প্রচারকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ভক্তি-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় স্বামিজী মহারাজ তাঁহার গৃহস্থজীবনেও এই প্রকার ভূতল প্রচারকের কার্য্য যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচারের বিরোধী, নিন্দনীয় ও সংসারাসক্তি প্রসারের নিরপেক্ষতার পথে অর্গলস্বরূপ, তাহা উপলব্ধি করিয়া ঐরূপ প্রলোভনীয় প্রস্তাব অনায়াসে করিতে বিন্দু বোধ করেন নাই।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে স্থানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধনাম প্রচারিত হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, সেখানেই তিনি এরূপ লিখিয়াছেন,—"শুদ্ধরূপে প্রচার করিতে গেলে প্রথম—নামের শুদ্ধতা, দ্বিতীয়—প্রচারকের শুদ্ধতা এবং তৃতীয়তঃ—গ্রাহকবর্গের শুদ্ধতার প্রয়োজন। নামের শুদ্ধতা এই যে, প্রচারিত নাম ভগবল্লীলাসূচক ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিরহিত হইবে। প্রচারকের শুদ্ধতারও নিতান্ত প্রয়োজন। নাম-গান সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা শুনিতে গিয়া প্রচারকদিগের অশুদ্ধতা দেখিয়া দুঃখ পাই। যুক্তি ও মুক্তি-বিপাদ-দুষ্টির হৃদয় হইতে যে নাম বাহির হয়, তাহা প্রতিবিম্ব নামাভাস। তাহাতে জীবের নিত্যমঙ্গল সম্ভব নয়। অর্থাদি প্রাপ্তির আশায় অথবা নাম-প্রচার করিয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় কাজ করিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে না। ● ● ● যে শুদ্ধভক্ত-মুখ। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম জগদ্ভাবের পরম ধন। যে-সকল ধর্ম্ম আজকাল যুগধর্ম্মের নামে দেশে-দেশে প্রচারিত হইতেছে, সে-সমস্তই সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। যখন সেই সমস্ত ধর্ম্ম দূরীভূত হইয়া নিখিলের চর্ম-মর্ম্মে মুদ্রাঙ্কিত হইবে এবং পরমার্থ অগ্রসর হইয়া সকলদেশে ব্যাপ্ত হইবে, সেই সুখজনক সময় আমাদের আশিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া শ্রীনামহট্টের পুষ্টি করুন।"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই মনোহভীষ্ট-পূরণের অগ্রদূত হইয়া যখন গৌরশক্তি আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহারই শক্তিসঞ্চারে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজও শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর জীবন্ত মূর্ত্তস্বরূপ ত্রিদণ্ডাশ্রমী-রূপে প্রকটিত হইলেন। সেই ত্রিদণ্ডাশ্রমী স্বামিজী মহারাজ আজ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভিন্ন সেবকরূপে জড় সমন্বয়বাদের ঘোর অমানিশায় অন্ধকার ভেদ করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীর স্বয়ংপ্রকাশিত মৌলিক আলোকধারায় অপ্রাকৃত প্রবীপ-শিখায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য পাশ্চাত্য-দেশে শুভ অভিযান করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-সেবার প্রোৎসাহী কোষস্বরূপ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ ও কৃপায় অভিষিক্ত হইয়া শ্রীল তীর্থ মহারাজের

সঙ্গী হইয়াছেন। শ্রীমদ্ ঘন শ্যামদাসের প্রতি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী রূপায় শক্তিসঞ্চারের ফলে গুরবৈষ্ণব-সমাজে অবিদিত নাই। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে তাঁহার বাগ্মিতা কাহাকে না মুগ্ধ করিয়াছে? তিনি গুরুপাদপদ্মের কৃপাশক্তিতে যে অপ্রাকৃত বাগ্মিতার বন্যায় আত্মসাৎকিতা বিমাচন প্রবিত করিয়াছেন, তাহাতে রাজদরবারের সর্ব্বোচ্চ আসন হইতে অভিজাত-সম্প্রদায়ের সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছে। সম্রাটের সংকোচ প্রতিনিধি হইতে আরম্ভ করিয়া—অসংখ্য পাশ্চাত্যদেশীয় এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া কারাগৃহের অসংখ্য মন্ত্রীবৃন্দ, অধ্যাপক ও পণ্ডিতব্যক্তি স্বামিজীর বাগ্মিতাপূর্ণ শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচার-পূরক বক্তৃতা মুগ্ধ ও জীবনে এক নূতন পথের আলোক পাইয়াছেন যে, তাঁহারাই বহুবার সেই শ্রীচৈতন্য-বাণীর পরম পাশ্চাত্য দেশের বিদ্বদ্বরবারে উপস্থিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইয়াছেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্টসাধক শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক আচার্য্যবর্য্যের আশীর্ব্বাদের পুষ্টিসম্বরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দের সোৎসাহিত আগ্রহাতিশয্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীচৈতন্যবাণীর আগমনী গাহিবার জন্য নিত্যই পাশ্চাত্যদেশে অভিযান করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের স্নেহ-সঞ্চারিত, উদ্যোগশীল উৎসাহী শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, স্বামিজী মহারাজ-দ্বয়ের অনুসরণ করিতেছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে সেনাপতিরূপে শক্তিসঞ্চার করিয়া পশ্চিমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আজ শ্রীগৌরকিশোর শ্রীচৈতন্যবাণীর আগমনী কীর্ত্তনের জন্য তাঁহারই শক্তিসঞ্চারিত ও অনুপ্রাণিত জীবন্ত মৃদঙ্গের সহিত ইংরেজী ভাষায় রচিত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-নামক বৃহৎ মৃদঙ্গ-রাজকে ঐকতানে প্রকটিত করিয়া পাশ্চাত্যদেশের মনীষি-গণের সেবোন্মুখতা-উদ্বোধনের জন্য প্রেরণ করিতেছেন। এই অভিযাত্রী চেতনময় মৃদঙ্গের ধ্বনিতে জড়সর্ব্বস্বতাদের তর্কপটহ ভেদ ও শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণোপযোগী কর্ণবেধ নিশ্চয়ই হইবে,—আমরা এই আশীর্ব্বাদ পোষণ করিতেছি। এই মৃদঙ্গের ধ্বনিতে আপাতক জড়তার ঘুম নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যাইবে—কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী চেতনের বিজয়ী সকার করিবে—শ্রীগৌরাঙ্গ-নামের সঙ্কীর্ত্তনীধ্বনি সহজ প্রশ্রবণে প্রস্ফুটিত হইয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র ছুটিয়া পড়িবে—শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তন বিশ্বের পরতায় মুখর করিয়া তুলিবে—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের সহজ সমাধির স্বপ্ন, মনোঽভীষ্ট, ভবিষ্যদ্বাণী এবং স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ গীতা সফল হইবে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একদিন কর্ত্তাভজাদের সহিত বলিয়াছিলেন,—

"আহা! যে-দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ার ও আমেরিকার তত্রত্য ভাগ্যবান পুরুষ-সকল বিশাল-তাল-খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহু নিকুঞ্জের নগরে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে-দিন কবে হইবে! আহা! যে দিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ-সকল একদিক হইতে "জয় শ্রীগৌরাঙ্গ কি জয়"—এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রেমাবিষ্ট হইয়া অপরদিকে কৃষ্ণদেহীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন-পূর্ব্বক হরিনাম করিবেন, সে দিন কবে হইবে! যে-দিন তাঁহারা বলিবেন, —হে আর্য্য ব্রাহ্মণ! আমরা প্রেমবপুঃ শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা কৃপা করিয়া আমা-দিগকে আলিঙ্গন দাও, সে-দিন কবে হইবে! যে-দিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে-দিন কবে হইবে?"

বর্ত্তমান যুগ অসংখ্য সমস্যার আপাত সমাধানের স্বপ্ন-সৌধ-স্তূপের মধ্যে আপনার নিজত্বকে সমাধি দিয়া ফেলিয়াছেন, তাই প্রকৃত বিশ্বমিলনের মহামন্ত্র ভুলিয়া বৃথা দুঃখবাদ করিতেছেন। সেই মহামিলনের মহামন্ত্র—মহাচিৎ-সমন্বয়ের শ্রীচৈতন্যবাণী—অকৃত্রিম বিশ্বপ্রেমের মূল প্রস্রবণ প্রস্ফুটিত করাইবার জন্য গৌড়মণ্ডলের পূর্ব্বশৈলে উদিত, অভিমর্ত্তা, অবিতীয় সূর্য্য-চন্দ্র শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অনিত মহামন্ত্রের প্রেম-মলয়জ লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণ পাশ্চাত্যদেশে অভিযান করিতেছেন। এবার প্রাচ্যের অপ্রাকৃত সূর্য্য-চন্দ্র পাশ্চাত্যে কিরণমালা বিস্তারিত করিবেন—প্রাচ্যের প্রেমবপুঃ পাশ্চাত্যের বেলাভূমি উদ্ভাসিত করিবে। আমার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষিতে মোহার দিয়া বিশ্ববাসী সমস্বরে গান করিবেন,—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা—সকলই ডুবায়॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও এই সময় এক সপ্তাহের 'গৌড়ীয়'-প্রকাশ বন্ধ থাকিল। ৩২শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' আগামী ১১ই চৈত্র, ২৫শে মার্চ্চ তারিখে প্রকাশিত হইবে। গৌঃ সঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
কলিকাতা
১১ই মার্চ্চ, ১৯১

বিদ্বদ্বরেষু নিবেদন—

গৌড়ীয়গণের সর্ব্বস্ব শ্রীগৌড়ীয়নাথের কথা ধরণীর সর্ব্বত্র প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, প্রতি দেশে প্রতিধ্বনিত হইবার আশ্বাস-বাণী ভগবানের শ্রীমুখ হইতেই আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছি। এখনও পাশ্চাত্য-দেশের ও ভারতবর্ষের সকল গ্রামে, সকল নগরে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশবিশেষে গোলোক-বৈভবগত শ্রীগৌরবাণী সকল কর্ণে পৌঁছে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর-কথিত লোকাতীত দর্শন ও সিদ্ধান্ত-বৈশিষ্ট্য বৈবেয়কতনে পুনর্ব্বার সংরক্ষণ করিবার জন্য তীব্র বৈরাগ্যবিশেষ অনুক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদকে উত্তেজিত করিতেছে। স্থির হইয়াছে যে, বাগ্মিকুলভূষণ ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ প্রমুখ দুই একটি মঠসেবক লইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-প্রচারের উদ্দেশে আগামী ১লা এপ্রিল তারিখে বোম্বাই হইতে "ভিক্টোরিয়া" অর্ণব-পোতে য়ুরোপাভিমুখে যাত্রা করিবেন। বলা বাহুল্য—শ্রীগৌরবাণী-প্রচারের পতাকা লইয়া ভারতের বাহিরে এইরূপ যাত্রা পরমার্থ-প্রচারের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব ও নবযুগারম্ভের পূর্ব্ব সূচনা। এই বিদেশগামী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকগণকে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রসাদাশীর্ব্বাদ ও বিদায়-অভিনন্দন-প্রদান-উপলক্ষে আগামী ১৮ই মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইবে। উক্ত সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, এম্-এল-সি মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

আশা করি, ঐ সময়ে আপনাদিগের উপস্থিতি ও হার্দ্দী সহানুভূতি পাইয়া প্রচারকবৃন্দ সাধিক উৎসাহান্বিত হইবেন। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীকৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ—সম্পাদক

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ]

শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেহে শাস্ত্রে চিন্তামণি,
তা'র মাঝে নবদ্বীপ-ধাম।
গৌরকৃষ্ণ-লীলাস্থলী, সাধু হই' কুতূহলী,
সেবে সদা তুলি' নামগান॥
কলি-জীবে কৃপা করি' কলধৌতকান্তি হরি,
সঙ্গে লঞা পারিষদগণ।
করে কত লীলা-খেলা, ঘুচাইয়া ভব-জ্বালা,
দিতে জীবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥

আপন-শোধন-লাগি', শ্রীগুরু-করুণা মাগি,
গৌরদাস গৌর-প্রেমতে।
কৃপা করি' দেখে যদি', জানাইয়া গৌরহরি-
লীলাস্থলী অতি মনোরম॥
গ্রাম্যরসে মত্ত হৈয়া, বেশ-যশো-ভোগ লৈয়া,
ছাড়ি' গৌরপ্রিয়-পাদসেবা।
আপন স্বরূপ ভুলি', বিরূপে আপন বলি'
হিংসু আমি, বৃথা কৈনু সেবা॥

যেন দাতা দয়াময়, গৌরলীলা বিষয়,
বিস্তারিতে বিশ্বে অবতরি'।
ধামের মহিমা সুখে, জানাইলা নিজমুখে,
শুন' তাহা বর্ণনা যে করি॥
রাধাকৃষ্ণ একতনু, গৌরচাঁদ-শচীসুত,
বলরাম—নিত্যানন্দ রায়।
ব্রজবাসী ভক্তগণ, সেবিবারে প্রাণধন,
গৌর-সঙ্গে গৌরা-অঙ্গ পায়॥
রাধিকার বর্ণ- চারু, রাধা-প্রেমে মাতোয়ারা,
রাধানাথ পায় নিজ-নাথ।
নিজ-ধাম পরিবারে, লক্ষি-সহ লীলা করে,
অবতরি' সৈছা নিজধাম॥
নবধা ভকতি, সেবিবারে পতি,
নবদ্বীপরূপে রাজে।
হেরি' সুরধুনী, কুলু কুলু ধ্বনি;
স্বরূপ বিলিয়া সাজে॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন,
পদসেবা আর।
শ্রীহরি-অর্চ্চন, আত্ম-নিবেদন,
দাস্য, সখ্য আদি সার॥
সর্ব্বোত্তম ধন, আত্ম-নিবেদন,
শ্রীকৃষ্ণে করয়ে বশ।
হইয়া অতিশয়, হয় পরাজিত,
তাকে দিতে যান, যশ॥
সেই ত' স্বরূপ, অন্তর্দ্বীপ হন,
যে পদপীঠ মায়াপুর।
যেথা যার বাস, সেই' গৌরহরি,
লভে সবে কৃষ্ণপুর॥
দ্বীপ সীমন্ত, হরি' এক অন্ত,
অনন্ত মহিমা-ধাম।
শ্রবণে সুযোগ, দিয়া নামে ভোগ,
যে পান ভকত-প্রাণ॥
শ্রীহরি-কীর্ত্তন, পরম সাধন,
সে ক্রম-দ্বীপেতে বসি'।
গুরু-আজ্ঞাবলে, করি কুতূহলে,
যাহে লভি গৌর-শশী॥
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
মনোদ্বীপে হ'বে বাস।
লভে পদ-সেবা, ভাগ্যবান্ যেবা
কোলদ্বীপে কোল-পাশ।
অর্চ্চনে যখন, করিবে যখন,
বিবিধ সম্ভার-ধারে।
পাবে বাস তথা, ঋতুদ্বীপ যথা,
গদাই-গৌরাঙ্গ-ঘরে॥

শ্রীহরি-বন্দন, মায়ার বন্ধন,
করিতে ছেদন তবে।
অহংদ্বীপ হয়, শান্তের নিশ্চয়,
ছেড়ি সোভা, কৃপা হবে॥
দাস্যরসে রতি, যা'র হয় অতি,
ভাগ্যবান্ সেই জন।
বসি' মোদ্রুমে, নিত্যানন্দ-নামে,
সেবে গুরু অনুক্ষণ॥
মন্ত্র ভক্তবর, গৌর-পরাৎপর,
যে দ্বীপে বসিয়া সেবে।
মধ্যদ্বীপ নাম, যথা নাহি কাম,
সখ্যরসে কৃষ্ণ লভে॥
এস, এস, এস, সেই ধামে এস,
পরিক্রমা কর ধায়।
ধামবাসি-সনে, অনুগত মনে,
নাশহ হৃদয়-কাম॥
কৃষ্ণ ভুলি' নর, যাহার নরক,
নিজভোগে অনুরক্ত।
ধামের-ভজন, বিবিধ ভজন,
লভে জীব ভক্তিমত॥
পরম-বাহন, এ হয় ভুলনা,
পায় ইচ্ছা-প্রতিকূল।
নিজ-কর্ম্ম-ফেরে, গতাগতি করে,
যাবৎ না ত্যজে ভুল॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে, ধাম-সেবনেতে,
শ্রীনাম-কীর্ত্তনে আর।
সেই ভ্রান্তি নাশে, পাবে অনায়াসে,
যুগলভজন-সার॥
মুহূর্ত্ত সমুপেত, শিরে আগত,
জাগ, জাগ, জাগ ভাই।
বাঞ্ছিত আহ্বান, করিলে গ্রহণ,
মরণের পারে যাই॥
হেন ধামময়, আছে কি কোথায়,
এমন জগতে হয়।
চৈতন্যের বাণী, অচৈতন্য জানি,'
চৈতন্য-ধামেতে লয়॥
গুরু-পরিক্রমা, স্বরূপ-বিশ্রমা,
জীবের বন্ধন জানি।
ধাম-পরিক্রমা, ভক্তি-মর্ম্ম-নামা,
স্বরূপ-সন্ধান বাণী॥
দুই কর ধরি', ভকতিতে হরি,
মিনতি করিয়া বলি।
সকল ছাড়িয়া, এস হে ছুটিয়া,
মায়াপুরধামে চলি'॥

১১শ বর্ষ | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১২ই চৈত্র শনিবার, ১৩০৯; ২৫শে মার্চ্চ, ১৯০৩ | ৩২শ সংখ্যা

য়ুরোপাভিমুখে শ্রীচৈতন্যবাণী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ঈপ্সিত সেবাব্রতে দীক্ষিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, আগামী ১০ই এপ্রিল (১৯০৩) তারিখে ততদুদ্দেশ্যে প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ-পূর্ব্বক বোম্বাই হইতে 'ভিক্টোরিয়া' অর্ণবপোতে য়ুরোপাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

গত ১৮ই মার্চ্চ (১৯০৩) শনিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, এফ্-এস-সি মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট্ অধিবেশনে য়ুরোপযাত্রী প্রচারকদ্বয়কে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করা হয়। 'হার্ম্মনিষ্ট'-পত্রে ইংরাজী অভিনন্দনসমূহ প্রকাশিত হইবে; 'গৌড়ীয়ে' বঙ্গভাষায় প্রদত্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অভিনন্দনটির সহিত শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রকাশিত হইল।

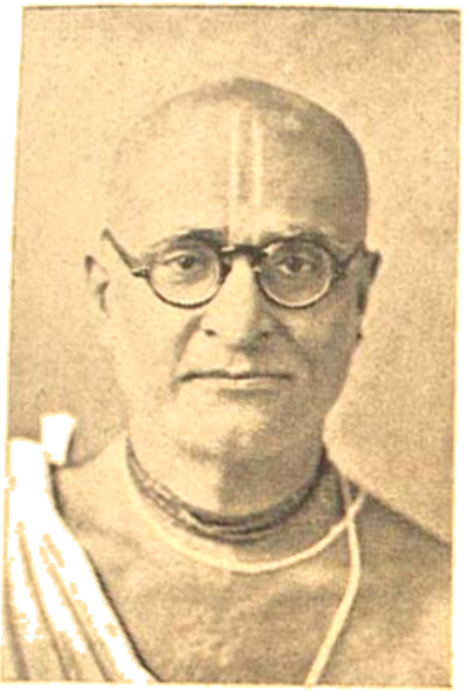

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিদায়-অভিনন্দন

শ্রীগৌড়ীয় গৌর-মনোহভীষ্ট-প্রচার-আচার-নিপুণ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ

ও

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

এবং

আচার্য্য স্নেহ-সম্বর্দ্ধিত উদীয়মান প্রতিভাকোবিদ

শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ

পূজ্যপাদ পরিব্রাজকদ্বয় ও স্নেহাস্পদ সচ্চিদানন্দ !

বিশ্ব-মহাসভায় শ্রীচৈতন্যবাণীর আগমনী-কীর্ত্তনের অগ্রদূতরূপে শ্রীগুরুদেবের গুরুতর দায়িত্ব সম্বলিত আদেশ লইয়া আপনারা যে অভিযান-ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহা বিশ্বজনীনভাবে উদ্‌যাপনের জন্য সমগ্র সজ্জন-সমাজ আপনাদের দিকে চাহিয়া থাকিবেন, এ কথা এই বিদায় অভিনন্দনের দিনে আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই বাহুল্য। আপনারা এমন এক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে অভিযান করিতেছেন—যেখানকার ভাব, ভাষা লোক-চরিত্র, আচার, বিচার এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবন জড়দর্শনবাদের বেদীর মূলে চিরপূজিত হইতেছে। সেইরূপ স্থানে আপনাদিগকে শ্রীচৈতন্যবাণীর অহৈতুক ও অফুরন্তপূর্ণ কৃপার বিজয়কেতন উড্ডীন করিতে হইবে। তবে আপনাদের উপর কর্ত্তব্যের ভার যেমন গুরুতর, আপনাদের ললাটে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-পরাগের কৃপা-বিজয়-তিলক তেমনই সাফল্য-প্রতিভায় উদ্ভাসিত।

শ্রীবলদেবাভিন্ন আচার্য্য জগতের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার প্রতি যে অসহযোগ অভিযান ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে আপনারা বহির্ম্মুখতা বা কোন প্রকার অন্যাভিলাষের সহিত সহযোগ করিতে যাইতেছেন,—দোষ এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় পতিত না হউন, পরন্তু আপনারা একমাত্র শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনাস্ত্রের দ্বারা বহির্ম্মুখতাকে বিজয় এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপারূপ রক্ষাকবচের দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া কৃষ্ণসেবা-বিগ্রহের ব্যূহবর্দ্ধন করিবেন, ইহাই সকল গুণী ব্যক্তি আপনাদের নিকট আশা করেন।

আপনারা আরোহবাদিগণের ন্যায় স্ব-স্ব ভুজীয় বলের নশ্বর পরমাণু ও প্রতাপে বিশ্বাস-স্থাপন করেন না, ইহা আমরা জানি। আপনারা বলদেবের চিদ্‌বলে পূর্ণভাবে নিত্য আস্থাবান্। তাই আপনারা গৌরশক্তির পূর্ণশক্তিতে সঞ্চারিত হইবার জন্য আপনাদিগকে দণ্ডবন্মুখে উন্মুক্ত করিয়াছেন। আপনারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সতত যুক্ত এক বিশ্রম্ভ-প্রীতিতে লক্ষ্য স্থির রাখিলে নির্ম্মল বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হইবেন।

আপনারা আরোহবাদীর ন্যায় স্বয়ং ঈশ্বর অভিযানে প্রমত্ত না হইয়া গুরুপাদপদ্ম-বাণীর শ্রীমদ্ভজনমন্ত্রবলে ঐচৈতন্যবাণীর বিজয়নাদ ঘোষণা করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান যুগ বিশ্বমিলনের এক উন্মাদিনী পিপাসায় প্রপীড়িত, সন্দেহ নাই; কিন্তু মিলনের যে-সকল বহুরূপিণী প্রণালী সাময়িক মাদকতার পসরা সাজাইয়া রঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হইতেছে, তাহাতে মিলনকে নিবিড় করিবার পরিবর্ত্তে বহু বাধধানের সমস্যায় ফেলিয়া দিয়া গজ্জলিকার আকাঙ্ক্ষাকে কেবল দুগড়ুক্তিকায় পরিশ্রান্ত করিতেছে। এইরূপ সন্ধিক্ষণে আপনারা মহা-মিলনের সেতুবন্ধন-কার্য্যে অভিষিক্ত হইলেন। গৌড়োদয়ে পূর্ব্বশৈলে—যেখানে শ্রীচৈতন্য-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন, সেই অপ্রাকৃত প্রাচ্য-ভাস্করের কিরণকণ-রূপে আপনাদিগকে পাশ্চাত্যের জড়বাদের ঘূর্ণ্যমান বিপ্লবের মধ্যে যে মহামিলনের মহামন্ত্র, তাহাই আপনাদিগকে শ্রবণ করাইতে হইবে—শ্রীচৈতন্যবাণীর বিদ্যুৎ বিজলী সঞ্চার করিয়া জড়তার মোহ অপসারিত করিতে হইবে। আত্মিদাত্যকেই যাহারা তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ জন্মাধিকার বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইবার মহাবাক্যের আদর্শ লইয়া শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনের পসরা উন্মুক্ত করিতে হইবে।

আপনারা বিশ্ব-সমস্যার যে সন্ধিক্ষণে—বিশেষতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে বিষম-মনোভাবের মধ্যে, পাশ্চাত্যে যাত্রা করিতেছেন, সে-সময়ে সাধারণ জনমত আপনাদিগের সাফল্যের কোন অনুমোদনই আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন না; কিন্তু আপনারা যে গৌরসুন্দর ও যে গৌর জনের অতিমর্ত্ত্য বাণীর পতাকা লইয়া অভিযান করিতেছেন, তাঁহাদের আদর্শের বৈশিষ্ট্য চিরদিনই জাগতিক বিপদের বজ্রাঘাতের মধ্যে বাস্তব-সাফল্য-গৌরবের মহামন্ত্রির প্রকাশ করিয়াছেন। যেখানে বিপদের মেরুমজ্জার মানব-মনীষাকে দুরধিগম্য বলিয়া জানাইয়াছে, সেখানেই শ্রীচৈতন্যবাণী আপনার স্বপ্রকাশিকা অনুকূলমূর্ত্তি প্রকট করিয়া লোকের চমৎকারিতা সাধন করিয়াছেন। বিশেষতঃ ইহাই বিশ্বের মহামেলায় জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, আপনারা জাগতিক প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের কোন স্বার্থ বা পরার্থ লইয়া উপস্থিত নহেন। স্থান, কাল, পাত্রের গণ্ডীর যবনিকা-পাত যেখানে সঙ্ঘটিত হয় না, সেরূপ কোন চেতনের স্বার্থ অর্থাৎ নিখিল নিশ্চল চেতনের একমাত্র স্বার্থ—যাহা স্বরাটের স্বার্থের সহিত ঐকতানে গ্রথিত, সেই চরম স্বার্থের—সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বত্রিক স্বার্থের সিদ্ধির জন্যই আপনারা বিশ্বমহাসভায় উপস্থিত।

স্বদেশপ্রেমিকগণ প্রশ্ন করিতে পারেন, আপনারা 'শ্রীচৈতন্যের দান'-বিতরণ ঘরের দ্বারে, দেশের মধ্যে সম্পূর্ণ না করিয়াই কেন বিদেশের দ্বারে লইয়া যাইতেছেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা ভারতের পারমার্থিক ইতিহাস আচার্য্যগণের জীবন এবং স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শের মধ্যেই প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। আপনার অনর্পিতচর দান গৌরহরি স্বয়ংই নবদ্বীপনগরের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু নদীয়ার তাৎকালিক হিন্দু-সমাজ—কর্ম্মী, কর্ম্মী, তপোনিষ্ঠ অধ্যাপক, পণ্ডিত, পড়ুয়া গৌরহরিকে 'শচী-পিদির ছেলে' সামান্য মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করিয়া, এক বুদ্ধিতে আর এক বুদ্ধিয়া গৌরহরির নিন্দায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ দ্রষ্টব্য)। এমন গৌরহরি নীলাচলে দেশান্তরিত হইয়া প্রচার আরম্ভ করিলে পুনরায় দেশবাসীর বুদ্ধির শুদ্ধি হইবে বিচার করিয়াছিলেন। দূর হইতে যখন নিমাইর শ্রেষ্ঠতা নবদ্বীপবাসী পড়ুয়া-পণ্ডিতগণের কর্ণগোচর হইল, সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যাদির বিজয়ে যখন গৌরসুন্দরের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইল, তখন ঘরের ছেলেকে দূরের গৌরবে গৌরবান্বিত দেখিয়া দেশের

লোক তাঁহার বাণীতে মনোনিবেশ করিলেন। সর্ব্বকালে ইহাই মানব-স্বভাবের ইতিহাসে চিরন্তন সত্য। আপনারা যে তথাকথিত বিদেশে চৈতন্যের দানের পসরা লইয়া যাইতেছেন, তাহা স্বদেশকে চৈতন্যের দান হইতে বঞ্চিত করা নহে, বরং স্বদেশকে অধিকতর প্রচুর ও প্রশস্তরূপে সেই দানে অভিষিক্ত করিবারই কৌশল।

আপনাদের পাশ্চাত্যদেশে অভিযান দৈহিক গণ্ডীর অন্তর্গত কোন সাময়িক দেশ বা বিদেশের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা কিংবা ব্যক্তি ও সমষ্টিগত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। এই সকল গণ্ডীকে কেন্দ্র করিয়াই সঙ্ঘর্ষ বা জাতীয়তার সঙ্কীর্ণতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আপনারা একমাত্র স্বরাট্ সচ্চিদানন্দের ইন্দ্রিয়-তর্পণ—যেখানে অধিষ্ঠাতৃ কোন্তায় অস্তিত্ব থাকায় সকলেই পরস্পর নিত্যপ্রীতির উন্মুক্ত প্রস্রবণে অবগাহন-স্নান করিতে পারেন, সেই অহৈতুক আত্মধর্ম্মের অমৃতপ্রবাহবিস্তারের জন্যই পাশ্চাত্যদেশে অভিসরণ করিতেছেন। আপনারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের অভিসন্ধিমূলে কোন লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার ক্রেতা বা বিক্রেতা হইয়া তথায় যাইতেছেন না, তথাপি আপনারা যে এক অব্যভিচারিণী বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকে প্রচারিতা করিয়াছেন, তাহাও জগতের লোককে জানাইয়া দেওয়া উচিত। স্বরাটের প্রতিষ্ঠা-প্রকাশের দেবাই আপনাদের একমাত্র লক্ষ্য—যে প্রতিষ্ঠার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজের উক্তির মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"জন্ম সার্থিয়া মোর হ'বে পৃথ্যাতি।
সখী হইয়া লোক মোর পাইবেক শক্তি।"

আপনারা বহির্ম্মুখ জনমতের কল্পিত চাপরাশ লইয়া প্রচারকের সজ্জা গ্রহণ করেন নাই। পরন্তু আপনারা "যা'রে দেখ, তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।" "ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যা'র। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥" "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"—স্বয়ং সনাতনধর্ম্মরক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত এই অকৃত্রিম চাপরাশ শ্রীগুরুদেবের বাণীর মধ্য দিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আপনারা বহির্ম্মুখজনমতের স্তাবক নহেন বলিয়া বহির্ম্মুখজনমতের দ্বারা বাস্তব সত্যের প্রতি মৌখিক স্তুতি বা নিন্দাকে সাফল্য বলিয়া বিবেচনা করেন না। সকল প্রকার বহির্ম্মুখজনরুচির আরাধনা বা সন্তোষ-বিধান যেখানে 'সময়য়'-শব্দে লোকের ভ্রান্তধারণা উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে অধিক জনবল থাকিলেও নিখিলচিদ্বলাধার বাসুদেবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে যে বল অর্থাৎ একায়ন বাস্তব সত্যের উপাসনায় যে পরম বল লাভ হয়, তৎপ্রতি আপনাদের ধ্যান নিযুক্ত রহিয়াছে; তাই আপনারা শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনরূপ মহাচিৎসময়য়ের সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বত্রিক পরম আত্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহারই পসরা লইয়া পাশ্চাত্যদেশে অভিযান করিতেছেন। প্রকৃত পরার্থিতার সর্ব্বোত্তমপন শ্রীচৈতন্যের প্রেমবন্যায়ই সাধিত হয়।

সনাতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য যে বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা কেবল প্রবাদের মতই প্রচারিত রহিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অকৃত্রিম বেদান্তের কথার দুর্ভিক্ষ যখন প্রাচ্যেই প্রাদুর্ভূত রহিয়াছে, তখন তাহা পাশ্চাত্যে কি করিয়া দুরীভূত হইবে? সাধারণ জনমতের নিকট বেদান্তের নামে যাহা প্রচারিত রহিয়াছে, স্বয়ং বেদান্তবেদ্য শ্রীচৈতন্যের বাণীর নির্ভীক প্রতিধ্বনিতেই জানিতে পারি যে, তাহা বেদান্তের নামে সম্পূর্ণ বেদান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদ।

"যেই না যাইবে বৌদ্ধ হবে ত' যাত্তিক।
যেদ্যাহবে যাত্তিক্যধর্ম বৌদ্ধকে অধিক।"

সাম্বত আচার্যগণ এবং নিখিল আচার্যগণের আরাধ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের অকৃত্রিম ব্যাখ্যা ও বিস্তার বলিয়াছেন। সেই অকৃত্রিম বেদান্তের কথা পাশ্চাত্যদেশে এ পর্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। বেদান্তের বিকৃত অপব্যাখ্য, আংশিক ও বিকৃত মতবাদ বেদান্তের নামে প্রচারিত হইয়া অভিধর্ম্য বেদান্তের যে অবমাননা করিয়াছে, সেই দুরপনেয় কলঙ্ক অপনোদনের ভার গৌরজনের কৃপায় আপনারা প্রাপ্ত হইলেন। আপনাদিগকে সর্ব্বদা বেদান্ত-বেদ্য "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ" ও "আচার্য্যদেবো ভব"—এই দুই মন্ত্রকে চিত্তপটে উজ্জ্বল রাখিয়া এই জগতের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে। জগৎকে "জন্মাদ্যস্য" সূত্রের অর্থ-বিবৃতি "জন্মাদ্যস্ত" শ্লোকের ব্যাখ্যায় জানাইতে হইবে। "অনাবৃষ্টিঃ সদ্যাৎ অনাবৃষ্টিঃ পদ্যাৎ"—এই ফলশ্রুতির উপসংহার-সূত্রের প্রকৃত অর্থ শ্রীমদ্ভাগবতের

"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্তুদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্।
গায়ন্তীয়ং বত সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্।"

—এই শ্লোকে এবং স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীতে জগতে ঘোষণা করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টরূপ আত্মনিবেদনক্ষেত্রের সোজা-প্রকাশের সেবা এবং অচৈতন্য জগতের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যমঠের প্রকাশ বিগ্রহ-প্রকটের সেবা-নিমিত্তই আপনারা পাশ্চাত্যদেশে অভিযান করিতেছেন।

আপনারা সুহৃত্তাজ, ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-সেবকাম্য নীলাশক্তি-প্রকাশিত শ্রীধামের সেবা বাহ্যদৃষ্টিতে ত্যাগ করিয়াও আচার্য্যের বাক্যানুসারে যে অরণ্যের প্রতীকস্বরূপ অসংখ্য সমস্যাবহুল পাশ্চাত্যদেশে গমন করিতেছেন, তাহা শ্রীল হরিদাস প্রভুর ঈপ্সিত বিপ্রলম্ভরসভাবিত কৃষ্ণানুসন্ধানলীলাপ্রকাশকারী শ্রীগৌরসুন্দরের পন্থাতের অনুধাবন। আপনাদিগকে যিনি ঐ ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, আমরা সপার্ষদ সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণ বন্দনা করি। জগৎ তাঁহার চরণবন্দনায় নিযুক্ত হউন্।

ত্যক্ত্বা সুহৃত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।

"উৎকল পুরুষোত্তম হইতে যে শ্রীচৈতন্যবাণী উদিত হইবেন, তাহাই সমগ্র বিশ্বে সাম্বতধর্ম্মের কল্যাণ-কল্পতরু পল্লবিত করিবে,"—এই পুরাণ বাণী আজ অধিকতর সার্থকতা-গৌরবের অভিষেকময় উচ্চারণ করিতেছেন। নীলাচল-সিন্ধুতটের পূর্ব্বসাগর হইতে পশ্চিম-সাগরে এই বাণী বিস্তারিতা হইবে। বাচস্পতি শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার বাণীর মধ্য দিয়া জীব-হৃদয়ে উদিত হইবেন। আপনারা সেই বাণী-সূর্য্যোদয়ের কাকলী গাহিবার জন্য অগ্রদূতরূপে মধুমাসে পাশ্চাত্যে অভিযান করিতেছেন। প্রাচ্যে যে শ্রীচৈতন্য-

বাণী-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন, আপনারা সেই প্রাচ্যের দিকে পাশ্চাত্যের মুখ ফিরাইয়া দিন—পাশ্চাত্যকে পূর্ব্বোন্মুখ করুন্—আচার্য্যোন্মুখ করুন্।

পাশ্চাত্যদেশে আপনাদের পদার্পণের মুহূর্ত্ত বিশ্বমানবের পক্ষে শুভ হউক্, শিব হউক্। আমরা সেই পুণ্য মুহূর্ত্তচিন্তামণিকে বন্দনা করি—যাহা বিশ্বমহাসভায় বিশ্বকল্যাণের শুভবার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া পরমার্থের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়নের পথ উন্মুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

উপসংহারে আপনাদিগের নিকট আমাদের নিবেদন এই, আপনারা পাশ্চাত্যে যে চৈতন্যবাণীর আগমনী-গীতির অগ্রদূতরূপে গমন করিতেছেন, আপনাদের সেই গীতির ঝঙ্কারে আচার্য্য-মুখপদ্মের বাণী-মকরন্দের প্রতি লুব্ধ হইয়া ভৃঙ্গগণ যেন আকৃষ্টবিশিষ্ট হন এবং 'তীর্থাস্পদ' ও 'ভূতাকৃতিঃ' 'মহাপুরুষ' পরমহংসাগ্রণী উদ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের নিমিত্ত 'চরাচিপ্রোত'রূপে তথায় উপস্থিত হন। তাহা হইলেই আপনাদের যাত্রা সার্থক, সেবা সার্থক, প্রচার-আচার সার্থক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
গৌরহরিবল, গৌরহরিবল, গৌরহরিবল!

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দির
১৮ই মার্চ ১৯৩৩, শনিবার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ

শ্রীসচ্চিদানন্দ অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ

শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয়

শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহাশয়ের নাম শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজে অবিদিত নাই। তিনি বহুকাল শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-প্রচারের সেবায় আনুকূল্য করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার আনুকূল্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের যে বিরাট চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আজও শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজের ঘরে ঘরে শ্রীচৈতন্যদেবের অভিন্ন অর্চ্চামূর্ত্তির ন্যায় নিত্যপূজিত হইয়া ভক্তিবিজয় প্রভুর সেবা-সৌরভ বিস্তার করিতেছে। তাঁহার অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ভক্তিবিজয়-ভবন এবং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোকমালা প্রভৃতি তাঁহার অসামান্য সেবাগৌরবকীর্ত্তির জয় ঘোষণা করিতেছে। বর্ত্তমানে তিনি শ্রীচৈতন্যবাণীর এমন একটী মহতী সেবায় উৎসাহ-প্রদানের অগ্রণী হইয়াছেন যে, তাহা চিরদিন শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পারমার্থিক ইতিহাসে তাঁহার সেবা-কীর্ত্তিকে চীরকালের অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-প্রচারিণী যে বার্ত্তা লইয়া শ্রীচৈতন্য-বাণীর অগ্রদূতরূপে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ ভূরোপে অভিযান করিতেছেন, তাহাতে যথাযথ অর্থানুকূল্য করিয়া প্রথম উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন,—শ্রীযুক্ত সখীচরণরায় ভক্তিবিজয় মহাশয়। নিম্নে এই মহাত্মার আলেখ্য প্রকাশিত হইল। পারমার্থিক ইতিহাসে যাহা অদ্বিতীয় ও অভূতপূর্ব্ব, সেইরূপ সেবাকার্য্যে অর্থানুকূল্য করিয়া ভক্তি-বিজয় প্রভু যে পথ প্রদর্শন করিলেন, আমরা দৃঢ় আশা করি, তাঁহার সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতের অন্যান্য ধনবীর মহাত্মগণও একান্ত সত্য-প্রচারের পাদপীঠে উপনীত হইবেন। শ্রীভক্তিবিজয় প্রভুর আদর্শ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আমার কথা

বিদ্যার-সম্মেলনীর সভাপতি মহাশয়,

আপনি শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়-মঠের পরম-শুভানুধ্যায়ী। তজ্জন্য অদ্যকার সম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আপনি এই প্রতিষ্ঠানের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

আমাদের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের অন্যান্য শুভানুধ্যায়িবর্গের নাম কথাও আমাদের চিত্তকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা-বারিধিতে নিমজ্জনাধিকার প্রদান করিতেছে। সর্ব্বাগ্রে আমি আমার অতিপ্রিয় বান্ধব রায় শ্রীযুক্ত সতীচরণ ভক্তিবিনয় এবং বালিয়াটীর কৃষ্ণাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যপূর্ণ বদান্যতার কথা প্রশংসাবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাদের মূল সদাশয়তাই আমাদের এই উদ্যমের বর্ত্তমান কারণরূপে কথিত হইতে পারে। ভক্তিবিনয় মহাশয় আকর-মঠরূপে শ্রীচৈতন্য-মঠের নানা প্রকার পুষ্টি ও উন্নতি-সাধনের নিমিত্ত যে-সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই মুকুলিত-চেতন-সেবার প্রস্ফুট প্রসূনকে ভারতের প্রদেশ-সমূহে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-সেবার অর্ঘ্য-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ভবিষ্যৎকালে এই শ্রীগৌরবাণী-প্রচারিণীর সহায়কারীর অনুগামী হইয়া যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যেও ধন্যবাদ-আবাহন ও জ্ঞাপন করা সমুচিত বলিয়াই আমি মনে করি।

আমাদের মঠের যেরূপ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীমদ্ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এবং তাঁহার অনুকূল বিচারের প্রচারক, সহায়ক ও ঐকান্তিক নানা মঠ-পরিচালকবিগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার-কার্য্যের মূল ভিত্তি-স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ। শ্রীগৌর-সুন্দরের উপদিষ্ট বাক্যই তাঁহার শ্রীঅঙ্গ, কালে-কালে তাঁহার বাণীর প্রচারকগণই তাঁহার উপাঙ্গ, শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাই অস্ত্র, শ্রীচৈতন্যবাণীতে অবস্থিত শ্রীহরিজনগণই তাঁহার পার্ষদ। গুরুপূজা-সাধনে শ্রীগৌরসুন্দরের পূজার উদ্দেশ্যে তদ্ভাগবত গৌড়ীয়গণ এবং তাঁহাদের সর্ব্বস্ব গৌড়ীয়নামের পূজা-মুখেই ভারতেতর দেশ-বিদেশস্থ প্রচারকগণের নিকট আমার কএকটী কথা অদ্য নিবেদন করিতেছি।

আমার প্রভুপাদ প্রভু আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার সেই শিক্ষার মধ্যে আমরা এই কয়টী মহাবাক্য প্রাপ্ত হই,—(১) তৃণাদপি সুনীচ, (২) তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, (৩) অমানী, (৪) মানদ হইয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনই জীবের পরমধর্ম্ম। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই চারিটী মহা-বাক্যেরই জীবন্ত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমাকে তাঁহার পাদ-পদ্মে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমিও আমার বান্ধবগণকে সেই অবার্থ প্রণালী অনুসরণ করিয়াই জগতের সর্ব্বজীবকে বাস্তবসত্যের পাদপীঠে আকর্ষণ করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতেছি।

ত্রিদণ্ডিকুল-চূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামিপাদ "যত্নে নিধায় হৃদয়ং পরমোপনিষদা কৃষ্ণা চ কারুণ্যভরেণতদহং প্রথীমি। হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্" ॥—উপদেশের দ্বারা ত্রিদণ্ডিগণকে যেরূপ প্রচার-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমিও মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণে আমার বন্ধুবর্গকে সেইরূপ প্রচার-প্রণালীরই অনুসরণ করিবার জন্য নিবেদন জানাইতেছি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জগতের সকল শিক্ষকের পরম শিক্ষক ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তার আদর্শ। তিনি আমাদিগকে তাঁহার শিক্ষাষ্টকে যে চেতোদর্পণ-মার্জ্জনের কথা বলিয়াছিলেন, আমাদিগকে তাহারই অনুকীর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা গৌড়বাণীর বাহকমাত্র। আমাদের নিজের কোন ব্যক্তিগত বা মৃথা অহঙ্কারের অবকাশ নাই, ইহা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমরা জগতের সকল লোককে তাহাদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার প্রদান করিতে কোনরূপে কুণ্ঠিত হইব না। আমরা সকলের নিকটই কৃষ্ণভক্তির বর প্রার্থনা করিব। জগতে যত প্রকার প্রতিকূল, অনুকূল চরিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হউন না কেন, আমরা সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়া আমাদের অভীষ্টদেবের প্রেমসেবা করিতে থাকিব। আমাদের শিক্ষকীয় শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের পরমোচ্চারণের মন্ত্র এই,—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥
ব্রহ্মাবলাংনিপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিষুপাদ্মি পদ্মে
শ্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মাম্॥

আমাদিগকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিভিন্ন লোকের নিকট হরিকীর্ত্তনের পসরা লইয়া উপস্থিত হইবার কালে অনেক কিছু দৃশ্য দেখিতে, শুনিতে ও তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। কিন্তু আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐ সকল বিষয় অনাশ্রিতভাবে তাঁহার সেবার পুষ্টির জন্য রহিয়াছে, এ কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। জগতের অভিজ্ঞতা ও জাগতিক শিক্ষার যাবতীয় চরমোৎকর্ষ আমার গুরুপাদপদ্মের রেণুর পশ্চাতে যদি তাঁহার সেবার অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া অপেক্ষা করে, তবেই উহাদের সার্থকতা, নতুবা উহা মায়ামরীচিকা-মাত্র, ইহা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমার যে সকল বন্ধুবর্গ শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যদেশে অভিযান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমি গৌড়ীয়ের সম্প্রারম্ভে লিখিত আমার প্রভু শ্রীরূপের বাণী-দুইটী পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু "জয়তি জয়তি নামানন্দ মুরারে" প্রভৃতি শ্লোকে বেদান্তের কল্পপাদের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সকলকে মানবান-পূর্ব্বক অনুক্ষণ তাহাই অনুকীর্ত্তন আবার বন্ধুগণ করুন, ইহাই আমার অনুরোধ।

আপনারা যে জাতির নিকট হরিকীর্ত্তন-প্রচারার্থ গমন করিতেছেন, তাঁহারা জাগতিক সর্ব্ববিষয়ে নৈপুণ্যের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া আছেন। তাঁহারা বিচার-পরায়ণ, যৌক্তিকতায় বিকুণ্ঠিত এবং বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত। সুতরাং তাঁহাদের নিকট সদ্যুক্তি ও সদ্-বিচারের অকৃত্রিম প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিলে তাঁহারা যে শ্রৌত-বাণীর শ্রেষ্ঠ গ্রাহক হইবেন, এ বিষয়ে আপনাদের আশাবদ্ধ অবিচলিত থাকা উচিত। আমরা সহিষ্ণুতাধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অকৈতব হরিকীর্ত্তনের পসরা উন্মুক্ত করিলে নিশ্চয়ই তাহা বুদ্ধিমান্ জাতির হৃদয়ের বরণ-মাল্য প্রাপ্ত হইবে।

আমরা প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন চেষ্টা লইয়া প্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই; এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা কেবল বাস্তবসত্যের পসরা মাথায় লইয়া সকল সত্যানুসন্ধিৎসুর দ্বারে-দ্বারে গমন করিব। লোকের আদর বা অনাদরে মুহ্যমান হওয়া আমাদের কৃত্য নহে। আমরা আমাদের প্রভুর অকপট সেবা করিয়া তাঁহারই সুখবর্দ্ধনের জন্য সর্ব্বদা সচেতন থাকিব।

আমরা আমাদের ব্যক্তিবিশেষের জাগতিক পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য প্রভৃতির উৎকর্ষ-প্রদর্শনে বা তাহার অসত্যের অভাব বোধ করিবার মনোভাবে আক্রান্ত হইয়া বিস্মর্দ্দন করিব না। ইহা আমাদের স্বরূপপ্রাপ্তির অবস্থা। জগতের সকল লোক বাস্তবিকই জাগতিক সর্ব্ববিষয়ে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই সকল বস্তু আমাদের প্রার্থনীয় পদার্থ নহে। আমরা শ্রীচৈতন্যবাণীর কীর্ত্তনকারী ভিক্ষুক-ভিক্ষুক মাত্র। আমাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবানুকূল-ব্যতীত অন্য কোন অধিকতর উন্নত স্পৃহনীয় বিষয় নাই।

আমরা বন্দী নহি, যন্ত্র মাত্র। ইহা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। ভিক্ষুক-ভিক্ষুকগণ শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মুরলী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের তলে আমরা অনুক্ষণ বাদিত হইব। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অনুকূল আনুগত্য ও শ্রৌত-বাণীকে ধ্রুবতারা করিয়া আমাদিগকে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশবাণীর বিজয়-পতাকা লইয়া পরিব্রাজকের ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।

আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা একমাত্র শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-প্রচারের জন্যই পরিব্রাজকের ব্রতে অভিষিক্ত হইয়াছি। অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে কীর্ত্তন-ব্রতে দীক্ষিত থাকিলেই বৃথা পর্য্যটন-পিপাসা বা অভ্যাভিলাষের কোন প্রকার প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে কোন প্রকার বিকৃতিরূপ প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকামের সেবাব্রতই আমাদের নিত্যধর্ম্ম। আমরা ত্রিদণ্ডিভিক্ষু, বিশ্বের সর্ব্বত্র

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রকাশ-বিপ্রয়-প্রচারের ভার মাদৃশ-ভৈক্ষাই আমাদের অবলম্বন। আমরা ভোগী বা ত্যাগী নহি। আমরা অপ্রাকৃত পরমহংসকুলের পাদুকা-বহনের আকাঙ্ক্ষাকেই সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা বলিয়া জানি।

আমরা তৃণাদপি সুনীচ হইয়া সকলকেই ইহা জানাইব যে, বিকৃত প্রতিফলিত রাজ্যের আংশিক স্বতন্ত্রতাধিকার অপেক্ষা অপ্রাকৃত বাস্তবসত্যের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতাই স্বাধীনতার সর্ব্বোত্তমা মূর্ত্তি। দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া আমরা সকলের নিকট সেই স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিব। "হরিস্তুতীহি বিশ্বতো" শ্রীবলদেবোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের এই বাণীকে আমাদের মূলমন্ত্র করিয়া আমরা সর্ব্বদা শ্রীহরিকীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিব।

পরিশেষে বলিতেছি, স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ, তুমি তোমার জ্ঞানের অল্পতার দরুণই যোগাভ্যাস অভ্রান্তের অনুসরণ-সূত্রে জাগতিক শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে পারমার্থিক-কথা-শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছ। সম্প্রতি তুমি আরও অধিক শিক্ষা-লাভের প্রয়োজন বোধ করায় মঠের প্রচারকগণের সহায়তার জন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছ। তুমি পরমার্থের অনুকূলজীবন যাপন করিয়া শিক্ষা লাভ করিও এবং তোমার ভূমিকার ফল ভবিষ্যৎকালে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সেবায় যাহাতে নিযুক্ত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। ইতি—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
কলিকাতা, ১৮ই মার্চ ১৯৩১

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীচৈতন্যদেব ও বিশ্বমিলন *

যুগসমস্যা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-তিথি প্রতি বৎসরেই বাজনার ঘায়ে—বিশ্বের দ্বারে—অতিথির বেশে আসিতেছে, আর আমরাও তাঁহাকে লইয়া চই এক দিন আনন্দোৎসব করিবার পর বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিতেছি। আমরা যে-তিমিরে সে-তিমিরেই রহিয়া যাইতেছি। শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধে বিশ্বজগতের নিকট—আমাদের কাহারও গুরু সমাজদেহে শ্রীচৈতন্যের কোন বিপ্লবীশক্তির হইতেছে না, বরং বিশ্বের সমস্যাগুলি নানা-মূর্ত্তিতে নবনবায়মানভাবে আমাদের চিত্তের সম্মুখে কেবল সমস্যার স্তূপ ও মেরুদণ্ডের সৃষ্টি করিয়া যাইতেছে।

সমস্যা-সমাধানের নানা পরিকল্পনা

আমরা মুমাক্ষিক সকলেই মহামিলনের স্বপ্ন দেখিতেছি—বিশ্বমিলনের নানাপ্রকার প্রতিমা গড়িয়া কল্পনানেত্রে তাহার ধ্যান করিতেছি। কেহ ধর্ম্মে, কেহ কর্ম্মে, কেহ দেশোদ্ধারে, কেহ সমাজসংস্কারে, কেহ শিক্ষার দ্বারা পরিবর্ত্তনে, কেহ অর্থনৈতিক অসুবিধা-দূরীকরণে, কেহ শিল্পবিজ্ঞানাদির উন্নতি-সাধনে, কেহ জাতিভেদের গণ্ডী-অপনোদনে বিশ্বমিলনের স্বপ্ন দেখিতেছি। এইরূপে এক সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া আমরা অসংখ্য সমস্যার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া যাইতেছি।

বৈজ্ঞানিক বিচার ও কল্পিত ধর্ম্ম

যাঁহারা এই সকল সমস্যার বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মত এই যে, ধর্ম্মকে ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য-অনুসারে একমাত্র ধর্ম্মের ভিত্তিতেই বিশ্বমিলন সম্ভব হইবে। সেই বিশ্বমিলনের মূল-প্রতিজ্ঞা লইয়া ধর্ম্মের মূলসূত্রগুলিকে এমনভাবে পড়িতে হইবে যেন বিরোধকে নির্ব্বাসিত করিয়া মিলনকে নিবিড় করিয়া লওয়া যায়।

সম্প্রদায়-বিরোধ ও প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা

এইরূপ বিচার হইতে অনেকে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং দেশ-পরিস্থিতিকে বিশেষহীন করিয়া পড়িয়া তুলিয়াছেন এবং সম্প্রদায়-বিচারের দ্বারা মতভেদ, মতভেদের দ্বারা ধর্ম্ম-বিবাদ ও ধর্ম্মবিবাদ হইতে সামাজিক বিবাদ—এমন কি,

---

* এই প্রবন্ধটী গত ২৩শে ফাল্গুন (১৩৩৭) তারিখের "নৈমিষ সারস্বতসত্রে" শ্রীগৌড়ীয়-সংঘের এবং ২৪শে ফাল্গুন (১৩৩৮) তারিখের 'বঙ্গবাসীতে (কলিকাতা-সংস্করণে) প্রকাশিত 'গৌড়ীয় সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত।

বাহির বিষয় পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিতে থাকে আমরা করিয়া সম্প্রদায়ের গণ্ডী উঠাইয়া দেওয়াকেই সমীচীনতা ও নিরপেক্ষতা মনে করিয়াছেন। কিন্তু ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, অনেক সময় আমরা সম্প্রদায়-প্রণালীর বিরোধী হইয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আর একটী নূতন প্রকার সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ফেলিতেছি। অসাম্প্রদায়িকতার নামে প্রকৃত উদ্দেশ্যটা বা মন যাহা চায়, রুচি যেদিকে ঝোঁকায়, এইরূপ একটী সুবিধাবাদের প্রকৃত সম্প্রদায় অসাম্প্রদায়িকতার আবরণের মধ্যে আমরা সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছি।

অপসাম্প্রদায়িকতাই ত্যাজ্য, সৎসম্প্রদায় নহে

বাজারে ভেজাল জিনিষ ছাড়া খাঁটি জিনিষ পাওয়া যায় না দেখিয়া বাজার-সংশোধন করিবার পরিবর্ত্তে বাজার-প্রণালীটাকেই আমরা উৎখাত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

'সৎসম্প্রদায়' ও 'সৎসঙ্গ' একই বস্তু

যেরূপ সমাজহীন, সঙ্গহীন হইয়া মানবজাতি বাস করিতে পারে না, কোন বিষয়ে অনুশীলন, উন্নতি বা মিলন সাধন করিতে পারে না, তেমনি সম্প্রদায়বিহীন হইয়াও কোন সৎসিদ্ধান্ত, মীমাংসা, ধর্ম্মের সাধনা, পরমেশ্বরের সহিত জীবের মহামিলন এবং তৎসম্পর্কে জীবে জীবে মিলনও সাধিত হইতে পারে না। এজন্য ঋষিগণ গাহিয়াছিলেন,—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।"

চরমে নির্ব্বিশেষবাদ সমন্বয়ের সৌজামিল মাত্র

অনেকে বলেন,—বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকে থাকুক, কিন্তু সমস্ত সম্প্রদায়ের মতগুলি চরমে এক নির্ব্বিশেষ মহাসাগরের জলে নির্ব্বাণ-সমাধি লাভ করিলে মতভেদের কাল্পনিক মূর্ত্তিগুলির সাময়িক ভেদে কিছু আসিয়া যাইবে না। এরূপ বিচারে আপাত-দর্শনে লোকার্থের সার্থকতা থাকিলেও উহার অন্তরালে এক ঘোর সাম্প্রদায়িকতার প্রচ্ছন্ন বিরাট্‌মূর্ত্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে। সকল মতকে চরমে নির্ব্বিশেষের মুখকাষ্ঠে বলি বা নির্ব্বিশেষ-সাগরের জলে ডুবাইয়া দিলে উহারা মানব-চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিলেও উহাদের জীবিতাবস্থায় কোন প্রকার মিলনের সূত্র প্রদর্শিত হইল না। মৃত্যুর পরে মিলনের আকাশকুসুম রচনা অপেক্ষা জীবিতাবস্থায়, এমন কি জীবনের পরবর্ত্তী নিত্যকাল সমস্ত বিশেষ-ধর্ম্ম ও বিচিত্রতার সহিত যে ঐকতানের সাধক মূর্ত্তি, তাহা কি অধিকতর লোভনীয় ও উপাদেয় নহে?

প্রেমের ঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় শ্রবণ কর্ত্তব্য

৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে প্রেমের ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি জগৎকে যে অপ্রাকৃত প্রেমের বার্ত্তা শুনাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় আমরা অনেকেই সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করি না। বাহিরে বাহিরে থাকিয়া তাঁহার কতকগুলি কথার পল্লবগ্রাহিতা বা কিম্বদন্তীপরম্পরা আমাদের কাণ এত ভারী করিয়া রাখিয়াছে যে, বিভিন্ন সময়ের বহিঃফলে তাঁহার সুমধুর প্রেমের বার্ত্তা প্রেমের প্রকৃত মহাজনগণের নিকট হইতে আবার ভাল করিয়া শুনিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

মহামিলনের মূল মহামন্ত্র

শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই ফাল্গুন-পূর্ণিমা-তিথিতে। যখন জগতের পূর্ণচন্দ্রকে রাহু গ্রাস করিয়াছিল, তখন তিনি সকলের মুখে হরিনাম লওয়াইয়া সংকীর্ত্তনের মধ্যে নিজ-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নাম শুনিবামাত্রই আমাদের হৃদয়ে প্রেমের এক প্রত্যূষ চিত্রপট উপস্থিত হয়। আর তৎসঙ্গে-সঙ্গে উদিত হয়—মহামিলনের এক অধিতীয় মহান্ চিত্র। গ্রহণের স্নান করিয়া হরিসংকীর্ত্তনের মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পতিতপাবনী গঙ্গার তটে মিলিত হইয়াছিলেন। কাড়াখেলার মধ্যেও অপ্রাকৃত প্রেমের জয়পতাকা এবং পরস্পর মহামিলনের এক ঐকতান দেখা যায়।

কৃষ্ণসংকীর্ত্তন

কিন্তু সেই মহামিলনের একমাত্র সূত্র ছিল—"কৃষ্ণসংকীর্ত্তন"। বিশ্বের নিকট—প্রকৃতির নিকট যাহা পূর্ণতা, স্নিগ্ধতা, আলোক, অমৃত ও শোভার ভাণ্ডার, সেই পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণগ্রাস হইয়াছিল অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছিলেন—প্রকৃতির পূর্ণতা বা আলোকময়তা গ্রস্ত হইতে পারে এবং সেই সময়ে প্রেমপূর্ণচন্দ্র ভগবান্‌ই কেবল এক মহামিলনের মহামন্ত্র শুনাইয়া সকলমানবকে একসূত্রে গাঁথিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা

আমাদের অনেকের ধারণা—শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্ম আধুনিক-কালে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে না। তাহা এক কোণঠেসা হইয়া থাকিবে। কেন না, তাহা সাম্প্রদায়িক

সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে একঘরে করিয়া রাখিতে চাহে। কিন্তু আমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। শুধু বাঙ্গালা বা ভারতবর্ষের কতিপয় মনুষ্যকে উদ্ধার করিবার জন্যই যে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব, তাহা নহে। বিশ্বের দ্বারে দ্বারে, কুটীরে, গৃহে গৃহে, বনে বনে, সর্ব্বত্র জীবের একমাত্র নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া অচৈতন্য জীবের চৈতন্য-সম্পাদনের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব। তাঁহার শ্রীমুখবাণী এই—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

মহাচিৎসমন্বয়ের স্বরূপ

শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণী অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনঃ প্রবাহের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিশ্বমিলনের মহামন্ত্র বা মহাচিৎসমন্বয়ের যে প্রণালী ও মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষায় আমরা উদ্ধার করিতেছি। পাঠকগণ ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন,—মহাচিৎসমন্বয়ের প্রকৃত স্বরূপটী কি?—বিশ্বমিলনের প্রকৃত রূপ ও স্বরূপ কিরূপ হইবে? অসংখ্য সমস্যার সমাধান—অসাধ্য বৈচিত্র্যের মধ্যেও একতা, নিত্যসবিশেষকে নির্ব্বিশেষের ধারণায় মৌলায়িত বা নির্ব্বাণ প্রদান না করিয়া অসংখ্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বগুলিকে কিরূপে এক মহা ঐকতানসূত্রে গাঁথা যাইবে, তাহার এক বাস্তব চিত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহজ সমাধিলব্ধ বাণী আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন,—

সকল ধর্ম্মের বাস্তব মিলন

"জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তই পরিশুদ্ধাবস্থায় এক "নাম-সংকীর্ত্তন" ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মচেষ্টা যেরূপ জগতে প্রবলরূপে লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, সমস্ত ধর্ম্মের নির্য্যাসরূপ কোন অভিনব ধর্ম্ম অভিনবরূপেই জগতে প্রচারিত হইবে। সে ধর্ম্ম কি? যে-সকল ধর্ম্ম পাশ্চাত্যপ্রদেশে ও ভূমণ্ডলে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে-সকল ধর্ম্ম যে থাকিবে না, তাহার অন্য কথা কি? সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসকলে কতকগুলি অমূলক বিশ্বাস বিশেষরূপে আশ্রয় করায় সেই সকল ধর্ম্ম পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ অমূলক বিশ্বাস-সকল দূরীভূত হইলে সকল ধর্ম্মই শুদ্ধভাবাপন্ন হইবে। সেই অবস্থায় ধর্ম্মে কি কি বিষয় নিত্যরূপে থাকিবে, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

সকল ধর্ম্মের মূল সূত্রের নিত্যরূপ কিরূপ হইলে চিৎসমন্বয় সম্ভব

(১) পরমেশ্বর এক বস্তু ও সর্ব্বদা চিন্ময়স্বরূপপ্রাপ্ত।
(২) তিনি সর্ব্বদোষহীন ও সর্ব্বগুণের আকর।
(৩) জীবসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্ময় বস্তু।
(৪) জড়জগতে জীবের ঈশানুশীলনই নিত্যধর্ম্ম।
(৫) পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম।

সাম্প্রদায়িক বিবাদ মিটিবার উপায়

সংস্থাপিত ধর্ম্মসকলের হেয়াংশ ক্রমশঃ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের তখনকের ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবসহকারে পরমেশ্বরের নামসংকীর্ত্তন সহজেই করিতে থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও 'চণ্ডাল' বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মত্ত হইয়া জীব-সমূহের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের দ্বারে দাঁড়াইতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস শ্রীহরিদাসের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া "হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!" বলিয়া সঙ্গেই নৃত্য করিবেন। এতদ্ভূত অভিনব শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্ম অবিলম্বেই জগতে প্রচারিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্-বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইবে।

বিশ্বমহামিলন

আহা! যেদিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুসিয়ায়, গ্রীসিয়ায় ও আমেরিকায় তত্রত্যের ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান, ডঙ্কা, খোল, করতালাদি লইয়া মুহুর্মুহুঃ নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামোল্লেখ-পূর্ব্বক হরিনাম-কীর্ত্তনের তুমুল উঠাইবেন,—সে দিন কবে হইবে? আহা! যেদিন বিদ্যাভীত্ত শ্বেতবর্ণ পুরুষসকল একদিক হইতে "জয় শ্রীশচীনন্দন কি জয়"—এইরূপ ধ্বনি করতঃ প্রসারিত হইয়া অপর দিকে, অন্যদেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিবেন, সেদিন কবে হইবে? কেহ কেহ তাঁহারা বলিবেন,—"হে আর্য্য ভ্রাতৃগণ, আমরা প্রেরণযুক্ত শ্রীচৈতন্য-

দেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা কৃপা করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও।"—সেদিন কবে হইবে? যেদিন পবিত্র চিহ্নধর বৈষ্ণব-প্রেমই মরজীবের একমাত্র ধর্ম হইবে এবং সমুদ্রে সলিলরাশির ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্মে আসিয়া মিলিত হইবে,—সেদিন কবে হইবে?"

ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য লক্ষণ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভবিষ্যদ্বাণী ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই মনোহভীষ্ট যে অচিরেই বিশ্ব-বৈষ্ণবত্ব উজ্জীবন করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠের মূলমন্দিরের কেন্দ্রস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি এবং চতুর্দ্দিকে সাদ্ধত আচার্য্যচতুষ্টয়ের মূর্ত্তি সাদ্ধত সম্প্রদায়ের মহাভিধেয় ও মহাচিৎ-সম্বন্ধের আদর্শ ঘোষণা করিয়া সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বচিদ্বন্দ্বহারকারী অচিন্ত্যভেদাভেদ সুদর্শন ও সংকীর্ত্তনের বিজয়-বৈজয়ন্তী লইয়া উজ্জীন রহিয়াছে; সেই সুদর্শন ও বিজয়-পতাকা গৌড়দেশ হইতে পাশ্চাত্যের গগনে উজ্জীন হইয়া বিশ্ববিজয় সংঘটিত করাইবে। তাই শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আবির্ভাব-তিথিবাসরকে বন্দনা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদসহ শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত প্রচারকবৃন্দ শ্রীচৈতন্যবাণীর আগমনী গীতির জীবন্ত মূর্ত্তিরূপে অচিরেই পাশ্চাত্যদেশে অভিযান করিতেছেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

'গৌড়ীয়ে'র পাঠকবর্গ ইতঃপূর্ব্বে জানিয়া থাকিবেন যে, শ্রীচৈতন্যের নিজ-জনের অহৈতুকী কৃপায় তাঁহারই মনোহভীষ্ট-পূরণকারিগণের অন্যতম কোন সুযোগ্য সুকৃতি প্রবীণ লেখকের পরিপক্ক লেখনী হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের একটী সুবিস্তৃত জীবন-চরিত ইংরাজী ভাষায় অচিরেই সুধী-সমাজে প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমানে ইংরাজী ভাষাই সমগ্র সভ্যজগতের একরূপ আন্তর্জাতিক ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ ভাষার মধ্য দিয়া পৃথিবীর নিখিল লোকশিক্ষকের লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আচারময় জীবন ও শিক্ষা-প্রচারের উদ্দেশ্যে গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিলাসতরঙ্গবটী গোস্বামী প্রভুপাদের আদেশে, অনুকম্পায় ও শক্তিসঞ্চারে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সুযোগ্য, সুকৃতি, স্নিগ্ধ ও প্রৌঢ় সেবাধিকারী অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্, এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় সমগ্র সত্য ও শিক্ষিত জাতির অহৈতুক, অভূতপূর্ব্ব, অকৃত্রিম পরমোপকারের নিমিত্ত ঐ বিরাট্ গ্রন্থ-প্রচারে উদ্যত হইয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক ঐ গ্রন্থের ১ম খণ্ড গত গৌরজন্মতিথিতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

অধ্যাপক মহাশয়ের বাহ্য পরিচয় শিক্ষিত সমাজের অনেকেই অবগত আছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলের একজন উজ্জ্বল রত্ন। সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক। ইনি পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান ইতিহাস-পরীক্ষক। ইঁহার সুপরিপক্ক লেখনী, ইংরাজী ভাষায় ইঁহার অসামান্য অধিকার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইতিহাসে ইঁহার গবেষণা, ইঁহার বহুদর্শিতা, পাণ্ডিত্যপূর্ণতা প্রভৃতি গুণসমূহ ইঁহার বাহ্য পরিচয়ের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার। ইনি একজন প্রবীণ ঐতিহাসিক হইলেও একজন শ্রেষ্ঠ সুদার্শনিক। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার অধিকার যে কত গভীর, তাহা ইঁহার সহিত আলাপ করিলেই যে-কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। একাধারে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান ইনাকে আশ্রয় করিয়া "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" শ্লোকটীকে যেন মূর্ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইনি ইতিহাসকে যথার্থ মহাসত্যের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। ইতিহাসের দোহাই দিয়া মহাসত্যকে চাপাইয়া পরমেশ্বরকে ইতিহাসের মেলখানার আসামী করেন নাই—যাহা বর্ত্তমান তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজের অস্থিমজ্জাগত সংক্রামক ব্যাধি।

ইঁহার অন্যতম পরিচয় অভূতপূর্ব্ব, তাহার তুলনা নাই।

ইনিই তাঁহার একমাত্র তুলনা। ইহা একটুকুও অতিরঞ্জিত নহে—অর্থবাদ নহে; তাঁহার গুরুদেবা-দাস্য ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসেবায় আত্মসমর্পণের আদর্শ অদ্বিতীয়। ইনি সংস্কৃতসেবায় পণ্ডিত, বাক্যযাত্রায়, লেখায় ও মুখে কেবল উপদেষ্টক, কিন্তু কার্য্যে অন্যরূপ, এরূপ কপটতার বিন্দুমাত্রও তাঁহার চরিত্রের কোনও স্থানে কোনও ছিদ্র খুঁজিয়া পায় নাই। ইনি যাহা লেখনীতে লিখিয়াছেন, তাহা তিনি সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করেন, সুদৃঢ় বিশ্বাস করেন এবং নিজ-জীবনে সর্ব্বতোভাবে আচরণ করেন। এ যুগে তাঁহার ন্যায় আত্মত্যাগের আদর্শ, গুরুর কৃপায় ও শক্তিসঞ্চারে সমগ্র জীবের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গের আদর্শে সুযোগ্য ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বে কয়জন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, জানি না। এইরূপ সদ্গুণের আধার হইয়াও তিনি অকপট ও অকৃত্রিম অমানী মানদ। তাঁহার সমগ্র জীবনকে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাস্তব সত্যবাণীপ্রচারে আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছে। তিনি সদাচারী। "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণবাচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণী তাঁহার চরিত্রে জলন্তভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। এইরূপ এক সুযোগ্য গুরুদেবের লেখনী হইতে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক এক বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ এই গ্রন্থের এক সুন্দর ও বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থ-গৌরব আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন, কতিপয় চিত্র, মানচিত্র, এবং উৎকৃষ্ট কাগজে গ্রন্থের মুদ্রণ-পারিপাট্য গ্রন্থ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিসুন্দর বন মহারাজ মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে এই বিরাট্ গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতেছেন। মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ "ন" কাম্পেল প্রেসে" "নিমো টাইপে" রয়েল সাইজে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছেন। কাগজ, ছাপা, গ্রন্থের আকৃতি, পোষাক যেমন সুন্দর, গ্রন্থের অন্তর্নিহিত বস্তু তদপেক্ষা অতুলনীয়রূপে সুন্দর, সারবান এবং মানবজাতির ভাগ্যে এক অযাচিত, অদ্ভুত-পূর্ব্ব, অভিনব্য মহাদানের তাড়ার-স্বরূপ। অধ্যাপক ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যে সকল শ্রৌত-বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই অকপট সাধনার ফল ও সার-সঙ্কলন এই গ্রন্থ-মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন-চিত্রের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বলিতে কি, ইংরাজী সাহিত্যে এই জাতীয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ নূতন, মৌলিক, অদ্বিতীয়, অদ্ভুতপূর্ব্ব ও সর্ব্বো অভিনব্যের অবতার-স্বরূপ। এই গ্রন্থ অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র মানব-জাতির, সমগ্র মনীষি-সম্প্রদায়ের চিন্তাজগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিবে—এক অকৃত্রিম বাস্তবসত্যের মহা মহীয়ান্ বরাভয়-সম্পত্তির সন্ধান প্রদান করিবে।

আশা করা যায়, গ্রন্থখানি তিনটী খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রথম খণ্ডই রয়েল সাইজে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে।

গ্রন্থখানি ২৪টী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমে মঙ্গলাচরণে গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের প্রণাম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, যাহা তাঁহার সেই স্বরূপতত্ত্ব, প্রকাশই অবতারের মূল উদ্দেশ্য। প্রথম হইতে নয় অধ্যায় প্রারম্ভিক আলোচনার ভূমিকারূপে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই নয় অধ্যায়-ব্যাপী ভূমিকায় গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও প্রণালী, শ্রীগুরুর প্রকৃত স্বরূপ, শ্রীগুরুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজন, ধর্ম্মের তুলনা-মূলক আলোচনা, আস্তিকতার ক্রম-বিকাশ ও ইতিহাস, আস্তিক-তার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস, আচার্য্যগণের অবতার ও ইতিহাস, ঐতিহাসিক বৈষ্ণবধর্ম্ম, অবতারাবলীর ইতিহাস প্রভৃতি মূল বিষয়-সমূহ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজগতের বাস্তবীয় সমস্যার মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে। রয়েল ৮ পেজী আকারের ৫১২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই সুবৃহৎ ভূমিকাটী মুদ্রিত হইয়াছে।

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জীবনচরিত-প্রসঙ্গের প্রথম অধ্যায়ে তদানীন্তন দেশ ও সমাজ, মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থানের সন্ধান, প্রাচীন গৌড়মণ্ডলের অবস্থা, তদানীন্তন প্রচলিত ধর্ম্ম, জনমতের নিকট বৈষ্ণবগণের অপ্রিয়তার কারণ প্রভৃতি বিষয়-সমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—শ্রীগৌরসুন্দরের মাতা, পিতা, পূর্ব্ব পুরুষ এবং তদ্বংশের পরিচয়, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামের অর্থ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে—ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের জন্ম ও বাল্যলীলা-প্রসঙ্গে বাৎসল্য-রসের আলোচনা এবং ইংরেজী ভাষার incarnation এর সহিত 'অবতার'-শব্দের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে—বাল্যলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-করণের বৈশিষ্ট্য, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মূলনীতি, বালকরূপী গৌরের চঞ্চলতা ও বিবিধ বাল্যলীলা প্রভৃতি প্রসঙ্গে বহু শিক্ষার অবতারণা করা হইয়াছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে গৌগণ্ড ও কৈশোর-লীলার বর্ণন-প্রসঙ্গে বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয়; অষ্টম অধ্যায়ে—নিমাইর ছাত্রজীবন; নবমে ও দশমে—অধ্যাপকের জীবন ও বিবাহ; একাদশে—শ্রীগৌর-সুন্দরের বাগ্বাদিনীরূপে আত্ম-প্রকাশ-প্রসঙ্গে প্রাকৃত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণের অপ্রাকৃত সাহিত্যিকতার-সমূহের অবতারণে কিরূপভাবে বাধা উপস্থিত হয়, তাহার বিশ্লেষণ; দ্বাদশে—প্রভুর নবদ্বীপ-নগর-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে নদীয়ানাগরীবাদ খণ্ডন; ত্রয়োদশে—গৃহস্থের আদর্শ-লীলাভিনয়কারী গৌরসুন্দরের শিক্ষা; চতুর্দ্দশে—পূর্ব্ববঙ্গে তপনমিশ্রের প্রেরণ, মহামন্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা, পার্থিব প্রয়োজনীয়তা এবং পারমার্থিক আচরণ; পঞ্চদশ ও ষোড়শে —বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত বিবাহ, ভগবানের বিবাহের তাৎপর্য্য, শ্রী-দু-লীলাশক্তির বিচার, তিলকাদি তাপচিহ্ন-

ধারণ-প্রসঙ্গে তিলকাদি প্রতীকের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য্য এবং গৌরনাগরীবাদ নিরাস প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে—দিগ্বিজয়ি-বিজয়-প্রসঙ্গে গূঢ় সাম্প্রদায়িক তথ্য আলোচনা; ঊনবিংশে—মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে ঠাকুর হরিদাসের পরিচয় এবং আচণ্ডালের দ্বারা বেদান্তের প্রকৃত উচ্ছিষ্ট নাম-ভজনের প্রতি বিরোধ প্রভৃতি প্রসঙ্গ; বিংশ ও একবিংশে—ঠাকুর হরিদাসের প্রসঙ্গের পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ এবং নানাপ্রকার মনোধর্ম্মপর মতবাদ ও নিয়মাগ্রহ সমাধান, নাম ও মন্ত্র, জপ ও উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের পরস্পর বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে—মহাপ্রভুর গৃহাবস্থান, দীক্ষালীলাভিনয়-প্রসঙ্গে দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও স্বরূপ, সদ্গুরু অনুসন্ধানের বিশেষ আবশ্যকতা, দুঃসঙ্গ-পরিবর্জ্জনের জন্যই গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা, অর্চ্চা ও মন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা; আর চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে —শ্রীগৌরসুন্দরের দীক্ষা গ্রহণ-লীলায় পূর্ব্বানুবৃত্তি এবং আত্মপ্রকাশের প্রথম-বর্ষে মুখে অর্চ্চন ও ভজনের বৈশিষ্ট্য, অকৃত্রিম সাধুর অভিমর্ত্ত্য বাক্যের, সরলতা, কপটতা, প্রভৃতির স্বরূপ এবং বাস্তবসত্যের কৈতবশূন্যতা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা এক একটী অধ্যায়ের উদ্দেশ-মাত্র স্পর্শ করিয়া "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" গ্রন্থের আলোচ্য উপরি-উক্ত বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে জানাইলাম। এক একটী অধ্যায়ে যে কত সুসিদ্ধান্তসহানবি-মণ্ডিত সম্পুটিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ-দর্শন-ব্যতীত লেখনীতে ব্যক্ত করা অসম্ভব। বলিতে কি,—পাশ্চাত্য ভাষায় এরূপ বিপুল আকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রকৌস্তুভমণির সহিত এত সুসিদ্ধান্ত-রত্নসমন্বিত গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহা যে-কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে উদ্ঘোষণা করিবেন।

শ্রীগৌরজনের কৃপাশীর্ব্বাদ ও শক্তিসঞ্চারে অতিরিক্ত হইয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের যৌথস্বরূপ-স্বরূপ একক মূর্ত্তি প্রচারক অধিনায়কই পুরোপাত্তিমুখে অভিযান করিতেছেন। যৌথস্বরূপের সহিত বৃহত্তর মূলস্বরূপ শ্রীগুরুস্তরূপের ঐকতানে বাদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও বাণীতে সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশ মুখর করিয়া তুলিবে, আমরা এই সুদৃঢ় আশাবন্ধ পোষণ করিতেছি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইবে, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইবে।

এই সচিত্র গ্রন্থটী প্রথমখণ্ড ৩৩টী অধ্যায়ে ৮০০ আট শতেরও অধিক পৃষ্ঠায় শ্রীযুত প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষ-ভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশ সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index & Glossary)-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা ১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠ, নবদ্বীপধাম, কোলেরগঞ্জ, মায়াপুর; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, জিলা নদীয়া।

বিশেষ-মাস-পঞ্জী

(৪৪৭ গৌরাব্দ)

১০ বিষ্ণু, ৮ চৈত্র ২২ মার্চ্চ, বুধবার দিবস একাদশীর উপবাস।

১১ বিষ্ণু, ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার দিবা ৯।২৯ মধ্যে একাদশীর পারণ। বরাহনগরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধসন্ন্যাস-মহোৎসব; শ্রীল ঠাকুর গোবিন্দ-ঘোষের তিরোভাব।

২২ বিষ্ণু, ২০ চৈত্র, ৩ এপ্রিল সোমবার দিবস অশোকাষ্টমী ও অন্নপূর্ণা পূজা।

২৩ বিষ্ণু, ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল মঙ্গলবার শ্রীরাম-নবমীর উপবাস—শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব।

২৪ বিষ্ণু, ২৩ চৈত্র, ৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাসন্তী একাদশীর উপবাস।

২৫ বিষ্ণু, ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল শুক্রবার দিবা ৯।৫ মধ্যে একাদশীর পারণ। শ্রীকৃষ্ণের জলকারোপণোৎসব।

২৭ বিষ্ণু, ২৫ চৈত্র, ৮ এপ্রিল শনিবার শ্রীশ্রীবল-দেবের রাসযাত্রা।

২৯ বিষ্ণু, ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল সোমবার শ্রীবংশী-বদনানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বাসন্তীরাস।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৮ই চৈত্র শনিবার, ১৩৩৯ ; ১লা এপ্রিল, ১৯৩৩ | ৩৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার
ঊনচত্বারিংশদ্ বার্ষিক
অধিবেশন-বিবরণী

(গৌরাব্দ ৪৪৬—৪৪৭)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার প্রচার-কার্য্য ও অনুষ্ঠানাবলী প্রতি বৎসরই প্রসারিত হওয়ায় বিশেষতঃ এ বৎসর সমধিক বিস্তৃত হওয়ায় শ্রীগৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বদিবস হইতেই সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ২৭শে ফাল্গুন (১৩৩২), ১১ই মার্চ্চ (১৯৩৩) শনিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের অধিষ্ঠানরূপ-নাট্যমন্দিরে এই সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিনারদ গোস্বামী মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং কটক রেভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম, এ ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয়ের সমর্থনে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ঊনচত্বারিংশদ্ বার্ষিক সভার অধিবেশনে সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রবোধভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্ন-বিদ্যালঙ্কার মহাশয় উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন এবং 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে বিগত বর্ষের সভার বিবরণী পাঠ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের

প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কুণ্ডুর মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীধামপ্রচারিণীসভার কার্য্যকরি-সমিতির জন্য ঐ বৎসর নিম্নলিখিত সভ্যগণ সভাপদে বৃত হন,—

সভ্যপদে নির্ব্বাচন

১। শ্রীযুক্ত ডাক্তার জে, কে, সেন (L. M. S. (New Delhi)

২। শ্রীযুক্ত মোহিতলাল ঘোষ (Inspector of police) সৈয়দপুর, রংপুর।

৩। শ্রীযুক্ত ডাক্তার শশিকান্ত সেনগুপ্ত (রাতোয়াল ক্যান্টনমেন্ট)

৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ হালদার (ভাগলপুর)

৫। শ্রীযুক্ত অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী (কটক)

৬। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র (যোড়াবাগান)

৭। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুভূষণ দাস আমলাসদরপুর, নদীয়া।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কার্য্যকরি-সমিতির সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষে তিনি শ্রীধামের কথা প্রচারার্থ অচিরেই য়ুরোপ-গমন করিবেন, তজ্জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং আচার্য্যাধিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের সমর্থনে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের স্থলে শ্রীমৎ ভারতী মহারাজ কার্য্যকরি-সমিতির সম্পাদকের পদে বৃত হইলেন।

সভাপতি প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ মহোদয় বিগত বর্ষে যাঁহারা শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠ হইতে ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং যাঁহারা গভর্ণমেণ্ট-প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কৃতিত্বের স্থান-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক নামের তালিকা পাঠ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-চেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ প্রকৃত বর্ণাশ্রম-পালনের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার নিষ্কপটতা, তিতিক্ষা ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় প্রতি যত্ন আদর্শ-স্থানীয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের বিভিন্ন সদ্গুণাবলী ও যোগ্যতার প্রশস্তি কীর্ত্তনমুখে বলেন যে, শ্রীমদ্ বন মহারাজ বর্ত্তমান বর্ষে মাদ্রাজে, মহীশূরে, ব্রজপরিক্রমায়, ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে, জলযান-সংগ্রহে, বিদেশে গৌরকথা-প্রচার-সেবায় অশেষ যত্ন ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনদল শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ-পূত শ্রীমদ্ বন মহারাজের সেবা-চেষ্টারই বিমল-কেতন। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর, যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর-বাহাদুর, মাদ্রাজের গভর্ণর বাহাদুর এবং ভারতের রাজ-প্রতিনিধি মহামান্য বড়লাট বাহাদুর—সকলেই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাভিষিক্ত শ্রীমদ্ বন মহারাজের ব্যক্তিত্বে চমৎকৃত হইয়াছেন।

অতঃপর শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ বর্ত্তমান বর্ষে হরিদ্বারে শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের এবং প্রয়াগে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবায় বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনমুখে বলেন যে, শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা এবং অন্যান্য মহামহোৎসবের শুরুতায় কার্য্যারম্ভ প্রসাদ-বিতরণ-সেবায় কৃতিত্ব এবং বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবায় বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং বক্তৃতা সর্ব্বজন-প্রিয় ও সর্ব্বজনাকর্ষক।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ শ্রীধর মহারাজের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীধর মহারাজের অকপট গুরুসেবা, বিচার-নৈপুণ্য, স্নিগ্ধ সরল ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ত্তমান বর্ষে বিশেষ নিষ্ঠাভক্তিভাবে শ্রীমায়াপুর-গৌড়ীয়মঠের সেবা করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীমদ্ সাগর

মহারাজ প্রকৃত ধর্মিধর্ম-পালনকারী। তিনি নিষ্কপটভাবে গুরুসেবা এবং মাধুকর-বৈষ্ণব-আহরণে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া বলেন যে, শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সৌধী মহারাজ বিগত বর্ষে কাশীমঠের এবং 'ভাগবত'-নামক হিন্দি-পত্র ও শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-সেবায় বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ বন মহারাজ শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন যে, শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত প্রভু বিগত বর্ষে পুরী ও কটকের মঠের অবি-সংগ্রহ, উড়িষ্যাপতে, ব্যাঙ্গালোরে, ভারতীয় রাজন্যবর্গ এবং বিহার ও উড়িষ্যার মহামান্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও বিভিন্ন রাজপুরুষগণের নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার এবং শ্রীব্রজপরিক্রমার সেবা করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবায় নৈপুণ্য ও যত্ন-প্রদর্শনের জন্য শ্রীযুক্ত রাধাধামোদরদাস বাবাজী মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

শ্রীপাদ সুখরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা, 'হারমনিষ্ট'-পত্রের সেবা এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণের বিজয়-বৈজয়ন্তী-স্বরূপ ইংরেজী ভাষায় "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক এক বিরাট্ গ্রন্থের রচনার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। তাঁহার রচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী-সমূহ অতিসুন্দরভাবে শুম্ফিত হইয়াছে। সৌভাগ্যের এই মধুর যখন পাশ্চাত্যদেশে জীবন্ত মৃদঙ্গের সহিত ঐকতানে নিনাদিত হইবে, তখন সমগ্রজগতে আবার প্রকৃত সৎ-শিক্ষার প্রাণন প্রবাহিত হইবে—শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভবিষ্যদ্বাক্য এবং আচার্য্যের মনোহভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিগত বর্ষে মায়াপুরে, চাকা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে, আলালনাথে ও ভুবনেশ্বরে শ্রীগুরুসেবার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ মহোদয়ের শ্রীচৈতন্যমঠের অক্লান্ত সেবা, বৈষ্ণবোচিত তিতিক্ষা এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপদে অচল ও নিষ্কপট সেবা-বৃত্তির কথা উল্লেখ করেন।

অনন্তর বিগত বর্ষে শ্রীমন্মধ্বপ্রভুর সেবা ও প্রচারের সহায়তার জন্য বিভিন্ন আনুকূল্যকারী ও সেবকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। এই সকল মহাত্মার বহুবিধ প্রশংসা ও গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার বিশিষ্ট সভ্যগণ এক একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা গ্রন্থ-গৌরবের আশঙ্কা করিয়া অতি সংক্ষেপে কেবল তাঁহাদের নামোল্লেখ ও সেবার দিগ্‌দর্শন-মাত্র করিতেছি। তাঁহাদের বিস্তৃত গুণানুবাদ স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে না পারায় আমরা বিশেষ দুঃখিত এবং তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট ক্ষমা-প্রার্থী।

পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে বঙ্গ-প্রদেশের মহামান্য গভর্ণরবাহাদুর দি, রাইট অনারেবল স্যার জন্ ব্যাণ্ডারসন্ পি, সি; জি, সি, ই; জি, সি, আই মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ বন মহারাজের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী এবং শ্রীমন্মহা-প্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে উৎসাহ ও সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। মহামান্য গভর্ণরবাহাদুরের সৌজন্য, সৎকার্য্যের পৃষ্ঠপোষকতা এবং অশেষ গুণ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিবল্লভ বন মহারাজ যুক্তপ্রদেশের মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর স্যার উইলিয়ম্ হেলি এম, এ, জি, সি,

আই ; সি, সি, আই, ই মহোদয়কে শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের নাট্য-মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন এবং তাঁহার শাসিত প্রদেশে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের সহায়তার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। যুক্তপ্রদেশের গভর্ণরবাহাদুর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদর্শক শিরি-মহারাজের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বিহার ও উড়িষ্যার মহা-মান্য গভর্ণরবাহাদুর এইচ, ই, স্যার হেবিড্ সিল্‌টন্ এম, এ ; কে, সি, এস, আই মহোদয়কে পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের ভূমি ও মঠ-নির্ম্মাণের সাহায্য এবং উৎসাহ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গভর্ণরবাহাদুর শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণের বিভিন্ন সেবার উল্লেখ করিয়া সভায় বক্তৃতা-প্রদান-মুখে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—নদীয়ার ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ টি, এম, ডাউ (শ্রীনবদ্বীপ-পরি-ক্রমার সহায়তা) ; নদীয়ার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অফ্ পুলিস মিঃ মিনিষ্টার (পরিক্রমার সহায়তা) ; স্যার মির্জ্জা ইস্‌মাইল কে, সি, আই, ই দেওয়ান মহীশূর (মহীশূর-রাজ্যে শ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা প্রদান এবং শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সহায়তা), শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ ; এম, এল, সি (শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্য-প্রচারে অনুরাগী, আচার্য্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং নানাভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে আনুকূল্যকারী ও উৎসাহ-প্রদানকারী, সৌজন্যগুণের আদর্শ) ; রাজর্ষি কুমার রাও-সাহেব শ্রীযুক্ত পরমিন্দুনারায়ণ রায় এম,এ ব্রাহ্ম বেদান্তভূষণ (শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত, সত্যানুরাগী, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্য-প্রচারে পরমোৎসাহী, বিদ্যোৎসাহিতা ও বিবিধ সদ্‌গুণে বিভূষিত) ; ডাঃ জে, কে, সেন (দিল্লি-গৌড়ীয়মঠের আনুকূল্য) ; মিঃ বি, কে, পাল বার্ডেণ্ট কলিকাতা (শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবায় পুষ্প-মাল্যাদি প্রদান), বহুমান্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন (শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় ও শ্রীনবদ্বীপধামে যাত্রী ও ভক্ত-গণকে চিকিৎসা) ; ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম এল, এম্, সি (ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও বৈষ্ণিক-নদীয়াপ্রকাশের সেবা), শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ ব্রহ্মচারী (শ্রীভাগবত-প্রেসের সেবা) ; শ্রীযুক্ত বেষ্টভীরমণ ব্রহ্মচারী (শ্রীধামের স্থাপত্যাদি সেবা) ; শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস অধিকার আমরিয়া পালগড় এষ্টেট্ (ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সেবা)।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়-সেবানুষ্ঠাতৃগণকে শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা স্যর কৃষ্ণরাজেন্দ্র উয়াইয়ার বাহাদুর জি, সি, এস্, আই, জি, বি, ই ; কর্ণেল চিফ্ অফ্ মাইসোর (শ্রীল প্রভুপাদকে মহীশূরে আমন্ত্রণ, আচার্য্যোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে উৎসাহ) ; মহারাজরাজশ্রী রামরাও বি, এ অবর্ণর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী (মহীশূরে হরিকথা-প্রচারে সহায়তা এবং শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ ও সৌজন্য-প্রকাশ), মহারাজরাজশ্রী ই, পনিরুলা পিল্লাই রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর, মাদ্রাজ (মাদ্রাজ-মঠের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনহল নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করণ) ; মহারাজরাজশ্রী রাজা গোপালাচারি মাদ্রাজ ('শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থ-নির্ম্মাণের মুদ্রণব্যয়-বহন) ; মহারাজ-রাজশ্রী এস্, আর, ওয়াই শিবজ্ঞানপ্রসাদ বাহাদুর চাম্পাপল্লীর রাজা ('ব্রহ্মসংহিতা'র মুদ্রণ ও প্রকাশ-ব্যয়-বহন) ; মহারাজ-রাজশ্রী সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার বি, এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ লোকেল সেল্ফ্ গভর্ণমেণ্ট (মাদ্রাজে হরিকথা-প্রচারে নানাভাবে আনুকূল্য এবং গ্রন্থ-প্রচারে বিশেষ সহায়তা) ; মহারাজ-রাজশ্রী ওয়াই জগন্নাথম্ বি, এ সবরেজিষ্ট্রার শাস্তমুতলা পাড়ু, গাণ্টুর ('শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে'র তেলেগু-ভাষায় অনুবাদকরণ) ; অনারেবল স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী সন্তোষের রাজা এবং বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট্ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্য-প্রচারে উৎসাহ-প্রদানকারী এবং নানাভাবে পৃষ্ঠপোষক) ; মিঃ হলিন্‌স্ ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ্ পুলিশ ইউ, পি (শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় সহায়তা), মিঃ কেন্ড্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অফ্ পুলিশ মথুরা (ব্রজ-পরিক্রমায় সহায়তা), রায় বদন-গোপাল সার্দ্দানা বাহাদুর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (যুক্তপ্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারে নানাভাবে

সহায়তা); রায়সাহেব লালা বায়কাপ্রসাদ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিজনৌরের জমিদার (হরিদ্বারে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠের জন্য ভূমি প্রদান); রায়সাহেব তারাপ্রসাদ রায় বি, এ (অ্যাসিস্টেণ্ট্ হোম ডিপার্টমেণ্ট্ গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া নূতন দিল্লী (হরিদ্বারে ঠাকুর-মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য আনুকূল্য প্রদান), লালা রামচন্দ্র-স্বরূপ মিরাটের জমিদার (যুক্তপ্রদেশে নানাভাবে প্রচারের সহায়তা), লেফ্‌টেনাণ্ট্ কর্ণেল ডক্টর ডি, পি, গোয়েল এম্, বি— ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ্ সিভিল হস্পিটাল লাহোর (যুক্ত-প্রদেশে নানাভাবে প্রচারের সহায়তা), শ্রীযুক্ত ঠাকুর-সাহেব টিকম্‌সিং (যুক্তপ্রদেশে প্রচার-কার্য্যে নানাভাবে সাহায্য); শ্রীযুক্ত দয়ীচরণ ভক্তিবিনয় (মাদ্রাজে, যুক্ত-প্রদেশে, ব্রজপরিক্রমায়, ঢাকা-সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে ও বিভিন্ন ব্যাপারে নানাভাবে সেবা); শ্রীযুক্ত বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধুরঞ্জন ভক্তিবান্ধব বি, এ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেবা এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রচারাদি সেবা), শ্রীযুক্ত দাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ (শ্রীগৌড়ীয়মঠের গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-সংগ্রহ ও সংরক্ষণ), শ্রীযুক্ত হরশ্রীব ব্রহ্মচারী (মাদ্রাজে, আন্ধ্রপ্রদেশে, ব্রজ-পরিক্রমায় ও ঢাকা-সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে অক্লান্তভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা); শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী (প্রচারে, ব্রজ-পরিক্রমায় ও ঢাকা-সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে অক্লান্তভাবে সেবা); শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী (শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীব্রজপরিক্রমা ও শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় অক্লান্ত সেবা); মাষ্টার অমেন্দ্রজিৎ সান্যাল (সাময়িক পত্রে প্রচার-সেবা ও বৈরাগ্য)।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীনাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ধন্য-বাদ প্রদান করেন,—শ্রীনরসিংহ ব্রহ্মচারী (অকপটভাবে শ্রীগুরুসেবা); শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী (শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা); পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তি-শাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য (নিষ্কপটে শ্রীগৌড়ীয়-পত্র ও গ্রন্থ-প্রচারের সেবা), শ্রীযুক্ত কুলশেখর ব্রহ্মচারী (দিল্লি-গৌড়ীয় মঠের সেবা), শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী (প্রচার ও কীর্ত্তন-সেবা) শ্রীযুক্ত বরদরাজ ব্রহ্মচারী (সংবাদ-বহন-সেবা); শ্রীযুক্ত ধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী (শ্রীচৈতন্য মঠের সেবা), শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী (মাদ্রাজে, ব্রজ-পরিক্রমায় ও ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবা); শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি, এ (নানাভাবে শ্রীচৈতন্য-মঠের ও প্রচারের সহায়তা); শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর ভক্তিভূষণ ও তৎসহধর্ম্মিণী (ইহাদের শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য, বিশেষতঃ ইহাদের শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের ভূমিদান, গৃহাদি নির্ম্মাণ, যুক্তপ্রদেশের গভর্ণরবাহাদুরের দ্বারা উক্ত মঠের কীর্ত্তনহলের ভিত্তিস্থাপন-উৎসবাদির ব্যয়-নির্ব্বাহ এবং নানাভাবে অনুক্ষণ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের সেবা সকলের পক্ষে আদর্শস্থানীয়); শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীধামের ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা এবং শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় অক্লান্ত সেবা); শ্রীযুক্ত অনন্তবেষরূপ (শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীব্রজপরিক্রমায় সেবা); শ্রীযুক্ত ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা (শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় আদর্শ সেবা); শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-গোপাল বিশ্বাস এম, বি, লোহাগড়া (শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা, শ্রীধাম-পরিক্রমা, আলালনাথ ও শ্রীরাধাবিনোদদাস ঠাকুরের পাটের সেবা); শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার (ব্রজ-পরিক্রমা, নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও বিভিন্ন মঠের মহোৎসবাদিতে সেবা); শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র গুরু (মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের গো-সেবা); শ্রীগোপালের মাতাঠাকুরাণী (শ্রীধামের ও ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেবানুকূল্য); কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত এন্, কি, ঘোষ (শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দাসাধিকারী) ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী (ইহাদের প্রাণ-অর্থ-বাক্য ও বুদ্ধির দ্বারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা আদর্শস্থানীয়); শ্রীযুক্তা নবনলিনী দেবী (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেবানু-কূল্যে বর্ণশালা নির্ম্মাণ); শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারীর মাসীমাতা শ্রীযুক্তা কৃষ্ণমতী দেবী (শ্রীঅদ্বৈতভবনের প্রাচীর-নির্ম্মাণে আনুকূল্য); শ্রীযুক্ত মহামহেশ্বর অধিকারী সবইন্‌স্পেক্টর অফ্ পুলিশ মথুরাজ ষ্টেট্ (উড়িষ্যায় প্রচার-কার্য্যে সাহায্য); শ্রীযুক্ত কাদিনীমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় চৌধুরী জমিদার বালিয়াটী (শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও বালিয়াটী শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গমঠের নানাভাবে সেবা); শ্রীযুক্ত অদ্বৈত-প্রসাদ দে এম্-এ, বি-এল, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী সব্ জজ থাকুরদা মেদিনীপুর (অদ্বৈত-সংহিতা-নির্ম্মাণে আনুকূল্য);

নিরপাচটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ ও তাঁহার পিতামহী এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বাসিক (শ্রীমদ্বৈত-ভবনের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণে আনুকূল্য); শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ প্রামাণিক বি, এস্, সি, (ব্রজ-পরিক্রমার সেবা); ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাস অধিকারী (শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের ও ব্রজ-পরিক্রমার সেবা); শ্রীযুক্ত সুহাসচন্দ্র বসু (চাকদহ শ্রীপাটের শ্রীমূর্ত্তি-সাধন); শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত কলিকাতা (শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে নানাভাবে আনুকূল্য ও পুষ্পাদি-সংগ্রহের দ্বারা সেবা); শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভজীর কণ্ট্রাক্টর চাকা (চাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে সেবা), শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দত্ত মার্চ্চেণ্ট চাকা—(চাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বিভিন্ন সেবা); শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী বেলডুলিয়া (শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবা); শ্রীযুক্ত নিবারণ-চন্দ্র গুড় (ইনি নানাভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবা করিয়া থাকেন; বর্ত্তমানবর্ষে ইনি শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে শ্রীগৌরকিশোর-সমাধিমন্দির-নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়া শ্রীভক্তগৌরাঙ্গ এবং সমগ্র শুদ্ধ বৈষ্ণব-সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন); শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত ম্যানেজার রাণাঘাট কাছারী রাজসাহী (শ্রীধামের বিভিন্ন সেবা), জয়পুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধারমণ সিংহ এবং কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভক্তিমতী পত্নী (শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের নলকূপের আনুকূল্য প্রদান); পরলোকগত রায়বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী (শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের কূপ-নির্ম্মাণে আনুকূল্য); রাণাঘাট-নিবাসিনী শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী (কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের শ্রীরাধা-গোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব এবং শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহের প্রকট ও প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য); শ্রীযুক্ত রামরতন ঘোষ (শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠের ইন্দারা-নির্ম্মাণের আনুকূল্য)।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ মহোদয় শ্রীধামপ্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়সেবানুষ্ঠাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—শ্রীযুক্ত অমরগোপাল দাসাধিকারী (নিষ্কপটভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও 'হারমনিষ্ট'-পত্রিকার সেবা); শ্রীযুক্ত প্রদর্শন-সনাতন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী (নানাভাবে পুরী ও কটকমঠের এবং শ্রীব্রজ-পরিক্রমার সেবা), শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী (কটকে ও শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় বিশেষভাবে সেবা), শ্রীযুক্ত ঘতীন্দ্রনাথ রায় (কটক সচ্চিদানন্দমঠে উৎকল ভাষায় প্রকাশিত "পরমার্থী"-পত্রের সেবা); শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী (কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের মঠরক্ষকতায় নিপুণতা); শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বি, এস্ (কটক সচ্চিদানন্দমঠের ও পুরী পুরুষোত্তম-মঠের বিভিন্ন ব্যবস্থার-সেবা); শ্রীযুক্ত চিন্তামণি নায়ক (কটক সচ্চিদানন্দ-মঠের ভূমিদান)।

পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী (একায়নমঠে বিশেষ যত্নের সহিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা); শ্রীযুক্ত সনাতনদাসাধিকারী বেলমদুর (বৈষ্ণব-সেবায় বস্ত্রাদি প্রদান এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের আনুকূল্য-সংগ্রহের দ্বারা সেবা)।

পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীধাম-প্রচারিণীসভারপক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌর-প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃ গণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ, (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া ইনি বৈষ্ণব-সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ইঁহার অভিজ্ঞতা, প্রবীণতা এবং শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রতি প্রীতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য); শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (শ্রীগৌড়ীয়মঠের নানাভাবে সেবা); শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য কলাকোবিদ ("শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" গ্রন্থের রাগচিত্র-মুদ্রণ-সেবা); শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা (শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহের পোষাকাদি দ্বারা সেবা), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্ত্যাশ্রম (নানাভাবে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা ও চাকা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর সেবা), কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি কলিকাতা (শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণকে ঔষধাদি দ্বারা সাহায্য প্রদান), কবিরাজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ কবিরত্ন (শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের সেবা এবং ব্রজ-পরিক্রমায় ভক্তগণের সেবা), ডাঃ পি, নন্দী এম, ডি কলিকাতা, (শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের সেবা, ইঁহার সৌজন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য); ডাঃ এ, চক্রবর্ত্তী এম, বি, ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী (ইঁহারা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের প্রতি বিশেষ প্রীতিবিশিষ্ট, ইঁহাদের সেবার আদর্শ এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবায় নানাভাবে আনুকূল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইহারা উভয়েই বিশেষ ধর্ম্মপ্রাণ ও বহু সৌজন্য-গুণে বিভূষিত। ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজীর প্রতি ডাক্তার বাবুর প্রীতি এবং সেই সূত্রে ভগবদ্ভক্তগণের সেবার আগ্রহ আদর্শ-স্থানীয়); ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিদাস দে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (ইনি শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণকে বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসাদি সেবা করিয়া থাকেন। ইঁহার সৌজন্য ও চিকিৎসানৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য); ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজের প্রধান বিজ্ঞান-অধ্যাপক সাহাবংশের অলঙ্কারস্বরূপ শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্-এ (ইনি ঢাকা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কার্য্যে বিভিন্নভাবে সাহায্য করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন); শ্রীযুক্ত বিহারীমোহন দে ভক্তিভূষণ ঢাকা মনোমোহন প্রেসের স্বত্বাধিকারী (ইনি ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে গ্রন্থাদি মুদ্রণ, নানাভাবে বিশেষ আনুকূল্য ও সাহায্য করিয়াছেন); শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে ঢাকা ইউনিয়ন প্রেসের স্বত্বাধিকারী (ইনি ঢাকা-সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে নানাভাবে আনুকূল্য এবং শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠের 'পরবিদ্যাপীঠ পত্রী' মুদ্রণে সাহায্য করিয়াছেন); পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ, সুদর্শন-বাচস্পতি (ইঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও প্রতিবৎসর শ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী-সভার সেবা করিয়া আসিতেছেন); শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরী (নিষ্কপটভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ও ঢাকা-সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর সেবা); শ্রীযুক্ত হরিপদদাস ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার (শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সেবা)।

‖ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহোদয় শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত শ্রীগৌরপ্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে এবং নিম্নলিখিত ছাত্রবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—শ্রীযুক্ত নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি, এল্সি, বি, টি, (ইনি আসামদেশে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার এবং 'কীর্ত্তন'-নামক মাসিক পারমার্থিক পত্র প্রচার করিয়া আসামদেশীয় পারমার্থিক-সাহিত্যে ও সামাজিক জীবনে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন); শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী বি, এল, (ইনি 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে'র সেবা, শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় দৈনিক সংবাদ-প্রদানের সেবা এবং ঢাকা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে গ্রন্থাদি প্রচার ও শ্রীগুরুদেবের বাণী-প্রচার-সেবায় বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন); পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দলালরায় কাব্যতীর্থ বিদ্যাসাগর বি, এ, (ইনি মেদিনীপুরে প্রচারে বিভিন্নভাবে সহায়তা করিয়াছেন); ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৭ম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ উদ্ধবানন্দ দাস ও শ্রীমান্ সুধীর চন্দ্র সেন—(ইহারা শ্রীচৈতন্যমঠের বিপ্রলম্ভসেবা করিয়া শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন)।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মহাশয় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত গৌর-প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন,—শ্রীযুক্ত ভক্তবিলাস দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর দাসাধিকারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেবায় বিশেষ অকপটতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তাঁহারা শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদার্হ); শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায় মহাশয় শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের সমাধির স্বত্ব সর্ব্বতোভাবে প্রদান করিয়া বৈষ্ণব-জগতের প্রীতির ভাজন এবং শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন; শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপ্রসাদ অধিকারী ভক্তিভূষণ মহাশয় ভুবনেশ্বর-মঠ-সংস্থাপনের আনুকূল্য করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন; শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী ওরফে রাজপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ভূমিদান এবং ভবিষ্যতে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তিদান করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা হইতে বর্ত্তমান বর্ষে যে-সকল গৌরপ্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতা ভক্তিসূচক পদবী ও নাম পাইয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

মহামহোপদেশক

১। আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ ব্রজবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন; ২। শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি, এ; ৩। শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী,

সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্, এ ; ৪। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি, এ।

মহোপদেশক

১। শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী ; ২। শ্রীপাদ বল্লবরঞ্জন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্; ৩। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী বি, এ-বি, বি, টি।

উপদেশক

১। শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ; ২। শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ; ৩। শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণবিদ্যালঙ্কার ; ৪। শ্রীপাদ অতীন্দ্রনাথ বেদান্ত-বাচস্পতি।

১। শ্রীযুক্ত ভক্তবৎসল দাসাধিকারী—"ভক্তিসৌরভ"
" জয়গোপাল দাসাধিকারী—"ভক্তিশাস্ত্র"
" গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—"ভক্তিরঞ্জন"
" রাধাগোবিন্দদাস অধিকারী—"ভক্তিনিধি"।
" রমানাথ গোস্বামী—"ভক্তিবিভাব"
" নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী—"ভক্তিবিবৃতি"
" নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী—"ভক্তিতুল"
৮। " রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী—"ভক্তিপতাকা"
৯। " বঙ্কবিহারী দাসাধিকারী—"ভক্তিকুহিন"
১০। " নিমাইদাস অধিকারী—"ভক্তিলোচন"
১১। " বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী—"ভক্তিকুল"
১২। " রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী—"ভক্তিনিশ্চয়"
১৩। " মুকুন্দগোপাল দাসাধিকারী—"ভক্তিমধুর"
১৪। " বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী—"ভক্তিকুশল"
১৫। " বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—"ভক্তিকেতন"
১৬। " রাধাবল্লভ ব্রজবাসী—"ভক্তিললাম"
১৭। " বীরেশচন্দ্র সে—"ভক্তিবোধ"
১৮। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—"ভক্তিবর্দ্ধন"
১৯। রায়সাহেব লালা বারকাপ্রসাদ—"ভক্তিভূষণ"
২০। ঠাকুরসাহেব টিকম্ সিংজী—"ভক্তিপ্রধান"
২১। M. R. Ry শ্রীযুক্ত সি, কে, মধুসূদন রাও—"ভক্তিমার্ত্তণ্ড"
২২। শ্রীযুক্ত সি, ভি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার—"ভক্তিকেশব"
২৩। " আউধবিহারীলাল কপূর—"ভক্তিললাট"
২৪। রায়সাহেব তারাপদ রায় বি, এ—"ভক্তিবিভূষণ"
২৫। শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায় চৌধুরী—"ভক্তিপ্রতাপ"
২৬। " মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী—"ভক্তিবিক্রম"
২৭। " কামিনীকুমার বর্ম্মা চৌধুরী—"ভক্তিসৌমুখ"
২৮। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দাস—"ভক্তিযোত্র"
২৯। M. R. Ry. ওয়াই জগন্নাথম্—"ভক্তিভিলক"
৩০। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক ভক্তিশাস্ত্রী "ভক্তিসূরি"

দিবসত্রয়ব্যাপী সভায় অগণিত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও জনসাধারণের সমাগম হইয়াছিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মাত্র কএকটী নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ; ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ; ৩। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ ; ৪। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ; ৫। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ; ৬। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ; ৭। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ; ৮। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ; ৯। আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ; ১০। পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ ; ১১। পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ ; ১২। পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য ; ১৩। পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী ; ১৪। অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিভূষাকর ভক্তি-শাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য এম, এ ; ১৫। শ্রীযুক্ত বল্লবর-দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ, বি-এল ; ১৬। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাস অধিকারী, ১৭। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণবিদ্যালঙ্কার, ১৮। শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য ; ১৯। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যা-ভূষণ এম, এ ; ২০। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ অধিকারী ভক্তি-শাস্ত্রী এম, এ ; ২১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম এ, বি, এল ; ২২। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাসাধিকারী সেবাতীর্থ বি, এ-বি, বি, টি ; ২৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাসাধিকারী ভক্তিযাদব বি-এ, বি-এল ; ২৪। শ্রীযুক্ত ভক্তবৎসল দাসাধিকারী বি-এ, বি-এল ; ২৫। অবসর-

প্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন ; ২৬। শ্রীযুক্ত সখিচরণ রায় ভক্তিবিজয় ; ২৭। শ্রীযুক্ত সরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ ; ২৮। শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন ; ২৯। শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাগীশপতি "দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে"র সম্পাদক ; ৩০। শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক ; ৩১। শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ; ৩২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণজাতি ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী ; ৩৩। শ্রীযুক্ত মন্মথগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ; ৩৪। শ্রীযুক্ত শুভবিলাস দাসাধিকারী ; ৩৫। শ্রীযুক্ত অমমমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ; ৩৬। ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম, বি ; ৩৭। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ঘোড়াবাগান ; ৩৮। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন ; ৩৯। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ঘোষ (মার্চেন্ট) ; ৪০। শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৪১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ; ৪২। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, প্রধানশিক্ষক ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট ; ৪৩। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেবচন্দ্র ব্রহ্ম ভক্তিশাস্ত্রী ; ৪৪। শ্রীযুক্ত অনন্তদেব ব্রহ্ম ; ৪৫। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য্য কলাকোবিদ ; ৪৬। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসাধিকারী সেবাবান্ধব ; ৪৭। শ্রীযুক্ত বলরঞ্জন দাসাধিকারী বি, এ ; ৪৮। শ্রীযুক্ত সত্যাঞ্জন সেন এম-এ, বি-এল ; ৪৯। পি, ভট্টিউ, ডি ইন্‌জিনীয়ার ; ৫০। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সব্‌ইন্‌স্পেক্টর ; ৫১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার খুলনা ; ৫২। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রদাস জমিদার মেদিনীপুর ; ৫৩। ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ; ৫৪। শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৫৫। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ধামবাসী ; ৫৬। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শিক্ষক বারাকপুর ; ৫৭। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার ; ৫৮। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ; ৫৯। শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন ঘোষ ; ৬০। শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস দেবশর্ম্মা ; ৬১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ আচার্য্য বিদ্যারত্ন, সিদ্ধান্তশাস্ত্রী ; ৬২। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী ; ৬৩। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র পালমণ ; ৬৪। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল ; ৬৫। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মণ্ডল ; ৬৬। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ পড়িয়া ভক্তিশাস্ত্রী ; ৬৭। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ পড়িয়া ; ৬৮। শ্রীযুক্ত মুরারি চন্দ্র বসু ; ৬৯। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে, ৭০। শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ মুখোপাধ্যায় ; ৭১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সাহা ; ৭২। শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দুভূষণ বসু ; ৭৩। শ্রীযুক্ত বিনায়কচন্দ্র ভড় ; ৭৪। শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু ; ৭৫। শ্রীযুক্ত নরোত্তম দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ধানবাদ ; ৭৬। শ্রীযুক্ত গঙ্গাননদাস অধিকারী ; ৭৭। মিঃ ব্যানার্জী ৭৮। শ্রীযুক্ত জগদীশ মিত্র ; ৭৯। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বসু ; ৮০। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ দাস ; ৮১। শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস অধিকারী ; ৮২। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন ; ৮৩। ডাক্তার শ্রীযুক্ত পশিকার দাসগুপ্ত ; ৮৪। শ্রীযুক্ত হরিপদ ভাই অবসরপ্রাপ্ত হেড্‌এসিষ্ট্যাণ্ট, নদীয়াকলেক্টরেট্‌ ; ৮৫। শ্রীযুক্ত বাসনদাস বসু ; ৮৬। শ্রীযুক্ত ব্রজদাস গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী ; ৮৭। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী ; ৮৮। শ্রীযুক্ত যতিরাজ দাস অধিকারী ; ৮৯। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃষ্ণ মিত্র, বি, এল ; ৯০। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস পোষ্টমাষ্টার শ্রীধাম-মায়াপুর ; ৯১। শ্রীযুক্ত ঈশান প্রভু দাস ভক্তিবিগ্রহ ; ৯২। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ ; ৯৩। শ্রীযুক্ত অভিমন্যু দাস ; ৯৪। শ্রীযুক্ত বীরকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ; ৯৫। শ্রীযুক্ত অজগোপাল দাসাধিকারী ; ৯৬। শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিরত্নাকর ; ৯৭। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, হেড্‌পণ্ডিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ ; ৯৮। শ্রীযুক্ত বিনোদনাথ দাসগুপ্ত বি, এ তেলিরবাগ মুর্শীদাবাদ ; ৯৯। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ; ১০০। শ্রীযুক্ত অধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী ; ১০১। শ্রীযুক্ত সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী ; ১০২। শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ পাণ্ডে ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি বহু সজ্জন ব্যক্তি।

শ্রীধামপ্রচারিণীসভার শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(৪৪৭ গৌরাব্দ)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

হরিসেবা-পরা নিষ্ঠা যস্যৈষণ্ডজনপ্রিয়াম্।
উপদিশত্যাচার্য্যৈর্যা তনবচঃ সদা ॥ ১ ॥
স্মরৌ মর্ষিতাত্মানং বৈষ্ণবাসক্তমানসম্।
সুবৃত্তচরিতং শুদ্ধং সুধাকরকরাদপি ॥ ২ ॥
সায়ণোদাধ্যসভ্যাসুরাগিত্বাদিগুণান্বিতম্।
সিদ্ধান্তনিপুণং বিষ্ণুশাস্ত্রেষু পরিনিষ্ঠিতম্ ॥ ৩ ॥
পাশ্চাত্য-ভাবযান্ত্র্যা গৌরবাণী-সুপুত্তকম্।
পারয়ন্তং পাশ্চাত্যান্ হরিভক্তি-সুধারসম্ ॥ ৪ ॥
শ্রীনারায়ণদাসাখ্যং ভক্তি-সুধাকরং যুবম্।
সংপ্রাপ্য শোভতাং খ্যাতির্মহামহোপদেশকঃ ॥৫॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভ্রয়ে ॥ ৬ ॥
বেদেষু-বসু-গুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৭ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ভক্তৈর্ব্যক্তগুরুঃ পবিত্রিতজগৎ শ্রীমদ্গুরুপ্রেষকঃ
আদর্শো হরিসংস্তবেষু বিমলঃ পুণ্যৈরপৌগণ্ডকৈঃ।
মাধুর্য্যাদিভিরন্বহং বিজয়তে চিত্তং পরেষামপি
যঃ শ্রীমান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ প্রিয়তমে কারুণ্যকল্পঃ স্বয়ম্ ॥১॥
শ্রীগৌড়ীয়মঠাখ্যকর্ম্মণি ভূবি শ্রীমদ্ভাগবতে
আচার্য্যত্বং গতে বিষ্ণুপাদকমলেঽপি সর্ব্বতঃ ॥ ২ ॥
অপ্রাকৃত-বয়োভাসা ভাসিতাশেষদেশকে।
বিদ্যাভূষণপাদে শ্রীগুরুবিহারিণে সতে ॥ ৩ ॥
অর্পিতা সাদরং সত্যির্মহামহোপদেশকঃ।
ইত্যেষা মহতী খ্যাতিবিরাজতাং নিরন্তরম্ ॥ ৪ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভ্রয়ে ॥ ৫ ॥
বেদেষু-বসু-গুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৬ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বৃত্তিঃ স্ফূর্ত্তিমুপাসকোপকৃতয়ে যাৎপ্রাকৃতাত্মা শিরঃ
যত্রাপত্য নিরন্তরং প্রকুরুতে গৌড়ীয়পত্রাদিষু।
সিক্তং ভক্তিরসামৃতেন হৃদয়ং যস্যং ত্রিতাপানলৈঃ
স শ্রীমান্ মধুরাকৃতিবিজয়তে গৌড়ীয়-সম্পাদকঃ ॥ ১ ॥
শ্রীমদ্ভং সুকরাং কৃতং গুরুজনৈঃ প্রত্যুপকারম্।
বিদ্যাবিনোদবর্য্যং তং সঙ্ঘ-সজ্জন-মানিতম্ ॥ ২ ॥
সংপ্রাপ্য শোভতাং খ্যাতির্মহামহোপদেশকঃ।
ইত্যেষা মহতী নিত্যং বর্দ্ধমানা বুধোত্তমৈঃ ॥ ৩ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভ্রয়ে ॥ ৪ ॥
বেদেষু-বসু-গুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সিদ্ধান্তবাণী শ্রুতিসন্নিবিষ্টা
কলৌ বিবাদেন প্রচাল্যমানা।
ধর্ম্মং বিশদ্যাচরণক্রমেণ
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠাং তনুতে চিরেণ ॥ ১ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং দৃষ্টাদৃষ্টপরীক্ষকম্।
নিষ্ঠিতং পরমে তত্ত্বে ভুক্তিবৈরাগ্যবিগ্রহম্ ॥ ২ ॥

বন্দারণি কণ্ঠোরস্বমদতো সমুপাগতে।
মুহুস্বং কুসুমাস্তাপি সত্যসঙ্গে দধাত্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরু প্রেষ্ঠং তদভীষ্টপ্রপূরকম্।
হরিশ্চিন্তনৈর্মগ্নং ব্রহ্মচর্য্যপ্রবর্দ্ধকম্ ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণস্তবং পঠাং বিদ্যাং সদানন্দরসাপ্লুতম্।
বৈকুণ্ঠজ্ঞাননীলেন ভাসয়ন্তং দিশো দশ ॥ ৫ ॥
অনন্তবাসুদেবাখ্যমনন্তগুণ-ভূষিতম্।
শ্রীমন্তং তং সমাপাদ্য স্বাশ্রয়ং পরমোত্তমম্ ॥ ৬ ॥
পতত্যাং পরমাং কাষ্ঠিং মহাভাগবতোপদেশকঃ।
ইত্যেষা মহতী খ্যাতিঃ শ্রীকাশ্যং কৌস্তুভো যথা ॥৭॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৮ ॥
বেদেষু-বসু-গুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৯ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সভাং সমাজে হরিভক্তিসারং
গায়ন্তং নিত্যমনন্যচেষ্টাঃ।
নিজাভিধানং সফলং করোতি
যঃ শ্রীগুরৌ দত্তমতির্মহাত্মা ॥ ১ ॥
তস্মৈ গৌড়ীয়সঙ্ঘস্য স্বামিনে প্রণয়াশ্রিতে।
অপ্রাকৃতদয়াদা-শ্রীভক্তিসারঙ্গনামিনে ॥ ২ ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈর্মুদা প্রদীয়তে।
মহোপদেশকোপাখ্যাসংখ্যাবদ্গুণশালিনে ॥ ৩ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥
বেদেষু-বসু-গুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপ্রচারণে সদা।
অনুরাগং মহাভাগং যঃ প্রকাশয়তি সততম্ ॥ ১ ॥
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো গুর্ব্বনুগমানসঃ।
উপাধ্যায়বরঃ শ্রীমান্ ভক্তস্য ইতি খ্যাতঃ ॥ ২ ॥
দাসাধিকারিণে তস্মৈ সমুদা সংপ্রদীয়তে।
মহোপদেশকখ্যাতিরুদয়া সত্যসম্মতা ॥ ৩ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥
বেদেষু-বসু-গুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

আশ্রমধর্ম্মবাস্তব্যো ভক্তিধর্ম্মপ্রচারকঃ।
শ্রীনিমানন্দদাসাধিকারী শ্রীগুরুসেবকঃ ॥ ১ ॥
ধামপ্রচারিণীসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
মহোপদেশকোপাধিভূষণমিতি সংমুদা ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-গুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞঃ শ্রীগুরুসেবাপ্রদর্শকঃ।
প্রণবানন্দনামব্রহ্মচারী বাগ্মিকোবিদঃ ॥ ১ ॥
ধামপ্রচারিণীসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
উপদেশক ইত্যেতৎ উপাধিভূষণং মুদা ॥ ২ ॥

গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীযোগাপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাখ্যরে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-তুরাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীকৃষ্ণৈকগতিঃ কৃপণ্যচরিতঃ সত্যাগ্রহরক্তঃ সুধীঃ
ত্যক্ত্বা ষড়্গুণপঙ্কজং মধুরবাগ্ দেবং গুরুং সংশ্রিতঃ।
সর্ব্বস্বার্থসমর্পণেন সুতরাং গৌরাঙ্গসেবাব্রতঃ
নিত্যং ব্রহ্মচরঃ প্রপন্নবদনঃ শ্রীমান্ হরগ্রীবকঃ ॥ ১ ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ মুদান্বিতৈঃ।
উপদেশক ইত্যেব উপাধির্দীয়তে মুদা ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাখ্যরে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-তুরাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীপ্রচারণে বিধৌ।
অতুলোৎসাহসচ্চেষ্টাসম্পন্নায়েধচেতসে ॥ ১ ॥
সাত্বতশাস্ত্রসদ্যুক্তিযুক্তবাণীপ্রকাশিনে।
শ্রীমৎসিদ্ধান্তপায় ব্রহ্মচর্য্যপদাব্জুষে ॥ ২ ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
উপদেশক ইত্যেব উপাধিরয়ং সাদরম্ ॥ ৩ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাখ্যরে ॥ ৪ ॥
বেদেষু-বসু-তুরাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞো ভূয়স্ত্বভূদ্ভূষণঃ।
অতীন্দ্রনাথবেদান্তবাচস্পত্যাপনামকঃ ॥ ১ ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
উপদেশক ইত্যেতৎ উপাধিভূষণং মুদা ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাখ্যরে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-তুরাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শুদ্ধভক্তৈকসেবায়াং নিত্যমুল্লসিতাশয়ে।
যত্নেরুকেতি কীর্ত্তন-সংসেবন-ব্রতায় চ ॥ ১ ॥
রাধাগোবিন্দদাসায় বর্ষীয়সে ক্ষমানিনে।
উপাধির্দীয়তে ভক্তিনিধিরিতি মতঃ সতাম্ ॥ ২ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাখ্যরে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-তুরাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

শান্তমূর্ত্তিঃ প্রসন্নাত্মা ধ্বস্তঃ সর্ব্ববিবর্জ্জিতঃ।
হরিকীর্ত্তনসেবনার্থং ধরণ্যবতরত্যসৌ ॥ ১ ॥
সজ্জনতোষণীং পত্রীং সেবমানঃ প্রিয়ান্বিতঃ।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপ্রীতিমাকর্ণতি নিরন্তরম্ ॥ ২ ॥
ভগবদ্ভক্তিহীনে হস্মৈ উপনাম প্রদীয়তে।
দাসাধিকারিণে ভক্তিসৌরভ ইতি বিশ্রুতম্ ॥ ৩ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভ্রয়ে ॥ ৪ ॥
বেদেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ভক্ত-গৌরাঙ্গ-তদ্ভক্ত-সেবাসমর্পিতাত্মনে।
সারগ্রাহিণ্যা-সদ্ভক্তিভাবিতাশেষচেতসে ॥ ১ ॥
শ্রীমতে জয়গোপালদাসাধিকারিণে সতে।
উপাধির্দীয়তে ভক্তিশশাঙ্ক ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ২ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভ্রয়ে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগৌড়ীয়মঠস্থ যঃ সেবাং বহুবিধাং সদা।
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সদ্ভক্ত্যাসম্পাদয়তি সাদরম্ ॥ ১ ॥
অপি ধামানুরক্ত্যা চ তদ্ধামসার্থকরণম্।
নিবাসমনবদ্যাত্মা শ্রীমায়াপুরধামনি ॥ ২ ॥
বন্দ্যোপাধ্যায়বর্য্যায় শ্রীগৌরচন্দ্রনামিনে।
উপাধির্দীয়তে ভক্তিমঙ্গল ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ৩ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভ্রয়ে ॥ ৪ ॥
বেদেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীযোগপীঠাখ্যস্থপুণ্যভূমৌ
একান্তনে চাপি মঠোত্তমে যঃ।
সেবাং বিচিত্রাং পরিকল্প্য ভক্তিং
শ্রীগৌর-গুর্ব্বোর্নিরতাং দধাতি ॥ ১ ॥
গোস্বামিনি রঘুনাথে তস্মিন্ প্রিয়ান্বিতে সতি।
ভক্তিস্বভাব ইত্যেষ উপাধিরর্প্যতে মুদা ॥ ২ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভ্রয়ে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ব্রজ-পরিক্রমা-কৃত্তো পশ্চিমোত্তরভারতে।
তথা ব্রজপ্রদেশে চ হরিসেবাং দধাতি যঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মচার্য্যুত্তমায় শ্রীনৃসিংহানন্দনামিনে।
ভক্তিবিবৃত্তিরিত্যেষ উপাধির্দীয়তে মুদা ॥ ২ ॥

গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥
বেদেন্দু-বসু-গুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীনদীয়াপ্রকাশাখ্যধর্ম্মপত্রস্য যঃ প্রভুঃ।
সম্পাদনানুকূল্যেন বিষ্ণুভক্তিপ্রকাশকঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মচারিবরায় শ্রীনন্দগোপালনামিনে।
উপাধিধীরতে ভক্তিকুলাধ্য ইতি সাদরম্ ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥
বেদেন্দু-বসু-গুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যঃ শ্রীমদ্গুরুগৌরাঙ্গ-সেবনোৎসাহতৎপরঃ।
ব্রহ্মচারিপদঃ শ্রীমান্ রাধারাম ইতি স্মৃতঃ ॥ ১ ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যেষ্বস্মৈ প্রদীয়তে।
উপাধিকুলপং ভক্তিপতাকেতি সভায় যতঃ ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধাম্নে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥
বেদেন্দু-বসু-গুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীবৃন্দাবনধামাখ্যঠক্কুরস্য মহাত্মনঃ।
শ্রীপাটসেবনরতো নিপুণশ্চপ্রবিনে ॥ ১ ॥
ব্রজবাসিপদাস্তায় শ্রীমদ্ভবিহারিণে।
উপাধিধীরতে ভক্তিভূষিতেতি সমুদা ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥
বেদেন্দু-বসু-গুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়ঠক্কুর গোপুরে পদে।
কায়বাক্যমনোভিঃ সেবাপরায়ণে সদাস্থনি ॥ ১ ॥
দাসাধিকারিণি শ্রীমদ্বিরাটচরণে মুদা।
উপাধিরর্পাতে ভক্তিলোচন ইতি সংপ্রতঃ ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥
বেদেন্দু-বসু-গুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যঃ শ্রীযুতচিদানন্দঠক্কুর সেবনে রতঃ।
শ্রীচৈতন্যসরস্বত্যাঃ প্রচারণেঽনুরাগবান্ ॥ ১ ॥

দাসাদিকাভিধে শ্রীমদ্বিলাসবিগ্রহাভিধে।
উপাধিরর্পিতে ভক্তিকুশল ইতি সদ্যতঃ ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভিধে ॥ ৩ ॥
বেদেন্দু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীধাম-সেবনং চিত্তং গৃহমার্গাদিসংত্রসম্।
যেন বিধীয়তে ভক্ত্যা স্থাপত্যবিদুষা সদা ॥ ১ ॥
রেবতীরমণাখ্যায় সদ্ভক্তব্রহ্মচারিণে।
উপাধির্দীয়তে ভক্তিনিশ্চয় ইতি নিশ্চিতঃ ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভিধে ॥ ৩ ॥
বেদেন্দু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সারল্যভূষান্বিতচিত্তধারা
যোৎপাদিতৈঃ পুষ্পফলৈঃ সুধাভি।
দধাতি নিত্যং গুরু-বৈষ্ণবানাং
সেবাং সদা কীর্ত্তনতৎপরো যঃ ॥ ১ ॥
তস্মৈ মুকুন্দপূর্ব্বায় গোপালব্রজবাসিনে।
উপাধির্দীয়তে ভক্তিমধুর ইতি সম্মুদা ॥ ২ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভিধে ॥ ৩ ॥
বেদেন্দু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ভক্ত্যা গুরৌ বাসবরে চ নিত্যং
নিবাসমার্গাদি-প্রকল্পনে যঃ।
সুকৌশলং দর্শয়তি প্রশান্তঃ
শ্রীবীরচন্দ্রো নিগমেন্দ্রিয়শ্চ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মচারিপদাকাঙ্ক্ষায় সতে তস্মৈ প্রদীয়তে।
উপাধিঃ সাধকো ভক্তিকুশল ইতি সাদরম্ ॥ ২ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভিধে ॥ ৩ ॥
বেদেন্দু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মায়াপুরনাথানাং পরিচর্য্য-প্রকল্পনে।
শ্রীগৌড়ীয়মঠাদি নানাসেবা-প্রকাশনে ॥ ১ ॥
ভক্তভক্তি-সুসিদ্ধান্তবাণী-প্রকাশনে তথা।
নিয়তং দর্শ্যতে যেন হরিভক্তিরনেকধা ॥ ২ ॥
বন্ধ্যবাণ-প্রসূত-শ্রীবিনয়পূর্ণ-ভূষণে।
উপাধিরর্পিতে ভক্তিকেতন ইতি সাদরতঃ ॥ ৩ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপ-স্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভিধে ॥ ৪ ॥
বেদেন্দু-বসু-শুভ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠস্য সেবা
প্রকাশ্যতে যেন সহক্রমেন।
তথানুরাগঃ খলু পূর্ব্ববদ্ধে
বিশুদ্ধভক্তিশ্রিতবাক্প্রচারে ॥ ১ ॥
ব্রজবাসিপদাব্জ-শ্রীরাধাবল্লভমাশ্রিনে।
উপাধির্দীয়তে ভক্তিললামেতি মতঃ সতাম্ ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-তুরাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

সুসূপাটৈতন্যগিরাং প্রচারে
শাচিষাকারী বিদুষাং বরেণ্যঃ।
শ্রীভক্তিসাদ্ধান্তসদানুরাগা-
দশেষবিদ্যাসকলত্বমাপ্তঃ ॥ ১ ॥
শ্রীমান্ দেবপ্রসাদোঽসৌ সর্ব্বাধিকারী সত্তমঃ।
ব্রহ্মবর্চ্চসমিত্যেষমুপাধিনা বিভূষ্যতে ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-তুরাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

ভক্তিপ্রবন্ধুমুদ্রণেন বহুশো যো ধর্ম্ম-সংস্থাপনে
সাহায্যং সুচিরং দধাতি মতিমান্ দেবেন্দ্রপাদাশ্রিতঃ।
তস্মিংস্তস্য সমর্পণাতে তপসূতে ধীমেশচন্দ্রাভিধে
সতীর্থে সতি ভক্তিবোধ ইতি সংখ্যাতিঃ সতাং সম্মতে ॥১॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ২ ॥
বেদেষু-বসু-তুরাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৩ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীযুগদ্বাই-গৌরাঙ্গমঠ-সংসেবনে সদা।
শ্রীচৈতন্যসুসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারণে তথা ॥ ১ ॥
কুঞ্জস্বামিপ্রবরঃ শ্রীমানাত্মকুণ্ডাঃ করোতি যঃ।
যাণীরাটীস্থলীবাসী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ ॥ ২ ॥
মোহিনীমোহনাখ্যায় রায়চৌধুরিণে সতে।
উপাধির্দীয়তে ভক্তিবিক্রম ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ৩ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥
বেদেষু-বসু-তুরাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

[অবশিষ্ট গৌরাশীর্ব্বাদপত্রসমূহ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ্য

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৫শে চৈত্র শনিবার, ১৩৩৯; ৮ই এপ্রিল, ১৯৩৩ | ৩৪শ সংখ্যা

যুক্তোপযাত্রি-প্রচারকবৃন্দের

বিদায়-অভিনন্দন-সভা

গত ১৮ই মার্চ (১৯৩৩) শনিবার অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের যুক্তোপযাত্রী প্রচারকগণকে "বিদায়-অভিনন্দন" প্রদানার্থ একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডলি-মণ্ডিত বিরাট্ সভা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে আহূত হইয়াছিল। বঙ্গের সুসন্তান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপ্রদেশে সুপরিচিত, সজ্জনবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম, এ; এম্-এল-সি মহোদয় উক্ত সভার সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সভাবেদীতে আসীন ও বিকুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের গলদেশে সচন্দন-পুষ্পমাল্য এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক, গৌড়ীয়সঙ্ঘের সভাপতি মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী সভার সভাপতি মহোদয়কে মাল্য প্রদান করেন।

মহোপদেশক শ্রীমৎ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ-প্রদানমুখে বলেন যে, অদ্যকার এই সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু তাঁহার সত্যানুরাগিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। একদিন সভাপতি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের একটী সাধারণ সভায় সভায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "এমন দিন কবে হইবে—যে-দিন বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের সম্মুখ দিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ হরিসঙ্কীর্ত্তনের নায়কত্ব করিতে করিতে বহু শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিকে লইয়া মহানগরী মুখর করিয়া চলিবেন!" আজ যতীন্দ্র-বাবুর সেই সাধের স্বপ্ন সফল হইতে চলিল। সত্যানুসন্ধিৎসু শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিগণ বুঝি অচিরেই শ্রীগৌরাঙ্গের নাম গ্রহণ করিতে করিতে আনন্দে মাতোয়ারা হইবেন। বুঝি "হিন

হিপ্ হুরে"র পরিবর্ত্তে "হুরে কৃষ্ণ হুরে"ই তাঁহাদের আনন্দধ্বনি হইবে।

মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিদাস গোস্বামী প্রভু যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বনমহারাজ ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ—য়ুরোপযাত্রী এই তিন জন প্রচারককে আহ্বান করিয়া হৃদয়ের পূর্ণ আবেগপূর্ণ অনেক প্রশ্ন ও স্নেহের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহাশয় সময়োপযোগী একটী উদ্বোধনসঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। য়ুরোপযাত্রিগণের উদ্দেশে উক্ত সঙ্গীতটী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের দ্বারা রচিত হইয়াছিল।

তৎপরে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে বঙ্গভাষায় রচিত "বিদায়-অভিনন্দন" পাঠ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনদাস অধিকারী বি, এ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে ইংরাজী ভাষায় রচিত অভিনন্দনটী পাঠ করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন স্থান হইতে আরও কএকটী অভিনন্দন-পত্র আসিয়াছিল। তন্মধ্যে বালিগঞ্জীয় শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের সেবকবৃন্দের "অভিনন্দন-অর্ঘ্য" উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতাবাসী সাধারণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পি, এইচ, ডি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকবৃন্দের য়ুরোপ-যাত্রার প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করিয়া ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অধ্যাপক ডক্টর নিয়োগী বলেন,—"শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য য়ুরোপ যাত্রা করিতেছেন, তাহাতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া আমি আমাকে বিশেষ আনন্দিত ও গৌরবান্বিত অনুভব করিতেছি। ইতিহাসের দিক দিয়াও এই ঘটনা বিশেষ গৌরবময়। পরবর্ত্তিকালে যে-সকল ইতিহাস লিখিত হইবে, এই ঘটনাটী তাহাদের একটী উজ্জ্বল উপকরণ হইবে। ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্ম, শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত মত প্রভৃতি প্রচার হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে যে-সকল প্রচারক আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ভারতের ধর্ম্ম-মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা নামাবিক আচার্য্য শঙ্করেরই মত। কিন্তু বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত তথায় প্রচারিত হয় নাই। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণই শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যের পতাকা বহন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের—শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর প্রচার করিবার জন্য য়ুরোপ যাত্রা করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেব ধর্ম্ম—প্রেমের ধর্ম্ম, তাহা আচণ্ডালকে কোল দেয়। সেখানে জাতি-বর্ণ, পুরুষ-স্ত্রী, স্বদেশ-বিদেশ প্রভৃতি কোন বিচার নাই। কাজেই এইরূপ বিশ্বপ্রেমের ধর্ম্মই বর্ত্তমানে প্রচারিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ এই কার্য্যে সম্পূর্ণ সাফল্যশালী, তাঁহাদের দ্বারাই উপযুক্তভাবে য়ুরোপ ও আমেরিকার জড়বাদের তমোভূমিতে শ্রীচৈতন্যের বাণীর প্লাবন প্রবাহিত ও প্রেমের ধর্ম্মের বীজ আরোপিত হইবে।"

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয় বলেন,—"অদ্য এই সভায় আসিবার পূর্ব্বে আমি যখন শুনিলাম যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য য়ুরোপ যাত্রা করিবেন, তখন আমার মন যে কতদূর উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল, তা' ভাষায় প্রকাশ করতে পাচ্ছি না। বর্ত্তমান জগৎ য়ুরোপের বিকৃত নকল ক'রে বস্তুতান্ত্রিকতায় মে'তে উঠেছে। আর একদিকে গোভিয়েট্ রাশিয়া নাস্তিকতার প্রচার ক'রে জগৎকে তা'র প্রাণপুরুষ হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে এক মৃত বিরাট্ মোহিনীমূর্ত্তি বর্ত্তমান জগতের চোখের সাম্‌নে এনে ফেলেছে। এ সময়ে পাশ্চাত্যে ধর্ম্মপ্রচারক পাঠান একান্ত প্রয়োজন। সব চেয়ে বড় জিনিষ যেটা—যেটার প্রাণ যেখানে, সে-জিনিষটা জগৎ হ'তে লোপ পেতে বসেছে। এ সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে বস্তুতান্ত্রিকতার প্রধান দুর্গে ধর্ম্মপ্রচারক-সেনাপতি পাঠাচ্ছেন, এর মত স্বদেশ-বান্ধবতা ও বড় কাজ আর কিছুই হ'তে পারে না। এর চেয়ে জগতে মোর বড় মঙ্গলের বিষয় আর কিছুই নেই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ য়ুরোপে ধর্ম্মপ্রচার করবার যে সময়টী নিরূপণ করছেন, সেটীও বড় উপযুক্ত সময়। সভ্যজগতের চারিদিকে যুদ্ধ বাধবার যোগাড় হ'য়েছে; এ সময়ে সকলের প্রাণই শান্তির জন্য পিপাসু। কিন্তু প্রকৃত শান্তির পথ বস্তুতান্ত্রিকতায় মে'তে লোকে ভুলিয়ে ফেলেছে। এই

সময়ে দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম—প্রেমের ধর্ম প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। এই প্রচারের উপযুক্ত ভার গ্রহণ করেছেন—শ্রীগৌড়ীয়মঠ। এইজন্য এই মঠের নিকট দেশবাসী চিরকৃতজ্ঞ।

সভাপতি মহোদয় দেশে-দেশে অনেকবার গিয়েছেন। তিনি আমাকে বল্‌লেন যে, দেশে-দেশে গিয়ে তাঁ'দের নকল না ক'রে যদি আমরা আমাদের নিজস্ব কিছু শুনা'তে চাই, দেখা'তে চাই, নূতন কোন একটা কিছু জানা'তে চাই, বিশেষতঃ যা' তাঁ'দের বর্ত্তমানে একান্ত অভাব হ'য়ে পড়েছে, সেই জিনিষ তাঁ'রা নিশ্চয়ই খুব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন, বরণ করেন। তাঁ'রা যখন দেখ্‌তে পাবেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বস্তুতান্ত্রিক হ'য়েও তাঁ'রা খেতে পাচ্ছেন না, অত্যাচারে কষ্ট পাচ্ছেন, বেকার-সমস্যায় পীড়িত হচ্ছেন, তখন তাঁ'রা নিশ্চয়ই বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, বস্তুতান্ত্রিকতা ছাড়াও এমন একটা জিনিষ আছে—যা' না হ'লে মানবের অভাব কখনও মিটতে পারে না। সে-জিনিষটাই হচ্ছে—ধর্ম। এরূপ ঘোর সময়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ যে মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার কর্‌তে যাচ্ছেন, তা' সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হ'য়েছে। এজন্য আমরা শ্রীগৌড়ীয়মঠকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ইংরাজী ভাষায় একটী সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করেন। উহা যথাযথ-ভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত 'হারমনিষ্ট'-পত্রে প্রকাশিত হইবে। আমরা নিম্নে স্বামিজী মহারাজের প্রত্যভিভাষণের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম।

"শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে যে গুরুতর দায়িত্ব-সম্বলিত আদেশ দিয়াছেন, তাহা যখন আমি নিজের ক্ষুদ্র শক্তির দিকে তাকাইয়া দেখি, তখন সেরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন আমার দ্বারা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হয়। কিন্তু যখন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যখন গুরুকৃপার মূকের বাচালতা ও পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন-সামর্থ্যের প্রতিমন্ত্র পাঠ করি, তখন হৃদয়ে অসীম সাহসের সঞ্চার হয়। যেখানে বস্তুতান্ত্রিকতার সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে, সেখানে শ্রীচৈতন্য-বাণীর পদরা-প্রেরণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুক অনুভূতপূর্ব্ব কৃপা-ব্যতীত আর কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শ্রীল প্রভুপাদ বহির্জগৎ জগতের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রৌতবাণীই একমাত্র অস্ত্র এবং গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাই একমাত্র রক্ষাকবচ, ইহাই গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় জানিতে পারিয়াছি। যদিও পাশ্চাত্যদেশে প্রভু-পাদের প্রেরিত সেনাপতিদ্বয়ের মধ্যে একজন প্রবীণ ও আর একজন নবীন, তথাপি প্রবীণ নবীনের বলে বলীয়ান্, হইয়াই সেবাকার্য্যে অগ্রসর হইবেন। ইহাতে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট পুনঃ পুনঃ স্নেহ-ভিক্ষায় তাঁহার সম্বল। আপনারা আপনাদের এই ক্ষুদ্র প্রতীপে স্নেহ-সঞ্চার করুন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শুনিয়াছি, ত্রিদণ্ডিগণ শ্রীচৈতন্যবাণীর জীবন্তমূরত, তাঁহারা বহু-মান্য,—বহ্বী নহেন। আমাকে কীর্ত্তন-সেবায় উন্মুখ করিয়া গুরু-বৈষ্ণব আত্মসাৎ করিয়া লউন, অনুক্ষণ কীর্ত্তন-ব্রতে দীক্ষিত করুন, তাহা হইলে আমার ঘাটিয়াত্ব বিদূরিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের বাণী-মুকুর মার্জনান্তে শ্রীগুরুদেবের জয়গান ঘোষণা করিতে পারিবে। শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধন-কার্য্যে বড় বড় রথী-মহারথী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কাঠ-বিড়ালীও ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ পুরুষোত্তম গৌড় ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রেম-সেতু-বন্ধন-কার্য্যে আমার মত কাঠ-বিড়ালীকে নিযুক্ত ক'রেছেন। ইহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই। হে গুরুদেব, হে বৈষ্ণবগণ, আপনাদের পদধূলিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে সেই চিন্ময় পদরজের মাধুরী পাশ্চাত্যদেশে কীর্ত্তনমুখে লইয়া ফেলিতে পারিলে সেই স্থান তীর্থীভূত হইবে, এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

গৌড়োদয়ের পূর্ব্বশৈলে শ্রীচৈতন্যবাণীসূর্য্য উদিত হইয়াছেন। সেই বাণীসূর্য্যের কিরণকণসূত্রে পাশ্চাত্যদেশে উপস্থিত হইয়া যাহাতে আমরা জন্ম-জন্মান্তরের অজ্ঞান-তিমির-রাশি বিধ্বংসকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিতে পারি, আপনারা সকলে মিলিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন। যাহাতে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া, অমানী মানদ হইয়া সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিতে পারি, একমাত্র তাহাই আপনাদের শ্রীচরণে আমার প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্যদেব যে জগৎজয়ের প্রণালী জানাইয়াছেন, তাহা বহুজন-সম্মিলিত শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনই নিজ-চিত্ত ও পরচিত্তজয়ের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।

পশ্চিমদেশে এ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত প্রাচ্য প্রচারকগণ বেদান্তের কথা শুনাইয়াছেন ব'লয়া দাবী করেন, তাহা অকৃত্রিম বেদান্ত নহে, তাহা স্বকপোল-কল্পিত বেদান্ত-বিরুদ্ধ মতবাদ। শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীতে যে অভ্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি দ্বারা অনাবৃত অহৈতুক কৃষ্ণানুশীলনের কথা আছে, তাহাই সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্ম বা বেদান্তের কথা। প্রকৃতপক্ষে তাহাই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাই অকৃত্রিম ভাষ্য ও বেদান্তের ফলশ্রুতি পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

প্রকৃত পরাবিদ্যা এবং প্রকৃত চিৎসমন্বয় শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর শিক্ষাপ্রচারের মধ্যেই পাওয়া যায়। আমরা বহির্ম্মুখ জনমতের প্রবর্ত্তক কোন 'চাপরাস' লইয়া প্রচারকের সজ্জা গ্রহণ করাকে বহুমানন করিতে পারি না। "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ"—শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণী শ্রীগুরুদেবের কৃপায় মস্তকে ধারণ করিয়াই আমরা নিত্যচাপরাসধারী পাইয়াছি।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আমাদের সতত ই প্রার্থনা যে, আমরা যেন একমাত্র গৌরনাম, গৌরকাম ও গৌরধামের সেবার জন্য সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে পারি।

শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টরূপ আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরের লোক-প্রকাশের সেবার উদ্দেশ্যই যেন আমাদের হৃদয়কে অনুক্ষণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। শ্রীগুরু, শ্রীগৌড়ীয় ও শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আমাদের আশীর্ব্বাদ-বল ভিক্ষা—আমরা যেন শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের প্রদর্শিত প্রচার-প্রণালী অনুসরণ করিয়া বিশ্ব-সভায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার চেতনবার্ত্তা অনুক্ষণ মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে পারে।

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবিতাষণের পর শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহোদয় ইংরাজী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন যে, তিনি যেন শ্রীগুরুদেবের আদেশানুযায়ী স্বামিজী মহারাজগণের প্রচার-কার্য্যের সহায়তা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিতে পারেন।

তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ইংরাজী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রুত পরমেশ্বরের পুরুষ বা বাৎসল্য-রস, নন্দনন্দনত্ব ও শ্রীচৈতন্যদেবের দানীয় বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন এবং যাহাতে পাশ্চাত্যদেশে গমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বাণী কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা ও বল প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। অতঃপর সভা হইতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রবল আশীর্ব্বাদ পাশ্চাত্যদেশে এবং তাঁহার অনন্তজীবনে ভগবৎসেবার পথে ধ্রুবতারা হইবে,—ইহা তিনি তারস্বরে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয়কে আন্তরিক প্রীতি জ্ঞাপন ও তাঁহার পাশ্চাত্যদেশের অভিজ্ঞতার বিবরণ-সমূহ কীর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতির অভিভাষণ

"প্রভুপাদ, বন্ধু ও ভক্তবর্গ, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ যে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান, বিশেষতঃ প্রভুপাদ যে-সকল আশীর্ব্বাদবাণী আমাদের পাশ্চাত্যযাত্রী বন্ধুদের জানিয়েছেন, আমার পক্ষ হ'তে তারপরও বেশী কিছু বলবার আছে মনে করি না। আমাদের অন্তরে যত কিছু শুভেচ্ছা থাকতে পারে, আমি সে-সকল উজাড় ক'রে স্বামিজী মহারাজগণকে অঞ্জলি প্রদান করি।

শ্রীমৎ বন মহারাজ আমাকে পাশ্চাত্যদেশের কিছু অভিজ্ঞতা এবং পাশ্চাত্যদেশে কিভাবে যাপন করতে হ'বে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করবার জন্য আদেশ করেছেন। আমি তাঁ'দিগকে উপদেশ দিবার অধিকারী নই, আর তা'তে আমার সামর্থ্যও নেই; তবে তাঁ'দের আদেশানুসারে যথাসাধ্য আজ্ঞা পালন করি।

য়ুরোপ ও আমেরিকাবাসিগণ ভোগ ও তৃপ্তিকে এত বড় জানেন যে, জীবন যেন ওদের পূজার জন্যই জগতে এসেছে—ইহা তাঁ'রা ঠিক ক'রে রেখেছেন। তাঁ'রা ভোগ ও তৃপ্তির পাদমূলে জীবনকে যেন বিনা সর্ত্তে উৎসর্গ ক'রেছেন। অনেক সময় মনে হয় না যে, তাঁ'দের অস্তিত্ব এই মর্ত্যভূমিতে আছে। তাঁ'রা ভোগ ও বিলাসের ইন্দ্রপুরীতে আপনাদিগকে সর্ব্বদা উড্ডীন ক'রে রেখেছেন।

(এতৎপ্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় পাশ্চাত্যদেশের বিভিন্ন আচার এবং তথায় কিভাবে প্রচার করিলে সেই

সকল ব্যক্তি সত্তার প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে কিছু কথা বলেন)।

যাঁ'রা প্রভুপাদের পতাকা হস্তে ধারণ ক'রে শ্রীচৈতন্য-দেবের বাণী প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যদেশে যাচ্ছেন, তাঁ'দের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। আমাদের ধারণা, তাঁ'রা বাস্তবিক বৃন্দাবনের দূত, তাঁ'রা সেখানে গিয়ে সেখানকেও বৃন্দাবন ক'রে দিতে পারেন। তাঁ'দের জন্য প্রভুপাদের চিরআশীর্ব্বাদ ও অমীম বল আছে। তাঁ'দের যদি কখনও নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়, তা' হ'লে তাঁ'রা শ্রীগুরুপাদপদ্মের পথে চল্‌লে অমনি নূতন বল প্রাপ্ত হ'বেন। যদি তাঁ'দের চারিদিকে বহির্ম্মুখ বিরোধিমত প্রবল হ'য়ে উদ্বেলিত হ'তে থাকে, তা'হ'লে তখন মহাপ্রভু পুরীতে সমুদ্রতীরে উত্তাল তরঙ্গায়িত বারিধিকে যেমন যমুনার জলের বনমালা ব'লে দর্শন করতেন এবং জলের কঠোর কল্লোলের মধ্যে কৃষ্ণের মোহন মুরলীধ্বনি শ্রবণ করতেন, মহাপ্রভুর পতাকাবাহি-সূত্রে উত্তাল তরঙ্গমেখলা পাশ্চাত্য ভূমি-মধ্যে এই প্রচারকগণের সেবোন্মুখ হৃদয়েও নির্ম্মল বুদ্ধিযোগের মধুর ধ্বনি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-কৃপায় প্রকাশিত হ'বে, তাঁ'দের সেবা সিদ্ধ হ'বে, তাঁ'দের অভীষ্ট পূর্ণ হ'বে।"

মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় উপসংহারে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত "নাহংমুনি বাক্যার্থ বীণা"—শ্রীতিটী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার ঊনচত্বারিংশৎ বার্ষিক
অধিবেশন-বিবরণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ সংখ্যার পর)

যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু বা ভক্তগণের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যে সহায়তা দিয়া বা তত্তৎকার্য্যের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা বিগত বর্ষে শ্রীধাম লাভ করিয়াছেন, শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে তাঁহাদের জন্য বিরহ প্রকাশ করা হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ কাউন্সিল অফ্ ষ্টেটের অন্যতম সভ্য এবং শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গস্বামি-মন্দিরের প্রধান ট্রাষ্টি স্বধামগত অনারেবল কে, বি, রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার (এম, এল, এ) মহোদয়ের অকস্মাৎ পরলোক-গমনের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি নূতন দিল্লীতে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অবস্থান-কালে কএকবারই শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অন্যান্য মাননীয় এম, এল, এ মহোদয়-গণের সহিত আগমন-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে মাননীয় আয়াঙ্গার মহাশয় শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন,—এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। এই শুভ সঙ্কল্প লইয়া তিনি স্বধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার আচার্য্য-শ্রদ্ধা, সৌজন্য প্রভৃতি গুণ স্মরণ করিয়া শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে আমরা বিরহ প্রকাশ করিতেছি।

তৎপরে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পদবিদ্যা-বিনোদ মহোদয় কলিকাতা কোড়াবাগান-নিবাসী স্বধাম-প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পরলোকগত বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার একজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তিনি এই শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা হইতেই শ্রীগৌর-আশীর্ব্বাদস্বরূপ 'বিদ্যাভূষণ' পদবী লাভ করেন। শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরকুণ্ডের তীরে যে "ভক্তিসুহৃত্তোষণ" গোলা পাইতেছে, তাহা স্বধামগত বিদ্যাভূষণ মহোদয় ও তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা পুলিন বাবু এবং তাঁহার পরম পুণ্যবতী জননীর সেবা-সঙ্কল্পের ফলস্বরূপ। সেই পূজ্যাস্পদা ভক্তি-ভরমতী শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী মিত্র আজ ঠাকুরাণীর সেবাদর্শ, সহিষ্ণুতা ও বৈষ্ণব-প্রীতির আদর্শ শ্রীনিবাস-আচার্য্য-দুহিতা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক বিলুণ্ঠিত করায়। তিনি এই প্রাচীন বয়সেও একমাত্র ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

সেবা-মনোহভীষ্টে অধিষ্ঠিত থাকায় তাঁহার নিকট যাহা নিষ্ঠুরতা, সেরূপ পুত্র-শোককেও অকাতরে সহ্য করিতে পারিয়াছেন। এই আচার্য্য-দুহিতার আদর্শ ভগবৎ-সেবকগণের অনুসরণীয়।

তৎপরে উপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রত্নবিদ্যানিধির মহোদয় স্বরূপগঞ্জ-নিবাসী পরলোকগত ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের অপ্রকটে বিরহ প্রকাশ করেন। জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার একজন প্রাচীন সভ্য ছিলেন। তিনি পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে জ্যোতির্বিদ্যা-অধ্যয়নে বিশেষ প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সদাচার ও তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ-সমূহ উল্লেখ করিয়া তাঁহার জন্য বিরহ-ব্যথা প্রকাশ করা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দদাস অধিকারী এম, এ ভক্তিশাস্ত্রীকে তাঁহাদের বিলাত-যাত্রার প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত বিদায়-অভিনন্দনটী অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ বহুবর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, বি-এল মহাশয় পাঠ করেন। অভিনন্দনটী ইংরাজী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। উহা অধিকল 'হারমনিষ্ট'-পত্রে প্রকাশিত হইবে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ সভা-মধ্যে ঐ অভিনন্দনের ইংরাজী ভাষায় একটী প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

শ্রীধামপ্রচারিণীসভার শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(৪৪৭ গৌরাব্দ)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮০শ সংখ্যার পর]

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

তত্তদ্ভক্তিসুসিদ্ধান্তবাণীপ্রবণলালসঃ।
শাস্ত্রাম্নায়ধর্ম্মরিত্যৈ যো বিভূতক্তিভূতমাম্ ॥ ১ ॥
শ্রীকামিনীকুমারাখ্য-শর্ম্মচৌধুরিণে সতে।
উপাধির্দীয়তে ভক্তিকৌমুদ ইতি সমুদা ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধাম্নে পুণ্যে যোগপীঠাপ্রয়ে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-তুরাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমাধবপ্রিয়বর্য্যায় বিভূতক্তায় সাধবে।
মন্ত্রেষু গৌরবাণীসংপ্রচারায়ার্হিণে সতে ॥ ১ ॥
শ্রীমদ্ভূদনাখ্যায় রাজবর্য্যায় ধীমতে।
সি, কে, পুর্ব্বায় শিষ্টায় নানাসদ্গুণশালিনে ॥ ২ ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যোত্তমায় প্রদীয়তে।
উপাধির্ভক্তিমার্ত্তণ্ড ইত্যেষ সম্ভবঃ সভাম্ ॥ ৩ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধাম্নে পুণ্যে যোগপীঠাপ্রয়ে ॥ ৪ ॥
বেদেষু-বসু-তুরাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

মঠে গৌড়ীয়সংজ্ঞে মঠত দেবনে রতঃ
যো মহান্ বিধিবৈর্ভাবৈরানুকূল্যমকল্পয়ৎ ॥১॥
তস্মৈ শ্রীপ্রভুপাদস্য কৃপাপ্রাপ্তায় ধীমতে।
শ্রীভক্তিতাৎপর্য্যায় ভক্তায় চ সদাত্মনে ॥২॥
আচার্য্য ইত্যুপাহ্বায় কৃষ্ণস্বামীতিনামিনে।
শ্রীমতে বি, ভি, পূর্ব্বায় নানাদদ্ভপশালিনে ॥৩॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
উপাধিঃ সাধবং ভক্তিক্ষেম ইতি মতঃ সতাম্ ॥৪॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥৫॥
বেদেষু-বসু-গুণাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥৬॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

হরিদ্বারে বরেতীর্থে মায়াপুরসুসন্নিধৌ।
যো বরো ভূমিপাং তুল্যো মঠনির্ম্মাণহেতবে ॥১॥
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়-প্রসারায় মহাত্মনে।
রায়সাহেবমুখ্যায় তস্মৈ সদ্গুণশালিনে ॥২॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈ প্রদীয়তে মুদা।
উপাধিভূষণং ভক্তিভূষণ ইতি বিশ্রুতম্ ॥৩॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥৪॥
বেদেষু-বসু-গুণাংশু শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে ॥৫॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

হরিদ্বারস্থলে পুণ্যে শ্রীমন্দিরসুনির্ম্মিতৌ।
আনুকূল্যং কৃতং যেন কৃতিনা ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥১॥
শ্রীচৈতন্যসরস্বত্যাঃ প্রবণোৎসাহিনা তথা।
শ্রীগৌড়ীয়মঠে দিব্যাসনস্থায়ং সেবাতে সদা ॥২॥
শ্রীতারাপদরায়াখ্যো রায়সাহেব সংজ্ঞতে।
উপাধিভূষিতে ভক্তিবিশ্রুত্ত ইতি সাধবম্ ॥৩॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥৪॥
বেদেষু-বসু-গুণাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে ॥৫॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যুক্তপ্রদেশবঙ্গে যঃ শ্রীচৈতন্যগিরাং সদা।
প্রচারায়ানুকূল্যেন শ্রীগৌরভক্তিদর্শকঃ ॥ ১ ॥
সত্যানুরাগিণে তস্মৈ মিতমধুরভাষিনে।
শ্রীমল্লিকমল্লিকায় বিদুষেঽভিসদাত্মনে ॥ ২ ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈর্দ্বা প্রদীয়তে।
উপাধিভূষণং ভক্তিপ্রধান ইতি সম্মতম্ ॥ ৩ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥
বেদেষু-বসু-গুণাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

যুক্তপ্রদেশমধ্যে শ্রীচৈতন্যবাক্প্রচারণে।
ব্রজপরিক্রমারম্ভে চানুকূল্যবিধায়িনে ॥ ১ ॥

শ্রীজাহ্নবিবিহার্যাখ্যাকপূরাখ্যে প্রদীয়তে।
উপাধিঃ সাদরং ভক্তিললাট ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ২ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভিধে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-ভদ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারণে সদা।
আত্ম প্রবেশয়ন্ যঃ সমুৎসাহমদর্শয়ৎ ॥ ১ ॥
তথানুক্ত চ চৈতন্যশিক্ষামৃতং মহামনাঃ।
সদাস্বাদয়ন্ সম্যক্ কৃতিস্বং পর্য্যদর্শয়ৎ ॥ ২ ॥
তস্মাই শ্রীজগন্নাথম্ নামিনে নিদ্রুধে মুদা।
ভক্তিতিলক ইত্যেষ উপাধিঃ সংপ্রদীয়তে ॥ ৩ ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুর-ধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভিধে ॥ ৪ ॥
বেদেষু-বসু-ভদ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমদ্গদাই-গৌরাঙ্গমঠ-সংসেবনে রতঃ।
শ্রীচৈতন্যসুসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারণে তথা ॥ ১ ॥
কৃপাবিপ্রবরঃ শ্রীমান্নারায়ণং যথাতি যঃ।
বালিয়াটীস্থলীবাসী হরিভক্তিপরায়ণঃ ॥ ২ ॥
কামিনীমোহনাখ্যায় রায়চৌধুরিবে সতে।
উপাধিরীয়তে ভক্তিপ্রতাপ ইতি বিশ্রুতঃ ॥ ৩ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভিধে ॥ ৪ ॥
বেদেষু-বসু-ভদ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৫ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীগৌড়ীয়মঠস্রোতাসুসঙ্ঘেন কৃপান্বিতাম্।
তাদৃশমতবদ্ যঃ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গদেবয়োঃ ॥ ১ ॥
শ্রীশ্রীনিবাসদাসাখ্য-ভক্তবর্য্যায় ধীমতে।
উপাধিরীয়তে ভক্তিযোত্র ইত্যেবমুত্তমঃ ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলেপরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভিধে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-ভদ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

কুসুমকুঞ্জবর্য্যায় ধামবাসপ্রবাসিনে।
শ্রীমিশ্রিকাঙ্গণস্থানে কার্ষ্ণসেবাপরায় চ ॥ ১ ॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্যশৈতন্যে প্রদীয়তে।
উপাধিরুত্ত সাদরং ভক্তিপুরীতি সম্মতঃ ॥ ২ ॥
গঙ্গা-পূর্ব্বতটস্থ-শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থে পুণ্যে যোগপীঠাভিধে ॥ ৩ ॥
বেদেষু-বসু-ভদ্রাংশু-শাকাব্দে মঙ্গলালয়ে।
ফাল্গুন-পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে ॥ ৪ ॥

সভাপতিঃ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে—প্রয়াগ হইতে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিজ্ঞপ্ত-সংবাদ-দ্বারা জানাইয়াছেন,—গত কল্য শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। তত্র পুরুষ ও মহিলা প্রায় বেশতত ব্যক্তি শ্রীমঠে সমবেত হইয়াছিলেন। মঠে সকলে সমবেত হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আরতি কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীব্যাস-পূজা-সম্বন্ধে এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠে চার্য্যবরের পতিত জীবকে মায়াবন্ধ হইতে উদ্ধার লীলার কথা আলোচনা করেন। বক্তৃতার পর ভোগারাত্রিক ও কীর্ত্তন সমাপনান্তে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদে প্রদান করা হয়।

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে—মাদ্রাজ হইতে বিগত ১৭।২।৩৩ তারিখের তারে প্রকাশ—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ গত পঞ্চম সঙ্কীর্ত্তন, অর্চ্চন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদান, অপরাহ্ণ ৬ঘটিকা হইতে বাঙ্গালা, ইংরাজী, তামিল ও হিন্দিভাষায় অভিনন্দনাদি পাঠ এবং সমবেত শত শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানদ্বারা মহাসমারোহে ব্যাসপূজা সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠ অতিসুন্দরভাবে সাজান হইয়াছিল, উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ, ডাক্তার, ব্যারিষ্টারগণ এবং অন্যান্য ব্যবসায়িগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

আসলাবোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠে—আসলাবোড়া হইতে যোকার শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন,—গত ৩রা ফাল্গুন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী বুধবার আসলাবোড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-মঠে আচার্য্যাবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর বেলা ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত গুরুদেব ও মহাজন-পদাবলী-সমূহ কীর্ত্তন হয়। যথাসময়ে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অর্চ্চন, ভোগ ও আরাত্রিকের পর মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছিল। অপরাহ্ণে পুনরায় কীর্ত্তন হয়, কীর্ত্তনান্তে মঠরক্ষক শ্রীপাদ কেবলানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় সমবেত প্রায় তিনশত শ্রোতার নিকট শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি নিরাস ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপনার্থই যে আচার্য্যদেবের প্রকট-লীলা, তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শন করেন। অতঃপর রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবে যে-সকল ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ ধনাধিকারী, শ্রীযুক্ত বসিরাজ ধনাধিকারী, উকীল শ্রীযুক্ত হরিপদ সরকার বি-এল, ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অক্ষয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অগবন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নাগরাজ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত রাখালদাস সরকার, শ্রীযুক্ত তোলানাথ সরকার, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস সরকার প্রভৃতি মহাশয়-গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে—বালিয়াটী হইতে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ কুণ্ডারি সেবকপ্রবর বি-এ, বি-এল মহাশয় ১০।২।৩৩ তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন,—বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠে গত ৩রা ফাল্গুন তারিখে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব মহা-সমারোহেসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতেই গদাই-গৌরাঙ্গমঠের সেবকগণ মহা উল্লাসের সহিত ও প্রভাসবক্যের নানাপ্রকার সেবাকার্য্যে ও সেবাসম্ভার-সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ মহিলাল ব্রহ্মচারী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-শ্রীবিগ্রহদ্বয়কে বিবিধ পুষ্পমালিকায় ও বর্ণবাসে সজ্জিত করেন। শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় পরমাভাষা শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য একটী মনোহারি বিবিধ পুষ্পমালিকা-দ্বারা বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত বর্ণবাসেরই চিত্তাকর্ষকরূপে পরিশোভিত করিয়াছিলেন।

যথাবিহিত বিধানানুসারে শ্রীব্যাসপূজা সম্পন্ন হইলে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় গ্রামের বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ভদ্রমহিলা শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে উপস্থিত হন। প্রথমে গুরুদেব-কীর্ত্তন হইলে একঘণ্টাকাল মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীপাদ নরহরিদাস ব্রহ্মচারী প্রভু ও শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালা কবিতায় শ্রীগুরুপ্রণতি পাঠ করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহোদয় বাঙ্গালা ভাষায়

শ্রীগুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পত্রে লিখিত 'ভক্তি-হৃদয়োল্লাস' পাঠ করিলে শ্রীপাদ মহিলাল ব্রহ্মচারী পত্রে লিখিত শ্রীগুরুদেবের বন্দনা-রীতিতে সমস্ত সজ্জনমণ্ডলীর চিত্তবিনোদন করেন। শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনাভিষেকের পর মঠসেবকগণ সমাগত নানাদিক হইতে আগত ব্যক্তিকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণপাড়া শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-মঠে—গত ৩রা ফাল্গুন (১৩৩৯) বুধবার বিজয়া ব্রাহ্মণপাড়া-শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-মঠে যথাবিধি শ্রীব্যাসপূজা সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা সুশোভিত করিয়া ভক্তগণ শ্রীগুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। অতঃপর 'ভক্তার্ঘ্য' পাঠ এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগুরুতত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা, ঠাকুরের ভোগরাগ, ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠান-সমূহ অনুষ্ঠিত হইলে সমাগত বহু সুধী ও মহিলাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে—কাশীর শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে গত ৩রা ফাল্গুন তারিখে শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে উষার অরুণোদয় কীর্ত্তন, তদনন্তর গীতা এবং মধ্যাহ্নে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীগুরুদেবের আলেখ্য পুষ্প-মাল্যাদি-দ্বারা বিভূষিত করিয়া সম্মুখে স্থাপন-পূর্ব্বক সমাগত জনগণের নিকট শ্রীগুরুদেবের অভিমর্ত্ত্য চরিত্র, মহিমা ও কীর্ত্তিধারার বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ-দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

তারের সংবাদ

Sridhar Maharaj,
Madras. 21-3-33

His Divine Grace Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj the President Acharyya of Sree Viswa-Vaishnaba Rajasbha has arrived this morning by Calcutta mail with Mahamahopadeshak Acharyyatrika Kunja Behari Vidyabhusan the Secretary of the Mission to open tomorrow at 6 P.M. the "Sree Krishna Kirtan Hall" of Sree Gaudiya Math, Royapettah, Madras which has been donated unconditionally by Mr. T. Ponirulu Pillay Dharmapran Avl, Engineering Contractor. His Divine Grace was received at the Central Station by Mr. Ex-Justice V. Bhashyam Iyenger; Mr. T. Ramaswami Iyer Ex-Mayor; Mr. R. Suryya Rao Naidu, President Hindu Religious Endowment; Rao Saheb T. Swamipath Pillay Avl and many other respectable elites of the city. Arrangements are being made to decorate the newly built Hall. Devotees and respectable gentlemen presented garlands to His Divine Grace at Cuttack, Khurda, Berhampur, Rajamundry, Kovur and Ellore. His Divine Grace blessed them with short speech. His Divine Grace after Opening Ceremony is over will proceed to Bombay to bless H.H. Tirtha Maharaj, H. H. Bon Maharaj and Sreeman Sambidananda bound for Europe. H. H. Bhakti-Saranga, Brahmachari Vasudeb, Kirtanananda, Hayagriva and Bhaktibejoy are expected to join His Divine Grace at Bombay.

(অনুবাদ)

শ্রীল মহারাজ
মাদ্রাজ, ২১-৩-৩৩

শ্রীশ্রীবিশ্বৈষ্ণবরাজসভার পরমহংসকুলচূড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ আগামী কল্য ২২শে মার্চ্চ সন্ধ্যা ৬ঘটিকায় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-হল' নামক সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরটীর দ্বারোদ্ঘাটন-নিমিত্ত উক্ত সভার অন্যতম সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভক্তি-শাস্ত্রী, ভাগবত-রত্ন) মহোদয়-সহ কলিকাতা মেলে অদ্য মাদ্রাজ পৌঁছিয়াছেন। উক্ত নাট্যমন্দিরটী মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর ও ইঞ্জিনিয়ার ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত টি, পনিরুলু পিল্লাই মহাশয় কোনও প্রকার প্রতিদানের অপেক্ষা না করিয়া মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠকে দান করিয়াছেন।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব সিনিয়র জাস্টিস মিঃ টি, স্যাম্বস্ আয়েঙ্গার, ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ টি, রামস্বামী আয়ার, হিন্দুধর্মসভার প্রেসিডেন্ট মিঃ আর সুব্বারাও নাইডু, রাজাজের টি, স্বামিনাথ পিল্লাই অভর্থনা এবং আরও বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাদ্রাজের সেন্ট্রাল-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া পরমহংস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করেন। নবনির্মিত 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনহল' উহারূপে সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যমণ্ডলী এবং অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কটক, খুলনা, বেরহামপুর, রাজমহেন্দ্রী, কটক, ইলোর প্রভৃতি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যবর্য্যের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালা ও পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক হরিকথা কীর্ত্তন-দ্বারা তাঁহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনহলের দ্বারোদ্ঘাটন সমাপনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ দাস অধিকারী এম, এ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়কে ইউরোপ-গমন-উপলক্ষে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত বোম্বাই যাত্রা করিবেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অদ্ভুতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়, মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পদবিদ্যাভূষণ বি, এ, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, উপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ সর্বেশ্বর ভক্তিবিজয় মহোদয়ের বোম্বাই নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত মিলিত হইবার কথা।

Krishnaswami,
Madras, Royapettah,
23-3-33

The Sree Krishna Hall of Sree Gaudiyamath Madras was opened by His Divine Grace Sree Sreemad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj President Acharyya Viswa Vaishnav-Raj-sabha yesterday at 6 P.M. The elites of the Town including the Judges of the High Court, Advocate General, Professors, Merchants and many important persons listened with rapt attention the speech delivered by His Divine Grace. Mr. T. Ponirulu Pillay illustrious Donor of the Hall formally made over the key and the Deed of Gift to His Divine Grace. The Hall was beautifully decorated by Messrs. Wrenn Bennett and Co. Tridandi Swami B.H. Bon thanked the donor and the audience in a nice short speech. Secretary of the Mission is leaving by Calcutta Mail and His Divine Grace by Bombay Mail.

(অনুবাদ)

শ্রীকৃষ্ণস্বামী,

মাদ্রাজ, রায়াপেট্টা, ২৩।৩।৩৩

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরমরাজ আচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ গত ২২শে মার্চ্চ তারিখে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনহলে'র দ্বারোদ্ঘাটন করেন। হাইকোর্টের জজ, এড্‌ভোকেট জেনারেল, প্রফেসার, প্রধান ব্যবসায়ী এবং আরও অন্যান্য গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। হল-নির্ম্মাতা মিঃ টি, পনিরুলু পিল্লাই শ্রীল প্রভুপাদের হস্তে সকলের সম্মুখে এই প্রকাণ্ড গৃহের চুক্তিপত্র ও দানপত্র অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হন। মেসার্স রেন বেনেট এণ্ড কোম্পানী হলটী উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ কার্য্যশেষে দাতৃপ্রবর পিল্লাই মহাশয় এবং উপস্থিত সজ্জনগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহোদয় কলিকাতা-মেলে এবং শ্রীল প্রভুপাদ বোম্বাই-মেলে মাদ্রাজ হইতে রওয়ানা হইয়াছেন।

Bon Maharaj,
Bombay, 26-3-33

His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj arrived Bombay this morning by Madras Mail with party and was received and garlanded at station by Messrs. Kissenchand Chelaram, Amritalal Jotei, Kewalram chelaram and other respectable citizens. His Divine Grace has been received as guest of Mr. Kissenchand Chellaram, New Queens

Road, Harmasji Sorabji Buildings near Roxy Theatre and Charni station. Preachers from Calcutta are expected to join His Divine Grace early.

বম্ব মহারাজ,

বোম্বে, ২৬-১-৩৩

অদ্য প্রাতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মাদ্রাজ-মেলে সদলবলে বোম্বাই সহরে শুভাগমন করিয়াছেন। মেসার্স বিশেশ্বরদাস চোরারিয়া, অমৃতলাল বোশী, কেওয়ালরাম এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইক্কি বিহেটার এবং চারি ষ্টেশনের নিকট মিউনিসিপ্যাল রোডে হরমস্‌জী সরাবজী বিল্ডিংএ মিঃ বিশেশ্বরদাস চোরারিয়ার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে প্রচারকবর্গ শীঘ্রই শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপনীত হইবেন।

Cuttack 27-3-33

Foundation of temple of Satchidananda Math, Cuttack has been laid this morning before Portrait of Srila Prabhupad by Bodhayan Maharaj. Dewan Bahadur Srikrishna Mahapatra, Srijut Monomohan Moitra, Professor Nitikanta Sanyal and others were present. Srijukta Binodinidasi has promised to build the temple at her own cost.

(অনুবাদ)

কটক, ২৭-৩-৩৩

অদ্য প্রাতে ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাগ্রে সম্মুখে রাখিয়া কটক-শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত মহাপাত্র, শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্‌, এ প্রমুখ বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। পরমশ্রদ্ধাশীলা শ্রীযুক্তা বিনোদিনী দাসী মহোদয়া মন্দির-নির্ম্মাণ-ব্যয়-ভার বহন করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন।

গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম*

আজ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মযাত্রা ফাল্গুন-পূর্ণিমা। আজ সকলের মুখেই গৌরাবির্ভাবের কথা শুনিতে পাই। কিন্তু মাংসচক্ষু আমার চক্ষুতে গৌরাবির্ভাবের দিনেও গৌর-সুন্দরকে দেখিতে পাই না কেন? সূর্য্য আলোকমণি —স্বপ্রকাশ বস্তু। কিন্তু সূর্য্যকে দেখিবার মত সমর্থ চক্ষুর বৃত্তি না থাকিলে চক্ষু থাকিতেও সূর্য্য দেখা যায় না। অন্ধের নিকট, উলূকের নিকট সূর্য্য অদৃশ্য ও অসহ্য।

রূপ দেখিবার সাধটা আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বাগ্রেই উদিত হয়। কিন্তু এ জগতের রূপ হইলে মাংস-চক্ষু দিয়াও সেই রূপ দেখিয়া লইতে পারি। যে 'রূপ' ইন্দ্রিয়জগতের নয়, সেই রূপকে এই চক্ষু দিয়াও দেখিবে? সেই রূপ দেখিতে হইলে কাণের সহিত আমাদের চক্ষুদ্বয়ের যে একটা সমান্তরাল ব্যবধান-রেখা আছে, সেখানে ঐক্যতান সাধন করিতে হয়। কাণের সহিত চক্ষুর সুর সমানভাবে সাধিতে না পারিলে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের 'রূপ' দেখা যায় না। এজন্য গৌরাবির্ভাবের দিনে শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের কাণের কাছে গৌরনাম-সংকীর্ত্তন করেন।

এই গৌরনাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে আমরা গৌরসুন্দরের রূপ, গুণ ও মহাবদান্যলীলা দর্শন করিতে পারি। শ্রীগৌর-সুন্দর চন্দ্রগ্রহণের ছলে সকলের মুখে হরিনাম-কীর্ত্তন করাইয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর গৌরহরি সকলের মুখে গৌরহরির নাম কীর্ত্তন করাইয়া অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের ষোল-কলা সকলের নির্ম্মল হৃদয়াকাশে প্রকাশিত করিতেছেন। আমাদের চক্ষু যতদূর-শক্তি-সহায়ে যতটা প্রভু থাকে,

* এই প্রবন্ধটী গত ৩০শে ফাল্গুন (১৩৩৯) বাগ্‌বাজার 'বেদিক-মিশন-প্রকাশনী' শ্রীগৌরজন্মোৎসব-সভায় প্রদত্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক কর্ত্তৃক লিখিত।

আমরা পূর্ণ-গৌরচন্দ্রের পূর্ণ-পরিচয় প্রাপ্ত হইতে ততটা বঞ্চিত থাকি।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু জানাইয়াছেন,—

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥"

(চৈঃ চঃ আ ৮।২৪, ৩১)

কৃষ্ণ ও গৌরনাম উভয়েই নামীর সহিত অভিন্ন বটে; কিন্তু কৃষ্ণনামের উদারতা কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও একান্ত আশ্রিত জনগণের উপর। আর শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামের ঔদার্য্যাংশেতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীবগণও সেবোন্মুখ অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌরকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন। তাই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-নাম উদার এবং ঔদার্য্যের অন্যান্যরে মধুর ও অনর্থযুক্ত জীবগণের যোগ্যতা-প্রদানে কৃপাময়। শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের নামের নিকট সিদ্ধ অভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও যদি আমরা উপস্থিত হই, তাহা হইলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম আমাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগের স্বরূপ ও স্বরূপপ্রকাশের উপলব্ধি করান। তাহাতেই জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয়। তাই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

"যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তা'র হয় প্রেমোদয়,
তারে মুই যাঙ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে-জন ভকতি-অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ।
গৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে-তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে' ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ॥"

নিকপটে গৌরনাম কীর্ত্তন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার রূপ-লীলা-ধাম-পরিকরাদি লইয়া জীবের নির্ম্মল চক্ষে প্রতিভাত হন। গৌরনাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে আমরা আর তখন মায়েমুগ্ধ থাকি না। তখন শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমিকে চিন্তামণিরূপে দর্শন করি, তখনই আমাদের গৌরধাম দর্শন হয় এবং গৌরধামেই ব্রজধাম ও ব্রজধামেই গৌরধাম—এই অবয়জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এইরূপভাবে ধামদর্শনই—'শ্রীব্রজভূমে বাস'। ঔদার্য্যলীলার মর্ম্ম মাধুর্য্যলীলা এবং মাধুর্য্যলীলার মর্ম্ম ঔদার্য্যলীলা দর্শন হইলে প্রকৃত গৌরধাম দর্শন হইল। তখন ভোগময় গৃহ-বুদ্ধি বা ত্যাগময় বন-বুদ্ধি থাকে না। ভোগ্য গৃহবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া "গৃহেতে গোলোক ভায়।" সর্ব্বত্র কৃষ্ণের কামগায়ত্রীময় গোলোকের অধিষ্ঠান চেতনের বৃত্তি ভরপুর হইয়া থাকে। সেইরূপ গৃহবাসী বা বনবাসীর অভিনয়কারী "হা গৌরাঙ্গ"—এই গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গৌরকাম পরিপূরণ করেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌরনাম ও গৌরধাম প্রকট করাই গৌরকাম।

"একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যা'ব।
একলা বা কতফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠা'য়া দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অনন্ত ফল বৃক্ষের উপর॥
অতএব সব ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগত ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

(চৈঃ চঃ আ ৯।৩৪-৪১)

গৌরকামই—কৃষ্ণকাম। হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় জীবের আত্মেন্দ্রিয়-কামের চরিতার্থতা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে গৌরকাম বা কৃষ্ণ-কামের পরিপূরণ হয় না। গৌরকে নাগর সাজাইলে জীবের

কামুকতার তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহা গৌরকাম নহে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নানা প্রকার তাণ্ডবের দ্বারা তাহাদের স্ব-স্ব ব্যক্তিগত কামের ইন্ধন সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্তন-রাসে মহাপ্রভুর যে কামচরিতার্থ হয়, তৎপ্রতি বিমুখতাই ঐ সকল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের তাণ্ডবের মধ্যে নৃত্য করিয়া থাকে। হরিকীর্তনের পথের কণ্টকসমূহ—হরিকীর্তনের বিরোধী ছন্দসমূহ নিরাস করিয়া শুদ্ধ হরিকীর্তন-প্রচারই গৌরকাম। "অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।"—গৌরসুন্দরের কথিত এই ছন্দঃ-পরিত্যাগরূপ বৈষ্ণব-আচার-পালন পূর্বক শ্রীহরিকীর্তনই শ্রীগৌরকাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগতে সেই গৌরকামের পরিপূর্ণকারী।

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

শ্রীরূপ-পাদপদ্মের অভিন্নরূপ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম জয়যুক্ত হউন। তিনি সেই গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিপূরণকারীর মূর্তবিগ্রহ। তাঁহার কৃপায় আমার ন্যায় বদ্ধজীব গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামের সেবায় প্রলোভিত হইতে না পারিলে বদ্ধজীবের অবশ্যম্ভাবী যে তিনটী বিপদ বহুরূপিণী মোহিনীমূর্তি বিস্তার করিয়া জগতের সর্বত্র ছাহাকার করিতেছে, তাহাতে আমরা অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িব। গৌরনামে অভিনিবিষ্ট না হইলে আমরা নিজ-নিজ কণ্ঠের নাম বা জড়ের প্রতিষ্ঠায় আবদ্ধ হইয়া পড়িব। গুরুদেবের আনুগত্যে গৌরধামের সেবায় নিযুক্ত না হইলে নিরভোগার্থ ভূমি, রাজ্যাদি সম্পত্তি বা কনক-লাভের জন্য উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িব। আর গুরুদেবের আনুগত্যে গৌরকাম-পরিপূরণের সেবায় অভিনিবিষ্ট না হইলে স্ব-স্ব ব্যক্তিগত কামচরিতার্থ করিবার জন্য সমগ্র জগৎকে কামুকের দৃষ্টিতে কামিনীর ন্যায় দর্শন করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইব। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-বাঘিনীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা-বাঘিনীই সকলের অগ্রণী ও প্রধান বলিয়া শ্রীগুরুদেব সর্বাগ্রে আমাদের কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন। অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার সহিত সেই গৌরনাম কীর্তন করিতে করিতে আমরা তখন শ্রীচৈতন্যবাণীর তাৎপর্য বুঝিতে পারি,—

জগৎ ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্যখ্যাতি।
সুখী হ'য়া লোকে মোর গাহিবেক কীর্তি॥

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কীর্তির প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মাহুতিই শ্রীগৌরনাম-কীর্তন এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকামের সেবা।

সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য-পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র

[শ্রীধাম-মায়াপুর, গৌরাব্দ ৪৪৭]

১। ছোট হরিদাসের কোন্ অপরাধ ছিল? পারমার্থিক-প্রদর্শনীতে ছোট হরিদাসের ভোগ্যা প্রকৃতির মূর্ত-বিগ্রহ প্রদর্শিত হওয়ায় জগতে কি উপকার হইয়াছে? বিরোধিগণের কপটতার কোন্ কোন্ স্থলে কৈতব আশ্রয় করিয়াছে?

২। পঞ্চোপাসকগণের প্রয়োজন-তত্ত্বের সহিত কেবলৈক প্রয়োজন প্রেমার পার্থক্য কোথায়? 'ব্রহ্মসংহিতা'-কথিত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত পঞ্চোপাসকের বিচার হইতে শুদ্ধভক্তি-দর্শনের কোথায় কিরূপ বৈষম্য?

৩। শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, রুদ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি উপাস্যতত্ত্বের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে? নির্বিশেষবাদী যে জড়ভোগ-সমূহের আরোপ করিয়া স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণরূপ ভোগ হইতে বিরতি লাভ করে, তাহার প্রতিকারের জন্য চিবিলাস-বৈচিত্র্যে কি কি অভিনব সত্য বিচারিত হইয়াছে?

৪। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য কোথায়? সম্বন্ধ-বাদীর বিচারে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বে কোথায় কি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়?

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিষয় উল্লেখ-পূর্বক সংক্ষেপে ব্যাখ্যা বর্ণনা করুন,—

(ক) সম্বর্ষণের তত্ত্ব, (খ) মহাপুরুষের লক্ষিত লক্ষণ, (গ) নবদ্বীপ, (ঘ) ব্রহ্মোপনিষৎ (ঙ) ব্রহ্মনারায়ণবাদ, (চ) বাদশ বন, (ছ) পঞ্চ প্রধান তত্ত্বাস্ত্র, (জ) তন্ত্রিক প্রকারভেদ, (ঝ) দ্বাদশ ব্রত, (ঞ) ষোড়শ উপচার।

৬। নিম্নলিখিত শব্দ-সমূহের অর্থ কি?—

(ক) প্রাকৃত সহজিয়া, (খ) কপটতা, (গ) অর্চন, (ঘ) গোস্বামী, (ঙ) ভট্টারাপত্তি, (চ) ত্রিদণ্ডী, (ছ) ভক্তধারী, (জ) রাগাত্মগপথ, (ঝ) হরিদাসন, (ঞ) গোবরীমিলা।

৭। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় ও কি জন্য খ্যাত?

(ক) ফুলিয়া, (খ) শেখপাড়ী, (গ) তিরুবত্তুর, (ঘ) পাণ্ডরপুর (ঙ) বেতবীপ, (চ) কুলিনগ্রাম, (ছ) তিরুনারায়ণপুর, (জ) নিমগ্রাম, (ঝ) শুক্লতলা, (ঞ) পাঞ্চরাত্রক্ষেত্র।

৮। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের প্রত্যেকের উল্লেখপূর্বক সংক্ষিপ্ত চরিত্র লিখুন—

(ক) শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী, (খ) শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, (গ) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, (ঘ) শ্রীনরহরি চক্রবর্তী, (ঙ) আদি বিষ্ণুস্বামী, (চ) বনওয়ারি সিংহ, (ছ) শ্রীরাধানন্দ রায়, (জ) শ্রীনীল গোস্বামী, (ঝ) বিষ্ণুচিত্ত, (ঞ) গাঙ্গল্য ভট্ট।

৯। কৃতযুগে হংসবর্ণ ত্রিদল এবং ত্রেতাযুগে বর্ণবিভাগ সর্বপ্রথমে হইয়াছে, ইহার প্রমাণ কোথায়? দ্বাপরাদিযুগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-বিভাগ কখন আরম্ভ হইয়াছে? গৌড়-পদ্ধতিতে বর্ণবিচারের পক্ষে কি কি বলা যাইতে পারে?

১০। একজগদ্গুরুবাদ, মহাজনগদ্গুরুবাদ, তথাকথিত লৌকিক গুরুবাদ, কিংবা অন্তর্যামিনাথা গুরু, কল্পিত-গুরু, জ্ঞান-গুরু, যোগি গুরু, তপস্বি-গুরু প্রভৃতির মধ্যে কোন্‌টী স্বীকার্য এবং কোন্‌টী কি কারণে অস্বীকার্য?

দ্বিতীয় প্রশ্ন-পত্র

"গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত"-সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে। (প্রবন্ধের সময়—চৈত্রমাস পর্য্যন্ত)।

পঞ্চরাত্র-পরীক্ষার প্রশ্ন-পত্র

[শ্রীধাম-মায়াপুর, গৌরাব্দ ৫৭]

বিশেষ দ্রষ্টব্য—যে কোন ছয়টীর উত্তর দিতে হইবে।

১। পঞ্চরাত্র কাহাকে বলে? তাহাদের মধ্যে ভেদ কয় প্রকার? কোন্ প্রকার পঞ্চরাত্র গ্রহণীয়? গ্রহণীয় পঞ্চরাত্র-ব্যতীত অন্যান্য পঞ্চরাত্র-গ্রন্থে কি কি বাধা আছে?

২। প্রকৃতিসম্ভবাধিকরণে শ্রীশঙ্করাচার্য্য কোন্ কোন্ যুক্তি-বলে পঞ্চরাত্র-বিচারের বাধা দিয়াছেন এবং সেই সকল বিচার কোন্ কোন্ শাস্ত্রের বা যুক্তির বলে খণ্ডিত হইয়াছে? অনুব্যাখ্যান পঞ্চরাত্র-মতকে পোষণ করিয়াছেন কি না? শ্রীমধ্বতীর্থ কোন্ প্রমাণ-বলে কলিকালে নাম-ভজনের বিচারের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন? "পঞ্চরাত্র ও ভাগবতে একই বিচার প্রতিপাদন করে"—এই প্রত্যুক্তির সার্থকতা কি?

৩। বৈধ ও অবৈধ-বর্ণাশ্রমের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কোথায়? সাত্বত পুরাণের বৈশিষ্ট্য কি? শ্রীভাগবতের কোন্ কোন্ স্থলে পাঞ্চরাত্রিক ব্যবহার উৎকর্ষ বর্ণিত আছে?

৪। বিধি-পথের সহিত রাগমার্গের পার্থক্য কোথায়? হারীত-ধর্মশাস্ত্র ও ভার্গবীয় ধর্মশাস্ত্রে শ্রীনারায়ণ-উপাসনার কথা কিরূপভাবে বর্ণিত আছে?

৫। সাত্বত শাস্ত্র-সমূহের সহিত রাজস ও তামস শাস্ত্রগুলির কোন্ কোন্ বিষয়ে বৈষম্য দৃষ্ট হয় এবং সাত্বতগণের সহিত ত্রৈগুণ্য বিষয়াশ্রিত জনগণের বিষয়-ভেদ কোথায়?

৬। (ক) দীক্ষা, (খ) বর্ণবিচার, (গ) আশ্রম-বিচার, (ঘ) পারমহংস্য-বিচার, (ঙ) নৈবেদ্য-বিচার, (চ) মহাপাতকী-বিচার, (ছ) দশসংস্কার-বিচার, (জ) শ্রাদ্ধ-বিচার, (ঝ) বিষ্ণুব্যতীত অন্য দেবার্চ্চন-বিচার, (ঞ) জাতি-ধর্ম-বিচারে

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত তদিতর জনগণের পার্থক্য আছে ?

৭। (ক) চৈতন্যাম্নায়গণনা, (খ) তিথি-সাধন, (গ) একাদশী-সাধন, (ঘ) চাতুর্মাস্য কালবিচার, (ঙ) সাধন ও নিয়মন-বিচারের সমতা কিরূপে সাধিত হয় ? বৈষম্য থাকিলে কোথায় কিরূপ বৈষম্যদুষ্ট-পণ্ডিতবিচার অথবা মধ্যমাধিকারে স্থূলভাবে সাধিত পথের কোন্‌টী গৃহীত হইয়াছে এবং কোন্‌টী প্রহণীয় ?

৮। শ্রীমদ্ভাগবতের কালবিচারধারা প্রাকৃত পণ্ডিতের বিচারকে কি ভাবে অতিক্রম করিয়াছে ?

৯। অরন্ধন ও হরিবাসরাদিতে উপবাসের তাৎপর্য্য কি ? বর্ণ-ভেদ ও আশ্রম-ভেদ বৈধাবৈধ-বিচারের কোন্ বিচার-মূলে অবস্থিত হইয়াছে ?

১০। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির ইঙ্গিত বর্ণন-পূর্ব্বক অর্থ লিখুন—

(ক) লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে নৃভিঃ।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

(খ) তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(গ) জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।

(ঘ) প্রায়েণ দেব তবিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমভিদ্যত মায়য়াল্ম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

(ঙ) ধর্ম্মান্বিতৈর্যবোপনীতৈঃ শ্রীমদোদ্ধতৈর্নৃভিঃ।
নৃমৃদ্বদেবা বরং ভবাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥

(চ) ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

(ছ) অনিন্দিতং তং হরিসূর্চ্চকাঃ যে
যেনৈব লোকেন সমং প্রয়ান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥

১১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখুন—

(ক) অধোক্ষজ, (খ) ঊর্দ্ধোক্ষজ, (গ) প্রোক্ষণ, (ঘ) কৃতশুদ্ধি, (ঙ) অধমর্ষণ, (চ) সন্ধ্যা-বন্দন, (ছ) শ্রাদ্ধ, (জ) সমাবর্ত্তন, (ঝ) গুরুর নামোচ্চারণ, (ঞ) শিষ্য-যোগ্যতা।

বিশেষ-মাস-পঞ্জী

৬ মধুসূদন, ৩ বৈশাখ, ১৬ এপ্রিল রবিবার **শ্রীঠাকুর অভিরামের তিরোভাব।**

৯ মধুসূদন, ৬ বৈশাখ, ১৯ এপ্রিল বুধবার **শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের তিরোভাব—শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও যোগজন্মদ্বীপস্থ মামগাছি-স্থিত বিরহ-মহোৎসব।**

১০ মধুসূদন, ৭ বৈশাখ, ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার **বরুথিনী একাদশীর উপবাস।**

১৪ মধুসূদন, ১১ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল সোমবার **শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব।**

১৭ মধুসূদন, ১৪ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার **শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা।**

২৪ মধুসূদন, ২১ বৈশাখ, ৪মে বৃহস্পতিবার **শ্রীজাহ্নবাদেবীর আবির্ভাব ও সীতানবমী।**

২৫ মধুসূদন, ২০ বৈশাখ, ৫ মে শনিবার **একাদশীর উপবাস।**

২৯ মধুসূদন, ২৬ বৈশাখ, ৯ মে মঙ্গলবার **শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীব্রত ; শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবোৎসব ও উপবাস। শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল ও সলিল-বিহার-মহোৎসব। শ্রীঠাকুর পরমেশ্বরীদাসের তিরোভাব।**

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১লা বৈশাখ শনিবার, ১৫৪০; ১৫ই এপ্রিল ১৯৩৩ | ৩৪শ সংখ্যা

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

যাহারা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে জাগতিক-অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যস্ত, তাহাদের যে ইন্দ্রিয়জ্ঞান-সংগ্রহের চেষ্টা, উহা পূর্ব্ব-সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারেরই পূর্ণতোদ্দেশ্য-মূলা। সম্প্রতি ঢাকায় যে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল—জাগতিক জ্ঞানাতীত রাজ্য-দর্শন। কিন্তু ঢাকার কতিপয় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর সাফল্য-সন্দর্শনে উহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নিজ-নিজ বিচার অবলম্বন-পূর্ব্বক ও স্ব-স্ব আধ্যক্ষিক জ্ঞান-চেষ্টা-দ্বারা নিষেধের সমূহ অমঙ্গল বরণ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছেন, আমরা এই কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, উহারা "সন্ধানীতি" অবলম্বন করিয়া অবিবেচনার রাজ্যে নক্ষত্রবেগে অগ্রসর হইতেছেন। ভোগের চেষ্টায় জগতে আবদ্ধ হইবার যে তীব্র পিপাসা বদ্ধজীবগণকে গ্রাস করাইতেছে, সেই পিপাসারূপ আগুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাওয়াইলে প্রেমের অভাব-জন্য বিরোধ আসিয়া প্রেম-পথকে আচ্ছন্ন করিবে। সেই বিরোধ-চেষ্টার নাম—তর্কপথ, উহা শ্রৌতপথ নহে।

যেখানে তর্কের আসাদন, সেখানেই সৎশিক্ষা-স্থলে ঔদাসীন্য লক্ষিত হয়। প্রাকৃত জগতে রজোগুণের দ্বারা চালিত হইয়া জীবগণ বদ্ধভাবের ধারণা দৃঢ় করিবার মানসে যে উন্নতির কল্পনা করেন, উহাদের প্রমাদ ক্ষীণ হইলে ঐ অহঙ্কার থামিয়া যায়। ইংরাজী ভাষায় Inebriation নামে যে শব্দটী আছে, তাহা অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়া অর্থের অপব্যবহারকারীর সাহায্য ও সঙ্গ-প্রাপ্তিতে উৎপন্ন হয়। 'আমি অধিক জ্ঞানী'—এই সর্ব্বজ্ঞাভার অভিমান

হইতে আমাদের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-রোগ, সেই রোগমুক্ত চক্ষুতে সংশিক্ষা দেখা যায় না। সুতরাং ঐ প্রকার অবৈধ চেষ্টা-দ্বারা সংশিক্ষা দেখিতে গেলে অনভিজ্ঞের নিকট তাহা রোগের বাধক ও অন্তরায় বলিয়াই বিবেচিত হয়।

যে-কালে ভক্তজীবগণের উদ্ধারকল্পে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভাগবত-প্রদর্শনী প্রদর্শিত হইয়াছিল, তৎকালে কতিপয় ব্যক্তি নানাপ্রকার আবর্জনাযুক্ত চিন্তাস্রোতে ডুবিয়া যাইবার অনেক প্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন। আর যে সংশিক্ষা-প্রদর্শনীটি ঢাকা-নগরীতে রোগগ্রস্ত চিত্ত জনগণের বর্ণদৃষ্টির মানচিত্রাঙ্কনের জন্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহাতে কোন কোন Colourblind ব্যক্তির দর্শন মাত্রিক বিচিত্রতার ভঙ্গিতে চাপল্যময় ভোগবিস্তারের ধূয়া তুলিয়াছে। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—ধন্য মূর্খগণের বিচার-রাহিত্যনিত ভোগ-বাসনা!

অপ্রাকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-কল্পতরু একদিন যাবন ভক্ত বিদ্যার করিয়া আধ্যক্ষিক শিক্ষা-বৃক্ষ-সমূহের শাখা-পল্লব-বিস্তারের অকর্মণ্যতা জানাইয়াছিলেন। সেই যাবন ভক্তাস্তক অপ্রাকৃত কল্পতরুর বিস্তার-দ্বারা বহুজীবের আবরণময় উন্মুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একদিন শ্রীগৌর-সুন্দর কুরুক্ষেত্রের লাগতিক ভক্তিবিরুদ্ধ-বর্জন-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। "আহুশ্চ তে নলিননাভ" শ্লোক-কথিত বিষয়টি—যাহা কুরুক্ষেত্রের গগনে, সলিলে ও স্থলে প্রকাশিত হইয়াছিল, উৎকলের শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হইতেই তাহার পুনরায়োজন হইবে—ইহা ব্যাসের ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কুরুক্ষেত্রের রথে দারুকের সারথিত্ব ও কৃষ্ণের রথি-স্বরূপে ভোক্তৃত্ব। তৎপূর্বে কুরুক্ষেত্রে নানাপ্রকার কর্ম ও জ্ঞান-মার্গের ভূমিকায় পার্থের রথিত্বে রথ চালিত হইয়াছিল। কিন্তু মধুর রসের আশ্রয়জাতীয় ভক্তগণের প্রয়োচনায় কৃষ্ণকে লইতে ব্রজের পথে চালিত রথ-বৃত্তি শ্রীপুরুষোত্তমেই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় পূর্ণ প্রাকট্য লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণ-গানের প্রবক্তারী অর্জুনের অনুগত সম্প্রদায় পার্থ-সারথির নিকট গীতা-শ্রবণের উপদেশ পাইয়াছেন, কিন্তু তদূর্ধ্বে খানেশ্বরী অগস্ত্যের ভবনে শ্রীগৌরসুন্দরের অবস্থানকালে তিনি যেরূপে "আহুশ্চ তে" শ্লোকের বিষয় হইয়াছিলেন, তাহা বহুদিন পূর্ব হইতেই শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠের দ্বারা সাধিত হইতেছে। সম্প্রতি শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠের ভূমি-সংগ্রহে যে-প্রকার বিঘ্ন-সমূহের উপস্থিতির অভিনয় দেখা গিয়াছে, তাহাও পারমার্থিক রাজ্যে একটি অনুঘটিত ঘটনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পার্থ-রথির অনুগত সম্প্রদায়ের বিচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য শুদ্ধ ভক্তগণকে স্ব-স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-প্রণালীর কথা কার্যে পরিণত করিতে হইলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের ভোক্তৃত্বে ভোগ্যগণের যে সম্বন্ধযোগিতা আছে এবং উহা যে প্রয়োজন-তত্ত্ব-বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতার পরিপূরক সিদ্ধি, সেই বিপ্রলম্ভ-বিচারকে মূর্তিমান্ করিয়া ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠ গোলোক হইতে মাধুর্য্যাসুশীলন-মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণ-বিচারটি কুরুক্ষেত্র-বিচারেরই পরবর্তি-উপদেশ। বিধি-বিচারের পরিবর্তে রুচি-বিচারের প্রবর্তন-ফলে নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে অবস্থান-কালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের রচিত শিক্ষাষ্টকের স্বাস্থ্য বিচারটি বিপ্রলম্ভ-লীলাময়-স্বরূপে প্রকটিত শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের নিম্নে মুক্তি-মণ্ডপের কর্ম-জ্ঞানাদিচিত ক্ষেত্র-ব্যতীত সুশীতল ভূমিতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে ভক্তিভূমিকা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা মুক্তিমণ্ডপের ন্যায় অকুণ্ঠ যুক্তির সাহায্যে গৃহীত মণ্ডপ-মাত্র নহে, পরন্তু শুদ্ধভক্তিপ্রহিতা ভাগবত-মণ্ডলী—যে ভাগবত-মণ্ডলীতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর অবতন স্বধাম-প্রাপ্ত মদনগোপাল গোস্বামীর অগ্রজ মহাশয় এবং স্বধাম-প্রাপ্ত রাধিকানাথ গোস্বামীর পিতৃদেব শ্রীরাম গোস্বামী মহাশয় শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিবার অবকাশ পাইবার পর নদীয়া জেলার অন্তর্গত মায়াপুর প্রভৃতি স্থানে হরিকথার আবাহন করিবার জন্য হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার সহায়তা করিয়াছিলেন। সে আর অনেক দিনের কথা।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পরে শ্রীব্রজভূমিতে যে-সকল ভক্তি-বিরোধিনী চেষ্টা দেখা গিয়াছিল, সেই চেষ্টার ফলে ঢাকা-নগরীতেও নানাপ্রকার ভক্তিবিরোধী মতবাদ তাহার পরবর্তি-সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত, শ্রীনিত্যানন্দের পরিচিত ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের

আশ্রিত শুষ্ক-প্রেম-ধর্ম-প্রণালীর প্রতিপক্ষে যে-সকল চেষ্টা পাষোপাসক আচার্যকুলের দ্বারা কবৈষ্ণবভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, উহা আলোচনা করিবার দিন আসিয়াছে। জড় ভোগ-বাসনার শুষ্ক সন্ন্যাসন-ভয়ে যে-সকল ভক্তি-প্রচারের নমুনা ও অনুষ্ঠান বদ্ধজীবের ভোগ-প্রণালীর সমভাবে দিন দিন জটিল করিতেছিল, সেই জটিল বন্ধনের নিরসন-ভয়ে বেহালায় ও বোড়াশাঁকোয় হরিভক্তি-সভায় শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীহরিনাম-বিষয়ক বিচার বিগত পূর্বীয় শতাব্দীর অন্তিম দশকের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ইতিহাসের আলোচক-মাত্রেই জানেন। তাঁহারা আরও জানেন যে, শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত সম্প্রদায় সুষ্ঠুভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন দ্বারা কি প্রকারে বদ্ধজীবকুলের মলিন-চিত্ত-দর্পণের পাশুরাশিকে পরিমার্জিত করিয়া পরিমার্জিত চিত্তদর্পণে প্রকটাপ্রকট-লীলার নিত্য প্রতিফলিত ভাবসমূহ অবতরণ করাইয়াছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে যে-দিন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঢাকার North Brook Hall-এ শুদ্ধভক্তির কথা বলিয়াছিলেন, সে-দিন ঢাকাবাসী ভক্তিব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু সামাজ সাড়া পড়িয়াছিল। ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারাসতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অবস্থান-কালে যখন তিনি ১ম বর্ষের সজ্জনতোষণীর শেষভাগে "প্রেম-প্রদীপ" প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, সেইদিন যোগপরায়ণ সমাজ ও বর্তমান-কালের শিক্ষিত সমাজবিশেষ ভগবদ্ভক্তির স্থান কোথায়, তাহা জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভক্তিভবনে কলিকাতাবাসী বহু শিক্ষিত ব্যক্তি, বালিয়াটি-নিবাসী বিশিষ্ট বাবু, তাঁহার কর্মচারী হরেন্দ্রবাবু এবং ঢাকাবাসী বহু ব্যবসায়ী পুনঃ পুনঃ আগমন করিয়া অপূর্ব হরিকথা শুনিয়াছিলেন। তৎকালে বাদুনাপাড়া-নিবাসী শ্রীল রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতৃবংশধর শ্রীচাঁদরায় গোস্বামীর অধস্তন গোস্বামিপাদগণ তথা বৈঁচি-প্রবাসী সেই শাখার গোস্বামিগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ সামাজিক সম্মান-বিস্তারের কামনায় ভাগবত-আলোচনার অভিনব-চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছিলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি,—সেই সকল ইতিহাস কি কালের আবর্জনা-ধূলিকায় চাপা পড়িয়া যাইবে? সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ-সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের বিরুদ্ধ বিচারমূলে যে-সকল কার্য করিতে বসিয়াছেন, তাহার মূল অনুসন্ধান করিবার চেষ্টার ফল কি জগতে প্রকাশিত হইবে না? বোধ হয়, উহার সময় আসিয়াছে। সেই সকল ইতিহাসের বিস্তৃত কথা বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ ঢাকায় প্রচারিত হইলে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত জনগণের মঙ্গল ও জাতিবিশেষের হৃদয়ে শান্তি আসিতে পারে।

প্রাকৃত সহজিয়াদের ভোগপ্রবণ চিত্তকে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-বর্জিত অচৈতন্যের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া অপ্রাকৃত সেবাপর শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায় শিক্ষিত ভক্তিশাস্ত্রী ও সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্যগণ 'ভক্তিব্যাধী' নামে পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ভক্তি-বিরোধী জনগণের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। এমন দিন কি আসিবে না—যে-দিন ভক্তিবিরোধী মূর্খতা-তিমিরের আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যাইবে? সামাজ আভিজাত্য-গর্বে কলুষিত ও "পশুযূথমধ্যে যেন পক্ষী কলহংসায়তে" বিচারের অনুগামী আধ্যক্ষিক পণ্ডিতাভিমানী সমাজ পরমার্থের কোন কথা কি ঢাকাবাসীকে বুঝিতে দিবেন না? তাঁহারা কি চিরদিনই আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-বিমূঢ় হইয়া "লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্"—এই শ্লোকের উদ্দেশ্য ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর থাকিবেন?

বর্তমান শ্রীমদ্ভাগবতের জড়জগতে অবতরণ-কালাবধি ভাগবত-বিরোধী সম্প্রদায় ও ভাগবতের অনুগত নামধারী সম্প্রদায় সহস্রাধিকবার শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারের সহিত বিরোধ আচরণ করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত বড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুপাদ আধ্যক্ষিক জড়বিদ্যা হইতে পৃথক্ অধোক্ষজ-স্বরূপ যে শ্রীমদ্ভাগবতার্থ জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহাই ১৮৭১ খৃষ্টাব্দাবধি উৎকলদেশ হইতে ন্যূনাধিক প্রচারিত হইতেছেন। উহা আর কিছুই নয়,—সমগ্র বাসবন্ধরে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের প্রেমকল্পতরুর ক্রম-প্রসারণ-মাত্র।

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি,—অন্যান্য উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর প্রতি যে-সকল বর্ণবৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির ভক্তি উৎসাহন করিবার চেষ্টা উপস্থিত হইয়াছে, সেই অপপ্রবৃত্তির দুষ্ফলত্ব ও জগতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-লাভের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করাইবার যোগ্যতা কি মানবজাতির হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-চন্দ্রিকালোক-প্রভাবে উদ্ভাসিত হয়?

পাইবে না ? আমাদের কীর্ণাশা কি সাফল্যালোকে উজ্জ্বল হইবে না ? এস্থলে আমাদের বলাই বাহুল্য, সংশিক্ষা-প্রদর্শনী-উপলক্ষে ঢাকার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঢাকার শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে অশেষ ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না, কিন্তু সত্যগ্রহণে কুণ্ঠাযুক্ত অনভিজ্ঞ সংবাদবাহক কতিপয় ব্যক্তি শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধে যে-সকল অত্যাচার অবিচার করিতেছেন, তাহাতে আমরা সুখী হইতে পারি নাই। সেই সকল অনভিজ্ঞ ভোগবুদ্ধি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ ভাগবত-প্রদর্শনীর প্রদর্শিত বিষয়টী বুঝিতে না পারায় তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। শিষ্টাচারের বিরোধী হইয়া যে-সকল ব্যক্তি সম্ভ্রমবল বর্জন ও পর-প্রত্যেচনা-দ্বারা নিজেদের বিদ্বেষ উদ্গীরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা যোগ্যতার্জন-পূর্ব্বক আত্মার্থী-চরণে সংসার-প্রহণ-দ্বারা ইহজন্মে না হউক পরজন্মে বেদান্তানুশীলন করিবার সৎপরামর্শ দিতেছি। তাহা হইলে যদি কোন দিন তাঁহাদের মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের সম্বন্ধব্যাখ্যা বুঝিবার সামর্থ্য হয়,—ইহাই আমাদের পরামর্শ।

গৌড়ীয় সমাজ

(লেখক—মহামহোপদেশক পণ্ডিত-শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ)

(১)

শ্রীপাদগণ মাধ্বগৌড়ীয়গণ শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিচার অনুসরণ করিয়া বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেতর জাতির সহিত কোন সামাজিক সংস্রব রাখেন না। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতিতে উদ্ভূত ব্যক্তি পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-প্রভাবে শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন।

চতুর্বর্ণের বিবিধ সংজ্ঞা। গৌত্রকুল-পরিচয়ে যে ব্রাহ্মণত্ব, তাহাই গুণ-কর্ম্ম-বিচারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ ও শ্লেচ্ছ প্রভৃতি শাখায় পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঋষিকুল হইতে প্রকাশিত খশাদি জাতি স্ব-স্ব জাতি-মাহাত্ম্য-পরিচয়-সংরক্ষণ-কালাবধি শুদ্ধ গৌড়ীয় হইতে পারেন না।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় হইতে হইলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস মানিতে হয়। তখন পারমার্থিকের বিচার কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। তদ্বিরোধী স্মার্ত্ত বা লৌকিক বিচার গ্রহণ করিলে চলিবে না। শুদ্ধগৌড়ীয়-সমাজ মাধ্বগৌড়ীয়-বিচারই গ্রহণ করেন। শাঙ্কর-গৌড়ীয়-বিচার বা কমলাকর অথবা রঘুনন্দনের বিচার গ্রহণ করিতে তাঁহারা কখনও বাধ্য নহেন।

শ্রীমাধ্ব সদ্বৈষ্ণবগণ কমলাকর-শাঙ্কর-মত হইতে পৃথক্ হইয়া সদাচার-স্মৃতি, ছলারি নৃসিংহাচার্য্যের স্মৃতি প্রভৃতির বিচার অবলম্বন করেন। কিন্তু শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পারমার্থিক বিচারানুগত স্মৃতি-পদ্ধতি-মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে কমলাকর, রঘুনন্দন-সম্মত স্মৃতি-নিবন্ধ অথবা কেবল শ্রীমধ্বস্মৃতি-নিবন্ধ আবদ্ধ করিতে পারে না। যদি কেহ অবৈষ্ণবভাবে মাধ্ব-গৌড়ীয়গণকে বা শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে নিজ-চিন্তা-স্রোতে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবেন না।

ব্রহ্মার পারমার্থিক পর্য্যায়ের সন্তানগণ ঋষিকুল-পরিচয়ে আত্মপরিচয় না দিয়া গুণ-কর্ম্ম-বিভাগ-ক্রমে বৃত্তগত লাক্ষণিক পরিচয় দিয়া থাকেন। মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে যে, "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥ অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্। স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মবিদ্যা—পরাবিদ্যা অর্থাৎ পরমার্থ, অপরবিদ্যা বা খণ্ড

আধ্যক্ষিক বিচারের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হয় না। আধ্যক্ষিক বিশ্বাসসমূহ পরমার্থপর হইলে উহাদিগকে আধ্যক্ষিকতায় আবদ্ধ করা যায় না।

গুরু-পারম্পর্য্যক্রমে শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ের অধস্তনগণ আপনাদিগকে মাধ্ব বলিয়া থাকেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ মাধ্বগৌড়ীয় ধারায় পারমার্থিক বিচারের আদি পুরুষ। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। সেই ধারার কর্ণাট ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত শ্রীসনাতনের শিষ্য শ্রীরূপ এবং তৎকুলোদ্ভূত শ্রীরূপের শিষ্য শ্রীজীব। সেই কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত গৌড়দেশাবস্থিত শ্রীরূপের পারমার্থিক বিচারই মাধ্ব-গৌড়ীয়গণের একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের কথা না জানিলেই সংশিক্ষার অভাবে অন্যান্য বিরূপ ধারণা অশিক্ষিতের মধ্যে নানা বিপদ উপস্থিত করাইবে।

বঙ্গদেশের সমাজে বিভিন্ন জাতির কথা মাধ্বগৌড়ীয়গণ অবগত আছেন। যে যে জাতির যে যে অধিকার, যে যে বৃত্তি এবং যেরূপে তাহাদের উদ্ভব হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণাদি গ্রন্থ সাক্ষ্য দিতেছে।

মাধ্বগৌড়ীয় পারমার্থিকগণের ঐ সকল বিষয়ে মনোযোগ দিবার সময় নাই; তাঁহারা ঐ সকল ব্যাপারে অধিক সময়াতিপাত করুন এবং ঐ সকল ব্যাপারে নিযুক্ত হউন,—এইরূপ প্রবল চেষ্টা অপারমার্থিকগণের মধ্যে কালে কালে দেখা যায়। পারমার্থিকগণের প্রয়োজন, —তাঁহাদের পরমার্থ যাহাতে নষ্ট না হয়। ঐহিক বিচারক-গণের বিচার এই যে, পারমার্থিক-সম্প্রদায় তাঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হউক। কিন্তু পারমার্থিক-সম্প্রদায়ের পরমার্থ-সংরক্ষণই বৈশিষ্ট্য।

ছোট হরিদাস

(শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীচরিতামৃতের বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতিবাদ)

মাননীয়

শ্রীযুক্ত "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনার বহুল প্রচারিত সুপ্রসিদ্ধ 'গৌড়ীয়' নামক পারমার্থিক পত্রে কৃপা-পূর্ব্বক আমার "প্রতিবাদ"-প্রবন্ধটী প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। এই প্রবন্ধ চাকার 'পঞ্চায়েৎ'-পত্রে প্রকাশিত ছোট হরিদাসের সমালোচনার শাস্ত্রবৃত্তিমূলক প্রতিবাদ। আমি স্বয়ং নিজ-হস্তে এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধটী "পঞ্চায়েৎ"-কার্য্যালয়ে দিয়া আসিয়া-ছিলাম এবং এই প্রবন্ধ তাঁহাদের পত্রে প্রকাশিত হইবে, এরূপ প্রতিশ্রুতিও পাইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা নিরপেক্ষতা, সৎসাহস ও সম্পাদকীয় সভ্যতার পরিচয়-প্রদানে কুণ্ঠিত হইয়া আমার প্রতিবাদ-প্রবন্ধ কেন প্রকাশ করিলেন না, বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে তাঁহাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তাহা সুধীসমাজই বিচার করিবেন। আলোচনা প্রসঙ্গ ও সৎসিদ্ধান্ত-নিরূপণের জন্য যে পত্রিকায় প্রতিবাদ, সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধে বহু বিষয়ের অবতারণা ও বিভিন্ন প্রবন্ধের একসঙ্গে প্রতিবাদ লিখিত হওয়ায় প্রবন্ধটী বিস্তৃত হইল। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিষ্ণুতা-গুণ-বিতরণ-পূর্ব্বক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সত্যসিদ্ধান্ত বিচার করিবেন।

বিনীত নিবেদক

(স্বাঃ) শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ (এম-এ, বি-এল)

সংস্কৃতাধ্যাপক, আনন্দমোহন-কলেজ, ময়মনসিংহ

প্রতিবাদ

প্রারম্ভিক কথা

ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'বান্ধবসমাজ' সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র এবং নদীয়ার 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ'নামক আর একটী দৈনিক সংবাদ-পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভের কএকটী প্রবন্ধে ঢাকার 'পঞ্চায়েৎ'-পত্রিকায় প্রকাশিত ঢাকা-সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর সমালোচনার প্রতিবাদ সর্ব্বপ্রথমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহা দেখিয়া আমি 'পঞ্চায়েৎ' পত্রিকার গত ২২শে মাঘ ও ২৯শে মাঘ তারিখের পত্রিকা-দুইটী আনাইয়া পাঠ করি।

সুশিক্ষিত-সমাজে সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর আদর

আমি এবং ময়মনসিংহ আনন্দমোহন-কলেজের আরও কএকজন অধ্যাপক ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শন করি। আমি নিজে জানি, বহু বহু উচ্চশিক্ষিত লোক সেই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে আসিয়া সম্মিলিত কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন,—"শ্রীনাব্যগৌড়ীয়মঠের অনুষ্ঠিত সংশিক্ষা-প্রদর্শনী সত্য সত্যই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীই হইয়াছে।" একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও পণ্ডিত এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর ৮৪টী ষ্টলের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমারই সম্মুখে বলিতেছিলেন,—"এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীটী যেন একটী ভাগবত-মহাবিদ্যালয়, ৮৪টী ষ্টল ইহার ৮৪টী সূত্র। এখানে এক এক জন আচারবান অধ্যাপক জগতের নিকট তাহা ব্যাখ্যা করিয়া মানবজাতির প্রচলিত চিন্তাস্রোতের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছেন।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত মধুসূদন যেমন বলিয়াছেন,—

"ধনিনয়মন্দির-মধ্যে পঙ্গতি পিপীলিকা ছিদ্রম্।"

'পঞ্চায়েৎ' পত্রিকা এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের অনুগত দুই একটী কাগজের আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াও আমরা সেই কথারই দ্বিতীয় উদাহরণ পাইলাম।

সমালোচকগণের অভিসন্ধিতারাক্রান্ত হৃদয়ের দৃষ্টান্ত

ঢাকার প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম, এ মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর প্রতিবেশী অনেক ব্যক্তি ছোট হরিদাসের বিষয়ে আলোচনা করায় শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক সাহা মহোদয় ঐ ব্যক্তিকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যের নিকট আসিয়া ঐ বিষয়ের সমাধান করিতে বলিয়াছিলেন। নগেন্দ্র বাবুকেও কেহ কেহ ইহা পরামর্শ দিয়াছিলেন, শুনিতে পাই। কিন্তু তাঁহারা ঐ বিষয়ে সরল জিজ্ঞাসু না হইয়া কেবল জন-মতের প্রত্যক্ষ ধারণার উপর নির্ভর এবং উহাকে উত্তেজিত করিবার অভিসন্ধি-দ্বারা চালিত হইবার চেষ্টাই প্রদর্শন করিয়াছেন। 'পঞ্চায়েৎ'-সম্পাদকও তাঁহার টিপ্পনীতে এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ও মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় আক্রমণের সুরে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে 'পঞ্চায়েৎ'-সম্পাদকও নিরপেক্ষতা হারাইয়া আপনাকে যেন উক্ত প্রবন্ধ-লেখকেরই দলভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন প্রমাণিত হয়।

জনমতের অনুসরণ প্রবন্ধ-লেখকের উদ্দেশ্য নহে

আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির কএকটী শাস্ত্রযুক্তিমূলক কথা সমালোচকগণের কতদূর নিরপেক্ষতা আকর্ষণ করিবে, জানি না; কিন্তু তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত মতের সমর্থন করিয়া জনমতকে যে অধিকতর ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতে চাহেন, তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ করা একান্ত কর্ত্তব্য-বোধে আমি এই প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। এই প্রতিবাদের দ্বারা জনমতকে সন্তুষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নহে; কারণ, আমি শাস্ত্র-পাঠ-কালে জানিয়াছি, —জনমতই সত্য নহে, জনমতের রুচির নাম—প্রেয়ঃ, আর সত্যের নাম—শ্রেয়ঃ। তাহা আপাত তিক্ত বা বিরক্তি হইলেও পরিণামে মঙ্গলপ্রদ।

পূর্ব্বপক্ষীয় যুক্তি ও সিদ্ধান্ত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহারই মতাবলম্বী 'পঞ্চায়েৎ'-সম্পাদকের শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক ছোট হরিদাসের বর্জ্জন-ব্যাপার অস্বীকার করিবার যুক্তিগুলি আমি নিম্নে অল্প কথায় এইরূপভাবে স্থাপন করিতেছি,—

১। মহাপ্রভুর শাখা-বর্ণনের মধ্যে যখন শ্রীকবিরাজ-

গোস্বামী প্রভু ছোট হরিদাসের নাম উল্লেখ করিয়া তখন ছোট হরিদাস স্ত্রী-সম্ভাষী নহেন।

২। মহাপ্রভু কেবলমাত্র সন্ন্যাসি-বৈষ্ণব-সাধারণের শিক্ষার জন্যই ছোট হরিদাসকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাহাতে **ছোট হরিদাসের প্রতি ব্যক্তিগত কোনই শাসন বা সম্বন্ধ নাই।** এমন কি, পঞ্চাংশের লেখক ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে 'বর্জ্জন' বা 'দণ্ড-দান' প্রভৃতি কথাগুলি অস্বীকার করিতে চাহেন। [বর্ত্তমান মত বদলাইতেছেন]

৩। শ্রীমদ্ভাগবতের ও মনুসংহিতার "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা" শ্লোক **কেবল সন্ন্যাসি-বৈষ্ণবদিগের উদ্দেশ্যেই** বলা হইয়াছে, গৃহস্থদিগের ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই।

৪। শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ ছোট হরিদাসের অপরাধকে 'অল্প' বলিয়া মহাপ্রভুর নিকট স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে **'অল্প' অর্থ—'কিছুই নহে!'** শ্রীপরমানন্দপুরী ও শ্রীস্বরূপ-দামোদরাদি ছোট হরিদাসকে সমর্থন করিয়াছেন।

৫। ছোট হরিদাস দেহ-ত্যাগের পর গন্ধর্ব্ব-দেহ পাইয়াছিলেন এবং সেই গন্ধর্বদেহে মহাপ্রভুকে গান শুনাইয়াছিলেন, সুতরাং ছোট হরিদাস পূর্ব্বদেহে স্ত্রী-সম্ভাষী ছিলেন না। অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে "অপ্রাকৃতদেহে" ছোট হরিদাসকর্ত্তৃক মহাপ্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইবার কথা লিখিত হইয়াছে।

৬। **কপটতা থাকিলে ছোট হরিদাস ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিবেন কেন?**

৭। "দুর্গতি না হয় তাঁর, সদ্গতি সে হয়"—এই বাক্যের দ্বারা ছোট হরিদাস স্ত্রীসম্ভাষণকারী ছিলেন না, প্রমাণিত হয়।

'পঞ্চাংশে'-সম্পাদকের আরও কতকগুলি পরিশিষ্ট যুক্তি এই,—

৮। যখন দারু প্রকৃতি মুনিরও মন হরণ করে, তখন দারুময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া ভগবানের কোন লীলা প্রচার বা অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের শিক্ষা প্রচার করিলেও তাহাতে গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণকে ভ্রষ্ট হইতে হয়। গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে রূপ-রসাদি বিষয় বিভিন্ন সম্প্রদায় ভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকে—এই দৃষ্টান্তে নারী-মূর্ত্তি, বড় হরিদাসের দৃষ্টে পণিকা-মূর্ত্তি, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাৎকালিক সামাজিক ও পারমার্থিক অবস্থা-প্রদর্শনে নারী-মূর্ত্তির অবতারণা করিয়া সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুর উপদেশের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন।

৯। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ছোট হরিদাসের ভিক্ষা-গ্রহণ-প্রসঙ্গে তিনবার "মাগি"-শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া 'মাগিয়া' ভিক্ষা গ্রহণ করাই সন্ন্যাসীর পক্ষে বিহিত।

১০। মহাপ্রভুর ছোট হরিদাস-বর্জ্জন রামচন্দ্রের সীতা-বর্জ্জনের ন্যায়।

১১। মদনভস্মকারী মহাদেবের মোহিনীরূপ-দর্শনে মোহ-প্রাপ্তি মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কল্পিত এবং তাহা অবৈষ্ণবত্বের পরিচায়ক। উহা সৎশিক্ষা নহে,—অসৎশিক্ষা।

১২। **গণেশের শিরে বিষ্ণুর পদবিন্যাস, ভুষোগীর পতন প্রভৃতি সিদ্ধান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের অনুমোদিত নহে।** এই সকল সিদ্ধান্ত স্বকপোল-কল্পিত এবং রাগদ্বেষাদিপূর্ণ দুষ্ট মতের পরিচায়ক।

আমরা এক একটী করিয়া ঐ সকল আপাত প্রতীয়মান যুক্তিগুলির অসারত্ব শাস্ত্রযুক্তি ও শাস্ত্রের বিভিন্ন তথ্যের দ্বারা খণ্ডন-পূর্ব্বক সুধী সমাজের সদ্বোজ্জ্বল বিচারের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

খণ্ডন ও সিদ্ধান্ত

প্রথম যুক্তি নিরাস

জগাই মাধাইর পার্ষদত্ব

১। ইহা সকলেই জানেন, জগাই মাধাই পূর্ব্বজীবনে ব্যক্তিগতভাবে ডাকাতি, পরদার-হরণ, মদ্যপানাদি হইতে আরম্ভ করিয়া এমন কোন পাপ-কার্য্য নাই, যাহা তাঁহারা করেন নাই (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ অঃ)। এমন কি, শ্রীগৌর-সুন্দরের দ্বিতীয় দেহ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অঙ্গে আঘাত-পর্য্যন্ত করিতে বিরত হন নাই। এরূপ পাপের শেষ সীমায় উপনীত ব্যক্তিগণ কখনই শ্রীচৈতন্যপ্রেমকল্পবৃক্ষের শাখা বলিয়া গণিত হইতে পারেন না, ইহা সাধারণ যুক্তিও স্বীকার করে।

শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পার্ষদত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে রায়রামানন্দকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ

করিয়াছেন, যে মায়াবাদকে তিনি পাষণ্ডতা ও নাস্তিকতার (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬৮-১৬৯) চরম বলিয়াছেন, সেই মায়াবাদের অধ্যাপক ছিলেন—শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য। সার্বভৌম পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অবতারী ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীপ্রেমকল্পতরুর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শাখা-বর্ণনের মধ্যে তাঁহাদিগেরও নাম পাই,—

মহা-কৃপা-পাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিতপাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই॥
(চৈঃ চঃ আ ১০।১২০)

বড় শাখা এক সার্বভৌম ভট্টাচার্য।
তাঁর হস্তীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য॥
(চৈঃ চঃ আ ১০।১৩০)

মহাপ্রভুর সঙ্গী শ্রীকৃষ্ণদাস-বিপ্রের পার্ষদত্ব

ছোট হরিদাসের নামের অব্যবহিত পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণদাস বিপ্রের উল্লেখ আছে। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণদাস-নামে শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
তাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ-গমন॥
(চৈঃ চঃ আ ১০।১৪৫)

কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ ২২৬-২৩০ সংখ্যা পর্যন্ত এবং মধ্য ১০ম ৬৪ সংখ্যায় মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সঙ্গী কৃষ্ণদাসের **কটখারি স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পতন,* মহাপ্রভু-কর্তৃক উদ্ধার ও বর্জন** প্রভৃতি প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে।

যাঁহারা চৈতন্যকল্পতরুর শাখা বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে এইরূপ পাপ ও ভক্তি-বিরুদ্ধ বিচার দেখা যায় কেন? তটস্থা শক্তির পরিচয়ে যে-কালে তাঁহারা তাঁহাদের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সেবাময় জীবনের বিচারেই তাঁহাদের পার্ষদত্ব বা শ্রীচৈতন্যকল্পতরুর শাখায় গণনা হইয়াছে।

জয়-বিজয় ভগবৎপার্ষদ বলিয়া খ্যাত; কিন্তু তাঁহারাও অপরাধফলে পতিত হইয়াছিলেন,—এইরূপ উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতেই দেখিতে পাওয়া যায়,—

শ্রীভগবানুবাচ—

এতৌ তৌ পার্ষদৌ মহ্যং জয়ো বিজয় এব চ।
কদর্থীকৃত্য মাং যদ্ধো যজ্ঞভাগমিবক্রতুম্॥
যত্তদ্যোদ্ধুতো দণ্ডো ভবদ্ভির্মদ্বিহত্তয়ে।
স এবানুমতোঽস্মাভির্মুনয়ো দেবহেলনাৎ॥
(ভাঃ ৩।১৬।২,৩)

—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—জয় ও বিজয় নামক এই দুই পুরুষ আমারই পার্ষদ বটে, কিন্তু ইহারা যখন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাদিগের প্রতি অতিশয় অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছে, তখন হে মুনিগণ, আপনারা এতদুভয়ের প্রতি যে দণ্ডবিধান করিয়াছেন, প্রভুর অবজ্ঞাহেতু উহাদের সেই দণ্ডই অনুমোদন করিলাম।

স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে জীবন্মুক্তগণেরও পতন

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সম্বর্তে ও শ্রীল সনাতন-গোস্বামী প্রভু ভাগবতামৃতের টীকায় বলিয়াছেন,—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি কর্মভিঃ।
যতশ্চিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥
(বাসনাভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎপরিশিষ্ট-বচন)

—**অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাদের কর্ম-দ্বারা পুনর্বার বন্ধনই প্রাপ্ত হন।**

আরও উক্ত হইয়াছে,—

জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসার-বাসনাম্।
(ঐ)

—জীবন্মুক্তগণ কোন কোন সময় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর চরণে অপরাধ করিয়াছিলেন, এইজন্যই ব্যক্তিগতভাবে ছোট হরিদাসের জীবনাবসান পর্যন্ত দ্বারমানা হইয়াছিল এবং **মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দেহ-থাকা-কাল-পর্যন্ত তাঁহার মুখ দর্শন করেন নাই।**

দুই শ্রেণীর অপরাধী—স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত

মহাপ্রভু দুই শ্রেণীর ব্যক্তিকে অপরাধী বলিয়াছেন,—(১) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী এবং (২) কৃষ্ণাভক্ত। "অসৎসঙ্গত্যাগ—

---

* স্ত্রী-ধন যোগাঞা আর লোক বহাইল।
আর দিন বিপ্রে-বুদ্ধিনাশ হৈল॥
প্রাতে উটি আসিয়া দিল ঝাটখারি-ঘরে।

এই বৈষ্ণব-আচার স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ৷" শ্রীসনাতন-শিক্ষার এই বাক্যই তাহার প্রমাণ। পারকীয় স্ত্রী-সঙ্গী একমাত্র বহুবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। যাঁহারা সেই কৃষ্ণের স্ত্রীসঙ্গিত্ব অর্থাৎ লক্ষ্মীগণ-সঙ্গিত্বের অনুকরণ করে, তাহারা অপরাধী; আর যাহারা কৃষ্ণের সেই প্রকৃতি-সঙ্গিত্ব অস্বীকার করে, তাহারা কৃষ্ণাভক্ত বা মায়াবাদী অপরাধী। পারকীয় স্ত্রীসঙ্গিত্ব একমাত্র কৃষ্ণেরই একচেটিয়া, জীবের তাহাতে অধিকার নাই।

অনুকরণ ও অনুসরণ

কীর্ত্তনের আভনয় ও কীর্ত্তন এক নহে। যে-কালে ছোট হরিদাস নিষ্কপটভাবে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-সেবা করেন, সে-কালে তাঁহার নিন্দা নাই। সে-কালে মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ-ভৃত্য, প্রিয় ভক্ত ও পার্ষদ বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু যে-কালে সেবার আবরণে কপটতা, সেই কালেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাহার প্রশ্রয় দেন নাই। ছোট হরিদাসের পার্ষদত্বের দোহাই দিয়া সেই প্রকার আদর্শকে আমাদের অবৈধ কার্য্যের একজন প্রামাণিক ও সমর্থক সাজাইবার যে গুপ্ত অভিসন্ধি প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজের মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই মহাপ্রভু ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা প্রদর্শন করিলেন। এরূপ পার্ষদত্বের দোহাই দিয়া জগতে অসংখ্য অবৈধ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। "উৎকলের অভিবাড়ী জগন্নাথ-দাস মহাশয় জগন্নাথদেবের কীর্ত্তনীয়া ছিলেন, দেবকী-নন্দনের 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় জগন্নাথদাসের নাম আছে," এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া, অধিক কি, তাঁহার 'অতিবাড়ী' উপাধিটী নিন্দার পরিবর্ত্তে বিশেষ গৌরবেরই ব্যাপক,—অতিবাড়ী সম্প্রদায় ইহা পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন! আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সহজিয়া, সখীভেকী—সকলেই তাহাদের এক একজন পূর্ব্ব পুরুষকে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু বা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর এক একজন পার্ষদ খাড়া করিয়া এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,' 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'অদ্বৈত-প্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার করিয়া কত প্রকার যে অবৈধ স্বেচ্ছাচারের তাণ্ডব তুলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

দ্বিতীয় যুক্তি নিরাস

বিপ্রলিপ্সা।

২। ছোট হরিদাসের যে অপরাধের কথা মহাপ্রভু সাক্ষাদ্ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন বা ভক্তগণের প্রশ্নের অব্যবহিত পরে সাক্ষাদ্ভাবে জানাইয়াছেন, তাহা নগেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে গোপন করিয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ মহা-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

কোন্ অপরাধ প্রভু, কৈল হরিদাস ?
কি লাগিয়া ছাড়মালা, করে উপবাস ?
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১১৬)

অব্যবহিত পরেই—

প্রভু কহে, বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥
ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি-সম্ভাষিয়া ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১১৭-১১৯)

ছোট হরিদাস-বর্জ্জন ব্যক্তিগত ও সাধারণ —উভয় শিক্ষামূলক

"কোন্ অপরাধ কৈল হরিদাস" ?—এই ব্যক্তিগত প্রশ্নের যে উত্তর, তাহাও নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত, তবে ব্যক্তিগত সত্যকথার বা ঘটনার আবর্শে আনুষঙ্গিকভাবে সাধারণের শিক্ষাও নিহিত থাকে। যেমন ব্যক্তিগতভাবে কোন চোর, দস্যু বা লম্পটের দণ্ড হইলে সকলেই তাহা হইতে সতর্ক হয়। কিন্তু ঐ প্রকার স্থলে সাধারণ শিক্ষা আনুষঙ্গিক ও গৌণ ফল-মাত্র, ব্যক্তিগত দণ্ড-প্রদানই প্রধান ও মুখ্য বিষয়। যেমন ছোট হরিদাসের ব্যক্তিগত দণ্ডের দ্বারা আনুষঙ্গিক ও গৌণ কি ফল হইল, তাহাও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ।"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১০৪)

দেখি' ভাগ উপজিল সব ভক্তগণে।
স্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥
(চৈঃ চঃ অ ২।১০৫)

"ছোট হরিদাসের কি অপরাধ"? তদুত্তরে মহাপ্রভু জানাইলেন,—

"ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি-সম্ভাষিয়া॥"

এখানে 'ক্ষুদ্রজীব', 'মর্কট বৈরাগ্য', 'ইন্দ্রিয় চরান' ও 'প্রকৃতি সম্ভাষণ'—পদগুলি প্রণিধান-যোগ্য। ঐ সকল বিশেষণ ছোট হরিদাসের অপরাধের বিষয় জিজ্ঞাসার উত্তরে কথিত হওয়ায় তাহা কি ছোট হরিদাসে প্রযোজ্য নহে?

'ক্ষুদ্রজীব'-শব্দ-দ্বারা সমর্থ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের বা পরমেশ্বরের সহিত মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের ভেদ করিয়াছেন। কারণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমুখে বলিয়াছেন,—

দুষ্টোঽপি যবনীপায়িং বিপ্রস্ত্বং বা লৌকিকানয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদাম্বুজম্॥
মহিষা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য করিল তোমারে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৬ষ্ঠ অঃ)

অন্যত্র শ্রীবাসের উক্তিতে দেখা যায়,—

এই মোর দৃঢ় আত্মা হৈতে।
মহিষা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে॥
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি।
কহিনু তোমারে প্রভু, সত্য করি' অতি॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।৩০৪, ৩০৫)

ছোট হরিদাসের প্রতি শাসন এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীরামানন্দরায়ের প্রতি ব্যবহারের পার্থক্য

ছোট হরিদাসের প্রতি উক্তির সহিত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাদির প্রতি কিম্বা শ্রীরামরায়ানন্দের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তির পার্থক্য দ্বারাও ছোট হরিদাসের চরিত্র প্রমাণিত হইতেছে। তটস্থাশক্তিজাত জীবের উত্থান ও পতন অবশ্যম্ভাবী।

বাহ্য বৈরাগ্যপ্রদর্শন-দ্বারা ছোট হরিদাসের বৈরাগ্য যে কপটতাপূর্ণ ছিল, তাহা কি শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রতিপাদন করেন নাই?

বাহ্যে বৈরাগ্য অভিমান, কিন্তু অন্তরে উপেক্ষ ইন্দ্রিয়-চালনা ও প্রকৃতি-সম্ভাষণ—এই উক্তি-দ্বারা কি লক্ষ্য করা হইয়াছে?

মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অপ্রাকৃতা প্রকৃতি শ্রীমাধবী-মাতা

মহাপ্রভু যাঁহাকে 'রাধিকার গণে' গণনা করেন, যিনি সাক্ষেতিমহন অন্তরঙ্গ ভক্তের অন্যতম, যিনি 'বৃদ্ধা', 'তপস্বিনী', আর 'পরমা বৈষ্ণবী,' তাঁহার নিকট হইতে অপর বৈষ্ণবের (ভগবান্ আচার্য্যের) আসনে মহাপ্রভুর সেবার জন্য চাউল-ভিক্ষা যদি নিষ্কপটভাবেই সাধিত হইত, তাহা হইলে মহাপ্রভু কিছুতেই ঐরূপ কার্য্যকে 'প্রকৃতি-সম্ভাষণ' বলিতেন না। বৃদ্ধা ও পরমা বৈষ্ণবী কি ভক্তের ভোগ্যা প্রকৃতি? মহাপ্রভু বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ কেহ এ কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না। মাধবীদেবী অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-যোষিৎ, তিনি ছোট হরিদাসের ভোগবুদ্ধির যোষিৎ বা স্ত্রী নহেন।

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর পক্ষে বাহ্য স্ত্রীমূর্ত্তি-দর্শনই কি প্রকৃতি-দর্শন?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য হইতে জানা যায়,—

"আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।"

—সাধক ব্যক্তি স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকারকেও ভয় করিবেন।

এই কথার মূল অর্থ গ্রহণ করিলে স্বয়ং আচার্য্য-লীল শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ও ভক্তগণের চরিত্রেই তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। **ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ্য-জ্ঞানে বস্তুর বহির্দ্দর্শন হইতেই দ্বিতীয়াভিনিবেশজ ভয়ের উৎপত্তি হয়, তাহাই প্রকৃতি-দর্শন বা বিষয়ি-দর্শন।** শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিসেবোন্মুখ মহাভাগ প্রতাপরুদ্রকেই সখে দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসাচার্য্য বীরহাম্বীরের দ্বারা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতির সহায়তা করাইয়াছিলেন, শ্রীরসিকানন্দপ্রভু রাজা বৈরনাথ ভক্ত ও তদীয় বিষয়ী আত্মগণকে দর্শন ও কৃপা করিয়াছিলেন। মায়াবাদি সন্ন্যাসীর বিচার ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহাই শ্রীরূপ-শিক্ষায় দৃষ্ট হয়,—

মায়াবাদীর বিচার

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

মুক্তবৈরাগীর বিচার

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি-অনুসারে যদি সন্ন্যাসীর পক্ষে যাহা স্ত্রীদর্শনই 'প্রকৃতি-সম্ভাষণ' বলিয়া বিচারিত হয় এবং সেই বিচারানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের পরম পূজ্যা, জগন্মাতা, বৃদ্ধা, তপস্বিনী শ্রীমাধবীমাতার নিকট ভিক্ষা-গ্রহণ-মাত্রকেই-সন্ন্যাসি-বৈষ্ণবের পক্ষে 'স্ত্রীসম্ভাষণ' বলিয়া

শ্রীরঙ্গপুরী, শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও অন্য বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর আদর্শ

প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী শ্রীরঙ্গপুরীর নদীয়া-নগরে শচীমাতার নিকট ভিক্ষা-গ্রহণকে (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম অঃ ২৯৫-২৯৮), কিম্বা সার্ব্বভৌম-পত্নী ষাঠীর মাতা বা ষাঠীর হস্তে শ্রীপরমানন্দপুরীর ক্রমাগত পাঁচদিন, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও অন্যান্য আটজন সন্ন্যাসীর প্রত্যেকের দুই দিবস করিয়া ষোলদিন ভিক্ষা-গ্রহণকে (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৯২-১৯৭) শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রীদর্শন বা তাঁহাদের নিকট হইতে ঐরূপ ভিক্ষা-গ্রহণ-মাত্রকেই 'স্ত্রীসম্ভাষণ' বলিতেন।

গৌর-পার্ষদ ভগবান্ আচার্য্যের আদর্শ

যদি স্ত্রী-মূর্ত্তির নিকট অকপট ভগবৎ-সেবার্থ গমন-মাত্রই বা তাঁহার নিকট হইতে ভগবৎ-সেবার্থ ভিক্ষাদি যাচ্ঞা-মাত্রই সন্ন্যাসি-বৈষ্ণবের পক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণের 'আইন' বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে লিপিবদ্ধ, প্রচারিত বা মহাপ্রভুর শিক্ষায় থাকিত, তাহা হইলে মহাপ্রভুর পার্ষদ, শ্রীচৈতন্যকল্পতরুর অন্যতম শাখা* শ্রীভগবান্ আচার্য্য ছোট হরিদাসকে ডাকিয়া আনিয়া বলিতেন না,—

যোর নামে সিখি-মাহিতির ভগিনী স্থানে-গিয়া।
তণ্ডুল-চাউল এক-মান আনহ মাগিয়া॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২য় পঃ)

* ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মসম্বন্ধ ভারতী।
শ্রীসিখি-মাহিতি, আর মুরারি-মাহিতি।
মাধবী দেবী—শিখিমাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসী-মধ্যে যাঁর নাম গণি॥

(চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ)

শ্রীভগবান্ আচার্য্য কি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্ম ও কি প্রকারে তাঁহাদের স্ত্রী-সম্ভাষণ হয়, তাহা জানিতেন না? স্ত্রীসম্ভাষণ-অপরাধে অপরাধী ও মহাপ্রভুর অপ্রিয়তাজন করাইবার জন্যই কি মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীভগবান্ আচার্য্য ছোট হরিদাসকে মাধবী-মাতার নিকট প্রেরণের ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন? আর শ্রীভগবান্ আচার্য্যের অজ্ঞতার জন্য শ্রীভগবান্ আচার্য্যকে মহাপ্রভু শাসন করিবার পরিবর্ত্তে "প্রণয়বিদ্যা" তাঁহার ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন কেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ

সন্ন্যাসিগণ চিরদিনই গৃহস্থের গৃহ হইতে ভিক্ষাগ্রহণ-পূর্ব্বক গৃহস্থ-সম্প্রদায়ের মঙ্গল ও সুকৃতিসাধন করেন। সন্ন্যাসিগণ যখন গৃহস্থের গৃহ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তখন গৃহলক্ষ্মীগণও ভিক্ষাদি প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থলীলায় শচীমাতা এবং লক্ষ্মীদেবীর সাহায্যে সন্ন্যাসিগণকে ভিক্ষা প্রদান করিতেন,—

কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা' নিমন্ত্রেন প্রভু হইয়া হরিষ।
সেইক্ষণে কহি' পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা শীঘ্র করিবারে॥
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি' বৈসে॥
সেই সব অতিথি—পরম-ভাগ্যবান্।
লক্ষ্মী-নারায়ণ বারে করে অন্নদান॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ)

ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণব-যতিরাজ আচার্য্য শ্রীরামানুজের আদর্শ

লোক-শিক্ষক আচার্য্য শ্রীরামানুজ ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণবসন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও সন্ন্যাসীর বিধি জানিতেন না, এরূপ বলা মূর্খের পক্ষেই শোভনীয়। তিনি এক সময় তাঁহার সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের সহিত 'অষ্টসহস্র' নামক গ্রামে তাঁহার গৃহস্থ শিষ্য শ্রীবরদাচার্য্যের পরম সাধ্বী পত্নী লক্ষ্মী-নাম্নী পত্নী বা নিজ-শিষ্যার নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন শ্রীরামানুজ বরদাচার্য্যের গৃহে নিজ-সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন, তখন লক্ষ্মীদেবী একাকিনী ছিলেন

এবং স্নান করিয়া চীরখণ্ড-দ্বারে-পূর্ব্বক সূর্য্যের উত্তাপে বস্ত্র বিশুষ্ক করিয়া দিয়াছিলেন। দেবী লক্ষ্মীদেবী নিজ-গুরুর সম্মুখীন হইতে না পারিয়া করতালিধ্বনি-দ্বারা ইঙ্গিত-পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। যতিরাজ তৎক্ষণাৎ বহির্দ্দেশ হইতে নিজ-উত্তরীয় গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্মীদেবী গাত্র-আচ্ছাদন-পূর্ব্বক গুরুদেবের সম্মুখে আগমন, গুরুদেবকে অভিবাদন, অভি-ভাষণ, নানাপ্রকার প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা এবং গুরুদেবের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদানাদি করিলেন। পরে শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া গুরুদেবকে ভোগ দিলেন। ইহার দ্বারা কি স্ত্রীপ্রকৃতি-যতিরাজ বৈষ্ণবাচার্য্যের স্ত্রীসম্ভাষণ হইয়াছিল? যাঁহারা 'প্রপন্নামৃত', 'মধ্ব-দিগ্বিজয়,' 'জয়তীর্থ-চরিত,' 'বল্লভদিগ্বিজয়' প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের কৃত্যসম্বলিত গ্রন্থাদি আলোচনা করেন নাই বা শ্রীবল্লভাচার্য্যের কোন কথায় প্রকৃত খবর রাখেন না, তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত মূর্খতা-বিজৃম্ভিত সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য।

"শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে"

শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যের ১৩শ সর্গের ১১৭—১২২ শ্লোকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের শ্রীশচীমাতার সহিত আলাপ, শচীমাতাকে দর্শন ও শচীমাতার নিকট হইতে ভিক্ষাগ্রহণ-প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ আছে। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে"র চতুর্থ অঙ্কে সন্ন্যাসী কেশবভারতীকে শ্রীশচী-মাতার ভিক্ষা-দান-প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী

স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী বহু ত্যাগি-বৈষ্ণব শিষ্য করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তিনি জগতে প্রকৃতি-সম্ভাষণের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন কি?

শ্রীগঙ্গামাতার দৃষ্টান্ত

গৌরপার্ষদ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত বা শ্রীমুরারিগুপ্তের শিষ্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও পুটিয়ারাজকন্যা শ্রীগঙ্গামাতা। উৎকলে এই গঙ্গামাতার প্রতিষ্ঠ মঠ আছে। শ্রীগঙ্গামাতা অনেক ত্যাগী শিষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীহরিদাস পণ্ডিত বা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া বা শ্রীগঙ্গামাতাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া বা শ্রীগঙ্গামাতা ত্যাগি-বৈষ্ণবগণকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিয়া প্রকৃতি-সম্ভাষণ ও মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন কি? আজকালকার সকট-বৈরাগী-সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি না।

ভোগবুদ্ধিতে পুরুষাকার-দর্শনেও স্ত্রীদর্শন সম্ভব

কামুকগণ জগৎকেই কামিনীময় দর্শন করে। মহাপ্রভুর বিচার তাহা নহে। ভোগ-প্রবৃত্তির কুচিযুক্ত দর্শনই স্ত্রীদর্শন, তাহা বাহ্য পুরুষাকার-দর্শনেও হইতে পারে। বৈষ্ণবগণ সকলকে গুরুবুদ্ধিতে দর্শন করেন। শ্রীরূপপুরী বা শ্রীপরমানন্দপুরী প্রভৃতি অষ্ট সন্ন্যাসীর গৃহস্থের বাড়ী হইতে, পরম পূজ্য বৈষ্ণবীগণের হস্ত হইতে ভিক্ষা-গ্রহণে ভোগ-প্রবৃত্তির রুচি ছিল না, তাহা এক কৃষ্ণশক্তি আর এক কৃষ্ণশক্তিকে সেবাময়ী গুরুবুদ্ধিতে দর্শন।

কৃষ্ণদাসবিপ্র ভট্টথারি-স্ত্রীলোকের-প্রলোভনে পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে বর্জ্জন করেন। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অনুরোধে কৃষ্ণদাসকে পুনরায় সেবাধিকার প্রদান করেন। যে-ব্যক্তির 'স্ত্রীধনে' 'লোভ' জন্মিয়াছিল, সেই ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের দ্বারা প্রেরিত হইলেন—শচীমাতার নিকট!—

> তবে গৌড়দেশে আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
> নবদ্বীপে গেল তেঁহ শচী-আই-পাশ॥
> মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
> দক্ষিণ যৈতে আইলা প্রভু—কহে সমাচার॥
>
> (চৈঃ চঃ ম ১০।৭৪-৭৬)

একবার যে ত্যাগি-বৈষ্ণবের স্ত্রীলোকের দর্শনে পতন হইয়াছে, তাঁহাকে নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর একত্র যুক্তি করিয়া শচীমাতার নিকট প্রেরণের দ্বারা কি প্রকৃতি-সম্ভাষণের সাহায্য করিয়াছিলেন?—নিশ্চয়ই নহে; অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশচীমাতা প্রাকৃত বৎসলরসের ভোগ্য আশ্রয় বস্তুর ন্যায় প্রকৃতি নহেন। শ্রীশচীমাতা যেরূপ বাৎসল্যরসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমাধবীমাতাও তেমনি মধুর রসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীসতীর গণে গণিতা।

মহাপ্রভু কোন বিধবা সুন্দরী যুবতীর বালককে স্নেহ করায় দামোদর-পণ্ডিত প্রভুর এই কার্য্যের সমালোচনা

করিয়াছিলেন, সেজন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মচারী রামোদরকে শচী-মাতার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন,—

প্রভু কহে,—রামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ গিয়া যাঞা॥

(চৈঃ চঃ অ ৩য় পঃ)

ইহার দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন,—অপ্রাকৃত প্রকৃতিগণ প্রাকৃত প্রকৃতি নহেন। শুদ্ধবুদ্ধিতে দর্শন—প্রকৃতি-দর্শন নহে, নতুবা একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে স্ত্রীলোকের নিকট অবস্থান, স্ত্রীলোককে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মহাপ্রভু কিরূপে আদেশ করিলেন? এই সকল ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়, রাধিকার গণে গণিতা, বৃদ্ধা, তপস্বিনী, পরমভক্ত শ্রীমাধবীমাতা বা বাৎসল্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীশচীমাতাকে কখনও মহাপ্রভু 'প্রকৃতি' বলেন নাই; অথচ ছোট হরিদাসকে "প্রকৃতি-সম্ভাষী," বৈরাগী বলিলেন কেন? সেই প্রকৃতি সেখানে কে? মাধবীমাতা-ব্যতীত অন্য ব্যক্তিবিশেষ নহে কি?

মাধবীমাতার নিকট ভিক্ষা-প্রার্থনা—কৃষ্ণ-সেবা, প্রকৃতি-সম্ভাষণ নহে

এক শ্রেণীর অর্ব্বাচীন ব্যক্তি একদিকে ছোট হরিদাসকে পূতচরিত্রের লোক সাজাইয়াছেন, অপরদিকে পরমা বৈষ্ণবী, বৃদ্ধা, তপস্বিনী মাধবীমাতার নিকট ছোট হরিদাসের মহাপ্রভুর সেবার্থ গমন-মাত্রকেই 'প্রকৃতি-সম্ভাষণ' বলিয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহারা পরম পূজনীয়া মাধবীমাতাকে কৃষ্ণের প্রকৃতি অর্থাৎ 'ভোগ্যা নারী' বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া ফেলেন। ইহা একদিকে যেমন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, আর একদিকে তেমনই **জীবশাদপি জীবশ অপরাধের** হেতু। সর্ব্বজগৎপূজ্যা, পরমা বৈষ্ণবী শ্রীমাধবী-মাতাকে কৃষ্ণের প্রকৃতি বলিয়া প্রতিপাদন করিবার যে পাষণ্ডতা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে ঐরূপ আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা স্বীকার না করিলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৬ ধারার অভিযোগ-পাত্ররূপে বৈষ্ণবগণের ধর্ম্মবিশ্বাসে সর্ব্বাধিক আঘাত করা হয়।

সাড়ে চারিশত বৎসর পরে প্রাকৃত-সহজিয়াবাদের গ্লানি

আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সাড়ে চারিশত বৎসরের অধিক কাল পরে প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও প্রচারকে বিকৃত এবং ভগবৎপার্ষদগণের চরিত্রের সহিত কপটতাকে মিশ্রিত করিবার চেষ্টা দেখাইয়া সহজিয়া, সখীভেকী, আউল, বাউল প্রভৃতি মতের পুষ্টির জন্য যেরূপ বহির্মুখ লোক-মত সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়াই পরতঃখদুঃখী পাষণ্ড-দলনকামা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পতাকাবাহিগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর যথার্থ শিক্ষা-সমূহ পুনরুদ্ধার করিতেছেন। আমাদের অনেকের অনেক প্রকার অন্যাভিলাষ ও মনোধর্ম্ম তাহাতে খণ্ড-বিখণ্ডিত হওয়ায় আমরা সদ্-বৈষ্ণবগণকে শত্রু ভাবিয়া ও নানা প্রকারে তাঁহাদের নিন্দা করিয়া ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চয় করিতেছি। ইহাই বৈষ্ণবমায়ার খেলা। বৈষ্ণবমায়া অসত্যকে সত্য এবং সত্যকে অসত্য বুঝাইয়া থাকে, আর জনপ্রিয় মতানুসারে বা স্থূলবুদ্ধিতে ভ্রান্ত সত্য নির্ণয় করায়—সাধু-গুরু আচার্য্যের বাণী শ্রবণ করিবার পরিবর্ত্তে নিজ-ভোগময় মস্তিষ্কের বিচারকেই সমীচীন ও সঙ্গত মনে করাইয়া থাকে।

তৃতীয় কল্পিত মত নিরাস

৩। "শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসি-বৈষ্ণবদিগের শিক্ষার জন্যই হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা করিয়াছেন",—নগেন্দ্রবাবু এই উক্তি করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর মতে কেবল-মাত্র সন্ন্যাসিগণের জন্যই প্রকৃতিদর্শন নিষিদ্ধ হইয়াছে, অন্যান্য ব্যক্তিগণের প্রকৃতি-দর্শনে বাধা নাই। এরূপ যুক্তির ফলনায় গৃহস্থের বেশে থাকিয়া অবৈধ প্রকৃতি-সম্ভাষণের সুযোগ-করণই কি তাহা হইলে ধর্ম্ম হইবে? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় জানা যায়,—

দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে॥

(চৈঃ চঃ অ ২।১৩৪)

'সব ভক্তগণ' বলিতে কি কেবলমাত্র সন্ন্যাসি-ভক্তগণ? —অন্যান্য ভক্তগণ নহেন? প্রকৃতি-সম্ভাষণ-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ও মনুসংহিতার এই বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

(ভাঃ ৯।১৯।১৭)

অর্থাৎ মাতা, ভগ্নী কিম্বা কন্যার সহিতও কখনও নির্জ্জনে থাকিবে না, কেননা, বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।

উপরি-উক্ত বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবত গৃহস্থগণকেই মাতা, ভগ্নী ও কন্যার সহিত নির্জ্জনে অবস্থান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, সন্ন্যাসী—গৃহত্যাগী, তিনি কখনও মাতা, ভগ্নী বা কন্যার সহিত বাস করেন না; গৃহস্থেরই কন্যাদির সম্ভব। 'বিদ্বান্' বলিতে কেবল সন্ন্যাসী বুঝায় নাই, যে-কোন আশ্রমে অবস্থিত ব্যক্তিরও পতন হইতে পারে,—ইহাই বুঝাইতেছে। এই শ্লোকটী যযাতি রাজার (স্বয়ং গৃহস্থ, সন্ন্যাসী নহেন) নিজের প্রসঙ্গে উক্তি। [আজকাল পঞ্চায়েতের লেখক-সম্প্রদায়কে এই বিষয় দেখাইয়া দিলে, তাঁহারা কৌশলে একটু সুর বদলাইতেছেন

প্রকৃতিদর্শন কি ?

শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধক জীব ও বিভিন্নবিৎসু সন্ন্যাসিগণের জন্য ভোগ-বুদ্ধিতে পরস্ত্রী-দর্শন নিষেধ করিয়াছেন। ভোগ-বুদ্ধিতে বিশ্ব-দর্শনই প্রকৃতিদর্শন বা যোষাদর্শন। পাটনীর সহিত নৌকা পার হওয়া কিছু প্রকৃতিসঙ্গ নহে বা ভোগ-বুদ্ধিতে পরস্ত্রীর সহ নৌকাবিহারের সহিত একতাৎপর্য্যপর নহে।

'পঞ্চায়েৎ' সম্পাদকের অশাস্ত্রীয়,-অযৌক্তিক স্বকপোল-কল্পনা নিরাস

'পঞ্চায়েৎ'-সম্পাদকের মতে প্রদর্শনীতে নারীমূর্ত্তি-প্রদর্শনের দ্বারা সন্ন্যাসিগণের প্রকৃতি-সম্ভাষণ হইয়া পড়িয়াছে! কারণ, মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

দারুময়ী শক্তিমূর্ত্তির পূজা বা শক্তিপর অভিনয় প্রকৃতিতে স্থূল স্ত্রীমূর্ত্তির অবতারণা কি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে নিষিদ্ধ ?

"দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।" পণ্ডিত সম্পাদকের এই যুক্তি গ্রহণ করিলে দারুময়ী বা মৃন্ময়ী মহা-শক্তি-মাতার মূর্ত্তির পূজা উঠাইয়া দিতে হয়। নির্জ্জনে একাকী এক ঘরে ঐ দারুময়ী মূর্ত্তির পূজা ত' দূরের কথা, প্রকাশ্যেও এরূপ মূর্ত্তির দর্শন অবৈধ ব্যাপার হইয়া পড়ে। **'পঞ্চায়েৎ'-সম্পাদকের বিচার গ্রহণ করিলে গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গের পূজা সন্ন্যাসি-সমাজে অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া প্রমাণিত হয়।** অতএব সখী প্রভৃতি স্ত্রীমূর্ত্তিকে দারুময়ী 'প্রকৃতি' বা শ্রীমাধবী-মালাকে 'প্রকৃতি' বলা এবং তাঁহাদের প্রতি গুরুবুদ্ধিকে 'প্রকৃতি-সম্ভাষণ' প্রভৃতি বলা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মাটিয়া বুদ্ধিতেই শোভা পায়। আর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু স্যালী বৈষ্ণব হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বসিয়া শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের নিকট পত্রিকা-মূর্ত্তির অঙ্কন ও সেই চিত্র জগতের নিকট উন্মুক্ত করার 'পঞ্চায়েৎ'-সম্পাদকের বিচারানুসারে মহাপ্রভুর উপদেশের মর্য্যাদা রক্ষাকারী হইয়া পড়েন! সকল বৈষ্ণব-শাস্ত্রকারই সেই দোষে দোষী হইয়া পড়েন! কারণ, **বৈষ্ণব-কাব্য-নাটকাদিতে স্ত্রীমূর্ত্তির অবতারণা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার অভিনয়াদিতে দারুময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে স্থূল স্ত্রীমূর্ত্তি-সমূহ উপস্থিত হয়।**

শ্রীল শুকদেবের কি অন্যায় হইয়াছে ?

শ্রীশুকদেব সন্ন্যাসীর লীলা প্রকট করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অসংখ্য স্থানে যে-সকল স্ত্রীচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, 'পঞ্চায়েৎ-সম্পাদক মহোদয়ের যুক্তি-অনুসারে তাঁহাকে শুকদেবও একজন স্ত্রীসম্ভাষণকারী হইয়া পড়েন।

'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী'র শিক্ষায় অর্চ্চা-সমূহের উদ্দেশ্য মাটিয়া মস্তিষ্কে বিচার করিতে গিয়া ব্যক্তিবিশেষের বা বহু বহির্ম্মুখ ব্যক্তির যে ভুল হইয়াছে, সেই ভুল ও অজ্ঞতা অপরের ঘাড়ে চাপান কতদূর অন্যায়, তাহা সুধী-মাত্রেই বুঝিতে পারেন।

'সপত্নী' শব্দের অর্থ-বিকৃতি

সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে,—"পরিতাপের বিষয় এই যে, নারীমূর্ত্তি-প্রদর্শনের উৎসাহের প্রাবল্যে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ষড়্রিপুও নারীমূর্ত্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।" সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর ঐ আদর্শ বা উদাহরণটী শ্রীমদ্-ভাগবতের একটী শ্লোকের অবলম্বনে গৃহীত হইয়াছে। ইহা ব্যক্তিবিশেষের অজ্ঞতা হইলেও সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর পরিচালকগণের স্বকপোল-কল্পিত নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে রাজর্ষি বসুর প্রতি অবধূত ব্রাহ্মণের উক্তি,—

> জিহ্বৈবতোঽচ্যুত বিকর্ষতিমাবিতৃপ্তা
> শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
> ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তি-
> র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥
>
> (ভাঃ ১১।৯।২৭)

বহু সপত্নী (সহীন) মিলিয়া যেমন একজন পুরুষকে ভিন্ন-ভিন্ন করে, তদ্রূপ জিহ্বা, শিশ্ন, ত্বক, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ বদ্ধজীবকে স্ব-স্ব বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়া ভ্রান্ত-বিধ্বস্ত করে।

শ্রীভাগবত 'সপত্নী' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, শ্রীল শুকদেব তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীশুকদেবের ন্যায় সন্ন্যাসি-নীলাম্বিনয়কারীর মুখে—অবধূত ব্রাহ্মণের মুখে 'সপত্নী' 'শিশ্ন' প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ শুনিয়া গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদকগণ কি বলিবেন, জানি না।

আমাদের ন্যায় গ্রাম্যবার্ত্তায়, গ্রাম্যভাবনায় মত্ত গৃহব্রত ব্যক্তিগণের সন্ন্যাসিগণের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে যাওয়া কতদূর ধৃষ্টতা ও নিজের ওজন ভুলিয়া যাওয়া, তাহা অবিকৃতমস্তিষ্ক হইলে আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিব এবং বুঝিয়া অনুতপ্ত ও ক্ষমা-প্রার্থী হইব।

লিঙ্গ-জ্ঞানের উদাহরণ

'পঞ্চায়েতে'র 'কৃষ্ণদাস' নামধারী লেখক বলেন যে, ষড়্রিপু কিম্বা জিহ্বা, উদর, উপস্থাদির ষড়্-বেগ বা ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি ষড়্ঊর্ম্মিকে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের ভাব-অনুসরণে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করা লিঙ্গজ্ঞানের অভাবের দৃষ্টান্ত এবং স্বকপোল-কল্পনা হইয়াছে। আমরা কিন্তু এখানে 'কৃষ্ণদাস' নামধারী লেখকের অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইলাম না। ষড়্ঊর্ম্মিকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করা লিঙ্গজ্ঞানের অভাব-বোধক, ইহা আমরা বহুবৎসর সংস্কৃত অধ্যাপনার পর শিক্ষা করিলাম! 'ঊর্ম্মি'-শব্দ পুংলিঙ্গ হইলেও স্ত্রীলিঙ্গেও তাহার অধিষ্ঠান আছে। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গের বাচক হইলেও কাম-বাসনা, ক্রোধ-স্পৃহা প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ ইতর বাসনা-গুলিকে কামিনী-মূর্ত্তিতে সাজান হইয়াছে। ইহাই সমগ্র বৈকল্পশাস্ত্রের অভিমত যে, ভগবৎ-সেবকের নিকট কাম-ক্রোধাদি রিপু নহে, তাহাই ভগবৎ-সেবার অনুকূল-পরমমিত্র; কিন্তু ভগবানে অভক্ত ভোগি-গণের নিকট ঐ সকল রিপুর দুষ্ট বাসনাই অহিত-কারক। 'বাসনা', 'স্পৃহা' প্রভৃতি শব্দকে 'কৃষ্ণদাস'-নামধারী লেখক কোন্ লিঙ্গ বলিবেন, জানি না। এরূপ স্থূলবুদ্ধি লইয়া সমালোচনা-প্রাঙ্গণে অবতরণ পণ্ডিতের পরিচায়ক কি না, তাহা সুধী সমাজ বিচার করিবেন।

ভগবানের সেবায় যাহা নিযুক্ত না হয়, তাহার বাহ্য পুরুষ বেশ থাকিলেও তাহাই যোষা, ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। কাম-ক্রোধাদি বৃত্তি কিংবা উদর-উপস্থাদির গতি যদি হেয়তা-বর্জ্জিত হইয়া অপ্রাকৃত বিশুদ্ধভাবে অপ্রাকৃত পূর্ণ পুরুষের সেবায় নিযুক্ত না হইল, তাহা হইলে তাহা যোষা-ব্যতীত আর কি? ইহা যাহারা বুঝিতে না পারেন, তাঁহাদের মস্তিষ্ককে কোন্ জাতীয় বলা যাইবে? ইঁহাদের সঙ্গে কোন কথাই চলে না।

সপত্নী ও রিপুবর্গের ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখিনী বৃত্তি

শ্রীমদ্ভাগবতের উপরি-উক্ত শ্লোকে জিহ্বা, উপস্থ, স্পর্শেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়কে তাহাদের ভোগ্য বিষয়গুলি কিরূপভাবে চতুর্দ্দিকে আকর্ষণ করে, তাহার দৃষ্টান্ত এক স্বামীকে বহু সপত্নীর চতুর্দ্দিকে আকর্ষণের দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু পঞ্চায়েতের লেখক বলেন যে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভোগ-স্পৃহাকে ছয়টী কামিনী মূর্ত্তির দ্বারা যেখান স্বকপোল-কল্পনা হইয়াছে। আমরা কোন শাস্ত্র-পারঙ্গত ব্যক্তির নিকট হইতে কখনও এরূপ স্থূলবুদ্ধির আশা করিতে পারি না। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়ে স্পৃহাগুলিই ইতর বিষয়ের কাম-ক্রোধাদি স্পৃহা, শোক-মোহাদি গতি বা জিহ্বা-উদর-উপস্থাদির বিষয়-ভোগ-বৃত্তির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। কোন একটী বিষয় প্রতীকের দ্বারে দেখাইতে হইলে প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিগ্‌দর্শন-মাত্রকরা হয়, ইহা যাহারা যতদূর করিয়া বুঝিতে চাহেন না, তাঁহাদিগের বুদ্ধি মণিময়মন্দিরে ছিদ্রানুসন্ধান এবং ঘৃণা মৎসরতা-ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা যে-কোন সুধী ব্যক্তি ধরিতে পারিবেন।

'পঞ্চায়েতে'র লেখকের মত আচার্য্য ও মহামান্য টীকাকারগণের মতের বিরুদ্ধ

'পঞ্চায়েতে'র লেখক 'গ্রেহপতিঃ' ও 'সপত্নাঃ' প্রভৃতি শব্দকে শ্রীধরস্বামিপাদের অবধি টোহাই দিয়া বিকৃত করিতে চাহেন। শ্রীধরস্বামিপাদ 'সপত্নী' অর্থে 'সমান-পতিকা' বলেন না,—এইরূপ প্রমাণ কোথায়ও নাই। বিভিন্ন

টীকাকারগণ একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-নির্দ্দেশ প্রকাশ করিতে পারেন, তদ্দ্বারা 'অপন্থা'-শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ নিষেধ করা হইল, ইহা বুঝা যায় না; কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের মহামান্য টীকাকার শ্রীমদ্ বীররাঘবাচার্য্য তাঁহার ভাগবততত্ত্ব-চন্দ্রিকা-টীকায় বলেন,—

"দেহপতিং গৃহ্ণতঃ বহ্বাঃ সপত্ন্যা ইব দেহপতিম্ ইন্দ্রিয়াণি দূষয়ন্তি বিকর্ষন্তীত্যর্থঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন 'সিদ্ধান্তপ্রদীপ'-ভাষ্যেও আমরা দেখিতে পাই,—

"বহ্ব্যঃ সপত্ন্যঃ দেহপতিং স্বস্বামিনং দূনয়ন্তীব ক্লেশয়ন্তি যথা স্বস্বার্থনির্ব্বর্ত্তনে তদিষ্টার্থাৎ বিমুখং কুর্ব্বন্তি যথেত্যর্থঃ।"

এই সকল প্রসিদ্ধ টীকাকারের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক করিয়া পঞ্চরাত্রের লেখকের অভিসন্ধিমূলক কল্পিত মত সুধীগণের অগ্রাহ্য নহে কি?

[অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ্য]

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ

২০ নবাবপুর, ঢাকা

ইং ৩।১।১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৩ই জানুয়ারী তারিখের পত্র গতকল্য সন্ধ্যায় পাইয়াছি। তাহাতে জানিলাম, আপনার জননীর এই পার্থিব জগৎ হইতে মহাপ্রস্থান হইয়াছে। সম্প্রতি আচার্য্যাত্মিক শ্রীযুত কুঞ্জবাবু সম্ভবতঃ গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

শ্রীহরিবাসর-উপবাস-দিবসে শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে ঐ দিন মহাপ্রসাদের দ্বারা বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ করা সঙ্গত নহে বলিয়াই শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং একাদশী অর্থাৎ উপবাস-তিথিতে শ্রাদ্ধ না করিয়া অগ্র-পশ্চাৎ অন্যতিথিতে মহাপ্রসাদ-দ্বারা শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

শ্রীযুত • • বাবুর ও আপনার পিতৃদেবের বিচার শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হইলাম।

এখানে প্রদর্শনীর কার্য্যে ভক্তগণ স্ব-স্ব চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন। পার্থিব জগতে সকলকে সম্মান করিতে হইবে, কিন্তু অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহাদের বিচার-প্রণালীর দাস হইতে হইবে না,—এই কথা শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের পূজ্যবর্গ ভগবৎসেবা লাভ করিয়াছেন,—এই বিচারই আমাদের পক্ষে সঙ্গত।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, ঢাকা

ইং ১৩।১।১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু—

গত রাত্রিতে আপনার পত্র পাইলাম। শ্রীযুক্ত • • বাবুর পত্রও কলিকাতা হইতে পাইয়াছি। শ্রীরাধারাণী শ্রীবিগ্রহ পাঠাইবার যত্ন করিব। প্রতি অভিষেক-মন্ত্রে জল-সেচন করিয়া পূজা-কার্য্য চলিতে থাকুক। পূজা বন্ধ করার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীবিগ্রহ স্পর্শের ঠাকুরের ন্যায় অপবিত্র হন না। কিন্তু তাঁহার স্পর্শে অপবিত্র ব্যক্তিরও শুদ্ধি লাভ ঘটে। তবে জন্ম-জন্মান্তরের অপরাধ সঞ্চিত থাকিলে চৌরের দৃষ্টান্তে পাপ-নিবৃত্তি হয় নাই ক্রমশঃ তাহার মুক্তিলাভ ঘটিয়া হরি-সেবায় প্রবৃত্তি উদিত হইতে পারে।

আপনি ৩রা মাঘ কলিকাতা যাইতেছেন জানিলাম। আমি যদি বুধবার এখান হইতে যাত্রা করি, তবে সোমবার কলিকাতায় পৌঁছিব। মঙ্গলা প্রদর্শনীর দেখে কলিকাতায় ফিরিব। • • 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' ঢাকায় ছাপাই[illegible] চলিতেছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক •

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌরীয় মঠ, ৯ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৪০, ২২শে এপ্রিল ১৯৩৩ | ৩৬শ সংখ্যা

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভায়

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, অধিষ্ঠানমন্দির

কাল—২৭শে ফাল্গুন (১৩৩৯), ১১ই মার্চ (১৯৩৩) শনিবার, রাত্রি ১০ ঘটিকা

[প্রথম দিবসের অধিবেশনে বক্তৃতা]

নীতিশাস্ত্রনিপুণ চাণক্য পণ্ডিত ব'লেছেন,—

"তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।"

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কোন কথা না বলি, ততক্ষণ পর্য্যন্তই আমাদের ব'সে থাক্‌বার যোগ্যতা হয়। কথা বল্লেই গলদ পাওয়া যায়। চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে গলদ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ নির্জ্জনে বিনিদ্রাসন হ'য়ে যদি ভজনের অভিনয় করা যায়, তা' হ'লে লোকের আক্রমণের পাত্র হ'তে হয় না, প্রশংসাই পাওয়া যায়। আর যদি কিছু কীর্ত্তন করা যায়, তা' হ'লে অনেকের প্রতিবাদ না হ'লেই প্রতিবাদ ও আক্রমণের পাত্র হ'য়ে পড়্‌তে হয়।

আমাদের যে কাজটা পড়েছে, তা' নিত্যকাল হরি-কীর্ত্তন। তবে তা'তে আমাদের নিজেদের কোন দায়িত্ব নেই। যদি অহঙ্কার-বশে ত্রিগুণ-তাড়িত হ'য়ে কোন কথা আমরা বলি, তা' হ'লেই আমাদের অসুবিধা ও দায়িত্ব এসে যায়; কিন্তু যদি ভগবানের কথা তাঁ'রই নিজ-জনের আজ্ঞানুবিধান-সূত্রে বলি, তা' হ'লে আর দায়িত্ব থাকে না। সুবিধাই হউক, আর অসুবিধাই হউক, তা'তে আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নেই। যদি মনিবের পক্ষে কোন পিয়ন বা সংবাদ-বাহক সংবাদ বহন ক'রে এনে দেয় বা সংবাদগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিলি ক'রে দেয়, তা' হ'লে সংবাদ-সম্পর্কে বাহকের কোন দায়িত্ব নেই।

আমরা বড় আশা-ভরসা পেয়েছি ; আমাদের নিজেদের কথা কিছু নেই, আমরা কেবল ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কথা বল্‌ব। তা'তে প্রতিবাদের কিছু থাকতে পারে না। আমরা যাঁ'দের বাণী বহন ক'রে থাকি, জগতের কোন প্রতিকূল মত তাঁ'দের প্রতিযোগী হ'তে পারে না, সে-সূত্রে আমাদের হৃদয়ে বথেষ্ট বল আছে। আমরা সেই শ্রৌতবাণীর সম্মুখে শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে উপনীত হওয়ার চেষ্টা কর্‌ব মাত্র। আমরা সর্ব্বদা শ্রীহরির শ্রবণ ও শ্রীহরির কীর্ত্তন কর্‌ব, তা'তে আমাদের কোনই অসুবিধা হ'বে না—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

অর্থাৎ আমাদের নিজেদের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, আমাদের বড় ভরসা, আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাক্য বল্‌ব। তা'তে আমাদের কোন অসুবিধার কথা নেই, বরং আমরা প্রচুর পরিমাণে আশ্বস্ত হ'য়েছি, অত্যন্ত ভরসা পেয়েছি, —একমাত্র অদ্বিতীয় বাস্তবসত্য জগতে প্রচারিত হ'লে সে-কথার প্রতিবাদ কর্‌বার কোন প্রয়োজন হ'বে না।

অনেকে মনে করেন, কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই প্রচুর পরিমাণে আত্মসত্যের কথা আছে, তাই এ-সকল কথার আদর যথেষ্ট পরিমাণে কেবল ভারতবর্ষেই হ'বে। ভারতেতর প্রদেশে এ-সকল কথার আদর নেই ও আদর হ'বে না। কিন্তু আত্মধর্ম্মের কথা শুধু ভারত বা শুধু বিশেষ কালের জন্য নয়, সকল দেশের জন্য—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—সর্ব্বকালের জন্য আত্মধর্ম্মের বাণী। সব দেশেই ভাল লোক আছেন—সত্য কথা শুন্‌বার লোক আছেন। সব কালেই ভাল লোক হ'য়েছেন, হচ্ছেন ও হ'বেন। আমরা যদি অযোগ্য হই এবং অযোগ্যতার দরুণ বাস্তবিক মরে যাওয়ার আগেই ভীত হ'য়ে অনেক বার মরে যাই, তা' হ'লে আমাদের হরিকীর্ত্তন হ'ল না। আমাদের ক্ষুদ্র ভাজনে অপূর্ণতা আছে, কিন্তু যোগ্য ভাজনে তা' অধিকতর বিস্তৃতি ও উজ্জ্বলতা লাভ কর্‌বে। যেমন প্রদীপ ক্ষুদ্র ভাজন অপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর ভাজনে অধিকতর বিস্তৃত ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে, আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি কম থাকলেও আমরা এমন ভাজন হ'ব, যা'তে আমাদের অনেক সুবিধা লাভ হ'বে।

আমরা যদি শ্রৌতবাণীর বাহক হই, তা'তে আমাদের আন্তরিকতা আস্‌বে না, বরং আমরা আরও অনেক কথা প্রচুর পরিমাণে শুন্‌তে পেয়ে অধিকতর মঙ্গল-লাভ কর্‌তে পার্‌ব। অনেক সময় দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ভাষান্তরের সাহায্যে কোন কোন বিষয় এত সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তা'তে হৃদয় প্রফুল্লিত হ'য়ে উঠে। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে ভাব-প্রকাশক এমন এক একটী শব্দ বা বাক্য পাওয়া যায়, যা'তে নিজের বুঝ্‌বার ও অন্যকে বুঝাবার পক্ষে অনেক সুবিধা হ'য়ে থাকে। অন্য ভাষায় সত্য-কথা প্রচারিত হ'তে পারে না যদি অনুমান করি, তা' হ'লে সত্য-প্রচারে আমরা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও কৃপণ হ'য়ে নিজেরাও সত্য-গ্রহণে বিমুখ হ'য়ে পড়ি।

আমরাই সমস্ত সুফল ভোগ কর্‌ব, অন্যকে সুফল দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—এরূপ কৃপণতাময় মনোভাব থাকলে আমাদের ভাণ্ডার সঙ্কীর্ণ হ'য়ে যা'বে, আমরা অধিক ফল লাভ কর্‌তে পার্‌ব না। যাঁ'রা কৃপণ, তাঁ'রা যাঁহার নিকট হ'তে অধিক সাহায্য পান না। যাঁ'রা অধিক দান করেন, তাঁ'রাই দানবীরগণের নিকট হ'তে অধিক সাহায্য পান।

আমরা যদি সত্যের প্রসারের চেষ্টা না ক'রে বসে থাকি, যদি মনে করি, যাঁ'রা জগতের বিষয়ে উন্নতি লাভ ক'রে এত অজ্ঞাত কথায় প্রবিষ্ট হ'য়ে গেছেন, তাঁ'দের কাছে আত্মধর্ম্মের কোন কথা আদরণীয় হ'বে না, পাশ্চাত্য-দেশে প্রাচ্যের সনাতনী কথা বিকাইবে না,—এরূপ মনে ক'রে নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়্‌লে আমরা কোন দিনই সত্যের প্রচার কর্‌তে পার্‌ব না। বিশ্বের সর্ব্বত্র সত্য-পিপাসুর অনুসন্ধান কর্‌তে হ'বে। কোথায় কোন্ সত্যানুসন্ধিৎসু পড়ে রয়েছেন, তাঁ'কে সেখান হ'তে অনুসন্ধান করে কুড়িয়ে নিতে হ'বে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সত্যের পসরা নিয়ে ঘুর্‌তে হ'বে। কোন্ সময় কা'র ভাগ্যোদয় হয়, কোন্ সময় কে সত্যের প্রতি উন্মুখ হন, তজ্জন্য সত্য-প্রচারককে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে বিচরণ কর্‌তে হ'বে। তখন আমরা দেখ্‌তে পার্‌ব—শুন্‌তে পার্‌ব যে, সর্ব্বত্রই অনেক সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পড়ে রয়েছে, যাঁ'দের নিকট হরিকীর্ত্তন ক'রে আমাদের ও তাঁ'দের যুগপৎ মঙ্গলোদয় হ'বে।

কতকগুলি লোকে মনে করেন, জাগতিক উন্নতিটাই

প্রয়োজনীয় বিষয়; কিন্তু জাগতিক উন্নতির পথেও যে-সকল কথা আছে, তা' সৌভাগ্য হ'লে সব দেশের লোকই বুঝ্‌তে পারেন। হ'তে পারে এখন তাঁ'রা পরমার্থের উত্তটা অভাব বোধ কর্‌তে না পারেন, যেমন দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না; কিন্তু এমন সময় আস্‌বে, যখন এ-সকল কথা তাঁ'রাও বুঝ্‌তে পার্‌বেন এবং সময়ে এ-সকল কথা গ্রহণ কর্‌তে পারেন নাই ব'লে অত্যন্ত অনুতাপ কর্‌বেন। বিলম্বেই লড্ডোর অধিক মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়। এজন্য ভগবান্ নিজেকে আড়ালে রাখেন। অনেকে মনে করেন, এমন কি প্রমাণ আছে, যা'তে ভগবানের অস্তিত্ব নিরূপিত হ'তে পারে; কিন্তু ভগবান্ আড়ালে থেকে আমাদের আগ্রহ পরীক্ষা করেন। যা'র আগ্রহ বেশী, তিনি ভগবানের নিকট ঘনিষ্ঠ হ'য়ে এসে উপস্থিত হন। অনেকে বলেন, এ জগতে থাকা-কালে আমাদের কাছে ভগবান্ এত দুঃখ-কষ্ট পাঠান কেন? তা'র জবাবে শ্রীমদ্ভাগবতে একটী শ্লোক পাওয়া যায়,—

ইত্থেংসতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দুরন্তভাবোংকৃতকৈঃ কুযোগিনাম্।
তুরত্যয়ত্বংকৃতিবিদ্যয়ন্মহত্তে নমঃ স্বমায়াবলসাক্ষিণে নমঃ॥

আমরা অভক্তাবস্থার মধ্যে—সসীমের রাজ্যে বাস কর্‌ছি, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ভগবান্ দূরে থেকে, ঢাকাতে থেকে পরীক্ষা করেন। অভাব ব'লে যে বস্তুটা আছে, তা'তে ভগবদ্ভাবের কতকটা অনুভূতি আছে। যখন আমাদের সেই ভগবদ্-অনুভূতিটার অহৈতুক ও গাঢ় হ'য়ে উঠে, তখনই আমরা ভগবানের সান্নিধ্য-লাভের জন্য ব্যগ্র হই। অপূর্ব্বস্তুর সান্নিধ্যের দ্বারা অমঙ্গল লাভ হয়, আর পূর্ব্বস্তুর সান্নিধ্য-লাভের চেষ্টায় মঙ্গল লাভ হ'য়ে থাকে। পূর্ণের জন্য পূর্ণ বস্তু করা দরকার, অপূর্ণের জন্য নিজটা কাটিয়ে দিলে অপূর্ণ জিনিষ লাভ হয়। এজন্য জগতে বাস-কালে জগজ্জীবের একমাত্র কর্ত্তব্যের উপদেশে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রবণের কথা ব'লেছেন। শ্রবণ অন্য এক ব্যক্তির কীর্ত্তন-সাপেক্ষ। অতএব নিজেও অনুকীর্ত্তন ক'রে পূর্ব্ববস্তুর যুগপৎ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা সঙ্গত।

আমরা কেনই বা মনুষ্যজীবন লাভ ক'রেছি, কেনই বা জগতে এসেছি, কোন্ কার্য্যই বা করা দরকার, এ সকল কথার আলোচনা করা আবশ্যক। যে-কোন কার্য্যই করি না কেন, সকল কার্য্যই যেন ভগবদ্‌বিস্মৃতির অন্তর্গত বস্তু না হ'য়ে যায়। যে-কোন অবস্থায়ই থাকি না কেন, তা'র সহিত আমার কি সম্বন্ধ, তা'র সহিত ভগবৎসেবার সংযোগ কতটুকু, নিত্য, জাগর—সর্ব্বাবস্থায়ই আমার ক্রিয়াকলাপ ভগবৎসেবার নির্ব্বন্ধিত কি না, তদ্বিষয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মের সন্নিধানে শ্রবণমুখে আলোচনা আবশ্যক।

আজ অনিক রাত্রি হ'য়ে গেছে, আমরা এ-সকল কথার পুনরালোচনার জন্য পর দিবস প্রাতে পুনরায় এখানে উপস্থিত হ'ব।

প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ সংখ্যার পর)

চতুর্থ কল্পনা নিরাস

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পক্ষী ন্যায়পরায়ণ নিরপেক্ষ বিচারকের পক্ষী, আর অল্পপদ্যমোদর প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর সেই কঠোর ন্যায়পরায়ণতাকে অবদমিত করাইবার জন্য এড্‌ভোকেট্ বা ব্যারিষ্টারের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কাজেই তাঁহারা গুরুতর অপরাধকেও মহাপ্রভুর কৃপা-কর্ষণের জন্য অল্প করিয়া দেখাইবার যে ভারটী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে বিচার করিলে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় যাহাকে extenuate or palliate বলে, সেই কার্য্যটী ভক্তগণের দিক্ হইতে গৃহীত হইলেও Highest Court of Justice মহাপ্রভু যখন কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, অধিক দ্বিতীয়বার হরিদাসের জন্য অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়স্থান পুরী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিবেন জানাইলেন, অধিক কি, গুরুস্থানীয় পরমানন্দপুরীর অনুরোধ লঙ্ঘন করিবার আদর্শ পর্য্যন্ত দেখাইলেন, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অনুরোধে

বিপ্র কৃষ্ণদাসকে যেরূপ তিনি পুনরায় সেবার অধিকার দিয়াছিলেন, অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অনুরোধে ছোট হরিদাসকে সেরূপ সেবায় অধিকার প্রদান করা দূরে থাকুক, চিরজীবনের জন্য দ্বার-মানা, এমন কি, তাঁহার দেহত্যাগ-বার্ত্তা শ্রবণ করিবার পরও আনন্দ প্রকাশের সহিত ছোট হরিদাসের দণ্ডের যুক্তিযুক্ততাই প্রচার করিলেন, তখন ছোট হরিদাসের অপরাধ যে গুরুতর ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। মহাপ্রভুর কৃপাকর্ষণের নিমিত্ত গৌড়ীয়ের পরবর্ত্তী-প্রচেষ্টাকারী অদোষ-দরশী পতিতপাবন ভক্তগণের মুখে 'অল্প অপরাধ' কথাটী আরও অধিকতর-ভাবে ছোট হরিদাসের অপরাধের মাত্রার আধিক্যই প্রকাশ করিয়া দেয়। 'পাপ'-শব্দটী বরং লঘুতাজ্ঞাপক, কিন্তু ভক্তগণ 'অপরাধ' শব্দ প্রয়োগ করায় ছোট হরিদাসের তাৎকালিক চরিত্রের আদর্শ আরও গুরুতররূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। জগাই মাধাইর পরস্ত্রী-সম্ভাষণাদি ভয়ঙ্কর, কিন্তু বাহিরে বৈষ্ণব-সাধুর বেশ-গ্রহণ-পূর্ব্বক অন্তরে সূক্ষ্মভাবে প্রকৃতি-সম্ভাষণ-অপরাধ পাপ হইতেও অধিকতর গুরুতর।

মাধবীমাতা ও মহাপ্রভুকে আক্রমণ

ছোট হরিদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত স্ত্রীসম্ভাষণের অভিযোগ হইতে বাঁচাইতে গিয়া 'শুকায়েতে'র লেখক-সম্প্রদায় ভগবান্ আচার্য্যকে, মাধবী-মাতাকে এবং স্বয়ং মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছেন। তাহাতে উক্ত লেখক-সম্প্রদায়ের ছোট হরিদাসের চরণে ভীষণ অপরাধ হইয়াছে।

"অল্প অপরাধ"

অদোষ-দরশী পতিতপাবনবর শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট বলিয়াছিলেন,—

অল্প অপরাধ, প্রভু, করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হৈল, না করিবে অপরাধ॥

ইহা দ্বারা ছোট হরিদাস যে সেই সময়ে সত্য-সত্য অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্যই পাওয়া যাইতেছে। কারণ শ্রীস্বরূপপ্রভু স্বমুখে বলিয়াছেন,—

গুরুদণ্ড মনিবিন্দু যৈছে না সুহায়
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১২।৫)

অপরাধীকে ক্ষমা করিবার জন্য আবেদন-কার্য্যটী অপরাধের অস্তিত্ব অস্বীকার বা সমর্থন নহে

শ্রীস্বরূপদামোদর বা শ্রীপরমানন্দপুরী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ ছোট হরিদাসের অপরাধ—'অপরাধ নহে' বা ঐরূপ কার্য্যকে সমর্থন করিতে বলেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে যে কার্য্য করা দরকার পড়িয়াছিল অর্থাৎ অদোষ-দর্শী পতিতপাবন বৈষ্ণবগণের অপরাধীকে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া পুনরায় তাঁহাকে সেবায় অধিষ্ঠিত করাইবার যে কার্য্য (যাহা প্রত্যেক বৈষ্ণবের প্রয়োজন), তাঁহারা সেই কার্য্যটীই করিয়াছিলেন। অপরাধের ক্ষমার জন্য আবেদন, আর অপরাধকেই সমর্থন—দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। একটী—দয়া, আর একটী—হিংসা; একটী—বৈষ্ণবতা, আর একটী—প্রাকৃত-সাহজিকতা বা অন্যায়ের সমর্থন।

শ্রীল বাসুদেব দত্তঠাকুরের জীবের জন্য আবেদন জীবের পাপের অস্তিত্ব অস্বীকার বা তাহা সমর্থন নহে। বাসুদেব-দত্তঠাকুর শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক করহ অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ, তুমি হও দয়াময়।
তুমি মন কর, তবে অনায়াসে হয়।
জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপে নরক যুক্তি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ পঃ)

গৌর-পার্ষদ গোবিন্দাদি ভক্তগণের অনুমান সম্পূর্ণ অবাস্তব ভিত্তির উপর স্থাপিত কি?

গোবিন্দাদি সবে মেলি' কৈল অনুমানে॥
বিষাদি খাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হৈল॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১৫৫-১৫৭)

মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী, অনুক্ষণ সেবাকারী গোবিন্দের এবং তৎসঙ্গে 'আদি'-শব্দের দ্যোতক অন্যান্য ভক্তগণের অনুমান একেবারে অবাস্তব ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় নাই। গোবিন্দ সর্ব্বদা মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিতেন এবং ছোট হরিদাসের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মহাপ্রভুর চিত্তের গতি ও বিচার বুঝিতে পারিয়াই ঐরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। নতুবা ভগবানের নিত্যপার্ষদের সম্বন্ধে ঐরূপ অনুমান করায় গোবিন্দাদি ভক্তগণকে অপরাধী বলিতে হয়। কিন্তু শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু জানাইলেন যে, যদিও ছোট হরিদাস স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন, তথাপি কএকটী 'সুকৃতি'-প্রভাবে তাঁহার ব্রহ্মরাক্ষসাদি দুর্গতিপূর্ণ যোনি লাভ হয় নাই, অপেক্ষাকৃত সদ্গতি লাভ হইয়াছে। অপরাধ করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর কৃপা এবং 'প্রয়াগ'-ক্ষেত্রের মরণের দ্বারা যে সুকৃতি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাই ছোট হরিদাসকে অসদ্-গতির হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। শ্রীল স্বরূপদামোদর-প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের সম্বন্ধে "দেহের মরণ" বা "দুর্গতি না হয় তা'র সদ্গতি সে হয়," "ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাস প্রভুপাশ আইলা"—প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহারই করিতেন না। ঐ সকল কথা ভক্তের বা পার্ষদের বস্তুসিদ্ধিতে ভগবৎসেবা-প্রাপ্তির জ্ঞাপক নহে, বরং কর্ম্মফলে নিম্ন অপেক্ষাকৃত উচ্চ-যোনি-লাভের জ্ঞাপক কর্ম্মমার্গীয় পরিভাষা। শ্রীবাস-পণ্ডিত যখন ব্যক্তিগতভাবে "হরিদাস কোথা" জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপ্রভু তখন "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"—এই উত্তর দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারাও "দুর্গতি না হয় তা'র সদ্গতি সে হয়" বাক্যের তাৎপর্য্যটী হৃদয়ঙ্গম হয়। 'কর্ম্ম'-শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সম্বর্ভে দ্রষ্টব্য। স্বকপোল-কল্পনার অর্থ গৃহীত হইবে না।

পঞ্চম যুক্তি নিরাস

ছোট হরিদাসের গন্ধর্ব্ব-যোনি প্রাপ্তি

৪। গন্ধর্ব্ব-যোনি লাভ কি ভগবানের নিজ-নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের প্রাপ্য পুরস্কার? মহাপ্রভুর নিজ-ভক্তগণ গোলোকে ভগবানের নিত্যপার্ষদত্ব লাভ করেন—নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন, না গন্ধর্ব্বযোনি লাভ করিয়া থাকেন? গন্ধর্ব্বলোক কাহাদের প্রাপ্তি হয়, তৎসম্বন্ধে কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে,—

কাহারা গন্ধর্ব্বযোনি লাভ করে?

গান্ধর্ব্বস্তেবাং লোকোঽয়ং গন্ধর্ব্বাস্ত্র তত্তরাঃ।
দেবানাং গায়না হেতে চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ॥
গীত্বা অতিগীতেন তোষয়ন্তি নরাধিপান্।
স্তবন্তি চ ধনাঢ্যাংশ্চ ধনলোভেন মোহিতাঃ॥
রাজ্ঞাং প্রশস্তলক্ষানী সুবাসাংসি ধনানি চ।
ত্রয়াণামপি সুগন্ধীনি কর্পূরাদীন্যনেকশঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি গীতং গায়ন্তাবিশ্রমম্।
তত্তাবেব মনস্তেষাং নাট্যশাস্ত্রে কৃতশ্রমঃ।
তেন পুণ্যেন গান্ধর্ব্বলোকস্তেষাং বিধীয়তে॥

গন্ধর্ব্বলোকের সংস্থান

গন্ধর্ব্বলোকের সংস্থান-নির্ণয়ে শাস্ত্র বলেন,—

"গুহ্যকলোকোপরি বিদ্যাধরলোকস্তদুপরি গন্ধর্ব্বলোকঃ।"

—গুহ্যকলোকের উপরিভাগে বিদ্যাধরলোক তাহার নিম্নে গন্ধর্ব্বলোক।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—(ভাঃ ৩।১৫।১৯)

ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥

অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবানের প্রণীত যে ভাগবতধর্ম্ম, তাহা ব্রহ্মা প্রভৃতি ঋষি, দেবগণ, সিদ্ধগণ, মানবগণ, অসুরগণ—কেহই জানেন না। আর বিদ্যাধর ও চারণগণ কি প্রকারে তাহা জানিতে পারিবে?

উপরি-উক্ত শ্লোকে মনুষ্য এবং অসুরগণ অপেক্ষাও বিদ্যাধর ও চারণগণের স্থান নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে অর্থাৎ বিদ্যাধর ও চারণগণ ভাগবতধর্ম্ম মোটেই বুঝিতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিদ্যাধর-লোকেরও নিম্নে গন্ধর্ব্বলোক, সুতরাং ছোট হরিদাসের সেইরূপ গন্ধর্ব্বলোক-প্রাপ্তি কিছু ভগবৎপার্ষদের যোগ্যদেহ-প্রাপ্তি নহে। তবে পাপ-ওষ্ঠ ও পাপ-জিহ্বা-দ্বারা নামাক্ষর-উচ্চারণ হইতে মুক্ত হইয়া গন্ধর্ব্বদেহে গীত প্রদান করাইয়া প্রভু-সেবা সৌভাগ্যের পরিচয় বটে।

হরিকীর্ত্তনকারী দেহান্তে সত্য কোন্ লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন?

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের

১১শ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ সকলেই দেহান্তে সদ্য সাযুজ্যমুক্তি-শিরোমণি শ্রীবৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন, আর তাঁহারা সমস্ত সাধনে ও সাধ্যে অপেক্ষারহিত হইয়া কেবল শ্রীমতী রাধিকার দাস্য-লাভের ইচ্ছায় তাঁহার নাম-সঙ্কীর্তন করেন, তাঁহাদের প্রাপ্য লোক বৈকুণ্ঠলোকেরও মস্তকে পদ দেয়।" সুতরাং শ্রীমতী রাধিকার ভাবকান্তি-অঙ্গীকারকারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখের জন্য যিনি নিরন্তর কীর্তন-সেবায় নিযুক্ত, তাঁহার পক্ষে গন্ধর্বলোক-প্রাপ্তি কতটা লাভের, তাহা সুধী বৈষ্ণবগণ তাহার বিচার করিবেন।

গন্ধর্ববযোনি-লাভ প্রায়শ্চিত্ত নহে কি?

নরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন,—"গন্ধর্বদেহ লাভ হওয়াই কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত?" কিন্তু আমরা বলি,—ভগবদ্ভক্তের পক্ষে গন্ধর্বযোনি-লাভ প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্ত-বাঞ্ছাই আর কি? তবে শ্রীগৌরসুন্দর শোধন করিয়া যে-কোন যোনি হইতে জীবের সেবা-বৃত্তির উন্মেষ-দর্শনে তাহাকে আত্মসাৎ করিতে পারেন।

ছোট হরিদাসের ত্রিবেণীতে 'আত্মঘাত'কার্য্য কি অপ্রাকৃত বিরহজনিত ব্যাপার, না প্রায়শ্চিত্ত?

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু 'স্বরূপাত' করিতে চাহিলে শ্রীরূপ-সনাতন "তাঁরে মরিতে না দিল" (চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ)। শ্রীল সনাতন-গোস্বামী প্রভু কণ্ডুয়নার আক্রোশের ন্যায় অভিনয় করিয়া সৈন্য ও কৃষ্ণবিরহোন্মাদে রথের চাকার তলে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন,—

দেহত্যাগাদি যত সব—তমোধর্ম্ম।
তমোরজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥
দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায়, তা'তে কৃষ্ণের চরণ॥
প্রেমোত্তুঙ্গ বিয়োগে চাহে, দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, দেহ না পারে মরিতে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তির সহিত ছোট হরিদাসের দেহত্যাগের আদর্শ সুধীগণ মিলাইয়া দেখুন। মহাপ্রভু লোক-শিক্ষার্থ ছোট হরিদাসকে পাষণ্ডের অভিনয় দেখাইতে পারিতেন, আর যদি ছোট হরিদাসের আদর্শে অপ্রাকৃত বিরহোদ্ভূত 'প্রেমিকভক্তে'র বিচারই প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর কৃপা-লাভের উদ্দেশে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নিশ্চয়ই 'প্রেমীভক্ত'বিচারে যাইতে দিতেন না,—"দেহ না পায় মরিতে।" অন্তর্যামী মহাপ্রভু নিজ-ভক্তের আত্মহত্যা করাইয়া লোকশিক্ষা দিবেন বলিলে মহাপ্রভুকে কতটা নিষ্ঠুর, নৃশংস ও কুরূপে সাজাইতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে গোপীনাথ-পট্টনায়কের রাজার অর্থ নষ্ট করিবার ফলে বড়জানা-কর্তৃক পট্টনায়ককে চাপে উত্তোলন ও পরে মহাপ্রভুর কৃপাঙ্গদে গোপীনাথের রক্ষার দৃষ্টান্তও আলোচ্য (চৈঃ চঃ মধ্য ১ম পঃ), কিন্তু ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর আচরণে ঠিক তাহার বিপরীত আদর্শ দেখা যায়।

দেহত্যাগের পরেও ছোট হরিদাসের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোনও সহানুভূতি নাই কেন?

ছোট হরিদাস কিরূপভাবে ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহা শ্রীবাস-পণ্ডিত বিস্তৃতভাবে আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলে—

শুনি' প্রভু হাসি' কহে সুপ্রসন্নচিত্ত।
প্রকৃতিদর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১৬৪)

এরূপ সাক্ষাৎ ও ব্যক্তিগতভাবে উত্তর-দ্বারা মহাপ্রভু কি বুঝাইলেন? ছোট হরিদাস প্রকৃতিদর্শন করিয়াছিলেন, প্রকৃতিদর্শনের প্রায়শ্চিত্ত—জলে ডুবিয়া মরণ, ছোট হরিদাসের এই প্রায়শ্চিত্ত যোগ্যই হইয়াছে।

বিরহোদ্ভূত পার্ষদের নির্য্যাণে ভক্তবৎসল ভগবানের ব্যবহার কখনই এরূপ হইতে পারে না

অত্যন্ত খারাপ লোকও যখন এই জগৎ হইতে চলিয়া যায়, তখন আমরা তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি, অন্ততঃ তাহার দোষগুলি ভুলিয়া যাই। কিন্তু মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দেহত্যাগের কথা শুনিয়া হাসিলেন। হাসি ত' অনেক ভাবেই হইতে পারে, এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,—"সুপ্রসন্নচিত্ত।" মহাপ্রভু সুপ্রসন্নচিত্ত বলিলেন অর্থাৎ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"ছোট হরিদাস প্রকৃতিদর্শন করিয়াছিল, তাহার পাপের

প্রায়শ্চিত্ত হোগাই হইয়াছে।" ইহাতেও কি বুঝিতে হইবে না যে, ছোট হরিদাস 'প্রকৃতিসম্ভাষী'?

ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে 'প্রায়শ্চিত্ত'-কথাটী স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের

কেহ কোন গুরুতর অন্যায় বা লজ্জাজনক পাপকার্য্য করিলে লোকে সাধারণ কথায়ও বলিয়া থাকে,—"গঙ্গায় ডুবিয়া মর।"

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকাদি স্মৃতিশাস্ত্রের পরদায়ে ভোগবুদ্ধি-কারীর হৃদাসনে প্রবিষ্ট হইয়া মরণ বা জলে ডুবিয়া মরণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যখন **শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং 'প্রায়শ্চিত্ত'-শব্দটী হরিদাসের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে সাক্ষাদ্ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,** তখন আর অপর স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণের আবশ্যকতা কি?

ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণের পর ভক্তবিরহ-ব্যথিত শ্রীগৌরের ব্যবহারের সহিত ছোট হরিদাসের দেহত্যাগের পরবর্ত্তী ব্যবহারের পার্থক্য

ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণের পর মহাপ্রভুর ঠাকুর হরিদাসের চিন্ময়দেহ লইয়া নৃত্য, নিজ-হস্তে সমাধি-প্রদান ও স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া উৎসবাদি করণের দৃষ্টান্ত, আর ছোট হরিদাসের দেহত্যাগের কথা শ্রবণ করিবার পরের উক্তির মধ্যে পার্থক্যও সুধীগণ তুলনামূলে বিচার করিবেন।

অমৃতপ্রবাহভাষ্যের "অপ্রাকৃত দেহ"-শব্দের অর্থ

'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' যে ছোট হরিদাসের প্রয়াগে ত্রিবেণীতে দেহত্যাগের পরে "অপ্রাকৃতদেহে" মহাপ্রভুকে গান শুনাইবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাসের প্রভুপাশ আসিবার পর অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ ও দেহের মরণের পর মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পুনরায় হরিদাসের সেবা অঙ্গীকার করিবার বিচার লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

ষষ্ঠ মতবাদ নিরাস

৬। নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন,—"হরিদাস যদি কপটই হইবেন, তবে এরূপভাবে ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করিবেন কেন?" ইহার উত্তরে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও আমরা সংক্ষেপে একটী মাত্র কথা বলিতেছি। ছোট হরিদাস যে-কালে মহাপ্রভুর সেবায় ছলনায় প্রকৃতি-সম্ভাষণের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহাতে কপটতা বা বর্কটবৈরাগ্যের আদর্শ অন্তর্যামি-মহাপ্রভু লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু যখন ছোট হরিদাসের ঐ গুপ্ত কপটতা অর্থাৎ অন্তরের সূক্ষ্ম ভোগবুদ্ধি ধরিয়া ফেলিলেন এবং কিছুতেই ছোট হরিদাসের মুখদর্শন বা মহাপ্রভুর সুখের চতুঃসীমানায় ছোট হরিদাসকে আসিতে দিবেন না বলিলেন, তখন ছোট হরিদাসের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি ঐরূপ ঘৃণ্যজীবনকে ত্রিবেণী তীর্থের পবিত্র জলে পরিত্যাগ করিয়া নিজ-অন্তরের গুপ্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছুক হইলেন এবং তীর্থের-মহিমা ও কীর্ত্তন-গানের পূর্ব্ব বাসনানুসারে ছোট হরিদাস নিকৃষ্ট যোনি লাভ না করিয়া গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইলেন। ঐরূপ প্রায়শ্চিত্ত করায় ফলে তাঁহার পাপ কাটিয়া গেল। তীর্থে দেহত্যাগ করার ফলে তাঁহার নিকৃষ্টগতি অর্থাৎ অপমৃত্যু প্রভৃতি জনিত 'প্রেতরাক্ষসাদি' যোনি লাভ না হইয়া অপেক্ষাকৃত সদ্গতি (ভগবদ্ভক্তের উত্তমা গতি বা নিত্যলীলার প্রবেশ নহে) অর্থাৎ গন্ধর্ব্বদেহ লাভ হইল। ছোট হরিদাস প্রথম-যুগে সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাপ্রভুর সেবা অর্থাৎ মহাপ্রভুকে কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করাইয়া কিঞ্চিৎ সেবা করিয়াছিলেন এবং পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া "অনিত্যে সুখরাচারো" ও "ন যে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" ন্যায়ানুসারে ভগবানের সুখরাচার ভক্তও কপটতা পরিত্যাগ করিলে (কপটতা রাখিয়া নহে) মঙ্গল লাভ করিতে পারেন, এই গীতার বিচারে গন্ধর্ব্বদেহে অন্তরালে থাকিয়া তিনি মহাপ্রভুকে গান শুনাইতেন; কিন্তু যে দেহে ছোট হরিদাস অপরাধ বা কপটতা করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু সেই দেহে হরিদাসের কীর্ত্তন শুনা দূরে থাকুক, তাহার দর্শন পর্য্যন্ত করিলেন না। ছোট হরিদাস অনুতপ্ত হইলে, কপটতা ছাড়িলে এবং যে দেহে অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই দেহ ত্রিবেণীর জলে বিসর্জ্জন *

* এই ভাদ্র (১৩৬৯) তারিখের পত্রিকাতেও উক্ত হইয়াছে,—"প্রয়াগে পাপবিনাশিনী ভগবতী ত্রিবেণীতে স্বয়ং শরীর ত্যাগ করিলেন।"

করিয়া নূতন দেহ ধারণ করিলে অর্থাৎ শোধিত হইবার পর—কপটতার আদর্শ হইতে পরিমুক্ত হইবার পর মহাপ্রভুকে ছোট হরিদাস গান শুনাইতে পারিলেন। মহাপ্রভু সেবা স্বীকার করিলে ছোট হরিদাসের অপ্রাকৃতত্বের বিচার ও পার্ষদ-বিচার হইল। তখনই "বীকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ। সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।"—প্রভৃতি বিচার। ছোট হরিদাস প্রকৃতি-সম্ভাবণ না করিলে আর ছোট হরিদাসের দেহ শ্রীরঘুনাথ, শ্রীসনাতন বা ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-দেহ হইলে অন্তর্যামি-মহাপ্রভু কিছুতেই তাঁহাকে দেহ পরিত্যাগ করিতে দিতেন না, যে-কোন ভাবেই হউক, রক্ষা করাইতেন। ছোট হরিদাসের দেহ যদি আদিগুরু শ্রীল সনাতন প্রভুর দেহের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-দেহ হইত, তাহা হইলে সেই দেহেই মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের মুখে হরিকীর্তন শ্রবণ করিতেন। 'ভগবান্ পার্ষদের মুখ দর্শন করেন না'—ইহা কোথায় আছে? কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে ভট্টথারি-স্ত্রীলোকের কবল হইতে উদ্ধার করিবার পরও মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসকে বলেন নাই যে, তোমার মুখদর্শন করিব না; তৎপরেও তিনি অনেক দিন তাঁহাকে নিজ-সঙ্গে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু ছোট হরিদাসকে সঙ্গে-সঙ্গেই একেবারে 'অস্পৃশ্য', 'অস্পৃশ্য' করিলেন কেন? ইহাতেও কি বুঝা যায় না যে, ছোট হরিদাসের অপরাধ গুরুতর ও কপটতাপূর্ণ?

সপ্তম ও অষ্টম মতবাদের অসারত্ব

১৩৮। ইহাদের উত্তর পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়,—'পঞ্চায়েৎ' কাগজে (২৯শে মাঘ ১৩৩৯) কোন মিশনের কর্ণধারীয় সন্ন্যাসি-কর্তৃক যৌন-উপাশ্রম স্থাপন ও মহিলাদিগকে স্বয়ং ব্রহ্ম-নিয়ন্ত্রণ-শিক্ষা-প্রদানকে যুক্তিশাস্ত্র অপেক্ষাও বহুতর আদর্শের উদাহরণ বলা হইয়াছে। আর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ও তদনুগত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় অসৎসঙ্গ-বর্জনের উপদেশ-দানের উদ্দেশ্যে দারুময়ী মূর্তির দ্বারা সৎশিক্ষা প্রদান করায় তাহা 'পঞ্চায়েৎ'-সম্পাদক অসৎশিক্ষা ও মহাপ্রভুর ধর্মের বিরুদ্ধ বলিয়া স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ধন্য কলিকাল! "দুখ লাগে আউর হাসি"।

নবম কল্পনা নিরাস

'মাগিয়া'ভিক্ষাগ্রহণের জন্য ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা—এই কল্পিত মত নিরাস

৯। 'পঞ্চায়েতে'র লেখক স্বকপোল-কল্পনাবশে অনুমান করেন এবং জানি-সন্ন্যাসিগণের আইন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের উপর চাপাইয়া বলেন যে, "মাগিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিলে স্ত্রী-ত্যাগ হয়।" গত ২৭শে ফাল্গুন (১৩৩৯) তারিখের 'বাহুদর্শন'-পত্রে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রকার কাল্পনিক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ, ভিক্ষা-শব্দ-দ্বারাই 'মাগা' 'চাওয়া' প্রভৃতি বুঝায়। আজও শ্রীধাম-বৃন্দাবনাদি তীর্থে যে ভিক্ষার প্রণালী ও সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের যে ভিক্ষার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মাগিয়া ভিক্ষা-গ্রহণই রীতি। হরি-কীর্ত্তনের সহিত ভিক্ষা-প্রার্থনাই "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—মহাপ্রভুর এই মহাবাক্যের আদেশের অনুযায়ী। মহাপ্রভুর বর্ত্মে মৌন থাকিবার আদেশ নাই। সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনই ধর্ম। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ যে ভিক্ষা করেন, তাহা কর্মী বা জ্ঞানি-সন্ন্যাসী কিম্বা উদরভরণকামী বৈরাগি-গণের ন্যায় আহার্য্য-আহরণ-মাত্র নহে। হরিসেবার উপকরণ-সংগ্রহ, হরিকীর্ত্তন-প্রচারের উপকরণ-সংগ্রহের জন্যই ভিক্ষা। সেই ভিক্ষা, আর হরিকীর্ত্তন ও হরিসেবা অভিন্ন বস্তু। "ভবতি ভিক্ষাং দেহীতি প্রার্থয়েৎ, ভবান্ ভিক্ষাং দেহীতি প্রার্থয়েৎ। নমস্তিক্ষঃ ওঁ বস্তীতি ব্রূয়াৎ, ততঃ অন্নমপি প্রার্থয়েৎ। সর্ব্বভিক্ষালব্ধমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ।"—হে মাতঃ, ভিক্ষা প্রদান করুন,—এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে, হে মহাভাগ, ভিক্ষা দান করুন,—এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ভিক্ষা লাভ করিলে 'ওঁ বসতি'—এইরূপ উচ্চারণ করিবে, তারপর অন্নের নিকট প্রার্থনা করিবে। সমস্ত ভিক্ষালব্ধ বস্তু আচার্য্যকে নিবেদন করিবে।

হরিকীর্ত্তনের সহিত হরিসেবার জন্য ভিক্ষা-গ্রহণই বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর একমাত্র বিধি

মাগিয়া ভিক্ষা লওয়া বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর একমাত্র বিধি বলিয়াই শ্রীভগবান্ আচার্য্য ছোট হরিদাসকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—

"শুদ্ধ চাউল এক মান আনহ মাগিয়া।"

আর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণেও দৃষ্ট হয়,—

এই মত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারি ভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন কুতূহলে॥
ভিক্ষা-লাগি' একদিন একগ্রামে গিয়া।
আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৪.১১)

গ্রামে গৃহস্থের বাস, মহাপ্রভু বনে ভিক্ষা করিতে যান না। গ্রামে স্ত্রী-পুরুষ—সকলেই বাস করেন এবং গৃহলক্ষ্মী-গণই ভিক্ষা দিয়া থাকেন।

আগে পাতিয়া প্রসাদ আগিল তথাই।
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত' আমারে।

(চৈঃ চঃ অ ১১।৭০-৭৪)

শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের জীবনীতে অনেক উদাহরণ আছে।

নূতন কল্পনা—"ছোট হরিদাস-বর্জ্জন সীতা বর্জ্জনের ন্যায়"—এই মতবাদ নিরাস

১০। 'পঞ্চায়েতে'র লেখক এক একটী নূতন নূতন কাল্পনিক মত বাহির করিতেছেন,—ছোট হরিদাসের বর্জ্জন শ্রীসীতা-বর্জ্জনের ন্যায়। কিন্তু কিছুতেই ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর প্রকৃতি দণ্ডিত হইতেছে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত আমাদের ন্যায় মনোধর্ম্মি-জীবের কল্পিত সিদ্ধান্তকে পরাভূত করিয়া উল্কার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। আমরা কিছু মহাজন নহি; আমাদের কল্পিত সিদ্ধান্ত সুধী-সমাজ কখনও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবেন না।

সম্পূর্ণ তফাৎ

শ্রীরামচন্দ্রের সীতাকে বনবাসে প্রেরণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক ছোট হরিদাসের বর্জ্জনে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের তাৎকালিক চরিত্র-সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি মিলাইয়া সুধী পাঠক উভয়ের পার্থক্য বিচার করুন। আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় ও মহাকবি বাল্মীকির ভাষায় উভয় প্রভুর উক্তি আহরণ করিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

আজি হইতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥
প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি-সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে,—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন॥
নিজ-কার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে এথা।
শুনি' প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্নচিত্ত।
প্রকৃতি-দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত॥

(চৈঃ চঃ অ ২য় পঃ)

কিন্তু মহাসতী সীতাদেবীর সম্বন্ধে উক্তি ঠিক বিপরীত। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জনক-নন্দিনীকে বনবাসে প্রেরণের পূর্ব্বে তাঁহার পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন,—

সর্ব্বে শৃণুত ভদ্রং বো যা কৃতস্না মনোগতা।
পৌরাণাং মম সীতায়া বাসূনী বর্ত্ততে কথা॥
পৌরাপবাদঃ সুমহান্ তথা জনপদস্য চ।
বর্ত্ততে যদি বৈদেহ্যাং সা মে মূর্দ্ধাদি দুষ্কৃতি॥
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
সীতাপি সংকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্॥
জানাসি ত্বং যথা সৌম্য দণ্ডকে বিজনে বনে।
রাবণেন হৃতা সীতা ন চ বিপ্রবসিতো ময়া॥
তত্র যে বৃদ্ধিরুৎপন্না জনকস্য সুতাং প্রতি।
অত্রোষিতাসিদ্ধার্থং সীতামানয়েহং কথং পুনীম্॥
প্রত্যয়ার্থং তু সীতা বিবেশ জ্বলনং তদা।
প্রত্যক্ষং তু সৌমিত্রে দেবানাং হব্যবাহনম্॥
অপাপাং মৈথিলীমাহ বায়ুস্তাকাশগোচরঃ।
চন্দ্রাদিত্যৌ চ শংসেতে সুরাণাং সন্নিধৌ পুরা॥
ঋষীণাঞ্চৈব সর্ব্বেষামপাপাং জনকাত্মজাম্।
এবং শুদ্ধসমাচারা নিবগর্হণসন্নিধৌ॥
সভামধ্যে মহেন্দ্রেণ মম হস্তে নিবেদিতা।
অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্॥
হতো দুষ্টো বৈদেহীমিত্যোমমবধাগতঃ।

(হে লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন!) তোমাদের সকলেরই

মঙ্গল হউক, আমার ইচ্ছায় অন্তথাচরণ করিও না, পুরবাসীরা সীতার সম্বন্ধে যাহা বলিয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর। আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকের সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং পুরবাসী ও জনপদবাসীরা আমার যে মহদ্ অপবাদ প্রদান করে, তাহা আমার পক্ষে বড়ই মর্ম্মন্তুদ হইতেছে। হে সৌম্য, বিজন দণ্ডকারণ্যে রাবণ যে-প্রকারে সীতাহরণ করিয়াছিল এবং আমি যে প্রকারে সেই রাবণকে বিনাশিত করিয়াছি, তাহা তুমি সকলই জান। তৎকালে জনক-নন্দিনীর প্রতি আমার এরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল যে, "এই অশোককাননিহিতা সীতাকে আমি কি করিয়া অযোধ্যাপুরীতে লইয়া যাইব?" হে লক্ষ্মণ! তখন সীতা (যাঁহার পবিত্রতার) প্রতীতার্থ তোমার সমক্ষেই দেবগণের হব্যবাহক অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন অগ্নি দেবগণ-সমীপে মৈথিলীকে নিষ্পাপ বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। আকাশগোচর বায়ু এবং চন্দ্র, সূর্য্যও পূর্ব্বে সুরগণ-সমীপে জানকীর পবিত্রতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ঋষিগণের সমীপেও তাঁহারা জনকাত্মজা সীতাদেবীর শুদ্ধত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেবরাজ মহেন্দ্র এইরূপ পবিত্র-চরিত্রা সীতাকে দেব-গন্ধর্ব্ব-সমক্ষে আমার হস্তে সমর্পণ করেন। বিশেষতঃ আমার অন্তরাত্মাও সীতাকে শুদ্ধা ও যশস্বিনী বলিয়া জানে। তজ্জন্যই আমি বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় আসিয়াছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে 'প্রকৃতি-সম্ভাষী,' 'স্ত্রীলোক,' 'দুষ্ট বৈরাগী,' 'ইন্দ্রিয়চরিতাকুলে,' 'অদৃশ্য,' 'অস্পৃশ্য,' 'প্রায়শ্চিত্তার্হ' 'কর্ম্মফলভোগকারী'—এমন কি, তাঁহার দেহত্যাগের পরও তাঁহার দেহত্যাগবার্ত্তা-শ্রবণে স্বপ্রসন্নচিত্তে প্রকৃতিদর্শনকারীর যে যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, ইহা সকলের নিকট জানাইয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র শ্রীসীতাকে বনবাসে পাঠাইবার পূর্ব্বে সীতাদেবীকে 'পরমা সাধ্বী,' 'সম্পূর্ণ নিষ্পাপা,' 'আমার অন্তরাত্মা জানেন যে, সীতা পরমা সাধ্বী,' 'সমস্ত দেবতার নিকট তাঁহার সতীত্ব পরীক্ষিত' প্রভৃতি বলিয়াই জানাইয়াছিলেন। শ্রীসীতাদেবীর প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের ও ছোট হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত।

জন্ম-জন্মান্তরে আত্মশুদ্ধি-লাভের পর কৃষ্ণ-কৃপায় প্রত্যেকেই ভগবৎপার্ষদত্বও লাভ করেন

অবশ্য ছোট হরিদাস যে-কালে নিজ-কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ এবং ক্ষেত্রে মরণাদি প্রভাবে ও পূর্ব্ব সুকৃতিবলে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক প্রভুর প্রসন্নতাক্রমে পুনরায় তাঁহার সেবার অধিকার পাইলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন। প্রত্যেক জীবকেই মহাপ্রভু জন্ম-জন্মান্তরে ঐরূপে আত্মসাৎ করিবেন।

একাদশ কল্পিত মত নিরাস

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর প্রত্যেকটী বৃত্ত শাস্ত্র ও মহাজনের সৎসিদ্ধান্তের মূর্ত্ত বৃত্ত

১১। যাঁহারা চাকার সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শন করিয়াছেন ও 'প্রদর্শনীর বিবরণ' পুস্তিকা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর বৃত্তগুলি 'শ্রীগীত-গোবিন্দ,' 'শ্রীচৈতন্যভাগবত,' 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক,' 'শ্রীমদ্ভাগবত' 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা,' 'শ্রীউপনিষদ' ও 'শ্রীগীতা' প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ-অবলম্বনে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্রের শিক্ষাই সৎ অর্থাৎ নিত্য; এতদ্ব্যতীত মনোধর্ম্ম, লোক-ধারণা, লোকের কল্পনায় ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার —সকলই অসৎ অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। 'পকারেৎ'-সম্পাদক প্রচলিত শাস্ত্রসিদ্ধান্তহীন মনোধর্ম্মের সুযোগ লইয়া ঐ সকল শাস্ত্রীয় শিক্ষাকে অসৎশিক্ষা বা শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাকেই অসৎশিক্ষা বলিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলেন,—

ভাগবত যে না মানে, সে যবন-সম।

(চৈঃ ভাঃ আ ১ম অঃ)

'নামাপরাধ'-সম্বন্ধে 'পকারেৎ'-সম্পাদকের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মত

'পকারেৎ'-সম্পাদক নামাপরাধ-সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছেন, বেদান্ত-ভাস্করের সিদ্ধান্তরত্নের তৃতীয় পাদে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন; সুতরাং সুধীমাত্রেই মহাজনের সিদ্ধান্তকে 'পকারেৎ'-সম্পাদকের মত হইতে অধিক মূল্য প্রদান করিবেন।

"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণ-নামাদি সকলং ধিয়া ভিন্ন

পক্ষেৎ ন বদু হরিনামাদিতত্ত্ব ইতি তত্ত্বেবর্ধিনো নামাপরাধতত্ত্ব মহাদোষত্ব তত্ত্বৈব স্থঃ। ৩ ৩ তস্য বিষ্ণুশিবয়োর্ভেদ-স্বৈতমিতি চেত্তৈতৎ সমীচীনং পূর্ব্বোক্ত-শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। শিবস্ত শ্রীবিশ্বোরিত্যাদৌ তু তত্ত স্বতন্ত্রদেবতাদৃষ্টিনিষিদ্ধ।" (সিদ্ধান্তরত্ন ৩য় পাদ ১১শ ও ১৪শ সংখ্যা)। এতৎপ্রসঙ্গে ১৫শ সংখ্যার টীকাও দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ বৈষ্ণবরাজ শম্ভুকে বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে ভেদ করিয়া শম্ভুতে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-জ্ঞানই নামাপরাধ। ভক্তিসন্দর্ভের ১০৬ সংখ্যার বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

মধ্যস্থ—শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ

যদ্ধৌচনিঃসৃত সরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতস্ত্রিগুণাত্মকস্য॥

(ভাঃ ৩.২৮।১২)

"স্বামী যেন জানে, তারে বেদ্যা-মধ্যে গণি"।

শ্রীশিবভক্ত শ্রীধরস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন,—"যস্য পৌচেন ক্ষালনেন নিঃসৃতায়াঃ সরিৎপ্রবরায়া গঙ্গায়া উদকেন তীর্থেন সংসারতারকেণ মূর্দ্ধ্নি অধিকৃতেন ধৃতেন শিবোঽপি শিবোঽভূৎ অত্যধিকং সুখং প্রাপেত্যর্থঃ॥"

বিষ্ণুর চরণামৃত গঙ্গাজল মস্তকে ধারণ করিয়াই শিবের শিবত্ব

যে ভগবান্ বিষ্ণুর পদধৌত জল নিঃসৃত হইয়া গঙ্গা হইয়াছেন, আর যে গঙ্গা সংসারতারক, সেই বিষ্ণুর পদধৌত গঙ্গাজল মাথায় ধারণ করিয়া শিব পর্য্যন্ত 'শিব' হইয়াছেন অর্থাৎ অত্যন্ত সুখ পাইয়া থাকেন।

আধুনিক সমন্বয়বাদিগণের মনোধর্ম্মের যুক্তি

আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণের যুক্তি,—"বিষ্ণুর শাস্ত্রে বিষ্ণুকে বড় করা হইয়াছে, শিবশাস্ত্রে শিবকে বড় করা হইয়াছে, সুতরাং এই সকল অর্থসূচক বাক্যই চরম সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।" শ্রীব্যাসদেব ভবিষ্যৎকালের এই যুক্তিরও খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—তামস, রাজস ও সাত্বত শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে সত্য, কিন্তু তামস হইতে রাজস শ্রেষ্ঠ, আবার রাজস হইতে সাত্বিক শাস্ত্রের প্রমাণ শ্রেষ্ঠ। আর শ্রীমদ্ভাগবত ঐ তমঃ, রজঃ ও সাত্বিক শাস্ত্রেরও বিরোধ-সমন্বয়কারী; তাঁহা গুণের অন্তর্গত নহে, গুণাতীত অমল পুরাণ এবং বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচার্য্য, শ্রীস্বামিপাদাদির ন্যায় সাত্বতধর্ম্ম-প্রচারক আচার্যগণ সকলেই একবাক্যে এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে বিষ্ণুর অর্থবাদ নাই, মুখ্যার্থবাদ-দ্বারা শ্রীহরিই যে সকল দেবতার মূল, ব্রহ্মেরও যোনি, পরমাত্মারও আশ্রয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমন্মহাপ্রভু, তদনুগামী ব্যক্তিগণ বা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের কেহই অন্যান্য দেবদেবীর নিন্দা বা গর্হণ করেন না। নিন্দা দূরে থাকুক, তাঁহারাই প্রকৃত সম্মান ও পূজা করেন। জগতের গণগজ্জলিকা অজ্ঞ দেবদেবীর পূজার নামে তাঁহাদিগকে দিয়া যে নিজের কার্য্য করিয়া লইতে চাহেন (ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ-কামনা বা চরমে দেবদেবীগণের বিসর্জ্জন, কিম্বা দেবদেবীগণের চোখ মুখ, নাক, কাণ প্রভৃতি ভগবৎসেবার ইন্দ্রিয়সমূহকে গালিয়া দিতে চাহেন), তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া দেবদেবীর যাহাতে অত্যন্ত সুখ হয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের সেবা, পূজা জগতে প্রচারিত হয় অর্থাৎ বিষ্ণুর পূজাতেই দেবদেবীগণ যে সন্তুষ্ট (ভাঃ ৪.১১।১৪ ও সৎশিক্ষা-প্রবর্ত্তনীয় ৩য় নং প্রকাশের বিবরণ দ্রষ্টব্য), শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ তাহারই অনুশীলন ও প্রচার করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমুখে আরও বলিয়াছেন,—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

—ব্রহ্ম-রুদ্রাদির সহিত যে ব্যক্তি নারায়ণকে সমান মনে করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

[অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ্য]

তড়িদ্‌বার্ত্তা

HEARTY SEND-OFF

GAUDIYA MATH PREACHERS LEAVE FOR EUROPE.

From Seth Kalyanji,

Bombay, Girgaon, April 11-1933.

Tridandi Swamijis Teertha and Bon Maharajas Vaishnava Missionaries of Gaudiya Math, Calcutta, left the Indian shores from Bombay per S. S "Victoria" at three after-noon enroute to London. His Divine Grace Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswamiji, President Acharyya, Viswa Vaishnava Raj Sabha with Secretaries and the trustee of the Math and a dozen members of the mission gave them a hearty send-off.

The preachers will stop at Geneva to deliver some lectures on Monotheism as requested by Mr. Amulya Chatterjee, Secretary, India League of Nations.

(অনুবাদ)

আন্তরিক বিদায়-সম্ভাষণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের য়ুরোপ-যাত্রা

বোম্বে গিরগাঁও হইতে শেঠ কল্যাণজি গত ১১ই এপ্রিল তারযোগে জানাইয়াছেন,—কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের বৈষ্ণব-প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত কল্য অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় য়ুরোপে প্রচারার্থ "ভিক্টোরিয়া" জাহাজে ভারতের উপকূলস্থ বোম্বে-বন্দর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমতঃ জেনেভাতে যাইবেন। পথে ভারতীয় মহাসভার সম্পাদক মিঃ অমূল্য চাটার্জ্জির অনুরোধে জেনেভাতে স্বামিজীদ্বয় "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" সম্বন্ধে কএকটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন। বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি ও আচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ মিশনের সম্পাদকদ্বয়, শ্রীগৌড়ীয়মঠের ট্রাষ্টিবৃন্দ ও উক্ত রাজসভার আরও বহুসজ্জন সহ সমুদ্রতীরবর্ত্তী বান্দরস্থ সঙ্ঘ-সমিতিগৃহে স্বামিজীদ্বয়কে যাত্রার সময় সাদর বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বোম্বাই-নগরীতে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-প্রচার

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার পারমহংস্যধর্ম্ম পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-হলে"র দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বিগত ইংরেজী মার্চ্চ (১৯৩৩) তারিখে মাদ্রাজমেলে সপার্ষদে বোম্বাই-নগরে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমাদপদ-দর্শন ও তদীয় শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া বোম্বাই-নগরীর বহু সজ্জন ও শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন-

পূর্ব্বক তদীয় শ্রীপাদপদ্ম-দর্শন ও শ্রীমুখ নিঃসৃত আত্ম-কল্যাণকর বৈকুণ্ঠবাণী-শ্রবণে পরম-মঙ্গল-লাভের সৌভাগ্য বরণ করিতেছেন।

বোম্বে খিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট মদিদিটও মিঃ গিরওয়ালা, উক্ত সোসাইটীর সেক্রেটারী মিঃ গ্রীভ্‌স্‌ইজন আমেরিকান বন্ধু, কুর্লাধিকারী শেঠ বরদরাজ ত্রিভুবনদাস। (৪) ও সুপ্রসিদ্ধ সওদাগর কেশবলাল ভোজী শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থী হইয়া তদীয় পদান্তিকে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক জীবাত্মার একমাত্র ধর্ম্ম যে শুদ্ধভক্তির অনুশীলন এবং তাহাই যে সকলেরই গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অনেকক্ষণ শাস্ত্রপ্রমাণ-সম্বলিত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণে তাঁহারা সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন। ওস্তে-ইণ্ডিয়া স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানীর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মিঃ জাওয়াল মোটর-যানাদি প্রদান করিয়া প্রচারকবৃন্দের হরিকথা-প্রচারে সহায়তা করিতেছেন। বোম্বাই-নগরীর সর্ব্বত্রই যাহাতে শুদ্ধ হরিকথা প্রচারিত হয়, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক ঐ প্রদেশে একটী মঠ স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

যে-সকল মহাত্মা বোম্বেতে শ্রীল প্রভুপাদের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে সিন্ধু-দেশের অধিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কিষেণ-চাঁদ চেলারাম অন্যতম। এই সজ্জনবর সপার্ষদ শ্রীল প্রভু-পাদকে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অতিথিরূপে গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন এবং যাহাতে শ্রীল প্রভু-পাদের ও অনুগ জনগণের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্টিত। বোম্বাই নগরীর বিভিন্ন স্থানে হরিকথা-প্রচারের সুবিধার জন্য উক্ত সওদাগর মহাশয় স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার একটী সুদৃশ্য মোটর-যান প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দও সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় নিযুক্ত আছেন। বোম্বাই-নগরীর উপকণ্ঠ আন্ধেরী-নিবাসী আর একজন সৌভাগ্য-শালী সজ্জন ভূতপূর্ব্ব অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ প্রসিদ্ধ ভূস্বামিকারী ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কল্যাণজি কারামসি সাবলি। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন-মহারাজ ও শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় বোম্বে প্রচারে গিয়াছিলেন, তখন এই সজ্জনবর নানাভাবে প্রচারের আনুকূল্য করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার পত্নীও ভক্তিমতী বোম্বা ভগিনী নানা উপায়নের দ্বারা শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সেবা করিতে কৃতসঙ্কল্পা। এইবার এই ভাগ্যবতী মহিলা শ্রীচৈতন্যচরিত-প্রচারিত ভগবৎপ্রেমপ্রচারকারী য়ুরোপ-বাসী ত্রিদণ্ডিপাদদ্বয়কে স্বেচ্ছায় প্রবল শৈত্যপ্রধানদেশোচিত শীতবস্ত্র ও পোষাকাদি প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট—জগতের সর্ব্বত্র কৃষ্ণপ্রেমবিতরণ-কার্য্যে বিভিন্নভাবে বিশেষ আনুকূল্য করায় শুদ্ধভক্তসমাজ বৈষ্ণবজগতের পক্ষ হইতে ইঁহাদের সকলকেই বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ সওদাগর কিষেণচাঁদ চেলারাম তার-যোগে জানাইয়াছেন,—গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজ গত ৮ই এপ্রিল তারিখে বোম্বের মহামান্য গবর্ণর সার হেনরি হেইকক্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থমহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বনমহারাজের মুখপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচারোদ্দেশ্যে য়ুরোপ-যাত্রার সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর শতমুখে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বাগ্মীপ্রবর শ্রীপাদ বন মহারাজ গত ৩রা এপ্রিল তারিখে বোম্বে মহানগরীর 'খিয়সফিক্যাল'-হলে "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের শিক্ষা"-সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় সুগবেষণা-পূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। কর্ণাটব্রাহ্মণ বিদ্বদ্বর এস্‌ মানকেকর, সিরিজদা বস্তমজী ভাচ্চা, মিঃ জল জামসেদজী কওওয়ালা, সেক্রেটারী ট্রেণিং কলেজের প্রফেসার মিঃ এ, এম্‌, মুখী এম-এ, এস্‌-টি-সি-ডি প্রমুখ বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজীর বক্তৃতা সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, শ্রোতৃগণ সকলেই স্বামিজীর নিকট নূতন আলোক পাইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

৪ঠা এপ্রিল তারিখে উপরি-উক্ত সজ্জনবরোদয়গণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপদান্তিকে উপস্থিত হইয়া তদীয় শ্রীমুখে প্রায় ৫ ঘণ্টাকাল "Personality of the Absolute" (অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বের সবিশেষত্ব) সম্বন্ধে হরিকথা শ্রবণ করেন। এতৎ-

প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকটে শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত লীলা, শ্রীরূপ-সনাতনের চরিত, প্রয়াগ ও কাশীতে শ্রীরূপ-সনাতনের মহাপ্রভুর নিকট সিদ্ধান্ত-শিক্ষালাভ, অভক্তির প্রকার-চতুষ্টয়, ভক্তিমার্গের ক্রমিক উন্নত স্তরের প্রকার-চতুষ্টয়, বিশেষতঃ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ও শ্রীরাম-সীতার উত্তরোত্তর ঐশ্বর্য্যময়তা প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ তারিখে শ্রীনাম ঘট মহাশয় উপরি-উক্ত বিষয়সম্বন্ধে "বর্ত্তমান কালের বিপৎসমস্যা ও শ্রীচার তৎসমাধান" বিষয়ে প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। সমাগত বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত লোক স্বামিজীর বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সার রসবকী ও মাননীয় মন্ত্রী দেওয়ানবাহাদুর এন্, টি, কমলিও স্বামিজী মহারাজের নিকট হরিকথা-শ্রবণে প্রীতিলাভ করিয়া প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

———

য়ুরোপযাত্রি-প্রচারকগণকে শ্রদ্ধাঞ্জলি-প্রদানার্থ শ্রীধাম-মায়াপুর ও কুচবিহার-রাজ্যে বিরাট্ সভা

বিগত ১০ই এপ্রিল তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দদাস অধিকারী এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের য়ুরোপে শ্রীগৌরবাণী-প্রচারার্থ বোম্বে হইতে 'ভিক্টোরিয়া' অর্ণবপোতে আরোহণের দিবস তাঁহাদের সমুদ্র-যাত্রার শুভ ও প্রচারের সাফল্য কামনা করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের উদ্যোগে শ্রীযোগপীঠের নাট্য-মন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার আরও কতকজন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

সভাপতি স্বামিজী মহারাজের আদেশানুসারে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর মাইতি মহোদয় সর্ব্বপ্রথম একটী উদ্বোধন-গীতি কীর্ত্তন করিলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরদাস বি-এ মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারে আত্মোৎসর্গকারী মহাত্মগণের গুণকীর্ত্তনমুখে তাঁহাদের সাফল্যাকাঙ্ক্ষায় আবেগভরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আন্তরিক প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন এবং এই শুভদিনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্যের অমঙ্গোষ-দয়া, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের বৈশিষ্ট্য ও সর্ব্বত্র গৌর-বাণী-প্রচারের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে সরল ভাষায় একটী হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীপাদ ব্রহ্মচারি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এম্-এল্ মহোদয় অন্যান্য দেব-মনোধর্ম্মী প্রচারক-গণের সহিত আত্মধর্ম্ম-প্রচারক গৌরভক্তগণের প্রচার-পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য, শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল প্রভুপাদের পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌরবাণী প্রচারের জন্য কিরূপ প্রবল চেষ্টা প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করিয়া একটী বক্তৃতা প্রদান করিলে প্রধান শিক্ষক মহোদয় চামারপেয়—"যস্যতাং কীর্ত্তিনাস্যায় যশসে বিজয়ায় চ। ... পুনরাগমনায় চ"—মন্ত্রের প্রতি ঋষিত্রয় এই উক্তিটী আবৃত্তি-দ্বারা য়ুরোপ-যাত্রী প্রচারকগণের প্রচার-কার্য্যে সাফল্য-হেতু ধন-অর্জ্জন ও তৎপরে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভাগমন কামনা করিয়া পুনরায় আর একটী হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ পরমার্থশিক্ষাপ্রদ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা-প্রদান-মুখে জগতের জীবের প্রতি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসীম করুণা-বিতরণের কথা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

———

য়ুরোপযাত্রী প্রচারকগণকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ও পরমানন্দবার্ত্তা জ্ঞাপনার্থ উত্তরবঙ্গনিবাসী ও প্রবাসিগণের পক্ষ হইতে বিগত ২রা এপ্রিল রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কুচবিহার-রাজ্যান্তর্গত দেওয়ানগঞ্জ মডেল-স্কুল-প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রচারক-গণের জয়-গানের উদ্দেশ্যে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের প্রায় দুই সহস্র ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সভার প্রারম্ভে "শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা-পূর্ব্বক গুরুদেব ও পঞ্চতত্ত্ব-নাম মুরজ-করতাল-সহযোগে কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বসাধারণের সম্মতিক্রমে হিন্দুসভার সহকারী সভাপতি জজকোর্টের প্রবীণ উকিল রায়সাহেব শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ বি-এল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি

মহোদয়ের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত সতীশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বৈষ্ণব-সমীতা-প্রকাশে প্রকাশিত উদ্বোধন-সঙ্গীতটী কীর্ত্তন, পাঠশেষে সভাগণ মধ্যইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় মহাশয় সমীতা-প্রকাশে প্রকাশিত, শ্রীগৌড়ীয় মঠে পঠিত অভিনন্দনগুলির পুনরাবৃত্তি এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরমুনিবন্ধ্য দাসাধিকারী মহাশয় 'গৌড়ীয়'-৩২শ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীল প্রভুপাদোক্ত "আমার কথা" ও 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় লিখিত "শ্রীচৈতন্যদেব ও বিশ্বমিলন" প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করেন। পাঠান্তে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত কল্যাণকল্পতরু ব্রহ্মচারী ভক্তিসুহৃদ মহোদয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বলিখিত-নিবন্ধোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা এবং তদীয় মনোহভীষ্ট-প্রচারক শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগত জনগণের, বিশেষতঃ য়ুরোপবাসি-প্রচারকগণের শুদ্ধভক্তিকথা-প্রচারে প্রবল উৎসাহ ও অসীম শক্তিপ্রকাশ-সম্বন্ধে বহু কথা আলোচনা করিয়াছিলেন।

অনন্তর বরিশাল জেলার অন্তর্গত বুড়িহাড়ী গ্রামনিবাসী প্রবীণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া দাঁড়াইয়া বলেন,—"গৌড়ীয়মঠই একমাত্র বৈধ-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপক ও সমাজধর্ম্ম-সংস্কারক। তাঁহারা শুদ্ধভক্তিকথাপ্রচারে যে অসীম চেষ্টা করিতেছেন, তাহার ফলে শ্রীচৈতন্যবাণী আজ সুদূর য়ুরোপ-মহাদেশেও প্রচারিত হইতে চলিয়াছে। গৌড়ীয়মঠ সর্ব্বতোভাবে জয়-যুক্ত হউন।"

তৎপরে আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুহৃদ মহোদয় শ্রীচৈতন্যদেবের তত্ত্ব, তদীয় প্রচারিত সার্ব্বজনীন-ধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, অন্যান্য সাম্প্রদায়িকগণের প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত তুলনায় শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-প্রচারে শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্য প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদানমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রেরিত য়ুরোপবাসি-প্রচারকগণকে সকলের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের কথা জ্ঞাপন করেন। সেবকগণের অন্যতম স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় গৌড়ীয়মঠের দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিমল প্রেমধর্ম্মের প্রচার-বার্ত্তা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় একটী বক্তৃতা প্রদানমুখে বলেন,—"অদ্যকার সভায় সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে আপনারা উপস্থিত হইয়া যেরূপ নিরপেক্ষভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য প্রবল আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বক্তৃ মহোদয়গণ শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়াছেন। এই ধর্ম্ম যে কেহ গ্রহণ বা পালন করিতে পারেন, সকলের জন্যই ইহা প্রচারিত। 'প্রেম'-শব্দটী অতিবড়। শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম অপ্রাকৃত বস্তু, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ করা ভ্রম-মাত্র। যখন সমস্ত ধর্ম্মের মূলীভূত কারণ না বুঝিয়া সকলে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে চলিতেছিল, তখন প্রচলিত নানাপ্রকার অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মগুলির মতবাদ নিরাস করিয়া সার্ব্বজনীন বিমল প্রেমধর্ম্ম-প্রচার-পূর্ব্বক একমাত্র শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুই আমাদিগকে নানাপ্রকার অমঙ্গলের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত প্রেমধর্ম্মে কোন প্রকার গণ্ডিবদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা নাই; নামকীর্ত্তনই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বিধানের মধ্যে মুখ্য অঙ্গ; এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেরই যোগদানের অধিকার আছে। যখন যখনই এই সনাতনধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া বা তদীয় নিজ-জনকে জগতে পাঠাইয়া উহা পুনঃ প্রকাশিত করেন। ৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে যে-কথাগুলি শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছেন, তাহাই আজ বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি, সুদূর পাশ্চাত্যদেশেও প্রচারিত হইতে চলিল। পাশ্চাত্যদেশের লোক এতদিন যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া রাজ্যবিস্তারে আধিপত্যলাভরূপ বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়াই শান্তি-লাভের মূল কারণ মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি তাহাতে ঘোর অশান্তির জ্বালা-দর্শনে ভারতের বীরশক্তিসম্পন্ন সাধু মহাপুরুষদিগের প্রদর্শিত পন্থাই প্রকৃত শান্তি আছে,—ইহা তাঁহাদের কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রেয়পার তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত, বহু পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় প্রভাবান্বিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ত্রিদণ্ডিপাদগণ সেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা লইয়া আজ তথায় শুভবিজয়

করিতেছেন; এইজন্য আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানার্থ অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়-নির্বিশেষে এ বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত। আমরা আজ সগৌরবে তাঁহাদের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।"

বৃন্দাবনপুরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতসেমি

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতসেমি মহারাজ হাওড়া জেলার বৃন্দাবনপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মাইতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া কয়েকজন মঠসেবক-সমভিব্যাহারে গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে গৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া ঐ দিবস ৩য় ঘটিকার সময় হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া উপস্থিত হন। তথায় পূর্ব্বোক্ত ভাগ্যবান্-দ্বয়ের চেষ্টায় বৃন্দাবনপুর ও তৎনিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহের অধিবাসিবৃন্দ বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও পাল্কী প্রভৃতি সহ স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করেন। স্বামিজী ঐ দিবস শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মণ্ডল মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

তৎপরদিবস অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করেন। স্বামিজী যথারীতি বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার-পূর্ব্বক তাঁহাদের সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়া দেওয়ায় তাঁহারা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বামিজী মহারাজ 'সনাতনধর্ম্ম'-সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

নির্য্যাণ-সংবাদ

গত ৪ঠা বৈশাখ (১৩৪০) মঙ্গলবার দিবস প্রাতে প্রায় ৪ই ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম বর্ষীয়ান্ সিদ্ধদেবক শ্রীপাদ অধিকন দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-বিনোদানন্দজীউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। অধিকন প্রভু শ্রীগুরু-পাদাশ্রয়-গ্রহণের পর হইতে অনাসক্তভাবে গৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক সদাচার অবলম্বন করিয়া শ্রীহরিনামগ্রহণ, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহের অনুষ্ঠানদ্বারা গৃহস্থ-বৈষ্ণবের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তখনও শ্রীহরি-কথা-শ্রবণে ও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবায় তাঁহার এতদূর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল যে, যখনই কোন মঠে মহোৎসবাদির সংবাদ প্রাপ্ত হইতেন, তখনই ৭০।৭৫ মাইল যাত্রা পথশ্রমে চলিয়া মঠে উপস্থিত হইতে তিনি বিন্দুমাত্রও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। এইরূপে কিছুকাল গৃহে অবস্থান করিয়া অবশেষে "পরধাগতের, অধিকনের একই লক্ষণ। তার মধ্যে প্রেষ্ঠেশয়ে আত্মসমর্পণ"—এই ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য নিজ-আচরণ-দ্বারা প্রদর্শনকল্পে সর্ব্বতোভাবে গুরুদেবতাশ্রয় হইয়া গৌড়ীয়মঠে অবস্থান-পূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ যেরূপ নিষ্কপট হরিজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তিনি গৌড়ীয়মঠে কিয়দ্দিবস মহাপ্রসাদ-বিতরণ-সেবায় ভার প্রাপ্ত হন; পরে শ্রীবিগ্রহদর্শনার্থী জনসাধারণকে শ্রীচরণামৃত-বিতরণ ও শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদি সেবা লাভ করেন। বয়সে প্রাচীন হইলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবার সর্ব্বাঙ্গীন সুষ্ঠুতা-সম্পাদন-জন্য তাঁহার আন্তরিক উৎসাহ ও প্রাণপণ চেষ্টা, তাঁহার বিনয়-নম্র-মধুরবাক্য এবং সেবাকালে সর্ব্বক্ষণ হাস্যময় মুখশোভা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী স্মরণ-পূর্ব্বক গুরুগণ আজ তাঁহার বিরহে বিশেষ কাতর হইয়া "কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র ইচ্ছায় হইল সঙ্গভঙ্গ॥" "দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর। কৃষ্ণভক্ত-বিরহ-বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"—এই সমস্ত মহাজন-বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—'অধিকন', এই শ্রীগুরু-প্রদত্ত নামের প্রকৃত সার্থকতা তিনি তাঁহার আচরণে বর্ণে বর্ণে প্রদর্শন করিয়া নিষ্কপট গুরুসেবকমাত্রেরই আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৬ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৪০ ; ২৯শে এপ্রিল ১৯৩৩ | ৩৭শ সংখ্যা

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ*

যে শ্রীল আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যযুগীয় মূলপুরুষ, তাঁহার সদ্বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'মাধ্ব' বলিয়া বিচার করেন। শ্রীমাধ্বগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমাধ্ব-আচার্য্যকুলকে পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহার অনুগত মাধ্ব-গৌড়ীয়গণ সকলেই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেতর কুলজাত পরিচয়ে যাঁহাদের পরীক্ষা লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা বৈষ্ণ-পরিচয়ে ব্রাহ্মণতা স্বতঃসিদ্ধ। মূঢ় অর্ব্বাচীন জনগণ কোন কোন সময়ংসে গৌড়ীয়াচার্য্যকে সংস্কার-গ্রহণে বিরত দেখিলেও, অসরার পরিত্যাগ করিলে তাহারা জানিতে পারিবে যে, গৌড়ীয়-আচার্য্যগণ ব্রাহ্মণোত্তম। অবৈধ-বর্ণাশ্রমবিচারে মূর্খ, অজ্ঞ, অশাস্ত্রীয়গণের ধারণা তাঁহাদের চরণে অপরাধ করায় বলিয়া হরিহোড়, ঠাকুর রঘুনন্দনের অনুগতগণ ও শ্রীশ্যামানন্দ-রসিকানন্দ-বংশে তাৎকালিকভাবে সংস্কারের পদ্ধতি চিরদিন প্রচলিত আছে এবং পাঞ্চরাত্রিকী সাত্বতদীক্ষায় ইহ-প্রাকট্যেই সংস্কার-বিধি পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত থাকায় অসংস্কৃত থাকিবার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত হওয়া বৈষ্ণের পরিচয় মাত্র। সমাবর্ত্তন করিয়া যাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিবার পর ভগবান্ বিষ্ণুর মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাঁহাদের বারাহী দীক্ষা, নারসিংহী দীক্ষা ও রামানন্দী দীক্ষা প্রভৃতি সংস্কার-পদ্ধতি-অনুসারে তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিবার পরিবর্ত্তে বিচক্ষণ কোবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক বিপ্রাখ্যায় অধিক হন। ব্রাহ্মণাখ্যা সাধারণ লৌকিক-বিচারে ও বর্ণবিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে,—এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি উত্থাপিত হওয়া উচিত নহে। অনভ্যস্ত-গোত্রিয় অবিকুল বা বৈষ্ণব-

* এই প্রবন্ধটী "বৈদিক-বর্ষীয়ঃ-প্রকাশ"-পত্রের বিশেষ শ্রীগৌরজয়ন্তী-সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

গৃহস্থ-সমাজ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের বিচারমতে চিরদিনই জগতের অধিকৃত ও তাহার ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত আছেন। কাল-প্রভাবে কুশিক্ষার তাড়নায় কোন কোন স্থলে বৈষ্ণবনিন্দক-গণের দ্বারা তাঁহাদের প্রাগ্‌বর্ণের পরিচয় দিয়া বৈষ্ণবনিন্দক-গণকে বৈষ্ণবাপরাধী করা হয়। উহাদিগকে অপরাধপঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য গৃহীত-সংস্কার স্মৃতিকুল সৈন্যসূচক সংস্কারাদি গ্রহণ করেন। মূর্খ ও অর্ব্বাচীনের মধ্যে গৃহস্থ-জীবনের সংস্কার ত্যাগ করাও প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় উহারা বৈষ্ণব-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার স্বভাব লাভ করিয়াছেন; তাহা বৈষ্ণ নহে, শাস্ত্র ও গুরুদ্রোহ মাত্র। পরমহংসাশ্রিতের সংস্কারের আবশ্যকতা নাই বলিয়া পরম-হংসের অবস্থায় উহার প্রয়োজনীয়তা নাই—এরূপ বিচার মূর্খতা ও অনুদ্দেশিতার অন্তর্গত। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ যদি আপনাদিগকে বৈষ্ণবক্রব বলিয়া অবৈষ্ণব-স্মার্ত্তের অনুকরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত বলিয়াই জানিতে হইবে।

অবৈষ্ণ-বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধসমূহ বৈষ্ণ-বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধের সহিত সমতা-প্রয়াসী জনগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে অশিক্ষিত-পর্য্যায়ে গণিত হইবার যোগ্য। বৈষ্ণ-বর্ণাশ্রম-বিচারটী পার্থিব রাজ্য হইতে অন্তরীক্ষ প্রদেশে অথবা অমর-পুরীতে দেশান্তর লাভ করাইলে জগতে রজস্তমোগুণের প্রাধান্যই সাধুত বিচারকে বিপন্ন করাইবে, সন্দেহ নাই। যাহারা গুরুদ্রোহ করিয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা কখনও বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহে। এজন্যই পূর্ব্বে বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজ বৈষ্ণ-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনঃস্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন।

বিষ্ণুভক্তিরহিত পঞ্চোপাসক বা নির্ব্বিশেষবাদী সেবক-সম্প্রদায় আপনাদিগকে বিপ্রকুলজাত বলিয়া বিচার করিতে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য, কিন্তু বামন-পঞ্চরাত্র বলেন, কলি-কালে ব্রাহ্মণক্রবগণের সর্ব্ববাদিসম্মত ব্রাহ্মণতা নাই, উহাতে বিবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং সাধুত পঞ্চরাত্রের বিধান-মতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবিচারিত বিধান অতকূলে যে-প্রকার স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা হইতে উহাদিগকে সুরক্ষিত করা পরম-প্রয়োজনীয়। এই হেতু 'হরিভক্তিবিলাস' এর বিলাসের প্রারম্ভে বামনগণ উদ্ধার করিয়া কর্ণাট-বিপ্রকুলের শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও আন্ধ্রবিপ্রকুলতিলক শ্রিরঙ্গবাসিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু শ্রীহরিভক্তিবিলাস-সঙ্কলন-কালে এই বিচারের আবাহন করিয়াছেন, উহা বৈষ্ণবস্মৃতিপাঠকগণের বা পঞ্চরাত্রাচার্য্যগণের প্রকৃষ্ট সিদ্ধান্ত। নারদপঞ্চরাত্রে যে-প্রকার বিধান লক্ষিত হইয়াছে, তাহা শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণব বা মাধ্বগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ চিরদিনই পালন করিয়া আসিতে-ছেন। শিক্ষার অভাবে শাস্ত্রালোচনার পরিবর্ত্তে আক্রীড়-ভূমিকায় বৈষ্ণব-স্মৃতির আদর ন্যূনাধিক লোপ পাওয়ায় কেবল বিষ্ণুভক্তিবিরোধী ও শাস্ত্রের একদেশদর্শী সমাজ বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতেছেন জানিয়া মুমুক্ষুর শুদ্ধমাধ্বগৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রত্যেক স্বধর্ম্ম-পালনবিধির আদর শিক্ষা দিতেছেন। বহুজীবের অজ্ঞান-নাশের জন্য বিষ্ণুভক্তির প্রচার-কামনা তাঁহাদের আচার্য্য ও পাত্র-সেবার অনুকূলতা লাভ করিতেছে। অভক্ত স্মার্ত্তগণের বিচারে যে দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা হইতে পৃথক্ হইবার জন্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ বিশুদ্ধগৌড়ীয় ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের নিজ পবিত্রতাকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিতেছেন।

অবৈষ্ণ-বর্ণধর্ম্মাশ্রিত বিচারাবলম্বনে যে-সকল চিন্তাস্রোত বৈষ্ণব-স্মৃতিকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে, সেই সমস্ত বিচার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ শাঙ্কর-মতান্তর্গত পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়ের সহিত পৃথক্ হইয়া বৈষ্ণব-স্মার্ত্তগণ বিষ্ণুভক্তির চিরদিনই পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। চতুর্ব্বেদীয় কাত্যায়ন গৃহ্যসূত্রাদি সংস্কারের কথা বলিয়া পাঞ্চরাত্রিক পঞ্চরাত্রের যোগে পঞ্চবিধ সংস্কারে দ্বিজত্বের স্থাপনা করিয়াছে, আর পাঞ্চরাত্রিক বিধান-মতে 'তন্ত্রসাগর' প্রভৃতি স্মৃতি-নিবন্ধ, যাহা অভক্ত স্মার্ত্তাগ্রণীগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে, উহার বিধানও বৈষ্ণব-স্মৃতি হরিভক্তিবিলাসে স্থান পাইয়াছে। বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজগণ সকলেই সমস্বরে বলিয়া থাকেন যে, বিষ্ণু-শিলাধারের—যাঁহাকে গণ্ডকী ও নেপালী শিলা বলে, তাঁহার সেবা করিবার অধিকার একমাত্র বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিত পাঞ্চরাত্র-সংস্কারে সংস্কৃত ব্যক্তি-মাত্রেরই আছে। অভক্ত স্মার্ত্তগণ ইহাদের সহিত মতভেদ করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীর সঙ্কলিত ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সম্পাদিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস ভরদ্বাজসংহিতা বচনানুসারে যে-কালে বৈষ্ণসংস্কার-সমূহ গৌড়ীয়গণের মধ্যে

পুনরুজ্জীবিত করেন, তাহার অব্যবহিত ৫০ বৎসর পরে গৌড়ীয়-গগনে প্রবল কটিকার অনেকস্থলে ভক্তিবিচার বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। কমলাকর-লিখিত 'নির্ণয়সিন্ধু' যদিও হরিভক্তিবিলাসের সম-সাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়া পাশ্চাত্যদেশে অভক্তির কথা সংরক্ষণ করিয়াছিল, তথাপি শ্রীল কবিরাজগোস্বামী পাশ্চাত্যদেশ-প্রচলিত কমলাকর-সঙ্কলিত পদ্ধতিকে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা প্রাকৃতস্মৃতি বলিয়া অনাচার-শিক্ষাদান ও মূঢ়বিমোহনের পদ্ধতি বলায় শৈব ও অদ্বৈত-বিচারে পার্থক্য তৎকালাবধি চলিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশেও শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও তদনুগত শান্তিপুরের রাধামোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৈষ্ণবধর্ম্মবিস্তারের প্রচুর পরিমাণ ব্যাঘাত করিয়াছেন। ইহারা ব্যাঘাত করিয়াও ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবতা একেবারে নষ্ট করিতে পারেন নাই। তবে বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতা বিষয়ে মতভেদ স্থাপন করিয়াছেন। ঐ মতভেদের ফলে-ভগবদ্ভক্তির প্রচার ভাগ্যহীন জনগণের মধ্যে যথাযথ কার্য্যকরী হয় নাই। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণচর্য্যার সংস্কার-প্রসঙ্গে বিষ্ণুতত্ত্বতা বশতঃ স্মৃতীয়মন্ত্রে বিষ্ণুপূজাধিকার রহিত হওয়ায়—বিষ্ণুর সহিত অপর আধিকারিক দেবতাগণকে সমশ্রেণীতে স্থাপন প্রভৃতি অবিচার-সমূহ প্রবল হওয়ায় সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শ্রীমদ্ভাগবত ও চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গূঢ় বিচার-প্রণালী—ব্রহ্মসংহিতা ও পাঞ্চরাত্রিক-বিচার প্রণালী অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন না বলিয়া তাঁহারা বিষ্ণুভক্তিতে উদাসীন হইয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণবব্রুবে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তজ্জন্যই পরবিদ্যাপীঠ ও পরবিদ্যার চর্চ্চা—যাহা শ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুজ্জীবিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছিত বলিয়া বিদ্বদ্রুচির স্থান সর্ব্বোপরি। বৈদুষ্ঠ ও ক্ষণভঙ্গুর ভবিতব্য লোকাদির পরস্পর বৈশিষ্ট্য রুচিবৃত্তিতেই চিরিদাস আস্বাদন করিয়াছে। সেই চৈতন্যচরিত সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিবার জন্যই পরবিদ্যাপীঠ।

যাহাতে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রণয় বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য গৌড়ীয়গণ সর্ব্বক্ষণ প্রচুর পরিমাণে যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা শিক্ষামন্দির স্থাপন, শিক্ষকের দ্বারা সাধারণ লোকের নিকট প্রচার, পারমার্থিক বা সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন ও সদ্গ্রন্থ প্রচার এবং শাস্ত্রসমূহের ভক্তিপর ও অভক্তিপর ব্যাখ্যাদি বিশ্লেষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহাতে ভক্তিবিদ্বেষী ও সংশিক্ষাবিরোধিগণ যতই আরক্তচক্ষু হউন না কেন, শিষ্ট শিক্ষক যেমন দুষ্ট বালকগণকে যেরূপেই হউক সদ্বিদ্যা সংপথে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, তদ্রূপ গৌড়ীয়গণও যেন সকলকে শিক্ষা দিতে পারেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কুশিক্ষারত জনগণ নানা অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যপরে ব্যস্ত থাকিয়া সারগৌড়ীয়গণের প্রতি যতই অনাদর প্রদর্শন করুক না কেন, তাহাদের কুবিচার আর কতদিন রক্ষা করিতে পারিবে, আমরা জানি না। আমাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা—'গৌড়ীয়'-পত্র প্রত্যহ বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া প্রকাশিত হইলে এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে পঞ্চগৌড়ে ও পঞ্চদ্রাবিড়ে প্রচারিত হইবে। পঞ্চদ্রাবিড়ের অধিকাংশ লোকই বাঙ্গালা জানেন না। পঞ্চগৌড়ের চতুর্থ পঞ্চমাংশ ব্যক্তিও বাঙ্গালা জানেন না। সুতরাং ইংরেজী, উর্দ্দু, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার সাহায্যে বেদবেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য, শ্রৌত ও গৃহ্য শাখাগণের প্রকৃত তাৎপর্য্য সুপ্রচারিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীগৌরসুন্দর একদিন কর্ণাট-বিপ্রবরকে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে, দাক্ষিণাত্য আন্ধ্রদ্বিজকে ও শ্রীসনাতনগোস্বামীপ্রভুকে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন। তৎফলে তৎকালে প্রচার হইলেও কালধর্ম্মে লোকরুচি সেই সকল কথা আবার সম্পূর্ণভাবে ধারণে করিয়াছে। সুতরাং নিখিল লোকমঙ্গলের জন্য উহা পুনরুজ্জীবিত হওয়া আবশ্যক।

স্মার্তকুল ও সদ্ধর্ম্ম-বিরোধী ব্যক্তিগণের পাণ্ডিত্যে পণ্ডিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের কথা যদি দৈন্যসহকারে জ্ঞাপন করা যায়, তাহা হইলে একেবারে সেই সকল কথায় বধির হইয়া থাকিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক থাকিলেও অধিকাংশ লোক প্রীতির সহিত ভগবানের ভজন করিবেন। আমাদের ন্যায় লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই কনিষ্ঠাধিকারোচিত ও মধ্যমাধিকারোচিত বিষ্ণুভক্তির কথা জগতে প্রচারিত হউক। তাহা হইলে—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"—কথাটী বুঝিতে পারা যাইবে—চাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর অতি মূল্যবান্ উপদেশের মধ্যে প্রবেশাধিকার হইবে। নতুবা মায়ার বিকার দর্শককে ত্রিতাপতাড়িত করিয়া বিপথগামী করিবে। এ কথা প্রদর্শক শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণে ধ্বনিত

জানিতে পারিয়াছেন। আংশিক দ্রষ্টৃগণ বহু অংশের সমাবেশে পরমাত্মার যে চিত্র হৃদয়ে অঙ্কন করেন, অথবা নির্বিশেষবাদিগণ জাগতিক বাস্তবতার বিষয়ের খণ্ডাংশ পরিহার করিয়া যে নির্বিশেষ কল্পনা করেন, ঐ নির্বিশেষ চিৎসবিশেষ হইতে পৃথক্ মায়ার ক্রিয়া বলিয়া উহা মায়াবাদ-পদ্ধতিতেই অবস্থিত,—এ কথা ভগবদ্ভক্তগণ বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা পঞ্চোপাসকের পদ্ধতি-গ্রহণের পরিবর্ত্তে পঞ্চোপাসনার সন্ধান করিতে গিয়া বিষ্ণু-নৈবেদ্যের অবশেষ-দ্বারাই বিষ্ণুপ্রেরিত আধিকারিক দেবগণকে বিষ্ণু-শক্তিগত পরিচয়ে বিষ্ণুবিগ্রহ-জ্ঞানে তাঁহাদের উপাসনা করিয়া থাকেন। কাত্যায়নীর পূজা ও সোমঘৌলির পূজা বঙ্গদেশে প্রবল, তদ্ব্যতীত গণপতির পূজাও প্রচলিত আছে। তিরুবল্লর হইতে সংগৃহীত শ্রীগৌরসুন্দরের মহাদান পঞ্চমাধ্যায় ব্রহ্মসংহিতা সূর্য্য ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার ভগবদ্ভক্তির কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ-বিচারে পঞ্চোপাসকের অবিধিপূর্ব্বক সেবা পরিবর্ত্তিত হইয়া শুদ্ধ-জ্ঞানে আশ্রয়জাতীয় পূজায় দীক্ষিত হইতে পারিলে আমরা পুনরায় ভগবদ্ভক্তির পুনরাবাহন দেখিতে পাইব।

পঞ্চোপাসনা

কেবল বঙ্গদেশে নহে, সমগ্র ভারতে পঞ্চোপাসনার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চোপাসনার দেবতা-পঞ্চক বৈদিক দেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। যেটু-মাকাল, সুবচনী, শিবরি প্রভৃতি দেবতাগণের বিশেষ প্রাধান্য বৈদিক শাস্ত্র অপেক্ষা আগুষ্ঠানিক প্রচলিত বেয়েলি প্রথার মধ্যেই অধিক দৃষ্ট হয়। ঐ সকল দেবতা হইতে পৃথক্ এবং অধিকতর প্রাধান্য প্রদান করিয়া পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় বিষ্ণু, রুদ্র, শক্তি, গণপতি ও সূর্য্যকে বৈদিক পঞ্চদেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

সাধারণ লোক 'বেদ'-শব্দের উচ্চারণ-মাত্রই যেরূপ ধারণা করেন, বিদ্বান্‌গণ তাহা হইতে বেদ-শব্দের বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া থাকেন। বেদের সাংহিতা-অংশে দেবদেবীর যে উল্লেখ আছে, তাহা কর্ম্ম-মার্গীয় সকাম-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্ এবং উপনিষদ্গ্রন্থের আপাত-বিরোধ-সমন্বয়কারী ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং মানবের অধিকার ও যোগ্যতা-বিচারে সকাম দেবতাগণের আরাধনার প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে সুন্দর মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

অজ্ঞান-কর্ম্মজড়িগণের অধিকারে বেদের সাংহিতা-অংশে যে-সকল দেবতার উপাসনার কথা বলিয়াছেন, সেই সকল দেবতার উপাসনায় আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ হয় না,—ইহা শ্রুতিশাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্র গীতোপনিষৎ অন্যকথায় স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখোক্তিতে জানাইয়াছেন,—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥
(গীঃ ৭ম ২০-২৫)

• • • • •

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥
(গীঃ ৯ম ২০—২৫)

উপরি-উক্ত ভগবদ্বাক্য-সমূহ হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, অন্যদেবতা-পূজা বেদের কর্ম্মকাণ্ডে উল্লিখিত হইলেও এবং নিম্নাধিকারে তাঁহাদের সাময়িক বা নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্ যে আত্যন্তিক শ্রেয়ের কথা বলেন, উহা সেই শ্রেয়োদান করিতে পারে না। সর্ব্বযজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ও প্রভু শ্রীহরির অনন্যোপাসনাই বেদের চরম লক্ষ্য এবং তদ্দ্বারাই শ্রেয়োপ্রাপ্তি সম্ভব। অন্যান্য দেবতার উপাসনায় প্রেয়োলাভ-মাত্র ঘটিতে পারে।

কর্ম্মকাণ্ড বেদে কথিত হইলেও বেদের শিরোভাগ শ্রুতি সেই কর্ম্মকাণ্ডের নিরাস করিয়াছেন।

যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে।
(মুণ্ডক ১।২।১০)

কর্ম্মিগণ কর্ম্মে অনুরাগ-বশতঃ প্রকৃত তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, এইজন্য তাহারা অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হইয়া কর্ম্মফলে যে স্বর্গাদি লোক লাভ করে, তাহা হইতে চ্যুত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহা বেদবাদ। পণ্ডিতাভিমানী সূরিগণও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। প্রকৃত অর্থকে সঙ্গোপন করিবার জন্য উহাকে অন্যপ্রকারে বর্ণন করার নাম পরোক্ষবাদ। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ এবং অজ্ঞ, অপক্ক বালবুদ্ধিতুল্য জীবগণের অনুশাসন। পিতা যেরূপ রোগ-গ্রস্ত সন্তানের আরোগ্যের জন্য তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান, শাস্ত্রও সেইরূপ কর্ম্মনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে কর্ম্ম-বিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্ম-মূঢ় জীবসকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন,—

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ।
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।
নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽবিচক্ষণঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ।
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।
(ভাঃ ১১।৩।৪৩—৪৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদুক্তিতে আরও দেখিতে পাওয়া যায়,—

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্।
তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ।
(ভাঃ ১১।১৩।২৩, ২৪)

যাজ্ঞিক যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। তথায় কর্ম্মফলানুসারে দেবতাদিগের ন্যায় দিব্যভোগসকল ভোগ করিয়া থাকেন। যে-পর্য্যন্ত তাঁহার পুণ্যক্ষয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত তিনি স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু পুণ্যশেষ হইলে তাঁহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কালপ্রেরিত হইয়া তিনি অধোগতি প্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
(চৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৬৩)

বেদের সংহিতাংশে কোন কোন অধিকারীর যোগ্যতায় কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া অর্থাৎ কুকর্ম্মী বা উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদিগকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য বেদে কর্ম্মের উপদেশ আছে বলিয়া—শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে কর্ম্ম-নিন্দা ও কর্ম্মত্যাগের উপদেশ এবং সকল মহাজনের বাণীতেও সেইরূপ উপদেশ আছে বলিয়া ঐ সকল শাস্ত্র বা মহাজন বেদ-বিরোধী নহেন।

একশ্রেণীর অনভিজ্ঞ ব্যক্তির যুক্তি এই যে, পঞ্চোপাসনার পঞ্চদেবতা যখন বৈদিক দেবতা, তখন আধুনিক প্রচলিত পঞ্চোপাসনা অস্বীকার করিলে বেদকেই অস্বীকার করা

হইল। ইহাদের মূর্খতা উপনিষদ-উক্ত বাক্যানুসারে দূর করা প্রয়োজন হইবে। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্, উপনিষদের অর্থ-ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দর যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত-প্রমাণে বেদের উল্লঙ্ঘন হয়,—এইরূপ যাঁহারা বলিতে চাহেন, তাঁহারা প্রকৃত মহাজনের নিকট পাঠ অধ্যয়ন না করায় অজ্ঞান-রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অজ্ঞান-নিবৃত্তির নিকট বেদ তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন নাই

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা'-গ্রন্থের উপক্রমণিকায় পঞ্চোপাসনার এইরূপ একটী সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন,—"ভাগবত সনাতনধর্মকে সাত্বত-ধর্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহারই অপর নাম 'বৈষ্ণব-ধর্ম'। ভারতবর্ষী বৈষ্ণবেরা 'শাক্ত', 'সৌর', 'গাণপত্য', 'শৈব' ও 'বৈষ্ণব'—এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু যাহারা বৈষ্ণবগণ বিনে, অতএব অসাম্প্রদায়িক। অধিকার-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী পারমার্থিক-সম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। মানবদিগের প্রবৃত্তি দুই প্রকার—আধিক ও পারমার্থিক। আধিক প্রবৃত্তি হইতে দেহ-পোষণ, দেহ-নির্ব্বাহ, বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, বিদ্যাভ্যাস, মনোমার্জ্জন, জড়বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম্ম, রাজ্যশাসন ও পুণ্যাদর প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। কেবল অর্থ-চেষ্টা হইতে পরমার্থ-চেষ্টার উদয়কালকে ঈষৎ সাম্মুখ্য বলা যায়।

ঈষৎ সাম্মুখ্যমারভ্য প্রীতিসম্পন্নতাবধি।
অধিকারা হ্যসংখ্যেয়া স্তথাঃ পঞ্চবিধা মতাঃ॥

তমঃ, রজস্তমঃ, রজঃ, রজঃসত্ত্ব ও সত্ত্ব—এই পাঁচটীর গুণ-তত্ত্বে পাঁচপ্রকার ধর্ম্ম মানবগণের পক্ষে মূল স্বভাব হইতে উদিত হয়। স্বভাব ও গুণ-বিচারে অর্ব্বাচীন পণ্ডিতেরা গুণের নীচতা হইতে উচ্চতা পর্য্যন্ত পাঁচটী মূল বিভাগ করিয়াছেন।

ঈষৎ সাম্মুখ্য হইতে উত্তম অধিকার পর্য্যন্ত অসংখ্য অধিকার লক্ষিত হয়। প্রাকৃত জগতে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার নাম —শাক্তধর্ম্ম। প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রী বলিয়া ঐ ধর্ম্মে লক্ষিত হয়। শাক্তধর্ম্মে যে-সকল আচার-ব্যবহার উপদিষ্ট আছে, সেই সকল ঈষৎ সাম্মুখ্য-উদয়ের উপযোগী। আধিক লোকেরা যে-সময় পর্য্যন্ত পরমার্থ জিজ্ঞাসা করেন নাই, সেই সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে পরমার্থতত্ত্বে আনিবার জন্য শাক্তধর্ম্মোপদিষ্ট আচার-সকল তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে। শাক্তধর্ম্মই জীবের প্রথম পারমার্থিক চেষ্টা এবং তদধিকারস্থ মানবগণের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃ। সাম্মুখ্য অর্থাৎ ঈশ্বর-সাম্মুখ্য প্রথম হইলে দ্বিতীয়াধিকারে জড়ের মধ্যে উত্তাপের শ্রেষ্ঠতা ও কর্ম্মক্ষমতা বিচারিত হইয়া উত্তাপের মূলাধার সূর্য্যকে উপাস্য করিয়া ফেলে। তৎকালে সৌরধর্ম্মের উদয় হয়। পরে উত্তাপকেও জড় বলিয়া বোধ হইলে পঞ্চতৈতন্যের শ্রেষ্ঠঃ-বিচারে গাণপত্য-ধর্ম্ম তৃতীয় ঘুণাধিকারে উৎপন্ন হয়। চতুর্থ ঘুণাধিকারে শুদ্ধ নরচৈতন্য বিবরূপে উপাস্য হইয়া শৈবধর্ম্মের প্রকাশ করে। পঞ্চমাধিকারে জীবচৈতন্যের পরমচৈতন্যের উপাসনা-রূপ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকাশ হয়। পারমার্থিকধর্ম্ম স্বভাবতঃ পঞ্চপ্রকার। অতএব সর্ব্বদেশেই এই সকল ধর্ম্ম কালে-কালে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

* * * *

সাত্বত বা অনাশ্রয়াধিক বৈষ্ণবধর্ম্মই স্বরূপ-ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের নিত্যধর্ম্ম। কিন্তু মায়াবাদি-সম্প্রদায়-মধ্যে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা ঐ স্বরূপ-ধর্ম্মের গৌণ অনুকরণ-মাত্র।"

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক যে, পঞ্চোপাসনায় যে বিষ্ণুর উপাসনা দৃষ্ট হয়, তাহা সাত্বত বৈষ্ণবধর্ম্মে উপাস্য নিত্যসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা হইতে পৃথক্। ইহাকে বিষ্ণুবৈষ্ণবধর্ম্ম বলা যায়। বিষ্ণুকে কর্ম্মাঙ্গ-বিচারে বিষ্ণুর সাময়িক উপাসনা স্বীকার করিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তিই পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত বিষ্ণুবিষ্ণূপাসনার আকাঙ্ক্ষা।

বেদে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামীর ক্ষুদ্র অধিকারে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্রের উপাসনার কথা বর্ণিত থাকিলেও অকাম, সর্ব্বকাম ও মধ্যম মোক্ষকামীর জন্য তীব্র ভক্তিযোগ-সহকারে বিষ্ণুর পরম পদের উপাসনার কথাই বলা হইয়াছে। যখন জীবের হরিপ্রীতি-বাঞ্ছা-ব্যতীত অন্যাভিলাষ থাকে এবং সেই অন্যাভিলাষ-জাত পাপ-পরিহার-পূর্ব্বক পুণ্যরূপ ধর্ম্মের বাসনার উদয় হয়, তখন বিষ্ণুর স্ব-স্বরূপের উপাসনা না করিয়া বিষ্ণুর বহিরঙ্গা-শক্তির বিক্রমজাত সূর্য্যের উপাসনায় জীবের রুচি উদিত

হয়। সূর্য্যের অভ্যন্তরে সূর্য্য-দেবতার প্রাণস্বরূপ যে অতুল জ্যোতির্ম্ময় বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত, যাঁহার আজ্ঞায় সূর্য্য নিয়ত কালচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন, সেই বিষ্ণু-স্বরূপকে তৎকালে পরতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না। আবার জগতের কামের সাধক অর্থ-কামনার বা পুণ্যাদি ভোগ-লাভের সাধক বিত্তকামনার যখন বদ্ধজীবের চিত্ত বাধিত হয়, তখন তাহারা জগতের গণ বা লোকসঙ্ঘ যাঁহাকে একমাত্র আপাতিক প্রয়োজন-পরিপূরণের সাধ্যোপায় বলে মনে করে, সেই ত্রবিণ বা অর্থলাভের জন্য গণপতি বা গণেশের আরাধনায় রতিবিশিষ্ট হয়—গণেশকে জগতের কামের সিদ্ধিদাতা ও বিঘ্নবিনাশনরূপে পূজা করিবার জন্য বাধিত হয়। কিন্তু গণেশ যাঁহার কৃপায় বিঘ্নবিনাশ করিবার শক্তিলাভ করেন, সেই একমাত্র গোবিন্দের আরাধনায় সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে হইবে ভাবিয়া তাহাদের চিত্ত পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে। জগতের বিভিন্ন কামের সিদ্ধির জন্য বহিরঙ্গা শক্তির সামর্থ্য অবলোকন করিয়া বদ্ধজীব জড়া শক্তির উপাসনায় রত হয়। এই জড়া শক্তিই মহামায়া বা ভুবন-পূজিতা দুর্গা, কালী প্রভৃতি। ইঁহারা অধিতীয়া স্বরূপশক্তির ছায়া। স্বরূপশক্তিভূতা বৈকুণ্ঠস্থিতা দুর্গা ভগবানের নিত্যসেবা দান করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট "ধনং দেহি ত্বিষো জহি" প্রভৃতি কামনামূলক প্রার্থনা বা কামনার অতিব্যাপ্তিতে যে প্রেমের-ভোগ-পিপাসা কামনা-ত্যাগের মূলস্থ পরিয়া নির্ব্বিশেষভাবে পরিণত হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না। এজন্য স্বরূপশক্তি যোগমায়া এবং ছায়াশক্তি জড়-মায়ার পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জগতের লোক স্বরূপশক্তি ও ছায়াশক্তিকে একাকার করিয়া বিপথগামী হয়। স্বরূপ-শক্তির প্রতিনিধিস্বরূপা মহামায়া—এ কথা সত্য হইলেও স্বরূপশক্তি কিছু ছায়াশক্তি নহে, ছায়াশক্তিও কিছু স্বরূপশক্তি নহে।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ব্রহ্মসংহিতার টীকায় শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রোক্ত শ্রুতিবিদ্যা সংবাদের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

দুর্গতিং গীয়তে সদ্ভিরথবাস্তদনন্যভা।
অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়াঽখিলেশ্বরী।
যয়া মুহ্যন্তি জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ॥

—বৈকুণ্ঠপীঠস্থিতা যে দুর্গা, তিনিই অথবা স্বরূপভূতা বলিয়া সাধুগণের দ্বারা গীত হন। তাঁহার আবরিকা-শক্তি অখিলেশ্বরী মহামায়া—যাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ ও দেহাভিমানিগণ মুগ্ধ হইয়া আছে। চৌদ্দভুবনাত্মক দেবীধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই দুর্গা। ইনি ধর্ম্মকর্ম্মরূপ দশভুজযুক্তা। সিংহ-প্রতাপে অবস্থিত বলিয়া সিংহবাহিনী, পাপ-দমনীরূপা মহিষাসুর-মর্দ্দিনী। আপাতিক শোভা ও সিদ্ধিরূপ সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী। অষ্টৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-রঙ্গিনীরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তিনী। পাপ-দমনে বহুবিধ বেদোক্তধর্ম্মরূপ বিংশতি অস্ত্রধারিণী। কাল-শোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্পশোভিনী। ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইলে তটস্থাশক্তি-প্রসূত জীবগণ যে আপাতিক কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার দুর্গ। এই দুর্গাই দশমহাবিদ্যারূপে আপাতিক জগতে জড়ীয় আধ্যাত্মিক লীলা বিস্তার করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বরূপশক্তি ও বহিরঙ্গা মহামায়া বা ছায়া-শক্তির কথা এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥
(ভাঃ ২।৫।১৩)

দেবর্ষি নারদ স্বীয় গুরু ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ও মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করায় ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া মহামায়ার এই স্বরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন,—"তিনি আমার কপটভাব অবগত আছেন,"—এইরূপ মনে করিয়া মায়া যাঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জিতা হন এবং যাঁহার ঐ মায়া-শক্তি-কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া অধিষ্ঠাপ্রস্ত ব্যক্তিগণ 'আমি আমার'— এইরূপ অহঙ্কার করিয়া থাকে (সেই ভগবান্ শ্রীহরিদেবকে নমস্কার করি)।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে দুই স্থল,—দিগ্বিজয়ী বিপ্রকে জড়বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী স্বপ্নে আবির্ভূতা হইয়া শ্রীভাগবতের ঐ শ্লোকের দ্বারা নিজ-স্বরূপ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। (চৈঃ ভাঃ আ ১৩।১৩০ সংখ্যা, তদনুসঙ্গে তদনন্তরের ৩২শ সংখ্যা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের উপরি-উক্ত শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকা দ্রষ্টব্য)। কেনোপনিষদের তৃতীয় খণ্ড ও চতুর্থ খণ্ডের প্রথম মাত্র বিষ্ণুই যে সকল শক্তির মূল, তাহা উমাদেবী জানাইয়াছিলেন; কিন্তু যতক্ষণ জীবের দেহাভিমান প্রবল থাকে, ততক্ষণ তাহারা মহামায়ার উপাসনাকে তাহাদের

কামনাবশে বলিয়া বরণ না করিয়া থাকিতে পারে না এবং যে বিষ্ণু বহিরঙ্গা শক্তি অখিলেশ্বরী দুর্গাদেবী, সেই অন্বয়-জ্ঞান বিষ্ণুর স্বরূপ-শক্তির আশ্রয়ে বিষ্ণুর উপাসনায় রত হয় না।

যখন বদ্ধজীব ধর্ম, অর্থ ও কামে অতৃপ্ত হইয়া উহাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া পড়ে, তখন তাহার হৃদয়ে মুক্তির অভিসন্ধি উদিত হয় এবং ঐ বিচিত্রতাই অশান্তির কারণ, এইরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতামূলে ঐরূপ বিচিত্রতা-রহিত কোন নির্বিশেষভাবে আত্মসাৎ করিতে পারিলে শান্তিলাভ হইবে, এইরূপ অনুমান করিয়া থাকে। তখনই সাযুজ্যকারী রুদ্রের উপাসনায় চিত্ত ধাবিত হয়। কিন্তু যখন জীব ভগবৎসেবা-বিমুখ হয়, তখনই তাহার ঐরূপ মুক্তি-পিপাসার উদয় হয়। সুতরাং ভগবদ্বিমুখকে মোহন করিবার জন্য যে স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাহাতে অভিনিবিষ্ট না হইয়া সতর্কগণ রামের

শুদ্ধ বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর আরাধনায় তাঁহাদের চিত্ত ধাবিত হয়, তাঁহারা শিবের পরম প্রিয়পাত্র হইয়া ভগবৎসেবা লাভ করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রচেতোগণের উপাখ্যানে ইহার সুষ্ঠু বর্ণন করিয়াছেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবগণের বা প্রকৃত বেদানুগত সাত্বত সম্প্রদায়ের বিষ্ণু-রুদ্র-শক্তি-গণপতি-সূর্য্যোপাসনার সহিত আধুনিক পঞ্চোপাসকের তত্ত্বদুপাসনার মূল প্রভিন্নতাই ভেদ রহিয়াছে। সাত্বত ভাগবতগণই শিব, শক্তি, গণপতি ও সূর্য্যের যথার্থ সম্মান, পূজা ও প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। কেননা, তাঁহারা কোন কল্পিত মূর্ত্তির পূজা করেন না; বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পীঠাবরণে ঐ সকল দেবতার যে স্বরূপাত্মক নিত্যমূর্ত্তি আছে, সেই সকল নিত্যমূর্ত্তিরই পূজা বিষ্ণুর সেবক-বিচারে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ঐ সকল দেবতার নিকট ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ কামনা করিয়া দেবতাদিগকে জীবের 'বিষ্ণুসম্বন্ধের' বা প্রয়োজন-সম্বন্ধাভিধেয়রূপে স্থাপন করেন না। পরন্তু, ঐ দেবতাগণের যাহা যথোচিতই ও প্রীতিকর, সেই ভগবৎসেবাকামের জন্য দেবতা-গণের কৃপা ও বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু পঞ্চোপাসকগণ স্ব-স্ব কামনাসিদ্ধির জন্য বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, গণপতি ও সূর্য্যাদি দেবতার সাময়িক ও নৈমিত্তিক অনিত্য রূপ কল্পনা করিয়া চরমে নির্বিশেষব্রহ্মকেই পরতত্ত্ব বিচার করেন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" ইহাই পঞ্চোপাসকগণের প্রসিদ্ধ মূল সূত্র। ইহা দেবতাগণকে অপমান করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিষ্ণুকাশের জন্য স্বকপোল-সিদ্ধার্থ দেবতা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে তোষামোদ করা এবং পরে তাঁহাদের নাম ও রূপকে অনিত্যজ্ঞানে বিসর্জন দেওয়া দেবতাগণের অসম্মান-ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহাদের উপাসনা পারমার্থিক নহে, ব্যবহারিক মাত্র। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপাসনা পারমার্থিক ও নিত্য।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—"সা হি মায়াংশ-রূপা ভবতীনে প্রাকৃতেহস্মিন্লোকে মনুষ্যকালক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীত্বেন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী"।

ভগবানের পীঠাবরণ-পূজায় যে গণেশ, দুর্গা প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাঁহারা বিষ্বক্সেনাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠে নিত্য বিষ্ণুর কিঙ্কর (ভাঃ১১।৬।২৯)। সেই বৈকুণ্ঠসেবক গণেশ-দুর্গাদি দেবগণ মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাদির ন্যায় নহেন। তাঁহারা ভগবানের স্বরূপভূত-শক্ত্যাত্মক।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ও কর্মজড় স্মার্তগণ এই সূক্ষ্ম সাত্বত সিদ্ধান্তটী ধরিতে পারেন না। তাঁহারা মায়া-শক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাদিকে স্বরূপভূত শক্ত্যাত্মক গণেশ-দুর্গাদি মনে করিয়া কথামালার কুকুর যেমন জলে প্রতি-বিম্বিত মাংসখণ্ডকে সত্য এবং অধিকতর দৃঢ় ও বৃহত্তর মনে করিয়া বাস্তব ও ধ্রুব বস্তু পরিত্যাগ-পূর্বক অধ্রুব ছায়ার জন্য লালায়িত হইয়াছিল, কর্মজড় ও নির্বিশেষবাদের ধুরন্ধরী বৈদিকব্রুব প্রজ্ঞম-বেদ-বিরোধী আধুনিক পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায়ও সেইরূপ দশাগ্রস্থ পতিত হন।

পঞ্চোপাসনায় পঞ্চদেবতার নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় না। অপিচ পঞ্চদেবতার যে-কোন একটী রূপকে স্বতন্ত্র সগুণ ঈশ্বর-বিচারে সাময়িকভাবে তাঁহার ব্যবহারিক উপাসনার ছলনা দেখান হয়। কিন্তু বৈষ্ণবগণ যে প্রকার প্রোক্তপাদির দ্বারা মায়ার অতীত বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পীঠাবরণে নিত্য গণেশ-দুর্গাদির পূজা করেন, তাহাতে ঐ সকল দেবতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে বা কল্পিত অনিত্য নাম-রূপে পূজিত হন না।

বৈষ্ণবগণ বেদে যাঁহাদের উল্লেখ নাই, এরূপ দেবতা-গণের পূজা করেন না। আবার বেদোল্লিখিত দেবতাগণেরও

স্বতন্ত্রভাবে পূজা করেন না। বিষ্ণুনির্ম্মাল্যের দ্বারাই বৈদিক দেবতাগণের পূজা বিহিত।

অর্চয়িত্বা জগদ্ধাত্রীং দেবীং নারায়ণীং হরিম্।
তদাবরণসংস্থানং দেবস্য পরিতোঽর্চয়েৎ॥
হরেরুচ্ছিষ্টশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ।
দোষশ্চৈব প্রকৃর্ব্বীত তচ্ছেষৈশ্চৈব বৈষ্ণবঃ॥

বিষ্ণুযামলও লিখিয়াছেন,—

বিষ্ণু পাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া।
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন বলিঃ দেবতাত্রয়ম্॥

ভগবৎপীঠাবরণ দেবতার মধ্যে ভূতাদির অবস্থান নাই। সুতরাং ভূতপূজা বা মদ্যমাংস-দ্বারা পূজা নিষিদ্ধ।

যক্ষরাক্ষস পিশাচানাং মদ্যমাংসসুরাসবম্।
দিবৌকসাং তজ্জলং সুরাপানসমং স্মৃতম্॥

আধুনিক-কালে যে বৈদিক দেবতার নাম করিয়া পঞ্চোপাসনার প্রচলন দেখা যায়, তাহাতে দুর্গা-গণেশাদি দেবতাকে কি ভগবানের স্বরূপশক্তিভূতাত্মক পীঠাবরণ দেবতারূপে স্বীকার করা হয়? কিম্বা শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারানুসারে হরির ভুক্তাবশেষের দ্বারা কি সেই সকল দেবতার পূজা বিহিত হয়? তাহেই নির্ব্বিশেষবাদিগণের কল্পিত পঞ্চোপাসনা এবং বেদের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুযামল, নারদপঞ্চরাত্রাদি সাত্বত শাস্ত্র-সমূহের উপদিষ্ট পঞ্চোপাসনা বা দেবতান্তরোপাসনা সম্পূর্ণ পৃথক্।

দুঃখের বিষয়,—কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত পঞ্চোপাসকগণের সহিত বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধ সংরক্ষণের জন্য আধুনিক লৌকিক গোস্বামিনামধারী ব্যক্তিগণের মধ্যেও স্মার্ত্ত বা নির্ব্বিশেষবাদীর পঞ্চোপাসনারই আদর দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সম্প্রদায়বৈভববিজ্ঞানজ্ঞ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লেখনী হইতে জানিতে পারি যে, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীবীরভদ্র প্রভুর পুত্রপ্রতিম শিষ্যত্রয় স্মার্ত্ত শাসনের করালকবলে নিগৃহীত হইয়া স্বভবনে পঞ্চোপাস্যের অন্যতম ত্রিপুরাসুন্দরীকে শ্রীশ্যামসুন্দরবিগ্রহের সমসিংহাসনে স্থাপিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দকৃপা ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্র কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের বেদাগ্রহ নাস্তিক্যবাদপূর্ণ পঞ্চোপাসনার নিরাস করিয়াছেন।

কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল কলিঙ্গ-আচার॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥

(চৈঃ ভাঃ আ ২।৬২, ৬৪)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর সেবা হইলেই অপর সকল দেবতার পূজা তদন্তর্গতভাবে আনুষঙ্গিকরূপেই হইয়া যায়।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা-পূর্ব্বক স্বয়ং জগতে 'ব্রহ্মসংহিতা' নামক যে চরম সিদ্ধান্তশাস্ত্র-গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের বা নির্ব্বিশেষবাদের অন্তর্গত পঞ্চোপাসনা নিরস্ত হইয়া বেদোক্ত শিব, শক্তি গণপতি ও সূর্য্যের প্রকৃত স্বরূপ অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীহরির কিঙ্করত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৪৪)

দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না। অর্থাৎ দধিকে যেরূপ দুগ্ধের সহিত একাকার করা যায় না, আবার দধির উপাদান দুগ্ধ-ব্যতীতও অপরবস্তু নহে, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ঐ ৪৪)

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা 'দুর্গা',

তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ঐ ৪০)

গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্নবিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তৎকার্য্য-কালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিহিত ভাবে করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংহৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ঐ ৫২)

গ্রহসকলের রাজা, অশেষ-তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্ত্তি সবিতা বা সূর্য্য জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কাল-চক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

উপরি-উক্ত অকাট্য শাস্ত্রীয় সুসিদ্ধান্ত হইতে প্রমাণিত হইল,—আধুনিক প্রচলিত পঞ্চোপাসনা শাস্ত্রানুমোদিত নহে এবং ঐরূপ নির্ব্বিশেষবাদমূলা পঞ্চোপাসনা শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-সমূহ ও মহাজনগণ কখনও স্বীকার করেন নাই। ঐরূপ পঞ্চোপাসনাকে যাঁহারা বেদের মোহাই দিয়া স্থাপন করিতে চাহেন, বেদার্থ ও অভিধেয়-তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারানুসারে তাঁহাদের মতি বেদবাদে রত। বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত দেবতাই "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"-মন্ত্রের প্রতিপাদ্য একমাত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর নিত্যসেবক-বিচারে তাঁহাদের ভগবৎ-সেবকস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর উচ্ছিষ্টের দ্বারা সেব্য। দেবতাগণের স্বরূপ-মূর্ত্তি নিত্যচিদানন্দ-আকারবিশিষ্ট, তাহা আধুনিক পঞ্চোপাসকগণের কল্পনার ন্যায় অনিত্য ও বৈষয়িক বিসর্জ্জনীয় পুতুলমাত্র নহেন।

প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৬শ সংখ্যার পর)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর পদ্যানুবাদ—

জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে, যেই ব্রহ্মা-রুদ্র-সম।
নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ডে গণন॥

শ্রীগীতার প্রমাণ

গীতাতেও দেবতাগণের শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্রভাবে পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা অবিধিপূর্ব্বক পূজা ও অবৈধ পূজা বলা হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগীতার শ্লোকের শ্রীধর-স্বামিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য। তামসিক, রাজসিক বা মিশ্রগুণ-পরিচালিত শাস্ত্রে নানা প্রকার মতবাদ থাকিতে পারে, যা সকল লোকের মন রাখিবার জন্য "সবই সমান" —এই তথাকথিত সমন্বয়বাদের মত জগতের যে কোন্ লোকের ছোট সংগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু সেই সকল মত—'অনিত্য' বা 'অসৎ'।

শ্রীবিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তি ও জগদ্গুরু শিব

শিবের শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীমূর্ত্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ কামার্ত-ভাবে ধাবিত হওয়া এবং ভগবতী শিবের পশ্চাতে অধীরা হইয়া ছুটিবার বিষয় শ্রীগৌড়ীয়মঠেরই কল্পিত, না বেদব্যাসকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ও শ্রীল সূতগোস্বামীর ন্যায় বৈষ্ণবমুকুটগণের উক্তি, তাহা ভাগবতেরই ভাষায় উঠাইয়া দেই,—

তত্রাপহৃতবিজ্ঞানস্তৎকৃতস্মরবিহ্বলঃ।
ভবাপ্যো মদি পত্ন্যা গতহ্রীস্তদনুব্রতঃ॥
সা তমায়ান্তমালোক্য বিবস্ত্রা ব্রীড়িতা ভৃশম্।
বিলীয়মানা বৃক্ষেষু বলভী সাবতিষ্ঠত॥

তামবলঙ্কৃতগবান্ ভবঃ প্রমুদিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামদা চ কৃতং নীতঃ করেণুমিব যূথপঃ॥
সোঽনুব্রজ্যাতিবেগেন গৃহীত্বানিঙ্গিতং স্ত্রিয়ম্।
কেশবন্ধ উপানীয় বাহুভ্যাং পরিষস্বজে॥
সোপগূঢ়া ভগবতা করিণা করিণী যথা।
ইতস্ততঃ প্রসর্পন্তী বিব্রীড়েবাসিরোরুহা॥
আত্মানং মোচয়িত্বাঙ্গ দুস্পর্ষস্তদ্বৃষাতুরাৎ।
প্রাদ্রবৎ সা স্থূলশ্রোণী মায়া দেববিনির্মিতা॥
তদাশৌ পদবীং কৃষ্ণো বিদ্যোতদ্রুচরক্ষণঃ।
প্রত্যাপদ্যত কামেন বৈরিণেব বিনির্জিতঃ॥
তস্যারুধাবতো রেতশ্চস্কন্দামোঘরেতসঃ।
তদ্বিদ্যো যূথপস্যেব বাসিতাবনুধাবতঃ॥
• • •
স্বয়ং রেতসি সোঽপত্যমাত্মনং দেবমায়য়া।
জগৃহীতং নৃপশ্রেষ্ঠ সাকৃতর্ত্তঃ কৃপয়াৎ॥
অথাবগতমাহাত্ম্য আত্মনো জগদাত্মনঃ।
অপরিজ্ঞেয়বীর্য্যাস্য ন বেদেদং তদ্রহাকৃতম্॥

(ভাঃ ৮।১২।২৪-৩৮)

শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় স্বধামগত রায়-নারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুবাদে বিশেষ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, তাই আমি নিজে অনুবাদ না করিয়া বহরমপুরের অনুবাদই অবিকল উদ্ধার করিতেছি,—

মোহিনীর ভাবে দেবদেব ভবের জ্ঞান অপহৃত হইল এবং তিনি কামিনীর কৃত কাম-বিলাসে বিহ্বল হইলেন। অতএব ভবানী সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে থাকিলেও নির্লজ্জ হইয়া সেই সুন্দরীর সমীপে গমন করিলেন। ঐ কামিনী বিবস্ত্রা ছিলেন। ভবকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তিনি অতিশয় লজ্জিত হইলেন, অথচ হাসিতে হাসিতে বৃক্ষের ব্যবধানে যাইতে লাগিলেন, দাঁড়াইয়া থাকিলেন না। ভগবান্ ভবের ইন্দ্রিয় প্রবল হইয়া উঠিল, তিনিও অনঙ্গপরবশ হইয়া যূথপতি হস্তী যেমন হস্তিনীর অনুগামী হয়, তাহার ন্যায় ঐ সুন্দরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। স্বাভাবিক প্রকৃতির দ্বারা যখন সন্নিহিত হইতে পারিলেন না, তখন অতিবেগে ধাবমান হইলেন, পরে সেই তরুণীকে আপনার সহিত সমান হইতে আনিয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। হে রাজন্, হস্তিনী যেমন হস্তী-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হয়, তাহার ন্যায় সেই কামিনী ভগবান্ ভবকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকের বেণী বিশীর্ণ হইতে লাগিল। তাহার পর দেবমায়া-বিনির্ম্মিতা সেই বিপুল নিতম্বা অতিশয় কষ্টে দেবদেবের দুরন্তর হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ধাবমানা হইলেন। হে রাজন্, অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর; ভগবান্ বিষ্ণুই মায়া-বিস্তার-পূর্ব্বক ঐ কামিনী হইয়াছিলেন। তিনি রমণীরূপে ধাবমানা হইলে ভগবান্ ভব চিরবৈরী কামকর্ত্তৃক পরাজিত-প্রায় হইয়া পুনরায় তাঁহার পদবী অনুসরণ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ, বাসিতার (অনুগতা হস্তিনীর) পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান কামুক করীর যেরূপ রেতঃস্খলন হয়, তাহার ন্যায় সেই মোহিনীর অনুসরণ করিতে করিতে অমোঘবীর্য্য ভগবান্ ভবের শুক্র স্খলিত হইতে লাগিল। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, রেতঃস্খলিত হইলে ভগবান্ ভব জানিতে পারিলেন,—"আমি দেবমায়ায় মুগ্ধ হইয়া অনুকৃত হইয়াছি।" অতএব ঐ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর যে জগদাত্মার বীর্য্য অপরিজ্ঞেয়, তাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিলেন। সুতরাং মায়া-দ্বারা ঐরূপ অনুকৃত হওনে তাঁহার আশ্চর্য্যবোধ হইল না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ চিত্র সমগ্রভাবে শ্রীমদ্গৌড়ীয়মঠ প্রদর্শন করেন নাই, আংশিকভাবে মাত্র লোক-শিক্ষার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে বিবস্ত্রা মোহিনীরূপ বা ভবের "রেতশ্চস্কন্দ" প্রভৃতি দৃশ্য দেখান হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের "প্রত্যাপদ্যত কামেন বৈরিণেব বিনির্জ্জিতঃ" বাক্য দেখিয়া শুনিয়াও কি বলিবেন,—"মদন-অনুসারী মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীমূর্ত্তির পশ্চাতে অধীর হইয়া ছুটিতেছেন—মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এইরূপ দৃশ্যের অবতারণা-দ্বারা প্রকৃত বৈষ্ণবত্বের পরিচয় দিয়াছেন কি?" 'পঞ্চায়েৎ'-সম্পাদকের এই প্রশ্ন এইরূপই দাঁড়ায়,—"শ্রীশুকদেব গোস্বামী ঐরূপ দৃশ্যের অবতারণা করিয়া বা পরীক্ষিৎ মহারাজকে উহা শুনাইয়া জগতের সকল লোকের নিকট ঐ চিত্রের প্রদর্শনীর দৃশ্য উদ্ঘাটন করিয়া বৈষ্ণবত্বের পরিচয় দিয়াছেন কি?"

সাধুগণের অপ্রাকৃতী লিপির তাৎপর্য্য ও তত্ত্বসীমা

-। বুঝিয়া আমরা "কামুকাঃ পততি কামিনীষয়ং জগৎ"—এই ন্যায়ানুসারে সাধুগণের চরণে অপরাধ করিয়া বসি। বলিহারি মায়া! এই মোহিনীমূর্ত্তি যে সকলকেই গ্রাস করিয়াছে!

শ্রীমদ্ভাগবত ও মহামুনি শ্রীশুকদেবের শিক্ষা কি অসৎশিক্ষা?

কোন সুধী ব্যক্তিই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর শিক্ষা, শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষাকে 'অসৎশিক্ষা' বলিতে পারেন না—জনমতের ধুপকাঠে শ্রীমদ্ভাগবতের ভুবনমঙ্গল অদ্বৈতত্ত্ব সিদ্ধান্ত ও সত্যকে বলি দিবার বুদ্ধিকে উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতা বলিতে পারেন না।

দ্বাদশ কল্পিত মত নিরাস

গণেশের মস্তকে বিষ্ণুর পাদ

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাকে পরম-সিদ্ধান্তগ্রন্থ * বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যে গ্রন্থরাজ দক্ষিণদেশের পয়স্বিনীতীরস্থ আদিকেশবের মন্দির হইতে তিনি স্বয়ং উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, সেই গ্রন্থের শ্লোকে গণেশের কুম্ভযুগলে শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম-বিন্যাসের চিত্র কিরূপ অনন্যভাবে ধরিয়াছে, তাহা পাঠকগণ দর্শন করুন,—

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমমলং ভজতে স্বভক্ত
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৫০ শ্লোক)

গণেশ নিজভক্তের বিঘ্ন বিনাশ করিবার শক্তি-লাভের জন্য যাঁহার পদযুগল নিজ-মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন করি।

গোবিন্দের সহিত জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে 'গোবিন্দ' বা 'কৃষ্ণ'-শব্দে অন্তর্গত কলাস্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেব। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের নিম্নলিখিত শ্লোকেও দৃষ্ট হয়,—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

(ভাঃ ১০।২।৩৩)

শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন,—"বিঘ্নেশ্বরস্যাপ্যধীশ্বরাস্তে তোমাস্তাদি পাদি যে হেয়াং মূর্দ্ধসু বিচরন্তি"।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসংহিতার সিদ্ধান্ত অস্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করিয়া নিজ-মনোধর্ম্মকে বড় বলেন কি না, সুধীগণের বিচার্য্য।

আত্মবৃত্তি ভক্তি—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি অনাত্মবৃত্তি অভক্তির সহিত সমান নহে বলার অপরাধ!

প্রতীয়মান হয়, পঞ্চায়েৎ-সম্পাদক মহাশয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, সেই শ্রীচরিতামৃতে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০২—১০৬ সংখ্যায়) কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-মার্গকে ভীষ্মরূপ-বরুণী, বক্ষ ও কৃষ্ণঅজগরের অবস্থান-ক্ষেত্রের সহিত তুলনা করিয়া মহাপ্রভু কি 'পঞ্চায়েৎ'-সম্পাদকের মতে অসৎশিক্ষাই প্রচার করিয়াছেন? আর ঠাকুর নরোত্তম কি সঙ্কীর্ণচেতা ছিলেন? কারণ, তিনি অত্যন্ত খোঁড়াযী করিয়া গিয়াছেন,—

যোগি-ভাসি-কর্ম্মি-জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক-ধ্যানী,
ইহ লোক ঘরে পরিহরি'।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, সুখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী॥
তাহাকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ত' অনন্যভক্তি কথা।
আর যত উপাসক, বিশেষ সকলি খল,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা॥
কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

সত্যানুরাগই কি রাগদ্বেষ বা লোকবঞ্চনাই কি উদারতা?

পঞ্চায়েতের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র কুমার রায় মহাশয় উভয়েই নাকি ঐ সকল স্থানের অনুবাদ করিয়াছেন ও ঐ পুস্তক ছাপিয়াছেন, তাঁহারা কি বলেন? "কদর্য্য ভক্ষণ করে"—কর্ম্মী, জ্ঞানীদিগকে এত গালাগালি। 'পঞ্চায়েৎ'-সম্পাদকের মতে শ্রীমন্মহাপ্রভু, ঠাকুর নরোত্তম প্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতন (তাঁহাদের অনুগা

* সিদ্ধান্তশাস্ত্র মাহি 'ব্রহ্মসংহিতা' সম। (চৈঃ চঃ ম ৯ম)

বাক্য উদ্ধার করা যাইতে পারে। যুক্তি, যুক্তিকে শ্রীরূপ-গোস্বামী ভাইনী, পিশাচী বলিয়াছেন) কি রাগদ্বেষের ধারাই না পরিচালিত হইয়াছিলেন! যুক্তিনিষ্ঠ এক—এরূপ গোঁজামিল দেওয়ার তথাকথিত সময়য়বাদ বা **প্রচ্ছন্ন অভিগোস্বামীর হাটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বা সাত্বত আচার্য্যগণের শাস্ত্রীয় চাউল বিকাইবে না,—** ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি-অনুসারে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ অন্তরে অন্তরে জানিয়াও মনে করে **একান্ত মঙ্গল-কামী ও অকপট সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণের জন্যই জনমতের বিপ্লবী ঐ সকল সত্যসিদ্ধান্ত বা সৎ-শিক্ষা-প্রচারের অসামান্য করুণা দেখাইয়াছেন** এবং ঐ সৎশিক্ষা প্রেমের কাণ ও চক্ষুদ্বারা দেখিতে গিয়া লোকে ঐরূপ ভ্রান্ত হইবে জানিয়াই তাঁহারা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর উপসংহারে ডাকাতের অত্যাচারের বৃত্তে, বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ হনুমানের রাবণের স্বর্ণলঙ্কা-দাহনের চিত্রে অকৃত্রিম তৃণাদপি সুনীচতা ও রাগদ্বেষ-হীনতার অকপট আদর্শ প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ হনুমানের রাবণের সোনার লঙ্কা পোড়ান কিছু উক্ত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠের রাগদ্বেষের আদর্শ নহে; পরন্তু পরম বৈষ্ণবতা ও প্রেমের আদর্শ। 'পঞ্চায়েৎ'-সম্পাদক এবং আমরা সকলেই যে-দিন ইহা প্রকৃত বৈষ্ণবের অকপট কৃপায় বুঝিতে পারিব, সে-দিনই আমরা শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী-ব্যতীত আমাদের অন্যান্য সমস্ত রুচিকর বিচার ও জনমতে আগুন ধরাইয়া দিব।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রচার্য্য বিষয়

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বাস্তব ভাগবত-সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত সুনির্ম্মল পরম পবিত্র আত্মধর্ম্মকে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় স্বকপোল-কল্পিত অসৎ মত এবং ষড়্রিপুর বেগের দ্বারা যেরূপ পঙ্কিল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা হইতে বর্ত্তমান যুগে উহাকে মুক্ত করিয়াছেন একমাত্র "শ্রীগৌড়ীয়-মঠ।" সে-দিন ও কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচার-পতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এক বিরাট্ সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—"এ কথা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে —অন্ততঃ মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে, যে পঙ্কিলতা মহাপ্রভুর প্রচারিত নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মকে লোকের নিকট বিকৃত ধারণায় পরিচিত করাইতেছিল, তাহা হইতে মুক্ত করিয়াছেন বর্ত্তমান যুগে শ্রীগৌড়ীয়মঠ"।

পঞ্চায়েতের সদুত্তর-প্রার্থনার উত্তর

শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল আচার্য্য কেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের যাহার যে-কোন বালক, স্ত্রী বা যে-কোন ব্যক্তি আমাদিগের ন্যায় অস্থির সিদ্ধান্ত, শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য ও আপাত-বিরোধ-দর্শনে বিভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে প্রকৃত সৎ-সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া দিতে পারেন। তবে আমাদের বহির্ম্মুখ রুচির অনুকূল 'প্রেয়ঃ' উত্তরকে সদুত্তর মনে করিয়া ভ্রান্ত না হই, ইহাই জানা আবশ্যক। সমগ্র রোগী সমাজের নিকট ডাক্তারের ব্যবস্থা 'সদুত্তর' বিবেচিত না হইলে যে তাহা 'প্রকৃত সিদ্ধান্ত' হইতে খারিজ হইবে, তাহা নহে।

বেদাগ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বা নির্ব্বিশেষবাদই পঞ্চোপাসনার শেষ সীমা

এই ফাল্গুন (১৩৩৯) তারিখের 'পঞ্চায়েতে' পঞ্চোপাসনার গোস্বামীর যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহাতে শাস্ত্রের যথেচ্ছাচারের উদ্দামের দুর্গন্ধ-ব্যতীত আর কিছুই সৎ-সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। ঐ বিকৃতমতি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু যাহাকে **'বেদাগ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক'** বলিয়াছেন, সেই **প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা অসুরমোহনপর বিকৃত বেদবাদে যে পঞ্চোপাসনা কল্পিত হইয়াছে,** তাহার ধুর-ন্ধরকেই 'কৃষ্ণদাস' নামধারী লেখক বেদানুগতা বলিতে চাহেন। এই লেখক পঞ্চোপাসনা কাহাকে বলে, তাহাই জানেন না। **পঞ্চোপাসনার মূল মন্ত্র—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"।** সূর্য্য, শক্তি, গণেশ, রুদ্র ও কল্পিত কর্ম্মাঙ্গ বিষ্ণুর এক একটীকে স্বতন্ত্র সগুণ ঈশ্বর কল্পনা করিয়া চারিদিকে নির্ব্বিশেষভাবে বিসর্জ্জনই পঞ্চোপাসনার বিধদন্তুড়ি। পঞ্চোপাসনার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত পঞ্চদেবতার মধ্যে ব্রহ্মার কোন স্থান নাই।

বেদে বিষ্ণুরই পরাৎপরত্ব স্বীকৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং সমগ্র বেদ-ভাগবত-ভারত-শাস্ত্র বিষ্ণুকেই পরতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণো র্যৎ পরমং পদম্।"

(১।২২।২০ ঋক্)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লক্ষণ ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥

(চৈঃ চঃ আ ৪।১৪২

মহাপ্রভুও স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

গঙ্গা-দুর্গা—হরি মোর, মহেশ—শিবের

(চৈঃ চঃ আ ১৪।৫০)

শ্রীচৈতন্যের স্বয়ং পরমেশ্বরজ্ঞানে দেবতান্তরের পূজাকে ঔপচারিক বলা হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চোপাসনায় যে বিভিন্ন পাঁচটী দেবতার পূজা, তাহাতে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি-ভিন্ন অন্য কিছু নাই। ঐ সকল দেবতার রূপ এবং পূজাও নৈমিত্তিক, অনিত্য বলিয়া কল্পিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু, গৌড়ীয়বর্গ, সমগ্র সাত্বতসম্প্রদায় এবং শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায় ঐরূপ অনিত্য, কল্পিত পঞ্চ-দেবতার পূজাকে স্বীকার করেন নাই।

স্বরূপশক্তি দুর্গা ও ভুবনপূজিতা ছায়াশক্তি দুর্গা

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্রহ্মসংহিতার টীকায় যোগমায়া এবং মহামায়ার মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থিতা দুর্গাকে স্বরূপশক্তি এবং ভুবন-পূজিতা পঞ্চোপাসনার দেবতা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী দুর্গাকে ছায়াশক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

দুর্গেতি স্থিয়তে সদ্ভিঃ দুরত্যয়রয়েতা।
অতো আবরিকাশক্তির্মায়াংশবিনোদয়ী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্বং সর্বদেহাভিমানিনঃ॥

বৈকুণ্ঠে পীঠাবরণ-পূজায় যে স্বরূপশক্তিরূপা শক্ত্যাত্মক গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি দেবতা, তাঁহারা চিন্ময়ী বিষ্ণুশক্তি। তাঁহাদের রূপ 'সাধকানাং হিতার্থায়' কল্পিত রূপ নহে। সুতরাং তাহা পঞ্চোপাসনার ছায়াশক্তি, গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি হইতে পৃথক্। বৃহদ্ভাগবতামৃতে কাত্যায়নী ও কৃষ্ণকে সঙ্কর্ষণের সেবক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও সেই সিদ্ধান্তই আছে। কিন্তু পঞ্চোপাসকগণ কি তাহা স্বীকার করেন? তাঁহারা নির্বিশেষব্রহ্মকেই চরম তত্ত্ব বলেন এবং ব্রহ্মরুদ্রাদি সমস্ত দেবতাকে সত্ত্বগুণজ বলেন। আধুনিক গৌড়ীয়-সম্প্রদায় বিষ্ণুশক্তি-বিচারে সকল দেবতাকেই স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের স্বরূপভূত ভগবৎসেবাপর নিত্যরূপের পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা আধুনিক গোস্বামি-সন্তান বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাদের অনেকে স্মার্ত—পঞ্চোপাসকের সহিত সামাজিক আদান-প্রদানের সৌকর্য্যার্থ মুখে বৈষ্ণব-পরিচয় প্রদান করিয়াও কার্য্যতঃ মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত ও বেদান্ত-বিরুদ্ধ তথাকথিত পঞ্চোপাসনা স্বীকার করেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে মৎস্যাদি ভোজন, বিধবা-একাদশী স্বীকার, সধবাদের একাদশী নিষেধ, বিধবাগণের কর্ম্মজড়স্মার্তমতে একাদশী পালন, প্রেতশ্রাদ্ধ, ভগবৎপ্রসাদে স্পর্শদোষ-বিচার, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি অবৈষ্ণব-আচারও দৃষ্ট হয়। তাঁহারা 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা'-গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ে ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭ সংখ্যক শ্লোকে যে ছায়াশক্তি দুর্গা, বিকারী রুদ্র, সূর্য্য এবং স্বয়ম্ভুভাবে গণেশের উপাসনা নিরূপ করা হইয়াছে, তাহাকে সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। আমরা যথাস্থানে এই সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

ছোট হরিদাস ও শিশু হরিদাস একব্যক্তি নহেন লঘুহরিদাসকে কেহ কেহ শিশুহরিদাস বলেন

'পঞ্চায়েতে'র লেখক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আধুনিক ব্যক্তিগণের উক্তিকে প্রমাণরূপে স্থাপন করিয়া ছোটহরিদাস ও শিশু-হরিদাসকে একই ব্যক্তি বলিতে চাহেন, পরন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাখা-বর্ণনে শিশু হরিদাস ও ছোট হরিদাস পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিরূপে স্পষ্টই দৃষ্ট হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১০ম পরিচ্ছেদ ১১২ সংখ্যায় শিশু হরিদাসের নাম এবং উক্ত পরিচ্ছেদের ১৪৭ সংখ্যায় ছোট হরিদাসের নাম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাওয়া যায়। ছোটহরিদাস-ব্যতীত 'লঘুহরিদাস'-নামে আর একজন মহাপ্রভুর ভক্তের কথা চৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন,—ইনিই 'শিশু হরিদাস'-নামে খ্যাত। গৌরগণোদ্দেশে ইঁহারই নাম উক্ত হইয়া থাকিবে। বহরমপুর হইতে প্রকাশিত শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নের

অনুবাদ ও আরও একটী সংস্করণের অনুবাদে 'বহির্ম্মুখ' নামক ব্যক্তিবিশেষের উল্লেখও দৃষ্ট হয়।

কল্পিত মতবাদ ভিত্তিহীন

'পকারেতে' এক একটী অদ্ভুত মনগড়া সিদ্ধান্তের অবতারণা-দ্বারা ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ড-বিধানকে বাঁচাইবার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এই, পকারেতে উক্ত হইয়াছে যে, ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর সেবায় এতদূর উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান ছিল না, কাযেই তিনি মাধবী-মাতার নিকট গিয়া তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ উন্মত্ততার জন্যই কি মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে জিঘাংসিত আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে হইল? আর মাধবী-মাতার নিকট গিয়া তণ্ডুল ভিক্ষা করিলে যদি স্ত্রী-সম্ভাষণ হয়, তাহা হইলে ছোট হরিদাসকে সেরূপ অপরাধে অপরাধী করাইবার জন্য ভগবান্ আচার্য্যও কি উন্মত্ত হইয়াছিলেন? এই সকল স্বকপোল-কল্পনার অবতরণ করাইয়া এক শ্রেণীর ব্যক্তি নিখিল শুদ্ধবৈষ্ণবের হৃদয়ে যে আঘাত দিয়াছেন, তাহার সুষ্ঠু বিচার হওয়া আবশ্যক। ইঁহাদের বিচারে মাধবী-মাতা একজন ভক্তেতর প্রকৃতি হইয়া পড়েন। ইহা অপেক্ষা ভীষণ অপরাধ ও নরক-পথ প্রশস্ত করিবার আর কোন দ্বিতীয় আদর্শ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। মাধবীমাতা যেরূপ মধুর রসের আশ্রয়-বিগ্রহ, শচীদেবীও সেইরূপ বাৎসল্যরসের আশ্রয়-বিগ্রহ। সন্ন্যাসি-লীলার অভিনয়ের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শচীদেবীর নিকট হইতে ভিক্ষাগ্রহণ করায় কুবিচারক-গণের সিদ্ধান্তের মধ্যে পতিত হইয়া পড়েন! কারণ, স্থূলবুদ্ধি "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা" শ্লোকের যে অর্থ, বা "দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন" বাক্যের যে কদর্থ কল্পনা করে, তাহাতে সন্ন্যাসীর শুষ্কবুদ্ধিতে স্ত্রীবেশধারী কোন বস্তুর দর্শন বা রাক্ষসী স্ত্রীমূর্ত্তি-দর্শনই স্ত্রীসঙ্গের অন্তর্গত হইয়া পড়ে!

কে দোষী?—ছোট হরিদাস, না ভগবান্ আচার্য্য?

যদি ছোট হরিদাসের অপরাধ না-ই হইবে, তাহা হইলে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিবার পরিবর্ত্তে ভগবান্ আচার্য্য বা মাধবীমাতার প্রতিই সেই দণ্ড করিতে পারিতেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে "অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা" প্রভৃতি উক্তিতে ভগবান্ আচার্য্য ও মাধবীমাতার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষতা এবং অন্ন-প্রশংসার অব্যবহিত পরে ছোটহরিদাসের ধামমানা, ছোট হরিদাসের 'অপরাধ' ও 'অধিবিকাশন' প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগের দ্বারা ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর হৃদয়ের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত 'অপরাধ' ও 'শিক্ষা হইল' প্রভৃতি শব্দ-সমূহও ঐ বিষয়কে আরও অধিক দৃঢ় করিতেছে। ছোট হরিদাসের ব্যক্তিগত অপরাধ না থাকিয়া যদি মাধবী-মাতার নিকট ছোট হরিদাসকে পাঠাইবার দরুণ ভগবান্ আচার্য্য ও মাধবী-মাতাকে দোষী করা হয়, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'অন্ন-প্রশংসিয়া ভোজন'কে ভাত বা অন্নাভাবে চোরাই-মাল হজমের মত কোন ব্যাপারে পরিণত করিয়া মহাপ্রভুকে ঐরূপ দোষের আসামী করিতে হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মাধবীমাতার অন্ন নিত্য গ্রহণ করেন। কারণ, মাধবী-মাতা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত দোষিৎ। যাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্পষ্ট আদেশ অমান্য করিয়া একাধারে মাধবীমাতাকে, ভগবান্ আচার্য্যকে এবং সর্ব্বোপরি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কার্য্যতঃ আক্রমণ-পূর্ব্বক শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের প্রাণে বিশেষ আঘাত দিয়াছেন, তাঁহারা ছোট হরিদাসকে বাহাদুরীতে ভক্তি দেখাইতে গিয়া ছোট হরিদাসের চরণে ভীষণ অপরাধই করিয়াছেন।

এতদিন 'পকারেতে'র লেখক-সম্প্রদায় 'ছোট হরিদাস-বর্জ্জন' কথাটীতেই বিশেষ আপত্তি করিতেন, কিন্তু এখন তাঁহাদের লেখনীর মধ্যেই 'বর্জ্জন'-শব্দটীর বহু উল্লেখ ও সমর্থন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সুপ্রসিদ্ধ 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' বা 'অমৃতভাষ্যে' এমন কোন কথা বা সিদ্ধান্ত নাই—যাহাতে ছোট হরিদাসের তাৎকালিক অযৌক্তিক আদর্শ কোনও প্রকারে সমর্থিত হইয়াছে, বরং তাহাকে ছোট হরিদাসের আদর্শে প্রকাশিত কপটতা-পূর্ব্বক প্রকৃতি-সম্ভাষণ বা অই প্রকারের কোনও না কোনপ্রকার প্রকৃতি-সম্ভাষণের গুপ্ত বাসনাকে প্রশ্রয় দেওয়াই বলা হইয়াছে। অসহিষ্ণু না হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহকারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মূল এবং অমৃতপ্রবাহ ও অনুভাষ্য সহিত আলোচনা করুন। দেখিবেন, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সিদ্ধান্তই প্রকৃত সমন্বয় ও

শুদ্ধভক্তির আদর নিহিত রহিয়াছে। সেবাপরাধবশে সকল সুধী ব্যক্তির নিকট আমার প্রার্থনা জানাইলাম। সর্ব্বার্থদ শ্রীগৌরসুন্দর অনুকূল হউন।

বিনীত নিবেদক

শ্রীঅতীন্দ্রমোহন ঘোষ

সংস্কৃতাধ্যাপক, আনন্দমোহন-কলেজ, ময়মনসিংহ

[মহাবদান্যাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ছোট হরিদাস-বর্জ্জন-লীলা অতি গূঢ়। ইহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত কেহই প্রাকৃত-সহজ-বিচারে বা অসদ্গুরু-সংগ্রহের দাম্ভিকতার দ্বারা অনুভব করিতে পারেন না। যাঁহারা আমার-পরম্পরায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক রহস্য ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমূহ অনন্যভক্ত ও অকপটশরণাগত কর্ণে প্রবণ ও ধারণা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার তাৎপর্য্য-কীর্ত্তনে সমর্থ। সেজন্য আমরা আমাদের ব্যক্তিগত কোন কথা না বলিয়া শ্রীরূপানুগবর শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ধারায় প্রকাশিত সাম্প্রদায়িক রহস্যের সম্পুটের জন্য লালায়িত হইয়া থাকিলাম। শ্রীগুরু-গৌড়ীয়-গৌরাঙ্গ-পাদপদ্মিকা-গিরিধারী জয়যুক্ত হউন।—গৌঃ সঃ]

শ্রীমদ্ বন মহারাজের পত্র

["ভিক্টোরিয়া" জাহাজ হইতে প্রেরিত]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এডেন ১৩।৪।৩৩

২এ-এম্

• • জাহাজে কোন কষ্ট নাই। • • ভাল আছি, জাহাজ ঘণ্টায় ২০ মাইল বেগে চলিতেছে। চতুর্দ্দিকে ঘোর নীল জল, মাথায় আকাশ, আর কিছু দেখা যায় না। জাহাজ দিনরাত চলে, বিরাম নাই। • • সমুদ্রে বেশী ঢেউ নাই। অনেক লোকের সহিত আলাপ ও প্রচার হইতেছে। আমরা পথে জেনোয়া ও প্যারিসে একদিন করিয়া থাকিয়া লণ্ডনে যাইব। C/o Thomas Cook & Son, Piccadilly, Barkeley St. London.—এই ঠিকানায় পত্র দিবেন। • • আবার সমুদ্রে ঢেউ আরম্ভ হইয়াছে। • • বেলা ১০টায় Music ও বৈকালে ৪-৩০ মিঃ Cenema হয়। • •

লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকত্রয়

06076

DF V 152/a3 London po 22 • 1. Rc 7 Lc Caudiy[illegible]cutta.

ARRIVED LONDON SAFE—BON

লণ্ডনের ২৩ শে এপ্রিল তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ,—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ নির্ব্বিঘ্নে লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৩শে বৈশাখ শনিবার, ১৩৩০ ; ৬ই মে ১৯২৩ | ৩৮শ সংখ্যা

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা *

কৃষ্ণভক্তি শোকবিনাশিনী

চিজ্জগৎ পরম উপাদেয় মূল বিম্বসদৃশ ; অচিজ্জগৎ তাহার হেয় প্রতিবিম্ব

কেবল চিন্ময় রাজ্যে যে-সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাতে কোন অচিৎপিণ্ডের বাধা নাই। চিন্ময়সদ্‌গুণ-সমূহ বর্ত্তমান অচিজ্জগতের সহিত বিচিত্রভাবে সাদৃশ্য লাভ করিলেও অচিজ্জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলিত ছায়ামাত্র। ইহাতে চিজ্জগতের সহিত অচিজ্জগতের সাদৃশ্য থাকিলেও বাস্তব-বস্তু ও বস্তু-প্রতিবিম্বের বিচারে বস্তু ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর ভেদধর্ম্মে অবস্থিত। এখানে [illegible] কোভ বিষয় ও আনন্দবাধ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি ছায়া-প্রতিম দেশ, কাল ও পাত্রে নানাপ্রকার অভাব বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্ময় জগৎ নিত্য অচিদ্‌বর্জ্জিত, বিভুতাপূর্ণ, ও সকল সদ্‌গুণমণ্ডিত ভাবমালা-পঞ্জীর [illegible] নিত্যানন্দ বিধান করে। অচিজ্জগতে নানাপ্রকার [illegible] বেষতা, অনুপাদেয়তা, অভাব প্রভৃতি বিষয় আমাদের প্রয়োজনের ব্যাঘাত করিয়া থাকে। আমাদের বৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকেই এই সকল কথা অনুভব করি[illegible]

শোক হইতে পরিত্রাণের উপায়

অভাব-নামক [illegible] সমাধানই শোক হইতে পরিত্রাণের হেতু। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—আমরা শোকের হস্ত হইতে যে-কাল পর্য্যন্তই অব্যাহতি করিতে পারি না—যে-কাল পর্য্যন্ত 'আমি' ও 'আমার'—এই বিচার-প্রণালীতে পরাধীনতা, অজ্ঞান-পরিবৃতা ও অসদ্‌বুদ্ধি-নাম্নী বিপক্ষ বৃত্তি,

* ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট বেদান্ত-প্রবাণী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible] কুমার চৌধুরী এম, এ মহাশয়ের গৌড়ীয়মঠের বিগত পরিশ্রমের উদ্দেশে লিখিত পত্র হইতে আংশিক প্রকাশ।

যাহা আমাদের স্বতোধর্ম্মের ব্যাঘাতকারক—আমরা উহাদের আনুগত্য করিতে বাধ্য হই।

স্বতোধর্ম্ম ও পরতোধর্ম্ম

অভাব-রাজ্যে পূর্ত্তি-কার্য্যই বর্ত্তমান প্রবৃত্তিতে স্বতোধর্ম্ম। অপর-ভোগ-ব্যতীত ইহজগতে স্বতোধর্ম্ম-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যে পরিমাণে নিজে ভোগ স্বীকার করি অর্থাৎ তপস্বী হইয়া অপরতোধর্ম্ম-রাজ্যে ত্যাগী হই, তাহার বিনিময়ে সেই পরিমাণে পুণ্যফলাদি লাভ করিয়া স্বতোধর্ম্ম-যাজনে উন্নতি লাভ করি। কিন্তু এই স্বতোধর্ম্ম পরতোধর্ম্মের অধীন,—নিত্য নহে।

নিত্যানিত্য-বিবেক-উদয়ের কাল

আমরা যখন অপরের উপকারে অল্প নিযুক্ত হওয়ার প্রণালীকে সর্ব্বোত্তম মঙ্গলের আকর বলিয়া জ্ঞান করি, তৎকালে যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, উহাও একটী অনিত্য পরতোধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার-বিশেষ, তাহা হইলে তখনই আমাদের নিত্যানিত্য-বিবেক, চিদচিৎ-বিবেক, আনন্দ-নিরানন্দ-বিবেক আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার ফলে পরতোধর্ম্ম বিচারে বাস্তব সত্যের নিত্যতা, বাস্তব-বস্তুর কেবল চিন্ময়ত্ব ও বাস্তব-বস্তুর নিত্যানন্দময়তা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হয়। তখনই আমরা ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম-অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটীর উদ্দিষ্ট পদার্থে আমাদের শোক-সন্তপ্ত মীমাংসা লক্ষ্য করি।

মহাগুরু ভাবের লঘুতার পরিপূরণকারী

আমাদের দুর্ব্বলতা-[illegible]কল্পে আমরা ভগবানের বলদেব-বিগ্রহের শরণাগত হই। সেই বলদেব-প্রকাশ-বিগ্রহ মহাগুরু-রূপে আমাদের লঘুতা বা ভারতার পরিপূরণ করেন।

শ্রীবলদেবাভিন্ন-গুরুর কৃপা ও প্রপত্তি-স্বীকার

আমাদের যে কার্য্য ও সাধিতেচ্ছার অভাব আছে, তাহা পরিপূরণ করিবারজন্যই চিন্ময় পরমেশ্বর যখন প্রকাশ-বিগ্রহকে অবতীর্ণ করাইয়া আমাদিগকে পরম-[illegible]লাভের সুযোগ দিয়া থাকেন এবং আমাদের বিবেককে নিরস্ত করেন। অচিজ্জগতের প্রভুত্বে আমাদের নিকটে যে অহঙ্কার বর্ত্তমান, ভগবৎপ্রপত্তি-ব্যতীত সেই অহঙ্কারকে প্রশমিত করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। সেখানে আমাদের সকল—ভগবৎপ্রপত্তির বিরহে, তখায় আমরা আমাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীবলদেবের প্রকাশ-বিগ্রহের নানা আকার দর্শন করি। শ্রীবলদেব স্বয়ংরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারই দাসদের দর্প-নিম্নে ভাঙ্গা করিবার জন্য যে জগতে মহাগুরু ও তাঁহার উপাদানসমূহ,—আমরা এই গূঢ়বিষয়ের সন্ধান পাই।

দুঃসঙ্গ কি? উহা ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা

জগতে যে-সকল বস্তু ভগবৎসেবোপকরণ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেই সকল বস্তুর সঙ্গত্যাগ-পিপাসা আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হইলে আমরা কৃষ্ণসেবানুকূল চেষ্টাসমূহে নিযুক্ত হইয়া থাকি। তাদৃশী চেষ্টার ফলে আমাদের অভাবজনিত শোকোৎপত্তি হয় না। বর্ত্তমান কালের তাৎকালিক শোক নিত্য ভগবানের ও ভাগবতের সেবা-প্রভাবেই হ্রাস পায়, হরিসেবোন্মুখতা উদিত হইলে উহা স্বতোধর্ম্ম ও অপরতোধর্ম্মের যাতনা হইতে আমাদিগকে ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করাইয়া পরতোধর্ম্ম বা হরিতৃপ্তিতে আমাদিগকে অবস্থান করায়।

শ্রীগৌরজনগণের ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদির সঙ্গ

সেই কালেই আমরা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রচুর কৃপা-লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের অকপট অনুগামিগণের সেবানুশীলন-মুখে মহাজন-লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদির বিচার-পরায়ণ হই। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের আত্মধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ঘটে। গৌণ বা আনুষঙ্গিকভাবে জাগতিক অভাব-জন্য শোক হইতেও আমাদের অবসর লাভ হয়।

কৃষ্ণভক্তিই—কামনিবর্ত্তিকা

কামের স্বরূপ

কৃষ্ণসেবা-বিমুখতারই অপর নাম—কাম। পূর্ণবস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ জীবের একমাত্র কৃত্য। সেবা দুইপ্রকারে বিহিত হয়—অনুকূলসেবায় কৃষ্ণপ্রেম, আর প্রতিকূলসেবা-চেষ্টায় সেবা-বিরোধি-নিকেন্দ্রিয়-তর্পণ। সেবার প্রতিকূলা চেষ্টা আমাদিগকে ষড়্‌বিধ ক্লেশে নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে নির্ম্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ জানিতে হইবে। ইহজগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণ-প্রেম-বিরোধি-কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামের শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত কাম-

প্রবৃত্তি জীবের আংশিক ব্যাঘাত হইলেই কোন-ইন্দ্রিয়ের হেতু। আমরা বর্ত্তমানকালে ব্যাধিগ্রস্ত নিজত্বে ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য কাঁদিতে হইবে। ব্যাধি-বিমুক্ত নিজত্বে অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিই একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণ-প্রবৃত্তি বা কৃষ্ণসেবাই আমাদের প্রাকৃত কামদোষ-বিনাশক ও একমাত্র প্রতিষেধক।

প্রাকৃত কামের জন্ম-রহস্য

আমাদের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ লাভেচ্ছার অন্তঃপ্রার্থী (afferent) জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক জনকের কার্য্য করে। ভক্তেন্দ্রিয়-তোষণ-পিপাসার গর্ভে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক জনকের ঔরসে পুরুষ প্রকৃতিগত নশ্বর ব্যবহারের উদয়। এই নশ্বর ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য বহির্গামী (Efferent) কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক জনকরূপে ক্রিয়ার গর্ভে অল্পকালস্থায়ী আনন্দ-দায়ক নশ্বর সন্তানের প্রার্থী হয়। জনক-জননী-ভাবে সাধনা নিযুক্ত হইলে বাৎসল্য রসের উদয় হয়। সেই বাৎসল্যের বিচারে কৃষ্ণ-স্বরূপের আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্যক্রমে গৌরূপথ-পরম্পরা বৃদ্ধি লাভ করে—জনক-জাতীয় ও জননী-জাতীয়া সন্তান-সন্ততি বাৎসল্যানুষ্ঠানে জড়জগতের বৃদ্ধি লাভ করে।

মনোধর্ম্মোত্থ ধর্ম্মবিচারের জন্ম-রহস্য

জীবের কৃষ্ণসেবা-রহিত পতনের ইতিহাসমুখে আমরা মধুর-রস-বিচার, বাৎসল্যরস-বিচার ও বিশ্রম্ভসখ্যাদ্ভুত-বিচারে অবতরণ বর্ণন করিয়া ঐহিক পরোপকারের চিন্তাস্রোতোজাত ধর্ম্মবিচারের কথা বলি। বর্ত্তমানকালে আমরা গৌরবসখ্য-বিচারে জনক-জননী-সন্তান-সন্ততি পাইয়াছি। সুতরাং একের বহুত্ব বা বিশেষত্ব-বিচারে অবতীর্ণ বহুত্বের মধ্যে যে বহুত্বের অভাবজন্য আছে, সেই গৌরব রস হইতে যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তাহাতে অবহেলা, হেয়তা, ঔপেক্ষিকতা, কাল-ক্ষোভাদ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার নিরানন্দ, অজ্ঞান ও তাৎকালিকতার বোধ আছন্ন হয়।

অপ্রাকৃত মাধুর্য্যভাবের সেবা অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য-বিচারে অধিকতর আগ্রহের কারণ

যাঁহারা জীবের বদ্ধদশার নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল বিশ্ব-প্রতীতির প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা কৃষ্ণভজন হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা-প্রবণ-পূর্ব্বক মর্য্যাদা-বিচারের মাধ্যমেসমূহকে মধুর, বৎসল ও গৌরব-বন্ধুত্ব আর বাস্তব-বস্তুতে সংশ্লিষ্ট নাথে আনিয়া কৃষ্ণভজনের পারতন্ত্র্য-নির্দ্দেশে বীর ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। এখনই আমার মত কৃষ্ণ-বিমুখ দুষ্টজীব গৌরব-পূজিত চতুর্ভুজবিশিষ্ট বিষ্ণুতত্ত্বের আরাধন করেন এবং বিষ্ণুই একমাত্র মর্য্যাদা-পথের সেব্য ও সর্ব্বশক্তিমান্ – প্রভৃতি বিচারে প্রবিষ্ট হন।

গৌরব-পূজা

জড়জগতে বিধি ও রাগের পরস্পর তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় ফলেই আমরা বিষ্ণুকে পরম গৌরবান্বিত বস্তু-জ্ঞান-পূর্ব্বক আপনাকে হীনজ্ঞান করিয়া জড়জগতের প্রতিযোগী (আসামী) মাত্র মনে করি।

'বিধি' কোন্ সময় বিক্রম প্রকাশ করে ?

বর্ত্তমানকালে আমরা নানা প্রকার চিন্তাযুক্ত জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে যাই। তাহাতে জাগতিক নীতিসমূহ আমাদিগের নিকট বাধানিক তথারূপে বিক্রম প্রকাশ করে। আমরা তখন বলিয়া থাকি যে, নাস্তিদেহের নিরাসনের ক্রিয়াগুলি চিজ্জগতে নাই। বহির্গামী ইন্দ্রিয়-মনসমূহের যখন চিজ্জগতে অবকাশ বা অধিষ্ঠান নাই, তখন নাস্তিদেহের নিরাসে হরিমন্দির-স্থাপনের সম্ভাবনা নাই, বিচার করি। জাগতিক আপেক্ষিক বিচারে ইহার যুক্তিযুক্ততা আছে। চিজ্জগতের পরম নির্ম্মল অবস্থাকে বিকৃত করিয়া খণ্ডিত কালাধীন রাজ্যের আদর্শে বর্ণন করিলে বা মূঢ় বিচারকে ওপজাত্যরাজ্যে কলুষিত করিবার অধিকার-লাভের আশায় ব্যস্ত হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তমকে কাল্পনিক, পুরাকল্পে, প্রকৃতিরূপে, সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকল পালনকর্ত্তারূপে প্রবণ-ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশামৃত-সেবা-লাভের উদ্দেশে অর্জ্জুনের ন্যায় উপনিষদের বিচার প্রবণ-পূর্ব্বক ভগবানের দ্বারা আমাদের সেবা করাইয়া ফেলি অর্থাৎ আমরা ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভগবানের সেবা গ্রহণ করি। ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দেশ মূলাবধিক বিপন্ন হইতে আরম্ভ করে।

কৃষ্ণেতর বস্তুকে পরাজ্ঞানে—
কৃষ্ণসেবাবৃত্তির আবরণ

বিষ্ণুকে পরতত্ত্বজ্ঞানে প্রণত কৃষ্ণকে তাঁহার অবতাররূপে বিচার করিলে আমাদের কৃষ্ণভজনে দরিদ্রতা উপস্থিত করায়। কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে অনুকূল অনুশীলনের অভাবে

কৃষ্ণেতর বস্তুকে পালনজ্ঞান করিলে উহার প্রভুতা আসিয়া আমাদের নিত্য কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিকে বিলুপ্ত করে। তখন আমরা বিষ্ণুকে সেবা-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া কখনও কখনও তাঁহার দ্বারা আমাদের মনোরথ চরিতার্থের জন্য নীতি-প্রতিষ্ঠানের উজ্জীবিধান করি—ক্রমশঃ বিষ্ণুর নিকট হইতে নানাপ্রকার আশার করিয়া সেবা প্রার্থনা করি—বিষ্ণুকেই আমাদের প্রয়োজনের একমাত্র সরবরাহকারী বলিয়া মনে করি। এই সেবোন্মুখ-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ আমাদের বাসনা জগদ্বস্তুর নিকট ও মাতৃবাৎসল্যে ব্যস্ত হয়। ইহজগতে আমাদের জন্মের প্রারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই জনক-জননী আমাদের সেবাকার্য্যাদিতে নিযুক্ত থাকেন। আমাদের অতি শৈশবে—যেখানে আমাদের মাতা-পিতার সেবার কোন যোগ্যতার অনুভূতি থাকে না, তৎকালে তাঁহারা আমাদের সেবা করেন। তখন আমাদের প্রাক্তনী বাসনার ফলে তাঁহাদের নিকট হইতে শুশ্রূষাবস্থায় ও আমরা সেবা আশার করি। আমাদের প্রতি জনক-জননীর সেবা-বিধানই এই নশ্বর জগতে প্রেমের ঋণ-পরিশোধার্থ অপরতোষণ (Altruism) প্রবৃত্তির ফল অর্থাৎ দাদন দেওয়া টাকাগুলির ব্যাঙ্ক হইতে পুনরায় প্রাপ্তির কালই পিতা-মাতার নিকট হইতে সেবা-লাভের সময়।

ঋণ-পরিশোধ-প্রণালী

এইরূপে আমরাও আবার সন্তানদের জনক-জননীরূপে আমাদের পুত্র-কন্যার সেবা করিয়া থাকি। যেহেতু আমরা পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সেবালাভ করিয়াছি, তজ্জন্যই তাহার প্রতিদানের কাল ঐ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে-সময় আমরা অপরতোষণ-প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া পরতোষণ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ ভুলিয়া যাইব, সে-কালে অসদ্ব্যবহারপরতা আমাদিগকে গ্রাস করিবে। ইহার উদাহরণ আমাদের জীবনে আমরা সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি। বর্ত্তমানে স্বতোষণের অন্তর্গত আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি, পুত্র-পৌত্রের সেবক-সম্প্রদায়, সমাজস্থ এবং অচিজ্জগতের সমগ্র মানব-জাতির সমষ্টির স্পৃহা-সমূহ আমাদিগের কেবল সেবা-বিধান [illegible]

ইন্দ্রিয়তোষণ ও অভাব-উপলব্ধি

সমগ্র চেতন জগৎ অচেতন জগতের ভোক্তা—এই অভিমান প্রবল হইলেই আমরা প্রভু-রূপে আমাদের সমাজকে স্থাপিত করিয়া সমাজের বাহিরে চেতন ও অচেতন, প্রাণী ও জড়বস্তুগুলিকে আমাদের ভোগে নিযুক্ত করি। যখন সেই সকল চেতন ও অচেতন আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাপনে পরাঙ্মুখ হইয়া ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের প্রতি আরক্ত-চক্ষু প্রদর্শন করে, তৎকালে আমরা আমাদের বক্ষ দর্শনে জগতে অশান্তি, অবহেলা, বিপ্লব প্রভৃতি অবিদ্যের উপলব্ধি করি। এখানেই শাস্ত্র-সমাশ্রিত যৌন-নামক তপস্যার উদয় হয়। এই যৌন-তপেই পুনরায় অশান্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে।

প্রস্তাবিত শান্তির আলেয়া অশান্তির প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি

আমরা যে-কাল পর্য্যন্ত না শান্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিব, তৎকালাবধি আমাদের প্রস্তাবিত শান্তির বিগ্রহ অশান্তি-নামক বিগ্রহের সাকল্য করাইবে। বিগ্রহ (Personality of the Absolute Godhead in His Analytic and Synthetic Manifestations)-স্বরূপের অনুপলব্ধি-ক্রমেই আমাদের বিগ্রহদ্বেষানুভূতি বা জড়-নির্ব্বিশেষ বিচার। জড়নির্ব্বিশেষের প্রকাশভেদরূপ চিন্নির্ব্বিশেষ বা চিন্মাত্র বিচার কেবলাদ্বৈতবাদীকে (Pantheistকে) বিগ্রহরাহিত্য-চিন্তায় নিমগ্ন করায়।

কৃষ্ণভক্তি—জাড্যবিনাশিনী

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিগ্রহ

বিগ্রহ (Entity) কালাতীত ও কালাধীন। বিগ্রহ (Entity) প্রাকৃত (পার্থিব) ও অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিগ্রহে আস্থা করিয়া গেলেই প্রাকৃত বিগ্রহসমূহ আমাদের চিন্তাস্রোতে বিগ্রহ (Puzzle) উৎপাদন করায়।

একায়ন-পদ্ধতি বিক্ষিপ্ত হইবার কারণ

তখনই একায়ন বিচার বহুশাখায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বেদ-রূপে (Knowledge—Transcendental and mundane) জড়জগতের গৃহ ও শ্রৌত সূত্রদ্বয়ে ওতপ্রোতভাবে আমাদের ক্ষেত্র (field) উৎপন্ন করে। সুতরাং উৎক্রান্ত-পদ্ধতি বা আরোহবাদে (Ascending Process) খণ্ড আনুমানিক চিন্তাস্রোতে [illegible]কে অধীন করাইবার যে যত্ন, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত করে। তজ্জন্য যাঁহারা অনুপম অনুকূলভাবে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহাদের বাক্যে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে নিত্যা শ্রদ্ধা পুনঃ স্থাপিত হয়। কাকেই অর্থাৎ বলদেব ও তদনুগত জন-

গণের শক্তি-সাহায্য-ব্যতীত আমাদের কৃত্রিম (pedantic) বল—যাহা অহঙ্কার-নামে পরিচিত, তাহার অকর্মণ্যতা অনুভূতির বিষয় হয় না। আপাতিক অহঙ্কারের অকর্মণ্যতা অনুভূত হইলে আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আপতিক বিচারের আনন্দ, আপতিক বিচারের সুখ্যান, আপতিক বিচারের অধিক-কাল অবস্থানের চেষ্টা প্রভৃতি সকলই সচ্চিদানন্দের তুলনায় অপ্রয়োজনীয় জানিতে পারি। এইরূপ কৃষ্ণদীক্ষায় দীক্ষিত হইলেই পরম মঙ্গল লাভ হয়। 'দীক্ষা'-শব্দের দ্বারা দিব্যজ্ঞান লক্ষিত হয়। দিব্যজ্ঞানের আপতিক জ্ঞানের দিকে কোন প্রগতি নাই। আপতিক জ্ঞান-সংগ্রহের দিকে ধাবিত হওয়ার বিচার বিরোধ উৎপাদন করে।

স্বরূপ-বিচারের অভাবে অনর্থ

বর্ত্তমানকালে আমরা 'আমি কে'?—ইহার চরম বিচার না করিয়া, ক্ষণভঙ্গুর স্থূল শরীরকে বা পরিবর্ত্তনশীল মানস-শরীরকে 'আমি' বলিয়া ধারণা করিয়া 'আমিকে' অবিবেচনার রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি 'কাম' কি প্রকার বস্তু, কামের চিন্তাস্রোতা কে এবং কেনই বা কাম আমাদিগকে উন্মত্ত করায়,—এইগুলির মীমাংসাই শ্রীবিগ্রহে সুষ্ঠুভাবে উদ্ভাসিত আছে।

মন্ত্রোচ্চারণমুখে শ্রীবিগ্রহ দর্শন

শ্রীবিগ্রহের দর্শন মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। জড়-জগতের চিন্তা বা মনন-কার্য্য হইতে রক্ষক-শব্দ-সমূহকে 'মন্ত্র' বলে। অর্থাৎ যে-সময়ে আমরা পারমার্থিক বাক্য শ্রবণ করি, তখন সেই শ্রৌত বাক্যই আমাদের চিত্ত দর্পণে পতিত ধূলিরাশিকে অপসারিত এবং পূর্ণ অমৃতের আস্বাদনে সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে চালিত করিয়া থাকে।

ঘটাকাশ ও মহাকাশ

দুইটী বিন্দুর অন্তরে যে অতিসূক্ষ্ম জড়াকাশ বর্ত্তমান, তাহা সাধারণ-পরিদৃশ্য পদার্থের ছিদ্রসদৃশ ব্যাঘাতকারক নহে, কিন্তু দ্বিত্রাদেবী ঐ দ্বিত্রান্তরে পড়িয়া যাইবে,—এই আশঙ্কায় যে-সকল জড়নিয়ামকারগণের চিন্তাস্রোত হইতে উত্থিত উদাহরণ ঘটাকাশ ও মহাকাশ-শব্দের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, উহারা কৃষ্ণসেবার অন্তরায় মাত্র।

শ্রীঅর্চ্চা অনর্থগ্রস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য নহেন

শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চা-মূর্ত্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপার নহেন। যে মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীবিগ্রহকে জড়বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া আমরা দ্রষ্টা ও প্রভু, তিনি আমাদের দ্রষ্টা নহেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা-শ্রবণের যোগ্য নহেন, তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় আমাদের আস্বাদ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির সার্থিত্ব লাভ করিতে পারে না,—এইরূপ বিচার যা মনে করি, সেই ক্ষণেই শ্রীবিগ্রহে জড়বিগ্রহ-বিরোধ আনিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য বর্দ্ধন করে। যে-কালে আমরা জানিব,—আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবক এবং তিনি একমাত্র আমাদের সেব্য ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তৎকালেই রূপ-রসাদি কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইবে এবং তদনুকূলে আমাদের তাদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিও প্রভুত্ব করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবনে বা ভজনে নিযুক্ত হইবে।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ বর্ষ ১২শ সংখ্যার পর)

২৫শ ও ২৬শ পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৪৮; ২০শে ও ২৪শে আশ্বিন (১৩৩৯); ৯ই ও ১০ই অক্টোবর (১৯৩২);
রবিবার ও সোমবার; সোমবার—একাদশী।

পরিক্রমার প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস

ন্যূনাধিক ৮ মাইল ভ্রমণ

শ্রীশ্রীমথুরা-পরিক্রমা

মথুরা, 'বলদেও বিলাসে' রাত্রি যাপন

"শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বয়নে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা॥"

ভগবান্ শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দর ব্রজের যাদবপবন-ভ্রমণ-লীলা প্রকাশ-কালে সর্ব্বপ্রথমে মথুরা হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলানুসরণে শ্রীগৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও

শ্রীমথুরা-নগরী হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণনায় শ্রীগৌরসুন্দরের মথুরা-পরিক্রমা-লীলা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—

মথুরা নিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে, প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
মথুরা আসিয়া কৈলা বিশ্রামতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি' করিলা প্রণাম॥
প্রেমাবেশে নাচে গায়, ক্ষণে হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' লোকে চমৎকার॥
• • • •
যমুনায় চব্বিশ-ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥
স্বয়ম্ভূ, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, মোক্ষপাদি দেখিলা বিস্তর॥

(চৈঃ চঃ ম ১৭শ পঃ)

২৫শ পল্লবাত গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৩ শে আশ্বিন সন ১৩০৯, ৯ই অক্টোবর ১৯০২ রবিবার শ্রীরাম-চন্দ্রের বিজয়োৎসব এবং শ্রীমদ্ভাচার্য্যের আবির্ভাবতিথিতে প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি সিংহাসনে সংস্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অনুব্রজ্যা করিতে করিতে মথুরার বলদেওবিলাস হইতে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। ছত্রী, অশ্ব, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বিচিত্র বর্ণের পতাকাশ্রেণীশোভিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার শোভাযাত্রা অনাকীর্ণ শ্রীমথুরা-নগরীর মধ্যে প্রবেশ করে। মথুরা-নগরীর রাজপথের দুই পার্শ্ব হইতে অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দর্শন এবং শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নামের তুমুলধ্বনি শ্রবণ করিয়া আচার্য্যদেবকে নানাভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কেহ রাজপথে গুরুগৌরাঙ্গের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া, কেহ বা চামর ব্যজন করিয়া, কেহ বা পুষ্পবর্ষণ, কেহ বা লাজ বর্ষণ কেহ বা জয়ধ্বনি, কেহ বা নৃত্য, কেহ বা উল্লাস-প্রদর্শনমুখে গৌর ও গৌরজনের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, গৌড়দেশ হইতে এত সুবৃহৎ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা এ পর্য্যন্ত আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতপূর্ব্ব আইনজ্ঞালেলার মাননীয় জজ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ও সপরিবারে ঐ দিবস ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহুভক্ত এই পরিক্রমায় যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত পরিক্রমার প্রণালী অনুসরণ করিয়া ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে মথুরার চব্বিশ-ঘাট দর্শন ও বন্দনাদি করেন।

বিশ্রামঘাটের উত্তর ও দক্ষিণদিকে যথাক্রমে বারটী করিয়া চব্বিশটী ঘাট বিদ্যমান। উত্তরদিকের বারটী ঘাটকে "উত্তরকোট" এবং দক্ষিণদিকের বারটী ঘাটকে "দক্ষিণ-কোট" বলে।

বিশ্রাম-ঘাটের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী দ্বাদশ ঘাট যথা,—(১) অবিমুক্ত, (২) অবিরুদ্ধ, (৩) গুহ্য, (৪) প্রয়াগ, (৫) কনখল, (৬) তিন্দুক (বাঙ্গালীরা এই ঘাটের নিকটে আসিয়া বাস করিতেন বলিয়া ইহা 'বাঙ্গালীঘাট' নামে প্রসিদ্ধ), (৭) সূর্য্যঘাট বা গড়ওয়ালাঘাট, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট, (১০) ঋষি-তীর্থ,(১১) মোক্ষতীর্থ এবং (১২) বোধতীর্থ।

অবিমুক্ত তীর্থ হইতে গমন করিতে করিতে পর্য্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থান-সমূহ পাওয়া যায়। সুমঙ্গলাদেবী, গতশ্রমদেব, বীরভদ্র মহাদেব, শ্রীশক্রঘ্ন, কংসনিকূদন (কংস-ভবন), দেবকীনন্দন, বৎসরূপ (হোলি-দরজার বাহিরে), রঙ্গেশ্বর মহাদেব (বা সিদ্ধমুখ রুদ্র), সপ্তসমুদ্র-কূপ, শিবতাল, বলভদ্রকুণ্ড ও শ্রীবলদেব, ভূতেশ্বর মহাদেব, জ্ঞানকবাপী, পোতরাকুণ্ড, শ্রীজন্মস্থান বা যোগপীঠ, শ্রীকেশবদেব।

প্রয়াগ-ঘাটে বেণীমাধবের একটী মন্দির বিদ্যমান। সূর্য্যতীর্থে বিরোচন-পুত্র বলি ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন। বট-স্বামীতীর্থে "বটস্বামী" সূর্য্যের অবস্থান। ধ্রুবতীর্থ উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুবের তপস্যার স্থান। ধ্রুবতীর্থের পশ্চাতে যে ধ্রুব-টীলা, সেখানেই সপ্তম বর্ষীয় বালক ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে ঋষিতীর্থ। ঋষিতীর্থ বিশেষ কৃষ্ণ-প্রিয় তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। তখন কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্মরজের মহিমার অধিকতর উদারতা হৃদয়ঙ্গম হয়।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে বিশ্রামতীর্থের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী দ্বাদশ-ঘাটের মধ্যে অবিরুদ্ধ-তীর্থের নাম পাওয়া যায় না এবং কোটী ও বোধি-তীর্থ দুইটী পৃথক্ পৃথক্ তীর্থরূপে লক্ষিত হয়। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে কোটীতীর্থের নামান্তরই বোধি-তীর্থ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং পৃথগ্‌ভাবে অবিরুদ্ধ

তীর্থের নামও পাওয়া যায়, অন্নভপ্রকাশ-তন্ত্রে দ্বিতীয় সংখ্যাক্রমে অবিমুক্ত-তীর্থ এবং রাবণসংখ্যা-ক্রমে মোক্ষি-তীর্থের নাম আছে। মোক্ষিতীর্থের নামান্তরই কোটীতীর্থ, এরূপ উল্লেখ নাই। কোন কোন কিংবদন্তী মতে কোটী-তীর্থ 'রাবণমুক্তি' বলিয়া উল্লিখিত হয়। প্রবাদ, এই স্থানে রাবণ তপস্যা করিয়াছিলেন।

বিশ্রামতীর্থের উত্তরদিকে নিম্নলিখিত বারটী ঘাট বিদ্যমান আছে,—

(১) মণিকর্ণিকা, (২) অসিকুণ্ড, (৩) সংযমনতীর্থ (অপর নাম স্বামীঘাট বা বাসুদেবঘাট), (৪) ধারাপতন-তীর্থ, (৫) নাগতীর্থ, (৬) বৈকুণ্ঠঘাট, (৭) ঘণ্টাভরণ-ঘাট (৮) সোমতীর্থ (মায়াতত্ত্ব গো-ঘাট), (৯) কৃষ্ণগঙ্গা, (১০) চক্রতীর্থ (নিকটেই সরস্বতী-সঙ্গম), (১১) বিশ্বরাজ-ঘাট, (১২) দশাশ্বমেধঘাট।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে এইরূপ ক্রমে নাম পাওয়া যায়,—(১) নবতীর্থ (অসিকুণ্ডের উত্তরে), (২) সংযমন তীর্থ, (৩) ধারাপতন-তীর্থ, (৪) নাগতীর্থ, (৫) ঘণ্টাভরণতীর্থ, (৬) ব্রহ্মতীর্থ, (৭) সোমতীর্থ, (৮) সরস্বতী-পতন-তীর্থ, (৯) চক্রতীর্থ, (১০) দশাশ্বমেধ-তীর্থ (এখানে ঋষিগণ দেবকী-নন্দন কৃষ্ণের পূজা করিয়াছিলেন, (১১) বিশ্বরাজ তীর্থ, (১২) কোটীতীর্থ।

চক্রতীর্থে প্রায় ৭০ ফুট উচ্চ একটি টিলা অম্বরীষ-টিলা নামে কথিত। কথিত হয়,—এই স্থানে ভগবান্ বিষ্ণু দুর্বাসার প্রতি সুদর্শন-চক্র সঞ্চালিত করিয়া নিজ-ভক্ত অম্বরীষের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন।

বিশ্রাম-ঘাটের উত্তর দিক হইতে ক্রমশঃ পর্য্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পাওয়া যায়,—শ্রীগুরুদ্রুম-বিগ্রহ, শ্রীবরাহদেব, শ্রীসপ্তমাতৃ-পীঠ, শ্রীবিহারী পীঠ, শ্রীযমুনা-দেবী, শ্রীদীর্ঘবিষ্ণু, শ্রীকেশবদেব, শ্রীসপ্তর্ষেশ্বর-মহাদেব, ধ্রুবাবটু, মহাবিদ্যেশ্বরী মহাবিদ্যাকুণ্ড, সরস্বতী-কুণ্ড, মহালক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য মাথুর ব্রাহ্মণদিগের সহিত মথুরার চব্বিশঘাটে স্নান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ১৭শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুষ্ঠিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ বিশ্রামঘাটে স্নানান্তর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে নিম্নলিখিত পদসমূহ কীর্ত্তন করিলেন,—

যমুনায় চব্বিশ-ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥
(চৈঃ চঃ ম ১৭শ)

অহে শ্রীনিবাস, চতুর্ব্বিংশতি ঘাটেতে।
মহাপ্রভু কৈল স্নান সুখানন্দ-চিত্তে॥
প্রতিঘাটে কৈল বৈছে প্রেমের আবেশ।
তাহাই এক বর্ণিতে জানেন মাত্র শেষ॥
লক্ষ লক্ষ লোক স্নান কৈল প্রভু-সঙ্গে।
ভাসিল সে-সব লোক প্রেমের তরঙ্গে॥
সকল দেবতা আসি' বন্দুকে মিলয়।
সবে কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয়॥
(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিশ্রামতীর্থে অবতরণ করিয়া তীর্থ-বন্দনাদি করিলে শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি ও নাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তীর্থজল মস্তকে ধারণ করিলেন।

শ্রীমথুরার বিভিন্ন তীর্থের বন্দনাদি করিয়া পরিক্রমা-কল্পে মথুরা-নগরীর মধ্য দিয়া শ্রীজন্মস্থান বা যোগপীঠ এবং মথুরার অধিদেব শ্রীকেশবদেবকে দর্শন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, রাবণ অরণ্যসংযুক্ত পদ্মাকৃতি মথুরার কর্ণিকারে ভক্তিক্লেশ-নাশন শ্রীকেশবদেব বিরাজিত। পূর্ব্বপত্রে শ্রীবিশ্রান্তিদেব, পশ্চিমপত্রে গোবর্দ্ধন-নিবাসী শ্রীহরিদেব, উত্তরপত্রে শ্রীগোবিন্দ-দেব এবং দক্ষিণপত্রে শ্রীবরাহদেব।

ইদং পদ্মং মহারাজন্ সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্।
কর্ণিকায়াং বিশ্রান্তেদেবি কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥
(আদিবরাহে ১৬৩।১৫)

মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
(চৈঃ চঃ ম ২০।২১৫)

অষ্টদিকের প্রত্যেক দিকে তিন মূর্ত্তি করিয়া যে চব্বিশটী মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে স্ব-স্ব ধামে নিত্য বিরাজমান, সেই মূর্ত্তি-সমূহ ব্রজাতে চব্বিশটী বিভিন্ন স্থানে স্ব-স্ব ধাম-সহ

অষ্টাবতার-রূপে নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য অধিষ্ঠিত যে-কোন্ স্বরূপ শ্রীভগবানের চব্বিশ জন অর্চ্চাবতারের নাম এবং শাস্ত্র-নির্দ্দেশমত তাঁহাদের চতুর্ভুজের অস্ত্রভেদাদি বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। যেমন নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ, প্রয়াগে শ্রীমাধব, মথুরায় শ্রীমধুসূদন, বিষ্ণু-কাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ, মায়াপুরে শ্রীহরি, অলেশ্বারণ্যে শ্রীবাসুদেব, তদ্রূপ মথুরাতে শ্রীকেশবের নিত্য অধিষ্ঠান।

পরাকৃতি শ্রীমথুরার কলিকায়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে শ্রীকেশবদেবের শ্রীমন্দির। শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি। অর্থাৎ দক্ষিণাধঃ হস্তে পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে শঙ্খ, বামোর্দ্ধ হস্তে চক্র এবং বামাধঃ হস্তে গদা। দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মী এবং বামে শ্রীসরস্বতী। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যেরূপ বিশ্রামতীর্থে স্নানলীলা প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থানে শ্রীকেশবদেবের দর্শনলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারই অনুসরণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত অগ্রণী করিয়া পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের সহিত কেশবদেবের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

যে-স্থানে প্রাচীন যোগপীঠ বা জন্মস্থান অবস্থিত এবং জন্মস্থানের উপরে যে-স্থানে কেশবদেবের প্রাচীন মন্দির বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, আরঙ্গজেবের অত্যাচারে সে-স্থানে বাহ্য-দর্শনে মন্দিরাদির কোন অস্তিত্ব নাই। কেবল ভগ্নাবশেষ ও উচ্চভিটা-মাত্র রহিয়াছে। তাহারই অব্যবহিত সংলগ্ন স্থানে বিপুলাকার এক মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন জন্মস্থান কিংবা আধুনিক মস্‌জিদের পশ্চিম দিকে বা পশ্চাদ্ভাগে সমতল ভূমিতে একটী ছোট দেবালয়ই পরবর্ত্তিকালে নির্ম্মিত আদিকেশবের মন্দির। মন্দিরের উচ্চতা অতি অল্প এবং তাহা অনেকটা দালানের আকারে গঠিত। ঐ মন্দিরের সম্মুখে একটী চত্বর, তৎপরে জগমোহন এবং গর্ভমন্দিরে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি শ্রীকেশবদেব, শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপালদেব। স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট এবং উপস্থিত একটী পূজারীর নিকট অনুসন্ধানে জানা গেল,—এই মন্দির পরবর্ত্তিকালে জয়পুরের মহারাজ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং গ্রহরাষ্ট্র-সরকার এই ঠাকুরের সেবাপূজার জন্য ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। ঐ ভূ-সম্পত্তির আয় নাকি বাৎসরিক ১৭০০৲ টাকা। কিন্তু বর্ত্তমানে নানা কারণে তৎপরিমাণ টাকা আদায় হয় না। যাত্রিগণের প্রদত্ত অর্থেই কোন রকমে সেবা চলে।

জন্মস্থান ও কেশবজীর মন্দিরের তিনজন ট্রাষ্টির নাম উক্ত মন্দিরের পূজারী শ্রীপরমানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে এইরূপ পাওয়া গেল,—(১) গিরিরাজমল বৈশ্য মথুরা, (২) বাবু কানহাইয়া লাল উকিল, (৩) চৌবে মদনমোহনজী।

কেশবজীর বারজন পূজারী মাসে পালাক্রমে পূজা করিয়া থাকেন এবং কেশবজীর নিকট যাত্রিগণ যাহা প্রণামী প্রভৃতি দেন, তাহা তাঁহারাই গ্রহণ করেন। পূজারীগণের এইরূপ নাম পাওয়া গিয়াছে,—(১) পরমানন্দ, (২) কৃষ্ণ-গোপাল, (৩) শ্যামজী, (৪) কেশবদেব দাস, (৫) মঙ্গী, (৬) চিরঞ্জীবলাল, (৭) হরিহর, (৮) কেদার, (৯) দেবকীনন্দন-দাস, (১০) গঠন, (১১) বাবুলাল, (১২) গিরিরাজ দাস।

কেশবদেবের এই মন্দির-ব্যতীত ইহারই দক্ষিণ-ভাগে আর একটী মন্দির রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের চূড়া নাই—গৃহের আকার। মন্দিরের মধ্যে প্রস্তরময়ী বাসুদেব-মূর্ত্তি চতুর্ভুজ, দক্ষিণে বাসুদেব ও বামে দেবকী। স্থানটী রাস্তা হইতে কিছু উচ্চ ভিটির উপর অবস্থিত। কয়েকটী সোপান অতিক্রম করিয়া প্রাকার-বেষ্টিত ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে হয়। ঐখানে একটী নিমগাছ আছে। যাত্রিগণকে অনেক সময় ঐ স্থানকেই জন্মস্থান বলিয়া কেহ কেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা পুরাতন জন্মস্থান নহে, ইহাই অনেকে বলেন। হয় ত' অহিন্দুর অত্যাচারের দ্বারা যোগপীঠ আচ্ছাদিত হইয়াছে, এই বিচার অনেকে গ্রহণ করিতে না পারায় তাঁহারা পৃথগ্‌ভাবে একটু দূরে এই স্থানটীকে জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু অপ্রাকৃত বিষয়কে এরূপ বাহ্য বিচারে দর্শন করিতে নাই। অপ্রাকৃতকে কখনও প্রাকৃতবস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীসীতাকে রাবণ কখনও স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দূর হইতে দর্শন করিতেও পারে না। অহিন্দু সম্রাটের অত্যাচারে বা বিধর্ম্মিগণের মস্‌জিদে কৃষ্ণের জন্মভূমি লুপ্ত হয় নাই। এই সকল অপ্রাকৃত বিচারের কথা যে-সকল প্রাকৃত-সহজিয়া বুঝিতে পারেন না, তাহারাই কৃষ্ণ-জন্মস্থলী শ্রীমথুরা এবং তদ্ভিন্ন শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর-যোগপীঠের সংলগ্ন

স্থানে অহিন্দু-সম্প্রদায়ের বাস দেখিয়া, কিম্বা শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যার যোগপীঠের সংলগ্ন স্থানে মস্‌জিদ এবং অহিন্দু-সম্প্রদায়ের কবরাদি দেখিয়া অপ্রাকৃত যোগপীঠের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলেন। বস্তুতঃ ভগবান্ জীবের শুদ্ধভক্তি-মুক্তির প্রগাঢ়তা পরীক্ষার জন্যই এই সকল ভিন্ন উপস্থিত করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে শ্রীযোগপীঠে "গৌড়ীয়"-পত্রের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীকৃষ্ণজন্ম-স্থান এবং কেশবদেবের সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

পুরাতন-জন্মস্থানের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকেই আরঙ্গজেবের মস্‌জিদ এবং তৎসংলগ্ন ভূমিতে মহারাষ্ট্র-রাজের নির্ম্মিত গণ্ডারেশ্বরীর মন্দির। নিকটেই একটী বিস্তৃত স্থান বহু নিম্ন পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে খোদিতাবস্থায় দৃষ্ট হয়। অনুসন্ধানে জানা গেল,—গভর্ণমেণ্টের আরকিও লজিকেল ডিপার্টমেণ্ট (Archæological Dept.) হইতে এই স্থানটী খনন করা হইয়াছিল এবং ইহার ভিতর হইতে অনেক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি ও নানাপ্রকার শিলালিপি (inscriptions) পাওয়া গিয়াছে। আরও শুনা গেল যে, আবদুল্লা খাঁ নামক এক ব্যক্তির সহিত গণ্ডারেশ্বরীর পূজারী প্রহ্লাদ ঐ স্থানের স্বত্ব লইয়া মোকদ্দমা করিতেছেন। লালমন, পণ্ডিত কেশবজী, বাবুনী সিং, পণ্ডিত রাধাবিনোদ রায়বাহাদুর, বাবু কানাইয়া লাল উকিল, বাবু জগন্নাথ সহায়, দাবোদর দাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইহাতে সহায়তা করিতেছেন। মোকদ্দমার মথুরা-সবজজ-আদালতে এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে শুনানী হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান-সম্প্রদায় হইতে পুনরায় আপত্তি উঠা হইয়াছে যে, গণ্ডারেশ্বর মন্দির হিন্দুগণের সম্পত্তি হইলেও উহার চতুঃসীমা ও স্থান-সমূহ মুসলমানদের সম্পত্তি। শুনা গেল যে, জন্মভূমির সংলগ্ন আরঙ্গজেবের যে মস্‌জিদ রহিয়াছে, তাহাতে মুসলমান সর্ব্ব-সাধারণের নমাজ পড়িবার অধিকার বা মস্‌জিদ মেরামত করিবার অধিকার মুসলমানগণের থাকিবে না, এই মর্ম্মে নাকি হিন্দুরা এক মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন। আরও শুনা গেল, বর্ত্তমানে গণ্ডারেশ্বর মন্দিরের চতুঃসীমা লইয়া মোকদ্দমা হইতেছে। সেই মোকদ্দমা হিন্দুগণ মুন্সেফী ও সবজজ-আদালতে জিতিয়াছেন, অপর পক্ষ হাইকোর্টে আপিল করিয়াছেন।

পুরাতন জন্মস্থান ও কেশবজীর মন্দির যে পল্লীতে অবস্থিত, তাহার নাম মহলপুরা। আর আরঙ্গজেব এই স্থানের নাম দিয়াছিলেন—ইদ্‌গা। কথিত আছে যে, শ্রীবসুদেব ও দেবকীকে কারাগৃহে পাহারা দিবার জন্য কংস-নিয়োজিত মল্ল-সমূহ এই স্থানে বাস করিতেন।

প্রথম দিবস সাধারণভাবে মথুরা পরিক্রমা হইয়াছিল। তৎপর দিবস ২৪শে আশ্বিন ১০ই অক্টোবর সোমবার কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থান হইতে আগত আরও বহু ভক্তের সহিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যাত্রিগণ বিশেষ বিশেষ স্থান-সমূহ দর্শন এবং চব্বিশ-ঘাটে স্নানাদি সেবা করিয়াছিলেন। প্রথম দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে পরিক্রমা পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং সকল ত্রিদণ্ডিপাদই পরিক্রমায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অনুস্মরণ করিয়াছিলেন। ৯ই এবং ১০ই অক্টোবর অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমথুরামণ্ডলে শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা ও লীলার কথা সমবেত সুধীগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণ যাত্রি-গণের জন্য বলদেওবিলাসের প্রাঙ্গণের মধ্যে হরিকীর্ত্তন ও ত্রিদণ্ডিপাদগণের বক্তৃতা হইয়াছিল। পরিক্রমার প্রথম দিবস মথুরা-মণ্ডলে সকলেই ঊর্দ্ধাবৃত বাহুমুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি পালন এবং সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। ১০ই অক্টোবর ২৫শে আশ্বিন হরিবাসর-দিবস মথুরা-পরিক্রমা এবং শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী শ্রবণের সুদুর্লভ সৌভাগ্য হইয়াছিল।

শ্রীমথুরাকে সর্ব্বদা হরিপ্রিয় ক্ষেত্রপাল মহাদেব রক্ষা করিতেছেন, শ্রীভূতেশ্বর মথুরার ক্ষেত্রপাল। মথুরা আনুষঙ্গিক-ভাবে মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর অন্যতমা বলিয়া কথিত হইলেও তাঁহা কেবলমাত্র মোক্ষদায়িকা পুরীমাত্রে বিরাজিতা নহেন। অন্যান্য পুণ্যক্ষেত্র-সমূহের একমাত্র মহাজন—মুক্তি। কিন্তু মুক্ত পুরুষগণেরও নিয়ত প্রার্থনীয়া যে হরিভক্তি, তাহা এই মথুরাতেই লভ্য হয়। এই মথুরাপুরী সর্ব্বতীর্থময়ী,—

ক্ষেত্রপালো মহাদেবো বর্ত্ততে যত্র সর্ব্বদা।
যত্র বিশ্রান্তিতীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্ল্লভং ভবেৎ॥
ত্রিবর্গদা কামিনাঞ্চ মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তাভীষ্টপ্রদা নৃণাং বৈ মথুরামাপ্রকীর্ত্তিতা॥
(স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরা-মাহাত্ম্যে ২৩শ অঃ)

যে ক্ষেত্রের ক্ষেত্রপালরূপে ভক্তদের সর্ব্বদা বিরাজমান এবং যে-স্থানে বিশ্রান্তি-নামক তীর্থ অবস্থিত, সেই স্থানে কোন্ ফল দুর্লভ? কামী ব্যক্তিদিগের ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গপ্রদ, মুমুক্ষুগণের মোক্ষপ্রদ এবং মোক্ষাতীত: অহৈতুকী ভক্তিলাভেচ্ছুগণের ভক্তিপ্রদ এই মথুরাপুরীকে আশ্রয় করা পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব—ইনি মথুরার ক্ষেত্রপাল। আদিবরাহে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর বাক্য,—

মথুরায়াঞ্চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।
ভূতিং দূরে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ॥

হে শম্ভো! মথুরায় তুমি ক্ষেত্রপাল হইবে। লোকে তোমার দর্শনে আমার ক্ষেত্রফল লাভ করিবে।

শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখণ্ড ৪২শ অধ্যায়ে,—

যত্র ভূতেশ্বরো দেব মোক্ষদঃ পাপিনামপি।
মম প্রিয়তমঃ নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ॥
কথং বা ময়ি ভক্তিং ন লভতে পাপপূরুষঃ।
যো মহীয়ঃ পরং ভক্তং শিবং নম্পূজয়েদিহ॥
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ প্রায়শো মানবাধমাঃ।
ভূতেশ্বরং যে স্মরন্তি ন নমন্তি স্তবন্তি বা।

যেখানে আমার প্রিয়তম পরম দেবতা এবং পাপিগণেরও মোক্ষদায়ক ভূতেশ্বর নিত্য বিরাজিত, যে আমার পরমভক্ত শিবের পূজা করে না, সেই পাপ-পুরুষ কেমন করিয়া আমাতে ভক্তিলাভ করিবে? যাহারা ভূতেশ্বর মহাদেবকে আমার সেবক বৈষ্ণব-বিচারে স্মরণ, নমস্কার ও স্তুতি করে না, সে-সকল নরাধমের বুদ্ধি প্রায়ই আমার মায়া দ্বারা বিমোহিত।

শ্রীগৌরসুন্দর এই ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল শিবের দর্শনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। (চৈঃ চঃ ম ১৭।১৯১)

শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণ-দিকে মথুরাভিমুখী যে পাকা রাস্তা আছে, ঐ রাস্তায় প্রায় এক মাইল চলিয়া ভূতেশ্বর পাওয়া যায়। ভূতেশ্বর মথুরা-সহরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ভূতেশ্বর-মন্দিরের নিকটেই 'ভূতেশ্বর'-নামক রেলওয়ে ষ্টেশন। একটী মন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। শিবলিঙ্গটী বর্ত্তমানে শুণ্ডযুক্ত বীরহনুমানের মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

শ্রীমথুরা-পরিক্রমা-দিবস বিশ্রামতীর্থ হইতে পরাশর-মহাশয়ের নির্দ্দেশিত স্থান সমূহ দর্শন ও অতিক্রম করা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া যে-স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বিশ্রাম-তীর্থ, বিশ্রান্তিতীর্থ বা গতশ্রমতীর্থ নামে খ্যাত। এই ঘাটে প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীযমুনাদেবীর আরতি হয়। ঘাটগুলির উপর একটী ছোট-মন্দিরের ভিতর শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও মুকুট রহিয়াছে।

শ্রীগতশ্রমদেব—কংস-বধের পর ইনি বিশ্রামলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া এই নামে পরিচিত। বিশ্রান্তি-ঘাটের নিকট।

শ্রীবিশ্রাম-ঘাটের পর শ্রীবেণীমাধব, শ্রীশ্রীবলভদ্র ও শ্রীশ্রীঘনশ্যামমোহনজী, ত্রিভুবনতীর্থ, সূর্য্যঘাট, ধ্রুবটিলার উপরে ধ্রুবজী ও সেই মন্দিরের পার্শ্বে অষ্টসখীপাল, অবিমুক্ততীর্থের টিলার উপরে সপ্তর্ষি, ঘনিটিলায় বলি মহারাজ ও বামনজী, কলিযুগটিলায় মহাবীরজী, রঙ্গভূমিতে চানূর, মুষ্টিক ও কুবলয়াপীড়, রঙ্গেশ্বর মহাদেব, তাহার উত্তরে কংসটিলা ও কংস-বধস্থল, উগ্রসেন, শিবতাল, জগন্নাথদেব, শ্রীউদ্ধব ও গোপীগণী, শ্রীবলভদ্রকুণ্ড ও শ্রীবলদেব-মূর্ত্তি, শ্রীনৃসিংহদেব, ভূতেশ্বর মহাদেব ও পাতালদেবী, পুতনাকূপ, শ্রীকেশবদেব, শ্রীযোগপীঠ বা জন্মস্থলী, তৎসম্মুখেই মল্লযুদ্ধ, মহাবিদ্যেশ্বরী (চৈঃ চঃ ম ১৭।১৯১), মহাবিদ্যাকুণ্ড, সরস্বতী-কূপ, রঙ্গকদ্বারটিলা, গোকর্ণ-মহাদেব, অম্বরীষটিলা, চক্রতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, সোমতীর্থ, ঘণ্টাকর্ণন, ধারাপতন, বৈকুণ্ঠঘাট, বসুদেবঘাট, বরাহক্ষেত্র, মহাবীর, শ্রীনৃসিংহ, মণিকর্ণিকা, অবিমুক্ততীর্থ এবং বিশ্রামঘাট।

শ্রীমথুরার যে-সকল স্থানের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মথুরা-ভ্রমণলীলা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে, সেই সকল স্থান অনুসন্ধান, দর্শন এবং তত্তৎ স্থানে প্রাচীন গ্রন্থ হইতে স্থান-মাহাত্ম্য-সহ বিশেষ শিক্ষা পাঠ ও প্রবণ-কার্য্য পরিক্রমার প্রধানতম অঙ্গ ছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে মথুরায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য লাঙ্গোড়িয়া ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষালীলার কথা উল্লেখ আছে। সেই স্থানের ঠিক নির্দ্দেশ এখন পাওয়া সুকঠিন। শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে-সময় শ্রীল রাঘব পণ্ডিত গোস্বামীর সহিত ব্রজ পরিক্রমা করেন, তখন তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের ভিক্ষালীলাস্থলী বাঙ্গুর লাঙ্গোড়িয়া

নিম্নের স্থান বর্ণন করিতে করিতে গৌরলীলা-স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীদীর্ঘবিষ্ণু—শ্রীরুষ্ণ দীর্ঘাকার শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া কংসের চানূর এবং মুষ্টিক-মল্লের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি দীর্ঘবিষ্ণু-নামে খ্যাত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমথুরায় পদার্পণ পূর্ব্বক দীর্ঘবিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৯১)। মথুরা-সহরের মনোহরপুর-মহল্লায় ভরতপুর-দরজার বাইবার পথে দীর্ঘবিষ্ণুর শ্রীমন্দির বিরাজিত। দীর্ঘবিষ্ণুর বর্ত্তমান মন্দির কাশীর রাজা পাটনীমল নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

সুদামাগৃহ—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় সুদামা-মালাকারের গৃহ। শ্রীকৃষ্ণবলরাম মথুরাপুরী প্রবেশ করিয়া সুদামা-মালাকারের গৃহে গমন করিলে সুদামা পাদ্য, অর্ঘ্য ও অনুলেপনাদির দ্বারা তাঁহাদের পূজা, স্তব এবং তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণকে সুগন্ধিপুষ্পমালা সজ্জিত করিয়া বরদান করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১০।৪১ অঃ)

রজকবধস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মথুরায় প্রবেশ করিয়া কংসের রজকের নিকট হইতে উত্তম বস্ত্র চাহিলেন। কিন্তু কংস-রজক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে সাধারণ মনুষ্য ও কংসরাজার প্রজামাত্র মনে করিয়া কংসের অধিকৃত বস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের জ্ঞাতসারে কোন দোষী নাই বিচার-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বস্ত্র-প্রদানে অস্বীকৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে চপেটাঘাতে রজকের মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এই লীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মকর-মার্গগণের বিচার নিরস্ত করিলেন। (ভাঃ ১০।৪১ অঃ দ্রষ্টব্য)

ধনুক-ভঙ্গ-স্থান—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রবিষ্ট হইয়া পুরবাসিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ধনুর্যজ্ঞের স্থানে প্রবেশ করিলেন। তথায় ইন্দ্রধনুসদৃশ এক অদ্ভুত ধনুক দেখিতে পাইয়া রক্ষিগণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও বল-পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে জ্যা-আরোপণ-পূর্ব্বক আকর্ণাকর্ষে নিমেষমধ্যে ঐ ধনুক ভঙ্গ করিয়া দিলেন। এই ধনুর্ভঙ্গ-শব্দে আকাশ, স্বর্গ ও দিক্‌সকল পরিপূর্ণ হইল এবং কংসের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইল। কংস-প্রেরিত সৈন্যগণকে সংহার করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তথাস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। (ভাঃ ১০।৪২ অঃ দ্রষ্টব্য)

কুবলয়াপীড়বধ-স্থান—কংসের কুবলয়াপীড় নামক হস্তী যখন রঙ্গদ্বারে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ উহার সহিত হস্তীপালককে সংহারিত ও নিহত করিয়া এবং হস্তীর দন্তোৎপাটন করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। (ভাঃ ১০।৪৩ অঃ দ্রষ্টব্য)

রঙ্গস্থল—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপীড় হস্তীর রক্ত সর্ব্বাঙ্গে লক্ষণ এবং মল্লবস্ত্রধারণ আনুপূর্ব্বিক স্কন্ধে স্থাপন-পূর্ব্বক শ্রীবলদেব সহ প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গস্থলস্থ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক বিভিন্নরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ চানূরকে এবং শ্রীবলদেব মুষ্টিককে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়া মুষ্টিপ্রহার ও পাদতাড়না-দ্বারা নিহত করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৩-৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

মঞ্চস্থান—চানূর ও মুষ্টিকের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মল্লযুদ্ধকালে মঞ্চোপরি কংস উপবেশন করিয়াছিলেন এবং বন্ধু সখা, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সেনাপতিগণ স্ব-স্ব স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। চানূর ও মুষ্টিক নিহত হইবার পর কংস রঙ্গদ্বার নিরুদ্ধ করিয়া বসুদেব, উগ্রসেনাদির প্রতি নির্য্যাতন আরম্ভ করিলে এবং শ্রীকৃষ্ণকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ উল্লম্ফনে কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া কংসের কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক তাহাকে মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং তদুপরি পতিত হইলেন, তাহাতেই কংসের প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

কংসখালি—এই খানেই কংসের মৃত্যু হইয়াছিল। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইহাকে 'কংসটিলা'ও বলে, উহা হোলিদরজার নিকট। মন্দিরের ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শ্রীমূর্ত্তি—কংসের কেশাকর্ষণ করিতেছেন। এই টিলার পার্শ্বে 'কংস-খেড়া' নামে একটী ক্ষুদ্র নালা যমুনা পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাণ্ডাগণ বলেন, কংসের মৃতদেহ টানিয়া যমুনায় ফেলিবার সময় গাত্র-ঘর্ষণে এই নালা বা খালা উৎপন্ন হইয়াছে।

কুব্জার মন্দির—কংসটিলার নিকট। কেহ কেহ কুব্জাটিলাও বলেন। এখানে এক-কালে কুব্জার গৃহ ছিল। বর্ত্তমান মন্দির অল্পদিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। ছোট মন্দিরের ভিতরে কুব্জার মূর্ত্তি রহিয়াছে।

কুব্জা-কূপ—খুব প্রাচীন কূপ। কাটরার-উত্তর-পশ্চিম-দিকে অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিশ্রামস্থলী—শ্রীমথুরা ভ্রমণানন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন ভোজ-সমাপনান্তে এই স্থানে বিশ্রাম-লীলা প্রদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন করিয়াছিলেন।

গোপালস্থান—শ্রীগোপালের ভক্তবৎসলতা-প্রচারার্থ শ্রীসনাতনগোস্বামী বৃহদ্ভাগবতামৃত প্রদর্শন করিয়া যখন গোবর্ধনে যাইতে অসম্মত (শ্রীগোবর্ধনপর্বতে আরোহণ করিতে নাই, ইহা কৌশলে শিক্ষা দিবার জন্য) হইবার ছল করিয়াছিলেন, তখন শ্রীগোপাল শ্রীসনাতনগোস্বামীকে দর্শন দান করিবার জন্য ম্লেচ্ছভয়ের 'ছল' উঠাইয়া মথুরা-নগরে শ্রীবল্লভ-ভট্ট-তনয় শ্রীবিট্ঠলেশ্বরের গৃহে একমাস বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীসনাতনগোস্বামী নিজগণ-সহ একমাসকাল শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৮শ পঃ ৪৪-৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।)

বলদেবক্রীড়াস্থলী—এই স্থানে এক পুরাতন বৃক্ষের তলে রোহিণীনন্দন বলরাম বাল্যক্রীড়া করিতেন। অভিন্ন-বলরাম শ্রীনিত্যানন্দ যখন তীর্থপর্যটন করিতে করিতে শ্রীমথুরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন প্রভু এই স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। রাসস্থলীর জন্য-ভূমি দর্শন করিয়া অমৃতস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের উল্লাসের অবধি ছিল না। এই স্থান দর্শনে অভিন্নরোহিণী-নন্দন শ্রীপদ্মাবতী-প্রাণধন শ্রীনিত্যানন্দের চরণে সুদৃঢ়া ভক্তি লাভ হয়।

আদিবরাহদেব—চৌবে পাড়ার মাণিকচক্ মহল্লায় কৃষ্ণাকৃতি মন্দিরের অভ্যন্তরে বিরাজিত। চতুর্ভুজ বরাহ-বদন শ্রীবিগ্রহ, ক্রোড়ে ধরণী উপবিষ্টা, পদে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে দলন করিতেছেন—এইরূপ শ্রীমূর্তি। এই মন্দির হইতে অল্পদূরেই অন্য একটি ছোট মন্দিরে শ্বেতপ্রস্তরময়ী শ্রীবরাহ-মূর্তি বিরাজিত। বরাহপুরাণে আদিবরাহ ও শ্বেতবরাহ-মূর্তির উল্লেখানুসারে এখানে বিবিধ বরাহবিগ্রহ দৃষ্ট হয়। কপিল নামে জনৈক বিপ্রর্ষি আদিবরাহ-উপাসক ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত বিপ্রর্ষির নিকট হইতে সেই বরাহবিগ্রহ প্রাপ্ত হন। রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া লঙ্কায় ঐ বরাহবিগ্রহ লইয়া যায়। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র নির্বিশেষবাদী রাবণকে বধ করিয়া উক্ত বরাহ-শ্রীমূর্তিকে অযোধ্যায় লইয়া আসেন। শ্রীকৃষ্ণ লবণ-দৈত্যকে বধ করিবার পর সেই বরাহবিগ্রহ শ্রীমথুরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উক্ত উদাহরণে কর্মী ইন্দ্রের বিষ্ণু-পূজায় হুলনা এবং নির্বিশেষবাদী রাবণের কর্মীকে দলন করিয়া বিষ্ণুবিগ্রহকে জয়তনগত করিবার দৃষ্টান্তে বিষ্ণু-বিরোধ,—এই উভয়কে নিরাস করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র উত্তম আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন।

শ্রীমথুরা-নগরীর চারিদিকে চারিজন ক্ষেত্রপাল বা নগর-রক্ষক শ্রীবিষ্ণুমায় মথুরাপুরীকে রক্ষা করিতেছেন। এই চারিজন ক্ষেত্রপাল মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মহাদেব-মূর্তি। পূর্বদিকে—পিপ্পলেশ্বর, পশ্চিমদিকে—ভূতেশ্বর, উত্তরে—গোকর্ণেশ্বর এবং দক্ষিণে—রঙ্গেশ্বর।

মথুরার চারিটী দ্বার—(১) রোপি-দরজা—আগরার রাস্তার উপরে। মথুরার ভূতপূর্ব কালেক্টর হার্ডিঞ্জ সাহেবের নামানুসারে ইহা 'হার্ডিঞ্জ গেইট্' নামেও পরিচিত। (২) 'ভরতপুর-দরজা', (৩) 'দিগ্-দরজা,' (৪) 'কৃষ্ণা-ন-দরজা'।

মথুরায় অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত। সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে সকল তীর্থের নামোল্লেখ অসম্ভব।

মথুরাপুরী নিত্য মেলা-মহোৎসবময়ী। যদিও অহৈতুক জীবন্ত মহাভাগবত-মুখারবিন্দ-নিগলিত শ্রীভাগবত-কথা খুবই দুর্লভ, তথাপি অনুষ্ঠানপর মেলা-মহোৎসবাদি তথায় নিত্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটী প্রসিদ্ধ মেলা-মহোৎসবের তালিকা প্রদত্ত হইল,—

বৈশাখী শুক্লচতুর্দশী—নরসিংহ-লীলা;—গৌরপাড়া, মাণিকচৌক এবং দ্বারকাধীশের মন্দিরে।

বৈশাখী পূর্ণিমা—মথুরা-পরিক্রমা—'বনবিহার'-নামে প্রসিদ্ধ। বিশ্রান্তিঘাটে মেলা।

জ্যৈষ্ঠী শুক্লদশমী—দশাশ্বমেধ-ঘাটে, বিগ্রহরে শ্রীযমুনার স্নান এবং সন্ধ্যায় গোকর্ণেশ্বর টীলায় মেলা।

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা—জলযাত্রা; শ্রীবিগ্রহের স্নানাভিষেকের জন্য নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মূলস্নান পাদে জল আহরণ করেন।

আষাঢ়ী শুক্লদ্বিতীয়া—রথযাত্রা।

আষাঢ়ী শুক্লএকাদশী—শ্রীমথুরা, শ্রীগরুড়গোবিন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন-পরিক্রমা।

শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্যন্ত হিন্দোল-উৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রাবণী শুক্লপঞ্চমী হইতে পঞ্চতীর্থের মেলা আরম্ভ হয়। যাত্রিগণ প্রথম দিন বিশ্রান্তিঘাট হইতে মধুবন, দ্বিতীয় দিন শান্তনুকুণ্ড, তৃতীয় দিন গোকর্ণেশ্বর, চতুর্থ দিন ঘটীকরাতে

গরুড়গোবিন্দ দর্শন করিয়া পঞ্চম দিনে বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডে উপনীত হন।

শ্রাবণী শুক্লএকাদশী—মথুরা পরিক্রমা এবং পবিত্রারোপণ-উৎসব।

শ্রাবণী পূর্ণিমা—ঝিলোল-উৎসব সমাপ্ত।

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী—শ্রীকেশবদেবের মন্দিরে এবং মথুরায় সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত।

ভাদ্র কৃষ্ণা একাদশী—সাধারণ বনযাত্রা এই দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫ দিবসকাল স্থায়ী হয়। ঐ দিবস যাত্রীরা মধুবন, তালবন ও কুমুদবন ভ্রমণ করেন।

আশ্বিনী কৃষ্ণাষ্টমী—মথুরা পরিক্রমা এবং একদিন ব্যাপী রাসলীলা-উৎসব।

আশ্বিনী শুক্লদশমী—বলরামের রাবণবধ ও শ্রীরামচন্দ্রের জয়োৎসব।

আশ্বিনী পূর্ণিমা—শরৎপূর্ণিমা, সারা-রাত্র গোবর্দ্ধন ও মেলা-মহোৎসব হয়।

কার্ত্তিকী অমাবস্যায়—দীপদানোৎসব, তৎপর দিবস অন্নকূটোৎসব।

কার্ত্তিকী শুক্লদ্বিতীয়া—গোবর্দ্ধন হইতে অন্নকূট দর্শনান্তর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রান্তিঘাটে মেলা ও উৎসব হয়।

কার্ত্তিকী শুক্লসপ্তমী—ব্রজকদম্ব-টীলায় ব্রজকদম্ব-উপলক্ষে অর্থাৎ কৃষ্ণজন্মার্দ্ধপর্ব্ব-নিশান-উপলক্ষে সাধুগণের উৎসব।

কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী—মথুরায় দক্ষিণস্থ গোপালবাগে গোচারণ-লীলা।

কার্ত্তিকী শুক্লনবমী—মথুরা পরিক্রমা।

কার্ত্তিকী শুক্লদশমী—কংসবধ-উপলক্ষে রঙ্গেশ্বর মহাদেবের নিকট মেলা-মহোৎসব।

কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী—মথুরা, গরুড়গোবিন্দ ও বৃন্দাবন-পরিক্রমা।

মাঘী শুক্লপঞ্চমী—বসন্তপঞ্চমী উৎসব।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা—হোলিলীলা উৎসব।

চৈত্র কৃষ্ণপঞ্চমী—ফুলদোল-মেলা।

চৈত্র শুক্লাষ্টমী—মহাবিদ্যার মন্দিরে মেলা।

চৈত্র শুক্লনবমী—রামনবমী উৎসব।

শ্রীমথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবন-পথে নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পাওয়া যায়—অক্রূরগ্রাম, শ্রীগোপীনাথ, ব্রহ্মহ্রদ, ভোজনস্থলী (ভাতরোল), কটলাটীর্থ, কদমখণ্ডী প্রভৃতি। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে ভোজনস্থলী বা 'ভাতরোলে' উৎসবাদি হইয়া থাকে।

"শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা" গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর 'মথুরা-মাহাত্ম্য', শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত' ও 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' এবং শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'শ্রীব্রজ-পরিক্রমা' ও বিভিন্ন গ্রন্থে বৃত অন্যান্য বিষয় সন্নিবেশ হইবে। (ক্রমশঃ)

বোম্বাই-নগরীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

[বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে উদ্ধৃত]

ADVANCE, APRIL 12, 1933.

Lord Gauranga's Message

Vaishnav Missionaries on way to Europe

May Deliver Messages At Geneva.

(*From our special correspondent*),

Bombay, April 10, 1933

His Excellency Sir Frederick Hugh Sykes, Governor of Bombay, granted an interview to Tridandi Swami B. H. Bon of Gaudiya Math and was highly impressed with the noble and unique mission, in connection with which the Swamiji is going to Europe. His Excellency has offered sincere sympathy. Swami B. H. Bon and Swami B. P. Tirtha are sailing from Bombay per S. S. Victoria on Monday evening to preach the Supreme Lord Gauranga's unalloyed and extended theism to Europe. His Divine Grace Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, President of the Mission, is now at Bombay to offer a hearty send off to

the party and has kindly consented to establish a "Math" in the city for the propagation of His work. Bombay people have been highly pleased and attracted to hear the noble activities of the Mission for suffering humanity. The missionaries expect to deliver some messages at Geneva in their way to London.

(অনুবাদ)

'হাইডাক্স'-পত্রিকা ১২ই এপ্রিল ১৯৩৩

শ্রীগৌরাঙ্গের বাণী

বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারকবৃন্দ য়ুরোপের পথে

জেনেভা-নগরে প্রচার করিতে যাবেন

(নিজস্ব-সংবাদ-দাতার পত্র)

বোম্বাই, ১০ই এপ্রিল ১৯৩৩

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মহামান্য গবর্ণর বাহাদুর সর ফ্রেডারিক হিউ সাইক্স্ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গবর্ণর বাহাদুর স্বামিজীর নিকট হইতে এই মিশনের শুভদান ও বৈষ্ণব উদ্দেশ্যের বিষয় অবগত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ য়ুরোপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল পরমোদার ও প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিবার জন্য "ভিক্টোরিয়া" নামক অর্ণবপোতে অদ্য বোম্বাই হইতে যাত্রা করিবেন। এই মিশনের সভাপতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিলাতগামী প্রচারক-গণকে যাত্রার সময় সাদর বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য বোম্বাই-সহরে অবস্থান করিতেছেন এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-কল্পে এখানে একটী মঠ স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। বোম্বাইবাসী বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়-গণ ত্রিতাপক্লিষ্ট মানবজাতির মঙ্গলের জন্য এই মিশনের মহতী চেষ্টার কথা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত ও আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রচারকগণ লণ্ডনের পথে জেনেভা-সহরে বক্তৃতা প্রদান করিতে যাইবেন।

THE FREE PRESS JOURNAL.

Bombay, Thursday, 13th April. 1933.

SPREADING CHAITANYA'S GOSPEL.

Two Swamis sail for London.

Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj of Calcutta Gaudiya Math with a large gathering of local disciples attended the Mole to give a hearty send off to Tridandi Swamins B. H. Bon and B. P. Tirtha Maharajas, the Vaishnav Missionaries who sailed per S. S. Victoria on Monday afternoon for London to preach extended theism as preached and practised by Lord Chaitanya. They will deliver some lectures at Geneva at the request of Mr. Amulya Chatterjee, Secretary to the Indian section of the League of Nations.

His Excellency Sir Frederick Sykes granted an interview to His Holiness Swamin B. H. Bon on the 8th inst. at the Government House and was pleased to be acquainted with various activities of the Mission for uplifting the spiritual standard of humanity.

(অনুবাদ)

'দি ফ্রী প্রেস জার্ণাল'

বোম্বাই, বৃহস্পতিবার

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৩

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষার প্রসার

লণ্ডনাভিমুখে স্বামিদ্বয়

বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে আন্তরিক বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সপার্ষদে মলে (Mole) উপস্থিত ছিলেন। স্বামিদ্বয় ১০ই এপ্রিল সোমবার অপরাহ্নে 'ভিক্টোরিয়া' নামক অর্ণবপোতে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার-কল্পে লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। জাতীয় মহাসভার সম্পাদক মিঃ অমূল্য চাটার্জ্জি মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহারা জেনেভা-সহরে কএকটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

গত ৮ই এপ্রিল ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ বোম্বাইএর গবর্ণর সর ফ্রেডারিক সাইক্সের সহিত লাটভবনে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মানবজাতির পারমার্থিক জীবনের উন্নতিকল্পে এই মিশনের কার্য্যাবলীর বিষয় অবগত হইয়া গবর্ণর বাহাদুর পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১১ই এপ্রিল (১৯০৩) তারিখের বোম্বে 'ক্রনিকেল্' পত্রের সাহা সংস্করণে ইউরোপ-যাত্রী প্রচারকদ্বয়ের সুন্দর আলেখ্য এবং তাঁহাদের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে।

———

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'ফ্রী প্রেস জার্নেলে'র ১৩ই এপ্রিল (১৯০৩) তারিখের সংস্করণে সম্পাদকীয় স্তম্ভে ও বিজ্ঞাপন শ্রীমদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌরবর্ত্তী গোস্বামী প্রভুপাদের ইউরোপ-যাত্রী প্রচারকদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ প্রদান এবং ধর্ম্মবিষয়ক সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিপ্রচারে সুধী-সমাজে আনন্দ-প্রকাশের বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছে। ইউরোপে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার বর্ত্তমানযুগে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ব্যাপার, ইহা সকলেই বিশেষ আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছেন।

———

১৩ই এপ্রিল তারিখের বোম্বে 'ক্রনিকেল্' পত্রিকায় প্রকাশ যে, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের বাণী বোম্বাই-নগরীর সর্ব্বত্র কতকগুলি ক্রমিক বক্তৃতা-দ্বারা প্রচার করিতেছেন। বক্তৃতার বিষয়—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও আচরণ-সমূহ যে শ্রীমদ্ভাগবতেরই বিবৃতি, ইহা মহোপদেশক পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু তদ্দেশবাসী ব্যক্তিগণের নিকট বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন।

———

গত ২৩শে এপ্রিল তারিখের তারের সংবাদে প্রকাশ যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ ও শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, নিম্নিয়ে নগরে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিতেছেন। সকলেই ভারতীয় যে বিশিষ্ট প্রচারকগণের মুখে সর্ব্বজনীন অপ্রাকৃত ধর্ম্মবাণীর বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন।

———

গত ৬ই বৈশাখ তারিখের "দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ"-সম্পাদকের নিকট যে একটী প্রবন্ধপত্র প্রেরিত হইয়াছে, উহার মীমাংসায় অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতী পাত্রী মহাশয় সাধারণ আর্ত্ত ও অবৈষ্ণব ব্যক্তিগণের বিচারে শ্রীনামাচার্য্য ব্রহ্ম-হরিদাস-ঠাকুরকে "যবন-হরিদাস" এবং ছোটহরিদাসকে "শ্রীহরিদাসঠাকুর" প্রভৃতি বলিয়া কতক-স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা যতটা শুনিয়াছি, তাহাতে জানিতে পারি যে, শ্রীযুক্ত পাত্রী মহাশয় শ্রীমদ্ যবন প্রভু, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তথা গোস্বামি-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ গৌরনাগরী মতাবলম্বী। গৌরনাগরীগণের কল্পিত কোন কোন আধুনিক পুস্তকে নাকি লোকশিক্ষক সন্ন্যাসলীলা-প্রদর্শনকারী মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এবং কাঞ্চনা প্রভৃতি কল্পিত সখীর অবতারণা করা হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপ মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা ছোট-হরিদাসের প্রকৃতিসম্ভাবনের আদর্শকে কতটা নিজ-মতের পুষ্টিকারক বলিয়া পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিবেন, তাহা সুধী-সমাজের বিচার্য্য।

———

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চিকলিয়া শ্রীভাগবতজনানন্দ-মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহ ও সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, বক্তৃতা এবং সকলকে পরমার্থী-জ্ঞানে সকলের নিকট অকপটে সত্যকথা-প্রচার-দ্বারা উৎসবটীকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র দাস—ম্যানেজার পাহাড়ী ষ্টেট চিকলিয়া; ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর—মেদিনীপুর চেরিটেবল ডিস্পেন্সরি; শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র পাণ্ডেয়—জমিদার কালিন্দী মেদিনীপুর; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ জানা; শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দাসাধিকারী জমিদার দুবড়া; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকণা দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বাকড়াবাদ; শ্রীযুক্ত পুলীনবিহারী দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী খর্ষরা; শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবা-চার্য্য, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী মালপাড়; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সে, শ্রীযুক্ত গোবিন্দেন্দ্র দাস অধিকারী প্রভৃতি বহু ভক্ত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করেন।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ কতিপয় ভক্তের সহিত গত মাঘ মাসে বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিক-ভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। প্রথম দিবস বহরমপুর-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীনৃসিংহমঠে, দ্বিতীয় দিবস শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্মা কবিরাজ মহাশয়ের ভবনে, তৃতীয় দিবস বহরমপুর বড়বাজার শ্রীগোপীনাথ-মন্দিরে, চতুর্থ দিবস লালুবাজারে এবং পঞ্চম দিবস শ্রীগোদারেশ্বর-মন্দিরে সম্প্রদায়িক ভক্তলোকের নিকট শ্রীগৌর-সুন্দরের শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পাবনার বেড়া-নামক স্থানে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন গ্রামে শ্রীচৈতন্য-বাণীর বন্যা আনয়ন করিয়াছেন। স্থানীয় প্রচার-সাফল্যের সংবাদ সাধারণ সাময়িক পত্র-সমূহেও প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত অধিবাসিবৃন্দ স্বামিজীমহারাজকে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকসূত্রে যোগ্য অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে স্বামিজী মহারাজের কীর্ত্তিত সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের কথা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিয়াছেন। প্রবীণ ডাক্তার ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ লাহিড়ী এম, এম, এস্; ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দত্ত এল, এম, এফ; শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র প্রামাণিক জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট, শ্রীযুক্ত অর্জ্জুনদাস জমিদার ও মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ সিংহ বি-এ; শ্রীযুক্ত হরেশ্বর দত্ত; মৌলবী বেলায়েতুদ্দিন আহম্মদ তালুকদার; শ্রীযুক্ত মেঘরাজ বাবেল, মৌলবী আবেদুদ্দিন আহম্মদ মেম্বর ইউনিয়ন বোর্ড, মৌলবী আবেদুদ্দিন আহম্মদ মেম্বর ইউনিয়ন বোর্ড ও জমিদার, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ভৌমিক বি-এল-সি, ডাঃ শশিভূষণ অধিকারী সেক্রেটারী হিন্দুসভা, শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সকল-নিগম মূর্ত্তি দাসাধিকারী প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণও হরিকথা-প্রচারে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রকুমার সাহা মহাশয়ের সত্যকথা-প্রচারে উৎসাহ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠে গত ৭ই এপ্রিল ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ এবং উপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কিত ও গুরুবৈষ্ণবগণের আবির্ভাবভূমি আমলাযোড়াকে কীর্ত্তনধ্বজায় পুনঃ প্লাবিত করিয়াছেন। গত রামনবমীর দিন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও উপদেশক শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী তথায় নগর-সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা, ছায়াচিত্রে বক্তৃতা এবং বিরাট্ মহামহোৎসবে শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন।

বিশেষ-মাস-পঞ্জী

৫ ত্রিবিক্রম ৩১বৈশাখ ১৪ই রবিবার শ্রীল রায় রামানন্দ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব। শ্রীচৈতন্য-মঠে, শ্রীগৌড়ীয়মঠে, শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ও কটকে শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে বিরহ-মহোৎসব।

১১ ত্রিবিক্রম ৬ জ্যৈষ্ঠ ২০শে শনিবার অপরা একাদশীর উপবাস।

২৪ ত্রিবিক্রম ২০ জ্যৈষ্ঠ ৩ জুন শনিবার গঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব।

২৬ ত্রিবিক্রম ২১ জ্যৈষ্ঠ ৪ জুন রবিবার পাণ্ডবা নির্জ্জলৈকাদশীর উপবাস।

৩০ ত্রিবিক্রম ২৫ জ্যৈষ্ঠ ৮ জুন বৃহস্পতি শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা, পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে মহামহোৎসব। শ্রীমুকুন্দদত্ত ও শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

৬ষ্ঠ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩০শে বৈশাখ শনিবার, ১৩৭০ ; ১৫ই মে ১৯৬৩ | ৩২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে

শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

[প্রথম]

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, অবিদ্যানাশন-নাটমন্দির

কাল—২৮শে ফাল্গুন (১৩৭৯), ১২ই মার্চ্চ (১৯৭৩) রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ

আমরা পুনরায় এ অধিবেশনে উপবেশন করবার সুযোগ পেয়েছি, তথাপি সভার সব কার্য্য শেষ হয় নাই, দুইটী বিশেষ কার্য্য বাকী আছে। প্রথম কার্য্যটী হচ্ছে,—যাঁরা ভগবানের সেবার জন্য সমধিক যত্ন ক'রেছেন, তাঁদের কেবলমাত্র বাগ্‌বহ্নিতেই বিলীন হওয়ার দোষে মৌখিক ধন্যবাদ দিয়ে সন্তুষ্ট না হ'য়ে শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা তাঁদের কৃতকার্য্যতা ও ভগবৎসেবার জন্য স্থায়িভাবে ভক্তিসূচক নামাদি প্রদান করবেন।

আর একটী কার্য্য হচ্ছে,—ভগবানের সেবা-সম্বন্ধে আলোক-প্রদানের জন্য যে তৈল এবং প্রদীপের উপযোগী কার্য্য আছে, সে-সমুদয় যা'তে সুষ্ঠুভাবে সম্বন্ধিত হয়, যদ্দ্বারা ভগবানের কথিত শিক্ষা সকলে সুষ্ঠুভাবে লাভ করতে পারেন, সেই সকলের জন্য ভক্তিসূচক এবং ক্রিয়াপর আনুষ্ঠানিক কার্য্যের ভার অর্পণ করা।

ভগবানের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে সাধারণভাবে লৌকিক জীবনের উৎকর্ষ-বিধানের জন্য অনেক উচ্চাবচ বিষয়ের বর্ণন র'য়েছে। যেরূপ শ্রীমহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে যে-সকল উপদেশ আছে, তা'তে জগতে বাসকালে ভগবৎসেবা-পর হ'বার জন্য দিগ্‌দর্শন পাওয়া যায় বর্ত্তমান মানবজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট ক'রে এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি রে'খে উপযোগিতা-

অনুসারে শ্রীমহাভারতের প্রস্তুপদেশ নিহিত হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বিশেষ কথা আছে; শ্রীমহাভারতের উপদেশ লাভ করবার পরও আমাদের কি কি কৃত্য আছে অর্থাৎ জীবিতোত্তরকালে কি হ'বে—যা' অজ্ঞাতিলাষের নিষ্কাম সৎকর্মবাদ বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞানমার্গ নহে, কেবলা অব্যভিচারিণী ভক্তি-আলোচনায় যে যোগ্যতা আছে, নরবপুঃ ধারণ করতে করতে কিরূপে জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ হয়, জীবন্মুক্ত পুরুষের নিত্যকৃত্য কি, তা' শ্রীমদ্ভাগবতে পাই। শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশের বৈশিষ্ট্যও তা'ই।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাগুরুর কার্য্য করেন নাই। তিনি সকল শিক্ষকের পরম শিক্ষক, যাঁ'র অনুগত শিষ্যগণ শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রিত এবং তাঁ'রাও শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যভাগবত। যাঁ'দের ধর্মজীবন উন্নতি লাভ করেছে, যাঁ'রা মুক্ত হ'য়েছেন, যাঁ'দের ক্রিয়াকলাপ ত্যাগজগৎ বা ভোগজগতে আবদ্ধ নহে, যাঁ'রা বাস্তবমুক্ত—দেহ ও মনের কথাগুলি বা বহির্জগতের কোন কথা যাঁ'দের পীড়ন করে না, অপ্রাকৃত সমাধি-লাভের পরে যাঁ'রা উপদেশ প্রদান করতে ব'সেছেন, সেরূপ মুক্তপুরুষগণের কথা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে পাই।

উপদেশাম্বিকা শ্রুতির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা,—যা' বর্ত্তমান জগৎ কিংবা সাময়িক মানব-জীবনের প্রয়োজনীয়তার সহিত সংশ্লিষ্ট বা মিশ্রিত কথা নহে—যা' মনুষ্যজাতির নিকট প্রচারিত হয় নাই—যে-সকল উপদেশ খুব নীতি-সমন্বিত উন্নত জগতে গমনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপদেশের পরেও স্থিত হয় অর্থাৎ ভগবানের অহৈতুকী সেবা করবার যে উপদেশ—অবিমিশ্র ভগবদ্ভক্তির যে উপদেশ, তা'ই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ।

শ্রীমদ্ভাগবত ও নানাশাস্ত্রে আমরা মিশ্রিত উপদেশ পাই। উপনিষদের সাধারণ অর্থ—উপনিষদের নিকট সম্যগ্‌ভাবে উপনীত বা তাঁ'র প্রকৃত তাৎপর্য্যে প্রবিষ্ট না হ'য়ে যে অর্থ কল্পনা করা হয়, তা'র কথা বলছি না। যাঁ'রা পরম-মুক্ত—যাঁ'রা পরম-মুক্ত হ'বার পর আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উপনিষদের যে উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করেন, তা'ই শ্রীমদ্ভাগবতে স্থান পাচ্ছে, তা' অজ্ঞাতিলাষ নহে, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির অনুশীলনও নহে, তা' সাক্ষাৎ কৃষ্ণানুশীলনের উপদেশ—উত্তমা ভক্তির উপদেশ।

ভাগবত-সম্প্রদায়ের উপদেশের প্রচার অতি অল্পই হ'য়েছে। বর্ত্তমানে কর্ম্মমিশ্রাভক্তি ব'লে যে একটী মিশ্রিত উপদেশের কথা শুনতে পাওয়া যায়, সেরূপ মিশ্রিত উপদেশ মুক্ত পুরুষগণের কথিত উপদেশ বা শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ নহে। গোদাবরী-তটে শ্রীরায়রামানন্দের সহিত কথোপকথনকালে বিভিন্ন স্তরের যে-সকল উপদেশের কথা আছে, তা' মানবজাতি এখনও ভাল ক'রে আলোচনা করার সুযোগ পান নাই। আমরা কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধন-কার্য্যের ন্যায় সেই সকল উপদেশের কথা ভারত এবং ভারতেতর স্থানে বিস্তারের ক্ষীণ চেষ্টা করছি। ভারতে ও ভারতের অতীত স্থানে সনাতনধর্ম্মের উপদেশ যেরূপ বিকৃতভাবে প্রচারিত হ'য়েছে, সেখানে সেই সকল উপদেশ সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হউক,—এরূপ মঙ্গলময় উদ্দেশ্য আমাদের অন্তরে জাগরূক হওয়া উচিত।

আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ—যাঁ'রা ভারতের বাইরে বাস করেন, তাঁ'দের কাছেও ঐ সকল সুস্থ ও উপদেশ পৌঁছান দরকার। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির দ্বারা অমিশ্র যে উপদেশ—অপস্বার্থ-প্রণোদিত হ'য়ে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বা মোক্ষ-কামনা-মূলক উপদেশ, হ'তে মুক্ত হ'বার যে উপদেশ—লোকদেখান সাধু প্রভৃতি হওয়ার জন্য যে সামাজ চেষ্টা, তা' হ'তে মুক্ত হ'বার যে উপদেশ—বিলিপ্ত ভক্ত ও ঐশ্বর্য্য-বিচার-মিশ্রিত পূর্ব্বাচার্য্যগণের কথার পরও যে উপদেশ—ইহজগতে থাকা-কালেও পরম বাস্তবসত্য অনুসন্ধানের যে পূর্ণতম উপদেশ, তা' অল্পলোকই শোক তা' শুনেনই নাই, আমাদের দেশের লোকও কয়জন শুনেছেন, সন্দেহ আছে। বড় দুঃখের কথা, এই পরম-মুক্তগণের উপদেশের দুর্ভিক্ষ জগতে প্রবল হ'য়েছে। আমাদের জীবনের প্রথম যুগ হ'তেই আমরা এই পরম-মুক্তগণের উপদেশ শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ ক'রেছিলাম। তখন হ'তেই জানতে পেরেছিলাম, কেবল আগতিক কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপদেশ—কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উপদেশ—ঐশ্বর্য্যমিশ্রিতা ভক্তির উপদেশ শিক্ষাষ্টক উপদেশ-মাত্র, তা' বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রচারিত। কেবল শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশেই অদ্বৈতব পরমার্থের উপদেশ র'য়েছে।

পরমার্থ-বিষয়ে উচ্চশিক্ষার কথা বর্ত্তমানে জগতে যা' প্রচারিত হ'য়েছে, তা' অত্যন্ত মলিনভাবে আছে। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সকল

উপদেশের কথা আছে, তা' হ'তে মুক্তিমার্গের কথা সাধারণ ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপদেশে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনার ত্রিগুণীয় শাস্ত্র সতকরা নিরানব্বই পরিমিত নশ্বর পৌনঃপুনিক লোকের ধর্ম-জীবনকে বিপন্ন ক'রেছে; তা' হ'তে মানুষজাতিকে মুক্ত কর্‌তে হ'বে—ধর্ম-সম্প্রদায়ের যে-সকল শিক্ষা-প্রণালী ও উপদেশ সঙ্কীর্ণতা-দোষে দুষ্ট, তা' হ'তে মুক্ত কর্‌তে হ'বে। ইহা সাধারণ লোকে বুঝ্‌বে না; কেননা, এ-সকল কথা বল্‌বার লোকের অভাব-হেতু সাধারণ লোক এ-সকল কথা শুনে নাই—ঐ সকল কথায় তা'দের কাণ অভ্যস্ত হয় নাই। মানবজাতি কেবল ধর্মার্থ-কাম ও মোক্ষাভিসন্ধি-আলেয়ার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াচ্ছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁ'র প্রকট-লীলায় এবং তাঁ'র পার্ষদ গোস্বামী ও আচার্যগণ মানব-জাতিকে অকৈতব পরম সত্যের উপদেশ শুনা'বার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেছিলেন। মহাভারতের প্রভূপদেশের পরেও শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ—অকৈতব ভগবদ্ভক্তির উপদেশ—সেবার উপদেশ। মানবজাতি তা'তে সম্পূর্ণ উদাসীন আছেন। এজন্য প্রচুর পরিমাণে বহু লোকের নিকট এ-সকল কথা আলোচনা কর্‌তে পারি না। বহু লোকের অনেক বাজে কথা নিরাস কর্‌তে গিয়ে আমরা উচ্চতম উপদেশের কথা সম্পূর্ণভাবে বল্‌তে পারি না—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূর্ণ উপদেশের কথা মানবজাতির কাছে বলা যায় না। মনুষ্যজাতি সর্ব্বদা ব্যস্ত—কি ক'রে এখানে ভাল ক'রে থাকা যায়, দেহের স্বাস্থ্য লাভ হয়, মনের উন্নতি হয়; কিন্তু এ-সব ব্যাপারে তা'রা কতদিন থাক্‌তে পার্‌বে? ধর্মার্থ-কাম ও মোক্ষ-কামনা হ'তে মানবজাতির মুক্তি লাভ করা দরকার, বাস্তবিক স্বাধীনতা লাভ করা আবশ্যক। তা' আর কিছুই নহে, ভগবানের সেবারহিত অনর্থাবস্থা হ'তে মুক্ত হ'য়ে সর্ব্বদা ভগবানের সেবায় পরম উৎসাহ-বিশিষ্ট হওয়া—কেবলা ভক্তির কথায় প্রবিষ্ট হওয়া।

এজন্য আমার পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তিনটী স্তরের লোক আমি দেখ্‌তে পাই। তাঁ'রা তিন প্রকার উপদেশকের বিচারে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম প্রকার হচ্ছে—মহামহোপদেশক; দ্বিতীয় প্রকার—মহোপদেশক এবং তৃতীয় প্রকার—উপদেশক। উপদেশকের বিচার হ'তে মহোপদেশকের বিচার শ্রেষ্ঠ, মহোপদেশক হ'তে মহামহোপদেশকের বিচার আরও উন্নত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষাষ্টকের শিক্ষা উপলব্ধি ক'রে যিনি যে-পরিমাণে অগ্রসর হ'য়েছেন, নিজের আচারে ও প্রচারে উপদেশ পালন কচ্ছেন, সেই সকল উপদেশের দ্বারা যিনি আমাদের নিকট যে-ভাবে পরিচিত হ'য়েছেন, তাঁ'র প্রতি আমাদের সেই পরিমাণে কৃতজ্ঞতা জানা'তে হ'বে।

আমাদের পরিচিত এই চার ব্যক্তি মহামহোপদেশকের কার্য্য কর্‌তে পার্‌বেন—(১) শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভু, (২) আচার্য্যাত্মজ শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, (৩) শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ও (৪) শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ।

মহোপদেশকের বিচারে—(১) শ্রীঅপ্রাকৃত প্রভু, (২) অধ্যাপক শ্রীবটুবর প্রভু ও (৩) শ্রীনিমানন্দ প্রভু।

উপদেশকের বিচারে (১) শ্রীপ্রণবানন্দ প্রবিদ্যালঙ্কার, (২) শ্রীঅতীন্দ্রিয় বেদান্তবাচস্পতি, (৩) শ্রীহরগ্রীব ব্রহ্মচারী ও (৪) শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী।

জগতের সকলেই এঁদের এইরূপে জানুন; এজন্য অল্প বেলা ৪ ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীগৌরজন্মভূমির প্রাঙ্গনে যে অধিবেশন হ'বে, তা'তে এঁদের তত্তৎ গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হ'বে। জগতের সকল লোকে জানুন যে, পরমার্থের উপদেশকের মধ্যে পরম উন্নত শ্রেণীর উপদেশক, মধ্যম শ্রেণীর উপদেশক ও সাধারণ শ্রেণীর উপদেশক র'য়েছেন। ভক্তিপথের উত্তম, মধ্যম ও অধম—তিন শ্রেণীর উপদেশক জগতে উপদেশ প্রদান ক'রে থাকেন। এঁরা মুখে যা' বল্‌ছেন, তা' কার্য্যে কচ্ছেন। জগতের লোক নিরপেক্ষ হ'য়ে আলোচনা ক'রে দেখুন,—এঁরাই বর্ত্তমানকালে প্রকৃতভাবে মহামহোপদেশকের কার্য্য কচ্ছেন কি না। এঁদের আদর্শ গ্রহণ ক'রে আরও বহু ব্যক্তি এরূপভাবে প্রচারিত হউন—শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ-প্রচারে বহুবিশিষ্ট হউন।

প্রাকৃত-সহজিয়া-মত ও বৈষ্ণব-সাহিত্য

প্রকৃতির সংজ্ঞ ভাবকে যাহারা অপ্রাকৃত সহজ বিষয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইতে চাহে, তাহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া। অপ্রাকৃতের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব-স্বরূপ প্রকৃতির অনন্তবৈচিত্র্যের সহজভাবে বিমুগ্ধপ্রস্ত হইয়া জগতে অনন্তপ্রকার প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদ বিস্তার লাভ করিয়াছে। দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা স্ব-স্ব স্বার্থের জন্য পরস্পর মারামারি, কাটাকাটি ও কপটতায় লিপ্ত থাকিলেও যখন শ্রীকৃষ্ণের পরমবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নিজ-জন পক্ষ-পাণ্ডবের বিরুদ্ধে কোন ব্যাপার লইয়া সম্মিলিতভাবে দ্রোহ আচরণ করিতে উদ্যত হয়, তখন ঐরূপ পরস্পর নিজ-নিজ স্বার্থে অত্যন্ত কপট প্রকৃতির ব্যক্তিগণও একত্র মিলিত হইয়া থাকে। সেই মিলনের উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে,—কোন প্রকারে কার্ষ্ণপক্ষের সত্তাকে নির্য্যাতিত করিয়া মাৎসর্য্যের পরিতৃপ্তি-সাধন। আর তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যতই আপাত মতভেদ থাকুক না কেন, তাহারা সকলেই সমধীন অর্থাৎ সকলেরই কপটতা ও অসত্যই অবলম্বন। এইরূপ চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট প্রাকৃত সহজিয়াগণের অভাব নাই। তাহাদের প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি অন্তরে নানা প্রকার কপটতার পোষণ করে। একজন আর একজনের অভ্যুদয়ে সুখী হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত সত্যের বা কৃষ্ণপক্ষের ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে অবৈধ অভিযান করিবার জন্য সকলে অবৈধভাবে সম্মিলিত হইয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্মিলনী সৃষ্টি করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

ঐরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সম্মিলনীতে বৈষ্ণবের যৌথিক পরিচয়ে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, মায়াবাদী, তথাকথিত সমন্বয়বাদী, সুবিধাবাদী, মনুষ্য দেবারোপবাদী বা অবতার-সৃষ্টিকারী মনোধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণ একত্রে মিলিত হয়। যাহারা কোনদিন বৈষ্ণবতার কোন ধারও ধারে না, যাহারা বৈষ্ণব-গুরুপাদপদ্মের নিকট কোনদিনও অভিগমন করে নাই বা করিবে না স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাও কেবলমাত্র কতকগুলি পুঁথি-পড়া পল্লবগ্রাহিতা লইয়া আপনাদিগকে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতার সমকক্ষরূপে বলিয়া জাহির করিয়া বেড়ায়। ইহারা প্রকৃত মহাজন ও আচার্য্যের সাহিত্য বর্জ্জন করিয়া কপট সিদ্ধান্তদক্ষ, অনর্থযুক্ত শিষ্য-নামেরও অযোগ্য ব্যক্তিগণের সাহিত্যের দোহাই দিয়া লোকগুরু আচার্য্য সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ মহাজনগণের সিদ্ধান্তকে নাকচ করিতে চাহে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য বুঝিতে হইলে বৈষ্ণবের নিকটই অভিগমন করিতে হইবে। "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে" —মহাপ্রভুর এই মূল আদেশ বা বৈষ্ণব-সাহিত্য বুঝিবার প্রথম প্রতিজ্ঞা প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় লঙ্ঘন করিয়া কোথায় কোন্ পুঁথির কিরূপ পাঠ আছে, কোথায় আকার পড়িয়াছে, কোথায় ইকার হইবে, কোথায় কোন্ মাত্রাটীকে —কোন্ অক্ষরটীকে কীটে কাটিয়া ফেলিয়াছে—সর্ব্বদা এই সকল ভুলবিচার লইয়া বাধা বাধাইয়া সময় নষ্ট করে, আচার্য্যের নিকট অভিগমন না করিয়াই বহির্ম্মুখী মানসিক কামুকতার দ্বারা বৈষ্ণব-সাহিত্য বুঝিয়া ফেলিতে চাহে এবং বুঝিয়া ফেলিয়াছি মনে করে। তাহাদের এই প্রকার **বহির্ম্মুখী কামুকতার ভাবপ্রবণ বৃত্তিগুলিকে তাহারা বৈষ্ণবতার কোমল বৃত্তি মনে করে!** সৎসিদ্ধান্ত ঐরূপ কামুকতায় বাধা প্রদান করিলে তাহারা বলিয়া থাকে,—"এই সিদ্ধান্তের দ্বারা বৈষ্ণবগণের কোমল প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে।" এই প্রকার উক্তির দ্বারাই তাহাদের চরিত্র প্রমাণিত হয়—তাহারা যে প্রাকৃত-সহজিয়া-মতের অনুসরণকারী, সেই গুপ্ত রহস্যের হাড়িটী প্রকৃত সিদ্ধান্তবিদ্ বৈষ্ণবগণের হাটে ভাঙ্গিয়া যায়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ প্রকৃতি-সংজাত কামুকতার বিভিন্ন প্রজ্ঞার ভোগপ্রবণ উচ্ছ্বাসকে যেরূপ অপ্রাকৃত অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার বলিয়া ভ্রম করে, তদ্রূপ হৃদয়ের ভোগপিপাসার বৃত্তি-গুলিকেও বৈষ্ণবীয় কোমলবৃত্তি মনে করিয়া সমশ্রেণীর ব্যক্তিগণের নিকট প্রচার করিয়া থাকে। অসৎ ব্যক্তিগণ—কামুক ব্যক্তিগণ যদি তাহাদের অসাধুতা বা কামুকতা পরিত্যাগ করিবার জন্য কঠোর হিতোপদেশে তাহাদের কামের কোমল বৃত্তিতে আঘাত লাগিল মনে করে, তজ্জন্য সত্যপ্রচারক সত্যপ্রচার হইতে বিরত হইয়া কামুক-দলের প্রতি হিংসা করিতে পারেন না। এই কথাই পুনঃ পুনঃ নানা ভাষায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিভিন্ন সাহিত্যে, প্রবন্ধনীতে, বক্তৃতায়, আলোচনায় প্রকাশিত হইতেছে।

একল প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ সেই সকল সাহিত্যকে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর সাহিত্য বলিয়া বরণ করিতে পারিতেছে না।

প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে যখন ঢাকা-নগরীতে শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম এবং আচার্য্যের প্রকৃত আচার ও প্রচার-সম্বন্ধে লোক-সকলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদগণের সিদ্ধান্ত প্রচার করা হয়, তখনও এক শ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়াছিলেন,—"আচার্য্যগণকে নিন্দা (?) করায় আমাদের কোমল প্রাণে আঘাত লাগে।" এই কথাটী সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির জ্ঞাপক ও সিদ্ধান্তহীন। "আচার্য্যগণের নিন্দা"—এই শব্দদ্বয়ই পরস্পর বিরোধী। আচার্য্যের নিন্দা নাই। অনাচারীরই নিন্দা বা গর্হণ,—তাহা দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের জন্য অর্থাৎ "অসৎ সঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই বৈষ্ণব-আচারে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য। তাহাতে বৈষ্ণবতার আঘাত লাগা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবতা আরও সমৃদ্ধ ও বিকশিত হইয়া উঠিবে। তবে যাহারা অবৈষ্ণবতাকে বৈষ্ণবতা মনে করিয়া রাখিয়াছে, দুঃসঙ্গের প্রতি আসক্ত হইয়া ভোগোন্মুখতায় আবদ্ধ আছে, তাহাদের ভোগময় বৃত্তিতে আঘাত লাগিয়াছে—কামকে প্রেমজ্ঞানকারী, ভোগকে সেবাকল্পনাকারী ব্যক্তিগণের মনোব্যাসঙ্গে আঘাত লাগিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—ঐরূপ মনোব্যাসঙ্গে আঘাত-প্রদানই সাধুগণের পরম করুণা। কিন্তু প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ঠিক উল্টা বুঝিয়াছে—অসত্য-বিষয়ে আসক্তিসংরক্ষণ, দুর্নিতাগুকে সিদ্ধাত্মজ্ঞান, মহামুক্ত আচার্য্যের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা ভোগোন্মুখ আধ্যক্ষিক মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণের ভোগের অনুকূল সিদ্ধান্তে আদর এবং তৎপ্রতি অনুরাগে বাধাপ্রদানরূপ করুণার প্রতি বিরুদ্ধ অভিধান সৃষ্টি করাকেই তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম মনে করিতেছে। ইহা প্রাকৃত-সহজিয়া-মতেরই একটি অবশ্যম্ভাবী অনর্থ।

ইহারা যাহাকে বৈষ্ণব-সাহিত্য মনে করে বা প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যকে যে চিত্তবৃত্তি লইয়া আদর করিবার অভিনয় প্রদর্শন করে, তাহাতে তাহাদের প্রকৃতিভোগ করিবার দুর্ব্বাসনা-ব্যতীত—কৃষ্ণকে ভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন দুষ্পিপাসা-ব্যতীত আর কিছুই নাই। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির সাহিত্য, কিম্বা শ্রীরূপের 'বিদগ্ধমাধব', 'উজ্জ্বলনীলমণি', কিম্বা বিভিন্ন বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের শব্দের ঝঙ্কার, ভাষার সৌন্দর্য্য "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"—এই ন্যায়ানুসারে তাহাদিগকে অপ্রাকৃত কাম-পুরুষের উদ্দীপনার পরিবর্ত্তে অতি প্রাকৃতভাবে তাহাদের আন্তরিক কামলিপাসার বর্দ্ধন করে বলিয়া তাহারা ঐ সকল সাহিত্যে আদর দেখায়। প্রকৃতবস্তুর প্রতি তাহাদের আদর হইলে তাহাদের চরিত্র অন্যরূপ হইয়া যাইত। তাহারা সিদ্ধান্তবিরোধ করিত না। আচার্য্যের সিদ্ধান্তের সহিত তাহাদের সিদ্ধান্তের বেমিল হইত না—তাহাদের ভোগবুদ্ধি ও ত্যাগবুদ্ধি থাকিত না—দুঃসঙ্গে আসক্তি, অনর্থের আদর, অবৈষ্ণবের পক্ষসমর্থন, প্রকৃত সত্যের প্রতি বিদ্বেষ ও বিরোধ করিবার চেষ্টাগুলি দূরীভূত হইয়া যাইত। যাহারা আপনাদিগকে ঐরূপ শ্রেণীর বৈষ্ণব-সাহিত্যের সমঝদার বলিয়া মনে করে, তাহাদের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহারা কাম-ক্রোধাসক্ত, নানা প্রকার অনর্থে অভিভূত, কপটতায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি-ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাকৃত-সহজিয়া-মতের কৃপমণ্ডুকতায় ঐরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কেহ কেহ বা জগতের সমস্ত বহির্ম্মুখ জীব সাধু-বৈষ্ণব বলিয়া মনে করিতে পারে; কিন্তু ঐসকল ব্যক্তির কেহ অন্যান্য অপরাধী, কেহ বা অন্য অপরাধী, কেহ কেহ বা অপরাধিগণের দলের পার্ষদ ও পরিপোষক।

এইরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বৈষ্ণব-সাহিত্য-সুন্দরী আপনাকে বহু সহস্র যোজন দূরে সংরক্ষণ করিয়াছেন। রাবণকে মায়াসীতা দেখাইয়া বঞ্চনা করার ন্যায় অপ্রাকৃত সাহিত্যলক্ষ্মী তাঁহাদের নিকট হইতে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার বাস্তবস্বরূপে অকৃত্রিম সৌরভ ও তদনুগামী ব্যক্তিগণের সেবা গ্রহণ করিতেছেন। সেই সাহিত্যলক্ষ্মীর প্রতি তাহারা যতই দোষারোপ করুক না কেন, তাহাতে অপ্রাকৃত সাহিত্যের সতীত্বধর্ম্ম বিনষ্ট হয় নাই বা হইবে না। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের অজ্ঞতা ও কামুকতা কখনই সাহিত্য-সরস্বতীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পারিবে না। ইহা ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে মধুমক্ষিকা ও কাচভাণ্ডের মধুর আদর্শে বেমান হইয়াছে।

পরলোকে অধ্যাপক হরিদাস সাহা

ভাল লোক বোধ হয় এই কপটতা-বহুলস্থানে অধিক দিন থাকেন না। তাঁহারা জগতে এক একটী আদর্শ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের স্বধামে চলিয়া যান। ভগবান্ বাছিয়া বাছিয়াই বুঝি অকপট প্রাণসম্বুকেই শীঘ্র শীঘ্র এ জগৎ হইতে তুলিয়া লইয়া যান। পরম ভাগবত অধ্যাপক হরিদাস সাহা মহাশয়ের স্বধাম-গমনের নিদারুণ সংবাদ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ঐ সত্যেরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রকটের আদি হইতেই সত্যানুরাগী অধ্যাপক সাহা মহাশয়ের দৃষ্টি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-গণের অকপট একান্ত সত্য-প্রচারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যখন শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কথকতার অভিনয়ে মন্ত্রাদি প্রদানের ছলনায় অবৈধ-ধর্ম-ব্যবসায় শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম নহে বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঢাকায় কীর্তন আরম্ভ করেন, তখন এই অধ্যাপক সাহা মহোদয় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণকে নিজ-ভবনে নিয়ত-সেবার সময়ে একমাসকাল নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে সেই শুদ্ধ কীর্তন-শ্রবণার্থ অনুরোধ করিয়া সত্যানুরাগিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেন। তদবধি প্রতি-বৎসরই তিনি নিজ-ভবনে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণের শ্রীমুখে শুদ্ধ হরিকথা-শ্রবণার্থ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

তাঁহারই প্রচেষ্টায় ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ ঢাকার ইণ্টার-মিডিয়েট্-কলেজ-হোষ্টেলে শুদ্ধ ভক্তিধর্ম-বিষয়ে অদ্যাবধি প্রতি বৎসর বক্তৃতা করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের মহামহোৎসবের সময় তিনি স্বয়ং নানাভাবে আনুকূল্য এবং তাঁহার অনুগত ছাত্রমণ্ডলীকে স্বেচ্ছা-সেবকরূপে পরিণত করিয়া তাহাদের সহিত স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মহোৎসবের সেবা-সম্পাদনে উৎসাহ প্রকাশ করিতেন।

এবার ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসবের সময় ঢাকায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভবিজয় হইবে শ্রবণ করিয়া অধ্যাপক মহাশয় ঢাকা কার্জন-হলে যাহাতে মহাপ্রভুর দার্শনিক সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে ক্রমিক বক্তৃতা হয়, তদ্বিষয়ে নিবেদন করিয়া-ছিলেন। সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর মধ্যে ঐ সকল কথা বিশেষ-ভাবে আলোচিত হওয়ায় এবং প্রভুপাদের বাসস্থানে প্রত্যহই ঢাকার শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বহুলোকের সমাগম হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের স্থান-বিশেষে বক্তৃতা করিবার অবসর হয় নাই।

সত্যানুরাগী হরিদাসবাবু 'গৌড়ীয়ে'র নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক এবং শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের অপ্রাকৃত সাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠক ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সাহিত্যরাজি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়া কিরূপ অদ্বৈতব সত্যের বিজয়ঘোষণা উচ্চীন করিয়াছেন, ইহা তাঁহাকে সহস্র-মুখে কীর্তন করিতে অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক হরিদাসবাবু শ্রীগৌর-জন্মস্থানের চিন্ময়-ভূমিতে সাধুসঙ্গে বাস করিয়া নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণের অভিলাষে একবার গ্রীষ্মাবকাশের সময় সপরিবারে শ্রীধাম-মায়াপুরে বাস করেন। সেই সময়ে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান এবং শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের অকপট শুদ্ধ আচার ও প্রচার সন্দর্শন করিয়া আনন্দে পরিপ্লুত হন। জগতে এখনও প্রকৃত সাধু-বৈষ্ণবগণ অবতীর্ণ রহিয়াছেন, ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তথাকথিত ধর্ম-প্রচারক, পাঠক, কথক এবং নানাপ্রকার ধর্মব্যবসায়ী ধর্মধ্বজিগণের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের কৃষ্ণার্থে-অখিল-চেষ্টা ঐকান্তিক বাস্তবসত্য-প্রচারকগণের তফাৎ কোথায়, ইহা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া 'গৌড়ীয়'-পত্রে একটী প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। ঐ প্রবন্ধ গৌড়ীয়ের ৬ষ্ঠ বর্ষ ১৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

যদিও হরিদাসবাবু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে মন্ত্র-দীক্ষাদি গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তিনি জগদ্গুরু আচার্যবর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন যে, আমার হৃদয়-দৌর্বল্য ও অনর্থ আছে বলিয়া আমি প্রকৃত সত্যের আদর্শকে লঘু বা তাহাকে মিথ্যা বলিব এবং সত্যের নিন্দায় রত হইব,—এইরূপ দুর্বুদ্ধি হইতে ভগবান্ আমাকে রক্ষা করুন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে অকপট অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্য প্রচার করিতেছেন, তাহা আমার হৃদয়দৌর্বল্যরূপ অনর্থের প্রতিফলনে আমি বিকৃতরূপে দর্শন করিতেছি বলিয়া

প্রকৃত সত্যের নিন্দা করিব, ইহার মত পাষণ্ডতা ও সত্য-বিমুখতা আর কিছুই নাই।

আধুনিক কতকগুলি মতলববাজ ব্যক্তি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠকে লোকলোচনে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে-সকল নীচতা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের শিক্ষার জন্য অধ্যাপক সাহা মহাশয় "তফাৎ কোথায়"-প্রবন্ধে যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারই কএকটী কথা আংশিক-ভাবে আমরা তাঁহার স্বধাম-গমনের অবসরে অন্যত্র উদ্ধৃত করিলাম।

গত জানুয়ারী মাসে যে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী আচার্য্যের কৃপায় ঢাকা-নগরীতে উন্মুক্ত হইয়া ভোগী ও ত্যাগী জগতের ধর্ম্মের ধারণায় বিস্ময় আনয়ন করিয়াছেন—যাঁহা জগতের সাধারণ ভ্রমগুলি নিরাস করিয়া দিয়াছেন, সেই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে অধ্যাপক সাহা মহাশয় সপরিবারে বহুবার আগমন-পূর্ব্বক তাহা পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বক্ষণ-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর এক একটী আদর্শে এত নিগূঢ় গভীর সিদ্ধান্ত ও সংশিক্ষা নিহিত রহিয়াছে যে, এক একটী আদর্শ অন্ততঃ এক এক দিন করিয়া সাধুগণের নিকট উহার তথ্য-শ্রবণ-মুখে দর্শন করিতে পারিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত। এই সময় অধ্যাপক সাহা মহাশয় কএক দিনই শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপনীত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ এবং অতীব ভক্তিভরে প্রভুপাদের পাদবন্দনা করিয়াছিলেন।

যে কএকটী অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি "ছোট হরিদাস"-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখনী ও সিদ্ধান্তের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বা সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর সাফল্য-দর্শনে মৎসরতায় দগ্ধ হইয়া সংশিক্ষা ও সংশিক্ষান্তে কুতর্ক উত্থাপন করিয়াছে, তাহাদেরই কোন কোন ব্যক্তিকে অধ্যাপক সাহা মহাশয় আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া মুক্ত পুরুষ-গণের বিচার-শ্রবণ-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রকৃত সিদ্ধান্ত আলোচনার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আচার্য্যের দ্বারে পাছে তাহাদের হৃদয়ের কলুষ-বিষয় ধরা পড়ে, সেই ভয়ে অর্থাৎ পাছে কোন প্রকারে অজ্ঞাত জ্ঞাত হইয়া যায়—এই আশঙ্কায় আচার্য্যের সম্মুখীন হইতে সাহস করে নাই।

যে-দিন ঢাকা-সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর কার্য্যালয়ে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন-কলেজের অধ্যাপক ও কএকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, সেইদিন অধ্যাপক সাহা মহাশয় 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ ও 'সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর বিবরণ' পুস্তিকা খুলিয়া ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে এতদিন বিদ্ধ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি যে মনোধর্ম্মে গড়া ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সংশিক্ষা-প্রদর্শনী নিরাস করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রকৃত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পদ-সমূহ এবং মহাপ্রভুর উক্তিগুলি নিবিষ্ট-চিত্তে পাঠ করিলে সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর সিদ্ধান্তই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রত্যেক সহৃদয় পাঠকের নিকট প্রতীত হইবে।

রোগ-শয্যায় শায়িত হইয়াও পরম ভাগবত অধ্যাপক মহাশয় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। এ সময়ে কতিপয় অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি ব্যক্তিগত কথাকে কোন বিশেষ জাতিগত মূলে কাপাইয়া উঠাইবার যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার প্রতি অধ্যাপক সাহা মহাশয় দৃক্‌পাতও করেন নাই। কএক দিনই তাঁহার ঢাকাস্থ নিজ-ভবনে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের রক্ষক প্রমুখ কএকজন সেবক অধ্যাপক মহাশয়ের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া হরিনাম-কীর্ত্তন করিলে অধ্যাপক মহাশয় অতি ভক্তিভরে ও নিবিষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং মাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণকে তাঁহার গৃহে চরণধূলি দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেন। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা-হেতু তিনি কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে না পারিলেও ফুৎকরে মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণকে বলিতেন,—"আপনারা মহাপ্রভুর নিজ-জন, আমাকে আপনারা কৃপা করুন—আমার সর্ব্বাঙ্গে আপনাদের চরণধূলি দিন।"

অধ্যাপক সাহা মহোদয়ের অত্যন্ত শারীরিক দুর্ব্বলতা দেখিয়া চিকিৎসকগণ অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট যেন-কোন ব্যক্তি না যান, এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন। একদিন শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট

হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য গমন করিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট পৌঁছিতে পারেন নাই। পরদিবস রাত্রে অধ্যাপক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী স্বপ্নে দেখিতে পান যে, শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে পুনরায় আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, শ্রীচরণামৃত, মহামহাপ্রসাদ অধ্যাপক মহাশয়কে প্রদান কর।" তদনুসারে অধ্যাপক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর নির্ম্মাল্য, চরণামৃত ও প্রসাদ লইয়া যান এবং অধ্যাপক মহাশয় তাহা গ্রহণ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। তদবধি মাধ্বগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণ অধ্যাপক মহাশয়ের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া অবাধে হরিকীর্ত্তন করিতেন।

হরিদাস বাবুর দেহ-রক্ষার কএকদিন পূর্ব্বে হরিদাস-বাবুকে কলিকাতা চিকিৎসার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। অধ্যাপক মহাশয়ের ইচ্ছানুসারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অব্যবহিত সংলগ্ন পল্লীতেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মহাপ্রসাদ তিনি সপরিবারে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। বোধ হয়, হরিদাস বাবু তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত জানিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের রক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভু ও সাধু-গণের শ্রীমুখবাণী শ্রবণ এবং তাঁহাদের সঙ্গ করিবার জন্য গঙ্গার তটস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংলগ্ন-স্থানে তাঁহার বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। গত ৩রা মে রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় তিনি শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সাধুগণের পবিত্রতম স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত প্রমোদকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী এবং অন্যান্য ভক্তগণ অধ্যাপক মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মহোদয়ের সত্যানুরাগ, অমায়িকতা, প্রকৃত বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁহার সদ্-গুণাবলী আমাদের হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ উদিত হইতেছে। তিনি শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার একজন সভ্য ছিলেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। শ্রীগৌরসুন্দর নিশ্চয়ই তাঁহার আত্মার মঙ্গল করিবেন।

নিম্নে ৮ বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক সাহা মহোদয়-কর্ত্তৃক লিখিত একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল,—

তফাৎ কোথায় ?

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা এম্, এ লিখিত]

ঠিক ছয় বৎসর গত হইল, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার তত্ত্বাবধানে ঢাকা-নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও ঐ সভার প্রচারকগণ ঢাকায় আসিয়া অস্থায়ীভাবে 'শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম-প্রচারকল্পে ঢাকাবাসিগণকে বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-মুখে হরিনাম শ্রবণ করার সুযোগ প্রদান-করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের সঙ্গে তখন আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। ইংরেজী ১৯২১ সনের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে রমণার পুরাতন ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাস পরিত্যাগ করিয়া নবাবপুর একটী ভাড়াটীয়া বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ঐ সময় পূজার ছুটীতে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে একদিন আমার অনুপস্থিতির সময় উক্ত সভার কএকজন প্রচারক অযাচিতভাবে আমার বাসায় উপস্থিত হইয়া বলেন যে, তাঁহারা একমাস-কাল অর্থাৎ নিয়ম-সেবার সময়টা "কিছু গ্রহণ না করিয়া" আমার বাসায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিবেন। আমাকে কেবল বিছানাপত্র ও আলোর যোগাড় করিয়া রাখিতে হইবে। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া এই অযাচিত হরিনাম-বিতরণের সংবাদ পাইয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল; কেন না, যখন রমণার ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসে ছিলাম, তখন, তখন এইরূপ হরিনাম শুনার সুযোগ ভাগ্যে আসে নাই বটে। মনে আনন্দ হইল বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না যে, এই অযাচিত হরিনাম কীর্ত্তনকারী কে? কিছু গ্রহণ করিবেন না, অথচ এক-মাসকাল আমাকে হরিনাম শুনাইয়া আপ্যায়িত করিবেন। তখন প্রথম মনে হইল যে, যেমন সচরাচর দেখা যায় হয় ত' ইহারা কিছু গ্রহণ করিবেন না বলিয়া পাঠান্তে বিদায়ের ব্যবস্থা করিবেন। এখানে আমার বলা উচিত যে, আমার

ঘুণাক্ষরেও কখনই ইহার পূর্ব্বে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার নামটি আমি কিছুই জানিতাম না। যাহা হউক, "বিনামূল্যে" হরিনাম শ্রবণ করার সুযোগ ছাড়িলাম না। তৎপর দিবস তাঁহাদের সঙ্গে আমার দেখা হইলে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমার বাসায় প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আস্থাবিশিষ্ট স্থানীয় লোকদিগকে উক্ত পাঠ শুনার জন্য যথারীতি আহ্বান করিলাম। ঐ সময় আমার বাসার অতি নিকটেই স্বনামধন্য গোপীমোহন ঘাটীর মহাশয়ের বাড়ীতে প্রত্যহ বৈকালে ঠিক ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত পাঠক শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। আমিও সময় সময় তথায় পাঠ শুনিতে যাইতাম। সেই সময় আমার সরল বিশ্বাসে মনে করিয়াছিলাম যে, শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়-কৃত পাঠ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণের পাঠের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। দুই পক্ষই সাধারণ দৃষ্টিতে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

আমার বাসায় পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহাশয় ব্রতী হইয়াছিলেন। কার্য্যকালে দেখিতে পাইলাম যে, গোপীমোহন ঘাটীর মহাশয়ের বাড়ীতে পাঠে যেরূপ লোক হইত, আমার বাসাতে সেরূপ লোক হইত না। আমি নিজে কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একটু স্তম্ভিতই হইয়াছিলাম। তখন আমার বাসার নিকটবর্ত্তী ২।১ জন বিশিষ্ট লোকের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তাঁহাদের নিকট হইতে আমি যে উত্তর পাইয়াছিলাম, তাহা সন্তোষজনক না হইলেও উৎসাহান্বিত হইয়া আমি ইঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম না। ইঁহাদের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিবার পিপাসা যেন আমার ক্রমে-ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কএকজন সুশিক্ষিত নিরপেক্ষ ভদ্রলোক সময় সময় আমার বাসায় ইঁহাদের পাঠ শুনিতে আসিতেন। পাঠ শ্রবণান্তে ইঁহাদের মুখে ইঁহাদের প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই শুনি নাই। দেখিতে দেখিতে একমাসের পাঠ শেষ হইয়া গেল। পাঠশ্রবণের পর "খালিহাতে পাঠ শুনা উচিত নয়" —এই সাধারণ সংস্কারের বশীভূত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভৃতি গ্রন্থের জন্য যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিলে ইঁহারা কিছুতেই গ্রহণ করিতে চাহিলেন না; বলিলেন, "পাঠ করিয়া তদ্বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করা আমাদের প্রভুপাদের দ্বারা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ এবং তাহা শাস্ত্র-বিগর্হিত নামাপরাধ।* যাঁহারা এইরূপ নামাপরাধ করেন বা শাস্ত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, তাঁহাদের মুখে শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। সুতরাং আমাদিগকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিবেন না।" আমি কিছুতেই তাঁহাদের হস্তে প্রণামীস্বরূপ কিছু দিতে পারিলাম না। অন্য একদিন মঠে গিয়া একটী উৎসব দিলাম এবং পরিবারবর্গ-সহ শ্রীমঠে প্রণাম পাইলাম। মঠের সেবকবৃন্দ আমাদের সকলকে প্রসাদ-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন ও শ্রীহরিনাম শুনাইলেন। মনে হইল, ইঁহাদিগকে যাহা উৎসবের ব্যয়-স্বরূপ দিয়াছিলাম, ইঁহারা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করিয়াছেন। কারণ, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও মঠে প্রসাদ পাইবার জন্য সেদিন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। দেখিলাম ও বুঝিলাম, ইঁহাদের কার্য্য কেবল নিঃস্বার্থভাবে কলিযুগের ঔষধ ও পথ্য—"শ্রীহরিনাম" ও "মহাপ্রসাদ" অকাতরে সর্ব্বজীবকে বিতরণ।

এই সময়ের মধ্যে মধ্যে ইঁহাদের প্রভুপাদের সঙ্গে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে আমার দেখা হওয়ায় সৌভাগ্য হইয়াছিল। মূর্খের মত তাঁহার নিকট তখন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বেশ সন্তোষজনক উত্তরই পাইয়াছিলাম। ক্রমে ক্রমে এই সভা-কর্ত্তৃক প্রকাশিত বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া অবকাশ মত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইঁহাদের সঙ্গে আমার প্রথম সঙ্গ হইতেই আমার মনে ইঁহাদের সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইয়াছিল এবং সেই প্রশ্ন এখনও অনেকের মুখে শুনা যায়, সেটী এই,—"এই বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণের মধ্যে এবং অন্যদেশীয় 'গোস্বামী' নামধেয় পাঠকগণের মধ্যে তফাৎ কোথায়? উভয় পক্ষই আপাত দৃষ্টিতে এক কথাই বলেন, মনে হয়, ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন, তবে তফাৎ কোথায়?" এই স্বতঃ উদিত সংশয়ের মীমাংসা আমি

* মন্ত্রাপরাধী তন্ত্রস্তোত্রাপরাধীবিপ্রঃ।
শাস্ত্রবিদ্বিষ্ট-লোকশ্চ ন তস্য লিখা ক্রিয়েফলঃ।
(শারদাকল্পস্য ৩য় পঃ ৩।২৩)

মন্ত্র-প্রদান কিম্বা ভগবানের অর্চ্চাবতারকে চৈতন্যবিগ্রহরূপে স্বীকার, অনিবেদিত বস্তুর ভোজন, কিম্বা শাস্ত্র-বিগর্হিত ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করিবে না।

প্রথমেই করিতে সমর্থ হই নাই। কিছুকাল ইঁহাদের সঙ্গ-সৌভাগ্য এবং ইঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়নকালে এই স্বতঃ উদিত প্রশ্নের যে সামান্য মীমাংসা আমি করিতে পারিয়াছি, তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণ এই ছয় বৎসর কাল-মধ্যে চাকা-নগরীতে শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম প্রচারকল্পে যেরূপ কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে ইঁহারা সমস্ত ভারতবর্ষ শ্রীশ্রীমহা-প্রভুর অমিত প্রেম-বন্যায় প্লাবিত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপগুলিকেও সিক্ত এবং সুশীতল করিবেন। 'গৌড়ীয়ে'র পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, দেখিতে দেখিতে বঙ্গের নানাস্থানে এবং বঙ্গের বাহিরে—পুরী, আলালনাথ, কটক, কাশী, নৈমিষারণ্য, শ্রীবৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের মঠ স্থাপিত হইয়া শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার প্রচার-কার্য্যের শুভ-স্মরণে (monument) দণ্ডায়মান হইয়াছে। ইঁহাদের প্রচারকগণ বোম্বাই ও মাদ্রাজ-প্রদেশেও প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করা যায়, এই সব স্থানেও শীঘ্রই ইঁহাদের মঠ স্থাপিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, **ইঁহাদের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের একদল শত্রুও সৃষ্টি হইয়াছে।** তাঁহারা বলিয়া বেড়াইতেছে যে, ইঁহাদের সঙ্গে তথাকথিত গোস্বামি-গণের তফাৎ কোথায়? এই গোস্বামিগণও লোকের নিকট হইতে প্রণামী গ্রহণ করেন, বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণও লোকের নিকট হইতে টাকা-পয়সা গ্রহণ করিয়া থাকেন। গোস্বামিগণের বাড়ীতেও বিগ্রহ আছেন। তাঁহার উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা অর্থ গ্রহণ করেন। ইঁহাদের স্থাপিত বিভিন্ন মঠের বিগ্রহ-সেবার জন্যও ইঁহারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তবে তফাৎ রহিল কোথায়? কিন্তু নিরপেক্ষভাবে এ বিষয়ে একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উভয় পক্ষের অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্য এক নহে। প্রত্যেক কার্য্যের উদ্দেশ্য-দ্বারাই কার্য্য-কর্ত্তার কার্য্যের ভাল-মন্দ নির্ণীত হইয়া থাকে, সম্পাদিত কার্য্য-দ্বারা নহে। ॰ বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণু-পূজার জন্যই যাগযজ্ঞের কুল সংগ্রহ করেন, কিন্তু বিষয়ী ব্যক্তি তাঁহার নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, এই দুই ব্যক্তিই এক কুল সংগ্রহ করেন বটে। এখানেও ঠিক তাই। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণ তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থ-দ্বারা জড়বদ্ধ জীবের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরম কারুণিকতার শ্রীবিগ্রহের সেবা, সর্ব্ব-সাধারণের উপকারার্থে শ্রীনাম-প্রচার, পৃথিবীর সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিকেন্দ্র ও পরবিদ্যাপীঠ প্রভৃতি স্থাপন, সকলকে হরিসেবার সুযোগ প্রদানার্থ দীর্ঘকালব্যাপী কীর্ত্তন-মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান, ভক্তিধর্ম্মের প্রসারতার জন্য শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা, শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা, শ্রীব্রজ-মণ্ডল-পরিক্রমা, বঙ্গের বাহিরে বিভিন্ন ভাষার সাহায্যে হরিকথা-প্রচার, বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত, হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি সাময়িক সংবাদ-পত্র ও ভক্তি-গ্রন্থাবলী প্রচার, অকাতরে সাধারণে প্রসাদ-বিতরণ ইত্যাদি বহু বহু জগৎ-মঙ্গল কার্য্য-ব্যতীত নিজ-স্বার্থের জন্য অন্য কোন কার্য্যে কখনও তাহা ব্যয় করেন না। তাঁহাদের নিজ-স্বার্থ-সমূহও (যাহা সাধারণ অজ্ঞ-দৃষ্টিতে স্বার্থ বলিয়া মনে হয়) সম্পূর্ণ হরিসেবানুকূল। ইঁহাদের অনেকেই গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বাশ্রমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই ইঁহাদের সংগৃহীত অর্থ-দ্বারা ইঁহাদের কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণের কোন সম্ভাবনা নাই এবং ইঁহারা তাহা কখনও করেন না। যে-সব গৃহস্থ ব্যক্তি ইঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া প্রচার-কার্য্যের সহায়তা করেন, তাঁহারা অন্য উপায়ে তাঁহাদের কুটুম্ব-ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু অসদ্-বেশীর গোস্বামিগণ বিগ্রহ-সেবা উপলক্ষ করিয়া লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক তাহার আংশিক-মাত্র বিগ্রহ-সেবার (?) জন্য ব্যয় করিয়া অবশিষ্টাংশে নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য ও কুটুম্ব-ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। তর্কস্থলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা যখন এই পদের পথিক, তখন তাঁহাদের পরিবার-ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহারা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে পারেন না অর্থাৎ তাঁহাদের কথাতেই তাঁহারা ধরা পড়েন

যাহঃ সমলতাং যাতি ভেদঃ প্রাধান্যে কর্ত্তুঃ।
সমত্বমপ্যেষু বিরাধি ন হেতুর্ভিন্নযোজনয়োঃ॥
　　(শারদাতিলক ৩ঃ সঃ ১ পঃ ২২)

সৎ ও অসদ্‌গুরুর কার্য্যে যাহা-হেয় ভাব থাকে না। পরন্তু সদ্গুরু-ভেদেই কার্য্য-সকল বিভিন্ন হয় এবং ঐ সকলই বন্ধন ও মুক্তির কারণ হইয়া থাকে।

যে, তাঁহাদের হরিনাম-কীর্ত্তন বা প্রচার-চেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য —তাঁহাদের পরিবার-ভরণ-পোষণসহ নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যবস্থা এবং গৌণ উদ্দেশ্য—বিপ্রলম্ভ-সেবার অভিনয়। অর্থাৎ ইহা তাঁহাদের একটী শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বৃত্তি বা ব্যবসায়-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানে ব্যবসায়, সেখানেই ব্যবসায় উন্নতি-কল্পে চতুরতা ও বিপ্রলিপ্সা বর্ত্তমান। এইখানেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণের ও অন্যান্য দেশীয় অধিকাংশ গোস্বামিগণের মধ্যে তফাৎ। প্রথম পক্ষ শাস্ত্র-দৃষ্টে প্রচার করেন এবং তদনুযায়ী আচরণ করেন; কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষও "শাস্ত্র-দৃষ্টে প্রচার করিতেছেন" বলিয়া সাধারণ লোককে ধোঁকা দেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তদনুযায়ী আচরণ করেন না, তাঁহাদের "মুখ ও বুক" এক নয়।

তা'দের কনক,—ভোগের কনক,
এঁদের কনক,—মাধব-সেবক,
তাঁ'রা চায়—কাম, এঁরা চায়—রাম,
যাহা হয় রাম, তাহা নহে কাম।

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের পত্র

(লণ্ডন হইতে প্রেরিত)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ টরিংটন স্কোয়ার
লণ্ডন, ডব্লিউ, সি, ওয়ান

শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে অনন্ত সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবদ্ভক্তি-পূর্ব্বক নিবেদনম্

পরমারাধ্যতম প্রভো, লণ্ডন ভিক্টোরিয়া-ষ্টেসনে উপনীত হইবামাত্র আমি কলিকাতায় আমাদের নির্ব্বিঘ্নে লণ্ডনে উপস্থিতির সংবাদ দিয়াছি, আপনি এখন কোথায় আছেন, অদ্যাপি বোম্বে-নগরে আছেন কি না জানি না, সেজন্য আমি সমস্ত চিঠিপত্র কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইতেছি, তাহা হইলে আপনি ভারতের যে-কোন স্থানেই থাকুন না কেন, তৎসমুদয় আপনার নিকট পৌঁছিতে পারিবে।

নেপল্‌স্-বন্দরে উপস্থিত হইয়াই আমি একখানি চিঠি পোষ্ট করিয়াছিলাম। আমরা প্রাতে ৭টার সময় নেপল্‌স্ এ পৌঁছি, কিন্তু ৯টার পূর্ব্বে তীরে অবতরণ করিতে পারি নাই; কেননা, ইটালীয় রাজকর্ম্মচারিগণ যাত্রিগণের সমস্ত পাসপোর্ট পরীক্ষা করিয়া এবং 'ভিসা'গুলিতে ষ্ট্যাম্প দিয়া তবে অবতরণের অনুমতি দেন। সমস্ত যাত্রীই অবতরণ করিলেন, কিন্তু আমি এবং শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ রাস্তার প্রত্যেক লোকেরই সবিস্ময় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলাম, আমাদের (সন্ন্যাসি-বয়ের) পোষাক-পরিচ্ছদ ইটালিয়ানগণের চক্ষে অদ্ভুতপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইতেছিল। যখন আমরা ইটালীর জাতীয় শিল্পনৈপুণ্যের মিউজিয়াম (যাদুঘর) দেখিতে যাই, তখন রাস্তায় বালক-বালিকা, ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারা সকলেই আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, আমরা তাহা বুঝিয়া তখনই একখানি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম।

নেপল্‌স্ একটী বড় সুন্দর নগর। নগরবাসীরা বিশেষ ভদ্রলোক। আমরা বেলা ২টার সময় নেপল্‌স্ বন্দর ছাড়িলাম, সমুদ্র তখনও ক্ষুব্ধ ছিল। পরদিন প্রাতে ৭॥ টায় জেনোয়ায় পৌঁছিলাম। পৌঁছিয়াই তীরে অবতরণ করিলাম। ছোট ছোট কেবিনগুলি কাষ্টম হাউসের মধ্য দিয়া পাশ হইল। আমাদের সেজন্য এক মিনিটও অপেক্ষা করিতে হয় নাই, বড় বাক্সগুলিও খোলা হয় নাই; বলা বাহুল্য, আমরাই কেবল সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ছিলাম। আমরা একখানি গাড়ী করিয়া গ্রেণওয়ে-ষ্টেসনে গেলাম। আমাদের জিনিষপত্র ষ্টেসনে রাখিয়া আমরা মিলিটারী প্যারেড দেখিতে গেলাম। ঐ দিনটী ইটালীর জাতীয় দিন। এই দিনেই রোম-নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৃত্তটী অতীব অপূর্ব্ব। একটী স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা উপলব্ধির বিষয়। আমরা কিছু প্রণামী সম্মানের

সুযোগ করিয়া লইলাম। পূর্ব্বদিবসে তুষারপাত-হেতু ট্রেণ অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। সর্দ্দি ধরিতে প্রায় অসাড় হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এরূপ ঠাণ্ডার পক্ষে অতি সামান্য। কোনপ্রকারে আমরা সহরের চারিদিকে দ্রবণ করিয়া দেখিলাম, সহরটী নেপল্‌স্ হইতে অনেক বড়। আমরা ইটালীর পক্কাপহাজার টনের সর্ব্বচেয়ে বড় জাহাজ দেখিলাম, জাহাজখানি প্রশান্ত-মহাসাগরে যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে।

আমরা বেলা ৩টার সময় ট্রেণে উঠিলাম এবং অপরাহ্ণ ৫টার সময় টিউরিণ-ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। আমরা এখানে ট্রেণ বদ্‌লাইয়া প্যারিস এক্সপ্রেসে উঠিলাম। ট্রেণটী ফরাসী দেশীয়। উহার তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষগুলিই ভারতীয় রেলগাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীর মত সুন্দর। প্রত্যেক কক্ষেই 'গ্যাসফিটার' ফিট্ করা আছে। আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই মিঃ এরিচ বি আরন্‌ষ্ট (Mr Erich B. Ernst) নামক একজন সুইট্‌জারল্যাণ্ডবাসী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া লইলাম, লোকটী বড় ভাল, ধর্ম্মভীরু। তিনি আমাদিগের সহিত এমনভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন যেন আমরা তাঁহার বহুকালের পরিচিত নিজ-জন। তিনি আমাদের জন্য কতকগুলি ফল কিনিলেন। তাঁহার সঙ্গটী আমাদের প্রীতিপ্রদই হইয়াছিল। আমরা উভয় পার্শ্বেই তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

আমরা ঘণ্টায় ৭০ মাইল করিয়া চলিয়া সন্ধ্যা ৯ টার সময় ফরাসী-সীমান্তে উপনীত হইলাম। ইটালী এবং ফরাসী উভয় পক্ষীয় রাজকর্ম্মচারিগণই আমাদের পাস্‌পোর্ট পরীক্ষা করিলেন। ইটালিয়ানগণ 'Exit' (অর্থাৎ বহির্গমন) ও ফ্রেঞ্চগণ 'Entrance' (অর্থাৎ প্রবেশ) এর ষ্ট্যাম্প (সিলমোহর) দিয়া দিলেন।

আমরা ২২।৪।৩০ তারিখে প্রাতে ৯॥ টার সময় প্যারিসে পৌঁছিলাম। একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি ঘুরিয়া দেখিলাম। প্যারিস সহরটী অতীব সুন্দর। আমরা বীরবর নেপোলিয়ানের সমাধি দর্শন করিলাম, কতকগুলি গলিও দেখিলাম। সহরের প্রত্যেক গলিঘুঁজিই এমন পরিষ্কার ও সুসজ্জিত যে, দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অন্যান্য মোটর-গাড়ী যে প্রকারে অবিশ্রান্ত ছুটিতেছে, তাহা কলিকাতার লোক কল্পনায়ও আনিতে পারে না। ট্যাক্সি, বাস, ট্রাম ব্যতীত আমরা আর কোন যান দেখিতে পাই নাই। ভারতীয় যান-সমূহ হইতে আমার ঐ গুলির বৈশিষ্ট্য আছে। এখানকার ইলেক্‌ট্রিক লাইনগুলি কলিকাতার মত মাটির উপরে ঝুলে নহে, কিন্তু মাটির নিম্নে অবস্থিত। প্যারিস লণ্ডন অপেক্ষাও অনেক প্রকারে সুন্দর সহর, অবশ্য লণ্ডন প্যারিস অপেক্ষা যে অনেক বড় সহর, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা প্রাতরাশ-সমাধান ব্যবস্থা করিয়া লইলাম, কেবল ও রুটি গ্রহণ করিলাম। অতঃপর যথাসময়ে আমরা গার্ড ডি নর্ড প্যারিস্ রেলওয়ে-ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। থমাস্ কুকের লোকেরা আমাদিগকে জানাইয়া দিলেন, কাস্‌লে যাইবার কোন তৃতীয় শ্রেণী নাই। সুতরাং আমরা ৯০ ফ্রাঙ্ক ২৫ সেণ্টিম্ বেশী দিয়া তখনি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট করিলাম। আমরা মধ্যাহ্ন ১২—১০ মিনিটের সময় প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে চলিয়া অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ক্যালে আসিয়া পৌঁছিলাম। শ্রীপাদ তীর্থমহারাজ ও আমার বাক্স ছাড়া আর সকলেরই বাক্স কাস্‌টম হাউসে খুলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছিল। আমরা বৃটিশ অর্ণবপোত 'ক্যাণ্টারবারি'-জাহাজে অপরাহ্ণ ৬॥ টায় ডোভারে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইংলিস্ চ্যানেল পার হইতে আমাদের একঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। দুইখানি স্পেশাল ট্রেণ যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। একখানি 'ভিক্টোরিয়া' জাহাজের যাত্রীদের, আর একখানি 'রাওয়ালপিণ্ডি' নামক জাহাজের (যেখানি বোম্বে হইতে ৮।৪।৩০ তারিখে ছাড়িয়াছিল এবং মার্শেল বন্দর হইতে প্যারিসে আমাদের সঙ্গেই পৌঁছিয়াছিল) যাত্রীদের জন্য। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ট্রেণখানিতে একখানি যাত্র তৃতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্ট ছিল, সেখানি আমরাই অধিকার করিয়া বসিলাম। এখানকার তৃতীয় শ্রেণী ভারতীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর মতই সুন্দর। আমরা অপরাহ্ণ ৬—৩০ মিনিটের সময় ডোভার ছাড়িলাম এবং ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে চলিয়া সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় লণ্ডন ভিক্টোরিয়া-ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। পৌঁছিয়াই কলিকাতায় একটী তার প্রেরণ করি। যদিও এখানে সূর্য্য ৮টার সময় অস্ত যায়, কিন্তু সান্ধ্য অন্ধকার ৮॥ টার সময় হইতেই অনুভূত হইতে থাকে।

আমরা একখানি ট্যাক্সি করিয়া ১১২ নং গোয়ার ষ্ট্রীটে

আসিলাম এবং সেখানে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, এম, সি, এ কর্তৃক পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন'এ দুইরাত্রি অবস্থান করিলাম। প্রত্যেককেই তথায় এক এক রাত্রির জন্য ৩ শিলিং ২ পেন্স করিয়া দিতে হইল। খাবার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদের, তাহার জন্যও আমাদের প্রত্যেকের ২ শিলিং করিয়া লাগিল। পরদিন অপরাহ্নে আমরা বাসা বদলাইয়া অস্ট্রেলিয়াতে ইণ্ডিয়া-ষ্টক ১নং ইক্লিংটন রোডার, লণ্ডন ডব্লিউ, সি (অর্থাৎ ওয়েষ্টসেণ্টার) এখানে (১) ঠিকানায় আসি। আমাদের ৩ বেড্রুম (শয়ার) দুইখানি ঘর, একখানি ছোট, আর একখানি অপেক্ষাকৃত বড়। তজ্জন্য প্রতি সপ্তাহে দুইপাউণ্ড দশ শিলিং করিয়া দিতে হয়। পর দিন হইতে আমরা আমাদের নিজেদের কার্য্য-বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছি।

বর্ত্তমানে আমরা বাকিংহাম প্রাসাদ ও হোয়াইট হল হইতে প্রায় ২ মাইল ব্যবধানে অবস্থান করিতেছি। আমরা এখনও রাজপ্রাসাদে বা পার্লিয়ামেণ্ট-হাউসের ভিতরে প্রবেশ না করিলেও বাহির হইতে দেখিয়া যেরূপ বুঝা যায়, তাহাতে তাহা নিউ দিল্লীর ভাইসেরিগ্যাল হাউস্ ও ক্যাথিড্রাল হাউস্ অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর বলিয়া মনে হয় না।

গত তিন দিন ধরিয়া আমরা লণ্ডনের ভূমধ্যস্থ রাস্তা-সমূহে ঘুরিয়া কিছু কিছু কার্য্য করিতেছি এবং সহরের রেলপথ, টিউব, ভূমধ্যস্থ রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুদর্শিতা সংগ্রহ করিতেছি। লণ্ডন এমনই একটী সহর যে, এখানে সব রকম সুবিধা পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোকই ভূমধ্য দিয়া চলা-ফেরা করে, তথাপি উপরের রাস্তাগুলিতে মোটরবাস ও গাড়ীর এত ভিড় হয় যে, লোকজনের রাস্তা অতিক্রম করিবার সময় পুলিশকে আগে বাঁশরি বাজাইয়া তৎপরে লোক পার করাইতে হয়। প্রত্যেককেই ব্যস্ত দেখা যায়। এখানকার পুলিশের লোকেরা খুব ভাল ও শিষ্টাচার-সম্পন্ন। ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারাও বিশেষতঃ অপরিচিত লোকের প্রতি খুব ভাল ব্যবহার করেন। যখনই আমরা রাস্তায় বাহির হইয়া আমাদের গন্তব্যস্থান-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে চাই, তখনই রাস্তার লোকেরা আমাদিগকে তদ্বিষয়ে সাহায্য করেন। আমরা এ যাবৎ এমন কাহাকেও দেখি নাই, যিনি আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে অনিচ্ছুক।

রাস্তার উপরে সহরের প্রত্যেক গলিঘুঁজিতে যাওয়ার জন্য অসংখ্য বাস দাঁড়াইয়া আছে, ট্যাক্সিও অসংখ্য। তাহা ছাড়া ট্রাম ও প্রাইভেট কার ত' আছেই। বড় বড় ওয়েলস্ ঘোড়া বোঝা বহন করে। উপরের রাস্তার ঠিক নিম্নদেশে 'মেট্রপলিটান রেল' (অর্থাৎ সহরের মধ্যে যাতায়াতকারী রেলগাড়ী) আছে। এক এক মাইল অন্তর অন্তর এক একটী রেলওয়ে ষ্টেসন। রেলে যাইবার ইচ্ছা হইলে, রাস্তার কএক ধাপ নিম্নে নামিতে হয়, নামিয়াই তৃতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠা যায়। এই সমস্ত রেল বোধের মতই বিদ্যুতের সাহায্যে চলাফেরা করে। তবে বোম্বেতে যেমন মাটির উপরে, এখানে সেইরূপ মাটির ৪০ফিট নিম্নে চলে। তাহা ছাড়া সহর হইতে দূরবর্ত্তীস্থানে যাইবার জন্যও সাধারণ রেলপথ আছে। "মেট্রপলিটান রেলওয়েজ" এর ৬০ মিট নিম্নে আবার টিউব আছে। সেগুলিও ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন। এই সমস্ত ট্রেন ঘণ্টায় ৭৪ মাইল বেগে চলে এবং অন্য কোন মানুষের সাহায্য-ব্যতীত আপনা আপনিই চলিয়া থাকে। ট্রেণগুলি যখন ষ্টেসনে প্রবেশ করে, তখন গাড়ীর দরজাগুলি আপনা হইতে খুলিয়া যায়, আবার আপনা হইতেই বন্ধ হয়। বন্ধ হইবার সময় খুব সাবধানে থাকিতে হয়, কেহ অসাবধানে থাকিলেই চাপা পড়িবার সম্ভাবনা। উপর হইতে নীচে উঠা নামার জন্য "মুভিং ষ্টেয়ার্স" (গমনশীল সিঁড়ি) আছে। কেহ টিউব-ষ্টেসনে যাইতে ইচ্ছা করিলে ঐগুলি তাঁহাকে সেখানে লইয়া যায়। উপর হইতে ১০০ ফিট নিম্নে যাইতে হইলেও কাহাকেও এক পা হাঁটিতে হইবে না, কেবল একটী 'মুভিং প্লেনে'র উপর দাঁড়াইলেই উহা একটী সিঁড়ির আকারে পরিণত হইয়া নিম্নে নামাইয়া দিবে। আবার বড় বড় 'লিফ্‌ট'ও আছে, উহা এক একবারে প্রায় ৩০জনকে বহন করিতে পারে। ঐগুলি রাস্তার উপরিভাগে উঠিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাইড পার্ক একটী খুব বিস্তৃত স্থান। তথায় সহস্র সহস্র চেন (শিকল) শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। 'লর্ড'দের অধিকাংশই এই হাইড্ পার্কের উপর পার্ক-লেনে বাস করেন। হাইডপার্কের পার্শ্ববর্ত্তী নিকাডিল্লী রোডেও অনেক

লর্ড থাকেন। ট্রাফালগার স্কোয়ার, নেল্‌সন মনুমেণ্ট, ন্যাশনাল পিক্‌চার গ্যালারি, হোয়াইট হল, হাউস্‌ অফ পার্লামেণ্ট, ওয়ার অফিস, প্রাইম মিনিষ্টারস্‌ অফিসিয়াল রেসিডেন্স, গভর্ণমেণ্ট অফিস-সমূহ, দি সিনোটাফ্‌ (স্মরণস্তম্ভ), ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবে, পার্লিয়ামেণ্ট হাউজেস্‌, ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন, বাকিংহাম প্যালেস্‌, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, দি মল, লণ্ডন মিউজিয়াম, সেণ্ট জেম্‌স প্যালেস, মার্লবরো হাউজ, পল মল, পিকাডিলি, রয়্যাল একাডেমি, গ্রীণ এণ্ড হাইড্‌ পার্কস্‌, পার্ক লেন, অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, ম্যানসন হাউজ (লণ্ডনের লর্ড মেয়রের বাসস্থান) প্রভৃতি অধিকাংশ প্রয়োজনীয় ও উল্লেখযোগ্য স্থান বাকিংহাম প্যালেসকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছে। আমরা বর্ত্তমানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক পার্শ্বেই অবস্থান করিতেছি। ব্রিটিশ মিউজিয়াম আমাদের বাসস্থান হইতে দুই মিনিটের রাস্তা মাত্র।

মিঃ রোনাল্ড পেনরোজ, যাঁহার কথা আপনাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম, তিনি আমাদিগকে লণ্ডনের জন্য দুই-খানি ও প্যারিসের জন্য দুইখানি পত্র দিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত লণ্ডনের দুইব্যক্তির সহিতই আমরা দেখা করিয়াছি। তাহার মধ্যে একজন সাধারণ লোক, কিন্তু অন্য ব্যক্তি তদ্রূপ হইলেও তিনি ৭৫ বৎসরেরও বৃদ্ধ বিদ্বান্‌ লোক। আমি তীর্থ মহারাজকে লইয়া গত ২৫।৪।৩০ তারিখে কোয়েকার্সের "ফ্রেণ্ডস্‌ হাউস্‌"এ তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলাম। তিনি বাহিরে যাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাদিগকে মিঃ, জন পি, ফ্রেচার সেক্রেটারী, লণ্ডন সেণ্টার অফ্‌ দি ফ্রেণ্ডস্‌ সারভিস্‌ কাউন্সিল মহোদয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি একজন প্রবীণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, আমরা তাঁহার সহিত প্রায় আধঘণ্টা কথা বলিলাম, তিনি আমাদের জন্য কোয়েকার্স ষ্ট্যাণ্ডোসিয়েসনে কএকটী সভার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, বলিলেন। টরিংটন স্কোয়ারের অতি নিকটেই ইউষ্টন রোডে তাঁহাদের একটী বড় বাড়ী আছে।

জেনোয়া হইতে আমাদের যে দুইটী বড় তোরঙ্গ লণ্ডনের জন্য বুক করা হইয়াছিল, সে দুইটী এখনও আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছায় নাই। আমাদের চিঠি-পত্র সমস্তই তাহার মধ্যে। আমরা ২৮।৪।৩০ তারিখে সে দুইটী পাইবার আশা করিতেছি। লণ্ডনেতেও যাহাদের সহিত আমাদের দেখা করিতে হইবে, তাঁহাদের নিকট পত্র লিখিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে নিয়োগ-ব্যতীত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না, সুতরাং লোক জনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ করিতেই অন্ততঃ ১৫ দিন সময় লাগিবে।

যদি আপনি ওখানে শ্রীমঠের একটী প্রচার-কার্য্যালয় খুলিতে বলেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী এয়ার মেলেই আমাদিগকে তাহা জানাইবার ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের খরচপত্রের একটা মোটামুটি বিবরণ নিম্নে দিতেছি। আমরা বর্ত্তমানে যেখানে আছি, এ স্থানটী বাহিরের লোকজনকে অভ্যর্থনা করিবার পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নহে। দুই তিনটী বক্তৃতার পরেই যখন আমরা স্থানীয় লোকজনের সহিত পরিচিত হইতে থাকিব, তখন তজ্জন্য বড়ই অসুবিধা হইবে। সুতরাং একটী পৃথক্‌ বাসাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইবে। • • •

আমাদের ও জনের খরচ প্রতি মাসে পক্ষে উর্দ্ধপক্ষে ৫০০৲, নিম্নে ৪০০৲ পড়িবে।

যদি আমরা বর্ত্তমান স্থানে থাকি, তাহা হইলে ১০ পাউণ্ড করিয়া দিতে হইবে। এক অথবা অতিরিক্ত ব্যক্তির জন্য বাসা ভাড়া সম্বন্ধে লণ্ডনে খরচের যে কিছু কম বেশী হয়, তাহা নহে; প্রত্যেক বিছানার জন্যই ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে। বর্ত্তমান বাসস্থানকে আমরা লণ্ডন অফিস বলিতে পারি না, কারণ আমাদিগকে এখন একজন ল্যাণ্ড লেডির অধীনে থাকিতে হইতেছে।

কিন্তু এখন যদি আমরা দুইটী শয়ন-ঘর, একটী বৈঠক-খানা, রান্নাঘর, স্নানের ঘর ও পায়খানা-সমেত একটী ফ্ল্যাট ভাড়া করি, তাহা হইলে তজ্জন্য মাসে প্রায় ৩ পাউণ্ড খরচ বেশী পড়িলেও তাহা তদ্রোচিত হইবে ও তদ্রূপ গৃহই হইবে। অবশ্য আমরা লণ্ডন হইতে ১৫ মাইল দূরে গিয়া থাকিতে পারিলে সস্তায় বাড়ী পাইতে পারি।

একটী ফ্ল্যাটে যদিও আমাদের ৩ পাউণ্ড বেশী ভাড়া দিতে হইবে, তথাপি তাহাতে সুবিধা অনেক পাওয়া যায়। আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া আমাদের ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারি। স্নান, পায়খানা ও রান্নাঘর পৃথক্‌। • • • ।

আপনার নিকট হইতে জানিতে পারিলে আমরা বাসস্থান-সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারি।

আমরা ষ্টটিতে (ষ্টটগার্টে) যেরূপ শৈত্য অনুভব করিয়াছিলাম, লণ্ডনের বর্ত্তমান খর-বায়ুর অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, তাঁহাদের পক্ষে এইটাই বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গ্রীষ্মকাল। সর্ব্বদা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছে। জুলাইমাস হইলে অত্যন্ত অধিক ঠাণ্ডা বোধ হয়। মাননীয় সম্রাট্ ও মাননীয়া সম্রাজ্ঞী এখন লণ্ডনে নাই, আগামী মাসের শেষভাগে তাঁহারা লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং শীঘ্রই তাঁহারা আবার স্কটল্যাণ্ড যাইবেন। প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্স্ এখানে বেল্‌ভেদর্ প্রাসাদে। ডিউক্ অফ ইয়র্ক ১৪০নং পিকাডিলিতে আছেন। প্রিন্স অর্জ্জ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাসাদের পার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদেই অবস্থান করেন। বাকিংহাম-প্রাসাদ যে খুব বড়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রাসাদগুলি ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রাসাদের মর্য্যাদা ও আড়ম্বরের তুলনায় তুলিত হইতে পারে না। পার্লিয়ামেণ্ট-গৃহ-সমূহও আমরা দেখিয়াছি, সেগুলি অতি খুব বৃহৎ অট্টালিকা। উহা টেম্‌স্ নদীর তীরে ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজের পার্শ্বে অবস্থিত। গতকল্য আমি ইণ্ডিয়া অফিস, কোয়াইট হল এবং হাইকোর্ট অফিসেও গিয়াছিলাম। পার্লিয়ামেণ্ট-গৃহ হইতে ঐ গুলি এক ফার্লংএর মধ্যেই অবস্থিত। লণ্ডন কাউন্টিহল খুব বড়।

আমরা সকলেই ভাল আছি। আমাদের সকল চিঠি-পত্র কৃষ্ণদা'র তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় পাঠাইব, তাহা হইলে তিনি সেগুলি পড়িয়া আপনার নিকট, অথবা আপনি দূরবর্ত্তী স্থানান্তরে গমন করিলে অন্য কাহারও নিকট পাঠাইতে পারেন। কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের সমস্ত গুরু-ভ্রাতা এবং গুরুভগিনীগণের নিকট আমাদের কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন। আপনাদিগকে আমাদের দর্শনের ইচ্ছা থাকিলেও আমরা এখন যেতে পারিতেছি না। আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনার একান্ত দাসানুদাস
মেহেরাজী বন

লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্যালয়

(তারের সংবাদ)

London, 11-5-33

London Office opened at 39 Drayton Gardens, Kensington S. W. 10. Interviewed successfully Sir Findlater Stewart promising all support • • • Preaching hopeful. Inviting Secretary of State. • • • Sambidananda joining Doctorate.—Bon

K /H

লণ্ডন, ১১।৫।৩৩

লণ্ডন, ৩৯ নং ড্রেটন গার্ডেনস, কেন্‌সিংটন, এস্, ডব্লিউ টেন—এই ঠিকানায় লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী প্রচার-কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আণ্ডার সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট স্যার ফিণ্ডলেটার ষ্টুয়ার্ট মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ-কার লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছি। তিনি আমাদিগের প্রচারকার্য্যে সর্ব্ববিধ সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। • • • প্রচার আশাপ্রদ। সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট মহোদয়কে শীঘ্রই নিমন্ত্রণ করিতেছি। • • শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ভক্তীর (লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি) উপাধি লাভার্থ যোগদান করিতেছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১২ শে এপ্রিল তারিখে গৌড়ীয়মঠের উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল দত্ত এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত উকিল মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাদের বাড়ীতে গমন-পূর্ব্বক তথায় তিনদিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের চরিত্র এবং শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য যে হরিভজন, তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীকে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেন।

২২ শে এপ্রিল স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট-প্লীডার ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কুমুদকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে উপদেশক পণ্ডিত মহাশয় সমাগত বহু শিক্ষিত জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের মহারাজ অম্বরীষ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে প্রকৃত গৃহস্থ ব্যক্তির মহারাজ অম্বরীষের আদর্শ-দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। শ্রীযুক্ত গৌরবিহারী মিত্র বি-এল; অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত পশুপতি মুখোপাধ্যায় বি-এল; মাষ্টার শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ বি-এ; শ্রীযুক্ত বসন্তচরণ চৌধুরী বি-এল; শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এল; শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ বি-এল। উকিল শ্রীযুক্ত অন্নদা-প্রসাদ দত্ত; মোক্তার শ্রীযুক্ত অবনীপ্রসাদ দত্ত প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ২৩শে এপ্রিল স্থানীয় মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায় এক বিরাট্ সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় উপদেশক পণ্ডিত মহাশয় "মানবজীবনের কর্ত্তব্য"-সম্বন্ধে প্রায় ২ঘণ্টা-কাল একটী হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত, ধনী, নির্ধনী, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী ব্যবসায়ী অনেকেই উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

২৪ শে এপ্রিল বাঁকুড়ার জজকোর্টের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয়ের আহ্বানে প্রচারকগণ তাঁহার ভবনে উপস্থিত হন। এই দিবস উপদেশক পণ্ডিত মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নবযোগেন্দ্র-সংবাদের কতকাংশ পাঠ করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন। সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে স্থানীয় প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, আর বোস, সবজজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তৃতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত নীরদলাল সোম; একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এম, কে, ভট্টাচার্য্য, সবরেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পাঠক প্রভৃতি শিক্ষিত ও ভদ্রমহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২৫শে এপ্রিল তারিখে বাঁকুড়া সহরের অন্তর্গত নূতনচটীর রিটায়ার্ড ডিভিসন্যাল ফুলইন্স্পেক্টর ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার মহোদয়ের বিশেষ যত্নে ও আগ্রহে তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া উপদেশক পণ্ডিত মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্নসমূহের অন্যতম—"জীবের একান্ত শ্রেয়োলাভের উপায় কি"—এ বিষয়ে শ্রীল সূত গোস্বামীর উত্তরের মর্ম্ম পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে কৃষ্ণভক্তি-লাভই যে জীবাত্মার পরম-মঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়, তাহা সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। সভায় প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস এম-এ, পি-এইচ্ ডি, বাঁকুড়া কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক প্রফেসার শ্রীযুক্ত রামশরণ ঘোষ এম-এ, প্রফেসার শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল; সব সবডিভিসন্যাল অফিসার রায় এন, কে, বোস বাহাদুর; শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল, শ্রীযুক্ত অমূল্য-রতন রায় বি-এল, ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নটবর রায়, উকিল শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ দত্ত; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং ওরিয়েণ্টাল স্কুলের বহু ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দত্ত উকিল, শ্রীযুক্ত অবনীপ্রসাদ দত্ত মোক্তার এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সোম ম্যানেজার মহাশয়ের বাঁকুড়ায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণীপ্রচারের সহায়তা-কল্পে ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিষ্কপট সেবা-দ্বারা যে ভক্তানুকূল সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সকল গৃহস্থ ভক্তেরই অনুসরণ-যোগ্য ও আদর্শস্থানীয়।

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা

৪৪৭ গৌরাব্দের নূতন 'নবদ্বীপ-পঞ্জিকা' বাহির হইয়াছে। ভিক্ষা—৵০, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। প্রাপ্তি-স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৭০; ২০শে মে ১৯৬৩ | ৪০শ সংখ্যা

জাতি-বিচার

পরমার্থি-বৈষ্ণব বা পারমার্থিক বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিতে নাই। জাতিবুদ্ধি করিলে অপরাধ হয়। পারমার্থিক বৈষ্ণব সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তিনি একাধারে স্বতন্ত্র। বেদ-শাখা-সমূহের ভেদময় বিভাগ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি সত্যযুগে 'হংস'-নামধারীর অন্যতম বলিয়া পরিচিত।

সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয়ের বিভাগ হয় নাই। ত্রেতার প্রারম্ভে সত্যধর্মের একপাদ হানি হওয়ায় এই প্রকার জাতি-বিভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলেও পারমার্থিক হংসজাতি চিরদিনই একায়ন-পদ্ধতি-বিচারে বৈদিক ব্রাহ্মণোত্তম।

সত্যযুগ অতীত হইবার পরেও ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বর্ণ-ধর্মের বিচার পরিলক্ষিত হয়। শৌক্রবর্ণ-বিচার-ধারাতীত বৃত্তগত ব্যক্তিগত বর্ণ-বিচার চিরদিনই ভারত-বাসীর নিকট পরিচিত। মহাভারত ও পুরাণাদি ঐতিহ্য-শাস্ত্র-সমূহ এই সকল কথা অতি বিশদভাবে প্রমাণিত করেন। তজ্জন্যই পারমার্থিক ব্যক্তি-বিশেষকে শৌক্র-বর্ণান্তর্গত করিবার বিচার কোনদিনই শাস্ত্র-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ে স্থান পায় নাই।

শ্রীনারদ, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস প্রভৃতি পারমার্থিক আচার্যগণের বিচারানুকূলে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের পরবর্তি-কলিযুগে শ্রীশঠকোপদাস প্রমুখ আলোয়ার-চতুষ্টয় সংকুল ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ না করিয়াও "সর্ব্বে ব্রহ্মজা ব্রাহ্মণাঃ" প্রভৃতি শ্রৌত বিচারে পরমোত্তম ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইয়া "দিব্যসূরি" আখ্যা লাভ করিয়াছেন।

পরবর্তিকালে সহস্র বৎসরের মধ্যে নানক, কবীর, রবিদাস প্রভৃতি বিভিন্নকুলজাত নানা মতবাদের আচার্য-নিচয়ও ন্যূনাধিক হংস-জাতির বিচার-পদ্ধতি-ক্রমে

ভারতীয় অন্যান্য বর্ণাশ্রমেও পূজিত ও সম্মানিত হইয়াছেন। তাঁহাদের অনুকূল শাস্ত্র-সমূহও শিষ্ট-সমাজে চিরপরিচিত। উদার শিক্ষার অভাবে শ্রেণীবিশেষ-সমূহের মধ্যে বংশ-পরম্পরাগত বর্ণ-বিচার ন্যূনাধিক আদৃত হইলেও তাঁহারা প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বর্ণোচিত সম্মানাদি প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন না। শিষ্টাচার-বিগর্হিত বিচার যে-কালে মৎসরতার কবল-কবলে কবলিত হয়, সেই কালেই নানা প্রকার কুতর্ক আসিয়া কৃষ্ণের অধিষ্ঠান-পরিচ্ছিন্ন বহুত্বীবে অনাদৃত ক্রিয়ার সমর্থনে উহাদিগকে যথাযোগ্য স্থান দিবার পক্ষে বিঘ্নকর্তা সৃষ্ট হয়।

সনাতনধর্মের শ্রুতি, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র ও পুরাণ—এই চারিপ্রকার শাস্ত্র-আলোর ন্যূনাধিক হংসজাতীয় একায়ন-পন্থিগণ সন্ধানমুখে বিচিত্র উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রানুকূল পদ্ধতি-বিশেষ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন বিচার প্রবর্ত্তিত আছে। এক শাখা অপর শাখার বিচার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিলেও বিবাদের ছলনায় পরস্পরের সামাজিক গৃহ ও শ্রৌত বিধিকে আক্রমণ করেন না এবং নিজ-নিজ বিধিও পরিত্যাগ করেন না। যে-সময়ে কোন শাখা নিজ-বিধির প্রতি উদাসীন হইয়া প্রভাব প্রদর্শন করেন বা অন্য বিধির অনুগমন করার যোগ্যতা বিচার করেন, সেইকালে উহার বিচার-পদ্ধতিতে ন্যূনাধিক ভেদ দৃষ্ট হয়।

বদ্ধদশায় জীবের তাৎকালিক বিচারে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা অবস্থান করায় নিজ-নিজ বিচার-পদ্ধতিকেই বহুজীব সম্মান করিয়া থাকেন। যুক্তির লক্ষণ-বিচারে ঐহিক ও পারমার্থিক-বিচার-ভেদ থাকায় ঐহিক-বিচারে পারমার্থিক বিচারকে আক্রমণ না করিয়া যাঁহারা নিরপেক্ষ থাকেন—অবস্থা-বিশেষের বিচার মনে করেন, অপরার্থের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আত্ম-কলঙ্কিত করিবার অবকাশ পান না। পরন্তু এই তমসাবৃত জগতে স্ব স্ব প্রবল স্বার্থাধিকারে নিযুক্ত থাকিয়া তামস প্রকৃতির ব্যক্তিসকল সদ্গুরু-বিনাশের বিচার আবাহন করেন এবং কখনও বা হ্রাসপ্রকৃতি-বশে সাত্বতদিগের প্রতি অবিচার করিয়া বসেন। কখনও বা আত্ম-পরিচয়ে সাত্বতাভিমানে ভাগবত-বিরোধি-বিচার-প্রণালী দেখাইয়া এবং নিজ-সংশোধন প্রার্থনা না করিয়া অসৎগর্ব্বে স্ফীত হন। কিন্তু পারমার্থিক-গণ বিশুদ্ধ সত্ত্বে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত থাকায় নির্ব্বৈরতায় এবং রজস্তমোগুণময় বিচার-পদ্ধতির আক্রমণকারী নহেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত শুদ্ধ গৌড়ীয়গণ কোন ক্রমেই হেয়রজোগুণাঙ্কিত বিচারের পুষ্টি সাধন করেন না। তাঁহারা হংসজ্ঞানে সাত্বত-বৈষ্ণব-ক্রবগণের নিকট হইতে পরমহংস যোজন দূরে থাকেন। সাত্বত সংহিতার মহিমা-বিস্তার-করে তাঁহাদের চেষ্টা অনুক্ষণ প্রশংসনীয়। তাঁহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যোপলব্ধিতে পারঙ্গত হইয়াও, যাহাতে বহু-বিচার প্রবল হয় এবং তমঃশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সেই সকল ব্যাপারে যে শাস্ত্রের শাসন-সমূহ আছে, উহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন।

শুদ্ধ আচার্য্যের অনুগমনই শুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত একায়ন-শুদ্ধ পারমার্থিক ভক্তগণের আসন। তাঁহারা জানেন যে, পদ্মপুরাণ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী জনগণের অধঃপতি বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা কোন দিনই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করেন না—স্ত্রী-জাতি ও পুরুষ-জাতি এবং বিশুদ্ধসত্ত্বময় সদ্গুণান্বিত সম্প্রদায়, শ্রৌত বা বৈধিক বেদজ্ঞ সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণজাতি, কেবল পুণ্যাচারযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ বিচার হইতে স্থানান্তরিত ক্ষত্রজাতি, বৈশ্যজাতি ও শূদ্রজাতি, সঙ্কর অনুলোম, প্রতিলোম, অপসদ, অপসদসেবক জাতি-সমূহের বিচার শুদ্ধ পারমার্থিক বিচারের অনুকূল নহে বলিয়াই জানেন। তাই বলিয়া তাঁহারা পরমার্থ-বিরোধী, শাস্ত্র-বিদ্বেষী ও ভক্তি-বর্জ্জিত হইয়া উহাদের বিভিন্ন শ্রেণী-নির্দ্দেশেরও বিরোধী হন না। শুদ্ধ বৈষ্ণবকে অর্থাৎ কাপট্যরহিত বিশুদ্ধ পারমার্থিককে লৌকিক জাতি-বিভাগের মধ্যে বাধ্য করিতে তাঁহাদের ধৃষ্টতা নাই। যাঁহাদের ঐরূপ ধৃষ্টতা থাকে, তাঁহারা বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করিয়া পরস্পর অনর্থ-বিবাদ-সূত্র পাকাইতে থাকেন এবং আপনাদিগকে তাত্ত্বিক-অভিমানে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অবমাননা করিতেও পশ্চাৎপদ হন না।

শ্রীরূপানুগ মাধ্বগৌড়ীয়-বিচারপদ্ধতি হইতে হইলে শুদ্ধ-ভক্তের সঙ্গ করা আবশ্যক। নতুবা কর্ম্মদৃষ্টি ও জাগতিক আধ্যক্ষিক ইন্দ্রিয়-তাড়না জীবগণকে অধিকতর তিমিরে প্রবেশ করাইয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখায় এবং দৃষ্টি-শক্তির ক্রিয়া শুদ্ধ হইলে বর্ত্তমান-কাল-প্রচলিত সময়বাদের বিকৃত বিচার তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে।

৩

মূর্খ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বিচার-গ্রহণে অসমর্থ বলিয়াই জাগতিক বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ শ্রেণী-বিভাগ-ক্রমে শিক্ষার উচ্চাবচত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তামসিকতার বা অপর-বিনাশবাদের অবলম্বনে যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-সমূহ বদ্ধজীবের কামমনোবাক্যকে বিনাশ করিবার যত্ন করে, ঐ প্রকার তথাকথিত সমন্বয়-বাদ হইতে যে একাকার-পদ্ধতির উদয় হয়, সমন্বয়ের পরিবর্ত্তে উহাকে নিষ্পেক্ষ বিচারকগণ ভগবদ্‌বিমুখতা-জনিত অপস্বার্থ বলিয়া নির্ণয় করেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণ বিশুদ্ধ পারমার্থিক তাঁহারা শ্রীরূপানুগ গোবিন্দীপ্রণয়ী বৈষ্ণবগণের অনুবর্ত্তী এবং বদ্ধ ও মোক্ষের সকল অবস্থার পরিবর্ত্তক, সুতরাং প্রকৃত সৎ-পাণ্ডিত্যে বিকুণ্ঠিত। জড়তাধাগত পাণ্ডিত্য ও ব্যবহার তাঁহাদিগকে কখনই আবদ্ধ করিতে না পারায় তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমের মুক্ত সেবক বা ভক্ত। পুরুষোত্তম বস্তু বিষয়-বিচারে আশ্রয়-পুরুষোত্তমের একমাত্র আরাধ্য। বিষয়াশ্রয়গত পুরুষোত্তম-মণ্ডলী "ভাগবত -পরমহংস" নামে প্রসিদ্ধ পারমার্থিক। মাধ্বগৌড়ীয়গণ তাঁহাদেরই বিচার পোষণ ও অনুগমন-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যের উপদিষ্ট সৎশিক্ষা, ধর্ম্মদৃষ্টিযুক্ত আধ্যক্ষিকগণের নিকট উপস্থাপিত করিয়া অপ্রাকৃত বিচারের দিক্ নির্ণয় করেন। বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী দৃষ্টি কখনও বদ্ধজীবের আরাধ্য বিষয় হয় না। যে-সকল মৎসর বদ্ধ-জীব ভাগবত-দিগ্‌দর্শনীতে দোষ দর্শন করেন, তাঁহারা পরমার্থ-বিরোধী বলিয়া ভাগবতগণ তাঁহাদের নিকট কোন ভিক্ষা লাভ করেন না। কুতর্কের আশ্রয়ে ভাগবত-ধর্ম্মের উৎসাদনই তাঁহাদের বিচারানুকূল। পুরুষোত্তমাশ্রয়ের ছলনায় বাহিরে আপনাদিগকে আশ্রিত পুরুষোত্তমের অনুগত বলিয়া প্রচার করিয়া তাঁহারা নিয়ত আশ্রয়জাতীয় পুরুষোত্তমের ও শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের প্রতি আক্রমণ করিবার প্রবৃত্তিতে অবস্থিত। তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই যে মাধ্ব-গৌড়ীয়গণ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রকট করেন, তাহাকে অনুকূল-ভাবে গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহারা আপনাদিগকে জড়-বদ্ধ, ভব-তাড়িত অবস্থাবিশেষ-প্রাপ্ত জীবজ্ঞান করেন এবং পারমার্থিকগণকেও তাঁহাদের সমজাতীয় রজস্তমোমিশ্র-সত্ত্ব-প্রতিম ভাবযুক্ত জ্ঞান করেন। সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি বিকার-বুদ্ধি-চালিত হইয়া তাঁহার স্কন্ধে অপারমার্থিক ভার চাপাইয়া দিবার অভিনয় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক-স্থলেই দেখা যায়।

ভগবদ্‌বিমুখ বদ্ধজীবগণের মধ্যে সমন্বয়তা বা নিত্য সত্তীর প্রবণতা। এই ব্যাধির নিরোধকারী শ্রীমদ্ভাগবত-নামক গ্রন্থের ও তদ্বর্ণিত ভাগবতধর্ম্মের কীর্ত্তন-কারিগণই শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত শ্রীচৈতন্যভাগবত, তাঁহারাই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়। মাধ্বগণের মধ্যে একদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত আছে বলিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-গণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারানুকূলে শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিত গোস্বামিবর্গের ও সপ্তম গোস্বামিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের অনুগমনে শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের আশ্রয়ে বৈধ-বর্ণাশ্রমের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-জীবনের পরমোন্নত পন্থা চিরদিনই কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। মাধ্বগৌড়ীয়-বিচারে নিত্য-বৃন্দাবনস্থ ষড়্ গোস্বামীর বিচার-পুষ্ট ও শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবস্থিত। এই ধর্ম্মের সুষ্ঠু পালনক্রমে সাধক জীবের ভাগবত পরমহংস্য-ধর্ম্ম-লাভ ঘটে। কিন্তু তদ্বিষয়ে জড়দর্শনপরবাদী ভাগবত-বিরোধী অন্য সাম্প্রদায়িক পরমহংস-নামধারিগণের মধ্যে বিচার-ভেদ উপস্থিত হয়।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে শ্রীমদ্ভাগবত-সাহিত্য-সেবার প্রচুর দরিদ্রতা উপস্থিত হওয়ায় ভাগবত-পাঠক-সম্প্রদায়ের অনেকেই বৈষ্ণ-বৃত্তি-অবলম্বন-পূর্ব্বক পৃথক্‌ভেদের মনস্তুষ্টির জন্য ভাগবত-ব্যাখ্যাতা সাজিয়াছেন। বঙ্গদেশের এই অসুবিধা-বিদূরণ-কল্পে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী-প্রতিম ঢাকা-নগরে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। সুতরাং ইহা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অপূর্ব্ব দয়া-বিতরণের একটী অপ্রাকৃত অধিষ্ঠান। শ্রীমদ্ভাগবতের নিরপেক্ষ নিরসুণ-বিচারী যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরীর অধিবাসিগণ ও পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ সকলেই জানিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সুযোগ দিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর আজ কএক বৎসর হইল ঢাকা-নগরীর কেন্দ্র-স্থলে ১০নং নবাবপুরে প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজমঠ শ্রীমাধবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মঠ হইতে শ্রীগুর্ব্বিণী-শিষ্যিবরকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক ঢাকা-বাসিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত-গ্রন্থ-দ্বারা ভাগবতগণের শুদ্ধ প্রণালীতে ভগবৎ সেবা-বিধান করাইতেছেন। তৎপ্রভাবে অদ্বৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের

সঙ্কীর্ণতা—যাহা শ্রীমদ্ভাগবত সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাহার হেয়তা জগতের নিকট প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু উহাতে অদৈব-বর্ণাশ্রমের কতিপয় বিধি-নিষেধের ন্যূনাধিক স্বীকারে পরমার্থ-প্রচারে যে আংশিকতা দেখা যাইতেছিল, তাহার প্রতিবিধানের জন্য প্রথম সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী কুরুক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রদর্শিত হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রদর্শনী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে ও সমীপে প্রদর্শিত হয়। পঞ্চম সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা-নগরীতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবক গৃহস্থ ভক্তগণের সমষ্টিক সেবাফলে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে" বর্ণিত যে-সকল উপ বা অপসম্প্রদায়ের বিচার-প্রণালীতে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বিকৃত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই বিকৃতচিত্তজনগণের চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জন ও একমাত্র ঔষধ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনকে জয়যুক্ত করাইবার জন্যই শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাহত পাঞ্চরাত্রিক বিধান ও ভাগবত-প্রবর্ত্তনীর কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে উত্থাপনকারী জাতিবিশেষ শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম্মকে উৎপাদন করিবার মানসে নানাপ্রকার দুরভি-সন্ধির পরিচয় দিয়াছে জানিয়া গৌড়ীয়-সমাজের অভিভাবক-গণ এবং শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক মহোদয় জীবগণের কল্যাণের জন্য ও পরমার্থ-প্রবণ-চিত্ত জনগণের সেবা-বিধানের নিমিত্ত যে-সকল চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে সম্প্রতি একটী অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। একটী জাতি-বিশেষ তাহাদের জাগতিক বিচারটীকে পরমার্থের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম মাধ্বগৌড়ীয়-গণের পূর্ব্বতনগণের শ্রীল দাস-গোস্বামীর বিচারকে খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ওঁ বিষ্ণুপাদ নিত্য কৃষ্ণবর্ষ্ম শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুপাদ স্বীয় আশ্রিতবর্গের নিত্যমঙ্গলের জন্য যে 'মনঃ-শিক্ষা' রচনা করিয়াছেন, তাহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মগণের জীবাতু। মনঃশিক্ষার অনুসরণে সর্ব্বদা কৃষ্ণবহির্ম্মুখের সঙ্গ প্রদান করিতে হইবে। সুজন বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখের সহিত কোন দিনই বিরোধ করেন না। কৃষ্ণবহির্ম্মুখে যে কনক-কামিনীমূলক ঘরবাড়ী ও কনকভোগমূলক সৎকর্ম্ম প্রভৃতি নৈতিক কর্ম্মের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়, তাহার অনুসন্ধান করিবার কুচিন্তা কোন দিন পারমার্থিককে বিব্রত না করে। এইরূপ সর্ব্বদা সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণের সম্মান দিতে হইবে। সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞ কেবল-ভক্তিযোগরূঢ় ভাগবতরাজ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল রঘুনাথ দাসের শ্রীচরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বিপথগামী হয়, তাহাদের বিচারের সহিত মাধ্ব-গৌড়ীয়গণের বিচারের নিত্যকাল পার্থক্য আছে, যেহেতু মাধ্বগৌড়ীয়গণ জানেন যে, "ঈক্ষতে জাতিনামাকৃতিং ন খলু নিয়তং গুণম্।" সুতরাং মাধ্বগৌড়ীয়গণ পারমার্থিক-বিচারে নরকাস্থিবাদের পক্ষপাতী নহেন।

সভ্যতাদি চাক্‌চিক্যেই পারমার্থিকের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষ চলিতেছে, এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ জগতে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিদ্বেষী আধ্যক্ষিকগণ-কর্ত্তৃক অদ্যাপি স্বীকৃত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া যদি কাহারও তত্তৎগ্রন্থজীবী, ভূতক পাঠক, বক্তা বা দেবল হওয়ার বন্ধ হয়, তাহা হইলে পারমার্থিক জীবনের উন্নতি হইল না, জানিতে হইবে।

পুনরাবৃত্তির বিষময় ফল উৎপন্ন হইবার প্রতিপক্ষে বেদান্ত-দর্শনের চতুঃসূত্রী "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ," শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ," শ্রীমদ্ভাগবতের পারমহংস্য-বিচার প্রভৃতি যে-সকল ভগবদ্ধর্ম ইহজগতে বর্ত্তমানকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার সমাদর করিতে না শিখিলে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করিতে পারিব না। শ্রীচৈতন্যানুগ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে নূতন করিয়া কপটতা-বিস্তার ও ছিদ্রান্বেষণ প্রভৃতি ধর্ম্ম কখনও ভাগবতধর্ম্মের অনুকূল নহে।

যে-দিন মাধ্বগৌড়ীয় মঠের বিচারকগণের সহিত জাতি-বিশেষ পৃথক্ হইয়া তাঁহাদের প্রতিকূলাচরণ করিবেন, সেই দিন তত্তৎ জাতিবিশেষ নিজস্ব বা স্বীয় ওজন বুঝিতে না পারিয়া আত্মবিনাশ কামনা করিবেন মাত্র। এই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং জাতি-বিশেষের চিন্তাস্রোতও পরিবর্ত্তনশীল। প্রকৃতিজনের অন্তর্গত জাতিগুলি পরিবর্ত্তিত হয়, ইহাই যুগচতুষ্টয়ের ইতিহাস প্রমাণ করে। সুতরাং আবার কেন পরমার্থ-বিষয়েও আধ্যক্ষিকতা? আমরা জানি, উহা ভগবদ্‌বিমুখ বদ্ধজীবের অনুকূল বিচার।

যে-দিন মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর

সর্ব্বতোভাবে আদর করিবার ইচ্ছা হইবে, সেই দিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অযযোদয়া-দয়ার কথা—অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত বিচারের কথা জানিতে পারিয়া প্রত্যেক পূর্ব্ববঙ্গবাসী, প্রত্যেক পশ্চিমবঙ্গবাসী, প্রত্যেক ভারতবাসী, প্রত্যেক অমুদ্বীপবাসী এবং পার্থিব-বিচার-পরায়ণ সর্ব্বকালস্থিত লোকসমূহ—সকলেই সমস্বরে হরিকীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা লাভ করিবেন—সে-দিন মাধ্বগৌড়ীয় মঠের অনুগতগণ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের অতি সুমধুর ফলময় ফলের সেবনে রসিক হইয়া অতিমর্ত্য-প্রণালীর আস্বাদন-তারতম্য বুঝিতে পারিবেন। তখন—"আমরা 'ব্রহ্মভিক্ষু', 'ব্রাহ্মণ জাতি', 'কায়স্থজাতি', 'বৈদ্য জাতি' 'সচল জল নবশাখার বৈষ্ণব-জাতি', 'অচল জল বৈষ্ণবজাতি', বর্ণাশ্রমের সেবক পার্থিব পরোপকারী 'শূদ্র জাতি', "ও তদ্ব্যতিরিক্ত চতুর্ব্বর্ণাতীত "পঞ্চম জাতি"—এরূপ বিচার-সম্পন্ন জাতি-সমূহ নিজ-নিজ জাতীয় গৌরবের হস্তক্ষেপে পারমার্থিক মাধ্বগৌড়ীয়-মঠের প্রতি আক্রমণ করিবেন না।

ব্রহ্মজ্ঞ না হইলে ব্রাহ্মণেতর প্রতীতি বদ্ধজীবকে বিভিন্ন স্তরে স্থাপন করিয়া যেরূপ ভেদ-ভিন্ন-বিবেচনে নিযুক্ত করে, পাষণ্ডিক ভক্ত-সম্প্রদায় সেইরূপ বিচারকে কখনও নিজ-গুরুদেব ও ভগবানের সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে আদর করেন না। এজন্যই শাস্ত্র এত উচ্চকণ্ঠে বৈষ্ণব-মহিমা গান করিয়াছেন। উহাই পঞ্চরক্ষাত্মক শ্রীহরিকীর্ত্তনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মাধ্বগৌড়ীয় মঠের একমাত্র আরাধ্য এবং তদনুগমনে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বা সহস্র সহস্র প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের প্রকারভেদ-দ্বারা বদ্ধজীবের কল্যাণের উদ্দেশে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকম্পা বিস্তীর্ণ হইতেছেন।

এই সকল কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিবার মূল কারণ ও উপায় যে গৌরশক্তি—যাহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুবর তাঁহার অনুগত সম্প্রদায়ে সঞ্চার করিয়াছেন, সেই শক্তির বলেই শ্রীরূপানুগেতর বিচারযুক্ত সাম্প্রদায়িকগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা-ব্যতীত তাঁহাদের উৎখাতোদ্দেশে কোন কল্পনা করিতে মাধ্বগৌড়ীয়গণ অসমর্থ। তাঁহারা জগদ্গুরু শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদের প্রচার-বিচারানুকূলে নিত্যকাল যত্ন-বিশিষ্ট। সেইরূপ তাঁহারা আপনাদিগকে কেবল বৈষ্ণববিচারপর মাধ্ব বলিয়া পরিচয় না দিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদময় শুদ্ধ বিচারপর নিত্যযুক্ত যত্ন, গোস্বামীর অন্যতম আচার্য্য শ্রীল জীবপাদের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বকীয়-পারকীয়-বিচারস্থানে অবস্থিত অর্ব্বাচীন মূঢ় জনগণের সুবিধার জন্য শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ সংস্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং জাতিবিশেষের অন্তর্গত ব্যক্তিগণকে শ্রীগৌ-সুন্দরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করায় বা মাধ্বগৌড়ীয়-মঠের শিক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে অশিক্ষিতের ন্যায় আক্রমণ করায় যাহাদের অপরাধ উপস্থিত হইয়াছে, সেই অপরাধের মালিন্যগণকে ধন্যে তৃণ ধারণ করিয়া আমরা বলিতেছি যে, আপনারা জাতিবিশেষের প্রত্যেক ব্যক্তিই সাধু, কিন্তু নিজ-নিজ সাধুত্বের আদর্শে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রতিপাদ্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণ-সেবা করুন—আপনাদের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবে। আমরা ত' শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে পড়িয়াছি,—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ পরিতোঽশনন্তি।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্,
কস্মাদ্ ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্॥

(ভাঃ ২।২।৪)

সুতরাং ঢাকা ধনকুবেরের জাতি-বিশেষ সমবেত চেষ্টায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবকগণকে নির্য্যাতিত করিতে পারিবেন না। জাতি-বিশেষে অবস্থিত পরমহংসগত গৃহস্থ-ভক্তগণের সম্পত্তি-বোধে প্রাকৃত দর্শন-যোগ্য মাধ্বগৌড়ীয়-মঠের বর্ত্তমান সৌধটী ভোগী কর্ম্মীকুলের অধীন বা আয়ত্ত করিলেই যে মাধ্বগৌড়ীয়মঠের অসুবিধা হইয়া যাইবে, তাহা নহে। তাঁহারা বৃক্ষতলবাসী শ্রীল রূপ-সনাতনের অনুগত। তাঁহারা এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি বাস করিতে পারেন। সুতরাং মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রতি জাতিবুদ্ধিকারিগণের নিজ-নিজ জাতীয় গৌরব-সমৃদ্ধির যে-সকল উপায় উদ্ভাবন-চেষ্টা, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত স্বীকার করেন না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গাভিলাষ মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের কোন সেবকের হৃদয়কে কোন দিন কলুষিত করে নাই বা করিবে না।

বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি অবিচারিত বিধান কোন দিনই কোন মাধ্বগৌড়ীয় সেবককে আবরণ করিতে পারিবে না। যে-দিন যাঁহাকে তাহা আবরণ করিবে, সেই দিন তিনি আপনাকে শ্রীচৈতন্য-সেবা-বিমুখ বলিয়া অভিমান করিয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ,

গহনীয় আধ্যাত্মিক জাতি, অভিনীয় বৈশ্যাদুকূল জাতি বা শূদ্রবাহি-জ্ঞানে আপনাকে নিত্য মাধ্বগৌড়ীয়মঠের বিচার হইতে পৃথক্ ঘোষ করিয়া নিজ-নিজ অমঙ্গল সাধন করিবেন।

মাধ্বগৌড়ীয়মঠ কিছু কোন ব্যবসায়িগণের প্রতিযোগী ব্যবসায়ীর দোকান নহে, অথবা অবৈধ বর্ণাশ্রমিগণের আড়িখানা নহে, অথবা আধ্যাত্মিক গোলামখানা নহে। এই সকল শব্দার্থে অভিজ্ঞান লাভ করতঃ বহুদশা হইতে মুক্ত হইয়া 'হরিজন'-শব্দ কোন্ বিচারে প্রতিষ্ঠিত জানিতে পারিলে প্রকৃতিজনগণকে 'হরিজন', 'দরিদ্রনারায়ণ' বা নিম্নস্থ অবর শ্রেণীর জ্ঞানে হিংসা করিবার দৌরাত্ম্য করিতে হইবে না। অভ্র-সম্বন্ধকারীর পরমার্থ-বিরোধ হইতেই 'দরিদ্রনারায়ণ' ও 'হরিজন' প্রভৃতি অপব্যবহৃত শব্দ জগতে প্রচারিত হইতেছে। নিরবর্ণের প্রতি নবীনাপ্রকাশ শ্রীগৌরসুন্দরের বা তদনুগত নবীনা-প্রকাশ-সংবাদপত্রের সম্পাদক ও লেখকগণের অনধিযোগ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের পূর্ণ পারমার্থিকতা না হওয়া পর্য্যন্ত বা পরমার্থের দিকে অগ্রসর হইবার বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদিগের বহুদশার আধ্যাত্মিকতাকেও 'পরমার্থ' বলিয়া গ্রহণ করেন না। ঐরূপ সম্বন্ধ-বিচার লৌকিকার্থ-মূলক ও জড়-তারতম্য-রহিত নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধিজাত বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-মাত্র। আপাতদর্শনে উহা নানা প্রকারে মানব-তর্ককে একদেশ দর্শন করাইয়া প্রমুগ্ধ করাইতে পারে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যশিক্ষাইতে শিক্ষিত জনগণের নিকট ঐরূপ বিচার অন্ধকূপকর্দ্দম-মাত্র।

জাতি-বিশেষ যদি অবধা ও বিবর্ত্তবুদ্ধিতে অধিকসংখ্যক মাধ্বগৌড়ীয়গণকে আকর্ষণ করেন, তাহা হইলে সেই জাতি-বিশেষের বিচারগত দুর্ব্বলতা তাঁহাদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পথে ব্যাঘাত উৎপাদন করাইবে। সুতরাং আমরা বলি,—ভাগবতশিক্ষা-মন্দিরের বোর্ডে শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ন্যায় আর একটি শাখা-বিদ্যালয় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে স্থাপিত হউক এবং গার্ভমেণ্ট-বোর্ডের অধীনতায় তাহা recognised হইলেই মাধ্বগৌড়ীয়-মঠের বিচার-প্রণালী শিক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসী বহু হইবেন—বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যকরুণা জাতি-বিশেষ, বিশেষতঃ ঢাকাবাসী ও পূর্ব্ববঙ্গবাসী সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

গৌড়ীয়-দর্শন

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৮ম বর্ষ ৪৯শ সংখ্যা ৭৭৮ পৃষ্ঠার পর)

পরিণামবাদ

ব্রহ্মসূত্রে ব্যাস শক্তি-পরিণামবাদের বিচারই ব'লেছেন। বস্তু-পরিণামবাদ ব্যাসের অভিমত নহে। তাজেই আচার্য্য শঙ্কর ব্যাস পাছে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হন, এই আশঙ্কায় যে বাদ উঠিয়েছেন, তা'র কোন অবকাশই নাই। শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—

ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম-বাদ'।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তা'র উঠাইল বিবাদ॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি' 'বিবর্ত্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ সেই ত' প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্তো হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিও মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময়॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অকপোল-কল্পনা

ব্রহ্মসূত্রের "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রকে উপলক্ষ ক'রে "বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ"—এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে, আনন্দময়-বাক্যে ব্রহ্ম-শব্দটী

সংযুক্ত না থাকায় তাঁকে মুখ্য ব্রহ্ম বলা যেতে পারে না। আনন্দময়কে ব্রহ্ম বল্‌লে বাধ্য হ'য়ে অবয়ব-সম্বন্ধ-হেতু সবিশেষ-ব্রহ্মই বল্‌তে হয়। আনন্দবল্লীতে আনন্দ প্রচুর অর্থাৎ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় কথিত হ'লে তা'তে দুঃখেরও অস্তিত্ব আছে জানা যায়, কেননা, আধিক্য-অনুসারেই প্রচুর শব্দের প্রয়োগ হয়। তা'র অন্যতা লক্ষ্য থাকে না। শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন,—আনন্দময় 'শুদ্ধ ব্রহ্ম' ন'ন্ ব'লেই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উক্তি না ক'রে আনন্দমাত্রের অভ্যাস ক'রেছেন। তিনি আরও বলেন, যদিও "আনন্দময়মাত্মানং" শ্রুতিতে আনন্দময়েরই অভ্যাস দেখা যায়, তথাপি অন্নময়াদির মধ্যে উহা পতিত হওয়ায় আনন্দময়েরও শুদ্ধ-ব্রহ্মবোধকতা নিয়ত হ'য়েছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য "তদনন্তর-প্রতিজ্ঞা-সম্বাদিভ্যঃ" সূত্রের ভাষ্যে "ব্যতিরেকং বিকারো নাম-ধেয়ং"—এই ছান্দোগ্য-মন্ত্রের উদাহরণ দিয়ে পরিণামবাদকে দোষযুক্ত বিকারবাদ ব'লে বিতর্ক উত্থাপন ক'রেছেন।

"পরিণাম" কাহাকে বলে ?

পরিণাম-বাদের লক্ষণ এই—"স-তত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধিবিকার ইত্যুদাহৃতঃ।" একটী সত্য বস্তু হ'তে অন্য একটী সত্য বস্তুর উদয় হ'লে তা'তে অন্যবস্তু ব'লে যে বুদ্ধি, উহাই বিকার বা পরিণাম। বিকার বা পরিণাম-বাদের উদাহরণ-স্বরূপে আমরা দেখ্‌তে পাই,—দুগ্ধ একটী সত্য পদার্থ; উহাই দধিরূপ অন্য সত্য পদার্থরূপে বিকৃত। ব্রহ্ম একটী সত্য-বস্তু। তা' হ'তে জীবরূপ অন্য একটী সত্য বস্তু, আবার ব্রহ্মাতিরিক্ত আর একটী সত্য বস্তুর পৃথগ্‌রূপে উদয় হ'য়েছে, এরূপ বুদ্ধিকে ব্রহ্মের বিকার বা পরিণাম বলা হয়।

ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তিই জগদ্রূপে পরিণত

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং"—এই বেদমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মেরই শক্তি যে জগদ্রূপে পরিণত হ'য়েছে, এ'তে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মের একটী অচিন্ত্য শক্তি আছে। তা' আমরা "পরাস্য-শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" এই শ্রুতিমন্ত্রে জান্‌তে পারি। সেই শক্তিক্রমে ব্রহ্মের শক্তিধর্ম্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়,—এরূপ সিদ্ধান্তে কোন দোষ হ'তে পারে না। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং" (ছাঃ ৬।২।১), "তদৈক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয়" (ছাঃ ৬।২।৩), "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" (ছাঃ ৬।৮।৪), "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৬।৮।৭) প্রভৃতি ছান্দোগ্যমন্ত্রে সেই ব্রহ্মই যে নিজ-শক্তিক্রমে চিজ্জড়াত্মক জগদ্রূপে পরিণত, ইহাই প্রসিদ্ধ। জগৎ ও জীব—উপাদেয়, ব্রহ্ম—উপাদান। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মের উপাদানত্ব এবং জীব ও জড়ের উপাদেয়ত্ব স্বীকৃত হ'য়েছে। পরিণাম-বাদের যথার্থ মর্ম্ম বুঝ্‌তে না পার্‌লে এই জগৎ ও জীবকে পৃথক্ সত্যতত্ত্ব ব'লে বোধ হয় না। সুতরাং সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্যমন্ত্র হ'তে জানা যায়, —জীব ও জীবায়তন জড়জগৎ সত্যবস্তু। সুতরাং এরূপে ব্রহ্মের বিকারিত্ব হ'বে,—এই নিরর্থক আশঙ্কায় রজ্জুতে সর্প-বুদ্ধি ও শুক্তিতে রজত-বুদ্ধির ন্যায় জীব ও জগতের মিথ্যা-স্বরূপ কল্পনা করা প্রজাপত্তি-মাত্র। অবশ্য এরূপ অদ্বৈত-মোহন-কার্য্যের ভার নিয়ে আচার্য্য শঙ্কর ভগবদাদেশেই জগতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন এবং তিনি তদনুসারেই প্রচার ক'রে অদ্বৈতবিদ্বেষের হস্ত হ'তে বেদ-সমূহকে রক্ষা ক'রেছেন।

রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধির প্রয়োগস্থল

মাণ্ডুক্যাদি শ্রুতিতে যে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ও শুক্তিতে রজতবুদ্ধির উদাহরণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা'দের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগস্থল আছে। জীব শুদ্ধ চিৎকণ, মায়াবদ্ধ-বিশিষ্ট জীবের যে জড়দেহে আত্মবুদ্ধি, তা'ই বিবর্ত্তের স্থল। "অতত্ত্বতোঽন্যথা-বুদ্ধিবিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ" —যে বস্তু সেটী নয়, তা'কে সেই বস্তু ব'লে প্রতীতি করার নাম বিবর্ত্ত। জীবের পক্ষে বিবর্ত্ত একটী মহাদোষ। বদ্ধজীব সেই বিবর্ত্তবুদ্ধিদোষে দুষ্ট। এরূপ বিবর্ত্তদোষকে মূল-বিষয়ত্বে ও জীবত্বে আরোপ করা কল্পনা-মাত্র। অচিন্ত্য-শক্তিকে ভুলে গেলেই এরূপ ভ্রমের উদয় হয়।

শঙ্করাচার্য্যের মতে 'আনন্দময়'-পদের অর্থ

শঙ্করাচার্য্য বলেন,—আনন্দময়-পদের ময়ট্ প্রত্যয় বিকার-বোধক—প্রাচুর্য্য-বোধক নহে। এ সম্বন্ধে 'সর্ব্ব-সম্বাদিনী'তে শ্রীল জীবগোস্বামী ব'লেছেন,—"যদি চ সূত্র-কারস্য বেদান্তার্থানভিজ্ঞতায়াং নিগূঢ়ভক্তিপ্রাবল্যং, তৎ-প্রমাদ-মার্জ্জন-স্বচাতুরী-ব্যাজ-কল্প্যা তৎ "আনন্দময়" সূত্রস্যেবং ব্যাখ্যেয়ং—

আনন্দময়ঃ ইত্যত্র "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি স্বপ্রধান-

যের ব্রহ্মোপনিষদে ইতি, তথা বিকারশব্দে (১।১।১৭) চ 'বিকার'-শব্দে-বিষয়ঃ, 'প্রাচুর্য্য'-শব্দেন 'সাদৃশ্যং' ব্যাখ্যেয়ং, তথা সূত্রকারস্যাপ্যভিমতত্বেন প্রসঙ্গেৎ—তত্রঞ্চবাদিভিস্তৎ তথৈবাভিধানাৎ। 'ময়ট্'-প্রত্যয়-বিকার-প্রাচুর্য্য-শব্দানাম-নন্তর-মবিদ্বানাং কস্যার্থস্য ন বা বালকস্যাপি হৃদয়-মারোহতি।"

'ময়ট্'-প্রত্যয়ের অর্থ

'আনন্দময়' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের মধ্যে "ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা" —এই শ্রুতিবাক্যে মুখ্য ব্রহ্মই উপদিষ্ট। "বিকার-শব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ"-সূত্রে বিকার-শব্দে অবয়ব এবং প্রাচুর্য্য-শব্দে সাদৃশ্য ব্যাখ্যাত হ'লে সূত্রকারের শব্দজ্ঞান ছিল না,—এরূপ প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু তাঁ'র ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা বেদান্তের তত্ত্বার্থ প্রতিপন্ন হয় না। ময়ট্-প্রত্যয় হ'তে উৎপন্ন বিকার-প্রাচুর্য্য-শব্দাদির অনন্তর নিষ্ঠিষ্ট শব্দ-সমূহের অন্য অর্থই বা কি হ'তে পারে,—এ কথা ত' বালকের হৃদয়েও উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ময়ট্-প্রত্যয়ে বিকার ও প্রাচুর্য্যার্থ-ব্যতীত তা'তে অন্য অর্থ যোজনা করা যে নিতান্ত ভ্রম, তা' সহজেই বুঝা যায়।

চিন্তামণির উদাহরণ

মায়াবাদিগণের মতে বিবর্ত্তে বা মিথ্যাবাদের আশ্রয়ে জীব প্রকৃতি যাবতীয় বিভীষণভাব-বিশিষ্ট তত্ত্ব ব্রহ্মের নিজস্ব-স্বরূপে অজ্ঞান-দ্বারা কল্পিত হ'য়েছে। কিন্তু এরূপ বিচার তা'দের যুক্তিতেই টিকতে পারে না। অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম-রহিত, লক্ষণবিলক্ষণ, অহঙ্কার-শূন্য, চিন্মাত্র ব্রহ্মবস্তুর অজ্ঞানাশ্রয়-যোগ্যতা, অজ্ঞানবিষয়াশ্রিতত্ব ও ভ্রম-হেতুত্ব কখনই সম্ভব হ'তে পারে না। ব্রহ্ম পরম অলৌকিক বস্তু, সুতরাং তাঁ'তে মানবমনীষা বা জীবমনীষার নিকট যা' অচিন্তনীয়, সেরূপ অবিচিন্ত্য শক্তির অধিষ্ঠান আছে। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু চিন্তামণির উদাহরণের দ্বারা শক্তি-পরিণামবাদ বুঝাইলেন। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতি বস্তুতেও যখন অলৌকিক শক্তি দেখা যায় অর্থাৎ প্রাকৃত চিন্তামণি স্বর্ণ প্রসব ক'রেও যখন নিজে অবিকৃত থাকে, তখন পরব্রহ্মে যে অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ জীব ও জগৎ প্রসব ক'রেও অবিকৃত থাকবার শক্তি নিহিত থাকবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাত-কফ-পিত্ত ত্রিবিধ দোষ একাধারে রোগীদেহ আশ্রয় করলে যেরূপ পরস্পর বিরোধী ধাতু শোষণের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা হয়, তদ্রূপ পরস্পর বিরোধী গুণত্রয়ের বাহিনী শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের নিরাকারত্বাদি ব্যাপার বিচারিত হ'লেও অবয়বাদি স্বীকৃত হয়। শ্রুতি বলেন,—"বিচিত্র-শক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চাক্ষেষাং শক্তয়স্তাদৃশঃ স্যুঃ," আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যঃ সহস্র-শক্তিঃ"—অর্থাৎ সনাতনপুরুষ বিচিত্র শক্তিবিশিষ্ট। অপরে তাদৃশ শক্তি-সমূহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রুতিতে ব'লেছেন,—আত্মা ঈশ্বর অতর্ক্য সহস্রশক্তি বিশিষ্ট। ব্রহ্মসূত্রেও আত্মার ঐ প্রকার বিচিত্রতার স্বীকার আছে,—"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৮)।

অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈত-উপপত্তির কারণ

ব্রহ্মে কখনও দ্বৈতভাবের সঙ্গতি না থাকায় তাঁ'তে অজ্ঞানাদির অসম্ভাবনা-হেতু কল্পনা করা যেতে পারে না। "ব্রহ্ম যে অচিন্ত্যশক্তি-সমন্বিত"—এই শ্রুতিমন্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তি-অনুসারে ব্রহ্মে দ্বৈত-অনুপপত্তি দূরীভূত হ'য়েছে। অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈত-উপপত্তির একমাত্র কারণ ব'লে অবশিষ্ট। সে-জন্য নির্ব্বিকার স্বভাব-সম্পন্ন হ'লেও পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে বিশ্বরূপে পরিণামাদি সংঘটিত হয়। যেরূপ চিন্তামণি স্বয়ং বিকার-বিশিষ্ট না হ'য়েও সর্ব্বার্থ-প্রসবে সমর্থ—অয়স্কান্তমণি যেরূপ নিজে বিকার-বিশিষ্ট না হ'য়ে অন্য লৌহাদিকে আকর্ষণ-চালনাদি করতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবস্তু বিকৃত না হ'য়ে ব্রহ্মের বিকার-যোগ্য শক্তিবিকৃত হ'য়ে বিশ্বাকারে পরিণত হয়। সমাত্রৈব-প্রকাশমান স্বরূপেরই বিস্তারূপ দ্রব্যনামক শক্তি। সেই শক্তিরূপেরই পরিণতি হয়। স্বরূপের পরিণাম ঘটে না। পূর্ব্বে জলদর্শন ক'রে জল-সম্বন্ধে যে ধারণা উদিত হয়, উহার অপ্রসন্ন-সময়ে সেই ভাব নিদ্রিত থাকে বটে, কিন্তু আবার তদ্তুল্য বস্তুর দর্শনে সেই বৃত্তি জাগরিত হয়। সেই বস্তুর বিশেষ অনুসন্ধান-ব্যতীত সেই বস্তুকে পূর্ব্ববস্তুর সহিত অভেদপর ব'লে আরোপ করলে জল কিছু মিথ্যা হ'য়ে যায় না, কিংবা মরুময়ী জলাকারাবৃত্তিও মিথ্যা হয় না, অথবা বালিকুলা মরীচিকাদি বস্তুও মিথ্যা হয় না; কিন্তু বালির সঙ্গে অভেদ ব'লে আরোপই অযথার্থ বা মিথ্যা। "মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্ন্যেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ" —এই ন্যায়-অবলম্বনে স্বপ্নে ও জাগরণকালের দৃষ্টবস্তু আকার-রূপিণী মনোবৃত্তিতে পরমাত্মমায়া পূর্ব্বের ন্যায় সেই বস্তুতে

অঙ্গে আরোপ করে। তজ্জন্য বস্তুতঃ কিছুই মিথ্যা নয়। জড়াত্মা পরমাত্মার তাদৃশ তাদাত্ম্যারোপই মিথ্যা। বিশ্ব মিথ্যা নহে। বিশেষতঃ বিবর্ত্তের উদাহরণ জ্ঞানাদি প্রকরণের মধ্যে উল্লিখিত হওয়ায় গৌণ ব'লে, পরিণামবাদ স্বপ্রকরণে পঠিত হওয়ায় মুখ্য ব'লে এবং জ্ঞানাদি উত্তর-প্রকরণে পঠিত ব'লে "সন্ধ্যবদ্ব্যবহারিক" প্রাবল্যহেতু শক্তি-পরিণামকেই ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য ব'লে জানা যায়।

পরমব্রহ্মে বিরুদ্ধগুণের অচিন্ত্য সমন্বয়

শক্তি পরিণামবাদই "জন্মাদ্যস্ত"-সূত্রের সম্মত। অথবা অনন্ত নিত্যশক্তি যাঁ'তে আছে, স্থিত ও অবাক্—শক্তি-সমূহ যাঁ'র অধীন,—এরূপ শক্তি-সমূহের প্রভুই ঈশ্বর। অনন্তরূপে বিরাজমান, নিত্যানিত্যশক্তি, আত্মানাত্মশক্তি প্রভৃতির যুগপৎ অবস্থিতি পরমেশ্বরে কিরূপে সম্ভব, তা' জীব বর্ত্তমান জড়বদ্ধাবস্থায় মায়াশক্তির অধীন থাকা কালে বুঝ্‌তে পারে না। তজ্জন্য মানবজ্ঞানের নিকট প্রতীত ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ-গুণ-সমাশ্রয় পরমেশ্বরে নিত্য অবস্থিত। মানব জড়জ্ঞানের অহঙ্কারে নিজের ক্ষুদ্র অজ্ঞানরূপ সামর্থ্যকে মিথ্যা কল্পনার দ্বারা বিপুল ব'লে জ্ঞান ক'রে যে শক্তিরাহিত্যরূপ একটী অবস্থাকে ব্রহ্ম ব'লে কল্পনা করে, তা' চিন্তাশক্তির একটী প্রকার-ভেদমাত্র। তদ্দ্বারা জগৎকে ঈশ্বরের পরিণাম ব'লে বুঝ্‌তে গেলে বিবর্ত্তবাদ গ্রহণীয় হ'য়ে পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরে যে অচিন্ত্য নিত্যশক্তি-দ্বারা নিহিত, ইহা জান্‌তে পার্‌লে ঈশ্বরের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-পরিণত খণ্ডজ্ঞান-গম্য রাজ্যেও যে তিনি প্রপঞ্চাতীতরূপে প্রকাশিত বা অবতীর্ণ হ'তে পারেন, তা' বুঝা যায়।

"জন্মাদ্যস্য"-সূত্রে শক্তি-পরিণাম-বাদ স্বীকৃত

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা," তদুত্তরে "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই সূত্রটী। এই সূত্রে পরিণাম-বাদের উদ্দেশেই লিখিত। "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় মন্ত্র, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ"—এই মুণ্ডক-মন্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভোক্ত শ্লোক-সমূহের তাৎপর্য্যই পরিণাম বাদ। কিন্তু পরিণাম-বাদ গ্রহণ কর্‌লে পাছে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র দুষ্টহয় ও তদ্বেতুক শ্রীব্যাসদেব ভ্রান্ত ব'লে কাল্পনিক লক্ষণাবৃত্তিবাদিগণের আক্রমণের পাত্র হন, ইহার প্রতিষেধার্থ শ্রীশঙ্করাচার্য্য কাল্পনিক যুক্তি বিস্তার ক'রে বেদের অংশবিশেষের অন্য তাৎপর্য্য-জ্ঞাপক বিবর্ত্তবাদই সত্য ব'লে স্থাপন ক'রেছেন।

নির্ব্বিশেষবাদীর তত্ত্বাভাস বা মায়াবাদ

নির্ব্বিশেষবাদী লক্ষণা-বৃত্তি অবলম্বন ক'রে যে তত্ত্বাভাস প্রদর্শন করেন, তা'ই তত্ত্ববাদের পরিবর্ত্তে 'মায়াবাদ'-নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার কেবলাদ্বৈত-বিচার-দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইবার পরেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শ্রীমদ্ভাচার্য্যের তত্ত্ববাদ শ্রৌতপথাবলম্বনে অতাত্ত্বিকগণের তর্কপন্থামূলক সিদ্ধান্ত খণ্ডন ক'রেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিবৃত্তি-অবলম্বন-পূর্ব্বক বেদার্থকে আদর ক'রেছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য লক্ষণা-বৃত্তি-অবলম্বন-পূর্ব্বক যে বেদার্থ নিজ-ভাবে প্রচার ক'রেছেন, তদ্দ্বারা জীবের সর্ব্বনাশ হয়,—ইহাই শাস্ত্রত শাস্ত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভু জানিয়েছেন,—

মায়াবাদীভাষ্য-শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।
তাঁর দোষ নাহি, তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তা'র হয় সর্ব্বনাশ।
শুন দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ন্ লোকগর্হিতম্।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বঞ্চ চ প্রতিপাদ্যতে॥
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে॥
(পদ্মপুরাণ)

শ্রীশম্ভু বলিলেন,—দেবি, আমি যথাক্রমে তামস-শাস্ত্র-সকল বলিব, তা' শ্রবণ কর—যে-সকল তামস-শাস্ত্রের শ্রবণ-মাত্রে জ্ঞানিগণেরও পাতিত্য হয়। এই সকল শাস্ত্রে শ্রুতিবাক্য-সকলের লোকনিন্দিত কদর্থ প্রদর্শন-পূর্ব্বক কর্ম্মস্বরূপের ত্যাগ প্রতিপাদিত হ'য়েছে। সর্ব্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি হয় ব'লে এ'তে উক্ত হ'য়েছে এবং আমি পরমাত্মা ও জীবের ঐক্য এ'তে প্রতিপন্ন ক'রেছি।

(ক্রমশঃ)

লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-প্রসঙ্গ

(লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ "ইয়র্কশায়ার হেরল্ড" নামক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

The Yorkshire Herald,

May 3, 1933. Wednesday

The New Religion of "Unalloyed Devotion"

Swami B. H. Bon, an influential Hindu leader from Madras, has arrived in London to introduce a religion of which he is a disciple, which has as its object the binding together of mankind the world over, without distinction of creed or class, in a common cause of human love and service.

GREAT STRIDES.

He carries with him letters of introduction from the Viceroy of India and the Governors of the Indian Provinces as well as from Indian leaders from every part of the country.

His religion, which is making great strides in India, was founded in 1486 by Lord Sri Krishna Chaitanya.

It is doctrine of "Unalloyed Devotion and Human Love," and its present head is Bhakti Siddhanta Saraswati.

While in England, Swami Bon will pay homage to the King as Emperor of India and hopes to be received by the Prince of Wales.

The religion now has 42 centres in India and publishes religious Journals in different languages.

Swami Bon was received by the Viceroy of India in 1931, and the foundation stone of the head-quarters of the movement was laid by the Governor of Madras.

When Swami Bon reached London yesterday, though the weather was wet, he was wearing the flowing white robes of his race, with a peach coloured turban, and carried only a light alpaca coat as protection from the rain.

"The length of my stay in London", he Said to the "Yorkshire Herald," will depend on the sympathy with which we are received.

"If we find you people are interested we shall establish a centre here."

"Our religion which embraces the whole human race, irrespective of colour, creed or nationality, may be of inestimable service to the world."

"In India, we are already very well known and respected by leaders of every class, and we are anxious that the objects of our mission should be more widely known."

"Many of the world's greatest problems will disappear in a night if the people of all nations are united in the common cause of human service."

(অনুবাদ)

"দি ইয়র্কশায়ার হেরল্ড"

৩রা মে (১৯৩৩), বুধবার

অভিনব শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম

স্বামী বি, এইচ বন (ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ) নামক জনৈক বিশিষ্ট ধর্ম্ম-নেতা তাঁহার আচরিত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন-নিমিত্ত মাদ্রাজ হইতে লণ্ডনে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রচার্য্য ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—বিশ্বমানবকে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিশুদ্ধ ভগবৎসেবা-মূলক প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করা। ইহাই সর্ব্বসাধারণের একমাত্র স্বার্থগতি।

সুমহান্ প্রচার

স্বামিজীর সহিত ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ ও ভারতের প্রত্যেক বিভাগীয় নেতৃবৃন্দের পরিচয়-পত্র আছে। তাঁহার ধর্ম্ম, যাহা ভারতে বিশেষরূপে প্রসারিত হইতেছে, তাহা ১৪৮৬খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল। অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ ভগবৎসেবা-মূলা প্রীতিই এই ধর্ম্মের সার-শিক্ষা বা সিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী মহারাজই ইহার বর্ত্তমান মূল পুরুষ।

ইংলণ্ডে থাকা-কালে স্বামী বন ভারতসম্রাট্ ইংলণ্ডের অধিপতিকে অভিনন্দন প্রদান করিবেন এবং প্রিন্স্ অফ্ ওয়েল্স্ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইবারও আশা করেন।

ভারতবর্ষে স্বামিজীর প্রচার্য্য ধর্ম্মের ৪২টী প্রচার-কেন্দ্র আছে এবং বিভিন্ন ভাষায় ধর্ম্মবন্ধীয় সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইতেছে।

স্বামী বন ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল-কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন এবং মাদ্রাজ-গভর্ণর-কর্ত্তৃক মাদ্রাজ-প্রচারকেন্দ্রের ('শ্রীকৃষ্ণজন'-নামক বক্তৃতাদিপত্র) তিনি সংস্থাপিত হয়।

যখন কন্যা যখন স্বামিজী লণ্ডনে উপনীত হন, তখন বর্ষার দিন থাকিলেও তিনি তাঁহার জাতীয় শ্বেতবর্ণ মোহন্যা-মান পোষাক পরিধান করিয়াছিলেন, তাঁহার মস্তকে সৈনিকবর্ণের শিরস্ত্রাণ ছিল এবং বৃষ্টি হইতে দেহ-রক্ষার নিমিত্ত তিনি একটী পাতলা আলপাকার কোট-মাত্র ধারণ করিয়াছিলেন।

ইয়র্কশায়ার হেরাল্ডের প্রতিনিধির নিকট স্বামিজী বলেন যে, "লণ্ডনে আমাদের অবস্থিতির কাল আপনাদের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিতেছে। যদি আমরা আপনা-দিগকে আমাদের প্রচার্য্য-বিষয়ে আগ্রহবিশিষ্ট দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমরা এখানে একটী প্রচার-কেন্দ্রও স্থাপন করিব। আমাদের ধর্ম্ম জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকেই আলিঙ্গন করে। ইহা জগতের সমগ্র মানব-জাতির অশেষ কল্যাণ বিধান করিবে। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই ভারতের প্রত্যেক শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের নিকট বিশেষ পরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছি এবং আশা করিতেছি যে, আমাদের মিশনের উদ্দেশ্য আরও বিস্তৃতভাবে সর্ব্বত্র বিদিত হইবে। যদি সমস্ত জাতির সমস্ত লোকই একই ভগবৎসেবারূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া একত্র সম্মিলিত হন, তাহা হইলে জগতের অনেক প্রধান প্রধান সমস্যা একরূপের মধ্যেই সমাহিত হইতে পারে।"

[আয়র্লণ্ডের "বেলফাষ্ট টেলিগ্রাফ" নামক পত্র হইতে উদ্ধৃত]

"BELFAST TELEGRAPH"

May 3, 1933.

Hindu Leader with another Religion arrives in London in flowing robes, introduced by Indian Viceroy

(অনুবাদ)

"বেলফাষ্ট টেলিগ্রাফ"

৩রা মে (১৯৩৩)

ভারতের একজন ধর্ম্মনেতা তাঁহার ধর্ম্মের কথা লইয়া ভারতরাজ-প্রতিনিধির পরিচয়পত্র-সহ মোহনমান পোষাকে লণ্ডন-নগরে উপস্থিত হইয়াছেন

মুম্বাই গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় মুম্বাই-নগরীতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারিত হইতেছে। স্থানীয় শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত সজ্জনবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সাগ্রহে শ্রবণ করিতেছেন। মুম্বাই-নগরীতে পৃথিবীর সর্ব্ববিধ মানব ও অভিজাত-সম্প্রদায় অবস্থান করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সত্যানুসন্ধিৎসু, তাঁহারা বলিতেছেন যে, তাঁহাদের জাগতিক অভিজ্ঞতা ইহাই বর্ত্তমানে প্রমাণিত করিয়াছে যে, বর্ত্তমান যুগে হরিকথা-প্রচার-দ্বারাই প্রকৃত বিশ্বমঙ্গল সাধিত হইবে,—অন্য উপায়ে নহে। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষি-সম্প্রদায় বিশ্বমঙ্গলের যত প্রকার উপায়ই উদ্ভাবন করুন না কেন, তাহা চরমে কেবল সময় ও শক্তি-বিনাশের কার্য্য বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। সে দিন মুম্বাই-নগরের একজন বিশিষ্ট নেতা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বিশ্বমঙ্গলের আশায় এতদিন অন্যান্য উপায়ের প্রতি আস্থাবান থাকিয়া বঞ্চিত ও তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ খুব উপযুক্ত সময়ই মুম্বাই-নগরে পদার্পণ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের জগন্মঙ্গলময়ী বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভীপ্সানুসারে মুম্বাই-প্রদেশের সর্ব্বত্র সুষ্ঠুভাবে হরিকথা-বিস্তারের জন্য মালাবার পর্ব্বতের

উপস্থাকার সমুদ্রতটের সন্নিকট-প্রদেশে বাবুলনাথ রোড্‌এ "বুম্বাই গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়" স্থাপিত হইয়াছে। এই কার্য্যালয়ের সম্পূর্ণ ঠিকানা—Gaudiya Math office "Jangoo Villa" Babul Nath Road, Bombay.

বর্ত্তমানে এই স্থানে স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ অবস্থান করিয়া অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের পদপ্রান্তে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ; শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ পর্ব্বত মহারাজ; মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ; মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীমদ্ নারায়ণদাস ভক্তিমুধাকর এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য; মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীমদ্ বহুরূপ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল; শ্রীমদ্-অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিলাঙ্গল গোস্বামী; আচার্য্য শ্রীসনানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন; শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী; শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীজী; শ্রীযুক্ত নিবেদনারায়ণ দাসগুপ্ত বি-এ; শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি বহু ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে অবস্থান করিয়া হরিকথা শ্রবণ ও শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিতেছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বোম্বে হাইকোর্টের অবসর-প্রাপ্ত ডিপুটী রেজিষ্ট্রার রাও বাহাদুর এস্ তাম্বকি বি-এ; এল-এল-বি গত ২৯শে এপ্রিল (১৯৩১) রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত এক ঘণ্টাকাল পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছেন।

২৭ শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার অক্ষয়-তৃতীয়া-দিবস বোম্বে-প্রবাসী বাঙ্গালী জুয়েলার শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাস শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অপরাহ্ণ ৩॥ টার সময় উপস্থিত হইয়া একঘণ্টাকাল হরি ভজনের কর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে অনেক উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়া।

গত ২৮ শে এপ্রিল পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকা হইতে ১০টা ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত তুষিচাঁদ পোদ্দার বৈশ্য ব্যবসায়ী শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আরোহ-পরিণামের উপনিষদ্-বিচার এবং কণ্ঠবৈরাগ্যাদির কদর্য্য ও বৈষ্ণবাধিকার প্রভৃতি বিচার শ্রবণ করিয়াছেন। কর্ম্মি-জ্ঞানীর প্রতি ভগবানের একপ্রকার বিধান ও স্বভক্তির প্রতি অন্যরূপ বিধানে ভগবানের পক্ষপাতিত্ব-দোষের অবিরোধ-ব্যাখ্যামুখে প্রভুপাদ ভগবদ্ভক্তির এবং ভক্তের মহিমা ও স্বরূপের ব্যাখ্যা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ২৫ শে এপ্রিল বোম্বাই হর্ণবি রোডস্থ 'সর্দ্দার-গৃহে'র মালিক মিঃ বাবুরাও সেলভেকর মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে প্রহ্লাদ-নৃসিংহ-সংবাদ পাঠ করিয়াছেন। শ্রোতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই মারহাট্টা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা সকলেই উচ্চ-শিক্ষিত এবং সামাজিক মর্য্যাদায়ও শীর্ষস্থানীয়। স্বামিজীর পাঠ ও ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু পাঠের পূর্ব্বে ও পরে তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত-স্বরে গৌর-বিহিত কীর্ত্তন করিয়াছেন। মিঃ বাবুরাওএর হরিকথা-শ্রবণ-পিপাসা ও সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়া।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ ফরিদপুর-জেলার পাংশুড়িয়া-গ্রাম-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের গৃহে গত ১২ই বৈশাখ মঙ্গলবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন।

বালিয়াটীর স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় তারযোগে জানাইয়াছেন,—

বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠের দ্বিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী বার্ষিক-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহই মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়, বহু কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত সজ্জন ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও ব্রহ্মচারী শ্রীঅনাদিবন্ধু প্রত্যহই বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীমঠে সমাগত সহস্র সহস্র নর-নারীকে পিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় স্কুল ও গ্রামস্থ স্বেচ্ছাসেবকগণ উৎসবের সেবাকার্য্যে সহায়তা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

মন্ত্রদেশস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ গত ৩০শে এপ্রিল তারিখে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দসহ শ্রীপেরেম্বুদুরে উপস্থিত হইলে মিঃ রাঘাদুজ চেট্টি মহোদয় স্বামিজীকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকারী শ্রীযুক্ত রামদাস ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-টি গভর্ণমেণ্ট পেন্সনার মহোদয় গত ৩০ বৎসর-কাল শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রচার-বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হইয়া বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক রহস্যের অনুশীলন করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীধর মহারাজ ২ঘণ্টাকাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করিলে তাহা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবেগভরে প্রকাশ করেন যে, তিনি শ্রীরামানুজাচার্য্যের বৈষ্ণবে আকৃষ্ট হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত নামকীর্ত্তন-ব্যতীত জীবের যে অন্য কোন উপায় নাই, ইহা এখন হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় শ্রীল স্বামিজী মহারাজ ভক্তমণ্ডলীসহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বন্দনানুখে নগর-সঙ্কীর্ত্তনে বহির্গত হন। পথিমধ্যে শ্রীনাম-সুধা-শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া অনেক ব্যক্তি সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন। স্বামিজী এই বিপুল বাহিনীসহ রাজপথে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া বহুক্ষণ পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত রামানুজ চেট্টি মহাশয়ের বৈষ্ণব-সেবা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমৈথি মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। বিগত ৬ই মে শনিবার দিবস সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল স্বামিজী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দিরে "শ্রীগীতার শিক্ষা"-সম্বন্ধে এবং ১০ই মে রবিবার রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল শ্রীরাম-রামানন্দের বিরহতিথি-উপলক্ষে শ্রীরাম-রামানন্দ-সংবাদ-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে শ্রীহরিজন ও প্রকৃতি-জনের মধ্যে পার্থক্য-প্রদর্শনমুখে এক একটী সুগবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

মুম্বাই-সহরে প্রচার

গত ৩০শে বৈশাখ (১৩৪০), ১৩ই মে (১৯৩৩) শনিবার অপরাহ্ণে মুম্বাই-সারস্বত ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতৃবর্গের সাগ্রহ-আহ্বানে মুম্বাই-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ "Functions of individual souls" বা জৈবধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামিজীর বক্তৃতার কথা পূর্ব্বেই স্থানীয় সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। বক্তৃতার প্রারম্ভে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ মহোদয় শ্রীগোবিন্দের দশাবতার-স্তোত্র কীর্ত্তন করেন। লৌকিক-রীতি-অনুসারে অধ্যাপক বি, এন্, নায়েক এম্, এ বক্তৃতার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে বক্তা স্বামিজী মহারাজ ও মহামহোপদেশক পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ব্যতীত কটক রেভেন্স-কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক আচার্য্য মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তি-শাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য; অধ্যাপক মহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈষ্ণবাচার্য্য এম্-এ, বি-এস্; ব্রহ্মচারী শ্রীহরগ্রীব ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি কএকজন ভক্ত এবং মুম্বাই-সারস্বত-ব্রাহ্মণ-সমাজের পক্ষ হইতে উক্ত সমাজের সেক্রেটারী এ, জি, কমাট বি-এ, বি, এস্-সি ও স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে মিঃ এস্, এন কনডিন্ডে বি-এ; মিঃ জি, পি সবনিস্ বি-এ; মিঃ কে, এস্ গডকার-প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক স্বামিজী

মহাশয়ের বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ লাভবান হইয়াছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মহামহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ মহোদয়ও সভাপতির মন্তব্য ও স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতার অন্তে মিষ্টবাক্যে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। মহামহোপদেশক অধ্যাপক মহোদয় শ্রুতিকথা-বিমুখ মানব-জাতির একটী সাধারণ ভ্রমের (common errors) কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "নেতি নেতি" বিচারের দ্বারা কোন বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, কারণ, "নেতি নেতি" বিচার ইন্দ্রিয়জগতেরই চিন্তাস্রোত হইতে উদ্ভূত কেবল নিষেধ-মুখ-উদ্গম মাত্র। কিন্তু অতীন্দ্রিয় জগতের বাস্তব বিচার এই জগৎ হইতে উদ্ভূত নহে বলিয়া তাহাই অতীন্দ্রিয় জগতের বাস্তব-বস্তুর নির্দ্দেশে সমর্থ। যাহারা মনে করেন, বাস্তব সত্যকথা-কীর্ত্তনে বা প্রচারে বিবদমান মতগুলি বিনষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং গণ্ডগোলের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া চুপ করিয়া থাকা বা কল্পনাকেই অনুভূতি জ্ঞান করা শ্রেয়ঃ, তাঁহারা আলস্য-প্রধান ধাতুতে আক্রান্ত হইয়া বাস্তব-সত্য-শ্রবণে বিমুখ হইলেন। বাস্তবসত্য কীর্ত্তিত না হইলে অপরে শ্রবণ করিতে পারেন না। এই জন্যই সনাতনধর্ম্ম শ্রুতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তব-সত্যের কীর্ত্তন শ্রবণ হইতেই শ্রুতির প্রতিষ্ঠা, এ জন্যই সনাতনধর্ম্মশাস্ত্র কীর্ত্তনের সর্ব্বপ্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। কীর্ত্তন ও শ্রবণকে লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা "কল্পনা"কে অনুভূতি মনে করেন, তাঁহাদের মত শ্রুতির বিরোধী।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ বর্ষ ১২শ সংখ্যার পর)

২৭ পদ্মনাভ (গৌরাব্দ ৪৪৬), ২৫শে আশ্বিন (১৩৩৯)

১১ই অক্টোবর (১৯৩২) মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী

পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

প্রায় তিন মাইল ভ্রমণ

মথুরা হইতে পথে কৃষ্ণলীলা-দর্শন-পূর্ব্বক

মধুবনে আসিয়া রাত্রি-যাপন

শিবির—মহোলি, মধুকুণ্ডের তীর

[মহোলিতে ১ম দিবস]

আজ পরিক্রমা মথুরা হইতে মধুবনে গমন করিবেন। ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর প্রসাদের দ্বারা একাদশীর পারণ সমাপ্ত করিয়া মধুবন-পরিক্রমায় বহির্গত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেন। অদ্য শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বিরহতিথি-উৎসব। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃকাল হইতেই অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন এবং শ্রীরূপানুগ-গণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

ঐ দিবস শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত খুলনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্গেশ্বর দাসাধিকারী মহাশয় মথুরায় মহামহোৎসবের ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নিত্যধামগত শ্রেষ্ঠাগ্রী শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের পরমা ভক্তিমতী জ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণী শ্রীমথুরায় শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার প্রথম দিবসে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের তৃপ্তি-বিধানের জন্য নানা বিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ-বিতরণ-পূর্ব্বক মথুরায় বিরাট্ মহামহোৎসবের আনুকূল্য করেন।

মথুরায় অবস্থানকালে রাত্রি-সঙ্ঘ "বলদেও বিলাস" ও তন্নিকটস্থ কএকটী ধর্ম্মশালা ও ভবনে বাসস্থান লাভ করিয়াছিলেন। "বলদেও বিলাসে"র সম্মুখস্থ বিস্তৃত ময়দানে কএকটী তাঁবুর মধ্যে পরিক্রমার কার্য্যালয় ও স্বেচ্ছাসেবক-গণের বাসস্থান প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ক্রমেই যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেকে বলদেও বিলাসের

অলিন্দে ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিশ্রাম-স্থান ও আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

আজ হইতেই প্রকৃত-প্রস্তাবে বনে বনে ভ্রমণ আরম্ভ হইবে জানিয়া পরিক্রমাকারিগণের ভগবৎসেবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ-প্রভুর সহিত পরামর্শ করিলেন এবং আচার্য্যত্রিকপ্রভু শ্রীমদ্ ধনঞ্জয়দাস, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ-প্রভু শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধবপ্রভু প্রমুখ কার্য্যকুশল ব্যক্তিগণের সাহায্যে পরিক্রমা-নিয়মনের জন্য বিবিধ উপায় ও প্রণালী গঠন করিলেন।

আগ্রা ও মথুরা হইতে বহু তাঁবু সংগৃহীত হইল এবং ঐ সকল তাঁবু যাহাতে মধুবনে পরিক্রমা পৌঁছিবার পূর্ব্বাহ্নে তথায় পৌঁছে এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও পরিক্রমাকারিগণের বাসস্থান প্রদান করিতে পারে, তজ্জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ প্রভু, শ্রীপাদ হরগ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভৃতি কএক মূর্ত্তি উৎকৃষ্ট তাঁবু-সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত হইলেন।

বিপুল পরিক্রমা-নিয়মন এবং যাত্রিগণের স্বাস্থ্যাদি সংরক্ষণ-পূর্ব্বক ভগবৎসেবায় সফলতার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইল। পরিক্রমা কোথায় কোন্ দিবস গমন করিবেন, কোথায় কোথায় তাঁবু পড়িবে, কোন কোন্ স্থান দর্শনীয়, গন্তব্যস্থানগুলির দূরত্ব কি পরিমাণ, পথে কোথায় কি অসুবিধা আছে, কোথায় কয়দিবস বাস করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ-সম্বলিত পঞ্জী ইংরেজী ও বাংলা-ভাষায় মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণে বিতরিত হইল। এতদ্ব্যতীত সেবকগণ ও যাত্রি-সাধারণের জন্য কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ হইল ও ঐ সকল টানাইয়া দেওয়া হইল।

সেবা-কার্য্যের জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকগণ ও সেনা গঠিত হইল এবং তাঁহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইল। কএকটী উৎসাহী, বলবান ও বিচক্ষণ সেবক লইয়া একটী অগ্রগামী সেবক-সঙ্ঘ (advance party) গঠিত হইল। শ্রীহরগ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য প্রমুখ সেবকগণ সেই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আগামী দিবস বা দুই তিন দিবস পরে পরিক্রমা যেখানে আসিয়া ক্যাম্প-স্থাপন বা শিবির স্থাপন করিবেন, সেই স্থানে পূর্ব্বগামী সেবক-সঙ্ঘ একদিন বা দুই তিন দিন পূর্ব্বেই উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে ঐ সকল স্থানের বিভিন্ন বিষয়-সম্পর্কে সুবিধা-অসুবিধা নিবেদন করিতেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী স্থানে পূর্ব্বাহ্ণেই শিবির-সংস্থাপন ও কতিপয় লোকের তত্ত্বাবধানে জিনিষ-পত্রাদি রক্ষা করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য ক্যাম্পের স্থান আবিষ্কার ও নির্দ্দেশের জন্য চলিতেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, পথ নাই, বিপথ নাই, কত অপরিচিত প্রদেশে, নির্জ্জন কান্তারে, কোথায়ও কোথায়ও বা জন-প্রাণীহীন বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া একমাত্র শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া অজ্ঞাত নূতন প্রদেশ আবিষ্কারকগণের ন্যায় বিদেশী সঙ্গীর সহিত অগ্রগামী সেবক-সঙ্ঘকে চলিতে হইত।

অগ্রগামী সেবক-সঙ্ঘের ন্যায় সমপশ্চাদ্‌গামী আর একটী সেবক-সঙ্ঘ (rear party) গঠিত হইল। কটকের শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তি-বিলাস-বিগ্রহ প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীহরিপ্রসাদজী প্রমুখ সেবক-গণ তাঁহাদের বহু স্থানীয় সহায়কগণের সহিত ঐ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেন। পরিক্রমা চলিয়া গেলে rear partyর সেবকগণ সমস্ত তাঁবু উঠাইয়া, জিনিষ-পত্রাদি লইয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া চলিতেন। অধিকাংশ স্থানেই কার্য্যের ক্ষিপ্রকারিতার জন্য মোটর-বাস সমূহ নিযুক্ত হইত।

দুই প্রস্থ (set) তাঁবু রাখা হইয়াছিল, তাহাতে যাত্রি-গণের কোন কষ্ট বা আশ্রয়াভাব হয় নাই। এক সেট তাঁবু লইয়া অগ্রগামী স্বেচ্ছাসেবকসঙ্ঘ (advance party) পূর্ব্বেই চলিয়া যাইতেন এবং যাত্রিগণ পরিক্রমায় বাহির হইলে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সঙ্ঘ (rear party) মোটরযানে তাঁবুগুলি লইয়া আবার advance partyর নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন। পরিক্রমার ক্লান্ত যাত্রিগণ বিশ্রামের স্থান প্রস্তুত পাইতেন।

অধিকাংশ স্থানেই কোনও জলাশয়, বৃহৎ কূপ বা দীর্ঘিকার তটে শিবির-শ্রেণী সংস্থাপিত হইয়াছে। যেখানে শিবির স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানই যেন একটী সুন্দর সুসজ্জিত নগরে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। সুসজ্জিত তাঁবুর চতুর্দ্দিকে গমনাগমনের পথ, পথের মধ্যে মধ্যে উচ্চস্থ আলোক-মালার স্তম্ভ-সমূহ, তোরণ, তোরণে বিভিন্ন ভাষায় "শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা'র নামাঙ্কিত পতাকারাজি, প্রত্যেক শিবির বিভিন্ন সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, কত সংখ্যা

ও কোন্ শিবির কোন্ কোন্ দেশের যাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট, তাহার সম্মুখেই তাহা বৃহৎ অক্ষরে চিহ্নিত থাকিত। শ্রীল প্রভুপাদের শিবির সকলের কেন্দ্রে, তৎসম্মুখেই সুবৃহৎ সামিয়ানার মধ্যে কীর্ত্তন-বক্তৃতা-মঞ্চ, তৎপার্শ্বেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিবির, নিকটে অনুসন্ধান-কার্য্যালয়, তৎপার্শ্বে সম্পাদকীয় শিবির, স্বেচ্ছাসেবক-কার্য্যালয়, অগ্রগামী সেবক-সঙ্ঘের শিবির, পশ্চাদ্‌গামী সেবক-সঙ্ঘের শিবির, কোষাধ্যক্ষের শিবির, হাসপাতাল, চিকিৎসকগণের শিবির, চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রের যাত্রিগণের তাঁবু, বামভাগে ও এক পার্শ্বে মহিলাগণের শিবির-সমূহ, ভাণ্ডারের তাঁবু, মহা-প্রসাদ-সংরক্ষণের তাঁবু, পাকশালার সুবৃহৎ বেষ্টনী, জল-বিতরণের স্থান, পুলিশ ও পাহারাদারগণের তাঁবু, চাউল, ডাল, আটা, ঘৃত, আলু, চিনি গুড় প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রিকারাদের দোকানের তাঁবু, টাদা, একা, গরু ও মহিষের গাড়ী এবং পাকোয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান,—এই সকল মিলিত হইয়া একটী সুন্দর ও সুসজ্জিত নগরে পরিণত হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইবামাত্র যখন আলোক-মালা ফুলের ন্যায় ফুটিয়া উঠিত, তখন স্বেচ্ছাসেবকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্ব-স্ব কার্য্যে তৎপর হইতেন। এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাঁবুর সম্মুখে কাসর, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত, শ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্ত ও স্থানীয় বহু পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারিতেন, বক্তৃতা-মঞ্চে বক্তৃতা, পাঠ ও আসরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের স্তব, বন্দনা ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইত, ব্রজবাসি-গণের আগমন বৃদ্ধ-বনিতা সোৎসুক কর্ণে ও নয়নে দলে-দলে আসিয়া জুটিতেন, তখন এক অভূত-পূর্ব্ব দৃশ্য হইত। ব্রজবাসিগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া আচার্য্যের মস্তক কেহ বা দণ্ডবত প্রণিপাত করিতে করিতে, কেহ বা ব্রজবুলিতে নানা পদ-পদ উচ্চারণ করিয়া কীর্ত্তন করিতেন ও আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান করিতেন। কেহ বা "শ্রবণং বিষ্ণোঃ স্মরণং পূজনং বন্দনং তথা। দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং" বলিতে বলিতে ভক্তির ফল-পুষ্প-মালিকা প্রভৃতি উপহার প্রদান করিতেন। কেহ বা ভগবানের প্রসাদ, প্রসাদী বস্ত্র প্রভৃতি উপঢৌকন লইয়া আচার্য্যের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য সমুপস্থিত হইতেন। শ্রীল প্রভুপাদ কখনও হিন্দিতে, কখনও বঙ্গ-ভাষায়, কখনও বা ইংরাজী ভাষায় বিভিন্ন শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নিকট হরিকথা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা—ব্রজের নিগূঢ় ভজন-তাৎপর্য্যের কথা কীর্ত্তন করিতেন। যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে সেই শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন পরিক্রমা করিতেন, তাঁহারা নবদ্বীপের নবীন ভক্তিরস ও বৃন্দাবনের অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তির যুগল রসের ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-মূর্ত্তি যুগপৎ উপলব্ধি করিতেন। (ক্রমশঃ)

লণ্ডন ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস্ ইউনিয়নে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা

(বিমান-ডাকে প্রাপ্ত)

লণ্ডন, ৫ই মে ১৯৩৩

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ২রা মে মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় ১২নং গাওয়ার ষ্ট্রীট্, লণ্ডন Indian Students' Union-এ একটী বিশিষ্ট বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে "The Message of the Supreme Lord" (শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী) সম্বন্ধে প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা-কাল একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সকলেই স্বামিজীর বক্তৃতা-শ্রবণে এক নূতন রাজ্যের আলোক পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতার অন্তে বক্তৃতার এক একটী কথা লইয়া বহু ব্যক্তি বহু প্রশ্ন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ বন মহারাজ প্রত্যেক প্রশ্নের সংক্ষেপ ও সারগর্ভ উত্তর-প্রদান-পূর্ব্বক সকলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন। লণ্ডনের বহু সংবাদ-পত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচার-বার্ত্তা বিঘোষিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৪০; ২৭শে মে ১৯৩৩ | ৪১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার উনচত্বারিংশৎ বার্ষিক দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে

শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যভিভাষণ

[দ্বিতীয়]

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ

কাল—২৮শে ফাল্গুন (১৩৩৯), ১২ই মার্চ্চ (১৯৩৩), রবিবার অপরাহ্ণ

সময়—সন্ধ্যা ৬১ ঘটিকা।

প্রাতঃকালে আমি 'উপদেশক', 'মহোপদেশক' ও 'মহামহোপদেশকে'র কথা ব'লেছিলাম। আমার অধমতি-মতে যাঁরা এই প্রকার সেবা-কার্য্যে যোগ্যতা প্রদর্শন ক'রেছেন ও করছেন, সকল লোককে এই কথা জানা'বার উদ্দেশে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশনে তাঁ'দের অধিকার স্বীকৃত হউক্। তাঁ'রা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিবর্দ্ধক যে-সকল কার্য্য ক'রে বৈষ্ণব-জগতে আনন্দবিধানকারী হ'য়েছেন, জগতের লোক সেরূপভাবে তাঁ'দের দর্শন করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

অধিবেশনের মধ্যে যাঁ'দের গুণানুবাদ আপনারা শ্রবণ ক'রেছেন, সেই সমুদয় পুনরায় ব'লে কৃতার্থ হওয়ার সময় নয়। কিন্তু আমি তাঁ'দের ভগবদাশীর্ব্বাদ-পত্র দিবার সৌভাগ্যলাভ ক'রেছি।

[অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন ব্যক্তিকে মহা-মহোপদেশক, মহোপদেশক, উপদেশক এবং তদনন্তর

ভক্তিসূচক নাম-সমূহ শ্রীগুরু-প্রণাম-নিষ্কাশন-চন্দনাদির সহিত বিতরণ এবং নিম্নলিখিত অভিভাষণ প্রদান করেন]

আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে যে, ১৩০০ সালে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার প্রথম উদ্বোধন হয়। প্রাচীন নবদ্বীপের কথা অনেকেই বিস্মৃত হ'য়েছিলেন। সেই লুপ্ত স্মৃতি পুনরুদ্ধারের জন্য ১৩০০ সালে উক্ত সভা স্থাপিত হয়। সাধারণ ভক্তবৃন্দই সকলে মিলে' সেই সভা স্থাপন করেন। সেই বৎসর ফাল্গুন-পূর্ণিমা-দিবসে শ্রীগৌরসুন্দর অভিষ্টিত হ'য়েছিলেন। সে ৩৯ বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর। তাঁর সহায়কারিগণ একে একে সকলেই প্রয়াণ ক'রেছেন, কেবল তাৎকালিক সম্পাদক মহাশয় জীবিত আছেন। তিনি নদীয়া জেলার সর্ব্বপ্রধান ভূম্যধিকারী। তিনি অনেকটা ঘর ক'রে মহাপ্রভুর প্রাকট্য বিধান ক'রেছিলেন। কতক বৎসর পূর্ব্বেও তাঁ'কে এখানে দে'খেছিলাম। তিনি এখন সরকারী সমিতির কার্য্যের সভাপতি আছেন।

এই স্থানের নিরূপণ-কর্ত্তা—বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ব্রজমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের সকলের নিকট সুপরিচিত। তিনি বর্ত্তমান অবস্থার অপ্রকট-লীলা প্রকাশ ক'রেছেন। ১৩০১ সালে অর্থাৎ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌরসুন্দরের অধিষ্ঠানের পরে কুলিয়া-নবদ্বীপে তাঁর চিদানন্দ দেহ সমাধিস্থ করা হয়। তাঁ'রই নিরূপিত স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন। তাই হ'লে প্রাতিষ্ঠিকাই অর্চ্চানুষ্ঠানকারীর দেহকে গৃহীতবীজজ্ঞানে চিদানন্দময় মনে করা বা গৌরপার্ষদ জ্ঞান করা—এরূপ প্রাকৃত-সহজিয়া ভোগীর অপসিদ্ধান্তকে আমরা বহুমানন করি না। ৩৯ বৎসর পূরণ হ'য়ে গেল, এর মধ্যে বহু বহু ব্যক্তি নানা কপটতায় বশবর্ত্তী হ'য়ে শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট-প্রচারে বাধা দিয়েছিলেন। স্ব-স্ব আর্থিক ক্ষতির বিভীষিকা দে'খে, অথবা প্রাকৃত-সহজিয়া গোপীভাড়ি গৌরনাগরীর সম্ভোগবাদে গা ঢেলে দিয়ে কেহ কেহ প্রকৃত স্থানের সংস্থান-সম্বন্ধে লোকের মতিকে অস্থির ক'রে দিবার একটা অবৈধ অভিসন্ধির আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাঁ'দের সুমতি হ'তে পারা যায় না। তাঁ'দের সাহায্যকারী অনেক লম্পট ব্যভিচারী ব্যক্তি। আমার তাঁ'দের ভোগায় পড়েছেও অনেক ভাগবতিক সম্মানিত ব্যক্তি। এ সম্বন্ধে ৩৯ বৎসর ধ'রে অনেক সাহিত্য হ'য়েছে, সে-সকল কথা পুনরুল্লেখের দরকার নেই।

শ্রীরুক্ষ যখন প্রকটে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, তখনও তাঁর লীলা-পুষ্টির জন্য অনেক বিরোধী-ভাব রূপ ধ'রে এখানে এ'সেছিল। যদিও গোলোক-লীলায় তত্তদ্ ভাবমাত্র আছে, কিন্তু প্রকট-লীলায় তত্তদ্ভাবের মূর্ত্ত প্রতীক জগতে প্রকাশিত হয়। এটা একটী বিশেষ সত্য। সত্যে যাতে দিবার জন্য বা ব্যতিরেকভাবে সত্যের উজ্জ্বলতা প্রকাশের জন্য চিরদিনই অসত্য জগতে নানা আকারে উপস্থিত হয়। এখনও কিংবদন্তী হ'য়েছে যে, কিছুদিন পূর্ব্বেও মহাপ্রভুর কথা যখন নদীয়ায় প্রচারিত হচ্ছিল, তখন নদীয়ার কৃষ্ণ-চন্দ্রগণ নানাপ্রকারে বিরোধ ক'রেছিলেন। এখানে শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'লে গোপনে অত্যাচার করবার জন্য চেষ্টা হ'য়েছিল। কেহ কেহ বৃন্দাবন-গমনের অভিনয় ক'রেছিলেন—গোপভাবে ও পরোক্ষে গৌরায়া করবার জন্য এখান হ'তে চ'লে গিয়েছিলেন। যে-সময় মহাপ্রভু হ'য়েছিলেন, সে-সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম।

সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের বিচার-অনুসারে শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর অনুগত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন মহাশয় বিপ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য্য প্রভুর শিষ্যবংশোদ্ভূত হরিনদী-গ্রামের কোন ব্যক্তি এখানে ছিলেন। তাঁ'দের রাধা-মাধব-বিগ্রহ ছিলেন ব'লে তাঁ'রা দাবী করেন। এজন্য ত্রিপুরাধীশ তাঁ'দের শ্রীরাধা-মাধবের প্রকাশ-বিগ্রহ দিয়ে বিদায় করেন। তাঁ'দের নাকি নির্জ্জন ভাল লাগে নাই এবং নানাপ্রকার কদাচারের প্রশ্রয়ও তাঁ'রা এখানে পান নাই। আমি যখন সম্পূর্ণভাবে এখানকার ভার গ্রহণ করি, তখন বহু বহু ব্যক্তি আমার ব্যক্তিগত বিরুদ্ধাচরণে রত হন। নবদ্বীপ সহরের বহু লোক এখানে আসতেন। ঘটনাক্রমে ১৪।২০ বৎসর পরে একটী বিরোধিবৃন্দ সৃষ্টি হয়—শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার অবৈধ অনুকরণ ও তাঁর সহিত প্রতিযোগিতা করবার জন্য। দোষের মধ্যে আমি কিছু কিছু অকৈতব সত্যকথা—যা' দুনিয়ার হাটে বিকায় না, এরূপ কতকগুলি কথা গ্রন্থাদিতে প্রকাশ করিয়াম। পরে 'সজ্জনতোষণী'-নামী মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধাকারে ঐ সকল প্রচারিত হচ্ছিল।

আমি বলছিলাম, যাঁ'রা ছুনৈতিক বা প্রাকৃত নৈতিকধর্ম্মের সহিত মহাপ্রভুর পরনৈতিক ধর্ম্মকে সমান মনে করেন, তাঁ'রা মহাপ্রভুর দান-সম্প্রদায়ের অনুগত নহেন। কেহ কেহ এজন্যও শ্রীনাম প্রচারিণী-সভার বিরুদ্ধে—ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের নিরূপিত স্থানের বিরুদ্ধে —শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে নানা-ভাবে যত্ন ক'রেছিলেন। কালপ্রভাবে সেই সকল ব্যক্তির চিন্তাস্রোত বিপন্ন হ'ল, তা' মহাকালের দ্বারা প্রকট হ'তে স্থানান্তরিত হ'ল।

বিগত ৫০বৎসরের ইতিহাস আমাদের চোখের সাম্নে দেদীপ্যমান আছে। যখন দেখ্‌লাম, এখানকার নিযুক্ত লোক-সকল যত্ন কর্‌ছেন না এবং কেহ কেহ নিজ প্রাক্তন কুটিগত কর্ম্ম-ফলে স্থানান্তরিত হ'লেন, তখন আমি সম্পূর্ণ-ভাবে এ স্থানের ভার গ্রহণ কর্‌লাম। তখন অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আক্রমণ কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, আমি তাঁ'দের নাম ক'রে বিজ্ঞা কলঙ্কিত কর্‌তে ইচ্ছা করি না। তাঁ'রা ভালই ক'রেছেন। তাঁ'রা আমার মত মূর্খকে, অযোগ্য ব্যক্তিকে সামান্য সেবাধিকার হ'তে চালিত কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু আমাকে বিচ্যুত কর্‌তে পারেন নাই। আমার খুব আশাবন্ধ আছে,—জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টাও এই সেবা হ'তে বিচ্যুত হ'ব না—যদিও সমগ্র জগৎ প্রচণ্ড বিজীবিকার দ্বারা আমাকে বিচ্যুত কর্‌বার চেষ্টা করুক্। উপযুক্ত শত শত ব্যক্তিকে আমার সাহায্যের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর পাঠিয়ে দিয়েছেন। এঁদের এক একটী লোকই মহাপ্রভুর সমস্ত মনোহভীষ্ট পূরণ কর্‌তে পারেন, এরূপ বহু বহু লোক শ্রীগৌরসুন্দর পাঠিয়েছেন।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা প্রতিষ্ঠা ক'রে ভগবদ্ভক্তির সদাচার স্থাপন ক'রেছিলেন। পশ্চিমের লোকদিগকে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররূপ শ্রীরূপ-সনাতন সদাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তখার কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, অন্যাভিলাষ অত্যন্ত প্রবল হ'য়েছিল —ভগবদ্ভক্তির কথা লোপ পে'য়েছিল। দুই সেনাপতি ও চারিজন গোস্বামী ব্রজের শোভা সম্বর্দ্ধিত ও উদ্ধার ক'রেছিলেন। নানা মতপ্রস্ত বাক্পিপাসু জনবিপ-সমূহের কুযুক্তি খণ্ডন ক'রেছিলেন। যখন মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে বাস করেন, তখনও বঙ্গদেশে নানা দুরাচার চল্‌ছিল। মহাপ্রভুর প্রকটকালের ৭৫ বৎসর হইতে ৮০ বৎসর পরে হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র বৈষ্ণব-বিচার-বিপ্লবকারী স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর পুত্র বলরামের সন্তান রঘুনন্দনের পুত্র রাধারমণ শান্তিপুরে বাস ক'রে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রচারিত পারমার্থিক ধর্ম্ম উৎসাদনের জন্য রঘুনন্দনের আনুগত্য স্বীকার ক'রেছিলেন। এমন কি, কিংবদন্তী,—ভূপপুস্তলিক পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ ক'রে পূর্ব্ব পুরুষকে প্রেতযোনি হ'তে উদ্ধার কর্‌বার চেষ্টা হ'য়েছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে শান্তিপুরের কোন কোন গোস্বামী পরিচয়াকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর কথায় অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁ'রা পলোপাসকের চিন্তাস্রোত অবলম্বন ক'রে স্মার্ত্তের আনুগত্য প্রদর্শন ক'রেছেন।

১৮৭২ সালে পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং শ্যাম-সহ শ্রীরাম গোস্বামী শ্রীপুরুষোত্তমে গি'য়েছিলেন। তখন তাঁ'রা শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত প্রচারিত দে'খে অনেকটা বিস্মিত হন। পণ্ডিতবর উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী তাঁ'র প্রত্নাগারে অদ্বৈতবংশীয় কোন ব্যক্তির নিকট হ'তে অকস্মাৎ একখানি পুস্তক পে'য়েছিলেন —তত্ত্বসন্দর্ভের টীকা, রাধারমণ ভট্টাচার্য্যের রচনায় ভনিতা-যুক্ত। রাধারমণ কিন্তু মহাপ্রভুর প্রচারের অনুরাগী ছিলেন না, বরং তাঁ'র অন্য বিচারের প্রমাণ পাওয়া যায়। আশ্চর্য্য! ঐরূপ একখানি গ্রন্থ তদানীন্তন অদ্বৈতবংশের কোন বাড়ীতে, পাওয়া যায় নাই, পাওয়া গেল—নিত্যানন্দবংশীয় উপেন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে (পূর্ব্বের বিডনষ্ট্রীট্ গোঁড়াকিদের সম্মুখে ছরিক-লেনে)—যিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে অনেক গ্রন্থ দেখা'তেন এবং বহু গ্রন্থ দিয়ে প্রভুর পরিমাণে সাহায্য ক'রেছিলেন। বেন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকেই ঐ গ্রন্থখানি দেখা'বার জন্য রাখা হ'য়েছিল। যখন শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুর উপেন্দ্র গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"আপনি এই গ্রন্থ কোথায় পেলেন?" তখন উপেন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বল্লেন,—" ০ ০ গোস্বামী মহাশয় দে'খে গেছেন, এ পর্য্যন্ত আমি এর ইতিহাস জানি।" তা' হ'লে কি অদ্বৈতবংশে যে গৌরবিমুখতার কলঙ্কের কথা প্রচারিত ছিল, তা' অপনোদনের জন্য ঐরূপ চেষ্টা?

আমাদের শিশুকাল থেকেই দেখ্‌ছি, কত পুঁথি যে

কতভাবে সৃষ্ট হ'য়েছে—প্রাচীন মহাজন বা কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কবিতা ও নাম, সংযুক্ত ক'রে প্রস্তুত হ'য়েছে, তা'র ইয়ত্তা নেই। কত জাল পুঁথির দ্বারা—কল্পিত পুঁথির দ্বারা বটতলার পুস্তক ভাণ্ডার বর্দ্ধিত হ'য়েছে! আমাদের বাল্যকালে ঐ সকল পুঁথির প্রুফ সংশোধন করতে গিয়ে তত্ত্ববিরোধ, সিদ্ধান্তবিরোধের কত অংশ আমাদের দ্বারাই পরিত্যক্ত হ'য়েছে। ঐরূপ জাতীয় কোন কোন পুস্তক বোধ হয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সাহিত্যে আদর লাভ ক'রেছে। এমন কি, ঠাকুর মহাশয়ের "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা," "প্রার্থনা," "শরণাম" প্রভৃতির মধ্যেও জাল ঢুকা'বার চেষ্টা হ'য়েছিল। বেশী দিনের কথা নয়,—৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি চ'লে গেলে বোধ হয় এ-সকল কথা বল্‌বার বা জানা'বার লোক থাকবে না।

শিশুকাল থেকেই আমরা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বহু পুঁথি নকল ক'রে দিতাম, প্রুফ দেখে দে'খে আমাদের পুঁথি পড়া হ'য়ে যেত। এখনও আমাদের হস্তলিখিত বহু গ্রন্থ স্থানস্থলপদ্মকুঞ্জে আছে, কতক বা স্থানান্তরিত হ'য়েছে।

জগতে যা'তে সত্যকথা, সত্যবস্তু, অকৃত্রিম সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়, এজন্য বাল্যকাল হ'তে আমরা প্রেরণা পে'য়েছি—সেই ব্রতেই দীক্ষিত হ'য়েছি। আমার শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ দে'খে শ্রীমন্মহাপ্রভু অনেক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমার নিকট পাঠিয়ে দি'য়েছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে বিগত ৪০।৪৫ বৎসর হ'তে যে-সকল অনাচার, অত্যাচার, কপটতা আগাছার ন্যায় বর্দ্ধিত হ'য়েছে—বৈষ্ণবাপরাধবহুলতা যেরূপ ভক্তিপথকে উৎপাটিত করবার চেষ্টা করছে, তা' আমি না জানা'লে আর বল্‌বার লোক পাওয়া যা'বে না। চোখের সাম্‌নে অনাচারের তাণ্ডব—মহাপ্রভুর বিমলধর্ম্মকে উৎপাদিত করবার চিত্র-সমূহ লক্ষ্য ক'রে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছিল, যিনি বাড়িয়ে দাঁত কপাটী মেওয়ার নাম ভক্তিধর্ম্ম ব'লে নিরূপণ বা কাব্যিকে হিন্দুর পরম জিজ্ঞাসার ন্যায় স্মার্ত্তকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের গুরু করবার চেষ্টায় শুদ্ধভক্তিদেবী আপনাকে ধরাধাম হ'তে স্থানান্তরিত ক'রেছেন।

শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার ইতিহাস এত বিস্তৃত যে, ২।৩ ঘণ্টায় বা ২।৩ দিনে তা' শেষ করা যায় না। গত ৫০ বৎসরের ইতিহাসে বৈষ্ণবধ্বজ-সমাজের অনেক গুপ্ত সংবাদ ও অভিসন্ধি জে'নে রে'খে দেওয়া উচিত, যেন কখনও আমরা ঐরূপ কপটতাকে 'বৈষ্ণবতা' ব'লে ভুল না করি।

অনেক ব্যভিচার-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট—প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-বিদ্বেষীর নিকট—প্রাকৃত-সহজিয়ার নিকট প্রচারিত যে, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজ-ইচ্ছামত এস্থান প্রচার ক'রেছেন। এই অসত্য ঘুচা দে'তে গে'তে আমাদের নির্য্যাতিত করবার জন্য ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে একটী প্রতি-যোগি-সভা বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বৈষ্ণব-ধ্রুব-সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত হ'য়েছিল; তাঁ'রা বৈষ্ণবের আনুগত্য অপেক্ষা বৈষ্ণব-বিরোধী স্মার্ত্তের আনুগত্যকে অধিকতর শ্লাঘ্য মনে করেন।

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে-দিন কোলদ্বীপে দেহ রক্ষা করেন, সে-দিন বহু ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে উপস্থিত ছিলেন। নবদ্বীপেও বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিদ্বেষী বহু ব্যক্তি আছেন, ইহা সে-দিন প্রকাশিত হ'য়ে পড়্‌ল। যখন সেই সকল বৈষ্ণব ও ত্যাগীর চেহারাওয়ালা ব্যক্তি আমাদের শ্রীগুরুদেবের পবিত্র দেহ স্পর্শ করতে আস্‌ছিল, তখন আমি ব'লেছিলাম,—যাঁ'রা গত রাত্রি-মাত্র সংযত থাকতে পে'রেছেন, তাঁ'রা আমার শ্রীগুরুদেবের দেহ স্পর্শ করতে পারবেন, নতুবা তাঁ'দের অমঙ্গল সাধন ক'রে ফল নেই। কৌপীনধারী বাবাজী চেহারাওয়ালা কতিপয় ব্যক্তির তাহারও সাহস হ'ল না। পূর্ব্বরাত্র পর্য্যন্ত তা'রা অনেকেই সংযতভাবে ছিল না, প্রকাশ ক'রেছিল, অথচ বাহ্যে তাঁ'দের বৈষ্ণব-চেহারা বৈষ্ণবতার সাক্ষ্য দিবে মনে ক'রেছিল।

এক সময় আমাদের শ্রীগুরুদেব (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ) ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে যখন প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট রহস্য ক'রে বল্‌ছিলেন, তখন আমাদের তা' শুনবার অবসর হ'য়েছিল। ১৮৯৮খৃষ্টাব্দে একদিন মানকর-নিবাসী পণ্ডিত গণেশ তেওয়ারীর দ্বারা পণ্ডিত রামদাস কুলিয়া-নবদ্বীপ-সহরে কলিকাতার আখড়ায় শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্য ২য় পরিচ্ছেদ হ'তে ছোট হরিদাস-বর্জ্জন পাঠ করছিলেন। পণ্ডিত রামদাসের পাঠের অনেক-গুলি শ্রোতার মধ্যে আমাদের শ্রীগুরুদেবও (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী প্রভু) অন্যতম ছিলেন। যখন পণ্ডিত রামদাস হরিদাস-বর্জ্জন-ব্যাপারে ছোট হরিদাসের কপটতার জন্য মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক শাসনের কথা ব্যাখ্যা কর-

ছিলেন, তখন কৌপীনধারী একটী প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের প্রাচীন ব্যক্তি ছোট হরিদাসের বর্জ্জন-লীলার ব্যাখ্যা শুন্‌তে শুন্‌তে অগ্রসর হ'য়ে পণ্ডিত রামদাসকে আক্রমণ করেন এবং বলেন যে, আমরা এতদিন জান্‌তাম, —ভক্তিবিনোদ মহাশয় বিচারক ব'লে বিরক্ত ব্যক্তিগণের সামান্য দোষকে অনেক বেশী ব'লে প্রকাশ করেন এবং চরিত্রবান হওয়ার জন্য উচ্চকণ্ঠে উপদেশ দিয়ে থাকেন, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরক্ত ব্যক্তিগণের একটু সামান্য দোষ—যা' তা'রা লজ্জায় প্রকাশ কর্‌তে পারে না—যা' কৃষ্ণভজনের জন্য, সেরূপ সামান্য মানসিক ব্যভিচারকে উপলক্ষ ক'রে ছোট হরিদাসকে চিরতরে বর্জ্জন কর্‌লেন। এ'তে মহাপ্রভুর করুণা কি প্রকারে লক্ষিত হ'ল, বুঝা যায় না। মহাপ্রভু পাপীগণের পাপের অধোধমর্ণী, কিন্তু এ-স্থানে ছোট হরিদাসের সামান্য পাপটুকুর জন্য সাধারণ বিচারকের ন্যায় তিনি এত ক্রূর, এত নিষ্ঠুর হ'য়েছিলেন। আমরা এরূপ মহাপ্রভুকে কেন আশ্রয় কর্‌ব? মহাপ্রভুর ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করা কখনও উচিত হয় নাই। যে সামান্য অপরাধ ছোট হরিদাস গোপন ক'রে ফেলেছেন, অপরে কেহ তা' জান্‌তে পারে নাই, কেবলমাত্র অন্তর্যামী মহাপ্রভু না হয় জেনেছিলেন, সেই পাপটুকু ও' ছোট হরিদাস নাম-কীর্ত্তনের দ্বারাই অনায়াসে দূরীভূত ক'রেছেন। অজামিলের এত পাপ বিনষ্ট হ'ল, আর ছোট হরিদাসের জন্য মহাপ্রভু কেন লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা কর্‌লেন? ছোট হরিদাস-বর্জ্জনের ব্যাখ্যাকে উল্টিয়ে দেওয়া উচিত।

এ-সকল কথা আমাদের গুরুদেব সে-দিনে শু'নে তা'র পর দিন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট এ'সে ব'লেছিলেন। এ কথা ঠাকুর মহাশয়কে বহুবার বহু লোকের নিকট বল্‌তেও শুনা গিয়েছে।

প্রাকৃত-সাহজিকগণ ত্যাগীর বেশে গোপনে যে ব্যভিচারাদি ক'রে থাকে, উহা যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তা' তা'রা বুঝে উঠ্‌তে পারে না। "বেত্তাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥" শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে আমরা জান্‌তে পারি, যাঁ'রা কপটতা-রহিত হ'য়ে কায়মনোবাক্যে ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হন, শ্রীঅনন্তদেব তাঁ'দেরই কৃপা ক'রে থাকেন। দুর্জ্জনতা অপেক্ষা কপটতা অধিকতর পাপ। কখনও কখনও দুর্জ্জনতা হ'তেও কপটতার জন্ম হয়। কপটতা পরিত্যাগ কর্‌লে, কপটতার জন্য অনুতপ্ত হ'লে মহাপ্রভু কৃপা করেন। ত্যাগীর পক্ষে অল্প অপরাধও মহাপ্রভু 'গুরু' ব'লে দেখেন। যেমন চরিতামৃতে দেখ্‌তে পাই,—

"গুরুবজ্রে যদিবিন্দু হৈছে না সুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥"

এজন্য পতিতপাবন অধোক্ষজ বৈষ্ণবগণ ভগবানের নিকট "জীবের পাপ লঞা মুই করি নরকভোগ। সকল জীবের প্রভু মুঞি তাহা সভ্যযোগ॥"—শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের বিচারের ন্যায় ছোট হরিদাসের আদর্শে প্রকাশিত "অল্প অপরাধ" ক্ষমা কর্‌বার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন ক'রেছিলেন। তাঁ'রা অপরাধকে সমর্থন করেন নাই, বা অপরাধকে 'অপরাধ নহে' ইহাও বলেন নাই। গৌড়ীয়ের শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর কথা—সকলকে অসুবিধা হ'তে মুক্ত ক'রে শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবায় প্রবেশাধিকার প্রদান করা—সকলকে আশ্রয়বিগ্রহরূপ প্রকাশ করা—গৌড়ীয় করা—কৃষ্ণের দ্বারা আত্মসাৎ করান—গৌরের পাদপদ্মে—গৌরের গণে গণিত ক'রিয়ে দেওয়া। শ্রীস্বরূপদামোদরাদি পতিতপাবন বৈষ্ণবগণ সেই কার্য্যের ঔদার্য্যময়তা প্রকাশ ক'রেছিলেন। পতিত-পাবন শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও তাঁ'র অভিন্নবিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব একটু সূত্রমাত্র ধ'রে সকলকে কৃপা কর্‌বার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট আবেদন করেন। জগাই ও মাধাই উভয়েই অসংখ্য পাপে লিপ্ত ছিল এবং উভয়েই এক সঙ্গে পাপ ক'রেছিল; কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রভু যখন মহা-প্রভুর নিকট আবেদন কর্‌লেন,—"মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই," "মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর," তখন মহাপ্রভু জগাইকে আলিঙ্গন কর্‌লেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রেমভক্তি প্রদান ক'রে আত্মসাৎ ও পার্ষদে গণনা কর্‌লেন —জগাই-মাধাইকে পাপ হ'তে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিয়ে কৃপা কর্‌লেন এবং সকলকে জানিয়ে দিলেন,—

এতেক যতেক চৈল এই দুই জনে।
করিলাম আমি, ঘুচাইলাম আপনে॥

---

* এক জীব দুই দেহ জগাই মাধাই।
এক পুণ্য, এক পাপ ভৈলে এক ঠাঁই।
(চৈঃ ভাঃ ম ১০ অ)

ইহা জানি এ তত্ত্বের সকল বৈষ্ণব।
দেখিবে অভেদ-দৃষ্ট্যে যেন তুমি সব॥

তাই শ্রীচরিতামৃতকার প্রেমকল্পতরুর শাখার মধ্যে জগাই-মাধাইকেও গণনা ক'রেছেন।

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুর আবেদনে জগাই-মাধাই বা কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে পর্য্যন্ত কৃপা ক'রেছিলেন। যে মাধাই স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্বের মূল পুরুষ শ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় তনুর দেহ পর্য্যন্ত আক্রমণের চেষ্টা ক'রেছিল, তা'কে পর্য্যন্ত মহাপ্রভু পরে অপরাধ মার্জন ক'রে পার্ষদত্বে গ্রহণ করলেন—কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে ভট্টথারি-স্ত্রীলোকের কবল হ'তে উদ্ধার ক'রে সেবার অধিকার দিলেন—নিজ-শাখার গণনা করলেন; কিন্তু ছোট হরিদাসকে তাঁ'র দেহ থাকা-কাল-পর্য্যন্ত কাতরে অনুরোধে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন নাই কেন? আবার ছোট হরিদাস যখন অন্তর্হিত হওয়ার আদর্শ, ত্রিবেণী-প্রভাবে প্রভু-পাশ আগমনের আদর্শ প্রকাশ করলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁ'র সেবা স্বীকার করলেন, পরে তাঁ'কে আত্মসাৎ করলেন। স্বরূপের গাঢ় অনুরাগ-থাকা-সত্ত্বেও শ্রীগৌর-সুন্দর প্রকৃতিসম্ভাষীকে ক্ষমা করেন না, ইহাও শ্রীগৌর-সুন্দরের করুণাবিশেষ; সুতরাং গৌড়ীয়ের মধ্যে ছোট হরিদাসের প্রকৃতিসম্ভাষণ আদরণীয় নহে; উহা প্রায়শ্চিত্তার্হ ভোগ্যাকাঙ্ক্ষা-মাত্র।

প্রয়াগ-তীর্থের মহিমা-ফলে জন্ম-জন্মান্তরে নিষ্কপট হ'লেই মহাত্মিলাষী, এমন কি, কর্ম্মকাণ্ডনিরত জনগণেরও ভগবৎ-করুণা-লাভে যোগ্যতা অবশ্যম্ভাবী হয়। শ্রীগৌর-সুন্দরের পরম করুণার কথা বলতে অবিদিত নাই, তিনি আপামর সকলকেই এমন কি, মুক্তিকামী মায়াবাদী, ভুক্তিকামী কর্ম্মফলভোগীকে এবং মহাত্মিলাষী ভোগি-সম্ভাষণকেও জন্ম-জন্মান্তরে আত্মসাৎ ক'রে থাকেন। কপট ভক্তের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রার্থনারূপা কপটতা নিঃশেষিত হ'লে তবে তাঁ'কে অন্যথা ফলের বিচার হ'তে পৃথক্ ক'রে স্বরূপে অবস্থিতিরূপা মুক্তি প্রদান করেন। শ্রীগৌরপদ-বিধৌত গঙ্গার জলে নিমজ্জন-ফলে প্রারব্ধ কর্ম্ম নিষ্ট হ'লে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁ'কে যে আত্মসাৎ করেন, তা'তে কোন সন্দেহ নেই। যখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু আত্মসাৎ ক'রেছেন, সেই সময়ের আদর্শকে গর্হণ করা হচ্ছে না। কিন্তু যখন মহাপ্রভু সেবা স্বীকার করেন নাই—মুখ দর্শন করেন নাই—"প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী" প্রভৃতি ব'লেছেন, সেই সময়ের আদর্শ পরিত্যাগ ক'রে অকপট ভক্তগণ স্ব-স্ব বৈরাগ্য সমর্থন করেন। নবোত্তম ভাসের সহ ধীর ভাসের সমতা অনভিজ্ঞতার নিদর্শন-মাত্র।

শ্রীগৌরসুন্দর বিনিবার্য্য অবিবেকী ধীর ছাড়ী বৈরাগী ছোট হরিদাসের অপরাধকে 'প্রকৃতি-সম্ভাষণ' ব'লেছেন। ইহা অতি স্পষ্টভাবেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখেছেন।* সেই প্রকৃতি কে? 'প্রকৃতি'-শব্দের অর্থ সেখানে কি? ভগবদ্ভোগ্যা প্রকৃতি আর বদ্ধজীবভোগ্যা প্রকৃতি কি এক? শ্রীমাধবীদেবী শ্রীমতী রাধিকার গণে গণিতা, সুতরাং মধুর রসের আশ্রয়াংশ-বিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ-ভোগ্যা নিত্যা প্রকৃতি। ছোট হরিদাসকে যদি তাঁ'র মুক্তাবস্থার বিচারে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়বিগ্রহও বলা যায়—তাঁ'র মুক্তাবস্থায় ভগবদ্পার্ষদও বলা যায়, তখনও এক আশ্রয়বিগ্রহের ভোগ্যা অন্য আশ্রয়-বিগ্রহ হ'তে পারেন না। একমাত্র বিষয়বিগ্রহের অর্থাৎ স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যাই শ্রীমাধবী-মাতা। সেই মাধবী-মাতা যখন অপরের ভোগ্যা প্রকৃতি ন'ন, তখন ধীরাদি-বর্গে অবস্থিত ছোট হরিদাস প্রকৃতি-সম্ভাষণ ক'রেছেন,—অন্তর্যামী মহাপ্রভু এই বাক্যে কোন্ ব্যক্তি-বিশেষের উল্লেখ ক'রে সেখানে 'প্রকৃতি' বলেন? হরিদাস-নামক পুরুষাভিমানীর, আশ্রয়তত্ত্বের বা ভগবদপরাধীর ভোগ্যা প্রকৃতি কি তা' হ'লে শ্রীমতী রাধিকার গণে গণিতা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যা প্রকৃতি শ্রীমতী মাধবী দেবী ব্যতীত অন্য ব্যক্তি নহে? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লৌকনাপূর্ণ গাম্ভীর্য্যময় লেখনীর অপব্যবহার ক'রে আমরা সেই বিষয়টী ধামা চাপা দিতে চাইলে শ্রীমাধবীমাতাকে 'প্রকৃতি' বলার ফলে

* কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস?
কি লাগিয়া ছাড়িলা তাহা করি উপবাস?
প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন।
ক্ষুদ্র-জীব সঙ্গে মর্কটবৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি-সম্ভাষিয়া।
প্রভু কহে,—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন।
(চৈঃ চরিতামৃত)

নিখিল শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রাণে বেদনা প্রদান এবং অপ্রাকৃত কৃষ্ণবোষিতের চরণে অপরাধ করা হয়। যা'রা বুঝ্‌তে পারেন না, শ্রীগৌরসুন্দর কবে তাঁ'দের সুবুদ্ধি প্রদান কর্‌বেন? "প্রকৃতি-সুলভ" কোন ব্যক্তিবিশেষকে মাধবী-মাতার প্রতি অপরাধ করবার অভিপ্রায় দেখ্‌লে যা মহাপ্রভু মাধবী-মাতাকে দেখা ক'রেই 'প্রকৃতি' হ'লেছেন,—এরূপ বৈষ্ণব ও বিষ্ণুর চরণে অপরাধ কর্‌তে দেখ্‌লে শ্রীমাধবগৌড়ীয়গণ প্রকৃত সংশিক্ষার প্রচার না ক'রে কিছুতেই নীরব থাক্‌তে পারেন না।

শ্রীমদ্ভুকা অপি পুলর্দ্ধনং যান্তি কর্হচিঃ।
যদ্যচিন্তামহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

যখন রামদাস-পণ্ডিত মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক ছোট হরিদাস-বর্জ্জন পাঠ কর্‌ছিলেন, তখন কোন বৈরাগিব্রুব বল্‌ছিলেন, "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই অংশটী বাদ দিলেই ভাল হ'ত। এ-সকল কথা শুনে আমাদের বুক ফেটে যায়।" আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ঐরূপ বুকফাটার কথা রহস্য ক'রে যখন শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে বল্‌ছিলেন, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন শ্রীরঘুনন্দন পণ্ডিতের পদ উল্লেখ ক'রে বিবিৎসা-স্থলে কিছু বিন্যাস নহে ও ছোট হরিদাসের আদর্শ যে সাধক গৌড়ীয়গণের পরিত্যাজ্য, তা' জানিয়েছিলেন,—

"যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥"

আপনাদিগকে বৈষ্ণব-অভিমান কর্‌তে গিয়ে শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযান, তা' নিতান্ত ঘৃণ্য, পাপাচারপূর্ণ ও হাস্যাস্পদ। সেরূপ পাপাচার কোনরূপে ভক্তসঙ্ঘ ব্যক্তির মধ্যে যদি প্রচ্ছন্নভাবেও প্রবেশ করে, তবে মহাপ্রভুর নিকট তা'র ধরা প'ড়ে যায়, এ কথা লোক-কল্যাণের উদ্দেশ্যে জানা'বার জন্যই কলিকাতা ও ঢাকার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর মধ্যে প্রকাশিত করা হ'য়েছে। ব্যভিচার—অন্যায়, কপটতা—অপরাধ, মিথ্যা—পাপ, এ-সকল কথা জান্‌লে যদি বহু ব্যভিচারী, বহু কপট, বহু মিথ্যাপরায়ণ ব্যক্তির প্রাণে আঘাত লাগে এবং সেরূপ শ্রেণীর বহু লোক সেই সত্যের প্রতিবাদ কর্‌বার জন্য একত্রিত হয়, তা' হ'লে কি সত্য জগৎ হ'তে উঠে যা'বে? সত্য কি লোক-কল্যাণের জন্য প্রচারিত হ'বে না? চিরকালই ঐরূপ শ্রেণীর বহু ব্যক্তির প্রতিবাদের মধ্যেই ত' সত্য প্রচারিত হ'য়েছে।

যখন শ্রীনামের প্রচার আরম্ভ হ'ল—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত আবির্ভাব-ভূমি প্রকাশিত হ'ল ও প্রচার হ'তে আরম্ভ হ'ল, তখন 'শ্রীমায়াপুর'-নামকে বিকৃত ক'রে এক শ্রেণীর অসদ্ভার্থপর অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি অহিন্দু-সম্প্রদায়কে অসত্য কথা ব'লে উত্তেজনা কর্‌তে আরম্ভ করুন—অহিন্দু-সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তুল্‌বার চেষ্টা করুন। এ'তে অহিন্দু-সম্প্রদায়ের বিরোধের কোনও কথাই নেই। কিন্তু কতক-গুলি বিদেশী ব্যক্তিকে কুপরামর্শ দিয়ে দেশের তদানীন্তন অবস্থার অবৈধ সুযোগ নিয়ে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ শ্রীনামের প্রতি সমরাভিযান কর্‌বার চেষ্টা করুন। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু মুসলমানগণ মহাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট। তাঁ'রা ক্রমে ক্রমে অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পার্‌বেন। কএকজন ব্যক্তি শিক্ষার অভাবে নানা প্রকার উদ্বেগ দিতে চেষ্টা কর্‌লেও পরে সত্যেরই জয় হ'ল। আমাদের এ-সকল কার্য্যে প্রধান অগ্রণী ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্যকারী—সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিবার পর্য্যন্ত যত্ন ক'রেছিল; কিন্তু তা'দের এরূপ সম্পূর্ণ অসত্য অবৈধ কার্য্যের জন্য আমরা আকাশ-পাতাল আলোড়ন না কর্‌লে আমাদের বৈষ্ণবনিন্দা শ্রবণের পর নিস্তব্ধ-থাকা-জনিত ভক্তিচ্যুত হ'তে হ'বে। পাপ-কার্য্যের বা অবৈধ ভক্ত-বিদ্বেষের অভিসন্ধির প্রশ্রয় আমরা কোন দিন দিতে পারি না।

গত বৎসরের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এই সকল কথা হ'য়েছে। বার্ষিক-বিবরণ-আলোচনা-মুখে প্রাচীন ইতিহাসের কথা বল্‌তে বাধ্য হ'লাম।

'ধাম'-শব্দের অর্থ—আলোক। সেই আলোক-প্রচারই—শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তির কথা বিস্তারই শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার উদ্দেশ্য। আলোকের পশ্চাতে অপাশ্রিতভাবে যে অন্ধকার, তা' আলোকের পুষ্টি বিধান ক'রে থাকে; অন্ধকার ও ছায়াকে পরিত্যাগ ক'রে আলোক ও স্বরূপ গ্রহণ করাই শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার শিক্ষা। যে-সকল উলূক-সদৃশ ব্যক্তি আলোক-প্রচার বা সত্য-প্রচারে বাধা অনুভব করে, তা'দের দুর্ভাগ্য দূর হউক, আমরা এ প্রার্থনা জানাতে পারি।

যাঁরা ভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝতে পারেন না—যাঁরা সম্প্রদায়-রহস্যবিৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত না হ'য়ে অসহিষ্ণুতা-বশে মনোধর্ম্মের আশ্রয় বা শ্রেয়োবিচারকে বহু মানন করেন, তাঁরা মনে করেন, ছোট হরিদাসের অপরাধের আদর্শ —মহাপ্রভু যাঁকে প্রকৃতি-সম্ভাষণের আদর্শ বলেন, সেটী স্বীকার করাও প্রয়োজন। শ্রীল জগদানন্দ, শ্রীল মাধবানন্দ বা ছোট হরিদাসের পার্ষদত্ব আক্রমণ করা ভক্তি নহে; কিন্তু জগদানন্দ, মাধবানন্দ বা ছোট হরিদাসের আদর্শের যে অংশটী ভক্তি-প্রতিকূল, সেই অংশটী পার্ষদত্ব নহে, তা' অবশ্যই জিজ্ঞাস্য-বিষয়। ঐ সকল দুর্ব্ব্যবহার ও অবৈধ আচার অপ্রকট-লীলায় নিত্যকাল নাই। শ্রীল সনাতন-প্রভুর 'গোলোক-মাহাত্ম্য' যাঁরা আলোচনা ক'রেছেন, তাঁরা এ-সকল কথা জানেন। যাঁরা ভক্তিসিদ্ধান্তের কিছুমাত্র নিদর্শন পে'য়েছেন, তাঁরা সাধারণ কর্ম্মী, জোগি-কুলের বিচারের সহিত কখনও এক মত প্রকাশ করতে পারেন না।

মহাপ্রভুকে মানি কি ?

আমরা অনেকেই বলিয়া থাকি এবং মনে করিয়া থাকি যে, আমরা শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে মানি এবং ভক্তিশ্রদ্ধা করি। এমন কি, অনেক সময় যদি কোন সাধুবৈষ্ণব আমাদিগকে বন্ধুভাবে অকপটে বলেন যে, আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে মহাপ্রভুকে মানি না, তখন আমরা তাঁহার প্রতিবাদে সময়ে সময়ে ঐরূপ বক্তার বিরুদ্ধে যষ্টি ধারণ করিতেও উদ্যত হই। সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস যে, মহাপ্রভু সর্ব্বজনমান্য, তাঁহাকে না মানেন,—এরূপ লোকই নাই। কিন্তু একটু গভীর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমরা জানিতে পারিব যে, আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে খুব কম লোকেই মহাপ্রভুকে মানি। আমরা মহাপ্রভুকে মানি বলিয়া যেটুকু ধারণা বা কল্পনা করি, কিম্বা মৌখিক উক্তি প্রকাশ করি, তাহা মহাপ্রভুকে মানা নহে, আমাদিগের নিজ-সম্মান বজায় রাখা মাত্র। ঈশ্বর ও বেদকে না মানিলে লোকে নাস্তিক বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা করিবে, আমাদের সম্মান প্রতিষ্ঠা থাকিবে না, দশজনের সঙ্গে পাঁতি পাইব না,—এরূপ ভাবিয়াও আমরা অনেক সময়ে মহাপ্রভুকে মুখে মানিয়া থাকি।

আজকাল একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা মহাপ্রভুর নিজ-জনগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন। অধিকন্তু তাঁহাদের কথাকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ কথা বলিয়া নিজেদের মনঃকল্পিত বহির্ম্মুখ ধারণায় ডিক্রী ডিসমিস করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত! ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের আচারেও যথেচ্ছচারিতা, কখনও বা স্বার্ত্তধর্ম্মের কথঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ আচার, কখনও বা সুবিধাবাদ এবং নানাপ্রকার স্বেচ্ছাচার আশ্রয় করিয়াও মুখে মহাপ্রভুকে মহাপ্রভুর নিজ-জনগণ অপেক্ষাও অধিক ভক্তি করেন বা মহাপ্রভুকে তাঁহারাই অধিক বুঝিয়াছেন মনে করিয়া থাকেন। অনেক সময় তাঁহারা লেখনীতে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধ-রচনায়, গ্রন্থ-নির্ম্মাণে, সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতায় মহাপ্রভুকে মহাপ্রভুর নিজ-জনগণ অপেক্ষাও অধিক বুঝিয়া ফেলিয়াছেন,—এরূপ দেখাইয়া থাকেন! যে-সকল অকৃত্রিম মহাপুরুষগণ মহাপ্রভুর অকৈতব সেবাকেই নিত্যব্রত করিয়াছেন,—তাঁহাকেই চরমলাভ্য ও জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া মহাপ্রভুর অস্মিতায় বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ও ঐ সকল ব্যক্তি নানাপ্রকারে সমালোচনা এবং নিন্দা করিয়া মহাপ্রভুকে তাঁহারাই অধিক বুঝিয়াছেন, জানাইয়া থাকেন।

যাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া ঐ সকল ব্যক্তির দুর্ব্বলতা, কপটতা, অনর্থ ও আত্মবঞ্চনা-ব্যাধিকে ধরিতে পারেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐ সকল ব্যক্তির ঐরূপ আস্তিকতা মহাপ্রভুকে মোটেই মানা নহে, কেবল তাঁহাদের নিজ-নাস্তিকতা ও জড়ীয় সম্মান বা মনোধর্ম্মরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণকে বহু মানন করার চেষ্টা মাত্র।

"আমরা মহাপ্রভুকে মানি কি"—এই প্রশ্নের উত্তর

নিরপেক্ষভাবে দিতে হইলে আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে, মহাপ্রভু যাহা স্বয়ং আচার ও প্রচার করিয়াছেন —মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদবর্গের দ্বারা যে-সকল সদাচার প্রচার করাইয়াছেন, তাহা আমরা কতটা স্বীকার করি —ব্যক্তিগত জীবনে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে, সামাজিক নির্য্যাতনের নানাপ্রকার চেষ্টা-সত্ত্বেও আমরা সেই সকল আচার কতটা অকৃত্রিমভাবে বরণ ও পালন করিতে প্রস্তুত হই।

দুঃখের বিষয়,—একশ্রেণীর ব্যক্তি বলেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, আমরা কেবল সেইটুকুকেই মহাপ্রভুর মত বলিয়া স্বীকার করিব। মহাপ্রভুর ভক্তগণ অতিরঞ্জিত করিয়া মহাপ্রভুকে যেরূপ সাজাইয়াছেন বা মহাপ্রভুর আচার-বিচার-সম্বন্ধে যে-সকল উক্তি করিয়াছেন, সেই সকল অর্থবাদ ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি! এমন কি, অনেকে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-প্রভু, শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত ও বিচার মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত বিচার হইতে পৃথক্ ও অর্থবাদ-দোষে দুষ্ট বলিতেও কুণ্ঠিত হন না, অথচ তাঁহারা মহাপ্রভুকে মানেন বলিতে চাহেন এবং কেহ তাঁহাদের মহাপ্রভুকে মানা "কার্য্যতঃ মহাপ্রভুর বিরোধ"—এ কথা বলিতে আসিলে অকপট উপদেষ্টৃগণের প্রতি রক্তচক্ষু অথবা লগুড়হস্ত হইয়া উঠেন।

মহাপ্রভুর অঙ্গ-সমূহকে বাদ দিয়া, তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন (?) করিয়া মহাপ্রভুর শিরোদেশের পূজা—মহাপ্রভুর (?) প্রতি খড়্গ-উত্তোলন বা অঙ্গুষ্ঠকুটী ন্যায়,—এই সকল মহাজনগণের কথা বলিলে ঐ সকল মুখে মহাপ্রভু-মানা ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন,—ইহাই ত' ভক্ত-সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী সঙ্কীর্ণতা। "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে পাপি মরো তা'র শিরের উপরে।"—শ্রীচৈতন্য-লীলায় স্বয়ং ঠাকুর বৃন্দাবন এইরূপ একটা বেফাঁস (?) কথা বলিয়া ঐ সকল মুখে-মহাপ্রভু-মানা-সম্প্রদায়ের নিকট কি গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতাই না প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন!

অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়,—এই সকল মনঃকল্পিত মহাপ্রভুমানা ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ তৎপার্ষদ ও ভগবদ্ভক্তকে অস্বীকার, কখনও বা তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক দ্বেষ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি পোষণ করিয়া আপনাদিগকে মহাপ্রভুর অনুযোগকারী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা অন্তরে মনে করেন যে, মহাপ্রভুর ভক্তগণ ভক্তির আতিশয্যে (যেন ভক্তি জিনিষটী তাঁহাদেরই ধারণা ও কল্পনার অনুযায়ী একটী ভাব-প্রবণতা বা মনের উচ্ছ্বাস-মাত্র) মহাপ্রভুকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন নাই! কিন্তু তাঁহারা তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া মহাপ্রভুকে নিরপেক্ষভাবে ওজন করিয়া লইয়াছেন! ইহাতে তাঁহাদের যে আন্তরিক দাম্ভিকতা রহিয়াছে, তাহা ঐ সকল মৌখিক-মহাপ্রভু-মানা-সম্প্রদায় আদৌ বুঝিতে পারেন না। আজকাল জগতে এইরূপ এক সম্প্রদায় সংবাদ-পত্রাদির সম্পাদক বা বক্তৃতাবাগীশ ব্যক্তিরূপে মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া থাকেন।

আর এক প্রকার মহাপ্রভু-মানা (?)-সম্প্রদায় আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়,—তাঁহারা মহাপ্রভুকে মানেন এবং তৎসঙ্গে তাঁহার পার্ষদগণকেও খুবই মানেন,—এইরূপ ভাব ও মুদ্রা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, এই সকল ব্যক্তি ভিজা বিড়ালের মত হইয়া বাধাবাধী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, তথাকথিত সমন্বয়বাদী, সুবিধাবাদী এবং খোলে-হরিবোল-দেওয়া সমস্ত ব্যক্তিরই অনর্থ-যুক্ত সংস্কারক মতে আপনাদিগকে ন্যূনাধিক সংস্কারিত করিয়া মহাপ্রভুর গোঁড়া ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু মহাপ্রভুর নিজ-জনগণ যখন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অদ্বৈতব ভগবদ্ভক্তির কথা সর্ব্বত্র প্রচার করেন, তখন তাঁহারা ভিজা-বিড়ালগিরি ছাড়িয়া কখনও আত্মগোপন করিয়া, কখনও কোন শিখণ্ডী দাঁড় করাইয়া, কখনও বা আত্মপ্রকাশ করিয়া ভগবদ্ভক্তের নিরপেক্ষ কথার বিরুদ্ধে —শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। বাধাবাধী, কর্ম্মজড় পঞ্চোপাসক প্রকৃতির চাবুক ভিজা-বিড়াল হইয়া ইহারা সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু অকৃত্রিম আচার্য্যের বাণী ইহাদের গায়ে বাঘের মত বিদ্ধ হয়। ইহারা ইহাদের ভাবপ্রবণতা বা কামুকতার আতিশয্যে এতদূর অতিবাড়ী হইয়া পড়িয়াছেন যে, মহাপ্রভু যে সিদ্ধান্ত ও আদর্শের দ্বারা অসৎসঙ্গ নিরাস করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত ও আদর্শকে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের আদর্শ,—গ্রহণের আদর্শ নহে, ইহা বলিলে ঐ সকল প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের ভোগ-

মত ভাবপ্রবণতায়, চিরপরিপুষ্ট মনোবৃত্তিগুলিতে আঘাত লাগে বলিয়া তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়া উঠেন। ছোট হরিদাসের যে আদর্শ ও চরিত্রের যে-অংশ মহাপ্রভুর প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, সেই অংশটী কখনও ভগবৎ-সেবকগণের গ্রহণীয় নহে, তাহা মহাপ্রভুর পার্ষদত্ব নহে, সরলতা বা বৈষ্ণবতা নহে; কৃষ্ণদাস-বিপ্রের কট্টবাহি-স্ত্রীগণের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবার আদর্শ, যা মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সেবা ছাড়িয়া কট্টবাহি-স্ত্রীর গৃহে গমনের আগ্রহটুকু—মহাপ্রভুর পার্ষদত্ব নহে, শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের শাখাও নহে, মহাপ্রভুর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া কালিয়হ্রদে মূর্খ-জনমতের বিবর্ত্ত কৃষ্ণ দেখিবার লাভের আদর্শটী মহাপ্রভুর সেবা বা পার্ষদত্ব নহে; সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মায়াবাদ ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদকে বহু-মানন কিংবা মহাপ্রভুকে ভগবৎপার্ষদ বলিয়া অস্বীকার —শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষের শাখাত্ব নহে, জগাই মাধাইর পূর্ব্ব-পাপময় জীবন, শ্রীনিত্যানন্দ-বিরোধ, শ্রীহরিদাস-বিরোধ, শ্রীহরিনাম-বিরোধ—শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের শাখাত্ব নহে, কিংবা গোপীনাথ পট্টনায়কের রাজ-তহবিল হইতে অর্থ হরণ করা ব্যাপারটী মহাপ্রভুর অনুমোদিত কার্য্য নহে, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর বিরহ কমলাকান্ত বিশ্বাসের শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য-প্রভুকে ভগ্নপ্রভু সাজাইবার চেষ্টা, কিংবা ভক্তিকল্প-বৃক্ষের অঙ্কুরে মূল ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মায়াবাদীর বেশ ধর্ম্মাধ্বর-রায়ের আদর্শ—মহাপ্রভুর অনুমোদিত ভগবদ্ভক্তি নহে; প্রচলিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় যিনি ভগবদ্বের অবতার বলিয়া কথিত, সেই বল্লভাচার্য্যের শ্রীবল্লভাধীর সিদ্ধান্ত অপেক্ষা নিজ-সিদ্ধান্তকে অধিক সমীচীন-জ্ঞান —শ্রীভগবদ্বের নহে; কিংবা শ্রীচৈতন্যকল্পবৃক্ষের শাখার মধ্যে গণিত দেবানন্দ-পণ্ডিতের শ্রীবাসের চরণে অপরাধের প্রশ্রয়-দান, মুরুষা, ভক্তিবিরুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রভৃতি কার্য্যগুলিও ভক্তিকল্পবৃক্ষের শাখাত্ব নহে,—এইরূপ বলিলে ভাবপ্রবণ প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় যদি ভোগময় মনে দুঃখ পান—অসৎ আসক্তি পরিত্যাগ, অযোগ্যাসনত্যাগ, শ্রেয়োবিচার দূরীকরণের পরামর্শে অনর্থযুক্ত ব্যক্তির যদি উদ্বেগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তদ্রূপ মহাজন বা সদ্বৈদ্য কপটতা করিয়া অসতের উপদেশ প্রদান করিতে পারেন না। কামুককে স্ত্রী-আসক্তি-পরিত্যাগ করিতে বলিলে, পুত্রাসক্তকে পুত্রাসক্তি পরিত্যাগ করিবার মনোধর্ম্ম প্রদান করিলে তাহাদের হৃদয়ে তীব্র বেদনা হয় সত্য, কিন্তু তদনুধাবী তদনুকূলে ইন্ধন প্রদান না করিয়া অপ্রিয়-সত্যকথাই বলিয়া থাকেন।

মুখে বলিব,—আমরা মহাপ্রভুকে মানি; কিন্তু মহাপ্রভু যখন বলিবেন,—"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার, স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর", মহাপ্রভু যখন বলিবেন, —"ছোট হরিদাসের আদর্শে বকটবৈরাগ্য অর্থাৎ কাপটা, প্রকৃতি-সম্ভাষণ প্রভৃতি অনাচার প্রকাশিত হইয়াছে;" মহাপ্রভু যখন বলিবেন,—"ঐরূপ কপটতাপূর্ণ প্রকৃতি-সম্ভাষণকারীর জলে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত," তখন আমরা মহাপ্রভুকে নিষ্ঠুর, ক্রূর, অথবা তাহা মহাপ্রভুর মত নহে বলিয়া আমাদের মতের সমর্থনকারী ধনিমায়াধীর লোক-দিগকে লইয়া সভাসমিতি বা প্রতিবাদ করিলে আমাদের এইপ্রকার মহাপ্রভু-মানা কপটতা-ব্যতীত আর কিছুই নহে প্রমাণিত হয় না কি?

আমরা মুখে বলি,—আমরা মহাপ্রভুকে মানি; কিন্তু যখন মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার হইতে হাতে-কলমে দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, মহাপ্রভু একমাত্র কীর্ত্তন-প্রধানা শুদ্ধা ভক্তিকেই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও উপেয় বলিয়াছেন, কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদির পথকে ভীষণ-বরফী-কৃষ্ণমরণ-বক্ষ প্রভৃতি হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল কুপথ ও বিপথ বলিয়াছেন, বিষতাও এমন কি, নরক হইতেও অপকৃষ্ট বলিয়াছেন, তখন আমরা বলিয়া উঠি,—ইহা ভক্তিকে বাড়াইয়া নিজ-মত-স্থাপনের জন্য পরমত দূষণ ও স্ব-মতের অতিস্তুতিমাত্র; প্রকৃতপ্রস্তাবে— উহা সত্য নহে। এখানে আমরা মহাপ্রভুকে মানিলাম কি? মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তকে স্ব-স্ব মনোধর্ম্মের ছাঁচে ফেলিয়া নিজের খেয়াল বা জনমতের খেয়ালকে অধিক মানিয়া লইলাম না কি? ভক্তির সহিত কর্ম্ম-জ্ঞানকে সমান বলায় ভক্তিকে অস্বীকার করা হইল না কি? মহাপ্রভু বলিলেন,—যাহা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির দ্বারা অনাবৃত অর্থাৎ যাহা ভোগ ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষা নহে, তাহাই ভক্তি—যাহা ব্যভিচার নহে, তাহাই সতীত্ব। আমরা বলিলাম,—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগেরই মত ভক্তি আর একটী উপায়-মাত্র—ব্যভিচারেরই মত সতীত্ব আর একটী বিনিময়! অবশ্য ব্যভিচারী সম্প্রদায় ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন। কেন না, তাহাদের ভাবাতে আপাততঃ রক্ষা হয়। মর্য্যাদাজ্ঞানযুক্ত কেহই নিজ সতী-সাধ্বী জননীকে বার-

বনিতার সঙ্গে সমান বলিলে সুখী হন না। কিন্তু অসৎ ব্যক্তিগণের বা ধীরবনিতাগণের তাহাতে মনে কোন দুঃখ হয় না। কেননা, তাহারা মনে করে,—"আমাদের সহিত সমান ধর্ম্মী এক জনকে পাইলাম।" কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ ব্যভিচারবৃত্তি জগতের পশুগুলিকাকে অন্তরে ও বাহিরে আক্রমণ করিয়াছে। কাজেই তাহারা ব্যভিচারের সহিত সতীত্বের সমন্বয় করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা-বিশিষ্ট হইয়াছে। আর সেই প্রবণতা সংক্রামক ব্যাধির মত ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে সঞ্চারিত হইয়া মায়াদেবীর রঙ্গ-ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের মহাপ্রভু মানা এইরূপই। কার্য্যতঃ মহাপ্রভুর বিরুদ্ধাচরণকেই আমরা মহাপ্রভু-মানা বলিয়া কল্পনা করি, নতুবা আমাদের সম্মান বজায় থাকে না।

অনেকে আবার মনে করি যে, মহাপ্রভুকে মানিয়া আমরা নিজে কৃতার্থ হইবার পরিবর্ত্তে মহাপ্রভুকেই কৃতার্থ করিয়া দিলাম! আমি ব্রাহ্মণ হইয়া মহাপ্রভুকে মানি—অনেক ঘুত A, B, C, D পড়িয়া মহাপ্রভুকে মানি—বড় চাকুরী করিয়া মহাপ্রভুকে মানি—মস্ত ধনবান হইয়া মহাপ্রভুকে মানি; সুতরাং মহাপ্রভু কৃতকৃতার্থ। আবার কেহ কেহ মনে করেন,—আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি, পরোপকার জ্ঞান করি, সেবা বলিয়া কল্পনা করি, সত্য বলিয়া ধারণা করি, তাহা যদি মহাপ্রভু স্বীকার না করিয়া থাকেন বা মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাঁহাদের শাস্ত্রে অন্যরূপ প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা সেইরূপ মহাপ্রভুকে 'বয়কট' করিব। তাহা হইলে দেখুন, আমাদের মহাপ্রভু মানা হয় কোথায়? আমরা কি সত্য সত্য মহাপ্রভুকে মানি?—না আমাদের ভাল-লাগা-মত বা ইন্দ্রিয়তর্পণকেই মানিয়া থাকি? মহাপ্রভু আমাদের কামের মূর্ত্তি নহেন।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" —মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য।" মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর।" মহাপ্রভু পরম-সিদ্ধান্তগ্রন্থ 'ব্রহ্মসংহিতা' হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন,—

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪৪॥
ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৪৫॥
যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৪০॥
যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫২॥

ঐ সকল শ্লোকে মহাপ্রভু অতি স্পষ্টভাবে পঞ্চোপাসনা নিরাস করিয়াছেন; কিন্তু আমরা বলি,—"আমরা পঞ্চোপাসক থাকিয়াও মহাপ্রভুকে মানিয়া থাকি—ইহা বলিব ও বলিতে পারিব।" যখন হাতে-কলমে আমাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হয় যে, মহাপ্রভু পঞ্চোপাসনা স্বীকার করেন নাই, ব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চোপাসনা নিরস্ত হইয়াছে, তখন আমরা যুক্তি দিয়া বলি,—"বেদে পঞ্চদেবতা ও পঞ্চোপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে। মহাপ্রভুও শিব, দুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তি দর্শন এবং তত্তৎ স্থানে বন্দন-নৃত্যাদি করিয়াছেন। বেদানুমোদিত উপাসনা মহাপ্রভু মানেন নাই বলিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবৈদিক হইয়া পড়ে।" কেহ কেহ অসীম সাহসের সহিত বলিয়াও ফেলেন,—"মহাপ্রভুর ধর্ম্ম অবৈদিক।"

প্রচলিত জনমতের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা এইরূপ নানাপ্রকার উদ্গার করিয়া থাকি। বেদে পঞ্চদেবতা কেন, বহু দেবতার কথা উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র পরমেশ্বর একমাত্র বিষ্ণুই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীনতম ঋগ্বেদে বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম—এই কথা উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত হইয়াছে। "অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ, বিষ্ণুঃ পরমঃ, তদন্তরা অন্যদেবতাঃ"। শ্রীগীতা প্রভৃতি বেদানুগ শাস্ত্র পরমেশ্বর কৃষ্ণকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বিচার না করিয়া অন্যদেবতার পূজা

অবৈধ অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ পূজা বলিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর যে শিব, দুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তি বিভিন্ন স্থানে দর্শন করিবার লীলা-প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে কোথাওও তিনি কৃষ্ণ-ব্যতীত অপরকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধি করিবার আদর্শ দেখান নাই। "সকল, দুর্গা রাণী মোর, নহেন কিঙ্কর"। অর্থাৎ সমস্ত দেবতাই পরমেশ্বর বিষ্ণুর 'কিঙ্কর', 'সেবক' বা 'বৈষ্ণব'—এই জ্ঞানে তাঁহাদের নিত্যস্বরূপে পূজনীয়, —এই প্রকার বিচারই প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈষ্ণবের স্বরূপ নিত্য, তাহা ব্যবহারিক নহে। তথাকথিত পঞ্চোপাসনায় যে পঞ্চদেবতার মূর্ত্তি, তাহাতে দেবতাদের সকল কল্পিত রূপ ব্যবহারিক-মাত্র,—নিত্য নহে। সেই ব্যবহারিক কল্পিত রূপের এক একটীর সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য স্বীকার করিয়া চরমে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে বিলোপ-সাধনের চেষ্টাই দেখা যায়। ইহার দ্বারা পঞ্চদেবতাকে সম্মান বা রক্ষা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে বিসর্জ্জন বা পরিত্যাগ করা হয়। মহাপ্রভু বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সচ্চিদানন্দ নিত্য অপ্রাকৃত কলেবর স্বীকার করিয়াছেন। মহাপ্রভু যে বৈষ্ণবী দুর্গা, বৈষ্ণবরাজ শম্ভু, বিষ্ণুর সীতাবরণ গণেশ, বিষ্ণুর আজ্ঞাবাহক বৈষ্ণব সূর্য্যের মূর্ত্তির কথা স্বীকার করেন, তাহা নিত্য গোলোক-বৈকুণ্ঠস্থ বিষ্ণুর নিত্যপার্ষদ-মূর্ত্তি। তাহা কখনও বিসর্জ্জন-যোগ্য ব্যবহারিক নহে। সুতরাং বৈষ্ণবগণ প্রকৃত বেদ স্বীকার করেন,—না মায়াবাদী ও পঞ্চোপাসকগণ বেদ স্বীকার করেন? বৈষ্ণবগণ দেবতাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মান করেন,—না মায়াবাদী পঞ্চোপাসকগণ বিষ্ণু ও তদধীন দেবতাগণের অনিত্য ব্যবহারিক মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া—তাঁহাদিগকে হনন করিয়া অধিক সম্মান ও পূজা করেন? রাবণ শিবকে অধিক সম্মান করেন,—না প্রাতোগণ শিবকে অধিক সম্মান ও ভক্তি করেন? তাই বলিতেছিলাম যে, আমরা মহাপ্রভুকে মানি কি?—না আমাদের মনঃ-কল্পিত রুচি ও সুবিধাবাদকেই অধিকতর মানিয়া থাকি?

বোম্বাই-নগরীতে শ্রীগৌড়ীয় মঠ

[বিগত ১৫ই মে (১৯৩৩) তারিখের "বোম্বে ক্রনিকল" পত্র হইতে উদ্ধৃত]

Extract from the Bombay Chronicle, Bombay May 15, 1933.

Gaudiya Math in Bombay

The public are already aware of the arrival in Bombay of His Divine Grace Paramahanta Sreela Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, President of Sree Viswa Vaishnava Raj Sabha and Acharya of the unalloyed Gaudiya Vaishnava Community, in connection with the despatch of a party of Gaudiya Missionaries for preaching the Religion of Transcendental Love to the Countries of the West.

His Divine Grace is now staying at Jangoo Villa on the Babul Nath Road, close to the Babul Nath Temple, with a large party of learned preachers with the intention of establishing a permanent propaganda centre in Bombay City. The Bombay Gaudiya Math will serve as the head-quarters of the Mission in Western India

The Message of Sree Krishna Chaitanya has continued to be misunderstood and misrepresented by many of his so-called followers during the last two hundred years. This has given rise to a number of sects within the Gaudiya Vaishnava Communion which profess views, on the alleged authority of Sree Krishna Chaitanya, that are diametrically opposed to His actual teachings. It is the purpose of His Divine Grace to enlighten all persons, irrespective of caste, creed or colour, in regard to the true principles of unalloyed devotion taught by Sree Krishna Chaitanya.

His Divine Grace is inviting the co-operation of all honest servants of Sree Krishna for carrying out this Heart's Desire of Sree Krishna Chaitanya on the lines chalked out by Sree Rupa who was authorised by Sree Krishna Chaitanya to give to the world the message of unalloyed devotion taught by Sree Krishna Chaitanya. His

Divine Grace has been joined by hundreds of self-dedicated souls who have renounced the world for carrying the message of Divine Love to all parts of the world by acting up to their preaching.

The expanding activities of Sree Viswa Vaishnava Raj Sabha are represented by the establishment of over forty Maths, i. e, permanent centres of propaganda, in all parts of India. The Sabha is running six journals in different languages and is regularly editing and publishing the priceless works of the immense Gaudiya Vaishnava Literature from its own printing presses. It also employs organised parties of preachers under the lead of trained Paribrajaka Sannayasins who approach all persons in their homes in order to inform them regarding the object and method of the propaganda by discourses, readings and expositions of devotional scriptures, and address public gatherings of the people from the platform by constantly travelling through all parts of the country.

His Divine Grace is always accessible to all honest inquirers. His Grace gives his regular discourses from 4 P. M. to 8 P. M. every day. The preachers of the mission are available for addressing public meetings and for giving discourses and expositions, on the invitation of the public. These functions are undertaken by them without any pecuniary remuneration.

(অনুবাদ)

পাশ্চাত্য প্রদেশে ভগবৎপ্রেমভক্তির বিষয় প্রচার-উদ্দেশ্যে কতিপয় গৌড়ীয় প্রচারককে তৎপ্রদেশে প্রেরণের জন্য শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যরাজ শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই বোম্বাই নগরীতে আগমন করিয়াছেন,—এ কথা সর্ব্বসাধারণ অবগত আছেন।

বোম্বাই সহরে একটী স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনোদ্দেশে পরমহংস মহারাজ বাবুলনাথ-মন্দিরের সন্নিকটে বাবুলনাথ-রাস্তার উপর অনুভিলাভে উচ্চ শিক্ষিত কএকজন প্রচারক-সহিত অবস্থান করিতেছেন। বোম্বাই গৌড়ীয় মঠ পাশ্চাত্য-দেশে প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হইবে।

গত দুইশত বৎসর-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী তথাকথিত চৈতন্যানুগত জনগণ বিপরীতভাবে বুঝিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং সাধারণ্যে সেইরূপ ভাবে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কতিপয় অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নামে চৈতন্যদেবের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক প্রচারিত শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির বিষয় জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে জানাইবার চেষ্টাই পরমহংস মহারাজের একমাত্র উদ্দেশ্য। শুদ্ধা ভগবদ্ভক্তির বাণী জগতে প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্যদেব-কর্ত্তৃক আদিষ্ট শ্রীল রূপ গোস্বামী যে পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, তদনুযায়ী শ্রীচৈতন্যদেবের আন্তরিক ইচ্ছা-পূর্ত্তির জন্য পরমহংস মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ ভক্তগণের সহযোগিতা আমন্ত্রণ করিতেছেন। শ্রীরূপপাদের ও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারানুযায়ী বিমল প্রেমের বাণী পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারের জন্য শত শত মহাত্মা অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া পরমহংস মহারাজের পদাঙ্কিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃতভাবে প্রচার-কল্পে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে চল্লিশটী প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন, বিভিন্ন ভাষায় ছয়টী সাময়িক পত্র এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি নিজেদের মুদ্রাযন্ত্র হইতে মুদ্রণ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। এই সভা সুশিক্ষিত পরিব্রাজক সন্ন্যাসিগণের নেতৃত্বে প্রচারকদল গঠিত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়া পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা-দ্বারা দেশের সর্ব্বত্র বিমল প্রেমধর্ম্মের বিষয়ে অভিজ্ঞান প্রদান করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

সকল অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পরমহংস গোস্বামী মহারাজের দর্শনলাভ করিতে পারেন। তিনি প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট ভগবৎ-বিষয়িণী কথা কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বসাধারণের আহ্বানে এই প্রতিষ্ঠানের প্রচারকবৃন্দ সাধারণ সভায় ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা, পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবার

জন্য প্রস্তুত আছেন। তাঁহারা এই সকল কার্য্যের জন্য কোন প্রকারে অর্থাদি গ্রহণ করেন না।

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৩৪০), ইং ১৪ই মে (১৯৩৩) বোম্বাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ বাবুলনাথ-মন্দিরে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। বোম্বাই-নগরীতে বাবুলনাথ শিবের মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, মহামহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ নিখিলনাথ ন্যায়রত্ন এম-এ এবং শ্রীচৈতন্য-মঠের ট্রাষ্টী মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন এবং অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ হরিহর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল প্রমুখ ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সকলেই বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর নিকট উপনীত হইয়া—

"বৃন্দাবনাবনিগতে জয় সোম সোমমৌলে
সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে।"

—এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রিয়তম শম্ভুর নিকট অহৈতুকী কৃষ্ণসেবা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

নিজস্ব সংবাদ-বাহক তারযোগে জানাইয়াছেন যে, ২১শে মে (১৯৩৩) বোম্বাই চৌপাটীর সাগর-সৈকতে যে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে বোম্বাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ "ভাগবতধর্ম্ম"-সম্বন্ধে উপদেশ-প্রদানার্থ বিশেষভাবে আহূত হইয়াছিলেন। বোম্বাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ বিরাট্ জনসঙ্ঘকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, রাজনীতি বা অন্য কোন জাগতিক ব্যাপারের সহিত মঠের কোনই সম্পর্ক বা বিরোধ নাই। তাঁহারা একমাত্র শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রচারক, তাহা নিখিল চেতনের ধর্ম্ম বা সনাতন সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। জগতে যত কিছু অভাব-অসুবিধা, তাহার মূল কারণ—জীবের ভগবৎ-বিস্মৃতি। আমরা ভগবান্‌কে ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইতেছে। ভাগবতধর্ম্মের দ্বারাই নিত্য প্রীতির সূত্র গ্রথিত হইতে পারে। তাহা অধোক্ষজ পরমেশ্বরে প্রেম,—জীবের দেহে দেহে বা মনে মনে প্রেমের (?) ছলনা বা প্রেমবিরোধ নহে।

এতৎসম্পর্কে স্বামিজী মহারাজ 'হরিজন'-শব্দের প্রকৃত অর্থ ও বর্ত্তমানে সেই শব্দের অপব্যবহার প্রভৃতির বিষয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে আলোচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্" শ্লোকের দ্বারা জানা যায়, যে-কোনও কুলে আবির্ভূত হউন না কেন, যাঁহার জিহ্বাগ্রে অধোক্ষজ শ্রীহরির নাম নৃত্য করেন, তিনিই শ্রীহরির জন। যাঁহারা শ্রীনামকে প্রাকৃত বা প্রাকৃতশব্দজ্ঞানকে হরিনাম বলিয়া লোক-বঞ্চনা বা আত্মবঞ্চনা করেন, তাঁহারা প্রকৃতি জন। শ্রীচৈতন্যদেব এই অধিরূঢ় প্রেমের বার্ত্তা জগতে আনয়ন করিয়াছেন। সভায় শ্রীযুক্ত রাধগোপালাচারী প্রভৃতি অনেকেগণ উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২৩শে মে (১৯৩৩) মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৭॥ ঘটিকায় বোম্বাই-মেলে সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

গত ২১শে মে অপরাহ্ণে বোম্বাই-মেল ছাড়িবার পূর্ব্বে বোম্বাই-সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দন-প্রদানার্থ পুষ্প-মাল্যাদি-সহ বোম্বাই ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা

শ্রীল প্রভুপাদকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত এবং প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। ২৩শে মে মঙ্গলবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠের রক্ষক মহোদয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রীমঠের ভক্ত, সেবক এবং বালিয়াটীর শ্রীযুক্ত কাদিনীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সত্যমোহন রায় চৌধুরী মহিদয়গণ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাওড়া-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪০শ সংখ্যার পর)

শ্রীল প্রভুপাদ চৌরাশী ক্রোশ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যাত্রিগণের পরিক্রমার ভার সুযোগ্য, নিঃস্পৃহ ও অক্লান্ত সেবক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন মহারাজের উপর ন্যস্ত করিলেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের উপর যাত্রিগণের প্রসাদাদি ব্যবস্থার ভার অর্পিত হইল। শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিনিধি মহোদয় কোষাধ্যক্ষের সেবা ও ভাণ্ডারের দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইলেন। এই দুই জনের সেবার সহকারী সেবকরূপে অনেক ব্যক্তি ছিলেন। "কীর্ত্তনের পরিশ্রম জানি' গৌর-রায়। তা'-সবাকে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়॥"—বাক্যটী পরিক্রমার আদরে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। সকলের আবশ্যক দ্রব্যের সমাধান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, যথা-সময়ে অভাবনীয়রূপে নানাপ্রকার বিচিত্র প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি কার্য্য পরিক্রমার বিভিন্ন কেন্দ্রকে নিত্য বিরাট্ মহামহোৎসব করিয়া রাখিয়াছিল। কোনও রাজ-প্রাসাদে কিংবা কাহারও ভবনে একটী সামান্য মহোৎসবাদি করিতে হইলে বহু দিবস পূর্ব্ব হইতে তাহার জন্য ভাবনা, চিন্তা ও বহু অর্থের আলোড়ন করিয়াও সেই কার্য্যে নানা ত্রুটী, বিচ্যুতি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরজনের কি মহান্ প্রভাব! প্রত্যহ প্রতি স্থানে, বনের অভ্যন্তরে—যেখানে লোকের সঙ্গে চর্ব্ব্য, চুষ্যাদি ভোজ্যসামগ্রী পাওয়া ত' বহু দূরের কথা, অনেক সময় স্বাস্থ্যকর জলটুকুও পাইতে ক্লেশকর হয়, সেরূপ কান্তারেও চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদের অভাবনীয় বিরাট্ মহা-মহোৎসব নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এক দিকে যাত্রিগণকে —ভক্তগণকে প্রচুর প্রসাদ-বিতরণ, অপর দিকে ব্রজের বিভিন্ন স্থানে ব্রজবাসিগণকে—স্থানীয় ব্যক্তিগণকে এবং বিরাট্ পরিক্রমার আনুষঙ্গিক লোকসঙ্ঘকে ঘৃত, আটা মিষ্টান্নাদি দ্রব্য-বিতরণ—এইরূপ নিত্যমহামহোৎসবের চিত্র ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব ও আশ্চর্য্যজনক।

ইহা সামান্যভাবে মথুরা-নগরীতে দর্শন করিয়াই মথুরার রেলওয়ে অফিসার বলিয়াছিলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সকল যাত্রীকে একস্থান হইতে মহাপ্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া বড়ই সুন্দর কাজ করিয়াছিলেন। কারণ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে-সকল পরিক্রমা হয়, তাহাতে প্রত্যেক যাত্রীকে নিজের নিজের খরচে নিজের নিজের দ্রব্যাদি সংগ্রহ-পূর্ব্বক পাকাদি করিয়া ভোজন করিতে হয়। তাহাতে ধনী যাত্রিগণ যথেচ্ছ-ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করায় অযাচ্য, কুখাদ্য গ্রহণ করিয়া নানা-প্রকার মারাত্মক ব্যাধির কবলে কবলিত হইয়া থাকেন এবং প্রত্যেক বৎসরই খাদ্য-দোষে, জল-দোষে, অত্যধিক পরিশ্রমাদির জন্য বহু যাত্রীকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় সকলকেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহা প্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা হইয়া-ছিল। পাকাদি কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণগণ, বাজার হইতে দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিসকল, ভাণ্ডারাদি পর্য্যবেক্ষণ ও পাকাদি কার্য্যের নিয়ামক বিভিন্ন যোগ্য ব্যক্তি তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

একদিকে প্রাতে পরিক্রমার অগ্রগমনে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ বিজয় করিতেন। কোন বিশ্রাম-স্থানে পঁহুছিবামাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বালভোগ লাগান হইত। সেই বালভোগের প্রচুর প্রসাদ বিরাট্ যাত্রিসঙ্ঘকে বিতরণ করা হইত। ব্রজের গ্রামে গ্রামে বহু পরিমাণ ঘোল, মাখনকরী

ভিন্ন পাওয়া যাইত। নির্দ্দিষ্ট ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর ভোগাদি রন্ধন ও ভোগের সমস্ত বন্দোবস্ত পূর্ণ করিয়া রাখিতেন। পরিক্রমা নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিবার কিছিৎ পরেই অর্চ্চন ও মধ্যাহ্নভোগ হইত। যাত্রিগণ স্নানাদি মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমাপন করিয়াই মহা প্রসাদ প্রাপ্ত পাইতেন। যেখানে তুলসী বা খাদ্যকর জলের অভাব, সেখানে যানযোগে উৎকৃষ্ট তুলসী দলসমূহের জল সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত পৃথক্ লোক ছিল। কাজেই যাত্রিগণের কোথাও কোন প্রকার দূষিত জল-পানের ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না।

একদল স্বেচ্ছাসেবক নির্দ্দিষ্ট হইলেন—যাঁহারা সর্ব্বদা পরিক্রমাকারি-যাত্রিগণের মধ্যে স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক বা যে কেহ অনবধানতা-বশতঃ বা শ্রমে ক্লান্ত হইয়া দল ছাড়িয়া একাকী বা একাকিনী কোথায় পড়িয়া না থাকেন কিংবা হারাইয়া না যান, তদ্বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তাঁহাদের কার্য্যই ছিল,—তাঁহারা অসমর্থ যাত্রী, কিংবা পরিক্রমার সঙ্কল্পচ্যুত যাত্রীকে যানাদিতে স্থাপন করিয়া নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিবেন। লোকের কোনও জিনিষ-পত্র যাহাতে হারান না যায় অথবা পশ্চাতে পড়িয়া না থাকে, তাহার তত্ত্বাবধানার্থও একটী সেবক-দল গঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, মাষ্টার শ্রীযুক্ত অন্নদাকান্ত গাঙ্গুলী প্রভৃতি উক্ত সেবকসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

অসমর্থ যাত্রিগণের জন্য টাঙ্গা, একা, গো-শকটাদি যান ও বাহন নিযুক্ত ছিল; কতকগুলি যান-বাহন বিশেষ প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য পৃথগ্ভাবেও নির্দ্দিষ্ট ছিল। কৃতিছয় পূর্ত্তিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কতকজন সহকারীর সহিত পরিক্রমার প্রথমভাগে যান-বাহনাদির নিয়ামকত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরিক্রমার বাহির হইবার পূর্ব্বে যাত্রিগণকে তাঁহাদের যাবতীয় বিছানাপত্র, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে জমা দিয়া টিকেট গ্রহণ করিতে হইত। তাহাতে তাঁহারা কেবল-মাত্র অত্যাবশ্যকীয় সামান্য-দ্রব্য-সহ স্বচ্ছন্দে পরিক্রমা করিতে পারিতেন। একে শীতকাল, তাহার উপর ব্রজের বনে অনল্প শীত। সুতরাং বিছানা-পত্রের সংখ্যা বিপুল ছিল। যাত্রিগণকে তাহা নিজে বহন বা অপরিচিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বহন করাইবার ক্লেশ, বিপদ ও তজ্জন্য দুর্ভাবনা চিন্তায় নিমগ্ন না থাকিতে হয়,—এজন্য পরিক্রমার কর্ত্তৃপক্ষ উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া টিকেট দেখাইলেই সেই সময়ের বিছানা ও দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করা হইত। এই কার্য্যের প্রধান ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ব্রহ্মচারী উপদেশক শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী। তাঁহার উপরে সমস্ত বৈষ্ণব ও যাত্রিগণের বিছানা-পত্র একস্থান হইতে অন্যস্থানে নির্ব্বিঘ্নে স্থানান্তরিত করা এবং সকল যাত্রীকে যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান করিবার ভারও তাঁহার অর্পিত ছিল।

পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে চলত হাসপাতাল চলিয়াছিল। পথিমধ্যে কেহ কোন প্রকার অসুখে পড়িলে অমনি তাঁহার পরিচর্য্যার ব্যবস্থা ছিল। যশস্বী ও বিচক্ষণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এস, ভক্তি-কুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাসাধিকারী এবং ইঁহাদের অধীনে কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র-নারায়ণ অধিকারী ও কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ নন্দী এই কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক কেন্দ্রে হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজী ও হ্যালোপ্যাথিক—এই ত্রিবিধ ঔষধ ও চিকিৎসকগণের ব্যবস্থা ছিল। কলিকাতার বাড়োয়ারী হাসপাতালের বিচক্ষণ ও প্রবীণ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বদ্রীনাথ মহাশয় পরিক্রমার প্রথম-ভাগে সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন-প্রভু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

আপত্তিকর্ত্রা কৃষ্ণা ইন্দ্রিয়তর্পিবরূপঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী তাহা প্রকৃত
বৈরাগ্য বলিয়া স্বীকার করেন না।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত ব্যক্তির কৃষ্ণসম্বন্ধি
বিষয়সমূহ গ্রহণই প্রকৃত বৈরাগ্য।

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২০ শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৭০; ৩রা জুন ১৯৬৩ | ৪২শ সংখ্যা

বোম্বাই-নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রায় ষোড়শাধিক-কাল বোম্বাই-নগরীতে কৃপা-পূর্ব্বক অবস্থান করিয়া তদ্দেশীয় সজ্জন ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্মের কথা শ্রবণীয় এবং তাহাই চরমে বরণীয় বলিয়া গৌরজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সকলের নিকটই শ্রীচৈতন্যের বাণী বিতরণ করেন।

গত ৩০শে বৈশাখ (১৩৪০), ১৩ই মে (১৯৩৩) শনিবার সন্ধ্যার পর মিঃ এফ, টি, ইঞ্জিনিয়ার নামক বোম্বাই-নিবাসী জনৈক প্রবীণ পার্শি-ভদ্রলোক বোম্বাই-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে (৩নং বাবুলনাথ-রোড্) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া আগমন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ যে-সকল উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য, শ্রীল প্রভুপাদ ইংরেজী ভাষায় যে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই মর্ম্মানুবাদ।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—এই পৃথিবীতে প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়-তর্পণের মায়ামুগ হইয়া বিচরণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া সমস্তই এই জগতের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য এখানে সঙ্ঘর্ষের মধ্যে একটা মিলন বা ঐকতানের জন্য মানবের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়।

প্রেয়ঃ অর্থাৎ আপাততঃ যাহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, অনেকে তাহাকেই মিলন বা ঐকতানের সূত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহাতে প্রকৃতপ্রস্তাবে

সংঘর্ষের ব্যবধান বিস্তৃতই হইয়া পড়ে। আমরা কেবল বৃথা কার্যে সময় নষ্ট করিয়াছি, এই অভিজ্ঞতা লইয়াই অন্তিমকালে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমাদিগকে ধরাধাম হইতে চলিয়া যাইতে হয়।

এইজন্য প্রত্যক্ষের পথ শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়ঃই যে সকলের একমাত্র মঙ্গলোৎপাদক, তাহা শ্রবণের পথে অর্থাৎ শ্রুতির মধ্য হইতে জানিতে পারা যায়। যে-পর্য্যন্ত না আমরা শ্রুতির পথ বরণ করি, সে-পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞান প্রেয়ঃকেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের যোগ্য বিষয় বলিয়া বরণ করিয়া থাকি।

এই প্রত্যক্ষের পথ হইতে বহু ধর্ম্মের দোকান জগতে সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ সকলকে মনোধর্ম্মের পণ্য-বীথিকা বলা যায়, তাহাতে অনেক আপাত চাকচিক্য-যুক্ত মনোহারী জিনিষ পাওয়া যায়। তাহা অতি সহজেই বিষয়ানবের স্বাভাবিকী বহির্মুখী বৃত্তিগুলিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

জগতে এইরূপ মনোধর্ম্মের শত শত প্রকার দোকান এবং উহাদের বিভিন্ন প্রলোভনের বাগ্‌বৈখরী —উহাদের মানব-জগতের প্রতি প্রস্তাবিত শান্তি-প্রদানের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি দেখিয়া ও শুনিয়া আমাদের মাথা গুলাইয়া যায়। আমরা বুঝিতে পারি না—স্থির করিতে পারি না, কোন্ দোকানের কোন্ জিনিষটী গ্রহণ করিব।

শতকরা ৯৯৯ লোকই তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুসন্ধিৎসু বলিয়া প্রত্যক্ষের পথের প্রেয়োধর্ম্মের বা মনোধর্ম্মের কোন না কোন একটীকে স্ব-স্ব ধর্ম্ম বা সমাজগত, জাতিগত, বংশপরম্পরাগত ধর্ম্ম বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ, ঐকান্তিক সত্য, বাস্তব নিত্যসত্য কিরূপে লাভ হইবে,—এরূপ অকৃত্রিম, অকপট অনুসন্ধিৎসা আমাদের শতকরা প্রায় শত জনেরই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাকে সময় সময় আমরা সত্যানুসন্ধিৎসা বলিয়া মনে করি, তাহার সহিতও প্রচ্ছন্ন-ভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিস্পৃহা মিশ্রিত থাকে। কাজেই আত্মধর্ম্মের কথা আমাদের নিকট একমাত্র গ্রহণীয় ধর্ম্ম বলিয়া মুক্তকণ্ঠ হয় না।

প্রেয়ের পথ পুষ্পিত ও পিচ্ছিল; শ্রেয়ের পথ নানা কণ্টক-পূর্ণ। শ্রেয়ঃ জিনিষটী হরিতকীর মত। উহা আপাততঃ বড়ই তিক্ত, কষায় বোধ হয়, মোটেই গ্রহণে রুচি হয় না; কিন্তু পরিণামে তাহা মঙ্গলপ্রদ।

জগতের লোকেরা নানা প্রকার অকর্ত্তব্য-বিষয়ে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, অকৃত্যে কৃত্য-বিচার উদিত হইয়াছে। তাই তাহারা অকর্ম্ম, বিকর্ম, দুষ্কর্ম্ম ও গৌণ জগতের সৎকর্ম্ম প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত। আপাতিক বিচারে যাহারা ধনে, বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত, তাহারা পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত হইয়া যুরোপের বিপত্তারণের জন্য কিছুতেই না বিনষ্ট হইলেন! রুশ-জাপান-যুদ্ধ, যুরোপের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বা আধুনিক নানাপ্রকার ব্যক্ত-অব্যক্ত জাতীয়-সংঘর্ষের কোনটীই মানব-জাতির বা বিশ্ব-সমাজের কোন স্থায়ী উপকার করিতে পারিবে না। উহারা আপাত যতই উত্তেজক ও বিশ্ব-প্রগতির পোষক বলিয়া কল্পিত হউক, কার্য্যতঃ উহারা জগন্নাশকর উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে।

ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সাযুক্ত মানব-জাতি কখনও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের বিষয় ধারণা করিতে পারে না। তাহারা কেবল প্রত্যক্ষের দ্বারা চালিত হইয়া অনুমান-বলে ভবিষ্যতের বিকৃত ও কল্পিত ধারণা পোষণ করে। অতীতের অভিজ্ঞান তাহাদিগকে বাস্তব মঙ্গলকরী শিক্ষাপ্রদানের পরিবর্ত্তে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জীবন-নীতি করিবারই পরামর্শ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে অমঙ্গলের পথে ধাবিত করায়।

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা বিশ্ব-পরিক্রমা করি। আমাদের যাবতীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা হয়। যদি বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুতে—যদি ভোগ করা অপেক্ষা ত্যাগে—যদি ভূরি ভোজন অপেক্ষা উপবাসে আমাদের অধিকতর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে আমরা মৃত্যু, ত্যাগ, উপবাস প্রভৃতি যাহা স্থূল ভোগ-বিরোধি ব্যাপারগুলি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। এমনও দেখা গিয়াছে যে, মৃত্যুর পর, লোকে যশঃকীর্ত্তন করিবে কিম্বা ভাবিকালে কোন না কোন প্রকার ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-লাভ হইবে, এইজন্য লোকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মৃত্যুতে জ্বালা-নিবারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-লাভের জন্য বহু লোক মৃত্যু বরণ করিতেছে। কতিপয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে ত্যাগ, রুক্ষতা, উপবাস ও ম্লানভাবে

শরীর-পীড়ন প্রভৃতি দ্বারা তিলে তিলে দেহ-বিসর্জনকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সুদূর আত্ম-বিচারে দেখিতে পাওয়া যায়,—ঐ সকল চেষ্টার মূলে প্রচ্ছন্নভাবে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টাই লুক্কায়িত রহিয়াছে।

এইরূপে সকলেই, প্রচ্ছন্নই হউক্ বা স্পষ্টভাবেই হউক্, নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণেই ব্যস্ত। একমাত্র যে অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তুর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল বাষ্টি বা সমষ্টির ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রবল উন্মাদনা বিদূরিত হইয়া বাস্তব আনন্দ লাভ হইবে, তাহার প্রাহক আমরা কেহই নহি।

জগতের যাবতীয় চেষ্টা আজই হউক্ বা কালই হউক্, অবসন্ন হইয়া পড়িবে। ঐ সকল চেষ্টা-দ্বারা আমরা কেবল আমাদিগকে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করি। যদি আমরা সত্য সত্য এমন কোন সার্ব্বজনীন বিষয়-বস্তুর সন্ধান পাই—যিনি সকলেরই মূল কারণ, সকল আশ্রয়ের মূল বিষয়, সকল আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির পূর্ণতম ভাণ্ডার, তাহা হইলেই আমাদের নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনামূলে যে-সকল শত সহস্র ধর্ম্ম-মতের উদয় হইয়াছে, সেই সকল মত ও পথ আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সর্ব্বকারণ-কারণ, সকল আশ্রয়ের মূল আশ্রয়ে আশ্রিত হইতে পারি। সেই মূল আশ্রয়কেই কোথায়ও "গড্", কোথায় বা "আল্লা" কোথায়ও বা "পরমাত্মা", "পরমেশ্বর" প্রভৃতি বলিয়া মানব-জাতি ধারণা করিবার চেষ্টা করেন। জাগতিক ব্যক্তিগণ যে ধর্ম্মের মহানতা বা দার্শনিক মহানতা প্রভৃতিতে বিভিন্ন ধর্ম্ম-মতের প্রতিযোগিতা বা বিচার আহ্বান করেন, তাহাতে প্রকৃত বাস্তবসত্য বা আত্ম-ধর্ম্ম নিরীক্ষিত হয় না। কেন না, সত্তার সত্ত্বাসদ্গণ বা সত্তাসদ্গণের নির্ব্বাচিত সেবাপতি—সকলেই ন্যূনাধিক স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর ধর্ম্মের বহুমাননকারী।

অতীন্দ্রিয় বাস্তবসত্যের নিষ্কপট অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেই সর্ব্বকারণ-কারণ কে? কাহার জন্য আমাদের যাবতীয় চেষ্টা ও শক্তি নিযুক্ত করা উচিত?

এ জগতে এক জনের সহিত আর এক জনের পাঁচ প্রকার সম্বন্ধের অন্যতম সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানেই অনেক অধিক সংখ্যা, সেখানেই এরূপ পাঁচ প্রকার সম্বন্ধের কোন না কোন একটী অবশ্যই থাকিবে। পতি ও পত্নী, মাতা-পিতা ও পুত্র, ভগ্নী ও সখা, প্রভু ও ভৃত্য এবং নিরপেক্ষ ভাব; জগতে যে এই পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সঙ্কীর্ণ ও বিকার-যুক্ত।

যখন আমরা দুই অথবা ততোধিক ব্যক্তি এক স্বার্থে যুক্ত হই, তখন আমাদের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য উদিত হইতে পারে না। কিন্তু যদি পরস্পরের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন বা কমবেশী হয়, তাহা হইলেই সেখানে অনৈক্য বা বিবাদ উপস্থিত হয়। নিখিলচেতনজীবের এক-স্বার্থ কি,—সেইটীই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—সর্ব্ব-কারণ-কারণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধানের চেষ্টাই সকলের এক-স্বার্থ। সেই একস্বার্থে সকলে একসূত্রে অনন্তকাল গ্রথিত থাকিলে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সমস্যার সমাধান এবং প্রকৃত ঐকতান (harmony) সাধিত হইতে পারে। ইহারই নাম ভগবৎ-প্রেম বা ভগবৎসেবা।

তারপর ভগবদ্বিরোধী ধারণার বিচার। সেই সর্ব্ব-কারণ-কারণ, অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত পরমেশ্বর-বস্তুতে যখন চেতন জীব আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন যদি অন্যান্য দূর হইতে সম্বন্ধ বুদ্ধিতে (যেমন রাজা ও প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ) আশ্রয়ণীয় বস্তুকে বহু ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং নিজদিগকে অতি ক্ষুদ্র-বিচারে ঐশ্বর্য্যদানের আশ্রিত জ্ঞান করা হয়, তাহা হইলে তাহা পূজাপদবাচ্য হইলেও সেখানে পূর্ণ আত্মীয়তা বা প্রেম সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত হইতে পারে না। প্রেমের স্বভাবই এই যে, তাহা প্রেমিকের সর্ব্বাঙ্গ উন্মুক্ত করিয়া প্রেমাস্পদের দ্বারা আত্মসাৎ করাইয়া থাকে। সেখানে কোন-প্রকার সম্ভ্রম-বুদ্ধি থাকে না।

আমাদের সকল প্রকার সম্বন্ধ সর্ব্বকারণ-কারণের সহিতই সম্ভব। যাঁহারা সর্ব্বকারণ-কারণ পরাৎপর-তত্ত্বকে সম্বন্ধ-রহিতরূপে কল্পনা করেন অর্থাৎ পরাৎপর-তত্ত্বের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-অনুসন্ধানের পথ ছাড়িয়া ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির পথে ধাবিত হন, তাঁহারা ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ-বস্তু বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে পরাৎপর-তত্ত্ব যে স্ব-স্বরূপে জ্ঞেয়রূপে নিত্য অবস্থিত, তাহা স্বকপোল-কল্পনায় বিকৃত না করিয়া তিনি যে রূপ, সেই স্বরূপের নিকটই উপনীত হইবার চেষ্টা করা উচিত। যদি পাঁচটী সম্বন্ধ আমরা মূল বিষয়-বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা স্বস্বভাবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব।

ভগবানে পিতৃত্ব আরোপ করিলে আমরা কেবল তাঁহার নিকট হইতে সেবা লাভী করিয়া পরবর্ত্তিকালে কৃতজ্ঞতামাত্র প্রদর্শন করিতে পারি। কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন ঠিক সেবা বা প্রেমের লক্ষণ নহে। পিতার নিকট হইতে নিজের ভরণ সেবা দাবিরূপ এক অংশ এবং তৎপরিবর্ত্তে পিতার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশরূপ আর এক অংশ আংশিক-বিচারে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশ্ব-বস্তুর কেবল-সুখানুসন্ধান বা সেবা নহে। সেবা-আদায় ও কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন এই উভয় বৃত্তির মধ্যে যে দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ রহিয়াছে, তাহাতে সেবা-বৃত্তি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। আস্তিকতার এই সঙ্কুচিত অবস্থা পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে পরাৎপর-তত্ত্বের পুত্রত্ব-বিচারে। কেবল পিতৃত্বে পুত্রত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় নাই, কিন্তু পুত্রত্বে পিতৃত্বের পরিচয় সংশ্লিষ্ট-ভাবেই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"। পুত্র প্রথম অবস্থা হইতেই পিতার সেবা আরম্ভ করিতে পারে না, কিন্তু পিতা প্রথম হইতেই পুত্রের সেবা আরম্ভ করিতে পারেন।

ভগবদ্বস্তুর যখন অন্বয় পূর্ণবস্তু, তখন আমরা কিছু নিজের জন্য, কিছু বা ভগবানের জন্য নিয়োগ করিব—এইরূপ বিভাগকারী হিসাব 'সেবা' বা 'প্রেম'-পদবাচ্য হইতে পারে না। পূর্ণতম বস্তুতে আমাদের শতকরা একশত চেষ্টা নিযুক্ত হইবে।

বিভিন্ন বর্ণাশ্রমীর অভিমান করিয়া আমরা কিছু সময় বা নির্দ্দিষ্ট কিয়ৎক্ষণ ধর্ম্ম-মন্দিরে শ্রবণ-পূর্ব্বক উপাসনা ও প্রার্থনা প্রভৃতি করিবার অভিনয় দেখাই এবং বাকী সময় আমাদের নিজের কার্য্যের জন্য নিয়োগ করি। কিন্তু পূর্ণ-বস্তুর উপাসনা এরূপ আংশিকভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ২৪ ঘণ্টার ভিতর ২৪ ঘণ্টাই, শতকরা অনুশীলনের ভিতর শত পরিমাণই পূর্ণবস্তুর জন্য অকপটভাবে উন্মুক্ত চেতন-বৃত্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে তাহাই 'আস্তিকতা' বলিয়া কথিত হয়। সর্ব্বতোভাবে পরমাগতি-ব্যতীত অপ্রাকৃত ভগবৎপাদপদ্মের অনুশীলন হয় না।

এ সকল কথা বুদ্ধিমান্ মানবজাতি বুঝুন—এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমাদের প্রচার-প্রচেষ্টা। আমি নিজে নির্ব্বোধ হইতে পারি, কিন্তু আমি যখন বাস্তবসত্যের কথা প্রতি-পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া মানব-জাতির নিকট কীর্ত্তন করি, তখন তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক বুদ্ধিমান্ লোক থাকিতে পারেন, যাঁহারা হয় ত' এ সকল কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবসত্যের পসরা লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরি করাই আমাদের কার্য্য। আমরা শুনিয়াছি,—যাঁহারা ভগবৎসেবা-বিভাগের লুব্ধ পরার্থী, ভগবান্ তাঁহাদিগকে অধিকতর সাহায্য করেন। প্রকৃত পরার্থিতার বাণী সর্ব্বত্র বিস্তার—সমগ্র বিশ্বে নিত্যকালের জন্য ব্যাপ্ত করিবার ভার এই অকিঞ্চন ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছে। আমরা কাহারও প্রতিযোগী, বিরোধী বা বিদ্বেষী নহি। কাহারও ধর্ম্ম-বিশ্বাসে আঘাত বা মনে উদ্বেগ-প্রদান আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমরা আমাদের বিশ্ব-বন্ধুবর্গের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারের বাণী তাঁহাদের গোচরীভূত করিবার জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছাবিশিষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল হইতে বিচ্যুত না হন। প্রত্যেকেরই প্রচারক বা কীর্ত্তনকারিরূপে পরিণত হওয়া একমাত্র কর্ত্তব্য। কীর্ত্তনকারী হইতে হইলে প্রথমে শ্রৌতবাণী শ্রবণ করা আবশ্যক।

কীর্ত্তনকারীর কৃতাটী সার্ব্বকালিক, সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বত্রিক। কীর্ত্তনকারী হইতে হইলে "তৃণাদপি সুনীচ," "তরুর ন্যায় সহিষ্ণু" ও "অমানী মানদ" হইতে হইবে। "তৃণাদপি সুনীচ" না হইলে পতিত বা চৌকু অভিমান অর্থাৎ কামিনী-স্পৃহা বিদূরিত হয় না, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু না হইলে বাসনার অধীন হইয়া আক্ষেপ্রিয়-তর্পণের জন্য অর্থলোলুপতা বিদূরিত হয় না, "অমানী মানদ" না হইলে অপ্রতিষ্ঠাশা দূর হয় না। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কপটতাময় তৃণাপেক্ষা-ভাবে যে তৃণাদপি সুনীচতার অভিনয় দৃষ্ট হয়, তাহাতে কামিনী-স্পৃহা আরও প্রকটভাবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহাদের কাপট্যপূর্ণ তরুসম সহিষ্ণুতায় তারস্বর-প্রদর্শনে ধাতুদ্রব্যাদি স্পর্শ হইতে দূরে থাকিবার বাহ্য চেষ্টার অভিনয় নানাপ্রকার অনর্থ-স্পৃহা প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে। লোক-দেখান অকিঞ্চনতা দ্বারা পৃথক্-পৃথক্ দ্বারে-দ্বারে হরিকীর্ত্তন-পূর্ব্বক আমাদের জন্মবর্গের কপটতা হইতে পরিত্রাণ করিয়া দিব, তাহা হইলে আমরাও কপটতা-নির্ম্মুক্ত হইয়া হরিভজন করিতে পারিব।

জগতের বিজ্ঞক্রব্ অজ্ঞ-সম্প্রদায়

"লোকস্য অজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্"

শ্রীব্যাসদেবের শ্রীমদ্ভাগবত রচনার কারণ-নির্দ্দেশে উপরি-উক্ত পদটী লিখিত হইয়াছে। এই পদের অব্যবহিত পূর্ব্বের চরণ দুইটী আলোচনা করিলে জানা যায় যে, জগতের অধিকাংশ লোক ভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়া আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। অনর্থের দ্বারা অভিভূত থাকায় তাহারা কাম্না-রোগীর ন্যায় সমস্ত বস্তু ও বিষয়কেই তাহাদের ভোগের বা তৎপ্রতিযোগী ত্যাগের উপকরণরূপে দেখিতেছে। তাহারা অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের কথা কিছুই জানে না। এজন্য বলিলেন—"অজানতঃ।" এইরূপ অধোক্ষজ-সেবার কথা জানে না যে অখিল লোক, তাহাদের জন্যই পরম কৃপাময় পরদুঃখ-দুঃখী 'বিদ্বান্' ব্যাস সাত্বতসংহিতা রচনা করিয়াছেন। 'অজানতঃ' ও 'বিদ্বান্'—এই দুইটী শব্দ লোক-গুরুলিকা এবং শ্রীব্যাসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করিতেছে।

লোক-সমূহের সম্বন্ধে 'অজানতঃ' পদ ব্যবহার করিয়া লোক অধোক্ষজ-বিষয় জানে না এবং শ্রীব্যাসের সম্বন্ধে 'বিদ্বান্'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীব্যাসদেবই একমাত্র আচার্য্য-পারম্পর্য্যে বা শ্রৌতপথে অধোক্ষজ ভক্তির কথা জানেন, বলা হইয়াছে। একদিকে নিখিল লোক, আর একদিকে একাকী শ্রীব্যাস। সাধারণ যুক্তি বলিবে,—যে-দিকে বহুলী ভারী—লোক-সংখ্যা বেশী, সে-দিকের কথাই ঠিক, আর বিপক্ষে একজন-মাত্র ব্যক্তি 'একঘ'রে' বা 'ফোঁপ-দোলা'-হইয়া তাঁহার কথা একাকী চীৎকার করিতেছেন, তাঁহার কথাই ভুল। কিন্তু শ্রুতি বলিলেন, যে-দিকে কাকলী বা বহুলোকের সমবেত-কণ্ঠে চীৎকার, সে-দিকের লোকগুলি কিছু বাঁদেরা-এর বোকা। আর একমাত্র শ্রীব্যাসই ভ্রম, প্রমাদ,-করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ-চতুষ্টয় মানবজাতিকে আক্রমণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত; এজন্য তিনিই একমাত্র 'বিদ্বান্'।

যখন কোন আচার্য্য লুপ্ত শ্রৌতবাণী-সমূহকে জগতে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ হন—ঐকান্তিক সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, তখন জগতের লোক মনে করে,—"আমরা এত লোকে যাহা এতকাল জানিয়া রাখিয়াছি, যাহা এতকাল ধরিয়া অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহাই ঠিক। আর আচার্য্য একাকী যে অভিনব কথা বলিতেছেন, তাহাতে 'ভ্রম' থাকিবারই সম্ভাবনা।" কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,—লোকগুলিই কিছু জানে না; তাহাদের সিদ্ধান্ত ভ্রম-প্রমাদাদি বহুল; আর বিদ্বান্ আচার্য্য বা শ্রীব্যাসের সিদ্ধান্তই সর্ব্ব-ভ্রম-নির্ম্মুক্ত।

এই 'অজানতঃ' (অনভিজ্ঞ) লোকের একটী অসম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিলে নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ উহার অন্তর্ভুক্ত হন,—

(১) আধুনিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়।
(২) প্রাকৃত-সাহিত্যিক-সম্প্রদায়।
(৩) গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদক-সম্প্রদায়।
(৪) অনুচ্চানযানি অনুস্বার-বিসর্গ-পড়া-সম্প্রদায়।
(৫) তাথাজ্ঞান-বহুমাননকারি-সম্প্রদায়।
(৬) বৃথা আভিজাত্যগর্ব্বিত-সম্প্রদায়।
(৭) বিষয়মদে মত্ত ব্যক্তি।
(৮) অপরতোষণ-ধর্ম্মের যাজক কর্ম্মজড়-সম্প্রদায়।
(৯) সুবিধাবাদি-সম্প্রদায়।
(১০) চিজ্জড়-সমন্বয়বাদিসম্প্রদায়।
(১১) পন্থানীতিবাদিসম্প্রদায়।
(১২) কূপমণ্ডূক বা পন্থাগ্রাহিসম্প্রদায়।
(১৩) গণমতবহুমাননকারিসম্প্রদায়।
(১৪) মনোধর্ম্মোন্মত্ত-সম্প্রদায়।
(১৫) "ভাল করতে পারি না, মন্দ করতে পারি" নীতির যাজক-সম্প্রদায়।
(১৬) ভবঘুরেসম্প্রদায়।
(১৭) কৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমিক-সম্প্রদায়।
(১৮) গুরুদ্রোহী বা গুরু দ্বারা বর্জ্জিত সম্প্রদায়।
(১৯) চরিত্রহীন-সম্প্রদায়।
(২০) বিদ্যাবিড়ালব্রতদ্রুহ্-সম্প্রদায় এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণপর আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়।

(১) আধুনিক প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক প্রকার শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী আছেন—যাঁহারা মৌখিক ও ভাবাগত কৃত্রিম তৃণাদপি সুনীচতা এবং লোক-দেখান বৈষ্ণবিক আকুপাকুতার প্রদর্শন করিয়া অন্তরে 'সব-জান্তা'র অভিমানে দৃপ্ত; তাঁহারা মনে মনে ধারণা পোষণ করেন যে, তাঁহারা হরিভজনের সকল কথাই বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, রাধারাণীর (?) অন্তঃপুরে তাঁহারা হানা দিয়াছেন! আজকাল আর এক শ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া দেখা যাইতেছে, তাঁহারা ঐ পুরাতন শ্রেণীর সহজিয়াগণের আকুপাকুতার মুখসটা খানিক সময়ের জন্য রাখিয়া শুদ্ধামী করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না; তাঁহারা মৌখিক ও দৈহিক—এই উভয়-প্রকার ছাপটে প্রকৃত সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের পরোপকার-চিকীর্ষাকে দলিত করিতে চাহেন। তাঁহারা বিচার করেন, যাহা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রশ্রয়-প্রদাতা নহে, তাহাই অবৈষ্ণবতা! যে আচার্য্য, সাধু বা বৈষ্ণবগণ ঐ সকল ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্যুখ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কামনাকে 'হরিভক্তি' বলিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগের প্রতি ঐ সকল প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শুদ্ধামী প্রদর্শন করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। যেন তাঁহারাই 'সব্‌জান্তা,' আচার্য্যেরই ভুল। আচার্য্যের মতই অবৈষ্ণব-মত, আর তাঁহাদের কপটতা-পূর্ণ কায়-পিপাসাই বৈষ্ণব-মত বা ভক্তি! ইহাদের চরিত্র অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, উঁহারা নানাপ্রকার দোষে দুষ্ট ও নানা অসুবিধায় প্রপীড়িত। "সঘনীলা ভজন্তি"এই ন্যায়ানুসারে ঐরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণকেও জগতের কতিপয় লোক উপদেষ্টা ও বৈদ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন। আচার্য্যের সিদ্ধান্ত-শ্রৌতবাণীর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে উপনীত হইবার চেষ্টার নাম্‌ই—ভক্তি বা বৈষ্ণবতা। পূর্ব্ব আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের সহিত তদনুগ আচার্য্যগণের আপাত বিরোধ যাহা আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, তাহা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন-সহকারে জানিয়া লইবার চেষ্টাই শাস্ত্রীয় রীতি; তাহা না করিয়া "আমি বা আমরা সব বুঝিয়াছি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা পড়িয়া সব জানিয়া ফেলিয়াছি, ছোট হরিদাস, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস বিপ্র, কমলাকান্ত বিশ্বাস, দেবানন্দ পণ্ডিত, ব্রহ্মানন্দ ভারতী—সকলের সম্বন্ধে আমি সকল সিদ্ধান্ত বুঝিয়া ফেলিয়াছি, আর যাহারা অনর্থযুক্ত মহাপুরুষ আচার্য্য, তাঁহাদের ভুল হইয়াছে, সুতরাং নানা-প্রকার অত্যাচার করিয়া আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের মূলস্বরূপ, অনর্থোপশমকারক, অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ-প্রচারক বিদ্বান্ আচার্য্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী হইব,"—এইরূপ যে এক অনর্থরোগ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হইতেছে, সেই 'অজানতঃ' দোষের মঙ্গলের জন্যই 'বিদ্বান্' আচার্য্য সাত্বত-সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রচার করিয়াছেন। যদি প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় বা জগতের বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়-তর্পণ-রোগের রোগিসম্প্রদায় প্রকৃত অধোক্ষজ-বিষয় ও সিদ্ধান্ত-সমূহ জানিতেন, যদি রোগীই নিজের রোগ কোথায় বুঝিতে পারিত, যাহাকে ছুতে পাইয়াছে, সে যদি তাহা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে সদ্‌গুরু, সদ্‌বৈদ্য বা ওঝার জগতে আসিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রায় তিন শত বৎসর যাবৎ প্রকৃত-সিদ্ধান্ত-কথা কিছুই জানে না বলিয়াই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তাঁহার মনোঽভীষ্টানুযায়ী শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারার্থ আচার্য্যের অনুগ্রহ। আচার্য্যের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রভাব, অলৌকিক অনুভাব, অলৌকিক গৌরকৃষ্ণভক্তি-প্রচার-প্রণালী-সমূহ—যাহা পৃথিবীর পারমার্থিক ইতিহাসে বিস্ময়কর, তাহা দেখিয়াও যে-সকল মৎসর-স্বভাব 'অজানতঃ' প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-চরণের নখসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইল না, তাহাদের জন্মে কর্ম্মে ধিক্! তাহাদের মর্ম্ম-ভাগের কথা স্মরণ করিয়াও হৃদয়ে দুঃখ হয়।

প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট-প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥

(চৈঃ চঃ আ ৭ম পঃ)

চাকার অবস্থিতি-প্রদর্শনীতে যে 'ভাগবত-সিদ্ধান্তসূর্য্য' প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাঁহার কিরণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত হইতেছে, কিন্তু যাহারা চোখ-ঢাকা-বলদের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাগতিক অভিমান ও সবজান্তাগিরির চাকনি-গুলি খুলিতে পারিল না, তাহারাই মৎসর হইয়া উলূকের ধর্ম্ম বরণ করিল—ভাগবত-সিদ্ধান্তসূর্য্যের কিরণ তাহাদের চক্ষে অসহ্য হইল—ভাগবত-প্রদর্শনীর ভাগবত-বৈভবে

দেখিয়া তাহারা মনে করিল,—"আমরা সারাদিন চোখ-ঢাকা-বলদ্‌গিরি করিয়া কেবল তৈলবীজ পিষিয়াই গেলাম, আর আমাদের পরিশ্রম-প্রসূত তৈলের সবটাই নাদুয়া কৃষ্ণের মন্দিরের প্রদীপ জ্বালিয়া পোড়াইয়া দিল, আমরা সেই তৈলের একটুকুও গায়ে মাখিতে পারিলাম না!" কৃষ্ণসেবাটী কি, তাহা 'অজ্ঞানতঃ' লোকের জানা নাই বলিয়া ঐরূপ বিচারই উদিত হয়; ভাগবত-প্রবর্ত্তনীতে অর্থ-ব্যয়-অপেক্ষা—তৈল-ব্যয়-অপেক্ষা জন-সেবার নামে বহির্ম্মুখ ভোগি-সম্প্রদায়ের ভোগানলে ঐ তৈল ইন্ধনরূপে প্রদান করাই অধিক সদ্ব্যয় ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—'অজ্ঞানতঃ' লোকের কথা না শুনিয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর 'বিদ্বান্' শ্রীব্যাসের কথা শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য।

(২) **প্রাকৃত সাহিত্যিক-সম্প্রদায়** আপনাদিগকে অপ্রাকৃত-সাহিত্য বা ভগবদ্ভক্তির 'সবজান্তা' কল্পনা করিয়া ভগবদ্ভক্তি, ভগবান্, ভক্ত এবং অপ্রাকৃত-সাহিত্যের অযাচিত সমালোচনা করিয়া থাকে। ঐ সকল সাহিত্যিক ভগবদ্ভক্তিকে কাম-ক্রোধাদির ন্যায় বৃত্তি বা ভাবোচ্ছ্বাস-মাত্র মনে করে। নিত্যানন্দের প্রতি দ্রোহাচরণকারীর শাস্তির জন্য মহাপ্রভু সুদর্শনচক্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন বলিয়া "তৃণাদপি সুনীচেন"-শ্লোকপ্রচারক মহাপ্রভুর অন্যায় আচরণ হইয়াছিল!—"তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে"—এই প্রকার উক্তি করায় শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের বাস্তিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল!—শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী উৎকলে স্নান করায় তাঁহার বৈরাগ্যের অভাব ও অবৈষ্ণবতা হইয়া পড়িয়াছিল!—প্রাকৃত-সাহিত্যিক-সম্প্রদায় এইরূপ কত কি অনধিকার-চর্চ্চা করিয়াছেন। অপ্রাকৃত-সাহিত্য শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীরূপ গোস্বামি প্রভুর কাব্য-নাটকাদি গ্রন্থকে প্রাকৃত-সাহিত্যের সহিত সমশ্রেণীর মনে করিয়া প্রাকৃত-সাহিত্যিক-সম্প্রদায় অনধিকার-চর্চ্চা করিতে বসিয়াছেন! কেহ শ্রীমদ্ভাগবতে ছন্দের ভুল, কেহ গণিত ভুল, কেহ ভৌগোলিক ভ্রম, কেহ জ্যোতিষ-বিচারের ভুল বাহির করিয়াছেন। কেহ বা অপ্রাকৃত রসিক-কুল-মুকুটমণি শ্রীরূপ-গোস্বামীর কাব্য হইতে গ্রাম্যকবি কালিদাসের কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাইয়াছেন। ঐ সকল প্রাকৃত-সাহিত্যিক ও কবি-নামধারি-সম্প্রদায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতিকে লম্পট-ব্যভিচারিরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং সেই সকল সাহিত্য চলচ্চিত্রে, অভিনয়ে, লেখনীতে প্রচার করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, পণ্ডিত-মূর্খ—সকল প্রকার গণমস্তিষ্ককে সেইরূপ বিকৃত সিদ্ধান্তে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহারা রাইকানুর প্রীতিকে জড়-জগতের নরনারীর ভুচ্ছ রসের অনুকরণে সৃষ্ট ব্যাপার-বিশেষ বলিয়া রাশি রাশি কবিতা লিখিয়া ফেলিতেছেন ও সেইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দের সাহিত্যের সমালোচনা করিতেছেন! তাঁহাদের এইরূপ অনধিকার-চর্চ্চার মূলনীতি এই যে, তাঁহারা ইন্দ্রিয়-তর্পণে যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ঠিক—তাঁহারাই সবজান্তা। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"তাঁহারা অপ্রাকৃত বিষয়ের কিছুই জানেন না"—তাঁহারা অলোকিক সাক্ষাৎ ভক্তি-যোগের বিষয় না জানিয়া যে সন্দ-কল্প করিতেছেন, উহা তাঁহাদের বোকামী।

এই সকল প্রাকৃত-সাহিত্যিক-সম্প্রদায় এতকাল "বৈষ্ণব-সাহিত্য, বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সব বুঝিয়া ফেলিয়াছি" মনে করিয়া বেদ, ভাগবত ও পারমার্থিক-সাহিত্যের সকল কথার সমঝদার ও সমালোচকের অভিনয় দেখাইতেছিলেন। এজন্য শুদ্ধভক্তি-সাম্রাজ্য-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্যের বাণী-সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা ঐ সকল সবজান্তা প্রাকৃত-সাহিত্যিকগণের বুঝিবার সাধ্য নাই; ঐরূপ সাহিত্যিকগিরি বা অনুসন্ধান-বিদর্শনযুক্ত জ্ঞান-জ্ঞানের দ্বারা আচার্য্যবর্য্যের সাহিত্যের একটী শব্দ বা বাক্যও বুঝা যায় না। একমাত্র যাঁহারা তাঁহার অন্তেবাসী, বিষয়াশ্রয় হইয়া তাঁহার বাণী নিরন্তর শ্রবণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারাই ঐ সাহিত্যের মর্ম্ম আচার্য্যের কৃপায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আচার্য্য ইহাই জানাইয়াছেন যে, আক্ষেন্দ্রিয়তর্পণ-তৎপর প্রাকৃত-সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সাহিত্যের কোন কথাই জানা নাই। তাঁহারা অসৎ সিদ্ধান্তের কাকতালীর্থে বিচার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভাগবত-পরমহংসগণের বাণীগঙ্গার অবিশ্রান্ত স্নান করিয়া শুদ্ধবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইলে অপ্রাকৃত-সাহিত্যের বর্ণিত বিষয়-সমূহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন,—নতুবা নহে। (ক্রমশঃ

য়ুরোপে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের বৈশিষ্ট্য

পাশ্চাত্যদেশে অগাধ, বিরাট, বৎসরে ও মাংসাশী ব্যক্তিগণের বাস থাকায় তথায় জীবহিংসাপর-বিচারে কোন দোষারোপ করা হয় না। খৃষ্টপ্রধান দেশে ঐগুলি স্বাভাবিক হইলেও ভারতীয় জাতিগণের মধ্যে এই প্রকার ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে দোষাই বলিয়া বিবেচিত হয়। অধিকাংশ ভারতবাসীর সংস্কার এই যে, জীব-হিংসার সহিত ধর্ম্মজগতের বিশেষ বৈলক্ষণ্য বর্ত্তমান।

•

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ ঐরূপ বিচারপরায়ণ দেশে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্বতোভাবে সদাচার পালন করিতেছেন। খৃষ্ট-প্রধান পাশ্চাত্য ভূমিতেও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও তৎসঙ্গী শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের কোন প্রকারে জীব-হিংসার প্রশ্রয় দিবার অবকাশ হয় নাই ও হইবে না।

•

ভগবদ্ভক্ত ভক্তিযোগিগণ অত্যন্ত বিপদে পড়িলেও জীব-হিংসা বা মানব-হিংসা করিবেন না। রজস্তমোগুণে আচ্ছন্ন হিন্দুগণ যেরূপ ধর্ম্ম-যাজনের সহিত মানবোপ-কারার্থ পশু-হিংসার প্রশ্রয় দেন, ভক্তগণ কদাপি তদ্রূপ নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করেন না। নিষ্ঠুরতা তাঁহাদের আদরের বিষয় না হওয়ায় নিষ্ঠুর ব্যক্তিগণের ন্যায় হিংসা-বৃত্তি সম্বর্দ্ধন করিয়া তাঁহারা মানবজাতির মহত্ত্বের নিকট আদর্শ প্রদর্শন করেন না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি রিপুর হস্তে পতিত পাপ-প্রবণ মানব-সমাজ যেরূপ ভগবদ্ভক্তির ছিদ্রানুসন্ধান করেন, সেরূপ বৃত্তির অকিঞ্চিৎকরতা ও ভ্রান্ত ধারণা গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ অচিরেই ধরিয়া দিতে পারেন।

• • •

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের অসীম সহিষ্ণুতা ইংলণ্ডে লক্ষিতব্য বিষয় হইয়াছে। ভগবৎসেবা-পরায়ণ জনগণ নরজাতির প্রতি সর্ব্বদা করুণ। তাঁহাদের ধৈর্য্যের সীমা নাই। যখনই তাঁহাদের দৃষ্টিতে কোন নিষ্ঠুরতার আদর্শ লক্ষিত হয়, তখনই তাঁহারা উহা বাধা দিতে সর্ব্বতোভাবে ব্যগ্র হন। ইহাই ভগবদ্ ভক্তের একটি মহৎ গুণ।

• • •

সাম্প্রদায়িক দলাদলি লইয়া তাঁহারা সময় নষ্ট করেন না। নিজ সৎসম্প্রদায়ের নিত্য মঙ্গল অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা তাঁহাদিগের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। সুতরাং কোন প্রকার জাগতিক সাম্প্রদায়িকতার তাঁহাদের মতি নাই।

• • •

পশুক্লেশনিবারণী সভার সহিত সাধুগণের অধিকন্তু নীতির আপাত সমতা থাকিলেও ভগবৎসেবাপরায়ণ বলিয়া তাঁহারা সাধারণ ভগবদ্বিমুখ নীতিপরায়ণ জনগণ অপেক্ষা অতুলনীয়গুণে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ প্রভৃতি প্রচারকগণ পাশ্চাত্যদেশে স্ব স্ব ব্যবহারময় জীবনে পশুহিংসা প্রভৃতির বিচার হইতে সর্ব্বদা পৃথক্ আছেন।

• • •

বৈষ্ণবর্ণাশ্রমধর্ম্ম পৃথিবীর সকল সমাজেই প্রচুর আশা-প্রদ—একথা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ সকলকেই বুঝাইয়া দিতেছেন। বিষ্ণু-ভক্তিহীন অবৈষ্ণবর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিধি অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তিযুক্ত বর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা একদিন শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য ও বৃন্দবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থপাদ জানাইয়াছিলেন; তাই বর্ত্তমানকালেও ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশে সেই আচার্য্যত্রয়ের আশ্রিত ভগবদ্ভক্তগণ অবর-প্রাণীর হিংসা দূরে থাকুক, বর-প্রাণী মানব-জাতির প্রতিও কায়মনোবাক্যে হিংসা করেন না।

• • •

যাঁহারা প্রাদেশিক জাতিবিভাগ, বিভিন্ন বৃত্তিজীবীর জাতিবিভাগ, বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীর শ্রেণিবিভাগ প্রভৃতি লইয়া বৃথা বিতর্ক ও পরস্পর হিংসা করেন, তাঁহাদের নিশ্চিত-বর্ণাশ্রমের বিচার কখনও সুফল প্রসব করে না।

• • • •

Semite গণের মধ্যে যে কএকটি ভাল কথা প্রচলিত আছে, তাহার আদর করিতেও কোন গৌড়ীয় ভগবৎ-

পরাধীন জন বিদ্যা বোধ করেন না। ভগবন্নামগ্রহণ ভগবৎসেবার অঙ্গ না জানিয়া যাঁহারা নিজ ভোগতাৎপর্য্য-পরতায় সেই নামগ্রহণের অভিনয় করেন, তাঁহাদের ঐরূপ চেষ্টা কখনও মানবজাতিকে পাপ ও অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারে না।

• • •

যাঁহারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা উপাস্য বস্তুকে নিজ ভোগ্য জ্ঞান করিয়া "উপাস্য" নামে কথিত বস্তুর দ্বারা আত্মভোগ সম্পাদন করেন, সেই পৌত্তলিকগণকেও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণ আদর করেন না।

• • •

পৌত্তলিকগণের বিচার-প্রণালীতে তাঁহারা বিষ্ণু-কলেবর বা শ্রীমূর্ত্তিকে কিংবা প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর বা তাঁহার আলেখ্যকে, তাঁহার বর্ণনাকে বদ্ধ জীবেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় জ্ঞান করেন না। শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা মানসিক মাত্র নহে। মনোধর্ম্মজীবী ভোগায়তন প্রাকৃত জগৎকে সেবক জানিয়া আপনাকে সেব্য জ্ঞান করে। কিন্তু শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণের প্রচার-প্রণালীর মধ্যে কোন পৌত্তলিকতার সংস্রব নাই।

• • • •

Semiteদের বিচারে যে 'নিরাকার', 'নির্ব্বিশেষ' প্রভৃতি কথা আছে, তাহার সহিত চিৎ বিশেষ ও চিৎ-বিচিত্রতার বিচারের পার্থক্য বুঝাইতে য়ুরোপস্থ গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের আচার ও ব্যবহার আদর্শ-স্থানীয় হইতেছে।

• • •

শ্রীমদ্ বন মহারাজ আদর্শচরিত্র ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী, তিনি অশিক্ষিত নহেন। তিনি সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, উৎকল ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় অভিজ্ঞ। ঐ সকল ভাষায় তাঁহার বাগ্মিতা ভারতের নানা-প্রদেশের নগর-গ্রামবাসী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। জগতের হিত-সাধনের জন্য তাঁহার অকৃত্রিম চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। ইঁহারা মানবজাতির সর্ব্বতোভাবে সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধানের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহাদের ন্যায় altruist (পরার্থপর) জগতে বিরল। সুতরাং পাশ্চাত্যদেশে প্রচার-কার্য্যে তাঁহাদের যোগ্যতা সর্ব্বসুধীজন-সম্মত।

• • •

মানবোপকারিতার চরম আদর্শ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগৎ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকগণের গুরুসেবাময় হরিকীর্ত্তনের মধ্যে প্রাপ্ত হইবেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥"

য়ুরোপের প্রচারে আনুকূল্য

বালিঘাটির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মহানুভব শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সত্য প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া য়ুরোপে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য আনুকূল্য করিয়াছেন। আশা করা যায়, এই সত্যানুরাগী ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মার আদর্শ অন্যান্য মহাত্মাগণও গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের সহায়তা করিবেন।

পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তি-কেতন মহাশয় লণ্ডনস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের বিষ্ণু-নৈবেদ্যের জন্য কলিকাতা হইতে লণ্ডনে তণ্ডুল, বিমলাদি এতদ্দেশীয় ভগবৎসেবোপকরণ প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া আদর্শ-গৃহস্থের কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি লণ্ডনের প্রচারের জন্য অর্থানুকূল্য করিবার জন্যও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

(ভারতীয়)

চব্বিশ পরগণায়

গত ১৮ মে তারিখে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ভক্ত-সমভিব্যাহারে ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত বেলঘরিয়া ষ্টেশনের সন্নিকট বিষ্ণুপুরস্থ রাণী রাসমণি ষ্টেটের মালিক শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের আমন্ত্রণক্রমে কাছারীতে শুভাগমন পূর্ব্বক তথায় একদিবস কাল শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের চরিত্র ও শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা-দ্বারা গৃহস্থ ও সভ্যজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য যে হরিভজন, তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীকে শাস্ত্রযুক্তি প্রমাণে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তথায় বেলঘরিয়া পুলিশ ষ্টেশনের সেখ মেহেরী সাহেব, ইন্‌স্পেক্টর বাবু সুরেন্দ্র নাথ মৌলিক, পুলিশ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু জয়ন্ত কুমার দত্ত প্রভৃতি বহু সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজীর বাণী শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। সাহেব মহাশয়ের প্রচারের সহায়তা-কল্পে ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্ন প্রশংসনীয়।

বোম্বাই গৌড়ীয় মঠে

বোম্বাই হইতে নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন যে, বোম্বাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার খুব সাফল্যের সহিত হইতেছে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতার ক্লাস্ খুলিয়া ভাগবতধর্ম্ম উপদেশের ব্যবস্থা হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল শ্রৌত মহারাজ ও শ্রীমদ্ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজি শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন।

জামসেদপুরে

গত ২৬শে মে শুক্রবার দিবস হইতে জামসেদপুরস্থ আড়ঙ্গ-শ্রীরামমন্দিরে মিঃ কে, এস্ স্বামীর আশ্রয়াভিপক্ষে কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু "ধর্ম্ম কি ?"—এই সম্বন্ধে হিন্দী ও ইংরেজিতে দুই দিন চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

(বিমানডাকে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে গৃহীত)

পার্লামেণ্ট্ আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া মাননীয় কিও লেটারহুইট মহোদয়ের সহিত শ্রীমদ্ বন মহারাজের শ্রীচৈতন্যের বাণী ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে।

গত ৯ই মে ৪।০০ ঘটিকার সময় লর্ড রিডিং মহোদয়ের সভাপতিত্বে যে বিদ্বৎসভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীমদ্ বন মহারাজ বিশেষভাবে আহূত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট সাহেব লর্ড আরউইনের সহিত শ্রীমদ্ বন মহারাজের 'Extended Thelism' সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলাপ হইয়াছিল। লর্ড আরউইন শ্রীগৌড়ীয় মঠের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের প্রচারে বিশেষ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান্ মনীষী এবং পার্লামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ ইণ্ডিয়া মিঃ আর, এ, বাট্‌লার লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সূত্রে শ্রীমদ্ বন মহারাজকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তিনি কেম্‌ব্রিজ, অক্‌স্‌ফোর্ড ও লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পার্লামেণ্টে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাট্‌লার সাহেব পার্লামেণ্টের সভ্যগণের মধ্যে বিশিষ্ট ঊনীয়মান মনীষী, তিনি ভারতের

যুক্ত-প্রদেশ ও বর্ম্মার লাটসাহেবের পুত্র এবং মধ্যপ্রদেশের গভর্ণর বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের রক্ষকদিগকে পার্লামেণ্টের সকল সভ্যের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতেছেন।

স্যর ফিওলেটার শ্রীগৌড়ীয় মঠকে ইণ্ডিয়া অফিসে বিশেষভাবে প্রচারিত করিয়াছেন।

স্যর ভেনিসন্ হল্ লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের নিকট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণীর সুমহান্ উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন এবং যাহাতে আগামী মাসে "Society for the study of Religion" নামক সমিতিতে, এডিন্‌বার্গ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ **London Times** পত্রের সম্পাদক মিঃ এম্, এইচ্ ব্রাউন জুলাই ও অক্টোবর মাসে ক্যাক্সটন হলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী জুলাই মাসে শ্রীমদ্ বন মহারাজ উক্ত হলে অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

মিঃ রিচ্‌টর এবং কর্ণেল স্যার ফ্রেন্‌সিস্ ইয়ং দ্বারকেও মহোদয়গণের সৌজন্যে আগামী ১লা নবেম্বর এই ঘটিকার সময় "ভারতীয় ধর্ম্মজীবনে নাটকের স্থান" সম্বন্ধে ক্যাক্সটন হলে শ্রীমদ্ বন মহারাজ বক্তৃতা করিবেন।

ব্রয়েল এম্‌পায়ার সোসাইটীতে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উক্ত সমিতির সভাপতি স্বয়ং ইংলণ্ডের অধীশ্বর।

কয়েক দিবস পূর্ব্বে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সূত্রে শ্রীমদ্ বন মহারাজ লণ্ডন টেম্পারেন্স্ কন্‌ফারেন্সে আহূত হইয়াছিলেন। লণ্ডনের ডেপুটী লর্ড মেয়র উক্ত সভায় সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারককে পাইয়া কন্‌ফারেন্সের সভাগণ পরমানন্দে Distinguished Guest বলিয়া নিরূপণ পূর্ব্বক সভাপতির অব্যবহিত পার্শ্বেই আসন প্রদান করিয়াছিলেন।

আগামী শরৎকাল হইতে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারককে ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থানে বক্তৃতা প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যাপৃত থাকিতে হইবে।

প্রত্যহই শ্রীগৌড়ীয় মঠের বাণী শুনিয়া ইংলণ্ডের মনীষি-সম্প্রদায় বিশেষ আনন্দিত হইতেছেন এবং ক্রমশঃই প্রচার বিপুলভাবে বিস্তৃত হইতেছে। সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি-বর্গ অনুক্ষণ গৌড়ীয়মঠের প্রচার-সংবাদ সংগ্রহের জন্য স্বামীজি মহারাজকে ঘিরিয়া থাকেন এবং প্রচারকগণের কথা তৎক্ষণাৎ Short hand এর সাহায্যে লিপিবদ্ধ ও আলোকচিত্র গ্রহণ করেন।

য়ুরোপের সর্ব্বত্র ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী বিঘোষিত হইতেছে। **Reynolds** পত্র লিখিয়াছেন যে, যখন তাঁহাদের সংবাদদাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের লণ্ডন অফিসে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তখন লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কার্য্যালয়ের কক্ষটী সুন্দর ও অপূর্ব্ব ধূপ-গন্ধে আমোদিত ছিল এবং মঠের প্রচারকগণ পবিত্রতা ও ব্রহ্মচর্য্যের নিদর্শন-স্বরূপ গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। **Daily Herald** পত্র শ্রীমদ্ বন মহারাজের চিত্র প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠ একটী সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। লণ্ডন, কেম্‌ব্রিজ ও এডিন্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ বক্তৃতা করিবেন।

Daily Sketch নামক পত্রেও শ্রীমদ্ বন মহা-রাজের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহাদের মতটা অধিকার, তাঁহারা সেই পরিমাণে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথাগুলি স্ব স্ব বিচারে গ্রহণ করিতেছেন। তবে সংবাদপত্রের সম্পাদক-গণ যখন Short hand এ গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বত্র Broad cast করিবেন, তখন অটুটভাবে অনেক কথা প্রকাশিত হইবে।

লণ্ডনের "**Sport and General**" নামক একটী সাময়িক পত্রে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীমদ্ ভক্তি-সুন্দর বন মহারাজের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত পত্র বলিয়াছেন,—"লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ভারতীয় উদাসীন-সম্প্রদায়ের 'Mysticism' সম্বন্ধে ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিবেন।" Mysticism ও অপ্রাকৃত অচিন্ত্যশক্তি অধোক্ষজ ভগবানের বাস্তবতত্ত্ব দুইটী ভিন্ন বস্তু। ইহা ক্রমশঃ এই দেশবাসী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে বুঝিতে পারিবেন। উক্ত পত্র আরও বলিয়াছেন যে,—"অতীন্দ্রিয়-তত্ত্বে অভিজ্ঞ সাধু শ্রীযুক্ত বনস্বামী তরুণ বয়স্ক। তাঁহার বয়স সম্প্রতি ত্রিশ বৎসর মাত্র এবং তিনি অপূর্ব্ব অধিতীয় প্রচার-প্রতিষ্ঠানের বাণী কীর্ত্তনের জন্যই লণ্ডনে পদার্পণ করিয়াছেন। গৌড়ীয়মঠের এই প্রচারক লণ্ডন,

অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও এডিন্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'সুপ্রাচীন অধোক্ষজ-সম্বেশ' সম্বন্ধে ভারতীয় সংবেত-সম্প্রদায়ের বিচার বলিবেন।"

উক্তপত্র আরও লিখিয়াছেন—"স্বামিপাদের অলৌকিক জীবন। তিনি বিগত দশ বৎসর যাবৎ ফলমূলাদি মাত্র গ্রহণ করিয়া ভারতের বহুস্থানে ও ইংলণ্ড প্রদেশাদিতে পরিব্রাজক-বেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ ওজন-প্রক্রিয়াতেও দিন যাপন করিয়াছেন এবং অত্যল্প বয়সেই তিনি ইংলণ্ডে ও মার্কিন দেশে অতীন্দ্রিয় ধর্মতত্ত্ব-বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। অপ্রাকৃত বস্তুবিজ্ঞান-দ্বারা কিরূপে অপ্রাকৃত প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহার বাস্তব শ্রৌত উপলব্ধি-সম্বন্ধে তিনি বিশ্ব-বিশ্রুত গৌড়ীয়মঠসমূহের প্রচারক-সূত্রে বক্তৃতা প্রদান করিবেন।"

শ্রীমদ্ বন মহারাজের আর একটী সুন্দর চিত্র "Daily Express" নামক লণ্ডনের প্রসিদ্ধ পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। "Jersey Morning News" নামক সাময়িক পত্রে শ্রীমদ্ বন মহারাজকে 'ইংলণ্ডে শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম বা বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ের বক্তা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। "Yorkshire Evening News" নামক সাময়িক পত্রেও "হিন্দুগণের প্রেমধর্ম সম্বন্ধে লণ্ডনে বক্তৃতা হইতেছে,"—এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, "ধর্মের অতিনব প্রকাশ-বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্যই শ্রীযুক্ত স্বামীজি লণ্ডনে আসিয়াছেন।" "French Daily Telegraph" নামক সাময়িক পত্রে লণ্ডনে হিন্দুধর্মের প্রচারকসূত্রে শ্রীযুক্ত বন মহারাজের আগমনের কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

"Yorkshire Herald"এ "বিশুদ্ধভক্তিধর্মের অভিনব প্রচার", "London Times" পত্রে "বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের বাণী-প্রচারের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের য়ুরোপে আগমন" ও "Belfast Telegraph" এ স্বামিজির ভারতীয় সন্ন্যাসিবেশে লণ্ডনে আগমনের বার্তা ঘোষিত হইয়াছে।

• • • •

লণ্ডনমহানগরীতে West Minister Chambers 3 Victoria Street S. W. 1. নৌধে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের উপকারের উপায় আলোচনার উদ্দেশ্যে "East India Association" নামক একটী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত সঙ্ঘের বর্ত্তমান সভাপতি Rt. Hon'ble Lord Lamington এবং সহকারিসভাপতিসূত্রে পদমোচ্চ পদবীযুক্ত মনীষী ও ভারতীয় শ্রেষ্ঠ নৃপতিবৃন্দ মিলিয়া ২৮ জন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজও বর্ত্তমান মে মাসের ৯ই তারিখে উক্ত সঙ্ঘের সভ্য পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত সভার ত্রৈমাসিক পত্র—"Asiatic Review". সভার সাধারণ সভা, বৈদেশিক সভা ও পত্রের গ্রাহকাদিভেদে তিন শ্রেণীর কার্য্যকারক আছেন। শ্রীমদ্ বন মহারাজের উক্ত সভার কার্য্য করিবার বিশেষ যোগ্যতা বিবেচিত হওয়ায় তিনি ঐসভার সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আগামী অক্টোবর মাস হইতে তিনি বিদ্বজ্জন সেবিত ঐ সভায় ভারতবাসীর সর্ব্বতোভাবে উন্নতি-বিধায়িনী ক্রিয়াসমূহের জন্য নানাপ্রকার প্রস্তাব আলোচনা করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠই ভারতের প্রকৃত হিতকারী

কলিকাতার "অ্যাডভান্স" ও "অমৃতবাজার পত্রিকার" নিজস্ব সংবাদ-দাতৃগণ লণ্ডন হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

Advance, May 30 ; Amritabazar, 31, 1933.

(From our own Correspondent)

London, May 27.

Sir Samuel Hoare, Secretary of State for India and Lady Mande invited Swami Bon of Gaudiya Math to the India office and introduced him to the delegates for the World Economic Conference. His Holiness Swami Bon had delivered a lecture at Cambridge University on the 27th May. Sir Danison Ross, Director of oriental Studies in the London University and Lady Ross invited the preachers to meet them at Victoria Hall on the 7th June. The Math delegates are doing excellent work for India.

—•—

লণ্ডনের তার

লণ্ডন, ২৭শে মে, ১৯০৩

অদ্য শনিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে "বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মনীষিবৃন্দ বিশেষ মনোযোগের সহিত স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর স্যর ভেনিসন্ রস্ ও তাঁহার পত্নী লেডি রস্ মহোদয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী-শ্রবণার্থ উৎসুক হইয়া লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দকে 'ভিক্টোরিয়া হলে" আহ্বান করিয়াছেন।

ভারতসচিব কর্ণেল স্যর স্যামুয়েল হোর বার্ট ও তাঁহার পত্নী মহোদয়া শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে ইণ্ডিয়া অফিসে ওয়ার্ল্ড্ ইকনমিক কন্ফারেন্সের ডেলিগেট্গণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের বাণীর বিপুল প্রচার হইতেছে।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইনের সহিত শ্রীমদ্ বন মহারাজের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্ম, বর্ত্তমান সমস্যা এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলাপ হইয়াছে।

মে মাসের শেষভাগে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে ক্যাক্সটন হল্এর বিশেষ অধিবেশনে শ্রীমদ্ বন মহারাজ একটী বক্তৃতা প্রদান করিবেন।

পার্লামেণ্টারি আণ্ডার সেক্রেটারী স্যর ইণ্ডিয়া মিঃ আর, এ, বাট্লার শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত-শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার কথা কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, এডিনবার্গ ও লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পার্লামেণ্টে প্রচারের জন্য বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

কর্ণেল স্যর ফ্রেড্রিক্ ইয়ং হাজ্বেণ্ড্ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের উদ্যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারককে ক্যাক্সটন হলে "ভারতীয় ধর্ম্মজীবনে নাটকের স্থান" সম্বন্ধে আগামী ১লা নভেম্বর ৪৪০ ঘটিকার সময় বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪১শ সংখ্যার পর)

বিভিন্ন পুস্তক পাঠে ও লোকপরম্পরায় শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, বন-যাত্রাকালে পথিমধ্যে ও বিভিন্ন স্থানে চোর, দস্যু প্রভৃতি অসদ্ব্যক্তির উপদ্রব খুব বেশী। এজন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বন্দুকধারী পুলিস-রক্ষীত যাত্রি-গণের নিরুদ্বেগের জন্য নিজেদের মধ্যে সেবাদল সংগঠিত হইল। সেই সকল স্বেচ্ছাসেবকদলের সেবার সময়ও নির্দ্দিষ্ট হইল। ভীষণ শীতের মধ্যে সারারাত্রি জাগিয়া তাঁহাদিগকে পাহারা দিতে হইত। দিনেও পাহারা চলিত।

ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী ঐ স্বেচ্ছাসেবকদলের ভার গ্রহণ করিলেন। সম্ভ্রান্ত এবং সম্ভ্রান্বিত ব্যক্তিগণের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাস্থানে এই সকল কার্য্য আগ্রহের সহিত বরণ করিয়া লইলেন। ভিন্নভিন্নবিভাগের মধ্যে অনেকে, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের এই তীব্র শীতের মধ্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির পাহারা দিবার সেবার আদর্শ প্রকাশ করিলেন। পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ত্রিলোচনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত উরুক্রম-দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত নবীনানন্দ ব্রহ্মচারী, কাশীর হিন্দু ইউনিভার্সিটির ছাত্র শ্রীঅমিতনাথ কুণ্ডু, শ্রীঅনন্তদেব ব্রহ্ম প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিবাভাগে কএক ক্রোশ পথ পদব্রজে পরিক্রমা করিয়াও রাত্রিজাগে তীব্র শীতের মধ্যে অম্লান-বদনে পাহারা দিতেন।

একটী সঙ্ঘের উপর ভাণ্ডার-সংরক্ষণ ও ভাণ্ডারাদির দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার পর সেই সকল বুঝিয়া লইবার ভার অর্পিত হইল। শ্রীযুক্ত মুকুন্দ-গোপাল অধিকারী ভক্তিমধুর, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাস অধিকারী, শ্রীউদ্ধারণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কএক মূর্ত্তি ঐ সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীশিবানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীনিতাই প্রভৃতি কএকমূর্ত্তি শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সংকীর্ত্তনের মূলগায়করূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেন। কেহ কেহ মৃদঙ্গবাদনাদি সেবা ভাগ করিয়া নিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীবাসবানন্দজীকে শ্রীমন্মহা-প্রভুর অর্চ্চনাদি সেবাকার্য্য অর্পিত হইল।

কেহ কেহ আলোক-প্রদানের সেবা-ভার প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীসৎসঙ্গানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপতিতপাবন, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরপ্রসন্ন প্রভৃতি কএকজন ঐ সেবা গ্রহণ করিলেন।

অসুস্থ ব্যক্তিগণকে যথাসময়ে তাহাদের উপযুক্ত পথ্যাদি বিতরণের জন্য ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণজী প্রমুখ কএক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট হইলেন।

প্রাত্যহিক বিপুলভোগ-রন্ধনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার বাজার হইতে ক্রয় ও সংগ্রহ করিবার জন্য কএকব্যক্তি ভার প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত সুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত নবীগোপাল দাস অধিকারী প্রভৃতি সেবকগণ উক্ত সেবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার কেন্দ্রস্থান শ্রীমথুরায় নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় পরিক্রমায় যাত্রিগণ ১১ই অক্টোবর (১৯৩২) বনে প্রবেশ করিলেও মথুরা ক্যান্টনমেণ্টে "বনদেওবিলাস" ভবনে পরিক্রমার কেন্দ্র-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিল। ঐ কেন্দ্র-কার্য্যালয়ের ভার বর্ত্তমান সেবক শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ দাসাধিকারী ভক্তিবল্লভ মহাশয় এবং তাঁহার সহকারী কএকজনের উপর প্রদত্ত হইল। চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, বিভিন্ন দেশের যাত্রিগণ ঐ কেন্দ্র-কার্য্যালয়ে আসিয়াই জুটিত। এতদ্ব্যতীত বন-পরিক্রমার বিশেষ অসুস্থ যাত্রিগণকেও কেন্দ্র-কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া চিকিৎসা করা হইত। নানা প্রয়োজনীয় কার্য্য ও আবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য কেন্দ্র-কার্য্যালয়ে সংবাদ আসিত। বন-পরিক্রমার জিনিষ-পত্রাদি অধিকাংশ মথুরা হইতে প্রেরিত হইত। এজন্য প্রত্যহ মোটরযান ও বাস মথুরার কেন্দ্র-কার্য্যালয় হইতে পরিক্রমার কেন্দ্রে গমনাগমন করিত। এ কার্য্যের জন্যও একদল স্বেচ্ছা-সেবক গঠিত হইয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ্ পুলিশ, মথুরার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অফ্ পুলিশ মিঃ কেন্ড প্রভৃতি সরকার-পক্ষীয় শাসন-বিভাগের ব্যক্তিগণ শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় যাহাতে চোর, দস্যু প্রভৃতির কোন প্রকার উপদ্রব হইতে না পারে, তজ্জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন। পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে কএকজন সঙ্গীনধারী পুলিশ ছিল, এতদ্ব্যতীত যেখানে যেখানে পরিক্রমার শিবির স্থাপিত হইবে, সেই সকল স্থানেও পূর্ব্বাহ্ণেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট পত্রী অনুসারে পুলিশ-পাহারা থাকিত।

এইরূপ নানা প্রকার সুব্যবস্থাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুষ্ঠিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাটী এক অদ্বিতীয় আদর্শ-পরিক্রমায় সংগঠিত হইয়াছিল। মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব, হেল্‌থ-অফিসার, শ্রীমথুরা ও সমগ্র শ্রীব্রজমণ্ডলের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি তথা নিরপেক্ষ সাধারণ ব্যক্তি-মাত্রেই পরিক্রমার এইরূপ সুব্যবস্থাতে দেখিয়া একবাক্যে বলিয়া-ছিলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে এবার যে বনযাত্রার অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে আদর্শস্থানীয় ও ব্রজ-

মণ্ডলের ইতিহাসে একটী যুগান্তর। ঐরূপ আদর্শ পরিক্রমা এখন হইতে সকলেরই অনুসরণীয় হওয়া আবশ্যক। বিরাট্ রাত্রি-সঙ্ঘের উপর শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিয়ামক-গণের প্রভাব অবিতীয়।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সর্ব্বোপরি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, পরিক্রমাটী অনুক্ষণ অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের জীবন্ত বাণীতে মুখরিত ছিল। সাধারণতঃ যে বন-যাত্রা হয়, তাহাতে কেবল স্থান দর্শন ও স্বতন্ত্রভাবে বিচরণাদি হইয়া থাকে। আমোদ-প্রমোদের জন্য ভাড়াটীয়া "রাসধারী" নিযুক্ত করা হয়। তাহারা নানা প্রকার দঙ্ সাজিয়া রাসলীলার অনুকরণ প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া রাত্রি-সঙ্ঘের সাময়িক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বা বন-ভ্রমণের শ্রান্তি বিদূরিত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সকল কর্ত্তাই শ্রীগৌরজনের আনুগত্যে গঠিত ও সাধিত হওয়ায় শ্রীমন্মহা-প্রভু ও শ্রীরূপানুগ-গণের পদাঙ্কানুসরণ-ব্রতই সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র স্মৃতিপটে প্রদীপ্ত থাকিত। গৌরজনজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনুক্ষণ অবিরাম শ্রীহরিকথামৃত-তরঙ্গিণী-প্রবাহে শ্রীশ্রীব্রজভূমি ও শ্রীব্রজের জন শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের আদর্শ ও অনুরাগিবাক্তিগণের বাস্তব চরিত্র সকলের নিকট সর্ব্বদাই প্রকটিত করিতেন। প্রতিমুহূর্ত্তে পরিক্রমার উদ্দেশ্য, পরিক্রমার সার্থকতা, বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ উদ্দীপনার বার্ত্তা, তথ্য ও মৌলিক অনুসন্ধান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের স্মৃতির সহিত বিজড়িত করিয়া আচার্য্যের সেবক-সম্প্রদায় আচার্য্যের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিতেন,—জড়বিষয়ে আসক্তি বা নির্জ্জীব ভোগপর জীবন-যাপনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামকে "প্রপঞ্চের সম" দর্শন করিয়া দেশ-ভ্রমণ বা দেশ-দর্শন-কৌতূহল চরিতার্থ করিবার চেষ্টা শ্রীধাম-দর্শন বা শ্রীধাম-পরিক্রমা নহে। শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনের—গৌর-প্রণয়িজনের পদাঙ্কানুসরণে তাঁহার শ্রীমুখপদ্ম-প্রবাহিত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ-পঞ্চক যাজন ও তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীনামসংকীর্ত্তন-ভজনে নিরপরাধে প্রবেশের চেষ্টা এই পরিক্রমার আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার শ্রীগৌরজনের শ্রীমুখে যে শ্রীহরিকথামৃত-মহোৎসব প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা স্মর্ত্তা হইতেও সুস্মর্ত্তা, সুশ্রুত হইতেও অতিশ্রুত।

শ্রীল প্রভুপাদ অনুগত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও যাঁহারা প্রভুপাদের পদাশ্রিতকে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন,—এরূপ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থভক্তগণকে এ সকল কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ এবং শ্রবণের পর কীর্ত্তনের জন্য সর্ব্বদাই প্রয়োচনা করিতেন।

২৫শে আশ্বিন (১৩৩৩), ১১ই অক্টোবর (১৯২৬) মঙ্গলবার সকলেই একাদশীর পারণ করিবার পর প্রায় ৩ ঘটিকায় সিংহাসনোপরি সংস্থাপিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীমূর্ত্তিকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত মধুবনাভি-মুখে চলিলেন। শ্রীমদ্ বন মহারাজ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে পরিক্রমা চালনা করিতে লাগিলেন।

মথুরা ক্যান্টন্‌মেণ্ট্ ষ্টেশন (বলদেও বিলাসের সংলগ্ন) হইতে মধুবন দক্ষিণে (ঈষৎ পশ্চিমাভিমুখী) তিন মাইলের কিছু বেশী দূর। মধুবনের বর্ত্তমান নাম—মহোলি (Maholi)। মথুরা-নগরীর মধ্য দিয়া পাকা রাস্তা অতিক্রম করিবার পর গ্রামের কাঁচা রাস্তা ও পাগ্‌ডণ্ডী (পায়ের দাগের রাস্তা) ধরিতে হয়। ফুতেশ্বর হইতে যাত্রা করিয়া সড়কে সড়কে পূর্ব্বদিকে অনেকটা রাস্তা চলিয়া যাইবার পর গ্রামের রাস্তা পাওয়া যায়।

আজ পরিক্রমা রাজধানী মথুরা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব-প্রথম বনে প্রবেশ করায় পরিক্রমা-পরিচালনাকারী শ্রীমদ্-বন মহারাজ বন-পথের মধ্যে একটী বিস্তৃত সমতল স্থানে আম্রবৃক্ষের তলে সকলকে বসাইলেন, ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিয়া মিলিত হইলে শ্রীমদ্ বন মহারাজ যাত্রী ও সেবক-গণকে পরিক্রমার উদ্দেশ্য, পরিক্রমায় কি ভাবে সকলকে চলিতে হইবে, তদ্‌বিষয়ে বক্তৃতা-মুখে উপদেশ এবং জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী-সমূহ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। নিম্নে ঐ সকল নিয়ম উদ্ধৃত হইল—

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় সেবকগণের পালনীয়

নিয়মাবলী

১। পরিক্রমার মুখ্য উদ্দেশ্য—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা; নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করা নহে।

২। কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবায় আত্মকৃপাই যথার্থ পরিক্রমা, নতুবা পরিক্রমার অভিনয় করিতে আসিয়াও ভোগী হইয়া যাইতে হইবে।

৩। সেবক যাত্রিগণ ও মঠবাসী হইতে গৃহীত হইলেও সেবকের অধিকার ও যাত্রিগণ অপেক্ষা অধিকতর, সুতরাং তাঁহারা যাত্রী সাজিয়া সেবাকে বিসর্জ্জন দিবেন না।

৪। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগ করিলে যে দুর্গতি হয় ও ধামদর্শন হয় না, তাহার আদর্শ শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই দৃষ্টান্তেই বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের দ্বারা দেখাইয়াছেন।

৫। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সেবা পরিত্যাগ করিয়া পরিক্রমার সাধারণ যাত্রিগণের ন্যায় কেবল জড়চক্ষুর কাম চরিতার্থ করিবেন, তাঁহারা বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের স্বজাতিবিদ্বেষী বলিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবেন।

৬। নিজের গায়ের জোরে ধামদর্শন হয় না, ইহা বৈষ্ণব-সেবকগণকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

৭। যদি সেবায় নিযুক্ত থাকার দরুণ পরিক্রমার কোন স্থান দর্শন বা শ্রবণ নাও হয়, তথাপি সেরূপ ব্যক্তিরই যথার্থ পরিক্রমা হইবে, আর যাঁহারা 'সেবা' ছাড়িয়া শ্রবণ ও দর্শন করিয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা আদৌ পরিক্রমার মর্ম্ম বুঝেন নাই।

৮। সেবকগণকে যথাসময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সেবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া উপস্থিত হইতে হইবে।

৯। প্রত্যেক সেবকই যথাসময়ে বিশ্রাম হইতে উঠিবেন এবং স্ব-স্ব-কার্য্যে নীরবে নিযুক্ত হইবেন।

১০। রাত্রিকালে বা হরিকথা-আলোচনার সময় কোন সেবকই অপরকে আহ্বান করিতে হইলে উচ্চ চীৎকার করিবেন না।

১১। প্রত্যেকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সেবার সময় অন্য সেবককে 'রিলিফ' (বিশ্রাম) দেওয়ার জন্য সমুপস্থিত হইবেন।

১২। প্রত্যহ ঠিক সময় আরাত্রিকে যোগদান, মৃদঙ্গ-কাঁসর-করতালাদি বাদন ও উচ্চকীর্ত্তনাদি করিতে হইবে।

১৩। পরিক্রমায় বাহির হইবার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ স্ব স্ব উপকরণ লইয়া সমবেত হইবেন।

১৪। পরিক্রমার শোভাযাত্রা-মধ্যে কীর্ত্তনীয়া, বাহক, জোহার, পতাকাধারী স্ব-স্ব স্থান বা দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া অন্যমনস্ক হইবেন না।

১৫। ঠাকুরের অর্চ্চনকারী অর্চ্চন পরিত্যাগ করিয়া পরিক্রমার সঙ্গে যোগদানের ছলে সেবার প্রতি উদাসীন হইবেন না।

১৬। শ্রীবিগ্রহের নিকট সর্ব্বক্ষণ একজন না একজন সেবক নির্দ্দিষ্টভাবে থাকিবেন।

১৭। শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে পরিক্রমার শোভাযাত্রাকালে চামর, ব্যজন ও ছত্রধারণ করিতে অন্যমনস্ক হইবেন না।

১৮। পরিক্রমাকালে নির্দ্দিষ্ট পরিচালনাকারী এবং শ্রীবিগ্রহের সেবকগণ ব্যতীত অন্য কেহই শ্রীবিগ্রহকে পশ্চাৎ দিয়া আগে-পাশে চলিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না, তাহাতে সেবাপরাধ হইবে।

১৯। পরিবেশনকারী, পাচারাদার, জলপাত্র প্রভৃতি প্রদানকারী, ভাণ্ডারী এবং অন্যান্য সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যথাসময়ে স্ব স্ব স্থানে উপস্থিত হইবেন।

২০। উপরি-উক্ত সেবকগণকে 'রিলিফ' (বিশ্রাম) দেওয়ার জন্য পরিক্রমার কার্য্যালয় হইতে যথাসময়ে ব্যবস্থা হইবে। যদি কাহারও কোন অসুবিধা হয়, তাহা হইলে তিনি কার্য্যালয়ে নিবেদন করিবেন, নিজে স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক কোন ব্যবস্থা বা নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন না।

২১। কোন তীর্থে বা কূপে সাবান-ব্যবহার, থুৎকার-নিক্ষেপ, কুলকুচা, বস্ত্রাদি ধৌত, মল-মূত্র-ত্যাগ প্রভৃতি কোন যাত্রী বা সেবক কেহই করিবেন না, ইহাতে ভীষণ অপরাধ এবং নানাপ্রকার বিঘ্ন আছে।

২২। সেবকগণ পরিমিত আহার অপেক্ষাও কম গ্রহণ করিবেন, নতুবা সেবার বিঘ্ন হইবে।

(ক্রমশঃ)

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩০০; ১০ই জুন ১৯৩৩ | ৪৩শ সংখ্যা

ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদ

[১৫ই ডিসেম্বর (১৯৩১), অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা]

ঢাকার টিকাটুলির ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন এবং হরিকথা শ্রবণের জন্য প্রত্যহই অপরাহ্ণে স্থানীয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইতেন। ঐ দিবসও বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। গেরুয়া-পরিহিত অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মুখার্জি, শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী প্রমুখ আরও কএকজন ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে হরিকথা উপদেশ দিতে লাগিলেন :—

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
তিতিক্ষা আদি' হৃদয় বুঝিবে,
হইব নিরয়গামী॥"

(কল্যাণকল্পতরু ৮।৬১)

বৈষ্ণব হ'লেন জগতের একমাত্র গুরু। তথাকথিত নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু হ'তে পারেন না; Personality of Godhead এর উপাসকই গুরু হ'তে পারেন। পুরুষোত্তমের সেবকাভিমানীও আমার গুরু হ'তে পারেন না—যদি তিনি শিষ্যের বিদ্যমান না করেন। বৈষ্ণবাভিমানে গুরু হ'তে পারা যায় না। এজন্য আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম কখনও নিজেকে বৈষ্ণব ব'লতেন না। যে নিজেকে বৈষ্ণব ব'লবে, সে branded অবৈষ্ণব।

তাই আমরা মহাজনের পথে দেখ্‌তে পাই,—

"কৃপা কর বৈষ্ণবঠাকুর।
সদয় জানিয়া, ভজিতে ভজিতে,
অভিমান হউ দূর॥"

(কল্যাণকল্পতরু ৮।৬২)

হাড়মাসের খণ্ডের সঙ্গে গুরুর কোন সম্বন্ধ নেই।

এতদ্ভিন্নে শোষণ ক'রে কৃষ্ণসাধনত্বে নাশায়ং পাদ্যে সুবিধা হ'বে। আগন্তিক বিজ্ঞান প্রকৃতি মনের দেহু। কিন্তু ঐ সকল ভগবানের দেবায় লাগা'লে লোকসানি হয়। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর নিকট শুনেছিলেন,—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৮৩)

প্রত্যেক কার্য্যে—প্রত্যেক পদবিক্ষেপে—মনের দ্বারা প্রত্যেক চিন্তায় যদি কৃষ্ণেন্দ্রিয় সেবা লক্ষিত হয়, তবেই তা' ঠিক হ'ল। প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন,—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহির্ত্রয়ানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"

(ভাঃ ৭।৫।৩১)

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

এজন্য পূর্ব্বে পৃথু মহারাজের কালেও—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
কস্তমর্হত্যপচিতিং কর্ত্তুমুত্তমশ্লোকসত্তমঃ॥"

(ভাঃ ৪।২১।১২)

গৃহব্রতদিগকে 'ব্রাহ্মণ' আর পারমার্থিকদিগকে 'বৈষ্ণব' বলা হয়। মনুষ্যাদি, পাষণ্ডীগণ প্রভৃতির অধিপতি ছিলেন পৃথু মহারাজ। কেবল ব্রহ্মজ্ঞ ও বৈষ্ণবের উপর তিনি দণ্ড পরিচালনা ক'র্তেন না। কেন না, তাঁ'রা দণ্ড-বিধানের অতীত রাজ্যে বাস করেন।

যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা করেন, তিনি শুচ্যুপস্পৃশ্য। যা'রা ব্রহ্মপরায়ণ হ'তে বিচ্যুত, তা'দের উপরই দণ্ড-বিধান, ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের উপর কোন দণ্ড নাই। যেমন সাধারণ নীতিতে শুন্তে পাওয়া যায়—King can do no wrong.

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবস্তু অনুসন্ধান করেন। যিনি দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মী নহেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।
যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।

(বৃঃআঃ ৩।৮।১০)

যা'দের বৈষ্ণবজ্ঞানের অভাব, তা'রাই অবৈষ্ণব। তা'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি দিয়ে সমস্ত জিনিষ মেপে নিতে চায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বৈষ্ণব হ'তে পারেন। এজন্য বৈষ্ণবের সমগ্র-মুখে ব্রাহ্মণ হওয়া একান্ত দরকার। বৃহৎ বস্তুর ধারণা না হ'লে বিষ্ণুর সেবা হয় না। খণ্ড সঙ্কীর্ণ বস্তু কখনও ব্রহ্ম বা বিষ্ণু নহে না হ'তে পারে না। অনাত্মবিচারে ক্ষণভঙ্গুর লক্ষণ। ব্রাহ্মণ হ'তে পূর্ণতা লাভ না ক'র্লে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। অন্ততঃ আমার ব্রাহ্মণ হওয়া দরকার। ব্রাহ্মণের অন্য কোন কৃত্য নাই—বিষ্ণুভক্তি-ব্যতীত। অন্য দেবতার পূজা ক'র্লে ব্রাহ্মণ ছোট হ'য়ে যান। সাধারণের ধারণা, ব্রাহ্মণ সকল দেবতার পূজা ক'র্তে পারেন। কিন্তু বেদ বলেন,—ব্রাহ্মণ একমাত্র বিষ্ণুরই পূজা করেন। ব্রাহ্মণগণের আচমনীয় মন্ত্র—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

রাস্তায়, ঘাটে বৈষ্ণব পাওয়া যায় না। একজন বিষয়ী হয়তো ব'লে—দু'শ' বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ ক'রে এস। আর অমনি পালে পালে বৈষ্ণবচেহারা ওয়ালা ব্যক্তিগণ চলে আস্বে বিষয়ীর নিমন্ত্রণ খেতে। বৈষ্ণব অত সোজা নয়। পৃথিবী উজাড় হ'য়ে যা'বে, বৈষ্ণব পাওয়া যা'বে না। কয়লের লোমবাহার ন্যায় বৈষ্ণব পাওয়া সুকঠিন। ঐ সকল 'বৈষ্ণব' নামধারীকে খাওয়ালে বিষয়ীর ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধি হ'বে; আর ঐ সকল বৈষ্ণবনামধারীও নরকে চ'লে যা'বে।

গীতায় একটি শ্লোক আছে—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" এখানে কর্ম্মকাণ্ডী ব'লছেন,—কৃষ্ণকে যদি বাগানের মালী ব'লে ডাকা যায়, তিনি সেই বাগানের মালী হ'য়ে আমার কাছে আস্বেন। "যারা মিলাইয়া এল ভগবান্"—প্রভৃতি কথা গুলি কৃষ্ণকে আমার বাগানের মালী ক'র্বার চেষ্টা। ভগবান্ যা' আছেন—তিনি যা'তে তাঁ'র নিজের সুবিধা যোল করেন, আমার তা' tamper ক'র্তে যাওয়া উচিত নয়। আমার চিন্তা দ্বারা তাঁ'কে বাগানের মালী করা—আমার কল্পনা ও যথেচ্ছাচারিতার দোষকে তাঁ'তে সাজা'বার চেষ্টা ক'র্লে তিনি তা' না হ'তে পারেন। তাঁ'কে যখন আমার ভোগের ইন্ধনরূপে দেখ্তে চাই তখন তিনি তাঁ'র কৃষ্ণ-স্বরূপে আসেন না। আমার কাছে তাঁ'র মায়ার রূপ প্রকাশ করেন। আমি যেরূপ কপটতা ক'রে প্রপন্ন হ'য়েছিলাম, তিনিও আমাকে তদনুরূপই ভজনা করেন।

সম্বন্ধ পাঁচ প্রকার—(১) পতি-পত্নী, (২) পিতৃ-পুত্র, (৩) সখি-সখা, (৪) প্রভু-ভৃত্য এবং (৫) নিরপেক্ষ। সম্বন্ধরহিত

ব্যক্তিগণ বলেন,—শাস্তভাবটাই প্রধান। তাঁরা আর চারটীতে বড় অমঙ্গল দেখেন। কেননা, ভক্তজগতের অভিজ্ঞতায় তাঁদের যথেষ্ট পরিপূর্ণ। ভক্তজগতের যত আকর্ষণ আছে, তা' হ'তে মুক্ত হওয়ার জন্যে তাঁরা শান্তরসকে বহুমানন ক'রে থাকেন। কিন্তু অপ্রাকৃতের আকর্ষণ ও জড়ের আকর্ষণ এক নয়।

এই শরীরটাকে 'আমি' ব'ললে কুকুর-শেয়ালে খেয়ে ফেল্‌বে। আর সূক্ষ্মভাব নিয়ে mental speculationist হ'লেও সুবিধা হ'বে না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের আশ্রয় ক'রলেই সুবিধা হ'বে।

প্রপত্তি পাঁচ প্রকারের। পাঁচ প্রকারের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই প্রপত্তি-স্বীকার। পাঁচপ্রকার সম্বন্ধ-বিশিষ্ট না হ'য়ে যদি কৃষ্ণকে হাড়মাসের থলি দেখাই, হাত উঁচু ক'রে থাকি, কিম্বা নির্ব্বিশিষ্ট হওয়ার জন্যে চেষ্টা করি, তা' হ'লে কৃষ্ণও আমাদিগকে সেরূপভাবেই ভোগ্য দেবেন। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যা'ব—এ দুর্বুদ্ধি হ'তে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টাই প্রকৃত মুক্তি।

যে ব্যক্তি 'আমি কর্ত্তা' মনে করে, তা'র কখনও মঙ্গল হয় না। "অহং ব্রহ্মাস্মি"র অর্থ,—"আমি কর্ত্তা", তা' নয়। "অহং ব্রহ্মাস্মি"র প্রকৃত অর্থ—'তৃণাদপি সুনীচ', 'তরোরিব সহিষ্ণু', 'অমানী মানদ' হ'য়ে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনে রত থাকা। যে-বস্তু ব্রহ্মের সহিত সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট, তা'র জড়ের বা ক্ষুদ্রের অভিমান থাকতে পারে না।

* * *

"পশ্চিমের লোক-সব মূঢ় অনাচার।
তাঁহা প্রচারিল দূরে ভক্তি-সদাচার॥"

(চৈঃ চঃ আ ১০।৮৯)

শ্রীরূপ-সনাতন-মূঢ় অনাচারী ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তি-সদাচার প্রচার ক'রলেন। অবৈষ্ণব স্মার্ত্ত-সমূহ অনাচারী। পশ্চিমের লোক হয় কর্ম্মী, না হয় জ্ঞানী। চৈতন্যকে 'কৃষ্ণ'-জেনে কিরূপে ভজন হয়, শ্রীরূপ-সনাতন তা'ই প্রচার ক'রলেন।

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।"

(বৈষ্ণবধর্ম্মধৃত বৃহন্নারদীয়পুরাণবাক্য)

আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত ক'রতে হ'লে অকৃত্রিম ভক্তের সঙ্গ লাভ করা দরকার। ভক্তদ্রবের সঙ্গের দ্বারা মঙ্গল হ'বে না। কৃত্রিম ভক্ত, কৃত্রিম ভক্তি, কৃত্রিম মানসিক বিকার-দ্বারা কখনও সুবিধা হয় না। বেণুপ্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ নয়—যদি অকৃত্রিম কৃষ্ণস্মৃতিতে হয়। আর যদি কৃষ্ণেতর স্মৃতিতে হয়, তবে তা' কপটতা ও অভক্তি। ঐ গুলি hysteric fit or emotion, ঐগুলি কামেরই বিকার। কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-ব্যতীত সকলই অসুবিধা। ধর্ম্মকামনা, অর্থকামনা, কামকামনা বা মোক্ষকামনা—এইগুলি 'ভক্তি' নয়।

কেবলা কৃষ্ণভক্তি-ব্যতীত পারমহংস্যের পূর্ণতা সিদ্ধ হয় না। বাস্তব বৈদান্তিক হ'লে বৈষ্ণব হওয়া যায়। ব্রহ্মের সহিত নির্ব্বিশিষ্ট হওয়ার বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও পরমহংসপরবীথিতে আরোহণ ক'রতে পারেন না। কুটীচক বহূদক ও হংস এঁরা পরমহংসপরবীথিতে আরূঢ় নন। পারমহংস্যজ্ঞানের অভাবে অবৈষ্ণবতা উদিত হয়। পারমহংস্য-মুক্তাবস্থায় দুই ভাবে ভগবৎসেবা হয়। মুক্তাবস্থায় নিত্য-সেবার ব্যাঘাত হয় না, কোনকালে সেবাবুদ্ধি ক'মে যায় না।

"নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হ'বে অভিমান তার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা,
না লইব পূজা কা'র॥"

(কল্যাণকল্পতরু ৮।৬৯)

"আমি সেব্য, তোমরা সব আমার সেবা কর",—এই বিচার—অবৈষ্ণবের বিচার। এইরূপ অবৈষ্ণব কখনও 'গুরু' হ'তে পারে না। যে-সকল গুরু শিষ্যের সেবা গ্রহণ করেন, তাঁরা বাস্তবিক গুরুপদবাচ্য নন। তাঁরা শিষ্যও হ'তে পারেন নাই। ভগবানের পার্ষদগণ ভোগি-গণের অধর্ম্মের বা ধর্ম্মের সংসার হ'তে মুক্ত। ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

"পাপে না করিহ মন, অধ্বর সে পাপী জন,
তা'রে মন দূরে পরিহরি'।
পুণ্য সে সুখের ধাম, তা'র না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি'॥
প্রেমভক্তি-সুধানিধি তাহে তুব নিরবধি,
আর যত কারনিধিপ্রায়।"

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ২১০পৃঃ)

মহাভাগবত নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মনে করেন। আমি শিষ্য হ'য়ে অনেক দিন ঘাস ক'রলাম, এখন শিষ্যগিরি আর ভাল লাগে না, আমার গুরুগিরি করা দরকার"—ইহা

তিনি বলেন না। তিনি গুরুর কার্য্য করেন, কিন্তু তাঁর গুরুর অভিমান নাই। শতকরা এক শত কার্য্য ভাগবতের জন্য ক'র্তে হ'বে। আর ৯৯৮ recurring কার্য্য মধ্যে ভাগবতের জন্য ক'র্তে হ'বে। ৩৩৩ recurring কর্ম্মই ভাগবতের জন্য ক'র্তে হ'বে। এজন্য শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু ব'লেছেন,—

"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥"

(শ্রীউপদেশামৃত ৪)

'যদি গুরুকরণ একপ্রকার পারম্পর্য্যগতধর্ম্মরূপে ক'রেছেন, তাঁর চোখ-কাণ-নাক-মুখ সব দিয়ে তাঁর গুরুকে গুরুকার্য্যে নিযুক্ত aural reception এর সাহায্যে জেনে নিতে হ'বে। তাঁর কীর্ত্তন শুনতে হ'বে। তিনি কি করেন? কেবল কীর্ত্তন করেন। আর তাঁর কোনকার্য্যই নাই। তাই ব'লে যা—এর কীর্ত্তন, চ—এর কীর্ত্তনের কথা ব'ল্ছি না। এ-সকল দুশ্চরিত্র লোক কীর্ত্তনকারী হ'তে পারে না। ঐ সকল লোকের মুখে হরিকীর্ত্তনামৃত বে'র হয় না। লোকচিত্তাকর্ষক সুর-তাল-লয়-মান-ভাবযুক্ত জিনিষ দিয়ে যা' বে'র হয়, সেগুলি মায়াদাস কুকুর যা বিষ।

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥" (পদ্মপুরাণ)

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরাং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৮।২৪)

বিষ খেয়ে ম'রে যাওয়া অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তথাপি বিষয়ী ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করা ভাল নয়। যাঁরা হরিসেবক নয়, তাঁরাই যোষিৎসঙ্গী। ভোগ-বুদ্ধিতে বিষয়-গ্রহণই যোষিৎসঙ্গ। হরিসেবার্থ বিষয়ীর মঙ্গলের জন্য তাঁদের নিকট হ'তে সাধুকরী-গ্রহণ বিষয়ী-সঙ্গ বা যোষিৎ-সঙ্গ নয়। কনকবৈরাগী মায়াবাদি-সম্প্রদায় যে বিষয়ী ও যোষিৎকে ঘৃণা ক'রে হরিসেবা পরিত্যাগ করেন, তদ্দ্বারা তাঁদের প্রচ্ছন্ন যোষিৎ ও বিষয়ীর সঙ্গই হ'য়ে পড়ে।

সত্য সত্য অকৃত্রিম সাধুর অনুসন্ধান করা দরকার। আমার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী মুদীর দোকানে আরসোলার নাদি-ভরা চা'ল ও দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, কে পরিশ্রম স্বীকার ক'রে আর দূরে যায়, সেখান হ'তেই চা'ল কেনা যাক্, এরূপ আলস্যের বশবর্ত্তী না হ'য়ে বাজারে ঢুকে ভাল চা'ল খোঁজাই দরকার।

আমাদের চিত্তে যদি ঔদাস্য, দুষ্টতা, কপটতা বা অন্যাভিলাষ থাকে, তা' হ'লে সেরূপ গুরুই মিল্‌বে। চিত্তে মায়াবাদ থাক্‌লে মায়াবাদী গুরু মিল্‌বে। ঐশ্বর্য্যভাব থাক্‌লে সীতা-রাম, হয়গ্রীব-নৃসিংহাদির উপাসক হ'য়ে যা'ব। শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারী গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়েই নিখিল বাস্তব চরম মঙ্গল লাভ হ'বে,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জয়যুক্ত হউন। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কামনার অর্গলে আবদ্ধ হ'য়ে আমাদের গতি রুদ্ধ হ'য়ে যা'বে। হরিপ্রেমের পরিচয় যিনি পেয়েছেন, তিনি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের হাতে পড়াকে ধাক্কা-পক্কে ভাকাতের হাতে পড়া মনে করেন।

অহৈতুকী ভক্তিই সর্ব্ব জীবের নিত্যা আত্মবৃত্তি। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁদের ঐ সকল কথা দুর্ব্বোধ্য। তাই ব'লে অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছৃঙ্খল হ'তে বলা হ'চ্ছে না।

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অহৈতুক হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

(চৈঃ চঃ ম ২২।৯০)

"ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত দৃঢ়ব্রতঃ।
সর্ব্বৈরপ্যুপদত্তঃ স্যাদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥
হ্লাদিন্যা সন্ধিনীশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো নৃণাং সংসৃতিং তনুতে নয়ন্॥
মনোবুদ্ধ্যহমাত্মানঃ পুরুষস্য বিদুঃ পরম্।
মনোরথেনাপতিতং ধাবন্তং বুদ্ধিসাক্ষিণম্॥

(ভাঃ ৪।১৮।১২)

আমরা অনেক সময় সাধুকে যেচে নিতে চাই। সাধুকে দেখে এলাম, তাঁকে reject (নাকচ) ক'রে দিয়ে এলাম, যেন আমি তাঁর examiner (পরীক্ষক)। আমি কোন

ধন দিয়ে সাধুকে দেখ্‌তি ? নিষ্কিঞ্চন পুরুষের নিকট হরিকথা-শ্রবণরূপ সঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিই একমাত্র বস্তু ব'লে বিচার হ'বে। ভক্তিই একমাত্র বস্তু হ'লে নির্ব্বিশেষবাদ আর টেঁকে না।

আমরা অন্য কাথা যাচ্ছি, যদি মাঝপথে কেহ আমাদের কাণ সংস্কার করে, তা'তে আমাদের যে দশা হয়, ভক্তি-বাসন ক'র্‌তে গিয়ে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের কপটতার আশ্রয় হ'য়ে গেলেও সে রূপই হয়।

বেদান্তের চরম প্রতিপাদ্য বিষয়ই—কৃষ্ণপ্রেম। শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্মার্থ-কামাদি বা পঞ্চবিধ মুক্তির কামনাকারিগণের নির্ব্বুদ্ধিতা ও কপটতাই তারস্বরে নিরাস ক'রেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পরম ধর্ম্মের কথা বলা হ'য়েছে। অজ্ঞজ-বস্তুকে 'ঈশ্বর' মনে ক'র্‌লে ঈশ্বরকে প্রকৃতপ্রস্তাবে অস্বীকারই করা হ'ল।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" (গীঃ ৪।১১)

"আত্মারামাশ্চ ভগবান্" শ্লোকে পাঁচ প্রকার প্রপত্তির মধ্যে নিত্য ব্রহ্মজ্ঞাগণের আত্মগতা আত্মার প্রপত্তিকেই—ব্রহ্ম-তানুনন্দিনীর আনুগত্যকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহাপ্রভুর মত বলা হ'য়েছে। কীর্ত্তন অনেক রূপে হয়। Physical demonstration, Kindergarten system এ কীর্ত্তন হ'তে পারে, তা'তে অনেক সময় সাধারণ লোকও বুঝ্‌তে পারে। সৎ-শিক্ষা-প্রদর্শনীতে সে প্রণালী গৃহীত হ'য়েছে। ইহা ভাগবত-প্রদর্শনী—পরমার্থ-প্রদর্শনী,—ইতরার্থ প্রদর্শনী নয়।

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৬।৩২ অঃ ধৃত)

সেই অতিমর্ত্য-ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন শ্রীসনাতন প্রভু। তিনি কর্ণাটদেশীয় একজন ব্রাহ্মণ, বাদসাহের চাকুরী ক'র্‌তেন বা তিনি সাকরমল্লিক-নামে পরিচিত হ'য়ে হুসেনসার অধীনস্থ এক ব্যক্তি ছিলেন, এরূপ না বুঝে নিত্য-গুরুদেব জ্ঞানে তাঁ'কে আশ্রয় ক'রেছি। বাস্তবিক সনাতনবর্ত্মটী কি, তা' তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। ভুক্তি-মুক্তি-আশা হ'তে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্টার উৎপত্তি। গীতা কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-খণ্ডনের সঙ্গে ঐ সকলের অবতারণা ক'রে চরম শ্লোকে সব ছেড়ে দিয়ে শরণাগতিমূলা ভগবদ্ভক্তিই যে জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয়, তা' জানিয়েছেন।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

(গীতা ১৮।৬৬)

কর্ম্ম-জ্ঞানাদিতে নিজ-মাত্রোদ্যমচেষ্টা বর্ত্তমান,—শরণাগতি নাই। কর্ম্মচেষ্টা অজ্ঞানব্যক্তিগণের মূঢ়তা-মাত্র—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

(গীতা ৩।২৬)

জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় ভক্তিধর্ম্মই বলা হ'য়েছে। তা' হওয়ার বহুপ কিছু কথা হ'ল বিচার ক'র্‌তে হ'বে না।

"ইত্যেষোদিতঃ পুরুষবিধঃ ত্বয়োপধিভেদতঃ।
দৈবেন ক্ষেত্রজ্ঞানুগতো ভবান্ সর্ব্বদৃক্ ততঃ॥"

[অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন মাঝে শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন,—"আমার মনে হয়, গীতাই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ," শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলিতে লাগিলেন]

গীতা শিশুপাঠ্য গ্রন্থ- পরমার্থ-বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পুস্তক। এতে পরমার্থে প্রাথমিক প্রবেশার্থীদের জন্য elementary lessons আছে। প্রথমে elementary studies, তা'র পর practical studies, সর্ব্বশেষে higher studies হ'ল ভাগবত। ভাগবতে comparative studies আছে। Comparative study complete ক'র্‌লে ভাগবত হ'তে পারা যায়। যেমন কৃত ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও বিষ্ণুর মধ্যে তুলনামূলে কে শ্রেষ্ঠ, তা' পরীক্ষা ক'র্‌তে গিয়েছিলেন ; পরে জান্‌তে পার্‌লেন যে, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। সাধি খেয়েছিলেন যে দেবতা, তাঁ'কে জানা দরকার। যেমন, ছেলেপিলে মাতা-পিতাকে দিয়ে সেবা করিয়ে নিয়ে পরে অপরাধের জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়ার বিচার গ্রহণ করে।

আগে গীতা পড়া দরকার। নতুবা comparative study বুঝা যায় না। গীতা না প'ড়্‌লে কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদের সহিত শরণাগতিমূলা ভক্তির তারতম্য বুঝা যায় না। যেমন, চতুর ব্যবসায়ী তা'র দোকানে সব জিনিষই সাজিয়ে রাখে, আর ক্রেতাকে আগে কম দামের জিনিষগুলি দেখা'তে আরম্ভ করে ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে ঐ গুলির যে-সকল প্রশংসা আছে, তা'ও ব'ল্‌তে থাকে ; যখন যে জিনিষটী দেখায়, তখন সেই জিনিষটীরই খুব প্রশংসা করে, ব্যবসায়ী তা'তেই বুঝে নিতে পারে, ক্রেতা কোন্ শ্রেণীর ? সবচেয়ে

তাদি জিনিষ চাই, না মায়ুনি জিনিষের প্রলোভনেই আর এগুতে চায় না? সকলের শেষে সবচেয়ে দামী ও উৎকৃষ্ট জিনিষটী রেখায়। সে জিনিষটা পৃথক্ ক'রে তুলে রাখে; কেন না, সকলে ঐ জিনিষের প্রার্থক হ'তে পারে না। গীতায়ও তাই ক'রেছেন; কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ এক একটি ক'রে প্রত্যেকের প্রলোভন ক'রেছেন; কিন্তু সব শেষে সব চেয়ে দামী জিনিষটা রেখেছেন—একান্ত আত্মীয়কে ঐ জিনিষটার কথা ব'লেছেন,—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ;
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।"
(গীতা ১৮।৬৪)

সেই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশই ভক্তির উপদেশ, শরণাগতির উপদেশ,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীতা ১৮।৬৫-৬৬)

—এরকারই শরণাগতি। 'ন'কারের দ্বারা নিষেধ, 'ম'-কারের দ্বারা সমস্ত অহঙ্কার লক্ষিত হ'চ্ছে অর্থাৎ সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র কৃষ্ণে আত্মসমর্পণই ভক্তির ভিত্তি।

"সা ত্বাশিষ্যৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী
পশ্চাদ্বর্ণোত"— (ভাবার্থদীপিকা গাহা২৪)

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীতা ৭।১৪)

—প্রভৃতি বাক্যে মায়ায় শরণাগতি পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাগতির কথা ব'লেছেন। জীবসকল মায়াতে শরণাগত, তা'রা মনে ক'রছে, মায়াতে শরণাগতির দ্বারা তা'দের যোগক্ষেম লাভ হ'বে, তা' নয়; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি-প্রভাবেই মায়া হ'তে উত্তীর্ণ হওয়া যা'বে—যোগক্ষেম লাভ হ'বে—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
(গীতা ৯।২২)

গীতা ব'লেছেন, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণই দেবতান্তর পূজা ক'রে থাকে। গীতা ব'লেছেন,—স্বয়ং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজা না ক'রে অন্য দেবতার পূজা অবৈধ।

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।"
(গীতা ৭।২০)

"অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।"
(গীতা ৭।২৩)

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"
(গীতা ৯।২৩)

গীতাতে ১৮টী অধ্যায়, আর ভাগবতে ১৮০০০ আঠার হাজার শ্লোক। শ্রীমদ্ভাগবত বাদরায়ণসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। যা'র সূত্র, তা'রই ভাষ্য। আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্য সেই ভাষ্যের আবার টীকা লিখেছেন। তা'তে তিনি নিজের কথা কিছু বলেন নাই। কেবল যাদের বাক্য উদ্ধার ক'রেছেন। এরজন্য তা' unalloyed, true interpretation। তিনি নিজে কোনও কথা বলেন নাই, এজন্য স্বকপোল-কল্পনা হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু জানিয়েছেন, অসুর-মোহনার্থ্যভাষ্য আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য স্বকপোল-কল্পনাময়। শ্রীমধ্বাচার্য্য "ভারত-তাৎপর্য্য" ও "ভাগবত-তাৎপর্য্য" লিখেছেন। মহাভারত কি ব'লেছেন, তা'ও নির্ণয় ক'রেছেন শ্রীমদ্ভাগবত। এজন্য বলা হ'য়েছে,—"ভারতার্থবি-নির্ণয়ঃ"। অনেকে মহাভারত প'ড়ে সংসারে লিপ্ত হ'য়ে যায়। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারতের যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশ ক'রেছেন।

আনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বাচার্য্যের ধারায়-ধারায় শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ কৃষ্ণপ্রেমের কথা প্রচার ক'রেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সেই ধারা স্বীকার ক'রেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমদ্ধরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ তত্ত্বিতঃ॥

তচ্ছিষ্যান্ শ্রীধরাদ্বৈতনিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
বেদব্যাসপ্রিয়ান্ শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥

এই ভাগবত-পরম্পরা তৃণাদপি সুনীচতা-বিচারে প্রতিষ্ঠিত। তৃণাদপি সুনীচ ব্যক্তি কিরূপে কীর্ত্তন ক'রবেন? কীর্ত্তন ত' গুরুর কার্য্য। বৈষ্ণবগুরুর একমাত্র কৃত্য—কীর্ত্তন। বৈষ্ণব "গুরুর কার্য্য" করেন; কিন্তু তাঁ'র 'গুরু'-অভিমান নাই—ইহাই "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকে প্রকাশিত।

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তা'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার তরে পুরী ঘরে পলাঞা।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা॥"

(চৈঃ চঃ ম ৪।১৪৮-১৪৭)

ইহা প্রত্যেক বৈষ্ণবগুরুতেই আছে। তিনি প্রতিষ্ঠার জন্য কীর্ত্তন করেন না। তিনি কীর্ত্তন করেন—গুরুর কার্য্য করেন, তাঁ'র পশ্চাতে পশ্চাতে সেবা-প্রতীক্ষায় প্রতিষ্ঠা ধাবিত হয় দেখে বোকা লোক মনে করে, বৈষ্ণব বুঝি প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত। আবার বৈষ্ণব কখনও অবৈষ্ণব ফল্গুবৈরাগীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা—বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাকেও পরিত্যাগ ক'রে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠার প্রার্থী হন না। অনভিজ্ঞ লোকগণ মনে করে, বৈষ্ণবের বুঝি তা'দেরই ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা। কিন্তু বৈষ্ণব গুরুর কার্য্য ক'রেই "তৃণাদপি সুনীচ"। কীর্ত্তনকারীই প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচ, আর সকলেই বাহ্যিক।

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাসাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥"

(চৈঃ চঃ ম ২।৩৫ পৃত)

বাক্যোবাক্য

প্রশ্ন

ভগবান্ যখন "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন," তখন যিনি যে-নামেই তাঁহাকে ডাকুন, সে ডাক তাঁহার নিকট পৌঁছে কি না?

শ্রী.....

উত্তর

কোন ব্যক্তির বিচার এই যে, ভগবান্ যখন ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, তখন তাঁহাকে যে-কোন শব্দের দ্বারা ডাকিয়া (ভক্তির নামে অভক্তিতে অবস্থিত হইয়াও তাঁহাকে বিকৃতভাবে 'ভগবান' বলিলে) তাঁহাকে তখন বলা যাইবে কি না?

প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নটী অতীব সুন্দর এবং সুসূক্ষ্ম বিচারে প্রণিধান-যোগ্য। এই প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা তথাকথিত সমন্বয়বাদী ও বহির্ম্মুখ ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বহির্ম্মুখতার এবং মনোধর্ম্মে বুঝিতে না পারায় জগতে ছিদ্রভ্রু-সমন্বয়বাদ ও নানাপ্রকার অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন।

যদি ভগবদ্বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া ডাকা হয় এবং বিভিন্ন নামের দ্বারা একমাত্র ভগবদ্বস্তুই লক্ষিত হয়, তাহা হইলেই জনার্দ্দন ভগবান্ ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনাদি-বহির্ম্মুখ জগতের জীবসমষ্টি অনাদি-বহির্ম্মুখতার আবরণে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া লৌকিক বিচারে যাহাকে 'ভগবান্' বলিয়া ডাকেন বা মনে করেন, তাহা 'ভগবান্' নহেন, তাহাতে ভগবদ্বস্তু লক্ষিত হন না; তদ্দ্বারা আবরণ অর্থাৎ জড়বস্তুই লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, তাঁহারা বুঝি ভগবান্‌কেই ডাকিয়া ফেলিয়াছেন, কিম্বা তাঁহারা যে ঐরূপ একটী চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতেই ভগবানের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করা। কিন্তু এইপ্রকার বিচারে আত্মধর্ম্ম তত্ত্ব থাকিবার বিচার-ব্যতীত আর

কিছুই নাই। অর্থাৎ আমি বা আমরা অনাদি-স্বরূপেই থাকিব, আর ভগবান্ সেইরূপ অবস্থাতেই আমাদিগের সংস্পর্শের বস্তু হইবেন! কিন্তু ইহা প্রকৃত যুক্তি ও ভগবানের কথার বিরোধী। ইহাই ভগবানের পরম কথা যে, চেতন জীব যখন তাহার চেতনবৃত্তির অনুশীলন-ক্রমে ভগবদ্বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে বরণ করিবেন, তখনই সেই সেবোন্মুখ চেতনের নিকট অনার্দন আত্মপ্রকাশ করিবেন। সেবোন্মুখ না থাকিয়া ভোগোন্মুখভাবে অনার্দনকে ডাকিবার যতই অভিনয় করা যাউক না কেন, কোন ডাকই তাঁহার নিকট পৌঁছে না। অনেক সময় কেহ কেহ যুক্তি দিয়া বলেন যে, যখন কেহ ভগবান্‌কে ডাকিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া দেখাইতেছেন, তখনই তিনি সেবোন্মুখ হইয়াছেন জানিতে হইবে। কিন্তু তাহা প্রকৃত বিষয় নহে। ভোগোন্মুখ হইয়াও ভগবান্‌কে ভোগ করিবার জন্য অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা কোন না কোন অপস্বার্থ সাধনের জন্য আমরা তাঁহাকে ডাকিবার অভিনয় করিতে পারি। তখন অনার্দন আমাদের ভোগোন্মুখতার ভাব গ্রহণ করিয়া "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" শ্লোকের বিষয় হন। আমি ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষাভিসন্ধির জন্য ভোগোন্মুখভাবে ইঁহাতে প্রপন্ন হইয়াছিলাম, আমার মুখে ভগবানের নামের উচ্চারণ শুনা গেলেও অন্তরে "ভোগ ভোগ", "ত্যাগ ত্যাগ" নামটীই রূপ হইতেছিল। ভাবগ্রাহী অনার্দন তাহা জানিতে পারিয়া আমাকেও সেইরূপ ভাবেই ভজনা করিলেন। কিন্তু তিনি আগন্তুক সৎসৎ হইতে পর অর্থাৎ অতীত ও পৃথক্। তাঁহার প্রকৃত স্বরূপকে আমার নিকট হইতে বহু দূরে রাখিয়া আমি তাঁহার যে বহির্মুখ স্বরূপ ভজনা করিয়াছি, তাহাই তিনি আমাকে নানা আকারে প্রদান করিলেন। আমরা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর-দাস মহারাজের একটী কথা শ্রবণ করিয়াছি যে, এক সময় মুলিয়া-নবদ্বীপের অনেক গোস্বামী নামধারী ব্যক্তি "গৌর গৌর" বলিতেছিলেন ও বলাইতেছিলেন। শ্রীল গৌর-কিশোর ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিতেন যে, উহার "গৌর গৌর" নাম উচ্চারণের ভজনা,—"টাকা টাকা," "প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা" নামের কীর্ত্তন-মাত্র। সেখানে ভাবগ্রাহী অনার্দন গৌর-নামের বাহ্য মুখোসে যে টাকা-টাকা-নামের আন্তরিক আহ্বান, তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং প্রকৃত গৌর-জনও তাহা ধরিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ গণগুজলিকা ঐরূপ ব্যক্তিকে গৌরভক্ত বলিয়া বঞ্চিত হইতেছিল।

ভগবদ্বস্তু লক্ষিত না হইলে কেবল শব্দের আকার-মাত্র উচ্চারণের দ্বারা বস্তুর সাক্ষাৎকার হয় না। তাহার কারণ, সেখানে চেতনের বৃত্তি সম্পূর্ণ সুপ্ত থাকে, কেবল শারীরিক জড়-যন্ত্রগুলি শব্দের অনুকরণ করে। যেমন টিয়াপাখীর 'রাধাকৃষ্ণ-নাম-উচ্চারণ কিম্বা আরও জড়তার আশ্রয়ে গ্রামোফোনের শব্দবত্তার। একটী জড়যন্ত্র কতকগুলি ঘাত-প্রতিঘাতে যে শব্দ উৎপাদন করে, তাহা চেতন হইতে প্রকাশিত হয় না। কাজেই শব্দোচ্চারণের বাহ্য-সাম্য-মাত্র দেখিয়া ব্রহ্ম-প্রমাত্মাদি-ভেদে-দুই জনগণ বঞ্চিত হইলেও ভাবগ্রাহী অনার্দন ঐরূপ সুপ্তচেতন ব্যক্তির চেতনতা প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট আত্ম-প্রকাশ করেন না। যদি জড়ের নিকট পূর্ণচেতন আত্ম-প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে আমরাও ভগবান্‌কে 'চেতন' না বলিয়া জড়বস্তুই বলিতাম। অজামিলের পুত্রের নাম 'নারায়ণ'-শব্দ উচ্চারণ শুনিয়া অধোক্ষজ নারায়ণ অজামিলের নিকট আসিয়া পৌঁছেন নাই। কিন্তু যখন অপ্রাকৃত নারায়ণ সঙ্কেতের দ্বারা লক্ষীভূত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, তখনই নামাভাসের দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়া অজামিল 'পুত্র-নারায়ণ,' এই জ্ঞান হইতে অব্যাহতি পাইয়া 'অধোক্ষজ-লক্ষ্মীপতি-নারায়ণ' এই বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত হইবার সেবোন্মুখ বৃত্তিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। 'পুত্র-নারায়ণ', 'অন্ন-নারায়ণ,' 'দরিদ্র-নারায়ণ' প্রভৃতি শব্দে যাহাতঃ নারায়ণ-শব্দের অক্ষর-সাম্য থাকিলেও উহাতে ভোগোন্মুখতা অর্থাৎ নারায়ণশব্দের সহিত জড়ত্বের সংশ্লিষ্ট বা নারায়ণে জড়ত্ব, জড়ে নারায়ণত্ব-আরোপরূপ অনর্থ থাকায় তাহা হইতে মুক্তিলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সেবোন্মুখতা-বশে ও অধোক্ষজ-নারায়ণ-নামের সম্বোধনময় আহ্বান চেতন হইতে প্রকাশিত হইয়া জিহ্বার অগ্রে নৃত্য করে না। এইজন্যই সেইরূপ ডাকে ভগবানের সাড়া পাওয়া যায় না।

যিনি যে নামেই তাঁহাকে ডাকুন, সেই ডাক ভগবানের নিকট পৌঁছে কি না, তৎসম্বন্ধে আরও একটী গূঢ় বিচার আছে। ভগবানের নিজস্ব-স্বরূপ-গত নিজস্ব নাম, ভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশগত নাম এবং ভগবানের গৌণপরিচয়ের

নাম-সমূহের মধ্যে তিনি যেরূপ নামে তাঁহাকে ডাকিবেন, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন সেই সেই নামের নামীরূপেই তদ্রূপ ভক্তের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন। যাঁহারা জড়জগতে ভগবানের গৌণপরিচয়সমূহ দেখিয়া তাঁহাকে 'সৃষ্টিকর্ত্তা', 'বিশ্বপাতা,' 'পরমাত্মা', 'জগৎসংহর্ত্তা', 'যজ্ঞেশ্বর' প্রভৃতি নামে ডাকিয়া থাকেন, তাঁহাদের চেতনবৃত্তিতে ভগবানের নিজস্ব-স্বরূপের পূর্ণতম অধোক্ষজভাব-সমূহ প্রকটিত হয় নাই। কাজেই ভগবানের নিজস্ব-স্বরূপ ও সেই নামীর নিকট জড়া প্রকৃতির পরিচয়ে প্রকৃতির গুণের গৌণনাম-সমূহের ডাক পৌঁছিতে পারে না।

প্রাকৃত জগতের উদাহরণেও দেখা যায়, কোন ব্যক্তি-বিশেষকে ঘরের অন্তরঙ্গ আত্মীয়-স্বজন, মাতা-পিতা প্রভৃতি অত্যন্ত আদরভরে এবং পরমাত্মীয়তার সহিত যে-সকল 'ডাক-নামে' ডাকিয়া থাকেন, সেই নাম-সমূহের মধ্যে যে-সকল পারিপার্শ্বিক ভাবরাশি ও আদর, আব্দার, স্নেহ-মধুরতা, আত্মীয়তা প্রভৃতি ধর্ম্ম অনুস্যূত রহিয়াছে, সেই ডাক-নাম লইয়া বাহিরের সাধারণ লোক সেই ব্যক্তিকে ডাকিতে পারে না বা ডাকিতেও আনন্দ অনুভব করে না। অন্তরঙ্গ আত্মীয়-স্বজন ব্যক্তি-বিশেষকে যেই নামে ডাকেন, সেই নামেই ডাকিবার সময় ঐ নামটী তাহার যে-সকল আত্মীয়তার সম্বন্ধ বা দাবী লইয়া অন্তরঙ্গ আত্মীয়গণের নিকট উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মীয়তা-দাবী বাহিরের বিশিষ্ট-নামে আহ্বানকারীর নিকট প্রকাশ করিতে পারে না। ভগবানের সম্বন্ধেও সেইরূপ সৌদাদৃশ্য বিচার প্রদর্শিত হইতে পারে। তবে তফাৎ এই যে, জড়জগতের অনর্থ অধোক্ষজ নামীর মধ্যে নাই। এই জেয়জগতের জড়ীয় নাম-নামীতে যে তফাৎ আছে, তাহার মধ্যেই যখন একটী বিশেষ নামে যে আত্মীয়তা ও প্রেমসর্ব্বস্বভাব লক্ষিত হয়, অপর নামে সেইরূপ লক্ষিত হয় না; তখন যে জগতে নাম-নামীর ভেদ নাই, সেই জগতে সেই বিশেষ আরও প্রবল। এই জন্যই কৃষ্ণ-নামের সমান অন্য কোন নাম নহে। কৃষ্ণ-নামের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, পূর্ণতম মধুর প্রেমসর্ব্বস্বভাব রহিয়াছে, তাহা অন্য কোন নামেই নাই। এমন কি, রাম-নৃসিংহাদি নামেও সেই ভাবসমূহ নাই, যদিও ঐ সকল নাম এক অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুতত্ত্বেরই নাম। যেমন কোন ব্যক্তিবিশেষকে তাঁহার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন "চেপু" বা "খোকা" এই ডাক-নামে ডাকিয়া আনন্দানুভব করেন এবং ঐ নামের নামীও তাহাতে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিতে পারেন, অপরের নিকট ঐ নাম তত প্রতিমধুর না হইলেও এবং তিনি ঐ ব্যক্তিকেই শ্রীযুক্ত ভগবানন্দ ব্রহ্মচারী বা অন্য কোনও নামে অভিহিত করিয়া আপনাকে ও ব্যক্তি-বিশেষকে অধিক গৌরবান্বিত মনে করিলেও 'চেপু' বা 'খোকা' নামে ডাকিলে ঐ ব্যক্তি-বিশেষ তাহার যে নিজস্ব-সর্ব্বস্ব-আত্ম-স্বরূপ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, 'শ্রীযুক্ত ভগবানন্দ ব্রহ্মচারী' নামে ডাকিলে সেরূপ সর্ব্বস্বতা প্রকাশ করে না, অনেক জিনিষ ব্যবহারিকতার আবরণে আবৃত করিয়া রাখে, কৃষ্ণ-নামেও সেইরূপ পরাৎপরতত্ত্ব ভগবান্ আপনাকে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার নিজস্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন। ভগবানের শ্যামসুন্দর মুরলীধর দ্বিভুজরূপ যেরূপ তাঁহার পূর্ণতম নিজস্ব রূপ, তদ্রূপ 'কৃষ্ণ'-নামও তাঁহার নিজস্ব নাম। অপর ভাষাবিৎ অপর দেশীয় ব্যক্তিকে যদি সেই নিজস্ব রূপের ও নিজস্ব নামের পরিচয় পাইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকেও ভগবানের সেই নিজস্ব নামেই দীক্ষিত হইতে হইবে। সেই বিশেষ নামেই তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। এরূপ নহে যে, যদি কোন সাহেব ভগবানের পূর্ণতম নিজস্বনাম তাঁহার চেতন-বৃত্তিতে প্রকাশিত করিয়া ভগবানের নিজস্ব রূপ সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'Black' শব্দ উচ্চারণ করিবেন বা তাঁহার ইচ্ছামত যে-কোন নাম উচ্চারণ করিবেন, কিম্বা তিনি শ্বেতাঙ্গ বলিয়া শ্যামসুন্দরকে শ্বেতবর্ণ ব্যক্তি-বিশেষরূপে দর্শন করিবেন,—এরূপ নহে। বোম্বাইবাসী রবিবর্ম্মার বোম্বাইকৃষ্ণ, বঙ্গবাসীর কোন বঙ্গদেশীয় চিত্রকরের অঙ্কিত বাঙ্গালীকৃষ্ণ, উড়িষ্যাবাসী উড়িষ্যা-কৃষ্ণের রূপ যে ভিন্ন ভিন্ন হইবে, তাহা নহে। যদি ভগবানের নাম ও রূপ কাল্পনিক হইত, তাহা হইলে বিলাতী ভগবান্, বোম্বাই ভগবান্, উড়িষ্যা ভগবান্ ও বাঙ্গালী ভগবানের নাম ও রূপ ভিন্ন ভিন্ন হইত। ভগবান্ যখন এক অদ্বয়বস্তু, তখন তাঁহার নিজস্ব-নাম এবং রূপও এক। তবে তিনি আপনাকে যে অনন্ত নামে ও অনন্ত-রূপে প্রকাশিত করেন, তাহা কোথায়ও তাঁহার অপ্রাকৃত অদ্বয় নাম এবং অপ্রাকৃত অদ্বয় স্বরূপের বিচিত্রতা,

কোথাও তাঁহার গৌণী প্রকৃতির পরিচয়ের নাম ও রূপ-বৈচিত্র্য। সুতরাং তাঁহার গৌণী প্রকৃতির পরিচয়ের নামের দ্বারা ডাকিলে ভগবদ্বস্তু লক্ষিত না হওয়ায় সেই নামের ধ্বনি বিভিন্ন ভেদ করিয়া বৈকুণ্ঠ অতিক্রম-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-চরণৈকতন্ময়ের নিকট পৌঁছিবে না। তাহা মেদীয়ের প্রাকারের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। আর তাঁহার যে-সকল ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিজস্ব-স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সকল ঐশ্বর্য্য-প্রকাশক নামে তাঁহাকে ডাকিলেও সেই ডাক তাঁহার নিজস্ব-মাধুর্য্য-স্বরূপের নিকট পৌঁছিবে না।

যাঁহাদের মতে ভগবানের নাম ও রূপ কল্পিত, তাঁহারাই যে-কোন নামে ডাকিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, এইরূপ এক কাল্পনিক মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবানের নাম ও রূপকে অনিত্য বলিলে ভগবদ্বস্তুর নামের সহিত ভগবন্নামীকে, ভগবদ্বস্তুর সহিত ভগবদ্রূপীকে পৃথক্ করিয়া ফেলা হয় এবং তৎসঙ্গে ভগবান্‌কেও অনিত্য বলা হয়। ভগবান্‌কে অনিত্য বলা অর্থ—নাস্তিকতা। এইরূপ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতাই বর্ত্তমানে দুনিয়া-ভরা লোকের আদরের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে এবং জগতে 'ধর্ম্ম' বলিয়া বিকাইতেছে।

ভগবন্নাম—বৈকুণ্ঠ। ভগবৎকৃষ্ণনামের সহিত ভগবদ্বিগ্রহ নাম-সমূহ একজাতীয় নহে। উহারা মায়িক। মায়িক হওয়ায় উহাদের নাম ও নামীর সহিত ভেদ থাকে এবং ঐ নাম-সমূহের উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত পূর্ণশক্তির অভাব অবস্থান করে। ইতর নাম-সমূহ সর্ব্বদাই বিনাশ-যোগ্য প্রাদেশিক খণ্ডিত বস্তু বা দেবতার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। নামীর সহিত তত্তৎ নাম-সমূহকে ভেদ করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। যেখানে বৈকুণ্ঠ হইতে ভিন্ন বস্তু উদ্দিষ্ট হইল, সেখানে নামাভাস বিকৃত বস্তুর সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে, জানিতে হইবে। সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন ভগবন্নাম কিছু খণ্ডিত-শক্তিবিশিষ্ট তৎকালদেশোপযোগী নামোদ্দিষ্ট পদার্থের সাহচর্য্যে কখনও সমান হইতে পারেন না। কৃষ্ণ-নাম—সর্ব্বপূর্ণ রসময়। কৃষ্ণেতর নাম—খণ্ডিত, মল-পরিমিত, বিকারযোগ্য রসোদ্দীপক।

নামের দিক্ হইতে যেরূপ বিচার, নাম-গ্রহণকারীর দিক্ হইতেও সেইরূপ বিচার আছে। নামগ্রহণকারী তাঁহার সেব্য নামকে যে-পরিমাণে সেবা-বৃত্তির সহিত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহার চিত্তে শ্রীনাম ততটা প্রকাশিত হইবেন। পরিপূর্ণ সেবা বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-নামকে শ্রীনামগ্রহণ-কারী সেবক যদি শতকরা শতপরিমাণ সেবা-বৃত্তির সহিত গ্রহণ করেন, তবেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম উদিত হইবেন। বহুধা ধাম-নাম বা ঐশ্বর্য্যময় বিষ্ণুর নাম কিম্বা সেবোন্মুখতার একান্ত অভাবে অপরাধযুক্ত দেবীধামের দেবতা-বিশেষের নাম অথবা অক্ষর-সাম্য-মাত্র মুখনে সাপরাধ বা আবৃত বিষ্ণুর নাম হইয়া যাইবে। নামগ্রহণকারী সেবকের সেবোন্মুখতার পূর্ণতরভাবে শ্রীকৃষ্ণ-নাম উদিত হন। 'কৃষ্ণ' বা 'কৃষ্ণনাম' যেমন অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি, নামগ্রহণকারী যদি সেইরূপ অখিলরসের সেবক না হন, নামগ্রহণকারীতে যদি শ্রীনামের ন্যায় অতুল্য-মধুর-প্রেম-মণ্ডিত প্রিয়-স্বভাবের পূর্ণতম সেবোন্মুখতা না থাকে, তাহা হইলে নাম-গ্রহণ-কারীর উচ্চারিত শব্দ বাহে যে ধ্বনিতেই প্রতিধ্বনিত হউক, তাহা কেবল অনুষ্ঠান বা দৈহিক ক্রিয়াপর নামাপরাধ হইয়া যাইবে। নাম-গ্রহণকারীর অনাবৃত-চেতনের সেবোন্মুখ-তার অভাবে শ্রীনাম বিগ্রহরূপে 'রূপ,' 'গুণ,' 'পরিকর-বৈশিষ্ট্য,' 'লীলা' প্রভৃতি প্রকাশ না করিয়া শব্দাকার পুতুল-মাত্র হইয়া যাইবেন। সুতরাং নামগ্রহণকারীর সেবোন্মুখ-তার বিচার বাদ দিয়া যাঁহারা কেবল নামের মহিমার ঘোষাই গান করেন, তাঁহাদের বিচার শ্রীনামের প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারে না। পরমেশ্বর যেরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও তটস্থশক্তি-প্রসূত চেতন জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিয়া তাহার সহজ সেবা-বৃত্তির আকর্ষণ করেন, এবং তাহাই তাঁহার করুণা-বিশেষ; চেতনকে জড় বা অন্যরূপে পরিণত করা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের করুণা নহে, তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিমান্ নামও স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার অর্থাৎ সেবোন্মুখতার নিকটই আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার করুণা-বিশেষ প্রচার করিয়া থাকেন। জীবের জাড্য বা বিমুখতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, অচেতনের নিকট পূর্ণচেতনকে ব্যর্থ করিবার জন্য চেতনের জড়ের সমুদীন হওয়া করুণা নহে। জীব যখন স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার-ক্রমে জাড্য-বৈচিত্র্যরূপ অপরাধকে অপসারিত করে, তখনই চেতন-বৃত্তির সেবোন্মুখতার তারতম্যানুসারে শ্রীনাম আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। পূর্ণতম সেবোন্মুখতায় পূর্ণতম কৃষ্ণ-নাম প্রকাশিত হন।

আমার বক্তব্য

মাননীয় শ্রীযুক্ত 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনার "শ্রীগৌড়ীয়"-পত্রে প্রকাশিত আমার লিখিত "ছোট হরিদাস" শীর্ষক প্রতিবাদ-প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া ঢাকা করিদাবাদের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় এবং আমালপুর গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় আমাকে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন। দুইখানিই ঢাকা হইতে লিখিত। নগেন্দ্র বাবুর পত্র ৩।৫।৩৩ এবং নিতাই বাবুর পত্র ৪।৫।৩৩ তারিখের। আমাদের কলেজ বন্ধ হওয়ার পর পত্র প্রেরিত হওয়ায় এবং আমি স্থানত্যাগ করায় উক্ত পত্রদ্বয় অনেক দিন পরে আমার হস্তগত হয়; কাজেই উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইল।

উভয় পত্রেরই মর্ম্ম-কথা এই,—শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে (বর্ত্তমানে উহার বিরাট্ ৪র্থ-সংস্করণ প্রকাশিত আছে) শ্রীরূপানুগবর নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য' এবং শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের দশম অবতন শ্রীরূপানুগবর বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত 'অনুভাষ্য' পাঠ করিলে আমার উক্ত "প্রতিবাদ-প্রবন্ধের অসারতার বিষয়" উপলব্ধি হইবে। আমি ঐ ভাষ্যদ্বয়ের বিষয় প্রায় "ধামা-চাপা দিয়া কেবল নিজ-যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রতিবাদ চালাইয়াছি।" নিতাই বাবুর আরও 'বিবেচন' যেন ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে ঐ দুই ভাষ্যের কথা আমি যথাযথ সত্বর প্রকাশিত করি।

উক্ত ভাষ্যদ্বয়ের সহিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ত্তমান ৪র্থ-সংস্করণ আদৌ দুর্লভ নহে। কৌতূহলী ব্যক্তি-মাত্রেই উহা সংগ্রহ বা পাঠ করিতে পারেন। উক্ত ভাষ্যদ্বয়ের কথা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু ৪ঠা মার্চ্চ (১৯৩৩) তারিখের 'পঞ্চায়েৎ' পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অতএব ঐরূপ অদ্ভুত অনুরোধের উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিলাম না।

তাঁহাদের পত্র-পাঠে মনে হয় যেন তাঁহারা শ্রীরূপানুগবর পরমহংস আচার্য্যবর্য্যদ্বয়ের উক্ত দুই ভাষ্যোক্ত বিচার বুঝিতে পারিয়াছেন ও অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহা সত্য হইলে পরমানন্দের কথা। তাহাতে আমার আপত্তি ও নিরানন্দের কিছুমাত্র কারণ নাই। আমি ভাষ্যদ্বয়কে 'ধামা-চাপা' দিয়া "কেবল নিজ-যুক্তি-বিচারের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিবাদ চালাইয়াছি" বলিয়া আচার্য্য-বর্য্যগণের ভাষ্যদ্বয়ের স্বতঃসিদ্ধ গৌরব ও অলঙ্ঘনীয়তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবারও কোন কারণ নাই। আর আমার প্রতিবাদ-প্রবন্ধের সারবত্তা বা অসারবত্তার বিচারের ভারও আমার উপর নহে, সেই ভার সুধী পাঠকগণের উপর। ভাষ্যদ্বয়ের তাৎপর্য্য-বোধ যাঁহাদের হয় নাই, তাঁহারা ২০শে মে (১৯৩৩) তারিখে প্রকাশিত 'গৌড়ীয়' একাদশ খণ্ড ৪১শ সংখ্যার আচার্য্যবর্য্যের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী উক্ত বিষয়ক অনুভাষ্যের বিবৃতিরূপে পাঠ করিলে উপকৃত হইতে পারিবেন।

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-মুখে শুনিয়াছি, জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি যে, শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম ও প্রকৃত বিচার বুঝিবার **বাস্তব ও একমাত্র প্রণালী** এই,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
(মুণ্ডক ১।২।১২)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
(ভাঃ ১১।৩।২১)

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
(গীঃ ৪।৩৪)

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

যাঁহারা পারমার্থিক-বিষয়ে বিন্দুমাত্রও জিজ্ঞাসু এবং শাস্ত্রাদি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেন, তাঁহারা অবশ্যই ঐ সকল শাস্ত্র-বিধি অবগত আছেন। ঐ সকল শাস্ত্র-বাক্য কথায় কথা-মাত্র এবং সমিৎপাণি সেবক হওয়ার পরিবর্ত্তে

সম্ভবপর হইলে প্রভু হইয়া উক্ত শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াও দোষ-চতুষ্টয়শূন্য নিজ-নিজ বিদ্যা-বুদ্ধিবলেই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য জানিতে পারা যায়,—এইরূপ বিচার যদি কেহ করেন, তাহা হইলে উক্ত বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রবাক্য নিরর্থক প্রলাপমাত্র হইয়া পড়ে। ঐরূপ বিচার-পরায়ণ ব্যক্তির শাস্ত্রে ও শাস্ত্রালোচনায় বস্তুতঃ কোন অধিকার ও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। তিনি দক্ষপাশ-নিয়ন্ত্রণেক্ষ হইয়া নিজ 'প্রবচন' ও 'মেধা' লইয়া নিরঙ্কুশ স্বচ্ছন্দতায় জগতে বিচরণ করিতে থাকুন।

যে-কোন ব্যক্তি জগতের অতিশ্রেষ্ঠ মহামনীষী মহামহোপাধ্যায় হইলেও উক্ত শাস্ত্রবাক্যের যথাযথ অনুসরণ না করিয়াও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারেন—ইহা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। আপনি ঐরূপ বিশ্বাস করিতে উপদেশ দেন না।

সদ্‌গুরু আচার্য্যের আনুগত্য না করিলেও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা ও মতবাদ-সমূহের সৃষ্টি হইত না। বিশুদ্ধ আম্নায়ের প্রকৃত আনুগত্যের অভাব হইতেই স্বকপোল-কল্পিত বিরুদ্ধ মতবাদ-সকলের উদ্ভব। শ্রুতি ও বেদান্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু একই অর্থ ও তাৎপর্য্য ভগবান্ ব্যাসদেবের অভিপ্রেত,—সন্দেহ নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদ গোস্বামিগণের প্রচারিত শাস্ত্র-সমূহের বস্তু বিরুদ্ধ তাৎপর্য্য হওয়ার কোন হেতু নাই। তথাপি পরবর্ত্তিকালে গোস্বামি-শাস্ত্রসমূহের অব্যাখ্যা, কুব্যাখ্যা হইয়াছে ও হইতেছে—যাহার ফলে সুনির্ম্মল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার অতি জঘন্য অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃত সাম্প্রদায়িক আচার্য্য সদ্‌গুরুর যথার্থ আনুগত্যের অভাব এবং নিজ-নিজ দুর্ব্বুদ্ধি-জনিত স্বতন্ত্রতা-ভিন্ন ইহার আর কি কারণ থাকিতে পারে? অথচ সকল অপসম্প্রদায়ের ব্যক্তিরাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর, গোস্বামিবর্গের ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থের দোহাই দিয়া থাকে।

মহাশাস্ত্র বলেন,—শাস্ত্র-বিধি ও আম্নায়ের উল্লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিগণ **গুরুবৈষ্ণবাপরাধী**। তাদৃশ অপরাধীর বুদ্ধি কোনকালেই নির্ম্মলতা ও বোধ যোগ্যতা লাভ করে না বলিয়াই জানি—যাবৎকাল অপরাধী নিষ্কপটে শরণাগত হইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা না করে এবং কৃপাময় বৈষ্ণবঠাকুর অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে প্রসন্নপূর্ব্বক সুবুদ্ধি ও যোগ্যতা প্রদান না করেন। **মহাজনের** চরণে অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও সর্ব্বনাশকর বলিয়া সকল শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করেন।

বিনীত

শ্রীহরীন্দ্রমোহন ঘোষ

সংস্কৃতাধ্যাপক

আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্বন্ধে রয়টার

লণ্ডন, ৮ই জুন ১৯৩৩

লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক স্যর ডেনিসন্ রস্ অদ্য সন্ধ্যাকালে কলিকাতা (গৌড়ীয়মঠ) হইতে আগত শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে লণ্ডনের মনীষিগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য একটী বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উক্ত প্রচারক বৃটিশ-জনসাধারণের নিকট গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের মূল তত্ত্বগুলি সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন।

লণ্ডনের প্রচার-বার্ত্তা

[বিমান-ডাকে প্রাপ্ত]

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লণ্ডন-মহানগরীতে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজের সরলতাপূর্ণ ঐকান্তিক পরোপচিকীর্ষা বৈষ্ণব-সমাজে চিরবিদিত। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সত্তাকাবাহি-সূত্রে তিনি তাঁহার সেই স্বাভাবিকী বৃত্তি সুদূর ইংলণ্ড-প্রদেশেও প্রকাশ করিতেছেন। গত ২৪শে মে (১৯৩৩) বুধবার দিবস তিনি বেলা ২ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গ্রেট্ রোটেল-সেণ্টার এবং সন্নিকটে ষ্টেটন্ থ্রষ্টিয়ান্ সাইনস্ চার্চে একটী ধর্ম্মসভায় ও আলোচনা-সভায় শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। স্বামিজীর আলোচনায় সন্তুষ্ট হইয়া ২৫শে মে তারিখে জনৈক সভ্যাপিপাসু ১৭৬ ল্যাম্বেথ-রোড্, এস্, ই, ঠিকানার ভবনে "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা"-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য বেলা ১০ঘটিকার সময় স্বামিজীকে সাদরে আহ্বান করেন। শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজ লণ্ডনের সুবিখ্যাত হাইড্ পার্কে উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট প্রায় প্রত্যহই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। অনেকেই স্বামিজীর বাণীতে আকৃষ্ট হইয়া ঐ সকল কথা শুনিবার জন্য উত্তরোত্তর আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

ইউনিয়ন অব্ হোপ তাঁহাদের যে বাৎসরিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারক বিশেষ আগ্রহের সহিত আহূত এবং সভাপতি লর্ড ডেপুটী মেয়রের দ্বারা বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন। সভায় বহু ব্যক্তি লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের আলোচনা শুনিয়াছিলেন।

ভারতসচিব স্যর স্যামুয়েল হোর, ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইন প্রভৃতি বিশিষ্ট মনীষিগণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংহিতা' ৫ম অধ্যায়ের ইংরাজী অনুবাদ এবং অধ্যাপক আচার্য্য মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম-এ মহোদয়ের রচিত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-নামক মহাপ্রভুর জীবনচরিত গ্রন্থ (ইংরেজী) প্রাপ্ত হইয়া লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের নিকট বিশেষ আনন্দসূচক পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ-দ্বয়-সম্বন্ধে লণ্ডনের বিদ্বন্মণ্ডলীর সমাদর বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যর হেন্রি জ্যাক্সনের সহিত লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছে। তিনি কেম্ব্রিজে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের বক্তৃতার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন এবং ভারতের ভূতপূর্ব্ব ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের সহিত শ্রীমদ্ বন মহারাজের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। স্যর হেন্রি ইংলণ্ডের সুবৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম Harrow school—যেখানে তিনি তাঁহার প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্কুলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-গণকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

মহামান্য মারকুইস্ অব্ লেট্‌ল্যাণ্ড গত ২৯শে মে শ্রীমদ্ বন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছেন। মহামান্য মারকুইস্ অব্ রিডিং মহোদয়েরও অনতিবিলম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের সহিত গৌড়ীয়-দর্শন-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কথা আছে। এ দেশের জন-সাধারণ ভারতীয় ধর্ম্মজীবন-সম্বন্ধে মৌলিক কথা-সমূহ শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ভারতীয় ধর্ম্ম-জীবনের প্রকৃত প্রচার এদেশে আজো নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের অদ্ভুতপূর্ব্ব সার্ব্বজনীন সমন্বোদার-ধারার প্রচার সম্পূর্ণ নূতন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ অভিজাত-সম্প্রদায় এবং সুশিক্ষিত জন-সাধারণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের মুখে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া উত্তরোত্তর শ্রবণাগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

গত ২৬শে মে (১৯৩৩) শ্রীমদ্ বন মহারাজ ভারত-সচিব স্যর স্যামুয়েল হোর ও তৎপত্নী লেডি মড্ হোর মহোদয়ার দ্বারা বিশেষভাবে আহূত হইয়া ইণ্ডিয়া-অফিসে ওয়াল্ড্ কন্‌ফারেন্সের প্রায় ছয়শতের ও অধিক ডেলিগেট-গণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মহীশূরের মহারাজ, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, বরোদা, নিজাম ও বিকানীর-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীগণের সহিত শ্রীমদ্ বন মহারাজের লণ্ডন

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সূত্রে পরিচয় ও আলাপ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর এইরূপ বিপুল প্রচার শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তি ও ইচ্ছা-প্রভাবেই অনুষ্ঠিত হইতেছে।

আগামী ১৫ই জুন "Society for promoting the studies of religions" নামক হলে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের বক্তৃতা হইবে।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪২শ সংখ্যার পর)

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য

নিয়মাবলী

১। চোর, জুয়াচোর হইতে সাবধান থাকিবেন।

২। নিজের মালের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

৩। জল ও খাদ্যের প্রতি সতর্ক হইবেন।

৪। ফল না ধুইয়া খাইবেন না।

৫। পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে চলিবেন, লাইন ছাড়িয়া কোথাও যাইবেন না।

৬। রাত্রিতে কখনও বাহির হইবেন না।

৭। নির্দ্দিষ্ট স্থান-ব্যতীত মল-মূত্র ত্যাগ করিবেন না।

৮। নির্দ্দিষ্ট তাঁবু ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবেন না।

৯। কোন প্রকার মূল্যবান্ দ্রব্য বা অলঙ্কারাদি সঙ্গে রাখিবেন না।

১০। কোলাহল বা প্রাব্যবার্ত্তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১১। ধূম্রপান ও মাদকদ্রব্যাদি-গ্রহণ নিষেধ।

১২। রাত্রিকালে সকলে সতর্ক থাকিবেন।

১৩। নির্দ্দিষ্টকালে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

১৪। অতিরিক্ত আহার করিবেন না।

১৫। অফিসে প্রত্যেকে নাম ও ঠিকানা দিবেন।

১৬। যাত্রীর টিকিট-ব্যতীত তাঁবুতে প্রবেশ নিষেধ।

১৭। স্ত্রীলোকের তাঁবুতে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।

১৮। অর্থাদি অফিসের অধ্যক্ষের নিকট জমা দিয়া রসিদ লইবেন, বিনা রসিদে টাকা দিবেন না।

১৯। ছোট ছেলে-মেয়েদিগকে কখনও কোথাও ছাড়িয়া দিবেন না।

২০। অফিসে অন্য লোকের প্রবেশ নিষেধ।

২১। তাঁবুর ভিতরে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে আগুন জ্বালাইবেন না।

২২। গাড়োয়ান বা অপরিচিত লোককে বিশ্বাস করিবেন না।

২৩। গাড়ীর যাত্রিগণ দলবদ্ধ হইয়া একপথে চলিবেন।

২৪। বন-ভ্রমণকালে সর্ব্বদা মহাপ্রভুর আদর্শ স্মরণ রাখিবেন।

২৫। আহার-বিহারের সৌখ্যে অসহিষ্ণু হইবেন না।

২৬। পরিক্রমা চলিবার পথে একখানি গামোছা, ঘটী ও কাপড় সঙ্গে লইবেন।

২৭। ভোর ৪টার সময় সকলেই নিদ্রা হইতে জাগিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে মুখ হাত ধুইবেন।

২৮। অন্যত্র যাইবার দিন ভোর ৪॥—৫টার মধ্যে বিছানা বাঁধিয়া টিকিট দিয়া মাল জমা দিবেন, বিলম্বে বিছানা দেওয়া হইবে না।

২৯। মালের গাড়ী পৌঁছিলে একঘণ্টার মধ্যে সকলে মাল লইবেন।

৩০। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে মালের সন্ধান না নিলে অফিস মালের জন্য দায়ী হইবেন না।

৩১। প্রত্যেক যাত্রী তাঁহার টিকিট ও তাঁবুর নম্বর মনে রাখিবেন এবং টিকিট সঙ্গে রাখিবেন।

৩২। প্রত্যেক মালের টিকিটের নম্বর মনে রাখিবেন ও মাল ছাড়াইয়া আনিবার সময় টিকিট দিয়া আসিবেন।

৩৩। বিছানাগুলি ভাল করিয়া বাঁধিয়া চিহ্নিত করিয়া দিবেন।

৩৪। কাহারও কোন বিপদ ঘটিলে তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান-অফিসে জানাইবেন।

মধুবন হইতে গ্রামের পূর্ব্বে মথুরার দিকে প্রায় আধ মাইল দূরে উচ্চ টীলার উপর ধ্রুবের তপস্যা-স্থান পাওয়া যায়। পরিক্রমা মহোলি-গ্রামকে ডাইনে রাখিয়া মাঠ পার

হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে একটী টীলার উপর ধ্রুবের তপস্যা-স্থান দর্শন করিবার জন্য উপনীত হইলেন। মধুবনে পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুবের নারদের উপদেশে পদ্মপলাশলোচন নারায়ণের উপাসনার সরল শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়ে বিবৃত আছে—

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥
(ভাঃ ৪।৮।৪২)

অতএব হে বৎস, তোমার মঙ্গল হউক্। তুমি যমুনাতট-স্থিত পরম পাবন মধুবনে গমন কর। কারণ, শ্রীহরি সেই মধুবনে নিত্য অবস্থান করেন।

ধ্রুবটীলার উপর একটী বারেন্দাযুক্ত মন্দির-গৃহ রহিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে চতুর্ভুজ পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি, শ্রীগোপালদেব ও শ্রীশালগ্রাম। পশ্চিম-দিকে অপর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ধ্রুবজী। মন্দিরের আয়তন ক্ষুদ্র। মন্দিরের গৃহের বরাবর মহাবীরের মূর্ত্তি এবং প্রাঙ্গণে তুলসী ও ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান। টীলার উপরে একটী নিম্বতরু আছে। টীলার উপর হইতে মথুরার কেশবজীর মন্দিরের সংলগ্ন আরঙ্গজেবের নির্ম্মিত মস্‌জিদ্‌টী উত্তর-দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ১৪ ক্রোশ দূরে যমুনা একটী সঙ্কীর্ণা পুষ্পমালিকার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই মন্দিরের সেবক একজন রামাবৎ, তাঁহার নাম —জীবনদাস। ইঁহার গুরুপাট অযোধ্যা ও গুরুর নাম —অযোধ্যা দাস।

মন্দির-গৃহের সম্মুখে একটী আধুনিক প্রস্তর ফলক সংলগ্ন রহিয়াছে; তাহাতে দেবনাগরী অক্ষরে নিম্নলিখিত কথা-গুলি লিখিত আছে,—

শ্রীধ্রুবজী-মন্দির
শ্রীমতী সৌভাগ্যবতী লক্ষ্মীবাই আলেখার
ধর্ম্মপত্নী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদত্ত আলেখার
কাশীপুর
বদ্রীপ্রসাদ কর্ত্তৃ

পরিক্রমা যখন ধ্রুবটীলার নিকট উপস্থিত হইল, তখন মরীচিমালী অস্তাচলে গমন করিতেছেন। ধ্রুবটীলার নিম্ন-স্থান হইতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় টীলার ও পরিক্রমা-সঙ্ঘের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিলেন। টীলার নিম্নবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি ব্যক্তি কৃত্রিম সাধু সাজিয়া মুখ-চোখ ঢাকিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছিল, কেহ বা শরীরের উপর সাময়িক মাটীর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, যাত্রিগণের মধ্যে কেহই কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিতেছে না, তখন তাহারা 'ঘুর জাই' বলিয়া মাটী প্রভৃতি ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ধ্রুবটীলা হইতে পরিক্রমা গন্তব্য-পথের রাস্তা ধরিয়া কিছু সময়ের মধ্যেই মধুকুণ্ডের তীরে চলিতে লাগিল। মধুকুণ্ডের তীরে অনতিদূরে পরিক্রমা-সঙ্ঘের শিবির পড়িয়া-ছিল। সেই শিবির-শ্রেণীর দৃশ্য অতীব সুন্দর দেখাইতেছিল। জীবনে এরূপ সুন্দর দৃশ্য আর কেহই দেখেন নাই। সকলেই এরূপ দৃশ্য ও সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিয়া সহস্র-মুখে পরিক্রমার কর্ত্তৃপক্ষগণকে ধন্যবাদ নিবেদন জানাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, প্রভুপাদ শ্রীমালিকা-হস্তে সহাস্য-বদনে অগ্রসর হইয়া পরিক্রমার অগ্রণী শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভূমিষ্ট হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সকলেই তখন ভূপতিত হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে প্রণত হইলেন। যেন এক অভিনব আনন্দের বান্যার বিদিল।

সে-দিন সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। আর রাত্রিও উপস্থিত হইল। এজন্য সকলেই সে-দিন আর মধুবন পরিক্রমা না করিয়া রাত্রিতে স্ব-স্ব তাঁবুতে স্নান গ্রহণ করিলেন এবং পরিক্রমা-পরিচালক-সঙ্ঘের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ধ্যারাত্রিক-দর্শন করিয়া হরিকথা-প্রসঙ্গার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও নাট্যমন্দিরের শিবিরের সন্নিধানে সমবেত হইলেন। রাত্রিকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ হইতে ধ্রুবের মধুবনে শ্রীহরি-ভজন-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। রাত্রে ভোগারতির পর সকলকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইল।

ঘণ্টা বাজাইয়া মহাপ্রসাদ-সম্মানার্থ সকলকে আহ্বান করা হইত। রাত্রে আগে মহিলাগণ প্রসাদ সম্মান করিতেন। মহিলা ও পুরুষগণের প্রসাদ-প্রাপ্তির জন্য পৃথক্ পৃথক্ সময় ও বন্দোবস্ত আগাগোড়াই ছিল। তাঁহাদের আহ্বানের জন্যও পৃথক্ পৃথক্ ঘণ্টাধ্বনি ব্যবহৃত হইত। শেষরাত্রে প্রত্যহ

৪ ঘটিকার সময় সকলকে জাগরণের জন্য প্রথমে একটী warning bell ও তৎপরে ১৫মিনিট পরে আর একটী bell দেওয়া হইত। তখন সকলে উঠিয়া শৌচাদি সমাপন-পূর্ব্বক মঙ্গলারাত্রিক জন্য প্রস্তুত হইতেন। যে-দিন বিশিষ্ট অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হইবার কথা থাকিত, সে-দিন সকলেই ঐ সময়ে স্ব-স্ব বিছানা-পত্র ও দ্রব্যাদি ঠিক করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রদান করিতেন এবং মঙ্গলারাত্রিকের সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমায় বাহির হইতেন।

(ক্রমশঃ)

প্রচার-প্রসঙ্গ

(ভাবতীয়)

যশোহরে—যশোহর-জেলার সোহাগডাঙ্গা-গ্রাম-প্রবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্-বি মহাশয়ের আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১৮ই মে বৃহস্পতিবার দিবস উক্ত গ্রামে শুভ বিজয় করিয়া তথায় দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং এক দিবস স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে মহতী সভায় "জীবের নিত্য ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ২১শে মে রবিবার দিবস প্রাতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সরকার জমিদার ও শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ দত্ত বি-এ প্রমুখ অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

তথা হইতে স্বামিজী মহারাজ রামপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তদীয় গৃহে গমন-পূর্ব্বক দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং এক দিবস ছায়াচিত্রে গৌড়ীয়গণের উপাসনাতত্ত্বের বিবিধ লীলা-সহ সজ্জন ও দুর্জ্জনের চরিত্র প্রদর্শন করেন। ২৪শে মে শনিবার শ্রীপাট ভারতী মহারাজ কচুয়াড়িয়া এবং ২৫শে মে রবিবার ফুলুলিয়া গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পরম-মঙ্গল-সাধন-পূর্ব্বক ২৬শে মে সোমবার আউড়িয়া-নিবাসী পূর্ব্ব ভক্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ শুর মহাশয়ের ভবনে গমন করেন। অপরাহ্নে নড়াইলের উকীল শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভৌমিক, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মোক্তার, শিক্ষক শ্রীযুক্ত বৃন্দাগোপাল বসু এম-এ, শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ বি-এ, প্রফেসার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ ভৌমিক প্রমুখ বহু লোকের নিকট স্বামিজী মহারাজ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন।

বোম্বাই-নগরীতে—গত ৩রা জুন শনিবার দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বোম্বাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ স্থানীয় দক্ষিণ-ক্যানেরা ব্রাহ্মণ-সমাজে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্থানীয় বহু পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তি—যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে একরূপ অন্ধকারে ছিলেন, তাঁহারা স্বামিজীর মুখে ঐ সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া বিশেষ আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধ

বিগত ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্য শ্রীপাদ বন্ধুবর ভক্তিপাত্রী প্রভুর পৌরোহিত্যে যশোহর বরণডালি-নিবাসী শ্রীযুক্ত কনক-কান্তি দাশাধিকারী মহাশয় স্বর্গতগত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র দাশাধিকারী মহাশয়ের শ্রাদ্ধকৃত্য মহাপ্রসাদ-দ্বারা সম্পাদন করিয়াছেন।

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩রা আষাঢ় শনিবার, ১৩৪০; ১৭ই জুন ১৯৩৩ | ৪৪শ সংখ্যা

বোম্বাইতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

( )

৩১শে বৈশাখ (১৩৪০) রবিবার, ইং ১৪ই মে (১৯৩৩) অপরাহ্ণ প্রায় ৩৷৷ ঘটিকার বোম্বাইয়ের অধিবাসী শ্রীযুক্ত বুদ্ধিচাঁদ পোদ্দার মহাশয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শনার্থী হইয়া বোম্বাই-গৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ে আগমন করেন। শ্রীযুক্ত বুদ্ধিচাঁদ বাবুর নির্ব্বিশেষ-মতের কিছু আচার এবং বিচার দর্শন ও শ্রবণ করিবার অবসর হইয়াছে, কিন্তু তিনি শুদ্ধভক্তির কথা বিশেষ শ্রবণের অবকাশ পান নাই। পূর্ব্বে আরও কএকবার তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিলে প্রভুপাদ হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় তাঁহার নিকট নির্ব্বিশেষ-মতের অসুবিধা এবং আত্মধর্ম্ম শুদ্ধ-ভক্তির সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াছিলেন। অদ্যও সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"চুপ্-চাপ্ করিয়া থাকিয়া বুদ্ধ হইয়া যাওয়াই ভাল; হরিকথা-কীর্ত্তন, বাস্তব সত্যের কথা প্রচার করিলে মনোধর্ম্মগুলির সহিত একটা অপ্রীতিকর গোলমাল উপস্থিত হইবে, লোক-প্রিয়তার হানি হইবে, সুতরাং চুপ্ থাকাই শ্রেয়ঃ"—আলস্য-প্রধান-ধাতুগত নির্ব্বিশেষ-বিচারে আত্মরিক আগ্রহ হইতেই এরূপ বিচার উদিত হয়। ইহা আস্তিকতার বা পরমেশ্বরের সেবা-বিরোধী মত। কেহ বলিলেন,—Religious thought—humbugism মাত্র; কেহ বা বলিলেন,—Religionটা hallucination মাত্র; এরূপ বিচার অনেক নাস্তিক-সমাজে দৃষ্ট হয়। মনোধর্ম্মিগণের এই সকল মতের ঔষধিস্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে তিনটী শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

ধানের মধ্য হইতে চাউল বাহির করিয়া লইলে যখন

দুধ অবশিষ্ট থাকে, সেই দুধকে পেষণ করিলে যেরূপ সময় ও শক্তি নষ্ট হওয়া-ব্যতীত অন্য কোন ফল লাভ হয় না; তদ্রূপ পরাৎপরতত্ত্ব হইতে সবিশেষত্ব বাদ দিলে এবং তাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিলে কোন বাস্তব ফলপ্রদ ফল উদিত হয় না, কেবল সময় নষ্ট হয় মাত্র। নির্ব্বিশেষ-মতাবলম্বিগণের বিচার-তর্ক সময়-ক্ষেপের হেতু-মাত্র।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

যখনই আমরা মনে করি,—আমরা মুক্ত হইয়াছি, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারি, আশ্রয়ের কোন প্রয়োজন নাই, আমরা বদ্ধজীব নহি, আমরা অণু নহি, আমরাই ব্রহ্ম, তখনই আমাদের পতন হয়। অনেক কৃচ্ছ্রতা-সাধন-পূর্ব্বক উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াও আমরা পতিত হইয়া যাই।

আর একটী শ্লোক,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

নির্ব্বিশেষজ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুগণের মুখ-বিগলিত বাণী শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ।

বেদান্ত-দর্শনে চারিটী অধ্যায়; তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ফল। ফলপাদের সর্ব্বশেষ সূত্র—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"। হরিকীর্ত্তন হইতেই অনাবৃত্তি বা প্রকৃত মুক্তি।

জগতে কর্ম্মের চেষ্টায়ও সময়-ক্ষেপ হয়। বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ কবি জ্ঞানদাস বলিয়াছেন,—

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥

জগতের যত কিছু কল্পনা-জল্পনা (speculations), সব আলেয়ার মত মৃষা। একমাত্র ভগবদ্ভক্তিই লাভ করিতে হইবে। ভগবদ্ভক্তি বাহির হইতে লক্ষ্য করা যায় না। তাহা আত্মার নিত্যসিদ্ধ বৃত্তি।

কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলিয়া থাকেন, ভক্তি নীচমার্গের কথা, নির্ব্বিজ্ঞানের কথাই উঁচু কথা। জগতের অনিত্যতা আমাদের প্রার্থনীয় নহে; কিন্তু জগতের অস্তিত্বই নাই, এরূপ কল্পনা করিলে "ব্রহ্মেশ্বরের অস্তিত্ব নাই" বলিয়া ফেলিতে হয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—ইহাই শ্রুতি।

বেদান্তের আলোচনা কে করিবেন?—মুক্ত পুরুষগণই করিবেন। পরম মুক্ত হইলে ব্রহ্মে নির্দ্বিষ্ট হইয়া যাইতে হইবে, এরূপ বিচারে উপদেষ্টার পদবী বড়ই অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া যায়। বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, বাস্তব সত্যকে লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে বা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে হইবে না। আমরা বাস্তব সত্যের কৃপা যাচ্ঞা করিব। তাহা হইলেই তিনি আমাদিগকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবার অধিকার প্রদান করিবেন।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব বেদান্তের ফলপাদের এই চরম সূত্রের কথাই বলিয়াছেন, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" মন্ত্রের দুইবার আবৃত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভু তিনবার আবৃত্তি করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন,—

"হরের্নামৈব, হরের্নামৈব, হরের্নামৈব কেবলম্।"

অতএব সেই শব্দব্রহ্ম শ্রীনামকে অনিত্য কল্পনা না করিয়া নিত্যকাল সেই শব্দব্রহ্মের কীর্ত্তনরূপ উপাসনা করিতে হইবে; অপ্রাকৃত শব্দের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেই আমাদের পুনরাবৃত্তি আনুষঙ্গিক-ভাবে বিদূরিত হইবে।

৩১শে বৈশাখ অপরাহ্ণে বোম্বাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ের আসনঘরে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর এম্-এ প্রমুখ ভক্তগণের নিকট উপদেশবাণী কীর্ত্তন করেন। তৌলদণ্ডের একদিকে কৃষ্ণসেবা, আর একদিকে ভোগ। যাঁহারা আত্মভোগকে বাড়াইয়া তুলিলেন, তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা হইল না, ভোগও হইল না। কারণ, কৃষ্ণ জগৎকে এমন ভাবে তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা রচনা করিয়াছেন,

সেখানে কাহারও জগৎ ভোগ করিবার উপায় নাই। যে মানুষ বা কোন জীব জগৎকে ভোগ করিতে যাইবে, অমনি সে ভোক্তার পরিবর্ত্তে ভোগ্য হইয়া পড়িবে। ইহা মায়াদেবীর চাতুরী। মায়া কেবল ভোগের আশা দেখাইয়া লোকদিগকে বঞ্চনা করিতেছে। কৃষ্ণসেবার তৌলদণ্ড বাড়িয়া গেলে তন্মধ্যে ভোগ আনুষঙ্গিক-ভাবেই লাভ হয়। কৃষ্ণসেবক ভোগের মৃগতৃষ্ণিকায় মায়াবদ্ধ হইয়া পড়েন না।

পরতোষণ-বৃত্তি (Altruism) বাড়িয়া গেলে ভক্তি কমিয়া যায়। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-বৃত্তি বাড়িয়া গেলে ভক্তি কমিতে কমিতে শূন্য হইয়া যায়।

কেহ কেহ মনে করেন, ধর্ম্মপ্রচারকগণ রাজার অধীন থাকিবেন। যেখানে রাজার অধীন ধর্ম্মপ্রচারক-সম্প্রদায়, সেখানে ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বের বিচার কম। পৃথু মহারাজ ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণকে তাঁহার অধীন বলেন নাই, এতদ্ব্যতীত সকলেরই তিনি শাসক ছিলেন।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণরূপ শ্রীকৃষ্ণগুণ, শ্রীকৃষ্ণপরিকরবৈশিষ্ট্য ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। মনের দ্বারা ঐ সকল ধারণা করা যায় না। একমাত্র সেবোন্মুখতাই অপ্রাকৃত বস্তু ধারণা করিতে সমর্থ। সেই সেবোন্মুখতা-বৃত্তি কিরূপে লাভ হইবে?

জীবের সেবোন্মুখতা উদয়ের জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। কৃষ্ণভজনই আমাদের শতকরা একশত পরিমাণে কর্ত্তব্য; কিন্তু লোকের কৃষ্ণেতর ভজনই শতকরা শত পরিমাণ কৃত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের শতকরা শতপরিমাণ কৃষ্ণভজনের আজ্ঞা পালন করা কিরূপে সম্ভব হইবে, তাহা প্রত্যক্ষ জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিজের উপদেশ কিরূপে পালন করিতে হয়, তাহা নিজে দেখাইয়া দিলেন। যেমন শ্রীব্যাসদেব নিজ-কৃত ব্রহ্মসূত্রের স্বয়ং ব্যাখ্যাতা হইয়া সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য স্বয়ংই প্রকাশ করিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণ-লীলার নিজ-উপদেশ, নিজ-ভজন নিজেই পালন ও অনুশীলন করিয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেন।

• • •

ঐ দিবস (১৪ই মে, ১৯৩৩) অপরাহ্নে বোম্বাই-নিবাসী মিঃ বি, এল, বলজারী বি, এ; মিঃ এস, বি মান্‌কিকর; মিঃ এস্, এন্ বসেসুর নামক কএকজন ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন-পূর্ব্বক শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর রচিত একটী শ্লোক প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে নানা উপদেশ প্রদান করেন এবং প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ কিরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র নানা আকারে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা বলেন।

বাক্যোবাক্য

পণ্ডিতক্রব-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবক্রব শাঙ্করমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ পরম ভাগবত রাজর্ষি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্, এ, প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট অনেক সময় নানা মতবাদ প্রকাশ করেন। তিনি সেই গুলির যথাযথ মীমাংসা ও উত্তর পাইবার আশা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে ও গৌড়ীয়-কার্য্যালয়ে অনেকবারই প্রশ্ন প্রেরণ করিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রেরিত কএকটী প্রশ্ন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহারই উত্তর আমরা নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

প্রশ্ন

বেদান্ত-মতে,—শক্তি ব্রহ্মেরই স্পন্দন-শক্তি-বিশেষ। মণিতে যেরূপ স্বাভাবিক দ্যুতি দেখিতে পাওয়া যায়, পরম শান্ত চিন্ময় ব্রহ্মেও সেইরূপ স্বাভাবিক স্পন্দন। এই স্পন্দনই শক্তি বা দুর্গা। ব্রহ্মই শিব ও তাঁহার মনোময়ী শক্তিই দুর্গা বা কালী। বেদান্তে শক্তিকে তদ্রূপ 'ব্রহ্মমহিষী' বলা হইয়াছে। প্রলয়াতীত অবস্থায় "যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতম্", সৃষ্টি-প্রলয়ে তিনিই শিব-শক্তি। 'শক্তিমান্' ও 'শক্তি' এক, কেবল তাহাই নহে, শক্তি ভিন্ন শক্তিমানের কর্ম্মাক্ষমতাই নাই।

শিবঃ শক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি, শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদ্ এবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
ব্রহ্ম যদি শক্তিযুক্ত হন, তাহা হইলেই তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-

সংহার করিতে পারেন, অথবা পালন করিতেও সমর্থ নহেন। ইহাতে শক্তিরও অনর্থ বিকাশ, সুতরাং শক্তিই উপাস্য। এই জন্যই কি বৈষ্ণবেরা "শ্রীরাধা-বিরহিত শ্রীকৃষ্ণে"র উপাসনা করেন না?

শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু কিম্বা শিব, ব্রহ্ম বা কালী নানা রূপ নানা নামে একই বস্তু।

একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য,
ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগকালে।
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ
ক্রোধে চ কালী সময়ে চ দুর্গা॥

এই জন্যই কি শাস্ত্রের ব্যবস্থা—

যথা শিবস্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সঃ।
অত্র যঃ কুরুতে ভেদং স নরো যাতি দুর্গতিং॥
দেবী বিষ্ণু শিবাদীনাং একত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃৎ নরকং যাতি, রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ॥

মায়া-উপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর-পদবাচ্য এবং তখনই তাঁহার বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, শিব ইত্যাদি নাম। পরন্তু ঈশ্বর "উপাধি কল্পিত অবস্তু" ভিন্ন কিছুই নহেন।

মায়াবিম্বে বিলাটৈবং উপাধি পর জীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে॥

ব্যবহার-ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং এজন্য ইষ্টনিষ্ঠা থাকাও উচিত। কিন্তু তত্ত্বির নানা রূপ ও নামের দেবদেবী-মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ কি এই মত সমর্থন করেন? না করিলে তাঁহাদের শাস্ত্রযুক্তি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই অধম অজ্ঞ দীনকে জানাইবেন। অবশ্য শ্রুতি ভিন্ন অন্য প্রমাণ তত গ্রাহ্য হইবে না।

শ্রীগরদিন্দুনারায়ণ রায়

উত্তর

১। প্রশ্নে যে-সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমর্থক প্রমাণরূপে কোন শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত হয় নাই।

২। প্রশ্ন-মধ্যে যে-সকল প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, ঐগুলি আধুনিক সম্প্রদায়-বিশেষের রচিত গ্রন্থের শ্লোক।

৩। শ্রুতি-প্রমাণ সর্ব্বমান্য বটে, কিন্তু শ্রুতির তাৎপর্য্য-গ্রহণে নানা সন্দেহ ও তর্ক উপস্থিত হয় বলিয়া বেদান্তসূত্র রচিত হইয়াছে। বেদান্তসূত্রের বিবদমান-ভাষ্যে নানা মতবাদ প্রকাশিত হওয়ায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্যাদি আচার্য্যগণ ও প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ যাঁহাকে বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভাগবতেই শ্রুতির তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করা সুধীগণের কর্ত্তব্য।

৪। কেবল শ্রুতি-প্রমাণ স্বীকার করিয়া শ্রুতির বিবৃতি ও বিস্তার-স্বরূপ সাত্বত পুরাণ ও সাত্বত তন্ত্রাদির সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিলে অর্দ্ধকুক্কুটীর ন্যায় বা শ্রুতির একদেশমাত্র-স্বীকারে শ্রুতির অপ্রতিহত প্রমাণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রমাণিত হয়।

৫। অবশ্য পুরাণ, স্মৃতি বা তন্ত্রাদির প্রমাণ স্বীকার করিতে হইলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাহা সাত্বত শ্রেণীর কি না। তামসিক, রাজসিক পুরাণ-তন্ত্রাদি তত্তদ্‌গুণের অধিকারিগণের সাময়িক প্রয়োজনীয় হইলেও তাহা চরম প্রমাণ নহে; কিন্তু ব্যাসদেবই জানাইয়াছেন,—নির্ম্মৎসর অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন তাহা উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করিয়াছেন, তখন আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণকে শ্রুতির অর্থপ্রকাশক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে সর্ব্বতোভাবে নিঃসন্দেহ হইয়াছি।

৬। যদি বলা যায়, মহাপ্রভুর কথায় আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিব কেন, বা অপর সম্প্রদায়ের লোক তাহা মানিবে কেন?—এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর একমাত্র মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা শ্রুতিকেও অকাট্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। এমন কি, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মৌখিক-পরিচয়-প্রদানকারীও অনেকে কার্য্যতঃ শ্রুতি-প্রমাণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না। ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশেও এমন অনেক সম্প্রদায় রহিয়াছেন—যাঁহারা মুখে শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করেন, কিন্তু সেই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া বিষ্ণু, দুর্গা, শিব প্রভৃতি কোন দেবতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না। অতএব আমরা শ্রুতিমন্ত্র এবং তাঁহার স্পষ্ট অর্থ-প্রকাশক অমলপুরাণ ও সাত্বত-তন্ত্রাদির বাক্যই প্রমাণরূপে উদ্ধার করিব।

৭। প্রশ্নে যখন কোন শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত হয় নাই,

তখন "শ্রুতি-ভিন্ন অন্য প্রমাণ গ্রাহ্য হইবে না"—এই স্থানে প্রশ্নের উক্ত প্রমাণগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে।

৮। প্রশ্নে যে-সকল তামসিক ও রাজসিক তত্ত্বোক্ত নির্ব্বিশেষ-মতবাদের উক্তি-পরিপূর্ণ মত উদ্ধৃত হইয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ উহার সমর্থন করেন না। তাহার কারণ, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা সমর্থন করেন নাই। শ্রুতি বা বেদান্তেও সেইরূপ মত নাই।

৯। তবে শ্রীগৌড়ীয়মঠ অর্থাৎ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত দুর্গা, কালী, শিব, গণেশ, সূর্য্যাদি দেবতার নিত্য সচ্চিদানন্দ বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ স্বীকার করেন ও শাস্ত্রীয় বলিয়া জানেন। তাঁহাদের আরাধ্য সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, আদি, নিত্য-সবিশেষ শ্রীবিগ্রহ। তাঁহারই গোলোক-বৈকুণ্ঠস্থ পীঠাবরণ-স্বরূপে দুর্গা-শিবাদি নিত্য-বৈষ্ণব-মূর্ত্তি তত্তদ্ধামে বিরাজিত আছেন। পরমেশ্বরের সত্তা যেরূপ ব্যবহারিক বা অনিত্য নহে, তদ্রূপ সেই সকল নিত্য দেবতার সত্তাও ব্যবহারিক বা অনিত্য নহে।

১০। ব্যবহার-ক্ষেত্রে যে ঈশ্বরের উপাসনা, তাহাও ব্যবহারিক বা লোক-দেখান। ঐরূপ সাময়িক ব্যবহারিকতার জন্য যে-কোন বস্তুকে যে-কোন রূপ বা যে-কোন নামে পূজা করা যাইতে পারে। সেখানে কাঠ, মাটী বা রাঙ্গার খোয়াতেও ব্যবহারিক উপাস্যত্ব আরোপ করিলে ব্যবহারিক উপাসকগণের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যাহাদের উপাসনার নিত্যত্ব ও পারমার্থিকত্ব নাই, তাঁহাদের নিকট সবই সমান। তাঁহাদের কল্পিত ঈশ্বর ও কাঠ, পাথর, মাটীতে কোন ভেদ নাই। কাজেই তাঁহারা জোগ-নয়নে সকলই সমান মত বা জগন্নাথিচুড়ি-সমন্বয়বাদ স্বীকার করিতে পারেন।

১১। কিন্তু যাঁহারা উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের নিত্যত্ব এবং পারমার্থিকত্ব জানেন, যাঁহারা জানেন,—পতির সঙ্গে আমাদের নিত্যকাল ঘর করিতে হইবে—দুই এক ঘণ্টার তাড়াটিয়া কল্পিত পতিত্ব আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহারা পতিনির্ব্বাচন, পতির সহিত নিজ-সম্বন্ধ এবং পতির পূজারূপ অভিধেয় ও তৎফলরূপ প্রয়োজনকে বিশেষ যাচাই করিয়া দেখেন। তাঁহারা সবই সমান,—এই দুনিয়াদারীর মাকাল-ফলে প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারেন না।

১২। "ঈশ্বর উপাধি কল্পিত অবস্তু" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের কল্পিত বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, শিব প্রভৃতি সকলই অবস্তু বা কল্পনাকার, কিংবা আরও দার্শনিক ভাষায় "শূন্য"। ইহারই অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বা মায়াবাদ উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া থাকে।

১৩। "অবস্তুকে" ইষ্ট মনে করিয়া তাহাতে নিষ্ঠা করিলে সমস্তই ছায়াবাজির মত বৃথা হইয়া পড়ে। ছায়াবাজির নানা রূপ ও নানা নামের দেব-দেবীর মধ্যে প্রভেদ না থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা বৈদিক মত নহে। বেদে প্রত্যেক দেবতার বৈশিষ্ট্য আছে এবং সকল দেবতাকেই বিষ্ণুর অধীন-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্যের কএকটী বেদ-প্রমাণযুক্ত উক্তি উদ্ধার করিতেছি—

দেবানামবমোঽগ্নির্বৈ বিষ্ণুস্ত পরমঃ প্রভুঃ।
তদন্তরেণ ব্রহ্মাদ্যাঃ সর্ব্বা অন্যাস্ত দেবতাঃ॥
ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণং হ্যাদাবেবং তত্রতত্রতঃ।
দেবান্ সর্ব্বান্ বিনির্দ্দিশ্যোক্ত্বা বিষ্ণোঃ পরত্বতাং জগৌ॥
তস্মাত্তু পরমং বস্তু ন কিঞ্চিদপি সংসদি।
এতে প্রধানা দেবেষু ভেদস্তেষাং কুতঃ কিল॥
অতো বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বশ্রুতিমতাদ্ধৃতং।
বিষ্ণোরন্যৎ পরং ব্রহ্ম ন প্রৌক্তমিতি চাপ্যুত॥
বেদব্যাখ্যানরূপং যৎ ব্রুবন্তি ব্রাহ্মণং বৃথাঃ।
উক্তার্থস্য সমস্তস্য প্রমাণেন প্রসিদ্ধতাম্॥
বৈ-শব্দেনাহ তদ্ভক্তি সর্ব্বমানৈশ্চ সিদ্ধতাম্।
শ্রুত্যা স্বত্যানুমানেন প্রত্যক্ষেণ চ যোগিনাম্॥
বিষ্ণোঃ সর্ব্বোত্তমত্বং হি সিদ্ধমিত্যাহ সা শ্রুতিঃ॥
অতন্ত্রিদেবতৈকাং স্যাৎ পুরাণশতৈরপি।
বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদিতি যৎ সূত্রশাসনম্॥
তস্মাদগ্ন্যাদিভূতান্তা দেবা দেবাস্ত মধ্যগাঃ।
তত্তাঃ স্ত্রীপুংসতোঃ শক্ত-দেবতোক্তা শ্রুতির্যথৌ॥
নাধরত্বন্তি তে বিষ্ণোর্মহিত্বমিতরে যিতি।
যতঃ শ্রুতিমতোঽপ্যেকং কেন নান্যত্ত কুত্রচিৎ॥
জাতো বা জায়মানো বা বিষ্ণোঃ কশ্চিৎ পুমানতঃ।
মহিম্নোঽন্তং পরং নাপেত্যাহ কাচিচ্ছ্রুতিঃ প্রভূম্॥

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরা অন্যা দেবতাঃ"—এই ঋগ্বেদব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব, অন্য দেবগণের মধ্যস্থত্ব এবং অগ্নির অধমত্ব স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব বিষ্ণু অপেক্ষা উত্তম বস্তু কিছুই নাই, সর্ব্বপ্রধান দেবগণের মধ্যেও এই ক্রম পূজনীয়।

এইরূপ সমস্ত শ্রুতি-সিদ্ধান্ত-দ্বারা বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম এবং অন্য দেবগণ অজ্ঞান—এইরূপ ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভাগ বেদের ব্যাখ্যা-স্বরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণ-ভাগে উক্ত বিষয়ই বেদতাৎপর্য্যরূপে জ্ঞাতব্য।

শ্রুতি স্বীয় উক্তির দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য "অগ্নির্বৈ" ইত্যাদি স্থলে "বৈ" শব্দের উল্লেখ করেন। "বৈ"-শব্দ বাক্যার্থের সর্ব্ব-প্রমাণ-সিদ্ধত্ব-জ্ঞাপক।

শ্রুতি, স্মৃতি, অনুমান ও যোগি-গণের প্রত্যক্ষ-দ্বারা বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই শ্রুতি "বৈ"-শব্দ-দ্বারা বলিয়াছেন।

অতএব শত পুরাণ কর্ত্তৃকও বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের একত্ব বলিবার সামর্থ্য নাই। শ্রুতিবিরোধ হইলে স্মৃতির অপ্রামাণ্য নির্ণীত হয়, ইহা জৈমিনীও বলিয়াছেন।

অগ্নি-ব্যতীত সকল দেবতা, দেবী এবং ঋষি-বাচক সামান্য দেবতা-শব্দ-দ্বারা সকলের গ্রহণ-পূর্ব্বক মধ্যমত্ব নির্ণয়-হেতু বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

"হে বিষ্ণো, অন্যে আপনার মহিমা-লাভে সমর্থ হয় না"—এই শ্রুতি-বাক্যে ঐক্য-নিয়ামকত্ব-হেতু বিষ্ণুর নিকট হইতে সকলের ভেদই অবগত হওয়া যায়।

"হে বিষ্ণো, ভূত এবং ভবিষ্যৎ কোন পুরুষই তোমার মহিমার পার লাভ করিতে সমর্থ নহে"—এই শ্রুতি বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব বলিয়াছেন।

১৩। বেদের এই তাৎপর্য্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" (গীঃ ১৫।১৫) প্রভৃতি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। একমাত্র স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত বিষ্ণু-পুরুষেরই বিধি-পূর্ব্বক পূজা এবং তদ্দ্বারাই অপুনরাবৃত্তি সম্ভব। কিন্তু স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে দেবতান্তর-পূজা অবৈধ এবং তদ্দ্বারা গতাগতি নিবৃত্ত হয় না। "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্" (গীঃ ৭।২৩) প্রভৃতি শ্লোকেও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

১৪। "যেষাবিষ্ণুশিবাদীনাং একত্ব পরিচিন্তনেৎ" প্রভৃতি বাক্যের খণ্ডনরূপে স্বয়ং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শাস্ত্র-প্রমাণ দুই হয়—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতও অসংখ্য শ্লোকে সেই বেদের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ বিষ্ণুর পরাৎপরত্বই স্বীকার করেন। "যদ্ভৌচরিঃস্রুত-সরিৎপ্রবরোদকেন তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।" অর্থাৎ যে বিষ্ণুর পদনিঃসৃত জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব শিব হইয়াছেন। এই সকল প্রমাণের দ্বারা বিষ্ণুরই পরাৎপরত্ব প্রমাণিত।

১৫। সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ মানবের বা কোন সম্প্রদায়ের কিংবা জনমতের সিদ্ধান্ত হইতে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার নিজস্বরূপ-সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গ্রাহ্য।

১৬। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ-সূচক যে-সকল উক্তি আছে, যা দুর্গা-শিবাদির সহিত বিষ্ণুর অভিন্নত্ব-প্রতিপাদক যে-সকল উক্তি, তাহা তদায়ত্তবৃত্তিবোধক। সেখানে স্বরূপতঃ অভেদ কথিত হয় নাই। আর যেখানে মায়া-উপহিত শিব-দুর্গাদির কথা, সেখানে কোন তুলনাই হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার মূল প্রতিষ্ঠাই উভয়ের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া নিত্যস্বরূপ বিষ্ণুর সহিত অত্যন্ত ভেদ করিয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের নিম্নলিখিত টীকাংশ আলোচনা করিলে ইহার তাৎপর্য্য সুবোধগম্য হইবে।

"কচিদ্দুর্গায়া অধিষ্ঠাতৃত্বস্য শক্তিশক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া; অতএবোক্তং গৌতমীয়ে কল্পে—"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ। অনয়োস্তত্ত্বতো ভেদী সংসারান্মো বিমুচ্যতে॥" ইত্যাদি। অতঃ স্বরূপেণ শ্রীকৃষ্ণস্যৈবস্বরূপশক্তিরূপেণ দুর্গায়াঃ, তস্যাশ্চেয়ং মায়াংশভূতা দুর্গেতি গম্যতে। "দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ড রসবল্লভা। অতো আবরিকাশক্তির্দুর্গা-মায়াঽখিলেশ্বরী। বদা মুহুঃ জগৎসর্গং সর্ব্বসোহাভিমানিনঃ" ইতি।

শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় কোথাও দুর্গার অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকৃত। গৌতমীয়-কল্পে তাই কথিত হইয়াছে, —যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ। এই দুইয়ের ভেদ-দর্শী সংসার হইতে মুক্ত হয় না। সেই স্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিরই দুর্গানাম। এই দুর্গা মায়ার অংশরূপিণী দুর্গা নহেন—ইহাই সূচিত হয়। "পূর্ণরসময়ের প্রিয়া স্বরূপ-শক্তিকেই সাধুগণ দুর্গা বলিয়া থাকেন। অখিলেশ্বরী মহামায়া দুর্গা ইঁহারই আবরণী-শক্তি—যিনি সমস্ত জগৎকে ও

সকল দেহাভিমানী জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।"

১৭। পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, আদি, গোবিন্দ, সর্ব্বকারণ-কারণ কৃষ্ণ স্বয়ংই স্বরূপ-শক্তিরূপে দুর্গা —এই বিচার অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণ ও দুর্গার একত্ব কথিত হইয়াছে। কিন্তু মায়াবাদিগণের মায়োপহিত চৈতন্য দুর্গার সচ্চিদানন্দত্ব তাহাদেরই বিচারে নাই বলিয়া কৃষ্ণের সহিত অত্যন্ত ভেদ অর্থাৎ কৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াংশভূতা ছায়াশক্তি মাত্র। তাহাই আবরিকা-শক্তি বা মহামায়া। সুতরাং বৈষ্ণবগণের বৈদিক নিত্য বিচারের সহিত অবৈদিক বিচারের নিত্য ভেদ আছে।

১৮। মায়োপহিত চৈতন্য, দুর্গা, শিব বা কল্পিত বিষ্ণু প্রভৃতি ব্রহ্ম হইতে একপাদ নীচে—ইহা মায়াবাদিগণ বলেন। অর্থাৎ উঁহারা প্রপঞ্চাতীত নির্গুণ নহেন। তাঁহাদের মতে, প্রপঞ্চাতীত অবস্থা কেবল নির্ব্বিশেষ। কিন্তু বৈষ্ণবগণের আরাধ্য বিষ্ণু বা বৈষ্ণবস্বরূপ শিব-দুর্গাদি অধোক্ষজ ও প্রপঞ্চাতীত।

"ব্রহ্মাহং গুণপূর্ণত্বাৎ পরমত্বোত্তমত্বতঃ।
তদ্বিপর্য্যয়কং পরমং ব্রহ্ম নারায়ণঃ সদা। (যুক্তিমল্লিকা ৫৭৩)

অতএব নারায়ণ গুণপূর্ণ বলিয়া "ব্রহ্ম", উত্তমত্ব-হেতু "পরম" এবং ত্রিগুণ-রহিত বলিয়া "নির্গুণ" নামে শ্রুতিতে সর্ব্বথা উক্ত হইয়াছেন।

শ্রুতির অনুগত সর্ব্বমান্য গীতাশাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। (গীঃ ১৪।২৭)

আমি পরম পুরুষ কৃষ্ণ ব্রহ্মের আশ্রয়; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সর্ব্বকারণ-কারণ ও অধোক্ষজ। ব্রহ্মের কারণ, পরমাত্মার কারণ, রাম-নৃসিংহাদি অধোক্ষজ অবতারাবলীর কারণ—শ্রীকৃষ্ণ।

১৯। "ব্রহ্ম যদি শক্তিযুক্ত হন, তাহা হইলেই তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতে পারেন, অন্যথা স্পন্দন করিতেও সমর্থ হন না"—এইরূপ উক্তি বেদ-বিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক। প্রশ্নোপনিষদ্ বলেন,—"স ঈক্ষাঞ্চক্রে।" ঐতরেয় বলেন, —"স ঐক্ষত লোকান্ নুসৃজা। স ইমান্ লোকান্ অসৃজত।" শ্রুতির অনুগত গীতা বলেন,—"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" বিষ্ণুর অধ্যক্ষতায়ই প্রকৃতি চরাচর জগৎ প্রসব করে।

২০। 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ—প্রধান শরীর। ঐ শরীর চেতন-বিহীন হইলে শব হয় এবং চেতনের দ্বারা চালিত হইলে কার্য্য করে। প্রকৃতি চেতন-প্রেরিতা না হইলে কিছুই করিতে পারে না। গঙ্গাজলকে পবিত্রকারিণী, কলিকাতাকে উদাসিনী, বিদ্যাকে অর্থদায়িনী প্রভৃতি বলার যেরূপ তাহাদের কর্তৃত্ব রূপকবোধক-মাত্র হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির কর্তৃত্বও জানিতে হইবে। বেদান্তের উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ আলোচনা করিলেও জানা যায় যে, পুরুষ-ব্যতীত কেবল প্রকৃতির দ্বারা প্রজাদি সম্ভব হইতে পারে না। পুরুষই সেখানে মূল বা বীজ। যেখানে সম্রাট্, সেখানে যেরূপ তাঁহার অধীন আজ্ঞাকারিণীরূপে সাম্রাজ্ঞী-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান আছে, সেইরূপ যেখানে পুরুষোত্তম, সেখানে তাঁহার আজ্ঞাকারিণী অধীনরূপে শক্তি থাকিতে বাধ্য। শক্তি যেখানে স্বতন্ত্রা অর্থাৎ পুরুষের অধীন নহে, সেখানে তাহা ব্যভিচারিণী বা দুষ্টা।

২১। কেনোপনিষদ্ আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, যখন দেবতাগণ স্ব-স্ব শক্তিতে অহঙ্কারী হইয়াছিলেন, তখন পরব্রহ্ম তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র শক্তির নিরর্থকতা প্রদর্শন করিবার জন্য অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে একটী তৃণ-দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অগ্নি তাঁহার সমস্তচেষ্টাতেও তৃণটীকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। বায়ু তৃণটীকে নড়াইতে পারিলেন না। ইন্দ্র সেই পুরুষের নিকট উপস্থিত হইলে সেই পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। তখন আকাশে উমাদেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তিনি আবির্ভূতা হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বলেন নাই যে, আমার শক্তিতেই তোমরা অসুর-গণকে পরাজিত করিতে পারিয়াছ এবং গৌরব লাভ করিয়াছ। কিন্তু উমাদেবী বলিলেন,—আমারও যিনি ঈশ্বর, সেই পরব্রহ্মের বিজয়েই তোমাদের গৌরব। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, উমাদেবী বা শক্তি স্বতন্ত্রা নহেন। পরব্রহ্ম পরমেশ্বরই স্বতন্ত্র-পুরুষ। উমাদেবীও সেই পরব্রহ্মের শক্তিতে দীপ্তিশালিনী। ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—'বিষ্ণু', তাহা আমরা বেদান্তের সমন্বয়সূত্রে স্পষ্টই দেখিতে পাই। আর বেদান্তবেদ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভু সাক্ষাৎ নিজ-মুখে সেই কথাই জানাইয়া দিয়াছেন,—

'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধসমান॥

ঁাহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।
• • •
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি'।
অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥

এই প্রবন্ধে শ্রুতির বিচার ও শ্রুতানুগ বিচার সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। অতঃপর প্রবন্ধান্তরে অসংখ্য শ্রুতি-প্রমাণের মধ্যে কতিপয় শ্রুতি-প্রমাণ ও তদনুগ শাস্ত্রত-শাস্ত্র-প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪০শ সংখ্যার পর)

২৮ পদ্মনাভ (গৌরাব্দ ৪৪৬), ২৬শে আশ্বিন (১৩০২);
১২ই অক্টোবর (১৯০২) বুধবার অয়োদশী

পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

তালবন, কুমুদবন ও মধুবন পরিক্রমা

প্রায় ১০মাইল ভ্রমণ

শিবির—মহোলি মধুকুণ্ডের তীর

[মহোলিতে ২য় দিবস]

২৬শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর বুধবার প্রত্যূষে শিবিরে সমস্ত জিনিষপত্র রাখিয়া পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গকে অগ্রণী করিয়া বনপথের 'পাগদণ্ডী' ও গরুর গাড়ীর রাস্তা ধরিয়া তালবনাভিমুখে চলিলেন। পূর্ব্বদিকে রেল-লাইনে ট্রেণ যাইতেছিল। মধুবন হইতে তালবনের রাস্তা তত ভাল না হইলেও গোযান, টাঙ্গা, মোটর-বাস্ প্রভৃতি যাইতে পারে। যাঁহারা হাঁটিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহারা টাঙ্গা প্রভৃতিতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন। গোযানে পানীয় জল, মহাপ্রভুর ভোগের জিনিষপত্র এবং টাঙ্গায় কাদপাতাদি পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতেছিল। দুই ধারেই যাজ্রা শস্যের ক্ষেত্র। মহোলি হইতে প্রায় ২॥ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'তালবন' অবস্থিত। তালবনের বর্ত্তমান নাম তারসী (Tarsi)—দূর হইতে একটু উচ্চ ভূমিতে তালবনের মন্দির দেখা যাইতেছিল। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে মাটীর দেওয়াল। তন্নিম্ন স্থানে "বলভদ্র কুণ্ড" নামে একটী পুষ্করিণী—ঘাট-বাঁধান, অত্যন্ত পুরাতন ও জীর্ণ হইয়াছে। জল সেওলাপড়া, অপরিষ্কার। কুণ্ডের তীরে একটী বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষ রহিয়াছে। অদূরে গ্রামের গরু-মহিষের পাল বিচরণ করিতেছিল। কুণ্ডের উত্তর তীরে পূর্ব্বাভিমুখে মন্দির। মন্দিরের দ্বারটী ইষ্টক-নির্ম্মিত, খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। কুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম-কোণে একটী ইন্দারা আছে, জল ভাল ও সুমিষ্ট। তালবনের ঐ মন্দির গৃহাকার নহে, উহা মন্দিরেরই ন্যায় আকার-বিশিষ্ট। মন্দির ও তৎ-প্রাঙ্গণ সুন্দর-প্রাকার-বিশিষ্ট। মন্দিরের অভ্যন্তরে সিংহাসনে মধ্যবর্ত্তী স্থানে শ্রীবলদেব, দক্ষিণে বংশীধারী ত্রিভঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, বলদেবের বামে শ্রীরেবতীদেবী। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলিলেন যে, এই মন্দিরটী সিন্ধিয়া-মহারাজের রাজত্বের সময়ে নির্ম্মিত মন্দির। বর্ত্তমানে রামানন্দী সম্প্রদায়ের (রামাবৎ) এক ব্যক্তি এই স্থানে পূজারী বা সেবায়েত-রূপে আছেন। তাঁহার নাম শ্রীজগন্নাথদাস। ইঁহার প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একজন বৃহৎ পূজারী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল—রামচন্দ্রদাস। ঐ ব্যক্তিও রামানন্দী সম্প্রদায়ের ছিলেন। বর্ত্তমানের জগন্নাথদাস জটাধারী। পুরীতে সিংহদরজার নিকটে যে "বড় সন্ত মহারাজের" আখড়া আছে, জগন্নাথদাস সেই আখড়ারই শিষ্য। জগন্নাথ-দাসের গুরু সুন্দরদাসজী। জগন্নাথের কোন চেলা নাই। জগন্নাথদাস বলিলেন, সেবা-পূজা আকাশ-বৃত্তি হইতে চলে। মাঝে মাঝে উদাসীন সাধু-সন্ন্যাসী ভিখারী

হইয়া এখানে আসেন। জগন্নাথদাস বড় দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, মন্দিরের সেবার জন্য ২১ বিঘা জমি নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু জগন্নাথদাস নিজে চাষ-বাস দেখিতে পারেন না বলিয়া যাহাদিগকে দিয়া চাষ করান, তাহারাই সমস্ত শস্যাদি লইয়া যায়, ঠাকুরের জন্য ১ পাইও দেয় না। 'তারসী' গ্রামটী ছোট গ্রাম, তথায় প্রায় সকল জাতিরই বাস। পরিক্রমার সংকীর্ত্তনের রব শুনিয়া গ্রামের সকল লোক আসিয়া জড় হইল। গ্রামে জোয়ার-শস্যের ক্ষেত্র খুব দেখিতে পাওয়া গেল। কেহ কেহ জানাইল, গ্রামে প্রায় ৪০০ লোকের বাস। একটী অতি ক্ষুদ্র বাজার আছে, তাহাকে বাজার না বলিয়া ২।৩টী দোকানের সমষ্টিও বলা যাইতে পারে। দুধ টাকায় ১৩।১৪ সের করিয়া। ঘৃত টাকায় ১৪ ছটাক, ⁄১ সের এইরূপ।

শ্রীবলদেবের মন্দির হইতে পূর্ব্ব দিকে তারসী গ্রাম। পূর্ব্বে এই গ্রাম ভরতপুর-রাজের অধীন ছিল, এখন বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের অধিকারে। বর্ত্তমানে ইহা মথুরা-নিবাসী কৃষ্ণচাঁদ বণিকের জমিদারী। গ্রামে কার্পাসের চাষ হয়, এজন্য গ্রামে প্রত্যেক গৃহে যথেষ্ট কার্পাস দেখা গেল।

পরিক্রমায় যাত্রিগণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীমন্দিরে শ্রীবলভদ্রদেব দর্শন ও বন্দনাদি করিলেন। পরিক্রমা-পরিচালক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ বক্তৃতা-মুখে তালবনের দ্বাদশটীর বিবরণ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীভক্তিরত্নাকর-হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিবাসাচার্য্যাদি আচার্য্যগণের তালবনে ভ্রমণ-লীলা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত তালবনে শ্রীবলদেবের ধেনুকাসুর বধ-লীলা পাঠ ও বর্ণন করিলেন,—

অহো তালবনং পুণ্যং বয়ঞ্চাত্রৈবতোঽদ্যুতঃ।
হিতায় বাদবানাঞ্চঃ আত্মক্রীড়নকায় চ॥
(অহো বৈষ্ণবগণের মথুরা-মাহাত্ম্যে
তালবনে প্রভু তাল-রক্ষক অসুরে।
বধিল কৌতুকে সুখ সবার অন্তরে॥ (ভঃ রঃ ৫ম ভঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ১৫শ অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে দেখিতে পাই, শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সখা শ্রীদাম, সুবল ও স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি গোপবালকগণ শ্রীরাম-কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

রাম রাম। মহাবল। কৃষ্ণ। দুষ্টনিবর্হণ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালাদিসঙ্কুলম্॥

অর্থাৎ হে রাম। হে মহাবল রাম। হে দুষ্টদমন কৃষ্ণ। এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অনতিদূরে বহু তালসঙ্কুল এক বৃহৎ বন আছে।

এই শ্লোকের টীকায় "বৈষ্ণব-তোষণী" বলিতেছেন,—অবিদূরে—অনতিদূরে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূর্ব্বতঃ ক্রোশচতুষ্টয়ান্তরে বৃন্দঃ তথাচ শ্রীবারাহে—

অস্তি গোবর্দ্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরম দুর্ল্লভম্।
মথুরা-পশ্চিমে ভাগে অদূরাদ্ যোজনদ্বয়ম্॥ ইতি
তথা—

অস্তি তালবনং নাম ধেনুকাসুর-রক্ষিতম্।
মথুরা-পশ্চিমে ভাগে অদূরাদেকযোজনম্॥

ইতি সুমহৎ ক্রোশদ্বয়ব্যাপিত্বাৎ তদ্বিশেষক শ্রীহরিবংশে—

স তু দেশঃ সমঃ স্নিগ্ধঃ সুমহান্ কৃষ্ণবর্ত্মিকঃ।
বর্ত্মপ্রায়ঃ তৃণীভূতো লোষ্ট্রপাষাণবর্জ্জিতঃ॥

তাৎপর্য্য এই—

গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অনতিদূরে, পূর্ব্বদিকে চারি ক্রোশের মধ্যে তালবন অবস্থিত। শ্রীবরাহপুরাণ বলেন, পরম দুর্ল্লভ 'গোবর্দ্ধন' নামক ক্ষেত্র মথুরার পশ্চিমভাগে যোজন-দ্বয়ের অদূরে বিরাজিত। সেই বরাহপুরাণেই উক্ত হইয়াছে,—মথুরার পশ্চিমভাগে এক যোজনের অদূরে ধেনুকাসুর-রক্ষিত 'তালবন' আছে। সেই তালবন ক্রোশদ্বয় ব্যাপ্ত, সেইজন্য তাহাকে 'সুমহৎ' বলা হইয়াছে। শ্রীহরি-বংশে তাহার বিশেষ বিবরণ যথা,—সেই প্রদেশ অবস্থল, স্নিগ্ধ, সুবিস্তৃত, কৃষ্ণবর্ত্মিকাযুক্ত, দুর্ব্বাবহুল, অকৃত্রিম তৃণময়, লোষ্ট্রপাষাণহীন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের প্রকট সময়েও এই স্থান 'তারসী', 'তালসী' বা 'তারকরা' প্রভৃতি নামে খ্যাত ছিল। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উপরি-উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন,—

গোবর্দ্ধনাদবিদূরে ক্রোশচতুষ্টয়ান্তরে তারকরা ইতি তালসীতি খ্যাত প্রদেশগতং বনম্—

অস্তি তালবনং নাম ধেনুকাসুর-রক্ষিতম্।
মথুরা-পশ্চিমে ভাগে অদূরাদেকযোজনম্॥

ইতি বারাহোক্তেঃ। পশ্চিমে পশ্চাদ্ভাগে ইতি নৈর্ঋতকোণে ইতি বাখোয়াঃ তত্রৈব তদ্দর্শনাৎ।

গোবর্দ্ধনের অনতিদূরে চারি ক্রোশের মধ্যে 'তারকষা' বা 'তালসী' নামে প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত বনই 'তালবন'। বরাহ-পুরাণের উক্তি হইতে জানা যায় যে, ধেনুকাসুর-রক্ষিত 'তালবন' মথুরার পশ্চিমভাগে অবস্থিত, এখানে 'পশ্চিম-ভাগে'—পশ্চাৎস্থিত প্রদেশে—পশ্চিম-দক্ষিণ-দিকে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কারণ, মথুরা হইতে 'তালবন' ঐরূপই দূরে হয়। মথুরার তিন মাইল নৈর্ঋতকোণে (পশ্চিম-দক্ষিণ-দিকে) তালবন। বর্ত্তমান মথুরা-নগরীর প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে 'তারসী'।

তালবন-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৫শ অধ্যায়) প্রসঙ্গ এইরূপ—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ গৌগণ্ডকাল (৬ষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রম) প্রাপ্ত হইলে শ্রীনন্দাদি গোপগণ শ্রীরাম-কৃষ্ণকে পশুপালনার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। ভগবান্ গোপালন-কালে প্রিয় সখাগণের সুখের নিমিত্ত বহু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে 'তালবন'-লীলা অন্যতম। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সখাগণের সহিত বৃন্দাবনের বিভিন্ন বনে প্রবেশ করিয়া গোচারণাদি ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি সখাগণ বলিলেন,—"হে মহাবলী রাম, হে মহাবন কৃষ্ণ, এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অতি নিকটে বহু তালপূর্ণ একটী সুবৃহৎ তালবন আছে। ঐ তালবনে প্রত্যহই অনেক তালফল পড়িয়া থাকে এবং এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর ঐ ফলগুলি রক্ষা করিতেছে। কোন প্রাণীই ঐ ফলগুলিতে অধিকার পায় না। মহাবলী ধেনুকাসুর গর্দ্দভের রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদাই ঐ তালবনে অবস্থান করে। উহার সহিত উহারই অন্যান্য বহুতর বলশালী জ্ঞাতিবর্গও তথায় থাকিয়া তাল রক্ষা করিতেছে। ঐ অসুর নরমাংস ভোজন করে, সুতরাং মনুষ্য, পশু, এমন কি, আকাশে বিচরণশীল পক্ষিকুল পর্য্যন্ত ঐ অসুরের ভয়ে ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ দেখ, চতুর্দ্দিক সুপক্ক তালের গন্ধে কিরূপ আমোদিত হইয়াছে! ঐ ফলের লোভে আমাদিগের বড়ই লোভ জন্মিয়াছে। আমাদিগকে ঐ ফল প্রদান কর।"

বয়স্যগণের বাক্যে রাম-কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে গোপ-বালকগণের সহিত তালবনে প্রবেশ করিলেন। তালবনে প্রবিষ্ট হইয়াই অগ্রে বলদেব মত্তহস্তীর ন্যায় দুই বাহুর দ্বারা তালবৃক্ষগুলিকে কম্পিত করিয়া তালসমূহ পাতিত করিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহবশতঃ বলদেবই অগ্রে অসুর-অধ্যুষিত বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একটী বৃক্ষ কম্পিত করায় তাহার সঙ্গেই অন্যান্য বৃক্ষগুলিও কম্পিত হইল এবং উহাদের সুপক্ক ফল মাটীতে পড়িয়া গেল।

তালফলগুলির পতন-শব্দ শুনিতে পাইয়া গর্দ্দভাসুর দৌড়াইয়া আসিল এবং পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়-দ্বারা সবলে বলরামের বক্ষে আঘাত করিয়া গর্দ্দভের ন্যায় নিকট শব্দ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া গর্দ্দভ পুনরায় বলদেবকে আঘাত করিবার জন্য যখন পদপ্রসারণ করিল, তখনই শ্রীবলদেব অসুরের পদদ্বয়-ধারণ-পূর্ব্বক প্রবলবেগে উহাকে ঘুরাইতে লাগিলেন। সেই ঘূর্ণনেই অসুরের প্রাণ বিনষ্ট হইল। বলদেব তালবৃক্ষের উপর অসুরের মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলেন।

অত্যুচ্চ তালবৃক্ষ গর্দ্দভের দেহের আঘাতে কাঁপিতে কাঁপিতে পার্শ্বস্থ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া স্তব্ধ হইল, সেই কম্পিত বৃক্ষ আবার অপর বৃক্ষকে কাঁপাইয়া তুলিয়া পড়িল। এইরূপে এক একটী বৃক্ষ পার্শ্বস্থিত বৃক্ষকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

এইরূপ বোধ হয়, বর্ত্তমানে 'তালবনে' একটী তাল-বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধেনুকাসুর নিহত হইলে উহার জ্ঞাতিবর্গ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রতি ধাবিত হইল। অসুরগণ নিকটে আসিবামাত্র রামকৃষ্ণ অসুর-দিগের পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় ধারণ করিয়া অনায়াসে উহাদিগকে তালবৃক্ষের উপরে নিক্ষেপ করিলেন; শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত লীলার কথা শ্রবণ করিয়া আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ গীত-বাদ্য এবং মহর্ষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন।

তালফল প্রায় ছয়-মাসেই পাকিয়া থাকে; সুতরাং শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদির উক্তি-অনুসারে শ্রীবৃন্দাবনে কালীয়দমন হইবার পরেই এই তালবনে ধেনুকাসুর বধ হইয়াছিল।

পরিক্রমার রাত্রি-শেষে তালবনের বিবরণ শ্রবণ করিবার পর মহাপ্রভুর বালভোগের চিঁড়া-দধি-প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইলেন। বলভদ্রকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে এবং কুণ্ডের

উত্তর-পশ্চিম-কোণস্থ ইন্দারার চতুর্দ্দিকে বসিয়া সকলে চিড়া-দধি-মহোৎসব করিলেন। ইন্দারা হইতে সুমিষ্ট জল পান করিয়া সকলেই পিপাসার শান্তি হইল। ইন্দারা-অভ্যন্তরে একটী প্রস্তরফলক রহিয়াছে, উহাতে হিন্দিতে কূপ-সংস্কারের সন ও তারিখ লিখিত রহিয়াছে।

তালবন (তারসী) হইতে কুমুদ-বনাভিমুখে দুই মাইল পশ্চিমে

তালবন হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে কুমুদবন বা কুদর বন। স্থানীয় লোকেরা ইঁহাকে 'কুদর বন'ই বলিয়া থাকেন। পরিক্রমা দলত্রয়কে দক্ষিণে রাখিয়া পাশ্বর্তী দিয়া তারসী হইতে পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। রাস্তা ভাল নহে। কোনওরূপে টাঙ্গা ও মোটর চলিতে পারে। পথি-মধ্যে 'রামপুর'-নামক এক গ্রাম পাওয়া গেল। পরিক্রমা পশ্চিম-দিক ছাড়িয়া কতকটা উত্তরাভিমুখে চলিল। শ্রীমৎ সাগর মহারাজ গান ধরিয়া নাচিতে নাচিতে চলিলেন। পরিক্রমা-যাত্রিগণের পথে কোন অসুবিধা না হয়, এজন্য শ্রীমদ্ বন মহারাজ ঘোড়ার উপর চড়িয়া অগ্রগামী পথ-সমূহ পর্য্যবেক্ষণ ও স্থানে-স্থানে সতর্ক করিতে লাগিলেন। তখন "গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে, যে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী-ভকত-সঙ্গে"—এই পদ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। 'পাশ্বর্তী' দিয়া পরিক্রমা চলিতে আরম্ভ করায় পরিক্রমা বহু সুদীর্ঘ হইয়া সুন্দর দৃশ্য প্রকাশিত করিল। স্থানে-স্থানে কূপ আছে, কিন্তু অধিকাংশ কূপের জলই লবণাক্ত। বর্ষার জল চলাচলের জন্য দুইটী খাত ও তদুপরি দুইটী সেতু পথি-মধ্যে পাওয়া গেল। মাইল-ষ্টোনও দুই হইল। প্রায় ২ মাইল বা ২॥ মাইল অতিক্রম করিয়া পরিক্রমা 'কুমুদ বনে' আসিয়া পৌঁছিল।

কুমুদশোভিত স্বচ্ছ সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি-লীলা করিয়াছিলেন, এজন্য এই স্থান "কুমুদবন" নামে কথিত হইয়াছে। পুরাণ-গ্রন্থে এইরূপ আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। এই স্থান 'রাস-শয্যা-বিহার-স্থান' বলিয়াও প্রসিদ্ধ। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর রাসশয়ন-রমণ-লীলা-প্রকট-কালে এই স্থান পদাঙ্করঞ্জিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত স্থান বা শ্রীগৌর-সুন্দরের কোন স্মৃতি-চিহ্নই এখানে নাই। ইহার বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য পৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌড়-পদাঙ্কিত বিস্তির বনসমূহে শ্রীচৈতন্য-চরণের অর্চ্চা অর্পিত হউন,—এরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে শিমলবৃক্ষের তলে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক আছে। তথায় বল্লভাচার্য্যের গাদি। গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের শিলা-সমূহ গিরিরাজের আকারে সজ্জিত এবং তাহার নিম্নে শ্বেতপ্রস্তরের গাভী প্রভৃতি রহিয়াছে। কেলিকদম্ব ও নিম্বতরু প্রাঙ্গণে ছায়া বিতরণ করিতেছে। সরোবরের দক্ষিণ-তীরে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক। ঐ সরোবরই এক-কালে কুমুদপূর্ণ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে একটীও কুমুদ নাই। এই সরোবর 'কৃষ্ণকুণ্ড' নামে খ্যাত। কুণ্ডের জল মদ্য নহে, সেওলা নাই। পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ সকলেই সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন। কেহ কেহ বা সেই জলে স্নানাদিও করিলেন। কৃষ্ণকুণ্ডের তীরে কদম্বতরু ও নিম্নতরু রহিয়াছে। প্রায় চতুর্দ্দিকেই বন। ঐ বৈঠকের মালিক শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী, শ্রীগোপাল-লালজী, ইঁহারা মথুরার ধনাঢ্য অধিবাসী। শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীই নাকি বর্ত্তমানে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের ধন-রাজ্য পরিচালনা করেন। স্থানের সেবায়েতগণ তাঁহাদের নাম জানাইলেন,—কৃষ্ণদাস মুখিয়া, গোকুলদাস, প্রেমরাজ।

শ্রীমথুরামণ্ডলের অধিকাংশ স্থানেই দেখা গিয়াছে, গৌড়ীয়গণের নিকট বল্লভ-সম্প্রদায়ের ঠাকুর-বাড়ীর ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম-ধাম বলিতে চাহেন না। তাঁহারা যেন মনে করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের কি ক্ষতি হইয়া যাইবে। কিন্তু কুদর-বনের সেবায়েত-সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় তাঁহাদের নাম-ধাম প্রদান করিলেন। গাদির প্রাচীরে একটী প্রস্তর-ফলক আছে, তাহাতে ১৯০৯ সম্বতে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, এরূপ ঘোষিত আছে। কুণ্ডের দক্ষিণভাগে একটী কূপ আছে।

কুদর-বন হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমাভিমুখে উঁচাগাঁও। বর্ষাণের উত্তরে আর একটী উঁচাগাঁও আছে। উহা নন্দিপুরের সংলগ্ন। কুমুদবনের অন্তর্গত উঁচাগাঁও ইহা হইতে পৃথক্। পরিক্রমা-সঙ্ঘ তথায় যান নাই। কেবল সেই স্থানের তথ্য-সংগ্রহের জন্য 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুরুগৌরাঙ্গ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় এবং তৎসঙ্গে শ্রীযুক্ত দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী ও মাষ্টার শ্রীযুক্ত অবন্তীকান্ত সান্যাল

গিয়াছিলেন। সেখানে হরিব্যাসী (নিম্বার্ক) সম্প্রদায়ের একটী ছোট ঠাকুরবাড়ী আছে। খড়ের চালা, মাটির দেওয়াল, জগমোহন ও বারেণ্ডা আছে। ছই বৎসর হইল ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। গত আষাঢ় মাসের অমাবস্যাতে ঠাকুর অন্য স্থান হইতে এখানে আসিয়াছেন। তথা-সংগ্রহকারিগণ যখন তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন মন্দির বন্ধ ছিল, পূজারী গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পরও পূজারীর আগমন দেখিয়া শ্রীযুক্ত দুর্গাবিমোচন প্রভু গ্রাম হইতে কিছু চাউল, ঘৃত ও লবণ ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং তাহা সংগ্রহ করিয়া অন্ন পাক করিলেন। ভগবান্‌কে ভোগ প্রদান করিয়া কেবল লবণ-সহযোগে তিনজনই প্রসাদ পাইলেন। গ্রামের কূপের জল লবণাক্ত ও কীট-পরিপূর্ণ। উক্ত ঠাকুর-বাড়ীর সংলগ্ন পুষ্করিণীর জল অব্যবহার্য্য। অনেক অনুসন্ধান করিয়া গ্রামের একটী কূপ হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল জল সংগৃহীত হইল। প্রায় ৪ ঘণ্টার পর পূজারী ফিরিয়া আসিলেন। মন্দিরের ঠাকুরের নাম—বিহারীজী। ব্রজের যে স্থানে রামানন্দী সম্প্রদায়ের এইরূপ "বিহারীজী" বিগ্রহের নাম শুনা যায়। পূজারীর নাম—রাধাচরণ দাস, গুরুর নাম—রঘুদাস। মহেশপুর সিক্রীর ছয়-ক্রোশে পূজারীর শুরুপাট। উচাগাঁওএ কোন বৈষ্ণবাচার্য্যই আসেন না শুনা গেল। গ্রামটী অতি ক্ষুদ্র; মাত্র ৭০ ঘর লোকের বাস। বাজার নাই। মথুরা হইতে গ্রামের লোক বাজার করে। বিহারীজীর মন্দিরের সম্মুখে একটি বিস্তৃত মাঠ, ঐ মাঠ পার হইয়া বেশ সুন্দর কাঁচা প্রস্তর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে; রাস্তার দুই দিকে বৃক্ষশ্রেণী ও লালরঙের মাইলষ্টোন আছে। তাহাতে মথুরা সে-স্থান হইতে ৭ মাইল লেখা রহিয়াছে। তথা-সংগ্রহকারী বেলা ১০॥ টার সময় সেখানে পৌঁছিয়াছিলেন এবং অপরাহ্ণ ৩। ঘটিকার সময় তথা হইতে রওয়ানা হইলেন। বহু পূর্ব্বে পরিক্রমা কুসুবন হইতে মধুবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে জানিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন ব্যক্তি মথুরার রাস্তা ধরিয়া মধুবনের দিকে চলিলেন। মথুরার রাস্তায় খানিক চলিয়া তাহা বামে ছাড়িয়া 'ওস্পার' গ্রাম পাইলেন। ওস্পার (Usphar) গ্রাম উচাগাঁও হইতে এক মাইলেরও কম হইবে। ওস্পার গ্রামের জল লবণাক্ত, ভাল কূপ নাই। একটী রামানন্দী সম্প্রদায়ের ঠাকুর-বাড়ী বা বিহারীজীর মন্দির আছে, সেখানে বনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও মহাবীর আছেন। ওস্পার গ্রামের পর মুকুন্দপুর গ্রাম, তৎপরে সেখান হইতে প্রায় ২। মাইল মহোলি। অর্থাৎ ওস্পার গ্রাম হইয়া উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিলে পুনরায় মধুবনে আসা যায়। মুকুন্দপুর হইতে পরিক্রমার তাঁবু নাবি ও মহোলি-গ্রাম বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। মধুবনে পৌঁছিতে পৌঁছিতে সূর্য্য প্রায় অস্তগমনোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল।

মধুবন হইতে যাত্রা-পূর্ব্বক তালবন ও কুমুদবন প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় মধুবন বা মহোলিতে আসিতে ন্যূনাধিক ৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হয়।

আগামী কল্য ২৭শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার প্রত্যূষেই বহুলাবন রওয়ানা হইতে হইবে বলিয়া যাত্রিগণ মহাপ্রসাদাদি সম্মানের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সায়ংকালে মধুবন পরিক্রমা করিলেন।

মধুবনের কৃষ্ণকূপের উত্তর-দিকে দাউজী বা শ্রীবলদেবের মন্দির; শ্রীবলদেবের দক্ষিণ হস্তে এবং বাম হস্তে মধুপান-পাত্র। শ্রীশেষমূর্ত্তি বলদেবের পদদেশ হইতে পৃষ্ঠদেশ হইয়া মস্তকে ছত্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। পূজারীর নাম—মধুসূদন দাস, গৃহস্থ; ইনি মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের বলিয়া পরিচয় দিলেন; তিলক—গৌড়ীয়, "মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ে"র দ্বারা ইঁহারা বোধ হয় মাধ্বগৌড়ীয়ই লক্ষ্য করেন। মধুসূদনের গুরু বর্ত্তমানে জীবিত নাই। তাঁহার নাম ছিল—মথুরানাথ ব্রহ্মচারী। তিনিও মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়েরই ছিলেন। তিনি ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তিনি নাকি আজীবন ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। মধুসূদন ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ।

দাউজীর মন্দিরে যমুনাহরি নামক একজন গৌতম ব্রাহ্মণের সহিত দেখা হইল। সেই ব্যক্তি কথকতা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন: তিনি বলিলেন,—সেই অর্থ হইতে কিছু দাউজীর মন্দিরের সেবার ব্যয় করেন, অবশিষ্ট অধিকাংশ নিজের পরিবার-পালনে ব্যয় করিয়া থাকেন। যমুনা-হরির পিতা মদনমোহন পূর্ব্বোক্ত মথুরানাথ ব্রহ্মচারীর নিকট বেদ পড়িয়াছিলেন এবং কাশীতে ১৮ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

যমুনাহরি বলিলেন,—মহোলী লালাবাবুর জমিদারী।

তাঁহাদের লোক যেখানে কোন ধর্মশালা তৈয়ার করিতে দেন না। এমন কি, পুষ্করিণী বা কূপাদি খনন করিতেও আপত্তি করেন। গোবর্দ্ধন-কুণ্ডের শ্রীমনোহরদাস যমুনা-হরির দীক্ষা-গুরু; অথচ যমুনাহরি বলিলেন যে, তিনি ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং পঞ্চোপাসকের মতবাদের কার্য্যও করিয়া থাকেন। আমরা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের আচার-প্রচারে ভাগবত-ব্যবসায় এবং পঞ্চোপাসকের আচরিত কামনা ও নির্ব্বিশেষবাদ মূলে স্বতন্ত্রভাবে দেবতা-পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যমুনাহরিকে শাস্ত্র-যুক্তির দ্বারা এই সকল বিষয় দেখাইলে তিনি ইহা মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়গণের সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিলেন,—যজমান রক্ষার জন্য চণ্ডীপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি বাধ্য হইয়া করিতে হয়। আমরা বলিলাম, আপনার গুরুদেবের এই সম্বন্ধে আপনার প্রতি আদেশ কি? যমুনা-হরি বলিলেন,—তাঁহার গুরু শ্রীমনোহরদাস বলেন,—"তুমি গৃহস্থ, যাহা তোমার ইচ্ছা, তাহা করিতে পার। আমি ত্যাগী, আমার কথা স্বতন্ত্র।" যমুনাবিহারী তাঁহার কার্য্যের সঙ্গত ও আদর্শ-স্বরূপ বঙ্গদেশের ভাগবত-ব্যবসায়ী পাঠক প্রাণ-গোপাল গোস্বামীর কথা বলিলেন। আমাদিগকে বলিলেন যে, যখন আপনাদের বঙ্গদেশের গোস্বামিগণ ভাগবত-ব্যবসায় ও পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন, তখন আমরা কেন তাহা করিব না? বঙ্গদেশের লোক চতুর বলিয়া যে, কোনও উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেন, আর আমরা পশ্চিম দেশের লোক 'মূঢ়' বলিয়া কি বঞ্চিত হইব? আমরা এই সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রযুক্তিমূলে অনেক কথাই আলোচনা করিলাম। আমাদের সঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিকুমুদ শ্রৌতী মহারাজ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যাপঞ্চানন প্রভৃতি ছিলেন। তাঁহারাও উহাকে অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই একই যুক্তি,—বঙ্গদেশ ও দশজন লোকে যখন এই কার্য্য করেন, তখন তিনিও সেই প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

যমুনাহরি আরও জানাইলেন যে, "বাঙ্গালী যাত্রিগণ যখন মধুবনে আসেন, তখন তাঁহাদের যাত্রার মধ্যে কোন সুশৃঙ্খলা থাকে না, তাঁহাদের তাঁবু থাকে না বা অন্য কোন-রূপ সুবন্দোবস্তও থাকে না। আপনাদের পরিক্রমায় যেরূপ সুশৃঙ্খলা দেখিলাম, আমরা পূর্ব্বে এরূপ আর কখনও দেখি নাই। একবার কলযাত্রার সময় বৃষ্টি হইতে থাকিলে বাঙ্গালী যাত্রিগণ অধিক রাত্রে বোধ করিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন-পূর্ব্বক এই বলদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের মধ্যেই কতকগুলি লোক পরস্পরের জিনিষপত্র চুরি করে। মন্তকার রাত্রিতে স্ত্রীলোকদেরও অনেক অলঙ্কারাদি জিনিষপত্র চুরি যায়। তাহারা আমাদিগকে মারে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমরা রক্ষা পাই।"

এখানে যে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক ও তন্মধ্যে যে ধর্ম্মশালা আছে, সেখানে তাঁহারা তৎসম্প্রদায়ের যাত্রী-ব্যতীত অন্য লোকদিগকে থাকিতে দেন না। তাঁহাদের সেবা-পূজা ও ধর্ম্মশালা প্রভৃতি ভাটিয়া লোকদিগের টাকায় পরিপুষ্ট। শুনা গেল, বল্লভ-সম্প্রদায়েরও নাকি মধুবনে নিজেদের কোন যায়গা জমি নাই। তাঁহারা লালাবাবুকে বিঘা প্রতি ৩।৪টাকা খাজনা দিয়া জমি চাষ করেন।

দ্বাদশবনের মধ্যে মধুবনই প্রথম বন। মধুবনে মধুদৈত্যের বাসস্থান ছিল। তাহারই নামানুসারে "মধুবন" নাম হইয়াছে। মধুবনে ভগবান্ শ্রীহরি মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীবলদেব মধুপান-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মধোর্বনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী।
মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্ত্তিনা॥
(স্কান্দে বৈষ্ণব-খণ্ডে মথুরা-মাহাত্ম্য ২৩শ অধ্যায়)

মধুদৈত্যবধ এথা কৈলা ভগবান্।
এই হেতু মধুবন মথুরা আখ্যান॥
(ভক্তিরত্নাকর)

মধুকুণ্ড একটী বৃহৎ পুষ্করিণী। ইহার তিন পার বাঁধান, আর একপারের পাকাবাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পরে তৎসংলগ্ন একটী পুকুর। মধুকুণ্ডের পশ্চিমতীরে পাকাঘাট ছাড়াইয়া পূর্ব্বাভিমুখী মধুবন-বিহারীর মন্দির। উহাতে মন্দিরের সঙ্গের একটী বিল্বতরু আছে। মন্দিরের চূড়া নাই—সাধারণ গৃহের আকার। জগমোহন মাটীর। কুণ্ডের পশ্চিমতীরে শিব-মন্দির। দক্ষিণতীরে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক। যমুনাজী ঠাকুর ও বল্লভাচার্য্যের গদী আছে। সেখানে একটী স্ত্রীলোক সেবায়েত আছেন, তাঁহার নাম—ব্রজবাই। এতদ্ব্যতীত ২।১টী পুরুষ পুরুষ ও স্ত্রীলোকও দেখা গেল। ইহারা গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা-আন্দোলন এবং অস্পৃশ্য-জাতিকে

মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়ার বিরোধী বলিয়া মনে হইল। কারণ, তাহারা অযাচিত-ভাবে বলিলেন যে, গান্ধীজী যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকটীর মুখেও এই প্রকার কথা শুনিতে পাওয়া গেল।

মধুবনবিহারীর মন্দিরে পূজারীরা চারিভাই পালাক্রমে পূজা করেন। তাঁহারা সকলেই গৃহস্থ এবং মন্দিরের সংলগ্নই তাঁহাদের গৃহ। ঠাকুরের পূজায় কোনও সৌষ্ঠব নাই। পূজারীর গলদেশে তুলসীমালিকা প্রভৃতি কিছুই দেখা গেল না। ইঁহারা সারাদিন চাষবাস-কার্য্যেই নিযুক্ত থাকেন। পূজারিগণের নাম—শিরিবর, মধুরা, বৃদ্ধা ও মহাদেবী. (ইঁহার স্বামী মৃত)। শিরিবরের পুত্র এই সকল সংবাদ আমাদিগকে দিলেন। মন্দিরে মধুবন-বিহারী বিষ্ণুমূর্ত্তি রহিয়াছেন, তাঁহার ডানহাতে পদ্ম এবং বামহাতে খড়্গ—যাহা দ্বারা তিনি মধুদৈত্য বধ করিয়াছিলেন। মহোলীর কিছু দূরে একটী গোফা; সেখানে নাকি মধুদৈত্য বাস করিত এবং উহাই মধু-দৈত্যের বধস্থান। সেখানে বহির আছে; উহা পাণ্ডব-কৃত বলিয়া লোকের মুখে শুনা যায়। মধুবন-বিহারীর নিকট শ্রীমতী নাই। সিন্ধিয়া-মহারাজ এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কাটায়ী-মহারাজের এক ছোট মন্দির ছিল। ঠাকুরের সেবাপূজার জন্য বর্ত্তমানে মাত্র ৩৭বিঘা জমি আছে। সিন্ধিয়ার মহারাজ মধুবনবিহারীর সেবার জন্য ৬০বিঘা জমি দিয়াছিলেন। পূজারীগণ সকলেই সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ। সকালে মাখন, মিশ্রী, বালভোগ; দ্বিপ্রহরে রুটি, ডাল, শাক প্রভৃতি রাজভোগ এবং রাত্রে কেবলমাত্র দুধ শয়নভোগ লাগিয়া থাকে।

মহোলী গ্রামে প্রায় পাঁচঘরের লোক আছে। এখানে 'ঠাকুর' বা 'ছত্রী' জাতি লোকেরই সংখ্যা বেশী। মহোলীতে একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুলও আছে। চৌধেলাল সিং ও চৌবেসিংহ—এই দুইজন পণ্ডিত। ইঁহাদের সহিত আমাদের বলদেবজীর মন্দিরে আলাপ হইয়াছিল। ভাগবত-ব্যবসায় যে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, এই বিষয়ে ইঁহারা আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

রাত্রে মধুবনে শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজ শ্রীমধুবন-মাহাত্ম্য ও বিবরণ-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীবিশ্বম্ভরজী সংকীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তাঁবুর নিকট কতিপয় ভক্ত বসিয়া প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিতেছিলেন। সকলেই ভগবৎপ্রসাদাদি সম্মান করিয়া বিশ্রামার্থ স্ব-স্ব শিবিরের মধ্যে গমন করিলেন। তবে যাঁহাদের উপর রাত্রিতে পাহারা দিবার ভার ছিল, তাঁহারা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সেবা-তালিকা-অনুসারে স্ব-স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে এবং মৌখিক বিবরণে পরিক্রমার যাত্রিদিগের নানা উদ্বেগের সহিত রাত্রিযাপনের কথা শুনা গিয়াছিল। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ব্রজ-পরিক্রমার কর্ত্তৃপক্ষগণের সুব্যবস্থায় সকলে নিরুদ্বেগে ও অতি সুখে বিশ্রাম লাভ করিয়া পরদিবসের পরিক্রমার জন্য শেষরাত্রে চারি ঘটিকার সময় ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ-পূর্ব্বক জাগরিত হইয়াছিলেন। মঙ্গলারাত্রিকের বাদ্যে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে আরাত্রিক-দর্শনার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিবিরের সম্মুখে গমন ও কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন এবং তৎপরে স্ব-স্ব দ্রব্যাদি বাঁধিয়া লগেজ-অফিসে জমা করিয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ৫ম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

চয়ন

[২রা জুন ১৯৩৩ তারিখের "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্" হইতে উদ্ধৃত]

Introduced to London by Oriental'st

London. June 7.

Sir Denison Ross, Director of the School of Oriental studies, London, and Lady Ross were "at Home" this evening in order to introduce to London, Swami Bhakti Hriday Bon, who has come from Calcutta to explain to the British public the principles of Gaudiya Vaishnavas.

Reuter

কৃষ্ণনগর ও গোদ্রুমে বিরহোৎসব

আগামী কল্য ৪ঠা আষাঢ় রবিবার হইতে ৮ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত গোদ্রুম-স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শুদ্ধভক্তি-পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ, নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে অদ্য ওরা ও আগামী কল্য ৪ঠা আষাঢ় শনি ও রবিবার কৃষ্ণনগর টাউন-হলে অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকায় "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর" সম্বন্ধে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের বক্তৃতা হইবে। প্রথম দিবস কৃষ্ণনগরের ম্যাজিসলেস সব্‌জজ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিপতিনাথ মিত্র বি, এল ও দ্বিতীয় দিবস অবসর-প্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক উৎসব

গত ২৪শে বৈশাখ, ৮ই জুন বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের (শ্রীশ্রীল রাধাবল্লভমনোহর ও শ্রীমাধাপুরচন্দ্রের) শ্রীস্নানযাত্রা হইতে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ এবং আচার্য্য শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহোদয়-প্রমুখ ভক্তগণ গৌরবিহিত কীর্ত্তনমণ্ডলী রচনা করিয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীক্ষেত্র-পরিক্রমা এবং শ্রীস্নান-যাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রত্যহই পাঠ, ব্যাখ্যা এবং বিশেষ বিশেষ দিনে ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাকথা কীর্ত্তিত হইতেছে।

আগামী ৮ই আষাঢ়, ২২শে জুন বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে প্রতি বৎসরের ন্যায় নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঊনবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। ১১ই আষাঢ়, ২৭শে জুন রবিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার পরদিবস পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব চলিবে। অনবসর-সময়ে ব্রহ্মগিরি আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরাবির্ভাবে মহামহোৎসব হইবে। প্রত্যহই শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে। এই উৎসবে সকলে যোগদান করুন।

লণ্ডনের তার

London, 8th June, 1933.

Sir Samuel Hoare warmly talked long today with the preacher of Gaudiya Math. Promised every support for religious revival. Introducing to various associations. Yesterday's reception by Sir Denison Ross and Lady Ross most encouragingly successful Four ex-Governors of India were present in the meeting and heard about Sree Krishna Chaitanya and the Mission of Gaudiya Math.

তাৎপর্য্য

লণ্ডন, ৮ই জুন, ১৯৩০

ভারতসচিব স্যর স্যামুয়েল হোর, লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের সহিত বিশেষ আন্তরিকতাবে দীর্ঘ-আলাপ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং লণ্ডনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রচারকগণকে পরিচয় করাইয়া দিতেছেন। তত্র ডেনিসন্ রস্ ও লেডি রসের সভাপতিত্বে গত কল্য যে একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা বিশেষ উৎসাহজনকরূপে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব চারিজন মহামান্য শাসনকর্ত্তা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ

(বিমান-ডাকে প্রাপ্ত)

১৫ই জুন (১৯৩০) লণ্ডন "Society for promoting the study of religion" নামক সমিতির হলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের যে একটী বক্তৃতা হইবার কথা আছে, তাহাতে মহামান্য মারকুইস্ অব্ কেট্‌ল্যাণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। মারকুইস্ অব্ কেট্‌ল্যাণ্ড লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকের নিকট "ত্রিদণ্ডী" ও "গৌড়ীয়" শব্দের বিশদ তাৎপর্য্য এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের জীবনী ও উপদেশ-সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিয়া দুই ঘণ্টাকাল ঐ সকল বিষয়ের উত্তর শ্রবণ-পূর্ব্বক বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকের নিকট ঐ সকল কথা আরও বিশদভাবে শুনিবার বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন।

গত ২৭শে মে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আণ্ডার গ্রেজুয়েট ছাত্রগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটী সভায় আহূত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক Mrs. Hugh Harper M. A. লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারককে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া যান এবং সভাপতি ও শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট "distinguished guest" বলিয়া পরিচয় করাইয়া দেন। সমবেত ব্যক্তিগণের আগ্রহাতিশয্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে উক্ত সভায় একটী নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার অন্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণ করিবার জন্য তিনটী বিভিন্ন স্থান হইতে আহ্বান ও বিশেষ অনুরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু স্বামীজি মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই কতিপয় স্থানে বক্তৃতা ও ধর্ম্ম-আলোচনায় আবদ্ধ থাকায় তৎকালে সেই আহ্বান গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

গত ৩১শে মে (১৯৩০) Joint Select Committeeর প্রেসিডেন্ট মহামান্য মারকুইস্ অব্ লোথিয়ানের সহিত শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ পূর্ণ এক ঘণ্টাকাল ভারতীয় দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব ও নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। মহামান্য লোথিয়ান্ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারককে বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অভিমত, গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম শঙ্করের মায়াবাদ স্বীকার করেন কি না, ভারতীয় কোন জনসেবা এবং ভারতে প্রচলিত কল্পিত-অবতার-বাদী, চিচ্ছড়-সমন্বয়বাদী ও কর্ম্মবাদি-জনগণের সহিত গৌড়ীয়-মঠের তফাৎ কোথায় প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। স্বামীজি মহারাজ এই প্রশ্নের অতীব সরল, সুন্দর ও নিরপেক্ষ উত্তর প্রদান করিলে Joint Select Committeeর মহামান্য সভাপতি মহোদয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। এই সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ 'গৌড়ীয়'-পত্রে প্রকাশিত হইবে। মহামান্য Lord Lothianএর উৎসাহে House of Commonsএ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-গণের কয়েকটী বক্তৃতা হইবার সম্ভাবনা আছে।

ভারতসচিব মহামান্য স্যর স্যামুয়েল হোরের ইচ্ছায় পার্লামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী কর্ণেল ইতিস্ মিঃ আর্, এ বাট্‌লার লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারককে কেণ্টারবারির মহামান্য প্রধান ধর্ম্মযাজক (Archbishop of Canterbury) মহোদয়ের সহিত পরিচয় করিয়া দেন। তাঁহার সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

মহামান্য লর্ড কেট্‌ল্যাণ্ড, স্যার হ্যারল্ড জেক্‌সন্ এবং মিঃ আর্, এ বাট্‌লার শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদ ও অধ্যাপক আচার্য্য মহা-মহোপদেশক শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক ইংরেজী গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ-সম্বন্ধে আলোচনা পরে প্রকাশিত হইবে।

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১০ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৭০; ২৪শে জুন ১৯৬৩ | ৪৫শ সংখ্যা

বোম্বাইয়ে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(২)

১লা বৈশাখ (১৪৭০), ১৫ই মে (১৯৬৩) সোমবার অপরাহ্ণ প্রায় ৭ঃ ঘটিকার সময় মিঃ এফ, টি চিন্তিনিয়ার নামক পার্শি-ভদ্রলোকটী পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট উপদেশ-গ্রহণার্থ আগমন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ ভদ্রলোককে উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত বহু ব্যক্তির সমক্ষে যে-সকল কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—আপনি বোধ হয় শ্রীমদ্-ভাগবতের নাম শ্রবণ করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা। ভারতীয় যে ষড়্দর্শনের কথা প্রসিদ্ধ আছে, বেদান্ত-দর্শন তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং চরম মীমাংসা। যিনি এই সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তিনি উহার ভাষ্যগ্রন্থ শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করিয়া বেদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বেদান্তের ভাষ্য লিখিয়াছেন এবং তাহাই হিন্দু-সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর উপর বা পৃথিবীর অনেকের হৃদয়েই ন্যূনাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ভাষ্য ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা-পরিপূর্ণ। তাঁহার পরবর্ত্তিকালে চারিজন আচার্য্য আস্তিকতা বা পরাৎপরতত্ত্বের সবিশেষ-বিচার প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী বা তৎপূর্ব্ব হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সকল আচার্য্যের অভ্যুদয়-কাল। ইঁহারা সকলেই দক্ষিণ-দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতে আস্তিক্য-বিচার-স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে। এই চিন্তা-ধারার মূলে স্বতঃ-সিদ্ধ শব্দ-প্রমাণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস বেদমন্ত্রের ন্যায় অবস্থিত আছে। এই শব্দ-প্রমাণই 'শ্রুতি' বা 'বেদ' নামে পরিচিত।

খৃষ্টের অভ্যুদয়ের বহু শতাব্দী পূর্বে কেহ কেহ এই মেকদণ্ড ভয় অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ শব্দ-প্রমাণের নিরঙ্কুশ প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে সন্দেহবাদ উপস্থিত করেন এবং ইহাকেই তাঁহারা বিচার-যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিতে চাহেন। তাহারও কাহারও মতে এই যুগেই ভারতীয় ষড়্‌দর্শন ভাস্করালোক দর্শন করিয়াছিল। গ্রীকগণের সংঘর্ষে, সিথিয়ান এবং অন্যান্য অনার্য্য আদিম অধিবাসিগণের আগমনে শ্রুতিমূলে আস্তিকতার চিন্তা-ধারা নানাভাবে সন্দেহবাদের জটিলতায় আক্রান্ত হইয়াছিল। জাতি ও কৃষ্টিসম্বন্ধে নানা প্রকার সংমিশ্রণ উপস্থিত হইয়াছিল। বিভিন্ন বিবদমান মতবাদ-সমূহের অভ্যুদয়ের দ্বারা বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিবাদ-মহীরুহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। বেলান্তদর্শন তাহার মীমাংসা করিলেও আচার্য্য শঙ্কর ভারতীয় বহু ব্যক্তির উপর তাঁহার মনীষা ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালিক আপেক্ষিক মঙ্গলের কারণ হইলেও জগতে প্রচ্ছন্ন-বেদ-বিরুদ্ধ-মতবাদ-বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। ইহা ভগবদিচ্ছায়ই সঙ্ঘটিত হয়। আচার্য্য শঙ্কর কেবল আজ্ঞা-গ্রাহকমাত্র ছিলেন। পরবর্ত্ত আচার্য্যগণ এই প্রচ্ছন্ন-বেদ-বিরুদ্ধ-মতবাদের জন্যই নানা-প্রকার অভিধান আমদানি করিয়াছিলেন। নবম হইতে ষোড়শ-শতাব্দী-মধ্যে মুসলমানগণ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। এ সময়ও শ্রুতির বিচার নানাভাবে সন্দেহ-বাদের প্রহেলিকায় অবগুণ্ঠনে আত্মমর্য্যাদা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। এই সময় আস্তিকতা এবং শ্রুতির প্রামাণ্য বিশেষভাবে প্রচার হইবার প্রয়োজনীয়তা হইয়া পড়িয়াছিল। আচার্য্যগণ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সকল আচার্য্য যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়া সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারেন নাই, তাহারই পূর্ণ-অভিব্যক্তি সাধন করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—যিনি বঙ্গদেশে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার উত্তরভাগে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে আবির্ভূত হন। তিনি জগতে যাহা দান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব ও অভিনব; এত বড় দান জগতে আর কেহ কখনও প্রদান করেন নাই। যাবতীয় দার্শনিক মতবাদ ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মত—যাহা তৎকালে এবং অনাদি কাল হইতে প্রচলিত ছিল বা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইতে পারে, সেই সমস্ত মতের মূলতত্ত্বগুলির আনুপূর্ব্বিক সমালোচনা এবং তুলনা-মূলক বিচার প্রদর্শন করিয়া তিনি অনুভব-সত্যের বাণী জগতে জানাইয়াছেন। একমাত্র তাঁহার বাণীর মর্ম্মোদ্ঘাটনে যাবতীয় সংঘর্ষের ও সমস্যার সমাধান এবং প্রকৃত সংঘের রাজকীয় পথ সুশীলসমাজ লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন মতবাদিগণের বিবদমান মতের অতি সুন্দর সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। সমন্বয় করিতে গিয়া তিনি বিভিন্ন মতবাদের তোষামোদকারী হন নাই, কিম্বা "সবই সমান"—এইরূপ মৌখাসিক-মেওয়া-মত প্রচার করিয়া লোক-প্রিয়তা-প্রাপ্তির আশায় লোককে বাস্তব অনুভবের সত্য হইতে বঞ্চিত করিবার আদর্শও সেখানে নাই। যে-সকল মতবাদ মানবজাতির মনে নানা প্রশ্নের ধাঁ ধাঁ উপস্থিত করিয়াছে, তিনি সেই সকল ধাঁ ধাঁগুলি অতি সুন্দররূপে ভঞ্জন করিয়া পরম সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মুখে পরম সত্যের-প্রচারক বলিয়া তিনি মানবজাতিকে সত্য হইতে ভ্রষ্ট করেন নাই; কেননা, ইহা একমাত্র তাঁহার দ্বারাই সাধিত হইতে পারে—যিনি স্বয়ং সত্য-স্বরূপ। মানবজাতিকে পরপারে যাইতে প্রস্তুত হইবার জন্য তিনি যেরূপ মীমাংসা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অদ্বিতীয়।

মিঃ ইঞ্জিনিয়ার—তিনি কি পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন?

প্রভুপাদ—বাস্তব-সত্য—সর্ব্বত্র। সর্ব্বত্র স্বরাট্ বস্তুকে সকল সুধী ব্যক্তিই সেবা করিবার জন্য স্বভাবতঃ উন্মুখ হন। যাঁহারা তাহাতে বিমুখতা প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই এই ভগবৎ কারাগারস্বরূপ জগতে সুখ-দুঃখের ভোগ-ভোগের জন্য নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন। করুণাময় বাস্তব-সত্য পতিত ব্যক্তিগণকে উদ্ধারের জন্য তাহাদের বিকৃত চিন্তা-ধারা পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য তাঁহার মহামুক্ত প্রতিনিধিবর্গকে এই জগতে পাঠাইয়া থাকেন।

মিঃ ইঞ্জিনিয়ার—ব্যক্তিগতভাবে আমি সাধারণ শিক্ষার প্রতি আস্থাসম্পন্ন। শিক্ষা-দ্বারা যুবক-সম্প্রদায়ের মানসিক উন্নতি, চরিত্র-গঠন এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জিত হইতে পারে। যদিও ইহা গৌণ প্রণালী, তথাপি ইহা বিশেষ কার্য্যকরী প্রণালী বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

প্রভুপাদ—আমাদের প্রচারের অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ দুইটী দিক্ আছে। বহিরঙ্গ দিক্ বহু দ্বারা গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু অন্তরঙ্গ বিচার বুঝিতে সুবুদ্ধির দরকার, আর

তাহা বহু লোকের বোধগম্য হয় না। বাস্তব-সত্যের শিক্ষা-ব্যতীত অন্যান্য আধ্যাত্মিক শিক্ষায় অভিপ্রেত মঙ্গল হয় না। আমাদের প্রচারে সেই বাস্তব-সত্যের শিক্ষা-ব্যতীত অন্য কিছু নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার শিক্ষায় যে শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন, মানবজাতির তাহাই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, জগতের লোক তাহা জানেন না। সেই অজানা কথা লোককে জানান দরকার। জানা কথা লোককে জানাইলে তদ্দ্বারা ইতরজগতের সুখ-সুবিধা হইতে পারে, যাহা পরিণামে আমাদিগকে বিষাদঘাতকতা ও বঞ্চনা করিবে। এ জগতের যে শিক্ষা এক জনের পক্ষে ফলপ্রদ, অপর জনের পক্ষে তাহাই অফলপ্রদ। এখানে এক জনের পক্ষে যাহা খাদ্য, অপরের পক্ষে তাহাই বিষ। কিন্তু বাস্তব-সত্যের শিক্ষা তাহা নহে। তাহা সকলকেই নিত্য অমৃত-ফল প্রদান করে। শ্রীচৈতন্যদেব সেই শিক্ষার কথা প্রচার করিয়াছিলেন; তাঁহারই অত্যন্ত অযোগ্য সেবকানুসেবক-সূত্রে আমরা সেই শিক্ষার ফিরিওয়ালা।

মিঃ ইঞ্জিনিয়ার—বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই একটী চীৎকার শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, স্কুলে হউক বা কলেজে হউক, কোথায়ও কোন ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। হিন্দু-ধর্ম্মই হউক, মুসলমান-ধর্ম্মই হউক, পার্শি-ধর্ম্মই হউক, যে কোন ধর্ম্মের শিক্ষা দিতে গেলে নানা প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইবে, সুতরাং পরমেশ্বরের আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই ভাল।

প্রভুপাদ—যাহা সাধারণ লোক সঙ্গত বলিয়া বিচার করিতেছেন, আমরা তাহা সমর্থন করিতে বাধ্য নহি। লোকের মন রাখিতে গিয়া পরমেশ্বরকে বিসর্জ্জন করিবার যে মনোভাব বর্ত্তমান জগতের সাধারণ ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য লোকদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া উচিত। কেবল স্কুল-কলেজে নহে, ধর্ম্ম-মন্দিরেও লোকের মনরক্ষা করিবার প্রবৃত্তিমূলে এইরূপ মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরকে পরমেশ্বর বলিলে যখন তাহা লোকের বিবেচনায় সাম্প্রদায়িকতা হইয়া পড়ে, তখন ঐরূপ সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া সকলের মতেই "হাঁ জি, হাঁ জি" করিয়া যাওয়া উচিত, তাহা হইলেই লোক আর অসন্তুষ্ট হইবে না, সকলেই খুসী থাকিবে। কিন্তু সকলকে এরূপ খুসী করিতে গেলে পরমেশ্বর কচু-পোড়া পাইয়া যান। যে মানব-জাতির পরমেশ্বরের জন্য একান্ত বাস্তব প্রয়োজন নাই, তাঁহারাই ঐ সকল মতের মূল-বর্দ্ধনকারী। আমরা আশা করিতে পারি না যে, সকলেই ডি, লি, এল, এল, আর, এস্ হইবার পর সত্যের কথা শুনিবেন। এমনও দেখা গিয়াছে,—যাঁহাদের প্রাথমিক শিক্ষাটুকু পর্য্যন্ত নাই, তাঁহারাও বাস্তব-সত্যের শিক্ষায় বিশেষ প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন। সাধারণ লোক সত্য-বিচারে অত্যন্ত অসহিষ্ণু। তাঁহারা প্রচলিত ধারণায় অতি শীঘ্র দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া পড়েন। কিন্তু দিব্যজ্ঞানের শিক্ষা ঐরূপ অসহিষ্ণুতা-দ্বারা লভ্য নহে।

মিঃ ইঞ্জিনিয়ার—বোম্বাই-প্রদেশে আপনি কিরূপভাবে শিক্ষা বিস্তার করিতে চান, তাহার কোন পরিকল্পনা করিয়াছেন কি?

প্রভুপাদ—এখানে ইহা কিরূপভাবে কার্য্যকরী হইবে, তদ্বিষয়ে আমরা চিন্তা করিতেছি। আমরা ভগবদ্‌বিশ্বাসী। ভগবদ্‌বস্তু—পুরুষোত্তম-তত্ত্ব। তাঁহার বাস্তব ব্যক্তিত্ব আছে। যদি সেই অধিতীয় মহান্ ব্যক্তিত্বের নিকট হইতে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণ সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা লাভবান্ হইতে পারেন। সেই সবিশেষ পরমেশ্বরের সেবা-শিক্ষা সর্ব্বত্র বিস্তার করিতে হইবে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের আদেশ। যেহেতু এই জিনিষটী জগতের লোকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন, জগতের লোক এই শিক্ষার কথা জানেন না, সুতরাং সকল লোককে ইহা জানাইবার জন্য, সকল লোককে সুবিধা-প্রদানের জন্য আমাদিগকে ফিরিওয়ালার মত ঐ সকল শিক্ষার বাণী লইয়া দ্বারে-দ্বারে ঘুরিতে হইবে। তাহাতে আমরা হয় ত' এমন লোকের সাক্ষাৎ পাইতে পারি, যাঁহারা এই বাস্তব উপকারের শিক্ষা-গ্রহণে উন্মুখ হইতে পারেন।

মিঃ ইঞ্জিনিয়ার—আমি বিবেচনা করি, অনেক লোকই বাস্তব-সত্যের জন্য অনুসন্ধিৎসু হইয়া আছেন, কিন্তু নাগরিক জীবন তাঁহাদিগকে বাধ্য করিয়া অর্দ্ধ সত্য, এক চতুর্থাংশ সত্য, কোথায়ও বা বিকৃত সত্যের প্রতি প্রধাবিত করিতেছে।

প্রভুপাদ—জগতের "অজ্ঞানতঃ" লোকের বাস্তব সত্যের প্রতি স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা উদিত হইতে পারে না, যে-

পর্য্যন্ত-না তাঁহারা শতকরা একশত পরিমাণ বাস্তব-সত্যের অনুশীলনকারীর নিকট সত্যের বাণী শ্রবণ না করেন। নাগরিক জীবনে এবং গ্রাম্য জীবনে অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণকে শিক্ষিত করিবার জন্য আমরা ভারতের রাজধানী দিল্লীর অনতিদূরে কুরুক্ষেত্রে, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরে, বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতায় এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকায় পারমার্থিক-প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়াছিলাম।

মিঃ ইজিনিয়ার—আমিও ভাবিতেছিলাম যে, যদি নাগরিক প্রদর্শনীর ন্যায় পারমার্থিক-প্রদর্শনী উন্মোচন করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে অতি সহজে লোকদিগকে পরমার্থ-শিক্ষায় উন্মুখ করা যাইত। আপনি এই কার্য্যটী বাস্তবতার মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন জানিয়া আমি বিশেষ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। আপনি কি কৃপা-পূর্ব্বক বোম্বাই-নগরীতে এইরূপ একটী প্রদর্শনী উন্মোচন করিবেন না?

প্রভুপাদ—হাঁ, আমার ইচ্ছা আছে যে, বোম্বাই-নগরীতে এইরূপ একটী পারমার্থিক-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হউক।

মিঃ ইজিনিয়ার—বর্ত্তমান যুগের তরুণ-সম্প্রদায় কিরূপভাবে সময় নষ্ট করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমার হৃদয়ে বড়ই দুঃখ হয়। পরমার্থ-শিক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তাই তাহারা অনুভব করে না এবং তাহাদের নিকট ভগবদ্-বিশ্বাসের প্রকৃত তাৎপর্য্যও ব্যাখ্যাত হয় না। সর্ব্বত্রই এক সার্ব্বজনীন চীৎকার "টাকা—টাকা,—টাকা প্রস্তুত কর, নির্ম্মাণ কর, যেরূপ ভাবেই হউক, চাই টাকা।"

প্রভুপাদ—কিন্তু আমাদিগকে ২৪ ঘণ্টা পরমার্থের সহিত সংযুক্ত থাকিতে হইবে। ২৪ঘণ্টার ভিতর এক সেকেণ্ডও আমরা অন্য আর কিছুই চাহিব না। ইহাই আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম।

মিঃ ইজিনিয়ার—ইহা কি বাস্তবতার সম্ভব?

প্রভুপাদ—নিশ্চয়ই,—ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তবতা। আমরা যদি আমাদের প্রত্যেক চেষ্টা, প্রত্যেক অনুশীলন ভগবৎ-সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই আমরা ভগবৎসেবা-ব্যতীত অবশেষ অন্য কার্য্য করিব না। সাধারণ লোকের ধারণা,—"যখন আমরা ধর্ম্ম-মন্দিরে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসি, প্রার্থনা করি, ধ্যান করি, পূজা করি, সেই সময়টুকুই পরমেশ্বরের উপাসনা হইল এবং বাকী সময় আমাদের অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় করিবার অধিকার আছে।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। যদি আমাদের নিত্যস্বরূপ-জ্ঞানের অভাব থাকে অর্থাৎ আমরা যে চেতন বস্তু, অনাবৃতভাবে পরমচেতন ভগবানের অনুশীলন করাই যে আমাদের সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম, যদি ইহা আমাদের চেতনের বাস্তব অস্তিত্বার অনুশীলনপর না থাকে, তাহা হইলে আমরা যে সময়টুকু ধর্ম্ম-মন্দিরে গিয়া পূজা, ধ্যান-ধারণা বা প্রার্থনাদি করি এবং যাহাকে ভগবদ্-উপাসনা বলিয়া মনে করি, তাহাও কার্য্যতঃ অনর্থের উপাসনাই হইয়া যায়। কিন্তু অনাবৃত-চেতন-স্বরূপকে পরম চেতন পুরুষোত্তম বস্তুর সহিত নির্দ্দিষ্ট করিলে আমাদের অর্থ-চিন্তা, অর্থ-চেষ্টা বা যাবতীয় কার্য্য বাহ্য-আকারে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় দেখিতে পাওয়া গেলেও তাহা পূর্ণ ভগবৎসেবা হইতে পারে। যাঁহারা ভগবৎ-সম্বন্ধে সমস্ত নির্দ্দিষ্টিত করিয়াছেন —কায়মনোবাক্যের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করাই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত, তাঁহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া পর্য্যন্তও ভগবৎ-সেবার অঙ্গ। ইহা একমাত্র শতকরা শত পরিমাণ ভগবৎসেবকের আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইলে—তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবন না করিলে অসম্ভব ও অবাস্তবই হইয়া পড়ে।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত

"ভক্তিসন্দর্ভ"

পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভাষায় বলিতে গেলে "পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ (এশিয়া) শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। ভারতের মধ্যে গৌড়ভূমি সর্ব্বোত্তম। গৌড়দেশের মধ্যে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল পরম উৎকৃষ্ট।" যেস্থানে সকল কাব্য, সকল সাহিত্য, সকল শিল্প, সকল কলা, সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শন ও সকল রসের অধিতীয় অধিনায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ-ভজনমুদ্রা বিতরণের জন্য গৌরকান্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রেমামৃতকল্পতরুর সেই প্রথম-উদ্যান নদীয়া-নগরীর সহিত অন্য কোন স্থানের তুলনাই হয় না।

এই নদীয়া-নগরের প্রধান কেন্দ্রই বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে বীরনগর বা উলায় বাঙ্গালা ১২৪৫ সনের ১৮ই ভাদ্র বা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার প্রাতঃকালে নদীয়ার লুপ্ত অধিতীয় গৌরব-শিখা পুনরুদ্দীপ্ত করিবার জন্য যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আবির্ভূত হন, তিনিই 'শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর' বলিয়া সজ্জনগণের জয়গানের পাত্র হইয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে-সময় নদীয়ার তাৎকালিক সমৃদ্ধ জনপদ উলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশের অবস্থা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থারই পুনরাবৃত্তি করিতেছিল। পুতুলের বিবাহে, পুত্র-কন্যার বিবাহে, বৃথা আমোদ-প্রমোদে অজস্র অর্থ-ব্যয়, মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরি-পূজায় নৃত্য-গীত-বাদ্য, রাত্রিজাগরণ, ভূতসিদ্ধি, বশীকরণ, পক্ষপক্ষীসাধন, পক্ষদেবাবাহন, হস্তী-মহিষের যুদ্ধ, বায়বনিতার নৃত্য, কবিওয়ালাদের পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ এবং নানাভাবে পাপে-পুণ্যে বিষয়-ভোগ দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও তজ্জনিত মানসিক স্বতন্ত্রতার অবশ্যম্ভাবী চিরন্তনফলরূপে প্রকাশিত ছিল।

নদীয়ার রাজার বিশেষ আগ্রহে ঠাকুরের মাতামহ ঠাকুরকে সপ্তম বর্ষ বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করেন। ঠাকুরের ছাত্রজীবন ও কর্ম্মজীবনের কিয়দংশ এবং কর্ম্মজীবন হইতে অবসর-প্রাপ্তির পরও অনেক সময় কৃষ্ণনগর ও তৎসন্নিকটস্থ স্থানসমূহ পৌর্ব্বাপর্য্যে অতিবাহিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে যাহাকে 'নেশনেলিটি' বলে, তাহার প্রকৃত পূর্ণতম অভিব্যক্তি ঠাকুরের শিক্ষায় ও আচরণে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু নদীয়ায় কল্যাণকল্পতরুর যে উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই উদ্যানের

কলই পুনরায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তারণের প্রেরণা দিয়াছেন। এজন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদই যে নদীয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারক ছিলেন, ইহা সুধী ব্যক্তিগণের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিতেন,—নদীয়ার ঠাকুরকে আশ্রয় করিলেই বাঙ্গালীর প্রকৃত জাতীয়তা, প্রকৃত দেশপ্রেমিকতা এবং বিশ্ববাসীর প্রকৃত বিশ্ব প্রেমিকতা সাধিত হইবে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রমাণ করিয়াছিলেন,—একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদেশিক অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্মেই পরস্পর বিবদমান শাস্ত্রবাদ ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতবাদ-সমূহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সুন্দর সমাধান রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত অবতার-গণ স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন প্রকার পৌরাণিক নহেন, ইহা অতীব সুন্দর বিচারের দ্বারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ দেখাইয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর পর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গদ্য-পদ্যময় লেখনী ব্যতীত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত সুদার্শনিক গ্রন্থ আর সাহিত্যভাণ্ডারে পাওয়া যায় নাই। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়া যে-সকল দার্শনিক সিদ্ধান্ত সাধারণের দুরধিগম্য ছিল, সরল বাঙ্গালা ভাষায় তাহার মূলা উদ্ঘাটন করিয়াছেন—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

"Theism made Easy" কথাটীর সাক্ষ্য বর্ত্তমানযুগে ঠাকুরের অকৈতব সরল ও সারবান লেখনীই একমাত্র সাক্ষ্য দিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক বিচার ও আধুনিক জগতের বিভিন্ন মতবাদের সহিত তুলনামূলক আলোচনা এবং ঈশ্বরতত্ত্ব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, উদাসীন ও সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণের জন্য যুক্তিমূলে বিশ্লেষণ-দ্বারা নদীয়াচন্দ্রের সুদার্শনিক সিদ্ধান্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁহার পরাৎপরত্ব-প্রতিষ্ঠা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'তত্ত্ববিবেক', 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থই এই তর্কময় যুগে অদ্বিতীয়ভাবে সাধন করিয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্মে' দেখাইয়াছেন যে, জীবের নিত্য জীবত্ব এবং কোন নিত্যমুক্ত পরমাশ্রয় ও পরমধাম না থাকিলে যখন জড়জগৎ থাকিবে না, তখন জীবের এ সকল বৃত্তি কোথায় যাইবে? তাহারা কোথায়ই বা ঐ সকল পরিচালনা করিবার আধার পাইবে? সুতরাং ভগবদ্বস্তু, ভগবদ্ধাম, ভগবৎসেবক ও ভগবৎসেবা নিত্য।

কৃষ্ণই যে একমাত্র অখিল-রসের বিষয় ও সকল আকাঙ্ক্ষার একমাত্র আশ্রয়, এই কথা ঠাকুর বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত মানব-সমাজকে সর্ব্বপ্রথমে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন।

তিনি জড়জগতের জীবের অপ্রাকৃত বিষয়ে ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য 'মাটিয়া' নামে একটী শব্দ ব্যবহার করিতেন। মাটিয়া বুদ্ধি, মাটিয়া চিন্তা, মাটিয়া ভাব, মাটিয়া অভিজ্ঞতা বা মাটিয়া ধারণা-দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝা বা বুঝান যায় না। কৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু, মাটিয়া রূপক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক বা সসীম নহেন।

তাঁহারই কথার বিবৃতিরূপে আমরা শ্রীচৈতন্যের বাণীর মধ্যে প্রত্যক্ষানুভূতি, পরোক্ষানুভূতি, অপরোক্ষানুভূতি অধোক্ষজানুভূতি ও অপ্রাকৃতানুভূতির উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতার কথা শুনিতে পাই। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর কথিত পাত্র-বিচারে কর্ম্মী, জ্ঞানী, জ্ঞানবিমুক্ত, প্রেমনিষ্ঠ প্রভৃতির উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতার কথা বুঝিতে পারি। স্থান-বিচারে বৈকুণ্ঠ, মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা জানিতে পাই—সগুণ, নির্ব্বিশেষ নির্গুণ বা ক্লীব, পুরুষোত্তম, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম ও রাধাগোবিন্দের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করিতে পারি।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের যে বিকৃত তাৎপর্য্য জগতের বহির্ম্মুখতা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারই কথা আমাদের শ্রীগুরুদেবের বাণীতে শুনিতে পাই যে, 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোক আপাততঃ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি চারিটী প্রসিদ্ধ প্রতিমন্ত্রের আপাত বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের চারিটী পাদে ঐ সকল মন্ত্রার্থ সম্প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের জড়ত্বের অভিনিবেশ যদি ছাড়িয়া দেই, তাহা হইলেই আমরা আমাদের চিৎ অণুস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। এদিক হইতে রাস্তা অতিসুগম ও সহজ, আর বাহির হইতে অর্জ্জন বা আহরণ করিয়া বড় হওয়ার

চেষ্টা অর্থাৎ ব্রহ্ম বা বৃহদ্বস্তুরূপে উপলব্ধি করিবার রাস্তাটী খুব লম্বা-চৌড়া এবং পতন ও নানা বিপদের আশঙ্কায় পরিপূর্ণ।

ঠাকুর তথাকথিত বৈষ্ণবধর্ম্ম বা মিছাভক্তির সহিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের ভেদ জানাইয়া বর্ত্তমানযুগের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, অন্যান্য যত প্রকার ভোগ ও মোক্ষমূলক সাধন-প্রণালী বা বৈষ্ণবনামধারিগণের মিছাভক্তি, তাহাতে স্ব-স্ব সম্ভোগের কথা কোনও না কোন আকারে লুক্কায়িত আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ভজন সম্ভোগবাদ নহে, তাহা পূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরাট্ পরাৎপর-পুরুষের জন্য নির্ম্মল আত্মার স্বাভাবিক বিচ্ছেদময় ভজন।

শ্রীচৈতন্যের অদ্বিতীয় দান শ্রীনাম ও প্রেম বরণ করিবার প্রকৃত প্রণালীতে ভ্রান্ত হইয়া অনেকে তৎপ্রতি অবিশ্বাসী হইয়া যাইতেছিলেন। কেহ বা অমোঘ চিন্তামণি মহা-মহৌষধকে জীবের নিকট ব্যর্থ করিবার উপক্রম করিতেছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনাম, নামাপরাধ ও নামাভাসের অভূতপূর্ব্ব বিচার এবং অপ্রাকৃত রসলীলা-চমৎকারিতা আস্বাদনের অধিকার-বিচার প্রদর্শন করিয়া জীবের সেই মহাবিপদের নিবারক ও পরমবান্ধব হইয়াছেন।

ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মাশ্রয়-ব্যতীত কোন অবস্থানে কোন জীবই সুখী হইতে পারেন না ; ইহা প্রত্যেকেরই একমাত্র অপরিহার্য্য ও মুখ্য কৃত্য—গৌণ বা বিকল্প কৃত্য নহে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌর ও কৃষ্ণ-ভজনের এবং গৌর ও কৃষ্ণ-লীলার বৈশিষ্ট্য ও চমৎকারিতা বিশেষ বিশ্লেষণের সহিত প্রচার করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বৈরাগ্যের অপব্যবহার ও বিকৃত ধারণা এবং ভোগের অপব্যবহারকে সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়া প্রকৃত যুক্তবৈরাগ্যের আদর্শ স্বীয় আচারে ও প্রচারে শিক্ষা দিয়াছেন।

বর্ণাশ্রম ও পারমহংস্য, সাধক ও সিদ্ধ, অনর্থযুক্ত ও অনর্থমুক্তের মধ্যে যে একাকার করিবার চেষ্টা মানবজাতির দেহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং বহির্ম্মুখতার অনুকূল বায়ু তাহার ইন্ধন যোগাইতেছিল, তাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আচার ও প্রচারের মধ্যে নিরস্ত হইয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সম্বন্ধ বা আপ্রয়নীয় বিচারে কৃষ্ণ, অভিধেয় অর্থাৎ জীবের কর্ত্তব্য-বিচারে ভগবদ্ভক্তি এবং প্রয়োজন-বিচারে বিবাদ, দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতাপূর্ণ ভোগ ও মোক্ষের অভিসন্ধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতে বা ভারতের বাহিরে যত প্রকার দেবতা নানা আকারে লক্ষিত হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণের শক্তিগত অংশ বা বিভূতি।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহু যুক্তি-দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, স্বদেশীয় বা বিদেশীয় যতপ্রকার ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছে বা হইবে, সকলেই নবীনাচার্য্যের প্রচারিত ধর্ম্মের বিকৃতি বা সোপান।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন যে, একশ্রেণীর লোক পরমতত্ত্বকে নিঃশক্তিক বিচার করিয়া জড়জগতের সঙ্গত্যাগ করেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ পরমতত্ত্বকে নিত্যসিদ্ধ সর্ব্বশক্তিক জানিয়া স্বল্প শক্তির ধারণা অতিক্রম করেন। সুতরাং শাক্তগণের সহিত বৈষ্ণবগণের বিবাদের কোন কারণ নাই। বৈষ্ণবগণ সারগ্রাহী শুদ্ধ শাক্ত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নদীয়ার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য আপ্তবাক্য, অলৌকিক অনুভূতি এবং জাগতিক ইতিহাস-প্রমাণাদির যুগপৎ মীমাংসা-দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। অর্থ-স্পৃহা, জাগতিক যশঃস্পৃহা বা অন্য কোন প্রকার ইতর-স্পৃহার দ্বারা তিনি চালিত হন নাই। একমাত্র মহাপ্রভুর ইচ্ছায়ই তিনি প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ঐ সকল স্পৃহা-দ্বারা পরিচালিত, তাঁহারাই বিবাদ-বিসম্বাদের রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ মহাপুরুষের মহাপ্রাণতায় বাধা প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যেরই বাস্তিরেকভাবে পরিপুষ্টি করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন যে, যে-স্থান লোকের ভোগময় কাম-ক্রোধাদি বৃত্তির ক্রীড়াভূমি নহে, সে-স্থানই ভগবানের যোগপীঠ বা শ্রীযোগমায়াপুর-পীঠ।

কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে স্বরূপগঞ্জের গোদ্রুম-কাননে তিনি যে নামহট্ট পাতিয়াছিলেন, সেই অপ্রাকৃত নাম পৃথিবীর সকল দেশ-গ্রামে প্রকৃত পরার্থপর, প্রকৃত স্বার্থপর ও প্রকৃত নিঃস্বার্থপর সেবকগণের দ্বারা বিতরিত হউক, ইহাই তাঁহার পূর্ণ অভিলাষ ছিল। বর্ত্তমানে তাঁহার সেই অভিলাষ-পরিপূরণের অগ্রণী ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** আচার্যপরায়ণ, সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত অনুগত বহু প্রচারক এবং নানাবিধ প্রচার প্রণালীর দ্বারা বিশ্বের দ্বারে নদীয়ার ঠাকুরের সেই মহাদান বিতরণ করিতেছেন।

ভারতের রাজধানী দিল্লী মহানগরী এবং তিনটী প্রেসিডেন্সীতেই আকর মঠরাজ শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ ও সংশিক্ষা-প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের বাহিরে লণ্ডন-মহানগরীতে শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠ উন্মুক্ত হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত ভারতের কোন প্রকার প্রচারক তাঁহাদের কথা যে-সকল শ্রেষ্ঠ অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ সেইরূপ মনীষিগণের নিকটও শ্রীচৈতন্যের শিক্ষাবার্ত্তা নিরপেক্ষভাবে উপস্থিত করিয়াছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যে 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা বঙ্গ ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আজ 'হারমনিষ্ট' নামক মাসিক পত্রিকারূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা প্রচার করিতেছেন। নদীয়ার ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া নদীয়ার প্রাচীন রাজধানী গৌড়পুর শ্রীমায়াপুর হইতে 'নদীয়াপ্রকাশ' নামক একটী সাপ্তাহিক পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছেন। ইহা নদীয়াবাসীর কত গৌরবের বিষয়। 'নদীয়াপ্রকাশ' আজ সত্য সত্যই নদীয়া প্রকাশ করিতেছেন। পাশ্চাত্যদেশে ভিক্ষুকগণ অন্নকষ্ট থাকিয়াও সেই পয়সা-দ্বারা সংবাদপত্র কিনিয়া পড়েন, আর ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে, বিশেষতঃ ভারতের শিরোমণি—পৃথিবীর শিরোমণি নদীয়ানগরীর জনগণ কি পরমার্থ-পিপাসু হইয়া নদীয়াপ্রকাশের শোভা দর্শন করিবেন না? গ্রাম্যবার্ত্তা প্রচার করা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অভিলাষ ছিল না—'নদীয়াপ্রকাশ' গ্রাম্যবার্ত্তাবহ নহেন, তবে উহার প্রচ্ছদপটে যে সাধারণ সংবাদ দেখা যায়, তাহা সাধারণ পাঠককে পরমার্থ-সাহিত্যে আকর্ষণের কৌশলমাত্র। 'নদীয়া-প্রকাশ'-ব্যতীত বঙ্গভাষায় 'গৌড়ীয়' নামক আর একটী সাপ্তাহিক, উড়িষ্যা ভাষায় 'পরমার্থী', হিন্দিভাষায় 'ভাগবত' ও আসামীভাষায় 'কীর্ত্তন' নামক সাময়িক পারমার্থিক পত্র-সমূহে নদীয়ার প্রেমের ঠাকুরের বাণী প্রচারিত হইতেছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইংরাজী ভাষায় যে মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক সুবৃহৎ ইংরাজী গ্রন্থাকারে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হইতেছেন। "পারমার্থিক-প্রদর্শনী", "পরবিদ্যাপীঠ", "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্" প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের সংশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহ নদীয়ার প্রকৃত গৌরব-গাথা বিশ্বে বিঘোষিত করিতেছে। আজ সেই বিভিন্নমুখী প্রচার-বলে পৃথিবীর সর্ব্বদেশের লোক ও মহামনীষিগণ শ্রীচৈতন্যের লীলাক্ষেত্র নদীয়া-নগরীর চিন্ময় ধূলি-মস্তক-বিভূষণ করিবার জন্য প্রতিবৎসর অগণিত সংখ্যায় উপস্থিত হইতেছেন।

১২৯৯ সালের ২রা মাঘ কৃষ্ণনগর আমিনবাজার এ, ডি স্কুলের প্রাঙ্গণে একটী বিদ্যামণ্ডলী-মণ্ডিত সর্ব্বজাগরণের বিরাট্ সভায় সকলে একত্রিত হইয়া যমুনাদীঘীর নিকটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরকেই একবাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তখনই শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম-মায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মভিটায় প্রভুর স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণের জন্য একটী মাত্র গুরু নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণের বিশেষ আগ্রহে পরবর্ত্তিকালে সেখানে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠিত ও মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল কার্য্যের দ্বারা নদীয়ার পূর্ব্ব গৌরব আবার বিশ্বের দ্বারে প্রচারিত হইতেছে। বিশ্বের সকলেই এই নদীয়া-প্রকাশ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া ধন্যাতিধন্য হউন।

উনবিংশতিতম বিরহ-তিথি
৮ই আষাঢ়, গৌরাব্দ ৪৪৭

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

কৃষ্ণনগর-টাউনহলে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-স্মৃতি-সভা

বিগত ৮ই আষাঢ় ইং ২২শে জুন বৃহস্পতিবার নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঊনবিংশতিতম তিরোভাব-তিথি-উপলক্ষে পূর্ব্ব-বিজ্ঞাপিত প্রস্তাব-অনুসারে ৯ঠা আষাঢ়, ১৮ই জুন রবিবার হইতে স্বরূপগঞ্জ শ্রীবানন্দ-সুধদকুঞ্জে শ্রীশ্রীঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য জীবনী ও শিক্ষালোচনা-মুখে উৎসব আরম্ভ হয়।

মহোৎসবের অধিবাস-দিবস (৩রা আষাঢ়, ১৭ই জুন শনিবার) ও তৎপরদিবস (৯ঠা আষাঢ়, ১৮ই জুন রবিবার) অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর-টাউনহলে যথাক্রমে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় ও বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ"-সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রথম দিবস কৃষ্ণনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট সব্‌জজ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত কিতিপতিনাথ মিত্র মহোদয় এবং দ্বিতীয় দিবস কৃষ্ণনগরের স্বনামধন্য সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাগৃহটী পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত এবং বক্তৃতামঞ্চোপরি একটী উচ্চবেদীতে উত্তমাসনে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একখানি সুন্দর সুবৃহৎ আলেখ্য পুষ্প-মাল্যাদি আভরণে বিভূষিত করিয়া সংরক্ষণ করা হইয়াছিল।

প্রথম দিবসের সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সভাপতি মহোদয় যথাসময়ে আসন পরিগ্রহ করিবার অল্পক্ষণ পরেই সগর্ব্ব শ্রীল প্রভুপাদ বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সভাগৃহে প্রবেশ করিলে সভাপতি মহোদয় আসন-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বয়ং অগ্রসর হইয়া শ্রীল প্রভুপাদপদ্ম-বন্দনা-পূর্ব্বক সাদরে তাঁহারই পার্শ্বস্থিত স্বতন্ত্র আসন গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ অনুরোধ করেন। প্রভুপাদ আসনে উপবিষ্ট হইলে শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীযুক্ত নরহরি ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে ও শ্রীযুক্ত অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সভাপতি মহাশয়ের গলদেশে পুষ্প-মাল্য অর্পণ করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভারম্ভের নির্দ্ধারিত সময়ে সভাপতি মহোদয় বক্তা শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়কে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। সম্পাদক মহোদয় মঙ্গলাচরণ-পূর্ব্বক তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায়—"শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাব-স্থান ও কাল-মাহাত্ম্য ; কৃষ্ণনগরের সহিত তাঁহার স্মৃতিপূজার কি সম্বন্ধ ; ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য আচার ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য ; নদীয়ার প্রতি, শুধু নদীয়ার নহে, সমগ্র বঙ্গের—সমগ্র ভারতের—সমগ্র বিশ্বের প্রতি ঠাকুরের মহাদান কি ; তাহা সার্ব্বত্রিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন হওয়ার কারণ কি ; 'নদীয়ায় ঠাকুরকে আশ্রয় করিলেই যাবতীয় প্রকৃত জাতীয়তা, প্রকৃত দেশ-প্রেমিকতা এবং বিশ্ববাসীর প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিকতা সাধিত হইবে—নদীয়ায় ঠাকুরের সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদেশিক অপ্রাকৃত প্রেমধর্ম্মই পরস্পর বিবদমান শাস্ত্রবাদ ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মতবাদ-সমূহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির সমাধান বর্ত্তমানে'—তাঁহার এই শিক্ষা কেন বিশ্ববাসীর আলোচ্য ও উপলব্ধির বিষয় হইবে না ; কলিযুগ-পাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত সুদার্শনিক সিদ্ধান্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও পরাৎপরত্ব, দর্শনের সূক্ষ্ম জটিল বিষয়-সমূহের সুসমন্বয় এবং নিরপরাধে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণকাম-সেবাধর্ম্ম-প্রচারার্থ ঠাকুরের লেখনী হইতে কি অমূল্য সম্পদসমূহ প্রসূত হইয়াছে ; মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর প্রকট করিয়া এবং মহা-প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরবর্ত্তিকালে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে যে-সকল জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছিল বা বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে লোকের যে-সকল ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তাহার সহিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের ভেদ জানাইয়া ঠাকুর বর্ত্তমানযুগের কি পরমকল্যাণ সম্পাদন করিয়াছেন ; "দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সংস্থাপন-হেতু অচিরেই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, পৃথিবীর সমস্ত সম্প্রদায়ই এক ব্রহ্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে, 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম'—এই মহাপ্রভু-বাক্য অচিরেই সার্থক হইবে—সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার হইবে"—ঠাকুরের এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর অধুনা কি প্রকারে সার্থকতা হইতেছে, ঠাকুরের তিরোভাব-লীলা-বৈশিষ্ট্য কিরূপ ; শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রচারার্থ বহু গ্রন্থ-

প্রবর্ত্তন, সাময়িক পত্র প্রচার, নামহট্ট-স্থাপন, স্থানে স্থানে পাষ্ড-বঞ্চতাদি-মুখে প্রচারাদি-দ্বারা ঠাকুর কি প্রকারে জগতের কল্যাণ সম্পাদন করিয়াছেন ; বর্ত্তমানে তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ গৌরনিজ-জন কি প্রকারে মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট সম্পাদন করিতেছেন,"—এ সকল বিষয় সংক্ষেপে প্রায় সওয়া এক ঘণ্টা-কাল পর্য্যন্ত বর্ণন করেন।

সভাপতির বক্তৃতার সারমর্ম্ম

অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলিলেন,—"আপনারা বক্তার মুখে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথা অনেক শুনেছেন। এই সমস্ত কথার বহুল প্রচার আবশ্যক। বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের জন্য অনেক মিশন আছে। আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য কি সেটা থাকবে না? বক্তা আজ এই মহাপুরুষের জীবনীর কথা দিয়ে অনেক ভাল কথা শুনিয়ে আমাদিগকে যে-প্রকার লাভবান্ ক'রলেন, তা'তে তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্হ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

সভাপতির বক্তৃতার পর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীল ঠাকুরের "শরণাগতি" হইতে 'তৃণাদপি-চরণরেণু' —এই গীতিটী গান করেন। অতঃপর শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ হইতে কৃষ্ণনগর-বাসের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে সভাভঙ্গের সময় হইলেও সভাপতি মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদকে কিছু হরিকথা বলিবার জন্য অনুরোধ করায় শ্রীল প্রভুপাদ এক ঘণ্টারও অধিক-কাল একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রভুপাদের এই বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম-মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; সময়ান্তরে আমরা ইহা বিস্তৃতভাবে 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত করিবার আশা পোষণ করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বালোচনা-মুখে বলেন,—"শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ ; জ্ঞাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—তাঁহার এই ত্রিবিধা স্বরূপা শক্তির সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে মায়াশক্তি-ও বিরোধিনী ক্রিয়াবিশিষ্টা ; এক প্রকার শক্তি আনন্দ দেয়, অপর শক্তি সেই আনন্দের বাধা ঘটায়, তাই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যাপার দৃষ্ট হয়,—একদিকে যেমন ভক্ত ভগবানের সেবা করিয়া তাঁহার সুখের জন্য সর্ব্বস্ব বরবান্, আর একদিকে অভক্ত তেমন তদ্বিরুদ্ধ বিচার-বিশিষ্ট ; বহিরঙ্গা মায়াশক্তি-পরিণাম এই জড়জগৎ, এখানে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ মায়ামুগ্ধ জীবকুল ভোগ ও ত্যাগ-ধর্ম্মে পতিত হইয়া শ্রীভগবান্, ভক্ত ও ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা-নিবন্ধন নিজেরা ভগবদ্ভজনে উদাসীন হওয়ায় প্রকৃত ভগবদ্ভক্তেরও ভজন-বিষয়ে আবাহীন এবং অজ্ঞ সমাজে তাঁহার ভজনে দোষারোপকারী ; ভোগী ও ত্যাগী —এই উভয়েই যথাক্রমে জড়বিলাস ও জড়বিরাগ-বিচারপর হওয়ায় ভক্তের কৃষ্ণপ্রীতিমূলে চিদ্বিলাস ও চিদ্বিরাগ-সেবার বিচার আদৌ বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া ভক্তকে তাঁহাদেরই সমশ্রেণীস্থ দেখিতে চান। ভক্ত বহির্দ্দর্শনে অনৈশ্বর্য্য-ত্রস্ত-শ্রী-আদি আপাতিক ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা ঐ প্রকার ঐশ্বর্য্য-রহিত যে-কোন লীলাই প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহাকে তদনুপাতে দর্শন করিতে গিয়া বঞ্চনাই লভ্য হইবে, যেহেতু—'বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেও না বুঝয়।' কর্ম্মী বা জ্ঞানী তাঁহাদের মুখদর্শনে ভক্তকে যাহাই দর্শন করুন না কেন, তাহা ভক্তের স্বরূপ নহে। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি ভগবৎ-সেবকের কোন ঐশ্বর্য্যেরই অভাব নাই। তবে তিনি সেই ঐশ্বর্য্যকে ভগবৎসেবায় সমর্পণ-ব্যতীত কর্ম্মী বা জ্ঞানীর ন্যায় প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে ভোগ বা ত্যাগে প্রবৃত্ত হন না, সুতরাং ভগবদ্ভক্তের কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বা অদর্শনে তৎপ্রতি মৎসর হইতে হইবে না ; জগতের সমুদয় বিষয়েরই —সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যেরই সদ্ব্যবহার একমাত্র তিনিই জানেন। মহাপ্রভু-কথিত 'তৃণাদপি সুনীচ'-শ্লোকের অনুগমন-ব্যতীত কাহারও মুক্তি লাভ হইবে না (এ বিষয়টী Bilipse এর Focus করের দৃষ্টান্ত-দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ বুঝাইয়া দেন.) ; 'তৃণাদপি সুনীচেন', আর বেদান্তের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্য-দুইটীর স্বরূপগত অর্থের জন্য কোনই অসামঞ্জস্য নাই, অর্থাৎ পরব্রহ্ম ভগবানের তটস্থা শক্তিপরিণত জীবের স্বরূপগত অভিমানই তৃণাপেক্ষা সুনীচ হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিগুণ গান করা। জ্ঞানিগণ 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র যে বিচার গ্রহণ করিয়া ব্রহ্ম হইবার যত্ন করেন, তাহা বড়ই ভ্রমাত্মক ও বিপৎসঙ্কুল। Challanging or assailing mood লইয়া ভক্তের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে গেলে চিন্ময়-সমন্বয়রূপ বঞ্চনাই লভ্য হইবে মাত্র। ভক্ত ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন, তিনি উভয় হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ

মাত্র। ভক্ত-কৃপাক্রমেই তাদৃশী বুদ্ধি লাভ হয়; সুতরাং অহঙ্কার-পরিহার-পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিবার বিচার-বিশিষ্ট হইলেই সর্ব্বপ্রকার ইতর পিপাসা ঘুচিয়া যাইবে—নিত্য মঙ্গল লাভ হইবে।"

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহোদয় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহোদয় ও সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে সুদীর্ঘ ও ঘণ্টাকালব্যাপী ভগবৎকথা-শ্রবণে মনোনিবেশ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হয়।

এই দিবস শ্রীল প্রভুপাদের সহিত কলিকাতা হইতে মহামহোপদেশক আচার্য্যপ্রবর শ্রীমৎ কৃষ্ণবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন; মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ ভক্তিসুধাকর; মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অগ্রহরণ ভক্তিবান্ধব বি-এ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভক্তিবিনয়, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ; উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবধূতচন্দ্র ভক্তিসৌরভ বি-এ; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী; শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের রক্ষক শ্রীযুক্ত নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ; মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসাগর; মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ; শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিতপাকর; শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক; ডাঃ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম; শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিনোদ ভক্তিমধুর, শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কান্তি সান্যাল প্রভৃতি ভক্তগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সভাগৃহটীর ভিতরে ও বাহিরে লোকে লোকারণ্য হইলেও সর্ব্বত্র যেরূপ শান্তি বিরাজিত ছিল, তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার্হ। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি-পল্লীর বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের কয়েক জনের মাত্র নাম উদ্ধৃত হইল,—

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল; ডেপুটীকালেক্টর শ্রীযুক্ত ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বাবু মহীতোষ বিশ্বাস; সিভিলসার্জ্জন ডাঃ পি, সি, সিংহ; উকীল শ্রীযুক্ত নন্দলাল ভট্টাচার্য্য, উকীল শ্রীযুক্ত কমলা কুমার মুখোপাধ্যায়; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তবিহারী পণ্ডিত; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ কাব্যালী; ডাঃ শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়; ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র দত্ত; ডাঃ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সমাদ্দার; উকীল শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম-এ; শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, উকীল শ্রীযুক্ত জগবন্ধু লাহা; উকীল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী; উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; উকীল শ্রীযুক্ত বাণিকা কুমার মিত্র; উকীল শ্রীযুক্ত হিমাংশু কুমার সমাদ্দার; উকীল শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ কুমার চট্টোপাধ্যায়; উকীল শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র কুমার মৌলিক; উকীল শ্রীযুক্ত উমাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিবসের সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অদ্যকার সভাপতি—বনমালদহ প্রবীণ সম্ভ্রান্ত রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহোদয় ও বক্তা—বাগ্মি-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও সভাপতি মহোদয় যথাসময়ে আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল মহোদয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত "না করলুঁ করম, সেবার নাহি লেশ, না সেবিলুঁ চরণ তোহার"—এই প্রার্থনা গান করিবার পর সভাপতি মহোদয় বক্তাকে আহ্বান করিয়া অদ্যকার আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধে ও বক্তার পরিচয়-প্রদান-মুখে বলেন,—

সভাপতির বক্তব্য

"আমরা যে মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি-উৎসবোপলক্ষে অদ্য দ্বিতীয় দিবস এখানে সমবেত হইয়াছি, তদ্বিষয়ের সারমর্ম্ম গতকল্যকার বক্তা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন; তাহার ফলশ্রুতি আবশ্যক। ঠাকুরের প্রেমময় জীবন, শ্রীমন্মহা-প্রভুর শিক্ষা-প্রচার, মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর আবিষ্কার প্রভৃতি বিষয় হইতে আমরা কি লাভ করিলাম? বেদশক্তি ও মননশক্তি-প্রসারের উন্নতিই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়, কিন্তু আত্মশক্তি-প্রসারের জন্য আমরা কি করিতেছি? আমরা

যে মহাত্মার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আজ এই বিরাট সভায় সমবেত হইয়াছি, সেই মহাপুরুষের শিক্ষা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভক্তিই আত্মার বৃত্তি, তাহার অনুশীলনেই আমাদের Complete living, আত্মশক্তিকে রোগা করিয়া দেহ ও মনঃশক্তিকে পুষ্ট করিলে চলিবে না, আত্মশক্তিকে পুষ্ট করিতে হইবে, তাহাতেই সকলের পুষ্টি। আত্মানুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়—ভক্তি; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবনী আলোচ্যমান এবং তাঁহার অনুসরণে আত্মোন্নতি সাধিত হয়। এই জ্ঞান লাভই ফলশ্রুতির বিষয়। "কবে, কোন্ দিন এই টাউন-হলে কোন্ ভাগবতবর আসিবেন, তাঁহার কাছে দুইটী হরিকথা শুনিয়া আমার তৃপ্তি-বিধান করিব" এইটীই অধমাধমের কাঙ্ক্ষণীয় বিষয় হইত। আমি সভাপতি বলিয়া আপনাদের হইতে ভিন্ন কেহ নহি, আপনাদের মধ্যে একজন। আমরা সকলেই আজ অভক্তার বক্তা পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের মুখে কিছু ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া আত্মমঙ্গল বিধান করিব।"

অতঃপর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবৎ-প্রণামান্তে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ভক্তি-সন্তীর-বচনে সভাপতি মহোদয়ের 'ফলশ্রুতি' কথাটীর জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া—"কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই ভক্তগণের মর্ত্যলোকে পরিভ্রমণ—'জনক কৃপাসিন্ধুগণ' ইত্যাদি (তাঃ ৩।৪।১), মায়ুগ ভোগবিনোদের-ভোগ-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে ছুটি করাইবার জন্যই ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব; Anthropomorphism ও Apotheosis মতবাদ ভক্ত ও ভগবচ্চরণে অপরাধ-আবাহনকারী, তাদৃশী বুদ্ধি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; মনের উত্তমভাগ আত্মা, আর অধমভাগ দেহ—এরূপ নহে, আত্মা দেহ-মনের অন্তর্গত একটী বস্তুবিশেষ নহে, দেহ-মনোধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম নহে, দেহ-মন—অচেতন, আত্মা—চেতনবস্তু; আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তিই ভক্তি, ইহাবিমুখতায়ই শোক-মোহ-ভয়াদির সৃষ্টি; 'মনঃশক্তির উন্নতি হইতে আত্মোন্নতি লাভ,'—ইহা ভ্রান্তিমূলক ধারণা; মায়ামুগ্ধ হইবার পরিবর্ত্তে বেদমুগ্ধ হইলে ভক্ত, ভগবান্ ও ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি হয়; ভোগ ও ত্যাগ-বিচার-বর্জ্জন-পূর্ব্বক মুক্তবৈরাগ্য-বিচারই আত্মবৃত্তি; দেহ ও মনোবিজ্ঞানের উন্নতি স্বীকার্য্য—যদি তাহা ভগবদ্-ভজনের অনুকূল হয়; যে দেহ-মন ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হয়, তাহা বৃথা ভার-মাত্র; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত প্রভৃতি বিচার-শ্রবণ কর্ত্তব্য; মহাপ্রসাদ-গোবিন্দ-নামব্রহ্ম-বৈষ্ণবে জাতিসামান্য-বুদ্ধি নিরয়-প্রাপিকা; নবদ্বীপবাসী লোকের নবদ্বীপে ঠাকুর মহাপ্রভুর কথা না জানা বড়ই দুঃখের বিষয়; মহাপ্রভুকে বা তাঁহার নিত্যপার্ষদগণকে সাধারণ ঐতিহাসিক মানব বিচার করিতে গেলেই সর্ব্বনাশ; ভাগবতের কৃপায় যেমন ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তকে জানা যায়, সেইরূপ ভক্ত-কৃপায় আবার ভক্ত ও ভগবান্‌কে জানা যায়; শ্রীভগবানের প্রিয়-জনকে প্রাকৃত দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্কীর্ণ বিচারে আবদ্ধ করিতে গেলে ভগবৎকৃপা হইতে চিরবঞ্চিত হইতে হয়; অজ ঈশ্বরধর্ম্য-ধ্রুব-শ্রী প্রভৃতি জাগতিক সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইলেও তাহার সেই ঐশ্বর্য্যের মূল অন্তঃপুরুষ নহে; ভক্ত বহির্দর্শনে তৎসমুদয় ঐশ্বর্য্য প্রকট না করিলেও তিনিই সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র অহঙ্কারী নহেন, ভগবচ্চরণে অপরাধ ভগবান্ ক্ষমা করেন, কিন্তু ভক্তচরণে অপরাধ করিলে উদ্ধার নাই, ভগবদ্ভক্ত হইবার পরিবর্ত্তে ভগবদ্-ভক্তের ভক্ত হইবার প্রার্থনা সঙ্গত; কৃষ্ণ-প্রসাদে গুরু-প্রসাদ, গুরু-প্রসাদে কৃষ্ণ-কৃপা-লাভ; ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথা সম্প্রদায়-বিশেষের মাত্র আলোচ্য নহে, সারগ্রাহি-মাত্রেই তাহা সার্ব্বজনীন বলিয়া জানেন; ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে নবদ্বীপবাসী বলিয়া জানিলেও নবদ্বীপ ঠাকুরের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের কথা তিনি যে আজ সমগ্র বিশ্বে বিতরণ করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহার স্মৃতি বক্ষে ধারণ সর্ব্বাগ্রে নবীপবাসীরই গৌরবের বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য" ইত্যাদি বহুবিধ আলোচনা করেন।

স্বামিজীর বক্তৃতার পর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিলাল গোস্বামী প্রভু সভাপতি মহোদয়ের প্রাচীন বয়সেও সুদীর্ঘকাল সভাপতির পদ-স্বীকার-পূর্ব্বক ভগবৎ-ভাগবত-কথা-শ্রবণ-সৌভাগ্যবরণ, বাক্‌পটুতা, অমায়িক ব্যবহার, এই মহদনুষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি-প্রদর্শন, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি নিষ্কপট শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন-জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া বলেন,—"শ্রীল গুরু-বৈষ্ণবের পূজায় পৌরোহিত্যে

সহায়তা করিয়া আপনি আজ আপনার ও শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য যে উপায়ন সংগ্রহ করিয়াছেন, আমি তাহা শ্রীমদ্ভাগবত-প্রভুর কথায় বলি,—

জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন।
ইহা বই ধর্ম নাহি, শুন সনাতন॥

আজ বাগ্মিপ্রবর, তর্কপ্রবর, সন্ন্যাসিপ্রবর মন্দাকিনীর পূতপ্রবাহ-আনয়নকারী ভগীরথের ন্যায় এই নাট্যমন্দিরে শব্দব্রহ্ম-সরস্বতীর ধারা প্রবাহিত করিয়া আমাদিগকে যে আনন্দ-প্রদান করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত জীবে দয়া—কৃষ্ণকথামৃত-দানকারীই জগতে সত্য সত্যই কৃপিণ। এক্ষণে বাগ্মিতার আজ আমরা "হেলোদ্ধূলিতখেদয়া" প্রোদ্যদ্বিদ্যা-দয়া দাস্ত করিয়া ধন্য হইয়াছি। এই প্রকার শব্দব্রহ্মের নিকাশ হইলেই আমরা 'জীবে দয়া'র প্রকৃত বিচার উপলব্ধি করিতে পারিব। নামে রুচি,—ঠাকুরের বিষয়ে তাঁহার গুণগানেই নামে রুচি বৃদ্ধি করে; শ্রীভগবানের নিজ-জনগণের কীর্তন, শ্রবণ ও স্মরণ-প্রভাবেই নামে রুচি হয়, নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। সভাপতি মহোদয়, আপনি আজ আমাদিগকে এই উপায়ন-সংগ্রহের সুযোগ দান করিয়া বস্তুতই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।"

অতঃপর সমবেত সজ্জন-মণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান-পূর্ব্বক বক্তাকে লক্ষ্য করিয়া গোস্বামিপ্রভু বলিতে থাকেন,—"আজ আমাদের অন্তর হইতে কেবল এই প্রশ্নই উদিত হইতেছে,—অহো। যিনি আমাদিগকে এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী সুমধুর হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ দিলেন, বাক্বিকুল-কুসুম, নয়না-ভিরাম, মৈত্রিকবসনধারী, জিতগুরু সেই মহাপুরুষটী কে? স্বামিজী। আপনার নিজ-পরিচয় আপনিই প্রদান করিয়াছেন। আপনি আজ আমাদিগকে ভবমুখাদমৃত-দ্রবসমূহ যে পূত ভাগবত-কথামৃত পানের সুযোগ প্রদান করিলেন, তাহাতে আপনাকে ধন্যবাদ-দানের ভাষা আমাদের নাই। আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।"

গোস্বামিপ্রভুর ধন্যবাদ-দানের পর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর প্রভু "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর"—এই বিরহগীতিটী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হইলে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই বিষয়ও বিপুল জনসমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজের অনুসরণে প্রসাদ-সেবনকারিগণ সমস্বরে কণ্ঠে মহো মহো জয়ধ্বনি-দ্বারা টাউনহলটী মুখরিত করিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীল প্রভুপাদও টাউনহলের সম্মুখস্থ প্রশস্ত ময়দানে উপবেশন করিয়া স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী, পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সরকার প্রভৃতি কএক জন বিদ্বান্ শিক্ষিত ভদ্রলোকের নিকট অমর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ আর, এন্, সেন; এড্‌ভোকেট্ মিঃ এল, কে, চাটার্জ্জি; প্লেকোর এস্, এন্, দাস এম-এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন); প্রবীণ জমিদার রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ; নদীয়া জেলার সিভিল-সার্জ্জন ডাঃ পি, পি, সিংহ; মহকুমার সুযোগ্য ডি, এস্, পি; রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও, বি, ই, উকীল শ্রীযুক্ত মহীতোষ বিশ্বাস; চেয়ারম্যান কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার মিঃ পি, ঘোষ; ডাঃ শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম-বি; ডাঃ শ্রীযুক্ত কুলদা-রঞ্জন রায়; ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র; রাণাঘাটের সব্-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন সেন; উকীল শ্রীযুক্ত করুণা কুমার মুখোপাধ্যায়; উকীল শ্রীযুক্ত করুণা ভট্টাচার্য্য, উকীল শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় লাহা; শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ; উকীল শ্রীযুক্ত উমাপদ চট্টোপাধ্যায়; উকীল শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার মৌলিক; উকীল শ্রীযুক্ত সরোজ-রঞ্জন বসু; শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ; উকীল শ্রীযুক্ত কান্তিভূষণ চৌধুরী প্রভৃতি আরও সহরের উচ্চপদস্থ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বীরভূমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বিগত ৩০শে ও ৩১শে মে এবং ১লা জুন—এই দিবসত্রয় বীরভূম জেলার অন্তর্গত আমড়া-পালন-

পাড়া-গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া ২রা জুন তারিখে ছিনপাই গ্রামে গমন করেন। তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছিল। তৎপর-দিবস প্রচারক-দল ছবরাজপুর-গ্রামে যাত্রা করেন।

মুঙ্গের—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস পর্ব্বতমেমি মহারাজ বর্দ্ধমান-সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীগৌরবাণী প্রচার-পূর্ব্বক বিগত ১লা জুন তারিখে প্রাতে মুঙ্গের-ষ্টেশনে সদলে উপস্থিত হইলে পরমভাগবত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহোদয় কএকজন বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়-সহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাদরে স্বামিজীকে স্বীয় বাস-ভবনে স্নান-প্রধান-পূর্ব্বক শ্রীগৌর-বাণী-প্রচারার্থ যেরূপভাবে চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

২রা জুন তারিখে স্বামিজী মহারাজ স্থানীয় গোয়েন্কা-ধর্ম্মশালায় একটী সুসজ্জিত প্রকাণ্ড হলে 'সনাতনধর্ম্ম'-সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল হিন্দি-ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় ৪০০লোক ঐ সভায় সমবেত হইয়াছিলেন; সহরের প্রায় সকল শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিই উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা-শ্রবণে প্রীতি লাভ করিয়াছেন। সভার পক্ষ হইতে স্থানীয় খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলেন যে, সনাতনধর্ম্মের এরূপ স্বরূপ-বিশ্লেষণ তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শ্রবণ করেন নাই।

৩রা জুন তারিখে স্থানীয় টাউনহলের সুপরিসর গৃহে স্বামিজী "সনাতনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য"-সম্বন্ধে হিন্দিভাষায় একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শিক্ষিত উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী এবং সাধারণ প্রায় ৬০০লোক উক্ত সভায় যোগদান করেন। স্বামিজীর সুসিদ্ধান্ত ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতার সার-বত্তার বিষয় উপলব্ধি করিয়া বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানে সভার আয়োজন করিয়াছিলেন।

চক্কিয়া-পরগণায়—বিগত ৪ঠা জুন সোমবার দিবস শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ব্রহ্মচারী শ্রীহরিচরণ-সহ ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত মগরাহাট-গ্রামে শ্রীহরিকথা-প্রচারার্থ গমন করেন। স্বামিজী মহারাজ মগরাহাট-ষ্টেশনে পৌঁছিলে গ্রামবাসী বহু সজ্জন ব্যক্তি সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে মগরা-হাট বাজারের অন্তর্গত শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ হালদার মহাশয়ের দোকান-বাটীতে লইয়া যান। স্বামিজী মহারাজ ঐ দিবস উক্ত দোকান-ঘরে "জীবের নিত্যধর্ম্ম"-সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি-পূর্ণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সমাগত বহু হিন্দু-মুসলমানের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

৬ই জুন তারিখে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ বাবুর উদ্যোগে স্বামিজী মহারাজ তাঁহার বাটীতে প্রায় ৪০০ লোক-সম্বলিত একটী সভায় "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

৭ই জুন তারিখে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ বাবুর আগ্রহাতিশয্যে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের আহ্বানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মগরাহাট-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে প্রায় ৩০০ লোক সংকীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা করিয়া মহারাজকে মগরাহাট বাজারে লইয়া যান। ঐ দিবস স্বামিজী মহারাজ বাজারের আটচালায় একটী মহতী সভায় "মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় ৮।৯ শত লোক উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামিজী মহারাজের বক্তৃতা-শ্রবণ-পূর্ব্বক সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী আরও শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিলে ৮ই জুন তারিখে স্বামিজী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ বাবুর বাড়ীতে এক ঘণ্টাকাল "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য"সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া তৎপরে ছায়াচিত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এবং প্রাকৃত-সহজিয়াদের সহিত শুদ্ধভক্তির পার্থক্য সরল ও সহজভাবে বুঝাইয়া দেন। উক্ত সভায় সমবেত সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান সকলেই স্বামিজীর বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, পুলিস-সব্‌ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত, সব্‌রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত সুধানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ষ্টেশন-মাষ্টার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, ডাঃ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গাঙ্গুলী এম-বি, মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ হালদার, মার্চ্চেণ্ট শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র হালদার, মগরাহাট হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন বি-এ, টোল-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত অমূল্য-

কুমার মুখোপাধ্যায়, হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত অভয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি-এ, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী, ডাঃ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ, জ্ঞানী জ্ঞানসিংহ কাহারীর নায়েব শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র হালদার, শ্রীযুক্ত বরদা-কিঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌড়ীয় মঠে—১১ই জুন, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবস সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে প্রায় আড়াই শত বিদ্বজ্জন-বেষ্টিত একটী সভায় সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত হেডঘটাকাল "অস্পৃশ্যতা ও শ্রীচৈতন্য-দেব"-সম্বন্ধে একটী সুগবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদানমুখে অস্পৃশ্যতা ও অস্পৃশ্যতা-শব্দের বিশ্লেষণ, 'হরিজন'-শব্দের অর্থ ও হরি-জনের কার্য্য, মায়াবদ্ধ জীবগণের প্রকৃতিজনকে 'হরিজন' বলিয়া ভ্রান্তি অর্থাৎ চিন্ময়-সমন্বয়-চেষ্টা এবং শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রচারিত বিশেষত্বের সহিত পার্থক্য ও ফলের তারতম্য প্রভৃতি বিচার-সমূহ বহু শাস্ত্রযুক্তি ও দৃষ্টান্ত-দ্বারা প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন।

বিগত ১১ই জুন, ৩রা আষাঢ় শনিবার দিবস জিলা চিত্রকূটের অন্তর্গত ত্রিকুপতি সংস্কৃত পাঠশালার সাহিত্যাধ্যাপক, উত্তরাদি মঠসিদ্ধ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-বিদ্বান্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দর গোপালকৃষ্ণাচারি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়-মঠে উপস্থিত হইয়া পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম-বন্দনা-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীরামানুজের "রামং দশরথং বিদ্ধি"—এই শ্লোকের বক্তৃত ব্যাখ্যার অনুমোদন প্রার্থনা করেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

২৯ শে পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৪৬

২৭শে আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২

বৃহস্পতিবার চতুর্দ্দশী

পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

মধুবন হইতে শান্তনুকুণ্ড হইয়া বহুলাবন

ন্যূনাধিক ৮ মাইল ভ্রমণ

শিবির—বহুলাবন, কৃষ্ণকুণ্ড-তীর

[বহুলাবনে এক রাত্রি বাস]

মধুবন হইতে প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ পরিক্রমা মধু-বনের কৃষ্ণকুণ্ডকে পূর্ব্বদিকে রাখিয়া উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। মঠের সেবকগণ সে-দিন মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তির সিংহাসন স্কন্ধে বহন করিয়া চলিয়াছিলেন। মধোলী-গ্রামের মধ্য দিয়া পরিক্রমা চলিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের দুই পার্শ্বে দুটীর-শ্রেণী ও সঙ্কীর্ণ পথ। পরিক্রমার যাত্রা শুনিয়া স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ-বালক-বালিকা—সকলেই পরিক্রমা দর্শনার্থী স্ব-স্ব গৃহের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মধোলি-গ্রাম অতিক্রম করিবার পর পাগ্‌ণ্ডীর মধ্য দিয়া পরিক্রমা চলিলেন। রাস্তা তত ভাল নহে। কোনরূপে মটোর-যান চলিতে পারে। দুই দিকেই মাঠ ও শস্য-ক্ষেত্র। অনেক ময়ূর দেখিতে পাওয়া গেল। কেহে মহিষও অনেক বিচরণ করিতেছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছিলেন এবং নৃত্য করিতে করিতে গাহিতে ছিলেন,—"অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন ক'রে ময়ূর নেচে নেচে যায় রে।"

প্রায় ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া আসিবার পর পূর্ব্বদিকে মধুবৈতোর বৃক্ষবান ও উহার গোকা অধিকীয় প্রদর্শকগণ দূর হইতে নির্দ্দেশ করিলেন।

উক্ত দ্রবণের পরিক্রমা আচার্য্যাত্মিক শ্রীপাদ মুকুন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু পরিচালনা করিতেছিলেন। স্থানে স্থানে অত্যন্ত ধূলিপূর্ণ রাস্তা পাওয়া গেল, সর্ব্বত্রই গরুর গাড়ীর পথ আছে। মাঝে মাঝে খুব বাবলার গাছ দেখিতে পাওয়া গেল। তাহা দেখিয়া অনেকের মনে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের স্মৃতি জাগরিত হইল। রাস্তার মাঝে মাঝে কাঁটা পাওয়া যায়। এইজন্য খুব সাবধানে চলিতে হইতেছিল। বিশেষতঃ যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্কন্ধে করিয়া চলিতেছিলেন, তাঁহাদের কোন প্রকার ক্লেশ না হয়, এইজন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ রাস্তার কণ্টকাদি যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা করিতেছিলেন। মহোলী হইতে প্রায় পৌনে দুই মাইল চলিয়া আসিবার পর বাম-দিকে একটী ও ডান-দিকে আর একটী গ্রাম দেখিতে পাওয়া গেল। পূর্ব্বদিকের গ্রামটীর নাম—গিরিধরপুর। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দূর হইতে সাঁতোহার মন্দির দেখা যাইতেছিল। দূর হইতে মনে হইল যেন পাহাড়ের উপর মন্দির ও গ্রামটী রহিয়াছে। মাঝে মাঝে ময়ূরের কেকা-রব শোনা যাইতেছিল। রাস্তার অত্যন্ত কাঁটা থাকায় অনেক সময় সোজা রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া মাঠের ও শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইতে হইতেছিল। কিছু দূর গিয়া পাকা রাস্তা পাওয়া গেল। ঐ রাস্তা অতি সুন্দর পীচ-ঢালাই করা। উহা মথুরার রাস্তা। পূর্ব্বদিকে মথুরা সেখান হইতে প্রায় তিন মাইল। পশ্চিমদিকে আকবরপুর-গ্রাম। তথায় একটী ধর্ম্মশালা আছে। ঐ ধর্ম্মশালাটী মথুরার রাস্তার উপরে অবস্থিত। ধর্ম্মশালার তোরণের উপর একটী প্রস্তর-ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে,—

"লালা দ্বারিকা দাস
বেটা জগন্নাথকে পোতেনে
সন্তান রাম হীরালাল সহায়
মথুরাজী বালেকে বৈশ
অক্ষয়বাল্লভ মদনাই
ভাদ্র শুদি ১৯৮৫।"

মহোলী হইতে প্রায় ৩ মাইল আসিবার পর শান্তনুকুণ্ড পাওয়া গেল। শান্তনুকুণ্ডকে স্থানীয় লোকগণ সাঁতোয়া বলিয়া থাকে। উচ্চ টীলার উপর শান্তনুবিহারীর মন্দির এবং ঐ টীলা বেষ্টন করিয়া গড়ের ন্যায় চতুর্দ্দিকে কুণ্ড রহিয়াছে। কুণ্ডের পার দীর্ঘ ও বাঁধান। মন্দিরে যাইতে হইলে ঐ গড়ের উপর একটী সেতু পার হইয়া যাইতে হয়। উচ্চ টীলার উপর শান্তনুবিহারীর মন্দিরে আরোহণ করিবার জন্য সুদীর্ঘ পাকা সোপানাবলী দেখিয়া অযোধ্যার হনুমান-গড়ের কথা মনে হয়। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে হাঁপাইয়া পড়িতে হয়। কুণ্ডে জল ভাল নহে—স্নানের উপযোগী নহে এবং কর্দ্দমাক্ত ও শেওলা-পূর্ণ। পাকা পাঁচ শেওয়া মথুরার রাস্তার পাশেই শান্তনুকুণ্ড ও তৎসংলগ্ন সাঁতোয়া-গ্রাম। শান্তনুকুণ্ডের তীরে মথুরার গৌরীশঙ্কর নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির একটী বাগিচা আছে।

মন্দিরের অভ্যন্তরে কৃষ্ণ-প্রস্তরময়ী ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শান্তনুবিহারী-মূর্ত্তি। বামে শ্বেত-প্রস্তরময়ী শ্রীরাধিকা-মূর্ত্তি। একটী ওঁকারের অর্চ্চা আছে। এতদ্ব্যতীত শালগ্রাম, গোপাল, শালগ্রাম ও মহাবীরের মূর্ত্তিও আছে। আর একটী ত্রিকোণ যন্ত্র, তাহার মধ্যে "ওঁ মঙ্গলায় নমঃ"—এইরূপ লেখা রহিয়াছে। স্থানীয় সংবাদ-দাতা বলিলেন যে, এই মন্দিরটী জয়পুরের কোন মহারাজা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের চূড়া নাই, দালানের আকার। মন্দিরের সেবা-পূজা বর্ত্তমানে হরিব্যাসী (নিম্বার্ক) সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে তথাকার মোহান্ত—রাঘবদাসজী। পূজারী—শীতল দাস, অমর দাস ও কিশোরী দাস। মোহান্ত রাঘবদাসের গুরু—বলি মুকুন্দ। রাঘবদাস তখন জয়পুরে গিয়াছেন সংবাদ পাওয়া গেল। সেবা-নির্ব্বাহের জন্য ১০০ বিঘা জমিদারী আছে এবং বাজিবের নিকট হইতেও অর্থাদি পাওয়া যায়।

সাঁতোয়া গ্রামে প্রায় ২০০ দুই শত ঘর লোকের বাস, বাজার নাই, কএকটী দোকান আছে মাত্র। শুনা গেল,—এই স্থানে পূর্ব্বে বাজার ছিল।

মথুরা-সিটি-ষ্টেশনের প্রায় ৩ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ-দিকে, গতিধায় প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে সাতোতা বা সাঁতোয়া গ্রাম, মধুবন হইতে এই স্থান প্রায় ৩৷৷ মাইল উত্তর-পশ্চিম-দিকে। শান্তনুকুণ্ডের নামানুসারে এই স্থানের নাম প্রচলিত কথায় সাঁতোয়া (Satoha) হইয়াছে। ইহার প্রায় ৫৷৷ মাইল উত্তরাভিমুখে মহলা বন।

প্রবাদ,—যশোদাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য তপস্যা করিয়া তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করিবার পর এখানে শান্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজন্য এই স্থানের নাম শান্তনুকুণ্ড হইয়াছে। মতান্তরে শান্তনু-রাজা এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে।
—শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু পূর্ব্ব বিভাগ ২য় লহরী

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
—শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২০শ অধ্যায়

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৭ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৩০; ১লা জুলাই ১৯২৩ | ৪৩শ সংখ্যা।

প্রচার-সেবা ও নিজ-ভজন-ছলনা

বাহিরের লোক ত' দূরের কথা, অনেকে সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াও শ্রীগুরু-মনোহভীষ্ট-প্রচার-সেবা এবং নিজ-মনোধর্ম্মের দাস্যের অন্তর্গত ভজনাভিনয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত আত্মমঙ্গলকর, ইহা বুঝিতে না পারিয়া সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের মহাদান হইতে বঞ্চিত এবং প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের চিত্তবৃত্তিতেই ন্যূনাধিক আক্রান্ত হইয়া পড়েন।

শ্রীরূপানুগ কৃষ্ণভজন-পদ্ধতি এই,—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্দ্দনা হঞা॥

(চৈঃ চঃ ম ২২ ১৪৭)

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরু-পাদপদ্মের পরানুসরণে নিরন্তর অভীষ্ট-সেবাই—কৃষ্ণভজন। গৌর-জনগণ কৃষ্ণভজনব্যতীত আর কিছুই করেন না। তাই গৌরভজন—গৌরপার্ষদগণের "পাছেত' লাগিয়া" নিরন্তর গৌর-মনোহভীষ্ট-সেবা। গৌর-সুন্দর—মহাবদান্যাবতারী। কৃষ্ণপ্রেমবিতরণ-কার্য্যই তাঁহার মহাবদান্যতার পতাকা। সেই মহাবদান্যাবতারীর প্রিয়তম গুরুদেবের কৃপা—অনুক্ষণ অব্যবহিত শ্রীহরিকীর্ত্তন-প্রচার। গুরুদেবের কীর্ত্তন-প্রচারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিরন্তর অনুগমনই গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা বা গুরু-গৌরাঙ্গ-মনোহভীষ্ট-প্রচার। প্রচারের সেবা—মিশনের (Mission এর) সেবাই মহাবদান্যাবতারী প্রিয়তমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন।

আচার্য্য অনুক্ষণ প্রচারের জন্য নিখিল চেষ্টার বাহ্য, কিন্তু আমরা যদি মনে করি, প্রচারের জন্য যত 'জাঁকজমক' আচার্য্য ভোগ করিতে থাকুন, আর আমরা ঐ সকল জাঁকজমক ও গোলমাল হইতে দূরে সরিয়া আচার্য্যের শত গালাগালি চিররুক্ষ-বাক্যের ফলস্বরূপ প্রচার-প্রতিষ্ঠানের সৌধের নির্জ্জন-কক্ষে বসিয়া ভজনানন্দী হইয়া পড়িব, বা

নির্জ্জনে পৃথক্ কুটীর বাঁধিয়া কীর্ত্তন-সঙ্ঘারাম ও সাধুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিব, তাহা হইলে আমাদের সেইরূপ চেষ্টাকে "গৌরপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া" কার্য্যতঃ হরিজন না বলিয়া "নিজ-প্রেয়ের পাছেত' লাগিয়া" কাম-চরিতার্থ করা ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? হরিকথা-প্রচারে নানা হাঙ্গামা আছে দেখিয়া কেহ মঠের মধ্যেই নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলাম, কেহ বা অন্যত্র গিয়া আত্মভোগের কুটীর বাঁধিলাম, কেহ বা গৃহত্বের অভিমান করিয়া মনে করিলাম, —যে পরিমাণ অর্থ আমি মঠের প্রচারের জন্য ব্যয় করি, সেই অর্থের দ্বারা মঠের অনুকরণে জয়পুর হইতে শ্রীরাধা-গোবিন্দের মূর্ত্তি আনাইয়া নিজের গৃহেই ত' সাজাইতে পারি, তাহা হইলে ঠাকুর-সেবাকে ঠাকুর-সেবা, মঠকে মঠ, গৃহকে গৃহ—একাধারে সবকুল রক্ষা হইতে পারে এবং স্ত্রী-পুত্রের আবদ্ধিতে বিজড়িত থাকিয়া কৃষ্ণের সংসারটাও খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে। এইরূপ চিত্তবৃত্তি কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া" হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার চিত্তবৃত্তি নহে। শ্রীগুরুদেবের অনুষ্ঠিত প্রচার-সেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য, বিদ্যা প্রধান এবং সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য করিতে যাঁহাদের জাড্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়ারই চিত্তবৃত্তিতে ন্যূনাধিক সংক্রামিত হইয়াছেন।

শ্রীগুরুদেবের প্রচারে সর্ব্বতোভাবে অকপটে আনুকূল্য করা কি সন্ন্যাসী, কি বানপ্রস্থ, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ—সকলেরই সমভাবে কর্ত্তব্য। ইহারই নাম শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তনের সেবা। কিন্তু আলস্য-প্রধান-বাতুলগত-দোষ, বা প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের সহিত পূর্ব্ব-সংসর্গ-জনিত দোষ, কিম্বা অনর্থব্যাধির নানা প্রকার দুরারোগ্য-দোষে দুষ্ট চিত্তবৃত্তি হইতেই মনে হয়,—শ্রীগুরুদেবের প্রচার-কার্য্যের দ্বারা অপেক্ষা নির্জ্জনতা-বরণ বা বিষয়-সংস্পর্শ-পরিত্যাগের নামে অনর্থ-সন্ততানের সঙ্গ ও অনর্থ-সন্ততিগণের বিষয়বলে ডুবিয়া যাওয়াই ভাল। যেমন প্রবৃত্ত বা কর্ম্মময় জীবনের কোলাহলের পর নিবৃত্তিপর শান্তভাবাপন্ন নির্জ্জন জীবন কাহারও কাহারও নিকট বহুমানিত হয়, তদ্রূপ যাঁহারা শ্রীহরিকথা-প্রচারের নিখিল চেষ্টাকে কর্ম্মবুদ্ধিতে পর্য্যবসিত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রচার-কার্য্যের হাঙ্গামার বোঝা ফেলিয়া দিয়া নির্জ্জন-প্রকোষ্ঠে গিয়া হাঁপ ছাড়িতে চাহেন, ইহা ত' হরিজন নহেই, পরন্তু হরিজনের বাঞ্ছনীয় পথের যে এক মহান্ বাধা তাঁহাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাঁহারা সীমানা হইতে আপনাদিগকে শত সহস্র যোজন দূরে পিছাইয়া ফেলা।

গৃহত্বের অভিনয় করিয়া অনেক সময় আমরা দুর্ব্বুদ্ধি-বশে মনে করি,—প্রচার প্রকৃতি কার্য্য কেবল মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীর কৃত্য; গৃহবাসী আমাদের ঐ সকল হাঙ্গামায় মাথা ঘামাইয়া কাজ কি? আমরা হয় ঠাকুর-সেবা পাইব, না হয় খুব জোর মঠের অনুকরণে বড় বড়-বৃত্তি আমদানী করিয়া বাড়ী-ঘর সাজাইব, সময় সময় মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীদিগকে দুই একদিন উত্তম উপচারে ভোজন করাইয়া যাহাতে তাঁহাদের নিকট হইতে নিরপেক্ষ শ্রৌত শ্রেয়ঃ উপদেশ পাইবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মুখ বন্ধ (?) করা যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিব; যদি খুব বেশী কিছু করিতে হয়, বাড়ীর নিকটে বা বাসার নিকটে মঠ থাকিলে সারাদিনের সাংসারিক পরিশ্রমের পরে পাখার বাতাস-সেবন ও কৌতূহলের খাদ্য-স্বরূপ নানা প্রকার সংবাদ-সংগ্রহের জন্য একবার করিয়া মঠে হাজিরা দিয়া আসিব!

গৃহত্বের পক্ষে অর্জ্জন নিষেধ করা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার নহে; কিন্তু অর্জ্জনের বাহ্যাড়ম্বরের ছলনায় বহুজনব্যাপী অর্জ্জন বা অর্জ্জন-সিদ্ধির ফলস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তন-সেবার প্রতি উদাসীন কিম্বা বিন্দুমাত্রও অমনোযোগী হওয়া বৈষ্ণব-গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে। পরলোকগত শ্রেষ্ঠার্থ শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের স্ব-গৃহে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে সেই শ্রীবিগ্রহেরই সেবা-সমৃদ্ধির আড়ম্বর দেখাইয়া জগতের অনভিজ্ঞ লোকের নিকট বৈষ্ণব-নাম কিনিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের কীর্ত্তন-শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণে উৎসাহ-বিশিষ্ট হইলেন কেন? শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠ জনগণের কৃপায় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শ্রীগুরু-দেবের কীর্ত্তন-প্রচারের সহায়তাই তাঁহার অর্জ্জন-সিদ্ধির ফল। নিজের ঠাকুর-বাড়ীর অভ্রভেদী উচ্চ চূড়া নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের প্রচার-কার্য্যে বিন্দুমাত্রও বৈধিলা —নিজের বাহাদুরী-প্রদর্শন এবং আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-মাত্র। কাজেই গৃহত্ব-অভিমান করিয়া আমাদের সর্ব্বথা শ্রীগুরুদেবের প্রচারে নিয়োগ না করিবার কোন যুক্তি বা মনোভাব

উপস্থিত হইলে তাহা "গৌরপ্রেষ্ঠ পাহেত" লাগিয়া" তখন বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ বা গার্হস্থ্য—এই সকল হরিভজনের অনুকূল বিভিন্ন অবস্থান-বৈচিত্র্য-মাত্র। প্রত্যেক বিভিন্নতাকেই পূর্ণভাবে শ্রীগুরু-মনোঽভীষ্ট-প্রচারে নিযুক্ত করিতে হইবে। যদি গার্হস্থ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রচারে পূর্ণভাবে নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে খর্ব করিতে হইবে। সন্ন্যাসও যদি গুরু-পাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট-প্রচার অপেক্ষা নিজ-প্রচারেই অধিকতর মনোযোগী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেইরূপ সন্ন্যাসেরও কোন সার্থকতা নাই।

অকপট শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মবাণী প্রচারের জন্য বিলাস-ত্যাগী সন্ন্যাসী হইলাও উৎকটবেশে আয়োজন, সর্ব-প্রকার লোকের দ্বারে গমন কোন প্রকার দোষাবহ নহে; কারণ, সেখানে আত্ম-সম্ভোগাভিসন্ধি নাই। আর শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-সেবার অকৃত্রিম উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দিয়া বা হরিসেবা-বিষয়ের কোন প্রকার বিরোধী না হইয়া সাধারণ জাগতিক বিষয়ীর ন্যায় প্রকৃতির দান বায়ুটুকু পর্য্যন্ত উপভোগ করিয়া আমাদের বৃথা জীবন যাপন করিবার অধিকার নাই।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রভু 'অমৃতপ্রবাহভাষ্যে' ছোট হরিদাসের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"বৈরাগী হইলে যাহে কোন ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ করিলেও স্ত্রীলোককে দর্শন বা স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করা কর্ত্তব্য নহে।" প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। ঠাকুরের এই কথার সহিত গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কোনই বিরোধ নাই, বিরোধ—প্রাকৃত-সহজিয়াগণের হরিভজনহীন বুদ্ধির ঋজুতা বা কপটতার মধ্যে। ব্যক্তিগতভাবে কোন সাধক বৈরাগী ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ করিয়াও স্ত্রীলোক-দর্শন বা স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না, কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার অর্থাদি গ্রহণ করিবেন না,* রাজদর্শন বা বিষয়ি-দর্শন করিবেন না। কিন্তু যেখানে আশ্রয়ে হরিকথা-প্রচারের উদ্দেশ্য রহিয়াছে, সেখানে মহাপ্রভুরই নিম্নোদ্ধৃত আজ্ঞার রক্ষাকবচ লইয়া "কৃষ্ণগৌরপ্রেষ্ঠের পাহেত' লাগিয়া" প্রচারক কীর্ত্তনমুখে সর্ব্বত্র গুরু দর্শন করিবেন—সেখানে প্রকৃতি-দর্শন, বিষয়িদর্শন বা রাজদর্শন নাই। যিনি ব্যক্তি-গতভাবে স্বতন্ত্র হইয়া এই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন, তিনি তাঁহার স্বতন্ত্রতার জন্য দায়ী, সেইজন্য প্রচার-প্রতিষ্ঠান দায়ী নহেন। যাঁহার এইরূপ প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার যোগ্যতা রহিয়াছে, তাঁহাকে নির্জ্জনে স্থাপন করিলেও তিনি অন্তরের অনর্থ-সম্ভবা-বৈষয়িকী-প্রকৃতির সম্ভাষণ করিয়া বসিবেন। কাজেই প্রচার-প্রতিষ্ঠানের জন্য সাধক-জীবের আপামর সকলের নিকট হরিকীর্ত্তন-ব্যতীত মঙ্গলের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। ঐ মঙ্গলের পথে চলিতে চলিতে কোন ব্যক্তিবিশেষ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া উহার নজির দেখাইয়া মঙ্গলের পথে বিচরণে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন বা আলস্য প্রদর্শন করিলে তাহা হইতে কোন অধিকতর শুভজনক ফল উদিত হইবে না। আর প্রচার-কার্য্যের সহিত ব্যক্তিগত সাধক-জীবনের শিক্ষাকেও একাকার করিয়া ফেলিতে হইবে না। এইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ,—

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

(চৈঃ চঃ ম ৭।১২৮, ১২৯)

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিকট তপস্যা, তথাকথিত ধ্যান, নির্জ্জনে যম-নিয়ম-প্রাণায়ামাদি সাধন-ভজন প্রকৃতিই এ জগতে পরমধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত ছিল; কারণ, কর্ম্মপ্রবণ সম্ভোগবাদী বিষয়ীর নিকট যখন কর্ম্মাড়ম্বরের তিক্ত অভিজ্ঞতা অশান্তিকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন ঐ শ্রেণীর ব্যক্তি কর্ম্ম-কোলাহল হইতে নিবৃত্ত নির্জ্জন জীবন, মৌনব্রতাবলম্বন, নির্জ্জনে জপ-ধ্যানাদি আত্ম-সম্ভোগের কার্য্যগুলিকেই পূর্ব্ব-সংস্কারের সংস্পর্শ-দোষে ধর্ম্ম-রূপে বরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে উদিত হইয়া জানাইলেন যে, হরিকীর্ত্তনই জীবের সার্ব্ব-কালিক ও সার্ব্বজনীন পরম ধর্ম্ম। বহু ব্যক্তি একত্র মিলিয়া হরিকীর্ত্তনই—হরিসঙ্কীর্ত্তন; তাহাই "কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাহেত' লাগিয়া" গৌর-মনোঽভীষ্ট-প্রচার—তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্য-লীলার পদাঙ্কানুসরণ এবং তাহাই প্রকৃত পরার্থিতার (Altruism) পরাকাষ্ঠা এবং প্রকৃত স্বার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতার আদর্শ।

* "স্বয়ং প্রভু এই আগে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া যুবতীর ঘরে ঘরে।"—ঠাকুর বৃন্দাবন

'অজ্ঞানতঃ' (অনভিজ্ঞ) বলিয়া যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই কথাটী পুনঃ পুনঃ জানাইবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার। যেমন অনেক সময়ে আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়, তাহার সন্ধান না জানায় আমরা প্রয়োজন-লাভে বঞ্চিত থাকি, আবার অনেক সময় আমাদের আবশ্যক-দ্রব্য-গ্রহণের প্রতি তত রুচি না থাকিলেও বাড়ীর দ্বারে ফিরিওয়ালার ডাক শুনিয়া আমাদের রুচি উদিত হয়, সেই-রূপ আমাদের হরিসেবার সন্ধান এবং একমাত্র প্রয়োজন হরিভক্তিতে রুচি না থাকিলেও প্রচারকগণের ডাক শুনিয়া আমাদের হরিভজনে রুচি উৎপাদিত হয়। প্রচার-কার্য্য বন্ধ করিয়া অনর্থযুক্ত নির্জ্জন ভজনানন্দীর দল বৃদ্ধি করিলে জগতে অপরকে ঐরূপ মঙ্গলের সন্ধান প্রদান করা দূরে থাকুক, নিজ-মঙ্গলও হইবে না। কারণ, শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন,—অপরের মঙ্গল-চেষ্টার সহিত জীবের ব্যক্তিগত মঙ্গল বিজড়িত। অপরের নিকট শ্রৌত বিষয় কীর্ত্তন বা প্রচার করিলে নিজের সেই সকল কথা ভাল করিয়া শোনা হয় এবং তাহা হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত ও আচরণে সম্প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির নির্জ্জন-ভজনে প্রকৃত কীর্ত্তন না হওয়ায় শ্রবণ হয় না; শ্রবণ না হওয়ায় মনোধর্ম্ম বিদূরিত এবং হৃদয়ে শ্রুত-বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। কাজেই তাহাতে নানাপ্রকার অনর্থের উপসর্গ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অনর্থযুক্ত নির্জ্জন-ভজনানন্দের পক্ষপাতী সম্প্রদায় যতই আপনাদিগকে ভক্তিপথের পথিক বলিয়া মনে করুন না কেন, তাঁহাদের মধ্যে নির্ব্বিশেষ ভাবের দূষিত বীজাণু ও আলস্যপ্রধান সংস্পর্শ রহিয়াছে।

ব্যক্তিগত জীবনের সম্ভোগবাদের সহিত বিশ্বের প্রচারের উদ্দেশ্যের পার্থক্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া কত লোক যে কত প্রকার ভ্রান্ত ধারণায় চালিত হইতেছেন এবং বহির্ম্মুখ মনোধর্ম্মের উদ্গার প্রকাশ করিতেছেন, তাহার অনেক নমুনাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ইতিহাসে ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য লিখিত থাকিবে। কেহ কেহ বলেন,—মঠের পরিচালনার জন্য স্থায়ী বিষয়-সম্পত্তি না করিয়া প্রচারকগণকে বহু বহু অর্থব্যয়ে বিলাতে প্রেরণ করিয়া লাভ কি? কোন চিকিৎসকজাতিখানী অনর্থব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বলেন,—আপনারা যখন বহু টাকা-পয়সা খরচ করিয়া বিলাতে প্রচারক পাঠাইতে পারেন, তখন আপনাদের সম্প্রদায়ের কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে অধিক মূল্যের ঔষধ ও পথ্য প্রদান এবং তাহাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য বায়ু-বহুলস্থানে প্রেরণে উদাসীনতা কেন? কেহ বলেন,—যখন আপনাদিগের প্রচারে প্রতিবৎসর বহুলক্ষ টাকা ব্যয় হয়, তখন আপনাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি সামান্য অর্থের জন্য অপরের চাকুরী বা দারিদ্র্যভোগ করেন কেন? কেহ বা বলেন,—মঠের মোটা চাউলের ভোগ ও অতি সামান্যভাবে সাধারণ প্রসাদাদি গ্রহণ করিবার কৃচ্ছ্রতার মধ্যে থাকিয়া ঘুরোপে প্রচারের জন্য রাশি রাশি মুদ্রা ব্যয় করিবার সার্থকতা কি?

এই সকল দুর্বিচার ব্যক্তিগত সম্ভোগকে হরিসেবার প্রচার বা কৃষ্ণের সম্ভোগের সহিত একাকার করিবার কুমেধা হইতেই উদিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কাহারও ব্যক্তিগত সৌখ্যের জন্য শতশত গ্যালন রক্ত ব্যয় করিয়া, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন না, কিম্বা ব্যক্তিগত বা কৃষ্ণসম্বন্ধহীন সমষ্টিগত সম্ভোগের জন্যও বিষয়ীর অর্থ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না। শ্রীহরিকীর্ত্তন-প্রচার বা শ্রীনাম-প্রভুর সম্ভোগের জন্য—বিষয়ীর নিকট গচ্ছিত অর্থের প্রকৃত সার্থকতার জন্য—বিষয়ীর মঙ্গল ও জীব-মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা বিষয়ী হইতে অর্থগ্রহণ করেন। সুতরাং সেই অর্থ একমাত্র শ্রীনাম-প্রভুর সেবায় নিযুক্ত না হইয়া ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সৌখ্যের জন্য নিযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা অর্থসংগ্রহকারী, অর্থদাতা ও অর্থ—সকলেরই অপকার ও অসদ্ব্যবহার করা হইবে এবং ব্যষ্টি বা সমষ্টিকে বহির্ম্মুখ বিষয়ী হইয়া পড়িতে হইবে। ইহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের উদ্দেশ্য নহে।

প্রচার বন্ধ করিয়া মঠের বিষয়-সম্পত্তি বর্দ্ধন বা হরি-কথা-প্রচার, শাস্ত্রপ্রচার বন্ধ করিয়া অর্থ-সঞ্চয়—শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আচার্য্যবর্য্যের বিচার-বিরুদ্ধ। তিনি বলেন,—যদি অকপট হরিকীর্ত্তন-প্রচাররূপ প্রাণ থাকে, তাহা হইলেই শত শত মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। আর যদি প্রচার-প্রাণ তিরোহিত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ শত শত ইষ্টকস্তূপের কোন মূল্যই নাই, বরং ঐ সকল পতিত ও উহার সঞ্চিত ধনসহ ভবিষ্যতের আলস্য-পরায়ণ ব্যভিচার-প্রবণ

তথাকথিত নির্জ্জন-ভজনানন্দিগণের অনর্থপ্রাপ্তিকে অধিকতর প্রশ্রয় দিবার আশ্রয়-গৃহরূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কতকগুলি লোক জনসঙ্গ-পরিত্যাগের জন্য নির্জ্জন-ভজনের পক্ষপাতী হন এবং ঐরূপ আলস্য-পরাভব-ধাতুর লোকদিগকে চয়ন করিয়া নির্জ্জন কুটীরে ভজনকুল নির্ম্মাণ করিবার যে চেষ্টা করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের সজ্জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অনর্থপরাহত দুর্জ্জন-সঙ্গের সুযোগ উপস্থিত হয়। দুঃখের বিষয়,—প্রেয়ের সুস্পষ্ট সিদ্ধিপথ তাহার সঙ্গে পলায়নোন্মুখ যে ব্যক্তিকে টানিয়া আনে এবং তাঁহাদিগকে মুখাগ্রে প্রেরণ করিয়া নিজের বিজয়-ডঙ্কা বাজাইতে থাকে।

জগতের বিজ্ঞক্রুব অজ্ঞ-সম্প্রদায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

(৩) **গ্রাম্যবার্ত্তাবহের সম্পাদক-সম্প্রদায়**—আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সর্ব্বজ্ঞ মনে করিয়া অদ্বৈতবাদ শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত ও তৎপ্রচারকগণের মত-মুণ্ড-বিধাতা সাজিতে চাহেন। দশাশ্বমেধ পৃথিবীর অধীশ্বর মহারাজ পৃথু বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ-ব্যতীত সকলের উপরই দণ্ড পরিচালনা করিতেন, আর আধুনিক যুগের তথাকথিত দেশোদ্ধারকারী অসিজীবী মসিজীবিসম্প্রদায় অপ্রাকৃত বৈষ্ণব, এমন কি, পরমহংসকুলকেও যেন দণ্ডদানে (?) সমর্থ, এরূপ কল্পনা করিয়া থাকে! গায়ের জোরে কলমে যাহা আসে, একটা লিখিয়া দিলেই, আর মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে তাহা জগতের দশটা লোকের নিকট প্রচারিত হইলেই তাহারা মনে করে,—"কেল্লা মার দিয়া"। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায়, অদ্বৈতবাদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তব-সত্য হয় ইন্দুরের গর্ত্তে গিয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিবে, না হয় ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে! যে-সকল লোক বোকা, তাহারাও গ্রাম্য-বার্ত্তাবহের ছাপার কাগজে ঐ সকল উক্তি দেখিয়া মনে করে,—যখন ছাপায় এ সকল কথা বাহির হইয়াছে, তখন নিশ্চয় ইহাই সত্য, ইহাই সিদ্ধান্ত। মহাপ্রভুর সময় সংবাদপত্রের প্রচার ছিল না, এজন্য ভক্তিবিরোধী পাষণ্ড-সম্প্রদায় যে-সকল কথা বলিত, তাহা বহুলোক জানিতে পারিত না। শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থে বিরোধিগণের অসভ্য বাচালতা ও মূর্খতার তাণ্ডবের ঐ চারিটী কথা লিপিবদ্ধ না থাকিলে অনেকেই জানিতে পারিতেন না যে, সত্যের বিরুদ্ধেও অসত্যের অভিযান হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ-পত্রের আবির্ভাবে একদিকে যেমন পারমার্থিক কথা প্রচারের সুবিধা হইয়াছে, অপর দিকে সর্ব্বথা গ্রাম্য-সাহিত্যিকগণের তাণ্ডবে জগতের অনভিজ্ঞ গণতন্ত্রিকা তেমনি বঞ্চিত হইতেছে। **গ্রাম্য-বার্ত্তাবহ-সমূহ লোকের বহির্ম্মুখ-রুচির খিদ্‌মদ্‌গার-স্বরূপ।** তাহা লোকের ইন্দ্রিয়-তর্পণের গোলাম,—সত্যের গোলাম নহে। যে-দিকে লোকের ঝোঁক বেশী দেখে, অর্থ-প্রাপ্তি বা প্রতিষ্ঠার লোভে তাহারা সে-দিকের ঘুষাই তুলিয়া থাকে। জগতে অধিকাংশে কেন, প্রায় সকল লোকেরই চিত্তবৃত্তি এইরূপ বহির্ম্মুখতার নানাপ্রকার উপসর্গে আক্রান্ত; কাজেই সেই সকল চিত্তবৃত্তির ইন্ধন যোগাইবার জন্য গ্রাম্যসংবাদপত্র-সমূহ যে-সকল ঘুষা বাহির করিয়া থাকে, লোকে উহাদিগকেই আনন্দের সহিত আস্বাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের নিকট পারমার্থিক-সংবাদ-পত্রের উক্তি ফীকা বলিয়া বিবেচিত হয়, আর পারমার্থিক কথা-সমূহ তাহাদের বিরুদ্ধ জানিয়া তাহারা ঐ সকল সংবাদ-পত্রে তাহা প্রকাশও করে না, তখনও কখনও নানা চেষ্টা-চরিত্র-বলে প্রকাশিত হইলেও কোন প্রকারে তাহা ভীত, ত্রস্ত, অস্পৃশ্য, অদৃশ্য ব্যক্তির মত এক কোণে স্থান লাভ করে; ঐ সকল কথা পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে ভোগি-সমাজ চটিয়া যাইবে, ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে, বা নিজেদের বিরুদ্ধ কথা নিজেদের দ্বারাই প্রকাশিত হইবে,—এই আশঙ্কায় গ্রাম্য পত্রিকার সম্পাদকগণও পারমার্থিক সত্যকথা এবং প্রতিবাদ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন, অথচ ইহারা অধোক্ষজ-উক্তি-দোষ-দর্শনে সমালোচনা (?) করিবার সময় গায়ের জোরে

অপ্রাকৃত, অলৌকিক, মনে যাহা আসে, তাহা—যে-কোনও কথা বলিয়া দিতে দ্বিধা বোধ করেন না; বহির্মুখ জন-সাধারণও তাহা গ্রহণ করিবার সময় যাচাইয়া দেখে না। প্রাকৃত-বিষয়-সমূহ সমালোচনা করিবার নিরঙ্কুশ-অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় গ্রাম্য-পত্রিকার সম্পাদকগণ তাঁহাদের সেই ক্ষমতাকে অপ্রাকৃত রাজ্যে অতিপ্রসারিত করিতে চাহেন! আশ্চর্য্যের বিষয়, জগতের মূঢ়লোক-সকল একবারও ভাবিয়া দেখে না,—ঐ সকল ব্যক্তি কি চরিত্রের লোক, তাঁহারা কি লইয়া আছেন, তাঁহাদের ব্যবসায় কি? তাঁহারা কিরূপ পারিপার্শ্বিকতায় বাস করেন, তাঁহাদের বৃত্তিই বা কি? অধিকারই বা কি? তাঁহারা কতটা সত্যের বার্ত্তা শুনিয়াছেন? যে-কথা মানবজাতির আদৌ জানা নাই, সেই কথাই পরমার্থের উপদেষ্টাগণ বলিয়া থাকেন। গ্রাম্য-সংবাদ-সেবিগণ জগতে যে-সকল জানা কথা, তাহা লইয়াই কারবার করেন। তাঁহারা কিরূপে অজানা রাজ্যের অজানা কথার সমালোচক হইতে পারেন? তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কি প্রকারে হাইকোর্ট বা প্রিভি কাউন্সিলের চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া পারমার্থিকগণকে উহাদের দণ্ডপ্রাপ্তির আসামী-শ্রেণী বলা যাইতে পারে?

(৪) অনুস্বার-বিসর্গ-পড়া-সম্প্রদায়—যদি মনোরথ আচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয় না করে, তবে তাহারা কেবল গর্দ্দভের মত শাস্ত্রভার বহন করিয়া মরে, সারগ্রাহী হইতে পারে না। তাহারা প্রকৃত শাস্ত্রমর্ম্ম ও সিদ্ধান্ত কিছুই জানে না। দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় প্রকার অনুস্বার-বিসর্গ-পড়া-সম্প্রদায়ই শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত "অজানতঃ" শ্রেণীর ব্যক্তি। ইহারা অনেক সময় আপনাদের অজ্ঞতাকেই পাণ্ডিত্য মনে করিয়া সাধুবৈষ্ণবগণের অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যকে মূর্খতা মনে করে। বস্তুতঃ বন্ধমোক্ষবিৎ মহাভাগবতই পণ্ডিত ও বিদ্বান্।

(৫) ভাষা-জ্ঞান-বহুমাননকারি-সম্প্রদায়—প্রাকৃত ভাষাজ্ঞানের খোসা লইয়া মারামারি করিয়া বস্তুর অন্তর ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। উহারা আচার্য্য, সাধু, বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ভাষাকে তাহাদের গ্রাম্য পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বুঝিতে চাহে। গ্রাম্য-পরিভাষা ও অপ্রাকৃত ভাগবত-পরিভাষার ভেদ আছে। ভাগবত-পরিভাষাকে গ্রাম্য পরিভাষার জেলখানায় নিক্ষেপ না করিয়া বরং ভাগবত-পরিভাষার সম্মুখে প্রণিপাত ও সেবাবুদ্ধির সহিত উপনীত হওয়াই যে কর্ত্তব্য, ইহা আধুনিক আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের মগজে ঢুকিতে চাহে না। কতকগুলি গ্রাম্য সাহিত্যিক এবং কতকগুলি গ্রাম্য ধর্ম্মরত ব্যক্তির মত এই যে, আচার্য্যের ভাষা যদি তাহাদের ন্যায় সাধারণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যোগ্যতা না হয়, তাহা হইলে আচার্য্য বা তাঁহার অনুগত সম্প্রদায় সাধারণের কোনও মঙ্গল করিতে সমর্থ নহেন! কেহ কেহ বলেন,—"আমাদের ঠাকুর গ্রাম্য ভাষায় কথা বলিয়াছেন—উপদেশ দিয়াছেন, তাই সকলে তাঁহার কথায় আকৃষ্ট হইয়াছেন।" দুঃখের বিষয়, কেহই বিচার করেন না যে, ঐরূপ গ্রাম্য-ভাষায় উপদেষ্টা কতটা অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা বলিয়াছেন। গ্রাম্য-ভাষাবিৎ "অজানতঃ" লোকের অপ্রাকৃত ভাগবত-ভাষা জানা নাই, সুতরাং তাহাদিগকে ঐ ভাষায় শিক্ষিত করাই তাহাদের মঙ্গলের উপায়। গ্রাম্য-ভাষায়, গ্রাম্য-চিন্তাস্রোতই থাকিবে, আর মৌখিক ধার্ম্মিক হইবার অভিনয় দেখাইবে,—এরূপ চিন্তাস্রোত আত্মবঞ্চনা ও পর-বঞ্চনার চেষ্টা-মাত্র। আমরা অপ্রাকৃত রাজ্যের ভাষা বুঝি না বলিয়া বা ঐ ভাষা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারে না বলিয়া আমরা ঐ ভাষাকে পত্র-পাঠ বিদায় দিব বা তাহার প্রতি দণ্ড-বিধানের জন্য তাহাকে চিরনির্ব্বাসিত করিব কিংবা ঐ ভাষা-প্রচারকগণকে 'জঙ্গ' বলিব,—এরূপ অনর্থময় বিচারস্রোত এক শ্রেণীর "অজানতঃ" লোকের হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়াছে।

(৬) বৃথা-আভিজাত্য-গর্ব্বিত-সম্প্রদায়—ইহারা বাহির কটকা চাল দেখাইয়া আপনাদিগকে সাধুবৈষ্ণব অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও উচ্চাসনে আসীন মনে করে! ইহাদের কথাই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা, ধন, কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

যাহারা অবৈষ্ণব 'বৈষ্ণব' চিনিতে পারিল না, তাহাদের মত নিরেট বোকা আর কোথাও নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য তাঁহারই—যিনি প্রকৃত বৈষ্ণবকে চিনিয়াছেন—বৈষ্ণব হইতে অবৈষ্ণবের ভেদ জানিতে পারিয়াছেন। বাহির কটকা দেখিয়া তিনি 'বৈষ্ণব' বিচার করেন না, বৈষ্ণবতা চিনিবার যে কষ্টিপাথর

অর্থাৎ নিজে বৈষ্ণবতার পথে অকপটভাবে গমনের যে উন্মুখতা, তাহার দ্বারাই—বৈষ্ণবের কৃপা-বলে তিনি বৈষ্ণব চিনিতে পারেন। বৃথা-আভিজাত্য-গর্ব্বিত-সম্প্রদায় মূর্খতা-বশে মনে করে যে, বৈষ্ণবের আভিজাত্য নাই, পাণ্ডিত্য নাই, তাঁহারা সমাজের হীন, পরিত্যাজ্য, অকর্ম্মণ্য ও সর্ব্বপ্রকারে গর্হিত ব্যক্তি। সমাজের যে হেয়তা-দুষ্ট চিত্র তাহাদিগকে 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া বঞ্চনা করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাওয়ায় তাহারা প্রকৃত সাধু-বৈষ্ণবকেও ঐরূপ অনুমান করিয়া অধিকতর মূর্খতা ও আত্মবঞ্চনার পরিচয় দেয়।

(৭) বিষয়মদে মত্ত সম্প্রদায়—অনেক প্রকার। কেহ মনে করে,—"যেহেতু আমি হাজার টাকার অধিক মাহিনা পাই, সুতরাং আমি অধিক বৈষ্ণব চিনি;" কেহ মনে করে, "যেহেতু আমার অনেক টাকা আছে, আমি ঐ টাকাগুলিকে বাজাইয়া লইতে জানি, সুতরাং বৈষ্ণবকেও আমি ওজন করিয়া লইতে পারি!" এইরূপ বিচারে অজ্ঞতাপূর্ণ-মত্ততা-ব্যতীত আর কিছুই নাই। বিষয়মদে মত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকেই যৌক্তিকভাবে সাধু, বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত,—যাঁহারা তাহাদিগকে অবাঞ্ছিতে বিষয়ভোগে প্রশ্রয় দান করিয়া তাহাদের কৃপাভাজনরূপে সমাজের এক কোণে কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু যখন কোন আচার্য্য বিষয়মদের মোহভঙ্গের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বলেন,—"আমার নিষ্কিঞ্চন গুরুবর্গ ও মহাজনগণ তোমাদের বিষয়-ভোগে প্রশ্রয়-প্রদান-পূর্ব্বক তোমাদিগকে নরকে পাঠাইতে প্রস্তুত নহেন, তোমরা যদি তাঁহাদের বঞ্চনায় বঞ্চিত হইয়া থাক, তবে তোমরা ভুল বুঝিয়াছ; আমার গুরুবর্গ—যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের বেষ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা তোমাদের অধিক ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য বিষয়-পরিত্যাগের অভিনয় করেন নাই; বস্তুতঃ তাঁহাদেরই সমস্ত কৃষ্ণসেবার ধন, তাঁহারাই কৃষ্ণসেবা জানেন; তাঁহারা তোমাদের মুখাপেক্ষী বা তোমাদের 'কৃপার' নহেন। তাঁহাদের অধীন হইয়া কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-প্রচারে তোমাদের সমস্ত ধন নিযুক্ত করিলেই তোমাদের ভবরোগ ভোগরোগ ও ত্যাগরোগ দূর হইবে।" এরূপ নিরন্তকুহক সত্যকথা-কীর্ত্তনকারী আচার্য্য সমস্ত বিষয়ের দ্বারা যখন কৃষ্ণসেবা করেন, তখন ধনমদমত্ত বিষয়িগণ মনে করে যে, আচার্য্য ও বৈষ্ণবের ব্যবহার প্রাকৃতিক (?) হইয়া পড়িয়াছে! যেন তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের তামসিকতার কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের নিখিল বিষয়-সম্ভার বলি দেওয়াই সাধুতা ও নিষ্কিঞ্চনতা! বর্ত্তমান যুগে আচার্য্য এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণপর ভ্রান্ত ধারণার লণ্ডভণ্ডাণ্ড করিয়া কৃষ্ণসেবাবৈভব বিস্তার করিতেছেন—বিষয়ীর বিষয়াভিধান ও হরিগুরুবৈষ্ণবকে তদধীন, তৎমুখাপেক্ষী ভোগাজ্ঞান করিবার দুশ্চেষ্টাকে নানাভাবে প্রশমিত করিতেছেন। ইহাই সাত্বত-সংহিতার উপদেশ। ইহা লোকে এতদিন জানিত না বা মদমত্ত বিষয়ী লোক ইহা জানে না। লোককে ইহা জানাইবার জন্যই আচার্য্যের নানা আকারে সাত্বত-সংহিতা রচনা। কখনও মঠ-প্রতিষ্ঠার দ্বারা, কখনও প্রদর্শনীর উন্মোচন-দ্বারা, কখনও গ্রন্থ-রচনা-দ্বারা, কখনও বা বিশ্বের সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তনকারী প্রচারক-প্রেরণ-দ্বারা আচার্য্য "অজ্ঞানতঃ" লোকের পরম মঙ্গলের জন্য সাত্বত-সংহিতা নির্ম্মাণ করিতেছেন।

(৮) পরতোষণ-ধর্ম্মের যাজক কর্ম্মজড়-সম্প্রদায়—বহু প্রকার। ইহারা আত্মেন্দ্রিয়-তোষণের জন্য পরতোষণ বা পরার্থিতা-ধর্ম্মের একটী মুখোস পরিয়াছে। ইহাদের মতে, —পরমেশ্বর-বস্তু আত্মতোষণেরই কাল্পনিক দ্রব্য-বিশেষ। আত্মতোষণই জীবনের ব্রত। সেই ব্রতটী সাধন করিবার জন্য যদি যৌক্তিক ও কাল্পনিক পরমেশ্বর স্বীকার করা আবশ্যক হয়, করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তাহার কৃত্তিবিধানই আবশ্যক। ইহাদের মতে,—'নারায়ণ' কাল্পনিক বস্তু; সুতরাং দরিদ্রকে 'নারায়ণ,' দুঃখকে 'নারায়ণ' প্রভৃতি বলিয়া পরতোষণ বা পরার্থিতার নামে স্থূল ও সূক্ষ্ম আত্মেন্দ্রিয়-তোষণই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যাউক। অধোক্ষজ নারায়ণ বা কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ বা সেবা-দ্বারা আত্মতোষণ হয় না, কৃষ্ণই কামদেবরূপে সকল দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন, তৎপরিবর্ত্তে কিছুই ইন্দ্রিয়-তোষণ-মাত্রও বা বেতন পাওয়া যায় না, সুতরাং প্রত্যেক ভোগ্যবস্তু বা জীবকে 'নারায়ণ' কল্পনা করিয়া আমার ইন্দ্রিয়-তোষণের আনুষঙ্গিকতার মধ্যে (কল্পিত) নারায়ণের সেবা করিবার বাহ্য আকার দেখান যাউক এবং বহির্ম্মুখ ত্রিতাপের প্রতি বহির্ম্মুখ গণগজ্জলিকা সমবেদনা-বিশিষ্ট বলিয়া তাহাদের নিকট হইতেও দাস-পূজা-প্রতিষ্ঠা লাভ করা যাউক। এই

সকল মনোবৃত্তি হইতেই বিদ্ধ কর্ম্মি-সম্প্রদায়ের অধোক্ষজ পরমেশ্বরে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের প্রতি উদাসীনতা, বিরাগ, বিদ্বেষ ও বিরোধ-চেষ্টা উদিত হয় এবং প্রাকৃতজন-সেবার আদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহারা বলে,—শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মঠ-মন্দিরগুলি উঠাইয়া দিয়া সেই অর্থ দ্বারা লোকের সেবার নিযুক্ত হউক। যে-সকল তুলসীবন ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিষেধক না হইয়া বৃথা লোকের সেবা গ্রহণ করে, সেই সকল তুলসীবন উৎপাটিত করিয়া বেতনভোগের চাষ হউক, সাধু-বৈষ্ণবগণকে হরিকথা-প্রচারে বৃথা সময় নষ্ট করিতে না দিয়া চরকার সূতা কাটিতে ও লাঙ্গলের দ্বারা চাষের কার্য্য করিতে নিযুক্ত করা হউক এবং ঐ সকল সূতা ও কৃষিজাত দ্রব্য ভোগি-মানবের উত্তরোত্তর ভোগবর্দ্ধনে নিযুক্ত হউক। তাহা হইলেই মানুষ ও দ্রব্যের সদ্ব্যবহার হইবে। বস্তুতান্ত্রিক-সোস্যিয়েট কৃশিয়ার এই বদ্‌হাওয়া এই সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতেও আধুনিক 'যুগাবতার'-নামধারী ব্যক্তিগণের সঙ্গে কিছুদিন হইল আরও বিকৃতভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এইরূপ চিন্তাস্রোতে মগ্ন ব্যক্তিগণের ধারণায় দীক্ষিত বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকে,—"হরিকথা-প্রচারকগণ সাধারণ লোকের অর্থের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন, আর জগতে দেহসর্ব্বস্ববাদ, জড়সর্ব্বস্ববাদ ও পরার্থিতা-ধর্ম্মের আবরণে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকাবাদ-প্রচারকগণই সাধারণের অর্থ সাধারণের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া জগতের মঙ্গল করিতেছেন।" 'সাধারণের অর্থ'—এই কথাটী যেমন ভ্রম-ময় ভোগধারণা-জাত, সাধারণের ভোগের বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্য্যে তাহার নিয়োগও তেমনি ভোগময় বহির্ম্মুখধারণা-প্রসূত। নিখিল অর্থের সম্পূর্ণ মালিক—কৃষ্ণ, তাহা ভগবদিচ্ছায় সাধারণের নিকট গচ্ছিত আছে, তাহা একমাত্র কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োগই সর্ব্বসাধারণের প্রকৃত মঙ্গলপ্রদ। সাধারণের অর্থ-বিচারে তাহা সাধারণের ভোগবর্দ্ধনে নিযুক্ত করা—সাধারণকে বর্ব্বরভূমিকায় টানিয়া লইয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। পরভোগণের লজ্জা-পরিহিত বহুরূপী কর্ম্মিসম্প্রদায় সাধারণের অর্থ সাধারণের স্বার্থে নিয়োগ করিবার আদর্শে সাধারণকে মৃত্যুর পিচ্ছিলপথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—স্বার্থপতি বিষ্ণুর স্বার্থ হইতে লোকদিগকে বঞ্চিত করিতেছে। বলিহারি মায়া! এই সকল অকপট সত্যকথা লোকে জানিত না বলিয়াই আচার্য্য হরিকীর্ত্তনরূপ সাত্বত-সংহিতা প্রচার করিতেছেন।

(৯) সুবিধাবাদি-সম্প্রদায়—ইহারা জগতে নানা আকারে দৃষ্ট হয়। সুবিধাবাদের বহুরূপী সাজিয়া কেহ কর্ম্মকে, কেহ জ্ঞানকে, কেহ ভুক্তির ছলনাকে, কেহ বুজরুকীকে, কেহ ধর্ম্মের আবরণকে লোকের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করে। যখন যেদিকে বাতাস, সুবিধাবাদী তখন সেই দিকেরই ধুয়া গান করে। তাহাদের যখন অকৈতব-সত্যের সহিত কোনও প্রয়োজন নাই, তখন লোকপ্রিয়তার জন্য কখনও তাহারা বৈষ্ণবের আখড়ায় আসে, কখনও রাইকানুর পীরিতির সমঝদার সাজে, চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত করে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঝিকি দিয়া ভাবুকতা দেখায়, ইত্যাদি কত কি করিয়া থাকে। বঞ্চিত লোকগণ ইহাদিগকেই 'সাধু', 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানে, আর যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁহারা জগতের সুবিধাবাদি-দলের সহিত 'মিতালি' করিতে পারেন না বলিয়া 'গোঁড়া,' 'একঘেয়ে' প্রভৃতি নামে খ্যাত হন। সুবিধাবাদি-দল নিজেদের ও সমধর্ম্মী ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-তোষণ-ব্যতীত অধোক্ষজে ভক্তিযোগ-সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

(১০) সমন্বয়বাদি-সম্প্রদায়কে সুবিধাবাদি-সম্প্রদায়েরই শাখা-বিশেষ বলা যাইতে পারে। ইহাদের মতে,—সবই সমান—যত মত, তত পথ। পরমেশ্বরের যখন অপ্রাকৃত ও অপ্রমেয় নিত্য-সবিশেষ-স্বরূপ নাই, চরমে সকলই নির্ব্বিশেষ, বাস্তবপথে কেবল কাল্পনিক ভগবান্ সৃষ্টি, তখন ভূতাও ভগবান্, কাঠ, পাথর, বিষ্ঠা-মূত্র—সকলই জীবের কল্পনার কারখানায় সৃষ্ট ভগবান্! কাল্পনিক কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ, বিষ্ণু—সবই সমান; কারণ, সকলই কল্পনা। কিন্তু যেখানে বাস্তব নিত্য, অপ্রাকৃত, সেখানে সব সমান মত হইতে পারেনা—সেখানে সবই অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বৈচিত্র্যের কোন দিন ধ্বংস নাই। বৈচিত্র্য ধ্বংস হইয়া চরমে নির্ব্বিশেষভাবই চেতনরাজ্যের শেষ কথা,—যাহারা জড়-জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে এরূপ অনুমান করে, তাহারা অধোক্ষজ-বিষয়ে কিছুই জানে না—তাহারা আধ্যক্ষিক-মাত্র। তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ অধোক্ষজের কোনও কথাই জানে না। যদিও তাহারা "হাঁ জী, হাঁ জী" করিয়া সাময়িক ও কাল্পনিক ভক্তিকে স্বীকার করে, তথাপি ঐরূপ ভক্তি-স্বীকার ভক্তিকে ঘুণকাঠে বলি দিবার পাষণ্ডতা

যায়। তাহাদের মতে,—ভক্তি চরমে নিঃশেষ হইয়া যায়। এই সমন্বয়বাদি-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকেই—মায়াবাদি-সম্প্রদায়। এই সকল "অজ্ঞানতঃ" সমন্বয়বাদিকুলের দুর্বুদ্ধি-বিদূরণের জন্যই বিদ্বান্ আচার্য্য বর্ত্তমান যুগে সাত্বত-সংহিতা রচনা করিয়াছেন—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন।

(১১) পন্থানীতিবাদি-সম্প্রদায়—কালের যাতা মুখরা বৃদ্ধা পন্থা মনে করিত, ব্রজের গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ যে কৃষ্ণকে লইয়া টানাটানি করে, তাহা তাহাদের স্বার্থ-বুদ্ধি প্রণোদিত; কৃষ্ণকে দিয়া তাহারা অনেক কাজ পায়, কৃষ্ণ তাহাদের গরু চরায়, নানা নীচ কার্য্য করিয়া দেয়, তাই তাহারা বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণকে ছাড়িতে চাহে না। পন্থার মাথায় প্যাঁচই এমন ছিল যে, সে বুঝিতে পারিত না,—কৃষ্ণ ব্রজগোপ-গোপীগণের সহজ আত্মীয়, ব্রজরাজ-ব্রজরাজেশ্বরীর নিত্য ও একমাত্র নন্দন, প্রাণের পুত্তলী, কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপ-গোপীগণের ও তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণের পরস্পর আকর্ষণ অহৈতুক; তাই পন্থা জাগতিক ব্যক্তিগণের ধারণানুযায়ী কৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপ-গোপীগণের একটী হিসাব-নিকাশের খতিয়ান প্রস্তুতের জন্য পরামর্শ দিয়া বলিল যে, কৃষ্ণ এ যাবৎ গোপ-গোপীগণের গরু-চরান প্রভৃতি যতপ্রকার কার্য্য করিয়া দিয়াছে, আর তাহারা কৃষ্ণকে যতটা দুধ খাওয়াইয়াছে বা পালন করিয়াছে, তাহার একটা হিসাব করা হউক। তাহাতে গোপ-গোপীগণের যদি পাওনা কিছু হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সেই টাকা পরিশোধ করিয়া দিলেই তাহারা আর কৃষ্ণকে লইয়া টানাটানি করিবে না। এইরূপ জাগতিক ধারণায় যাহারা আচার্য্য, সাধু-বৈষ্ণবগণের আচরণ পরিমাপ করিতে যায়, তাহারা মনে করে,—পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্য অহৈতুকভাবে যে-সকল ভুবন-মঙ্গল কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহাও জাগতিক স্বার্থ-প্রণোদিত। সুতরাং আচার্য্যের সহিত ব্যবহারিক যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপা, সঙ্গ ও তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়াকেই তাহারা বুদ্ধিমত্তার কার্য্য বলিয়া বরণ করে। বিবর্ত্ত-সম্প্রদায়ে ও জগতের সকল বহির্ম্মুখ ব্যক্তিতেই এই পন্থানীতি দৃষ্ট হয়। ইহারা অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ-সম্বন্ধে কিছুই জানে না, অথচ মনে ভাবে যে, তাহারা ভক্তি ও ভক্তের সমালোচক। এই সকল "অজ্ঞানতঃ" ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য আচার্য্য সাত্বতসংহিতা রচনা-রূপ নানাপ্রকার মঙ্গলময় আদর্শ প্রকাশ করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জে— শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে বিগত ৩ঠা আষাঢ় রবিবার হইতে ৮ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী স্বরূপগঞ্জস্থ শ্রীআনন্দ-সুখদ-কুঞ্জে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তিরোভাব-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের সময় শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং আনন্দ-সুখদকুঞ্জে অবস্থান-পূর্ব্বক সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া উৎসবটীকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছেন।

এই উৎসবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ অর্চ্চনাদি সেবা-কার্য্য, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ মধুসূদন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিনোদ ভক্তিমধুর গৌরবিহিত কীর্ত্তন এবং শ্রীযুক্ত নবীনচরণ ভক্তিবিজয় মহোদয় মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

৮ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার ঠাকুরের অদর্শনরাত্রিকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে কিছুকাল উচ্চসংকীর্ত্তনের পর সুরভিকুঞ্জে গমন করেন, তথায় শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুবর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহাশয়ের মূলগায়কত্বে প্রায় একঘণ্টা-কাল কীর্ত্তন হয়। অনন্তর তোগরাত্রিক সম্পন্ন হইলে নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত—সকলকেই প্রচুর পরিমাণে বিবিধ মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগর-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল কাহালী এম-এ, শ্রীযুক্ত রাধগোপাল দত্ত এম্-এ, কৃষ্ণনগর বারের

এড্‌ভোকেট্ শ্রীযুক্ত কিতীশচন্দ্র মুখার্জি, উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার; উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, উকীল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, উকীল শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ব্যানার্জি; মোক্তার শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত; উকীল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সাহা, মোক্তার শ্রীযুক্ত অনাথিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; উকীল শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, উকীল শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দত্ত; উকীল শ্রীযুক্ত রামবন্ধু লাহিড়ী প্রভৃতি শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ এই উৎসবে যোগদান করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে—বিগত ৮ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবস কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঊনবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে যথাক্রমে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গলারাত্রিক, উষঃকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ, ঠাকুরের অর্চ্চনাদি সেবা, ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিক প্রভৃতি ভক্তাঙ্গ-সমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অপরাহ্নে বৈষ্ণবগণের একান্ত ইচ্ছাক্রমে ব্রহ্মচারী শ্রীপূর্ণানন্দজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে উচ্চ আসনের উপর বিচিত্র বর্ণের পট্টবস্ত্র-দ্বারা একটী সুরম্যচন্দ্রাতপ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক নানা প্রকার লতা-পাতা ও বিদ্যুদালোক-দ্বারা উহা পরিশোভিত করেন। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা বিভূষিত হইয়া দর্শকমাত্রেরই চিত্তে ভক্তিবিনোদ-স্মৃতির উদ্দীপনা জাগাইয়া দিতেছিলেন। অনন্তর অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ভক্তগণ গৌরবিহিত কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। উপদেষ্টা পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রবন্ধবিদ্যালঙ্কার প্রভু মূল গায়করূপে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এদিকে ব্রহ্মচারী শ্রীঘনশ্যাম কর্ত্তৃক শ্রীমন্দিরে বিচিত্র সিংহাসনের উপর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী বিভিন্ন প্রকার স্বর্ণালঙ্কার, বিবিধ পুষ্পমালিকা ও নানা রঙ্গের তড়িদালোকের দ্বারা পরিশোভিত হইয়া দর্শকবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছিলেন। ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক মহোপদেষ্টা পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও বর্ত্তমান যুগে তাঁহার অনর্পিতচর-দান-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে এক একটী সারগর্ভ বক্তৃতা-দ্বারা প্রদর্শন করেন যে, শ্রীভগবানের অন্যতম নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার জীবনের প্রত্যেক আচার-ব্যবহারে শিক্ষা দিয়াছেন,—সদ্‌গুরুপাদাশ্রিত হইয়া মুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আনুকূল্যে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলন করিলেই জীব আত্যন্তিক মঙ্গল-লাভের অধিকারী হইবেন, ইহা অপেক্ষা জীবের পরম শ্রেয়োলাভের অন্য কোন উপায় নাই।

বক্তৃতান্তে উপদেষ্টা প্রবন্ধবিদ্যালঙ্কার প্রভু "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর"—এই বিরহ-প্রীতিটী কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ঠাকুরের ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হইলে সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে—পুরীধাম হইতে শ্রীযুক্ত বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় ২৩শে জুন তারিখে তারযোগে জানাইয়াছেন,—পুরীধামে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কীর্ত্তন-মণ্ডপে শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য অতি মনোহর-রূপে সজ্জিত করিয়া স্থাপিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীআলেখ্য-বিগ্রহকে পুষ্পমালা-অর্পণ-পূর্ব্বক মহতী সভায় এক হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ প্রদান করেন। সভায় সকলেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অতিমর্ত্য জীবন-চরিত্র ও কার্য্যাবলীর মহত্ত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সমবেত সকলকেই প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে—ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে ৮ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব গৌরবিহিত কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীমঠে সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় বহু বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত একটী সভায় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকে সভা-

পণ্ডিতে বরণ করিয়া "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব"-সম্বন্ধে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শাস্ত্রযুক্তিমূলক ও সুললিতভাষাময়ী একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী গীত হইয়াছিল। অতঃপর ঠাকুরের ভোগরাগ সম্পন্ন হইলে সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ-দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠে—৮ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবস ঢাকা জিলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ভক্তগণ শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। জমিদার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য পুষ্পমালিকা-দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া সভামণ্ডপে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর বিস্তৃত নাট্য-মন্দিরে গ্রামস্থ জমিদারবর্গ ও শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ-মণ্ডিত একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী উক্ত সভায় ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের মহাবদান্যতা এবং অভিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষার কথা আলোচনামুখে প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন। তৎপরে তিনি "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" —এই বিরহসূচনোদ্বোধক গীতিটী কীর্ত্তন করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়। ঠাকুরের ভোগরাত্রিকের পর সমবেত সকল ব্যক্তিকেই বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী ভক্তিবিক্রম মহোদয়ের সেবা-চেষ্টা ও উৎসাহ প্রশংসার্হ।

শ্রীভাগবতজনানন্দ-মঠে—চিকলিয়া শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠে ৮ই আষাঢ় তারিখে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উনবিংশ বার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অপরাহ্ণ ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা-আলোচনামুখে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল। ঐ দিবস প্রায় ৭।৮ শত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। চিকলিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মণ্ডল মহোদয় এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে—গত ৮ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার দিবস প্রয়াগ শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অপ্রকট-তিথি-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়াছিলেন।

ঐ দিবস ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভক্তগণ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও ঠাকুর মহাশয়ের রচিত "বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর"-গীতিটী কীর্ত্তন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর শ্রৌতী মহারাজ প্রায় ২ ঘণ্টাকাল সমাগত বহু ভদ্রলোক-মণ্ডিত একটী সভায় শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের জীবনী ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা-প্রদানমুখে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য-সম্বন্ধ, পণ্ডিতের গৌর-নিষ্ঠা ও তাঁহার নিকট শ্রীবল্লভাচার্য্যের বিবাহ-অঙ্গীকার; পণ্ডিতের ক্ষেত্র-সন্ন্যাস; টোটা গোপীনাথের সেবা ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের জীবনী ও শিক্ষার বিষয় আলোচনা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে স্বামিজী মহারাজ বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কারণ; বদ্ধজীবের জন্ম-মৃত্যু ও বৈষ্ণবের জন্মাদি-লীলার পার্থক্য; ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম-লীলা, তাঁহার আবির্ভাব-স্থান ও কাল, তন্মাবধি অনুক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধান; কর্ত্তাভজা, আউলেচাঁদের আচারে বীতশ্রদ্ধা, কবিত্ব-প্রতিভা; বিষয়বিষের অত্যাচার-দমন; বৃন্দাবন-বাসেচ্ছা ও মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ, শ্রীনাম-প্রকাশ; শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ-সমূহ প্রচার; জীবে দয়ার বৈশিষ্ট্য; কলি-পঙ্কজের সেবা-দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অকর্ত্তব্যতা; নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধ-নামের প্রভেদ; সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের আদর্শ; প্রচারক ও প্রতারক, প্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ প্রকৃতি, এই বিষয় আলোচনা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর সমাগত ব্যক্তিগণকে চতুর্ব্বিধ ভগবৎ-প্রসাদ-দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-মঠে—বিগত ৮ই আষাঢ় গোদাবরীতটে শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-মিলনস্থলী শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল পুরুষ ওঁপাদুগবর শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত যথাবিধি শ্রীগৌর ও গৌরজন-মহিমা কীর্ত্তন এবং জাতি-বর্ণ অবস্থা-নির্ব্বিশেষে সমাগত সজ্ঞাবিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় বহু অন্ধ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ সোৎসাহে উক্ত বিরহ-উৎসবে যোগদান করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ইউ, এন, বেঙ্কটরত্নম্ গারু—প্লীডার; শ্রীযুক্ত এম, বি সুব্বায় রাও পান্তলু গারু—প্লীডার; শ্রীযুক্ত সি, এস্ গোপীনাথম্ গারু—প্লীডার। শ্রীযুক্ত ডি, সত্যবী রাও পান্তলু গারু—প্লীডার; শ্রীযুক্ত কে, রামানুজাচারী গারু—প্লীডার; শ্রীযুক্ত ই, সি ডেভিড রাও পান্তলু গারু; শ্রীযুক্ত বি, এন্ নাথমুনি নাইডু—ষ্টেসন-মাষ্টার; শ্রীযুক্ত এন, ডি পরমেশ্বী পান্তলু গারু; শ্রীযুক্ত পি, ভি সুব্বায় রাও পান্তলু গারু—ডিঃ মুনসেফ্ ক্লার্ক, শ্রীযুক্ত এন, বি বেঙ্কটেশ্বরলু পান্তলু গারু—ডিঃ মুনসেফ্ ক্লার্ক; শ্রীযুক্ত এন্, বি কৃষ্ণমূর্ত্তি রাও পান্তলু গারু—ডিঃ মুনসেফ-ক্লার্ক; শ্রীযুক্ত কে, এস্ লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা; শ্রীযুক্ত বি এন্ জগন্নাথম্ গারু, শ্রীযুক্ত বি, এন্ ব্রহ্মানন্দ নাইডু প্রমুখ ভদ্র মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

মেদিনীপুরে—মেদিনীপুর জেলায় "শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সম্মিলনী"র সেবকগণ অমর্দি কলবা-বাজারে শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন কর মহোদয়ের শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-শ্রীবিগ্রহ-মন্দির-প্রাঙ্গণে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের উনবিংশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব ৮ই আষাঢ় তারিখে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীআলেখ্য সিংহাসনের উপর বিবিধ পুষ্প-মালিকা-দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেবকগণ 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়াপ্রকাশ' হইতে ঠাকুর মহাশয়ের অভিনব চরিত্র ও বিরহগাথা পাঠ ও বক্তৃতা-দ্বারা কীর্ত্তন এবং "যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর" প্রভৃতি বিরহ-গীতি গান করেন। স্থানীয় ওকটেলিং ও মধ্য ইংরাজী স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ এবং জমিদার ও বহুসংখ্যক শিক্ষিত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ

(বিমান-ডাকে প্রাপ্ত)

স্যর ডেনিসন্ ও লেডি রস্

গত ৭ই জুন লণ্ডন ভিক্টোরিয়া-হলে স্যর ডেনিসন্ ও লেডি রস্ শ্রীযুত বন মহারাজের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে ২০২ জন বিশিষ্ট লর্ড ও নাইট এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বন মহারাজ তথায় নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে সম্মানাস্পদ আসন (Chair of honour) লাভ করেন। তিনিই সে-দিন সর্ব্বপ্রধান অতিথি বলিয়া সকলের মধ্যবর্ত্তিস্থানে আসন-গ্রহণে যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুত বন মহারাজ শ্রীযুত তীর্থ মহারাজকে স্যর ডেনিসন্ ও লেডি রসের সহিত আলাপ-পরিচয়াদি করাইয়া দেন। শ্রীযুত তীর্থ মহারাজের সহিত ডাঃ জি, পি, ফাড্‌কে; মিঃ কে, পি, কমতকার; মহম্মদ ইয়ামিন খান সি-আই-ই, এম্ এস্-এ; অধ্যাপক এড্‌ওয়ার্ডস্ গিওজা ও তাঁহার ইটালিয়ান সহধর্ম্মিণীর সহিত আলাপ-পরিচয় হয়। লর্ড লামিংটনের সহ শ্রীযুত তীর্থ মহারাজের চিত্র ২৫শে জুন (১৯০০) তারিখের 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে।

লণ্ডন ইউনিভার্সিটির প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক মিঃ সটান্ পেজের সহিত শ্রীযুত তীর্থ মহারাজের বাঙ্গালা ভাষায় বহুক্ষণ আলাপ হয়। অধ্যাপক মিঃ পেজ পূর্ব্বে শ্রীরামপুর-কলেজের একজন মিশনারী ছিলেন।

'অমৃতবাজার' পত্রিকার লণ্ডনস্থ বিশেষ পত্রলেখিকা ও সংবাদ-দাত্রী শ্রীযুক্তা গায়েথ কোডেন্ শ্রীযুত তীর্থ মহারাজের সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করেন। উক্ত মহোদয়া পরদিন প্রাতে লণ্ডনস্থ গৌড়ীয়মঠে আগমন-পূর্ব্বক ভূপতিত হইয়া তীর্থ মহারাজের পদতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন। মঠস্থ ব্যক্তিগণ তদ্দর্শনে বিশেষ বিস্ময়ান্বিত হন।

শ্রীযুত বন মহারাজ উক্ত দিবস নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্ব-প্রাধান্য লাভ করিয়া বোম্বাইর ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড ল্যামিংটন বাহাদুর, ইউ-পির বর্ত্তমান গভর্ণর স্যর ম্যাল্‌কম্ হেলি, বর্ম্মার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যর হারকার্ট বাটলার ও আয়রলণ্ডের মন্ত্রী-প্রমুখ বহু ব্যক্তির সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার-সম্বন্ধে আলাপ করেন। আয়রলণ্ডের মন্ত্রী মহাশয় বহুমূল্য হীরক ও মণিমাণিক্য-খচিত পাগ্‌ড়ী পরিয়া আসিয়াছিলেন।

লণ্ডনের কতিপয় সংবাদ-পত্রে প্রকাশ,—স্যর ডেনিসন্ রস্ যদিও ইঁহাদের শিষ্য নহেন, তথাপি তিনি মুক্তকণ্ঠে ইঁহাদের প্রশংসা গান করিয়াছিলেন। স্যর ডেনিসন্ রস্ সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট শ্রীযুত বন মহারাজকে পরিচয় করাইতে গিয়া বলেন,—এই সন্ন্যাসিগণ ভারতের উচ্চ শিক্ষা, সভ্যতা, সৌজন্য-মণ্ডিত ব্যবহার এবং অমায়িকতা প্রদর্শন করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ বিনয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইঁহাদের অর্দ্ধ-সহস্র সংসার-ত্যাগী প্রচারক সতীর্থগণ ভারতের নানাস্থানে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কথায় এমন অনেক বিষয় আছে যে, যাহা ভারতত্ব-বিচারে য়ুরোপকে জানাইতে উঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য। উঁহাদের যোগ্যতা য়ুরোপবাসীর কৌতূহল উৎপাদন করিবে। সেদিনকার সভায় সর্ব্বাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সন্ন্যাসিগণের সহিত আলাপ করিয়াছেন। শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহাশয়ও সেদিন বহু ব্যক্তির সহিত আলাপে নিযুক্ত ছিলেন।

লণ্ডনের কতিপয় প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ স্যর ডেনিসনকে প্রাচ্যবিদ্যা ও কলাসাহিত্যে সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত বলিয়া জানেন। তাঁহার উক্ত উক্তি নিজ-অনুভূতি হইতেও বিচ্যুত হয় নাই।

যদিও সে-দিন অপর ৩০টী স্থানে বিশেষ বিশেষ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল, তথাপি এতগুলি ভদ্রলোক এই বৃটিশ বিদ্বৎপ্রধান প্রাচ্য-বিদ্যার অধ্যাপক-প্রবরের আহ্বানে সমাগত হইয়াছিলেন।

গত ১৫ই জুন (১৯৩৩) তারিখে শ্রীযুত বন মহারাজের বক্তৃতারও সার ডেনিসন্ ও লেডি রস্ যোগদান করেন।

বিগত ১০ই জুন (১৯৩১) শনিবার শ্রীপাদ বনমহারাজ International New Thought Alliance এর সভাপতি Mr. Ramsdondale Stocker ও ঐ সমিতির সেক্রেটারী Miss Ruth Bradshaw-এর সহিত Lancaster Gate পল্লীতে বেলা ১১টার সময় সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা জুলাই মাসে ভাবী কংগ্রেসে শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ দিবস বেলা ৪ ঘটিকার সময় Mr. ও Mrs. Hunter-এর সহিত কথোপকথনকালে পার্থিব গীত ও পারমার্থিক গীতের ভেদ-মূলক আলোচনা হয়।

বিগত ১৩ই জুন মঙ্গলবার Rev. Canon Cosgrave M. A. মহোদয় সন্ধ্যা ৫॥ ঘটিকার সময় লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সন্ন্যাসী মহোদয়-গণের ভগবানের পিতৃত্ব, বন্ধুত্ব, পুত্রত্ব ও কান্তত্ব-সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আলাপ হয়। ইনি পূর্ব্বে বিহার-প্রদেশের একটী কলেজের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি পাদ্রীর কার্য্য করেন এবং অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি; বিশ্বের অর্থ-নৈতিক মহা-সমিতিতে যোগদান করিবার জন্য তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন।

ঐ দিবস প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বন্ধু-সঙ্ঘের সম্পাদক Mr Lionel Aird B. A. মহোদয়ের সহিতও সন্ন্যাসী মহোদয়-গণের বহুক্ষণ আলাপ-পরিচয় হয়।

বিগত ১৪ই জুন তারিখে সন্ধ্যা ৮টার সময় Mr. A Corbluth নামক জনৈক জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক লণ্ডনস্থ গৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তিনি তাঁহার আত্মকাহিনী

বর্ণন করিবার পর বলেন, তিনি স্বীয় জীবনে ভগবদ্ভক্তি-পথের নিকপট প্রদর্শকের অভাব এতাবৎকাল লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব আগ্রহ-দর্শনে মনে হয়, তিনি ভগবদ্ভক্তির কথায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। আশা করা যায়, ভগবদিচ্ছা হইলে তিনি শুদ্ধভক্তি-পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" ও উহার সমাদর

মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর মহোদয়-প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক গ্রন্থের উপোদ্ঘাতে তিন শ্রেণীর পাঠকের কথা বর্ণিত আছে। প্রথম শ্রেণীর পাঠক উপভোগের জন্য গ্রন্থাদি পাঠ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক গ্রন্থস্থিত দোষের দর্শন ও প্রশ্ন-কল্পে গ্রন্থ পাঠ করেন। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠক গ্রন্থপাঠে স্বীয় অতীষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। উক্ত ভূমিকায় প্রথম দুই শ্রেণীর পাঠকের প্রশংসা করা হয় নাই। অনুসন্ধান-মূলে এই ত্রিবিধ পাঠক-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নামক গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গেলে সকলেই যে অনবদ্য-শ্রেণীতে আত্ম-স্থাপনে সফলকাম হইবেন,—এরূপ নহে। এজন্য পরবর্তিকালে গ্রন্থপাঠে কেহ কেহ গ্রন্থের সমালোচনা করিতে সম্ভবতঃ ইতস্ততঃ করেন।

ভারতের স্থায়ী সহকারী সচিব Sir Samuel Findlater Stewart K. C. B, K. C. I. E., C. S. I. মহোদয় বিগত ১৪ই জুন White Hall হইতে যে পত্র দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য :—

তিনি লিখিয়াছেন যে, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" গ্রন্থ-পাঠের সুযোগ পাইয়া তিনি সমধিক আনন্দ লাভ করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থ-পাঠের সুযোগ করিয়া দেওয়ায় তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—গ্রন্থখানি অতিসুন্দরভাবে ও প্রচুর পারিপাট্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা পাইয়া তিনি অতীব সুখী হইয়াছেন। গ্রন্থ-সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত দিবার পূর্বে গ্রন্থের পাঠাদি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করা আবশ্যক বলিয়া লিখিয়াছেন। স্বীয় রাজকীয় কর্মের আধিক্য ও শুরুভার-নিবন্ধন গ্রন্থপ্রাপ্তি-স্বীকারে বিলম্ব ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ঐ বিষয়ে মনোযোগের যে অভাব নাই, তাহাও জানাইয়াছেন।

বিগত ১৫ই জুন বৃহস্পতিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় "ধর্মজ্ঞান-প্রসারিণী-সভা"য় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষা-বিষয়ে বক্তৃতার নিমিত্ত একটী সাধারণ সভা আহূত হয়। ঐ সভাগৃহ 17 Bedford Square W. C. I. এ অবস্থিত। পরম মাননীয় Marquess of Zetland P. C., G. C. S. I. সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে Col. Sir Francis Younghusband K. C. S. I., K. C. I. E., Sir Denison Ross C. I. E., Ph. D. ও তাঁহার সহধর্মিণী, Dr. Mrs. Rhys Davids M. A., D. Litt., Dr. Mart M. A. Ph.D. Dr. Page (Buddhist mission এর) Miss Sharples, Mrs. Coorge এবং Begum Shaw Nawaz প্রভৃতি বিশিষ্ট মহিলা ও ভদ্রলোকগণের নাম উল্লেখ-যোগ্য। সভার প্রারম্ভে Marquess-of Zetlandকর্তৃক পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতার-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-নগর সংস্কৃত বিদ্যার কেন্দ্র ছিল এবং এখনও আছে। বক্তৃতান্তে তিনি শ্রীপাদ বন মহারাজকে তাঁহার বক্তৃতা-বিষয়ে অলৌকিক অভিজ্ঞ ও পূর্ণ পারদর্শী বলিয়া প্রশংসা করেন; তিনি আরও বলেন যে, স্বামিজী তাঁহার বক্তৃতাটী লিখিয়া দিলে তাঁহারা উক্ত লিখিত প্রবন্ধটী সাধারণের পাঠের জন্য প্রকাশিত করিবেন এবং ইংলণ্ডের দার্শনিকগণ তাহা পাঠ করিয়া উহার বিচার করিতে পারেন। সভাপতি মহোদয় আরও প্রকাশ করেন যে, স্বামিজী তাঁহার বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়ের একজন নিকপট বক্তা। বক্তৃতান্তে Sir Denison Ross সভাপতি Marquess of Zetland মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য,—বক্তৃতা-প্রারম্ভে শ্রীপাদ বন মহারাজের মঙ্গলা-চরণাবৃত্তি ও তৎপর বক্তৃতার বিষয় শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ পরমপরিতৃপ্ত হন। লণ্ডনের সাধারণ সভায় ইহাই শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রথম বক্তৃতা। ইহাতে প্রচারকগণের হৃদয়ে বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে।

ঐ দিবস (১৫ই জুন) সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় শ্রীপাদ বন মহারাজ কিছুক্ষণের জন্য Oxford Group Movement এও বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

[বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে উদ্ধৃত]

"ব্যাঙ্‌ডাল্‌," ২২শে জুন (১৯০০)

(তাৎপর্য্য)

গৌড়ীয়-মিশনের

উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ হইতে আরও সমাদর-লাভ

লণ্ডন, ২১শে জুন (১৯০০)

প্রচারোদ্দেশে সম্প্রতি ইংলণ্ডে সমাগত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ Marquess of Zetland (মার্কুইস্‌ অব্‌ জেট্‌ল্যাণ্ড্‌) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মার্কুইস্‌ মহোদয় প্রচারকগণের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস, গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম, বিশেষতঃ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান মূল আচার্য্য-প্রবর পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর-প্রবণে ও ইংলণ্ডে তাঁহার ভবিষ্যতে আগমনের আনুমানিক সময়ের কথা জানিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড্‌ মহোদয় তাঁহাদিগকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী হইতে পৃথক্‌ ঐকান্তিক ধর্ম্ম-পরায়ণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যের প্রসারে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ইহার পর প্রচারকগণ ভারতীয় ফ্রান্সাইজ্‌ কমিটীর সভাপতি মার্কুইস্‌ অব্‌ লোথিয়ানের (Marquess of Lothian) সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছেন। ইনি মিশনের কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সন্ন্যাসিগণের সহিত এক ঘণ্টারও অধিক-কাল আলাপ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত তুলনায় বৌদ্ধধর্ম্ম, শাঙ্কর-মায়াবাদ এবং ভারতের অন্যান্য বহু ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের স্থান কিরূপ, ইহা লর্ড লোথিয়ানের জিজ্ঞাসার বিষয় ছিল।

আলাপের শেষে লর্ড লোথিয়ান্‌ তাঁহার সহানুভূতি ও সহায়তার আশ্বাস প্রদান করেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যদি প্রচারকগণ গ্রেট্‌ ব্রিটেনবাসীর আত্মাকে জাগরিত করিয়া ধার্ম্মিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন, তাহা হইলে ব্রিটিশজাতির প্রচুর পরিমাণে উপকার করা হইবে।

লর্ড লোথিয়ান্‌ প্রচারকগণকে বিশিষ্ট ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণের সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পার্লামেণ্টে হাউস্‌ অব্‌ কমন্সে (House of Commons) বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেছেন।

"অমৃতবাজার" ২৭শে জুন (১৯০০)

(তাৎপর্য্য)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ

লণ্ডনে বিশেষ সমাদর

লণ্ডন, ২০শে জুন (১৯০০)

লণ্ডনে অবস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ সম্প্রতি ব্রিটিশ-জনসাধারণের সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। লণ্ডনের বিবিধ সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতৃগণ প্রত্যহ ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। বক্তৃতা-প্রদানের জন্য গ্রেট্‌ ব্রিটেন্‌, আয়র্লণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ হইতে, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এবং পাশ্চাত্যের বহু সুশিক্ষিত প্রধান সমিতি-সমূহ হইতে আমন্ত্রণের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ইতোমধ্যে তাঁহারা নিম্নলিখিত বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ হইতে নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়াছেন :—(১) ক্যাম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়, (২) অক্সফোর্ড্‌, (৩) এডিন্‌বরা, (৪) লিবারপুল, (৫) লীড্‌স্‌, (৬) সাউদাম্পটন্‌, (৭) সাউথ্‌ ওয়েষ্ট-এক্সিটার।

ভ্রম-সংশোধন

গত ৪৫শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়ে'র "লণ্ডনের প্রচার-প্রসঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধে লর্ড লোথিয়ানকে Joint Select Committeeর (জয়েণ্ট্‌-সিলেক্ট্‌ কমিটীর) সভাপতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি Indian Franchise Committeeর (ভারতীয় ফ্রান্সাইজ্‌ কমিটীর) সভাপতি।

শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পরমকরুণাময়ভূমে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব সমাপনান্তে গত ৯ই আষাঢ়, ২৩শে জুন শুক্রবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভবিজয় করেন। তথায় দিবসত্রয় অবস্থানের পর ১২ই আষাঢ়, ২৬শে জুন সোমবার দিবস তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন। অদ্য (১৭ই আষাঢ়, ১লা জুলাই) শ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক আচার্যবর্য শ্রীমৎ মুকুন্দবিহারী বিদ্যাভূষণ; মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর; মহোপদেশক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত হরিবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ; শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীযুক্ত নরহরি ব্রহ্মচারী সেবা-বিগ্রহ; শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক; শ্রীযুক্ত সদীচরণ ভক্তিবিজয় ও শ্রীযুক্ত সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রমুখ কতিপয় ভক্ত-সহ পুরী এক্সপ্রেসে যাত্রা করিয়া আগামী কল্য প্রাতে ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিমঠে শুভবিজয় করিবেন। আগামী ১৯শে আষাঢ়, ৩রা জুলাই সোমবার দিবস উক্ত মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব হইবে।

সতীর্থ ভ্রাতৃবর্গের নিকট শ্রীপাদ বন মহারাজের নিবেদন

নওন-শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কার্যালয়
৩৯ ড্রেটন্ গার্ডেন্স্ কেনসিংটন, এস্, ডব্লিউ ১০
১৬ই জুন ১৯৩৩

আমার নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগত, আশ্রিত, অনুকম্পিত ও স্নেহসম্বর্দ্ধিত যাবতীয় বৈষ্ণবচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণতি-পূর্ব্বিকেয়ম্—

আপনারা আমার দণ্ডবন্নতি পুনঃ পুনঃ কৃপা-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত রাখুন। আপনাদের নিকট হইতে অনেক দূরে আসিলেও আপনাদের প্রত্যেকের কথা আমার সব সময় মনে হয়। আপনারা যে আমায় স্নেহ করেন, তাহা মনে করিয়া আমি গৌরব বোধ করি। দেশের দূরত্ব-হেতু সময় মত আপনাদের প্রত্যেকের নিকট পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পত্র দেওয়া সম্ভব হইবে কি না আশঙ্কা করিয়া "শ্রীগৌড়ীয়ে"র সেবাচ্ছলে আপনাদের প্রত্যেককে এই পত্র লিখিতেছি। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনাদিগকে পৃথক্ পত্র লিখিতে না পারার দরুণ মনে করিবেন না যেন আমি আপনাদের পাদপদ্ম-সেবা করিবার কথা ভুলিয়া যাইব। আপনারাই আমার নিত্য-বান্ধব।

কিন্তু আপনারা যদি দয়া করিয়া আমাকে পত্র-দ্বারা আপনাদের শুভ-সংবাদ জানান, তাহা হইলে আমি তাহাতে পরম উৎসাহিত ও আনন্দিত হইব। আপনাদের সকলের যাবতীয় পত্রের উত্তর আমি একসঙ্গে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট পাঠাইব। আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিপ্রসূন বন

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠের বার্ষিক উৎসব

বিগত ১২ই আষাঢ় (১৩৪০), ২৬শে জুন (১৯৩৩) সোমবার হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত উৎসব চলিবে। ২৫শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই সাধারণ মহোৎসব। ত্রিদণ্ডিমঠের উৎসবের জন্য এই সাধারণ মহোৎসব আগামী ১৭ই জুলাই ১লা শ্রাবণ তারিখে অনুষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব চলিতেছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। প্রত্যহই শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্ম-বিষয়িণী বক্তৃতা, শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে। সকলেই উৎসবে যোগদান করুন।

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ২৪শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৪০; ৮ই জুলাই ১৯৩৩ | ৪৭শ সংখ্যা।

বিশ্বদরবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত পদাঙ্কানুসরণ কি?

শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-বাণী প্রচার করাই মহাবদান্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর ও তদ্দাসানুদাসগণের পদাঙ্কানুসরণ।

একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
• • •
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥

(চৈঃ চঃ আদি ৯ম)

'আমার', 'প্রচার'—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ)

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৭ম)

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর এই সকল সাক্ষাৎ আদেশ-রূপ পতাকা লইয়াই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্য গৌরজনের আনুগত্যে ভারত এবং ভারতেতর প্রদেশ-সমূহে আরম্ভ হইয়াছে।

য়ুরোপে শুদ্ধভক্তি-প্রচার পৃথিবীর পারমার্থিক ইতিহাসে অভিনব-ব্যাপার

বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠ কতিপয় সুশিক্ষিত প্রচারককে

য়ুরোপের সর্ববিধ-সম্প্রদায়ের মহামেলার স্থান ইংলণ্ডের সর্ব্ব-প্রধান নগরী লণ্ডনে প্রেরণ করিয়াছেন। অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁহারই মূর্ত্ত-বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের অনর্পিত দানের কথা প্রচারের জন্য প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যে। এরূপ অভিযান একটী অভিনব-ব্যাপার। বিশেষতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে নানা প্রকার সম্বন্ধের মূলে এরূপ ঐকতানের মহামন্ত্র শুনাইবার চেষ্টা এই প্রথম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা পাশ্চাত্যের, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত-সম্প্রদায় ও মহা-মনীষিগণের নিকট বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের দ্বারা যেরূপ-ভাবে বিস্তৃত হইতেছে, তাহাতে ভারতের ধর্ম্ম-প্রচারকগণের ইতিহাসে একটী নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।

অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট প্রচারে লাভ কি ?

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্নমুখী প্রচার-প্রণালী-সম্বন্ধে বাহ্য দৃষ্টিতে অনেক কিছু মনোধর্ম্মের স্রোত জন-সাধারণের হৃদয়ে উদ্বেলিত হইতে পারে। কাহারও কাহারও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—বিদেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট মহাপ্রভুর প্রচারের সার্থকতা কি ? তাঁহারা কি মহাপ্রভুর ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক কিছু রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। অভিজাত-সম্প্রদায়ের দ্বারা অভিনন্দিত হইলেই শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাড়িয়া যাইবেন না, কিম্বা তাঁহারা কৃত-কৃতার্থও হইবেন না। তথাপি মানব-রুচির চিরন্তন ইতিহাস ইহাই নিয়ত সাক্ষ্য দিতেছে যে, সাধারণ লোক জাগতিক বড় লোকের অভিমতের ঐন্দ্রজালিক শক্তি-দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে সাধারণের যে অভিজাত-সম্প্রদায়ের সহিত আপাত-বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহাও তাঁহাদের আদর্শ অনুকরণ বা সেই আদর্শে উন্নীত হইবার প্রতিযোগিতা-মূলেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে ধর্ম্ম, যে কর্ম্ম, যে আচার, যে ব্যবহার অভিজাত-সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই, সাধারণ সম্প্রদায়ও তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না; আর যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার সাধারণ সম্প্রদায় প্রবলে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অভিজাত-সম্প্রদায়কে ত্যাগ করান যায়ই না, এমন কি, সাধারণ সম্প্রদায়ও তাহাতে অভিজাত-সম্প্রদায়ের উদাসীনতা দেখিয়া ঐ অনুষ্ঠানগুলি ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। মানব-রুচির এই চিরন্তন বৃত্তি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ গীতায় গান গাহিয়াছিলেন,—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ;

অকপটে অন্তরে প্রবিষ্ট না হইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাহ্যাকার-দর্শনে বঞ্চিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের উপেয় অর্থাৎ অন্তর্নিহিত চরম উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া কেবল উপায় বা বাহ্য আকারগুলি দর্শন করিলে সাধারণের পক্ষে বঞ্চিত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আন্তরিক উদ্দেশ্য কি ?

জাগতিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত, পরম প্রমত্ত কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর-গণের সঙ্গ করা, কিম্বা তাঁহাদিগের ধারণায় ও মনোভাবে অনুপ্রাণিত বা দীক্ষিত হওয়া, তাঁহাদিগের ভাব-ভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ, জীবন-প্রণালী, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার বা সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতি অনুকরণ বা অনুসরণ করা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের উদ্দেশ্য নহে। আপাত-দৃষ্টিতে প্রচারের কোন কোন উপায় জাগতিক কোন কোন বিষয়ের সহিত বাহ্য আকারগত সমতায় দৃষ্ট হইলেও গৌড়ীয়মঠের প্রচারের উপেয় বা চরম উদ্দেশ্য —অপ্রাকৃত পরিস্ফুট শব্দব্রহ্ম-দ্বারা জগতের পূর্ণতম মঙ্গল-সাধন। এই পরার্থিতার সূত্রে আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গল সমভাবে গ্রথিত ; ইহারই নাম—অধোক্ষজ কৃষ্ণকীর্ত্তন। কর্ম্মে, জ্ঞানে বা অজ্ঞাতিবাদে অপরের মঙ্গল ও নিজের মঙ্গলের মধ্যে ভেদ আছে, আর সেই মঙ্গলের পরমাণুর ও

প্রকৃত পরার্থিতার পরাকাষ্ঠা কোথায় ?

পরিসমাপ্তি আছে ; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে আত্মমঙ্গল ও পর-মঙ্গলে ভেদ নাই। পূর্ণ পরার্থিতায় (altruism) ও পূর্ণ স্বার্থপরতায় কোন ব্যবধানের প্রাচীর নাই। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিভিন্ন প্রচার-প্রণালীর উপায়ের মধ্যে সেই একমাত্র উপেয়ের মূল সুরটী তান ধরিয়া রহিয়াছে ; ইহা বিশেষ অনুভব করিবার বিষয়।

য়ুরোপে প্রচার-সম্বন্ধে ভারতীয় ও বিদেশীয় সংবাদপত্র-সমূহের মন্তব্য ও সমালোচনা

শ্রীগৌড়ীয় মঠের য়ুরোপের প্রচার-সম্বন্ধে য়ুরোপ ও

ভারতের বহু সংবাদপত্র তাঁহাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে অনেক প্রশংসা-সূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—অবশ্য যাঁহার যতটা বুঝিবার অধিকার। কিন্তু ঐ গুলিই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের মূল তাৎপর্য্য বা চরম উদ্দেশ্য নহে। সে-দিন (১৪ই মে ১৯৩৩ তারিখের) "অমৃতবাজার পত্রিকা" দৈনিক সংস্করণের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছেন,—

"We Congratulate the missionaries of the Gaudiya Math on their opening a branch in London at 39 Drayton Gardens, Kensington. Thanks to modern science—places which seemed distant years ago have ceased to be such. The prejudice of the Hindus against crossing the Kalapani is no longer existent. Hence it is now highly desirable that Hindu Missionaries should no longer keep their activities confined to the four corners of India only. The western countries are deeply immersed in materialism. Hindu Missionaries will be doing a great service to humanity if they can imbue the West with the spiritualism of the East."

"অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদকীয় স্তম্ভ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রতি এই সহানুভূতি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদার্হ। আধুনিক বিজ্ঞানও সম্পাদকীয় ধন্যবাদ লাভ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানের সার্থকতা কোথায়?

তবে আমরা বলি,—প্রকৃত জীবমঙ্গল বা প্রকৃত পরার্থিতার বাহন হইতে পারিলেই বিজ্ঞানের প্রতি ধন্যবাদ সার্থকতা-মণ্ডিত হইতে পারে। নতুবা এই বিজ্ঞান ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় অর্দ্ধযুগ-ব্যাপী যে প্রলয়লীলা প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞানকে মানবের বন্ধু না বলিয়া পরম শত্রু বলিবার জন্যও অনেক মনীষা ও বাগ্মিতা উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।

বিজ্ঞানকে ভগবৎ-সেবার বাহন করিয়া শ্রেষ্ঠ ভুবনমঙ্গল-বিধানে শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের আনুষঙ্গিক সুফলসমূহ যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, করিতেছেন ও অনন্ত ভবিষ্যৎকালে করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, জগতের সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, বাণিজ্য, সমাজ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সাহিত্য, দর্শন—সমস্ত বিষয়কেই পরমার্থের বাহন করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বাহিনী এক মহোত্তম উদ্দেশ্যের প্রগতির অভিসারে লইয়া চলিয়াছে। যাঁহারা এই তাৎপর্য্যটী বুঝিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা কেহ হয় ত' গৌড়ীয় মঠের সৌধ, কেহ হয় ত' গৌড়ীয় মঠের বৈদ্যুতিক আলোক-মালা, বাষ্পীয়-যান, কেহ হয় ত' গৌড়ীয় মঠের 'কালাপানি' অতিক্রম করিয়া য়ুরোপে গমন ও প্রচার এবং তত্রত্য কর্ম্মীগণের সহিত আলাপ-পরিচয় প্রভৃতিকে অন্তরঙ্গ অর্থাৎ স্ব-স্ব অভিজ্ঞতা ও উদ্দেশ্যের অতিক্ষুদ্র পরিমাণের মধ্য দিয়া দর্শন-পূর্ব্বক নিজেদেরই মত ভোগময় বা ত্যাগময় কার্য্য-বিশেষ মনে করিবেন।

জড়সর্ব্বস্বতা ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ

জড়-সর্ব্বস্ববাদে মগ্ন পাশ্চাত্যদেশ প্রাচ্যের বাণী শ্রবণ করিয়া আত্মমঙ্গলের জাগরণ লাভ করিবে এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠ এ বিষয়ে খুব ভাল কাজ করিতেছেন বলিয়া "অমৃত-বাজার পত্রিকা"র সম্পাদকীয় স্তম্ভ এবং "য়্যাড্‌ভান্স্" পত্রিকার নিজস্ব-সংবাদ-দাতৃগণ উভয়েই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—"Hindu missionaries will be doing a great service to humanity if they can imbue the West with the Spiritualism of the East. (The Amritabazar Editorial 14. 5. 33.)

"The Math delegates are doing excellent work for India". (Advance, 30. 5. 33.)

অধিকারানুসারে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-উপলব্ধি

বিলাতের বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-সম্বন্ধে সম্পাদকীয় অধিকারানুযায়ী মন্তব্য-সমূহ প্রকাশিত হইতেছে। বিলাতের সুবিখ্যাত "সণ্ডে টাইম্‌স্"-পত্রের সম্পাদক মিঃ এফ, এইচ, ব্রাউন্ সি, আই, ই মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকের নিকট বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া পত্রাদি ব্যবহার করিতেছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে অনেক বিষয় শ্রবণ করিতেছেন। "সণ্ডে টাইম্‌স্" বলেন,—বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের বাণী প্রচারের জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের য়ুরোপে আগমন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি ১৭শ অধ্যায়ে শ্রীল

কবিরাজ গোস্বামী প্রভু "পাষণ্ডী হিন্দু" ও "বিশুদ্ধ হিন্দু" বলিয়া যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন, "লণ্ডন টাইম্‌স্"-সম্পাদক তাহা শ্রীমদ্ বন মহারাজের নিকট শ্রবণ করিয়াই বোধ হয় শ্রীগৌড়ীয় মঠকে "বিশুদ্ধ হিন্দু-ধর্ম্মের প্রচারক" আখ্যা দিয়াছেন।

বুজরুকীবাদ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ

ভারতবর্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত যুরোপে ভক্তভক্তির কথা প্রচারিত হয় নাই। যৌগিক ক্রিয়া-সমূহের নানা প্রকার বুজরুকীকেই কেহ কেহ জড়সর্ব্বস্ববাদী পাশ্চাত্যদেশীয়-গণের নিকট ভারতের সনাতনধর্ম্ম বলিয়া ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। এই জন্যই "Sport and General" নামক সংবাদ-পত্র অনুমান-মূলে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ভাইটীয় উদাসীন-সম্প্রদায়ের Mysticism সম্বন্ধে ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিবেন। জড়সর্ব্বস্ব-বাদের আবহাওয়ার পরিপুষ্ট পাশ্চাত্যদেশ "Transcendence" বা অপ্রাকৃতত্বকে "mysticism" মনে করেন। এইরূপ মনে করার জন্য যে কেবল তাঁহারাই দায়ী, তাহা নহে; যে-সকল কর্ম্মজড়-চিন্তা-স্রোতে পরিপুষ্ট প্রাচ্যদেশীয় প্রচারক বুজরুকী দেখাইয়া পাশ্চাত্যদেশের সাধারণ ব্যক্তি-গণের বুদ্ধিবৃত্তি মোহিত করিয়াছেন, সেই সকল প্রচারকের কুযোগ-বৈভব-প্রচারই তদ্রূপ অধিক দায়ী; এই সকল কুযোগি-বৈভবের ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত করিয়া অপ্রাকৃত অধোক্ষজের কথা বলিবার যোগ্য কেন্দ্র প্রস্তুত করিবার মহত্তম কার্য্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

লণ্ডনের বঙ্গসাহিত্য-অধ্যাপক ও শ্রীচরিতামৃত

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর পেজ "শ্রীচৈতন্যভাগবত" ও "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-গ্রন্থ বিশেষ-ভাবে পড়িয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বিরাট্ সংস্করণ India office Libraryতে রক্ষিত আছে; ডক্টর পেজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অনেক পদ মুখস্থ বলিতে পারেন। তবে সাহিত্য-হিসাবে পড়া এক, আর আচার্য্যের আনুগত্যে অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা আর একটী স্বতন্ত্র জিনিষ, একটী—অজ্ঞাতিবাদ, আর একটী—সেবোন্মুখতা। এইরূপ অজ্ঞাতিবাদ লইয়া যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পড়েন, তাঁহারা প্রাকৃত-সাহিত্যিক। তাহার সাক্ষ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই আছে। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ প্রথমোক্ত শ্রেণীর। আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি, যাঁহারা বৈষ্ণবাভিমানে ডক্টর দীনেশ বাবুর সমালোচক, তাঁহারাও ঐ দলেরই আর এক প্রকার প্রতিযোগী। প্রাকৃত-সাহিত্যিক-সম্প্রদায় আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া পুঁথি-পড়া-বিদ্যা ও তাহার খুটি-নাটি লইয়া যতই মারামারি করুন, বা অপর শ্রেণীর প্রাকৃত-সাহিত্যিকের সহিত যতই আপাত-মত-ভেদ প্রদর্শন করিয়া থাকুন, তাঁহারা কিছুতেই অপ্রাকৃত-সাহিত্যিকগণের পংক্তিতে গৃহীত হইবেন না।

গ্রাম্য কবিগণ বৈষ্ণব-সাহিত্যিক বা বৈষ্ণব নহেন

ডক্টর পেজ তাঁহার পূর্ব্ব-ধারণা ও অল্প অভিজ্ঞতা-অনুসারে এতদ্দেশীয় গ্রাম্য কবিগণকেও "বৈষ্ণব কবি" বলিয়া ধারণা পোষণ করিতেন; আশা করা যায়, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের নিকট অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-সাহিত্য-পাঠের প্রণালী ও সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া তাঁহার সেই ধারণা অনেকটা পরিমার্জ্জিত হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই প্রকৃত Thesis এর বিষয়

আমরা মনীষী ডক্টর পেজের বঙ্গভাষায় অধিকার, বিশেষতঃ বঙ্গভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি লিখিত মহা-গ্রন্থের আলোচনার জন্য প্রকৃত অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কেবল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থই একটী শ্রৌত গবেষণাপূর্ণ Thesis এর উপযুক্ত বিষয়, ইহা আমরা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। "বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত মনীষিবর্গ কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাগ্রন্থ পাঠের লোভেই বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবেন"—আচার্য্যের এই বাণী আজ ফলপ্রসূ হইতেছে।

অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট অমানী-মানদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের হরিকীর্ত্তনকারি-সম্প্রদায়

শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহারই অনুগত ত্রিদণ্ডিকুলচূড়ামণি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ "তৃণাদপি সুনীচ"-শ্লোক ও "হরের্নির্য্যাদ তৃণকং" শ্লোকে যে অমানী-মানদ হইয়া শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের প্রণালী শিক্ষা দিয়াছেন, তাহারই প্রকৃষ্ট আদর্শ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ প্রদর্শন-পূর্ব্বক কর্ম্ম-ব্যস্ত যুরোপস্থ অভিজাত-সম্প্রদায়কে শ্রীহরিকথা-শ্রবণের সুযোগ করিয়া দিতেছেন। ভারত-সচিব স্যর স্যামুয়েল

হোর, ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইন্, লর্ড রিডিং, মহামান্য মারকুইস্ অব্ জেটল্যাণ্ড প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ জাগতিক আত্মাদরিক কার্য্যাদিতে এত অধিক ব্যস্ত যে, তাঁহাদের অন্য বিষয় শ্রবণ করিবার সময় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিষ্ট প্রণালী অনুসরণে যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ তাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন অর্থাৎ অভিজাত-সম্প্রদায়ের মনীষিগণ যখন কোন কোন বিশেষ অধিবেশনের সভাপতিত্ব প্রভৃতি কার্য্যের জন্য আহূত হইতেছেন, তখন তাঁহাদের শত ব্যস্ততার মধ্যেও হরিকথা শুনিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। স্যর স্যামুয়েল হোর ২রশে মে (১৯৩৩) তারিখের এক পত্রে শ্রীমদ্ বন মহারাজকে জানাইয়াছেন যে, যদিও তাঁহার সময় অত্যন্ত কম, তথাপি তিনি একটুকু সময় পাইলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রদত্ত "ব্রহ্মসংহিতা" ও "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

"যেন কেনাপ্যুপায়েন" কৃষ্ণে রতি জন্মান আবশ্যক

সাধারণ বিচারে মনে হইতে পারে, জাগতিক কর্ম্মবীর-গণকে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রদানে বৈষ্ণব-বিচারের হানি ঘটে; কিন্তু একটু পার্শ্বদৈশিক বিচার করিলেই জানা যাইবে,—মহাপ্রভুর প্রচার-প্রণালীর শিক্ষা এই যে, জাগতিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে প্রচুর বা যথাযোগ্য মান প্রদান করিয়া "যেন তেন প্রকারেণ" তাঁহাদিগকে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ-প্রদান, হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, অন্যান্য বাহ্য অনুষ্ঠানের আকারগুলি গৌণ,—উহা কিছু মূল উদ্দেশ্য নহে। আর হরিকথা যদি একেবার কোন ভাবে কাহারও কর্ণে প্রবেশ-পথ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই—

"ঘুনোতি সমলং কৃচ্ছঃ সলিলস্য যথা শরৎ।"

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও London Temperance Society

লণ্ডনস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ লণ্ডনের Temperance Societyতে কেন যোগদান করিয়াছেন,—এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। কেবলমাত্র Temperance এর সহিত সহযোগিতাই কি তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য? তাহা নহে। Temperance Societyর ধর্ম্ম-বিচার উন্নীত করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ ঐ সমিতির আহ্বানে যোগদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "ঘ্নতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা" বিচার প্রবণ করাইয়া হরিভক্তের অহিংসাদি বা পানদোষ-বর্জ্জনাদি গুণ আনুষঙ্গিক-ভাবেই রহিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাদের পৃথগ্‌ভাবে বর করিতে হয় না—"সর্ব্বেগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" ভাগবতের এই বাণী ঘোষণা করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ Temperance Society তে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের ঐ সকল সমিতিতে যোগদানের উদ্দেশ্য

কেবল Temperance Society কেন, হরিসেবা উদ্দেশ করিয়া তাঁহারা অন্যান্য সমিতিতেও যোগদান করিতে পারেন—ঐ সকল সমিতির সঙ্গ করিবার জন্য নহে, তাঁহাদের ভাবে বিভাবিত বা সংক্রামিত হইবার জন্য নহে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীর সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয়তা ও উদারতা দেখাইবার জন্য। ভারতীয় ধর্ম্ম-প্রচারক বা সামাজিকগণ যেরূপ স্বদেশের মনোধর্ম্মের কথা বিদেশে বলিতে গিয়া বিদেশীকে স্বদেশের কোন ভাল বস্তু না দিতে পারিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিদেশের অনর্থরোগেই সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছেন, শ্রীচৈতন্য-শক্তির কৃপায় উদ্বুদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে সেরূপ কোন অনর্থ প্রবেশ করিবে না; কেননা, শ্রীচৈতন্য-শক্তিকে ও শ্রীচৈতন্য-বাণীকে জগতের কোন অচৈতন্য-শক্তি ও অচৈতন্য বাণী পরাভূত ও প্রলুব্ধ করিতে পারে না। মনোধর্ম্মের কথা অপরের অনর্থকে আপনার করিয়া লয়, আর আত্মধর্ম্মের বাণী অপরের অনর্থকে বিনাশ করিয়া নিজের পরমার্থকে প্রস্ফুটিত করে।

অস্পৃশ্যতা-আন্দোলন ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচার

আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, আগামী জুলাই মাসে লর্ড স্যামিংটনের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ক্যাক্সটন-হলে "অস্পৃশ্যতা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা হইবে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ অস্পৃশ্যতা বা ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ও জাগতিক আন্দোলনের বিচার লইয়া ব্যস্ত নহেন। হরিসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ না হইলে কোন প্রকার বিষয়ই তাঁহারা গ্রহণ করেন না এবং ঐ সকল বিষয়ের জন্য কর্ম্ম-বীরত্ব দেখাইয়া জনমত-রঞ্জন করিবার জন্যও তাঁহারা ধাবিত হন না। Temperanceই হউক, আর untouchabilityই

হউক, যদি ঐ গুলি কৃষ্ণের সম্বন্ধে কোন প্রকারে নিযুক্ত না হয় (কপটতা করিয়া গৌরবেধান কৃষ্ণসম্বন্ধ নহে), তাহা হইলে ঐগুলিকে তাঁহারা অত্যন্ত অসাত্ত্বিকাদি-রূপ দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কি আধুনিক আন্দোলনের সমর্থক ?

অনেক অজ্ঞাভিমানী ব্যক্তির ধারণা এই যে, মহাপ্রভুও আধুনিক অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের সমর্থন করিয়াছিলেন ; কিন্তু এইরূপ বিকৃত ধারণা মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে অত্যন্ত অনভিজ্ঞতা হইতেই প্রসূত। শ্রীমন্মহাপ্রভু একমাত্র কৃষ্ণ-সম্বন্ধে পূর্ণ নির্ণয় করিয়া সকল বার্তা করিতে বলিয়াছেন। ওপরন্তুকে, ভগবৎ-প্রসাদে, বিষ্ণু-পাদোদকে তিনি জাতি-বুদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; কেননা, ঐ সকল বস্তুর সহিত ভগবদ্-ইন্দ্রিয়-তর্পণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। উহা অনোগ্যাহাকে যোগ্যাহা, জড়কে চেতন বলিয়া প্রচার নহে, বা যাহারা হরিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের সেই বিকৃত অবস্থাকে হরিজনতা বলিয়াও প্রচার নহে। মহাপ্রভুর বিচার এই যে, যাঁহারা হরির ইন্দ্রিয়-তর্পণে সতত ব্যস্ত—স্ব-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ, তাঁহারাই হরিজন। তিনি "যবন"কে হরিদাস বলেন নাই, কিন্তু যাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ হরির ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য উদ্বুদ্ধ, শ্রীহরিনাম-প্রভু যাঁহার জিহ্বায় ব্যবধান-রহিত-ভাবে পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্তরূপে নৃত্য করিতেছেন, পতিতপাবনী গঙ্গা পবিত্রতা-দানের জন্য যাঁহার স্পর্শ বাঞ্ছা করেন, সেইরূপ ব্যক্তি লোকের প্রতিহত দৃষ্টিতে যবন-কুলে আবির্ভূত বলিয়া দৃষ্ট হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে অপ্রাকৃত "হরিজন" বা শ্রীহরিদাস বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে মহাপ্রভুর প্রচারের ঠিক বিপরীত চিত্ত-বৃত্তি প্রকাশিত হইতেছে ; হরিবিস্মৃত জীবকে —"হরিজন", দরিদ্রতার আচ্ছন্ন বদ্ধ কর্মফলভোগী ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট অনুচেতনকে "নারায়ণ" প্রভৃতি বলিবার নাস্তিকতার চেষ্টা জগৎকে গ্রাস করিয়াছে। এই সকল ভ্রমধারণার গ্রাহ-পাশ হইতে একমাত্র চৈতন্য-শক্তি ও চৈতন্যবাণীই উদ্ধার করিতে পারে। সেই চৈতন্যবাণির প্রচারের জন্যই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের পাশ্চাত্য-দেশের মহাযেলার অভিযান। এইজন্যই অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতার আয়োজন। পাশ্চাত্যদেশে এই কথা শুনাইতে পারিলে প্রাচ্যদেশও হয় ত' কোন না কোন দিন তাহাতে কর্ণ প্রদান করিবে।

এতৎসম্বন্ধে বোম্বাই গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

সে-দিন (২০।৫।৩৩) বোম্বাই-নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সেনানায়ক দাদাভাই নারোজির বিশেষ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আসিয়া অস্পৃশ্যতা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রায় এক ঘণ্টাকাল এই সকল বিষয়ের আলোচনা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

বোম্বাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী

তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধে বোম্বাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ একটী বিরাট্ সভায় ভাগবতধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ প্রভৃত হরিজন এবং বৈধ-বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে আলোচনা করেন, আর জাগতিক সকল অসুবিধার মূলকারণরূপে যে ভগবদ্‌বিস্মৃতি, ইহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই সভায় উপস্থিত শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে উক্ত শ্রৌতবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন যে, "আমরা ভগবান্‌কে ভুলিয়া গিয়াছি"—ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীযুক্ত গান্ধীজির চেষ্টা। এই কথাটী ২০শে মে তারিখের বঙ্গদেশের "আনন্দবাজার" পত্রিকায়ও বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের কথার অনুকরণে শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী শ্রীযুক্ত গান্ধীজি-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই যদি তাঁহার মত হয়, তাহা হইলে তাহা পরমানন্দের কথা সন্দেহ নাই এবং শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর সেরূপ ঐকান্তিক চিত্তবৃত্তি থাকিলে আমরা তাঁহাতে হরিসেবাবিহীন জাগতিক অভ্যুদয়ের জন্য নিরন্তর চেষ্টা বা তৎলাভের জন্য অস্পৃশ্যতা-আন্দোলন প্রভৃতি অজ্ঞাভিনয়ের সাক্ষ্য, অথবা বিকৃত-গ্রস্ত লোককে "হরিজন" কিম্বা ক্ষণস্থায়ী জাগতিক স্বাধীনতা বা অপর জাতির সহিত প্রতিযোগিতা-মূলে সমষ্টিগত বা ব্যষ্টিগত ভোগের সুবিধার জন্য চেষ্টা, কিম্বা নিরন্তর হরিকীর্তন পরিত্যাগ করিয়া যৌনধর্মাবলম্বন, অথবা শারীরিক কৃচ্ছ্রতাকে বহুমানন করিতে দেখিব না।

আধুনিক মন্দির-প্রবেশ-আন্দোলন কি অকপট ভগবৎসেবার উদ্দেশ্য ?

বর্ত্তমানে অযোগ্য ব্যক্তিগণের মন্দির-প্রবেশ লইয়া যে এক আন্দোলন চলিয়াছে, তাহাতে অন্যাভিলাষ-ব্যতীত আর কোন ভগবৎ-সেবাভিলাষের সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীভগবানের পূজার যোগ্যতা প্রদান করিবেন কে ? নিজেকে নিজে যোগ্য মনে করিয়া বাষ্টি বা সমষ্টি যদি বলপ্রয়োগে সেব্যের মন্দিরে প্রবেশ করিতে যান, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কি সেব্যের পূজা বা সুখ হইল ? মনে করুন,—আমি যাঁহাকে সেবা করিতে চাহি, তিনি তাঁহার নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে (ইহাই সেব্যের প্রকৃত স্বরূপ ; সেবা স্বরাট্ বস্তু, আমার ইচ্ছার অধীন বস্তু সেবা নহেন, যাহা আমার অধীন, তাহা আমার ভৃত্য বা ভোগ্য) আমার তাৎকালিক যোগ্যতায় তৎকালে আমি তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করি,—ইহা তিনি ইচ্ছা করেন না; কিন্তু যদি আমি তাঁহার 'চাওয়া না চাওয়া' অগ্রাহ্য করিয়া নিজের কামকেই প্রবল করিয়া তুলি এবং ঐ কামকে সমষ্টি বলের মধ্যে প্রবলতর করিয়া জোর-পূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহি, তাহা হইলে সেইরূপ মন্দির-প্রবেশের চেষ্টা কি আমার হরি-সেবার উদ্দেশক হইল ? আধুনিক মন্দির-প্রবেশ-আন্দোলনে যে মন্দির-প্রবেশাদি চেষ্টা দেখা যায়, তাহা শ্রীবিগ্রহের পূজা-উদ্দেশ্যে মন্দির-প্রবেশ নহে, পরন্তু অযোগ্যতা সম্পূর্ণ সংরক্ষণ করিয়া তথাকথিত প্রাকৃত উচ্চ জাতির সহিত প্রতিযোগিতা-মূলে অযোগ্যতাকে যোগ্যের বা সমান বলিয়া স্থাপন করিবার অভিসন্ধি ; সুতরাং উহা হরি-পূজাভিলাষ নহে,—জাগতিক প্রতিযোগিতা-মূলক অন্যাভিলাষ-মাত্র।

কর্ম্মজড় তথাকথিত উচ্চজাতিগণের যোগ্যতা-বিচারে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত

অবশ্য ইহা দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ বলেন না যে, যাঁহারা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজের সামাজিক বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার-পূর্ব্বক অদৈব-বর্ণাশ্রমের বহুমানন করেন এবং নিজদিগকে শ্রীবিগ্রহ-পূজার অধিকারীরূপে প্রচার করিয়া দেবলাদি হইয়া পড়েন, কিম্বা প্রকৃত বিষ্ণু-পূজাকে জাতি-বুদ্ধি করেন, তাঁহাদিগের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার আছে। ঐ সকল ব্যক্তিরও মন্দিরে প্রবেশের কোন শাস্ত্রীয় অধিকার নাই। শালগ্রামের পৈতা চুরি করিবার জন্য বা শালগ্রাম (?) দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার জন্য "অধিকারী" বলিয়া আত্ম-প্রচার করিলেই যে মন্দিরে প্রবেশাধিকার প্রদাপিত হইল,—এরূপ কোন সদ্যুক্তি পাওয়া যায় না। দেবল কখনও মন্দিরে প্রবেশের অধিকারী নহেন—বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী ব্রাহ্মণব্রুব কখনও মন্দিরে প্রবেশের অধিকারী নহেন। ইহা আগম-প্রামাণ্যকার আপস্তম্বাদি ঋষি বহুশাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন।

চয়ন ও সমালোচনা

গত ১৪ই জুন (১৯৩৩) তারিখে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক "Advance" পত্রে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্বন্ধে যে বিবরণ "Gaudiya Preachers in London' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে ও তৎসঙ্গে লণ্ডনের বহুল-প্রচারিত "Evening Standard" পত্রের ৯ই জুন তারিখের সংস্করণ হইতে 'Advance" যে বিবরণটী উদ্ধার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

"Advance" এর নিজস্ব সংবাদ-দাতা লণ্ডন হইতে জানাইয়াছেন,—"As arranged by Sir Samuel Hoare, Secretary of State for India, the Gaudiya Math missionaries in London were introduced to the Archbishop of Canterbury who received them very cordially".

ভারত-সচিব স্যর স্যামুয়েল হোরের উদ্যোগে লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারক কেন্টারবারির মহামান্য প্রধান ধর্ম্ম-যাজকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তি-সংবাদে আরও প্রকাশ যে, গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ উক্ত ধর্ম্ম-যাজকের নিকট "Extended Theism" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহা বিশ্বের পারমার্থিক প্রচারক-

গণের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা। ভারতের সনাতন-ধর্ম্মের মৌলিকত্ব ও অনন্যোর্দ্ধত্ব পাশ্চাত্য মনীষিগণের কর্ণে এ যাবৎ অবিকৃতভাবে উপস্থিত না হওয়ায় ভারতের সার্ব্বজনীন সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিদেশীয়গণের নানা প্রকার বিকৃত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ পাশ্চাত্যের অনুকরণ বা ধর্ম্মকথার বিকৃত সংস্করণের পন্থা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের হাতে লইয়া যান নাই। তাঁহারা সনাতন-ধর্ম্মের চিরন্তন মৌলিকত্ব, বৈশিষ্ট্য ও অনন্যোর্দ্ধত্ব নিরপেক্ষভাবে কীর্ত্তন করিয়া ভারতের সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের বিকৃত ধারণা-সমূহ দূর করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা কেবল ভারতবাসিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন-প্রকাশের ব্যাপার নহে, পরন্তু তাহাতে বিশ্বমঙ্গলের বা প্রকৃত বিশ্বসম্মেলনের মহামহীরুহের বীজ উপ্ত হইতেছে।

১৪ই জুন তারিখের দৈনিক "Advance" শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচার-সম্বন্ধে লণ্ডনের "Evening Standard" পত্রের (২রা জুন, ১৯৩৩) যে বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা তাৎপর্য্য-সহ নিম্নে প্রকাশিত হইল,—

"The Evening Standard"

LONDON.

Friday, June 2, 1933.

A slim handsome Hindu of 31 is the Emissary-in-chief to the outside world of a religion with innumerable adherents.

He is Tridandi Swami B. H. Bon of Gaudiya Math, Calcutta, one of India's greatest philosophers. I met him to-day in London (writes an "Evening Standard" correspondent), where he is to start a missionary campaign which he hopes will result ultimately in the conversion of Britain to his religion of Gaudiya Vaishnavas.

This man, in spite of the traditional Hindu opposition to travelling beyond the bounds of their own country, has "braved the black waters," to use his own words, to lay before the leaders of thought in this country the principles of his religion, and to attempt to prove that he has something new to convey to the world.

Swami Bon is the world representative of the Master, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj who, by reason of having renounced the material life cannot but always preach to the world himself and through his disciples. He represents a cult which has a stronghold in forty centres in India and is rapidly growing in importance. Its central mission is at Sree Mayapur, the Birthplace of Sree Chaitanya, considered by the devotees to be the incarnation of God.

Swami Bon became one of the large number of initiates or celibate monks at the age of 21. He then vowed to devote his speech, action and thought during the whole of his life to the service of God.

FOUR STAGES

He explained to me:

"My religion has extended Theism. The first stage of devotion demands the realisation of God as the Father, to be approached with reverence and awe; the second as the Friend; the third as the Son the Divine Child, to be approached with confidence and affection. The final stage is that of consorthood, there is direct communion and spiritual intercourse with God and unconditioned soul.

"I hope to preach to the people of this country the real conception of religion, at present so badly misunderstood both here and in India. The people of this country, I am afraid, are rapidly reaching the uppermost depths of materialistic life."

(তাৎপর্য্য)

আস্তিকতার পূর্ণতম অভিব্যক্তি

ছিপ্‌ ছিপে আকার, শুভ্র, একত্রিশ বৎসর বয়স্ক একজন হিন্দু, বহুসংখ্যক অনুগমণ্ডলীর দ্বারা অনুসৃত, একধর্ম্মের প্রধান বিশ্বদূতরূপে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন।

ইনি কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন—ভারতের প্রধানতম দার্শনিকগণের অন্যতম। "Evening Standard" সংবাদপত্রের জনৈক সংবাদ-দাতা লিখিতেছেন,—"আমি অদ্য লণ্ডনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। এখানে তিনি একটী ধর্ম্মপ্রচার-অভিযান আরম্ভ করিবেন এবং তিনি আশা করেন, সেই ধর্ম্ম-প্রচারের দ্বারা চরমে বৃটন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ধারণায় দিক্ষিত হইবেন।

"স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া পরিভ্রমণ নিষেধ"—হিন্দুধর্ম্মের এই কিংবদন্তীমূলক সংস্কার প্রচারিত থাকা-সত্ত্বেও স্বামিজীর নিজের ভাষায় বলিতে গেলে তিনি "কালাপানি" অতিক্রম করিতে সাহসী হইয়াছেন। তিনি এদেশের চিন্তাশীল জন-নায়কগণের নিকট তাঁহার ধর্ম্মের তত্ত্বসমূহ প্রচার এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে বিশ্বে দিবার মত নূতন জিনিষ আছে, ইহা প্রমাণ করিতে যত্ন করিবেন।

স্বামী বন তাঁহার গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ধর্ম্মপ্রচারের একজন বিশ্বপ্রতিনিধি। তাঁহার গুরুদেব জড়-ভোগময়-জীবন হইতে (নিতান্তিকভাবেই) সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট থাকায় স্বয়ং নিজে শিষ্যবর্গের সহিত বিশ্বে অনুক্ষণ (হরিকীর্ত্তন) প্রচার-ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন কৃত্য নাই। যে ধর্ম্ম ভারতবর্ষের চল্লিশটী বিভিন্ন কেন্দ্রে সুদৃঢ় দুর্গের ন্যায় প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করিয়াছে এবং যে ধর্ম্মের গুরুত্ব দ্রুতগতিতে প্রকাশিত হইতেছে, স্বামিজী মহারাজ সেই ধর্ম্মের একজন প্রতিনিধি। এই ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের মূলকেন্দ্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুরে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য-দেব তাঁহার ভক্তগণের দ্বারা ভগবদ্‌অবতারী বলিয়া বিবেচিত হন।

স্বামী বন তাঁহার একুশ বৎসর বয়সে তৎসম্প্রদায়ে বহু সংখ্যক দীক্ষিত ও অনুক্ত সন্ন্যাসিগণের অন্যতমরূপে প্রকাশিত হন। সেই সময় হইতে সারাজীবন ভগবানের সেবায় কায়, মন ও বাক্য নিয়োগ করিতে তিনি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছিলেন।

তিনি আমার নিকট ব্যাখ্যা করিলেন—"আমার ধর্ম্ম আস্তিকতার পূর্ণতম অভিব্যক্তি—ভক্তির প্রথম ভূমিকায় ভগবানের পিতৃস্বরূপ-উপলব্ধি; তখন সম্ভ্রম ভক্তির সহিত ভগবৎসমীপে অগ্রসর হইবার চেষ্টা। (ইহা বাস্তবিকেরই একটী প্রকারভেদ)। দ্বিতীয় ভূমিকায় নির্ম্মল আত্মার পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে পুত্রস্বরূপে উপলব্ধি; তৃতীয় ভূমিকায় নির্ম্মলাত্মার বিশ্রম্ভময় অপ্রাকৃত স্নেহবৃত্তি অর্থাৎ পালনজ্ঞানে ভগবানের পুত্রত্ব উপলব্ধি এবং চরম কাষ্ঠায় ভগবানের কান্তত্ব। তাহাতে জগতের সর্ব্ববিধ হেয়তা-বর্জ্জিত, পরম মুক্ত, নির্ম্মল চেতন পরিপূর্ণতম চেতনের সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবে অপ্রাকৃত সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ-সম্বেদনে সম্মিলিত হন।

বর্ত্তমানে এতদ্দেশে ও ভারতে ধর্ম্মের প্রকৃত বাস্তব-সিদ্ধান্ত-বিষয়ে যে-সকল বিকৃত ধারণা উপস্থিত হইয়াছে, সেই ভ্রমময়ী ধারণা শ্রৌতবাণী-দ্বারা বিদূরিত করাই আমার উদ্দেশ্য। আমার আশঙ্কা হয়, এই দেশের জন-সাধারণ অতিদ্রুতগতিতে জড়-ভোগের চরমসীমায় উপনীত হইতেছে।"

"Evening Standard" গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের মৌলিক, অভিনব ও অপ্রাকৃত-বিচার-সম্বন্ধে কথাগুলি প্রথম-মুখে ধরিতে না পারায় চারিটী ভূমিকা-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের যে ব্যাখ্যার কথা লিখিয়াছেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়ের সহিত সেই বিবরণ ন্যূনাধিক পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম-মাত্র বা হিন্দুধর্ম্মের অংশ-বিশেষের প্রচার নহে; তাহা সার্ব্বজনীন বৈষ্ণব বা সনাতন আত্মধর্ম্মের প্রচার। সুতরাং কেবল বৃটেনকেন, প্রত্যেক চেতন-জীবের যাহা পূর্ণ অভিব্যক্তি নিত্য স্বভাব, তদ্‌বিষয়ে আপনাদিগকে উদ্বুদ্ধ জানাই চেতনতার সার্থকতা। প্রাকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ "Evening Standard"এ প্রকাশিত শ্রীমদ্ বন মহারাজের কথা শুনিয়া ভ্রান্ত-পথে চালিত হইতে পারেন। ধর্ম্ম বলিতে "Theism"

বা আস্তিকতাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আস্তিকতার পূর্ণ অভিব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্ত বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রকাশিত। "Christianity" পরমেশ্বরের পিতৃত্ব-মাত্র স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত পুত্রত্ব, পরমেশ্বরকে অপ্রাকৃত পালা-জ্ঞান বা নন্দনন্দনত্বেই আস্তিকতার পূর্ণ অভিব্যক্তি।

"Evening Standard", তৃতীয় ভূমিকার কথা লিখিয়াছেন,—"The third as a Son of Man the Divine Child, to be approached with confidence and affection." এই স্থানে ভগবান্‌কে যদি "Son of Man" বলা হয়, তাহা হইলে উহা ন্যূনাধিক ভ্রান্তিজনক বিকৃত বা প্রাকৃত ধারণাপুষ্ট হইবে। অপ্রাকৃত বিশ্রম্ভবাৎসল্যরসে পরমমুক্ত নির্ম্মলাত্মা (দেহ-মনে আচ্ছন্ন মানব নহে) নিত্যসিদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত বাৎসল্যরসের মূল আশ্রয় নন্দ-যশোদার আনুগত্যে অপ্রাকৃত নন্দনন্দনের নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক আত্মবৃত্তিগত বাৎসল্যরসের সেবায় অধিকার প্রাপ্ত হন। তাহা জড় পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ বা চিৎজড়ের সমন্বয় নহে। প্রাকৃত-সাহজিকগণ এই সিদ্ধান্তটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

"Evening Standard" চতুর্থ ভূমিকার যে বিকৃত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক শ্রীমদ্ বন মহারাজের উক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এতদ্বিষয়ে আমরা শ্রীমদ্ বন মহারাজের নিকট হইতেও একটী মন্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বামিজী মহারাজ বলেন,—"Evening Standard" সংবাদ-পত্রের সম্পাদক যথাযথভাবে তাঁহার কথাগুলি ধরিতে পারেন নাই— এক কথাকে আর এক কথার সহিত একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। এইজন্য আমরা সম্পাদক মহাশয়কে কোন দোষারোপ করিতেছি না; কারণ বিদেশীয় ও সম্পূর্ণ নূতন ব্যক্তির পক্ষে এ সকল কথা একবার শুনিয়া ধারণা করা ও যথাযথভাবে পুনঃ প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। অধিক কি, ভারতের অধিকাংশ লোকই যখন এ সকল বিষয় ধারণা করিতে পারেন না, তখন বিদেশীয়গণের পক্ষে আর কি কথা?

যাহাকে "Evening Standard" পত্রিকার সম্পাদক চতুর্থ বা চরম ভূমিকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অপ্রাকৃত নিত্যশুদ্ধ সেবকগণ সর্ব্বাদ্যবারা নিত্যকাল পূর্ণতমরূপে চিল্লীলা-মিথুনের চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের সেবা করিয়া থাকেন,—তাহাতে জীবে ও ভগবানে পার্থক্য বিনষ্ট হয় না। ভগবান্ ও জীবে যেখানে বৈচিত্র্য বিনষ্ট হয়, তাহা নির্ব্বিশেষবাদ,—তাহা চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত নহে। "না সো রমণ ন হাম্ রমণী" প্রভৃতি গূঢ়তম অধোক্ষজ বিষয়টী প্রাকৃত-বুদ্ধিতে ধারণা করিতে গেলে, হয় নির্ব্বিশেষবাদ, না হয় বাউলাদি সহজিয়া-বাদ আসিয়া পড়ে। এ সকল কথা অনর্থযুক্ত পুরুষগণেরই উপলব্ধির বিষয়।

"কৃষ্ণে মতিরস্তু"

["দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ" ৮ম বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত]

সংসারে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অবর ব্যক্তি প্রণতিসূচক আনুগত্যের ভাষা বলিলে তিনি তদুত্তরে "তোমার মঙ্গল হউক" বলিয়া থাকেন। এই জাগতিক মঙ্গল-লাভের জন্য 'অবর'-পরিচিত ব্যক্তি বরেণ্যব্যক্তির পদে 'পায়ে লাগি মহারাজ,' 'নমস্কার', 'প্রণাম' প্রভৃতি শব্দ বলিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য—অবমর্ষণমূলে উত্তমর্ণের নিকট ইন্দ্রিয়-তর্পণ-লাভরূপ-প্রার্থনা-চালিত হইয়াই নমস্কারাদির আবাহন। সম্মানের প্রাপক সম্মান লাভ করিয়া সম্মান-দাতার যে মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই কল্যাণে নানাপ্রকার কর্দ্দ আছে। 'অনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক,' 'যশঃ প্রতিষ্ঠা সংবর্দ্ধিত হউক,' 'শরীর নিরাময় হউক' প্রভৃতি নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদে জাগতিক লোকসকল আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। 'মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হউক,' 'ইন্দ্রিয়সমূহ তৃপ্তিলাভ করুক,' 'বিত্তলাভ হউক,'—ইহাই আশীর্ব্বাদের দৌড়। দেব-দ্বিজাদির চরণে দণ্ডবৎ করিয়াও আমরা এক ডাকা 'রূপং দেহি, ধনং দেহি,' প্রভৃতি নানাপ্রকার কল্যাণ আবাহন করিয়া থাকি।

যাঁহারা ইন্দ্রজগতে ভগবানের শক্তির পরিচয় পাইয়

জানেন, তাঁহারা ভগবদ্‌বস্তুকে তাৎকালিক অবস্থা-বিশেষ মনে করিয়া ব্রহ্মের নিত্যত্ব বা পরমাত্মার ব্যাপকত্বাদিকে ভগবত্তার উপরে আসন প্রদান করেন। ব্রহ্মের নিঃশক্তিক ও পরমাত্মার জড়শক্তি-প্রাবল্যই অনেকের নিকট সর্ব্বস্ব বোধ হয়। কিন্তু ঐ সকল কামনা বদ্ধজীবের অসদ্ভার্থপরতার মধ্যেই আবদ্ধ। যখন কামনা কামদেবের কামকৃত্তির জন্য বিহিত না হয়, তখন নিষ্কামতীর্থ-সিদ্ধির এই প্রকার লাভ পাইবার আশা বদ্ধজীবকে অস্থির করিয়া তোলে।

সাধুদিগের নিকট যে-কালে মনুষ্য ভগবানের পরাক্রমের কথা শ্রবণ করেন, তখন বিবিক্তত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজেরও অস্তিত্ব-সংরক্ষণ-নিত্যাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হয়। ভগবদ্বস্তুর নিত্যতা, ভগবদ্বস্তুর পূর্ণজ্ঞানময়তা, ভগবদ্বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়তা অংশবিশেষ বলিয়া তিনি পূর্ণের সেবা-ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আত্মবৃত্তি থাকার অবৈধ কল্পনা করেন না,—ইহাই জীবের মুক্তাবস্থার স্মৃতি।

বদ্ধজীবের পূর্ণতার সম্ভাবনা থাকিলে অপূর্ণ মনোধর্ম্ম তাহাদিগকে কখনও ঘানিপাকে ঘুরাইতে পারিত না। যাহারা বলদের ন্যায় ঘানিতে ঘূর্ণায়মান হয়, তাহাদের এষণা ভগবদ্বিস্মৃত বস্তুতেই নিহিত। যখনই তাহাদের মনে পড়ে যে, ভগবান্ পূর্ণশক্তিক, অচিচ্ছক্তি-পরিণত জগৎ তাঁহার বাহ্য-অঙ্গের ইন্ধন-স্বরূপ নশ্বর কালের পরিখার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তখনই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবানের পূর্ণস্বতন্ত্রতা পরম নির্ম্মল অণুচিৎএর নিকট প্রতিভাত হয়। বদ্ধজীবের অপূর্ণ চিন্তাস্রোত যে-কালে অপূর্ণবস্তুর আপেক্ষিকতায় আবদ্ধ হয়, সেইকালে পূর্ণপুরুষের সেবা-প্রবৃত্তি কাহাকে বলে অর্থাৎ ভক্তির স্বরূপ কি এবং উহাই যে আত্মার ধর্ম্ম, তদুপলব্ধি-বিষয়ে নানাপ্রকার ব্যাঘাত আসিয়া জীবকে মানসিক তাণ্ডবনৃত্যে প্রধাবিত করায়। এই জন্যই প্রকৃত সাধুগণ ভগবৎসেবাতৎপর হওয়াই মুক্ত জীবাত্মার নিত্য-স্বভাব বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন—তজ্জন্যই তাঁহারা আশীর্ব্বাদমুখে "কৃষ্ণে মতিরস্তু" বাণী-দ্বারা বদ্ধধর্ম্মের নিত্য-মঙ্গল কামনা করেন।

কৃষ্ণে মতি না থাকিলেই জীবের সীতারামোপাসনার অবনতি ঘটে। তাহাতে পূর্ণ উৎসাহের অভাবে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ-সেবার নিত্যসার্ব্বরসময় নশ্বর কার্য্যাদিতে নিযুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিলে জীব পুরুষোত্তম বাসুদেবের সেবাকেই নিত্যধর্ম্ম বলিয়া আদর করেন। তাহাতে বাধা উপস্থিত হইলে পূর্ণচেতনধর্ম্মে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত নির্ব্বিশেষভাবে শিবত্ব কল্পনা করেন। ইহাতে জড়বিচিত্রতা ও জড়বিলাস তুচ্ছ হইয়া পড়ে।

আবার-জড়ভোগরহিত আদর্শে ভবানীপতির নির্ব্বিশেষ-ভাবেরই আদর বৃদ্ধি পায়। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া প্রকৃতি-পূজার স্রোতায় আসিয়া ভবানীপতির বক্ষদেশে দেবীকে উলঙ্গ নৃত্য করিতে দেখিয়া সকাম হইয়া পড়ি।

প্রাকৃতদর্শনে আমরা নানাভাবে প্রকৃতিস্থই পদার্থগুলির আলোচনায় চেতন-ধর্ম্মের ব্যবহার করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করি; তখন জড়বাদ, সন্দেহবাদ, নাস্তিকবাদ, ক্লীব-বিচার, নির্ব্বিশেষ জড়াপ্রকৃতির বিচার প্রভৃতি আমাদিগকে গ্রাস করিয়া আমাদের পূজা-চেষ্টা নষ্ট করিয়া দেয়—পূজা-জ্ঞানের অভাবে তোষরাহ আসিয়া আমাদিগের শান্তিচিত্রিমাকে গ্রাস করিয়া আমাদিগকে তোষিবাস করিয়া তোলে। তখন আমরা অক্ষের নিকট নমস্কার ও প্রণতি-প্রাপ্তির জন্য বসিয়া থাকি।

কেহ বা গুরু-সজ্জায় শিষ্যের বেষ গ্রহণ করেন, কোথাও কিঞ্চিৎ দ্রব্যের বিনিময়ে ভগবদ্দাস গুরুগণকে ভগবানের সেবা ছাড়াইয়া নিজ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া প্রলোভন-প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিজেই ভোগী হইয়া পড়েন। তখন ভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহকে নিজভোগ্য-দৃশ্যমাত্রজ্ঞানে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য চিত্তকে গগন হইতে অবনত করেন, কখনও বা ভগবন্নাম-গ্রহণে প্রেমোদয় হইতেছে না বলিয়া নামাভাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক "যথা মদ্যঃ স্খলমানঃ পদ্মে" প্রভৃতি জড়বিচার ভগবানের ঘাড়ে চাপাইয়া আপনি নির্ব্বাক হইয়া পড়েন এবং উহাকেই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বিষয় বলেন। কখনও বা অষ্টযোগিনী সিদ্ধি-লাভ করিতে গিয়া চক্রে ভৈরবীগণের পূজায় আত্মভোগ সংগ্রহ করেন।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ "কৃষ্ণে মতিরস্তু" প্রভৃতি সাধুদিগের আশীর্ব্বাদে ভ্রান্ত হইয়া স্বয়ংই কৃষ্ণকে ভোগ করিবার বাসনায় প্রাকৃত নারীর পূজায় স্বীয় ভৈরবিচারকেই অস্তিত্বের জ্ঞান করেন। ঐগুলি "কৃষ্ণে মতিরস্তু"র অপব্যবহার। ভোগবাসনাগ্রস্ত ব্যক্তি জড়ভোগে আসক্ত হইয়া "এনাদৃক্ত

বিদ্বান্" ও "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা"—এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ বুঝিতে পারে না বলিয়াই মহামিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'কৃষ্ণ' ও 'কৃষ্ণ' বৈরাগ্যের নিদর্শন জানাইয়া দিয়া "কৃষ্ণে মতিরস্তু"র বিচার বহুজীবের হৃদয়ে স্ফূর্তি করাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—ভিন্ন নহেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের বাণীই—শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ-দান।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৫ই আষাঢ় (১৩৪০) তারিখের "বঙ্গবাণী" দৈনিক পত্রিকার বিশেষ স্তম্ভে "লণ্ডনে ভারতীয় সন্ন্যাসী" শীর্ষক বিবরণটি জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তৎসম্বন্ধে কএকটি কথা আলোচিত না হইলে সত্যকে বিকৃতরূপে বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য দায়ী থাকিতে হইবে।

বিলাতের "ডেলি এক্স্‌প্রেস্" বল্লা জুন (১৯৩৩) তারিখের সংস্করণে বিকৃতভাবে যে সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ "বঙ্গবাণী" কাগজে দৃষ্ট হয়। আমরা লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের নিকট হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাইয়াছি যে, ঐ সকল কাগজের সংবাদ-দাতৃগণ বিকৃতভাবে ঐরূপ জাতীয় কথা প্রকাশ করায় স্বামিজী মহারাজ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন; তাহাতে কোন কোন সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ এ বিষয়ে ভবিষ্যতে সতর্ক হইবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

যতদূর জানা গিয়াছে, সংবাদ-পত্র-ব্যবসায়িগণ তাহাদের কাগজ কাটতির জন্য কথাগুলিকে তদ্দেশীয় জন-সাধারণের ধারণা, রুচির অনুকূল ও আকর্ষক করিয়া সাজাইয়াছেন।

সম্রাট্, যুবরাজ বা সকলেরই হরিকীর্ত্তন শুনিবার অধিকার আছে। কারণ, স্বামিজী মহারাজ যে সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, সেই সম্প্রদায়ের মূল মহাজন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ও তদীয় শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, "ভক্তৌ নৃণামনাদিকাদিতা" —বিশুদ্ধভক্তিতে নরমাত্রেরই অধিকার। ত্রিদণ্ডীভিক্ষু বৈষ্ণবগণের হরিকীর্ত্তন এবং হরিভুক্তশেষ জগজ্জীবকে উপহার-প্রদান-ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজন নাই। হরিকীর্ত্তনকারী পরদুঃখ-দুঃখী বৈষ্ণবগণকেই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভু 'ভূরিদা' অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।৬।৪৬)—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥

—এই বিচার হইতে জানা যায়, ভগবানের ভুক্ত মাল্য-চন্দনাদি, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কারের দ্বারা চর্চ্চিত হইয়া এবং তাঁহার অবশেষ সেবা করিয়া স্বরূপে নিত্যকৃষ্ণদাস জীব-মাত্রেরই মায়া জয় করিবার যোগ্যতা আছে।

স্বামিজী মহারাজ যে সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় সকল জীবের নিকট হরি-কীর্ত্তনকেই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্যজ্ঞান করেন, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কীর্ত্তনের আনুকূল্য করিলেই তাহাদিগকে কীর্ত্তনাধীন-জ্ঞানে স্বীকার করেন। কাজেই "ডেলি এক্স্‌প্রেস" পত্রের অনূদিত বিবরণ পড়িয়া কেহ যেন এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া না ফেলেন। লণ্ডনে বা পৃথিবীর সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন প্রচার করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকগণের তত্তৎস্থানে অভিযান।

স্বামিজী মহারাজ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই সনাতন-বৈদিক-সম্প্রদায়। সেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ আবহমান কাল হইতেই ভারত এবং ভারতেতর স্থানে পারমার্থিক-পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন।

আমরা নিজস্ব-সংবাদ-দাতার বিবরণ হইতে জানিয়াছি যে, সাংবাদিকগণ অনেকটা স্বকপোল-কল্পনা-দ্বারা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুগমণ্ডলীর যে একটী সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের পক্ষ হইতে একটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে মহাভাগবত পরমহংসগণের শ্রীচরণে রাজন্যবর্গের রাজমুকুট অভিষিক্ত হওয়ার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয়, রাজপুত্র প্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্য-কশিপুকে বলিয়াছিলেন, —

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ॥
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

অর্থাৎ যে-কাল-পর্য্যন্ত-না নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলি-দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত বিষয়ী ব্যক্তিগণের মতি অনর্থনাশক ভগবৎ-পাদপদ্মের স্পর্শ লাভ করিতে পারে না।

যাদ্দালার বা কোন স্থানবিশেষের জাগতিক কোন সংঘর্ষের সহিত সম্পূর্ণ পারমার্থিক শুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কোন প্রকারেরই সম্পর্ক নাই। সুতরাং পারমার্থিকতার কার্য্য বা কারণরূপে জাগতিক বা প্রাদেশিক কোন ব্যাপারকে সংশ্লিষ্ট করিবার সিদ্ধান্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠের কোন প্রচারকের মুখেই প্রকাশিত হইতে পারে না। অতএব ঐ সকল উক্তি কোন না কোন সাধারণ-সংবাদ-দাতা বা সংবাদ-পত্রের স্বকপোল-কল্পনা এবং করণাপাটব (এক শুনিতে আর এক শুনা, এক বুঝিতে আর এক বুঝা)-রূপ মানবোচিত অসম্পূর্ণতা হইতেই উদিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা একটী শ্লোক পাই,—

জীবন্নরো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসন্নপি স্তস্য ন বেদগন্ধম্॥

(ভাঃ ২।৩।২৩)

অর্থাৎ যে-ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ না করে, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও তাহার অঙ্গ শব-তুল্য। যে-ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ-সংলগ্ন-তুলসী আঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত না হয়, সে-ব্যক্তি নিশ্বাস-থাকা-সত্ত্বেও মৃতক-তুল্য।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

অশ্নানাশ্রমী পুণ্যানি সকলান্ লোকান্ দিশন্ তুলসীং বহন্।
সিতাসিতং যথা নীরং সর্ব্বপাপক্ষয়াবহম্।
তথা জাতবলো বহির্দহতে কানলাদিকম্।
প্রাশিতং তুলসীপত্রং তথা দহতি পাতকম্॥

অনাশ্রমী অর্থাৎ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও যদি শিরোদেশে তুলসী ধারণ করেন, তাহা হইলে তিনি সকল লোক পবিত্র করিতে পারেন; শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ গঙ্গা ও যমুনা-জল যেরূপ নিখিল পাপ দূর করে, প্রবল বহ্নি যেরূপ বনকে দহন করে, তুলসী-পত্রও সেইরূপ আমাদের অখিল পাপ ধৌত ও ভস্মীভূত করিয়া থাকে। এই সকল তুলসী-পত্রের বাহ্য-ফল-প্রতীতি-মাত্র।

কেহ শ্রদ্ধার সহিত ভগবৎ-প্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিলে এবং ভগবৎ-প্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিলে ঐরূপ ব্যক্তি-বিশেষের ভক্তি, মুখী সুকৃতি-সঞ্চয়ে বাধা প্রদান করা বৈষ্ণবতা নহে। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের বিচার ও বৈষ্ণবের বিচার—পৃথক্।

আলোচ্য সংবাদ-পত্র বা তাহার অনুবাদক সাংবাদিকগণ শ্রীবন বন মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের জীবনের যে-সকল পরিচয় বা প্রশংসা লিখিয়াছেন, তাহাতেও খানিকটা 'করণাপাটব'-দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, সাধারণ সংবাদসেবি-গণের পারমার্থিকগণের উক্তি, আচার-ব্যবহার এবং তাহাদের উপদেশ ও জীবন-চরিত্র-সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রম ও বিকৃত-ভাবে আলোচনা তাহাদের যোগ্যতায় কিছু অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য্য নহে। আমরা প্রতিনিয়তই ঐরূপ বহু বহু দৃষ্টান্ত পাইয়া থাকি। বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যিক-সম্প্রদায়, এমন কি, বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তিগণও যখন মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের বিষয়ে কত প্রকার বিকৃতভাবে প্রকাশ করিয়া মানব-সমাজের নিকট মহাজনগণের ঠিক বিপরীত চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তখন বিদেশীয় সাংবাদিকগণের কথা আর কি?

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

দ্বাদশ-গোপাল-পাটে—চাকদহ দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে গত ৮ই আষাঢ় ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের অপ্রকট-তিথি-মহোৎসব ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা-আলোচনা, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ঠাকুরের ভোগরাগের পর বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচশত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই উৎসবে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার পুত্র-দ্বয় শ্রীমান্ বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ কর্ম্মকার ও শ্রীযুক্ত মুহাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে—গত ৮ই আষাঢ় তারিখে কাশী-নগরীস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উনবিংশতিতম বিরহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে মধ্যাহ্নে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং অপরাহ্নে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় বক্তৃতামুখে ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ ও শিক্ষার বিষয় কীর্ত্তন করেন।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠে—চাঁপাহাটি শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-তিথি-মহোৎসব ৮ই আষাঢ় তারিখে পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদবিতরণ-মুখে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীযুক্ত নৃসিংহ-প্রসাদ অধিকারী মহাশয় ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের জীবনী ও অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা কীর্ত্তন করেন। পাঠ ও কীর্ত্তনান্তে সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরম ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী এই উৎসবের আংশিক ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। তাঁহার সেবা-চেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে—৮ই আষাঢ় (১৩৪০) তারিখে ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। উক্তদিবস ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিক-সমাপনান্তে মঠস্থ ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ তর্ব্বাইক ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রথমে শ্রীযুক্ত উক্তক্রম দাসাধিকারী মহোদয় ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের জীবনী পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ শ্রীচরিতামৃত পাঠ করেন, তৎপরে মঠবাসী ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, শ্রীগৌরনিত্যানন্দদাস ও ব্রহ্মচারী শ্রীনিতাইচাঁদ প্রত্যেকে শ্রীগুরুদেবের এবং ঠাকুর মহাশয়ের দয়া ও দান-সম্বন্ধে অর্দ্ধঘণ্টা করিয়া বক্তৃতা দেন। পাঠ-বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে তর্ব্বাইক ও বিরহ-গীতি কীর্ত্তিত হইয়াছিল। বহু উচ্চশিক্ষিত উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী ও ডাক্তার এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সমাগত সকল ব্যক্তিকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

কটক র‍্যাভেন্স-কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ৪।৭।৩৩ তারিখে তারযোগে জানাইয়াছেন,—গত ৩রা জুলাই (১৯৩৩) সোমবার দিবস ৪ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভুবনেশ্বর-ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়-মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধিকা-গিরিধারী-শ্রীবিগ্রহ যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কলিকাতা এবং উড়িষ্যার প্রায় সকল অংশ হইতেই বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক উক্ত শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সমাগত ভক্তমণ্ডলী এবং ভুবনেশ্বরের সমস্ত পাণ্ডা শ্রীমঠে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন।

পরমভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দাস ভক্তিভূষণ মহোদয় শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের এবং মঠসেবার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া বদান্যাগ্রগণ্য হইয়াছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

(ভারতীয়)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ বিগত ২০শে জুন তারিখে মজঃফরপুর গমন করিয়া স্থানীয় সর্ব্বপ্রধান ব্যবহারাজীবী শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব-কৃষ্ণ মিত্র এম্-এ, বি-এল মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু সম্ভ্রান্ত উকিল ও সদর-আলা প্রভৃতি বিদ্বৎসভা তথায় উপস্থিত হইয়া স্বামিজীর পাঠ ও ব্যাখ্যা-শ্রবণে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। হরিসভা ও অন্যান্য বহুস্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ স্বামিজীকে সাদরে আহ্বান-পূর্ব্বক প্রভাসহকারে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন। মজঃফরপুরে প্রচারমূলে উকিল শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব-কৃষ্ণ মিত্র মহোদয় ও স্থানীয় সদর-আলা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের ঐকান্তিকী সেবা-চেষ্টা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ পুরী মহারাজ রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শ্রীহরিকথা-প্রচার-পূর্ব্বক ২১শে জুন তারিখে ডুমুরকোন্দা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া প্রত্যহই শ্রীমঠে পাঠ-কীর্ত্তনমুখে শ্রীহরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
১৬ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১ শ্রীধর, ২৪ আষাঢ় (১৩০০)
৮ই জুলাই (১৯০৩)

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৭ই শ্রাবণ, ২রা আগষ্ট বুধবার হইতে ১৯শে ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদাসনে **শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার** উদ্যোগে অখিল-লোকমঙ্গলের জন্য মাসাধিক-কালব্যাপী শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্ত-গণের আবির্ভাব-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা, ভাগবতধর্ম্মবিবৃণ্বিণী বক্তৃতা, শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী হইবে।

মহাশয় কৃপা করিয়া সবান্ধবে মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যগণ পরমানন্দিত হইবেন। নিম্নে মহোৎসব-পঞ্জী সংযুক্ত হইল। নিবেদন ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
(মহোপদেশক, ভক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা সান্যাল (এম, এ, মহামহোপদেশক, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
(মহামহোপদেশক, ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সম্পাদকগণ

উৎসব-পঞ্জী

বুধবার ১৭ই শ্রাবণ ২রা আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা।
বৃহস্পতি ১৮ই শ্রাবণ ৩রা আগষ্ট শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের অভি-ধান, শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ-উৎসব।
শনিবার ২০শে ,, ৫ই ,, শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব ও শ্রীমদ্ বলদেবের আবির্ভাব।
রবিবার ২৮শে ,, ১০ই ,, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপবাস।
সোমবার ২৯শে ,, ১১ই ,, শ্রীনন্দোৎসব।
বৃহস্পতি ১লা ভাদ্র ১৭ই ,, শ্রীঅজা-একাদশী ও উন্মীলনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।
শনিবার ১০ই ,, ২৬শে ,, শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতা-দেবীর আবির্ভাব।
রবিবার ১১ই ,, ২৭শে ,, শ্রীললিতা সপ্তমী।
সোমবার ১২ই ,, ২৮শে ,, শ্রীরাধাষ্টমী।
বৃহস্পতি ১৫ই ,, ৩১শে ,, শ্রীপার্শ্বৈকাদশীর উপবাস।
শুক্রবার ১৬ই ,, ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীবামন-দ্বাদশী-ব্রত।
শনিবার ১৭ই ,, ২রা ,, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব (সাধারণ মহামহোৎসব
রবিবার ১৮ই ,, ৩রা ,, শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী-ব্রত ও শ্রীহরি-দাস ঠাকুরের অভিধান।
সোমবার ১৯শে ,, ৪ঠা ,, শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব (সমাপ্তি)

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান

উষঃকালে	মঙ্গলারাত্রিক ও অরুণোদয়কীর্ত্তন।
প্রাতে	দ্বাদশাদ্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা।
পূর্ব্বাহ্নে	নগরকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্নে	ভোগারাত্রিক ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।
অপরাহ্নে	হরিকথালোচনা ও সদাচার-শিক্ষা।
সন্ধ্যায়	সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা।
প্রদোষে	যুগলসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মান।

☞ দৈবানুরোধে ও উপবাস-দিবসে এই তালিকা পরিবর্ত্তন-যোগ্য।

ইংলণ্ডের প্রচার-বার্ত্তা

[৩১। ফুলাই (১৯০৩) তারিখের "অ্যাড্‌ভান্স্" পত্র হইতে উদ্ধৃত]

Sublime Message of Sree Chaitanya.

Gaudiya Math's Activities In London.

(From a Correspondent).

London, June 16.

With a view to listen to the sublime message of Lord Sree Chaitanya from the learned missionaries of Calcutta Gaudiya Math, many notable persons of London assembled in a meeting, under the auspices of the Society for Study of Religion, held at Bredford Square, London, on the 15th June last at 4 P. M., with Marquess of Zetland in the chair.

The meeting was attended by a large number of the elite of London. Amongst others the prominent were Sir Francis Younghusband K. C. S. I., K. C. I. E., Sir Denison Ross, C. I. E., and Lady Ross, Dr. Rhys Davids M. A., D. Litt., Dr. Marte, M. A., Ph. D., Dr. Page, Ph. D., (of the Buddhist Mission), Miss Sharples, Mrs. Coorge, and Begum Shah Nawaj.

The meeting was addressed amidst ovation by Swami B. H. Bon of the Gaudiya Math who dwelt nicely on the following points :—(1) Social, intellectual and religious life in India (specially in Bengal) prior to the advent of Lord Sree Chaitanya, (2) His Advent at Sridham Mayapur, the old site of Nabadwip on the eastern side of the Ganges, (3) His career as Student and Professor, (4) at the young age of 14 His wonderful Victory over the great champion-Pandit Keshab Bhatta, (5) His initiation and renunciation of the world and (6) His preaching tour throughout India and the salient points of his sublime teachings.

At the close of the lecture, the President spoke highly of the fascinating and educative nature of the subject dealt and extolled the wonderful mastery over the subject of the Swami. Lord Zetland in course of his speech remarked that the Swamiji spoke with force and sincerity creating a vivid impression on every mind. He requested Swamiji to reproduce his lecture in writing so that when published it enables the publit to read and think over the matter. After the speech of the President, Sir Denison Ross thanked Lord Zetland for his kindly taking the chair and sponsoring the Mission of the Gaudiya Math in Great Britain under his distinguished patronage.

(তাৎপর্য্য)

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুশিক্ষিত ও ভগবদ্ভক্তিবিষয়ে অভিজ্ঞ প্রচারকগণের নিকট হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের পরম উদাত্তের বাণী শ্রবণ-পিপাসু হইয়া লণ্ডনের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি গত ১৫ই জুন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মাননীয় লর্ড জেট্‌লাণ্ড মহোদয়ের সভাপতিত্বে ব্রেডফোর্ড স্কোয়ারে "Society for Study of Religion" কর্ত্তৃক আহূত একটী সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। লণ্ডন-সহরের বহু বিশিষ্ট মাননীয় ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ-যোগ্য,—স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাজব্যাণ্ড কে, সি, এস্, আই ; স্যর ডেনিসন্ রস্ সি-আই-ই, পিএইচ, ডি ; লেডি রস ; ডাঃ রীজ ডেভিড্‌স্ এম-এ, ডি, লিট, ; ডাঃ মার্টে এম-এ, পিএইচ, ডি ; বৃদ্ধিষ্ট্ মিশনের ডাঃ পেজ পিএইচ, ডি ; মিস্ শার্পলিস্ ; মিসেস্ কুর্গ এবং বেগম সা নাওয়াজ।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুযোগ্য বাগ্মিপ্রবর প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন সমবেত জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া একটী গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বক্তৃতা-মুখে (১) শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতের (বিশেষতঃ বঙ্গদেশের) সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম্মজীবনের অবস্থা, (২) গঙ্গার পূর্ব্বকূলস্থ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব, (৩) শ্রীচৈতন্যদেবের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন-লীলা, (৪) চতুর্দ্দশবর্ষ-মাত্র-বয়ঃক্রমকালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশবভট্টকে পরাজয়, (৫) তাঁহার দীক্ষা ও সন্ন্যাস-লীলা এবং (৬) প্রচারকরূপে ভারত-ভ্রমণ-লীলা ও তাঁহার শিক্ষার প্রধান প্রধান বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন।

বক্তৃতা সমাপনান্তে মহামান্য সভাপতি মহোদয় বলেন, —আলোচ্য বিষয়টী সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ও সদুপদেশ-পূর্ণ এবং তিনি বক্তার আলোচ্য-বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধেও উচ্চ প্রশংসা করেন। মাননীয় সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে আরও বলেন, স্বামিজী সরল-ভাবে ও দৃঢ়তার সহিত বক্তৃতা প্রদান করিয়া বিষয়টী শ্রোতৃ-মণ্ডলীর হৃদয়-গ্রাহী করিয়াছেন। উক্ত বক্তৃতার বিষয়টী সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইলে উহা সাধারণের পাঠ করিবার এবং চিন্তা করিবার সুযোগ হইবে,—এই বিবেচনায় তিনি স্বামিজীকে আলোচ্য বিষয়টী লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতান্তে স্যর ডেনিসন্ রস্ সভাপতি লর্ড জেট্‌লাণ্ড মহোদয়কে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক অদ্যকার সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করায় জন্য এবং গ্রেট্-ব্রিটেনে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক-রূপে সহায়তা করায় জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন।

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৩১শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৭০; ১৫ই জুলাই ১৯৬৩ | ৪৮শ সংখ্যা

প্রচার ও ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে বিবর্ত্ত

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বিষয়ী, রাজা ও স্ত্রী-দর্শনকে সাধক-সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ-ভক্ষণ হইতেও অসাধু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। "মায়াবাদীর ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ," "বহু গ্রন্থ-কলাপাস-ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে"—প্রভৃতি বাক্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ; কৃষ্ণভক্ত বৌদ্ধ, নাস্তিক প্রভৃতির মুখ-দর্শনে সচেল-গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থাও সনাতন-শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু হরিকথা-প্রচারার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে বিষয়ী, রাজা, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, মায়াবাদী, বৌদ্ধ, নাস্তিক প্রভৃতি সকলের দ্বারেই গমন করিতে হয় —মায়াবাদীর ভাষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতে হয়—বহু অদ্বৈত-মতের গ্রন্থ-সমূহও আলোচনা করিতে হয়। যাঁহারা একদেশ-দর্শী অর্থাৎ যাঁহারা চরম উদ্দেশ্য না দেখিয়া কেবল-মাত্র প্রাথমিক বাহ্য আকার দর্শন করেন, তাঁহারা ঐ সকল দৃষ্টান্তের সমালোচক হইয়া বলিবেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ ঐ সকল আচারের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের বিরুদ্ধ-পথে চলিয়াছেন। বস্তুদৃষ্টিতে এইরূপ সমালোচনা আদৌ ব্যাপার নহে; কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের সার্ব্বদেশিক বিচার বরণ করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আপাতিক ও অন্তরঙ্গ চরম উদ্দেশ্য বিশেষভাবে শ্রোত-নেত্রের দ্বারা দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিবার বিজ্ঞানে অনুশীল বিশ্ববাসী প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের সর্ব্ব তোমুখীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের বিরুদ্ধ-পথে (?) চলিয়াও শ্রীগৌড়ীয়মঠ শ্রীমন্মহাপ্রভুরই ঐকান্তিক মনোহভীষ্ট-প্রচারক এবং আনন্দবর্দ্ধক। প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায় গৌর-কৃষ্ণ-সেবার মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য হইতে

বিচ্যুত—কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সকল বস্তু নির্ম্বন্ধ করিবার উপদেশে বঞ্চিত; তাঁহারা কেবলমাত্র কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-শূন্য লোক-দেখান-বাহ্যানুষ্ঠান-সর্ব্বস্ব হইয়া মহাপ্রভুর উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। **শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের সহিত ব্যক্তিগত সাধকের জীবনকে যাঁহারা ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রকৃত তাৎপর্য্য-দর্শনে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে।** সাধকের ব্যক্তিগত ভজনের অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার—এক কথা, আর অসাধ্য মনোভাবে বিভাবিত বিভিন্ন অধিকারীকে "যেন কেন উপায়েন" ভগবৎ-সেবা-মুখোন্মুখে আকৃষ্ট করিবার প্রণালী ও সাধারণে প্রচার—আর এক কথা। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কার্য্য—শ্রীহরিকথা-প্রচার। ব্যক্তিগত লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বিষয়ি-দর্শন, রাজ-দর্শন বা স্ত্রী-দর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তাহা বিষতক্ষণ হইতেও অসাধু। ব্যক্তিগত সাধক মায়াবাদীর ভাষ্য বা বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস প্রভৃতি করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কেহ যদি শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকের পরিচয় দিয়া বিষয়ি-দর্শন, রাজ-দর্শন বা স্ত্রী-দর্শন করেন, মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ বা পাঠ করেন, বহু জন-সঙ্গ করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয়-মঠের কেহ নহেন, তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট, স্বতন্ত্র ব্যক্তি-মাত্র। কিন্তু শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-প্রভুর বিপুল প্রকাশের জন্য—জগতে শ্রীকৃষ্ণ-নামের বিজয়-বৈজয়ন্তী ও স্বরাজ্য-সিংহাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিষয়ী রাজা বা রাজপুরুষ, অভিজাত সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, মায়াবাদী, পাষণ্ডী—সকলকে শ্রীকৃষ্ণনামের সেবায় তাহাদের যোগ্যতানুযায়ী দীক্ষিত করিবার জন্য ঐ সকল লোকের দ্বারে গমনই মহাপ্রভুর উপদেশ। সেখানে বিষয়ি-দর্শন, রাজ-দর্শন মায়াবাদি-দর্শন বা স্ত্রী-দর্শন নাই, সেখানে শ্রীনাম-প্রভুর সেবা-সর্ব্বস্বতা-দর্শনই প্রাধান্য লাভ করিয়া-ছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শেও দেখিতে পাওয়া যায়,—ব্যক্তিগত সাধকের চরিত্র শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু পূর্ব্বে মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন প্রদান করেন নাই। কিন্তু যখন সেই প্রতাপরুদ্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-স্বরূপ শ্রীনাম-প্রচার-সেবা ও তৎপ্রচারক বৈষ্ণবগণের সেবায় প্রভুর হইলেন, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া যখন শ্রীনাম ও শ্রীনাম-প্রচারকারিগণের সেবার সহায়ক হইলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই রাজার দর্শন ও সেবা অঙ্গীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। শ্রীল সনাতন, শ্রীল রূপ, শ্রীল রঘুনাথদাস, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীল গোপাল ভট্ট, শ্রীল জীব প্রভৃতি গোস্বামিপাদগণ ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কোন বিষয়ীর দ্বারে উপনীত হন নাই। কিন্তু শ্রীবিগ্রহ-সেবা-প্রচার, শ্রীনাম-প্রচার, লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার প্রভৃতি শ্রীগৌর-মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবা-কার্য্যের জন্য বহু বিষয়ীকে হরি-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীমদন-মোহনের মন্দির, শ্রীগোবিন্দের বিপুল মন্দির এবং অন্যান্য গোস্বামিগণের প্রকাশিত শ্রীবিগ্রহ-সেবা এখনও তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

"মায়াবাদীর ভাষ্য পড়িলে সর্ব্বনাশ হয়,"—এই বিচারে যদি শ্রীগৌড়ীয়মঠ মায়াবাদীর ভাষ্য, মায়াবাদীর অদ্বৈত মত-খণ্ডনোদ্দেশ্যে ঐ সকল স্পর্শ না করেন, তাহা হইলে মায়াবাদিগণের যুক্তির অসারতা-প্রদর্শন সম্ভব হইবে না এবং মায়াবাদিগণকেও সত্য-পথে আনয়ন করা যাইবে না। কারণ, তাঁহাদের মত অন্য শ্রৌত যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণ-বলে খণ্ডিত না দেখিলে তাঁহারা নিজেদের মতবাদ-নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবেন কেন? আর তাঁহাদের কথাগুলি উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের মতের অসারতা দেখাইতে না পারিলে সত্য-প্রচারককে তাঁহাদের মত-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন।

তবে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যদি কেহ মায়াবাদি-ভাষ্য-শ্রবণে রুচি ও আসক্তি প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি-বিশেষকে গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট বলিতে হইবে।

একবার সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ষ্টার-থিয়েটারে শ্রীচৈতন্যলীলার অভিনয় দেখিবার জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ ও অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব্যক্তিগত সাধকের প্রতি শিক্ষা-দান-কল্পে ঐরূপ অভিনয় দর্শন করিবার জন্য উক্ত অনুরোধ রক্ষা করেন নাই; কারণ, পাপ-চরিত্র ব্যক্তিগণের দ্বারা অভিনীত এবং লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠিত অভিনয়ে অপ্রাকৃত শ্রীচৈতন্য-লীলার কোন সম্পর্ক নাই, উহা অপরাধ ও ইন্দ্রিয়-তর্পণের তাণ্ডব-

মাত্র, আধুনিক-কালে ব্যবসায়-উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র প্রভৃতিতে ও কৃষ্ণ-লীলা, গৌরাঙ্গ-লীলা, প্রহ্লাদ-চরিত্র (?) প্রভৃতি অভিনয় দেখান হইতেছে, আর জগতের ইন্দ্রিয়-তর্পণাদোদী বহির্মুখ জন-সাধারণের অনেকে উহাদিগকে ধর্ম-শিক্ষার উপায় বলিয়া বোঝাই দিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হইতেছেন। ঐ সকল চলচ্চিত্রাদির মধ্যে নানা প্রকার অসৎ সিদ্ধান্ত, কুসিদ্ধান্ত এবং অনেক কল্পিত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বের কথা প্রচারিত হইতেছে। তাহাতে শাস্ত্রানভিজ্ঞ জন-সাধারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু বা বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণায় দীক্ষিত হইয়া পড়িতেছেন। ঐ সকল চলচ্চিত্রের কুসিদ্ধান্ত ও ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের দৃষ্টান্তগুলি নিরাসের জন্য যদি ভক্তি-প্রতিষ্ঠানের রক্ষক-সূত্রে কেহ ঐ সকল চলচ্চিত্র দর্শন করেন, তাহা হইলে তাঁহার কাথাটী বাহ্য-দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়-তর্পণামোদী জন-সাধারণের চেষ্টারই অন্তর্গত বলিয়া মনে হইলেও বা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিক্ষার অর্থাৎ ব্যক্তিগত সাধকের আচারের বিপরীত বলিয়া মনে হইলেও সার্বদেশিক বিচারে তাহা শুভফলপ্রদ ও ঐ সকল আচার্যেরই অনুমোদিত। যাঁহারা এ কথাটী বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা প্রচার ও ব্যক্তি-গত জীবনের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তবে শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোন ব্যক্তি বা বহু ব্যক্তি যদি কেবল ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-পিপাসা মিটাইবার জন্য রুচি ও আসক্তির সহিত চলচ্চিত্র অথবা রঙ্গালয়ে গৌরাঙ্গ-লীলা বা প্রহ্লাদ-চরিত্র দর্শন করিতে যান, কিম্বা গ্রামোফোনের গান শোনেন, তাহা হইলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য হইতে স্বতন্ত্র।

একবার শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্নোৎসবের সময় মহাপ্রভুর বাড়ীর মেলায় এক ব্যক্তি পাখীর নাচ দেখাইতে আসিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি পাখীর নাচ দেখিবার জন্য বৈষ্ণবগণকে অনুরোধ করায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সিদ্ধান্তিমানী এক ব্যক্তির বিচার হইল যে, যখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ ও আদর্শ আচরণে ঐ সকল ব্যাপারকে ব্যসন-দ্যূতাদি কলি-সহচর-বর্গ বলিয়া গর্হণ করা হইয়াছে, তখন তিনি কিছুতেই পাখীর নাচ দেখিবেন না। তিনি মনে করিলেন, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ঐ পাখীর নাচওয়ালার অনুরোধ নাটাচার্য্য গিরিশ বাবুর অনুরোধের ন্যায় নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করিবেন; কিন্তু যখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্তিমানী-বিশেষের ব্যক্তিগত সাধক-জীবনের শিক্ষার সহিত প্রচারের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে, তখন তিনি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-প্রমুখ কতক জনকে লইয়া স্বয়ং ঐ পাখীর নাচ দেখিতে গেলেন। তখনও তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তিমানী ব্যক্তি ঠাকুরের এই কার্য্যের সমালোচনা করিলে ঠাকুর বলিলেন, এই পাখীর নাচ সাধারণ স্থানের পাখীর নাচ নহে,—মহাপ্রভুরবাড়ীর—মহাপ্রভুর মেলার পাখীর নাচ; সুতরাং ইহা কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্যাপার। এইরূপ পাখীর নাচই দেখিতে হইবে। আমার প্রভুর বাড়ীতে, আমার প্রভুর জন্মোৎসবে যে-সকল মেলা, উৎসব, আনন্দ-নৃত্য হইতেছে, তাহাতে আমার প্রভুর কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। প্রভুর বৈভব যত প্রকারে প্রকাশিত হয়, তাহা দর্শনের জন্য রুচি থাকিলেই প্রভুর প্রতি আসক্তির লক্ষ্য পাওয়া যায়। যাঁহাদের প্রভুতে আসক্তি নাই, তাঁহারা প্রভুর বাড়ীর নৃত্যের সহিত অন্যান্য নৃত্যোৎসবাদিকে সমান মনে করিয়া লোকদেখান বৈরাগ্য-প্রদর্শনের দ্বারা আত্ম-প্রতিষ্ঠা-কামনারূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণের অনুসন্ধান করেন, করুন। দ্বিতীয়তঃ এখানে বহু প্রকার লোকের আগমন; কেহ হয় ত' পাখীর নাচ দেখিতে আসিয়া মহাপ্রভুর ভক্তগণের সেবা, মহাপ্রভুর নাম-প্রচারে সাহায্য, মহাপ্রভু-দর্শন ও মহাপ্রসাদ-সেবনের সুকৃতি সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইতে পারেন; সুতরাং মহাপ্রভুর বাড়ীর পাখীর নাচ বন্ধ করিয়া ব্যক্তিগত সাধক-জীবনের পালনীয় বৈরাগ্য-প্রদর্শন প্রচার-কার্য্যের সহায়ক নহে।

আবার বহুব্যক্তিগণ দীনচেতা বিষয়িগণের গৃহে তাঁহাদের মঙ্গল-সাধনের জন্য গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিষয়ি-গণের বিষয়মল বা দুঃসঙ্গের ভার বহন করিয়া আনিবার জন্য তাঁহাদের গৃহে গমন করেন না। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ আপাত-দৃষ্টিতে যে জন-সঙ্গ করেন, তাহা বহির্মুখগণের সঙ্গের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার জন্য নহে, পরন্তু বহির্মুখগণের উপকারের জন্য; ইহা মহাবদান্যাবতারী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশক্তির প্রভাবেই সম্ভব হয়। শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ তদীয় নিজ-প্রিয়জনকে মায়ার ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতায় যাইতে নিষেধ করিতেন, জগতের লোকের সহিত একেবারে আলাপ-পরিত্যাগের উপদেশ দিতেন; কিন্তু

কলিকাতাতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং জগতের লোকের সহিতই আলাপ-ব্যবহার শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত বিচারে দেখিতে গেলে শ্রীগৌড়ীয়মঠ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—শ্রীচৈতন্যবাণীপীঠের মধ্যে, অর্থাৎ যে-স্থান সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তন-বাণীতে মুখরিত, সেইরূপ স্থানেই শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রকাশ হইয়াছে, আর জগতের লোকের সঙ্গ করিবার জন্যও শ্রীগৌড়ীয়মঠ লালায়িত নহেন; জগতের লোকগণকে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবের সেবার সহায়ক করিয়া বৈষ্ণবের সঙ্গে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের জগতের লোকের সহিত আলাপ-পরিচয়। আচার্য্যগণের—লোক-শিক্ষকগণের আচরণের পরস্পর আপাত-বিরোধের সমন্বয় একদেশী বিচার বা মনোধর্ম্মের দ্বারা বুঝা যায় না। নিষ্কপট-আচার্য্য-সেবা-বলেই সেই সকল মীমাংসা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

কতকগুলি লোক মনে করেন, ব্যক্তিগত সাধকের কৃত্য ও প্রচার-প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কৃত্য একই শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে। তাঁহাদের ধারণা,—ব্যক্তিগত সাধকজীবনে বিলাস-প্রচেষ্টার প্রতিষেধক যে-সকল অনুশাসন প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল অনুশাসন প্রচার-প্রতিষ্ঠানের প্রতিও প্রযোজ্য করা উচিত; ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য মোটরযান, বিদ্যুতের ব্যবহার প্রভৃতি ব্যাপার বিলাসের কারণ, সন্দেহ নাই; ঐ সকল বিলাসে ব্যক্তিগতভাবে কোন অনর্থযুক্ত ব্যক্তি বা ভোগিসমাজের কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু বিষয়ি-ভোগি-সমাজের ধারণা,—ঐ সকল জিনিষ ভোগ করিবার একমাত্র তাঁহারাই অধিকারী; তাহাতে তাঁহাদের কোন প্রকার দোষ বা নিন্দা হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা সেইরূপ অন্যায় অধিকার পাইয়াছেন,—এইরূপ মনে করিবার তাঁহাদের কি নিদর্শন আছে? বিষয় তাঁহাদের নহে, বিষয় ঘরাট্ পুরুষোত্তমের। সুতরাং তাঁহারা পারমার্থিকগণের সমালোচক হইবার মোটেই অধিকারী নহেন। বিশেষতঃ হরিকীর্ত্তন-প্রচার-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাদের ঐরূপ সমালোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রীহরিনাম-প্রচারে বিদ্যুৎকে যদি নিযুক্ত না করা যায়, তাহা হইলে এমন সার্ব্বজনীন ভুবন-মঙ্গলকর আর কি কার্য্য আছে—যদ্দ্বারা এই বৈদ্যুতিক জগৎ আবিষ্কারের ও আবিষ্কর্ত্তার চরম ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে? জগতের অন্য যে-কোন কার্য্যে বিদ্যুৎ বা অন্য যে-কোন উপকরণ নিযুক্ত হউক না কেন, তাহা কতকগুলি লোকের সাময়িক উপকারের ছলনায় ভাবী অপকার এবং কতকগুলি লোকের প্রত্যক্ষ অপকার সাধন করিবেই করিবে। বিদ্যুৎজগৎ, বাষ্পজগৎ, শিল্পজগৎ প্রভৃতি হইতে সাধক সাধু-সন্ন্যাসী ব্যক্তিগতভাবে দূরে থাকিবেন বলিয়া যদি শ্রীনাম-প্রচারের জন্য অর্থাৎ নিখিল জীবের প্রকৃত মঙ্গল-উদ্বোধনের জন্য যদি ঐ সকল ব্যবহার না করা হয়, তাহা হইলে কেবল বাহিরের সাধুত্ব-নাম কিনিবার জন্য কৃষ্ণ-সেবাকে নির্ব্বাসিত করিতে হয়। পদব্রজে হাটিয়া এবং সমুদ্র সাঁতারাইয়া প্রচারকগণকে যদি গৌর-নাম প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যদেশে যাইতে হয় এবং ঐ সকল শীত-প্রধান-স্থানে নগ্নদেহে থাকিয়া খুব্ কৃচ্ছ্রী প্রদর্শনই সাধুত্ব বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা হইলে শ্রীহরি-কীর্ত্তনের বা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল অপেক্ষা লোকের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই বা জনমতের প্রশংসা-আহরণই অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণিত হয়। মহাপ্রভুর সময় মুদ্রা-যন্ত্র, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলো বা বৈদ্যুতিক ট্রেণ-এরারোপ্লেন প্রভৃতি ছিল না। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রে ভাগবত-কথা-প্রচার বা শ্রীগৌর-সুন্দরের কথা প্রচার করিলে, বিমান-ডাকে সেই সকল কথা প্রেরণ করিলে, শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের জন্য তত্তৎ উপকরণগুলি ব্যবহার করিলে মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে,—এইরূপ কুবিচার ভোগান্ধ ব্যক্তিগণের মস্তিষ্ক হইতেই প্রসূত হয়। যাহারা নিজেদের ভোগ-সাম্যে হরি-সেবাকে বর্জ্জন করে, তাহারা হরি-সেবা অপেক্ষা আত্ম-প্রতিষ্ঠার বাহন কৃচ্ছ্রশ্রীহীন ত্যাগের বাহাদুরীকেই বহুমানন করে। কত প্রকারে, কিরূপ নিখিল চেষ্টা-দ্বারা হরিসেবা হয়, তজ্জন্য অধ্যবসায় তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, তাহাদের উদ্দেশ্য—নিজের বাহাদুরীর প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়া স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেষ্টা।

যাঁহারা নিজেদের ভোগ বা ত্যাগের উদ্দেশ্যে সমুদ্র-যাত্রা করেন, তাঁহারা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের বিধান-অনুসারে প্রায়শ্চিত্তার্হ, কিন্তু যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের বাণী বা শ্রীহরিনাম-প্রভুকে জিহ্বায় নৃত্য করাইতে করাইতে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে গমন করেন, তাঁহাদের আগমনে সমস্ত অপবিত্র স্থান

পবিত্র, অন্তর্দ্ধান ত্রিবীভূত হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধ পাঠে জানা যায় যে, কর্ম্মজড়গণের প্রায়শ্চিত্ত হরি-স্মরণের ন্যায় সাময়িক। কিন্তু শ্রীহরিনামের আভাসেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত অনায়াসেই সাধিত হয়। কাজেই যাঁহারা শ্রীগৌর-সুন্দরের নাম-সংকীর্ত্তনের পতাকা লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, আয়েস সর্ব্বদেশ তাঁহাদের দর্শন-মাত্র শুদ্ধ হইয়া যাবে এবং তাঁহাদের বাণী-শ্রবণে তদ্দেশীয় জীবগণ পরম মঙ্গল-লাভের সুকৃতি অর্জ্জন করেন। কাজেই শ্রীগৌড়ীয়মঠে। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারকগণের যুরোপাদি প্রদেশে অভিযান ও কর্ম্ম, জ্ঞান, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি প্রচারকগণের সমুদ্রযাত্রা—একশ্রেণীর নহে। শ্রীহরিনাম-প্রচারকগণের পদাঙ্কানুসরণ অপেক্ষা করিয়া সকল পবিত্রতা বিনাশ করিতেছেন।

গৌড়ীয়-দর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ খণ্ড ৪০শ সংখ্যার পর]

জড় কোথায় ?

যেখানে আনন্দ ও চেতনধর্ম্ম নাই, সেখানেই জড়। বহির্জগতের জড়বস্তুতে চেতনের ধর্ম্ম নাই—নিত্য ও অব্যাহত আনন্দ-ধর্ম্ম নাই। এখানে পরিবর্ত্তন-শীল নিরানন্দ-ফলদায়ক ধর্ম্ম আছে।

জীব ও ঈশ্বরে ভেদ

শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য ঈশ্বর, জীব ও জড়ে পঞ্চভেদ স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "তত্ত্বমসি"—এই শ্রুতি ব্রহ্মমাত্র-নিষ্ঠ "তৎ"-পদের দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞাপন করিয়া জীবনিষ্ঠ "ত্বং" পদের দ্বারা জীবের ব্যপদেশ করছে। "তৎ" এবং "ত্বং" পদদ্বয়ের অর্থভূত সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অল্পজ্ঞত্ব-বিশিষ্ট ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ বা বিশেষ-ব্যতীত শ্রুতির সঙ্গতি হয় না।

জীব ও ব্রহ্মে পরিমাণ-গত ভেদ

ঈশ্বর কখনই জীব নহেন। ঈশ্বরের সহিত জীবের সৌসাদৃশ্য-মাত্র আছে। Quantitative reference-এ জীব ও ব্রহ্ম সমান নহে।

ব্রহ্ম মায়া-উপাধিযুক্ত নহেন

প্রতিবিম্বভূত নিখিল জীবের বিম্বস্বরূপ বিভু স্বাভাবিক অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট। যেহেতু তিনি "নিত্যো নিত্যানাং"—এই শ্রুতি-মন্ত্রানুসারে বহু নিত্য প্রতিবিম্বভূত জীবের বিম্ব-স্বরূপ। "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"—এই শ্রুতি যে ব্রহ্মের স্বাভাবিক নিত্যগুণ ব'লে থাকেন, তাঁকে মায়াবাদী মায়া-উপাধিযুক্ত বলতে চা'ন। ইহা শ্রুতি-বিরোধ-ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ

মায়াবাদিগণ শ্রুতির কদর্থ ক'রে অধিতীয় ব্রহ্ম মায়া দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ঈশ্বর এবং জীব —এই দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে থাকেন, ব'লেছেন। মায়ার বিদ্যাবৃত্তি, দ্বারা পরিচ্ছিন্ন মহান্ খণ্ড—ঈশ্বর, আর অবিদ্যাবৃত্তি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন অণুখণ্ড —জীব।

"বিদ্যায়াং প্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ, অবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বো জীবঃ। যথা নভসি সূর্য্যঃ প্রতিবিম্বঃ যথা চ ঘটে প্রতিবিম্বিতঃ, মহদল্পত্বব্যপদেশস্তদ্বতে তদ্বৎ।"

যেমন মহাকাশ নিত্যই বিদ্যমান আছে, একটী ঘটের দ্বারা তাহার কতক অংশ আবৃত হওয়ায় তাহা ঘটাকাশ-আখ্যা লাভ ক'রেছে, আবার ঐ মহাকাশের তদপেক্ষা কিছু অল্প অংশ শরাব-দ্বারা আবৃত হওয়ায় উহা শরাবাকাশ নাম ধারণ করে। সূর্য্য যেমন সরোবরে এবং জলপূর্ণ ঘটে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে যথাক্রমে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আকারে দৃষ্ট হয়, তেমনি ব্রহ্মও বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হ'য়ে বৃহদ্রূপে ঈশ্বর এবং অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হ'য়ে ক্ষুদ্র জীবরূপে পরিচিত হয়। এর নাম—প্রতিবিম্ববাদ।

পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ-খণ্ডন

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ একটী সংক্ষিপ্ত যুক্তি-দ্বারা এই পরিচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন ক'রেছেন,—"তত্র যদ্যপাবেদনাবিষয়কত্বেন বাস্তবত্বং তর্হি অবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসম্ভবঃ; নিরবয়বস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বযোগোঽপি উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ বিম্বপ্রতিবিম্ব-

ভেদাভাবাৎ দৃশ্যাভাবাচ্চ ; উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতিষ্টয়েরই প্রতিবিম্বো দৃষ্টতে ন ত্বাকাশস্য দৃশ্যত্বাভাবাদেব"।

উপাধির অবিদ্যা-কল্পিতত্ব স্বীকার না ক'রে যদি তা'র বাস্তবতা স্বীকার করা যায়, তা' হ'লে অবিদ্যার ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ-বিধায়তা সম্ভব হ'তে পারে না। যাঁ'র কোন বিশেষধর্ম্ম নাই, তাঁ'র উপাধির সম্ভাবনা কোথায় ? তিনি সর্ব্ব-ব্যাপক; তাঁ'র বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ ভেদই বা কিরূপে হ'তে পারে ? নিরবয়ব বস্তু দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হওয়ায় তাঁ'র প্রতিবিম্বই বা কিরূপে হ'তে পারে ? উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-আকাশে চন্দ্র-সূর্য্যাদি যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, তা'দেরই প্রতিবিম্ব সম্ভব। নিরাকার আকাশের প্রতিবিম্ব সম্ভব নয়।

একত্বে বহুত্বের বৈচিত্র্য কিরূপে সম্ভব ?

সমীকরণ-বিচারে বহুবস্তুকে এক সূত্রে গ্রথিত ক'রবার আবশ্যকতা আছে। 'বহুত্ব' প্রেমধর্ম্মে বাধা দেয় সত্য, কিন্তু 'বহুত্ব' যদি একত্বের স্বার্থ-পরতায় তৎপর হয়, তা' হ'লে তা'ই প্রেম-পরিপন্থী। বহুত্বকে নিরাস ক'রবার জন্য চেষ্টা জড়জগতের অস্তিত্বের দিক হ'তে বহুমানিত হ'লেও যেখানে অদ্বিতীয় একের বহু, সেখানে বহুকে বিনাশ করার চেষ্টা—একের সহিত বিরোধ-মাত্র। "নিত্যো নিত্যানাং" শ্রুতি-মন্ত্রে এক অদ্বয়-তত্ত্বেরই বহুত্বের কথা শ্রুত হয়।

জগতের বহুত্ব ত্রিতাপ-আকর

বহির্জগতে একত্বে নানা প্রকার অভাব থাকায় বহুত্বের প্রয়োজন। আর সেই বহুত্ব ত্রিবিধ ক্লেশের বিচিত্রতা লইয়াই প্রকাশিত ; যেখানে ক্লেশ ও ক্লিষ্টের ভেদ, সেখানেই অসুবিধা ; কিন্তু অদ্বয়-জ্ঞানের সেবায় বাহ্য-প্রতীতিতে যে দুঃখানুভূতি বা ক্লেশাদি, তা' জড়ীয় বহুত্বের ভেদতার ফল-স্বরূপ ত্রিতাপ নহে। ভেদ-ভেদীর ভেদ-রাজ্যে ভাব-ধর্ম্মের অভাব হ'য়েছে।

পরমাণুর ব্যবধান

Objectএর আবৃত-দর্শনে পরমাণু এ'সে বাধা দেয়—অন্তর্যামিত্ব-দর্শনে পরমাণু এ'সে চেতনের পূর্ণ-বিচার রুদ্ধ ক'রে দেয়।

বহুজীবের অদ্বয়জ্ঞানাভাবের উদাহরণ

সূর্য্য যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন দর্পণে প্রতিফলিত হ'য়ে সংখ্যাগত বহু সূর্য্যের ধারণা করায়, তদ্রূপ বিভিন্ন বহুজীবে একযোগে ভগবৎ-সেবার একতাৎপর্য্যপরতা নাই,—যাহা এরূপ ভেদ বা ভ্রমপূর্ণ ধারণা করায়।

চিন্মাত্রবাদ ও চিদ্‌বিলাস-সিদ্ধান্তে কতদূর ঐক্য ? চিন্মাত্রবাদের অনধিকার-চর্চ্চা।

চিন্মাত্রবাদী ও ভগবদ্ভক্তে কিছু দূর পর্য্যন্ত মত-ভেদ নাই দৃষ্ট হয়। জ্ঞানী ও ভক্ত—এই উভয়েই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের জড়ত্ব ও হেয়ত্ব স্বীকার করেন। ভেদমে অচিৎএর প্রবেশ নাই, ইহা উভয়েই বলেন ; জড়বিলাসে হেয়তা আছে, এ কথা উভয়েই বলেন ; কিন্তু অচিদ্বিলাসে হেয়তা, অনিত্যতা প্রভৃতি দর্শন ক'রে চিদ্বিলাস ভগবল্লীলায় ও অনিত্যতা-জ্ঞান সিদ্ধান্ত-প্রবেশাধিকার-বর্জ্জিত অনুমানের দ্বারা শব্দ-প্রমাণ ও বাস্তব-সত্যের সহিত বিরোধ-মাত্র।

চিদ্‌বিলাস-রাজ্যে অনুমানের "দার মানা"

তৃতীয় মানেরই সকল প্রকোষ্ঠে যখন অনুমানের পূর্ণ প্রবেশাধিকার নাই, তখন চতুর্থ মানের অতীত চিদ্বিলাস-রাজ্যের কথায় অনুমানের কোনরূপ সার্থকতা নাই।

'বিলাস' ও 'বিরাগ' ; চিদ্‌বিলাসের বৈশিষ্ট্য

ইন্দ্রিয়-চালনার নাম—বিলাস, আর তা' হ'তে বিরতির নাম—বিরাগ। অচিৎ রাজ্যে ইন্দ্রিয়-চালনা ক্ষুদ্র জীবের ত্রিতাপ আনয়ন করে ব'লে তা' হ'তে বিরতিকেই বহু-মানন করা হয়। কিন্তু যে স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয় জড়ের কোন পরমাণু-দ্বারা গঠিত নয়—জড়াকাশে যা' পরিচালিত হয় না—যিনি পূর্ণ চেতন—যাঁ'র সমস্ত ইন্দ্রিয় পূর্ণ চেতন—যে-স্থানে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিপতি পৃথক্ ন'ন, সে-স্থানে—চেতনরাজ্যে চেতনের ইন্দ্রিয়-চালনা কখনই জড়-বিলাসের মত অনিত্যাদি ধর্ম্মের বিষয় হ'তে পারে না।

চিদ্বিলাসে জড়ের হেয়তা-আরোপ অন্যায়

চিদ্বিলাসের সহিত যেন আমরা অচিৎএর হেয়তা, অবরতা না মিশাই—চিল্লীলা-মিথুনে যেন পৌত্তলিকতা বা অপৌত্তলিকতা, সগুণ বা তথাকথিত নির্গুণের বিচার না টাণাই। আমাদের চেতনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'লে যখন সেই স্বরাটের স্বরূপ দর্শন ক'রবার সুযোগ হয়, তখনই আমরা এ সকল কথা উপলব্ধি করি।

জড় বা জড়-ব্যতিরেক চিন্তায় অধোক্ষজের রাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই

আমরা জড়-চক্ষু-দ্বারা জড়-বস্তুই দর্শন করি ; জড়-মনের

অনুমানাদি-দ্বারা জড়-বস্তুর সম্বন্ধে বিচার ক'র্‌তে পারি। জড় বা জড়-ব্যতিরেক চিন্তা-দ্বারা কখনই অধোক্ষজ পূর্ণ চেতন বস্তুর কোন অস্তিজ্ঞান হয় না। এই জন্যই শব্দের আবশ্যকতা।

শ্রৌত শব্দের আবশ্যকতা

অপ্রাকৃত শব্দকে বাদ দিয়া অতীন্দ্রিয় বাস্তব-জ্ঞান অবতীর্ণ হ'লেও সে-স্থানে শব্দী শব্দ হ'তে পৃথক্ ন'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ হ'তে সেই শব্দ আমাদের কর্ণে সঞ্চারিত হ'লেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। এই জন্যই আমরা শ্রুতি-মন্ত্র পাঠ করি,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গৌড়ীয়গণ জড়াকার বা নিরাকারাকার-পূজক নহেন

সেই বস্তু অধোক্ষজ। কৃষ্ণ আধ্যক্ষিক বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের অধিগম্য ন'ন। গৌড়ীয়গণ জড়াকার বা নিরাকারাকার-উপাসক ন'ন। তাঁ'রা ভগবানের সাক্ষাৎ আরাধনা ক'রে থাকেন।

প্রকট ও অপ্রকট-লীলায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণতম কৃষ্ণসেবা

পরমেশ্বর চিদ্‌বিলাসের একমাত্র আশ্রয়, তটস্থা শক্তির একমাত্র শক্তিমান্। আমার গুরুদেব ইহজগতে প্রকট-লীলার বিস্তারকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে ও পূর্ণতমভাবে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত এবং অপ্রকটলীলা বিস্তার ক'রে নিত্য-কৃষ্ণলীলায় প্রবিষ্ট।

অবৈধলাম্পট্য ও বৈধলাম্পট্য-নিরোধের জন্য যথাক্রমে শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীসীতারাম-লীলার অবতার

লাম্পট্য-বিনাশের জন্য এবং অপ্রাকৃত রসচমৎকারিতার চরমকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলা অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আর বৈধস্ত্রী-আসক্তি নিবারণের জন্য শ্রীসীতারামের লীলা জগতে প্রকাশিত হ'য়েছেন।

শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার পরমোচ্চতা

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার চাইতে পরমোচ্চ বিচার আর কিছুই নাই। ঈশ্বর-বিষয়ের ধারণা মানবজাতির মধ্যে যা' আছে বা যা' হ'বে, সেরূপ পরিমিত মানসিক ধারণা কৃষ্ণে আরোপ করা যায় না। কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব অচিন্ত্য ব্যাপার, অথচ তা' অধোক্ষজ-সেবকগণের গম্য। নারায়ণের ঐশ্বর্য্য-মাত্র কৃষ্ণত্ব নহে।

প্রাকৃত নীতি ও দুর্নীতির প্রবেশাধিকার কোথায়? নাস্তিকতা কি?

অজ্ঞেয়বাদী ব'ল্‌তে পারেন যে, ভগবদ্‌বস্তু প্রাকৃত নীতির সহিত অভিন্ন থা'কবেন। নীতি জড়জীবের দুর্ব্বলতার প্রতিষেধক হ'তে পারে। যে-স্থানে বহু ভোক্তার অভিমান, যে-স্থানে কাম-ক্রোধাদির প্রেরকতা ও দুর্ব্বলতা, সে-স্থানেই নীতির প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু যে-স্থানে জড়জগতের কোন প্রেরকতা, দুর্ব্বলতা বা পরিচ্ছিন্নের ভাব নাই, সে-স্থানে একমাত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় হ'য়ে বিরাজ কর্‌ছেন, সে-স্থানে নীতির আদৌ প্রবেশাধিকারই নাই, অথবা জাগতিক দুর্নীতিরও কোন দ্বারা তথায় প্রবেশ ক'র্‌তে পারে না। নিরঙ্কুশলীলা-পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়চালনায় বাধা-প্রদানের চেষ্টা ঈশ্বরে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতা।

অপরাধ-বৃদ্ধিক্রমে সবিশেষ হ'তে নির্ব্বিশেষ গতি

শ্রীসীতা ও শ্রীরামচন্দ্রে মানব-বুদ্ধি উদিত হ'লে লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। আবার লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনায় শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ শ্লথ হ'লে বাসুদেবের উপাসনার কথা উপস্থিত হয়। আবার তা' হ'তে ক্লীবত্বকে abstract ক'রে আমরা চিন্মাত্র ধারণার গ্রাহক হই।

প্রাকৃত সর্গ ও ভূতাদির স্থূল-পরিচয়

প্রকৃতি হ'তে মহত্তত্ত্বের উদয় হয়। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়াই প্রপঞ্চের অস্তিত্বিতিভঙ্গকারিণী। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—সেই মায়া ত্রিবর্ণা—লোহিতা, শুক্লা ও কৃষ্ণা। লোহিত বর্ণে প্রাপঞ্চিক সৃষ্টি, শুক্ল বর্ণে অবস্থিতি এবং কৃষ্ণ-বর্ণে বিলুপ্তি। এই মায়া হ'তে মহত্তত্ত্বের উদয় হয়। এ'তে ত্রিবিধ অহঙ্কারের অধিষ্ঠান আছে। তামস অহঙ্কার হ'তে পঞ্চ মহাভূত, রাজস অহঙ্কার হ'তে একাদশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হ'তে দেবগণের বৈশিষ্ট্য উদ্ভূত হয়। লয়কালে পঞ্চমহাভূত তামস-অহঙ্কারে লীন হয়, একাদশ

ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি রাজস অহঙ্কারে মিলিত হয় এবং দেবগণের অধিষ্ঠিত নায়িক অবস্থার মহত্তত্ত্বে মিশে প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে। আকাশ হ'তে যে-কালে শব্দগুণ অপসৃত হয়, তখনই আকাশের অধিষ্ঠান লীন হ'য়ে যায়। বায়ু হ'তে স্পর্শগুণ অপসৃত হ'লে আকাশে বায়ুর অধিষ্ঠান লীন হয়। তেজঃপুঞ্জ হ'তে অন্ধকারের দ্বারা রূপ অপসারিত হ'লে সেই তেজঃ বায়ুতে বিলীন হয়। জল হ'তে রস বিযুক্ত হ'লে তেজঃপুঞ্জে জলের অধিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায় না। বায়ুর স্পর্শগুণের হেতু হ'য়ে তেজে বিলীন হয়। পৃথিবী হ'তে গন্ধ বায়ু কর্ত্তৃক অপহৃত হ'লে উহা নির্গন্ধ-সলিলে লীন হয়।

পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বর্ত্তমান; জলে গন্ধ-রাহিত্য অবস্থা আছে ব'লে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস বর্ত্তমান; তেজে রস ও গন্ধ-রাহিত্য আছে ব'লে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ বর্ত্তমান; বায়ুতে গন্ধ, রস ও রূপ-রাহিত্য আছে ব'লে, শব্দ ও স্পর্শ বর্ত্তমান; আকাশে গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ-রাহিত্য-দোষ আছে ব'লে শব্দ বর্ত্তমান। আকাশ কাল- রহিত হ'লে উহার আত্মা মহত্তত্ত্বে অবস্থান করে।

আকাশাদির গুণের দৃষ্টান্ত-দ্বারা রসের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ-প্রদর্শন

আকাশাদির গুণের একটী প্রাকৃত উদাহরণের দ্বারা গৌড়ীয়-দার্শনিকগণ রসের তারতম্য ব'লেছেন। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই পাঁচটীকে মহাভূত বলে। আকাশের শব্দগুণ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ দুইটী গুণ; অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—তিনটী গুণ; জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চারিটী গুণ; মৃত্তিকার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটী গুণ আছে। আকাশাদি পর পর ভূতসকলের ক্রমশঃ গুণ-সংখ্যা বৃদ্ধি পে'য়েছে। একত্রে পঞ্চগুণের সমাবেশই পৃথিবীতে লক্ষিত হয়। সেইরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরে ক্রমশঃ গুণ বৃদ্ধি হ'য়ে মধুর-রসে পাঁচটীগুণই পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়।

আশ্রিত-তত্ত্বের অন্তরে ও বাহিরে বিষয়-তত্ত্ব

যেরূপ প্রাণীগণের ভিতরে ও বাহিরে পঞ্চভূত বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ আশ্রিতগণের ভিতরে ও বাহিরে ভগবদ্বস্তু বৃত্তি-প্রাপ্ত হন।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥

"অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে ত্রিরাবৃত্ত 'অহং'পদ-দ্বারা নিত্য অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব-স্থাপন

চতুঃশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে অর্থাৎ "অহমেবাসমেবাগ্রে" শ্লোকে তিনবার "অহং" শব্দ আছে। প্রথম চরণের "অহমের" পদে, তৃতীয় চরণের "পশ্চাদহং" পদে এবং চতুর্থ চরণের "সোঽহমস্মি" পদে "অহং" শব্দ বর্ত্তমান। এ'দ্বারা ভগবানের ব্যক্তিগত বিগ্রহ নির্দ্ধারিত হ'য়েছে; তিনি নির্ব্বিশেষ-মাত্র ন'ন। নির্ব্বিশেষবাদী ভগবানের অপ্রাকৃত-সবিশেষ-বিগ্রহ স্বীকার করেন না ব'লে তাঁ'র বিচার যে ভ্রম-পূর্ণ ও সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য, ইহা বুঝা'বার জন্য তিনবার "অহং" ব'লে সত্ত্ব স্থাপন ক'রেছেন।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক ও অনুভব

জ্ঞান—শাস্ত্রোক্ত, বিজ্ঞান—অনুভব। গুরু বা শাস্ত্র-ব্যতীত অন্য মূল হ'তে আগত 'বিবেক' অনেক সময় মনোধর্ম্ম বা নির্ব্বিশেষপর। আবার অনুভব অনর্থ বা চেতন-ধর্ম্মের আবরণ-গত বৃত্তি নহে। অপ্রাকৃত অনুভূতি হ'তে বিবেক উদিত হ'লে ভগবদ্বিগ্রহের উপলব্ধি হয়।

ভগবদ্বিগ্রহ জড়মায়া ও মায়িক কার্য্য হইতে ভিন্ন

ভগবানের নিজ-বিগ্রহ মায়া ও মায়িক কার্য্য হ'তে ভিন্ন। বিজ্ঞানের অনুদয়ে জীবের সেই বোধ হয় না। যেরূপ সূর্য্যে রশ্মি প্রকাশিত, কিন্তু রশ্মি সূর্য্য হ'তে ভিন্ন, আবার সূর্য্য-ব্যতীত রশ্মির স্বতঃ প্রকাশও সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ ও মায়া—এই দুইটী বিভাতির বিভিন্ন প্রতীতি, জীব মায়াতীত না হ'লে অনুভব ক'রতে পারে না। অর্থাৎ মায়াবর্গত বুদ্ধিতে ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহত্ব বা ব্যক্তিত্ব বুঝা যায় না।

ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্মাদি ও তত্ত্বশাস্ত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের বিচার

ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি তত্ত্ব বিচারিত হ'য়েছে, তত্ত্বশাস্ত্রেও তদ্রূপ জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গরহস্যের বিচার আছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি সামাজ সংসার-নীতির অনুগত। কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞানাদি তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের বিচার তদ্রূপ নয়। ঐ তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রাথমিক যে সাধনভক্তি, তাহাও ধর্ম্মাদি তত্ত্ব-চতুষ্টয় হ'তে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। অভিধেয় সাধনভক্তি—দেশ-কাল-পাত্র-দশা-নিরপেক্ষ।

'অভিধেয়' সাধনভক্তির তত্ত্ব বিচার।　　সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার॥
সর্ব্বজন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যা'র॥　　সর্ব্ব-দেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য।
ধর্ম্মাদি বিষয়ে বৈষ্ণে এ 'চারি' বিচার।　　গুরু-পাশে সেইভক্তি প্রেয়, শ্রোতব্য॥ (ক্রমশঃ)

বোম্বাইতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

(৩)

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৩৩০), ১৫ই মে (১৯২৩) সোমবার, রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা। বোম্বাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কার্য্যালয়ের আসন-ঘরে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের বিচার বলিতেছিলেন। "ভগবান্" শব্দটী designated, ব্রহ্ম mere designation, ব্রহ্মে বস্তু-শক্তির পরিচয়ের অভাব। অন্বয়ভাবে বস্তু-বিচারে—পরমাত্মা, ব্যতিরেক-ভাবে বস্তু-বিচারে—ব্রহ্ম। নিঃশক্তিক পরমাত্মা—ব্রহ্ম; সশক্তিক ব্রহ্ম —পরমাত্মা; আর বাস্তব বস্তুর নিজত্ব—ভগবত্তা। পরমাত্ম-বিচারে "+" এবং "−" সমস্ত include করিয়াছে। ব্রহ্ম-বিচারে সশক্তিকতা বা "+" টাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ভগবত্তার বিচার শুধু "+", "−" নিঃশক্তিকতা-টাকে include করিতেছে না। সম্পূর্ণ ও একমাত্র positive. যখন "নেতি, নেতি" বলা হয়, তখন positive assertion-টাকে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। বদ্ধ-দশায় positiveটা limited ও finitudinal, কিন্তু নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত পরমেশ্বরে সে বিচার নহে। "পরমাত্মা" শব্দটী যখন বলা হয়, তখন চেতনের শক্তি ও অচেতনের শক্তি সমস্ত স্বীকার করা হয়। আর যখন "ভগবত্তা" বলা হয়, তখন যদিও অচেতন-শক্তি তাঁহা হইতে প্রসূত, তথাপি অচেতন-শক্তির দ্বারা কেবলমাত্র তিনি designated নহেন, এই বিচার করা হয়। যে-সময় আলোকের কথা বলিতেছি, সে-সময় অন্ধকারের কথা নাই।

• • • •

বর্ত্তমান ব্রাহ্মবাদে ব্রহ্মের কোন আলোচনা নাই। আচার্য্য শঙ্কর কোন একটা কথা assert করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক ব্রাহ্মবাদের কোন standard রহে নাই। শঙ্কর-মায়াবাদের standard আছে। আমাদের পক্ষ ইন্দ্রিয়-দ্বারা বা একাদশ ইন্দ্রিয়-দ্বারা আমরা যে-সকল বিষয় আহরণ করি, তাহা আমাদিগকে সেবা করিবে, ইহারই নাম—'কাম'। আর ঐ সব অধোক্ষজ শ্রীহরি বা হৃষিকেশকের পাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত হইবে, ইহারই নাম—'প্রেম'। জ্ঞান-লাভ হইলে আমার অসুবিধা কাটিয়া যাইবে,—ইহাও 'কাম'। আর কৃষ্ণের জ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-প্রীতি সাধন করিব,—ইহার নাম,—'প্রেম'।

• • • •

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৮ই মে সোমবার বিকাল ৪॥ টা, টি. ইউনিভার্সিটার নায়ক পার্শি-ভদ্রলোকটী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন-পূর্ব্বক বিশেষ দৈন্য প্রকাশ করিয়া প্রভু-পাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী জীবন-যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে প্রভুপাদ ঐ পার্শি-ভদ্রলোকটীকে জীবের স্বরূপ, জীবের কৃত্য, কৃত্য-বিচারে অনুকূল ও প্রতিকূল গ্রহণ ও পরিত্যাগ এবং শরণাগতির কথা কীর্ত্তন করিলেন। অকপট ব্যক্তির নিকট বাস্তব-সত্য কিরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন, তাহা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তৎপ্রসঙ্গে ভগবানের করুণার কথা বলিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পরবশ হইয়া "দুর্লভ মানব-জন্ম লভিয়া সংসারে। কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥" —এই পদাবলীটী মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমদ্ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুকে কীর্ত্তন এবং মহামহো-পদেশক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে অনুবাদ করিয়া শুনাইতে বলিলেন।

• • •

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে মে শুক্রবার অপরাহ্ণে অচ্যুতানন্দ-নামযুক্ত জনৈক সাধুবেশধারী বাঙ্গালী শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল তাঁহার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ

বলিলেন,—মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনায় যাহা চরম কাম্য মুক্তি, সেই জিনিষটাতে পাওয়া কম। negative idea হইতে সেই জিনিষটীর ধারণা উদিত হয়। বদ্ধভাব হইতে মুক্তি কাম্য বটে, কিন্তু মুক্ত-অবস্থায় যে-সকল জিনিষে অভ্যস্ত হইবে, অর্থাৎ যে ভগবৎসেবার ধার উন্মুক্ত হইবে, তাহা গ্রহণ না করা—তাহাতে indolent থাকা মুক্তির অপব্যবহার। বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে সমস্ত "+", আর এই পৃথিবীতে "−"। এখানকার জিনিষ সেখানে anthropomorphise বা psilanthropise করা উচিত নহে। আবার এ জগৎকে apotheosise আনয়ন করাও উচিত নহে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ গুজরাটের অধিবাসী শ্রীযুক্ত নর্ম্মদা শঙ্করের বঙ্গদেশে অদ্ভুত অবতারের উদ্ভবের সম্বন্ধে কটাক্ষের কথা বলিলেন।

ভগবৎ-কৃপাই আমাদের অনুক্ষণ প্রার্থনীয় হওয়া উচিত। জগতের প্রত্যেক লোকই ন্যূনাধিক self-sufficient. মুক্ত-ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা নাই। আবার মনে হয়, ইহাদের কি এতই অসুবিধা থাকিবে? শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কি করিয়াছিলেন? তিনি মহাবদান্যলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, হাসপাতাল খুলিয়া শরীরের প্রতি দয়া করেন নাই বা মানসিক সেবা-বিধানের জন্যও কোন প্রকার চেষ্টা তিনি দেখান নাই। কতকগুলি লোক flood relief, plague relief কার্য্যকেই 'দয়া' মনে করেন; কিন্তু ও সকল অসুবিধা কেন হয়? ইহার নিদান কি? ঐ সকল কার্য্যের মূল কারণ—ভগবদ্-বৈমুখ্য। এজন্য যে-কোন কার্য্য করা যাইবে, তাহা কৃষ্ণ-সম্বন্ধে করিতে হইবে। কৃষ্ণ ও কাহার সেবা যাহাতে না হইবে, সেরূপ কার্য্য আমাদের শত শত অসুবিধা ঘটাইবে।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

কৃষ্ণই এক মাত্র Universal Emporium, তাঁহাতে Consort-hood আছে; নির্ম্মল চেতনের শরীরের দ্বারা সেই অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা করিলে আমাদের জগতের ভোগ-বুদ্ধিজাত স্বামি-স্ত্রী-সম্বন্ধের অসারতার সময় ক্ষেপ করিতে হইবে না। তাঁহাকে পুত্র-রূপে পালন করিলে আর অহির্নুধ সন্তান করিতে হইবে না; তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে জগতের স্বার্থান্বন্ধুদের আর দরকার হইবে না। তাঁহার চাকুরী করিলে আর জগতের প্রভুত্বের কামনায় মাথার গোলামগিরি বা প্রভুতা করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। জীব-মাত্রেরই final goal কৃষ্ণ-প্রেম। জগতের নিকট ২৪ ঘণ্টা কৃষ্ণকথা বলিতে হইবে, শ্রৌত-বাণী কীর্ত্তন করিতে হইবে। খাইতে, শুইতে যথা-তথা কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করাই মহাপ্রভুর উপদেশ। ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি চিন্তা করিতাম,—সর্ব্বক্ষণ কি করিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করা যায়? তাহাতে লোকের সঙ্গে মেশামেশি হইয়া যাইবে। কিন্তু কৃষ্ণ বর্ত্তমানে আমার নিকট অনেক বন্ধু পাঠাইয়াছেন—যাঁহারা নিজেদের অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-কথা শুনিতে ও বলিতে আসিয়াছেন। আমার গুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদা বলিতেন,—যেখানে কৃষ্ণকথা নাই, সেই স্থান মায়ার ব্রহ্মাণ্ড; সেই স্থানে যাইবেন না। আমি মনে করিলাম,—যে-স্থানে যাইব, সে-স্থানে যদি কৃষ্ণকথা অবতীর্ণ করাইতে পারি, তাহা হইলে তাহা যে-কোন স্থান হউক না কেন, সে-স্থানেই যাওয়া কর্ত্তব্য। আমার কাজ পিয়নের মত; আমার গুরুদেবের বাণী দ্বারে দ্বারে বিলি করা—পৃথিবীর সর্ব্বত্র broad-cast করা। আপনারা world extend করিতে পারেন ত' ভাল। অন্যান্য প্রাণীকেও কৃষ্ণকথা জানাইতে পারেন ত' ভাল। আপনারা নিরন্তর কৃষ্ণকথা বলিতে থাকুন। আমার অনন্ত বাসনা অনন্ত প্রকারে নিরন্তর কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করুন, তাহা হইলেই আমার সব বাসনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু আমি যখন যে কথা বলি, তাহাতে সকলে বলেন,—"আপনার এ কথা জগতে চলিবে না।" অপরের কাছে যদি দয়া পাই, তবে ত' দয়া করিতে পারিব। অপরকে দয়া করিতে গিয়াছে তাহাকে কৃষ্ণ দয়া করেন। যাহাকেই কৃষ্ণ দান করেন, কৃপণকে দান করেন না। কৃষ্ণের কাছে দয়া না পাইলে আমরা কেবল জীবকে হিংসা দিতে পারি, দয়া দিতে পারি না।

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট এ সকল কথা শুনিবার পর পূর্ব্বোক্ত সাধুবেশধারী ব্যক্তিটী ভূপতিত হইয়া প্রভুপাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং আবার আসাযাওয়া করা আদিবেন বলিয়া গেলেন।

ইংলণ্ডের প্রচার-বার্ত্তা

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম্, এ, লিখিয়াছেন,—লণ্ডনের এক একটা গ্রন্থাগার এক একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। এখানকার লাইব্রেরীয়ানগণ রীডারদের সাহায্য করিবার জন্য খুবই উৎসুক। ইণ্ডিয়া হাউস্-লাইব্রেরীতে আমাদের "গৌড়ীয়" আছে এবং আমাদের অন্যান্য গ্রন্থও এই গ্রন্থাগারে আছে। গতকল্য (১৫ই জুন, ১৯৩০) "Teachings of Sreekrishna Chaitanya" সম্বন্ধে আমাদের মঠ হইতে যে বক্তৃতা হইয়াছিল, তাহাতে লণ্ডনের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। একজন খেতাঙ্গ-পুরুষের সঙ্গে সেই সভায় আলাপ হইল—যিনি ৯ খানা উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। এ দেশে বৌদ্ধ-সাহিত্য ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বেশ আলোচনা আছে; কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা এ প্রদেশে অভিনব। তবে আমাদের কথা শুনিয়া সকলের মনেই এ বিশ্বাস হইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যের বাণী এ প্রদেশে নবজাগরণ ও নবযুগের উদ্বোধন করিবে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ২।১টী প্রাকৃত-সাহিত্যিকের যে-সকল গ্রন্থ ও বিকৃত মতবাদ-পূর্ণ গ্রন্থ এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রচারিত হইলে সেই সকল মতবাদ এ প্রদেশের সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের হৃদয়ের অন্তঃপুর হইতে বহিষ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

ভারত-সচিব সার স্যামুয়েল হোর শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচারের জন্য অনেক প্রকার যত্ন করিতেছেন এবং মহামান্য লর্ড লেট্‌ল্যাণ্ডও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। এখানে আগামী নবেম্বর হইতে বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষার এক একটী বিষয় লইয়া বক্তৃতা হইবে।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব

২০শে জুন (১৯৩০) তারিখে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিরহ-মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিত্য, নিরপেক্ষ, নির্ম্মৎসর সেবক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ এই যজ্ঞের যোতৃস্বরূপ হইয়া শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজকে উদ্গাতৃরূপে বরণ-পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনমুখে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। কতিপয় বিশিষ্ট লণ্ডনবাসীকে তাঁহারা এই উৎসবে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। বি অনারেবল্ জষ্টিস্ ব্রিটো-প্রমুখ শিক্ষিত উদার বিদগ্ধগণ সেই যজ্ঞে আহূত হন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভক্তি-গৌরব ও জগজ্জীবের প্রতি তাঁহার মৈত্রীর কথার আলোচনা-প্রসঙ্গে সমাগত বিদগ্ধগণী পরমানন্দ লাভ করেন।

[৯ই জুলাই (১৯৩০) তারিখের "গাড্‌ফ্রে" পত্র হইতে উদ্ধৃত]

GAUDIYA MATH MISSIONARIES IN LONDON

At Lord Irwin's Residence

London, July 7.

On Wednesday, the 5th July last, Lord and Lady Irwin invited Tridandi Swami B. H. Bon of the Calcutta Gaudiya Math in their residence where many notables and deligates to the Parliamentary Joint Select Committee were present. Among them the following deserves particular mention,—Viscount Goschen, Sir Malcolm Hailey, Mr. R. A. Butler Parliamentary Under-Secretary, Sir Francis Younghusband, His Highness Maharaja of Morvi, Raja of Parlakemidi, Sir N. N. Sarkar, Sir B. N. Mitter, Lt. Col. Dr. Sir Hassan Suhrawardy, Dr. Moonje, Sir Akbar Hydari and Sir Mirza Ismail. Lord Irwin introduced each of the guests to the Swamiji who in a neat little speech explained to them the mission for which he was deputed to Europe by the Calcutta Gaudiya Math.

(তাৎপর্য্য)

লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবর্গ

লর্ড আরউইনের ভবনে

লণ্ডন, ৭ জুলাই (১৯৩৩)

বিগত ৫ই জুলাই বুধবার ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট মাননীয় লর্ড আরউইন ও লেডি আরউইন মহোদয়া কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক বন মহারাজকে তাঁহাদের নিজ-ভবনে একটী সম্মেলন-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তথায় বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি ও পার্লামেণ্ট-মহাসভা-সম্পর্কীয় জয়েণ্টসিলেক্ট-কমিটীর প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে লাইকাউণ্ট পোলেন, স্যর ম্যাসকম্ হেইলি; পার্লামেণ্ট-মহাসভার আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ আর, এ, বাট্‌লার; স্যর ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ড; হিজ হাইনেস্ মর্ভির মহারাজ মহারাজা, পার্লামেণ্টমিতির রাজা; বাংলার এড্‌ভোকেট্ জেনারেল স্যর এন্, এন্ সরকার; হাই কমিশনার স্যর বি, এন, মিত্র; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ডাক্তার স্যর হাসান সুহ্‌রাবর্দ্দি; হিন্দুমহাসভার সভাপতি ডাঃ মুঞ্জে; স্যর আকবর হায়দারি; মহীশূর-মহারাজের দেওয়ান স্যর মির্জ্জা ইস্‌মাইল প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লর্ড আরউইন তাঁহার নিমন্ত্রিত প্রত্যেক অতিথিকে স্বামিজী মহারাজের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। স্বামিজী কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠ-কর্ত্তৃক যে কার্য্যোপলক্ষে য়ুরোপে প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা একটী সুন্দর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা-দ্বারা বুঝাইয়া দেন।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক মহোৎসব

(নিজস্ব-সংবাদ-দাতার ভার)

কটক, ৯ই জুলাই (১৯৩৩)

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক মহোৎসব অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতেছে। প্রচারকবর্গসহ পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ গতকল্য এখানে শুভবিজয় করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ গত সন্ধ্যায় কটক-টাউনহলে 'শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম'-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। স্বামিজীর বেদব্যাকরণ-ব্যাপী বহুগভীর ওজস্বিনী হৃদয়গ্রাহিণী বাগ্মিতা শ্রোতৃবৃন্দকে নীরব নিস্পন্দ করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার উপস্থিতি-দ্বারা সভাকে অনুগৃহীত করিয়া একঘণ্টাকাল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিরাট্ শ্রোতৃমণ্ডলী নিস্তব্ধভাবে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-বিগলিত অধোক্ষজবার্ত্তা বিশেষ মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন। মহামহোপদেশক শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু উচ্চসংকীর্ত্তন করেন, মঠের ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য সেবকগণও সমবেত-কণ্ঠে তাঁহার কীর্ত্তনের অনুগমন করিয়াছিলেন। ঘণ্টা সুবিস্তৃত হইলেও তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের স্থান সঙ্কুলান হয় নাই; তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই (নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক উচ্চাসনে স্থান না পাইয়া) ভূতলে উপবেশন করিতে হইয়াছিল, তাহাতেও স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেককে আবার বাহিরেও দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে কালিকার ডিকারেৎ সাহেব; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নন্দীধর মহান্তী; 'উৎকলদীপিকা'-পত্রের সম্পাদক রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভিখারীচরণ পট্টনায়ক, ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস, শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত বীরকেশর রায়; ট্রেনিং স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সেন; ম্যাজেন্‌স কলেজিয়েট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর মিশ্র; ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ডি পি, দে, দাস; সার্ভেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু; ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত সোমনাথ পট্টনায়ক; রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী; সাব্‌জজ্ ডি: জুডার প্রভৃতি

মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য; এতদ্ভিন্ন সহরের জন-সাধারণের প্রায় সকল বিভাগেরই প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কমিশনার টিকারেৎ সাহেব অনুরোধ করিয়া বলেন যে, এই টাউনহলে এইরূপ বক্তৃতা ক্রমিক-ভাবে আরও কএকটী হইলে বড় ভাল হয়। অনেক ভদ্রলোক তাঁহাদের ব্যক্তিগত বহু সন্দেহ ও ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান-হেতু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।

(নিজস্ব-সংবাদ-দাতার পরবর্ত্তী তার)

কটক, ১০।৭।৩৩

গতকল্য শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক সাধারণ মহোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আকাশের অবস্থা খুব ভাল ছিল। শত শত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান এবং শ্রীমঠে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের দর্শন-লাভ এবং তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ-সৌভাগ্য বরণ করিয়া সজ্জনগণ আপনাদিগকে কৃতার্থন্মন্য মনে করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সভায় স্থানীয় জন-সাধারণের শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত-শ্রবণে আগ্রহ, উহার প্রচার-বিষয়ে উৎসাহ এবং এতৎ-সম্পর্কীয় কার্য্যাবলীর প্রশংসা করিয়া একঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযাচিত অহৈতুক-কৃপা-প্রভাবে যাঁহারা পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারা যে আত্মহত্যাই করিয়া থাকেন" তদ্বিষয়ে একটী বক্তৃতা দেন। মহামহোপদেশক শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু গৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

শান্তনুকুণ্ড আসিতে হইলে পাকা ও কাঁচা উভয় প্রকার রাস্তাই পাওয়া যায়। মোটর চলিতে পারে। শান্তনুকুণ্ড হইতে কিছু দূরে একটী ছোট গ্রাম ও তিনটী ছোট ধর্ম্ম-শালা আছে। তিনটীতে প্রায় ১০০ একশত লোক ধরিতে পারে। তবে তাঁবু খাটাইবার স্থান হইতে দূর হওয়ায় কেহ ধর্ম্মশালায় থাকেন না। কোন কোন পরিক্রমার যাত্রিগণ শান্তনুকুণ্ডের পারেও অবস্থান করেন। অনেকে শান্তনুকুণ্ডে না থাকিয়া বহুলাবনে গিয়াই স্থান গ্রহণ করেন। শুনিতে পাওয়া গেল,—নিকটেই টিউব্‌ওয়েল (Tubewell) ও কএকটী কূপ আছে। তাহাদের জল মন্দ নহে। থাকিবার স্থানে কিছু বৃক্ষাদিও আছে।

পরিক্রমার যাত্রিগণ শান্তনুবিহারী দর্শন করিয়া আসিয়া শান্তনুকুণ্ডের তীরে বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বক্তৃতামুখে সকলকে শান্তনুকুণ্ডের তত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেন। শান্তনু-কুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিবার পর সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মহাপ্রভুর বালভোগ গ্রহণ করিয়া বহুলাবনের দিকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

শান্তনুকুণ্ড হইতে বহুলাবন ৩॥ মাইল উত্তরে অবস্থিত। পরিক্রমা পাগ্‌ডণ্ডী ও ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। দুই পার্শ্বেই জোয়ার-শস্যের ক্ষেত। মযূর-পাল আসিয়া ঐ সকল শস্য খাইয়া ফেলে; এইজন্য ক্ষেত্রের মালিকগণ দড়ি ঘুরাইয়া একরূপ শব্দ করিয়া ময়ূর তাড়ায়। মাঝে মাঝে দুই পার্শ্বে কার্পাস-ক্ষেত্রও দেখিতে পাওয়া গেল। এবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ বনের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। বনপথ, পাগ্‌ডণ্ডী ও ক্ষেত্রের মধ্য দিয়াই চলিবার রাস্তা হইল। এইরূপ কিছুদূর চলিবার পর একটী নালার উপর পুল পার হইয়া পূর্ব্ব-উত্তর-দিকে একটী রাস্তা পাওয়া গেল। পরিক্রমা ঐ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া পুলের নীচে নামিয়া পাগ্‌ডণ্ডী ও ক্ষেত্রের মধ্য দিয়াই চলিলেন। পশ্চিম-দিকে গোবর্দ্ধন যাইবার রাস্তা এবং পূর্ব্বে দতিহার রাস্তা। স্থানীয় একজন সংবাদ-দাতা বলিলেন যে, সেখান হইতে গোবর্দ্ধন পাঁচ ক্রোশ। স্থানীয় ব্যক্তিগণ দূর হইতে ডান-দিকে 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লিখিত দতিহা ও গন্ধেশ্বরার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন।

শ্রীল রাঘব গোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীল শ্রীনিবাস-

আচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যে পথ-নির্দ্দেশ 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে বিবৃত আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহারা 'কুমুদ-বন' বর্ণনান্তে 'খদিরা', 'বাদোরে', 'দৌয়াই', 'চানা' প্রভৃতি স্থান বর্ণন করিয়া আদিবরাহ-পুরাণ-লিখিত পরিক্রমা-পথ অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে একটুকু স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করেন। শ্রীল রাঘব গোস্বামী প্রভুর পরিক্রমা-পথে চলিতে চলিতে 'ধরী ভরাটরী' নামক স্থান-বর্ণনে ইচ্ছা হইলে পরিক্রমা-পথ ছাড়িয়া তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সহিত 'ধরীকরায়' প্রবিষ্ট হন এবং 'শকটারোহণ-স্থান', 'শ্রীগরুড়গোবিন্দ' প্রভৃতি বর্ণন করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব-পরিক্রমা-পথের অনুসরণ-পূর্ব্বক দূর হইতে 'গন্ধেশ্বরা' গ্রামের দিগ্‌দর্শন করিয়া 'সাতোহা' গ্রামাদি হইয়া শ্রীবহুলাবনে আগমন করেন।

"আদিবরাহের যৈছে কৈল নিরূপণ।
সেইরূপ নরিত ক্রমে হইব তেমন॥
রাঘব-পণ্ডিত পথে যাইতে যাইতে।
মনে হৈল 'ধরীকরাটরী' দেখাইতে॥
পরিক্রমা-পথ ছাড়ি' অন্য পথে গিয়া।
শ্রীনিবাসে কহে 'ধরীকরা' প্রবেশিয়া॥
• • •
দেখ শ্রীনিবাস, এই 'শকটারোহণ'।
কৃষ্ণপ্রিয়স্থান এ পরম রম্য হেন॥
• • •
'শ্রীগরুড়গোবিন্দ' এই দেখ শ্রীনিবাসে।
এথা করিলেন কৃষ্ণ অদ্ভুত বিলাস॥
ঐছে কত স্থান দেখাইয়া দুই জনে।
পূর্ব্ব-পরিক্রমা-পথে আইলা হর্ষ মনে॥
দূর হৈতে কহে, দেখ 'গন্ধেশ্বরা-গ্রাম'।
• • •
দেখ 'সাতোহা' গ্রাম দূরে সুনির্ম্মল।
• • •
আগে চলে নানা রম্য স্থান দেখাইয়া।
• • •
রাঘব পণ্ডিতে কহে হইয়া উল্লাস।
শ্রীবহুলাবন এই দেখ শ্রীনিবাস॥

নিম্নে আমরা এই স্থানগুলির বিবরণ প্রদান করিলাম। পরিক্রমা এই সকল স্থানে গমন করেন নাই। সাতোহা হইয়া সিধসন দিয়া বহুলাবনে উপনীত হইয়াছিলেন।

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীল রাঘব গোস্বামীর সহিত শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর শ্রীল নরোত্তমের যে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাতে 'কুমুদবন'-নির্দ্দেশের অব্যবহিত পরই যমুনার পশ্চিমে 'খদিরা' বা 'খদি' উপবনের নাম বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল রাঘব গোস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

অহে শ্রীনিবাস! দেখ যমুনা-পশ্চিমে।
ব্রজমণ্ডল-মধ্যে কৃষ্ণ এই উপবনে॥
খদিরা নাম পূর্ণ নাম 'খদিরা' হয়।
'খদি' উপবন পদ্মপুরাণে প্রচার॥

মানচিত্রে (Revised Map of the Muttra District, Nov. 1915) এইস্থান "Dadiya" এইরূপ বর্ণবিন্যাসে লিখিত হইয়াছে। 'খদিরা' বা 'খদি' উপবন যমুনার প্রায় ৮॥ মাইল পশ্চিমে এবং উচাগাঁও বা কুমুদবনের প্রায় ৪ মাইল উত্তরাভিমুখে অবস্থিত।

'খদিরে' বা 'খদি' উপবনে ভগবান্ ব্রজরাজকে বধ করিয়াছিলেন। ব্রজরাজ-বধের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ৭৮তম অধ্যায়ে এইরূপ আছে,—

"ব্রজরাজ শিশুপালের ভ্রাতা ছিল। শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও পাপ ভগবানের দ্বারা নিহত হইলে ব্রজরাজ ঐ সকল বিষয়ই বিষ্ণুবিদ্বেষিগণের প্রত্যক্ষ-বন্ধুত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অত্যন্ত ক্রোধের সহিত গদা-হস্তে ভগবানের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ হইয়াই আছেন ছিলেন। দুর্দ্দম ব্রজরাজকে ঐরূপ দুর্দ্ধান্তমূর্ত্তিতে নিজের দিকে ধাবমান হইতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় গদা-দ্বারা ব্রজরাজের গতি রোধ করিলেন।

ব্রজরাজের দ্বারা অতএব শ্রীবসুদেবের ভগ্নী ছিলেন। সেই সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল,—তুমি আমাদের মাতুল-পুত্র হইলেও বিপক্ষতা। তুমি আমার ভাই হইয়াও আমাকে পশুর ন্যায় বধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ। অতএব তোমাকে আমার এই যমদূত গদার দ্বারা বিনাশ করিব। ব্রজরাজ এইরূপ কর্কশ-বাক্য

বলিয়া গদার দ্বারা ভগবানের মস্তকে আঘাত করিল এবং নিজের ভার পর্ব্বত করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নিজ কৌমোদকী গদার দ্বারা বজ্রাসুরের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে বজ্রাসুরের হৃদয় ভগ্ন হইল। তখন সে রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল এবং সেই পরিত্যাগ করিল।

বজ্রাসুর-বধের পর তাহার ভ্রাতা বিন্দুরথও ভাতৃশোকে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বধ (!) করিবার নিমিত্ত অসি-চর্ম্ম লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু ভগবান চক্রের দ্বারা বিন্দুরথের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।"

বজ্রাসুর-বধ-প্রসঙ্গের বিশিষ্ট বর্ণন পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে দৃষ্ট হয়। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, বজ্রাসুর পিতৃপালের বিনাশ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রদীপ্ত মুখ করিবার জন্য মথুরায় উপস্থিত হয়। কৃষ্ণও তাহা শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক মথুরায় আগমন করেন। মথুরার দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ ও বজ্রাসুরের অযোধ্যার যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ গদার আঘাতে বজ্রাসুরের সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বজ্রাসুরকে পরাশায়ী ও বিনষ্ট করেন।

ঐল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮।১৩ শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন,—

"পাদপ্রহারস্তস্য বায়ুবাদ্যস্ত্রবিশেষস্য মনোজবস্য তথেব তৎক্ষণ এব মথুরাদ্রিকে তং বজ্রং, অক্ষরাজাদি মথুরায়া দ্বারকাদিমথুরাদি বজ্রবজ্রেতি সাদৃশ্যাদুপমালোকব্যবহার 'অতিদ্রা' ইতি ব্যাজ্ঞা ব্যাজ ব্যাজেন ধাবিতো দ্রাবো বর্ত্তত। তত্র পাদে তদবয়বাদি পদ্ম পদ্মক দ্বা—"ততোঽপি উক্ত বজ্রা মথুরা মথুরী নবব্রজং বজ্র সোপবনৌ পিতৃব্যাবধি-বার্ত্তাবাত আকার্য্য সাক্রোধেক্ষণনিরীক্ষিতঃ সকলযোগপতান্ প্রেষয় মথুরাকরণাদিবিক্রমেণ সমর্পয়ামাস।"

"তদিন্যাঃ পুনিমে মথ্যাপুরাদ্রুকপরাজিতে।
গোপনারীভিরিবিক্ত ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ॥
মথুরেণিমুখেনৈব গোপবেশধরঃপ্রভুঃ।
মহাপ্রেমভরেণাত্র বাসমাস্থায়ুবাস হ॥"

অর্থ তদন্তর সকলযোগপতঃ সর্ব্বে বজ্রা পূর্ণমাসীনিবিত্তাঃ মথুরাপ্রসাদের বিবরণপত্র বিনাশয়ামাস্তাঃ সমর্পয় বৈকুণ্ঠ-লোকমাস্থু। তদন্ত সকলযোগপ্রমোদনাঃ সর্ব্বেষাং বিনাশকর পদ্মা বিধি বেদবাদৈর সম্ভ্রমানো বাবার ঐ বিবেদ।" ইতি।

তাৎপর্য্য এই—নয়-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ না করিয়াই রথে আরূঢ় থাকিয়া তৎক্ষণাৎই মথুরার নিকটে বজ্রবজ্রকে দেখিতে পাইলেন। এইরূপ অবস্থায় মথুরায় দ্বারকার বিপরীতদিক্‌স্থ স্থান-স্থানে 'বজ্রবজ্রা'—এই সাদৃশ্য বশতঃ অজ্ঞ লৌকিক ভাষায় 'অতিদ্রা' বাক্যের দ্বারা এক প্রকার দৃষ্ট হয়।

তৎপরে পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—"শ্রীকৃষ্ণ মথুরাস্থ বজ্রবজ্রকে বধ করিবার পর মথুরা নগর হইয়া নন্দ-ব্রজে আগমন করেন। সেখানে উৎকণ্ঠিত নন্দ-যশোদাকে অভিবাদন এবং আশ্বাসাদি প্রদান করেন। বিরহকাতর মাতা-পিতা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনের সহিত স্নেহাভিষেক করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপগণকে প্রণাম এবং বয়স্যবর্গ-সমূহ-দ্বারা তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করেন। মথুরার পুণ্য পূর্ণমাস্যা পূর্ণিমে কেশব গোপনারীগণের সহিত অনিন্দিত ক্রীড়া করেন। এখানে ষোলবৎসর শ্রীকৃষ্ণ যে প্রেমরসের সহিত নন্দ-গোকুলে বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর এখানকার নন্দ-গোপাদি সকলেই বাসুদেবের প্রসাদে পুত্র-পরিজনগণের সহিত বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক পরম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসিগণকে পরম সুখদ বিষ্ণু-পদ দান করিয়া স্বয়ং দেবগণের দ্বারা সংস্তুত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন।"

'শ্রীগর্গসংহিতার' পঞ্চম ভাগে দৃষ্ট হয়,—শ্রীব্রজপরিত্যাগ-কালে শ্রীল রাধব গোস্বামী শ্রীবিশাখাচার্য্য প্রভৃতিকে পদ্ম-পুরাণের উক্ত প্রকার বলিয়াছিলেন। ব্রজ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকাতর সন্ধ্যাদি গোপগণ কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণের স্নানের ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় তথায় গমন করেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপ-গোপীগণের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তথায় গোপ-গোপীগণের সহিত হাস্যপূর্ণ সম্ভাষণ ও নানাপ্রকারে তাঁহাদের সম্মান-বিধান করেন এবং অচিরেই তাঁহাদের সহিত ব্রজে মিলিত হইবেন,—এইরূপ আশ্বাস-বাক্য প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃত পান করিয়া গোপ-গোপীগণ কুরুক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং ব্রজের পথে মথুরার পার্শ্বে

সত্বর-নেত্রে অপেক্ষা করিতে থাকেন। সকলেরই ঐকান্তিক মনোভিলাষ,—এই শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিবেন।

এদিকে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে নিজ-ভ্রম-জনকে বিদায় দিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র হইতে দ্বারকা-গমন-পূর্ব্বক অবতিবিলম্বেই পিতৃপাদকে বন্দ করিলেন এবং বসুদেবের বন্ধনে মথুরা আগমন করিলেন। বসুদেব বন্দ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যমুনা পার হইলেন এবং যে-স্থানে উৎকণ্ঠিত নন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীসকল শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। গোপ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং পরম উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে 'আয়োরে' 'আয়োরে' বলিয়া সমস্বরে সকোলাহল আহ্বান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলের সহিত মিলিত হইলে তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা পার হইয়া নিজ-নিজ গৃহে আগমন করিলেন। ব্রজের ঘরে ঘরে পরমানন্দ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাপ্রকার লীলাবিলাস করিতে লাগিলেন। যে-স্থানে গোপগণ 'আয়োরে' 'আয়োরে' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই স্থান 'আয়োরে' নামে খ্যাত হইল।

যেখানে নন্দাদি গোপ শ্রীকৃষ্ণের আগমন-প্রতীক্ষা-পিপাসু হইয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম 'গৌরবাই' বা 'গৌয়াই' হইয়াছে। এই গ্রামের ঐরূপ নাম হইবার কারণ ও উহার স্থান-নির্দ্দেশ নিম্নে বিবৃত হইল।

'বাদ' নামক রেলওয়ে-ষ্টেশনের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে, গোকুলের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে এবং চাঁসির প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে 'চানা' নামে একটী বৃহৎ গ্রাম আছে। প্রাচীনকালে এই চানা-গ্রামের এক বিঘিষ্ট জমিদার শ্রীনন্দ-মহারাজের পরম বন্ধু ছিলেন। উক্ত জমিদার মহাশয় নন্দ-মহারাজের কুরুক্ষেত্র হইতে আগমন-বার্ত্তা-শ্রবণে মহা আনন্দিত-চিত্তে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শ্রীনন্দ মহারাজকে অভ্যর্থনা করিলেন; তিনি যে-স্থানে শ্রীনন্দকে বাস করাইয়া গৌরবের সীমা অনুভব করিয়াছিলেন, সেই স্থানই 'গৌরবাই' নামে পরিচিত হইল। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শ্রীব্রজ-পরিক্রমা-কালে এই স্থান 'গৌয়াই' নামে সাধারণের নিকট প্রচলিত ছিল। ইংরাজী মানচিত্রে এই স্থানের নাম 'Gharbi' —এইরূপ লিখিত আছে। এই Gharbi 'চানা'র সংলগ্ন উত্তরে অবস্থিত। ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে 'চানা' গ্রামটী 'আয়োরে' গ্রামের নিকটস্থ।

"চানা আয়োরে গ্রামাদির নিকটস্থ হয়"।—(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)। কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রকাশিত মানচিত্রে 'আয়োরে' নাম পাওয়া যায় না।

"শ্রীগোপালচম্পূ" গ্রন্থে 'গৌয়াই' নামক স্থানের প্রসঙ্গ এইরূপ লিখিত আছে,—

কথকিঞ্চিদি মাথুরানুগতাঃ করণাং স্বনা-
ধুজেন্দ্রসুখপোদ্গমঃ পুনরপৈতুমাত্মালয়ম্।
বিরক্তমনসস্ততা তপনজাং সমুত্তীর্য্যলো-
রইতি বিদিতস্থলে ব্রজমবাসয়ন্ সূরতঃ॥
গোকুলপতিরিতি নাম্না গৌরব ইতি তদ্দেশোঽয়ীত্যপি চ
সংস্কৃতরং প্রাকৃতরং গ্রামরমাখ্যানরক্তি-স্থানম্।
গোকুলপতিরিতি নাম্না খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানং
পুরুষোত্তম ইতি স্বং পুরুষোত্তমধাম বিখ্যাতম্॥

ইহাই প্রাচীন নাম। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সময়ে সাধারণে ইহা 'বজীখরা' বা 'বজীকরা' বলিয়া প্রচারিত ছিল। অধুনা ইহা 'ছটীকরা', 'সটিখরা' প্রভৃতি নামে পরিচিত। 'দতিহা' (Datiya) হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে 'Chhatikra' নামক রেলওয়ে-ষ্টেশনের সন্নিকটে 'ছটীকরা' বা 'সটিখরা' নামক স্থান। মথুরা-সিটি-ষ্টেশন হইতে 'ছটীকরা' ষ্টেশন প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত। ছটীকরা দিল্লীর রাস্তার পরে। কিংবদন্তী,—শ্রীরাধিকার ছয় জন (?) সখীর নাম হইতে এই স্থানের নাম 'ছটীকরা' হইয়াছে। এখানে শ্রীরাধিকার শুপ্তগৃহ, সুশোভিত কদম্ব-কানন এবং পঞ্চড়-গোবিন্দের মন্দির আছে। এই স্থানে প্রাবণী শুক্লা অষ্টমীতে পঞ্চ-তীর্থের মেলা হয়, তখন বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ভাদ্রী পৌর্ণমাসীতেও এখানে মেলা হয়। বৃন্দাবন হইতে প্রায় বেত্রমাইল উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে ছটীকরা ও পঞ্চড়-গোবিন্দ-দর্শনার্থ অনেকে বৃন্দা বন পরিক্রমা-কালেও আসিতে পারেন। (ক্রমশঃ)

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৬ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৪০; ২২শে জুলাই ১৯৩৩ | ৪৯শ সংখ্যা।

মহামান্য মার্কুইস্ অব্ লোদিয়ান্ ও জেট্ ল্যাণ্ডের প্রশ্ন ও তদুত্তর

গত ৩১শে মে (১৯৩৩) তারিখে ১৭ ওয়াটারলু প্লেস্, সেমোর হাউস্এ Indian Franchise Committeeর সভাপতি মহামান্য মার্কুইস্ অব্ লোদিয়ান্ সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারক শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর বন মহারাজের সহিত পূর্ব এক ঘণ্টা-কাল যে-সকল প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চারিটী প্রশ্ন বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

প্রথম প্রশ্ন—বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমণ্ডলীর কিরূপ ধারণা ?

প্রথমে মহামান্য লোদিয়ান্ বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগ-মণ্ডলী বা শ্রীগৌড়ীয়মঠের কি ধারণা, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। পণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক সেই কথার উত্তর-প্রদান-মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান বা প্রচলিত চারিটী মতবাদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঐ ধর্ম্মের বহুমতবাদ কিরূপে বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের সিদ্ধান্তের সহিত পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে, তদ্বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখান। স্বামিজী মহারাজ বলেন,—বুদ্ধ বিষ্ণুরই অবতার; সুতরাং বুদ্ধের স্বকপোল বিচার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু যাহারা আস্তিকতার বিরুদ্ধে চলিতে কৃতসঙ্কল্প, সেই সকল অবৈষ্ণব-প্রকৃতির ব্যক্তিগণের মোহনের জন্য বুদ্ধদেবের বাণী বিকৃত-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, বস্তুতঃ শ্রীবুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার-রূপে শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমুখ প্রমাণ-চূড়ামণি-শাস্ত্রে এবং বৈষ্ণব-মহাকবি শ্রীজয়দেবের দশাবতার-স্তোত্রে যখন

অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন, তখন শ্রীবুদ্ধের প্রকৃত সেবকগণ যে বৈষ্ণব, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধদেবকে পরমেশ্বর বিষ্ণু বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহারাই পরমেশ্বর-বিরোধী 'বৌদ্ধ'-নামে পরিচিত। "শ্রীবুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার এবং বিষ্ণুভক্তি নিত্য অর্থাৎ নির্ব্বাণ বা মহানির্ব্বাণ বিষ্ণুভক্তিকে ধ্বংস করিতে পারে না,"—যাঁহারা ইহা স্বীকার করিয়া 'বৌদ্ধ' নামে অভিহিত হন, তাঁহারাই 'বৈষ্ণব', আর যাঁহারা বিষ্ণুভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাই প্রচ্ছন্ন বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া পরবর্ত্তিকালে কতকগুলি লোক শ্রীচৈতন্যবিরোধি-মত প্রচার করিয়াছিলেন এবং আউল, বাউল প্রভৃতি অপ-সম্প্রদায় রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের দোহাই দিয়াও বিষ্ণুবিরোধি-মতবাদিগণ নানাশ্রেণীর বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বুদ্ধের প্রচারিত অহিংস-নীতি—যাহা "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি"—এই বেদ-মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছে, তাহা অতি আনুষঙ্গিক-ভাবেই শ্রীচৈতন্যভক্তগণের চরিত্রে দেদীপ্যমান্ আছে। "প্রাণি-মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে", "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান" প্রভৃতি ভক্তিনীতিসমূহ পূর্ণ ও নির্দ্দোষভাবে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের আচরণে প্রকাশিত রহিয়াছে। বৌদ্ধগণের কার্য্য নিষ্কাম, পরিনির্ব্বাণ প্রভৃতি প্রয়োজনকে অচিন্মাত্রবাদ বলা যাইতে পারে। আচার্য্য শঙ্কর অচিন্মাত্রবাদকে চিন্মাত্রবাদের ভাষান্তরে প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধমতের আপাত খণ্ডনকারীর সজ্জা গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার প্রচারিত মত—প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ। ইহাতে আচার্য্য শঙ্করের কোন দোষ নাই; কারণ, তাহা স্থান, কাল ও পাত্রের প্রয়োজনোচিত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু চেতন-মাত্রের নিত্যধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন, সুতরাং তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম—সার্ব্বকালিক, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বজনীন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু অচিন্মাত্র বা চিন্মাত্রবাদ প্রচার করেন নাই, তিনি চিদ্বিলাসের কথা বলিয়াছেন। চিদ্বিলাস জড়বিলাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। চিদ্বিলাসের হেয় ও আংশিক প্রতিবিম্বই এই জগতের জড়বিলাস। চিদ্বিলাসের ভোক্তা একমাত্র একজন Spiritual Despot নিত্যপুরুষোত্তম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত-সম্বন্ধে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের বিচার কি?

মহারাজা লর্ড লোথিয়ানের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল—আচার্য্য শ্রীশঙ্করের মত-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর ভক্তগণের বিচার কি? ঐ প্রশ্নের উত্তরে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারক বলেন,—শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের আংশিক সৌসাদৃশ্য Hegal-এর Pantheism এর মধ্যে পাশ্চাত্যদেশে প্রচারিত হইয়াছে। ইঁহাকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু 'মায়াবাদ' বলিয়াছেন। শ্রীশঙ্করের উক্তিতে সাধারণভাবে "ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা"—এই প্রকার মত দুই রূপ অর্থাৎ তাঁহার মতে—জীবের বা জগতের কোন বাস্তব ও নিত্য অস্তিত্ব নাই, জীব ও জগৎ রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তি-মাত্র, আর ব্রহ্ম সমস্ত বিচিত্রতা ও বিশেষহীন, সুতরাং তাঁহার কোন বিলাস নাই। এই মতকে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় 'বেদান্ত বা উপনিষদের মত' বলিতে চাহিলেও ইহা বস্তুতঃ বেদান্ত-বিরুদ্ধ-মতবাদ। এইজন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মত-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন, শ্রুতিতে যে আপাত নির্ব্বিশেষপর মন্ত্র দেখা যায়, তদ্দ্বারা প্রকৃত নিষেধ করা হইয়াছে,—
যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

যে যে শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটী তত্ত্বই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেননা, জগতে সবিশেষ-তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—(তৈঃ ভৃঃ ১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইহাই পাওয়া যায় যে, এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্রহ্ম-দ্বারা জীবিত থাকে এবং সেই ব্রহ্মেই পুনরায় বিলীন হইয়া যায়। এই সব বেদ-বাক্য-দ্বারা পরব্রহ্মের 'অপাদান,' 'করণ' ও 'অধিকরণ'-কারক-তত্ত্বরূপ তিন প্রকার লক্ষণ আছে। এই তিন প্রকার নিত্য-লক্ষণের দ্বারা ভগবান্ নিত্য-সবিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। "বহু স্যাম্" (তৈঃ উঃ ব্র।) ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রে ভগবান্

যখন বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন "স ঐক্ষত" (ঐতঃ উঃ ১।১) এই বাক্যানুসারে তিনি প্রাকৃত শক্তিতে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে-সময় প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই ; অতএব ভগবান্ যে মনে চিন্তা করিলেন, যে নয়নে তিনি প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সেই নয়ন ও মন প্রকৃতি-সৃষ্টির পূর্ব্বেই ছিল। সুতরাং পরব্রহ্মের যে স্বরূপ-গত অপ্রাকৃত নেত্র ও মন ছিল, ইহা সর্ব্ববেদ-সম্মত বাক্য। উপনিষদ্-বাক্যে প্রায় সর্ব্বত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দ পাওয়া যায়, সেই ব্রহ্মই পূর্ণাবস্থায় স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন করিয়া আরও বলিয়াছেন,—শ্রুতি যে পরব্রহ্মকে 'অপাণিপাদ' প্রভৃতি বলিয়া পরে তাঁহার শীঘ্র গমন ও সর্ব্বগ্রহণ-ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রাকৃত হস্ত-পদ নাই, পরন্তু অপ্রাকৃত হস্ত-পদ আছে,—ইহাই জানাইয়াছেন। শ্রুতি পরমার্থ-বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পাঠ। এই প্রাথমিক পাঠ অতিক্রম করিয়া কেহ উচ্চ পাঠ শিক্ষা করিতে পারে না। A, B, C, D প্রভৃতি বর্ণ পরিচয় বা Word Book এর শব্দসমূহ Post Graduate study র সময়ও কার্য্যে লাগে সত্য, কিন্তু তখন ঐ সকলের তাৎপর্য্য অন্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্রুতি পুনঃ পুনঃ প্রাকৃত নিষেধ করিবার জন্যই অর্থাৎ জড়বিলাস যে চিদ্বিলাস নহে, ইহা জানাইবার জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই প্রাকৃত-নিষেধ-ব্যাপারটী পরমার্থ-বিদ্যালয়ের উচ্চতর ও উচ্চতম পাঠের মূল ভিত্তিতেই অনুস্যূত রহিয়াছে। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সবিশেষতত্ত্বের বর্ণনে সর্ব্বদা "অপ্রাকৃত"—এই কথাটী বলিয়াছেন ; বস্তুতঃ শ্রুতির মুখ্য বৃত্তিতে সবিশেষ এবং লক্ষণা বা গৌণবৃত্তিতে নির্ব্বিশেষ-বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয় প্রশ্ন—অন্যান্য হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্ট-ধর্ম্মের সহিত শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মের পার্থক্য কোথায় ?

মহামান্য লোদিয়ানের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল,—ভারতবর্ষে প্রচলিত আধুনিক অন্যান্য হিন্দু-ধর্ম্মমত ও খৃষ্ট-ধর্ম্মের সহিত শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম্মের পার্থক্য কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে নবদ্বীপ-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম হিন্দু-ধর্ম্মের বা অহিন্দু-ধর্ম্মের অন্যতম শাখা-বিশেষ নহে। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের মতকে হিন্দুধর্ম্মেরই একটী সাংশিক বা সাম্প্রদায়িক শাখা-বিশেষ মনে করিয়া-ছেন, আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, তাঁহাদের নিকট শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কোন কথাই পৌঁছে নাই।

"হিন্দুধর্ম্ম" শব্দটী যদি কোন প্রাদেশিক সম্বন্ধের উদ্দেশ হইতে উত্থিত হইয়া থাকে এবং "গৌড়ীয়" শব্দটীকেও যদি কেহ সেইরূপ প্রাদেশিক সম্বন্ধের অন্তর্গত বলিয়াই বিচার করেন, তাহা হইলে সেইরূপ বিচার হইতে "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম" বা "শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম" আপনাকে বহু দূরে সংরক্ষিত করিয়াছেন। যাঁহারা পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত কর্ম্মাঙ্গের অধীন অনিত্য বিষ্ণুর অনিত্য উপাসক অর্থাৎ যাঁহারা চরমে নির্ব্বিশেষবাদী বা সগুণবাদী বিষ্ণুবৈষ্ণব, তাঁহারাই আপনাদিগকে এবং অপরের তাঁহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখার সঙ্কীর্ণ মতবাদী বৈষ্ণব (?) বলিয়া জানেন। বস্তুতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত অনুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সেইরূপ জাতীয় বৈষ্ণব বা হিন্দুধর্ম্মের শাখাবিশেষের অন্তর্গত সাম্প্রদায়িক কেহ নহেন। তাঁহারা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য যে নিখিল চেতনের নিত্য-ধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তি—যাহা নিত্য উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য, একমাত্র তাহারই যাজক।

ভারতে প্রচলিত অন্যান্য আধুনিক ধর্ম্ম-মত ন্যূনাধিক কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি অন্তর্মুখমার্গ অর্থাৎ অচেতন দেহ ও মনের ধর্ম্মকেই তাঁহাদের ধর্ম্ম বলিয়া বিচার করিয়াছেন এবং তাঁহারা ভক্তি-সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেন বা যাহাকে 'ভক্তি' বলেন ও মনে করেন, তাহাও তাঁহাদের দেহ ও মনোধর্ম্মের ন্যায়ই আর একটী ধর্ম্ম বা বৃত্তিবিশেষ। এই জন্যই তাঁহারা ভক্তিকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের সহিত সমান না বলিলে সঙ্কীর্ণতা বা অনুদারতা হইয়া পড়ে,—এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হন। বস্তুতঃ 'চরমে নির্ব্বিশেষ', এইরূপ ভিত্তির মূল হইতেই সমন্বয়বাদের আপাত উদারতার ভুবনমোহিনী ইন্দ্রজাল-বিদ্যা প্রসূত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা পরমেশ্বরের নিত্য নির্গুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত সবিশেষত্বের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রুতি-মন্ত্রোক্ত 'অসমোর্দ্ধ' নামে একটী তত্ত্ব স্বীকার করিবেন। সেই তত্ত্বের সমান বা সেই তত্ত্ব হইতে ঊর্দ্ধ কিছু থাকিতে পারে, এইরূপ অবৈদিক উদারতা দেখাইয়া তাঁহারা সব মতকে সমান বলিতে পারেন না।

সংখ্যাধিক্যের সাম্যবাদ—যাহা পাশ্চাত্য-প্রদেশে অন্য মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহারই বিকৃত সংস্করণে তথাকথিত সমন্বয়বাদের দুরন্তমোহিনী দেবতা সাজিয়া গণতন্ত্রিকাকে মাতার স্নেহ দেখাইবার ছলে ডাইনীর কার্য্য করিতেছে। প্রজ্ঞার নাস্তিকতা আস্তিকতার নিশান উড়াইয়া ও ডঙ্কা বাজাইয়া লোককে ভুলাইতেছে—অতীব অপসাম্প্রদায়িকতা 'উদারতা'র সজ্ঞায় লোককে বঞ্চনা করিতেছে—শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত আনুকরণিক প্রতি-যোগিতা-বলে Apotheosisএর আখড়া পুষ্ট হইতেছে। শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার প্রকৃত ভক্তগণ কোন দিনই Apotheosis স্বীকার করেন নাই। Zoomorphism, Anthropomorphism, Iconoclasticism, Iconography, Idolatry, Philanthropy, Clysticism প্রভৃতি মতগুলি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তের অপ্রাকৃত প্রোজ্জ্বল প্রভা হইতে সর্ব্বদাই উলূকের ন্যায় দূরে অবস্থান করিতেছে।

একমাত্র চেতনের অর্থাৎ নির্ম্মল জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি, স্বভাব বা ধর্ম্মই—'ভক্তি'। তাহার সহিত দেহ ও মনের বৃত্তি, স্বভাব বা ধর্ম্ম—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি এক নহে, ইহাই তত্ত্বস্বরূপে শ্রীচৈতন্যদেব এবং বর্ত্তমান-কালে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচার করিতেছেন। দেহ ও মন আত্মার সহিত সমান বলিলে যে জগতে প্রায় শতকরা পঞ্চানব্বই জন বাকি দেহ ও মনের পূজক রহিয়াছেন, সেই জগতের প্রায় সকলেরই মনোরঞ্জন হয় সত্য এবং তাহাতে তাঁহাদের ভোটে তাহা উদারতা বলিয়া ও সমর্থিত হয় বটে; কিন্তু "দেহ ও মনের সহিত আত্মা কখন সমান বা এক নহে"—একমাত্র ইহাই কীর্ত্তন করিবার জন্য যে শ্রুতির প্রবৃত্তি, সেই শ্রুতিদেবীর অবমাননা করা হয়; সুতরাং তথাকথিত সমন্বয়বাদের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের পার্থক্য আছে। চরমে নির্ব্বিশেষ-স্বীকাররূপ একটী অতি-বোঁড়ামি বা বেদ-বিরুদ্ধ অপসাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করিয়া নিত্য সচ্চিদানন্দ ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃত হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির হন্তারক না হইলে অর্থাৎ স্বরাট্ পরমেশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতার অস্তিত্বের বিলুপ্তি-সাধনের প্রয়াস না দেখাইলে কিছুতেই তথাকথিত সমন্বয়বাদ স্থাপন করা যায় না; কাজেই যাঁহারা শ্রুতির বিচারে সবিশেষ পরব্রহ্মের অসমোর্দ্ধ নির্ব্বিশেষভাব, আংশিক পরমাত্মভাব, পূর্ণ ভগবদ্ভাব এবং ক্রমে চিল্লীলামিথুন লীলাপুরুষোত্তম-তত্ত্বের পূর্ণতম সেবা স্বীকার করিয়া যথার্থ সমন্বয়ের বিশুদ্ধরুচি প্রকাশ করেন, তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য চিরদিনই থাকিবে। অতএব আমরা ভক্তিকে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-মতাদির সহিত সমান বা তাহা হইতে উর্দ্ধ বলিতে পারি না। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি ধর্ম্ম-মত কখনই পরমেশ্বরকে স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম বা Trans-condential Despot বলিতে পারে না। কর্ম্ম সকামই হউক, আর নিষ্কামই হউক, উহার সহিত দেহ বা জড়ের সংস্পর্শ এবং দূর হইতে কথঞ্চিৎ অর্পণ-চেষ্টা-মাত্র বিদ্যমান, তাহাতে সাক্ষাৎ অবিমিশ্র পূর্ণচেতনের সেবা-স্পর্শ নাই। জ্ঞান নির্ব্বিশেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া আপনাকে অসীম, অনন্ত, অদ্বয়ত্ব দিগ্‌বিদিক্-শূন্য একটী অবস্থায় লীন করিবার জন্য যোগ্যতা-মাত্র রাখে। পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা সে-স্থানে মুক হইয়া পড়ে। একমাত্র আত্মবৃত্তি ভক্তিই নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্ পুরুষোত্তমকে সাক্ষাদ্ভাবে স্পর্শ করিয়া অপ্রাকৃত সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা সর্ব্বক্ষণ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত সর্ব্বাঙ্গের সেবা করিতে পারেন।

খৃষ্টধর্ম্ম ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম

খৃষ্টধর্ম্মে আস্তিকতার অঙ্কুর দৃষ্ট হয় অর্থাৎ তাহাতে সবিশেষ ভগবত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। আস্তিকতাই অখিল রসামৃতের প্রেমাঘয়তত্ত্বরূপে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মে ব্যাপ্ত বা পল্লবিত। আমরা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে "Extended Theism" বলিতে পারি। 'পরমেশ্বর পরম পিতা' বা 'পরমেশ্বরের পুত্র' প্রভৃতি বিচারে সমন্বয়ুক্ত দাস্য-রস-মাত্র আছে। পরমেশ্বরকে পিতৃত্বে স্থাপন করিলে আমরা তাঁহার নিকট হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক কিছু প্রার্থনা করিবার সুযোগ পাই, এই জগতেও দেখা যায়,—মাতা-পিতা সন্তানের আশ্রয়দ্বয় হইয়া সন্তান-সন্ততিবর্গের লালন-পালন এবং তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে সন্তানেরই মাতা-পিতার নিকট হইতে অধিক সেবা পাইবার সুযোগ হয়, মাতা-পিতাকে তত সেবা করিবার সুযোগ হয় না। সেখানে ভবিষ্যৎকালে সন্তান মাতা-পিতাকে সেবা করিবে,—এইরূপ আশা পোষণ করা হয়, সেখানেও সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার সেবাই প্রথম ও নিশ্চিত এবং মাতা-পিতার প্রতি ভাবিকালে সন্তানের সেবা অনিশ্চিত ও নানাভাবে প্রতিহত হইবার যোগ্য। এজন্য পরমেশ্বরের

পিতৃত্ব বিচার—যাহা বৃহদ্বৈষ্ণবে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত, নিত্য, ঐশ্বর্য-গন্ধহীন পুত্রত্ব অর্থাৎ নন্দনন্দনত্ব পরমেশ্বরে অধিকতরভাবে বিশ্রম্ভ-সেবা-চমৎকারিতায় অধিষ্ঠিত। মাতা-পিতা পুত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই পুত্রের সেবক হন, আর পুত্র মাতা-পিতা-দ্বারা প্রতিপালিত হইবার পরে অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিবার বহু পরে আংশ্রিত ও অনিশ্চিতভাবে তাঁহাদিগের সেবা করিবার যোগ্যতা-মাত্র প্রাপ্ত হন; সুতরাং পরমেশ্বরের পিতৃত্ব বা মাতৃত্বে অবস্থান (position) অপেক্ষা সেবকের পিতৃত্ব বা মাতৃত্বে অবস্থান অনেক অধিক সেবা-সম্বন্ধমূলক, যত কিছু "চাওয়া" "পাওয়া," তাহা সমস্তই যদি পরমেশ্বরের অবস্থানে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলেই প্রকৃত সেবা অর্থাৎ সেব্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বস্তু-সমূহরাজের প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায়। আর "চাওয়া" "পাওয়া"গুলি যদি জীবের কিংবা সেবকের অবস্থান বা তদ্বিষয়ে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সেখানে সেবা খর্ব্ব হইয়া পড়িল। অপ্রাকৃত সেবার বিশ্রম্ভতার পরাৎপর পরমেশ্বরকে পালা-জ্ঞান এবং তাঁহাকে অপ্রাকৃত সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা অপ্রাকৃত সেবার কথা শ্রীচৈতন্যদেবেরই বিশেষ দান। ইহা একমাত্র স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভাব-ব্যতীত অন্য কোন রূপে, কোন বেশে বা কোন কালে প্রকাশিত হয় নাই।

চতুর্থ প্রশ্ন—অন্যাভিলাষপর তপস্যা ও ভগবদ্ভক্তিতে প্রভেদ কি?

মহামান্য মার্কুইস্ অব্ লোথিয়ান কোন ব্যক্তিবিশেষের 'তপস্যা'-সম্বন্ধে স্বামিজী মহারাজের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে স্বামিজী মহারাজ তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র-বিচার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তপস্যা ও হরিসেবা দুইটী পৃথক্ ব্যাপার —তপস্যা হরিসেবার অঙ্গ নহে; ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীমদ্ভাগবতের অভিমত।

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪১)

তস্মাদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥
(ভাঃ ১১।২০।৩১ শ্লোক)

অনেক সময় আস্তিকতারহিত অবৈষ্ণব-প্রকৃতির ব্যক্তি-গণকেও কঠোর তপস্যা, যম, নিয়ম, উপবাসাদি কৃচ্ছ্র-সাধ্য শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে দেখা গিয়াছে, তাহা সমস্তই প্রাকৃত; কিন্তু ভগবদ্ভক্তি সম্পূর্ণ প্রাকৃত-গন্ধ-রহিত অপ্রাকৃত-ব্যাপার। তাহা কেবল স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-তোষণময়ী চেতনবৃত্তি।

উত্তর-শ্রবণের পর মহামান্য লোথিয়ানের উক্তি

বলা বাহুল্য, শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের মুখে দীর্ঘকাল-ব্যাপী ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর পাইয়া মহামান্য মার্কুইস্ অব্ লোথিয়ান্ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এই সকল মৌখিক বাস্তব-কথা যাহাতে পাশ্চাত্যদেশে নব-জাগরণ আনয়ন করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি বিশেষভাবে সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন। মহামান্য লর্ড লোথিয়ানের শেষ উক্তিটী এইরূপ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল,—"**There is much of materialism in this country and if you can awaken the souls of Great Britain to a standard of religiousness you can help us a good deal. I think this country now needs a touch of religious awakenment.**"

এই সকল প্রসঙ্গ বিলাতের ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। গত ২২শে জুন (১৯৩৩) তারিখের ইংরাজী দৈনিক "Advance" পত্রে লণ্ডন হইতে প্রেরিত সংবাদেও এই সকল কথা সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

মহামান্য মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ডের প্রশ্ন

'গৌড়ীয়'-পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে,—মহামান্য মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় ও লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকের নিকট (১) 'ত্রিদণ্ড'-সন্ন্যাস, (২) গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং (৩) **শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** বিলাতে আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং অনেকক্ষণ-যাবৎ এই সকল কথার উত্তর শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মহামান্য মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড **কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী ও ভগবদ্ভক্তের** পার্থক্যের কথা লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকের নিকট শ্রবণ করিবারও অবসর পাইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

স্থান—হুকনগর টাউনহল

কাল—১৫ই জুন (১৯৩৩), ২রা আষাঢ় (১৩৪০)

আপনাদের অধিক সময় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। তবে আমাকে কিছু বল্‌বার জন্য বলা হ'য়েছে। কিন্তু আমি পণ্ডিত—বক্তা নই, নিতান্ত অবিবেচক মূর্খ। বল্‌বার যোগ্য ব্যক্তি না হ'লেও আদেশ পালন না করা আমার কর্ত্তব্য নয়, এজন্য কিছু ব'ল্‌বো।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁ'র শক্তিবিচারে তিন প্রকার শক্তির কথা শুনি। তা'র মধ্যে একটী সন্ধিনী শক্তি—যা'তে এই বিশ্বজগৎ প্রভৃতির অস্তিত্ব সংরক্ষিত, আর এক প্রকার শক্তি হ্লাদিনী—আনন্দদায়িনী শক্তি, আর একটী সা অর্থাৎ চেতনশক্তি। এই জগতে এই তিন প্রকার শক্তি এসে উপস্থিত হ'য়েছে। এই প্রকার শক্তি থাকা-সত্ত্বেও ইহজগতে বিরোধিনী শক্তি ক্রিয়াবিশিষ্ট হ'য়েছে। এক প্রকার শক্তি—জ্ঞানের দেয়; অপর—জ্ঞানের অভাব ঘটায়। আমরা এ জগতে শক্তির অপব্যবহার কর্‌বার সুযোগ পাই। আবার সঙ্গে সঙ্গে তা'র প্রয়োজনীয়তাও বুঝি। যদি আমরা নিজেরা ভোগী হ'য়ে ভোগশক্তির পরিচালনা-দ্বারা ভোগকে সংরক্ষণের যত্ন করি, তবে ভগবদ্-ভোগশক্তিকে বাধা না দিয়ে পারি না, বাধা না দিলে নিঃশক্তিক ব'লে পরিচয় প্রদান ক'রে থাকি। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি-পরিণাম এই জগৎ। এখানে প্রত্যেক কথার সঙ্গে-সঙ্গেই একটী বিপরীত কথা আছে। যে কথা বলা যায়, তা'র একটা বিরুদ্ধ কথা আছে। সুতরাং অনেকে বলেন যে, ভগবদালোচনায় যে ত্রিবিধ শক্তি আছে, সেই কথা বাধা প্রাপ্ত হয় কেন? একথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে তা'তে দেখি—বাধ্য ও বাধ্যের অভাব ব'লে দুই প্রকার কথা আছে। প্রত্যেক কথার অনুসরণ ক'রে আমরা স্বাধিকারে থাক্‌তে পারি না। সুখের সঙ্গে দুঃখ, আলোর সঙ্গে অন্ধকার, চেতনের সঙ্গে অচেতনের, ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই অভাবের বিচার এ'সে উপস্থিত হয়। মানুষের এই প্রকার শত-সহস্র বিভিন্ন রুচি আমরা লক্ষ্য করি।

অনেকে প্রশ্ন ক'র্‌তে পারেন,—ভগবানের অনুগত জনগণ ভগবৎ-কথাই বলুন, অপরে বিপরীত বলুক অর্থাৎ সত্তণ থাকুক, নির্গুণও থাকুক। (কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা' নয়।) রজঃ হ'তে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, সত্ত্ব স্থিতি, তমঃ—সত্ত্বনাশক; সুতরাং রজোদ্বারা তমোগুণ এবং সত্ত্ব-দ্বারা রজস্তমোগুণকে সংহার ক'র্‌তে হ'বে, আবার বিশুদ্ধ সত্ত্ব দিয়ে প্রাকৃত সত্ত্বগুণকেও নাশ ক'র্‌তে হ'বে। এ জগতে তিন প্রকার গুণ বর্ত্তমান; নির্গুণ অবস্থায় গুণসাম্য লাভ হয়। ভক্ত গুণাতীত-রাজ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্বে অবস্থিত,—ইহা না বুঝ্‌তে পেরে প্রাকৃত-রজস্তমোগুণ-প্রধানেরা আমাদের মনে হয়,—ভক্ত আবার লেখাপড়া শিখ্‌বেন কেন? (প্রাকৃত) পণ্ডিতগণ তাঁ'দিগকে মূর্খ বলুন—(প্রাকৃত) বিদ্যা-বুদ্ধি নির্য্যাতন করুন, ভক্ত যখন প্রাকৃত বলের জন্য বা বলাধিক্যের জন্য ব্যস্ত নন, তখন যাঁ'রা (প্রাকৃত) বলবান্—ধনবান্ আছেন, তাঁ'রা তাঁ'দিগের প্রাকৃত শারীর-বল বা ধনবল দিয়ে ভক্তকে নির্য্যাতন করুন, আর ভক্ত তা' নির্ব্বিবাদে সহ্য করুন! এ জগতের ধারণাই এই রকম।

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় মহামূল্য গ্রন্থ এ জগতে নাই। এই ভাগবত-গ্রন্থ-বিচার দুষ্কর ব্যাপার। মানুষের রুচি বিভিন্ন। এ অবস্থায় ভাগবতের কথা ব'ল্‌তে গেলেই জগতের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। অনেকে বলেন,—ভাগবতের শিক্ষা স্বাধীনতার ব্যাঘাতকারিণী—বিষ্ণুভক্তির কথাই জগতে বিপ্লব আনয়ন ক'রেছে! বর্ত্তমান বৈশ্যবৃত্তি-প্রধান-জগতে বাস্তবিকই ঐ প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত হয়।

যদি আমরা কোন্তো হ'য়ে Platform speaker হই, তা' হ'লে লোকে আমাদের কথাই শুন্‌বে না, বল্‌বে—আমাদের অনেক কাজ আছে, হরিকথা শুন্‌বার অবসর নাই; নির্ম্মি হ'লে ঝামেলা-ঝোকড়া ক'রে শেষ ক'রে দেবার মতলব ক'র্‌বে। এই ভগবান্ জগতের লোকের এই রকম চিত্তবৃত্তি! শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থখানি বহুদিন হ'তে আছেন। ব'ল্‌বার লোকও অনেক হ'য়েছেন, জগতের কাছে বলাও হ'চ্ছে অনেক, কিন্তু জগৎ ত' তা' শুন্‌ছে না। একঘেয়ে পুঁথি ব'লে এঁ'কে এক কোণে ফেলে রেখেছে! এঁ'র অভাব-দেখা দরকার হ'য়ে প'ড়েছে।

অনেকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোক ও উপনিষদের "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্য দু'টীতে পরস্পর বিরোধ বা অসামঞ্জস্য দেখেন; আমি দেখি—দু'টীতে বেশ সুন্দর সামঞ্জস্য র'য়েছে। যদি উপনিষদ্ বিচার করি, তা' হ'লে ব'ল্‌ব—তত্ত্বনির্বিশেষ হ'য়ে যাওয়াই অর্থাৎ ভোগরাহিত্যই উপনিষদের শেষ কথা। কিন্তু রাস্তাটী বড় বেশী ও বিপৎ-সঙ্কুল। এই টেবিলটা গোলাকার; Ellipse এর focus দুটো। একটা real focus, আর একটা blind focus. বিচার-রাজ্যে একটা জিনিষই দুই প্রকারে দেখান' হয়। মহাপ্রভু সহজ রাস্তা দে'খিয়ে গিয়েছেন। প্রতিকূলের focus হ'তে পরিধি পর্য্যন্ত রাস্তা সহজ ও শীঘ্র পৌঁছান' যায়, অন্যের দিক্ দিয়ে যাওয়া দূর ও অতিক্রম করা বড়ই অসুবিধা। আমার এখন যা' আছে, তা' ছেড়ে দেওয়া, এটা সহজ, না—যা' আছে, তা'র চেয়ে আরও বেশী সংগ্রহ ক'রেতারপরে তা' ছেড়ে দেওয়া সহজ? এখন যা' আছে, তা' ছেড়ে দেওয়া—এইটীই মহাপ্রভু-কথিত তৃণাদপি সুনীচতা। তৃণ—যা'র উপর দিয়ে গরু, ঘোড়া, গাধা চলে, তা'র চেয়েও ছোট হওয়া,—এইটীই সহজ রাস্তা। আর 'ব্রহ্ম' হ'তে চেষ্টা ক'র্‌লে অনেক প্রয়াসবিশিষ্ট হ'তে হয়, প্রচুর পরিমাণে জ্ঞানলাভ না ক'র্‌লে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায় না। আমাদের বুদ্ধির গণ্ডী ছোট, তাই দিক্‌সর dimension—linear, superficial ও cubical এর কথায় মজেই আমরা আছি,—এ সকল কথা ছে'ড়ে দি'য়ে চা'রএর dimension-এর কথা অতি অল্প লোকেই আলোচনা করে; তা' হ'তে আমার পাঁচ—এই প্রকারে অসংখ্য মানের (Infinite dimension) কথার মধ্যে যে আমরা প্রবেশই কর্‌তে পারি না, তা'র আর কথা কি। ডাঃ আইন্ ষ্টাইনের কথা কেউ বুঝ্‌তে পারে নি, তাই তাঁ'র পাছে ১৭ গণ্ডা কেউ লেগেছে। এই তো আমাদের অবস্থা। এ'তে ব্রহ্মজ্ঞানের রাস্তা যে কত বড়, তা' বুঝি।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

গুণের দ্বারা চালিত হ'য়ে অনেক কথাই ব'ল্‌তে পারি। 'সত্ত্ব' ব'লে শব্দ উঠ্‌লেই সেই সঙ্গে-সঙ্গে 'রজস্তমঃ' শব্দ এ'সে উপস্থিত হয়। সত্ত্বগুণের কথা উঠ্‌লেই রজস্তমোগুণ-তাড়িত হ'য়ে আমরা তা'র বিরুদ্ধ কথা বলি। তখন "বৈষ্ণব কেন ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হ'ল?"—এ'রকম ধরণের কথা উঠে বসে। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের নাথ যিনি, তাঁ'র সেবকের কি কিছুই থাক্‌বে না? যে যা' ব'লছে, সোজাসুজি স'রে যাচ্ছি। অনেকে বলেন,—প্রচুর পরিমাণে বাহুবল, বিদ্যাবল, ধনবল বাড়াও—কর্ম্মী হও যাগ-যজ্ঞাদি কর, খুব লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ কর,—এ'রকমের একরকম ধরণের ambitious life টা খুব কলা-বতীর রাস্তা,—

ব্রহ্মাদ্যং কর্ম্মীকৃতমতির্যমুপ্যিগায়াং
বৈতানিকে পথতি কর্ম্মণি যুক্তদামঃ॥

নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ব'লে ওগুলোকে ছেড়ে দিতে হয়। তত্ত্বের ওটা প্রচার্য্য বিষয় নয়।

সাধারণের বিচার—আপাতদর্শনে যেটা ভাল ব'লে মনে হয়, সেইটে। মানুষের সে-প্রকার প্রেয়োবিচারকে প্রতারণা ক'র্‌তে—ভোগ্য দিতে না পা'র্‌লে আমাদের ভজনে বাধা হ'বে, জগতের কোন মঙ্গল হ'বে না। আমার শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের একটী কথা বলি,—তাঁ'র লোককে ভোগ্য দিবার বিচার প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি যখন কুলিয়ার ধর্ম্ম-শালার পায়খানায় প্রবিষ্ট হ'য়ে প'ড়্‌লেন, তখন লোকে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল; ব'ল্‌তে লাগ্‌লে—ইনি সাধু, আর কি কোথাও থাকার জায়গা পেলেন না? অবশ্য তিনি যখন পেলেন, তখন সে ওপাটেই কেউ যেত না। তিনি ব'ল্‌তেন, —"আমি সামান্য লোক, আমার এখানে থাকাই ভাল।" কিন্তু সাধারণের কেউ কেউ ব'ল্‌তে লাগ্‌লো—"এটা পাগ্‌লামি"। তিনি লোকের সে-সব কথায় কিছুমাত্র কাণ দেন নাই, কিন্তু বিষয়ী লোকের কাছ-থেকে প্রতিষ্ঠার ভয় ক'রেছিলেন। মহাপুরুষের বিচার সাধারণ লোকের accessible নয় যদি হয়, তবে ত' সকলেই বিরক্ত হ'য়ে প'ড়্‌বে।

আশ্রম চা'রটা। কিন্তু আশ্রমে নয় থাকা বড় দোষ্য, কেউ বা বসনাদি গ্রহণ করেন।

শরীরব্রাহ্মণকার্য্যো বৈ লোপ্যানৎকঃ সদা ব্রজেৎ।

শরীরকে রক্ষা ক'র্‌তে হ'লে ভূতা'পার দেওয়া আবশ্যক হয়। আচার্য্যের কাজের জন্য লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন হয়; কেননা, শ্রুতি বলেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠের কাছেই লোক যা'বে। ক্ষুদ্রনিষ্ঠের কাছে লোক যা'বে না। সীমানিষ্ঠের কাছে গেলে বৃহন্নিষ্ঠা থাকে না।

বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিষ্ণু না বুঝব।

—এই ক্রিয়া-মুদ্রাকে যদি কেউ সহজ মনে ক'রে ব্রহ্মচর্য্য ক'র্লেই সুবিধে হ'বে,—এরূপ বিচার করে, তা' হ'লে Zoo-gardenএ সে-রকম কেন, তা'র চেয়েও বড় বড় ব্রহ্মচারী আছে; মুর্খটাটাই যদি বৈষ্ণবতা হয়, খাজা মুখই যদি সাধু ভক্ত হয়, তা' হ'লে প্রচুর মূর্খ লোক আছে, তা'দের বৈষ্ণব ব'ল্তে হয়। আপাতদর্শন প্রবল থাক্লে বাস্তব-দর্শন ধরা কঠিন হ'বে। লোকের কাছে যদি সত্যি সত্যি ভাল ব'লে প্রচারিত হওয়া যায়, তা' হ'লে আর টেঁকা যা'বে না। (লোকের মন যোগান'র পরিবর্ত্তে) ভগবানের সেবার বিচার থাক্লে লোকটকান'—লোককে ভোগা-দেওয়া-কার্য্য আমাদের আবশ্যক হ'তে পারে। তা' না হ'লে অসুবিধা আক্রমণ হ'বে। একদিকে কৌপীন-বহির্ব্বাস, আর একদিকে বিষয়। জনক রাজা এদিকে রাজা, ওদিকে ভক্ত—এদিকে সৌম্যতা, ওদিকে লেটো, এ দেখ্বার চেষ্টা না থাক্লে অসুবিধা হ'বে—বুঝ্তে পার্লেই কল্যাণ। একটী গল্প মনে পড়ে। একটী নিঃস্ব বিধবা স্ত্রীলোক তা'র ছেলেকে লেখাপড়া শেখা'তে আরম্ভ ক'র্লেন। কিছুদিন পরে ছেলে A, B, C, D পড়্তে আরম্ভ ক'র্ল। তা'র কিছুদিন পরে সে Geometryর A, B, C পড়ার সময় বিধবা মনে ক'র্লেন, সে ফিরে ফিরে আবার প্রথমের সেই A, B, C ই প'ড়্ছে, কিছুমাত্র progress হয়নি, তখন তা'কে ঝাঁটা নিয়ে তাড়া ক'র্লেন। আধ্যক্ষিকতাকে বহুমানন ক'র্তে গেলে বাস্তবসত্য-বিচারে এই প্রকার দুর্বিপাক উপস্থিত হ'য়ে থাকে।

আপাতদর্শনে দোষ প্রবেশ করে। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়-মাণানি" শ্লোকানুসারে "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা" হ'য়ে 'আমি কর্ত্তা' 'আমি খুব বেশী বুঝি'—এই রকম আসুরিকতা প্রবেশ করে, তা'তে এগুতে পারা যায় না। ভগবদ্ভক্ত জগতে বিচরণ ক'রে নিজেকে 'বড়' ব'লে মনে হ'লে জান্তে হ'বে—লেখা-পড়া শিখি নাই। যদি exoteric principles আবদ্ধ হ'য়ে পড়ি, তা' হ'লে এগুতে পার্বো না অর্থাৎ বাহিরে আবদ্ধ হ'য়ে গেলে ভিতরে প্রবেশ ক'র্তে পার্বো না। একদিন ব্রহ্মার ভুল হ'য়েছিল। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা অভিমানে দ্বারকাকে তদ্ব্রহ্মাণ্ডগত স্থান-বিশেষ বিবেচনায় ভেবেছিলেন,—কৃষ্ণ তাঁ'র এলাকার মধ্যে এ'সে গিয়েছেন। তিনি দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্বার জন্যে card পাঠা'লে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠা'লেন—কোন্ ব্রহ্মা এ'সেছেন? ব্রহ্মা ত' শুনে অবাক্ হ'য়ে গেলেন; ভাবলেন, —আমিই এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক'রেছি, আমি ছাড়া আবার কোন্ ব্রহ্মা এ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা? তিনি (ব্রহ্মা) তখন ব'লে পাঠা'লেন,—জগতের স্রষ্টা এক্টা এ'সেছেন। কৃষ্ণ তখন অন্যান্য ব্রহ্মাদিগকে ডে'কে পাঠা'লেন। এব্রহ্মা গিয়ে দেখেন তাঁ'র ত' মাত্র চা'রটী মুখ, কত আট-মুখো, ষোল-মুখো, বত্রিশ-মুখো—এই রকম ক'রে ৪০৪৬ মুখো, সহস্র সহস্র মুখ-ওয়ালা ব্রহ্মা এ'সে কৃষ্ণের পায়ে মাথা নোয়াচ্ছেন। ব্রহ্মা তখন নিজের ভুল বুঝ্লেন। বেশী বুঝ্বার বিচারটা একটুকু খেয়ে গেলে exoteric (বহিরঙ্গ) বিচারগুলো কমে যাবে, esoteric (অন্তরঙ্গ) বিচারে—ভিতরে প্রবেশের অধিক সুবিধা হ'বে।

ভক্ত ও অভক্তের ভেদ হ'য়েছে আজকাল কেবল পোষাকের উপর। বারবনিতার বেশ অধিক ভাল ব'লে মলিনবসনা পতিব্রতা—সতীসাধ্বীর চেয়ে কি তা'কে অধিক ভাল ব'ল্তে হ'বে? আপাতদর্শনে মনুষ্যের বিচার উপস্থিত হ'লে বিচারের বহুজ্ঞতার প্রশংসা করা যাবে না। আপাত-দর্শনের বিচার—"তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের বিচারক আবার কেন superiorএর attitude নেবেন—প্রচারক কেন Platform Speaker হ'বেন? জীব-বিমোহিনী মায়া এই প্রকারেই জীবকে বঞ্চনা ক'র্ছে। জগতের এই রকম যতপ্রকার (অক্ষজ) বিচার, তা'দিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ—ধ্বংস ক'র্তে না পার্লে ত' আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। মানুষ যুযুৎসু, তা'দের চেতনকে জাগিয়ে দেওয়ার কার্য্য নিতে হ'য়েছে। মানুষের বুদ্ধি কম; তাই তা'রা ভগবানের সেবার পরিবর্ত্তে কেউ ঘোড়ার, কেউ গাধার, কেউ গরুর, কেউ কুকুরের, কেউ মানুষের সেবায় লেগে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হ'য়েছে, লোহা পিটিয়ে সোণার হ'য়েছে। বর্ত্তিত বস্তুর সেবকত্বে altruism এর অহঙ্কার হ'য়েছে, তা'ই মনুষ্য-জীবনে তা'র সঙ্কীর্ণ বিচারকে খুব বড় প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হ'য়েছে। Monkey gland সংগ্রহ, serum

culture প্রভৃতির জন্য পশু-হেনের দরকার হ'য়েছে—জীব-হিংসা ক'রে, অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করাটাকেই মানুষ altruism বুঝে নিয়েছে। এ সবই ভোগ-জগতের কথা। ভোগীরা আবার ত্যাগ-জগতের প্রশংসা করেন অর্থাৎ অন্যে যদি ত্যাগী হয়, তা' হ'লে তাঁ'দের ভোগের সুবিধা হ'বে! কিন্তু ভক্তের কথা সে-রকম নয়। ভক্তের বিচার স্বতন্ত্র :—

আত্মার্থিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নাত্মার্থিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বিরাগ ও অনুরাগের দুইটী বিচার ব'লেছেন। "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা," "অনাসক্তস্য বিষয়ান্" শ্লোকগুলি আলোচনায় এ সকল কথা পরিস্ফুট হয়। কতক-গুলি বোকা লোক মনে করে, ইহজগতের প্রত্যেক বস্তুই অমঙ্গল এনে দেয়, সুতরাং a: random সমস্ত বস্তুর সঙ্গ পরিত্যাগ ক'র্‌তে গিয়ে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গও ত্যাগ ক'রে বসে। "বহির্জগতের বস্তু অমঙ্গলপ্রদ"—এই বিচারে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত পরিত্যাগ করা মূর্খতা। তা'তে বৈরাগ্যের অপব্যবহার ক'রে আমরা কপটবৈরাগী হ'য়ে যাই। ভাগবত বলেন,—

ন নির্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।

ভোগী ও ত্যাগী—ইহজগতের লোক, ভোগ ও ত্যাগ—এ জগতের বিচার। ভগবদ্ভক্ত এ জগতের ন'ন, তিনি ভোগীও ন'ন, ত্যাগীও ন'ন। ভোগী স্বর্গাদি ভোগাকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি"—বিচারে ভোগীর দুর্দশা দে'খে ত্যাগী মনে করে,—স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত হ'লে—দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন এক হ'লেই বাস্তব-দর্শন। ত্রিগুণীবিনাশ-বিচার—ত্যাগীদের বিচার। ভোগী ও ত্যাগী দুই দলের মত। একবার কেউ বিষ্ঠাগিরি সাজ্‌ছে, আবার মেনকা-ধারা অভিভূত হ'য়ে প'ড়্‌ছে। ভগবদ্ভক্ত এরূপ বিচারকে অনাদর করেন। ভক্তিতে ঐ প্রকারের কোন তপস্যা নাই। ভক্তের তপস্যা প্রভৃতি নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নয়, তিনি নিজের জন্য কোন কাজই করেন না, তাঁ'র যা' কিছু, সবই ভগবৎ-সেবার জন্য। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা ক'র্‌লেই তপস্যার তপস্যার সার্থকতা, নতুবা তা'র কোন মূল্যই নাই। অবিবেক-সম্প্রদায় যাহাই মনে করুন না কেন, তা'কে তাঁ'রা ভাগা-কড়ি ব'লেও গ্রাহ্য করেন না। "তৃণাদপি সুনীচে"র বক্তা কেন এরূপ আদর্শ গ্রহণ ক'রেছেন, তা' আপাত-বিচার-দ্বারা বুঝ্‌তে গেলে ভুল হ'বে। সে ভ্রান্তি-মূলক বিচারে অগ্রসর হ'ব না। অহঙ্কার সেখানে'র দমন আছে। প্রচারকের কার্য্য—যখনই কেউ কোন প্রকার অহঙ্কারের কথা ব'ল্‌বে, তখনই "তৃণাদপি সুনীচেন" বিচারানুসারে তা'র কাছে হরি-কীর্ত্তন ক'র্‌তে হ'বে। যদি সে তা'তে উদাসীন থাকে, তা' হ'লে তা'র আর মঙ্গল হ'বে না, মনোযোগ দিলেই সুবিধা। জগাই মাধাই নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আক্রমণ ক'রে মহাপ্রভুর notice এর বিষয় হ'য়েছিল—তাঁ'র দয়ায় পার হ'য়েছিল। দুই জন বাড়ী বাড়ী knock ক'রেছেন, কেউই তাঁ'দের কথায় মনোযোগ দেয় নাই। যে মনোযোগ দিল, তাঁ'র উপকার হ'ল। বেণরাজা পরমার্থে উদাসীন ছিল ব'লে তা'র উপকার হয়নি। ঔদাসীন্য-দ্বারাও উপকার হয়,—প্রকৃত ভক্তের এরূপ ধরণের বিচার নয়। আবার বিরুদ্ধ-বিচারাবলম্বনে হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল, দন্তবক্রাদির প্রতিকূল-বিচার-গ্রহণেও সুবিধা হ'বে না, যেহেতু—"প্রাতিকূল্যাদ্য বর্জ্জনম্"ই বিধি। ভক্তের বিচার—বৈরাগী সাজ্‌তে, হ'বে ভোগী হ'তে হবে, এরকম নয়। "ন নির্বিণ্নো নাতিসক্ত" শ্লোক বিচার করা উচিত। ভক্তির স্বরূপ শতকরা ৯৯জন লোক না বুঝ্‌তে পেরেই এই সব অনুবিধায় প'ড়্‌ছেন। "আমি ভুক্তভোগ ক'র্‌ব, বেরেগার হ'ব বা ভোগ-ত্যাগ ক'র্‌ব, ত্যাগী হ'ব"—এই উভয় বিচার থেকে নিবৃত্ত হ'তে হ'বে, দু'টীই অবিচার; এজন্য এই বিচারে ভগবদ্ভক্তকে বুঝ্‌তে পারা যায় না।

বৈষ্ণব এ জগতের মধ্যে একজন পাওয়াও কঠিন। অনেকে দু'শ বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ ক'রে বসেন। এ সকল তথাকথিত বৈষ্ণব পাওয়া সোজা হ'লেও প্রকৃত বৈষ্ণব পাওয়া ভয়ঙ্কর সোজা নয়। বৈষ্ণবগণ ২৪ঘণ্টা হরিভজন করেন। আবার ২৪ঘণ্টা বিষয়কার্য্যে অভিনয় করলেও তাঁ'দের মধ্যেই হরিকথানুশীলন আছে। তাই হরিভজন-কারীদের মধ্যে কি জন্য কি কি কথা হচ্ছে, তা' অভক্তদের কাছে আগে-থেকে ভেঙ্গে ব'ল্‌লে ত' কাজ পণ্ড হ'ল। বাইরের লোককে ডাক্‌তেও হ'বে, আবার No admission

বল্‌তে হ'বে, মহৎ অভক্তরা যে যেমো ভাব্‌বে। সকলের অধিকার কিছু সমান নয়। বল্‌বার মত লোককে বলা যায়, সকলে বোঝে না। স্কুলে অনেক ক্লাশ; কোন ছেলে Full marks পেয়ে পরীক্ষায় ভাল পাশ করে, কোন ছেলে বা '০' Zero পেয়েও উঠেন হয়। ভক্ত-বৈষ্ণবগণ কি জন্যে কি কর্‌ছেন, তা' যদি অভক্তরা বুঝ্‌তেই পার্‌তো, তা' হ'লে ত' তা'রা বড়ই হ'য়ে যেত। ভোগী-ত্যাগী চিরকাল বিচার ক'রেও ভক্ত-ভগবানের আচার-বিচার বুঝ্‌বে না। শ্রীরামানন্দ রায় দোলায় চ'ড়ে বহুত বাজনা বাজিয়ে গোদাবরী-স্নানে আস্‌ছেন, শ্রীগৌরসুন্দর তখন সেখানে। গোদাবরী-পুলিনে গৌরসুন্দরের সঙ্গে তাঁ'র দেখা হ'ল। মহাপ্রভু তাঁ'কে আলিঙ্গন ক'র্‌লেন। বাইরের দৃষ্টিতে তখন রামানন্দ—রাজমন্ত্রীর গর্ব্ব, জাতিতে করণ, শূদ্রাধ্যা-প্রাপ্ত; আর মহাপ্রভু—সন্ন্যাসী, সুতরাং উভয়ের এ রকম মিলন লোকের কাছে অসমঞ্জস মনে হ'য়েছিল। সাধারণ লোকে বুঝ্‌তে পার্‌বে না:—"চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হ'য়ে কেন তাঁ'কে আলিঙ্গন ক'র্‌লেন? এঁর সঙ্গে এখন কি সম্বন্ধ আছে? গৃহ পরিত্যাগ ক'রে যিনি বেদোন্মাদে নৃত্য কর্‌ছেন, তাঁ'র এরূপ ব্যক্তির সঙ্গে কি প্রয়োজন?" যাঁ'রা বৈষ্ণব—হরিভজনের ভিতরে ঢুকেছেন, তাঁ'রাই জানেন যে, এ দু'জনের চিত্তবৃত্তি একই রূপ ছিল; কিন্তু রামানন্দের সঙ্গী কর্ম্মী ব্রাহ্মণেরা তা' বুঝ্‌তে পারেন নি; তাঁ'দের ধারণা—"গোদাবরী-স্নানাদির ফল পুণ্যার্জ্জন, রামানন্দ অজ্ঞই বড় বাজ, তাঁ'রা রামানন্দকে তদ্বিষয়ে সাবধান ক'র্‌বেন।"

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিতে সাধক মুগ্ধ বিচার-দ্বারা কেউ ভক্তির বিচার বুঝ্‌তে পারেন নি। ভক্তির বিরোধী—কর্ম্মী, তাঁ'দের ভক্তি বিদ্যা বা মিশ্রা, প্রকৃতপ্রস্তাবে ঋষি-গণের প্রাপ্য—অভক্তি। জ্ঞানীদেরও প্রাপ্য—অভক্তি। কর্ম্মী, জ্ঞানী—উভয়েই অভক্ত-পর্য্যায়ে গণিত। কিন্তু শুদ্ধ-ভক্তি সকল আত্মার নিত্য ধর্ম—স্বাভাবিক বৃত্তি। পিতা-মাতার নিকট হ'তে আমরা যে দেহ পেয়েছি, সেই দেহের ধর্ম—কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। যাঁ'রা বহির্জ্জগতের কার্য্যে—চিন্তায় অত্যন্ত ব্যস্ত, তাঁ'দের বুদ্ধিকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'ব্রাহ্মিয়া' সংজ্ঞা দি'য়েছেন। তাঁ'রা এই সব দেহের—দুনিয়ার গণ্ডী বা মনোধর্ম্ম Transcend ক'র্‌তে পারে নি। যাঁ'রা Phenomenal rangeকে Cross over ক'র্‌তে পারে নি, তা'দের বুদ্ধিই খাটিয়া। কুকর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাভিমানে করা হয়। সে-রকম অধিমানের কোন কাজই প্রশংসাই নয়। ভক্ত এ সকল বিচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করেন। কৃষ্ণ—অধোক্ষজ, অধোক্ষজের সেবার বৃত্তি অন্য প্রকার।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্য-সাযুজ্যমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যা'বার জন্যে সাযুজ্য বা সারূপ্যাদি মুক্তিবিচার খাটিয়াবুদ্ধিযুক্ত লোকের। এঁ'রা কৃষ্ণভক্তির কোন কথা বুঝ্‌তে পারে না। অভক্তি আর ভক্তি—এই দু'টো জিনিষ আলাদা। ভক্তি বা সেবা আত্মার বৃত্তি, তা'তে কোনপ্রকার মল প্রবিষ্ট হয় না। বহির্জ্জগতের এ সমস্ত শুন্‌তে বুঝ্‌তে অনেক দেরী। পারমার্থিক-শিক্ষা-লাভের যোগ্যতার জন্য প্রস্তাবনা Elementary knowledge দরকার, যেমন এম-এ পাশ না ক'র্‌লে Doctorate Thesis লিখ্‌তে দেওয়া হয় না, তদ্রূপ। ভারতীয় সন্ন্যাসবিধিতে বিরজা-হোম করবার পরে—সমস্ত দেবতা, পূর্ব্বপুরুষ ও নিজের সমস্ত প্রাকৃত অভিনিবেশের শ্রাদ্ধ কর্‌বার পরে অধোক্ষজের সেবা-লাভের যোগ্যতা হয়, বিরজা পার হ'য়ে যেতে হয়; সেখানে অভক্তিকে 'ভক্তি' ব'লে ভ্রান্ত বিচার হ'য়ে যা'বে, ভুল আর চুল-গোলা—ধাম আর নামাভাস—শ্রৌত আর অশ্রৌত-কেন্দ্রবিরোধি-পন্থাকে এক রকার ব'লে মনে হ'বে। "আমার বুদ্ধি বেশী, অন্যকে regulate ক'র্‌বো—এটা বৈধবিরুদ্ধ তর্কপথ। Challenging or assailing mood নিয়ে কোন কথা বল্‌তে গেলে নিজের Positionটাকে Strong ক'র্‌তে হয়। বহির্জ্জগতের সকল বিচারের মূলা ভুল—অন্ততপক্ষে, এটা না বুঝ্‌তে পার্‌লে ভক্তির কথায় প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। এক একজন লোক হোল ১০ গ্যালন ক'রে রক্ত খরচ ক'র্‌তে পার্‌লে তবে হয় ত' এক জনকে ভক্তির কথা বোঝান' যায়। এ কার্য্যে আমার একার শক্তিতে তা' কুলুচ্ছে না। আধ্যক্ষিক-সভ্যতায় জগৎকে যা' দিচ্ছে, তা'তে জগতের কোন উপকারই হচ্ছে না। ভক্তি-জিনিষটা আধ্যক্ষিকগণের এত সহজে বুঝে ফেল্‌বার জিনিষ নয়।

[অবশিষ্টাংশ পরবর্ত্তি-সংখ্যায় প্রকাশ্য]

জগতের বিজ্ঞব্রুব অজ্ঞসম্প্রদায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৩শ সংখ্যার পর)

"লোকস্য অজানতঃ বিদ্বান্ চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্"

(১২) কূপমণ্ডূক বা পল্লবগ্রাহি-সম্প্রদায়—ইহারা অনধিকার-চর্চ্চার কারবার করিয়া থাকে। ইহাদের তহবিলে কোনই বাস্তব-ধন বা সত্য-সিদ্ধান্ত নাই। উহারা অনাদিকাল হইতে জীবনে সদ্গুরু-পাদপদ্ম বরণ করে নাই, অথচ "Fools rush in where angels fear to tread"এর ন্যায় তাহারা তাহাদের পিতা, পিতামহ-তুল্য প্রাচীন, প্রবীণ এবং অপ্রাকৃত-জ্ঞানে বিতাদ্বিত আচার্য্যগণের প্রতি শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ নীচতাদি প্রয়োগ করিয়া থাকে —আচার্য্য ও বৈষ্ণবের অহৈতুক হরিসেবা, যাহা তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের সম্পূর্ণ অতীত বস্তু, তাহার সমালোচনা করিয়া থাকে। যদিও মহত্তম আচার্য্য ও তদ্দাস-সম্প্রদায় "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—এইনীতি-অবলম্বনে ঐ সকল ব্যক্তির দুঃসঙ্গ হইতে কায়মনোবাক্যে নিত্যকাল দূরে থাকেন, তথাপি পরমেশ্বর তাহা সহ্য করেন না। তাহারা অধিকতর বিষয়াসক্তি ও পাপময়-জীবন-যাপনরূপ নানাপ্রকার দৈব-দণ্ড প্রাপ্ত হয়; অথচ তাহারা দৈবী মায়ায় মোহিত হইয়া ঐ দৈব-দণ্ড যে তাহাদের অপরাধের ফল, তাহা বুঝিতে পারে না। জগতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, বহির্ম্মুখ-জনমতের প্রশংসা-প্রাপ্তি প্রভৃতি যে অপরাধের ভীষণ দণ্ড, ইহা তাহারা জানে না; বরং তাহারা মনে করে যে, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধ করিয়া তাহারা যখন অধিক সুখে আছে বা (বহির্ম্মুখ) লোকের দ্বারা প্রশংসিতই হইতেছে, তখন তাহাদের এই কার্য্য সমীচীনই হইয়াছে! ঐ সকল কূপমণ্ডূক-সম্প্রদায় হয় ত' বহির্ম্মুখ জনমতের নিকট শাস্ত্রের দুই একটী বিকৃত ও ভ্রান্ত কথা শুনিয়া, না হয় শাস্ত্রের দু' চা'র পাতা ভ্রম-প্রমাদাদি দুষ্টিতে পাঠ করিয়া যে-সকল অজীর্ণ রোগ-বিকার সংগ্রহ করে, তাহা লইয়াই তাহারা আচার্য্যের বাণী ও সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিতে বসে। এই সকল ব্যক্তি বস্তুতঃ কিছুই জানে না। এই সকল "অজানতঃ" লোকের কবল হইতে মঙ্গলকামী সরল ব্যক্তি-গণকে উদ্ধার করিবার জন্য বিদ্বান্ আচার্য্য নানাপ্রকার অপ্রাকৃত সাহিত্যরূপ সাত্বত-সংহিতা রচনা করিতেছেন।

এই সমস্ত অপ্রাকৃত সাহিত্যের ভক্তি-ভাষা-পরিভাষা আধাক্ষিক পল্লবগ্রাহী, "গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে" —এই নীতির কবলে কবলিত বদ্ধ মূর্খ জীব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সেই অনন্বয়, অনিশ্বা, অধোক্ষজ সাহিত্যের নিন্দা করিতে প্রস্তুত হয়। বস্তুতঃ ইহারা অধোক্ষজ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

(১৩) গণমত বহুমানকারি-সম্প্রদায়—জগতের প্রায় শতকরা শতজন বহির্ম্মুখ ব্যক্তিই এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা আচার্য্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তব-সিদ্ধান্ত, সত্যবাণী বা সাধুশাস্ত্রের বাক্যসমূহকে গণমতের সভাপতিত্বে বিচার করাইতে চাহে। গণমত সভাপতি বা সর্ব্বোচ্চ বিচারকের আসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সাধুশাস্ত্রের বাণীকে— সিদ্ধান্তকে আসামী-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে 'গ্রাহ্য' পাশ করিবে, তাহাই চির-সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে,—এইরূপ মত-পোষণকারী ব্যক্তিগণ শ্রৌতবাণী, শ্রৌতসিদ্ধান্ত বা অধোক্ষজে ভক্তিযোগের কোন কথাই জানে না। আচার্য্যের বাণী ও শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সমীপে আমাদিগকে উপনীত হইতে হইবে; কারণ, তাহা নিত্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যিনি যতই জগতের নিকট "হোম্‌রা-চোম্‌রা" হউন, কিংবা জগতের বিদ্যায়, প্রতিভায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে আসীন থাকুন, তিনি বা তাঁহারা সকলেই বদ্ধজীব। বদ্ধজীবসমষ্টি কখনও মহামুক্ত আচার্য্যের অধোক্ষজ ভক্তি-সিদ্ধান্তের ন্যায়-অন্যায় বিচার করিতে পারে না। "ভক্তি-সিদ্ধান্তে বা আচার্য্যের সিদ্ধান্তে ভ্রম-প্রমাদ আছে", এই— প্রকার সন্দেহের অবকাশই অধোক্ষজে ভক্তিযোগ-সম্বন্ধে যাহাদের কিছুই জানা নাই, সেই সকল বদ্ধজীবের হৃদয়ে স্থান অনুসন্ধান করিয়া থাকে। এক বা বহু বদ্ধজীবের বিচারের দ্বারা সত্য পরিচালিত বা নির্ণীত হইবে না। গণমতবহুমানকারি-সম্প্রদায়ের তাৎপর্য্যের অনৈক্যত্ব, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সিদ্ধান্তই সর্ব্বক্ষণ গ্রহণীয়—"আচার্য্যের যেই মত, সেই মত সার।" "মহাজন যেই কহে, সেই সত্য মানি।" "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের সার। তিঁহো যে কহয়ে

বস্তু, সেই 'হরি—সার।' অজ্ঞানতঃ' লোকের সঙ্গ ইহাকে গোঁড়ামী মনে করিতে পারে। কিন্তু বাস্তব ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সত্যকে স্বীকার করা গোঁড়ামী বা অন্ধ-বিশ্বাস নহে। তাহাকে বরণ না করাই জগতের গোঁড়ামী—জগতের প্রতি অন্ধবিশ্বাস। "ছলনাই ঠিক, আর বাস্তব-সত্য ঠিক নহে," —এই গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করাইবার জন্য 'অজ্ঞানতঃ' লোকের প্রতি দয়াবান্ আচার্য্য সাত্বত-সংহিতার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন।

(১৪) **মনোধর্ম্মোদ্ভূত-সম্প্রদায়**—জগতে অসংখ্য প্রকারের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা আত্মবস্তুর কথা বা অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের কথা কিছুই জানে না বলিয়া বহির্ম্মুখ মনের উচ্ছ্বাস ও কাম যে-দিকে তাহাদিগকে চালিত করে, তাহারা ঐ সকলকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে ও প্রচার করিয়া থাকে। এই প্রকার মনোধর্ম্মোদ্ভূত-সম্প্রদায় হইতে Apotheosis বা মনুষ্যে-দেবারোপবাদ (আধুনিক অবতারবাদ) clystism, psilanthrophism বা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। কেহ আপনাকে গৌর + নিত্যানন্দ + শুক্ল = গৌর-সুন্দর হইতেও বড় (?), কেহ আপনাকে ছড়া গানের প্রবর্ত্তক ভগবান্ (?), কেহ বাউল-ধর্ম্মের সর্ব্ববর্ত্তা হইয়া আপনাকে কৃষ্ণ (?), কেহ মহাসমন্বয়াচার্য্য যুগাবতার প্রভৃতি কত কি প্রচার করিতেছে। এই সকল মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় মনোধর্ম্মের দ্বারা অদ্বৈতব বাস্তব ভাগবত-সিদ্ধান্তকে কখন ও 'ভাল', কখনও বা 'মন্দ' বলিতেছে।

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥

এই সকল মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় বস্তুতঃ অধোক্ষজে ভক্তি-যোগের কথা কিছুই জানে না, যদিও জগতের অধিকাংশ 'অজ্ঞানতঃ' লোকের মধ্যে উহাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া বহুমান করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। এজন্য সরল আত্মবঞ্চনকামী ব্যক্তিগণের বোধের সৌকর্য্যার্থ আচার্য্য সাত্বত-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া থাকেন; তাঁহার প্রচারিত সেই সাত্বত-সিদ্ধান্তে মনোধর্ম্মোদ্ভূত সম্প্রদায়ের ঘুণ ক্রুকী ও কপটতা ধরা পড়ে বলিয়া উহারা মঙ্গলপ্রচারককে নানাভাবে আক্রমণ ও হেয় করিবার চেষ্টা করিলেও পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্য অকুণ্ঠ উচ্চকণ্ঠে সাত্বত-সংহিতার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া থাকেন।

(১৫) **"ভাল করতে না পারি, খারাপ করতে পারি" নীতির যাজক-সম্প্রদায়**—জগতে কতকগুলি ব্যক্তি আছে, তাহারা কোন সত্য বিষয়ে যোগদান বা জগতের যথার্থ উপকারী অকৃত্রিম সাধুবৈষ্ণবগণের হরিসেবা-কার্য্যের কোনরূপ সহায়তা করিতে পারে না; কিন্তু কোথাও কোন পাষণ্ডপ্রকৃতির ব্যক্তি যদি ঐ সকল ভুবন-মঙ্গল অকৃত্রিম সাধুগণের অবৈধ নিন্দাদি কার্য্যে রত হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ তাহাতে যোগদান করিয়া পাষণ্ড-সম্প্রদায়ের দল-বল বৃদ্ধি করিবার জন্য পরম উৎসাহ প্রকাশ করে এবং সাধুর নিন্দা গাহিবার জন্য পঞ্চমুখ হইয়া পড়ে। ইহারা সাধুর ভাল উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু সাধুর প্রতি মক্ষিকা-বৃত্তি প্রদর্শন করিতে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে উদ্গ্রীব হইয়া পড়ে। ইহারা সাধুগণকে একটী party (অভিসন্ধি-যুক্ত পক্ষ) এবং অসাধু, বহির্ম্মুখ, কুটচরিত্র মতলববাজ হীন-চরিত্র ব্যক্তিগণকে নিরপেক্ষ ও পরম প্রামাণিক জ্ঞান করিয়া অকৃত্রিম সাধুগণেরই দোষ, ত্রুটী, ভ্রম, পক্ষ-পাতিত্ব ও গোঁড়ামী প্রভৃতি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া থাকে। ইহারা সাধুর সেবা-কার্য্যে নাই, সাধুজীবন-যাপনে নাই, হরিসেবার চতুঃসীমানার মধ্যে নাই; কিন্তু গৃধিনী-শকুনির ন্যায় সাধু-নিন্দাগন্ধাভাস কোথাও পাইলেই ঝাঁকে-ঝাঁকে দলে-দলে উড়িয়া আসে এবং তাহার আলোচনায় পরম আমোদ-আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। এই সকল ব্যক্তি সত্যের কিছুই জানে না। এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অনেক সময় বলিয়া থাকে,—জগতের এত বহির্ম্মুখ লোক,—যাঁহারা জাগতিক হোম্‌রা-চোম্‌রা বা কপট বৈষ্ণবতার সিদ্ধ-মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কিছুই জানেন না, আর মাত্র কতিপয় ব্যক্তির সেবিত একজন 'আচার্য্য'—যাঁহার পক্ষে কোন জাগতিক লোক নাই, সেই একজন ব্যক্তিমাত্র সত্য জানিবেন,—ইহা কখনও হইতে পারে না! ইহাদের ধারণা,—কপটতার দল যখন বড়, তখন কপটতাই সত্য, আর আচার্য্যের সত্য-বাণীর গ্রাহকগণ যখন কপটদলের কেহই নহে, তখন অদ্বৈতব সত্যই অসত্য! এই সকল 'অজ্ঞানতঃ' ব্যক্তি-গণের সঙ্গদোষের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া জগতের বহির্ম্মুখতা-প্রবণ সরল ব্যক্তিগণ সত্য হইতে ভ্রষ্ট না হন, এজন্য আচার্য্য সাত্বত-সংহিতার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া থাকেন।

(১৬) ভবঘুরে-সম্প্রদায়—ইহাদের কোন দিনই অকৃত্রিম ভক্তপাদপদ্মের আনুগত্যে হরিসেবা করিবার মত চিত্তের ধৈর্য্য নাই। তাহারা সর্ব্বদাই উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করিতে করিতে এরূপ চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, স্বতন্ত্রতা-ব্যতীত আর কোন ভাল কার্য্যে তাহারা সহানুভূতি বা আদর প্রদর্শন করিতে পারে না। তাহাদের কোনও ভাল engagement না থাকায় তাহারা সাধুর অধোক্ষজ ভক্তিযোগ বা সেবা-বৃত্তিকে বুঝিতে না পারিয়া সাধুর নিন্দা-কার্য্য বা দ্বিপ্রাবেষণকেই তাহাদের engagement করিয়া লয় ও ঐরূপ পাষণ্ডতার দ্বারা তাহাদের বেকার-সমস্যার কোন সমাধান হয় কি না, তদ্বিষয়ে চেষ্টান্বিত হয়। সাধুর নিন্দাকার্য্য করিলে যদি কোন Interested অপস্বার্থপর বিষয়ী বা ধনী বিংবা তৎসম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তোষণ হয়, তবে ঐ ধনি-সম্প্রদায় হয় ত' অর্থাদির দ্বারা ভবঘুরেকে সাময়িক সাহায্য করিতে পারে, এই আশার আলোয় মুগ্ধ হইয়া ঐরূপ ব্যক্তি অনেক সময় সংবাদপত্রের সম্পাদকের অভিনয়, কখনও বা প্রচারকের অভিনয় প্রভৃতি করিতে প্রস্তুত হয়, অথচ বহির্ম্মুখ লোক-গুলিকা তাহাদের বহির্ম্মুখতার স্বাভাবিক প্রবণতায় ঐরূপ ভবঘুরের কথারই অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আচার্য্য, সাধু ও বৈষ্ণবকেই ভ্রান্ত ও মোহী সাব্যস্ত করে। এইরূপ 'অজ্ঞানতঃ' লোকের দ্বারাই এই বহির্ম্মুখ দুনিয়া পরিপূর্ণ। ইহাদের কবলে যাহাতে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু-গণ পতিত না হন, তজ্জন্য বিদ্বান্ আচার্য্য শ্রৌতজ-সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রচার করিতেছেন।

(১৭) কৃত্রিম স্বদেশ-প্রেমিক-সম্প্রদায়—দেহ-সর্ব্বস্ববাদ বা ইন্দ্রিয়তর্পণবাদকেই যাঁহারা পরাৎপর সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর ব্যক্তি তথাকথিত "স্বদেশ-প্রেমিক" হইয়া পড়েন। আমাদের নিত্য ও প্রকৃত স্বদেশ কোন্‌টী, তাহা ইন্দ্রিয়তর্পণবাদের ধূলি চক্ষে দিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারেন না এবং কেহ বুঝাইতে আসিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দুইটী শিং বাহির করিয়া মঙ্গলোপদেষ্টাকে আক্রমণ করিতে আসেন। ইহারা ইন্দ্রিয়তর্পণের সুবিধা বা ভোগকেই সারাৎসার জানিয়াছেন। ইহাদের যুক্তি—"আগে দেশোদ্ধার, পরে 'কালতো' সময় থাকিলে ধর্ম্ম"। ধর্ম্মকে ইহারা বাদ দিয়াই রাখিয়াছেন, আর ইহাদের ধর্ম্মের ধারণাও তদ্রূপই। কাহাকে অনৈতিক ও নিতান্তধর্ম্ম বলে, তাহা ইহারা কিছুই জানেন না, শোনেনও নাই, শুনিবার প্রয়োজনও বোধ করেন না। ইহাদের ধারণা,—ধর্ম্মটা মানবের কল্পিত আখেরের দিনে মনকে সান্ত্বনা-প্রদানের একটা আকাশকুসুম। কাজেই সেই কল্পিত ভোগ্য ব্যাপার অপেক্ষা প্রত্যক্ষ ভোগকেই আগে গাঢ় করিয়া ধরা চাই। এই সকল স্বদেশ-প্রেমিকের গণের যিনি যতই জগতের নিকট হইতে "বাহবা"র উপঢৌকন প্রাপ্ত হউন না কেন—যিনি যতই আত্মোৎসর্গ-কারী, মহান্ ত্যাগী, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুকৃতি বা মহাপুরুষ বলিয়া বহুমানিত হউন না কেন—যিনি যতই লাঞ্ছনা, কারাগৃহাদি বরণ বা শারীরিক কৃচ্ছ্রতা, তপস্যাদি প্রদর্শন করুন না কেন, তিনি বা তৎসম্প্রদায়ীয় ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ববাদী বাতীত আর কিছুই নহেন। অতএব ভোগই তাঁহাদের মূলমন্ত্র। সেই ভোগকে কেহ ব্যষ্টিগত গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিতে চাহেন, কেহ বা অধিক চতুরতা প্রকাশ করিয়া সমষ্টিগত গণ্ডীতে ছড়াইয়া তাহার মধ্যে আপনার স্থূল বা সূক্ষ্ম (প্রচ্ছন্ন) ভোগের ভাগ বসাইয়া থাকেন। ইহারা ভোগের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া কখনও ত্যাগী সাজেন, আবার তৎপরবর্ত্তিকালে পুনরায় ভোগী হইয়া পড়েন। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"—নিত্য স্বদেশের এই মূলমন্ত্রটী তাঁহারা কখনও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না; কেহ কেহ বা আবার ঐ সকল কথা কেবল মুখে মুখির মত বলিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়েন। ইহারা স্বদেশ-প্রেমিকতা বা বিদেশ-বিদ্বেষ দেখাইতে গিয়া সঙ্কীর্ণ সাম্প্র-দায়িক হইয়া ত' পড়েনই, এমন কি, অধিকাংশ সময়ই তাঁহারা প্রকৃত নিত্য-স্বদেশ-প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায়কে 'ভণ্ড' ও 'বৃথাকার্য্যে সময়ক্ষেপণকারী' প্রভৃতি বলিয়া মনে করেন এবং নিজেদের কপটতা ও স্থূল কুব্যবসাতুল্য কার্য্যে সময় নষ্ট করাকেই অধিকতর বুদ্ধিমত্তার আবর্ণ বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। এই সকল 'অজ্ঞানতঃ' লোকের কবলে ও ইহাদের বাগ্‌বৈখরীর উত্তেজনায় অনেক সরল-প্রাণ ব্যক্তি পশুর ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন করেন। সেই সকল 'অজ্ঞানতঃ' লোকের আপাত্ পুষ্পিত কথার বিষবৃক্ষের ফল হইতে মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য—প্রকৃত নিত্য-প্রেমের—স্বদেশের কথা—যে স্বদেশ প্রত্যেকেরই স্বদেশ—

এইরূপ এক সার্বভৌমিক স্বদেশের কথা অনভিজ্ঞ লোক-দিগকে জানাইবার জন্যই বিদ্বান্ আচার্য্য সার্বতন্ত্রবাদী কীর্ত্তন করিতেছেন।

(১৮) **গুরুদ্রোহী বা গুরুর দ্বারা বর্জ্জিত-সম্প্রদায়**—এক শ্রেণীর কপট ভোগী ও আধ্যক্ষিক ব্যক্তি-গণ তাহাদের ভোগ-চরিতার্থতার সুবিধা হইবে মনে করিয়া অনেক সময় গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি স্বতন্ত্রতায় ঐরূপ অপব্যবহার হইতে যদি কোন প্রকারে মুক্ত হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারে,—এই উদ্দেশ্যে অহৈতুক করুণাসিন্ধু লোকাচার্য্য উহাদিগকে আন্তরিকভাবে দূরে রাখিয়া বাহ্যতঃ কোন কোন কার্য্যে তাহাদিগকে সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সুবর্ণ-সুযোগে যে অমৃত-ফলের ক্ষেত্রকর্ষণ সম্ভব হইতে পারে, তাহা উপেক্ষা করিয়া ঐ সকল ভোগী ব্যক্তি তাহাদের ভোগ-চরিতার্থ হইল না দেখিয়া গুরু-বৈষ্ণব-বর্গের প্রতি দুর্ব্বুদ্ধি-মূলে গুরুদ্রোহ এবং বৈষ্ণবদ্রোহ আরম্ভ করে। তখনই তাহারা বৈষ্ণবগণের দ্বারা অকপট-বৈষ্ণব-সমাজের চতুঃসীমানা হইতে চিরতরে বহিষ্কৃত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের দ্বারা বর্জ্জিত হইয়া, অত্যন্ত হতভাগ্য অপরাধী, নরক-পথের পথিক ঐ সকল ব্যক্তি (ইংরাজী ভাষায় যাহাদিগকে Renegade বলে) গুরু-বৈষ্ণবের অধিকতর নিন্দায় প্রমত্ত হইয়া পড়ে। এই সকল গুরু-বর্জ্জিত ব্যক্তি অধোক্ষজের সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ অর্থাৎ গুরু বৈষ্ণবের হরিকীর্ত্তনের আন্তরিক উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহারা চির-বৈষ্ণব-আচার্য্য-বিদ্বেষি-ব্যক্তিগণকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের মৎসরতা চরিতার্থ করিবার ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া লয়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-ব্যক্তিগণ ঐরূপ Renegade শ্রেণীকে আসল 'পাণ্ডা' না দিয়া অনেক সময় তাহাদের নিকট হইতে স্ব-স্ব কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইবার চেষ্টা করে। এইরূপ উভয় কপটদলের মিতালি নিজেদের মাৎসর্য্যানল-বর্দ্ধন-ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গলের কারণ হয় না। যাহারা প্রকৃত আচার্য্য-বর্গের অহৈতুক ভুবন-মঙ্গলময় পরম মঙ্গলের কথা কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহারা ঐ সকল ব্যক্তির পরামর্শ ও চীৎকার শুনিয়া প্রকৃত সাধু ও বৈষ্ণবের নিকট অভিগমনে বিরত হইয়া থাকে। সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং 'অজ্ঞানতঃ' লোকের মঙ্গলের জন্য বিদ্বান্ আচার্য্য তখন সাধারণের হাটে ইহাদের কপটতার হাড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়া সার্বত-সিদ্ধান্ত প্রচার করেন।

(১৯) **চরিত্রহীন-সম্প্রদায়**—ইহারা কখনও প্রকৃত আচার্য্য, গুরু, বৈষ্ণব প্রভৃতি সত্যবস্তুকে চিনিতে সমর্থ হয় না। ইহারা নিজেরা চরিত্র হীন হওয়ায় নিকলঙ্ক সাধু-গুরু-বৈষ্ণবও তাহাদেরই মত বৃত্তিবিশিষ্ট না হইলে থাকিতেই পারেন না,—এরূপ কল্পনা করে। চরিত্রহীন-সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের আপাততঃ প্রাণে-প্রাণে মিল হয় বলিয়া তাহারা চরিত্র-হীনতাকেই বৈষ্ণবতা ও চরিত্র-হীন-সম্প্রদায়কেই তাহাদের আদর্শ সাধু-গুরু-বৈষ্ণব বলিয়া থাকে; ইহারা অকপট, অনবদ্য, অপ্রাকৃত, পরম পবিত্র বৈষ্ণব-চরিত্রকে হিংসাবশে নিন্দা করে এবং তাহাদেরই মত সম-চরিত্র ব্যক্তিগণকে পরম সাধু ও বৈষ্ণব বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। যাহারা অধোক্ষজকে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের কথা অকৃত্রিম সাধুর নিকট শ্রবণ করে নাই, তাহারাই ঐ সকল ব্যক্তির ধোঁকা দেওয়া কথায় পড়িয়া যায়। এই সকল 'অজ্ঞানতঃ' লোকের মঙ্গলের জন্যই বিদ্বান্ আচার্য্য সার্বত-সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া থাকেন।

(২০) **'তিজাবিড়াল'-ব্রতধৃক্-সম্প্রদায়**—ইহারা বাহিরে বকধার্ম্মিকের ন্যায় যেন কিছুই জানে না, এইরূপ ভাব দেখায়। বৈষ্ণবগণ ইহাদের হৃদয়-গ্রন্থী ছেদনের উদ্দেশ্যে ইহাদিগকে কপটতা-পরিবর্জ্জনের কথা তীব্রভাবে বলিলেও ইহারা তাহাতে উচ্চবাচ্য না করিয়া নিষ্পৃহের ন্যায় ঐ সকল কথা নিঃসঙ্গে হজম করিয়া যায়, যাহে তাহারা কোনই বিশেষ প্রতিবাদাদি করে না। কিন্তু ইহাদের অন্তর আরেয়গিরির ন্যায় অকৃত্রিম সাধুগণের বিরুদ্ধে অভিযান প্রস্তুত করিতে থাকে। সদুপদেশ-প্রদানকারী সাধুগণের পরহুখে ব্যথিত হৃদয়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাদের মনোযোগসঙ্গ-ছেদনকারী উক্তির প্রতিশোধ লইবার জন্য ইহারা ভিতরে ভিতরে অনেক ষড়যন্ত্র ও মতলব আঁটিতে থাকে এবং তাহাদের গভীর মধ্যে সমজাতীয় ব্যক্তিগণকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের মধ্যে ভুবের ঘুণ্-ঘুণে আগুনের ন্যায় অন্তরে-অন্তরে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ সঞ্চারিত করিতে থাকে।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণের অন্তর অনুসন্ধান করিলে সকলের মূলেই আক্ষেন্দ্রিয়-তর্পণপর চেষ্টা দেখিতে

পাওয়া যায়। ইহারা জগতের ভোগ ও ত্যাগের কথাই শুনিয়াছেন এবং সেই সারল্যে ও পারিপার্শ্বিকতায় লালিত-পালিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা তাঁহাদের ঐ জাতিস্মরতা ও জড়ীয় সিদ্ধিলব্ধ-জ্ঞানে অধোক্ষজে ভক্তিযোগের কথাও মাপিয়া লইতে চাহেন। বস্তুতঃ ইহারা অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের কথা কিছুই জানেন না। কেননা, তাঁহারা এই অধোক্ষজের প্রতি অনাদিকাল হইতেই বধির রহিয়াছেন। এই জগৎ এইরূপ 'অজ্ঞানতঃ' লোকের সংখ্যাতেই পরিপূর্ণ। যাহারা অনুমানকে অতিক্রান্ত করিয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাবাক্যকে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-লীলায় ব্যাসের "বিষয়-জ্ঞাতৃ-সব কিছুই না জানে" বাক্যকে লঙ্ঘন-পূর্ব্বক সবজান্তা-অভিমানে অতীন্দ্রিয়কেও মাপিয়া লইতে চাহে, তাহাদের ছলভিসন্ধি-বিনাশের জন্যই বিদ্বান্ ব্যাস স্বীয় আচার্য্যদেব নামা আকারে সাধুসিদ্ধান্ত প্রচার করিতেছেন। কোনও না কোনও দিন কোনও না কোনও পরম সুকৃতিমান্ ব্যক্তি এই সকল একান্ত অকৃত্রিম অকৈতব সত্যের কথা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবে ও তাহা বহুলোকের নিকট কীর্ত্তন করিয়া ধন্য-পরম্পরা বিস্তার করিবে।

লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-প্রসঙ্গ

(বিমান-ডাকে প্রাপ্ত)

গত ১৭ই জুন তারিখে লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর বন মহারাজ এটর্ণি Mr. R. S. Nehra মহোদয় এবং ১৮ইজুন লণ্ডনের প্রসিদ্ধ এটর্ণি Mr. H. S. L. Polak মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা লণ্ডনে গৌড়ীয়-মঠের প্রচারে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১৯শে জুন ত্রিদণ্ডিস্বামিজী Wisdom of the East Series-এর প্রকাশক Dr. L. Cranmer Byng মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি একজন বিদ্বান্ সাহিত্যিক ও গ্রন্থ-প্রকাশক। তিনি স্বামিজীকে "পাশ্চাত্যে গৌড়ীয়-মঠের প্রচার্য্য বিষয়" সম্বন্ধে একটী পুস্তক রচনা করিতে বলেন এবং উক্ত পুস্তক রচিত হইলে; ২০০০০ খণ্ড মুদ্রিত করিয়া আমেরিকা ও য়ুরোপে বিস্তৃত-ভাবে প্রচার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ঐ দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামিজী Rev. Father Wigram (of the Anglo Catholic church) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি একজন ধর্ম্মযাজক ও খ্যাতনামা ধর্ম্মপ্রচারক। তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ স্বামিজীর "গুরুতত্ত্ব" বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল।

গত ২১শে জুন স্বামিজী Dr. William Paton, General Secretary, International Missionary Council মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গৌড়ীয়-মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ঐ দিবস স্বামিজী Theosophical Society-র Mr. Lee মহাশয়ের সহিত Fellowship Club-এ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি আগামী মে মাসে Fellowship Club-এ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের দুইটী বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

গত ২২ শে জুন ত্রিদণ্ডিস্বামিজী Dr. G. E. Neumann, Asst. Secretary, Anglo German Academic Bureau মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণকে জার্ম্মানীতে প্রচার-কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ঐ দিবস Dr. C. O. Garthe নামক একজন জার্ম্মান-দেশীয় প্রাচীন ভদ্রমহোদয়ের সহিত স্বামিজীর আলাপ-পরিচয় হইলে তিনি জার্ম্মানীতে প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২৩ শে জুন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজ তার সামুয়েল ও লেডির তথা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের বার্কশায়ারস্থ "গ্রাম্‌স্টেড" নামক স্থানে অবস্থিত বাস-ভবনে গিয়াছিলেন। এই স্থান লণ্ডন হইতে ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত। তথা হইতে অক্সফোর্ডস্থ Keble College-এর Warden Dr. Beresford James Kid মহাশয়ের সহিত স্বামিজী সাক্ষাৎ করেন। তিনি স্বামিজীকে পুনরায় অক্টোবর মাসে আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

Dr. Farnk Buchman, Leader of the Oxford Groupe অক্সফোর্ডের ভাবী কনফারেন্সে স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ঐ সময় সমগ্র পৃথিবীর ডেলিগেট (নিমন্ত্রিত প্রতিনিধি)-গণ উপস্থিত হইবেন, সুতরাং তাঁহাদের সহিত গৌড়ীয়মঠের প্রচারককে তিনি পরিচিত করাইয়া দিবেন।

আগামী নভেম্বর মাসে লণ্ডনের বাহিরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের নিমন্ত্রণ আসিতেছে। Secretary of the German Academy জার্ম্মানীর ২৮টী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রচারকগণের বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

লণ্ডনস্থ গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণকে Exeter বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তথায় বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রচারকগণের পাথেয় ও ব্যয়ভার বহন করিতেও স্বীকৃত হইয়াছেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয় প্রচারকগণকে তাঁহার গৃহে অভ্যর্থনা করিবেন।

বিগত ১লা জুলাই ব্রহ্মদেশের Mr. R. K. Mehta ব্রহ্মদেশের Mr. D. C. Mukherjee, Mr. P. K. Mittra লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামিজী মহোদয়গণের সহিত বৈষ্ণব-দর্শন, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

ঐ দিবস মধ্যাহ্ন ১২টার সময় একজন আমেরিকা-মহাদেশীয় বিদুষী মহিলা Miss Rommane, Secretary Bahai Movement শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের দর্শনাভিলাষী হইয়া লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে আগমন-পূর্ব্বক গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে বহুকথা অবগত হইয়াছিলেন।

গত ১১ই জুলাই ভারত কমিশনার Sir B. N. Mitter মহোদয় বর্ত্তমান বড়লাট-পত্নী Lady Willingdon এর অভ্যর্থনা-সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক-ব্রহ্মকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

গত ১২ই জুলাই Miss Margaret Farquharson শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজকে H. H. The Aghakhan মহাশয়ের সহিত পরিচিত করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে হাইড্ পার্ক হোটেলে আয়োজিত একটী সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন।

গত ১৩ই জুলাই বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট Hampton Court Palace এ আহূত একটী সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

গত ১৫ই জুলাই Lambeth Palace এ মহামান্য Archbishop of Canterbury ত্রিদণ্ডিস্বামী পরিব্রাজক শ্রীপাদ বন মহারাজকে বহু সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

মাননীয় লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের পত্র

বিগত ১৫ই জুন (১৯৩৩) তারিখে মাননীয় মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শিক্ষা"-বিষয়িণী বক্তৃতা-শ্রবণ-কালে বক্তৃতার কথাগুলি কেবল বায়ুরাশিতে বিলীন হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া ঐ বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া দিবার জন্য শ্রীমদ্ বনমহারাজকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে স্বামিজী মহারাজ স্বীয় বক্তৃতা লিখিয়া দিবার পর বিদ্যোৎসাহী সজ্জন ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর-বাহাদুর মাননীয় লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় শ্রীমদ্ বনমহারাজকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন,—

My dear Swamiji London, 19. 6. 33

It is very kind of you to have sent me a summary of your address at 17 Bedford Square; I much appreciate your kindness in doing so. Your address gave me much pleasure and I am sure, excited much interest. Pray accept my good wishes for your work in this country.

Yours sincerely,
Sd. Zetland.

(তাৎপর্য্য)

প্রিয় স্বামীজি, লণ্ডন, ১৯শে জুন (১৯৩৩)

১৭নং বেড্‌ফোর্ড-স্কোয়ারস্থ ভবনে আপনার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দয়া করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, এজন্য আমি অনুগৃহীত হইলাম। আপনার বক্তৃতা আমাদের আনন্দ বিধান করিয়াছে এবং আমার বিশ্বাস, উহা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে আগ্রহ জাগাইয়াছিল। এ প্রদেশে আপনার প্রচার-কার্য্যে আমার শুভেচ্ছা আছে,—ইহা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক অবগত হইবেন।

বিনীত
(স্বাঃ) জেট্‌ল্যাণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১শ খণ্ড | শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৩ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৪০; ২৯শে জুলাই ১৯৩৩ | ৫০শ সংখ্যা

বর্ষশেষে পুনরাবৃত্তি

"গৌড়ীয়ে"র প্রচারের একাদশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইল। বর্ত্তমানে যাহাকে 'যুগ-প্রগতি' বলে, তাহাকে গৌড়ীয় কতটা সার্থক করিয়াছেন, তাহার হিসাব-নিকাশের প্রকৃত সময় এখনও আসে নাই। কারণ, মানুষ যখন পতনের নক্ষত্র-বেগের মধ্যে আপনাকে বলি দেয়, তখন সেই উন্মাদিনী উত্তেজনার পতনকেও 'প্রগতি' বলিয়া মনে করে এবং বিবেকের শুভ কশাঘাতের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ এক রক্ষাকবচের কপট অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয়।

ঐরূপ যুগ-প্রগতির স্রোতে আত্মহারা গণমতকে যদি ত' "গৌড়ীয়ে"র তাব-ভাষা তুষ্ট করিতে পারে নাই বা পারিবে না। কিন্তু যাঁহারা নিত্যস্বদেশের দিকে অকৃত্রিম বাস্তব প্রগতিকে অকপট প্রাণে অভিনন্দিত করিতে চাহেন, "গৌড়ীয়" তাঁহাদের পথের অনেক অর্গল ও কণ্টক দূর করিবার কর্ত্তব্যের ত্রুটী করেন নাই। এই বাস্তব কথাটী সেই পথের পথিকগণ নিশ্চয়ই অনুধাবন করিলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

গণতন্ত্রিকার প্রবাহে ও আবর্ত্তে বাস্তব সত্যের ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া ফেলিবার যে বাহুময়, তাহাকে "গৌড়ীয়" প্রগতি না বলিলেও উহার বিকৃত ধারণাকে প্রতিরোধ করিয়া বাস্তব সত্যের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য গৌড়ীয়ের স্তম্ভে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-মুখপদ্ম-বিগলিত যে-সকল বাণী-সম্পুট সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই একদিন না একদিন এই পতনের পুষ্পিত পিচ্ছিল পথের প্রগতি-ধারা হইতে মানবের বিচারকে উদ্ধার করিয়া বাস্তব সত্যের প্রগতির পথের ধ্রুবতারা বলিয়া গৃহীত হইবে।

একাদশ বর্ষে "গৌড়ীয়" আন্তর্জাতিক চিন্তাস্রোতের সাহিত্য-প্রগতির ধারার গতি পরিবর্ত্তনের জন্য বিশেষতঃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গৌড়ীয়-বাক্যে আপনাকে সম্প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রবন্ধাকারে যে-সকল শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, বর্ষশেষে আমরা তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া স্বাধ্যায়ের অবিস্মৃতি ও দৃঢ়স্মৃতি-লাভের আশা পোষণ করিতেছি।

একাদশ বর্ষের প্রারম্ভে "একাদশ প্রারম্ভিকা" প্রবন্ধে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাণীর মধ্যে "হরিসঙ্গনিকলঙ্ক, তৎ-পরিত্যাগ, সৎসঙ্গ-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা-নির্দ্দেশ এবং সাধুর নিত্যানন্দযুক্ত চিত্তের বাক্যসমূহই গৌড়ীয়ের উপকরণ"—ইহা শ্রবণ করি। "হরিকথা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে চিত্ত হরি-দ্বেষের তারতম্যক্রমে উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে" ইহাও জানিতে পারি। শ্রীগুরুমুখপদ্মবাণীর মধ্যে আমরা আরও শুনিতে পাই,—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিতগণ সাময়িক পত্র "গৌড়ীয়ে"র মুখেই সচ্চিদানন্দের সেবা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যদেশীয় ধর্ম্মবিশেষের রীতিতে অবসরকালে ভগবানের উপাসনার জন্য উপাসনা-মন্দিরে ভগবৎকথা-প্রসঙ্গের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তৎপূর্ব্ব দিবসেও হরিকথা হইতে বিরত না হইবার জন্য প্রতিসপ্তাহে উক্ত দিবসে গৌড়ীয় আবির্ভূত হন। কেবল-মাত্র ছয় দিবস অন্তর এক দিবস ভগবৎ-কথার দিন যাপন না করিয়া সপ্তাহের সপ্ত দিবসই প্রবলভাবে হরিকথার আন্দোলন হওয়া আবশ্যক।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই বাণী হইতে আমরা যে শিক্ষালাভ করি, তাহাতে প্রতি সপ্তাহের প্রতি শনিবারে "গৌড়ীয়ে"র কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে তৎপর দিবস রবিবার-দিন মৌন হইয়া থাকিবার বা জাগতিক বিষয়-কথা ও চেষ্টা হইতে বিরত হইবার ছার সেই দিবস কৃষ্ণ-বিষয়ক কথা ও চেষ্টা হইতে বিরাম-লাভের উপায় নাই, বরং কীর্ত্তন শ্রবণের পর পরবর্ত্তী ছয় দিবস আমাদের হৃদয়ে শ্রুতবিষয়ের অনুকীর্ত্তন বা পুনরাবৃত্তি করিবার প্রবলভাবে আন্দোলন হওয়া আবশ্যক। শনিবারে যাহা শুনিব, তাহাই ছয়দিন ধরিয়া কীর্ত্তনমুখে আন্দোলন করিতে থাকিব এবং আবার পরের শনিবারে "গৌড়ীয়" আমাদের নিকট কীর্ত্তনের নূতন সন্দেশ লইয়া উপস্থিত হইবেন। এইরূপ কীর্ত্তন-চক্রের মধ্যে আমাদিগের জীবনকে স্থাপন করিতে পারিলে শ্রীগৌর-সুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে আমাদের যথার্থ অধিকার লাভ হইবে। ঐ সাতদিনের মধ্যে আমরা কীর্ত্তনের ধুয়া হারাইয়া না ফেলি, এজন্য আবার "দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ" আমাদের নিকট নিত্য নব সন্দেশ লইয়া উপস্থিত হন। সপ্তাহের পর প্রতি-পূর্ণিমা ও অমাবস্যান্তে "ভাগবত"-পত্র পাক্ষিক অবতাররূপে উদিত হন। আবার পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ব্যবধানে হরিকথা ভুলিয়া না যাই, তজ্জন্য প্রতি একাদশীতে "পরমার্থী" উৎকলের উদয়াচলে উদিত হইয়া থাকেন। আবার দুই পক্ষকে সম্মিলিত করিবার জন্য ঐক্যতানের গান গাহিয়া "Harmonist" বা "সজ্ঘন-তোষণী" প্রতিমাসেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী কর্ণকুহরে ঢালিয়া দেন। আবার সুদূর আসামের পার্ব্বত্য ও বনময় ভূমি মুখর করিয়া প্রতিবাসে "কীর্ত্তনে"র মাদল বাজিতে থাকে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম এইরূপে আমাদিগকে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের ব্যূহ রচনার জন্য সময়ের প্রত্যেক পল-অনুপলকে হরিকথা-কীর্ত্তনের দ্বারা সার্থক করিয়া অযথাকালক্ষয়-সংরক্ষণ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন; যেন মুহূর্ত্তের জন্যও মায়াদেবী কোন বহির্ম্মুখ ছিদ্রের সন্ধান প্রাপ্ত না হন।

দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক হরিকথা কীর্ত্তন আমরা বৎসরের শেষে ভুলিয়া না যাই, এইজন্য "গৌড়ীয়ে"র বর্ষারম্ভে আবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের যাদব্যাপী বার্ষিক-কীর্ত্তন-মহামহোৎসব আরম্ভ হয়। গৌড়ীয়ের এই বার্ষিক কীর্ত্তন কালচক্র-বর্ণনে যুগ-কীর্ত্তনের মধ্যে পদার্পণ করিতেছে অর্থাৎ গৌড়ীয়ের প্রচার একাদশ বর্ষ শেষ করিয়া দ্বাদশ বর্ষে প্রবিষ্ট হইতেছেন।

"গৌড়ীয়ে"র একাদশ বর্ষের প্রথমে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক কীর্ত্তন-মহামহোৎসবের মধ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের "পরতত্ত্ব ভগবান," "পুরুষার্থ বিনির্ণয়" এবং "বেদান্ত পরিচয়" বিষয়ক বক্তৃতার বাণী-সমূহ আমরা শ্রবণ করি। "শ্রীচৈতন্যের প্রেম" ও "শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিচয়" অক্ষয় কএকটী ক্রমিক প্রবন্ধের মধ্যে প্রাপ্ত হই। "গৌড়ীয়ের মাধুকরী" ও "মাধুকর বৈভব" প্রবন্ধ-দুইটীতে শ্রীগুরুমুখপদ্ম-বিনিঃসৃত উপদেশে গৌড়ীয়ের তত্ত্বে শ্রবণ করি। তাহার সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর উন্মেচন-কালে "প্রদর্শক প্রভুপাদের অভিভাষণ," "গাঢ় বৈষ্ণব ও পূর্ণ বৈষ্ণব," "প্রাচীনতার

ছলনায় প্রাকৃত-সাহজিকতার স্বরূপ-দর্শন" প্রভৃতি কএকটী মূল্যবান প্রবন্ধ মনোধর্ম্মের অনেক দুশ্চিকিৎস্য-ব্যাধির উপশম করিয়াছে।

তৎপরে দেখি, গৌড়ীয়ের স্তম্ভে "য়ুরোপে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের আয়োজন"। শ্রীব্যাসপূজা-উপলক্ষে "আচার্য্য-পরিচয়ে"র উপায়ন বাস্তব সত্যের অনেক নূতন আলোক প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রচারকগণের য়ুরোপ-যাত্রার সন্ধিক্ষণে গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ও জনসাধারণ উক্ত প্রচারকবৃন্দের প্রতি অভিনন্দন প্রদান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের "আমার কথা" পরমার্থ-প্রচার-জগতের ইতিহাসে নিত্যোজ্জ্বলভাবে চিরদিন বিরাজিত থাকিবে। "ভবিষ্যদ্বাণী সফল" প্রবন্ধে ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিনটী ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাহার সাফল্য-গৌরব-সৌষ্ঠব গৌড়ীয়ের শ্রীঅঙ্গে দৃষ্ট হয়।

একাদশ বর্ষের "গৌড়ীয়ে"র শ্রীঅঙ্গ শ্রীগুরু-কৃপার আর একটী মহামূল্য অলঙ্কাররূপে ধারণ করিয়াছেন। তাহা "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নামক গ্রন্থের প্রকাশের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। ইংরেজী সাহিত্য-জগতে এইরূপ গ্রৌঢ়-গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থ অভিনব ও অদ্বিতীয়।

"গৌড়ীয়ে" শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সভাপতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণে গৌড়ীয়ক্রম-জগতের ইতিহাস ও গৌড়ীয়ের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হই। উপদেশক, মহোপদেশক এবং মহামহোপদেশকের কৃত্যও আমাদের শ্রবণ করিবার সুযোগ হয়।

"গৌড়ীয়-সমাজ" প্রবন্ধ সূত্রাকারে পারমার্থিক-সমাজ-সংগঠনের বীজ সম্পুটিত করিয়া রাখিয়াছে। "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ" প্রবন্ধটীতে আমাদের অনেক বিবর্ত্ত-বুদ্ধি বিনষ্ট হয়। "কৃষ্ণভক্তি শোক-কাম-জাড্যাপহা" প্রবন্ধটী আমাদের শোক, কাম ও জড়তার মোহমুদ্গরস্বরূপ এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে আশ্রয়ীয় বাস্তব বস্তুর পথ-প্রদর্শক।

তৎপরে বোম্বাই-মহানগরীতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের বিপুল আয়োজন—বোম্বাইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকাশ ও তথায় শ্রীল প্রভুপাদের পদার্পণ এবং হরিকথামৃত-সিন্ধুর উদ্বেলন লক্ষ্য করি।

"জগতের বিভ্রান্তির অন্ত-সন্ধানে" প্রবন্ধে আমাদের কপটতার অবগুণ্ঠনগুলি উন্মুক্ত দেখিতে পাই। গোদ্রুমে ঠাকুরের সমাধি-মন্দিরে বিগ্রহ-উৎসব-উপলক্ষে, কৃষ্ণনগর-টাউনহলে সাদর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ এবং আনন্দ-সুখসঙ্কুলে কীর্ত্তন-মহোৎসব একাদশ বর্ষের উত্তরার্দ্ধের গৌড়ীয়ের অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। "প্রচারসেবা ও নিজ-ভজন-ছলনা," "বিশ্ববরেণ্যে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার," "প্রচার ও ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে বিবর্ত্ত" প্রভৃতি প্রবন্ধ-সমূহ আমাদের বহির্ম্মুখ গণ-মনের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাস্বরূপ হইয়া পারমার্থিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

গৌড়ীয়ের একাদশ বর্ষের উপসংহারে আমরা যেন শ্রীগুরু-গৌড়ীয় ও শ্রীগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-বাণী শ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তনের যোগ্যতা অকপট হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে পারি এবং সেই গুরু-গৌরবিহিত কীর্ত্তনের দ্বারা যেন বিশ্ববাসী সকলের অনবরত আত্মবৃত্তির সেবা করিতে পারি,—ইহাই আমাদের ভিক্ষা। গণমতের দিগ্‌বিদ্রান্তি করিয়া যেন আমরা সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট না হই, গ্রাম্য-বার্ত্তাবহ ও প্রাকৃত-সাহজিক-সাহিত্য হইতে গুরু-গৌরাঙ্গ-গৌড়ীয়ের মনোহভীষ্ট-পরিপূরক অপ্রাকৃত-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য যেন চিরদিন আপনার স্বারাজ্য-সিংহাসনে অক্ষুণ্ণরূপে বিরাজিত থাকেন, ইহাই বর্ষশেষে আমাদের প্রার্থনার বিষয় হউক।

গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীরূপানুগবর আচার্য্যবর্য্য ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ৩০শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই শুক্রবার দিবস মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন-প্রমুখ ভক্তগণসহ কটক হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক উৎসব অতি নিকটবর্ত্তী দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মঠসেবকগণকে নানা সেবাকার্য্যের সদুপদেশ-প্রদান এবং কলিকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বহু প্রধান ব্যক্তির নিকট অহর্নিশ অনর্গল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের আত্মমঙ্গল-সাধনের পরম সুযোগ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যার পর)

স্থান—কৃষ্ণনগর টাউনহল

কাল—১৬ই জুন (১৯৩০), ২রা আষাঢ় (১৩৪০)

ভগবদ্ভক্তি বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা-লাভ সাধারণ জ্ঞানের কার্য্য নয়। ভক্তের সঙ্গে অভক্তকে সমান জ্ঞান ক'র্‌তে হ'বে না। মূর্খ-অমূর্খ, মূঢ়ী-বিদুষী, 'লব্ধিতং অলব্ধিতং বা' —সব সমান নয়। যাঁ'রা এ দু'টোকে সমান জ্ঞান ক'র্‌তে যান, তাঁ'রা ভক্তি-অভক্তি বা ভক্ত-অভক্তের বিচার কখনও মূলে উঠ্‌তে পার্‌বেন না। 'সবকাজা'-শ্রেণীর লোকদের বহুতর্ক-বিতর্ক শোন্‌বার দরকার ও আছে, আবার একেবারে তা'দের বার দেবারও আবশ্যকতা আছে। পরীক্ষণের কথা জান্‌বার—ভক্তি-লাভে যোগ্যতা পা'বার passable mark পা'বারও ব্যক্তি ভারতবর্ষে আজকাল দুষ্প্রাপ্য হ'য়েছে। শতকরা দুই নম্বর পা'বার উপযুক্ত লোকও পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে ধাপে-ধাপে-খাইয়ে—এঁর অতীত রাজ্যে আর আমরা যেতে চাচ্ছি না।

আমরা intelligent sectionএর নিকট গিয়ে এই পরমার্থের বিষয় প্রচার ক'র্‌ছি। Mr. ● ● Roy এখানকার slumsএর উন্নতির চেষ্টা ক'রেছিলেন—আমাদিগের সাহায্যও চেয়েছিলেন। জগতের লোক যে standardএ আছেন, সে standardএ থেকে তাঁরা তা' করেন করুন, তা'তে অমঙ্গল হ'বে, তা' ব'ল্‌ছি না, তবে আমাদের ঠিক সে-রকম ধরণের Altruism—যেটা অতি সংকীর্ণ, ভাব-কালিক, অনিত্য, সে-রকম ধরণের পরার্থিতা দেখা'বার সময় নাই। লোক দিয়ে গর্ত্ত পূর্‌তে হ'বে না। খৃষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বী একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক (Mr. Mac Donald) Calcutta Universityতে lecture দিলেন যে, Altruism খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য বিষয়ের। কিন্তু আরও বিস্তৃত ও প্রসারিত—Extended Altruism ও Theism আবশ্যক। সঙ্কীর্ণ Altruismএর বিচার ক'র্‌তে গেলে দেখা উচিত —মানুষের কোন্ অংশটার উপকার ক'র্‌বে? উপকার ক'রে যে ২৪ ঘণ্টা কাটান' গেল, কিন্তু তা'তে উপকারটা কি হ'ল, তা' দেখা দরকার। খোলার উপকার, না আর কিছু হ'লো? নিত্যকালের উপকার কে কি ভাবে ক'র্‌তে পারে, সেটাই দেখা দরকার। অনিত্যের প্রতি মন দেওয়ার সময় কোথায়? তাই আমাদের হরিজন ছাড়া অন্য কাজের জন্য আর সময় নাই। মহাপ্রভুর শিক্ষা—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—হরিকীর্ত্তনই একমাত্র কার্য্য। বালক-বৃদ্ধ-যুবা—সকলেরই ভগবৎসেবা প্রয়োজন। সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন হ'লেই ভগবদ্বিষয়ের কার্য্য থাক্‌বে। ভাগবতের উদাত্ত শ্লোকে আমরা দেখ্‌তে পাই,—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥

অনুক্ষণ ভগবানের কথা স্মৃতি-পথে না থাক্‌লেই জড়ের ভোগ হ'য়ে যা'বে। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ না জান্‌লে প্রেমাই প্রয়োজন হ'বে না। দুর্ব্বাদি-যুক্তের প্রার্থনীয় বিষয়ই—প্রাকৃত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। শ্রীগৌরসুন্দরের কথার মধ্যে এগুলো Infant educationএর—শিশু-শিক্ষার কথা, কিন্তু Higher ও Highest Educationএর—উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষার কথা তিনি ব'লেছেন। উপনিষদ্, গীতা—এসব Infant classএর পাঠ্য, Higher study দরকার—শ্রীমদ্ভাগবত-আলোচনা আবশ্যক। বহু জন্ম পরে মানুষ-জন্ম পেয়েছি। দ্বিপদ অবয়বশ্রেণী যে-রকম Instinctএর বাধ্য হ'য়ে ভোগ-ত্যাগ-ধর্ম্মে আবদ্ধ আছে, আমরাও যদি সে-রকম ভোগ-ত্যাগের বাধ্য হ'য়ে যাই, তা' হ'লে মানুষ না হ'য়ে পশু হ'লেই ত' হ'ত। Animalism বিস্তারের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে So-called Intelligentia মনুষ্য-জীবনের অপব্যবহার ক'র্‌ছেন। যাবতীয় intelligence(চেতন) এর মূল আশ্রয়ই অংশী পূর্ণতম চেতন সর্ব্বকারণ-কারণের অনুসন্ধানেই বুদ্ধিমত্তা ও প্রকৃত পরিচয়। সকলেরই এঁতে

Vitally interested হওয়া কর্ত্তব্য। Necheinander ও Seelanwanderoong (পুনর্জ্জন্মবাদ) এর বিচার আবশ্যক। জীবন থাকতে থাকতে ভাল কথা আলোচনা দরকার। কিন্তু প্রত্যেকেই তা'দের ক্ষুদ্র প্রয়োজনের কথায় বিশেষ মত আছে।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

আমরা হাজার লাখার টাকার মধ্যে বসে থাকতে পারি—বহুমূল্য বসন-ভূষণে বিভূষিত হ'তে পারি, যদি ভগবদ্-ভক্তিই আমাদের প্রধান কার্য্য ব'লে বিচার হয়। ভগবদ্-ভজনের কথাটী স্মৃতিপথে থাকলে কোন অসুবিধা হয় না। ভক্ত ভোগীর ভোগ-বিচারকে মল-মূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন ক'রে থাকেন। ভক্ত ভোগ করেন না, মুক্তকুলই ভগবদ্-ভক্ত—এ কথা মাথায় ঢুকলে মানুষ 'ভক্তি' কা'কে বলে বুঝ্‌বে—সকলেরই মঙ্গল হ'বে। অমুক লোক ভজন ক'রতে পারেন, অমুক পারেন না,—এমন কথা নয়। ভগবদ্ভক্তিতে (ব্রহ্মা হ'তে 'ইন্দ্রগোপ' নামক কীট পর্য্যন্ত) সকলেরই অধিকার আছে, সব সময়েই ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা যায়—

মায়ামকাপি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
ন্যস্তার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

তাই, আমাদের বাস্তবসত্তো—ভগবন্নামানুশীলনে অনুরাগ হ'চ্ছে না। আমরা Phenomenal Existence এর—জগতের খেলা-ধূলায় দিন কাটা'লাম! নিজের মঙ্গল-অনুসন্ধানই প্রয়োজনীয়, বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন থাকা প্রয়োজনীয় নয়। বহির্জ্জগতের চিন্তা প্রবল থাক্‌লে ধামের ভিতর গৃহে প্রবেশের সম্ভাবনা হ'বে না। ভক্তের বাহিরের দিকটায় বিচারে সতর্ক হ'তে হ'বে—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবনিহতৈরপুরুষ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

বাইরের বিচারে আবদ্ধ থাকার ফলে মানুষ "অমুক লোক ভাল, অমুক লোক মন্দ"—এই রকম বিচারে প্রবৃত্ত হ'য়ে বৎসর হ'য়ে যায়, ভক্তির কথা বুঝ্‌তে পারে না। বিরুদ্ধ ধাপার থাক্‌লে জিজ্ঞাসা আরম্ভ হোক্—ভগবদ্ভক্তির enquiry আরম্ভ হোক্—

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"।

সূত্রের—অন্যের enquiry অনেক হ'য়েছে—University-গুলি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার কোন খবর দিচ্ছে না। Infinitesimal ও Infinity—দুটোই একজাতীয়, একটী ভোগের minimisation, আর একটী ভোগের maximisation. শ্রীগৌরসুন্দরের কথা—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ জগতে যাঁ'র পাণ্ডিত্য আছে—যিনি পণ্ডিত ব'লে বেশী সম্মান পান, তাঁ'কে তা'র চেয়েও বেশী সম্মান দাও—নিজে সেসব ছেড়ে দাও, অমানী-মানদ হও।

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তা'রে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥

* * *

প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ)

'তৃণাদপি' শ্লোকটী বাইরের দিকে দেখা'বার বিষয় নয়, বাইরে 'আঁদু-পাঁদু-ভাব-দেখান' কপটতা। কপটতা পরিহার ক'রে তবে ভক্তি। আমার মনে যতক্ষণ "বাস্তবিক আমার মত মূর্খ, অযোগ্য আর কেহই নাই"—এ রকম মূলত্ব প্রতিভাত না হ'বে, ততক্ষণ আমার সত্যের উপলব্ধি হ'বে না। সমস্ত relativityর মূল-কেন্দ্র Absolutenessএ

আলোচনা কি ক'রে ক'র্‌তে হয়, বুঝ্‌তে পারা যাবে—একটু সহিষ্ণুতা, একটু প্রশ্ন স্বীকার ক'র্‌লে। অমনোযোগী দার্শনিকগণ বাস্তব সত্যের কথায় ঘুমুচ্ছেন।

কোন একটী কাজে ক'র্‌তে হ'লে কত সময় লাগে, কত পরিশ্রম ক'র্‌তে হয়! জগতের তুচ্ছবিদ্যা-অর্জ্জনের জন্য কত প'ড়্‌তে হয়! উকিল মহাশয়েরা জানেন,—এক ওকালতি পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁ'দের Preliminary, Intermediate ও Final—এই তিনটে পরীক্ষা দিতে হ'য়েছিল। Elementary knowledge দরকার, একটু আলোচনা দরকার—একেবারেই এত বড় একটা জিনিষ পায়ের তোরে বুঝে নেওয়া যায় না।

আচরণ না ক'র্‌লে প্রচার হয় না, বুঝ্‌তে পারা যায় না। অনেকে হরিনাম জপ্‌বার অভিনয় করেন, কিন্তু শুধু হরিনাম-গ্রহণের অভিনয়ে মালা জপ ক'র্‌লে অন্যে বিরক্ত না হ'লেও অন্যের মঙ্গল হয় না, নিজের মাত্র উপকার (?) হয়। কিন্তু আমরা প্রচারের কার্য্য ক'র্‌তে ব'সেছি। তাই চলিত লোকের কাছে তা'দের চেয়েও একটু বেশী ভদ্রবেশ, একটু বেশী জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য, একটু বেশী চাই বজায় রাখ্‌তে হ'চ্ছে, তা' না হ'লে আমাদের 'ভোণ্ডো' মনে ক'র্‌লে আমরা হরিকথা শোনা'তে গিয়ে পাত্তাই পা'ব না। তবে আমাদের একটু লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে যে, The very seeming appearance should not be accepted as genuine. Seeming appearance দ্বারা deceived হ'তে হ'বে না। একটা সাধারণ সভায় ২।১ ঘণ্টায় এসব কথা সম্পূর্ণভাবে বলা যায় না। আমাদের জান্‌তে হ'বে—মনে রাখ্‌তে হ'বে যে, ভগবদ্ভক্তি নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ নয়। যাঁরা "নিজের দাঁড়ে ছোলা" ন্যায় অবলম্বন ক'রে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণরত বা তা'তে অভিলাষযুক্ত হয়; সে-রকম লোক 'ভক্তি'র কোন কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে না—Plus ও minus বুঝ্‌বে না।

সাধারণ অনভিজ্ঞ লোকের কাছে Kindergarten System অবলম্বন ক'রে আমরা প্রচার-কার্য্য আরম্ভ ক'রেছি। তা' বুঝ্‌তে হ'লে একটু সময় দিতে হ'বে, নিজ-অহঙ্কার একটু থামা'তে হ'বে। মানুষ-জাতির একটা অভিনিবেশ হওয়া উচিত নয়। Concealed Truth বাইরের দিকে প্রকাশিত নয়,—ভিতরে; বাইরের খানটা কিছু ভিতরের চিঠি নয়। যাঁরা কেবল বাইরের বিচার নিয়ে থাকে, শ্রীমদ্ভাগবত তা'দের স্থূলদৃষ্টিবিশিষ্ট ব'লে নিন্দা ক'রেছেন। ভাগবত ব'লেছেন,—

শ্রেয়ঃ শ্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা লাভ ক'র্‌লে বুদ্ধিমান্ হওয়া যায়। তা' হ'লেই বুঝ্‌তে পারা যায়—সাধারণ মানবজাতি কত পণ্ডিত! শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ক'র্‌লেই মনুষ্য-জাতির বুদ্ধি-শুদ্ধি কাল হ'ত—স্থূলতুষাবঘাত থেমে যেত। বাস্তব বস্তুর জ্ঞানলাভ না হ'লে অবাস্তব বস্তু এসে মানুষকে উৎপীড়ন ক'র্‌বেই ক'র্‌বে। অধোক্ষজসেবা না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ অক্ষজসেবায় প্রবৃত্ত হ'য়ে ভক্তির বিপরীত রাস্তা ধ'র্‌বে।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য সত্য আলোচনা হ'লে বাস্তব বস্তু-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান লাভ হয়, নতুবা 'আমি জড়ের ভোক্তা' এই দুর্ব্বুদ্ধি মানুষের সর্ব্বনাশ ঘটায়। ভগবদ্ভক্ত যে ভোগ করেন না, তাঁর কোন কার্য্য যে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে নয়—এ কথা সাধারণ মানুষ বুঝ্‌তে পারে না। ভগবদ্ভক্তের ঐশ্বর্য্যে আমার ভোগের বাধা হ'য়ে যাচ্ছে—আমি ভোগ ক'র্‌বো—ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষের recipient সূত্রে আমি, এই রকম বিচার এসে মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃত ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি অন্য ব্যাপার। ভক্ত চতুর্ব্বর্গ চান না, তাঁর সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিচার এই প্রকার—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

মনুষ্যজাতির বুদ্ধি কম, ভোগা-দেওয়া কথায় মানুষ দিন কাটায়। ভগবৎ-সেবাবিমুখ মনুষ্যজাতির কথায় আমরা কর্ণপাত ক'র্‌বো না, তা'রা ভোগ-তৎপর। ভগবান্‌ই অধোক্ষজ ও সর্ব্বভোক্তা, সকল জিনিষই তাঁর ভোগের উপকরণ, সকলেই তাঁর সেবা ক'র্‌ছে—এটা জান্‌তে পার্‌লেই মঙ্গল।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদ্বয়োকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

ভগবান্‌কে যেমন ভগবান্ ভগবতের কোন ভোগ-ত্যাগ স্পর্শ ক'র্‌তে পারে না, ভগবদ্ভক্তগণকেও সেই প্রকার বুঝ্‌তে হ'বে। ভগবদ্ভক্তকে দোষ স্পর্শ করে—এ রকম ভুল বুঝ্‌তে হ'বে না। শিক্ষককে মূর্খ মনে ক'রে নিলে ছাত্রের পক্ষে বাস্তবিক শিক্ষা-লাভ কখনও সম্ভব হয় না। যদি আমরা কেবল বাইরের কথায় থাকি, তবে ভক্তির কোন কথাই কোনদিন বুঝ্‌তে পার্‌বো না। সে-রকম ভাবে বৃথা সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নয়।

অনাত্মধর্ম্ম যে আত্মধর্ম্ম নয়, এ কথা সাধারণ বহির্ম্মুখ বুঝ্‌তে পারে না। মানুষ চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-দ্বারা ওজার—রূপ-রসাদি সসীম বিষয় ভোগ ক'র্‌ছে, আবার তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে তা'দের নির্ব্বিশেষ অবস্থা-লাভের চেষ্টা হ'চ্ছে। এ' দুটোই প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। জীবের যে-সব বৃত্তি, যে-সব activity এখন আছে, এগুলো মুক্তির পর কোথায় যা'বে? যখন Phenomenal world cease ক'র্‌বে (বহির্জ্জগৎ থেমে যাবে), স্থূল ও সূক্ষ্মের লয় হ'বে, তখন এগুলো যাবে কোথায়? Shuffling of dice এর মত এগুলোর utility'র কি একটা methodic principle নাই?

ভগবদ্ভক্তির অপব্যবহার না ক'রে, তদনুকূল বিচারে এই সমুদয় কথা বুঝা যায়। আমাদিগকে অনেক যেয়ে হরিকথা প্রচার ক'র্‌তে হ'চ্ছে, তাই জ্যোতিষ শিখ্‌তে হ'চ্ছে, লেখাপড়া শিখ্‌তে হ'চ্ছে, তা' না হ'লে বাইরের অভক্ত লোকেরা সময় দেবে না। এক সময়ে আমাদের খুব বড় জ্যোতিষী ব'লে প্রসিদ্ধি হ'য়েছিল। যে-সব লোকের জ্যোতিষ-সম্বন্ধে সামান্য Elementary knowledgeও নাই, অথচ যা'রা বাইরে জ্যোতিষী ব'লে খুব নাম কর্‌বার তালে আছে, তা'দের মত লোকের সঙ্গে বৃথা তর্ক-বিতর্ক করার সময় আমাদের ছিল না। ১৯০৩ সালে যখন আমরা পুরীতে ছিলাম, তখন ৺ ৺ কৌড়ার নামে এক ভদ্রলোক আমাদের কাছে কিছু জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিখ্‌তে এ'সেছিলেন। তাঁকে বাধ্য হ'য়ে কিছু Higher Mathematics আলোচনা ক'র্‌তে ব'লতে হ'য়েছিল। সামান্য Trigonometryর knowledgeটা পর্য্যন্ত না থাক্‌লে গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচারের উপলব্ধি কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে? পরবিদ্যাশ্রিতে অরি হ'য়ে যা'রা পরবিদ্যা-সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যন্ত লাভ ক'র্‌তে পারেন নি, তাঁ'রা কি ক'রে উচ্চস্তরের কথা ব'ল্‌তে পার্‌বেন? বুঝিয়ে দিলেও বুঝ্‌বেন না, বরং এক বুঝ্‌তে আর বুঝে ব'স্‌বেন। সুতরাং খুব ধৈর্য্য অবলম্বন ক'রে, জগতের পাণ্ডিত্যাভাসে কথার মধ্যে পরমার্থ কথাকে না মিশিয়ে, জগতের কথা থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভক্তির কথা শুন্‌তে হ'বে।

বর্ত্তমান সময়ে এমন হ'য়েছে যে, একটা কথা ব'ল্‌তে গেলেই প্রত্যেক প্রশ্নকারীকে তা'র জবাব দিতে হ'বে। এ'কে heckling বলে। কিন্তু আমাকে ত' জান্‌তে হ'বে, কা'র কতটা শুন্‌বার অধিকার হ'য়েছে। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠি, দাক্ষী বা পুষ্করসাদি—কোন্ ভাষাতে কে কতটুকু বোঝেন, এক বুঝ্‌তে আর বোঝেন কি না,—এসব জানা দরকার। যা'রা শাস্ত্র-কোষ প'ড়েছেন, তাঁ'দের পরিভাষা স্বতন্ত্র, তাঁ'রা আমাদের পরিভাষার উল্টা অর্থ বুঝ্‌বেন। সে-রকম উল্টা অর্থ বুঝে রেখে heckling ক'র্‌লে আমার মত অল্পশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাঁ'দের অসার্থ hecklingএর জবাব দেওয়া কঠিন হ'বে। আমরা জোশী বা ত্যাগী নই। ভোগ বা ত্যাগের বিচারকে আমরা Summarily reject ক'রে থাকি। যাঁ'র প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হওয়া যায়, তাঁ'র কথা অনুমোদন করা হয়, আর যাঁ'র প্রতি শ্রদ্ধা হয় না, তাঁ'র সম্বন্ধে তর্কপথ অবলম্বন করা হয়। এইরূপে কখনও অনুমোদন, কখনও ত্যাগ—এইভাবে, অধি-প্রত্যধিরূপে আমরা কতকগুলি কথা বলি। জোর থাকুক বা না থাকুক, বল্‌বার অধিকার—বিচারের অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু তর্কপথে angles of vision different হয়, এরকম দর্শন পরিত্যাগ ক'রে বাস্তব সত্যের দিক্ দিয়ে সকলের সত্তাকে দর্শন করা উচিত। দৃশ্য, দর্শন ও দ্রষ্টা—সম্বন্ধ, অস্তিত্বের ও প্রয়োজন—এ সকল বিষয়ে বিচার আবশ্যক। এ সব কথা ১০।৫ দিন দিবারাত্র ব'ল্‌লেও শেষ হয় না। তবে এ সব গ্রহণ করার বৃত্তি ভগবৎ-কৃপায় লভ্য হয়,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥

উপজিয়া যাহে লভা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর কএকটী কথা বল্‌বার ভার প'ড়েছে। বর্ত্তমানে আমাদের কাজ প'ড়েছে—'Proof correction'এর মত। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব'ল্‌তে ব'লেছি—'আপনি কম বোকেন'। তাই আমাদের কক্ষ-ছিদ্রও অনেক হ'য়ে প'ড়েছেন। অকাতিতাশ-কর্ম-জ্ঞানাদি ভক্তিবিরোধি-চিন্তাস্রোতগুলোকে নিরাস ক'রে ভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপন ক'র্‌তে গেলে দেহ-মনোধর্ম্মী জগতের প্রচলিত চিন্তা-স্রোতে বাধা দেওয়া কাজে-কাজেই দরকার হ'য়ে পড়ে। অথচ বলে, বোঝার শক্তি নাই। চুপ ক'রে ঘরে ব'সে নিজ-মঙ্গল চিন্তা ক'র্‌লে অবশ্য লোকের বল্‌বার বড় একটা কিছু থাকে না, কিন্তু লোকে এমন দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পে'য়ে—হরিভজনের উপযোগী জন্মলাভ ক'রে কেবল অবজ্ঞের পথে—অভক্তির পথে ছুট্‌বে, এটা দেখা যায় না—সহ্য ক'র্‌তে পারি না; তাই হরিভক্তির কথা লোককে ডেকে ডেকে বল্‌বার আবশ্যক হ'য়ে পড়ে। আমি শীঘ্রই ম'রে যা'ব, আর কেউ আপনাদের ভোগে বাধা দিতে আস্‌বে না, আপনারা তখন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে ভোগ ক'র্‌তে পার্‌বেন। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকে নিরাস ক'রে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের কথা ব'লতে গিয়ে অনেক লোকের এমন অসন্তোষ-ভাজন হ'য়ে প'ড়েছি যে, তাঁরা আমার প্রাণ পর্য্যন্ত আহারের বন্দোবস্ত ক'র্‌তেও বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন নাই, তাঁদের কেউ মনে ক'র্‌ছেন, এইবার আমাদের কল্‌ বন্ধ হ'লো, কেউ মনে ক'র্‌ছেন, প্রতিষ্ঠার লাঘব হ'লো—এই সকলে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কুটীনাটি-পরায়ণ মহলোকেরই বিশেষ অপ্রীতিভাজন হ'তে হ'য়েছে, না হ'য়েও উপায় নাই। তবে কৃষ্ণ যদি রাখেন, তা' হ'লে কেউ কিছুই ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না। বাস্তব-সত্যেরই জয়লাভ হ'বে।

যাত্রাপথে, ইষ্টি-শি প্রভৃতি স্থানে দেখেছি, বিশিষ্ট রাজ-পুরুষেরা যখন আমাদের কাছে এ'সেছেন, তখন তাঁ'দিগকে রক্ষাবেক্ষণের জন্য তাঁ'দের সঙ্গে রক্ষক ছিলেন, আমাদের সঙ্গেও লালকাপড়-পরা ঐ রকম ১০।২০ জন লোক সর্ব্বদা থেকে আমাদিগকে রক্ষা ক'র্‌ছেন। আমরা নির্ধন, অকিঞ্চন, তাঁরা খেতে দেন, প'র্‌তে দেন, যাত্রা-রক্ষার প্রতি দৃষ্টি করেন। তাই নিতান্ত অযোগ্যতুক হ'য়েও আজ আমি ভারতের-দিগ্বাচল—সর্ব্বত্র ঘোড়্‌ছি। সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যবাণী—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচার আমার জীবনের প্রধান কার্য্য হ'য়ে প'ড়েছে। অনেকের এ কার্য্যে বাধা বা সমষ্টিগত বিচারে অনেক অসুবিধা মনে হ'চ্ছে, তাঁরা সেজন্যে আমাকে ক্ষমা ক'র্‌তে পারেন। আমার শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধে—মহাপ্রভুর প্রচার্য্যবিষয়-সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌বার ছিল, কিন্তু সে-সব কথা বল্‌বার পূর্ব্বে কতকগুলি প্রাথমিক কথা ব'ল্‌তে গিয়ে আপনাদের অনেক সময় নিতে হ'লো। ভগবদিচ্ছা হ'লে এসব কথার আলোচনা আরও বিস্তৃতভাবে হ'তে পার্‌বে।

ভগবৎকথা ব'ল্‌তে গেলে বক্তাকে heckle ক'রে অনেকেই পরাজয় কর্‌বার বিচার-মূলে বক্তার হরিকীর্ত্তনে বাধা দিতে পারেন, কিন্তু এ কথা আমাদের সকলেরই জানা প্রয়োজন যে, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-ব্যতীত আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভের উপায়ান্তর নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

প্রাপ্ত-পত্র

লক্ষ্ণৌ
২১।৭।৩০

সম্পাদক মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া 'গৌড়ীয়'-পত্রে আমার নিম্নলিখিত কএকটী পংক্তি প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

গত ১৪ই জুন (১৯৩০) আমি মৈমিষারণ্য-দর্শনে গিয়াছিলাম, তথায় শ্রীগয়মহলে-মঠ শ্রীযুক্ত মহাপ্রভুর সেবা ও তদীয় প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্ম-প্রচার-কল্পে প্রতিষ্ঠিত আছেন শুনিয়া উহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। পূর্ব্বে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পতনের কাহিনী শুনিয়া মন যেরূপ ব্যথিত ছিল, মৈমিষারণ্য-পরমহংসমঠ-সন্দর্শনে আশার উদ্দীপনায় মন সেইরূপ উল্লসিত হইল। মঠাধ্যক্ষ ও তাঁহার সহকারি-বৃন্দের যত্নে এবং তাঁহাদের ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তির ফলে অবাধিল

আনন্দে পূর্ণ হইল। মনে হইল, সত্য-সত্যই মহাপ্রভু স্বয়ং মর্ত্তে বিরাজমান থাকায় সংসারের আধি-ব্যাধি-পাপ-তাপ-আশা-যন্ত্রণার লেশমাত্রও তথায় প্রবেশাধিকার নাই। মনে হইল, সত্য-সত্যই নৈমিষারণ্য তপস্যাক্ষেত্র ও সিদ্ধিস্থান। আরও লক্ষ্য করিলাম, মঠসেবকগণ কেবল যে আমার প্রতি যত্নবান্, তাহা নহে, সমস্ত যাত্রির প্রতিই তাঁহাদের আতিথেয়তা ও সৌজন্য সমভাবে বিদ্যমান এবং তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের পরম-মঙ্গল-বিধানের জন্য তাঁহারা অত্যন্ত ব্যাকুল। "রাঢ়ানেড়ী"র প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ইঁহাদের দ্বারা বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতেছে দেখিয়া বাস্তবিকই প্রাণ উৎফুল্ল হইল। মঠাধ্যক্ষ ও তদীয় সহকারী মঠসেবক-দ্বয় বয়সে তরুণ হইলেও দিবারাত্র তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনা—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবা, শ্রীনামকীর্ত্তন-ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে আনন্দ পান না দেখিয়া তাঁহাদের প্রচার-প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার আন্তরিক ভক্তির সঞ্চার হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহের সেবার উদ্দেশ্যে মঠাধ্যক্ষ এবং তাঁহার সহকারী সেবক-দ্বয়ের দৈনিক সমস্ত কর্ম্ম ন্যস্ত। ভগবানের কৃপায় সর্ব্বত্র এই প্রকার শুদ্ধভক্তির আচার-প্রচার হউক, তাহা হইলেই এই বিশ্ব পূর্ণসুখময়ধাম হইবে।

নিবেদক
শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এল, টি
হেড্ মাষ্টার হরিচাঁদ হাইস্কুল

লণ্ডনে রাজ-প্রাসাদে ভারত-সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সহিত শ্রীপাদ বন মহারাজের সাক্ষাৎকার

বিগত ২০ শে মে মাই (১৯৩৩) তারিখের লণ্ডনস্থ বিজয় সংবাদ-ধাতায় প্রেরিত তারে প্রকাশ,—

"On behalf of Mission Swami Bon was presented by Secretary of State to Their Majesties at Buckingham Palace who were pleased to know Mission's activities."

(তাৎপর্য্য)

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বিদেশিবাসী শ্রীপাদ বনমহারাজকে মহামান্য ভারত-সচিব মহোদয় বাকিংহাম প্রাসাদে ভারত-সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর নিকট পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী উভয়েই শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যাবলী-শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

লণ্ডনের প্রচার-বার্ত্তা

[সাময়িক পত্র হইতে উদ্ধৃত]

"ষ্যাড্‌ভান্স" ২৪ শে জুলাই, ১৯০৩

RECEIVED BY THEIR MAJESTIES.

Gaudiya Missionaries in England.

London, July 21.

Their Majesties were pleased to command the Lord Chamberlain, the Earl of Cromer to invite Swami B. H. Bon, representative of the Gaudiya Math at the Buckingham Palace where he was presented to Their Majesties by Sir Samuel Hoare, Secretary of State for India yesterday at 4 p. m. Swami B. H. Bon paid his homage to Their Majesties and represented the objects of the Mission.

(তাৎপর্য্য)

মহামান্য সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর অভ্যর্থনা।

লণ্ডনে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ

লণ্ডন, ২১ শে জুলাই

মহামান্য ভারত-সম্রাট্ ও ভারত-সম্রাজ্ঞী শ্রীগৌড়ীয়মঠের লণ্ডন-প্রবাসী প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে বাকিংহাম প্যালেসে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য লর্ড চেম্বারলেন আয়ুল অফ ক্রোমারকে আদেশ করিয়াছিলেন। মাননীয় ভারত-সচিব স্যর স্যামুয়েল হোর শ্রীমদ্ বন মহারাজকে গত কল্য ৪ ঘটিকার সময় মহামান্য ভারত-সম্রাট্ ও ভারত-সম্রাজ্ঞীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজ ভারত সম্রাট্ ও ভারত-সম্রাজ্ঞীকে অভিবন্দন করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন।

——

প্রচার-প্রসঙ্গ

(ভারতীয়)

ঢাকায়—ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে এবং ঢাকা-নগরীর বিভিন্ন স্থানে সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়, ময়মনসিংহে আনন্দমোহন-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতীবৈভবাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত হরেরাম ব্রহ্মচারীজী পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে প্রত্যেক সপ্তাহের রবিবারে বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়; মঠরক্ষক সম্পাদক মহাশয় প্রত্যেক সভাতেই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয়-সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলক বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন। সভাতে বহু শ্রোতার সমাবেশ হইয়া থাকে। ক্রমশঃই শিক্ষিত লোকসংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, শ্রীমঠে রবিবার দিবস লোক বসিবার স্থানাভাব হইয়া পড়ে। নারায়ণগঞ্জ হইতেও বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক অধিবেশনে যোগদান করেন।

বিগত ৯ই জুলাই, ২৫শে আষাঢ় রবিবার দিবস শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীচণ্ডী" বিষয়ে সন্ধ্যা ৭৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টাকাল-ব্যাপী একটী শাস্ত্রযুক্তিমূলক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভ্যানুসন্ধিৎসু শ্রোতৃমণ্ডলী বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। তৎপূর্ব্ব কএক সপ্তাহেও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে "বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব," "ভগবদ্দর্শন কি ?"

এবং "উপনিষদ্ ও ভক্তি"-সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় এক একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত দিবসের অধিবেশনে বেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন—পেন্সন্‌প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট্ ও সেসন্ জজ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—পেন্সন্‌প্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর অব্ কুল্‌স্, ঢাকা-বিভাগের শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ বিশ্বাস—ডিরেক্টর এগ্রিকালচার ঢাকা, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাশগুপ্ত—ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর অব্ কুল্‌স্, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন গাঙ্গুলী—অবসর-প্রাপ্ত হেড্ ক্লার্ক পুলিস-অফিস, শ্রীযুক্ত মনোমোহন নিয়োগী—পেন্সন্‌প্রাপ্ত সবজজ, শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসাদ নিয়োগী—অবসর-প্রাপ্ত সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট্, শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রদাস গুপ্ত বি-এ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন শীল, শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন সরকার, শ্রীযুক্ত ভূধর বিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত পরিতোষ দত্ত—অফিসার সি ভিলিট, ঢি, ঢাকা, শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন রায় জমিদার, শ্রীযুক্ত অধিকিশোর বসাক—মার্চ্চেণ্ট প্রভৃতি বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

৩রশে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই রবিবার দিবসের সাপ্তাহিক অধিবেশনে সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রবন্ধে "সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়"—সম্বন্ধে একটী শাস্ত্রযুক্তিমূলক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

মানভূমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ কএক দিবস পূর্ব্বে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীকে প্রমুখ কএকজন ভক্তসহ মানভূম জেলার অন্তর্গত ধানবাদে প্রচারার্থ গমন করেন। তথাকার "নিউ টেশন রেলওয়ে স্কুলে"র একটী সভার অধিবেশনে উক্ত উপদেশক পণ্ডিত ব্রহ্মচারীজী "মানবজীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটী নীতিগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, খনিবিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার অফিসের বড় বাবু শ্রীযুক্ত মণীবাবু প্রভৃতি ভক্তগণের বাটীতেও শ্রীমদ্-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন হইয়াছে।

হীরাপুরবাসী লোকের আগ্রহে এবং তথাকার উকিল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বি-এ, বি-এল মহাশয়ের উদ্যোগে তথাকার প্রসিদ্ধ শ্রীহরিমন্দিরে একদিন উপদেশক পণ্ডিত-দ্বয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আরও অধিক শ্রবণের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন। তাঁহাদের চেষ্টায় এবং উক্ত উকিল বাবুর আন্তরিক যত্নে অন্যদিবস টাউন-হলে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উপদেশক পণ্ডিতজী "সনাতন-ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন,—না—সাম্প্রদায়িক ?"—এতৎ-সম্বন্ধে বিশেষ যুক্তিপূর্ণ, দার্শনিক বিচারযুক্ত এবং হৃদয়-গ্রাহী একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া আত্মধর্ম্মের অনুশীলনই যে প্রত্যেক জীবের একমাত্র পরম মঙ্গলের হেতু, তাহা সকলকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৪৮শ সংখ্যার পর)

ইহা 'শকটা গ্রাম' নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণ-প্রিয় স্থানটী অনুপম অলিগুঞ্জন-মুখরিত কুসুম-কাননে সুশোভিত। এই স্থানে একটী কূপ আছে। এই কূপ-স্থানের বহু ফলের কথা শোনা যায়। মথুরার পশ্চিম-দিকে অদূরে অর্দ্ধযোজন-মধ্যে এই স্থান অবস্থিত। মথুরার প্রায় ৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অথবা 'ছটীকরা'র প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে 'Sakna' (সক্না) নামক যে স্থান, তাহাই 'শকটারোহণ' কি ?

আদিবারাহে এই স্থানের বিষয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

শকটারোহণং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরার্দ্ধ যোজনে।
অনেকানি সহস্রানি ভ্রমরাণাং বসন্তি বৈ।

তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীরৈরন্ত্রাত্রোপোষিতো নরঃ।
স তু বিদ্যাধরং লোকং গত্বা তু রমতে সুখম্॥

বহুলাবন হইতে প্রায় ১॥ মাইল উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে হরীরার নিকটেই শ্রীগরুড়-গোবিন্দের শ্রীমন্দির। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-সখা শ্রীদাম গরুড়রূপ ধারণ করিলে গোবিন্দ চতুর্ভুজ হইয়া শ্রীদামের স্কন্ধে আরোহণ-পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়াছিলেন। গরুড় ও গোবিন্দের নামানুসারে এই স্থানের নাম 'গরুড়গোবিন্দ' হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে গন্ধরূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'গন্ধেশ্বরা-স্থান' হইয়াছে। শ্রীল রাঘব গোস্বামী শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃ প্রভৃতিকে দূর হইতে ঐ স্থান দর্শন করাইয়াছিলেন।

খদিরা ও গন্ধেশ্বরার রাস্তা ডান দিকে রাখিয়া পরিক্রমা বনপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চলিবার পর রাস্তায় খিচরী-নামে একটী গ্রাম পাওয়া গেল। স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহাকে খিচর-বন বলেন। প্রবাদ—এই স্থানে কৃষ্ণচন্দ্র সখাগণ-সঙ্গে বন-ভোজনে খেচরান্ন খাইয়াছিলেন। গ্রামে ১০০ ঘর লোক আছে, জানা গেল। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটী কুণ্ড আছে, তাহাকে সরবন-কুণ্ড বলে। ইহা শ্রবণ-শব্দের অপভ্রংশে বলা যায় না। কুণ্ড অত্যন্ত পুরাতন, জল শেওলায় পরিপূর্ণ, একেবারে সবুজ হইয়া গিয়াছে। গ্রামে একটী মিঠা কূয়া আছে। পরিক্রমার যাত্রিগণ খিচরী-গ্রামে বৃক্ষের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং হনুমানজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। হনুমানজীর পুরাতন তপ্তমন্দির ঐ সরবন-কুণ্ডের তীরেই অবস্থিত। ঐ স্থানে নিম্ব, অশ্বত্থ প্রভৃতি অনেকগুলি ব্রজের বৃক্ষ-লতাদি ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং অনেকগুলি ময়ূর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছিল। তথাকার ময়ূরগুলির পাখা ছিল না। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলিলেন,—ময়ূর কার্ত্তিকমাসে পাখা ছাড়িয়া দেয় এবং এক বৎসর পরে আবার আহারের পাখা হয়।

পরিক্রমা খিচরী-গ্রাম ছাড়িয়া বহুলাবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। পাথরহী ও ক্ষেতের মধ্য দিয়াই পথ হইল। বেলা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। সাতোহা হইতে প্রায় ৪ মাইল পথ চলিয়াছে, এমন মধ্যাহ্নকালে পরিক্রমা বহুলাবনে উপস্থিত হইলেন। বর্ত্তমান "বাটী" বা "বাথি" (Bathi) নামক গ্রামে বহুলাবন অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরে "বহুলা"কুণ্ড। কুণ্ডের দক্ষিণতটে "বহুলা" গাভীর মন্দির; মন্দিরে একটী প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত—বামদিক হইতে পর্য্যায়-ক্রমে ব্যাঘ্র, গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ, নায়ন, বহুলাগাভী, বৎস ও ব্রাহ্মণ।

প্রবাদ—এখানে বহুলানাম্নী ব্রজের গাভী ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রান্ত হইলে গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্রকে নিধন-পূর্ব্বক উক্ত গাভীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্য কিংবদন্তী এই যে, বৃন্দাবনের কোন কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের একটী গাভী ছিল। ঐ গাভীটি চরিতে চরিতে বহুলাবনে আসে। বহুলাবনে খুব বন ছিল। সেই বনের এক বাঘ গাভীকে আক্রমণ করে। গাভী তাহার ক্ষুধার্ত্ত বৎসকে দুগ্ধ পান করাইয়া অতি শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রতিশ্রুত হয়। গাভী বৎসের নিকট গিয়া বলিল,—তোমার যত ইচ্ছা, দুগ্ধ পান করিয়া লও। আজই তোমার শেষ-দুগ্ধ-পান। কারণ, আমি ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, শীঘ্রই সেখানে গিয়া তাহার ইচ্ছা পূরণ করিব। ইহা শুনিয়া বৎস বলিল,—তুমি যেরূপ ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমাকে প্রাণে না বাঁচাইতে পারিলে আমি একবিন্দুও দুগ্ধ খাইব না। ব্রাহ্মণ গাভী ও বৎসের এই সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া গাভী ও বৎসকে লইয়া ব্যাঘ্রের নিকট গেলেন। গাভী, বৎস ও ব্রাহ্মণকে সমুপস্থিত দেখিয়া ব্যাঘ্র বলিল,—আমি একজনকেই খাইব বলিয়াছি, তিন জনকে খাওয়ার কথা বলি নাই। বৎস ও ব্রাহ্মণ বলিলেন, বহুলাগাভীকে আমাদের নিকট হইতে বিদায় দিলে আমরাও তোমার নিকট আত্মোৎসর্গ করিব। এদিকে শুক ব্রাহ্মণের কৃষ্ণসেবার গাভীর এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ নায়নকে তথায় ব্রাহ্মণের নিকট পাঠাইলেন। নায়ন কুকুর নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিল। কুকুর তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে ভক্তরক্ষার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এই জন্যই বহুলাকুণ্ডের তীরস্থ [illegible] কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র, গাভী, বৎস ও ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি [illegible]। এই বহুলা গাভীর নাম হইতেই এই বনের [illegible] হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)